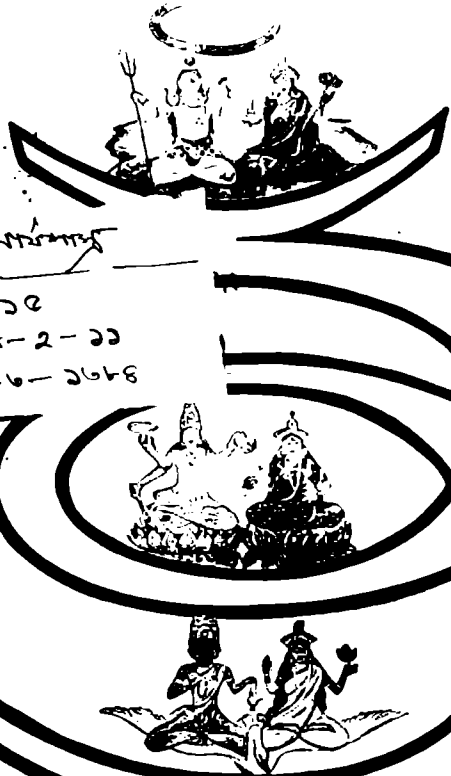

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

মূল সত্তা একটি। তাঁর ইচ্ছা হল—বহু স্যাম্ প্রজায়েয়—বহু হব ভগবান তিনিই বহুরূপ ধারণ করে লীলা করেছেন এই সৃষ্টিমুখী গতি। কেন্দ্রাভিমুখী গতি যখন আসে তখন তাঁর জীব নাড়াবলম্বনে পরমানন্দময় ভগবানকে পাবার জন্য সাধনা করতে থাকে সাধন করতে করতে অনুভূতি পায়, তারপর সে আপনার হৃদয়েই তাঁর হৃদয়রমণকে লাভ করে ডুবে যায়। পরমানন্দ হৃদয়ে আছে—অন্তর্মুখ হলেই সেই সাগরের সন্ধান মানুষ পায়।

( )

'নাম'কে যে প্রথম-আসনে বসাতে পারে তাকে আর কোন কিছু ভাবতে হয় না দ্বিতীয় আসন শ্রীভগবান গ্রহণ করেন অর্থ নামগ্রাহীর চরণতলে লুণ্ঠিত হয়।

( )

নাম-নামী অভিন্ন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপ করা আর কৃষ্ণের সঙ্গে থাকা—এক কথা। কেবল ডাকবি! উঠতে-বসতে, খেতে-শুতে নিয়মে-অনিয়মে হেলায়-শ্রদ্ধায় কেবল ডাকবি।

১৫শ বর্ষ, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৮৩

[দ্বিতীয় সংখ্যা শায়না যাত্রা
তৃতীয় সংখ্যা—দক্ষিণপার্শ্বীয়া যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতঃ—

হরিবংশঃ

শ্রীশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবতন্ত্রাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম. এ. বি. এল্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীযদুনাথ কাব্য ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরমরঞ্জন কাব্য ব্যাকরণতীর্থ

কার্য্যাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(ভারতীয় সঙ্ঘরাষ্ট্র)

যুগ্ম-কর্ম্মাধিকর্ত্তা :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ, ৭৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩১ (ফোন : ৫৮-২৭৩১)
সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ ফোন নং ৩৪ ৪৭-৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ৮·· টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ ন পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·· টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সকালক, 'আর্য্যশাস্ত্র', ৭।৭, পি,ডব্লিউ,ডি,রোড, কলি-৩৫

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিবংশ প্রকাশিত হইতেছে তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র যথাযথাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ-পত্রাদি "সকালক, আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭।৭ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫৮-২২৩১। মনি অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩ এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে

৪ গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা নিশ্চই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পরমাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

ততঃ স্নাতো জগন্নাথঃ সর্বেশঃ সর্বভাবনঃ।
চকারাবস্থকং সর্বং সর্বকামপ্রদঃ সতাম্ ॥ ৩৭
দদৌ চ নারদং দেবঃ স্নাতো দেবমুনিং নৃপ।
অভ্যাজগাম স্নানান্তে মুনিশ্রেষ্ঠো মহোদধৌ ॥ ৩৮
তমাগতং নরপতে সত্যাং গতিরধোক্ষজঃ।
সত্যয়া সহ ধর্মাত্মা যথাবিধি অপূজয়ৎ ॥ ৩৯
পাদৌ প্রক্ষাল্যাচম্যৈনং মুনিং সাত্রাজিতী স্বয়ম্।
জলং দেবঃ স্বয়ং কৃষ্ণো ভৃঙ্গারেণ দদৌ তদা ॥ ৪০
অথোপবেশয়ামাস সুখাসীনায় কেশবঃ।
পরমান্নং স মুনয়ে প্রযতাত্মা জগদ্গুরুঃ ॥ ৪১
তল্লোককর্ত্রী সংকৃত্য দত্তং মুনিরুদারধীঃ।
বুভুজে বরতাং শ্রেষ্ঠঃ শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ ॥ ৪২
উপস্পৃশ্য ততস্তৃপ্তঃ প্রদদৌ চাশিষঃ প্রভো।
তান্ প্রীতেন মনসা প্রতিজগ্রাহ কেশবঃ ॥ ৪৩
ততঃ সাত্রাজিতীং দেবীং প্রণতাং নারদোঽব্রবীৎ।

প্রসার্যা দক্ষিণং হস্তং মঙ্গলং তুলসীযুতম্ ॥ ৪৪
যথেদানীং ত্বয়ৈবং বৈ ভব দেবি পতিব্রতা।
সবিশেষক শুভ্রা ত্বং ভবন্তপসো বলাৎ ॥ ৪৫
ইত্যুক্তা মুনিমুখ্যোঽসৌ সত্যাভামা হরিপ্রিয়া।
উক্তস্তো মধুরা মুক্তা হর্ষেণ তু নরাধিপ ॥ ৪৬
স কৃষ্ণোঽপ্যভ্যনুজ্ঞাং তু লব্ধ্বা মুনিবরাত্তদা।
বুভুজে বিধিবদ্ ধীমানপ্রমেয়পরাক্রমঃ ॥ ৪৭
ততস্তাবস্থকং কৃত্বা সত্যাং তাপি ভারত।
অনুজ্ঞয়া তদা তস্যৈ বিবেশ বসুধাং মুদা ॥ ৪৮
ততো বিনির্গতা দেবী কৃষ্ণস্তৈবাভ্যনুজ্ঞয়া।
স্থিতা পার্শ্বে চ কৃষ্ণস্য নমস্কৃত্য মহামুনে ॥ ৪৯
ততো মুহূর্তমাসিত্বা নারদঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ।
আপৃচ্ছে ত্বাং গমিষ্যামি ব্রহ্মলোকমধোক্ষজ ॥ ৫০
তত্রাস্তাং দেবমীশানং নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্।
গান্তস্মি দেবগন্ধর্বাপ্সরোযক্ষগণাবৃতম্ ॥ ৫১

তদনন্তর সব কিছুর ঈশ্বরেশ্বরী, সর্বেশ্বর, জগন্নাথ এবং সংপুরুষগণের সকল কামনার পরিপূরণকারী শ্রীকৃষ্ণ স্নান ও অন্যান্য আবশ্যক কার্য সম্পাদন করিলেন। ৩৭

নরেশ্বর! তৎপশ্চাৎ ভগবান দেবর্ষি নারদকে স্মরণ করিলেন। নারদমুনি তখন মহাসাগরে স্নান করিতেছিলেন। স্নানের পর তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে আসিলেন। ৩৮

হে রাজন্! তাঁহাকে (নারদকে) সমাগত দেখিয়া সংপুরুষগণের আশ্রয়দাতা, ধর্মাত্মা, অযোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ সত্যার সহিত তাঁহাকে যথাবিধি সংকার বা পূজা করিলেন। ৩৯

তখন সত্রাজিৎ-কন্যা সত্যা নারদমুনির পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জল দিলেন। ৪০

যখন তিনি (নারদ) সুখে উপবেশন করিলেন তখন প্রযতাত্মা জগদ্গুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুনির জন্য উত্তম অন্ন পরিবেশন করিলেন। ৪১

সেই লোকস্রষ্টা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত সেই অন্ন বরিষ্ঠের উদার বুদ্ধি নারদ মুনি পরম শ্রদ্ধার সহিত ভোজন করিলেন। ৪২

হে প্রভো! ভোজনান্তে হাত মুখ ধুইয়া আচমন পূর্বক তৃপ্ত মুনি শ্রীকৃষ্ণকে অনেক আশীর্বাদ করিলেন এবং ভগবান্ কেশবও প্রসন্ন চিত্তে ঐ আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। ৪৩

তদনন্তর নারদ মুনির ঈশ্বর চরণে প্রণামরতা কমলনয়না-সত্রাজিৎ কুল কন্যা সত্যাদেবীকে দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়া নারদমুনি বলিলেন। ৪৪

দেবি! তুমি এখন যেরূপ, সেইরূপ তুমি সর্বদা পতিব্রতা হও এবং আমার তপস্যাবলে তুমি বিশেষ সৌভাগ্যশালিনী হও। ৪৫

হে নরেশ্বর! মুনিপ্রবর নারদ এইরূপ বলিলে হরিপ্রিয়া সত্যাভামা মহানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ৪৬

তখন মুনিবর নারদের আজ্ঞা লইয়া অমিতবিক্রম বুদ্ধিমান শ্রীকৃষ্ণও মহাবলিষ্ঠ অন্ন ভোজন করিলেন। ৪৭

হে ভরতবংশজ! তারপর আবশ্যক কর্ম করিয়া সত্যাভামাও পতির আজ্ঞায় নিজ ঘরের মধ্যে প্রসন্নতাপূর্বক প্রবেশ করিল। ৪৮

তারপর শ্রীকৃষ্ণের আদেশে সত্যাদেবী ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া মহাত্মা নারদ মুনিকে প্রণামপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে উপবেশন করিল। ৪৯

তারপর মুহূর্ত কয়েক বসিয়া নারদমুনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে অধোক্ষজ! এখন আমি ব্রহ্মলোকে যাইব; অতএব যাইবার অনুমতি চাহিতেছি। ৫০

সেখানে দেবতা, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ আবিষ্কার ঈশান ভগবান্ মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া তাঁহার প্রসন্নতার জন্য বন্দনা-স্তুতি করিবে। ৫১

মাসি মাস্যুচিতঃ শ্রেষ্ঠকুসুমৈরুপশোভনে প্রাতঃ
পূজার্থং দেবদেবস্য গান্ধর্বং নৃত্যমেব চ ॥ ৫১
অন্তর্হিতো দেবদেবঃ সোমঃ সপ্রবরো বিভুঃ।
পঙ্ক্ত্যামরময়ুখেন কৃতঃ ভক্ত্যাস্থিতাত্মনা ॥ ৫৩
নিমন্ত্রিতোঽহং পূর্বেদ্যুঃ পুষ্পাঃ দত্তাঃ মহাত্মভে।
পারিজাতস্য ভদ্রং তে তরুরাজ্ঞো মহাত্মনঃ ॥ ৫৪
অবেক্ষমাণস্তত্র ধর্মাবৃদ্ধর্থং মহা বিভো!
দেবোপভোগায়বদ্ধি তরুরত্নমনুত্তমম্ ॥ ৫৫
ইষ্টঃ স বৃক্ষঃ সততঃ শচ্যাঃ পুরুপুরোঽভবৎ।
সৌভাগ্যমাবহত্যেব পূজ্যমানোঽপি নিত্যশঃ ॥ ৫৬
পুণ্যাং কর্ত্তুং তদা সৃষ্টঃ পারিজাতো মহাদ্রুমঃ।
অদিত্যা ধর্মনিত্যেন কল্যপেন মহাত্মনা ॥ ৫৭
পুরাদিত্যা মহাতেজাস্তাবিতঃ কিল কল্যপঃ
বরেণচ্ছন্দয়ামাস মহাত্মানং প্রজাপতিং ॥ ৫৮
সোবাচ মুনয়া যেন ভবেঃ মুনিসত্তম
স্বলঙ্কৃতা কামতশ্চ সর্বৈরেব বিভূষণৈঃ ॥ ৫৯
ঈপ্সিতঃ পুত্রনৃত্যাশ্চ ভবেদ্যেন তপোধন
কুমারী নিত্যদা চৈব ভবেঃ তপসা নিধে ॥ ৬০
বিরজা শোকরহিতা ভবেমিতি নিত্যদা
পতিভক্তিমতী চৈব ধর্মশীলা ভবেব চ ॥ ৬১
পারিজাতস্ততোঽপ্রাক্ষীদিত্যাঃ প্রিয়কাম্যয়া।
সর্বকামপ্রদৈঃ পুষ্পৈরুত্তমৈঃ নিত্যমঙ্কিতৈঃ ॥ ৬২
ত্রিসাধ্যং সর্বদা দৃশ্যঃ সর্বভূতমনোহরম্
সর্বপুষ্পাণি দৃশ্যন্তে তস্মিন্নেব মহাদ্রুমে ॥ ৬৩
ঔদুম্বরাণ্যপি পুষ্পাণি বিভূত্যোঽপি রূপিণী।
বহুরূপাণি চাপ্যন্যা পদ্মানি চ ততোঽপরা ॥ ৬৪
মন্দরাদপি বৃক্ষশ্চ সাবদুদ্ধতা কল্যপঃ।
তস্মাদেব তরুশ্রেষ্ঠঃ সর্বেষাং শ্রেষ্ঠতাং গতঃ ॥ ৬৫
ততস্তত্র নিবদ্ধাথ কল্যপং প্রণতা ততঃ।
অদিতির্মম পুণ্যার্থং সৌভাগ্যার্থং তথৈব চ ॥ ৬৬

প্রভো। দেবাদিদেব মহাদেবের পূজার জন্য মন্ত্রোক্তবনে প্রতিমাসেই বৃত্তা-গীতের সমৃদ্ধি আয়োজন হইয়া থাকে। ৫২

পর্বতবিষাতক দেবরাজ ইন্দ্র একদা ভক্তিভরে কৃত ঐ আয়োজন নিজ শ্রেষ্ঠ পারিষদ এবং অপ্সরা উর্বশীকে সঙ্গে লইয়া দেবাদিদেব মহাদেব অসুর হইতে দেখিতে থাকেন। ৫৩

মহাত্মন্! আপনার মঙ্গল হউক ইন্দ্রের বিশালকায় বৃক্ষরাজ পারিজাতের পুষ্প চয়ন করিয়া সুদিন আমি ছিলাম এবং নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। ৫৪

প্রভো। তরুরাজ পারিজাতের ফুল, যাহা আপনার জন্য স্বর্গ হইতে আনিয়াছিলাম, তাহা দেবতাদিগেরও উপভোগের বস্তু। ৫৫

কমলনয়ন! সেই বৃক্ষ ইন্দ্রপত্নী শচীর সদা প্রিয় এবং প্রতিদিন পুষ্পিত হইয়া তাঁহা অবশ্যই সৌভাগ্য বহন করিয়া আনিত। ৫৬

ধর্মপরায়ণ মহাত্মা কশ্যপ অদিতি দেবীর পুণ্যকর্ম করিবার জন্য ঐ সমস্ত পারিজাত নামক মহাবৃক্ষটি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৫৭

কথা হইয়া থাকে, পুরাকালে অদিতি দেবী নিজ সেবার দ্বারা মহাতেজস্বী কশ্যপকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। অপোনিধি মরীচিনন্দন কশ্যপ তখন তাঁহাকে ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ৫৮

তখন অদিতি দেবী তাঁহাকে বলিলেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমাকে সেই বর দিন যাহাতে আমি সদা সৌভাগ্যশালিনী হই, ইচ্ছানুরূপ সমস্ত অলঙ্কারে বিভূষিত হইতে পারি। হে তপোধন। আমি যেন ঈপ্সিত বৃত্তা-গীত প্রাপ্ত হই, আমি যেন সদা কুমারী থাকিয়া নির্মল, শোকরহিত, পতি-ভক্তিমতী ও ধর্মশীলা হই। ৫৯-৬১

তখন মুনিবর কশ্যপ অদিতিকে প্রীত করার জন্য পারিজাত সৃষ্টি করিলেন, যা সমস্ত মনোবাঞ্ছিত বস্তু দিতে সমর্থ এবং নিত্য সুন্দরপ্রদ পুষ্পে পরিপূর্ণ। ৬২

উহা সর্বদা তিন সাঁঝায় দৃশ্যমান এবং নিজ শোভায় সকলের মনোহরণকারী এবং ঐ মহাদ্রুমে সকল প্রকার ফুল দেখা যায়। ৬৩

দেবতাদের জলবতী ঐ এইরূপ ফুল বারম্বার ফুটিতেছে, দ্বিতীয়তঃ উহার অনেক রূপ ফুল অন্যান্য গ্রহণ করিতে এবং অপরে ঐ বৃক্ষ হইতে কেবল পত্রমূলই গ্রহণ করিত। ৬৪ [illegible]

মহর্ষি কশ্যপ মন্দারবৃক্ষ হইতেও সার উদ্ধার করিয়া এই বৃক্ষটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। এইজন্যই এই তরুরাজ পারিজাত সমস্ত দেববৃক্ষের মধ্যে উচ্চতাও প্রাপ্ত হইয়াছে। ৬৫

তদনন্তর তত্তলক্ষণা দেবী অদিতি পুণ্য ও সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য ঐ বৃক্ষটির পার্শ্বে কশ্যপকে দাঁড়িয়া আমাকে দান করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন। ৬৬

অদিত্যা কল্পপো দত্তঃ পুণ্যার্থঞ্চ তথা মম
পুণ্যদাত্রা বেষ্টয়িত্বা কণ্ঠে পুণ্যার্থমাস্থবান্ ॥ ৬৭
নিক্ষেপেণ মদা মুক্তঃ কল্পপস্তু তপোধনঃ।
ইন্দ্রো দত্তস্তথেত্যুক্ত্বা সৌভাগ্যার্থং ততো মম ॥ ৬৮
সোমস্তাপ্যথ রোহিণ্যা বুদ্ধ্যা চ ধনমত্তথা
এবং সৌভাগ্যদো বৃক্ষঃ পারিজাতো ন সংশয়ঃ ॥ ৬৯
পরি জাতো বিষ্ণুপদ্মাঃ পারিজাতেতিশব্দিতঃ।

মন্দারপুষ্পৈরযুক্তো মন্দারস্তেন কথ্যতে ৭০
কোহপ্যয়ং দারুবিত্যাদিগুণজ্ঞানন্তু যতো জনাঃ।
কোবিদার ইতি খ্যাতস্ততঃ স পুষ্পতরুঃ ॥ ৭১
মন্দারঃ কোবিদারশ্চ পারিভদ্রশ্চ নামতঃ।
স বৃক্ষো জায়তে দিব্যো যস্তেতং কুসুমোত্তমম্ ॥ ৭২
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
পারিজাতহরণে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭

অদিতি দেবী পুণ্যের জন্য আমাকে যাহা কল্পপকে ফুলের মালা গলায় বাঁধিয়া। ঐ মনষী মুনিকে আমার হাতে দানরূপে দিয় ছিলেন। ঐ দানের একমাত্র ইচ্ছের ছিল পুণ্যপ্রাপ্তি ও বৃদ্ধি। ৬৭

তখন মুনি লইয়া। আমি তপোধন কল্পপকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম। এইরূপে ইন্দ্রাণীর সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য ইন্দ্রকে আমার হাতে দান করিয়াছিলেন। ৬৮

রোহিণী সোমকে এবং বুদ্ধি ধনাধ্যক্ষ কুবেরকে ঐ উদ্দেশ্যেই দান করিয়াছিলেন। এই পারিজাত বৃক্ষ এইরূপ সৌভাগ্য প্রদানকারী – ইহাতে সন্দেহ নাই। ৬৯

বিষ্ণুপদ্মী পদ্মার উপর একটি হইয়াছিল বলিয়া এই বৃক্ষের নাম পারিজাত হইয়াছে। মন্দারকুসুমের দ্বারা সংযুক্ত বলিয়া মন্দার নামেও অভিহিত হয়।

যে সকল লোক ইহাকে জানে না তাহারা ইহাকে দেখিয়া বলে, ইহা কোন বৃক্ষবিশেষ। এইজন্য এই মহান বৃক্ষবিশেষ কোবিদার নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ৭১

এই দিব্য বৃক্ষকে মন্দার, কোবিদার ও পারিভাদ্র—এই তিন নামে জানা যায়, যাহার এই উৎকৃষ্ট পুষ্প আমি লইয়াছি। ৭২

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে পারিজাতহরণবিষয়ক সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণের পারিজাতবৃক্ষ দাতা নারদের ইন্দ্রের সমীপে সংবাদপ্রেরণম, অনাদর তাহাপেক্ষি গদাপ্রহারকথা নিবেদনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো জিগমিষুং তত্র নারদং মুনিসত্তমম্।
প্রোবাচ ভগবান্ বিষ্ণুরপ্রমেয়পরাক্রমঃ ॥ ১
মহর্ষে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ স্বর্গং গত্বা ব্রবীনথ।
দৃষ্ট্বা সমস্তান্ দেবস্য ত্রিপুরঘ্নস্য ধীমতঃ ॥ ২
অনাজ্ঞয়া মদ্বচনাদ্বিজ্ঞাপ্যঃ পাকশাসনঃ।
সম্ভাষয়িত্বা ভ্রাতৃত্বং পৌরাবং বেৎসি যমুনে ॥ ৩
যমব্রাক্ষীমুনিশ্রেষ্ঠো ভগবান্ কল্পপস্তরুম্।
পারিজাতং পুরাদিত্যাঃ সুখার্থং ধর্ম্মসম্ভবম্ ॥ ৪

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণকে পারিজাত নামক বৃক্ষ দান করিতে নারদের দ্বারা ইন্দ্রের নিকট সংবাদ প্রেরণ এবং প্রদান না করিলে তাঁহাকে গদা প্রহারের কথা নিবেদন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! অনন্তর অনন্ত পরাক্রমশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রলোকে যাইতে ইচ্ছুক মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে বলিলেন। ১

হে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান্ মহর্ষে! আপনি স্বর্গে যাইয়া বুদ্ধিমান্ ত্রিপুরবিনাশক রুদ্রদেবের সভ্যগণকে দর্শনপূর্বক পাকশাসন ইন্দ্রকে আমার এক প্রার্থনা জানাইবেন। হে মুনে! আমার ও ইন্দ্রের পুরাণ ভ্রাতৃভাব আপনি জানেন। ঐ ভ্রাতৃভাব জানাইয়া এমনভাবে তাঁহাকে বলিবেন যাহাতে আমি আজ্ঞা করিয়াছি ইহা বুঝিতে না পারেন। ২-৩

দেবরাজ পূর্বকালে ধর্ম্মাদিদেবের মধ্যে উত্তম মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ কল্পপ দেবমাতা অদিতির সুখের জন্য যে পারিজাতবৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা সকল বৃক্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তাহা অন্যান্য পুণ্য ও সৌভাগ্য প্রদানকারী। ৪

স পুণ্যমতিসৌভাগ্যাং দদাতি তরুসত্তমং।
তব হস্তং পুরা দানং তস্তেন তরুমুত্তমম্ ॥ ৫
দেবীভির্দর্শনিত্যাভির্দর্শার্থমনলোত্তম।
দত্তং শচ্যাভিলাষেণ ধাতুঃ পত্ন্যা মম প্রভো ॥ ৬
পুণ্যার্থং দানধর্মার্থং মম প্রীত্যর্থমেব চ
আনায়য়দ্ দ্বারবতীং পারিজাতং মহাদ্রুমম্ ॥ ৭
যত্তে দানে পুনঃ স্বর্গং তরুং তং নেতুমর্হসি।
স বাচ্যা এবং ভগবান্ বলভিদ্ভগবত্যুত্তা ॥ ৮
তথা তথা প্রবক্তব্যং কার্য্যোঽশ্মিন্ মুনিসত্তম।
যথা তরুবরং দদ্যাৎ পারিজাতং সুরেশ্বরঃ ॥ ৯
তত্র দূতগুণং তাবৎ পশ্যামস্তে তপোধন।
সদ্ভাবা সর্ব্বকৃত্যানাং সম্পত্তি রসি মে মতা ॥ ১০
এবং নারায়ণেনোক্তো নারদো ভগবান্মুনিঃ
প্রহস্যোবাচ কেশিঘ্নিনং বাক্যং তপোধনঃ ॥ ১১
যাদৃশেবং প্রবক্ষ্যামি যদ্বুধা সুরেশ্বর।
ন তু দাস্যতি দেবেন্দ্রঃ পারিজাতং কথঞ্চন ॥ ১২
মন্দরং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং দানবৈস্ত্রিদশৈস্তথা
বিক্ষিপ্তা ক্ষোভণো পূর্ব্বং পারিজাতঃ সমাহৃতঃ ॥ ১৩
মন্দরাৎ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠাদ্গরুড়ঃ প্রেষিতঃ পুরা।
পারিজাতং হরেণাপি লোকরক্ষার্থং জনার্দ্দন ॥ ১৪
স্বয়ং বিজ্ঞাপিতো গত্বা ততঃ শক্রেণ শঙ্করঃ।
আক্রীড়ক্রম উদ্যানে শচ্যাঃ স্থাপিতি বাচিতঃ ॥ ১৫
তথাস্থিতি বরো দত্তো মহাদেবেন চানঘ।
ন চ নীতঃ পারিজাতো মন্দরঃ চিত্রকন্দরম্ ॥ ১৬
ক্রীড়াবৃক্ষঃ স শচ্যোতি ব্যাপদেশেন মোক্ষিতঃ।
মহেন্দ্রেণ মহাবাহো পারিজাতস্ততঃ পুরা ॥ ১৭
প্রিত্যর্থমুমা সাক্ষাৎ পারিজাতবনং হরঃ।
গবৃতিশতবিস্তীর্ণং মন্দরস্যৈব কন্দরম্ ॥ ১৮
ন তত্র সূর্য্যাভাঃ কৃষ্ণ প্রবিশন্তি নগোত্তমে
ন চ চন্দ্রপ্রভা শীতা নৈব কৃষ্ণ সদাগতিঃ ॥ ১৯

হে অমরশ্রেষ্ঠ! ধর্মপরায়ণ অতিথি প্রভৃতি দেবীগণ যখের ৬ত আপনাকে ঐ উত্তম বৃক্ষটি প্রদান পূর্ব্বক পতি সহিত দান করিয়া দিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া আমার পত্নীগণও পুণ্য, ধানধর্ম্ম তথা আমার প্রীতির জন্য উহা দান করিতে চাহিতেছে। ৫-৮।

এইজন্য আপনার এই দোষে ঐ পারিজাত নামক বৃক্ষটি দ্বারকাপুরীতে আনিতে চাহিতেছে। দানের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে আপনি পুনরায় ঐ বৃক্ষটিকে স্বর্গে লইয়া যাইতে সমর্থ হইবেন। ৭।

(এখন নারদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন),—ভগবন্! মুনিশ্রেষ্ঠ! বলদানব অসুরের বিনাশক ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রকে আবার তথা এইরূপে বোঝাইবেন। এই ব্যাপারে আপনি এমনই প্রযত্ন দেখাইবেন যাহাতে উক্ত আমাকে ঐ বৃক্ষশ্রেষ্ঠ পারিজাত দেন। ৮-৯

তাহে তপোধন! বৃক্ষের যেমন যেমন গুণ থাকা দরকার, তাহা সবই আপনার মধ্যে দেখিতেছি। আমি মনে করি, সকল কার্য্যে সত্যবক্তারূপে সিদ্ধির জন্য নিশ্চিত সম্ভাবনা রহিয়াছে। ১০

নারায়ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে ভগবান্ নারদমুনি হাস্যিয়া কেশিনাশক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ১১

হে যদুশ্রেষ্ঠ! আমি স্বীকার করিতেছি যে, আমি দেবরাজ ইন্দ্রকে এই কথা বলিব; কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি যে দেবরাজ উক্ত ঐ পারিজাত বৃক্ষ কিছুতেই দেবেন না। ১২

হে জনার্দ্দন! ভয়ঙ্কর দানব ও দেবতাগণ পর্ব্বত মন্দরকে ক্ষীরসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া তাহা মন্থনপূর্ব্বক পারিজাত বৃক্ষটি পাইয়াছিলেন। তারপর পূর্ব্বকালে ত্রিদিবেশই মন্দর পর্ব্বত হইতে লোককর্ত্তা ভগবান্ শঙ্কর ঐ পারিজাত লইবার জন্য আমাকে ইন্দ্রের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ১৩-১৪

তখন উক্ত দ্বারা যাইয়া ভগবান্ মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন যে ঐ বৃক্ষ শচীর উদ্যানে ক্রীড়াবৃক্ষরূপে থাকুক। ১৫

হে অনঘ! তখন মহাদেব 'তথাস্তু' বলিয়া ইন্দ্রকে উহা রাখিবার জন্য বর দিলেন। বিচিত্র কন্দরে সুশোভিত মন্দর পর্ব্বতে ঐ পারিজাত বৃক্ষ নীত হইল না। ১৬

হে মহাবাহো! প্রাচীনকালে মন্দর কর্ত্তৃক সেই পারিজাত বৃক্ষ শচীর ক্রীড়াবৃক্ষ হইল এবং শঙ্কর তাহার অধিকার ছাড়িয়া দিলেন। ১৭

তখন উমাদেবীর প্রীতির জন্য সাক্ষাৎ ভগবান্ শিব মন্দর পর্ব্বতের পঞ্চযোজন বিস্তৃত কন্দর পারিজাতের বনে পরিপূর্ণ করিলেন। ১৮

হে শ্রীকৃষ্ণ! সেই শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতোপরি সূর্য্যের প্রভা শোভায় না, চন্দ্রের শীতল কিরণও প্রবেশ করে না এবং বায়ুও সেখানে শোভায় না। ১৯

শীতোষ্ণে ছন্নতস্তত্র শৈলপুত্র্যাঃ প্রভবন্তি হি
স্বয়ম্প্রভা বনং তদ্ধি নক্ষত্রদেবস্য তেজসা ॥ ১০
বর্জয়িত্বা মহাদেবো সগণো বৃষভধ্বজ
মাং চান্যত্তথনং দিব্যং ন প্রযাতি কথঞ্চন ॥ ১১
প্রবর্তন্তি তত্র বার্ক্ষেষ পারিজাতাস্তু সংস্কৃতঃ
সর্বরত্নানি মুখ্যানি মনসা কাঙ্ক্ষিতানি বৈ ॥ ১২
গণাস্তাস্তাপকুর্বন্তি প্রবরাণাং মহাত্মনাম্
আজ্ঞয়া দেবদেবস্য লোকনাথস্য কেশব ॥ ১৩
পারিজাতাদ্ বহুগুণং ফলং তেষাং তথা বনম্
অতিমানং প্রভাবৈশ্চ তথা তুরিগুণান্বিতম্ ॥ ১৪
মৃত্তিমন্তস্তু তে বৃক্ষাঃ সোমং বেদং বদন্তিহ।
উপতিষ্ঠন্তি সততং প্রবরং সর্বতঃ শুভম্ ॥ ১৫
রৌদ্রেণ তেজসা সৃষ্টা ঘোরেণাগ্নিং সুখাবিতাঃ।
তত্রবো মন্দরে যে হি সর্বতঃ শৈলকন্যকা। ১৬
প্রবিবেশাঙ্কতো নাম দৈত্যস্তত্র মহাবলঃ
দৈত্যেন্দ্রো বরদানেন দর্পিতঃ পাপনিশ্চয়ঃ ॥ ১৭

স তত্তো দেবদেবেন হরেণামিত্রঘাতিনা
অবধ্যঃ সর্বভূতানাং বৃত্রাদ্গুণবলী ॥ ১৮
এবং শ্রুত্বা ন তে দেব পারিজাতং প্রদাস্যতি।
পুষ্করাক্ষ মহাবাহো সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ১৯
সততং সম্ভিতো দেব্যাঃ শচ্যাঃ স হি বরক্রমঃ।
সর্বকামপ্রদঃ কৃষ্ণ তুলেষ্বস্য মহৌজসে ॥ ৩০

শ্রীভগবানুবাচ।

মুনে তব মুক্তাতে সাধু মহাত্মনেন ধীমতা।
যচ্চকীর্ষসি কৃত্যং ন তীব্রং তত্কুরু পুত্র ॥ ৩১
স জ্যেষ্ঠঃ সর্বভূতানাং লোককৃৎ প্রভবোঽব্যয়ঃ
পারাবর্যাং সুরগণৈঃ কৃতব্রতিভিঃ স্তুতিঃ ॥ ৩২
অতঃ যথাবদ্ দেবেশ চর্চয়া বলঘাতিনঃ।
লালনীয়ঃ ভবান্ ভক্ত্যা ত্বয়ি চৈব সদা
সর্বথা ভবতাস্তু বরদানৈরহরিস্তবৈঃ
করোতু যত্নং শ্রীবৃদ্ধ্যর্থং শান্তো হ্যসি তপোধন ॥ ৩৪

ঐরাবতীর তীর হইতে ঈশান কোণে ও ঐরব হইতে মহাদেবের তেজে ঐ বন যতই রক্ষিত হইয়া থাকিত। ১০

হে যদুনন্দন! নিজ নিজ স্বপরিচিত পার্ষদ ও মহাদেব আমাকে বর্জন করিয়া অন্য কোন দিব্য বলে কোন প্রকারেই যাইতে পারেন না। ১১

হে বৃষ্ণিনন্দন! সেখানে পারিজাত বৃক্ষসমূহ সর্বদিকে মনোবাঞ্ছিত শ্রেষ্ঠ রত্নসমূহ বিকীর্ণ করিতে লাগিল। ১২

হে কেশব! সেখানে দেবাধিদেব বিষ্ণুনাথের আজ্ঞায় মহাত্মা প্রবরগণসমূহ ঐ বৃক্ষসমূহ উপভোগ করিতে লাগিল। ১৩

ঐশ্বর্যময় পারিজাত জগতে। এই মন্দরাচলবর্তী পারিজাতের ফল ও বন বহু গুণযুক্ত হইল; ইহাই অতিমান, প্রভা ও গুণ-সকল ঐশ্বর্যময় পারিজাত হইতে অধিক হইল। হে কেশব! সেখানে প্রভূত গুণশালী বৃক্ষসমূহ মূর্তিমান্ হইয়া ঈষাসহিত ভগবান্ শঙ্করকে প্রথমবের সহিত উপাসনা করিতে লাগিল। ১৪-১৫

মন্দর পর্বতে সেই পারিজাত বৃক্ষসমূহ ভগবান্ রুদ্রের তেজে বৃদ্ধ, বৃদ্ধরহিত এবং সুখসম্পন্ন হইল; অতএব সেইজন্যই ঘিরিরাজকুমারী উমার বিশেষ প্রিয় হইল। ১৬

(এক সময়) অন্তক নামে প্রসিদ্ধ, ঘোর, মহাবল পরাক্রান্ত ও পাপনিশ্চয় এক দৈত্য বরদানের দ্বারা মত্ত বা গর্বিত হইয়া ঐ পারিজাত বনে প্রবেশ করিল। ১৭

কৃত অপেক্ষা দশগুণ বলশালী এবং সর্বপ্রাণীর অবধ্য সেই দৈত্যকে শত্রুঘাতী দেবাধিদেব ২৮ দেব বিদ্ধ করিলেন। ১৮

হে দেব! হে কমলনয়ন! এইরূপ ভাবের সহিত বলিতেছি যে, সমস্ত দেবঘাতী ইন্দ্র আপনাকে পারিজাত দিবেন না। আপনাকে আমি এই সত্য বলিতেছি। ১৯

হে শ্রীকৃষ্ণ! সেই শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ চিরদিনের শক্তিযুক্ত। তাহা শচীদেবী ও মহাপরাক্রমশালী ইন্দ্রের সকল কামনা প্রদানকারী। ৩০

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে মুনে! পূর্বকালে বুদ্ধিমান্ মহাদেব শচীর নিমিত্ত সেই (পারিজাত) বৃক্ষটিকে মন্দর পর্বতে লইয়া যান নাই—তাহা করিয়া তিনি ঠিকই করিয়াছেন। ৩১

তিনি সর্বভূতের যথা জ্যেষ্ঠ, লোকস্রষ্টা, জগতের উৎপত্তির কারণ ও অবিনাশী পরমাত্মা। বহু-শ্রেষ্ঠ-লোকমর্যাদার অনুরূপই কার্য করিয়াছেন। ইহাই আমার বিশ্বাস। ৩২

পরন্তু হে ভগবন্! মুনিশ্রেষ্ঠ! আদি বলাসুরনিহন্তা দেবেন্দ্রের রক্ষিত ত্রাতা, অতএব জগতের ন্যায় আপনি উঁহার পালনীয়। ৩৩

হে তপোধন! আপনি বহুবিধ উপায়ের দ্বারা এমন ভাবে যত্ন করুন যাহাতে তিনি আমার প্রতি প্রীত হন, আপনিই ইহা করিতে সমর্থ। ৩৪

ময়া মুনে প্রতিজ্ঞাতং পুণ্যার্থং সত্যসংশ্রয়া
স্বর্গাদিবানয়িষ্যামি পারিজাতমিতি প্রভো ॥ ৫৫
নয়া তদন্যথা কর্তুং কথং শক্যং তপোধন।
নানৃতং হি বচো বিপ্র প্রোক্তং পূর্বং ময়ানঘ ॥ ৫৬
যদি ভগ্নপ্রতিজ্ঞে বৈ লোকানাং বিদ্রবো ভবেৎ
ততস্ত্বয়া হি মুনিশ্রেষ্ঠ লোকরক্ষার্থমুদ্যতৈঃ
পরিত্যক্তাঃ স্ত্রিতো মন্দে ন কথং হ্যনৃতং বদেৎ ॥ ৫৭
ন দেবসত্তমৈর্বর্ণনা ন হাক্ষয়া
ন চাসুরৈর্নৈব চ যক্ষপন্নগৈঃ

মম প্রতিজ্ঞামপহন্তুমুদ্যতা
মুনে সমর্থাঃ খলু কৃষ্ণমন্ত্র তে ॥ ৫৮
স পারিজাতো যদি ন প্রদাস্যতি
প্রযাচ্যমানো ভবতামহেশ্বরঃ।
ততঃ শচীব্যাদ্রদিতাগুলেপনে
গদাং বিমোক্ষ্যামি পুরন্দরোরসি ॥৫৯
ইতি প্রযাচ্যো যদি সামপূর্বকং
প্রযাচ্যমানো ন তরুং প্রযচ্ছতি।
মুনিশ্রেষ্ঠ মমমনাহ সর্বথা
ত্বয়াপি কার্যং খলু তস্য নিষ্ক্রয়ঃ ॥ ৬০
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
পারিজাতহরণে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮

হে মুনে! হে প্রভো! আমি সত্যাশ্রয় করিয়া পুণ্যের জন্য স্বর্গ হইতে পারিজাত বৃক্ষ আনয়ন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ॥ ৫৫

হে নিষ্পাপ তপোধন! আমি ইহার অন্যথা করিতে সমর্থ হইব কি করিয়া? আমি পূর্বে কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই ॥ ৫৬

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছি জানিলে সকল লোকই মিথ্যা বলিবে। অতএব ত্রিলোক রক্ষার জন্য উহাদের পরিত্যক্ত সমস্ত লোকরক্ষার পরিবর্তে অন্যের আমি কেন করিব মিথ্যা বলিব? ৫৭

ময় প্রতিজ্ঞামপহন্তুমুদ্যতা
মুনে সমর্থাঃ খলু কৃষ্ণমন্ত্র তে ॥ ৫৮
স পারিজাতো যদি ন প্রদাস্যতি
প্রযাচ্যমানো ভবতামহেশ্বরঃ।
ততঃ শচীব্যাদ্রদিতাগুলেপনে
গদাং বিমোক্ষ্যামি পুরন্দরোরসি ॥৫৯
ইতি প্রযাচ্যো যদি সামপূর্বকং
প্রযাচ্যমানো ন তরুং প্রযচ্ছতি।
মুনিশ্রেষ্ঠ মমমনাহ সর্বথা
ত্বয়াপি কার্যং খলু তস্য নিষ্ক্রয়ঃ ॥ ৬০
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
পারিজাতহরণে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮

হে মুনে! আপনার প্রার্থনা পূরণ করিতে হইবে। যদি সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব, রাক্ষস, অসুর, যক্ষ ও নাগসমেতও উহার জন্য আসে তাহা হইলেও আমার প্রতিজ্ঞা নষ্ট করিতে পারিবে না ॥ ৫৮

যদি আপনার প্রার্থনার পর অমরেশ্বর ইন্দ্র পারিজাত দান না করে তাহা হইলে আমি তাহার যে বক্ষঃস্থলে, শচীর আলিঙ্গনে অনুলেপন মৃত্তিকায়ে, সেই বক্ষঃস্থলে গদার প্রহার করিব ॥ ৫৯

যদি আপনার প্রার্থনা সত্ত্বেও পারিজাত বৃক্ষ না দেন তাহা হইলে আমি ইন্দ্রলোককে অনর্থক আক্রমণ করিব, ইহা তাহাকে বলিবেন এবং আপনিও ঐ অবস্থা নিশ্চয় করিবেন ॥ ৬০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পারিজাত-হরণপ্রসঙ্গে নারদ ও শ্রীকৃষ্ণের বাক্যালাপ-বিষয়ক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[স্বর্গে মহাদেবের পরিচর্যার জন্য বৃত্তা-সীতাদি উৎসব, নারদ কর্তৃক ইন্দ্রের নিকট শ্রীকৃষ্ণের পারিজাতের প্রার্থনা-বিষয়ক সংবাদকথন এবং বহু করিয়া বলিয়া ইন্দ্রের পারিজাত না দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর নারদমুনি ভবনে গমন করিয়া মহেন্দ্র সেই রাত্রিতে সেখানে বাস করিলেন

রাজর্ষয়শ্চ বিদ্বাংসঃ স্বর্গতাঃ কর্মভিঃ শুভৈঃ ॥ ২
নানা যজ্ঞাংশ্চ সিদ্ধাংশ্চ চারণাংশ্চ তপোধনাঃ।
ঊর্ধ্বরশ্মীংশ্চ শতশো দেবর্ষিগণনস্তথা ॥ ৩
সুপর্ণাংশ্চ মহাত্মানো মরুতশ্চ মহাবলাঃ।
দিবৌকসাং নিকায়াংশ্চ শতশোঽথস্তে সমাগতাঃ ॥ ৪

এবং এক মহোৎসবও দর্শন করিলেন ॥ ১

সেখানে মহাত্মা আদিত্যগণ, অসুরশ্রেষ্ঠ বসুগণ, ওষধিকর্মসমূহের দ্বারা স্বর্গে গত বিদ্বান্ রাজর্ষিগণ এবং নাগ, যক্ষ, সিদ্ধ, চারণ, তপোধন ব্রহ্মর্ষি, শত শত দেবর্ষি ও মনুগণ, মহাত্মা মরুদ্গণ এবং দেবতাদিগের যে অন্য শত শত সমূহ আছে, উহারা সকলেই এই উৎসবে সমবেত হইয়াছেন ॥ ১-৪

উপর্য্যুপরি সর্ব্বেষাং সোমো দেবো মহেশ্বরঃ।
তস্যাবমিতবিক্রান্তঃ বৈশ্বদেবঃ পরিবারিতঃ ॥ ৫
দেবর্ষিভির্নিভৈষ্টৈঃ সংবৃতঃ সর্ব্বভাবনঃ।
কল্পান্তরসহস্রেষু ক্ষয়ো যেষাং ন বিদ্যতে ॥ ৬
যানর্চ্চন্তি সততং দেবা দেবেশ্বরোপমাঃ
আজ্ঞয়া নাবলোপাঙ্কা যে চ ধর্ম্মপথি স্থিতাঃ ॥ ৭
কৃতাঞ্জলি কাশ্যপো দেবমধ্যগতাস্তু তাঃ।
স্তুবন্তি ভগবানগ্নিপূজা চ ৮বিতা বরা ॥ ৮
অচ্ছিদ্যাস্তুষুকৃল্লৈশ্চ ভাবিতা বরতা বরঃ
নেতারো দেবদেবানামেতে হি তপসান্বিতাঃ ॥ ৯
এতানন্যবিধাংশ্চান্যে সর্ব্বদেবগণা নৃপ।
ধর্ম্মনিত্যাস্তপোনিত্যাঃ সতাং মার্গনৃপাশ্রিতাঃ ॥ ১০
যে ত্রিমে মানুষা দেবানর্চ্চন্তি শুভার্থিনঃ।
তানর্চ্চন্তি সুমনসস্তপা বাচ্ছন্তি তদ্বিদঃ ॥ ১১

পিতৃকৃত্যেষু সর্ব্বেষাং শ্রাদ্ধানাং যে ব্যবস্থিতাঃ।
যাথাতথ্যস্তঃ কৌরব্য সদা নিয়তচারিণঃ ॥ ১২
গন্ধর্ব্বাধিপতিঃ শ্রীমাংস্তত্র চিত্ররথো নৃপ।
সপুত্রো বাদয়ামাস দেবরাজ্ঞানি স্তুবৎ ॥ ১৩
ঊর্ণায়ুশ্চিত্রসেনশ্চ তথা দুন্দুভিনিস্বনঃ চ।
চুষ্ণস্তম্ভুকৃল্লৈশ্চ স্তুতস্তত্র চ সত্তমৈঃ ॥ ১৪
ঊর্ব্বশী বিপ্রচিত্তিশ্চ রম্ভা চ প্রমদ্বরা।
হেমদন্তা ঘৃতাচী চ সহজন্যা তথৈব চ ॥ ১৫
জুজোষ ভগবান্ দেবস্তত্রোপস্থানমাস্থবান্।
বৃত্রেণ তুষ্টঃ শক্রশ্চ ভগবান্ ভগবাংস্তথা ॥ ১৬
গতে ভূতপতৌ চর্ষে নৃপা ভগ্নুর্যথাগতম্।
মহেন্দ্রেণাস্থিতা দেবাঃ স্থানেন নিজযান্ গতাঃ ॥ ১৭
ততঃ সর্ব্বেষু যাতেষু সুখাসীনে পুরন্দরে।
সপ্তর্ষয়ো বৈ সহসা সমাজগ্মুস্ত্রিবিষ্টপং মুনিঃ ॥ ১৮

সকলের উপরে চন্দ্রদেব সহ অমিতবলাক্রমশালী ভগবান্ মহেশ্বর নিজের প্রভাবগুণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ৫

এই সর্ব্বভাবন ভগবান্ শিব সেই মুনিশ্রেষ্ঠ দেবর্ষিবৃন্দের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন, যাঁহাদের সহস্র কল্পান্তরেও বিনাশ হয় না ॥ ৬

যাঁহারা অতিমানে অবনত এবং যাঁহারা ধর্ম্মপথেই অবস্থান করেন, সেই দেবেশ্বরসমতুল্য প্রভাবশালী আজ্ঞত দেবগণও সেই দেবর্ষিবৃন্দের সতত আরাধনা করেন ॥ ৭

ভাবনগণ। কশ্যপের পুত্র দেবতারা, ভগবান্ ভব, অগ্নিদেব, নদীসকলের শ্রেষ্ঠা গঙ্গাদেবী এবং অচ্ছিদ্রান্, ভুষুক ও বজ্রাদিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাহি—এই তিনবর্গ দেবগণ মহাদেবের সেবায় তাঁহার পার্শ্বেই অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ৮

ইঁহারা সকলে তপোবলসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া দেবাধিদেবগণের নেতা ছিলেন। নৃপ জনমেজয়। ইঁহারা নিত্য নিয়তব্রত ও তপস্যায় সংলগ্ন থাকিয়া সৎপুরুষগণের মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত দেবগণ এই কল্পাদির অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯-১০

ভাজন্। এই যে সব মানুষ মঙ্গল কামনা করত এই দেবতাগণের পূজা করেন, এই দেবতারাও সেই তত্ত্বার্থী মনুষ্যদিগকে অভীষ্ট ফলদান করত তাঁহাদের সম্মান করিয়া থাকেন ॥ ১১

কৃতাঞ্জলি। ইঁহারা দেবতাগণের ও পিতৃগণের কার্য্যে নিয়ত থাকেন, ইঁহারা শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, ইঁহারা সতত যথাযথভাবে ও নিয়মসমূহের পালনে তৎপর থাকেন, ইঁহাদিগকেও অভীষ্ট ফল দান করত এই দেবতারা তাঁহাদের সম্মান করেন ॥ ১২

নৃপ। এই উৎসবের সময় সেখানে শ্রীমান্ গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ পুত্রসহ হৃষ্টচিত্তে দেবরাজসমূহের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

ঊর্ণায়ু, চিত্রসেন, তাঁহার ভ্রাতা দুন্দুভি, চুষ্ণ ও অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ বন্দিরূপে স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

রম্ভা, ঊর্ব্বশী, বিপ্রচিত্তি, হেমা, রম্ভা, হেমদন্তা, ঘৃতাচী ও সহজন্যা—এই অপ্সরাগণও নিজেদের নৃত্য এবং গীতকলা প্রদর্শন করিতেছিলেন ॥ ১৫

আজ্ঞসংজ্ঞাশীল ভগবান্ ভগবান্ মহাদেব নিজের আরাধনার সহিত সমভ্যুক্ত এই সব নৃত্য-গীতাদি সন্তুষ্টচিত্তে উপভোগ করিতেছিলেন। ইন্দ্রের এই আচরণ ও ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া সেই ভগবান্ শিব পুনরায় নিজ স্থানে চলিয়া যাইলেন ॥ ১৬

ভূতপতি ভগবান্ শঙ্কর চলিয়া যাইলে পর সমস্ত রাজন্যিগণ সেস্থান হইতে নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন এবং দেবতারাও দেবরাজ ইন্দ্রকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া নিজ নিজ ভবনে চলিয়া যাইলেন ॥ ১৭

যখন সকলেই চলিয়া যাইলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র সুখে সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, সেই সময় নিজের সপ্তঋষিবৃন্দের সহিত উপস্থিত ইন্দ্রের পাশে নারদমুনি যাইলেন ॥ ১৮

তমিন্দ্রঃ পূজয়ামাস সমুত্থায় তপোধনম্
দিদেশ কুশসর্বস্ব শীঠমাস্যাসনোপমম্ ॥ ১৯
নারদোঽথ মহাভোগ্য মহেন্দ্রপ্রিয়মহর্ষয়ে
দূতোঽহমমরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥ ২০
কিঞ্চিৎ কার্য্যং পুরস্কৃত্য প্রেষিতোঽস্মি মহাত্মনা।
আনর্ত্তাধিপতিরসৌ তস্যৈবানন্যতেজসঃ ॥ ২১
প্রীতিবাক্যানি হৃদ্যানি প্রযুক্তা মুনয়ে তদা।
তত্ত্ব প্রস্থাপ্য মাং তত্র ভবানন্তরধীয়ত ॥ ২২
কিমাহ পুরুষশ্রেষ্ঠঃ কৈটভ-নিধনে মুনে
চিরস্থ খলু কৃষ্ণেন সাক্ষাত্তোঽস্মি মহাত্মনা ॥ ২৩

নারদ উবাচ

মহেন্দ্রোঽনুজং দৃষ্ট্বা সংস্তোঽভ্যাগতং তব
তমব্রবীদ্ধারকাং ত্বং কার্য্যমেতদ্ধি ধর্ম্মতঃ ॥ ২৪
তং তু রৈবতকে দৃষ্ট্বা ভবানাহ সমাগতম্
রুক্মিণ্যা সহিতং বীরমুদ্বহেতি বৃষাকপিম্ ॥ ২৫

পারিজাততরোঃ পুষ্পং তস্য দত্তং ময়ানঘ।
বিস্মাপনার্থং দেবেশ পত্নীনামুদ্ভবেতসঃ ॥ ২৬
তদ্বৃষ্ট্বা তস্য পত্ন্যস্তু বিস্মিতাঃ পরমাঃ বধূঃ।
বহুকামপ্রদং পুষ্পং কৃষ্ণরাজসমুদ্ভবম্ ॥ ২৭
গুণাত্মানাং ময়া খ্যাতাস্তস্য পুষ্পস্য মানদ।
সংছিদ্য পারিজাতস্য কন্যপেন মহাত্মনা ॥ ২৮
অদিত্যা কন্যপো দত্তঃ পুণ্যার্থং যদা মম।
পুষ্পদাম্না বেষ্টয়িত্বা কণ্ঠে পুণ্যার্থমাত্মবান্ ॥ ২৯
বৃক্ষ দত্তো যথা পূর্ব্বং দেবাদেবস্য শূলিনঃ
নিষ্ক্রান্ত যথা দত্তঃ কন্যপাদ্ভগবন্মিতিঃ ॥ ৩০
তচ্ছ্রুত্বা তস্য পত্ন্যোক্তা সত্যভামেতি বিশ্রুতা
পুণ্যকার্য্যং মনশ্চক্রে পতিস্তা তে মযীয়সঃ ॥ ৩১
তয়া চাত্মাধিতো ভর্ত্তা দেব দেব্যা গণেশ্বরঃ
প্রতিজজ্ঞে স ধর্ম্মার্থং যযাচাথাস্তর মানদ ॥ ৩২

ইন্দ্র উঠিয়া সেই জপে বসিলেন এবং নিজের আসনের সমান এক কুশপূর্ণ পীঠাসন তাঁহার নিকটে দিবার জন্য প্রদান করিলেন ॥ ১৯

কিন্তু মহাভোগ্য নারদ (বস্তুতঃ ঐ ঋষিবর) দেবেন্দ্রকে বলিলেন,—অমরশ্রেষ্ঠ! আমি বর্ত্তমানে সেই অনুপম তেজস্বী বিষ্ণুর দূত হইয়া আসিয়াছি ॥ ২০

সেই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কিছু কার্য্য সম্মুখে রাখিয়া আমাকে আনর্ত্তদেশ (দ্বারকাপুরী) হইতে এখানে পাঠাইয়াছেন। সেই নির্মল তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণের কর্ত্তৃক দূত করা হইয়া আমি মুখ্য কার্য্য (যাহার জন্য আমি এস্থানে আসিয়াছি) ॥ ২১

তখন অন্যান্য আনন্দিত হইয়া ভগবান ইন্দ্র দেবর্ষি নারদের প্রতি সবের প্রীতিপ্রদ প্রেমপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২২

মুনে! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ কি বলিয়াছেন, তাহা আমাকে শীঘ্র বলুন। নিশ্চয়ই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বহুদিন পরে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন ॥ ২৩

নারদ বলিলেন,—দেবেন্দ্র! আমি তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য কোনরূপে দ্বারকায় গিয়াছিলাম, যিনি সেইস্থানে বিরাজমান আছেন। কমলপুরুষদের (দেবতাদের) মন বিস্তার করিতেছেন ॥ ২৪

সেই মহাত্মন বীর সেই সময় (দ্বারকাপুরীর নিকটবর্ত্তী) রৈবতকপর্ব্বতে রুক্মিণী দেবীর সহিত সেইভাবে বিরাজমান ছিলেন, যেরূপ ভগবান্ শঙ্কর উমাদেবীর সহিত (কৈলাস বা মহেন্দ্রপর্ব্বতে) বিরাজমান ছিলেন ॥ ২৫

নিম্নাপ দেবেন্দ্র। সেখানে আমি সেই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের হস্তে তাঁহার পত্নীদিগকে বিস্মিত করিবার জন্য পারিজাত-বৃক্ষের এক পুষ্প প্রদান করি ॥ ২৬

বৃক্ষরাজ পারিজাতের সেই বহু কামনাপূরণকারী পুষ্প দেখিয়া তাঁহার পত্নীগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ২৭

মানদ! সেখানে আমি তাঁহার পত্নীগণকে সেই পুষ্পের গুণের কথা বলি এবং ইহাও বলি যে, মহাত্মা কন্যপ এই পারিজাতের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ২৮

সুরেশ্বর! তারপর অদিতি দেবী পুত্র প্রাপ্তির জন্য আত্মসংযমী মহর্ষি কন্যপের কণ্ঠে পুষ্পমালা বেষ্টন করাইয়া দেবতাদের যেভাবে আমাকে পুষ্পের জন্য দান করিয়াছিলেন, সতী যে প্রকারে তোমাকে দান করিয়াছিল, অন্য দেবগণও যেভাবে নিজেদের পত্নীদিগের দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছিলেন এবং কন্যপাদি মহর্ষিগণ যেভাবে আমাকে নিজ নিজের মুখ্য কার্য্য (এই সমস্ত প্রদত্ত জানি তাহাদের বলি) ॥ ২৯-৩০

ইহা শ্রবণ করিয়া তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া সত্যভামা নামে বিখ্যাতা এক তাঁহার পত্নী নিজের মনে এই দানরূপ কার্য্য করিবার জন্য স্থির করেন ॥ ৩১

মানদ দেব! যেরূপ দেবী পার্ব্বতী প্রথমগণের অধিপতি স্বামী ভগবান্ শিবকে কোনও কথা বলিয়া থাকেন, সেইরূপ সত্যভামা নিজের পতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট সেই পারিজাত বৃক্ষের জন্য প্রার্থনা করে এবং তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ তাহার ধর্ম্মকার্য্য-সিদ্ধির জন্য সেই বৃক্ষ আনিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে ॥ ৩২

ততঃ মাধুকরান্ বীরো বিকুর্বলবতাং বরঃ
যথাবৎ সুরমুখ্যেশ ক্রমতঃ শৃণু তাবতঃ ॥ ৩৩
লালনীয়ো যবীয়াংস্তু প্রণিপত্যাচ্যুতোঽব্রবীৎ।
আনয়েমং সুরশ্রেষ্ঠ পারিজাতং বরদ্রুমম্ ॥ ৩৪
মনোরথোঽস্তু সফলো বধ্যান্তেঽসুরসূদন।
ধর্মকৃত্যে বিশেষেণ বধ্যান্তে সুরসত্তম ॥ ৩৫
অত্রাং দশিতকল্যাণো লোকো লোকগণেশ্বর।
পশ্যন্তুমরকন্যানাং মৎপ্রত্যাহাচ্চ মানবাঃ ॥ ৩৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বাসুদেববচঃ শ্রুত্বা মহেন্দ্রঃ কুলনন্দন।
নারদং বদতাং শ্রেষ্ঠমিদং বাক্যমথ ব্রবীৎ ॥ ৩৭
তস্যাসনং দ্বিজশ্রেষ্ঠ যুক্তমুক্তং ত্বয়া দ্বিজ
সন্দেশং প্রতিবাক্যানি বিজ্ঞাতুমতুলৌজসঃ ॥ ৩৮
আসীনে নারদে শক্রো লব্ধানুজ্ঞোঽথ নারদাৎ
স্বমাসনং ততো ভেজে তেনৈব ক্রমদর্শকং প্রভো ॥ ৩৯

উপবিষ্টঃ সুরপতির্বাচো তমোধনম্
নিরীক্ষ্য শ্বশুরঃ বীর্যাং ধর্মবৎ বৃত্রনাশনঃ ॥ ৪০

শক্র উবাচ।

মহর্ষে কুশলং পৃষ্ট্বা বক্তব্যন্তে জনার্দনঃ।
বচনাদ্ধর্মযুক্তং সর্বকৃতমুদাহরঃ ॥ ৪১
মদনন্তরবীর্যস্য জগতো নাত্র সংশয়ঃ।
তদীয়ঃ পারিজাতস্ত বক্তব্যস্তানি চাচ্যুত ॥ ৪২
ত্বং তু তারাবতরণং কর্তুং দেব মহীং গতঃ।
মানুষ্যং সর্ববৃত্তানাং স্থিতঃ কার্যান্ত সিদ্ধয়ে ॥ ৪৩
ত্বয়ি তীর্থপ্রতিষ্ঠে হি পুনঃ প্রাপ্তে ত্রিবিষ্টপম্।
পুরস্কিষ্যামি বধ্যান্তে ইষ্টান্ কামানযোক্ষজ ॥ ৪৪
স্বর্গীয়াণি চ বস্তূনি ন নেতব্যানি কেশব।
স্বল্পার্থে মানুষং লোকমিতি পূর্বকৃতা স্থিতিঃ ॥ ৪৫
উৎক্রমো হি স্থিতিং নৈবাং প্রবর্তামি মহাবল।
বয়ন্তং কিং প্রবক্ষ্যন্তি প্রজাপতিগণাঃ প্রভো ॥ ৪৬

দেবব্রহ্মন্ দেবেন্দ্র! তখনকার বদরিকাশ্রমের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে বলিবার জন্য আমাকে যে কথা বলিয়াছেন, আমি তাহা যথাযথ ও যে বলিয়াছি, তুমি তাহা প্রতিষ্ঠে শ্রবণ কর। ৩৩

যে তোমার লালন-পালনযোগ্য, সেই তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অচ্যুত তোমাকে প্রণাম করত বলিয়াছে—সুরশ্রেষ্ঠ! আমি উত্তম বৃক্ষ পারিজাতকে এখানে আনয়ন করিব। ৩৪

অসুরসূদন! সুরশ্রেষ্ঠ! আপনার বধ সত্যভামার এই যে মনোরথ, যাহা বিশেষভাবে ধর্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তাহা সফল হউক। ৩৫

লোকগণেশ্বর! এই মনুষ্যলোকও (যাহাতে) সেই কল্পবৃক্ষ বৃক্ষ ধর্ম করিতে পারে (এরূপ কৃপা কর)। আমার প্রভাব-সম্ভূত মনুষ্যগণও দেবগণের পক্ষে কল্পাগত বৃক্ষ পারিজাত দর্শন করিবার সৌভাগ্য পায় (এরূপ সুযোগ প্রদান কর)। ৩৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়। তখবান্ বাসুদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারদকে বলিলেন ॥ ৩৭

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! প্রথমে আসন তা গ্রহণ করুন। ব্রহ্মন্! আপনি উচিত কথা বলিয়াছেন। আমি অনুপম তেজস্বী বিষ্ণুর কথার প্রভাবের প্রধান করি। ৩৮

প্রভো! নারদ আসনে উপবেশন করিলে পর নারদের আজ্ঞা গ্রহণ করত ইন্দ্র নিজের সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন, যাহা তাঁহার অনুরূপ ছিল। ৩৯

সিংহাসনে উপবেশন করত বৃত্রসূদনী দেবরাজ ইন্দ্র নিজের হর্ষসূচক বল ও পর ক্রমের প্রতি নিরীক্ষণ করত তপোধন নারদকে বলিলেন। ৪০

ইন্দ্র বলিলেন,—ব্রহ্মন্! মহর্ষে! আপনি আমার পক্ষ হইতে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত প্রকারের সুখসূচক জনার্দনকে আমারই বাক্যে এই কথা বলিবেন। ৪১

অচ্যুত! আমার পর তুমি এই জগতের ঈশ্বর, ইহাতেও কোন সংশয় নাই। সুতরাং যে পারিজাত ও অন্যান্য বস্তুসকল তোমারই। ৪২

দেব! কিন্তু তুমি পৃথিবীর ভার হরণ করিবার জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছ এবং অতীষ্ট কার্যসিদ্ধির জন্য মনুষ্য আচরণ ও ব্যবহারের মানবীয় মর্যাদাই গ্রহণ করিয়াছ ॥ ৪৩

অযোক্ষজ! যখন তুমি ভূভারহরণের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া পুনরায় স্বর্গলোকে আসিবে, সেই সময় আমি তোমার পত্নী সত্যভামার সমস্ত অভীষ্ট মনোরথ পূর্ণ করিব। ৪৪

কেশব! কোনও অন্যান্য সাধারণ কার্যের জন্য স্বর্গীয় বস্তুরাজিকে ভূতলে পাঠান উচিত নয়। ইহা পুরাকালেরই নির্দিষ্ট মর্যাদা। ৪৫

মহাবল প্রভো! যদি আমি দেবলোকের মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া কোনও নূতন আচরণ করি, তবে প্রজাপতিগণ আমাকে কি বলিবেন? ৪৬

ব্রহ্মণা সহ পুত্রেণ সপৌত্রেণ মহাত্মনা
নিয়মাঃ সর্বকৃত্যানাং স্থাপিতা জগতো হ্রবাঃ ॥ ৪৩
প্রজাপতিকৃতঃ মার্গমাস্থায় ব্রজতো মম।
ব্রুবতা প্রজাপতিবীর্যান্ শাপমস্মাংস্ত্বজেৎ প্রভুঃ ॥ ৪৮
অস্মাভিস্তিষ্ঠমানানাং হি মর্যাদামেতদুত্তমম্।
তেনেন্দ্রত্বাপহৃতো দৈত্যা দৈত্যপক্ষাশ্রয়াপরে ॥ ৪৯
ত্রীনিমিত্তমিতো নীতে পারিজাতে ক্রমেশ্বরে।
স্বর্গে কর্মো ভবিষ্যন্তি বিমনস্কাস্ত মানবা ॥ ৫০
উপভোগা মনুষ্যাণাং বিহিতা যে স্বয়ম্ভুবা।
তৈস্ত তুষ্যন্তু যে ভ্রাতা সম্পন্নস্ত কলপর্যয়ম্ ॥ ৫১
ইয়াপি তাত ত্রিদিবে মম যা স্যাৎ পরিগ্রহঃ।
ত্রিদিবস্থোঽপি তাং কৃষ্ণঃ সর্বং ভোক্তুমিহার্হতি ॥ ৫২
দ্রষ্টা হ্যমিত্রভোজ্যানমমিত্রান জনার্দনঃ।
তস্মাৎ ধর্ম্যং সমুৎসৃজ্য পাপমেবানুবর্ত্ততে ॥ ৫৩

ত্রীবস্তুতা খ্যাপ্যমানা কৃষ্ণস্য হি মহাত্মনঃ।
জগত্যবমতা যোগং জনয়েদিতি মে মতিঃ ॥ ৫৪
মানুষ্যং মানুষে প্রাপ্যে যদেতদধুসূদনঃ।
কুর্যাদ্রিবর্হনীঃ যদ্ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠেন নারদ ॥ ৫৫
ধর্মারক্ষাধিলোপেন বর্ধনা স্যাদ্যমানয়।
জাতিতো বর্ধনা চৈব বিশেষেণৈব গর্হিতা ॥ ৫৬
ধর্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ ক্রমেণ মধুসূদনঃ।
সেবতেঽস্ব সতাঃ ধর্ম্যান্ স্থাপিতান্ পদ্মযোনিনা ॥ ৫৭
মহীতলং পারিজাতমর্পয়িত্বাদ্য যদি।
পৌলোমীমাদিতঃ কৃত্বা কো নু মাং বহু মন্যতে ॥ ৫৮
পারিজাতং মহীপৃষ্ঠে দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা চ মানুষাঃ।
ধর্মার্থং নোদ্যমিষ্যন্তি দৃষ্ট্বা স্বর্গফলং ক্ষিতৌ ॥ ৫৯
পারিজাতগুণান্মর্ত্ত্যা যদি যাস্যন্তি নারদ।
দেবতানাং মনুষ্যাণাং ন বিশেষো ভবিষ্যতি ॥ ৬০

পুত্র ও পৌত্রগণের সহিত ব্রহ্মা জগতের সমস্ত কার্যের জন্য কিছু অটল নিয়ম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন ॥ ৫২

যদি আমি প্রজাপতি ব্রহ্ম কর্তৃক নির্দিষ্ট মার্গ ত্যাগ করিয়া গমন করি, তবে উহা প্রবণ করত বৃদ্ধিমান্ ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা আমাকে শাপ দান করিবেন ॥ ৫৮

যদি আমরাই প্রাচীন মর্যাদাসকল ভেদ-বন্ধন ছিন্ন করি, তাহা হইলে দৈত্য ও দৈত্যপক্ষের অত্যন্ত প্রবলে নিঃসন্দেহ হইয়া সেই মর্যাদা ভঙ্গ করিতে থাকিবে ॥ ৫৯

নারদ! যদি কেবল এক স্ত্রীকে সত্যভামার জন্য স্বর্গ হইতে কৃষ্ণরাজ পারিজাতকে ভূতলে লইয়া যাওয়া হয়, তবে স্বর্গলোকবাসীদিগের মন উদাস হইয়া যাইবে ॥ ৫০

অতএব ব্রহ্মা মনুষ্যগণের জন্য যে সব উপভোগের বস্তু সৃজন করিয়াছেন, সময়ের পরিবর্তন দেখিতে দেখিতে আমার ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ সেই সব বস্তুর দ্বারা সন্তোষলাভ করুক ॥ ৫১

ভ্রাতা! এই স্বর্গলোকে আমার নিকট যে সব ভোগসামগ্রীর সম্ভার আছে, সেই সব শ্রীকৃষ্ণ এখানে থাকিয়াই ভোগ করিতে পারিবে ॥ ৫২

মর্ত্যলোকের আধিব্যাধি ভোগ্য বস্তুসমূহে ক্লান্ত-পৃষ্ট হওয়ায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কিছু অভিমান উপস্থিত হইয়াছে। সেই অভিমানবশতঃই সে ধর্ম ত্যাগ করিয়া পাপেরই অনুসরণ করিতেছে ॥ ৫৩

মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রীর বশীভূত হইয়াছে, এই কথার প্রসিদ্ধি ভাতার পক্ষে সংসারে অযশ এবং কলহপ্রাপ্তি করাইবে, ইহাই আমার ধারণা ॥ ৫৭

নারদ! মনুষ্যলোকে সাধারণের প্রাপ্য হইয়া মধুসূদন যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার সহিত ঈর্ষাপূর্ণ ব্যবহার করে, তবে উহা তাহার পক্ষে উচিত হইবে না ॥ ৫৫

নিষ্পাপ দেবর্ষে! ঈর্ষার বশের বিলোপ হইলে—উহার অপরূপ হইলে পর আমার হিতকারক হইবে এবং দ্বিতের জাতি-বন্ধু হইতে ছিন্নতার প্রাপ্ত হওয়া তত বিশেষ নিন্দিত ॥ ৫৬

এই মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ ক্রমশঃ ধর্ম, অর্থ ও কাম সেবন করুক। ব্রহ্মা কর্তৃক স্থাপিত সৎপুরুষগণের ধর্মসমূহ আশ্রয় করুক ॥ ৫৭

যদি আমি পারিজাত ভূতলে প্রেরণ করি, তবে স্ত্রী প্রভৃতি আরও কতিপয় এরূপ কোন্ ধর্মবাসী আছেন যে, যিনি আমাকে অধিক সমাদর করিবেন ॥ ৫৮

ভূতলে পরিজাতের দর্শন ও স্পর্শ করিয়া মনুষ্যগণ পৃথিবীতেই ধর্মের ফল প্রাপ্ত হইতে দেখিলে ধর্মপ্রাপ্তির জন্য আর উদ্যম করিবে না ॥ ৫৯

নারদ! যদি মনুষ্যগণ পারিজাতের গুণসমূহ (ও তাহা হইতে প্রাপ্ত লাভসমূহ) সেবন করিতে থাকে, তবে দেবতা ও মনুষ্যদের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকিবে না ॥ ৬০

তত্র যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎ তু ভূয়ঃ প্রযচ্ছতে নরৈঃ।
স্বর্গার্থং ন বতিষ্ঠন্তি পারিজাতগুণান্বিতাঃ ॥ ৬১
সর্ব্বরত্নবরঃ স্বর্গে পারিজাতস্তপোধন।
তুল্যা দেবনমস্যার্হৈঃ সর্ব্বৈরেষ জগদ্ গুরুঃ ॥ ৬২
যজ্ঞৈরবাপ্যা ন রক্ষান্তি লব্ধস্বর্গফলা ভুবি
ন পূর্ব্বানি প্রদাস্যন্তি তুল্যমন্যৈরপীতরাঃ ॥ ৬৩
যজ্ঞৈর্জপাহুতিকৈশ্চৈব নিত্যানাপ্যাপয়ন্তি নঃ।
মানুষাঃ স্বর্গমিচ্ছন্তঃ শ্রদ্ধযানাস্তপোধন ॥ ৬৪
তৎ সর্ব্বং ন করিষ্যন্তি পারিজাতগুণান্বিতাঃ
নিস্তেজসো ভবিষ্যাম তে গন্তাস্তদ্বিগৌরবাম ॥ ৬৫
ইতঃ সুবৃষ্ট্যা সস্যেভ্যো ভবিষ্যন্তি পুরুষা ভুবি।
আপ্যায়ন্তস্ত্বতেঽপ্যন্ন ন দাস্যন্তীজ্যতৈব চ ॥ ৬৬
ন বুভুক্ষা পিপাসা বা বাধতে যদি মানুষান্
রোগো জরা বা মৃত্যুর্বা ধর্ম্মজাতিরিবেব চ ॥ ৬৭
দৌর্গত্যাং বা সুখোদার্য্যাং বা ঈশ্বরঃ কর্ম্মসম্ভবাঃ।
কিমুদ্যোগাঃ করিষ্যন্তি পারিজাতগুণান্বিতাঃ ॥ ৬৮
সর্ব্বথা নয়নং তত্র পারিজাতস্য ন ক্ষমম্।
ইতি বাচ্যস্ত্বয়া বিপ্র বিষ্ণুপ্রস্থিতকর্ম্মকৃৎ ॥ ৬৯
যথা যথা চ মে ভ্রাতা তুষ্যতে তত্থিগায়ন।
তথা তথা স্তুতা কার্য্যাঃ কার্য্যাঃ মৎপ্রীতিমিচ্ছতা ॥ ৭০
তারাশ্চ মনস্তাল্কৈব চন্দ্রনাক্ষত্রগানি চ।
বস্ত্রাণি চ বিচিত্রাণি বন্ধ্যা স্ত্রী ধারকাং নয় ॥ ৭১
যোগ্যানি যানি মন্ত্যানাং যাবদিচ্ছতি কেশবঃ
ন স্বর্গপরিমোষস্তু কর্ত্তুমর্হতি সম্প্রতম ॥ ৭২
তদানি বস্ত্রাণি যথেপ্সিতানি
বহূনি চিত্রাণি বিভূষণানি চ।
ন পারিজাতস্য কৃতেন দ্রুমঃ
মুনে প্রদাস্যানি দিবৌকসাং প্রিয়ম্ ॥ ৭৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু বিষ্ণুপর্ব্বণি পারিজাতহরণে ইন্দ্রবাক্যো একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯

মর্ত্যলোকে মানুষেরা যে সব শুভ কর্ম্ম করে, তৎসমস্তের ফল তাহারা এই স্বর্গে আসিয়া ভোগ করে। যদি তাহারা কৃতফলেই পারিজাতের গুণ প্রাপ্ত হয়, তবে তাহারা স্বর্গে আসিবার জন্য যত্ন করিবে না। ৬১

উপমন্যু! স্বর্গে পারিজাত সর্ব্বরত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যদি উহা কৃতফলেই চলিয়া যায়, তাহা হইলে মানুষেরা দেবতাদিগের সমান হইয়া যাইবে এবং (মনুষ্যগণ) অজর অমরাদি স্বর্গের তুল্য হইবে। ৬২

পৃথিবীতেই স্বর্গের ফল লাভ করত দেবগণের তুল্য হইয়া মানুষেরা আর যজ্ঞসমূহের দ্বারা দেবতাদিগের যজন করিবে না এবং পুরুষকর্ম্মের ফল বিনিয়োগ করিবে না। ৬৩

উপমন্যু! শ্রদ্ধালু মানবেরা স্বর্গ কামনা করিয়া যজ্ঞ, জপ ও নিত্য কর্ম্মসমূহের দ্বারা সদা আমাদিগকে তৃপ্ত ও পুষ্ট করে। ৬৪

কিন্তু পারিজাতের গুণ প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যগণ আর সেই সব কর্ম্ম করিবে না, সুতরাং সেই যজ্ঞাদি হইতে বঞ্চিত হইয়া সকল দেবতা আমরা নিস্তেজ হইয়া যাইব। ৬৫

এই স্বর্গ হইতে সুবর্ষণ হইলে পর উহা হইতে ভাত শস্যসমূহের দ্বারা ভূতলের মনুষ্যগণ জীবন ধারণ করে এবং তাহারাও দান ও যজ্ঞাদি দ্বারা দেবতা আমাদের সকলকে পোষণ করে। ৬৬

স্বর্গচ্যুত নাহুষ! পারিজাতের গুণ প্রাপ্ত হইলে পর যদি মনুষ্যগণকে ক্ষুধা পিপাসা পীড়িত করিতে না পারে, রোগ, অরতি (অসন্তোষ বা দুঃখ-শোকাদি) অথবা মৃত্যুপ্রাপ্তি তাহাদের না হয়; তাহাদের যদি দৌর্গত্য না থাকে এবং কর্ম্মসম্ভব ঈশ্বরত্ব হইলেও। (অতিতৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, সর্প, মূষিক, পক্ষী ও অন্য রাজার অত্যাচার।) এই সব তাহার কি করিবে? তাহাদিগকে পীড়িত না করে, তবে তাহার স্বর্গের ভঙ্গ উৎপাদন করিবে না। ৬৭-৬৮

বিপ্রবর! পারিজাতকে মর্ত্যলোকে লইয়া যাওয়া সর্ব্বথা অনুচিত। এই কথা আপনি অত্রত্যে মদ্বাক্যে কর্ম্মকারী ভগবান্ বিষ্ণুকে (শ্রীকৃষ্ণকে) বলিয়া দিবেন। ৬৯

মুনে! আমার ভ্রাতৃতা ইচ্ছা করিয়া আপনি সেখানে এরূপ এরূপ কার্য্য বা স্তব করিবেন, যাহাতে আমার এই কথার উপর বিশ্বাস করিয়া আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া যায়। ৭০

হেমবর্ণে! আপনি বহুমাত্র সভাতোমের জন্য এস্থলে হার,মণি, চন্দন, অগুরু ও বিচিত্র বস্ত্রসম্ভার ধারকাতে লইয়া যান। ৭১

যে যে বস্তুসমূহ মনুষ্যলোকের যোগ্য, তৎসমস্তই শ্রীকৃষ্ণের মত ইচ্ছা, তাহাই লইয়া যাইতে পারেন; কিন্তু এই সময় স্বর্গলোককে অলঙ্করণ করা অর্থাৎ স্বর্গলোকের রত্নভরণ পারিজাত অপহরণ করিয়া তাহাকে নিয়ে (কাজাল) করিয়া দেওয়া তাহার পক্ষে উচিত হইবে না। ৭২

মুনে! আমি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে বহু রত্ন ও আভরণ প্রদান করিতেছি, কিন্তু পারিজাত বৃক্ষকে আমি কোনক্রমেই প্রদান করিব না; কারণ, ইহা স্বর্গবাসিদের অত্যন্ত প্রিয় (অতএব ইহাকে অপহরণ করিয়া যাইতে দেওয়া আমার পক্ষে উচিত হইবে না।) ৭৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে পারিজাত-হরণপ্রসঙ্গে ইন্দ্রের বাক্যবিষয়ক একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

(কৃষ্ণের গন্ধমাদন-পর্ব্বতে ইন্দ্রকে নারদসমীপে তদ্ভাবণের কথা বলায়া সমালোচনা, বিনা যুদ্ধে পারিজাতবৃক্ষদানার্থে নিন্দা:)

বৈশম্পায়ন উবাচ

দেবরাজবচঃ শ্রুত্বা নারদঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ ।
প্রোবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞো ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মবিত্তমঃ ॥ ১

অবশ্যমেব বক্তব্যা হিতং বলমিমূদন
ময়া তব মহাবাহো বহুমানোঽস্তি মে ত্বয়ি ॥ ২

উক্তং ময়া বাসুদেবো জানতা ভবতো মতম্ ।
ন তৎ পারিজাতোঽয়ং তরুরাপি তদা পুরাঃ ॥ ৩

হেতুকল্পং ময়া তত্র দর্শিতাস্তে সমাসতঃ ।
ন চাবগতবান্ দেবঃ সত্যমেতৎ প্রবীমি তে ॥ ৪

উপেন্দ্রোঽয়ং মহেন্দ্রস্য ভ্রাতেতি ত্রিদশেশ্বরঃ ।
উবাচ পুণ্ডরীকাক্ষো দনুজেশ্বরমেব চ ॥ ৫

পুনঃ পুনর্ম্মহা বাক্যং তেনৈবং দেব দর্শিতাঃ ।
ততো ন বুদ্ধির্ব্যাহৃতা বৃত্রনাশন তস্য বৈ ॥ ৬

অপি চাপ্যুক্তবান্ দেবো বাক্যান্তে মধুসূদনম্ ।
প্রত্যাহ পুরুষব্যাঘ্রঃ সংরোমমিব বাসব ॥ ৭

ন দেবগন্ধর্ব্বগণা ন রাক্ষসা
ন চাসুরা নৈব চ যক্ষপন্নগাঃ ।
মম প্রতিজ্ঞামপহন্তুমুদ্যতা
মুনে সমর্থা যদু ভূতমদ্য তে ॥ ৮

স পারিজাতং যদি ন প্রদাস্যতি
প্রধর্ষণামানো ভবতামধেশ্বরঃ ।
ততঃ শচীব্যাহৃতিতাস্তুলোপনং
গদাং বিমোক্ষ্যামি পুরন্দরোরসি ॥ ৯

উপেন্দ্রস্য মহেন্দ্রায় ভ্রাতৃত্বে নিশ্চয়ঃ পরঃ
যদত্র মদ্বচসে ক্ষান্তা সম্প্রদাস্যতি বৃক্ষরাট্ ॥ ১০

ততঃ হিতঞ্চ দেবেন্দ্র ভ্রমতাং বরতো মম
নয়নং পারিজাতস্য স্বাকারো মম রোচতে ॥ ১১

সপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মাত্মা দেবর্ষির মুখে ইন্দ্রের যজ্ঞ শ্রবণ করিয়া কুপিত ইন্দ্রের স্বর্গ নারদের নিকট ইন্দ্র ও অতিবলের ঔদ্ধত্য সমালোচনা এবং বিনা যুদ্ধে পারিজাত হরণ করিবার নিশ্চয় করা।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! দেবরাজ ইন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সত্যবাদী ধর্ম্মাত্মা নারদ এই কথা বলিলেন ॥ ১

মহাবাহু মধুসূদন! আমার মনে তোমার প্রতি বহু সম্মান আছে, সেইজন্য আমার তোমাকে অবশ্যই হিতকথা বলা উচিত ॥ ২

আমি তোমার এই মত জানি, কারণ, তুমি পূর্ব্বে মহাদেব কাশ্যপ কর্ত্তৃক এই পারিজাত বৃক্ষ তাহাকে প্রদান করা হয়; সেইজন্য আমি তোমার পক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে সব কিছুই বলিয়াছি ॥ ৩

তুমি পারিজাত না দিবার বিষয়ে যে সব কারণ বলিলে, আমি তাহাকে সংক্ষেপে তাহাদিগকে দেখাইয়াছি, কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা কিছুই গ্রাহ্য করে নাই। এই সত্য কথা আমি তোমাকে বলিতেছি ॥ ৪

আমার কথার উত্তরদান করিতে করিতে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ বলিল যে, আমি উপেন্দ্র ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা), অতএব আমাকে সর্ব্বদা মহেন্দ্রের কাছে পালন করা উচিত ॥ ৫

বৃত্রসূদন দেব! আমি বারংবার তাহাকে কারণ দেখাইয়াছি, কিন্তু ইহার মত পরিবর্ত্তন হয় নাই ॥ ৬

ইন্দ্র! আমার কথার শেষে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ মধুসূদন কিছু কষ্ট হইয়া উত্তর দিতে দিতে বলিল ॥ ৭

মুনে! আপনার কল্যাণ হউক। যদি সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব, রাক্ষস, অসুর, যক্ষ ও নাগগণও উদ্যত হইয়া আসেন, তবে আমার প্রতিজ্ঞা নষ্ট করিতে সমর্থ হইবেন না ॥ ৮

যদি আপনি যাচ্ঞা করিলেও অমরেশ্বর ইন্দ্র পারিজাত না দেন, তবে যে বজ্রাঘাতের অনুলেপন শচীদেবীর আলিঙ্গনে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই বজ্রঘাতে তাহা প্রহার করিব ॥ ৯

মহেন্দ্র! তোমার ভ্রাতা উপেন্দ্রের এই অক্ষয় নিশ্চয়। এখন এখানে তুমি যাহা ভাবিতেছি বলিয়া মনে করিবে, তাহা স্থির করত সম্পাদন কর ॥ ১০

দেবেন্দ্র! আমি তোমাকে ভদ্র ও হিতের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর: পারিজাত বৃক্ষকে তাহাকার লইয়া যাইতে দেওয়াই আমার ভাল বলিয়া মনে হইতেছে ॥ ১১

নারদেনৈবমুক্তস্তু শুশ্রূষুঃ বলবানরিঃ
রোষ বিষ্টঃ সভামধ্যে চ তবাগৌতরবাদিশৎ ॥ ১১

অনাগসি ময়ি জ্যেষ্ঠে সোদরে যদি কেশবঃ
এবং প্রযুক্তঃ কিং শক্যঃ কর্তুমদ্য তপোধন ॥ ১৩

যদূনি প্রতিলোমানি পুরা স কৃতবান্ময়ি
কৃষ্ণো নারদ সোঢ়ানি ভ্রাতেতি ন মনা সদা ॥ ১৪

গাণ্ডবে চার্জুনবধঃ পুরা বাহ্যসভা সভা।
মদীয়া বাহিতা মেঘাঃ শময়ন্তোঽগ্নিমুদ্ধতম্ ॥ ১৫

গোবর্দ্ধনং ধারয়তা বিপ্রিয়ঞ্চ কৃতং মম
তথা বৃত্তবরে প্রাপ্তে সভাবার্থী ন্যুবো মহা ॥ ১৬

সমোঽহমিতি সর্বেষাং কৃতমিতি চোক্তবান
স্ববাহুবলমাশ্রিত্য বৃত্তশ্চ নিহতো ময়া ॥ ১৭

দেবাসুরেষু প্রাপ্তেষু সংগ্রামেষু চ দারুণ
যুধ্যতাজ্ঞেপ্সয়া কৃষ্ণো মুনে সুবিদিতস্তব ॥ ১৮

বহুনাত্র কিমুক্তেন তস্য কিন্বা প্রবর্ত্তাম
জ্ঞাতিভেদো ন নঃ কার্য্যঃ সঙ্ঘো হ্যং মম নারদ ॥ ১৯

মমোরসি গদাং মোক্তুমুদ্যতো যদি কেশবঃ।
অনুনয়নাথ পৌলোমীং গুণঃ ক ইব দৃশ্যতে ॥ ২০

উদবাসসতো ধীমান পিতা নঃ কশ্যপঃ প্রভুঃ।
অদিত্যা সহ যে মাত্রা তস্যারাধনকাম্যয়া তবেৎ ॥ ২১

অজিতাস্থা মম ভ্রাতা বন্ধুষা তমসা বৃতঃ।
কামেন চ স্ত্রিয়ো বাক্যাদেবং মামুক্তবান গুরুম্ ॥ ২২

বিদ্ধ স্ত্রিয়ঃ সর্বথা বিপ্র বিশ্ব রাজন্মিতিং তথা।
যত্রাধিকপ্রবাদ বিষ্ণুরেবং নাং স্ত্রীজিতো দ্বিজ ॥ ২৩

ন দৃষ্টং কস্যচিৎকুলে বাপ্যেতন্মহামুনে
নৈব শ্রুতকুলে দৃষ্টে মাতুলে মম চ স্বসুরঃ ॥ ২৪

ন জ্যেষ্ঠস্য ন শ্রেষ্ঠস্য নৈবং নাং প্রতিপদ্যতে।
কামমোহাভিভূতেন কৃষ্ণেন খলু নারদ ॥ ২৫

নারদ। নারদ যখন এইরূপ সুস্পষ্ট কথা বলিলেন, তখন বলবানদের শ্রেষ্ঠ মহাবলী সত্রাজিতের ঔরস রোহিণীর পুত্র এই কথা বলিলেন ॥ ১১

তপোধন! যদি শ্রীকৃষ্ণ নিজের নিরপরাধ ও জ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতার প্রতি এরূপ অনুচিত আচরণ করিতে উদ্যত হয়, তবে এখন আর কি করা যাইতে পারে? ১৩

নারদ। শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেও আমার বহু প্রতিকূল আচরণ করিয়াছে; কিন্তু সে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এরূপ মনে করিয়া তৎসমস্তই সহ্য করিয়া আছি ॥ ১৭

পূর্বের ঘটনা, সে অর্জুনের বধ চাহিয়া করিতেছিল, সেই সময় সেই বনে দাহ করিতে উদ্যত অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিবার জন্য আমি যে মেঘগুলিকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, আমার সেই সব মেঘকে সে নিবারণ করিয়াছিল ॥ ১৫

এইরূপ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া সে আমার অপ্রিয় করিয়াছিল। যখন বৃষ্ণ্যন্ধকের বধ করিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আমি ইহাকে সহায়তা করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু সে এই কথা বলিয়া আমাকে উত্তর দিয়াছিল যে, আমি ত' সমস্ত নাগিনদের প্রতিই সমভাবাপন্ন (কাহার প্রতি আমার রাগ বা দ্বেষ নাই)। তখন আমি নিজ বাহুবলেরই আশ্রয় লইয়া বৃষ্ণ্যন্ধকের বধ করিয়াছিলাম ॥ ১৬-১৭

মুনে! নারদ! যখন যখন দেবাসুরের সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তখন তখনই কৃষ্ণ নিজের ইচ্ছাতেই যুদ্ধ করে (আমাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কিংবা যখন যাহা তাহার মনে আসে, তখন তাহাই করে)। এই কথা আপনি ভাল করিয়াই জানেন ॥ ১৮

এ বিষয়ে বহু কথা বলিয়া কি হইবে? অতএব যদি প্রারব্ধবশতঃ দুষ্টই আমাদের সেই ভাইটি নারদ! কিন্তু আপনি আমার পক্ষে এ বিষয়ে সাক্ষী রহিলেন যে, আমাদের এই জ্ঞাতিভেদের মধ্যে কোন কথা আমার অসাধ্য নয় ॥ ১৯

যদি কেশব আমার উপরে গদা ছাড়িতে উদ্যত হয়, তবে এরূপে পুলোমনন্দিনী শচীর নামোল্লেখ করিয়া এরূপ কথা বলায় কি লাভ দেখিতে পাই না ॥ ২০

আমার বুদ্ধিমান্ পিতা ভগবান কশ্যপ আমার মাতা অদিতিদেবীর সহিত বনবাস করিবার জন্য তীরসাগরে বিরাজমান। তাঁহারা উভয়ে আমার প্রতি এরূপ কথা বলিতে পারেন (কারণ, মাতাপিতার এই অধিকার আছে যে, তাঁহারা পুত্রকে সৎপথে চালন করিবার জন্য এরূপ তাড়না করিয়া থাকেন) ॥ ২১

বিপ্রবর! স্ত্রীলোকে সর্ব্বথা ধিক্কার এবং সেই রাজসত্তাকেও ধিক্, যেখানে স্ত্রীর বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আমার উপর এরূপ আক্রোশ করিয়াছে ॥ ২২-২৩

মহামুনে! মহর্ষি কশ্যপের কুলে অদ্যাপি কোনও নিন্দনীয় ঘটনা দেখা যায় নাই এবং যেখানে আমার মাতার জন্ম হইয়াছে, সেই রাজকুলেও এরূপ কোনও ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় নাই ॥ ২৪

নারদ! কাম ও রাগে আক্রান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ না আমার জ্যেষ্ঠত্বের সম্মান করিল এবং না আমার দেবরাজ পদেরও সম্মান করিল ॥ ২৫

পুত্রদারসহস্রৈস্তৈ ভ্রাতানন্ত বিশিষ্যতে
সদ্বৃত্তো জ্ঞানসম্পন্ন ইতি ব্রহ্মা পুরাব্রবীৎ ॥ ২৬
নাস্তি ভ্রাতৃসমো বন্ধুরাস্থায়া ইতরো জনঃ
ইতি মামব্রবীৎ মাতা পিতা চৈব প্রজাপতিঃ ॥ ২৭
সোদরে তু বিশেষঃ স্যাৎ পিতা যে কন্যুপোঽব্রবীৎ
পৃষ্ঠা ময়া বিরুদ্ধান্তে দানবাঃ পাপনিশ্চয়াঃ ॥ ২৮
কামমেতত্ত্ব বক্তব্যং ধরয়াদ্ভুতবাদিতম্।
প্রাপ্তস্তবসময়ো বিপ্র যদিহাদ্যো ব্রবীহি মে ॥ ২৯
বসুর্জ্ঞায়াং মুনিশ্রেষ্ঠ ছিন্নায়াং হি পুরানঘ।
ঘৃতীতিময়ন্যাণাক বরদানাদ্যমুনে ॥ ৩০
উৎকৃত্তশিরসো বিষ্ণোঃ পৃথা লেভে যুতো ময়া।
সন্ধিতক শিরো যত্নাচ্ছিন্নং বৈশ্বেন তেজসা ॥ ৩১

অহং বিশিষ্টো দেবানামিত্যুক্ত্বা পুনশ্চাহং।
বসুরারোপ্য দর্পেণ স্থিতো নাথ কেশবঃ ॥ ৩২
কিং মাং পিতা বা মাতা বক্ষ্যতীতি ময়া মুনে।
তেষাং চ ত্রিতং বিষ্ণোঃ শরীরং মুনিসত্তম ॥ ৩৩
ঐন্দ্রং বৈষ্ণবমস্তেষু মুনে ভাগমহং যযৌ।
যযৌচ্যসময়ঃ প্রেম্না কৃষ্ণঃ পত্ন্যামি নারদ ॥ ৩৪
সংগ্রামেষু প্রহর্ত্তব্যঃ তেন পূর্বং তপোধন।
রাজ্ঞা বিলাদং সমরে প্রহর্তব্যস্তুতো ধ্রুবম্ ॥ ৩৫
প্রাপ্তর্ত্তাবেষু সর্বেষু স্বশরীরমিবানঘ।
যত্নাৎ রক্ষামি ধর্ম্মজ্ঞ কেশবং ভক্তিমাশ্রিতম্ ॥ ৩৬
ইদং ভক্ত্যুক্ত্বা মহীয়ঃ ভুবনং বিষ্ণুনা কৃতম্
উপর্য্যুপরি লোকানামহিতং ভুবনং মুনে ॥ ৩৭

নিষ্পাপ দেবর্ষে! পুরাকালে ব্রহ্ম এই কথা বলিয়াছিলেন যে, সদাচারী ও জ্ঞানবান্ ভ্রাতা শত শত পুত্র এবং পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ২৬

আমার মাতা অদিতিদেবী ও আমার পিতা প্রজাপতি কশ্যপ আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, ভ্রাতার সমান বন্ধু উপকারকারী) আর কেহ নাই কারণ ভ্রাতা স্বাভাবিক বন্ধু এবং অন্য জন ভোজনাদির দ্বারা সম্পাদিত বন্ধু। ২৭

আমার পিতা কশ্যপ সহোদর ভ্রাতাতেই বিশেষ বন্ধুত্বের কথা বলিয়াছেন। যদিও ঐশ্বর্যবশতঃ আমার ভ্রাতা, তথাপি তাহারা দুর্বিনীত ও পাপপূর্ণ নিশ্চয়ের বলিয়া আমি তাহাদের সহিত বিরোধ করি। ২৮

বিপ্রবর! যে কথা নিজের প্রশংসাযুক্ত, সেই কথা যদ্যপি বলা উচিত নয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই, তথাপি এখনে আমার দ্বারা যাহা অনুচিত হইল, তাহা বলিবারই সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ২৯

মুনিশ্রেষ্ঠ! মহাযজ্ঞে। পুরাকালে বসুযজ্ঞ-কালের সময়। যখন ভগবান্ শঙ্করের ধনুর্দ্ধর পার্ষদগণ সমবায়ের প্রভাবে দেবতাদের বসুর গুণ ছেদন করিয়া যেন এবং যজ্ঞকর্ণী বিষ্ণুর মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, সেই সময় আমিই তাহার মস্তকহীন দেহকে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম এবং রুদ্রের তেজে ছিন্ন সেই মস্তককে যত্নসহকারে দেহের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম। ৩০-৩১

মানব! তাহার যখন মস্তক সংযুক্ত হইয়া গেল, তখন সেই অমৃতস্বরূপ কেশব পুনরায় বসু এই নাম স্থির করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি এই দেবযজ্ঞ হইতে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৩২

মুনে! অধিকন্তু আমি সেই সময় এই ত্রিত্ব করিয়াছিলাম যে, আমি যদি ইহাকে বক্ষ না করি, তবে আমার পিতা বা মাতা আমাকে কি বলিবেন? সেইজন্য দেহের সহিত আমি বিষ্ণুর দেহকে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। ৩৩

মুনে! নারদ! (বর্ষাকাল যে সংকর্ম বা উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়, সেই সবে ইন্দ্র আমারই আধিপত্য; কারণ, সেই সময় বিষ্ণু নিদ্রিত থাকে।) সেই ঐন্দ্র-ভাগকেই বৈষ্ণব-ভাগ বিভাগ করিয়া দিয়া আমি ইহাকে সেই ভাগ প্রদান করিয়াছি। (এই চরিত্রের পর্বের ১৫ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে ইহা বর্ণিত আছে —উদ্ধা সম্পাদক।) এইভাবে আমি কর্মিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সদা প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতেই অবলোকন করি। ৩৪

তপোধন! সংগ্রামের সময় যদি আসে (যদি কৃষ্ণ আমার সহিত বিরোধ করিতেই উদ্যত হয়), তবে তাহাকেই আমার উপর প্রথম প্রহার করিতে হইবে। অন্য যুদ্ধে আমি অগ্রণী প্রথম প্রহার করি; কারণ, আমি রাজা। ৩৫

নিষ্পাপ ধর্মজ্ঞ নারদ! সকল অবতারের সময় আমার প্রতি ভক্তিমান্ কেশবকে আমি নিজের শরীরের সমান যত্নপূর্বক রক্ষা করিয়া আসিতেছি। ৩৬

মুনে! বিষ্ণু আমার এই ভুবনের (স্বর্গলোকের) মর্য্যাদা ভঙ্গ করিয়া সব লোকের উপরে উপরে নিজের ভুবন (বৈকুণ্ঠধাম) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং তাহাকে অন্য সব লোক অপেক্ষা বিশেষ মহত্ত্ব দিয়াছে। ৩৭

অবমানঃ স চ নত্বা পৃষ্টঃ ক্রিমতে মুনে
লালনীয়ো ময়া বাল ইত্যেবং ভ্রাতৃসৌহৃদাৎ ॥ ৩৮
বালোঽয়ং মম পুত্রেভ্যঃ সর্বেভ্যোঽপীতি নারদ।
পিত্রা মাত্রা চ গোবিন্দো মানী চ পরিভাষিতঃ ॥ ৩৯
ইত্যুক্তস্ত জনার্দনঃ কেশবঃ সুবিশেষতঃ।
যস্য যেষ্বা ন সন্দেহস্তত্র স্নেহোঽতিরিচ্যতে ॥ ৪০
সর্বজ্ঞো বলবাল্লুব্ধঃ পাত্রং মানদিতা তথা
কেশবত্বেত্যেব চ যাদবঃ বসুদ্বিতস্তাঃ গতম্ ॥ ৪১
গচ্ছ নারদ বক্তব্যঃ কেশবো বচনান্মম।
আহুতো ন নিবর্ত্তেত সমরঃ প্রতি শত্রুভিঃ ॥ ৪২
যদীচ্ছসি তদাগচ্ছ সদ্যঃ তে যদুসিদ্ধসি।
প্রহরস্ব চ পূর্বং ত্বং তাবদুক্তো যথেচ্ছসি ॥ ৪৩

যথাজ্ঞেনাথ শার্ঙ্গেণ গদয়া নন্দকেন চ
প্রহরাকুন্ঠ গরুড় দৃঢ়ো দৃষ্ট্বা জনার্দন ॥ ৪৪
প্রহ্রন্তে প্রহরিষ্যামি যথাশক্ত্যা চ কেশব।
অহো দিষ্ট যদি মাং স্নেহো বিক্লবং ন করিষ্যতি ॥ ৪৫
যাবন্ন সংগ্রামগতো ভিন্তেঽহং চক্রপাণিনা।
পারিজাতাত্ত ন হ্যন্যানি তাবদ্ভো মুনিসত্তম ॥ ৪৬
মাং সমাহ্বয়তে জ্যেষ্ঠঃ সর্বযানে স তপোধন।
অহো তং মর্ষয়িষ্যামি কিমর্থং স্ত্রীকৃতং হরিম্ ॥ ৪৭
অস্ত্বেব গচ্ছ ভবন দ্বারকাং কৃষ্ণপালিতাম্।
বিবাদে সংস্থিতঃ সোঽস্ত্র ইতি বাচ্যস্ত্বয়াচ্যুতঃ ॥ ৪৮
পলাশপত্রাক্ষমপি ত্যজিতো
ন পারিজাতস্তু তব প্রদাস্যতি।
ইতি প্রবাচ্যো মধুসূদনস্ত্বয়া
বভূব যৌনঃ স্মরতা তপোধন ॥ ৪৯

মুনে! সেই জগন্নাথকে আমি সম্ভ্রমভাবে করিয়া বিদায়ই অর্থাৎ তাঁহা ভুলিয়া বিদায়ই। তোমে ভ্রাতার যে গৌরব, তাহা লক্ষ্য রাখিয়া আমি এই চিন্তা করিয়াছিলাম যে, এ বালক: সুতরাং আমার দ্বারা সে লালন-পালনেরই যোগ্য। ৩৮

নারদ! শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে আমার সদা এই ভাব আছে যে, সে বালক, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, অতএব আমার দ্বারা সে পুত্রের ন্যায় লালন-পালনযোগ্য, কিন্তু তাঁহার বিষয়ে আমার মাতা-পিতাও এই অতিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গোবিন্দ অভিমানী। ৩৯

সেবানের (মনুষ্যলোকের) মানবগণ শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ প্রিয় এবং আমরা সকলে তাঁহার স্নেহের পাত্র হইয়া গিয়াছি, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে ইহাই কারণ যে, শ্রীকৃষ্ণের সেই মনুষ্যজনের প্রতি স্নেহ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ৪০

আজ পর্য্যন্ত আমার এই চিন্তা ছিল যে, কেশব সর্বজ্ঞ, বলবান্, সৌন্দর্যশালী বীর, সুপাত্র এবং অপরকে মানদানকারী, আমার সেই সব লক্ষণ হইয়া বিরাজিত। ৪১

নারদ! আপনি এখন করুন এবং আমার কথানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে বলুন যে, 'আমি শত্রুর আহ্বান করিলে পর কখনও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হই না'। ৪২

পত্নীর বশীভূত শ্রীকৃষ্ণ। যদি তুমি আমার উপর প্রথম প্রহার করিতে ইচ্ছুক হও, তবে আগমন কর। তোমার দ্বারা ইচ্ছা, তাহাই আমার উপর প্রথম প্রহার করিলে আমি উহা সহ্য করিব। যেরূপ তোমার ইচ্ছা তদনুসারে প্রথমে তুমি প্রহার কর। ৪৩

জনার্দন! তুমি শত্রুকে যে রোষের সহিত যুদ্ধ হইয়া আমার উপর সুদর্শন চক্র, নন্দক নামক গদা এবং লক্ষক নামক ধনুর্দ্বারা প্রহার কর। কেশব! যদি আতৃস্নেহ আমাকে ব্যাকুল করিয়া না দেয়, তবে যতক্ষণ তোমার প্রহারের পর আমিও যথাশক্তি তোমার উপর প্রহার করিব। অহো! এরূপ পরিস্থিতিকে ধিক্। ৪৪-৪৫

মুনিশ্রেষ্ঠ! যতক্ষণ আমি সংগ্রামস্থলে উপস্থিত থাকিয়া চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পরাজিত না হইব, সেই পর্য্যন্ত আমি তাহাকে পারিজাত দিব না। ৪৬

অহো তপোধন! যখন শ্রীকৃষ্ণ কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছে, তখন পত্নীর বশীভূত সেই কেশবের এই আচরণকে আমি কি ভাবে সহ্য করিব? ৪৭

ভগবন্! আপনি আজই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত দ্বারকা-পুরীতে গমন করুন এবং বিবাদের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত সেই ভগবান অচ্যুতকে এইরূপ আমার উত্তর প্রদান করুন। ৪৮

যতক্ষণ না তুমি পরাজিত করিবে, ততক্ষণ পারিজাতের কথা কি; পারিজাতের অর্দ্ধ পত্রও ইন্দ্র তোমাকে দিবে না। তপোধন! আমার এই কথা স্মরণ রাখিয়া আপনি মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণকে আমার কথিত বাক্যই বলিবেন। ৪৯

পুনঃ প্রবাচোগ ভগবান্ত্বত্তাচ্যুতো
মম শ্রিয়ার্থং বলু নির্বিশঙ্কিতম্
ন বাচ্যতা তর্হ্যুনিতার্হসি ক্রমঃ

পুনর্ভবেবাস্তু বিশস্ত জিষ্ণবঃ ॥ ৫০
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
পারিজাতহরণে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০

তখনঃ আমার শিষ্য কহিবার তত্ত্ব অচ্যুতকে পুনরায় নিঃসঙ্কোচ হইয়া আপনি এই কথা বলিবেন যে, আমার (ইন্দ্রসমীপে) দ্বারা পারিজাত বৃক্ষের অপহরণ করা তোমার উচিত হইবে না। যথাযথভাবে বৃদ্ধি হউক। কৃষ্ণিতাপূর্ণ ব্যবহারকে ধিক্ ॥ ৫০

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পারিজাত-হরণপ্রসঙ্গে ইন্দ্রের বাক্যবিষয়ক সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[নারদের শ্রীকৃষ্ণস্তব করা; শ্রীকৃষ্ণের নারদকে প্রশ্নাদি ইন্দ্রের তত্ত্বে পারিজাত তরুকে গ্রহণ করিয়া দ্বারকায় প্রস্থান]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মহেন্দ্রবচনং শ্রুত্বা নারদো বাক্যমব্রবীৎ
বিবিক্তে দেবরাজানমিদং বচনমুত্তমম্
কাম্যং শ্রিয়ার্থি বাক্যানাং বক্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ
প্রাপ্তকালং তু বক্তব্যং হিতং হিতৈষিণা
অনিযুক্তপুরোভাগো ন হ্যাপ্নোতি ফলং তু তৎ
লুলোকগতিতত্ত্বজ্ঞো নারদস্ত্বমতো বিদুঃ ॥ ৩
কার্য্যাকার্য্যে মমোৎপন্নে পরিপৃচ্ছামি যাং ভবান্
যত্তত্তঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈতদ্ যদি রোচতে ॥ ৪

অযুক্তেনাপি শুশ্রূষা বক্তব্যা ত্বদ্বিধস্য হি
ত্বদ্বাক্যং প্রাপ্তকালঞ্চ পরাভবনিষ্কৃতা ॥ ৫
বক্তব্যা সর্ব্বথা শক্তিঃ প্রিয়ং চাপি যদ্ধিতম্
জানন্নাত্মেতরং স্নেহাৎ শক্তিরেবাদৃতঃ পুমান্ ॥ ৬
অনুক্তে হ্যর্থতত্ত্বে চ ন শুশ্রূষতি চাপ্যুত
ন প্রিয়ং ন হিতং বাচ্যং শক্তিরেবেতি নিশ্চিতাঃ ॥ ৭
সর্ব্বথা মেব বক্তব্যা শ্রোতব্যা শৃণুতাং বর।
শ্রুত্বা চ কুরু সর্ব্বজ্ঞ মম শ্রেয়স্করং বচঃ ॥ ৮

একসপ্ততিতম অধ্যায়

[নারদ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ব-তিরোধানের প্রবণ করিয়াও ইন্দ্রের তাঁহাকে পারিজাত গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দেবরাজ ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মাদেবের মতো শ্রেষ্ঠ ও বহু লোকের হিতকারী নারদ এই কথা বলিলেন ॥ ১

দেবেন্দ্র! অবশ্যই রাজাদের সেইরূপ কথাই বলা উচিত, যাহা তাঁহাদের প্রিয় ; উহাতে কোন সংশয় নাই, তথাপি যাহার অবসর উপস্থিত হইয়াছে, তাহার হিতকর বাক্য অপ্রিয় হইলেও তখন বলা-কর্তব্য ॥ ২

যিনি উত্তম লোকগতির তত্ত্ব অবগত আছেন এবং যিনি নীতি-বিজ্ঞানের কুশল, এরূপ ব্যক্তিও নিযুক্ত না হইয়া কখনও লোকের কার্যের অগ্রগামী হইবেন না—ইহাই বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন ॥ ৩

কর্তব্যাকর্তব্যের সংশয় উপস্থিত হইলে পর প্রাজ্ঞই তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কর এবং আমার পরামর্শ শ্রবণ কর, সেইজন্য এই সময়েও আমি তোমাকে কিছু বলিব। যদি ভাল লাগে, তবে তাহা শ্রবণ করিও ॥ ৪

যে ব্যক্তি রাজার পরাভব কামনা করেন না, এবং যাহাতে তাহার হিত হইবে, উহাও যিনি ভালভাবে জানেন—এরূপ সুহৃদের নিকট জিজ্ঞাসাদ্বারা তাঁহাদের ও সমস্তলোকের হিতকর বাক্য অবশ্যই বলা উচিত ॥ ৫

সৎপুরুষগণের উচিত হইল যে, তাঁহারা সর্বথা হিতের কথাই বলিবেন, তাহা যদি অপ্রিয়ও হইয়া থাকে। উহাই তেজের তত্ত্ব হইতেছে যুক্ত হইবার উপায়। যাহাকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও প্রাচীন কাল হইতেই মহাশয় করিয়া আসিতেছেন ॥ ৬

যে অজ্ঞতাবশতঃ, ধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘনকারী, কাহারও উপদেশ শ্রবণ করিতে অনিচ্ছুক এবং সকলেরই অপ্রিয় (দেবগণও), এরূপ ব্যক্তিকে প্রিয় কথা বা হিতকথা বলা উচিত নহে। এই কথা বলিয়া সৎ-পুরুষগণ এই সবের নিন্দা করিয়াছেন ॥ ৭

লোকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞ দেব! তোমাকে আমার সর্বথা হিত বাক্য বলাই উচিত। তুমি আমার (সেই হিত) কথা শ্রবণ কর এবং শ্রবণ করিয়া তুমি আমার কল্যাণকারী বাক্য পালন কর ॥ ৮

অন্যোন্যভেদো ভ্রাতৃণাং সুহৃদাং বা বলাদ্ভবেৎ।
তদত্যন্তকৃদ দেব দ্বিষতাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯
হিতাদুষ্কসহিতঃ কার্য্যো ভেদঃ সুরেশ্বর।
বিপরীতস্তু তদ্ বুদ্ধ্যা নিত্যং বুদ্ধিমতাং বর ॥ ১০
যং স্যাদ্ভাপকরঃ পশ্চাদারব্ধঃ কার্য্যনীতয়ে।
আরম্ভেষ্বেব তদ্বিদ্বানেব বুদ্ধিমতাং নয়ঃ ॥ ১১
বিপাকমস্য কার্য্যস্য নানুপশ্যামি শোভনম্।
যত্র কারণং দেব নিত্যেব বিবুধাদপি ॥ ১২
য একো বিশ্বমব্যাপ্তে প্রধানঃ ভগবান্ হরিঃ।
প্রকৃত্যা যঃ পরঃ সর্ব্বে ক্ষেত্রজ্ঞঃ যৈ বিভূর্বৃতঃ ॥ ১৩
তস্যাব্যক্তস্য যো ব্যক্তো ভাগঃ সর্ব্বভবোদ্ভবঃ।
তস্যাত্মা পরমো দেবো বিষ্ণুঃ সর্ব্বস্য যৌনভূঃ ॥ ১৪
প্রকৃত্যাঃ প্রথমো ভাগ ঊঢ়া দেবী যশস্বিনী।
ব্যক্তঃ সর্ব্বময়ো বিশ্বঃ স্রষ্টাস্রষ্টা লোকভাবনঃ ॥ ১৫

কবিধাত্মা ত্রিস্তস্থা বাক্তঃ প্রথমো গুণঃ।
অব্যক্তা প্রকৃতির্দেবী গুণী দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ১৬
ন বিশ্বেযোঽস্য কৃতস্ন বিজ্ঞোশ্চামপ্রতস্তব।
গুণিনস্ত্বব্যয়ঃ শান্তা সদা চ প্রথমো গুণঃ ॥ ১৭
নারায়ণো মহাতেজাঃ সর্ব্বলোকভাবনঃ।
তোক্তা মহেশ্বরো দেবঃ কর্ত্তা বিষ্ণুরযোক্ষজঃ ॥ ১৮
ব্রহ্মা যেবগণাশ্চান্তে পশ্চাৎ সৃষ্টা মহাত্মনা।
মহাদেবেন দেবেশ প্রজাপতিগণাস্তথা ॥ ১৯
এবং পুরাণপুরুষো বিষ্ণুর্দেবেষু পঠ্যতে।
অচিন্ত্যাত্মাপ্রমেয়শ্চ গুণভাক্ত পরস্তথা ॥ ১০
আদিত্যা স্তপসা বিষ্ণুর্বরাহত্বমুপাগতঃ পুরা।
বরেণ ছন্দিতা তেন পরিপৃষ্টেন চাত্মভিঃ ॥ ১১
তয়োক্তস্ত্বমসি পুত্রো ছন্দসাং স্বয়ং তব
প্রবিশন্তা চ বিজ্ঞাতো নারায়ণমহেশ্বরম্ ॥ ১২

বলাসুর-বিনাশকারী দেব। ভ্রাতৃ অথবা সুহৃদ্‌গণের মধ্যে যদি পরস্পর ভেদ (শত্রুতা) হইয়া যায়, তবে উহা শত্রুগণের আনন্দ বর্দ্ধন করে—উহাতে কোনও সংশয় নাই। ৯

বুদ্ধিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুরেশ্বর! মিত্রের কল্যাণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কার্য্য তাদৃশ আদরণীয় এবং যাহা তাহার বিপরীত, উহাও সর্ব্বথা তাদৃশ কর্ত্তব্য। সব কিছু আসিবার পর যে কার্য্য আরম্ভ করিলে পরে তাহা সম্পাদনীয় হইবে, এরূপ কার্য্য বিদ্বান্ পুরুষ কখনই আরম্ভ করিবেন না,—উহাই বুদ্ধিমানগণের নীতি ॥ ১০-১১

দেব! অরেশ্বর! আমি এই কার্য্যের পরিণাম শুভদায়ক বলিয়া দেখিতে পাইতেছি না। ইহাতে যে কারণ বিদ্যমান আছে, তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ১২

যিনি একাকীই কার্য্যভূত ভবন এবং তাহার কারণভূত প্রধানেরও (প্রকৃতিরও) অধিষ্ঠাতা (সঞ্চালক), সেই শ্রীহরিই—এই শ্রীকৃষ্ণ। সমস্ত বিদ্যানগণ যাঁহাকে প্রকৃতি হইতে পরে বিরাজমান ক্ষেত্রজ্ঞরূপে জানেন ॥ ১৩

সেই অব্যক্ত প্রকৃতির যে ব্যক্তভাব (মহত্তত্ত্ব বা সমষ্টি বুদ্ধির অভিমানী দেবতা) ব্রহ্মা, তিনিই সমস্ত সংসারের উৎপত্তির স্থান। তাঁহার এবং সম্পূর্ণ ভেদ জীবমাত্রের আত্মা সেই পরমদেব শ্রীবিষ্ণু ॥ ১৪

যশস্বিনী উমাদেবী প্রকৃতির মুখ্যভাগ (ব্যক্ত ভবনরূপ)। অতএব সর্ব্বময় ব্যক্ত বিশ্ব স্রষ্টাস্রষ্টা (সম্পূর্ণ ভোক্তা বস্তুরূপ), ভেদসমূহের সৃষ্টিকারক ॥ ১৫

কবিধাত্মা প্রকৃতি ত্রিগুণের মূল গুণ (ভাব)। অর্থাৎ ব্যক্তরূপ। অব্যক্তা প্রকৃতি ইহাদেরই ভবনরূপ এবং ইহাদের সহিত যুক্ত গুণী পুরুষ পরমেশ্বরের ॥ ১৬

দেবদেবেশ! (এইরূপ লক্ষণ কবিধা গুণময় অবিনাশিনী প্রকৃতি এবং বিষ্ণুর পরমপুরুষ এই ভগবান্ মায়াবী রূপ ও বিষ্ণুর মধ্যে যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে) ত্রিগুণাত্মক জগতের যে প্রধান অবিনাশী পরমকারণ ও পরম ব্রহ্ম, তিনিই মহাতেজস্বী নারায়ণ। তিনিই সকলের স্রষ্টা ও সমস্ত জগতের উৎপাদক ॥ ১৭;

দেবেশ্বর! এই পরমাত্মা পরমদেব নারায়ণ কর্ত্তৃকই ভোক্তা মহেশ্বররূপে, কর্ত্তা অর্থে শুদ্ধ বিষ্ণু, ব্রহ্মা, অন্য দেবগণ ও প্রজাপতিগণ—ইহাদের সকলের সৃষ্টি পরে হইয়াছে ॥ ১৮-১৯

এইরূপ পুরাণ পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু দেবতাদের মধ্যে অচিন্ত্য, অপ্রমেয় ও গুণাতীত বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥ ২০

পুরাকালে দেবমাতা অদিতি তপস্যাদ্বারা পরমাত্মা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু অদিতিকে ইচ্ছানুসারে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন ॥ ২১

সুরশ্রেষ্ঠ! সেই সময় অদিতিদেবী অযোক্তজ (ইন্দ্রিয়াতীত) ভগবান্ নারায়ণকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং এইরূপ প্রার্থনা করিলেন—ভগবন্! আমি আপনার তুল্য পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ২২

ভেনোক্তং ভূবনে নাস্তি মৎসমঃ পুরুষাধমঃ।
অশেষেণ তু তদ্বিদ্যানি পুত্রঃ খল্বহমেব তে ॥ ১৩
স জাতঃ সর্বকৃদ্ধেবো ভ্রাতা তব সুরেশ্বর।
নারায়ণো মহাতেজা যমুদেশ্রং প্রচক্ষতে ॥ ১৪
ইচ্ছয়ৈব হরির্দেব কাশ্যপস্যমুপাগতঃ
তৈস্তৈর্ভাবৈর্বিকুরুতে কৃতবানাত্মব্যাপারঃ ॥ ১৫
প্রাদুর্ভাবং গতো দেবো জগতো হিতকাম্যয়া
মাথুরং জগতো নাথঃ কর্তা হর্তা চ কেশবঃ ॥ ১৬
যথা পললপিণ্ডঃ স্যাদ্ ব্যাপ্তঃ স্নেহেন সানল
তথা জগদিদং ব্যাপ্তং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৭

ব্রহ্মণাদেবঃ সকাশাত্ তৈস্তৈর্ভাবৈর্বিকুরুতে
জগত্যাত্তিগুণো দেবো বৈকুণ্ঠঃ সর্বতঃ বরঃ ॥ ১৮
অতঃ সমস্তদেবানাং পূজ্যা এব চ কেশবঃ।
পদ্মনাভস্ত ভগবান্ প্রজাসর্গকরো বিভুঃ ॥ ১৯
অনন্তো ধারণার্থায় বিভর্তি চ মহদ্ বপুঃ।
যস্য ইত্যাদি সঙ্ক্ষিপ্ত কথ্যতে বেদবাদিভিঃ ॥ ৩০
শ্বেতঃ কৃতযুগে দেবো রক্তস্ত্রেতাযুগে তথা।
দ্বাপরে চ তথা পীতঃ কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভুঃ ॥ ৩১
অথবাঽং স হিরণ্যাক্ষঃ হিরণ্যপুরবাসী হরিঃ।
দধারাপ্সু নিমজ্জন্তীমেকো দেবো বসুন্ধরাম্ ॥ ৩২

তখন তিনি বলিলেন—দেবি! সমস্ত ভুবনে আমার সমান অন্য কোনও পুরুষ নাই। অতএব আমিই ইহার অংশে তোমার পুত্র হইব ॥ ১৩

সুরেশ্বর! (এই বরদানানুসারে সেই সর্বস্রষ্টা মহাতেজস্বী ভগবান্ নারায়ণ তোমার ভ্রাতারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহাকে উপেন্দ্র বলা হয় ॥ ১৪

দেব! ভূত ও ভবিষ্যতের উৎপত্তি এবং সংহারের অধিষ্ঠাতৃ-স্বরূপ শ্রীহরি স্বেচ্ছাক্রমে কশ্যপের পুত্ররূপে প্রকটিত হইয়াছেন এবং নিজের ইচ্ছানুসারে তিনি বিভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ১৫

ভগতের সংরক্ষক, স্রষ্টা ও সংহারক ভগবান্ কেশব ভগতের হিতকামনাবশতই মথুরায় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ১৬

মানব দেবরাজ! যেরূপ সংস্পর্শিত স্নেহের দ্বারা (ঘৃত) ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ এই স্পর্শ ভগত প্রভাবশালী ভগবান্ বিষ্ণুর দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥ ১৭

এই ভগবান্ ব্রাহ্মণগণের হিতৈষী, সকলের আত্মা এবং জগতে যেরূপ নরীর ধারণ করেন, তদনুসারেই বিভিন্ন ভাব-সমূহের (ঘৃত-দুগ্ধাদি ধর্মসমূহের) দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত বলিয়া প্রতীত হন। বাস্তবে সকলের উৎপত্তিকারক সেই ভগবান্ বৈকুণ্ঠ গুণাতীত ॥ ১৮

অতএব প্রজাসৃষ্টিকারী সর্বব্যাপী ভগবান্ পদ্মনাভস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত দেবতাগণেরও পূজনীয় ॥ ১৯

ইনিই পৃথিবীকে নিজ মস্তকে ধারণ করিবার জন্য অনন্ত (শেষনাগ)-রূপে প্রকটিত হইয়াছেন। ইনি মহৎ বপুকে ধারণ করিয়া আছেন। বেদবাদী সাধু পুরুষগণ ইঁহাকেই 'অনন্ত' নামের প্রতিপাদন করেন ॥ ৩০

এই সর্বব্যাপী ভগবান্ সত্যযুগে শ্বেত, ত্রেতাযুগে রক্ত, দ্বাপরে পীত এবং কলিযুগে কৃষ্ণ বর্ণের রূপ ধারণ করেন ॥ ৩১

সেই শ্রীহরি নিজের হিরণ্যাক্ষ ধারণ করত হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন। তিনি ভগতের হিত কামনায় বরাহ রূপ ধারণ করিয়া জলে নিমজ্জমানা পৃথিবীকে উদ্ধার এবং জলের উপরে তাহাকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন ॥ ৩২

ভ ক্রতিতে কথিত আছে,—"কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ। উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতঃ সম্পদ্যতে চরন্।" এই ক্রতিবাক্যের সহিত ৩১ শ্লোকের ব্যাখ্যার সঙ্গতি স্থাপন করিয়া মহামতি ভাস্করাচার্য নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন,—যে মানুষ অবিদ্যাজনী নিদ্রায় অভিভূত অর্থাৎ যে অজ্ঞান মূঢ় পুরুষ, সে-ই কলি। তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য এজগতে ভগবান্ শ্রীহরি "কৃষ্ণ" হন। যে মানুষ কিছু কল্যাণের বিষয় জানে না বুঝিতে পারে, সেই অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে অর্ধ জাগরিত হয়, সেই পুরুষকে দ্বাপর বলে। তাহার জন্য ভগবান্ পীতবর্ণ হন অর্থাৎ সূর্যসদৃশ উজ্জ্বল মনোহর কান্তি ধারণ করেন। সেই মানুষ তখন ইহার সেই দিব্যরূপে আকৃষ্ট হইয়া কিছু ভক্তিপরায়ণ হয়। যে মানুষ কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য সদা সচেষ্ট থাকিয়া যত্নবান্ হয়, সেই সাধককে ত্রেতা বলে। তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য ভগবান্ রক্তবর্ণ হন অর্থাৎ মাতার ন্যায় অনুরক্ত (বাৎসল্যভাবযুক্ত) হন। যিনি মুমুক্ষিত্ব প্রভৃতির ন্যায় ভগবানের অন্যান্য গুণ, সত্য ভক্তি-পথেই অবস্থিত থাকেন, তিনি কৃতকৃত্য হইয়া ভগবানের কৃতযুগ বা সত্যযুগ বলিয়া অভিহিত হন। তাঁহার প্রতি ভগবান্ তুষ্ট-বর্ণ হন অর্থাৎ তাঁহার সম্মুখে এই ভগবান্ নিজের শুভ রূপ প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

বারাহং বপুরাস্থিতা জগতো হিতকাম্যয়া
জঘ্নে হিরণ্যকশিপুং নারসিংহবপুর্ধরঃ ॥ ৩৩
ত্রিসপ্ত জগতাং চৈব বিষ্ণুর্যামনরূপধৃক্।
বব্রে চ বলিং দেবঃ শ্রীমান্ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ৩৪
দেবরাজবপুস্তাবন্মাত্রমন্যদপি প্রিয়ম্।
ভগবানস্তু পুরা বিষ্ণুঃ ক্রান্তবোঽমিতবিক্রমঃ ॥ ৩৫
সাবশেষো তপো যত্র তস্মিংস্তি জনার্দনঃ
অলীকেষ্বপি বর্ত্তন্তং ব্রতমেতদরাক্ষসম্ ॥ ৩৬
জঘ্নে চ দানবান্ মুখ্যান্ যে চ তস্য পরিগ্রহে।
তব প্রিয়ার্থং গোবিন্দো ধর্ম্মনিত্যঃ সতাং গতিঃ ॥ ৩৭
রামত্বমপি চাবাপ্য জঘ্নে রাবণমাহবান্
ভূত্বা কামগুণাংশ্চৈব ভগবান্ ত্রিদশেশ্বরঃ ॥ ৩৮
হিত্বায় জগতোঽহ্যাপি লোকে বসতি মানুষে।
উপেন্দ্রো জগতাং নাথঃ সর্বভূতোত্তমোত্তমঃ ॥ ৩৯

গুহী কৃষ্ণাজিনী দণ্ডী বৃহদ্‌পুত্রো মমা গুরিঃ।
দৈত্যেন্দ্রেষু চতুর্দ্দশ দেবরাজ্যেঽধিতিষ্ঠসি ॥ ৪০
অত্যাক্রমদপি গোবিন্দঃ দানবৈর্ব্যাপ্তং জগৎ
কুর্ব্বাণঃ দানবেন্দ্রাণাং ভগতো হিতকাম্যয়া ॥ ৪১
অবধ্যঃ পারিজাতস্তে নষ্টিষ্যতি জনার্দ্দনঃ।
দ্বারকাকাননশ্রেষ্ঠে নানাবৃক্ষ প্রবানমম্ ॥ ৪২
ভ্রাতৃস্নেহাভিভূতস্যা ন কৃষ্ণে প্রহরিষ্যসি।
নাপি কৃষ্ণস্ত্বয়ি ক্রোষ্টে প্রহরিষ্যতি বাসব ॥ ৪৩
নৈব চেক্রোষ্যতি প্রোক্তং ময়া দেব কথঞ্চন।
পৃচ্ছ তং নরদেবস্ত্বং যে হিতস্তব মন্ত্রিণঃ ॥ ৪৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নারদেনৈবমুক্তস্তু মহেন্দ্রো জনমেজয়
ইদমুত্তমনীলোঽথ প্রত্যুবাচ ভগবদ্গুরুম্ ॥ ৪৫

সেই শ্রীহরি নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছিলেন। এই বামনরূপধারী শ্রীমান্ ভগবান্ বিষ্ণু এই পৃথিবীকে তিন করিয়াছিলেন এবং বলিকে নাগপাশে বন্ধন করেন ॥ ৩৩-৩৪

যদিও দেবেন্দ্র ও ঐ নরবপুর মধ্যস্থিত তফাতে একটি রাজলক্ষ্মী উভয়ের পক্ষেই সমান ছিল, তথাপি পূর্ব্বকালে অমিত পরাক্রমশালী, ইন্দ্র বজ্রধর, অসংখ্যরূপ ভগবান্ বিষ্ণু তোমার জন্য তাঁহার উপর আক্রমণ করিয়া ছিলেন অর্থাৎ বিরাট রূপে তিন লোক আক্রমণ করিয়া ত্রিলোক-লক্ষ্মী তোমাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৫

যাঁহার তপস্যা অদ্যও শেষ হইয়াছে, তিনিও যদি অলীক—মায়ার অর্থাৎ জল-কষ্ট এবং অন্তরপূর্ণ আচরণ করেন, তবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেও বিনাশ করেন, কারণ দুরাচারিগণের এই বিনাশই হইল মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ব্রত ॥ ৩৮

সদা ধর্ম্মপরায়ণ তপস্যা সংযুক্তস্বরূপের আত্মভূত ভগবান্ মোহিনী তোমার প্রিয় করিবার জন্য মুখ্য মুখ্য দানবগণকে এবং যাহারা দেবতাদের শত্রু, তাহাদিগকেও বধ করিয়াছেন ॥ ৩৭

এই মনস্বী প্রভুই শ্রীরামচন্দ্রের রূপ ধারণ করত রাবণকে বধ করিয়াছেন এবং অন্যান্য অবতার গ্রহণ করিয়া এই শ্রীহরি ইচ্ছা অনুসারে সৌম্যাদি গুণসমূহে যুক্ত অসুরগণকে সেইভাবে সংহার করিয়াছেন, যেরূপ সিংহ হাতিকে বিনাশ করে ॥ ৩৮

সমস্ত ভূতগণের মধ্যে যিনি উত্তম, তাঁহা হইতেও উত্তম এই ভগবানের উপেন্দ্র এই সময়েও তপস্যার হিতের জন্য মনুষ্যরূপে মর্ত্যলোকে বাস করিতেছেন ॥ ৩৯

যেরূপ তুমি মুখে শুচিত্ব অর্থাৎ পবিত্রতা লাভ করে, সেইরূপ আমি পূর্ব্বকালে দৈত্যরাজের মধ্যে বৈদিক ঋষি, কৃষ্ণমৃগচর্ম্ম ও পলাশদণ্ডধারী বামন ব্রহ্মচারীর রূপে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি ॥ ৪০

যখন সম্পূর্ণ জগৎ-সংসার দানবরূপী একার্ণবে মগ্ন ছিল, সেই সময়েও তপস্যার হিত কামনায় এই বিশ্বকে দানবহীন করিতে করিতে বিরাটরূপধর শ্রীগোবিন্দকে আমি দর্শন করিয়াছি ॥ ৪১

অমরশ্রেষ্ঠ! আমি মিথ্যা বলিতেছি না, জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমার পারিজাতকে অবশ্যই দ্বারকা লইয়া যাইবে ॥ ৪২

বাসব! তুমি ভ্রাতৃস্নেহে অভিভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রহার করিবে না এবং শ্রীকৃষ্ণও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া তোমাকে প্রহার করিবে না ॥ ৪৩

দেব! যদি আমার দ্বারা কথিত বাক্য তোমাকেও শ্রবণ না কর, তবে নীতিধর্ম্মজ্ঞ তোমার যে সব হিতৈষী মন্ত্রী আছে, তুমি তাহাদিগকেই জিজ্ঞাসা কর ॥ ৪৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! নারদ এইরূপ কথা বলিলে পর দেবের ইন্দ্র সেই জগদ্গুরু মুনিকে এইভাবে উত্তর প্রদান করিলেন ॥ ৪৫

এবং বিধেস্তবাবশ্যং ত্বং কৃষ্ণ বদসি যদ্ বিভো
এবমেতৎ ধ্রুবন্নূনং শ্রুতং খলু ময়া মুনে ॥ ৪৬
যতস্তেনাবিধে কৃষ্ণস্তোত্রং তব বৈ তরুম্
ন প্রকাশ্যমি ভাব্যং সত্যং ধর্ম্মমুদ্বহন্ ॥ ৪৭
মহাপ্রভাবো নাত্রার্থে কৃষ্ণোবিহিত বিচিন্তন্।
ব্যবস্থিতোঽয়ং তত্ত্বং তে মুনে সর্ব্বগুণাদিতি ॥ ৪৮
মহাপ্রভাবাঃ সততং ভবন্তি হি সহিষ্ণবঃ
শ্রোতারশ্চৈব সততং বৃদ্ধানাং জ্ঞানসুখ্যাম্ ॥ ৪৯
মহাত্মা কারণে নাত্রে কৃষ্ণো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
ভ্রাত্রা জ্যেষ্ঠেন সর্ব্বজ্ঞো বিরোধং সন্ধনর্হতি ॥ ৫০
যথৈবং মম মাতুঃ স বরং প্রাদদদোষতঃ।

তথৈব তস্যাঃ পুত্রাণাং জ্যেষ্ঠানাং সোঢ়ুমর্হতি ॥ ৫১
যথৈবোপেন্দ্রতাং যাতঃ স্বয়ংমিচ্ছন্ জনার্দ্দনঃ।
তথৈব ভ্রাতুরিন্দ্রস্য সন্মানং কর্ত্তুমর্হতি ॥ ৫২
জ্যৈষ্ঠ্যেতেন যেনৈব নাসন্নঃ কিং পুরাতনে।
অথোদানীমপীন্দ্রেশ স জ্যেষ্ঠস্তু মধুসূদনঃ ॥ ৫৩
শ্রুনিশ্চিতং বলরিপুমীক্ষ্য নারদো
বিসর্জ্জিতত্রিদশবরেণ ধর্ম্মভৃৎ।
যযৌ পুরীং যদুবৃষভাভিরক্ষিতাং
কুশস্থলীং দ্যুতিমতিমাশুগোযুতঃ ॥ ৫৪
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু বিষ্ণুপর্ব্বণি পারিজাতহরণে
একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১

জনমেজয়। আপনি যে শ্রীকৃষ্ণকে এরূপ স্তবকারী বলিলেন, তাহা যথার্থই। মুনে! তাঁহার এরূপ স্তবের কথা আমি বহুবারই শ্রবণ করিয়াছি। ৪৫

যখন শ্রীকৃষ্ণ এরূপ মহান্, তখন আমি সৎ-পুরুষগণের ধর্ম্ম স্মরণ করিতে করিতে নিশ্চয়ই তাঁহাকে দানের যে ফল হইলেও পারিজাত বৃক্ষ হরণ করিবেন না ৫৮

মুনে! আপনি যে কথা বলিলেন ঠিক। যে ব্যক্তি সাধারণ পুরুষ, সে এরূপ এক ক্ষুদ্র বৃক্ষের জন্য ভ্রাতার উপর কষ্ট হইবে না, এতদ্বিষয় চিন্তা করিয়া আমি যেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন ৫৯-

মহাপ্রভাবশালী মহাপুরুষগণ সহজে সহিষ্ণু হন এবং জ্ঞান-বৃদ্ধিসম্পন্ন বৃদ্ধগণের বচন সদা শুনিয়া থাকেন। ৬০

ধর্ম্মাত্মাগণের অগ্রগণ্য সাধু মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এই তুচ্ছ কারণে নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিরোধ করিবেন না। ৫০

যেমন, অবোধ বলকে বিষ্ণু আমার মাতাকে এই প্রকার বরদান করিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রদিগের অনুগত সঙ্গ করিবেন। ৫১

যেমন স্বয়ং ইচ্ছানুসারে ভগবান্ বিষ্ণু উপেন্দ্র ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেইরূপ তিনি ভ্রাতা ইন্দ্রের সম্মানও করিতে লাগিলেন। ৫২

পূর্ব্বকালে অথবা যখন অবতারের সময় এই বিষ্ণুদেব কি আমার জ্যেষ্ঠতা স্বীকার করেন নাই? আর এখন যদি মধুসূদন ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি জ্যেষ্ঠ হইবেন। ৫৩

ধৃতি ও বুদ্ধিযুক্ত ধর্ম্মজ্ঞ তপোধন নারদ বল-বিনাশক ইন্দ্রকে আপন সিদ্ধান্তে অটল দেখিয়া দেবেশ্বরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের সুরক্ষিত কুশস্থলী বা দ্বারকাপুরীতে চলিয়া গেলেন। ৫৪

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিকুণ্ঠপর্ব্বে পারিজাত-হরণবিষয়ক একসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণের নারদসমীপে অমরাবতী-আক্রমণবৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া ইন্দ্রসমীপে সংবাদপ্রেরণম্, ইন্দ্র-বৃহস্পতীয় কথোপকথনম্, বৃহস্পতির কশ্যপসমীপে বৃত্তবিষয়ক সংবাদকথনম্, কশ্যপস্য বৃত্তদমায়ার্থং ভগবতঃ শরণস্য উক্তিঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

অথৈত্য দ্বারকাং রম্যাং নারদো মুনিসত্তমঃ।
দদর্শ পুরুষব্যাঘ্রং নাতাধর্মনরিন্দমম্ ॥ ১

স্বয়ম্প্রভে সুখাসীনং সহিতং সত্যভাময়া।
বিরাজমানং বপুষা সর্বদেবোঽহিতাগমিনা ॥ ২

তমেবার্থং মহাত্মানং চিন্তয়ন্তং পুরুত্তমম্।
কেবলং যোজয়ন্তঞ্চ বাক্যমাত্রেণ তামিমম্ ॥ ৩

দৃষ্ট্বৈব নারদং দেবঃ প্রত্যুত্থায় অধোক্ষজঃ।
পূজয়ামাস চ তথা বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ৪

সুখোপবিষ্টং বিশ্রান্তং তত্রস্থ মধুসূদনঃ।
বৃত্তান্তং পরিপপ্রচ্ছ পাণ্ডিত্যে তত্রকং প্রতি ॥ ৫

অথাচষ্ট মুনিঃ সর্বং বিস্তরেণ তপোধনঃ।
ইন্দ্রাদ্যুক্তাংশ্চ যে বাক্যা নিখিলা ত্রিদশেশ্বরৈঃ ॥ ৬

শ্রুত্বা কৃষ্ণস্তু তৎ সর্বং নারদং বাক্যমব্রবীৎ
অমরাবতীং পুরীং যাস্যে যোদ্ধুং ধর্মভৃতাং বরঃ ॥ ৭

ইত্যুক্ত্বা নারদেনৈব সহিতঃ সাগরাম্বরঃ।
সন্দিদেশ ততস্তত্র বিধিবৎ নারদং হরিঃ ॥ ৮

মঘবন্ভবনং গত্বা অদ্য রাত্রি তপোধন।
অভিযাস্যে মহাত্মানং মঘবানমরোত্তমম্ ॥ ৯

ন যুদ্ধে প্রমুখে শক্র স্থাতুং হি সে প্রভো।
পারিজাতস্য হরণে বিগ্রহে মম বৈরিতা মাম্ ॥ ১০

এবমুক্তস্তু কৃষ্ণেন নারদস্ত্রিদিবং গতঃ।
আচচক্ষেঽথ কৃষ্ণোক্তং দেবেন্দ্রস্যাপি নিশ্চৌজসঃ ॥ ১১

ততো বৃহস্পতেঃ শ্রুত্বা সকাশং বলনাশনঃ।
শ্রুত্বা বৃহস্পতিশ্চৈবমুবাচ তৃকলক্ষ্মজ ॥ ১২

অহো বিষ্ণু স্তব্ধমনা নহি যাতে শতক্রতো।
তুর্বীতমিত্র সঙ্কাশ তস্মাদ্ধি ত্বং পরাজিতঃ

অনাত্মাত্মা কথা নাম ভবতা দুর্বলেশ্বর
মন্যেঽহং কৃষ্ণমক্লিষ্ট দেব কেনাপি হেতুনা ॥ ১৪

শ্রীকৃষ্ণ সন্তিষ্ঠতে যেই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া নারদকে বলিলেন—হে ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার কাল অমরাবতী যাত্রা করিব ॥ ৭

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নারদের সহিত সাগরতীরে আগমনপূর্বক নির্জনে তাঁহার প্রতি যেরূপ সংবাদ দান করিলেন ॥ ৮

হে তপোধন! আপনি অদ্য ইন্দ্রভবনে গমন করিয়া প্রথম পূর্বক সেই দেবেন্দ্রকে মহাত্মাকে আমার বার্তা শুনান—'হে ইন্দ্র! যে প্রভু! আপনি যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন না। আমি যে পারিজাত আনয়নে কৃষ্ণদ্বিষ্ট হইয়াছি —ইহা জানিবেন ॥ ৯-১০

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে নারদ স্বর্গপুরীতে গমন করিলেন এবং অনিষ্টভেদকারী দেবরাজ ইন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণের উক্ত বচনসমূহ নিবেদন করিলেন ॥ ১১

হে কুরুনন্দন! তখন বলাসুরের বিনাশকারী ইন্দ্র বৃহস্পতিকে সমস্ত প্রসঙ্গ বলিলেন এবং তাহা শুনিয়া বৃহস্পতি দেবরাজকে বলিলেন ॥ ১২

হা বিষ্ণু! হে শতক্রতু! আমি যখন ব্রহ্মলোকে বিরাজিলাম তখন দুর্বীততুল্যক কি তোমার কলহ মনে উপস্থিত হইয়াছে? ১৩

জগদীশ্বর! হে দেব! কি কারণে তুমি আমার মনে এই বৃত্তান্ত আরও করিতেছ ॥ ১৪

অথবা ভবিতব্যেন কর্ম্মণেদৃশ্যতে জগৎ। বৃত্রস্য ন বিধিঃ শক্যঃ সমতিবর্ত্তিতুম্ ॥ ১৪

সহসৈব তু কার্য্যারম্ভো ন প্রশস্যতে। তদেতৎ সহসারব্ধং কার্য্যং দাস্যতি লাঘবম্ ॥ ১৬

বৃহস্পতিঃ মহাত্মানং মঘোনস্তত্রবীদ্ বচঃ। এবং গতেঽস্তু বং কার্য্যং ভবান্ বক্তুর্মর্হতি ॥ ১৭

তমুবাচাথ কর্ম্মাত্মা গন্তব্যাগমতত্ত্ববিৎ। অযোমুখশ্চিন্তয়িত্বা বৃহস্পতিকুলাধমঃ ॥ ১৮

ততশ্চ সহ পুত্রেণ যোধয়ধ্ব জনার্দ্দনম্। তথা শক্র করিষ্যামি যথা গ্লাস্যতি ভবিষ্যতি ॥ ১৯

বৃহস্পতিস্তথেত্যুক্ত্বা স্তোত্রেণ সাহসং গতঃ। আচষ্ট মুনয়ে সর্ব্বং কল্পপায় মহাত্মনে ॥ ২০

তচ্ছ্রুত্বা কল্পপঃ ক্রুদ্ধো বৃহস্পতিমভাষত। অবশ্যং ভাব্যমেতত্তে সংরম্ভো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১

ইচ্ছতঃ মদ্বচঃ ভার্য্যাং মহর্ষের্দেবশর্ম্মণঃ।
অপধ্যানকৃতো দোষঃ পততোষ শতক্রতোঃ ॥ ২২

তস্য দোষস্য শান্ত্যর্থমারব্ধস্ত্বং মুনে ময়া।
উদ্বাসঃ স দোষস্তু প্রাপ্ত এষ দুরাত্মনঃ ॥ ২৩

তদমিষ্যামি মধ্যেঽস্য সহায়িত্বা তপোধন।
ইতো তৌ বারয়িষ্যামি দৈবং সংবর্দ্ধতে যদি ॥ ২৪

বৃহস্পতিস্তু কর্ম্মাত্মা নারীচমিদমব্রবীৎ।
প্রাপ্তকালং ত্বয়া তত্র ভবিতব্যং তপোধন ॥ ২৫

তথেতি কল্পপশ্চোক্ত্বা সম্প্রস্থাপ্য বৃহস্পতিম্।
জগাম চ্ছিদুং দেবং কৃতং দুষ্কৃতমেবহম্ ॥ ২৬

তত্র সৌম্যং মহাত্মানমার্চ্চন্তং বৃষভধ্বজম্
বরার্থী কল্পপো ধীমানিদমাহ চরিতঃ প্রভুঃ ॥ ২৭

তুষ্টাব চ তমীশানং নারীচঃ কল্পপস্তদা
যোগোক্তৈঃ স্তুতিভিশ্চৈব স্তবৈঃ স্তুত্যং জগদ্গুরুম্ ॥ ২৮

বৃত্রাসুরবিনাশন হে ইন্দ্র! যখন ভবিতব্য কর্ম্মের ফল এই জগৎ প্রেরিত হইতেছে তখন অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও নাই। ১৫

সহসা কোন কার্য্য আরম্ভ করা উচিত নহে তুমি যে সহসা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছ, তাহাতে তোমার লঘুত্ব পরাজয় হইবে। ১৬

তখন মহেন্দ্র মহাত্মা বৃহস্পতিকে বলিলেন—এই পরিস্থিতিতে আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বলুন। ১৭

তখন ও ভবিতব্যের তত্ত্বজ্ঞ ঈশ্বরবৃদ্ধি ধর্ম্মাত্মা বৃহস্পতি কিছুক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন। ১৮

হে দেবেন্দ্র! এখন তুমি আপন পুত্রের (জয়ন্তের) সহিত যুদ্ধভূমিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ কর এবং বিজয়ের জন্য যত্নবান হও। তখন আমি তাহাদের পরিণামের জন্য চেষ্টা করিব। ১৯

এই বলিয়া বৃহস্পতি স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা যখন করিলেন এবং সেখানে মহাত্মা কল্পপ মুনিকে সকল কথা বলিলেন। ২০

তাহা শুনিয়া কল্পপ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—যাহা ঘটিবার, তাহা অবশ্যই ঘটিবে—তাহাতে সংশয় নাই। ২১

হে মুনি! সেই দোষের দ্বারাই তব আমি জলবাস-রূপ তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলাম, তথাপি সেই দারুণ দোষ ফলপ্রসূ হইতেছে। ২৩

হে তপোধন! আমিও সহিত আমি যুদ্ধস্থলে উত্তরের জন্য যাইব। যদি দৈব অনুকূল হয়, তবে উভয়কে নিবৃত্ত করিব। ২৪

তখন ধর্ম্মাত্মা বৃহস্পতি মরিচিপুত্র কল্পপকে বলিলেন,—তপোধন! যুদ্ধের কাল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনার সেখানে উপস্থিত হওয়া উচিত। ২৫

'তাহাই হউক' এই বলিয়া কল্পপ বৃহস্পতিকে বিদায় দিলেন এবং যুদ্ধস্থলে অবস্থান করের আরাধনার জন্য যখন করিলেন। ২৬

সেখানে অতিথির সহিত বৃদ্ধিমান্ ভগবান্ কল্পপ বরপ্রাপ্তির ইচ্ছায় সৌম্যরূপধারী পরমাত্মা বৃষভধ্বজের পূজা করিলেন। ২৭

অনন্তর কল্পপ স্তুতির যোগ্য জগদ্গুরু ভগবান্ শিবকে বেদোক্ত মন্ত্র এবং স্বরচিত স্তোত্র দ্বারা স্তুতি করিলেন। ২৮

কশ্যপ উবাচ

উরুক্রমং বিশ্বকর্ম্মাণমীশং
ভূতসংস্রষ্টারং ধর্ম্মগোপ্তারং বরেণ্যম্।
তং সর্ব্বং ত্বা দ্যুতিমদ্ভানং দিব্যং
বিশ্বেশ্বরং ভূতপতিং নমস্তে ॥ ২৯

যো দেবানামধিপঃ পাপহন্তা,
ভূতং বিশ্বং যেন জগন্মরত্বাৎ।
আপো গর্ভং যজ্ঞ শুভা দধিত্রো
বিশ্বেশ্বরং তং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৩০

শালাবৃকান্ যো যতিরূপো নিজঘ্নে
দস্তানিষ্পেষ প্রদূদো হিতানাম্
বিরূপাক্ষং সুরসঙ্ঘং পুণ্যযোনিং
বিশ্বেশ্বরং শরণং যামি মুর্দ্ধা ॥ ৩১

ভুঙ্‌ক্তে য একো বিভুর্ভূরণ্যে বিশ্বনগ্রাং
বাচ্যাং ধাম সুকৃতিরাত্র সূক্তং
পুষ্যাৎ স মাং মহসা শাশ্বতেন
সোমপানাং প্রথমোঽপানাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৩২

অথর্ব্বাণং সুশিরসং কৃতযোনিং
কৃতিনং বীরং ধানবানাক বাধম্।
যজ্ঞে হুতিং যজ্ঞিয়ং সংস্কৃতং বৈ
বিশ্বেশ্বরং শরণং যামি দেবম্ ॥ ৩৩

জগজ্জালং বিততং যত্র বিশ্বং
বিধাত্রাদ্যং প্রীতিদেবং প্রজানাম্।
য উর্দ্ধমং রথমাস্থায় যাতি
বিশ্বেশ্বরং স সুমনা মেঽস্তু নিত্যম্ ॥ ৩৪

অনুত্তরং শোচনং চারুশাখং
মহাবলং ধর্ম্মনেতারমীড্যম্।
সহস্রনেত্রং শতবর্ত্মানুগ্রং
মহাদেবং বিশ্বসঙ্ঘং নমস্তে ॥ ৩৫

শুচিং যোগং সাশনং শান্তপাপং
শর্দ্দং শম্ভুং শঙ্করং ভূতনাথম্।
ধূর্ত্তস্তরং গোপতিং চন্দ্রচিহ্নং
ত্র্যম্বকাখ্যং নয়ন যামি মূর্দ্ধা ॥ ৩৬

কশ্যপ বলিলেন—যিনি বিক্রমণে বলনামধারণে ত্রিপদে ত্রিলোক ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন, এই বিশ্ব যাঁহার কর্ম, যিনি সর্বেশ্বর, ভূতগণের সৃষ্টিকর্ত্তা, যাঁহাকে দান করিলে যাঁহার সাক্ষাৎকার হয়, যিনি সর্ব-স্বরূপ, যিনি সাত্ত্বিক দ্যুতিমান্ দেবগণের আত্মা-স্বরূপ, সেই বিশ্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বেশ্বরকে আমি প্রণাম করি। ২৯

যিনি দেবতাগণের অধিপতি এবং পাপনাশকারী, যিনি বিশ্বময় মহিমা ধারণ করিয়া আছেন, ভূত হল যাঁহার গর্ভস্বরূপ (আশ্রিত চৈতন্য সেই বিশ্বেশ্বরের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি। ৩০

যিনি যতিরূপী হইয়া এবং ছিন্নভিন্ন হইয়া শাল-বৃক প্রভৃতি হিংস্রজন্তুগণের উত্তেজক ইন্দ্র-প্রেরিত ইন্দ্রিয়রূপ বৃককে নাশ করিয়াছিলেন, যাঁহার নেত্র বিরূপ, যিনি সুবর্ণ এবং পুণ্যের আত্মা-স্বরূপ, মস্তক নত করিয়া প্রণাম পূর্বক সেই বিশ্বেশ্বরের শরণ লইতেছি। ৩১

যিনি বিশ্বের একমাত্র স্বামী এবং শ্রেষ্ঠ, বিশ্বকে যিনি পালন করিতেছেন, যিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিরও জ্যোতিঃস্বরূপ, পুণ্যস্বরূপ বলিয়া যিনি সুকৃতির দ্বারা অন্বেষ্য, সোমপানকারী এবং চন্দ্র-রশ্মিপানকারী, মহাত্মাদিগের যিনি শ্রেষ্ঠ ধাম, সেই বিশ্বেশ্বর তাঁহার সনাতন তেজ দ্বারা আমাকে পোষণ করুন। ৩২

অথর্ব্বদেব যাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, যাঁহার পক্ষ-কোমলরূপ শীর্ষটি সুন্দর, যিনি সমস্ত জীবের কারণ-স্বরূপ, যিনি কৃতী, যিনি বীর এবং দানবগণের বাধক, যজ্ঞে যাঁহার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়, যিনি সংস্কারযুক্ত হবিঃ-স্বরূপ; সেই বিশ্বেশ্বরের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি। ৩৩

সমস্ত জগৎরূপ ইন্দ্রজাল যাঁহার উপর বিস্তৃত রহিয়াছে, যিনি সমস্ত বিশ্বের আত্মাস্বরূপ, পরমপুরুষগণের যিনি সুখপ্রীতি-দাতা, যিনি ঊর্দ্ধগামী রথে আরোহণপূর্বক যাত্রা করিয়া থাকেন, সেই বিশ্বেশ্বর সতত আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩৪

যিনি অন্তর্যামী আত্মারূপে সকলের অন্তরে বিরাজ করেন, যিনি প্রকাশমান, দেবগণ মনোরথের ন্যায় যিনি প্রকটিত, যিনি মহাবলশালী, ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং স্তুতির যোগ্য, যাঁহার সহস্র নেত্র রহিয়াছে এবং যাঁহাকে পাওয়ার জন্য বহু মার্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (অথবা যিনি শতপথবিহিত কর্ম্ম-ফলদাতা) সেই উগ্রস্বরূপ বিশ্বরক্ষী মহাদেবকে আমি নমস্কার করি। ৩৫

যিনি শুচি, যোগময়, বিভিন্ন যোগের প্রতিপাদক, পাপঘ্ন, সদাচারক, সুখের উৎপত্তিস্থান, কল্যাণকারী এবং জীবগণের অধিপতি, বিশ্বের ত্রাতা যিনি বহন করিতেছেন, যিনি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা এবং চন্দ্রচিহ্ন ধারণ করিতেছেন, জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের আত্মস্বরূপ—সেই (মহাদেবকে) নতশিরে প্রণাম করিয়া শরণ গ্রহণ করিতেছি। ৩৬

আত্তঃ শিখায়ং বৃষভঃ ভোকবাংঃ
কৃত্তঃ চর্ম্মঃ বিততং ত্রাণ্ডশেষম্
বসুস্তরঃ সমুজীকঃ সমং ত্বাং
রুদ্রস্ত্রয়ঃ খলু সূলবং তপন্তে ॥ ৩৭

অনন্তধীর্য্যাং বৃতকর্ম্মাধিনাড়ঃ
যজ্ঞাশেষঃ ভদ্রতাকাভিযাজাম
ত্বিষ্টুজ্জুবনানাং সবৈষঃ
জ্যেষ্ঠঃ দ্বিজঃ ধর্ম্মভৃতাং প্রলম্বে ॥ ৩৮

পরং গুহেভ্যঃ পুরুষমর্তরূপং
যদাসৃজঃ ব্রাহ্মণ কাম্যকল্পং
ওঙ্কারাদ্যং পুরুষং সত্যাধারং
সন্তোষং ত্বাং হৃষ্টতোষং নমস্তে ॥ ৩৯

বৃক্তোক্তঃ ত্বং ঋশিরসঃ চাক্রকর্ম্মা
দৃঢ়ব্রতঃ দৃঢ়ধনমন্যুভৃত্তঃ

ধৃতঃ বেত্তারং বধূযোঽন্ত্যাতিরেকং
পতিং পশূনাং শরণং নমস্তে ॥ ৪০

একো রাজিষ্টেব ভূতঃ ভবিষ্যঃ
সর্ব্বাতিথির্গো হি জুবত্তারিক্ষ্ণ।
অরিভ্যবোঽদ্ভুতঃ সংবিভাগী
বিভাজকো মাং ভগবান্ পাতু দেবঃ ॥ ৪১

য একো যাতি জগতাঃ বিধনীশো
য একোঽবাপ্তকামতাঃ প্রাণমগ্র্যান্।
যেনাবৃতাশ্চান্দ্রাঃ সাম ধুরঃ
স মাং ভূয়াৎ সুকৃতিস্রেয়সেঽলম্ ॥ ৪২

ব্রহ্মাসৃজৎ যো ভুবনোত্তমেতমং
ক্রত্বা বিধান্ প্রথিতঃ মহ্ন ওজসঃ
সন্ধ্যা বসঃ যাঞ্জুতিস্ত সপ্ত্রা
স মাং পায়ান্নি বহস্রূপোঽবিরাজৈঃ ॥ ৪৩

যিনি শীত্র কলদাতা, জন্মরহিত হোলেও যিনি জন্ম করেন, যিনি অতীত ভবিষ্যৎকে যিনি বেদোক্ত ধর্ম্মের (যজ্ঞাদির) অনুষ্ঠান ফল প্রদান করিয়া শীঘ্র সমাপ্তি বিধান করেন, কিন্তু নিজেওরে ভার আচরণ করিলে চিত্তশুদ্ধিপূর্ব্বক পুণ্যরূপ তাঁকে যিনি রক্ষা করিয়া থাকেন, সর্ব্বত্রার যিনি সমান, যিনি উত্তম ব্রত ধারণ করেন, ভূলধারী সেই মহাদেবের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি। ৩৭

আপনার বল ও পরাক্রমের অন্ত নাই, আপনিই সমস্ত কর্ম্মের ধারণকারী সাক্ষী-স্বরূপ, আপনি সকলের আদি কারণ, যজমান কর্ত্তৃক যজ্ঞ দ্বারা আরাধিত যজ্ঞপুরুষ আপনিই। আপনিই সমস্ত জগতের হবির্ভোক্তা অগ্নিরূপ এবং ধর্ম্মাত্মা শ্রেষ্ঠ দ্বিজ আপনিই—আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। ৩৮

আপনি জগতের পতি এবং বিষ্ণুরূপ, আপনি যজ্ঞের ন্যায় ব্যাপক, সূত্রের ন্যায় সমস্ত বিশ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সমস্ত প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আপনি সুষ্ঠঠিত করিয়া থাকেন, আপনার জন্ম মনোহর, আপনি বিশুদ্ধ আত্মারূপ এবং সত্যাধার-রূপ (বৈকুণ্ঠাদি), আপনি দুষ্টকারী ব্যক্তিগণের দুঃখদাতা, আমি আপনাকে নমস্কার করি। ৩৯

আপনি যোগিগণের নিকট ওঁকাররূপ, আপনার স্বরূপভূত ওঁকারের নিত্য অর্থাৎ অন্তর্যামী আপনিই। আপনার কর্ম্ম হিংসাশূন্য বলিয়া মনোহর, আপনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সুদৃঢ় ধনুর্দ্ধারী ও দুষ্ট হইতে বাণনিক্ষেপকারী বীর, ধনুর্বেদ-জ্ঞাতা এবং অস্ত্রবিদ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠা পারদর্শী, পশুগণের পালক এবং জগতের সংহারকর্ত্তা—আমি আপনাকে নমস্কার করি। ৪০

যিনি সকলের একমাত্র মিত্র, ভূত এবং ভবিষ্যৎ যাঁহার স্বরূপ, যিনি সকলের অতিথিরূপে অতিথিরূপে। হবিঃ গ্রহণ করিয়া থাকেন, কামাদি শত্রুর বিনাশকারী এবং রাক্ষসাদি শত্রুর পীড়া প্রদানকারী, যাঁহার তুল্য উত্তম আর কেহ নাই, যিনি যজ্ঞে হবির্ভাগ বিভাজন করিয়া থাকেন—সেই ভগবান মহাদেব আমাকে রক্ষা করুন। ৪১

যে জগদীশ্বর এক হইয়াও সমস্ত বিশ্বে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন এবং যে অধিতীয় পরমাত্মা প্রাণস্বরূপ মুক্তপুরুষেরও প্রাণ প্রধান করিয়া থাকেন, যিনি শ্রীমান্ হইয়া সকলের সঙ্গে সনাতন মৈত্রী সম্পাদিত করিয়াছেন—সেই শিব উত্তম কার্য্য এবং কল্যাণের নিমিত্ত আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। ৪২

যিনি ব্রহ্মা হইয়া সমস্ত ভুবনে উত্তমোত্তম বিশ্বলোক সৃজন করিয়াছেন, যিনি ব্রহ্মবেত্তা বিদ্বান্ হইয়া ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি ছয়টি গুণে পরিপূর্ণ হইয়াছেন, যিনি ব্যাহৃতিতে স্থিত রস এবং তাহার তিন মাত্রায় উপলব্ধিত সমস্ত প্রণব সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে পরিব্যাপ্ত আছেন—বহুরূপধারী তিনি কামাদি শত্রুর নাশ করিয়া আপন অঙ্গের দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন। ৪৩

বাজনোঽজনোঽথ বিষ্বান সনগ্রঃ
স্পৃশিঃ শঙ্কুঃ প্রাণদঃ কৃত্তিবাসাঃ।
রসো ধ্রুবঃ পবনানন্ত ভর্তা
সপত্নীশঃ শঙ্করঃ সাধ্বধাতা ॥ ৪৪

ত্র্যম্বকং পুষ্টিদং বো ক্রবাণঃ
ধর্ম্মং বিপ্রাণাং বরদং যজ্ঞনাজ্ঞ।
বরাদ্ বরং বরণেতাত্তমীশং
দেবং দেবানাং শরণং যামি কৃত্তম্ ॥৪৫

আস্তং দেবানামন্তকং হৃদ্ধতীনাং
ত্রিবৃৎস্তোমং বৃক্ষকং কর্ম্মসাক্ষ্যম্।
কৃত্তায়নং কৃত্তপতিং গুণজ্ঞং
গুণাকরং শরণং যামি কৃত্তম্ ॥ ৪৬

অনুদ্ধতা যজ্ঞকর্ত্তারমন্তং
মধ্যং চান্তং যজ্ঞকৃত্তাং সামারূপম্।
বেদব্রতেষু বহুধা গীতমীশ-
মতিত্রিবিষ্টপং শরণং যামি কৃত্তম্ ॥ ৪৭

মহাভিনঃ ব্রতিনঃ মেখলানাং
মুণ্ডাশিনঃ ক্রোধনঃ বিপাশম্।
কৃত্তং ক্ষেত্রজ্ঞং গুণিনং বা কপর্দ্দিনং
নতোঽস্মীশং বন্দনং বন্দনানাম্ ॥ ৪৮

দেবং দেবানাং পাবনং পাবনানাং
কৃত্তিং কৃত্তীনাং মহতো মহান্তম্।
শত্তাত্মানং সংস্কৃতং গোপতীনাং
পতিং দেবং শরণং যামি কৃত্তম্ ॥ ৪৯

অন্তস্করং পুরুষং গুহ্যসংজ্ঞং
প্রভাষন্তং প্রবং বিপ্রদীপম্।
হেতুং পরং পরমন্তাক্তরন্তং
শুভং দেবং গুণিনং সম্প্রতোঽস্মি ॥ ৫০

প্রসূতিরুক্তয়োর্ম্ম প্রসূতস্ত্বং পৃক্তঃ
পৃথগ্ ভূতোভো ন পৃথক্ চৈকভূতঃ
ত্বত্তঃ কৃত্তঃ পাতু মাং সর্ব্বসাধ্যঃ
প্রবঃ স্বাহঃ সম্ভবঃ পাতু রুদ্রম্ ॥ ৫১

যিনি অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান প্রদানকারী অজন্মা, বিদ্বান এবং সর্ব-গ্রহণ, ব্যাপক বলিয়া যিনি সকলকে স্পর্শ করিয়া আছেন, কল্যাণকারী এবং প্রাণদাতা, পঞ্চচর্ম্মধারী, যিনি রস-স্বরূপ অর্থাৎ অক্ষয় পরমানন্দস্বরূপ, যিনি বায়ুর নিয়ন্তা, যিনি পত্নী এবং পতি। যজমান এবং যজ্ঞপতী সব তত্ত্বের ধারক-কারী,—(সেই ভগবান্ শঙ্কর আমাকে রক্ষা করুন)। ৪৩

যিনি ত্রিনেত্রধারী এবং সকলের পুষ্টিপ্রদানকারী, যিনি বিপ্রগণকে (বেদবেত্তাগণকে) ধর্ম্মোপদেশ দান করেন এবং যজ্ঞকারীর অভীষ্ট বর প্রদান করেন, যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, সংগ্রামবিজয়ী ঈশ্বর এবং দেবতাগণেরও দেবতা, সেই ভগবান্ রুদ্রের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি। ৪৪

যিনি অগ্নিরূপে দেবতাগণের মুখস্বরূপ, হুতাচারিগণের অন্তক, ত্রিবৃৎ আদি স্তোমে যুক্ত সোমযাগস্বরূপ, সংসারবৃক্ষের উচ্ছেদকারী, কর্ম্মের সাক্ষী, জীবগণের লয়স্থান, যিনি গুপ্ত এবং গুণরূপ, সেই রুদ্রদেবের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি। ৪৬

যিনি প্রত্যেকের অপেক্ষাও প্রবল, যিনি যজ্ঞসম্পাদনকারী যজমানের আদি, মধ্য এবং অন্ত, প্রকৃতির সাম্যাবস্থা যাঁহার স্বরূপ, যিনি বেদোক্ত ব্রতে (যজ্ঞে) নানাপ্রকারে স্তুত হন, ভূতল হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত ত্রিলোকের যিনি ঈশ্বর, সেই ভগবান্ রুদ্রের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি। ৪৭

যিনি বিশাল অস্থিধারী, উন্নত বাহুধারী, নেখলায় অলঙ্কৃত, অনায়াসে তুষ্ট, ক্রোধের বশে প্রাণবিহিংসক, নিষ্পাপ, ক্ষেত্রজ্ঞ, গুণবান্ জটামুকুটধারী এবং বন্দনীয়গণেরও বন্দনীয়, সেই ভগবান্ শঙ্করকে নমস্কার করি। ৪৮

যিনি দেবতাগণেরও দেবতা, পাবনকারিগণেরও পাবন-কর্ত্তা, কৃত্তিগণের অপেক্ষাও কৃত্তী, মহানের চেয়েও মহান্, শান্ত-স্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণের স্তবনীয়, সকলের পালক—সেই রুদ্রদেবের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি। ৪৯

যিনি সকলের অন্তঃকরণে বিচরণকারী অন্তর্য্যামী, যিনি গুহ্যস্বরূপ, যজ্ঞপ্রকাশস্বরূপ, ঔঙ্কারস্বরূপ, পরম অক্ষরের (জীবের) পরম কারণ, মঙ্গলকারী, গুণবান্ দেবতা—সেই ভগবান্ শঙ্করকে আমি প্রণাম করিতেছি। ৫০

যিনি জগৎ এবং জীব উভয়ের যোনিস্বরূপ, আবার সমস্ত কারণের অতীত বলিয়া কাহারও যোনি নহেন, অতএব মূলের ন্যায় বলিয়া সূক্ষ্ম, সকল জীব হইতে তিনি পৃথক্, আবার সমস্ত কিছু হইতে অভিন্ন বলিয়া পৃথক্ নহেন, যিনি সমস্ত জগৎরূপে প্রকটিত, আবার সমস্ত কিছুর লয়স্থান, যিনি উত্তম ধাতা, জ্ঞান-স্বরূপ (কবি), হর্ষ এবং রমণীয় রূপস্বরূপ,—সেই ভগবান্ শিব আমাকে রক্ষা করুন। ৫১

আসাং সত্ত্বতরঃ সাধনানাং
শ্রদ্ধাবতাং শ্রাদ্ধবৃত্তিপ্রণেতা
পতির্বপানাং মহতাং সংকৃতানাং
পায়াদ্দেবঃ পূরণঃ ষড়্গুণানাম্ ॥ ৫১

অন্তর্বহির্জিনানাং নিত্তা
স্বয়ং কর্তা ভূতভাবী বিকর্তন্
ঋতাবৃধঃ সুরতীমাযুজদ্যৌতাঃ
প্রদ্যুম্নাগ্নে বৃজিনং দেবদেবঃ ॥ ৫৩

যেনোদ্ভাত্রৈঃ পুরা মায়িনো বৈ
দগ্ধা যোগেন বিত্তপাস্ত্রাঃ শরেণ।
মহৎকুর্বন্তো বৃজিনং দেবতানাং
ত্রায়ান্নোঽপ পাতু বিশ্বে দধাতা ॥ ৫৪

ভাগীরসাং ভাগহরোঽস্তমিচ্ছন্
মখো দাক্ষো যেন কৃত্তোঽধ্বরাবৎ।
বিধান্ যজ্ঞস্যাসিতস্যাস্য স দেবঃ
পায়াদ্যোগো মখ-ভঙ্গাদ্ভয়ান্তুতঃ ॥ ৫৫

যিনি অন্তর্যামী রূপিয়া সকলের সর্বাপেক্ষা সাধনশীল পুরুষের নিকট যিনি সদ্গতির অর্থাৎ প্রসাদস্বরূপ, শ্রদ্ধালু মানবের যিনি শ্রদ্ধার অনুরূপ বৃত্তি প্রদানকারী, যিনি মহান পুণ্যাত্মা প্রমথগণের অধিপতি, সর্বশ্রেষ্ঠ ছয়টি গুণের যিনি পূরণকর্তা—(সেই শিব) আমাকে রক্ষা করুন। ৫১

যিনি অন্তরের ও বাহিরের পাপসমূহের বিনাশকারী এবং ছয় ঐশ্বর্যের কর্তা, যিনি পঞ্চভূতের ঘটনাবেত্তারূপ অর্থাৎ জগতের উপাদান কারণ, ভূতাবৃধ, যাঁহার পরাক্রম সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং যেজ্ঞাগণের যিনি দেবতা— সেই পরমেশ্বর শিব আমার পাপ নাশ করুন। ৫৩

যেজ্ঞাগণের প্রতি পাপাচরণকারী মায়াবী অসুরকে যিনি পূর্বকালে জ্ঞানরূপ অস্ত্রের দ্বারা ঈর্ষে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, অসুরের বৃদ্ধি ব্যর্থ হইলে যিনি ভয়ানক বাণ দ্বারা তিনটি নগরী ভস্ম করিয়াছিলেন, বিশ্বের প্রধান আশ্রয়রূপ এবং সকলের জ্যেষ্ঠ (আদি) শিব আমাকে রক্ষা করুন। ৫৪

দক্ষযজ্ঞে অধিক ভাগগ্রহণকারী দেবতাগণের ভাগ যিনি নিজে করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, যাঁহার দ্বারা বিহিত দক্ষযজ্ঞ যজ্ঞেশ্বরের ভক্ষণ গ্রহণ করিয়াছিল, যিনি যজ্ঞের জ্ঞাতা, আদি এবং অন্ত—সেই দক্ষযজ্ঞের বিনাশকারী সর্বেশ্বর শিব আমাকে রক্ষা করুন। ৫৫

অন্ত-জগৎ হইতে যিনি বিলক্ষণ বা ভিন্ন, সমাধি সম্ভার-সম্পন্ন বলিয়া যিনি ধন্য, সর্বাপেক্ষা উত্তম, যিনি ব্রহ্মারূপে জগৎ সৃষ্টি করিয়া জগতরূপে সংহার করেন, যিনি সর্বাপেক্ষা ঘোগবীর, যজ্ঞকারী যজমানের পুণ্যরাশি যিনি ক্ষয় করেন, ছয় গুণের যিনি মূল আশ্রয়—সেই শিব আমার সম্বন্ধিকে সতত রক্ষা করুন। ৫৬

যে দেবতার গুণ কৃত, চরিত্র এবং বর্তমান সৃষ্টি করে অথবা সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করে, যিনি সত্ত্বগুণের আবিষ্কারহেতু বিষ্ণুরূপে স্থিত, যিনি যজ্ঞগণের রক্ষাকর্তা, দুরাচারিগণের যিনি বিনাশকারী, বিশ্বের যাবতীয় জগতের পীড়াপ্রদান-কারিগণের প্রতি যিনি কোপপরায়ণ—(সেই শিব আমাকে রক্ষা করুন। ৫৭

ভগবান্ বিষ্ণু যাঁহার তেজঃপুঞ্জের মূল ঐশ্বরূপ, বিরাটরূপ ব্রহ্মা তাঁহার সুরগণের (সনকাদি) সহিত এবং মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ যাঁহার মধ্যে প্রকটিত, তথাপি পরাভূত হইয়া যাঁহার ভবনে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, সৎপুরুষগণের রক্ষাকর্তা সেই মহাদেব আমার কল্যাণের নিমিত্ত প্রসন্ন হউন। ৫৮

যিনি আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং অন্ত, যাঁহার মধ্যে ধৈর্য এবং ঐশ্বর্য প্রভৃতি অনুগ্রহ উপলব্ধ হয়, যোগবীর যজ্ঞ যিনি উপদেশদাতা, যে ব্যক্তি কোন হার্দিক তিরস্কারে পীড়িত হইয়া মহাদেবকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করেন, তিনি পুরুষগণের মধ্যে মহান্। ৫৯

যন্নিমিত্তাঙ্কিতং ব্রাহ্মং সর্বমেধাময়ং
তনিমিত্তাঙ্কিতং যদ্ধ্যানং সর্বধাত্রী
নাস্তং তৃতীয়ং জগতীহাস্তি কিঞ্চিন্
মহাদেবাৎ সর্বসর্বেশ্বরোঽসৌ ॥ ৬০

ইতি সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ।
ধর্মযাত্রাং ধর্মাত্মা কল্পপঃ ধর্মমুত্তরম্ ॥ ৬১
উবাচ চৈনং দেবেশঃ প্রসন্নেনান্তরাত্মনা।
যেন সাদ্যৌমি কার্যেণ ত্বং তজ্জানে প্রজাপতেঃ ॥ ৬২
ইন্দ্রোপেন্দ্রৌ মহাত্মানৌ দেবৌ প্রকৃতিমেত্যতঃ
পারিভাতং তু ধর্মাত্মা নরিষ্যতি জনার্দনঃ ॥ ৬৩

সংসারে নিত্যাঙ্কিত অর্থাৎ পুরুষচিহ্নযুক্ত যে সমস্ত শরীর, তাহা যিনিবন্ধারী ঈশ্বরের স্বরূপ এবং স্ত্রীচিহ্নযুক্ত যে শরীর-সমুদায়, তাহা ভগবতী সর্বজননী উমার প্রতীকমাত্র। জগতে আর তৃতীয় বস্তু কিছু নাই। মহাদেব হইতে ভিন্ন কিছু নাই এবং তিনিই সর্বেশ্বর। (দেই শঙ্কর আমাকে রক্ষা করুন।) ৬০

এইভাবে বর্ধমান ভগবান বৃষভধ্বজ সংস্তুত হইয়া ধর্মাত্মা-গণের শ্রেষ্ঠ কল্পপ মুনিকে স্বর্গ প্রদান করিলেন। ৬১

দেবেশ্বর মহাদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্নচিত্তে বলিলেন,—হে প্রজাপতি! তুমি যে কার্যের জন্য স্তুতি করিতেছ, তাহা জানি। ৬২

জপধ্যাতো মহেন্দ্রো হি মুনিনা দেবসত্তমঃ।
অস্ত্রাকাঙ্ক্ষৎ পুত্রা ভার্যা তপোলব্ধপুত্র কল্পপ ॥ ৬৪
গমাতাং তত্র ধর্মজ্ঞ সাক্ষাদ্যস্য ত্বয়া।
অদিত্যা শক্রসদনং শ্রেয়স্তে পুত্রযোর্ভবম্ ॥ ৬৫
ইতি হরিবংশে নিগদা বিধান্
কমলভবাস্থতপুত্রপ্রেষঃ।
ত্রিদশগণগুরুঃ প্রণম্য কৃতঃ
মুদিতমনাঃ সুমনোকসাং জগাম ॥ ৬৬
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
পারিভাতহরণে কল্পপকৃত-কৃতন্তোত্রঃ নাম
ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭

ইন্দ্র এবং উপেন্দ্র এই দুই মহামনস্বী দেবতা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন এবং ধর্মাত্মা জনার্দন পৃথিবীতে বৃষ্ণি অন্ধক লইয়া যাইবেন। ৬৩

হে কল্পপ! পূর্বকালে ইন্দ্র তপস্যার তেজে পীত মহর্ষির পত্নীকে অভিলাষ করায় মুনি দেবশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রের অনিষ্ট চিন্তা করিয়াছিলেন। ৬৪

হে ধর্মজ্ঞ! তুমি শক্রভগ্নী অদিতির সহিত ইন্দ্রভবনে গমন কর, তোমার পুত্রদ্বয়ের অনেক কল্যাণ হইবে। ৬৫

এই প্রকারে ভগবান্ শঙ্করের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মকুমার মরীচির পুত্র অতিশয় শক্তিশালী বিদ্বান্ মহর্ষি কল্পপ দেবগুরু রুদ্রকে প্রণামপূর্বক প্রসন্ন চিত্তে দেবলোকে গমন করিলেন। ৬৬

ইতি শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পারিভাতহরণে কল্পপকৃত কল্পস্তোত্রবিষয়ক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্র-শ্রীকৃষ্ণয়োঃ, জরন্ত-প্রদ্যুম্নয়োঃ, প্রবর-সাত্যকোঃ, ঐরাবত-গরুড়য়োশ্চ পরস্পরং যুদ্ধম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ বিষ্ণুর্ব্যতেজা মুহূর্তাদ্ভাস্বিতে রবৌ।
মৃগয়াব্যপদেশেন যযৌ রৈবতকং গিরিম্ ॥ ১
আরোপ্যৌকরথে দেবঃ সাত্যকিং নরপুঙ্গবম্।
প্রদ্যুম্নমনুসঙ্ক্রুদ্ধো প্রোক্ত্বা কুরুকুলোদ্বহ ॥ ২
রৈবতকং গিরিং দেবো গত্বা দারুকমব্রবীৎ।
যদীয়ং রথমেনং ত্বং প্রত্যাহরেহৈব দারুক ॥ ৩
প্রতিপালয় মাং সৌম্য নিবাঙ্কং বারয়ন্ হরীন্।
রথেনৈব প্রবেষ্টাহং দ্বারকাং পুতসঙ্কুল ॥ ৪

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ইন্দ্র-শ্রীকৃষ্ণের, জরন্ত-প্রদ্যুম্নের, প্রবর-সাত্যকির এবং ঐরাবত-গরুড়ের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! অনন্তর সূর্য উদিত হইলে মুহূর্তমধ্যে মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ পশুশিকারের নিমিত্ত রৈবতক পর্বতে গমন করিলেন। ১

কুরুকুলভূষণ! শ্রীকৃষ্ণ এক-রথে নরশ্রেষ্ঠ সাত্যকিকে স্থাপন পূর্বক প্রদ্যুম্নকে পশ্চাতে পশ্চাতে আসিবার আদেশ প্রদান করিয়া যখন রৈবতক পর্বতে উপস্থিত হইলেন তখন নিজ সারথি দারুককে বলিলেন। ২।

হে সৌম্য দারুক! তুমি আমার এই রথ গ্রহণ পূর্বক অর্ধ দিন অশ্বগুলিকে সংযমিত করিয়া আমার জন্য প্রতীক্ষা কর। হে পুতকুলশিরোমণি! আমি রথ লইয়াই দ্বারকা-পুরীতে প্রবেশ করিব। ৩-৪

ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবানাকাশে জগন্নাথঃ
তার্ক্ষ্যং সমাহ্বয়ামাস গমনপ্রত্যেতুমাত্মনঃ ॥ ৫
পৃথগ্‌রথেন কৌরব্য প্রস্থাতঃ শত্রুসূদনঃ।
আকাশগামিনা রাজন্ পৃষ্ঠতঃ কৃষ্ণমন্বয়াৎ ॥ ৬
নিষেদ্ধাস্তরমাত্রেণ নন্দনং কাননং হরিঃ।
দেবোদ্যানং যযৌ যত্র পারিজাতজিঘৃক্ষয়া ॥ ৭
দদর্শ তত্র ভগবান্ দেবযোধান্ দুরাসদান্।
নানাযুধধরান্ বীরানগ্নস্তানযোধ্যতঃ ॥ ৮
তেষাং সম্পশ্যতামেব পারিজাতং মহাবলঃ।
উৎপাট্যারোপয়ামাস পারিজাতঃ সতাং গতিঃ ॥ ৯
গরুড়ং পক্ষিরাজানমধ্যস্থেনৈব ভারত
উপস্থিতো বিপ্রধ্যান্ পারিজাতঃ স কেশবম্ ॥ ১০
সাত্যকিং বাসুদেবেন পারিজাতস্তু ভারত।
উক্তস্ত বৃক্ষ মা ভৈষীঃ কেশবেন মহাত্মনা ॥ ১১
তং প্রস্থিতং তরুং দৃষ্ট্বা পারিজাতমযোক্ষতঃ।
অমরাবত্যাঃ পুরাঃ শ্রেষ্ঠাং তত্রস্থাং প্রদক্ষিণম্ ॥ ১২
তে তু নন্দনগোপ্তারঃ পারিজাতো জ্বলোত্তমম্।
ত্রিরুত্তীর্য মহেন্দ্রস্য গদা নূপ সমাশিরে ॥ ১৩
অথৈরাবতমাক্রুষ্য নির্যযৌ পাকশাসনঃ।
জম্ভেন রথমুখ্যেন পৃষ্ঠতোঽনুগতঃ প্রভুঃ ॥ ১৪
পূর্বমভ্যাগতং দ্বারং কেশবং শত্রুশাসনম্।
দৃষ্ট্বোবাচ প্রহৃষ্টাত্মা ভোঃ কিমিদং মধুসূদন ॥ ১৫
প্রণম্য গরুড়স্কন্ধোঽথ কেশবঃ শক্রমব্রবীৎ।
যজ্ঞান্তে পুণ্যকার্য্যায় নীয়তেঽয়ং বরদ্রুমঃ ॥ ১৬
তদুবাচ ততঃ শক্রো মা নৈবং পুরুষোত্তম।
অযোধয়িত্বা ন তরুর্নীয়তে ত্বাদৃগুত্তমৈঃ ॥ ১৭
প্রহরস্ব মহাবাহো প্রথমং ময়ি কেশব
প্রতিজ্ঞা সফলা তেঽস্তু মুক্তা কৌমোদকী ময়ি ॥ ১৮
ততঃ কৃষ্ণঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বজ্রাভৈরযোত্তমম্
বিত্রাসয়ন্নিশস্ত্রাশৈঃ প্রহসন্নিব ভারত ॥ ১৯

গরুড়কে এইরূপ আদেশ প্রদান পূর্বক বিনতাতনয়ী পরাক্রমী বৃষ্ণিমান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার সহিত গরুড়ে আরোহণ করিলেন ॥ ৪

কুরুনন্দন! রাজন! শত্রুসূদন প্রস্থানও এক আকাশগামী পৃথক্ রথে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিয়াছিল ॥ ৬

বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত হরণের অভিপ্রায়ে মুহূর্তমধ্যে দেবোদ্যান নন্দনকাননে উপস্থিত হইলেন ॥ ৭

ভগবান অযোক্ষজ সেই নন্দনকাননে উপস্থিত হইয়া দুর্জয় বীর দেবযোদ্ধাগণকে নানা প্রকার আয়ুধযুক্ত অবস্থায় দেখিলেন। ভরতনন্দন! সৎপুরুষগণের আশ্রয়দাতা মহাবলশালী শ্রীকৃষ্ণ সেই যোদ্ধাগণকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বিনেয় প্রভৃতি বীরগণই পারিজাত উৎপাটিত করিয়া পক্ষিরাজ গরুড়ের উপর স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ৮-৯!

সেই পারিজাত বৃক্ষ মূর্তিমান্ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। ভারত! সেই সময় বসুদেবনন্দন মহাত্মা কেশব পারিজাতকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে করিতে বলিলেন—"বৃক্ষ! তুমি ভীত হইও না ॥ ১০-১১

পারিজাত বৃক্ষকে নিজের সহিত প্রস্থান করিতে দেখিয়া ভগবান অযোক্ষজ শ্রেষ্ঠ অমরাবতীপুরীকে প্রদক্ষিণ করিলেন ॥ ১২

নরেশ্বর! নন্দনকাননের রক্ষকগণ মহেন্দ্রের নিকটে গমন করত বলিল "দেবরাজ! শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ পারিজাত অপহৃত হইয়াছে" ॥ ১৩

ইহা শ্রবণ পূর্বক পাকশাসন ইন্দ্র ঐরাবতে আরোহণ করিয়া বহির্গত হইলেন এবং তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে রথে আরোহণ করিয়া জম্ভরথও গমন করিলেন ॥ ১৪

শক্রনাদন কেশবকে ইন্দ্রপুরীর পূর্বদ্বারে আগত দেখিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন—"হে মধুসূদন! ইহা তুমি কি করিলে?" ॥ ১৫

গরুড়স্থ কেশব ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"দেবরাজ! আপনার যজ্ঞ পুণ্যকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত এই শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ লইয়া যাইতেছি" ॥ ১৬

অনন্তর ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন—"কমললোচন অচ্যুত! এইরূপ হইবে না। বিনা যুদ্ধে তুমি এই বৃক্ষ লইয়া যাইতে পারিবে না ॥ ১৭

"মহাবাহু কেশব! প্রথমে তুমি আমাকে প্রহার কর। আমার উপর কৌমোদকী গদা নিক্ষেপ করিয়া তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হোক" ॥ ১৮

ভরতনন্দন! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে নিজ শত্রুসূদন তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা দেবরাজের গজশ্রেষ্ঠ ঐরাবতকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৯

বিব্যাধ গরুড়ং বজ্রী দিব্যৈঃ শরবরৈস্তথা।
বাণাংশ্চিচ্ছেদ সহসা কেশবস্য তরস্বিনঃ ॥ ২০
যান্ যান্ মুমোচ দেবেন্দ্রস্তাংস্তাংশ্চিচ্ছেদ মাধবঃ
মাধবেন প্রযুক্তাংস্তু চিচ্ছেদ বলবত্রহা ॥ ২১
মহেন্দ্রস্য চ শঙ্খেন ধনুষঃ কৃষ্ণনন্দন।
শার্ঙ্গস্য চ নিনাদেন মুহূর্তং স্বর্গবাসিনঃ ॥ ২২
তয়োর্বর্ত্ততি সংগ্রামে গরুড়স্যো মহাবলঃ।
পারিজাতং জহারাথ হর্তুমুদ্যতো বলী ॥ ২৩
প্রদ্যুম্নমথ কংসঘ্নো বাহয়েতি তদাব্রবীৎ।
ততস্তং বাহয়ামাস রৌক্মিণেয়ঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৪
জহ্নস্তো জহতাং শ্রেষ্ঠো রৌক্মিণেয়মবেষুভিঃ।
সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রবিদ্বাংশ্চ জঘান রথে স্থিতঃ। ২৫
রথস্থ এব রুক্মিণঃ কামস্য কমলেক্ষণঃ
ঐন্দ্রিমভ্যর্দ্ধয়ামাস বাণৈরাশীবিষোপমৈঃ ॥ ২৬
স সন্নিপাতস্তুমুলো বভূব কুরুনন্দন

জহ্নস্তস্য চ বীরস্য রৌক্মিণেয়স্য চোভয়োঃ ॥ ২৭
কৃতপ্রতিকৃতং যুদ্ধে চক্রতুস্তৌ মহাবলৌ।
মহেন্দ্রোপেন্দ্রতনয়ৌ জহ্নস্তাবৃভয়ো বরৌ ॥ ২৮
দেবাশ্চ মুনয়শ্চৈব দদৃশুর্বিস্ময়ান্বিতাঃ।
তং সংগ্রামং মহাঘোরং দিব্যাস্ত্রৈশ্চ সুদারুণং ॥ ২৯
ততস্তু প্রবরো নাম দেবদূতো মহাবলঃ।
পারিজাতং পুনর্হর্ত্তুমিয়েষ কুরুনন্দন ॥ ৩০
সখা স দেবরাজস্য মহাস্ত্রবিদরিন্দমঃ।
অব্রবীদ্ বরদানেন ব্রহ্মণঃ কুরুনন্দন ॥ ৩১
ব্রাহ্মণস্তপসা সিদ্ধো জন্মজীপাদ্দিবং গতঃ।
স্বশক্ত্যানুগ সংগ্রামং সংবিধৎ্ বলবত্তিনা ॥ ৩২
তমাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য কৃষ্ণঃ স তাক্ষিমব্রবীৎ।
অত্রস্থ এব প্রবর শরৈস্তৈরস্য সাত্যকে ॥ ৩৩
ন ত্বয় নির্দ্দয়ং বাণঃ সোক্তব্যঃ সাত্যকে ত্বয়া
অস্য ব্রাহ্মণচাপল্যং সোঢ়ব্যং খলু সর্ব্বথা ॥৩৪

যন্ত্রধারী ইন্দ্রও নিজ দিব্য তীক্ষ্ণ শরের দ্বারা গরুড়কে বিদ্ধ করিলেন এবং বেগবতী কেশবের বাণকে সহসা ছেদন করিলেন ॥ ২০

দেবেন্দ্র যে যে বাণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহা মাধব ছেদন করিতেছিলেন এবং মাধব যে বাণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহা বল-ত্রুবিনাশক ইন্দ্র খণ্ডিত করিতেছিলেন ॥ ২১

কৃষ্ণনন্দন! ইন্দ্রধনুর ও শার্ঙ্গধনুরের উভয় নাদে স্বর্গবাসীগণ মোহিত হইয়াছিলেন ॥ ২২

তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে সংগ্রাম চলিতে থাকিলে মহাপরাক্রমী এবং বলশালী জহ্নু গরুড়ের পৃষ্ঠে স্থিত পারিজাত হরণ করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ২৩

জনার্দ্দন কংসনিষূদন শ্রীকৃষ্ণ প্রদ্যুম্নকে বলিলেন—"বাধা দাও", আজ্ঞা লাভ করিয়া প্রতাপবান্ রুক্মিণীকুমার জহ্নুকে বাধা প্রদান করিলেন ॥ ২৪

বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জহ্নু সেই সময় রথে অবস্থান করত হাসিতে হাসিতে বাণ নিক্ষেপ করিয়া প্রদ্যুম্নের সমস্ত অস্ত্র খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছিলেন ॥ ২৫

কামাবতার কমলনয়ন প্রদ্যুম্নও রথে অবস্থান করত বিষধর সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর বাণের দ্বারা স্বয়ং ইন্দ্রকুমার জহ্নুকে পীড়িত করিলেন ॥ ২৬

কৃষ্ণনন্দন! জহ্নু ও বীর রুক্মিণীকুমার এই দুইজনের যুদ্ধ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছিল ॥ ২৭

সংসারে অদ্বিতীয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মহাবলশালী মহেন্দ্র ও উপেন্দ্রের তনয় দুইজন যুদ্ধে একে অপরের অস্ত্র নিবারণ করিতেছিলেন ॥ ২৮

দেবতা, মুনি, সিদ্ধ এবং চারণগণ সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই মহাভয়ঙ্কর সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিতেছিলেন ॥ ২৯

কৃষ্ণনন্দন! অনন্তর প্রবর নামক মহাবলশালী দেবদূত পুনরায় পারিজাত বৃক্ষটি হরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন ॥ ৩০

কৃষ্ণনন্দন! শত্রুমর্দ্দনকারী, মহাত্মবিদ্ এবং দেবরাজ ইন্দ্রের সখা সেই প্রবর ব্রহ্মার বরদানে অবধ্য ছিলেন ॥ ৩১

নরেশ্বর! সেই তপঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণ জম্বুদ্বীপ হইতে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন এবং নিজ শক্তির প্রভাবে বলবাহী ইন্দ্রের মিত্র হইয়াছিলেন ॥ ৩২

তাঁহাকে আগত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকিকে বলিলেন—"সাত্যকি! তুমি এই স্থানে অবস্থান করিয়া নিজ বাণের দ্বারা প্রবরকে প্রতিরুদ্ধ কর ॥ ৩৩

সাত্যকি! তুমি ইহার উপর নির্দ্দয়তাপূর্ব্বক বাণ নিক্ষেপ করিও না। এই ব্রাহ্মণের চাপলা সর্ব্ব প্রকারে সহ্য করা উচিত ॥ ৩৪

ততঃ যষ্ঠ্যা রথেভ্যস্তু গরুড়স্তঃ দ্বিজত্তমা
আজঘান মহাবাহো সাত্যকিং প্রবরো ভুবম্ ॥ ৩৫
শিনেনপ্তা ধনুস্তস্য ছিন্নঃ সাত্যকিনা নৃপ
চিচ্ছেদ পুরুষব্যাঘ্রো বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৩৬
ব্রাহ্মণো নাভিযোদ্ধব্যস্তিষ্ঠ স্বব্রহ্মনি
অবধ্যা ব্রাহ্মণা হি ত্বাপ্রবেহপি হি দ্বিজাঃ ॥ ৩৭
প্রবরস্তু প্রত্যুত্তরমুবাচ কুরুনন্দন
অলং ক্ষত্ত্যা নৃপাং শূর যুদ্ধা ত্বপ্যাকুলা রণে ॥ ৩৮
ভাগবস্তু রামস্তু শিষ্যোহস্যপি ন সংশয়
নামতঃ প্রবরো নাম সখা শক্রস্য ধী-মতঃ ॥ ৩৯
ন দেবা যোদ্ধুমিচ্ছন্তি মদ্গুপ্তা মধুসূদনম্
আনৃণ্যং সৌহৃদস্যাদ্য বিগৃহ্যাস্মি সাত্বত ॥ ৪০
ততস্তয়োস্তদা যৌধঃ সংগ্রামো বব্রধে নৃপ
অস্ত্রৈর্দিব্যৈর্নবাস্ত্রৈশ্চ বৈচিত্র্যক্রিয়য়া তয়োঃ ॥ ৪১
ছেত্তুকামস্তদা সাত্যকিস্তস্য ধনুর্বরম্

তস্মিন্ বর্ত্ততি সংগ্রামে তেষামতিমহাত্মনাম্ ॥ ৪২
নাভিশিষ্যে রণে কশ্চিদ্বৈষ্ণবৈস্তেজসস্তদা বলম্ ।
ঐন্দ্রং কাশ্চিৎ মহাত্মানং মাহেশং শূরসত্তমম্ ॥ ৪৩
ঔষ্ণ্যং গৃহ্য প্রতীচ্যেন্তি তাবুভৌ যোধসত্তমৌ ।
যুযুধাতে নরশ্রেষ্ঠ পরস্পরজয়ৈষিণৌ ॥ ৪৪
অথ শার্ঙ্গাদ্ধনুর্মুক্তা শচীপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।
বিতাড্যাভ্যাহনদ্রাজন্ নিবোধাগ্রেণ সত্বরঃ ॥ ৪৫
সোঽস্ত্রং তদস্ত্রবিদ্যাস্তমাপতন্তং শিতৈঃ শরৈঃ ।
তদন্তরে ব্যবস্থানে তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৪৬
ততস্তস্য ক্ষণাদ্রাজন্ ধনুশ্চিত্বা মহাত্মনঃ ।
রৌক্মিণেয়স্য কৌরব্য ধ্বজং দানবমর্দ্দনম্ ॥ ৪৭
তেনাগ্র্যেণ রথো ভগ্নঃ প্রদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ
নাবহৎ তং সুসংরব্ধং তং রৌক্মিণেয়ং নরাধিপ ॥ ৪৮
হতাশ্বাদ্ধি স রথিনং ভগ্নাচ্ছত্রাদ্বিশাম্পতে
লঘুন্ রথাদ্রথাবাহ্য রৌক্মিণেয়ঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৯

মহারাজ! অনন্তর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ঐ বাক্যের দ্বারা প্রবরই সাত্যকিকে ভীষণভাবে আঘাত করিলেন ॥ ৩৫

নৃপ! পুরুষসিংহ শিনিপৌত্র সাত্যকি বাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে ব্রাহ্মণের ধনুক ছিন্ন করিয়াছিলেন এবং এই প্রকার বাক্য বলিয়াছিলেন : ৩৬

হে প্রবর! ব্রাহ্মণ আমার জননেতাগণ নহেন, অতএব তুমি আপন মার্গে অবস্থান কর, আপন মার্গে অবস্থান কর। অপরাধকারী ব্রাহ্মণও বধ্যযোগ্য বীরগণের অবধ্য ॥ ৩৭

কুরুনন্দন। প্রবরও হাস্য করিয়া সাত্যকিকে বলিলেন—সমুদ্যতগণের বীর আপনার যুদ্ধে আর হইবার প্রয়োজন নাই। আপনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ করুন ॥ ৩৮

বাষ্ণেয়-বীর! আমিও ভার্গবশ্রেষ্ঠ পরশুরামের শিষ্য, আমার নাম প্রবর এবং বৃষ্ণিবংশীয় ইন্দ্রের সখা ॥ ৩৯

মধুসূদনের বীর! দেবতাগণও সম্মানিত মধুসূদনের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না। তবে ইন্দ্রের সৌহার্দ্যের ঋণ পরিশোধ করিতে উদ্যতই হইয়াছি ॥ ৪০

সাত্বতেন্দ্র! পুরুষসিংহ! তদনন্তর সাত্যকি ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সহিত দিব্য অস্ত্র দ্বারা ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল এবং উহা বৃদ্ধি পাইয়াছিল ॥ ৪১

রাজন্! সেই অত্যন্ত মহান্ বীরের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ হইলে আকাশচারী প্রাণী কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ৪২

রণক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকুমার প্রদ্যুম্ন অস্ত্রধারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভরতের অগ্রবর্তী হইতে পারিতেছিলেন না এবং সেইরূপ ইন্দ্রকুমার ভরতও পুরশিরোমণি মহাত্মা প্রদ্যুম্নের অধিক পরাক্রম প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইতেছিলেন না ॥ ৪৩

নরশ্রেষ্ঠ! পরস্পর জয়াভিলাষী সেই দুই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা শরের, ইহা গ্রহণ কর, প্রত্যাঘাত কর" এইরূপ সংলাপের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৪৪

রাজন্! তদনন্তর প্রতাপবান শচীপুত্র ভরত শ্রীকৃষ্ণকুমারকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার উপর দ্রুত দিব্যাস্ত্র দ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ৪৫

বিজ্ঞ অভিজ্ঞের ন্যায় সেই তেজস্বী অস্ত্রকে প্রদ্যুম্ন দিব্য শরের জাল বিস্তার করিয়া রুদ্ধ করিয়াছিলেন। উহা এক অদ্ভুত ঘটনা ॥ ৪৬

কুরুনন্দন! অনন্তর যুদ্ধের অন্তরালে দ্বিজ রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নের রথের উপর দীপ্তিমান্, ভরতের দানবমর্দ্দন বিপক্ষীয় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ॥ ৪৭

নরাধিপ! সেই অস্ত্রের দ্বারা মহাত্মা প্রদ্যুম্নের রথশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল কিন্তু রুক্মিণীকুমার প্রদ্যুম্নকে বদ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই ॥ ৪৮

প্রভানাথ! অশ্বি এইরূপ উদ্যত হইলেও অপর অশ্বিপুত্র প্রদ্যুম্নকে বদ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই। মহাবাহু রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন সেই বদ্ধ রথ হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৪৯

অথ নারায়ণস্তুতো বিবৃদ্ধো বপুষা ভৃশম্।
স্ত্রিতো বহুস্থানাকাশে ভূতস্থানিদমব্রবীৎ ॥ ৫০
মদ্বেগপূর্ণং দিব্যং ত্বং বলতো মুক্তবানসি।
নাহমাত্মপরিত্রাণায় শক্যো হন্তুং শতৈরপি। ৫১
প্রবস্তুং কুরু শিক্ষাণাং যত্নং মেঽদ্য প্রদর্শয়।
নাস্তি মেঽতিশয়ঃ কর্তা সংগ্রামেঽবস্থনন্দন ॥ ৫২
ভাষীমে সাধনং দৃষ্ট্বা রথস্থং ত্বাং সুতায়ুধম্।
বিভেমি তব মেনানাং যুদ্ধে দৃষ্টবলোদ্ভবম্ ॥ ৫৩
মনসা স্মর্যতাং বৈষ পাশিতস্তস্য তৎক্ষণাৎ।
শক্যং ন খলু হন্তুং ত্বাং স্মরেণো বজ্রসংযুতঃ ॥ ৫৪
রথো নাস্মাসহা দত্তবৃদ্ধা বো মনুজেশ্বরাঃ।
ঈদৃশানাং সহস্রাণি সৃষ্টুং শক্তোঽস্মি মায়য়া ॥ ৫৫
এবমুক্তো জয়শ্লাঘ্য মুনোঽগ্র্যঃ সত্ত্ব বলঃ।
তপসোপচিতস্তেন স্বাত্মনৈব তিতেজসা ॥ ৫৬
তৎ প্রদ্যুম্নো মহাবেগং শরজালৈরবারয়ৎ

চতুর্ভাগ্যানি দিব্যা নি মুমুচে চাপরাণি সঃ ॥ ৫৭
বিদ্ধ্বা সর্বাস্তু রুক্মিণ্যুস্তুতস্যাগ্র্যান্ হয়োত্তমান্।
রৌক্মিণেয়ঃ মহাস্ত্রাণ্যস্যন্বিধে চ পঞ্চমম্ ॥ ৫৮
মহোল্কাসদৃশান্ বাণানস্ত্রাণামপ্রতস্তমঃ।
মুমোচ যানি যোগাণি প্রহ্যুম্নঃ প্রতি সর্বতঃ ॥ ৫৯
তানি সর্বাণি বাণৌঘৈঃ কাঙ্ক্ষিণস্ত্রাণ্যবারয়ৎ।
জয়ন্তঃ চাপরৈর্বাণৈর্বিব্যাধ নিশিতৈস্তদা ॥ ৬০
ততো নাগঃ সমুৎসৃষ্টো দুরাসৈঃ পুণ্যকর্মভিঃ।
দৃষ্ট্বা বৈষ্ণাঙ্ক শৈস্ত্রাঙ্ক প্রহ্যুম্নস্ত মহাবলঃ ॥ ৬১
প্রবরস্ত্রাণি বাণেন নিজেন নিনিপূজকঃ।
চিচ্ছেদোদ্যম্য বাণেন হস্তং বাপঞ্চ তাবত ॥ ৬২
ততোঽন্যদ্ধনুঃ স তু ভৃগুস্ত মহত্তন্ত্রুতকৃতম্।
মহেন্দ্রদত্তং প্রবরং মহাশনিসমস্বনম্ ॥ ৬৩
স তেন বাণো মহতা বলেন বিপ্রকম্পিতঃ
শরাসুনোঃ বিবিধাস্ত্রকর্মবিশারদস্তদা ॥ ৬৪

প্রতিরুদ্ধ করিলেন এবং তৎপর অপর চার দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন ॥ ৫৭

তরুতনন্দন! সেই প্রবলতর মহাবীর রুক্মিণীকুমারকে চতুর্দিক্ হইতে পরিবেষ্টিত করিয়াছিল এবং পক্ষবাসীরা ধারা আকাশে উহার গতি রুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৫৮

অমরশ্রেষ্ঠ ভরত বিশাল চক্ষুঃসম্পন্ন যে সকল বাণ এবং তদ্ভিন্ন অন্য সর্বপ্রকার প্রহারের উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সকলকে শ্রীকৃষ্ণকুমার নিজ বাণসমূহের দ্বারা নিবারণ করিয়াছিলেন এবং অপর তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিয়াছিলেন ॥ ৫৯-৬০

সেই সময় মহাত্মা প্রহ্লাদের ত্রিবতা ও ভিপ্রভা দেখিয়া পুণ্যকর্মা দেবতাগণ উচ্চ স্বরে হর্ষধ্বনি করিয়াছিলেন ॥ ৬১

ভরতনন্দন! শিনিপুত্রও বীর সাত্যকি এক তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা প্রবরেরও ধনুক ও তন্ত্রাকা খণ্ডিত করিয়াছিলেন ॥ ৬২

অনন্তর প্রবর মহান্ যজ্ঞের তুল্য টঙ্কার সৃষ্টিকারী ইন্দ্রদত্ত অপর এক বিশাল ও উত্তম ধনুক গ্রহণ করিলেন ॥ ৬৩

সেই বীর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠের বিশাল ধনুক দ্বারা সূর্যকিরণের তুল্য তেজস্বী নানা প্রকার বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪

চকর্ত্ত চ বহুশিক্ষঃ শৈনেয়স্যাশিতেক্ষসঃ।
বিব্যাধ সর্বগাত্রেষু বাণৈরপি চ সাত্যকিম্ ॥ ৬৫

বহুরাদায় শৈনেয়স্ততোঽযুধ্যৎ কৃতব্রণঃ
যুযুধে ভারসহো ধীমান্ বিব্যাধ প্রবরং রণে ॥ ৬৬

উৎকর্ত্তযুযুধে তূর্ণং তৌ শিতৈঃ শরৈঃ।
গাত্রেভ্যস্তৌ মাংসানি মর্মভিদ্ভিঃ পরোক্ষকৈঃ ॥ ৬৭

অথাষ্টধারবাণেন পূর্ণবিদ্ধাসনং দ্বিধা
চিচ্ছেদ প্রবরো বীরস্ত্রিভিস্তৈস্তনতাড়নৈঃ ॥ ৬৮

অন্যদ্বিধাসনং তং তু প্রগৃহ্যমনসং দ্বিজঃ
গদয়া তাড়য়ামাস ক্ষেপণ্যা লঘুতস্ত্বরন্ ॥ ৬৯

সোঽসিং চর্ম্ম চ জগ্রাহ সাত্যকিঃ প্রহসন্নিব।
ন জগ্রাহ বহুধাঽমান গদয়াভিহতে ভুবম্ ॥ ৭০

ততঃ শরশতাঘোর যুযুধাচ প্রবরস্তদা

বিহস্তমিব বিজ্ঞায় সাত্যকিং যদুনন্দনম্ ॥ ৭১

প্রাদ্যোম্নোঽস্ত্র দদৌ ঘোরং নির্ম্মলাকাশসন্নিভম্।

তস্য চিচ্ছেদ ভল্লেন নিস্ত্রিংশঃ প্রবরস্তদা ॥ ৭২

ৎসরুমেঽপাতয়চ্ছ্রেষ্ঠঃ প্রভঞ্জন্নিব

বাণৈশ্চ তথা চর্ম্ম নিতৈর্বাণৈরভিস্তৈঃ ॥ ৭৩

আজঘান চ সাত্যানং ভূমি বিপ্রো ননাদ চ।

তং বিহ্বলমিব জ্ঞাত্বা পারিজাতজিতশ্রীরা।

তার্ক্ষ্যোঽভ্যাগাৎ রথেনৈব স তস্যৌ প্রবরস্তদা ॥ ৭৪

তং পঞ্চপুটবেগেন চিক্ষেপ গরুড়ধ্বজঃ।

পর্যুতিমেকোঃ সত্বঃ স পপাত মুমোহ চ ॥ ৭৫

তং জয়ন্তো নিশম্যাথ পতিতং রাজ্ঞি বৃষ্ণি।

সমাশ্বাস্য রথং শীঘ্রং সংরোপিত্বা ত্বরান্বিতঃ ॥ ৭৬

শৈনেয়নপি মুহুস্তু পতন্তমুক্ত বুযুধুঃ

আশ্বাসয়ন্ প্রদ্যুম্নঃ পিতৃব্যং পরিষস্বজে ॥ ৭৭

তং হি পস্পর্শ হস্তেন সর্বান্ মধুসূদনঃ।

বিরুজঃ স্পর্শমাত্রেণ সাত্যকিঃ সমপদ্যত ॥ ৭৮

তিনি অমিতবলশালী সাত্যকির বিরুদ্ধে বহুক শরনিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং সর্বাঙ্গে বাণদ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন ॥ ৬৫

কৃতব্রণ। অনন্তর বৃষ্ণিবংশীয় সাত্যকি অপর একটি বহুসংখ্য তীক্ষ্ণ ধনুক গ্রহণ করিয়া রণক্ষেত্রে প্রবরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬

সেই দুইজন তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা পরস্পরের কবচ ছেদন করিতেছিলেন এবং মর্মভেদী তীক্ষ্ণ শরের দ্বারা একে অপরের গাত্র হইতে মাংস কর্তন করিতেছিলেন ॥ ৬৭

এই সময় বীর প্রবর পুনরায় এক অষ্টধার বাণের দ্বারা সাত্যকির ধনুককে দ্বিধা বিদ্ধ করিলেন এবং তিন বাণের দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন ॥ ৬৮

সাত্যকি অপর একটি ধনুক গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলে দ্বিপ্রহন্তা ব্রাহ্মণ প্রবর নিক্ষেপের যোগ্য গদাদ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিলেন ॥ ৬৯

সাত্যকি হাসিতে হাসিতে অসি এবং চর্ম গ্রহণ করিলেন। বৃষ্ণিবংশী বীর গদার আঘাতে অতিশয় আহত হওয়ায় ধনু গ্রহণ করিলেন না ॥ ৭০

অনন্তর যদুনন্দন সাত্যকিকে বিহ্বলের ন্যায় জানিয়া প্রবর শত শত বাণ তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৭১

সেই সময় প্রদ্যুম্ন তাঁহাকে নির্মল আকাশ-সদৃশ একটি খড়্গ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবর এক ভল্লের আঘাতে সেই খড়্গকে যেমন করিলেন ॥ ৭২

প্রবর হাসিতে হাসিতে সেই খড়্গের মুষ্টিস্থানে কীর্তন করিয়া গদাতে পাতিত করিলেন এবং সরলধারী তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তাঁহার (সাত্যকির) ঢালের আবরণকারী চর্ম ছিন্ন করিলেন ॥ ৭৩

সেই বিপ্র শক্তির দ্বারা পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন এবং গর্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ব্যাকুল জানিয়া পারিজাত-হরণে অভিলাষী প্রবর রথে গরুড়ের নিকট উপস্থিত হইয়া অবস্থান করিলেন ॥ ৭৪

সেই সময় গরুড় নিজ পক্ষপুটের বেগে প্রবরকে দুই ক্রোশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন এবং রথের সহিত তিনি সেই স্থানে পতিত হইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৭৫

হে নরেশ্বর! অনন্তর জয়ন্ত সেই স্থানে পতন করত পতিত রাজাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া শীঘ্র রথে আরোহণ করাইলেন ॥ ৭৬

প্রদ্যুম্ন ঐ সময় বারংবার মূর্ছিত ও পতিত পিতৃব্য সাত্যকিকে আলিঙ্গন করিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন ॥ ৭৭

শ্রীমধুসূদন কৃষ্ণ যাঁহার হস্ত দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন সাত্যকি স্পর্শ পাইবামাত্র পীড়াবিহীন হইলেন ॥ ৭৮

প্রদ্যুম্নো দক্ষিণে পার্শ্বে বামে তু শিনিপুঙ্গবঃ।
তন্তুঃ পারিজাতস্য মুক্তঃশীর্ণতরাবৃতৌ ॥
ভন্তুঃ প্রবরস্তম্ভে রথমেকেন ভারত।
সম্পতন্তৌ মহেন্দ্রেণ প্রহর্ত্তোক্তৌ মহাত্মনা ॥ ৮০
নাসহন্নভিগন্তব্যং গরুড়স্য কথঞ্চন।
বলবানেষ পততাং রাজা চ বিনতাসুতঃ ॥ ৮১
দক্ষিণে চৈব সব্যে চ পার্শ্বে মম ধৃতাবুভৌ।
উত্তৌ স্থিতৌ যুধ্যমানং মামেব হি প্রপদ্যতম্ ॥ ৮২
এবমুক্তৌ স্থিতৌ বীরৌ ততঃ শক্রস্য পার্শ্বয়োঃ।
ধনুঃশাতে যুধ্যমানৌ দেবরাজ-জনার্দ্দনৌ ॥ ৮৩
অথেন্দ্রো গরুড়ং বাগৈর্মহাশনিসমৈর্বৃতৈঃ।
বিব্যাধ সর্ব্বগাত্রেষু মহাস্ত্রপ্রবরৈস্তথা ॥ ৮৪
স তান্ বাণানগণয়ন্ বৈনতেয়ঃ প্রতাপবান্।
সসারাভিমুখো বীরঃ শক্রস্যাগমনক্ষিতিম্ ॥ ৮৫
উত্তৌ তৌ সহসা রাজন্ বলিনৌ গজ-পক্ষিণৌ।
প্রযুক্তৌ বীর্য্যসম্পন্নৌ মহাপ্রাণৌ দুরাসদৌ ॥ ৮৬
রদনৈঃ পন্নগরিপুঃ করেণ শিরসা তথা।
ঐরাবতো গজপতিরাজঘান মহাবলঃ ॥ ৮৭
তথা নখাঙ্কুশৈস্তাক্ষ্যৈর্বিনতেয়ো বলোৎকটঃ।
তথা পক্ষনিপাতৈশ্চ শক্রনাগং জঘান হ ॥ ৮৮
মুহূর্ত্তং স্তনতানাগৌ সম্পতন্তৌ গজ পক্ষিণৌ।
বিস্মাপনীয়ৌ জগতঃ প্রেক্ষিতৃণাং ভয়াবহৌ ॥ ৮৯
যুদ্ধে নাগৈরবাবং তাক্ষ্যস্তাড়য়ামাস ভারত।
নখাঙ্কুশকরালেন চরণেন মহাবলঃ ॥ ৯০
সম্প্রহারাভিসন্তপ্তো নিপপাত ত্রিবিষ্টপাৎ।
পারিযাত্রে গিরিশ্রেষ্ঠে ব্যাপহৃত্যৈন জনেজয় ॥ ৯১
পতন্তমপি তং শক্রো ন মুমোচ মহাবলঃ।
কারুণ্যাদথ সৌহার্দ্দাৎ পূর্ব্বভূপগমাদপি ॥ ৯২
কৃষ্ণোঽপাবগমচ্ছক্রং পৃষ্ঠতঃ প্রহরাণ্যয়ঃ।
পারিজাতবরা হৈমান্ গরুড়েন মহাবলঃ ॥ ৯৩
স তস্তৌ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে প বিশাতে চ পৃথুত্রা।
ঐরাবতে মদাস্তস্তে সংগ্রামো বহুধে পুনঃ ॥ ৯৪
শরৈরাশীবিষপ্রখ্যৈ বহুভিঃ কৃষ্ণ তত্রস্থিতঃ।
অক্ষোভ্যান্ কৃতবান্ শক্রং [illegible]ন্ ॥ ৯৫

তদনন্তর পারিজাতের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রদ্যুম্ন এবং বাম পার্শ্বে সাত্যকি—এই বৃষ্ণিকুলের বীর অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭৯

হে জনমেজয়! ইতিপূর্ব্বে সত্যভামা এবং প্রবর একই রথে আরোহণপূর্ব্বক উপস্থিত হইলে তাঁহাকে ইন্দ্র সান্ত্বনাপূর্ব্বক এইরূপ বলিলেন। ৮০

তোমরা দুইজন কিছুতেই গরুড়ের নিকট যাইও না। এই পক্ষিরাজ বিনতানন্দন গরুড় অত্যন্ত বলবান্। ৮১

তোমরা দুইজনে আমার দক্ষিণ ও বাম ভাগে ধনুর্ব্বারণ করিয়া অবস্থান পূর্ব্বক যুদ্ধরত আমাকেই অবলোকন কর। ৮২

এইরূপ উক্ত হইলে ঐ দুই বীর ইন্দ্রের দুই পার্শ্বে অবস্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্রের যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। ৮৩

তদনন্তর ইন্দ্র মহান্ বজ্রের ন্যায় শব্দকারী বাণ ও বৃহদাকার অস্ত্রের দ্বারা গরুড়ের সর্ব্বাঙ্গে আঘাত হানিতে লাগিলেন। ৮৪

শত্রুবিঘাতী প্রতাপশালী বিনতানন্দন গরুড় বাণসমূহকে গ্রাহ্য না করিয়া ইন্দ্রের ঐরাবতের দিকে অগ্রসর হইলেন। ৮৫

হে রাজন্! পরাক্রমসম্পন্ন মহান্ প্রাণশক্তিতে যুক্ত দুর্জ্জয় এবং বলবান্ হস্তী এবং পক্ষী পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৮৬

এই সময় গর্জ্জন করিতে করিতে গজরাজ ঐরাবত আপনার দন্ত, হস্তক এবং দন্তের দ্বারা সর্পশত্রু গরুড়কে আঘাত করিতে লাগিলেন। ৮৭

তথা নখাঙ্কুশৈস্তাক্ষ্যৈর্বিনতেয়ো বলোৎকটঃ।
তথা পক্ষনিপাতৈশ্চ শক্রনাগং জঘান হ ॥ ৮৮

মুহূর্ত্তং স্তনতানাগৌ সম্পতন্তৌ গজ পক্ষিণৌ।
বিস্মাপনীয়ৌ জগতঃ প্রেক্ষিতৃণাং ভয়াবহৌ ॥ ৮৯

যুদ্ধে নাগৈরবাবং তাক্ষ্যস্তাড়য়ামাস ভারত।
নখাঙ্কুশকরালেন চরণেন মহাবলঃ ॥ ৯০

সম্প্রহারাভিসন্তপ্তো নিপপাত ত্রিবিষ্টপাৎ।
পারিযাত্রে গিরিশ্রেষ্ঠে ব্যাপহৃত্যৈন জনেজয় ॥ ৯১

পতন্তমপি তং শক্রো ন মুমোচ মহাবলঃ।
কারুণ্যাদথ সৌহার্দ্দাৎ পূর্ব্বভূপগমাদপি ॥ ৯২

কৃষ্ণোঽপাবগমচ্ছক্রং পৃষ্ঠতঃ প্রহরাণ্যয়ঃ।
পারিজাতবরা হৈমান্ গরুড়েন মহাবলঃ ॥ ৯৩

স তস্তৌ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে প বিশাতে চ পৃথুত্রা।
ঐরাবতে মদাস্তস্তে সংগ্রামো বহুধে পুনঃ ॥ ৯৪

শরৈরাশীবিষপ্রখ্যৈ বহুভিঃ কৃষ্ণ তত্রস্থিতঃ।
অক্ষোভ্যান্ কৃতবান্ শক্রং [illegible]ন্ ॥ ৯৫

করিতে লাগিলেন। ৮২

তদন ইতেই বলশালী বিনতানন্দন গরুড় তীক্ষ্ণ নখরূপ অঙ্কুশ দ্বারা এবং পক্ষনিপাতের দ্বারা ইন্দ্রহস্তীকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ৮৮

জগতের বিস্ময়কারক এবং সংগ্রামের ভীতিপ্রদ গজ ও পক্ষীর মহান্ যুদ্ধ দুই দণ্ড কাল চলিল। ৮৯

হে ভারত! মহাবলী গরুড় নখরূপ তীক্ষ্ণ অঙ্কুযুক্ত চরণের দ্বারা ঐরাবতের মস্তকে প্রহার করিলেন। ৯০

হে জনমেজয়! ঐ প্রহারে পীড়িত হইয়া ঐরাবত স্বর্গের নিম্নে জম্বুদ্বীপে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ পারিযাত্রের উপর পতিত হইলেন ৯১

মহাবল ইন্দ্র পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাহেতু পতনশীল হস্তীকে কারুণ্য এবং সৌহার্দ্যবশতঃ ত্যাগ করেন নাই। ৯২

জগতের উৎপত্তির কারণ-স্বরূপ অবিনাশী, মহাবল বৃষ্ণিবীর শ্রীকৃষ্ণও পারিজাতযুক্ত গরুড়ের দ্বারা ইন্দ্রের পশ্চাদনুসরণ করিয়া চলিলেন। ৯৩

বৃত্রবিনাশক ইন্দ্র পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ পারিযাত্রের উপর উপস্থিত হইলেন এবং ঐরাবত যুদ্ধ হইতে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! শ্রীকৃষ্ণ এবং ইন্দ্র রচিত সর্পতুল্য তীক্ষ্ণতর বাণ দ্বারা তেজ প্রকাশ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ৯৪-৯৫

ততো বজ্রমুবো বজ্র-পনিষ্ঠ পুনঃ পুনঃ
মুমোচ গরুড়ে রাজরেরাবতশিরো নৃপ ॥ ২৬
বজ্রাশনিনিপাতাভ্যাং জ্ঞান্ দেহে শক্রস্য পক্ষিরাট্
অবধ্যো বলিনাং শ্রেষ্ঠো নিদর্শনে তত্যৌ বল ॥ ২৭
মুমোচ পক্ষমেকৈকং মানবশ্রনিঃ সমা।
যস্মাৎ দেবরাজোঽথ ভ্রাতুঃ কশ্যপসম্ভবঃ ॥ ২৮
আক্রম্যমাণস্তার্ক্ষেণ ক্রমন্তরু পতে গিরিঃ।
বিকেশ ধরণীং রাজন্ শীর্যমাণঃ সমন্ততঃ ॥ ২৯
চুকুশ বহুমানেন কৃষ্ণস্য সমুপস্থিতঃ
তং চাক্রান্তীং ততঃ কৃষ্ণঃ কিঞ্চিদ্ধ্যমধোক্ষজঃ ॥ ১০০
তং মুক্ত্বা গরুড়েনাথ স্তম্ভো দেবো বিহায়সি।

প্রহ্লাদ তদোবাচ সংক্রুদ্ধো বাসবং ॥ ১০১
ইতো দ্বারবতীং গত্বা ত্বমানয় মা চিরম্।
সহাকৃষ্ণ মহাবাহো নত্তেজোবলমাশ্রিতঃ ॥ ১০২
বক্তব্যশ্চ বলভদ্রস্ত্বয়া চ কৃষ্ণরামিণঃ।
যো জিত্বেন্দ্রং দ্বারমিত্বে দ্বারকামিতি মানব ॥ ১০৩
তথেত্যুক্ত্বা তু বর্ষ্মা স্ত্রা প্রহ্লাদ পিতরং বিষ্ণুঃ।
গত্বা তথোক্তমুক্ত্বা চ বাদবেন্দ্রবলাবুভৌ ॥ ১০৪
নাড়িকান্তরমাত্রেণ পুনস্তং দেশমাযযৌ।
দারুকেণ সমাযুক্তং রথমাস্থায় ভাসত ॥ ১০৫
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি পারি-
জাতহরণে কৃষ্ণেন্দ্রযুদ্ধে ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩

হে রাজন্! হে নরেশ্বর! তখনকার বজ্রধারী ইন্দ্র ঐরাবত-পুত্র গরুড়ের উপর বারংবার বিনির্মুক্ত বজ্র প্রহার করিয়াছিলেন ॥ ২৬

বলবানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অবধ্য পক্ষিরাজ গরুড় ঐ বজ্র ও বিদ্যুৎপাত ভাড়াবিক শক্তি এবং তপস্যাবলে সহ্য করিয়াছিলেন ॥ ২৭

কশ্যপকুমার গরুড় ভ্রাতা দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রের ও অশনির সম্মান রক্ষার জন্য এক একটি পক্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২৮

হে রাজন্! গরুড়ের আক্রমণে পারিযাত্র পর্বত চতুর্দিকে বিশীর্ণ হইয়া পৃথিবীর মধ্যে অবনমিত হইয়াছিল ॥ ২৯

শ্রীকৃষ্ণের গুরুত্বে পর্বত যখন আর্তনাদ করিয়া উঠিল, তখন পৃথিবীতে কিছু পরিমাণে অবনমিত পর্বতের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ কৃপাদৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ১০০

সমস্ত লোকের স্রষ্টা লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ ঐ পর্বত ত্যাগ করিয়া গরুড়ের দ্বারা আকাশে যখনপূর্বক প্রহ্লাদকে বলিলেন ॥ ১০১

হে মহাবাহু! এখান হইতে দ্বারকায় গমন করিয়া আমার বল ও তেজের আশ্রয় করত দারুকের সহিত শীঘ্র রথ আনয়ন কর ॥ ১০২

হে মানদ! আমার অগ্রজ বলভদ্রকে এবং কৃষ্ণরামিণ উগ্রসেনকে বলিবে যে, ইন্দ্রকে জয় করিয়া আপনি আগামী কাল আমি দ্বারকাপুরীতে যাইব ॥ ১০৩

হে ভারত! তখন আপন পিতাকে "তাহাই হইবে" এইরূপ বলিয়া প্রভাবশালী বর্ষ্মধারী ভ্রাতা দ্বারকায় গমনপূর্বক বাসবরাজ উগ্রসেন ও বলভদ্রকে যথারীতি সন্দেশ দান করিলেন এবং দারুকের দ্বারা সজ্জিত রথে আরোহণপূর্বক পুনরায় একঘটিকা (ঘটিকা) সময়ের মধ্যে সেই স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥১০৪-১০৫

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পারিজাতহরণপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্র-যুদ্ধবিষয়ক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

(রাত্রৌ যুদ্ধঃ নিরূপ্য শ্রীকৃষ্ণেন পারিষাত্রপর্বতায় বরপ্রদানম্, গমনাং স্মরণম্, বিশ্বকর্মণা জলোপরি ভগবন্তং মহাদেবমাবাহ্য তস্য বিশ্বোদকেশ্বরস্য পূজা স্তুতিশ্চ, মহাদেবেন তস্মৈ অভীষ্টং বরং প্রদায় বৈত্যানাং বধায় আদেশদানম্, পারিষাত্র-পর্বতে ভগবতো নিবাসঃ, তস্য প্রতিমায়াঃ পূজনং চ ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তমারূঢ়ং রথং কৃষ্ণঃ পারিযাত্রং গিরিং যযৌ ।
যত্রৈতাবত্তমাস্থায় স্থিতঃ সুরপতিঃ প্রভুঃ ॥ ১
পারিযাত্রো গিরিশ্রেষ্ঠো দৃষ্ট্বা যান্তং জনার্দনম্
শাপপাশময়ো কৃত্বা প্রবিবেশ বসুন্ধরাম্ ॥ ২
প্রিয়ার্থং বাসুদেবস্য প্রভাবজ্ঞো মহাত্মনঃ
তস্য প্রীতো জ্ঞযীকেশঃ পশ্চাত্তস্য জনাধিপ ॥ ৩
ততঃ প্রযাতঃ যুদ্ধ্বর্মণ্যাঃ কুরুনন্দন
সপারিজাতো গরুড়ঃ পৃষ্ঠতোঽনুযযৌ তদা ॥ ৪
প্রচ্ছন্নঃ সাত্যকিশ্চাপি গরুড়স্থো মহাবলো
গত্বাবুভৌ রক্তবর্ণাখ্যং পারিভাদ্রমিন্দ্রিয়ম্ ॥ ৫
ততস্ত্বরন্তঃ গতঃ সূর্যঃ প্রবৃত্তা তত্রনী নৃপ ।
উপস্থিতঃ পুনর্যুদ্ধঃ শত্রূণাং ক্ষেশবর্ধনঃ ॥ ৬

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[রাত্রিতে যুদ্ধ স্থগিত পূর্বক শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পারিযাত্র পর্বতের প্রতি বর প্রদান, গমন স্মরণ করত বিশ্ব ও জলোপরি মহাদেবের আবাহন পূর্বক বিশ্বোদকেশ্বরের পূজা ও স্তুতি এবং মহাদেব কর্তৃক তাঁহাকে অভীষ্ট বর প্রদান করত বৈত্যগণের বধের আদেশদান ও পারিযাত্র পর্বতে ভগবানের নিবাস এবং তাঁহার প্রতিমা-পূজনমহিমা কথন ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয় ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই রূপে আরোহণপূর্বক পারিযাত্র পর্বতে গমন করিলেন, যেস্থানে প্রভু দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবতে আরোহণ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন । ১

পর্বতশ্রেষ্ঠ পারিযাত্র শ্রীকৃষ্ণকে আগমন করিতে দেখিয়া শপথবীজের রাশির মত বিদিক্ হইয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিল । ২

জনেশ্বর ! বাসুদেবের প্রভাবজ্ঞতার নিমিত্ত মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব সম্যক্ পরিজ্ঞাত সেই পর্বতের এই ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইলেন । ৩

কুরুনন্দন ! তদনন্তর যুদ্ধের নিমিত্ত প্রযাত শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে পশ্চাতে পারিজাতের সহিত গরুড়ও গমন করিতে লাগিলেন । ৪

গরুড়ের উপর অবস্থান করিয়া মহাবলশালী, শত্রুনিবারণকারী যুযুধানপুত্র বীর সাত্যকি পারিজাতহরণের নিমিত্ত গমন করিলেন । ৫

নরেশ্বর ! অনন্তর অস্ত গেলে রক্ত সন্ধ্যা সমাগত হইলে ইন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল । ৬

মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ ঐরাবত হস্তীকে অন্যান্য প্রহারে আহত ও অসমর্থ দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে এই প্রকার বলিলেন । ৭

হে মহাবাহো ! পূর্বতের দ্বারা পূর্বে আহত হইয়া আপনার উত্তম হস্তী ঐরাবত কিঞ্চিৎ অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে এবং রাত্রিও জাগতপ্রায়, অতএব আমার ইচ্ছা করিতেছে যে আজ রাত্রিতে এখানে যুদ্ধ করিব না । ইন্দ্রবরণী দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"তাহাই হউক" । ৮-৯

নৃপশ্রেষ্ঠ ! অনন্তর বর্ষাকাল দেবরাজ পর্বতসমূহ আবরণ সৃষ্টি করিয়া পুষ্করের নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ১০

কুরুনন্দন ! তদনন্তর ব্রহ্মা, যহাঁর রূপ, অদিতিদেবী, সমস্ত দেবতা, মুনি, সাধ্য, বিশ্বদেব, বাসস্তা নামে প্রসিদ্ধ দুই অশ্বিনীকুমার, আদিত্য, রুদ্র এবং বসুগণ সেই স্থানে গমন করিলেন । ১১-১২

ভারত ! অপরদিকে পুত্র প্রদ্যুম্ন ও ভ্রাতা সাত্যকির সহিত শ্রীকৃষ্ণ মুরুমা পারিযাত্র পর্বতে গরুড়োপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন । ১৩

যৎ স্যাৎ প্রমাণে ইহ তত্ত্বা ১০.বরূপ
বরং প্রাদাৎ তত্তস্তুষ্ট পর্বতস্তু মহাত্মাতিঃ। ১৪

শাবণ্যশ ইতি খ্যাতো ভবিষ্যসি মহাগিরে
পুণ্যোনাঞ্চৈব তুল্যো হি পুণ্যো হিমবতঃ শুভঃ। ১৫

এবমেব চ তুষ্টিস্তো ভব পর্বতসত্তম
মেরুণা স্পর্দ্ধমানো হি বহুচিত্রমৃগৈর্যুতঃ।

তমে ত্বাং পশ্যমানোঽহং বহুচিত্রনগাধুতম। ১৬

তথা বদ্ধা বরং তস্ত পর্বতস্তু তু কেশবঃ
ধ্যাত্বা গঙ্গাং সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং নমস্কৃত্বা বৃষধ্বজম্। ১৭

অথাহবো বিষ্ণুপদী স্মৃতা কৃষ্ণেন ভারত।
সম্পূজ্য তাং ততঃ কৃষ্ণঃ কৃত্বা স্নানমথোক্ষতঃ। ১৮

উদকঞ্চ সৃজাস্যাথ বিষ্ণুঃ হরিরব্যয়ঃ
দেবমাবাহয়ামাস রুদ্রং সর্বেশ্বরেশ্বরম্। ১৯

ততঃ প্রাহো মহাদেবঃ সোমঃ সপ্রবরো বিভুঃ
তস্থাবুপরি বিষ্ণস্ত তথা গঙ্গে দদস্তঃ। ২০

তা পারিজাতকুসুমৈরর্চয়ামাস কেশবঃ।
তুষ্টাব বাগ্ভিরিষ্টাভিঃ সর্বকর্তারমীশ্বরম্। ২১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

রুতো দেব ত্বা রুদনাদ্ রাবণাচ্চ
রেফাক্ষরাণো ভবাণাচ্চাতিদেবঃ।

ভক্তঃ ভক্তানাং বৎসলঃ বৎসলানাং
কীর্ত্যা যুবেক্ষ্যাস্ত শরণ্যাম্। ২২

গ্রাম্যারণ্যানাং ত্বং পতিস্তু পশূনাং
খ্যাতো দেবঃ পশুপতিঃ সর্বকর্মা।

নাস্ত্যত্বতঃ পরমো দেবদেব
জগৎপতিঃ সুরবীরারিহন্তা। ২৩

ব্রহ্মাধীশো মহতামীশ্বরাণাং
ভবানাদ্যঃ প্রীতিঃ প্রাণদশ্চ।

তস্মাদ্ধি ত্বামীশ্বরং প্রাহুরার্যাঃ
সন্তো বিদ্বাংসঃ সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞাঃ। ২৪

নরেশ্বর! সেই পর্বত এইরূপে বর প্রাপ্ত হইয়া যাদের আকৃতি প্রাপ্ত হইলে তাহার উপর মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ সেই পর্বতকে বর প্রদান করিতে লাগিলেন। ১৩

মহাগিরি! তুমি শাবণ্যশ এই নামে খ্যাতি হইবে। হিমালয় পর্বতের অর্দ্ধভাগ যেরূপ পরম পবিত্র, সেইরূপ তুমিও পবিত্র হইয়া অবস্থান কর। ১৫

হে পর্বতশ্রেষ্ঠ! তুমি বহু সংখ্যক বিচিত্র মৃগযূথ ও মেরুর সহিত স্পর্দ্ধাযুক্ত হইয়া বিশালত্ব লাভ কর। তোমাকে অনেক বিচিত্র বৃক্ষে সম্পন্ন দেখিয়া আমি আনন্দ লাভ করিব। ১৬

এই প্রকারে সেই পর্বতকে বর প্রদানপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে বন্দনা করিয়া সরিৎসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গঙ্গাকে স্মরণ করিলেন। ১৭

তারপর। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা স্মৃতা হইয়া বিষ্ণুপদী গঙ্গা সেই স্থানে সমাগম করিলেন এবং অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পূজা করিয়া সেই জলে স্নান করিলেন। ১৮

পুরুষোত্তম অবিনাশী শ্রীহরি গঙ্গাজল ও বিল্ব গ্রহণ করিয়া সর্বেশ্বর রুদ্রদেবকে আবাহন করিলেন। ১৯

অনন্তর পার্বতীসহ মহাদেব প্রমথগণের সহিত সেই স্থানে আগমন করত গঙ্গাজল বিল্বের উপর অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২০

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পারিজাত পুষ্পের দ্বারা অর্চনা করিলেন এবং সকলের কর্তা ঈশ্বরেশ্বর শিবকে বাণীদ্বারা স্তুতি করিলেন। ২১

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—দেব! রোদনহেতু, রাবণহেতু, অতিশয় রব এবং স্রাবণ করার হেতু আপনি রুদ্র নামে অভিহিত। আপনি সকল দেবতাগণের মধ্যে বৃহৎ। হে ঈশ! আপনার ভক্তগণের ভক্ত এবং বৎসলগণের বৎসল আমি আপনার শরণ লইতেছি, আপনি আমাকে বিজয়-কীর্তিতে যুক্ত করুন। ২২

দেবদেব! আপনি গ্রামীণ ও বন্য পশুসমূহের পতি। সেইজন্য আপনি পশুপতি নামে খ্যাত। আপনি সকল কর্মের কর্তা। আপনা অপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। আপনি জগদীশ্বর এবং দেববীরগণের শত্রুগণের হন্তাকারী। ২৩

যেহেতু আপনি মহৎ ঈশ্বর-পুরুষগণেরও ঈশ্বর, আপনি আদিপুরুষ, প্রীতিদাতা এবং প্রাণদাতা, সেইহেতু সর্বশাস্ত্রের অর্থতত্ত্ব সম্যক্ বিজ্ঞ বিদ্বান্ সাধুপুরুষগণ আপনাকে ঈশ্বর এবং ঈশ বলিয়া থাকেন। ২৪

ভূতং যস্মাজ্জগত্সর্বং ধীর
ত্বয়োঽধ্যাত্মাক্ষরাদক্ষরেণ
তস্মাত্ত্বামাহুর্ভব ইত্যেব ভূতং
সর্বেশ্বরাণাং মহতাঞ্চপূজ্যম্ ॥ ১৫
যস্মাজ্জিতৈরভিবিক্তোঽসি সর্বৈ-
র্দেবাসুরৈঃ সর্বভূতৈস্তথা দেব ।
মহেশ্বরঃ বিশ্বকর্মন্ প্রভু-
স্ত্বাং বৈ সর্বে তেন দেবাভিদেবম্ ॥ ১৬
পূজ্যো দেবৈঃ পূজ্যসে নিত্যদা বৈ
শঙ্খজ্যেনকাদিভির্দেবরাজমহাবীর্য ।
তস্মাদ্ বিশ্যাতো ভগবান্ দেবদেবঃ
সত্যাদ্যৈঃ সর্বভূতাদ্যভাবী ॥ ১৭
বৃদ্ধিত্রয়াণাং দেব যস্মাৎ প্রতিষ্ঠা
পুনর্লোক নাং ভাবনাদ্যোক্তিঃ ।
ত্র্যম্বকেতি প্রথমং তেন নাম
তব প্রেম্নো ত্রিদশেশনাথ ॥ ১৮

সর্বং শত্রূণাং শাসনাদ্ প্রভবেঃ
ত্বয়া কৃতং শাসনাদ্যেশ্বরেণ
সর্বব্যাপিন্ হ্যক্ষরাদ্ ব্রহ্মণশ্চ ত্বং
শঙ্কুকর্ণঃ শ্রীকরাদ্যাপ্রতেজাঃ ॥ ১৯
সাংসর্গানাং নিত্যদা হং করোমি
শমং ভ্রাতৃণাং যদ্যনৈষীঃ সমস্তান্ ।
তস্মাদ্দেবঃ শঙ্করোঽস্ত্রপ্রযোগঃ
সন্তিষ্ঠর্গণ্ডৈঃ কপালে সদৈব ॥ ২০
দক্ষঃ প্রজাঃ কৃত্তিবাসেন পূর্বং
ত্বয়েশান সুরসঙ্ঘাতিবীর্য
কণ্ঠে নৈলং তেন তে বং ভবন্তং
ভূতং খ্যাতস্থ নীলকণ্ঠেতি কল্পঃ ॥ ২১
যদ্বিজ্ঞাতং সঙ্ক লোকে ভগবন্
সমাং সোঽং স্বয়ংভূঃ স্বয়ংভূঃ ভক্তমঙ্ক ।
প্রাহুর্বিপ্র ত্বাং পুনিনং তদ্বিদ্ধা-
স্তুষ্যা দেবা দিক্ষ্যা লোকধাত্রীম্ ॥ ২২

অভীত (অতিদূরে) ও ধীর (বুদ্ধিসম্পন্ন) ! অক্ষরের (অবিনাশী ভাবগণের)! যেহেতু আপনার জন্মও, অবিনাশী পরমের হইতে ভব ও উদ্ভব হইয়াছে, সেইহেতু মহাপুরুষগণ আপনাকে 'ভব' বলিয়া থাকেন। আপনি প্রকৃতপক্ষে ভূত (নিত্যসিদ্ধ) এবং মহান্ সর্বেশ্বরগণের পূজ্য ঈশ্বর ॥ ১৫

দেব। যেহেতু পরাজিত হইয়া সকল দেবতাগণ, অসুর এবং সকল প্রাণিবর্গ আপনাকে "মহান ঈশ্বর" পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন, সেইহেতু সকল বিদ্বানগণ আপনাকে বিশ্বনির্মাতা-রূপেও "মহেশ্বর" ও "দেবাধিদেব" বলিয়া থাকেন ॥ ১৬

হে বীর্যবান্, যজ্ঞনায়ক মহেশ্বর! যেহেতু সর্বদা কল্যাণ-প্রাপ্তির আশায় দেবতাগণ আপনার নিত্য পূজা করিয়া থাকে, সেইজন্য আপনি "দেবাদেব" রূপে বিখ্যাত। আপনিই সৎ-পুরুষগণের ইষ্টদেব এবং সমস্ত ভূতগণকে নিজ অভ্যন্তরে উৎপন্ন করিয়া থাকেন ॥ ১৭

বিশ্বদেবনাথ! লোকভাবন! যেহেতু আপনি ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক—এই তিনটি লোকভূমির আশ্রয়, সেইহেতু অগ্রদেব আপনার প্রথম নাম ত্র্যম্বক ॥ ১৮

আপনি সংহারকারী হওয়ায় সর্ব নামে কথিত, সমস্ত শত্রু-গণকে শাসন করার নিমিত্ত অগ্রদেব শক্তিসম্পন্ন এবং পুনরায় ঈশ্বরগণের সমস্ত সমাবেশ করার নিমিত্ত আপনি অগ্রদেব, সর্বব্যাপী ও সৎপুরুষগণের কল্যাণকারী হওয়ায় আপনি অগ্রদেব। হে শ্রীসম্পন্নকারী মহেশ্বর! আপনি শঙ্খসদৃশ কর্ণ এবং উজ্জ্বল তেজঃ হওয়ায় অগ্রদেব ॥ ১৯

আপনি সজ্জনগণের যেসব মৈত্রী প্রদান করেন এবং শত্রুবিনাশের সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি নিত্য করিয়া থাকেন, সেই কারণে আপনি অগ্রদেব। শক্তিশালী কল্যাণকারী দেবতা শঙ্কর বলিয়া কথিত হন। ঋষিগণ সৎপুরুষগণ আপনাকে সর্বনাথ বলিয়া থাকেন ॥ ২০

অভীত পরাক্রমশালী ঈশান! পূর্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র আপনার কণ্ঠে বজ্রের দ্বারা যে প্রহার করিয়াছিলেন, তাহার ফলে আপনার কণ্ঠে যে নীল চিহ্নসৃষ্টি হইয়াছিল, সেইহেতু আপনি 'নীলকণ্ঠ' নামে পরিচিত হন ॥ ২১

ঈশসহিত মহেশ্বর! যেহেতু সংসারে সকল কিছু নিজ ও ঐকচিত্তে অভিজ্ঞ, অতএব এই সকল চরাচর ভব আপনাদের দুইজনের একম। ভক্তরা ব্রাহ্মণগণ আপনাকে ওঁকারস্বরূপ লোকজননী অম্বিকাকে শিবস্বরূপা বলিয়া থাকেন ॥ ২২

বেদৈর্গীতা সা হি তত্ত্বং প্রসূতা
যজ্ঞো দীক্ষাধাং যোনিনাং চাতিশ্রেষ্ঠঃ।
নাতাদৃক্তং বৎসমং দেব ভূতং
ভূতং ভব্যং ভবদেবাথ নান্যৎ ॥ ৩৩

অহং ব্রহ্মা কপিলো বোঢ়পাদস্তং
পুত্রাঃ সর্বে ব্রহ্মকন্যাপিবীরাঃ
ভূতং সর্বে দেবসঙ্ঘা প্রসূতা
এবং সর্বেশঃ কারণাত্মা ত্বমীড্যঃ ॥ ৩৪

ইতি সম্ভূয়মানস্তু ভগবান্ গোবৃষধ্বজঃ।
প্রসার্য্য দক্ষিণং হস্তং নারায়ণমথাব্রবীৎ ॥ ৩৫

মনীষিতানামখিলাং প্রাপ্তিস্তে পুরুষর্ষভ
পারিজাতক যদ্যপি ন ভূতে মনসো ব্যথা ॥ ৩৬

যথা নৈষ্ঠিকমাশ্রিত্য তপশ্চরসি কেবলং প্রভো।
তথা মম বরাঃ কৃষ্ণ সন্তু নৈষ্ঠিকাস্তু তে ॥ ৩৭

অথবাস্মদ্ভবেদ্ভক্ত মতঃ পূর্বতপস্যয়া
ভবিত্রীমীডবেঽথ সর্বতপসাং ফলং ॥ ৩৮

যচ্চ স্তবেন মাং ভক্ত্যা স্তোষ্যতেঽমরসত্তম।
ত্বয়া কৃতেন বর্ষাণ্ড বর্ষাণ্ডাক্ সম্ভবিষ্যতি।
সমরে চ জয়ং বিদ্ধো প্রাপ্য পূজাং তথৈবোত্তমাম্ ॥ ৩৯

বিষ্ণোদ্রকেশ্বরো নাম ভবিতাঽমিতানঘ
দেবেশ্বর ত্বয়াস্থাপি যেন সিদ্ধে পথাচ্যুতে ॥ ৪০

ইত্যুক্তোপেত্য বিত্তো বিধান ভক্তিমতাম্ব কেশব।
ত্রিরাত্রমাস্তিতাত্রৈকান্ গমিষ্যতি জনার্দন ॥ ৪১

অবিদ্ধা নামদেশেঽস্মিন্ গঙ্গা চৈব ভবিষ্যতি।
গঙ্গাস্নানমমং স্নানং লপ্স্যতে ভবিতা তথা ॥ ৪২

ঘট্পদ্রিং নাম নগরং লাবণ্যানাং জনার্দন।
অত্রাস্তুদ্ধবনীদেশে পরাক্রম্য মহাবলাঃ ॥ ৪৩

এতে দৈত্যা দুরাত্মানো ঔপয়ো দেব কণ্টকাঃ।
ছল্লা বসন্তি গোবিন্দ সামান্যবর মহাদিতেঃ ॥ ৪৪

অবধ্যা দেবদেবানাং বরেণ ব্রহ্মণস্তব
মানুষাস্ত্রস্তিতস্তেষাং ভবিতা কথি কেশব ॥ ৪৫

এই দেবী অদিতিকে দেখে ১৪ রত্নের জননী বলা হইয়াছে। মাণনিই যজ্ঞে দীক্ষাগ্রহণকারী। তাঁহাদের ঔরসজাত এবং যোষি-গণের গোষ্ঠজাত। আপনি যৌক্তিকগণের অতিরিক্ত চিরন্তন ওম। হে দেব! আপনার তুল্য মহত্তত্ত্ব ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানে কেহ হইবে না

দেবদেব! আমি, ব্রহ্মা, কপিল এবং অন্যান্য বীর সকল ব্রহ্মপুত্রেরা আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। এইরূপে আপনি সকলের ঈশ্বর এবং কারণস্বরূপ চরাচর সৃষ্টির হেতু। ৩৪

এইরূপে স্তুত হইয়া ভগবান্ গোবৃষধ্বজ নিজ দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া নারায়ণকে এই প্রকার বলিলেন। ৩৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি অতীত মনোরথ লাভ কর। তুমি পারিজাত হরণ করিয়া লইয়া যাইবে; এ বিষয়ে তোমার মনে যেন ব্যথা না থাকে। ৩৬

হে শ্রীকৃষ্ণ! যেরূপ নৈষ্ঠিক পর্যন্ত আশ্রয় করিয়া তুমি তপস্যা করিয়াছিলে, সেইরূপ শীঘ্র আমার বর লাভ করত ধৈর্য ধারণ কর। ৩৭

তুমি ভক্তবা, অতএব তোমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পূর্বতপস্বী ৪৩, এইরূপ যে-যাহা আমি বলিয়াছি, তাহা সত্য হইবে—ইহার কোন অন্যথা হইবে না। ৩৮

বর্ষাণ্ড! অমরশ্রেষ্ঠ! বিষ্ণু! যে ভক্তিভাবে তবকৃত এই স্তুতি দ্বারা আমাকে স্তুতি করিবে, সে সহস্রবর্ষে বিজয় ও উত্তম সম্মান লাভপূর্বক বর্ষকে প্রাপ্ত হইবে। ৩৯

হে অনঘ! দেবেশ্বর! দেব! তোমার দ্বারা এই স্থানে স্থাপিত হইয়া আমি বিষ্ণোদ্রকেশ্বর নামে বিখ্যাত হইব। যে কেহ এখানে কিছু যাচ্ঞা করিবে আমি তাহা সফল করিব। ৪০

কেশব! জনার্দন! যে বিদ্বান পুরুষ এইখানে আসিয়া প্রতি ভক্তিমানদিগকে বিরাত্রি উপবাস করিবে, সে উত্থিত লোকে গমন করিবে। ৪১

এই প্রদেশে অবিদ্ধা নামে প্রসিদ্ধ গঙ্গা প্রবাহিত হইবে, ইহাতে মহোদ্ধারণ পূর্বক স্নান সমস্ত পরাক্রান্তকুলা ফলদায়ক হইবে। ৪২

জনার্দন! এইস্থানে ঘট্পদ্রিং নামক নগরে পরাক্রান্তপূর্বক মহাবলশালী দানবগণ বাস করিতেছে। ৪৩

দেব! এই দুরাত্মা দৈত্যগণ দেবতার কণ্টকস্বরূপ, গোবিন্দ! এই মহাপর্বতের সানুদেশে তাহারা গুপ্তভাবে বসবাস করিতেছে। ৪৪

অনঘ! ব্রহ্মার বরপ্রভাবে ইহারা দেবদেবগণের অবধ্য, অতএব কেশব! তুমি মনুষ্য-দেহের অবতার ধারণপূর্বক ইহাদের হত্যা কর। ৪৫

এবমুক্ত্বা মহাদেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত
পরিষ্বজ্য মহাত্মানং বাসুদেবং জনাধিপ ॥ ৪৬
ততো যাতে মহাদেবে প্রভাতায়াং নরাধিপ।
তস্যাং নিশায়াং গোবিন্দঃ ভূতঃ পর্ব্বতমব্রবীৎ ॥ ৪৭
ত্বদ্বাসঃ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ নিবসন্তি মহাসুরাঃ।
অবধ্যা দেবদেবানাং বরেণ ব্রহ্মণঃ পুরা ॥ ৪৮
নির্গমিষ্যন্তি তে নৈব ময়া রুদ্ধা মহাবলাঃ।
দ্বারে নিরুদ্ধে তত্রৈব বিনক্ষ্যন্তি মমাজ্ঞয়া ॥ ৪৯
ত্বয়ি সন্নিহিতস্ত্বাহং ভবিষ্যামি মহাগিরে।
অধিষ্ঠায় মহাযোগান নিবৎস্যামি চ পর্ব্বত ॥ ৫০

আরুহ্য মূর্দ্ধি মন্ত্রেণ দৃষ্ট্বা পর্ব্বতমন্তরম্।
গোপয়ন্ত্রপ্রয়োগস্য ফলং প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্ ॥ ৫১
ঘণ্টোপঘণ্টিনঃ প্রতিমাং ন চ রচয়িত্বা হি তক্ষিতঃ।
শুভ্রযন্তি যে নিত্যং মম যান্তি তে গতিম্ ॥ ৫২
ইতি তং পর্ব্বতং কৃত্বা বরদোঽদ্ভুতমূর্হাভবান্।
তদাপ্রভৃতি দেবেশস্তত্র সন্নিহিতোঽচ্যুতঃ ॥ ৫৩
পাষাণৈঃ প্রতিমাং তাত কারয়িত্বা চ কৌরব।
শুভ্রযন্তি কৃতাত্মানো বিষ্ণুলোকাভিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
পারিজাতহরণে শ্রীকৃষ্ণকৃতশিবস্তুতির্নাম
চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪

জনেশ্বর! এইরূপ বলিয়া মহাদেব মহাত্মা বাসুদেবকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৫১

নরেশ্বর! মহাদেব অন্তর্হিত হইলে এবং রজনী অপগত হইয়া প্রভাতের উদয় হইলে গোবিন্দ পুনরায় সেই পর্ব্বতকে বলিলেন ॥ ৭১

পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! তোমার অভ্যন্তরে মহাসুরগণ পূর্ব্বকালে ব্রহ্মার বরপ্রভাবে দেবদেবগণের অবধ্য হইয়া বাস করিতেছে ॥ ৭৮

আমি সেই মহাবলশালী দৈত্যগণের দ্বার রুদ্ধ করায় তাহারা নির্গত হইতে সমর্থ হইবে না। আমার আজ্ঞায় দ্বার অবরুদ্ধ হইলে তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৭৯

মহাগিরি! আমি সর্ব্বদা তোমার উপর নিবাস করিব। পর্ব্বত! মহাতেজস্বী অসুরগণকে অবদমন করিয়া এইস্থানে আমি বাস করিব ॥ ৮০

"মহাগিরি! আমি সর্ব্বদা তোমার উপর নিবাস করিব। পর্ব্বত! যে মহাতেজস্বী অসুরগণকে অবদমন করিয়া আমাকে বর্দ্ধন করিবে, সে সহস্র যো-প্রদানের পুণ্যফল লাভ করিবে ॥৪১

যাহারা তোমার প্রস্তর দ্বারা আমার প্রতিমা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক প্রতিদিন ভক্তিসহকারে সেবা করিবে তাহারা আমার গতি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪২

এইরূপে বরদাতা শ্রীকৃষ্ণ সেই পর্ব্বতকে অনুগৃহীত করিলেন এবং সেই সময় হইতে দেবেশ্বর অচ্যুত সেইস্থানে বসবাস করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩

তাত! কুরুনন্দন! ৪৪ অতঃকরণযুক্ত পুরুষ বিষ্ণুলোকের প্রাপ্তি কামনা করিয়া সেই পাষাণের দ্বারা তাঁহার প্রতিমা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেবা করেন ॥ ৪৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে পারিজাত-হরণপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকৃত-শিবস্তুতি নামক চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

[ইন্দ্রোপেন্দ্রয়োর্যুদ্ধম্, উপেন্দ্রস্যানুভবঃ, ব্রহ্মণ আজ্ঞয়া কশ্যপপত্নিভ্যাং চ উপেন্দ্রস্যাংশভাগেন আগত্য যুদ্ধনিবারণম্, সর্বেষাং স্বর্গগমনম্, অদিতেরাজ্ঞয়া শচীদেব্যা উপহারপ্রদানম্, পারিজাতপরিবৃতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বারকাগমনম্, পারিজাতং দৃষ্ট্বা দ্বারকাবিনিবাসানন্দপ্রকাশঃ পুণ্যক-ব্রতে সত্যভামায়া দানগ্রহণায় শ্রীকৃষ্ণেন নারদস্য স্মরণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততো রথবরঃ কৃষ্ণঃ সমারুহ্য মহামনাঃ।
বিষ্বক্সেনেরয়া দেবং নমস্কৃত্য বৃষো নৃপ ॥ ১
মহেন্দ্রমাহ্বয়ামাস রথস্থো মধুসূদনঃ
সংকৃত্য পুরতস্ত্যাসে সর্বৈর্দেবগণৈঃ সহ ॥ ২
ততঃ শক্রো জবস্তোঽথ প্রতিষ্ঠিং তমুত্তমম্
আরুরোহ রথং দেবঃ সর্বকামসমৃদ্ধম্ ॥ ৩
ততো রথবরৌ তৌ দ্বৌ ক্ষুভন্তবর কৃষ্ণনন্দন।
দেবরাজৌ বিবর্তোগেন পারিজাতকৃতে তদা ॥ ৪
ততোঽহনদ্ রণে বিষ্ণুর্বাণৈঃ শক্রবলার্দনঃ
সৈন্যানি দেবরাজস্য বাণজালৈরজিহ্মগৈঃ ॥ ৫
উপেন্দ্রং ন মহেন্দ্রোঽথ নৈব বিষ্ণুঃ সুরেশ্বরম্।
তাড়য়ামাসতুর্বীরৌ শক্রে শক্রাবপি প্রভো ॥ ৬

একৈকমস্য দশভির্মহেন্দ্রস্য জনার্দনঃ।
বিব্যাধ বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈস্ত্রিভির্ত্রিভিরনেষুগ ॥ ৭
শৈব্যাস্যাপি দেবেন্দ্রঃ শরৈরমরসত্তমঃ।
জঘান রাজেন্দ্র ঘোরৈস্ত্রাভিস্ত্রিভিঃ ॥ ৮
স চ বাণসহস্রেণ্দ্র কৃষ্ণো গরুড়বাহিতঃ।
গরুড়ঞ্চ মহাতেজা বলভিদ্ববিবাহনম্ ॥ ৯
কৃত্বিষ্ঠাত্মাং রথাভ্যাং তৌ ততঃ শক্রজনার্দনৌ।
যুযুধাতে মহাত্মানৌ ন কশ্চিদ্ব্যদ্যধিদ্যতে ॥ ১০
চকম্পে বসুধা কৃৎস্না দৌশ্চকাম্বের চাম্বর।
দিশঃ খাদ্যের নিশ্চেরুঃ সংক্ষুব্ধাশ্চ সমুদ্রতঃ ॥ ১১
চেলুর্গিরিবরাশ্চৈব পেতুশ্চ শতশো ভুবি।
পেতুশ্চ ধ্বজিপৃষ্ঠে মহাঃ ধর্মাস্ত্রাদিতঃ ॥ ১২
নির্যাতাঃ শতশশ্চৈব পেতুস্তত্র নর দিপ
উল্কাশ্চ সহিতাঃ সন্ধ্যাঃ প্রতিস্রোতো বিনাস্পতে ॥ ১৩

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের যুদ্ধ, উপেন্দ্রভক্তদের উপরি, ব্রহ্মার আজ্ঞায় কশ্যপ ও অদিতি দেবীর উদ্যমের দ্বারা অদিতির যুদ্ধনিবারণ, সকলের স্বর্গে গমন, অদিতির আজ্ঞায় শচীর দ্বারা উপহার প্রদান, পারিজাতসহ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাগমন, পারিজাত দেখিয়া দ্বারকাবাসিগণের আনন্দ প্রকাশ এবং পুণ্যক ব্রতে সত্যভামার দান গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নারদকে স্মরণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে রাজন্! অতঃপর মহামনা শ্রীকৃষ্ণ বিষ্বক্সেনকে প্রণাম করিয়া আপনার শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ পূর্বক যাত্রা করিলেন ॥ ১

রথে উপবিষ্ট থাকিয়াই শ্রীমধুসূদন পুরতের নিকট সকল দেবগণের সহিত সৎকারপূর্বক সম্ভাষমান দেবরাজ ইন্দ্রকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান করিলেন ॥ ২

তখন সকল সদ্ব্যক্তির মনোবাঞ্ছাপূর্বকারী দেবেন্দ্র অত্যুত্তম রথে অত্যন্তের সহিত আরোহণ করিলেন ॥ ৩

হে কুরুনন্দন! অতঃপর পারিজাতের জন্য দেববরে রথস্থ দুই দেবতার যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৪

রণভূমিতে শত্রুবলের পীড়নকারী শ্রীকৃষ্ণ সরলধারী নিজের বাণসমূহের দ্বারা দেবরাজের সৈন্যসমূহকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫

হে প্রভু! এই দুই বীর শক্তিশালী হইলেও মহেন্দ্র ইন্দ্রের উপর বা উপেন্দ্র বিষ্ণু দেবরাজ ইন্দ্রের উপর বাণ প্রহার করেন নাই ॥ ৬

হে জনেশ্বর! শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের এক এক অঙ্গকে বিষাগ্নের দ্বারা অভিমন্ত্রিত তিন তিন তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন ॥ ৭

হে রাজেন্দ্র! অমরেশ্বর ইন্দ্রও বিষাগ্নের দ্বারা অভিমন্ত্রিত ওজস্কর বাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বৈনতেয় গতিতে চারটি অশ্বকে আঘাত করিলেন ॥ ৮

শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের ঐরাবত হস্তীর উপর সহস্র বাণ বর্ষণ করিলেন এবং মহাতেজস্বী বলবিনাশন ইন্দ্রও হাজার বাণ শ্রীহরির বাহন গরুড়ের প্রতি বর্ষণ করিলেন ॥ ৯

শত্রুবিমর্দক মহাত্মা নারায়ণ এবং দেবেন্দ্র ঐ দিন বহু রথের সাহায্যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ১০

বায়ুচালিত নৌকার মত বসুধা তখন কম্পিত হইয়াছিল এবং দিক্‌সমূহ যেন বিদ্যুদ্বাহকনিত অগ্নিতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ১১

বহু বহু পর্বতসমূহ কম্পিত হইতেছিল, শত শত বৃক্ষ পতিত হইয়াছিল এবং ধর্মাত্মা বহু মনুষ্য পর্যন্ত প্রাণত্যাগী হইয়াছিল ॥ ১২

হে নরেশ্বর! বহুবার সন্ধ্যাকে বজ্রপাত হইল। হে প্রজানাথ! নদ-নদীসমূহ আপন প্রবাহের বিপরীত মুখে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল ॥ ১৩

বিষবাতা বভূবুস্তে পেতুরুল্কাশ্চ নিষ্প্রভাঃ।
মুহুর্মুহুর্ভূতলঞ্চ জগ্মুস্তা রথনাদেন মোহিতাঃ ॥ ১৪
প্রজজ্বাল জলে চৈব বহ্নির্ভীমপদোদ্ভবঃ।
ধূমমুক্তঃ প্রবৃদ্ধোঽগ্নিঃ সার্চিঃ প্রদহতি সর্বতঃ ॥ ১৫
জ্যোতীংষি শতশঃ পেতুঃ স্বর্গাচ্চ ধরণীতলে।
দিশাং গজাঃ প্রকুপিতা নাগাশ্চ ধরণীতলে ॥ ১৬
গর্জদ্ভিরুপসংস্থায়ৈর্ভিন্নাভৈশ্চাবৃতং নভঃ।
বিনদদ্ভির্দিশাবাসৈরুল্কাশোণিতবর্ষিভিঃ ॥ ১৭
ন সূর্যং ভৌর্ন গগনং নক্ষত্রেগ্রহতাভবৎ।
যস্যাশ্চ সুরভীরৌ তু দৃষ্ট্বা বৃদ্ধাস্তথো তদা ॥ ১৮
জেপুর্মুনিগণা মন্ত্রান্ জগতো হিতকাম্যয়া।
ব্রাহ্মণাশ্চ মহাত্মানো জুহ্বতোস্তেষু সত্বরাঃ ॥ ১৯
ততো ব্রহ্মা মহাতেজাঃ কশ্যপং বাক্যমব্রবীৎ।
গচ্ছ বৎস্য মহাভিত্তা পুত্রো বাবৃধ সুব্রত ॥ ২০

স তথেতি তদা দেবমুক্ত্বা পদ্মভবং মুনিঃ
জগাম রথমাস্থায় তস্যো নরবরান্বিতে ॥ ২১
স্থিতঃ তু কশ্যপং দৃষ্ট্বা সহাদিত্যা তদন্তরা।
উত্তৌ রথাচ্চ্যাং ধরণীরবতীর্যৌ মহাবলৌ ॥ ২২
ন্যস্তশস্ত্রৌ চ তৌ বীরৌ বব্দতুঃ শিরসা মহৌ।
পিতরৌ বর্ধয়ন্তৌ সর্বভূতহিতে রতৌ ॥ ২৩
উত্তৌ পৃথীত্বা হস্তাভ্যামদিতিস্তবরীদ্ বচঃ।
অসোমরাবিবৈব কিমন্যোন্যং হন্তুমিচ্ছতঃ ॥ ২৪
যন্নমর্ষঃ পুরস্কৃত্য প্রবৃত্তমিদমাকুলম্।
সমৃশঃ নেতি পশ্যামি সর্বথা মম পুত্রয়োঃ ॥ ২৫
শ্রোতব্যং যদি মাতৃষ্ণ পিতৃষ্ণৈব প্রজাপতেঃ।
ন্যস্তশস্ত্রৌ স্থিতৌ ভূত্বা কুরুতঃ বচনং মম ॥ ২৬
তথেত্যুক্ত্বা চ তৌ দেবৌ স্নাতুকামৌ মহাবলৌ।
গঙ্গাং জগ্মতুরেবাথ প্রজাপত্যৌ পরস্পরম্ ॥ ২৭

উক্ত বাতাস দ্বারা হত হইতেছিল, পর্বতের ন্যায় বৃহৎ উল্কাসমূহ পতিত হইতেছিল, প্রাণিগণ বারংবার রথ-শব্দের দ্বারা মোহ প্রাপ্ত হইতেছিল ॥ ১৪

হে জনমেজয়! জলেও অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছিল এবং আকাশে এক গ্রহ অন্য গ্রহের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ॥ ১৫

স্বর্গ হইতে নক্ষত্রসমূহ ধরণীতলে পতিত হইতে লাগিল এবং দিগ্‌গজসমূহ ও পাতালনিবাসী নাগসমূহ অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিল ॥ ১৬

পর্বতের ন্যায় বর্ণের ন্যায় বৃহৎ এবং অরুণ বর্ণ বিপুল শব্দে গর্জনকারী মেঘে আকাশ আচ্ছাদিত হইয়াছিল, উল্কাপাত হইতেছিল এবং রক্ত বর্ষণ হইতেছিল ॥ ১৭

হে নরেন্দ্রশ্রেষ্ঠ! ঐ সময় দুই দেব-বীরকে যুদ্ধে উপস্থিত হইতে দেখিয়া ভূমিতে, অন্তরীক্ষে এবং আকাশে কোন প্রাণী স্থিরভাব করিতে পারে নাই ॥ ১৮

মুনিগণ জগতের কল্যাণ কামনায় মন্ত্র জপ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণও সত্বর সেই জপে যোগদান করিয়া দিলেন ॥ ১৯

তখন মহাতেজস্বী ব্রহ্মা কশ্যপকে বলিয়াছিলেন, হে সুব্রত! তুমি অদিতির সহিত গমন কর এবং পুত্রদ্বয়কে নিবৃত্ত কর ॥ ২০

হে নরশ্রেষ্ঠ! সেই মুনি ব্রহ্মার নিকট "তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া রথারূঢ় হইয়া পুরোভাগে নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥ ২১

অদিতির সহিত কশ্যপকে তাঁহাদের মধ্যে উপস্থিত দেখিয়া মহাবল বীরদ্বয় পৃথিবীর উপর হইতে অবতরণ করিলেন ॥ ২২

শত্রুবিধ্বংস বীরত্ব প্রদর্শনে পূর্বক ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ও সকল প্রাণীর কল্যাণকারী মাতা-পিতাকে বন্দনা করিলেন ॥ ২৩

তখন অদিতি উভয়কে হস্তে ধারণ পূর্বক বলিতে লাগিলেন—"তোমরা অসোমরের ন্যায় কেন পরস্পরকে হননের ইচ্ছা করিতেছ?" ২৪

সামান্য বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া অতি ভীষণ ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে। ইহা আমার পুত্রদ্বয়ের যোগ্য নহে ॥ ২৫

যদি তোমরা মাতার এবং পিতা প্রজাপতির বাক্য শুনিতে চাও, তবে অস্ত্রত্যাগ করিয়া শান্তভাব হও এবং আমার বাক্য পালন কর ॥ ২৬

"তাহাই হউক" এই বলিয়া সেই মহাবলশালী দেবতাদ্বয় স্নানের ইচ্ছায় পরস্পর কথোপকথন করিতে করিতে গঙ্গায় গমন করিলেন ॥ ২৭

শক্র উবাচ।

ত্বং প্রভুর্লোককৃৎ কৃৎস্নরাজোদ্ভবঃ স্থাপিতস্ত্বয়া।
স্থাপয়িত্বা কথং নাম পুনর্নাশয়সে কৃষ্ণ ॥ ২৮
ভ্রাতৃস্নেহপরীতো জোষ্ঠঃ চাপ্যপোহ্য চ।
কথং কমলপত্রাক্ষ নির্বাপং কর্তুমিচ্ছসি ॥ ২৯
স্নাতৌ তু জাহ্নবীতোয়ে পুনরভ্যাগতৌ নৃপ।
কন্যাবিধিঃ কৃতপ্রজ্ঞো মহাস্নানো দৃঢ়ব্রতৌ ॥ ৩০
প্রিয়সঙ্গমনং নাম তং দেশং মুনয়োঽবদন্।
যত্র তৌ সঙ্গতৌ চোভৌ পিতৃভ্যাং কমলেক্ষণৌ ॥ ৩১
ততঃ শক্রস্তু কৌরব্য দৃষ্ট্বা বাচাঽভ্যনন্দত।
যত্র দেবগণাঃ সর্বে সমেতা ধর্মচারিণঃ ॥ ৩২
ততো বসুবিনাশেন্দ্র দেবাঃ সর্বে ত্রিবিষ্টপম্।
ত্যক্ত্বা পরময়া যুক্তাস্তেষামেবানুকম্পয়া ॥ ৩৩
কন্যাপক্ষাশ্রিতাশ্চৈব তথা শক্রকনীয়সী।
বিমানমেকমাস্থায় তস্থা রাজন্ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৩৪
তে শক্রসহিতাঃ প্রাপ্য বসবঃ সর্বএবতে।
উবুহেকত্র কৌরব্য মুদিতা ধর্মচারিণঃ ॥ ৩৫
শচী তু কন্যকাং পত্ন্যা সহিতা ধর্মবৎসলা।
উপাচরন্মহাত্মানং সর্বকৃতহিতে রতম্ ॥ ৩৬
ততস্তস্যাং প্রভাতায়াং রজন্যামমরীশ্বরিঃ।
অদিতির্ধর্মতত্ত্বজ্ঞা সর্বভূতহিতা বচঃ ॥ ৩৭
উপেন্দ্র দ্বারকাং গচ্ছ পারিজাতং নয়স্ব চ।
বজ্রা সম্প্রাপ্যতেবেশ পুণ্যাকং হ্রদয়ে বিভুম্ ॥ ৩৮
পুণ্যাকে সত্যয়া প্রাপ্তে পুনরেব ত্বয়া তরুঃ।
নন্দনে পুরুষশ্রেষ্ঠ স্থাপ্যঃ স্থানে যথোচিতে ॥ ৩৯
এবমুক্তিতি কৃষ্ণেন দেবমাতা যশস্বিনী।
উক্তা ধর্মগুণৈর্যুক্তা নারদেন মহাত্মনা ॥৪০
ততোঽভিবাদ্য তু পিতরং মাতরঞ্চ জনার্দনঃ।
মহেন্দ্রঃ সহ শচ্যাথ প্রতস্থে দ্বারকাং প্রতি ॥ ৪১
যদৌ কৃত্বায় পৌলোমী নিয়োগান্ কুরুনন্দন।
সর্বাসামেব কৃষ্ণস্য ভাষণাধ্যং ধর্মচারিণী ॥ ৪২

ইন্দ্র বলিলেন—হে ঈশ্বর! তুমি সমস্ত লোকের সৃষ্টিকর্তা প্রভু। তুমিই ত্রিলোকের রাজাদের উপর প্রথমে স্থাপিত করিয়াছ এবং স্থাপিত করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে কি জন্য অপমান করিতেছ? ২৮

হে কমলনয়ন! ভ্রাতৃ স্নেহে অন্ধ হইয়া জ্যেষ্ঠকে বর্জন করিয়া আমার জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ কেন? ২৯

গঙ্গাজলে স্নান করিয়া দৃঢ়ব্রত মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্র অদিতি এবং কন্যাদের নিকট পুনরাগমন করিলেন ॥ ৩০

যেখানে দুই কমললোচন ইন্দ্র ও ইন্দ্রপত্নী মাতা-পিতার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেই স্থানকে মুনিগণ প্রিয়সঙ্গমন নামে অভিহিত করিয়া থাকেন ॥ ৩১

হে কুরুনন্দন! যেখানে ধর্ম আচরণকারী সমস্ত দেবতাগণ উপস্থিত ছিলেন, সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকে অভয়বাণী প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩২

তদনন্তর সকল দেবতা ইন্দ্র সমভিব্যাহারে মুক্ত হইয়া যে যে অভীষ্ট বিমানে আরোহণ পূর্বক স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ৩৩

হে রাজন্! কশ্যপ, অদিতি, ইন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ একই বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ৩৪

হে কুরুনন্দন! সর্বগুণসম্পন্ন ইন্দ্রভবনে উপস্থিত হইয়া সেই ধর্মচারিগণ সানন্দে একত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৩৫

ধর্মবৎসলা শচী সর্ব প্রাণীর হিতে রত পতীর সহিত কন্যাদের পরিচর্যা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

অতঃপর রজনী প্রভাত হইলে ধর্মতত্ত্বজ্ঞা অদিতি শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব প্রাণীর কল্যাণকর বচন বলিলেন। ৩৭

হে উপেন্দ্র! পারিজাত লইয়া দ্বারকায় গমন কর। হে বিভু! বজ্র (সত্যভামার) পুণ্যকরতরু পাওয়ার হৃদয়েচ্ছা পূর্ণ কর ॥ ৩৮

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তাহার দ্বারা (সত্যভামার দ্বারা) পুণ্যকরতরুর অনুষ্ঠান পূর্ণ হইলে পুনরায় নন্দন-কাননের যথোচিত স্থানে ইহা (পারিজাত বৃক্ষ) স্থাপন করিও ॥ ৩৯

তখন ধর্মগুণসম্পন্না মহাত্মা নারদ যেরূপ যশস্বিনীদেবমাতা অদিতিকে বলিয়াছিলেন সেইরূপে শ্রীকৃষ্ণ যশস্বিনী দেবমাতা অদিতিকে বলিয়াছিলেন "তাহাই হউক" ॥ ৪০

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মাতা-পিতাকে এবং শচীর সহিত ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ৪১

হে কুরুনন্দন! তখন ধর্মচারিণী শচী শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ভার্যার নিমিত্ত অনেক উপহার প্রদান করিলেন ॥ ৪২

দিব্যানাং সর্বরত্নানাং বাসসাঞ্চ মনস্বিনী।
নানারাগবিরক্তানাং সদৈবারক্তসানপি ॥ ৪২
ভার্যাণাঞ্চ সহস্রাণি ষাণি ষোড়শ মাধবে।
প্রতিগৃহ্য মহাতেজাঃ প্রস্থিতো দ্বারকাং প্রতি ॥ ৪৪
সম্পূজ্যমানো দ্বাভিমান্ খেচরৈঃ পুণ্যকর্মভিঃ।
সসাত্যকিঃ সপুত্রশ্চ প্রাপ্তো রৈবতকং গিরিম্। ৪৫
স তত্র স্থাপয়িত্বা চ পারিজাতং বরদ্রুমম্।
সাত্যকা প্রেষয়ামাস দ্বারকাং দ্বারশালিনীম্ ॥৪৬

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

পারিজাতমিহানীতং মহেন্দ্রসদনাদ্ময়া।
নিবেদয় মহাবাহো ভৈমানাং ভৈমবর্ধন ॥ ৪৭
অদ্য দ্বারবতীঞ্চৈব পারিজাতমহং দ্রুমম্। ৩
প্রবেশয়িষ্যে নগরে শ্রোতা প্রক্রিয়তাং শুভা ॥ ৪৮
ইত্যুক্তঃ সাত্যকো গত্বা তথোক্ত্বা পুনরাগতঃ।
কুমারৈর্নাগরৈঃ সার্দ্ধং সাগ্রযপ্রভৃতিভিঃ প্রভো ॥ ৪৯
ততোঽগ্রতঃ পারিজাতমারোপ্য গরুড়ে তদা।

প্রত্যায়ো দ্বারকাং রম্যাং বিবেশ বৃষ্ণিনাং ধ্বজঃ ॥ ৫০
সৈন্যাদিগ্রহযুক্তেন রথেনানুযযৌ হরিঃ।
তস্যাথ রথমুখ্যস্য সাত্যকঃ সাম্ব এব চ। ৫১
যে ত্বন্যে নৃপ বার্ষ্ণেয়াঃ সানৈর্হার্দৈরবেষ্টযা।
যযুঃ প্রহৃষ্টাস্তং কর্ম পূজয়ন্তো মহাত্মনঃ ॥ ৫২
সাত্যকাদ্ বিস্তরং শ্রুত্বা যাদবা নাগরাস্তথা।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুস্তৎপ্রবেষ্টুঞ্চ কর্মণা। ৫৩
তং নিবাসুমুনং বৃক্ষং দৃষ্ট্বানর্তনিবাসিনঃ।
রাজন্ ন তত্তৃপুস্তস্য পশ্যমানা মহোদয়ম্ ॥৫৪
তমদ্ভুতমচিন্ত্যঞ্চ বনকৈলিলগুরুম্।
বৃক্ষোত্তমং পশ্যমানা বৈ বৃক্ষনামগমন্নরা ॥ ৫৫
যে বৃক্ষচক্ষুষঃ সর্বে দেহৈস্তেন দিবাচক্ষুষঃ।
বিরোগা রোগিণশ্চাসন ঘ্রাত্বা গন্ধং বনস্পতেঃ। ৫৬
লপন্তঃ কৌকিলান্ শ্বেতান্ দ্রুমানর্তনিবাসিনঃ।
বভূবুস্তুষ্টমনসো বনবৃক্ষে তমর্দ্দিতম্ ৫৭

মনস্বিনী সত্যা তাঁর যোগ্য ভার্যা হওয়ায় তাঁকে নানা প্রকার দিব্য বস্ত্র, নানা রঙ্গে রঞ্জিত সদা নূতন বস্ত্রসমূহ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন। ৪২-৪৩ শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত উপহার গ্রহণ করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। ৪৪-৪৫

পুণ্যকর্মা আকাশচারিগণ কর্তৃক সম্পূজিত হইয়া তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি ও তাঁহার পুত্রের প্রভৃতির সহিত রৈবতক পর্বতে উপস্থিত হইলেন। ৪৫

শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ পারিজাতকে সেখানে স্থাপন করিয়া তিনি দ্বারবতীশোভিত দ্বারকায় সাত্যকিকে প্রেরণ করিলেন। ৪৬

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে ভীমকুলের বর্দ্ধনকারী মহাবাহু! ভীষ্মবংশীয় যাদবগণকে তুমি নিবেদন কর যে, ইন্দ্রভবন হইতে পারিজাত এখানে (দ্বারকায়) আনীত হইয়াছে। ৪৭

আজ দ্বারবতী পুরীতে পারিজাত বৃক্ষ প্রবেশ করাইব, অতএব নগরের বৃথার শোভাসম্পাদন করা হউক। ৪৮

হে প্রভু! শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে সাত্যকি নগরে ফিরিয়া তাহা বলিলেন এবং সাম্ব প্রভৃতি কুমার ও নাগরিকগণের সহিত পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। ৪৯

তদনন্তর বৃষ্ণিবীর প্রদ্যুম্ন আপনার অগ্রে গরুড়ের উপর পারিজাত স্থাপন করিয়া রমণীয় দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। ৫০

দৈন্যাদি সমন্বিত পারিজাতের অনুগমন করিলেন এবং তাঁহার পর শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি সাম্ব ও প্রভৃতি অনুগমন করিলেন।

যে সকল অন্য যাদবকুমার তাঁহার পশ্চাৎ ছিলেন, তাঁহারাও বিবিধ বস্ত্রদানে অলঙ্কৃত হইয়া। শ্রীকৃষ্ণের এই কর্ম প্রশংসা করিতে করিতে অনুগমন করিলেন। ৫২

সাত্যকির নিকট পারিজাত আনয়নবৃত্তান্ত বিস্তৃত বিবরণ শ্রবণ করিয়া দ্বারবাসী ও নাগরিকগণ অত্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের কর্মে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ৫৩

যে রাজন্! মহান অদ্ভুতকর্মা এই দিব্য কৃষ্ণবৃক্ষ বৃক্ষটি দেখিয়া অত্যন্ত প্রহৃষ্ট হইলেন এবং বারম্বার দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। ৫৪

বহু বিহঙ্গের কেলিকদম্বযুক্ত সেই অদ্ভুত এবং অচিন্ত্য বৃক্ষ দেখিয়া বৃক্ষদলের ভরা পুরীকৃত হইল। ৫৫

সেই বনস্পতির গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া অন্ধ দিব্যদৃষ্টি লাভ করিল এবং রোগী নীরোগ হইয়া গেল। ৫৬

আনর্তদেশের অধিবাসিগণ ঐ বৃক্ষের উপর কোকিলের একত্রে মধুর গান শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করিলেন। ৫৭

নানাবিধানি তূর্যাণি গেয়ানি মধুরাণি চ ।
তুরুম্বুতুম্বু বৃক্ষস্য নাতিদূরং গতা নরাঃ ॥ ৫৮
যোঽয়ং সন্তত্যমাস গন্ধ স্রুজ্ঞ নরস্তথা ।
স তত্রৈব তমাজগ্মে পারিজাতসমুদ্ভবম্ ॥ ৫৯
ততঃ প্রবিশ্য রম্যান্তু দ্বারকাং বসুনন্দনঃ ।
বসুদেবং মহাত্মানং দদৃশে দেবকীং তথা ॥ ৬০
কৃষ্ণরামপিতৃভ্যৈব বলা স্ত্রাতৃভমেব চ ।
বৃদ্ধান্ত দ্বাদবানাং যে মানার্হানরোপমান ॥ ৬১
বিস্মৃতা তান্ বৈ ভগবাননাদিনিধনোঽচ্যুতঃ ।
সম্পূজ্য চ যথান্যায়ং স্বমেব ভবনং গতঃ ॥ ৬২
স সত্যভাময়া বাসং বিবেশ মধুসূদনঃ ।
পারিজাতং তরুশ্রেষ্ঠং প্রদায় গদপূর্বজঃ ॥ ৬৩
সা দেবী পূজয়ামাস প্রস্থষ্টা বাসবানুজম্ ।
প্রতিজগ্রাহ তং চাপি পারিজাতং মহাদ্রুমম্ ॥ ৬৪

মনৌষিতেন স তরুরোপ্তা সত্যাঃ কিলাঙ্গনে ।
মহান্তং বংশবিস্তারং চকারাতুলমদ্ভুতম্ ॥ ৬৫
কদাচিদ্ দ্বারকায়াং সর্বাং প্রচ্ছাদয়তি ভারত ।
কদাচিত্তস্তবার্থায় ভবত্যাদুষ্টপল্লবিতঃ ॥ ৬৬
এবমস্য সত্যা কৌরব্য দেবী প্রাপ্তা মনোরথম্ ।
পুণ্যকার্থং সন্তারান্ সম্ভর্তুমুপচক্রমে ॥ ৬৭
যানি দ্রব্যাণি কৌরব্য জম্বুদ্বীপে তু কানিচিৎ ।
যোগ্যানি তানি কৃষ্ণেন সম্ভৃতানি মহাত্মনা ॥ ৬৮
মুনিং তদা সংস্তুতবান্ স নারদং
জনার্দনঃ সর্বগুণোচিতং বশী ।
প্রতিশ্রবার্থং ব্রতকস্য সত্যয়া
যথোপদিষ্টস্য পুরন্দরানুজঃ ॥ ৬৯
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
পারিজাতাহরনে পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫

সেই বৃক্ষের সমীপে অনবরত নানাপ্রকার বাদ্য ও মধুর গীত শ্রবণ করিয়াছিল । ৫৮

যে মানুষ তাহার শুভরে যে মধুর গন্ধের সন্ধান করিয়াছিল, সেই মানুষ পারিজাত বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন তাহারই ঘ্রাণ পাইয়াছিল । ৫৯

অনন্তর বসুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণের দ্বারকা পুরীতে প্রবেশ করিয়া মহাত্মা বসুদেব এবং মাতা দেবকীকে বন্দন করিলেন । ৬০

কৃষ্ণরামের অধিপতি উগ্রসেন, ভ্রাতা বলরাম এবং যাদবগণের মধ্যে দেবতুল্য মাননীয় বৃদ্ধগণের সঙ্গে তিনি মিলিত হইলেন । ৬১

তাহার পর আদি-অন্তহীন ভগবান অচ্যুত সকলকে যথোচিত পূজা করিয়া বিদায় দিলেন এবং নিজের ভবনে প্রবেশ করিলেন । ৬২

পরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমধুসূদন বৃক্ষশ্রেষ্ঠ পারিজাত লইয়া সত্যভামার ভবনে প্রবেশ করিলেন । ৬৩

সত্যভামা অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলেন এবং সেই মহাবৃক্ষ পারিজাত গ্রহণ করিলেন । ৬৪

হে ভারত ! বাসুদেবের ইচ্ছানুযায়ী সেই বৃক্ষ কখনও ক্ষুদ্র এবং কখনও বৃহৎ হইত । ইহা তখন এক অত্যন্ত আশ্চর্য বিষয় সংঘটিত হইয়াছিল । ৬৫

কখনও এই বৃক্ষ সমস্ত দ্বারকাকে আচ্ছাদিত করিত এবং কখনও বা ইহা প্রফুল্লপল্লবযুক্ত অদৃষ্টপূর্ব হইত । ৬৬

হে কুরুনন্দন ! দেবী সত্যভামা মনোবাঞ্ছিত এই বৃক্ষ পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং ইহা পাইয়া পুণ্যক-ব্রতের নিমিত্ত তিনি আয়োজন আরম্ভ করিলেন । ৬৭

হে কুরুনন্দন ! জম্বুদ্বীপে যে সমস্ত উপযুক্ত দ্রব্য ছিল, তাহা সমস্তই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন । ৬৮

তখন ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভিতেন্দ্রিয় জনার্দন সত্যভামার দ্বারা যথোচিত ব্রত আচরণ করাইবার জন্য এবং ব্রতের দান দক্ষিণার জন্য সর্বজনসম্মত নারদ মুনিকে বরণ করিলেন । ৬৯

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পারিজাত আহরনবিষয়ক পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[পুণ্যক-ব্রতে শ্রীকৃষ্ণস্য সত্যভামায়া নারদায় প্রদানম্, নিষ্ক্রয়ং গৃহীত্বা নারদেন শ্রীকৃষ্ণস্য মুক্তিঃ, শ্রীকৃষ্ণেন মুক্তদত্তাঃ পারিজাতাদ্ প্রদর্শ্য পুনঃ স্বর্গে প্রেরণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ কৃষ্ণস্য কৌরব্য বাক্যমাত্মতপোধনঃ
আজগাম মুনিশ্রেষ্ঠো নারদো বদতাং বরঃ ॥ ১
সম্পূজয়িত্বা বিধিবদ্ বাসুদেবো বিশাম্পতে
প্রতিগ্রহার্থং বিধিবৎ শ্রীমান্ ভক্ত্যা ন্যমন্ত্রয়ৎ ॥ ২
ততঃ কালে চ সম্প্রাপ্তে স্নাতং দেবো মহামুনিম্।
সম্পূজ্য মাল্যৈরর্চিত্বা ভোজয়ামাস ভারত ॥ ৩
সার্বকামিকমন্নাদ্যং সর্বভূতকরণ্ডকম্।
সত্যয়া প্রিয়য়া সার্দ্ধং প্রশ্রয়েণোপচারতঃ ॥ ৪
পুণ্যদামাবসজ্যাথ কণ্ঠে কৃষ্ণস্য ভামিনী।
বরঞ্চ কৃষ্ণং সুভগা পারিজাতে বরন্তদা ॥ ৫
অস্তির্যদৌ নারদায় তাং তাং দৃষ্ট্বাপ্সরোগণাং কেশবম্
দেবী যেতুঃসংক্রুদ্ধা ক্রুদ্ধং চ পর্যপৃচ্ছত ॥ ৬
হিরণ্যরুপামিক্রং মণিরত্নপ্রভেতি চ

ত্রিলমিত্রস্য চ তথা রাজ্ঞসেনস্য বৈ তথা ॥ ৭
প্রতিগৃহ্য তু তৎসর্বং নারদো মুনিসত্তমঃ।
স সম্প্রহৃষ্টো ভূত্বাথ ভূয়ঃ কেশবমব্রবীৎ ॥ ৮
তোঃ কেশব মহাবাহুহ্যহিস্তোঽপি সভায়া।
স ত্বং মামনুগচ্ছস্ব কুরু যদ্ যদ্ ব্রবীমাহম্ ॥ ৯
প্রথমঃ পন্থা ইত্যেবমব্রবীদ্ধরুষূদনঃ
ব্রহ্মন্নমুষবাজ্ঞ নারদশ্চ তথাকরোৎ ॥ ১০
পরিহাসং বহুবিধং কৃত্বা মুনিবরস্তদা
তিষ্ঠস্ব গচ্ছামীত্যুক্ত্বা পরিহাসং বিচক্ষণঃ ॥ ১১
অপনীয় ততঃ কণ্ঠে পুষ্পদামনরন্তরম্
কপিলাং যাং সবৎসাং তাং নিষ্ক্রয়ার্থং প্রযচ্ছ মে ॥ ১২
কৃষ্ণজিনং তিলাঃ পূর্বং প্রযচ্ছ চ কৃষ্ণম্
এষোঽস্ত নিষ্ক্রয়ঃ কৃষ্ণ বিহিতো দেবকৃতেন ॥ ১৩

মিত্রিত ও অন্য প্রকার বাক্যে পরিপূর্ণ ছিল। সেই কাঞ্চন পর্বতের সহিত ধর্ম, এবং রৌপ্যের সংখ্যা ছিল ১৪-৭

মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ সেই সকল দান গ্রহণপূর্বক অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং ভোজনানন্তর পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ঃ ৮

"হে কেশব! দেবী সত্যভামা তুলের সহিত আপনাকে দান করায় এখন আপনি আমার অগ্রসর আপনি আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আগমন করুন এবং যাহা যাহা আদেশ করিব, তাহা পালন করুন ঃ ৯

"ইহাই প্রথম পন্থা"—এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া গমনশীল নারদের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন ঃ১০

অনন্তর পরিহাসবিচক্ষণ মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ নানা প্রকার পরিহাস করিয়া বলিলেন,—"আপনি অবস্থান করুন, আমি প্রস্থান করিতেছি।" এইরূপ বলিয়া কণ্ঠ হইতে পুষ্পমালা অপসারিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"আপনার নিষ্ক্রয় (মূল্য) রূপ সবৎস এই কপিলা গাভীটি আমাকে প্রদান করুন" ঃ১১-১২

"শ্রীকৃষ্ণ! তিলের সহিত কৃষ্ণবর্ণের কৃষ্ণাজিন ও সুবর্ণও প্রদান করুন। ভগবান্ নারদ এইস্থানে এইরূপই নিষ্ক্রয়ের বিধান করিয়াছেন ঃ ১৩

তথেত্যুক্ত্বা হৃষীকেশস্তথা চক্রে জনার্দন।
স উবাচ মুনিশ্রেষ্ঠ হসিত্বা মধুসূদনঃ ॥ ১৪
বরং বরয় ধর্মজ্ঞ যত্তে নারদ কাঙ্ক্ষিতম্।
তত্তে দাতাস্মি ধর্মজ্ঞ পরা প্রীতির্হি মে ত্বয়ি ॥ ১৫

নারদ উবাচ।

নিত্যমেবাস্তু মে প্রীতো ভবান্ বিষ্ণো সনাতন।
ত্বৎপ্রসাদাত্তু লোকাংস্ত্রীন্ জেতুং তে মহাবলে ॥ ১৬
অযোনিজো ভবেয়ং তে নারায়ণ সতাং গতে।
ভবেয়ং ব্রাহ্মণশ্চৈব পুনর্জাত্বাত্মরেপি। ১৭
এবমস্ত্বিতি তং দেবো বিষ্ণুঃ প্রোবাচ ভারত
তুতোষ চ ততো ধীমান্ নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ১৮
ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণি বিষ্ণোস্তুল্যবয়োভৃতঃ
নিনস্থিতানি কৌরব্য সত্যাসা ঋষি-কান্যয়া ১৯
তাসাং যত্নো সন্নিধানমেকৈক ঋষিরচ্ছতা।
শচ্যা বো বাসুদেবস্য পুত্রা যূয়ং ভবাদিতি ॥ ২০

পারিজাতো বসংস্তত্র ততঃ প্রভৃতি ভারত
আজগ্মুর্বাসুদেবস্য নারদস্য মহাত্মনঃ ॥ ২১
নিবস্তিতা গণাঃ সর্বে কেশবেন মহাত্মনা।
বিকৃতিং পারিজাতস্য দদৃশুঃ কৃষ্ণলক্ষণে ॥ ২২
পাণ্ডবাংশ্চানয়ামাস সহৈব পৃথয়া হরিঃ।
দ্রৌপদ্যা চ মহাভাগাস্তথৈব চ সুভদ্রয়া ॥ ২৩
ক্রুদ্রশ্রবাঞ্চ সম্ভূতাং ভৌম্যঞ্চ সম্ভূতং তথা।
অস্তানপি চ কৌরব্য মিত্রশর্ম্মবিবর্দ্ধনান ॥ ২৪
রেমে চ সহ পার্শ্বেন কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
সাম্বঃপুত্রো মহাতেজাঃ পরমন্ধ্যাবসন্নপ ॥ ২৫
সাম্বংদমে তুতো ধীমান্ যাতে কেশিনিবর্হণম্।
পারিজাতাত্ত পুনঃ স্বর্গমারুরোহ সহভার্যয়া ॥ ২৬
তত্রাদিতিঃ কশ্যপঞ্চ দৃষ্ট্বা বচনমব্রবীৎ প্রভুঃ
শক্রেণ সহিতো ধীমান্ প্রসাদং কুরু মে বিভো ॥ ২৭
ত্বয়ুবাচাদিতির্বাক্যং প্রভুঃ মধুসূদনম্
সৌভ্রাত্রমস্তু বামেব নিত্যং চামরসত্তম ॥ ২৮

নরেশ্বর! তাহাই হউক এইরূপ বলিয়া জনার্দন মধুসূদন তথা করিলেন এবং হাসিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে বলিলেন ॥ ১৩

ধর্মজ্ঞ নারদ! আপনি যাহা কামনা করেন সেই বর প্রার্থনা করুন। আমি আপনার প্রতি প্রীত হওয়ায় বর প্রদান করিব ॥ ১৪

নারদ বলিলেন,—"হে সনাতন বিষ্ণো! মহামতি! আপনি আমার প্রতি সদা প্রসন্ন থাকুন এবং আপনার কৃপায় যেন আপনার সাযোজ্য লাভ করি ॥ ১৬

সংপুরুষদের আশ্রয়ভূত নারায়ণ! আমি আপনার কৃপায় যেন অযোনিজ হইতে পারি এবং স্বয়ংও পুনরায় ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করি ॥ ১৭

ভারত! তখন বিষ্ণু তাঁহাকে বলিলেন,—"তাহাই হউক" অনন্তর এই বরলাভ করিয়া বুদ্ধিমান্ মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ১৮

কৃষ্ণলক্ষণা! শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা অনুমতিক্রমে শ্রীহরির ষোল হাজার স্ত্রীকে নিজ ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ॥ ১৯

নরেশ্বর! পূর্বে স্ত্রীদেবী ভগবান বাসুদেবকে যে সকল সামগ্রী দান করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সত্যভামা সেই সকল সামগ্রী একটী একটী করিয়া তাঁহাদের দান করিলেন ॥ ২০

দেইস্থানে পারিজাত বৃক্ষ অবস্থিত হইয়া নিজ রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা লাভ করিয়া মহাত্মা নারদ তাঁহার সকল যুদ্ধদর্পকে নিরস্ত করিলেন। হে কৃষ্ণলক্ষণা! মহাত্মা কেশবের দ্বারা নিবারিত হইয়া তাঁহারা সকলে পারিজাত বৃক্ষের বৈভব নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ২১-২২

মহাভাগা দ্রৌপদী কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রার সহিত পাণ্ডবগণকেও আনাইয়াছিলেন ॥ ২৩

কৃষ্ণলক্ষণা! ক্রুদ্রশ্রবা এবং তাঁহার পুত্র নিত্যপাল, ভীমক ও তাঁহার পুত্র ভীষ্মক এবং অন্যান্য মিত্র শর্মকী ও বহুবান্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছিলেন ॥ ২৫

নরেশ্বর! মহাতেজাঃ ভগবান কৃষ্ণপুত্র সাম্বকে কৃষ্ণী ও দ্রৌপদীর সহিত শ্রীকৃষ্ণভামা পূর্বক সযত্নপালী হইয়া পরম আনন্দের সহিত দ্বারকাতে বসবাস করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

এক বৎসর অতিক্রান্ত হইলে সকল উৎপত্তির কারণ, [illegible] দিয়োনি, কেশিনিহন্তা শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত বৃক্ষটী পুনরায় লোকে আনয়ন করিলেন ॥ ২৬

অগ্রজের পরাক্রমশালী বুদ্ধিমান শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত পিতা কশ্যপ ও নিজ মাতা অদিতিকে দর্শন করিলেন ॥ ২৭

সেই সময় প্রভু মধুসূদনকে মাতা অদিতি বলিলেন—"দেবশ্রেষ্ঠ! তোমরা দুইজন পরস্পর ভ্রাতৃভাবের সহিত অবস্থান কর। জনার্দন! তুমি আমার এই মনোরথ পূর্ণ কর ॥ ২৮

মনোরথং মম ত্বং পূরয়স্ব জনার্দ্দন
তথেত্যেবাব্রবীৎ কৃষ্ণস্ততো মাতরমাত্মবান্ ॥ ১৯
আময়ন্ত্রিয়া পিতরো দেবরাজানমব্রবীৎ।
বাসুদেবো মহাতেজাঃ কালপ্রাপ্তমিদং বচঃ ॥ ৩০
মহাদেবেন দেবেশ সন্দিষ্টোঽস্মি মহাত্মনা।
অন্তর্ভূমিতলেঽবাসানুশান্ প্রতি মানদ ॥ ৩১
তদিতো দনুরাজেশ হন্তব্যস্তনুজোত্তমান্।
তত্রোপবিষ্টান্ স্বাতব্যঃ প্রবরৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥ ৩২
জয়ন্তেন চ বীরেণ মানবানাং ক্রিয়াংসয়া।
একোঽত্র মানুষো দেবো দেবপুত্রস্তথা পরঃ ॥ ৩৩

অবধ্যাঃ কিল তে দেবৈরসুরাঃ সর্ব্বদানবাঃ
অস্মাভিঃ কিল হন্তব্যা মানুষেষূপপদ্যতে ॥ ৩৪
তথেতি কৃষ্ণঃ স হরিঃ প্রীতস্তত্রাগতস্তদাব্রবীৎ।
সম্বজাতে ততো দেবাবাত্মাপ্তং জনমেজয় ॥ ৩৫
মনো জিগীষাং কৃষ্ণায় শক্রোঽমৃতমমুত্তমম্।
প্রীতাত্মা কুরুশার্দ্দূল কৃতবানমরেশ্বরঃ চ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
পারিজাতহরণে স্বর্গে পারিজাতস্থাপনং নাম
ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬

জনক মনস্বী শ্রীকৃষ্ণ মাতাকে বলিলেন,—তাহাই হউবে'। অতঃপর পিতামাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া মহাতেজস্বী বাসুদেব দেবরাজ ইন্দ্রকে সমুচিত এই কথা বলিলেন ২৯-৩০

হে মানদ দেবেশ! মহাত্মা মহাদেবের কৃপায় অন্তরে বসবাসকারী অথবা অসুরগণকে বধ করিবার নিমিত্ত আমাকে আদেশ প্রদান করিয়াছেন। ৩১

অতএব আজ হইতে দনু রাজির মধ্যে ভূমির অভ্যন্তরে বসবাসকারী বিশাল বিশাল দৈত্যগণকে হত্যা করিব। দানবগণের বধের ইচ্ছায় মহাত্মা প্রবর ও কীর্ত্ত জয়ন্তের সাহায্য কামনা করি। ৩২।

ইহাদের মধ্যে একজন (প্রবর) মনুষ্যদেব এবং অপর জন (জয়ন্ত) দেবপুত্র। প্রভুর বরপ্রভাবে দৈত্যাদি দেবতাদের অবধ্য; কিন্তু মনুষ্য-দেবপুত্র আমরা প্রবরই ইহাদের হত্যা করিব। ৩৩-৩৫

হে জনমেজয়! ইন্দ্র প্রসন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—তাহাই হউক। তারপর সেই দুই দেবতা পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন। ৩৫

কুরুশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র প্রীতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে অমৃত হইতেও উৎকৃষ্ট কিরীট ও দুইটি কুণ্ডল প্রদান করিলেন। ৩৬

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পারিজাত- হরণপ্রসঙ্গে স্বর্গে পারিজাত-স্থাপনবিষয়ক ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

(পুণ্যক-ব্রতবিধি-বর্ণনোপক্রমঃ।)

জনমেজয় উবাচ।
পুণ্যকানাং মমোৎপত্তিং কথয়স্ব দ্বিজোত্তম।
বৈশম্পায়নপ্রসাদেন সর্ব্বং হি বিদিতং তব ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ
ঊষয়া পুণ্যকবিধির্বরস্ত্রীভিঃ প্রকাশিতঃ পুরা।

শৃণু যেন বিধানেন লোকে ধর্ম্মকৃতাং বর ॥ ২
ধর্ম্মাদ্গৌতে পারিজাতে কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
যথৌ দ্বারবতীং যৌমাদ্দ্বারো মুনিসত্তমঃ ॥ ৩
দেবাসুরে নৃপশ্রেষ্ঠ সংগ্রামে সমুপস্থিতে।
ষট্‌পুরস্ত্র বধে ঘোরে মহাদেবাজ্ঞয়ানঘ ॥ ৪

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

[পুণ্যক-ব্রতবিধি বর্ণনের উপক্রম।]

জনমেজয় বলিলেন—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমাকে পুণ্যকসমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলুন; কারণ, আপনি বৈশম্পায়ন ব্যাসদেবের প্রসাদে সমস্ত বিদিত আছেন। ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরেন্দ্র! পূর্ব্বকালে ঊষাদেবী উষা যে বিধি প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা এই পৃথিবীতে যে বিধানের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে, উহা শ্রবণ করুন। ২

মহান্ কর্ম্মে ব্রতী শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গ হইতে পারিজাত বৃক্ষটি দ্বারকাতে লইয়া যাইলে, বুদ্ধিমান্ মুনিশ্রেষ্ঠ নারদও সেইস্থানে গমন করিয়াছিলেন। ৩

নিষ্পাপ নৃপশ্রেষ্ঠ! যখন মহাদেবের আজ্ঞায় দেবাসুরের

কৃষ্ণেন সহিতঃ বিপ্রঃ নারদঃ ধর্মবিত্তমম
আসীনং পরিপপ্রচ্ছ রুক্মিণী বৈদর্ভিকী নৃপ ॥ ৫
তত্র জাম্ববতী দেবী সত্যভামা চ ভামিনী।
গান্ধাররাজপুত্রী চ যোগযুক্তা নরাধিপ ॥ ৬
যেষ্যন্তি নৃপ কৃষ্ণস্য বহ্বোঽন্যা বৈ সমাগতাঃ।
কুলশীলগুণোপেতা ধর্মশীলাঃ পতিব্রতাঃ ॥ ৭

রুক্মিণ্যুবাচ।

মুনে ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞানভৃতাং বর।
উৎপত্তিং পুণ্যকানাং ত্বং বক্তুমর্হস্যশেষতঃ ॥ ৮
বিধিঞ্চ ফলযোগঞ্চ দানকালং তথৈব চ।
কৌতূহলং নস্তৎ সিদ্ধিং বদস্ব বদতাং বর ॥ ৯

নারদ উবাচ

শৃণু বৈদর্ভি ধর্মজ্ঞে সপত্নীভিঃ সমন্বিতে।
পুণ্যকানাং বিধিঃ প্রোক্তো যথা দেবি পুরোমযা ॥ ১০
চচারোমা ব্রতং দেবী পুণ্যকানাং শুচিব্রতা
ব্রতাবসানেঽথ তদা মধ্যে দেবি নিমন্ত্রিতাঃ ॥ ১১

অন্যাশ্চাপ্তাঃ সুতাঃ সর্বা বহুসাহস্রচারিণ্যঃ।
পৌলোমী চ শচী দেবী-খ্যাতা লোকে পতিব্রতা ॥ ১২
রোহিণী চ মহাভাগা সোমস্য দয়িতা সতী।
ফাল্গুনী চ তথা পূর্বা রেবতী চ বিশাম্পতে ॥ ১৩
তথা শতভিষা চৈব মঘা চ কুরুনন্দন।
এতাভিস্তি মহাদেবী পূর্বমারাধিতা সতী ॥ ১৪
গঙ্গা সরস্বতী চৈব বেণী গোদা চ নিম্নগা।
তথা বৈতরণী চৈব গণ্ডকী যা চ ভারত ॥ ১৫
অন্যাশ্চ সরিতো রম্যা লোপামুদ্রা চ ভারত।
সন্তাশ্চাত্রা জগদ্ধেয্যো ধারয়ন্তি হি তাঃ শুভাঃ ॥ ১৬
শুভাশ্চ গিরিনদ্যিশ্চো বহ্নিকন্যাশ্চ সুব্রতাঃ।
স্বাহা বহ্নিপ্রিয়া দেবী সাবিত্রী চ যশস্বিনী ॥ ১৭
ঋদ্ধিঃ কুবেরকান্তা চ ভদ্রানন্দরিয়া তথা।
ভার্যা পিতৃপতেশ্চৈব বসুপত্ন্যস্তথা চ যাঃ ॥ ১৮
হ্রীঃ শ্রীর্ধৃতিস্তথা কীর্তিরাশা মেধা চ সুব্রতাঃ।
প্রীতির্মতিশ্চ খ্যাতিশ্চ সন্নতিশ্চ তপোধনাঃ ॥ ১৯

সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল এবং যদুপুরবাসী জনগণের জীবন বধ আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময়ের কথা। ৪

নারদের। শ্রীকৃষ্ণের সহিত উপবিষ্ট ধর্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিপ্র নারদকে সেই সময় ভীষ্মককুমারী রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করিলেন। ৫

নারদের। সেই স্থানে রুক্মিণীর সহিত জাম্ববতী দেবী, ভামিনী সত্যভামা, গান্ধাররাজকুমারী যোগযুক্তা দৈবী এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য অসংখ্য কুলবতী, সুশীলা, গুণবতী, ধর্মশীলা ও পতিব্রতা পত্নীগণও সমাগত হইয়াছিলেন। ৬-৭

রুক্মিণী বলিলেন—ধর্মজ্ঞ ও জ্ঞানিকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুনে! আপনি পুণ্যকসমূহের উৎপত্তির বৃত্তান্ত পূর্ণরূপে আমাদের বলুন। ৮

হে বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবর্ষি! সেই পুণ্যকব্রতের বিধি, ফলযোগ, দানকাল ও উহার সিদ্ধির উপায় সমস্তে অবহিত হইতে কৌতূহলী আমাদিগকে সকল বিষয় বলুন। ৯

নারদ বলিলেন,— বরাঙ্গে, নিষ্পাপা বিদর্ভনন্দিনি! দেবি। পূর্বকালে উমাদেবী পুণ্যকব্রতের যে বিধি উপদেশ করিয়াছেন, তাহা আপনি সপত্নীগণের সহিত শ্রবণ করুন। ১০

দেবি! শুচিব্রতা উমাদেবী বখন পুণ্যকব্রত পালন করিয়াছিলেন, সেই সময় ব্রতের অবসানে তিনি নিজ সখীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ১১

প্রভানাথ! কৃষ্ণনন্দন! সুচীদন্তী মহান্ কর্দমপ্রভৃতি প্রজাপতি বৃক্ষের অধিতি প্রভৃতি কন্যাগণ লোকবিখ্যাতা পতিব্রতা পুলোমকুমারী শচীদেবী, সোমের সহিত সতীদাক্ষী ভার্যা মহাভাগা রোহিণী পূর্বা ফাল্গুনী, রেবতী, শতভিষা এবং মঘা ইহারা সকলে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাঁরা পূর্বকালে সতী মহাদেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন। ১২-১৭

ভারত! গঙ্গা, সরস্বতী, বেণী, গোদাবরী, বৈতরণী ও গণ্ডকী এবং অন্যান্য অন্যান্য রমণীয়া নদী সেইস্থানে প্রবাহিত হইয়াছিল এবং লোপমুদ্রা ও নিজ ধর্মে তৎপরা ব্রাহ্মণকারিণী অন্যান্য শুভলক্ষণা সতী দেবীগণ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৪-১৬

সুব্রতা গিরিকন্যাগণ, উত্তম ব্রতপালনকারিণী অগ্নিকন্যাগণ, বহ্নিপ্রিয়া স্বাহাদেবী, যশস্বিনী সাবিত্রীদেবী, কুবের-কান্তা ঋদ্ধি, জলাধিপতি বরুণদেবের মহিষী, যমরাজের ভার্যা এবং বসুপত্নীগণও সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৭-১৮

উত্তম ব্রতধারিণী ও তপোধনা হ্রী, শ্রী, ধৃতি, কীর্তি, আশা, মেধা, প্রীতি, মতি, খ্যাতি ও সন্নতি এই সকল কন্যাগণও সেই স্থানে একত্রিত হইয়াছিলেন। ১৯

দেব্যঃ সত্রাস্তথৈবাস্যাঃ সর্ব্বা হৃতমিতে স্তুতাঃ।
তাসাং ব্রতাবসানে চ পূজাং চক্রেঽম্বিকা তদা ॥ ২০
তিলরত্নময়ং দত্ত্বা পর্ব্বতং সর্ব্বধান্যবৎ।
বাসোভির্ভূষণৈর্যুক্তৈর্নানারাগৈঃ সুমধ্যমে ॥ ২১
প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং দত্ত্বাং দেব্যা তপোধনাঃ।
উপবিষ্টাঃ কথাশ্চিত্রাঃ কুর্ব্বন্ত্যো ভর্ত্তৃদেবতাঃ ॥২২
পুণ্যকার্থং কথাস্তাসামাসন দেবী শশংস যাঃ।
বিধিঞ্চ পুণ্যকস্যাথ সতীনাং ভর্ত্তৃদেবতে ॥ ২৩
তাসাং মধ্যেন সাধ্বীনাং সর্ব্বাসাং সোমনন্দিনী।
পর্য্যপৃচ্ছদমাঃ দেবীঃ পুণ্যকানাং বিধিং বরা ॥ ২৪

উমা তাসাং ভ্রিয়ার্থং তু পুণ্যকান্যব্রবীত্তদা।
সমক্ষং মম বৈদেহি সর্ব্বমেতদিতে স্তুতা ॥ ২৫
মত্তৈব চোময়া সক্তং স তদা রত্নপর্ব্বতঃ।
প্রতিগৃহ্য ময়া চৈব কৃতো ব্রাহ্মণসাচ্ছাতে ॥ ২৬
উমা তত্রব্রতীং সাধ্বীমমন্ত্র্য বদতাবত।
শৃণু কল্যাণি বক্ষ্যামি সর্ব্বাভিঃ সহিতা শুভে ॥ ২৭
পুণ্যকানাং বিধিং কৃৎস্নং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
যথা চৈব ময়া দৃষ্টস্তত এব বিধিঃ শুভে ॥ ২৮
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
পুণ্যকবিধিকথনং নাম সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৭

ইহার সেবা এবং সমস্ত স্ত্রীদের কল্যাণের জন্য সতী দেবীগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অম্বিকা-ব্রত সমাপনান্তে সকলকে পূজা করিয়াছিলেন ॥ ২০

সুমধ্যমা! তিল ও রত্নময় সম্পূর্ণ ধান্যযুক্ত পর্বত প্রদান করিয়া উমাদেবী নানাবিধ রাগে রঞ্জিত উত্তম বস্ত্রসমূহ ও আভূষণের দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন ॥ ২১

উমাদেবীর দ্বারা প্রদত্ত সেই পূজা গ্রহণ করিয়া তপোধনা ও প্রতিব্রতা রমণীগণ উপবেশন করত বিচিত্র আলাপ করিতে-ছিলেন ॥ ২২

হে পতিব্রতা! সেই সকল রমণীগণের জিজ্ঞাসা ও আলোচনার বিষয় ছিল পুণ্যকব্রত এবং সেই উমাদেবী সতীগণকে পুণ্যকব্রত এবং তাহার বিধিসমূহ উপদেশ দান করিয়া-ছিলেন ॥ ২৩

সমবেত সেই সকল সাধ্বী দেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পতিব্রতা সোমনন্দিনী উমাদেবীকে পুণ্যক-ব্রতের বিধি জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন ॥ ২৪

বিদর্ভরাজকুমারী! সমস্ত প্রাণিগণের হিতসাধনে ব্রতী উমাদেবী তাঁহাদের মঙ্গলকামনায় আমার সম্মুখে পুণ্যকব্রতের উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ২৫

হে শুভে! সেই সময় উমাদেবী আমাকেও রত্নময় পর্বত দান করিয়াছিলেন এবং আমি তাহা গ্রহণপূর্বক ব্রাহ্মণের অধীন করিয়াছিলাম ॥ ২৬

শুভে! কল্যাণি! উমাদেবী সাধ্বী অরুন্ধতীকে সম্বোধন করিয়া বাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, সকলের সহিত শ্রবণ কর ॥ ২৭

হে ভাবিনী! পুণ্যকব্রতের সম্পূর্ণ বিধি আমি যেরূপে বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি ও দর্শন করিয়াছি, সেইরূপে আমি ক্রমশঃ বর্ণনা করিতেছি ॥ ২৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পুণ্যকবিধিকথন নামক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[সতী-স্ত্রীণাং মহত্ত্বং বর্ণয়ন্ত্যোময়া পুণ্যক-ব্রতবিধেরুপদেশঃ।]

ঊমোবাচ।

সর্ব্বজ্ঞাহং যদা ভর্ত্তুঃ প্রসাদেন শুচিস্মিতে।
তদা পূর্ব্বা ময়াদিষ্টো দৃষ্টঃ পুণ্যবিধিঃ শুভঃ ॥ ১

সনাতনঃ পুণ্যবিধিরিতি বৃদ্ধ্যাবগম্যতাম্।
মহাদেবপ্রসাদেন ময়া দৃষ্টস্তুরুক্ততি ॥ ২

পুণ্যকানি চ সর্ব্বাণি চীর্ণবত্যাস্মানিন্দিতে।
অনুজ্ঞয়া ভগবতো ভর্ত্তুঃ সর্ব্বজ্ঞ ধীমতঃ ॥ ৩

সতীত্বং ধর্ম্মচরণং যত্না নিত্যমথণ্ডিতম্।
পুণ্যকানাং বিধিস্তস্যাঃ পুরাণৈঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪

দানোপবাসপুণ্যানি সুকৃতান্যপারুন্ধতি।
নিষ্ফলান্যসতীনাং হি পুণ্যানি তপা শুভে ॥ ৫

যা বঞ্চয়ন্তি ভর্ত্তারং যোনিদুষ্টাশ্চ যাঃ স্ত্রিয়ঃ।
যোনিদোষাৎ পুণ্যফলা নাপ্নুবন্তি নিরূপমাঃ ॥ ৬

সাধ্ব্যো ভগবদ্ধারয়ন্তি সুশীলাঃ পতিদেবতাঃ।
অনন্তা ধর্ম্মনিত্যাশ্চ সতীপন্থামনাশ্রিতাঃ ॥ ৭

অবাগ্দুষ্টাঃ শৌচযুক্তা দৃষ্টিমত্যঃ শুভব্রতাঃ।
সন্ততং সাধুবাদিন্যো ধারয়ন্তি জগৎ খলু ॥ ৮

ব্যাধিতং পতিতো বাপি দীনো বাপি কথঞ্চন।
ন ত্যক্তব্যঃ স্ত্রিয়া ভর্ত্তা ধর্ম্ম এষ সনাতনঃ ॥ ৯

অকার্য্যকারিণং বাপি পতিতং বাপি নির্গুণম্।
স্ত্রী পতিং তারয়তোত্র তথাত্মানং শুভাননে ॥ ১০

যোনিদুষ্টস্ত্রিয়ো নাস্তি প্রায়শ্চিত্তং হ্যতৈব সা।
বাগ্দুষ্টে বিহিতং শক্তিঃ প্রায়শ্চিত্তং পুরাতনে ॥ ১১

ভর্ত্তুশ্ছন্দেন কর্ত্তব্যং ব্রতকং সর্ব্বদা স্ত্রিয়া।
উপবাসোঽপি বা সাধ্ব্যা কাঙ্ক্ষন্ত্যা সুকৃতাং গতিম্ ॥১২

কল্পান্তরশতেষ্বপি ন স্ত্রী সা লভতে গতিম্
তির্য্যগ্যোনিসহস্রেষু পচ্যতে যোনিবিগ্নবাৎ ॥ ১৩

যদি সা নাম মানুষ্যং স্ত্রী লভেদসতী সতী।
চণ্ডালযোনৌ দুর্ম্মেধা জায়তে কৃকুরী শুনা ॥১৪

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

[সতী স্ত্রীগণের মহত্ত্ব বর্ণন করিতে উমা কর্ত্তৃক পুণ্যক-ব্রতবিধির উপদেশ।]

উমাদেবী বলিলেন—রে শুচিস্মিতে! যদিও আমি পতিদেবতার অনুগ্রহে সর্ব্বজ্ঞা, তথাপি পূর্ব্বকালে পতিদেবতার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া আমি পুণ্যকবিধি বর্ণন করিয়াছি। ১

অরুন্ধতি! তুমি নিজ বুদ্ধিপ্রভাবে ইহা নিশ্চয় করিয়া অবগত হও যে, এই পুণ্যবিধি সনাতন, আমি মহাদেবের অনুগ্রহে ইহাকে দর্শন করিয়াছি। ২

অনিন্দিতে! আমি নিজ পতি বুদ্ধিমান ভগবান্ শিবের আজ্ঞায় পুণ্যকসমূহের আচরণ করিয়াছি। ৩

যে নারীর সতীত্ব ও ধর্ম্মাচরণ নিত্য অখণ্ডিতরূপে নির্ব্বাহ করা, তাহার নিমিত্ত পুরাতন মহর্ষিগণ পুণ্যকের বিধি প্রতিপাদন করিয়াছেন। ৪

শুভে! অরুন্ধতি! অসতী নারীগণের সুকৃতি, দান ও উপবাসে পুণ্য এবং পুণ্যক ব্রত নিষ্ফল হইয়া যায়। ৫

যে সকল নারী পতিকে প্রবঞ্চনা করে এবং যাহাদের যোনি দোষসমূহে দূষিত হইয়াছে, তাহাদের ব্যভিচার-হেতু পুণ্যফল বিনষ্ট হয় এবং তাহারা নরকে গমন করে। ৬

যাহারা আচার বিচারে শুদ্ধ, পতিকে আরাধ্যদেবতারূপে স্বীকার করে, তাঁহাতেই অনন্যভাবে অনুরক্ত থাকে, সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া সতীপথের পথ অবলম্বন করে, সেই সাধ্বী স্ত্রীসকলই জগৎকে ধারণ করে। ৭

অদুষ্ট বাক্যযুক্তা, শুচিস্মিতা ধৈর্য্যশালিনী মঙ্গলব্রত ব্রতে নিরতা এবং সদা সাধুভাষিণী সাধ্বী নারীগণ এই জগৎকে ধারণ করে। ৮

পতি ব্যাধিগ্রস্ত হউন বা পতিত হউন বা দীন হউন, পতিকে ত্যাগ করা কখনও স্ত্রীর উচিত নয়; ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। ৯

ভগবনে! পতিব্রতা স্ত্রী নিজেকে এবং কর্ম্মহীন বা পতিত বা গুণহীন পতিকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। ১০

যোনিদুষ্টা স্ত্রীগণের শুদ্ধির নিমিত্ত কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই, সে ত' মৃতের ন্যায়। বাক্য-দোষে দূষিতা নারীর প্রায়শ্চিত্ত বেদে সংপুরুষগণ বিধান করিয়াছেন। ১১

যাহারা সুকৃতপতির অভিলাষ করে, সেই নারীগণের কর্ত্তব্য হইল নিজ পতির আজ্ঞার অধীনে অবস্থান করিয়া ব্রত পালন বা উপবাস করা। ১২

যোনিদূষিতা নারী পশু-পক্ষী প্রভৃতি সহস্র যোনির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া কষ্ট ভোগ করে। সেই স্ত্রী সহস্র কল্পান্তরেও সদ্গতি লাভ করে না। ১৩

যদি অসতী হইয়া নারী কোন মনুষ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে সে চণ্ডাল-যোনিতে জন্মলাভ করে এবং দুষ্ট বুদ্ধিসম্পন্না সেই স্ত্রী কৃকুরের মাংস ভক্ষণ করে। ১৪

ভর্তা যেষাং সদা স্ত্রীণাং সন্তিষ্টস্তপোবনে।
যস্য হি ভুঞ্জতে ভর্তা সা সতী ধর্মচারিণী ॥ ১৫
কৌতূহলহতানাং তু স্ত্রীণাং লোকো ন শোভনঃ।
ভর্তৃব্যেব মনো যাসাং সদ্ভাবেন ব্যবস্থিতম্ ॥ ১৬
কর্মণা মনসা বাচা পতিং নাতিচরন্তি যাঃ।
তাসাং পুণ্যফলাঃ সৌম্যে পুণ্যাঃ কল্পমুপাসতে ॥ ১৭
পুণ্যকানাং বিধিং কৃৎস্নং স্বর্লোকপ্রতিশোভনে।
নিবোধ মম সর্বাভির্দৃষ্টো যত্তপসা ময়া ॥ ১৮
স্নাত্বা স্ত্রী প্রাতরুত্থায় পতিং বিজ্ঞাপয়েৎ সতী।
উপবাসার্থমথ বা ব্রতকার্থং গৃহব্রতে ॥ ১৯
ঘৃতস্রাত্যাঞ্চ চরণৌ সততং সন্নতস্য চ
গ্রহীত্বোদ্বহয়ং পাত্রং সকুশং সাক্ষতং তথা ॥ ২০
সোপস্করং দক্ষিণং সিচ্য প্রতিগৃহ্যাত্ত তজ্জলম্।
ততো ভর্তুঃ সতী দদ্যাৎ স্নাতস্য প্রযতস্য চ ॥ ২১
আত্মনোঽপি নিষেক্তব্যং ততঃ শিরসি তজ্জলম্।
ত্রৈলোক্যসর্বতীর্থেষু স্নানমেতদ্বিধীয়তে ॥ ২২
উপবাসেষু কর্তব্যমেতদ্ধি ব্রতকেষু চ।
স্নানমেতদ্ধি সামান্যং স্ত্রীণাং পুংসাঞ্চ ভামিনি ॥ ২৩
অরুন্ধতি মযা দৃষ্টং তপসা ত্বদতেজসা।
অশল্যবিদ্ধং শয়নমাসনঞ্চ তথাবিধম্ ॥ ২৪
স্বয়া প্রক্ষালনং চাপি পাদয়োরনুশুশ্রূষিতম্।
অক্ষক্ষপাণ্ডো রোমন্থ কলঙ্কস্য কৃতঃ সক্তি।
উপবাসাদ্ ব্রতাদ্ বাপি সদ্যো ভ্রাশয়তি ক্লিন্নঃ ॥ ২৫
গুরুনেব সদা বাসঃ প্রশস্তং চন্দ্রসন্নিভে
অন্তর্বাসোঽপরং চৈব উপবাসে ব্রতে তথা ॥ ২৬
পাদকার্থং স্থলৈঃ কার্যাঃ সর্বদা ব্রতকে সতি।
উপবাসেঽপি চ বিধিরেষ এব প্রবর্ত্তিতঃ ॥ ২৭
অঞ্জনং রোচনং চাপি সন্ত্যজেন্ মুখমণ্ডনম্।
ব্রতকে চোপবাসে চ নিত্যমেব বিবর্জয়েৎ ॥ ২৮
দন্তকাষ্ঠং শিরঃস্নানমুদ্বর্তনমথাপি বা
বিবর্জিতং মুদা সর্বং সৌভাগ্যং তু বিধীয়তে ॥ ২৯

তপোধনে! স্ত্রীগণের পতিই দেবতা, ইহা সংপুরুষগণ বর্ণন করিয়াছেন। যে স্ত্রীর প্রতি পতি সন্তুষ্ট থাকেন, সে সতী এবং ধর্মচারিণী ॥ ১৫

কৌতূহলহতা অর্থাৎ পরপুরুষের সঙ্গ করিয়া নিন্দিতা স্ত্রীগণ কদাপি উত্তম লোক প্রাপ্ত হয় না। যাহাদের হৃদয় সদ্ভাব-পূর্বক কেবল পতিতেই আসক্ত থাকে, তাহারাই সতী ॥ ১৬

সৌম্যে! যে নারীগণ কর্মে, মনে ও বাক্যে পতিকে উল্লঙ্ঘন করে না, তাহারা পুণ্যকব্রতের দ্বারা পুণ্যফল লাভ করিয়া থাকে—ইহা উক্ত করা হইয়াছে ॥ ১৭

স্বর্গলোকের শোভাবর্দ্ধনকারিণী দেবি! আমি তপস্যার দ্বারা যাহার দর্শন লাভ করিয়াছি, সেই পুণ্যকব্রতের সম্পূর্ণবিধি সকলের সহিত নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ১৮

ব্রতকারিণি! সতী স্ত্রী প্রাতঃকালে উত্থানপূর্বক স্নান সমাপন করিয়া উপবাস করিবার নিমিত্ত বা ব্রত পালন করিবার নিমিত্ত পতিকে তাহা নিবেদন করিবে ॥ ১৯

ঘৃতস্রা-ভাণ্ডী এবং সাধুপুরুষের চরণে সদা প্রণামপূর্বক কুশ ও অক্ষতযুক্ত ভাস্রপাত্র লইয়া পাত্রীর দক্ষিণ পার্শ্ব সেচন, করত সেই জল গ্রহণ করিতে হইবে, অনন্তর সতী স্ত্রী স্নান সমাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে সেই জল পতির মস্তকে প্রদান করিবে এবং নিজের মস্তকেও সেই জল নিক্ষেপ করিতে হইবে। ইহাই ত্রিলোকের সমস্তপুণ্যতীর্থে স্নানরূপে গণ্য করা হইয়াছে ॥ ২০-২২

ভামিনি! উপবাস ও ব্রতের সময় এই স্নান অবশ্য কর্তব্য। স্ত্রী ও পুরুষগণের ইহা সমান স্নান ॥ ২৩

অরুন্ধতি! আমি মহাদেবের তেজ ও তপস্যার দ্বারা দর্শন করিয়াছি যে, এই ব্রতে নারীর শয্যা ও আসন এরূপ হইবে, যাহা কণ্টকবিদ্ধ হইবে না ॥ ২৪

এই ব্রতে নিজের পাদ দুইটি নিজেরই প্রক্ষালনের বিধান আছে। সাধ্বি! যদি অক্ষক্ষপতির হয়, রোষ এবং কলহ করা হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ স্ত্রীগণ উপবাস ও ব্রত হইতে ভ্রষ্ট হইবে ॥ ২৫

চন্দ্রমুখারি! উপবাস ও ব্রতে সদা শুভ্র বস্ত্র পরিধান প্রশস্ত এবং অন্তর্বাসও (সায়া-সেমিজ) পরিধান করা কর্তব্য ॥ ২৬

সাধ্বি! ব্রত ধারণ করিলে পর সদা বেত্র প্রভৃতি তৃণ-দ্বারা পাদুকা নির্মাণ করাইতে হইবে, চর্মপাদুকা ধারণ করা উচিত নয় এবং উপবাসেও এই বিধি প্রচলিত ॥ ২৭

নারীগণ ব্রতে ও উপবাসে নিত্য অঞ্জন, গোরোচনা, মুখমণ্ডি সমূহ ও পুষ্পসমূহ পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৮

এই ব্রতে নারীকে দন্তকাষ্ঠ, শিরঃস্নান অথবা অঙ্গে উদ্বর্তন লেপন বর্জন করিতে হইবে। সকল প্রকারের দুষ্টির নিমিত্ত মৃত্তিকা গাত্রঘর্ষণ করিবারই বিধান আছে ॥ ২৯

বিধায়ত্তকৈনিত্যং শ্রীফলৈল্ক সমাচরেৎ।
প্রক্ষালনং বৈ পিত্তস্য সদায়ুষ্যপ্রিয়ৈস্তথৈঃ ॥ ৩০
শিরসোঽভ্যঞ্জনং সৌম্যে নৈব তাবৎ প্রশস্যতে।
ন পাদ্যোর্ন গাত্রস্য স্নেহেনেতি স্থিতিঃ স্মৃতা ॥ ৩১
সোমায়নুষ্ঠানক খরযানক বর্জিতম্।
নগ্নস্নানক সততং ব্রতে চাপ্যপবাসকে ॥ ৩২
নদীজলং প্রস্রবজং প্রশস্তং সোমদৈবিনি।
শুভে উত্তরাগ্নে বাপ্যাদৌ বিস্তীর্ণে জলজাবৃতে ॥ ৩৩
গত্বা স্নানং প্রশস্তং তু সর্বৈর খলু সর্বথা।
জলাভে ত্বরুদ্ধা স্ত্রী ঘটস্নানং সমাচরেৎ ॥ ৩৪
নবৈস্তু কৃষ্ণৈঃ স্নাতব্যং বিধিরেষ পুরাতনঃ।
স্নানক কার্যং শিরসা তৎফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৫
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি পারিজাতহরণে পুণ্যকবিধিবর্ণনে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৮

বিল্ব, অক্ষত ও শ্রীফলের সহিত নিত্য দৃষ্টিকামিত্রি জলের দ্বারা মস্তক প্রক্ষালন বিধেয়। ৩০

সৌম্যে! এই ব্রতে শিরে অভ্যঞ্জন লেপন প্রেয় নয়। পদদ্বয়ে বা গাত্রে স্নেহ জাতীয় পদার্থ লেপন নিষিদ্ধ, ইহাই বিধান করা হইয়াছে। ৩১

ব্রতে ও উপবাসে সোম, ঈশ্ব ও পর্বসংযোগে সকট বর্জনীয় এবং কদাপি নগ্নস্নান বিধেয় নয়। ৩২

সোমদৈবিনি! নদী ও প্রস্রবজের জল উত্তম। কমলসমন্বিত, সুন্দর ও বিস্তৃত পুষ্করিণী বা জলাশয় প্রভৃতিতে গমনপূর্বক স্নান করা সর্বথা সর্বপ্রকারে প্রশস্ত। ৩৩।

পূর্বে অবরুদ্ধা নববধূ জলাশয়াদিতে স্নানের সুযোগ না পাইলে ঘটের জলে স্নান করিবে এবং নূতন কৃষ্ণের জলে স্নান করা উচিত, ইহাই পুরাতন বিধি। ব্রত বাতীত অন্য সময়ে) মস্তকের উপরে জল ঢালিয়া স্নান করিতে হইবে, তবেই তপস্যার ফললাভ হইবে। ৩৪-৩৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পারিজাতহরণপ্রসঙ্গে পুণ্যকবিধিবিষয়ক অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৭৮

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[পুণ্যকব্রতবুদ্ধিশ্চ নিয়মানাং দানানাঞ্চ বর্ণনম্, পুত্রাদিলাভহেতোরাস্তব্রতায়াঃ তথা দানানাং বিধানকথনম্।]

উমোবাচ

বিধিনৈতেন কৃৎস্নেন স্ত্রী সদা ভর্তৃদেবতা
চরেৎ সম্বৎসরং যাবদ্যাবদ্বাপ্যয়নেব চ ॥ ১
স্ত্রিয়ো জ্ঞাত্বাঽথবৈ সাক্ষাদেকোঽশ্ন সমাধিনা।
ত্বয়া চৈব বিধির্দৃষ্টো ব্রতকানাং ময়া শুভঃ ॥ ২
অদ্বিতীয়াৎ সতীঃ সর্বা যা মূলপ্রতিমা ভবেৎ।
তাসাং তু নিত্যযো বেগঃ কালদেশানুরূপতঃ ॥ ৩

তত্তো মাসান্তশুক্লস্য তিথৌ চ নবমী তথা।
আরাধয়িত্বা কর্তব্যং ব্রতকস্যাপবর্জনম্ ॥ ৪
উপবাসমনোরাত্রং ব্রতকস্যাপি নিশ্চিতম্।
আদৌ চান্তে চ কুর্বীত ব্রতকস্যাপি সিদ্ধয়ে ॥ ৫
ক্ষুরকর্ম্ম ততো ভর্তুরাত্মনশ্চৈব কারয়েৎ।
উৎসাদনক স্নানক তস্মিন্নহনি সাম্প্রতম্ ॥ ৬

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

[পুণ্যক-ব্রতসম্বন্ধী নিয়ম ও দানসমূহ বর্ণন এবং পুত্রাদি-লাভের হেতু অনুষ্ঠেয় অক্ষয় ব্রত ও দানসমূহের বিধানকথন।]

উমাদেবী বলিতে লাগিলেন—দেবি! পতিব্রতা স্ত্রী এই সম্পূর্ণ বিধির সহিত এক বর্ষ বা ছয় মাস অথবা এক মাসকাল সদা ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক ব্রত পালন করিবে। ১

ইহাতে একাকিনী জন সাধ্বী স্ত্রীলোককে আহ্বান করিতে হইবে। আমি ত্বয়ং সাধি তারা ব্রতের এই শুভ বিধানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। ২

মূল ব্রতকারিণী প্রধান স্ত্রী আমন্ত্রিত সকল সতীগণকে স্নান করিবেন এবং দেশ-কালানুসারে তাঁহাদের নিত্য প্রদান করিবেন। ৩

অনন্তর মাসান্তরে শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে দেবতার আরাধনা করিয়া ব্রত সমাপ্ত করিতে হইবে। ৪

ব্রতের সিদ্ধির নিমিত্ত আদিতে ও অন্তে নিশ্চিতরূপে অহোরাত্র উপবাস করা কর্তব্য। ৫

তদনন্তর পতিব্রত নিজের ক্ষৌর-কর্ম সম্পাদন করিয়া সেই দিবসেই স্নান ও ব্রতের উৎসাদন (উদ্‌যাপন) বিধান করা হইয়াছে। ৬

* এই শ্লোক দেখিয়া ইহাই অনুমিত হয় যে, প্রথমে যে একাকিনী (প্রধান) জন সাধ্বী স্ত্রীকে তাঁহাদের পতিদেবের অনুমতি অনুসারে আবাহন করা হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে ব্রতকারিণী স্ত্রী পূজারাত্র তাঁহাদের পতিদেবকেই দান করেন। দেশ-কালানুসারে নিজের (মূলা) দিয়া প্রথমে সেই ১১ জন সতী স্ত্রীকে নিজের করিয়া লন, তারপর তাঁহাদিগকে যথা পতির হস্তেই সমর্পণ করিয়া পুণ্যক-ব্রতপালনকারিণী স্ত্রী সেই দানজনিত পুণ্যভাগিনী হন।

ততো বিবাহবৎ স্নানং বিহিতং পুণ্যকে শুভে।
মণ্ডনং চৈব বিহিতং মাল্যাভরণমেব চ ॥ ৭

কুম্ভেন্তু স্নাপ্যমানেন সাক্ষী মরুদুদীরয়েৎ।
ভর্তুঃ পাদৌ নমস্কৃত্য মনসা বাথ বা গিরা ॥ ৮

আপো দেবা অমীষাং হি বিশ্বধাত্র্যো
দিব্যা মনুষ্যা যাঃ পঙ্কজা বর্ষধাত্র্যঃ।
হিরণ্যবর্ণাঃ পাবকাঃ শিবতমেন
রসেন জ্রেয়াসো মাং চরন্তু ॥ ৯

অপাময়ে স্মৃতো মন্ত্রঃ সর্বত্রাস্তস্য মে শৃণু
মন্ত্রাঃ পুরাণবিহিতাঃ স্ত্রীণাং সর্বাঙ্গশোভনে ॥ ১০

শুভ্যাযাস্তু গুণিনী যুক্তবর্ম্মা
ভর্ত্রা সাকং মম দাস্যা বরেণ
মা কর্ম্মণা মনসা বাপি কাঞ্চ
ভর্তুর্ভবেয়ং কুপতী স্যাং বলঙ্গা ॥ ১১

সপত্নীনামপি নিত্যং ভবেয়ং
সপুত্রা স্যাং সুভগা শীলরূপা।
সম্পন্নহস্তা গুণবাদিনী চ
সর্বাস্থনা স্যাং পরিতা ভবেয়ম ॥১২

পতিস্তু মে স্যাৎ সুমুখো মৎপ্রতীক্ষো
নিত্যং মদ্ভক্তঃ স্যাদমুতির্বশস্তিশ্চ :
প্রীতিশ্চ নৌ স্যাচ্চক্রবাকানুরূপা
মনোবিরাগো ন ভবেৎ সাধুবৎ স্যাৎ ॥ ১৩

লোকান্ সাক্ষীনাবৃণমানাঃ প্রজেয়ং
যাতিঃ সর্বং ধার্যতে বিশ্বরূপম্।
উভে কুলে যাঃ শুভাঃ পাবয়ন্তি
পিতুর্ভর্তুশ্চ পতিভক্ত্যোজ্জিতাস্তাঃ ॥১৪

চূর্ণির্বায়ুর্ভূমিরাকাশমগ্নি-
রম্ভঃকেত্রজ্ঞঃ প্রকৃতির্যো মহাংশ্চ।
অহঙ্কারশ্চ মম সাক্ষো নিযুক্তাঃ
স্বরেয়ুর্মে নিশ্চয়ং ব্রুবতঃ ম ॥ ১৫

যৈরারব্ধো বেদিনাং লৌকিকোঽয়ং
বিধিঃ সর্ব ছৈত্ত ভবৃক্তৈঃ সবীজৈঃ।
সত্যেনে মে সাক্ষিণঃ সর্বদাস্তা
রক্ষে চ স্থিত্বিশ্চরাং চাপি নিত্যম্ ॥ ১৬

ততো। পুণ্যাহ-ব্রতে বিবাহের ন্যায় স্নানের বিধান আছে এবং মণ্ডন ও মাল্যাভরণেরও বিধান জানে। ৭

কুম্ভের জলে স্নান সমাপন করত বরপরায়ণা সাক্ষী স্ত্রী পতির দুই চরণে নম অথবা বাক্যদ্বারা নমস্কার করিয়া এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ৮

জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঋষিগণের জননী, সম্পূর্ণ বিশ্বের ধাত্রী, আকাশচারিণী, হর্ষপ্রদানকারিণী, কল্যাণকারিণী, বর্ষের পোষণে তৎপরা, হিরণ্যবর্ণা, নির্মলা ও সকলকে পবিত্রকারিণী। তিনি নিজ কল্যাণময় রসের দ্বারা আমাকে শ্রেয়ের অধীশ্বরী করুন। ৯

সর্বাঙ্গশোভনে দেবি। এই জলসম্বন্ধীয় মন্ত্র সর্বত্র শ্রুত হয়। অতএব স্ত্রীগণের স্নানের নিমিত্ত পুরাণবিহিত মন্ত্র উপলব্ধ হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ১০

আমি যেন পতির কল্যাণকারিণী, মন প্রভৃতিতে আমি ক্ষমরহিতা, সদ্গুণবতী ও পতির সহিত ধর্মচারিণী হই এবং পতির সহিত থাকিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতম সেবা করি এবং মন, বাক্য ও ক্রিয়াদ্বারা কখনও তাঁহাকে কষ্ট না করি। ১১

সপত্নীগণের নিকট আমার স্থান উচ্চে থাকিবে, আমি পুত্রবতী, সৌভাগ্যবতী এবং মনোহর গুণযুক্ত হই। আমি যেন সর্বদা সম্পন্নহস্তা হই এবং সর্বদা মুক্তকণ্ঠে দান করিতে পারি এবং সম্পূর্ণ ভরসে গুণবাদিনী হই, কখনও যেন ক্ষীণা না হই। ১২

আমার পতি সর্বদা প্রসন্নমুখ হইয়া যেন আমার প্রতীক্ষা করেন, আমার প্রতি অনুরক্ত থাকেন, তাঁহার মতি ও গতি আমার প্রতি থাকে, চক্রবাক ও চক্রবাকীর ন্যায় আমরা দুইজনে প্রীতিযুক্ত থাকিতে পারি। আমাদের যেন কখনও মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় না এবং আমাদের ব্যবহার শ্রেষ্ঠ পুরুষের ন্যায় হয়। ১৩

যে শুভলক্ষণা দেবীগণ পতিভক্তির প্রভাবে শক্তিশালিনী হইয়া পিতা ও পতির দুই কুলকে পবিত্র করেন এবং যাঁহারা নিজ ধর্মে এই সম্পূর্ণ বিশ্বকে ধারণ করেন, সেই উত্তম পতিব্রতা দেবীগণের লোকে যেন আমি গমন করি। ১৪

পৃথিবী, বায়ু, জল, আকাশ, অগ্নি, অন্তর্যামী ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব এবং অহংকার—এই সকলকে আমি সাক্ষী নিযুক্ত করিলাম, ইঁহারা যেন আমার এই নিশ্চয় ও ব্রতকে স্মরণে রাখেন। ১৫

যে মন্ত্র প্রভৃতি ওষধিসহ ঈশ্বর ও তাঁহার কর্মবীজে যুক্ত হইয়া দেহধারিগণের এই লৌকিক দেহ নির্মাণ করিয়াছে, তাহারা এবং

চন্দ্রাদিত্যৌ পুথাসাক্ষী যমশ্চ,
দিশঃ সর্ব্বা দশ চাত্মা চ দেহস্থম্
সত্যেতে বৈ সাক্ষিণ: সর্ব্বসংস্থা
ব্রতে চাস্মিন্নিশ্চয়ে চাপি নিত্যে ॥১৭

মন্ত্রৈরেতৈঃ পুরাণোক্তৈঃ সর্ব্বব্রব্যাভিমন্ত্রিতম্
ব্রহ্মচর্য্যাৎ প্রভৃতি বৈ পুরাণে সমুদাহৃতম্ ॥ ১৮

স্নাত্বাথ বাসসী দদ্যাদ্ধৌতে কর্ত্তা স্বয়ং শুচৌ।
অথাক্ষতক্ষতিঃ ন স্যাচ্ছ্রুতে বিঘ্নে কেনচিৎ ॥ ১৯

বাসোঽন্যদেব দদ্যাচ্চ শ্বেতং মুখ্যং নবং শুচি।
শুক্লক্ষিতঞ্চ সূত্রং তু বাসসা তেন মিশ্রয়েৎ ॥ ২০

ততো দ্বিজঃ শুচিঃ দান্তঃ জ্ঞানবিজ্ঞানকোবিদম্।
ভোজয়েচ্ছ যথাশক্ত্যা সস্ত্রীকং পুনরাদরাৎ ॥ ২১

ব্রাহ্মণস্যাপি দাতব্যা বাসোযুগ্মং মহাতপোঃ
শয্যাসনং গৃহং ধান্যং দাসাঃ দাস্যঃ তথৈব চ ॥ ২২

অলঙ্কারঃ শক্তিতশ্চ বস্তুপর্বতঃ এব চ।
সর্ব্বধান্যসমৃদ্ধিশ্চ প্রতিষ্ঠেয়ঃ ॥ ২৩

বাসোভিশ্চ প্রতিচ্ছন্নো নানাবর্ণৈরলঙ্কৃতি
হস্তাদ্ধাবচয়ৈশ্চৈব দেয়া গৌরেব চ ত্বয়ম্ ॥ ২৪

লবণপ্রতিমাং দদ্যাল্লবনীতস্য চাপরাম্।
গুড়স্য মধুনশ্চৈব সুবর্ণস্য চ শোভনাম্ ॥ ২৫

তথৈব সর্ব্বসস্যানাং রসানাং পৃষতস্য চ।
তথা সুমনসাং দদ্যাদ্ রূপামৌঢ়স্য চ ॥ ২৬

ফলানাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং বাসসামপি নিষ্কিনি
চিত্রপ্রতিকৃতিঞ্চৈব কার্ষ্ণস্য প্রতিমাং তথা ॥ ২৭

শিলাং প্রতিকৃতিঞ্চৈব দদ্যাদ্ধৈব পরমন্তথা।
সর্পিষা দুর্ব্বরা চৈব যা চান্যাপ্যাহুতি ॥ ২৮

কালদেশানুরূপঞ্চ দেয়ং বিভবতঃ সতি।
অল্পং বা বহুলং বাপি তর্তুশ্চন্দেন সর্ব্বদা ॥ ২৯

তিলপাত্রং প্রদাতব্যং ন দেয়ং বহু শোভনে।
গৌযুগ্মস্য প্রদাতব্যা কপিলা কাংস্যদোহনে চ ॥ ৩০

কৃষ্ণাজিনস্য সূত্রস্য সতিলং বাসসান্বিতম্।
আদর্শং চৈব কুর্চ্চঞ্চ তথাজিনমনিন্দিতে ॥ ৩১

যাহাদের অভিমানী দেবতারূপে যিনি সকলের মধ্যে স্থিত, তিনি আমার এই ব্রতে ও নিশ্চয়ে সতত সাক্ষী থাকুন। ১৬

চন্দ্র, সূর্য্য, পুণ্যের সাক্ষী যম, দশ দিক্ এবং আমার এই আত্মা—এই সকল সর্ব্বত্র স্থিত দেবগণ আমার এই ব্রতের ও নিশ্চয়ের সাক্ষী হইয়া অবস্থান করুন। ১৭

ব্রতের আরম্ভ হইতে প্রতিদিন পুরাণোক্ত মন্ত্রসমূহের দ্বারা সমস্ত দ্রব্যকে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে, ইহা পুরাণে উক্ত হইয়াছে। ১৮

ব্রতে। স্নান সমাপ্ত করত নিজ পতিকে দ্বারা সূত্র কর্ত্তিত করিয়া দুইটি বস্ত্র সম্প্রদান করিবে। যদি কোন বিঘ্নবশতঃ দ্বারা কর্ত্তিত করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে অপর দুইটি শুভ, নবীন, উত্তম ও শ্বেত বর্ণের বস্ত্র দান করিতে হইবে। সেই বস্ত্রের সহিত কর্ত্তিত সূত্র মিশ্রিত করিয়া দিবে। ১৯-২০

সুধীবরে। অনন্তর জ্ঞানবিজ্ঞানকোবিদ, দান্তিত্রিয় ব্রাহ্মণকে নিজ পতির সহিত যথাশক্তি ভোজন করাইতে হইবে। ২১

মহান্ তপস্যাচারিণী অরুন্ধতি। ব্রাহ্মণকেও যথাসম্ভব এক জোড়া বস্ত্র, শয্যা, আসন, গৃহ, ধান্য, দাস-দাসী, আভূষণ, সকল প্রকার ধাতু ও বিশেষতঃ তিল মিশ্রিত রত্নময় পর্বত নানা বর্ণের বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া সাদর অনুধারে দান করা কর্ত্তব্য। সম্ভব হইলে হস্তী, অশ্বসমূহ দান করা যাইতে পারে বা একটী ঘাটীও প্রদান করা যাইতে পারে; যথাশক্তি অবশ্যই দান করিতে হইবে। ২২-২৪

লবণ, মাখন, গুড়, মধু এবং সুবর্ণনির্মিত পৃথক্ পৃথক্ সুন্দর প্রতিমাও দান করা কর্ত্তব্য। ২৫

নন্দিনি! সেইরূপ সকল প্রকার সুস্থিত পদার্থ, রস, পুষ্প, রৌপ্য, সম্পূর্ণ ফল, বস্ত্র, চিত্র এবং কার্ষ্ণনির্মিত প্রতিকৃতিও যথাসম্ভব পৃথক্ পৃথক্ দান করা কর্ত্তব্য। ২৬-২৭

প্রস্তর, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং সূর্য্যনির্মিত প্রতিমা বা অন্য প্রতিমাও অভিলাষ অনুসারে দান করিতে হয়। ২৮

সম্পদ বর্ত্তমান থাকিলে দাম্পতি আজ্ঞা অনুসারে দেশ-কালের অনুরূপ অল্প বা অধিক দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ২৯

শোভনে। তিলপাত্রও প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু দাম্পতির আজ্ঞা বিনা কোন বস্তু দান করা উচিত নয়। দাম্পতির আজ্ঞা অনুসারে কপিলা ঘাটী এবং কাংস্য পাত্রও অবশ্য দান করা বিধেয়। ৩০

সুনন্দে! অনিন্দিতে! কাল কৃষ্ণচর্ম্ম, তিল, যজ্ঞ, দর্পণ, কুশাসন এবং কৃষ্ণচর্ম্মও দান করিতে হয়। বরবর্ণিনি! এই সব বস্তু দান করত নারী সম্পূর্ণ কামনা লাভ করিয়া থাকেন এবং নারীগণের মধ্যে অগ্রগণ্যা, পুত্রবতী, সৌভাগ্যবতী, রূপবতী,

এতদ্ দত্ত্বা সর্ব্বকামানাপ্নোতি বরবর্ণিনি।
পুত্রোঽধিকা পুত্রবতী সুভগা রূপভাসিনী ॥ ৩২
মৃষ্টবক্তা ধনাঢ্যা চ স্ত্রী ভবত্যনলেক্ষণা।
ইচ্ছয়া লভতে চৈব কন্যা রূপগুণান্বিতাঃ ॥ ৩৩
ভবন্তি সুভগাশ্চার্য্যাশ্চৈব চ পুরোঽধিকাঃ।
পুত্রবত্যো ধনাঢ্যাশ্চ শীলবত্যশ্চ নিত্যদা ॥ ৩৪
অরুন্ধতি কৃতং হ্যেতন্ময়ৈব প্রথমং ধৃতং।
উমাব্রতমিতিব খ্যাতমত্র মহীতলে ॥ ৩৫
এতদ্দেবোত্তমং স্ত্রীণাং ব্রতং তস্মাৎ সমাচরেৎ।
সর্ব্বকামানবাপ্নোতি নাত্রৈবেতদনিন্দিতে ॥ ৩৬
এতদ্ব্রতকরো হ্যেষ দেবদেবো বৃষধ্বজঃ।
পুত্রাভিরিচ্ছবান্ সৌম্যে শ্রিয়ার্থং মম সর্ব্বদা ॥ ৩৭
ব্রতকান্তাবসানেঽথ নেয়ং ভোজ্যাঢ্য নিত্যদা।
স্ত্রীণাং কামাঃ প্রদেয়াশ্চ সদম্বাঃ কাল-দেশযোঃ ॥৩৮
একৈকস্য প্রদাতব্যাঃ ব্রতকাঃ বরবর্ণিনি।
ছত্রন্তো ব্রাহ্মণানান্তু দেয়মন্ত্রং সমর্পিতম্ ॥ ৩৯
পায়সং তত্র দাতব্যং ব্রতকে নাস্তথা ভবেৎ।
নাত্র প্রাণিবধঃ কার্য্যঃ পুরাণে নিয়তা শ্রুতিঃ ॥ ৪০
অথ দ্বিতীয়ং বক্ষ্যামি ব্রতং সোমসমুদ্ভবে।
মহাদেবপ্রসাদেন দৃষ্টব্যাশ্মি যচ্ছতে ॥ ৪১
সর্ব্বাঃ পুত্রফলা কার্য্যাঃ সন্তিস্তেব্রতমাপ্লুতম্।
তস্মাদ্দিষ্ট্বাতো দদ্যাৎ সপুত্রকরকান্ শুভে ॥ ৪২
জ্যৈষ্ঠাষাঢ়ৌ শুভৌ মাসৌ পুরোক্তং বিধিমাচরেৎ।
অথবা জ্যৈষ্ঠনেবৈকমাষাঢ়ং বা সমাচরেৎ ॥ ৪৩
শুক্লে মাসদ্বয়ে পূর্ণে মাসে বা বরবর্ণিনি।
সপুত্রকরকান্ দদ্যাৎ ক্ষান্তিপ্রতিপূর্ত্তিতান্ ॥ ৪৪
সপিষঃ পয়সশ্চৈব দধ্নোঽথ মধুনোঽনঘে।
জলস্য চ তথা দদ্যাৎ পূরয়িত্বা শশিপ্রভে ॥ ৪৫
একস্মৈ জ্ঞানবৃদ্ধায় সুব্রতায় ক্ষিতীস্থনে।
সপুত্রকরকান্ দদ্যাৎ যাবজ্জীবং মনস্য প্রিয়াঃ ॥ ৪৬

তদ্বয়স্তা, ধনাঢ্যা বো নির্ধনা নেহসিনিকী হন। তিনি ইচ্ছা মাত্রেই এরূপ বহু কন্যা প্রাপ্ত হন, যাহারা রূপ-গুণসম্পন্না, সৌভাগ্যশালিনী, ধনাঢ্যা ও সদা সুশীলা। ৩১-৩৪

অরুন্ধতি! আমিই প্রথমে এই ব্রতের আচরণ করিয়াছি, সেইজন্য এই পৃথিবীতে ইহা উমাব্রত নামে বিখ্যাত হইবে। ৩৫

স্ত্রীগণের পক্ষে ইহাই সর্ব্বোত্তম ব্রত, অতএব ইহার আচরণ অবশ্য করিবে। অনিন্দিতে! এই ব্রতের পক্ষে বিহিত এই দান প্রদান করিয়া নারী সমস্ত কামনা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৬

সৌম্যে! এই ব্রতের পুণ্যে আমি দেবাধিদেব বৃষ-ধ্বজ শিবকে যেন ক্রয় করিয়া লইয়াছি। সেই সর্ব্বব্রতী মহাদেব আমার প্রিয় করিবার জন্য পূর্ব্বকালে আমাকে পট্টমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। ৩৭

ভারপদ ব্রতের শেষে সদা ভোজ্য-পদার্থসহ দান করিতে হয়। স্ত্রীগণের দেশ-কালের অনুরূপ অভীষ্ট বস্তুসকলও দান করা কর্ত্তব্য। ৩৮

বরবর্ণিনি! ব্রতের যে উপকরণ দ্রব্য, তাহা সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে এবং ব্রাহ্মণদের ইচ্ছানুসারে তাঁহাদিগকে দক্ষিণাসহ অন্নদান করা কর্ত্তব্য। ৩৯

এই ব্রতে পায়স দান করিতে হয়। অন্য কোনও অন্ন অভীষ্ট নহে। ইহাতে প্রাণিবধ করা কদাপি উচিত নয়। ইহাই পুরাণে নিশ্চিতরূপে কথিত শ্রুতির সিদ্ধান্ত। ৪০

চন্দ্রবদনি! শুনে। এখন আমি অন্য ব্রত বর্ণনা করিব, যাহা আমি মহাদেবের কৃপায় প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি। ৪১

শুনে! সংপুত্রমণ্ডলের অভিমত হইল যে, সকল স্ত্রীগণই পুত্ররূপ ফলবতী হয় অর্থাৎ পুত্রের জন্মদান করিলেই তাহাদের নারীত্ব সফল হয়; অতএব পুত্রার্থিনী স্ত্রী পুত্রাভিলাষিণী নারীর দ্বারা দানযোগ্য বহু করক (কমণ্ডলু) দান করিবে। ৪২

পূর্ব্বে যে বিধি কথিত হইয়াছে, ইহা পুত্রার্থিনী স্ত্রী জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়-এই দুই শুভ মাসে পালন করিবে অথবা কেবল জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় একই মাস ধরিয়া তাহার আচরণ করিবে। ৪৩

বরবর্ণিনি! ভারপদ ব্রতের দুই মাস কিংবা এক মাস পূর্ণ হইলে পর পুত্রার্থিনী স্ত্রীগণের দ্বারা দানযোগ্য করকগুলিসমূহ দান করিবে। এই সব করকগুলির মধ্যে মিষ্টান্নরা বা চিনির সরবত পূর্ণ থাকিবে। ৪৪

চন্দ্রকলা কান্তিমতী নিষ্পাপা অরুন্ধতি! ঘৃত, দুগ্ধ, দধি ও জলের দ্বারাও করকগুলি পূর্ণ করিয়া দান করিতে হইবে। ৪৫

নারীর কর্ত্তব্য হইল যে, উত্তম ব্রতপালনকারী ও মনকে বশীভূতকারী একজনই জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে পুত্রার্থিনী স্ত্রীগণের

ইচ্ছেত স্ত্রী দুহিতরঃ স্ত্রীণাং কামকরঃ ততঃ।
কিঞ্চিদ্দ্রব্যং সুতাকামাৎ সুতাঃ প্রাগ্রোত্রসংশ্রয়ঃ ॥৪৭

যৌবাথ কাঞ্চনং বাপি দক্ষিণা চৈব শক্তিতঃ।
বিপ্রস্তাদ্ভাবনং বেদমবসন্নস্তু শুচিশ্চিতে ॥ ৪৮

যজ্ঞোপবীতং ব্রতকে দদ্যাদ্রাত্রৌ শুচিব্রতা।
সপুত্রকরকাপাত্র বিধিবল্লো বিপশ্চিতা ॥ ৪৯

অপত্যাখ্যানযোগেন ব্রাহ্মণেভ্যঃ শুচিব্রতা।
সংবৎসরং সুসম্পূর্ণং ব্রতবর্ষানুপালিনী ॥ ৫০

করকানপি দদ্যাচ্চ পূর্ণে সংবৎসরে শুভে।
অনুজ্ঞয়া সদা ভর্তুঃ সত্যব্যাহিকৃতস্তিঃ ॥ ৫১

সুবর্ণসূত্রং বিপ্রায় কৌমুদ্যাঃ সাধুমর্হতি
যজ্ঞোপবীতং বিপ্রস্তু ব্রতঃ সাংস্থাপ কামিকম্ ॥ ৫১

যজ্ঞোপবীতং করকঃ দক্ষিণাঞ্চ যথাশক্তিঃ।

প্রযচ্ছন্তী সতী স্ত্রীলাং সর্বং নক্তমনুব্রতে ॥ ৫৩

নবং ন ভক্ষয়েৎ কিঞ্চিন্নারী ধাত্রফলং ফলম্।
পুষ্পাণি নোপভুঞ্জীত যাবদেবা সমাচরেৎ ॥ ৫৪

একভক্তেন বর্ষান্তে পুণ্যাহং কর্তুমর্হতি।
ব্রাহ্মণায় তথা দেয়ং ভর্তুশ্চ তদনন্তরম্ ॥ ৫৫

এবং স বৎসরং কৃত্বা সুতাদ্য রূপশালিনী।
ভবত্যবিধবা চৈব স্ত্রী ধনং তাধ্বরী ॥ ৫৬

বার্ত্তাকানি ন খাদেদ্ যা স্ত্রী পূর্ণে পরিবৎসরম্।
ন সা পুত্রবিনাশং হি পশ্যত্যাভাবগামিনাম্ ॥ ৫৭

শশকং মৃগমাংসং বা নিত্যমেব বিবর্জয়েৎ।
নাপ্নোতি নরকং নারী তাপ্নোতি পতিদেবতাম্ ॥ ৫৮

অলাবুং বর্জয়েন্নারী তথৈব পৃতিকাদিকম্।
কলম্বীং কাঞ্চনং শাকং যা ভুঙ্‌ক্তে সুখমশ্নুতে ॥ ৫৯

দ্বারা লালযোগ্য ভক্ত করকগুলু প্রদান করিবে, যত করকগুলু গ্রহণ করিতে তাঁহার মনের অভীষ্ট হইবে। ৫২

যে নারী পুত্রী লাভ করিতে বাসনা করে সেই নারী পুত্রী-কামনায় ব্রাহ্মণী স্ত্রীগণকে কোনও একপ দ্রব্য দান করিবে, যাহা তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী হইবে, এরূপ করিলে তাহার পুত্রী (কন্যা) লাভ হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৪৭

দক্ষিণার জন্য যে অথবা সুবর্ণ দান প্রশস্ত। পবিত্র ঈষৎ হাস্যময়ী দেবি। এই ব্রতে ব্রাহ্মণকে তাঁহার আহ্বানের জন্য বস্ত্র (চাদরাদি) অবশ্য দিতে হইবে। ৪৮

পবিত্রতাসম্পন্নকারে ব্রতপালনকারিণী নারী ব্রতে যজ্ঞোপবীত দান করিবে। বিদ্বান পুরুষ হইতে পুত্রবতিনী স্ত্রীগণের জন্য নিয়ত কমণ্ডলু দানের বিধানও বলিয়াছেন। ৪৯

ভদ্রে! নিয়ত ব্রতবর্ষ পালনকারিণী পবিত্র ব্রতবাহিনী স্ত্রী অপত্যাখ্যান যোগে অর্থাৎ পুত্রিকা সন্তান (পুত্র) কামনা করিলে পুষ্যনিত্র নক্ষত্রের। পুষ্য, হস্ত ও শ্রবণের) যোগে এবং স্ত্রীলিঙ্গ সন্তান (কন্যা) লাভের ইচ্ছা হইলে পর (রোহিণী প্রভৃতি) স্ত্রীলিঙ্গ নক্ষত্রের যোগে পূর্ণ একবৎসর যাবৎ সদা পতির আজ্ঞানুসারে করক (কমণ্ডলু) দান করিবে। সত্যব্যাহিনী ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ। বর্ষ পূর্ণ হইলে পর কার্ত্তিক-পূর্ণিমার দিনে ব্রাহ্মণকে সুবর্ণসূত্র (যজ্ঞোপবীত) দান করিতে হইবে। কামনাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত ব্রত সমাপ্ত করিয়া ব্রাহ্মণকে যজ্ঞোপবীত, কমণ্ডলু ও যথাশক্তি দক্ষিণা দান করা উচিত। ৫০-৫১

যে সতী সাধ্বী স্ত্রী ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞকে ঔষধাদির রুচির অনুকূল বস্তুসমূহ দান করে, সেই স্ত্রী সমস্ত কাম্য বস্তুসমূহ উপভোগ করে। ৫৩-৫৩

নারী যতকাল এইরূপ ব্রত আচরণ করে, তত কাল কোনও নূতন অন্ন বা ফল ভোজন করিবে না এবং নব পুষ্পসমূহেরও উপযোগ (ব্যবহার) করিবে না। ৫৫

বর্ষান্তে একবার মাত্র এক সময়ে অন্ন ভোজন করিয়া এই পুণ্যক-ব্রত পালন করিতে হয়। প্রথমে ব্রাহ্মণকে ভোজন দান করিবা, তাহার পর পতিকে। ৫৫

এক বৎসর কাল এরূপ ব্রতাচরণ করিবার পর নারী সৌভাগ্যবতী, রূপ সৌন্দর্য্যশালিনী, অবিধবা ও ধনেশ্বরী হয়। ৫৬

যে স্ত্রী পূর্ণ এক বৎসরকাল বেগুন ভোজন করে না, সে নিজের পুত্রের মৃত্যু—দেখে না। ইহা তুমি নিশ্চিতরূপে জানিও। ৫৭

স্ত্রীর কর্ত্তব্য হইল—সে খরগোস, মৃগ মাংস অথবা অন্য প্রাণীর মাংস চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়া দিবে। এরূপ করিলে স্ত্রী অকাল বৃদ্ধা বা অন্যান্য প্রাপ্ত হয় না এবং পতিব্রতা ধর্মপালনের ক্ষমতাশালিনী হয়। ৫৮

যে স্ত্রী পতির সুখ কামনা করে, সে অলাবু (লাউ) এবং উৎপাদিকা (পুইশাক) ভোজন পরিত্যাগ করিবে। সে কলম্বী শাক ও কাঞ্চনও (রক্তপুষ্প। ভোজন করিবে না। ৫৯

পূর্ণে সংবৎসরে দদ্যাদেকৈকং শাকমাদৃতা
সমক্ষিণা পুত্রবতী ভবত্যেকা পুরোঽধিকা ॥ ৬০
অন্নং প্রক্ষালয়ানা স্ত্রী স্বপাদাবেবমাদিতঃ।
প্রতিষ্ঠাং লভতে নিত্যমুদ্বেগং নাধিগচ্ছতি ॥ ৬১
দিবা বা সূর্য্যপুত্রেণ বর্ত্ততে স্ত্রী পতিব্রতা।
একং সংবৎসরং পূর্ণং রাত্র্যেবন্তু বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৬২
সা জীবপুত্রা সুভগা ভবত্যনন্তরবর্ণিনি।
অদিতির্হ্যেতি সপ্তাশ্বং সপত্নৌ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৩
পূর্ণে সংবৎসরে দদ্যাৎ সৌবর্ণং সূর্য্যমুত্তমম্।
ব্রাহ্মণায়াতিরূপায় সহিতায় ধনিনে ॥ ৬৪
ফলানি বাথ পুষ্পাণি ভক্ষ্যাণ্যপি চ সুব্রতা।
দদ্যাদনন্তমিত্যুক্তে চরিত্রব্রতকা তথা ॥ ৬৫
যা তথাস্তমিতে সূর্য্যে ভুঙ্‌ক্তে স্ত্রী নিয়তা সতী।
চন্দ্র-নক্ষত্রপূতানি ভোজ্যানি বরবর্ণিনি ॥ ৬৬
সা দদ্যাৎ কাঞ্চনং চন্দ্রং নক্ষত্রাণি গ্রহানপি।
অতিরূপায় বিপ্রায় বাসসা লবণান্বিতম্ ॥ ৬৭
চন্দ্রশীতলদাত্রী সা ভবত্যনন্তরবর্ণিনি।
সুভগা দর্শনীয়া চ পুত্রবত্যপি ভাবিনী ॥ ৬৮
পৌর্ণমাস্যান্তু সততং প্রাপ্তে সোমোদয়েঽঙ্গনা।
অর্ঘ্যং দদ্যাৎ সুমনসাং সাক্ষতং সকুশং তথা ॥ ৬৯
যাবকঞ্চ বলিং দদ্যাদ্ দদ্যা চ সহ সংযুতম্।
এবং যা কুরুতে নিত্যং সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭০
অদৃষ্ট্বা যা তু নাশ্নাতি সূর্য্যং নারী পতিব্রতা।
তুষ্টিমেব বাথবা ব্রহ্মে সেষ্টান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭১
কাঞ্চনং শক্তিতো দদ্যাৎ সা বিপ্রায় মনস্বিনী।
সুভগা দর্শনীয়া চ ভবত্যনন্তরবর্ণিনি ॥ ৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
পারিজাতহরণে ব্রতকথনে
একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯

এইরূপ এক বৎসর পূর্ণ হইলে পর প্রত্যেক পাক দক্ষিণাসহ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ৩৫শ করিলে স্ত্রী একা (সপত্নীরহিতা), পুত্রবতী এবং সুভগা হয়। ৬০

যে স্ত্রী এরূপ ব্রতাচরণ করিয়া অন্যের হইতেই নিজের পাদ নিজেই ধৌত করে, সে সর্ব্ব প্রতিষ্ঠা লাভ এবং কখনও উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না। ৬১

দেবোপম কান্তিমতী দেবি! যে পতিব্রতা নারী পূর্ণ এক বৎসর পর্য্যন্ত দিনে সূর্য্যের দ্বারা পবিত্র অন্নে জীবন নির্ব্বাহ করে এবং রাত্রিতে ভোজন ত্যাগ করিয়া থাকে, সেই স্ত্রী চিরজীবি-পুত্রবতী ও সৌভাগ্যশালিনী হয় এবং সমস্ত সপত্নীগণের উপর অধিকার স্থাপিত (আধিপত্য) করে—ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৬২-৬৩

একবর্ষ পূর্ণ হইলে পর সে রূপবান্, চরিত্র ও ধনবী ব্রাহ্মণকে সূর্য্যের সুবর্ণময়ী উত্তম প্রতিমা দান করিবে। ৬৪

অথবা এই ব্রতের আচরণকারিণী সেই সুব্রতা নারী সূর্য্যের অস্তগমনের পূর্ব্বেই ফল-মূল ও ভক্ষ্য পদার্থ দান করিবে। ৬৫

ব্রতবিধি। যে সতী স্ত্রী পূর্ব্বোক্ত রূপে ব্রতাচরণ করত সূর্য্যাস্ত হইলে পরই চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ পবিত্র ভোজ্য পদার্থসমূহ ভোজন করে, সেই স্ত্রী বর্ষ পূর্ণ হইলে পর সুবেশা ও রূপবান্ ব্রাহ্মণকে সুবর্ণময় চন্দ্র, নক্ষত্র ও গ্রহমণ্ডলের প্রতিমা দান করিবে এবং সেই সঙ্গে উত্তম লবণসংযুক্ত বহু দ্রব্য দান করিবে। ৬৬-৬৭

সেই স্ত্রী চন্দ্রতুল্য শীতল ও চরিত্রের, দেবোপম কান্তিতে সুশোভিত, সৌভাগ্যবতী, দর্শনীয়া, পুত্রবতী এবং পতির প্রতি অনুব্রতা হয়। ৬৮

সেই কল্যাণময়ী স্ত্রী কখনও পূর্ণিমার চন্দ্রোদয় হইলে পর অক্ষত ও কুশের সহিত দেবগণকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে এবং দধির সহিত যাবকের (যবের পিষ্টক বা পালো) নৈবেদ্য সমর্পণ করিবে। যে স্ত্রী নিত্য বিঘ্ন সহকারে এইরূপ করে, সেই স্ত্রী সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হয়। ৬৯-৭০

যে পতিব্রতা স্ত্রী আকাশ মেঘমণ্ডলে আচ্ছাদিত হইলে অথবা মেঘরহিত স্বচ্ছ আকাশ হইলে, সূর্য্যদেবকে দর্শন না করিয়া ভোজন করে না, সেই স্ত্রী অভীষ্ট সমস্ত কামনাই প্রাপ্ত হয়। ৭১

যে মনস্বিনী সতী স্ত্রী নিজের শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান করে, সেই স্ত্রী সৌভাগ্যবতী, দর্শনীয়া ও দেবোপম কান্তিতে সুশোভিতা হয়। ৭২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে পারিজাত-হরণপ্রসঙ্গে ব্রতকথনবিষয়ক একোনাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[নানাবিধ-ব্রতানাং বিধানকথনম্।]

ভগবত্যুবাচ।

নির্বেষ্টব্যঃ শরীরং বৈত্র ভবৈঃ পুণ্যকৈরপি।
অরুন্ধতি প্রবক্ষ্যামি সর্বেভ্যস্তির্বরেণ তু ॥ ১
কৃষ্ণাষ্টম্যাং বা ত্রিপতি স্নাদ্ বা মূলফলাশিনী।
ব্রাহ্মণান্নৈকমপনং ঘৃতং দত্ত্বা ভর্তৃসেবতা ॥ ২
গুরুবক্ত্রা শুভাচারা গুরুসৈবতপূজকা।
এবং সংবৎসরং কৃত্বা ততো দদ্যাদ্ দ্বিজাতয়ে ॥ ৩
গোবালরজ্জুসংযুক্তঃ চামরক্ষ ঘণ্টঃ তথা।
দক্ষিণাপূর্বমিষ্টান্নং শক্ত্যা বাপি শুচিব্রতে ॥ ৪
ঊষ্মিমন্তং ঘরালাত্রা শ্রোত্রিদেশাবলম্বিনম্।
তস্যা ভবন্তি কেশাস্তু ভক্তিমত্তা হি ভর্তরি ॥ ৫
শিরো নির্বেষ্টুকামা তু গোমূত্রেণ শিবং সতী
প্রক্ষালয়েন্মলং ধাত্রা বিল্বেন শ্রীফলেন চ ॥ ৬
গোমূত্রঞ্চ সদা প্রাশ্যেচ্ছিরঃস্নানঞ্চ মিশ্রয়েৎ

কৃত্বা চতুর্দশীং ত্বেতৎ কর্তব্যং বরবর্ণিনি ॥৭
ভবত্যবিধবা চৈব সুভগা বিজয়া তথা।
শিরোরোগৈর্নৈব চাক্তা শরীরঞ্চাভিতপ্যতে ॥৮
দর্শনীয়ং ললাটং যা কালক্রতি স্ত্রী শুচিস্মিতে।
তিথিং প্রতিপদং নিত্যং সা ত্রিপেদেকভোজনা ॥ ৯
পয়সা চ তথাজ্যেন যাবৎ সংবৎসরো গতঃ।
ব্রাহ্মণায় ততো দদ্যাৎ পট্টং রূপসমন্বিতং শুভম্ ॥ ১০
ললাটং রূপসম্পন্নমাপ্নোতি স্ত্রী সুনশ্যমা।
সততং স্ত্রী দ্বিতীয়ায়াং ভ্রুবোরিচ্ছেৎ সুরূপতাম্ ॥১১
অনন্তরোপবাসেন শাকভক্ষাশনা সতী।
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে ব্রাহ্মণং স্বস্তি বাচয়েৎ ॥ ১২
ফলৈঃ পরিবৃতৈঃ সৌম্যৈর্মাষাঢ্যাং দক্ষিণান্বিতৈঃ
লবণেন চ তত্রং তে ঘৃতপূপেন চানঘে ॥ ১৩

অশীতিতম অধ্যায়।

[নানাবিধ ব্রতসমূহের বিধান কথন।]

ভবতী উমা বলিলেন,—অরুন্ধতি! যে সব ব্রত ও পুণ্যকের দ্বারা এই শরীরকে পরম সুখপ্রাপ্তির যোগ্য করা যায়, সেই সমস্ত এই তিথি ও বেলা ফলের সহিত বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১

পবিত্র ব্রতপালনকারিণী দেবি! যে পতিব্রতা নারী কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে নিজের এক সংবৎসর ভোজন ব্রাহ্মণকে দান করিয়া স্বয়ং উপবাস পূর্বক সেই দিন অতিবাহিত করেন, অথবা সেই দিন ফলমূল খাইয়া অবস্থান করেন, শ্বেতবস্ত্র ধারণ করত সদাচার পালন করিয়া গুরুজন ও দেবতাদের পূজা করেন এবং এইভাবে এক বৎসর এই নিয়ম পালন করেন এবং ঘোগুচ্ছের রজ্জু নির্মিত চামর, অন্ন তথা দক্ষিণাসহিত মিষ্টান্ন যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে দান করেন, সেই পতিভক্তা নারীর কেশ কটিপ্রদেশের নিম্নস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং উহার অগ্রভাগ কুঞ্চিত হয় ॥ ২-৫

বরবর্ণিনি! যিনি নিজ মস্তকের সুখ কামনা করেন, সেই সতী সাধ্বী স্ত্রী গোময়, বেল ও পাকা বেল (শ্রীফল) —এই সকল একত্র করিয়া তাহার দ্বারা (নিজ) মস্তক ধৌত করিবেন। উহার মল দূর করিবেন। সর্বদা গোমূত্র পান করিবেন এবং মস্তক ধৌত করিবার সময় ঐ জলে গোময় মিশ্রিত করিবেন। প্রতি কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে এই নিয়ম পালন করিতে হইবে। এইরূপ আচারপালনকারিণী স্ত্রী বিধবা হন না এবং সৌভাগ্যবতী হইয়া থাকেন। তাঁহার জ্বর প্রভৃতি রোগ হয় না এবং শিরোরোগেও কষ্ট হয় না ॥ ৬-৮

শুচিস্মিতে! যে স্ত্রী নিজ ললাটকে দর্শনীয় বা শোভাসম্পন্ন করিতে চাহেন, তিনি এক বৎসর যাবৎ প্রত্যেক প্রতিপদ তিথিতে একবারমাত্র ভোজন করিয়া এবং দুগ্ধের সহিত ভাত খাইয়া থাকিবেন। তারপর (বৎসরান্তে) ব্রাহ্মণকে স্বর্ণময় পট্ট দান করিতে হয়। এইরূপ আচরণকারিণী সুন্দর কটিপ্রদেশবতী স্ত্রী মনোরম রূপ সৌন্দর্যে যুক্ত ললাট প্রাপ্ত হন ॥ ৯-১০

নিষ্পাপ অরুন্ধতি! তোমার কল্যাণ হউক। যিনি ভর্তারের সৌখ্যের ইচ্ছা করেন, সেই সতী সাধ্বী স্ত্রী সকল দ্বিতীয়া তিথিতে একবার উপবাস করিয়া শাক-ভাত খাইয়া থাকিবেন। এইভাবে এক বৎসর পূর্ণ হইলে সুন্দর পাকা ফল, এক মাষা সুবর্ণ দক্ষিণা এবং লবণ ও ঘৃতে পূর্ণ পাত্র দান করিয়া ব্রাহ্মণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইবেন ॥ ১১-১৩

আত্মনঃ শোভনৌ কর্ণৌ বিদ্ধন্তী স্ত্রী সুমধ্যমা।
নক্ষত্রে শ্রবণে প্রাপ্তে ধ্রুবং ভুঞ্জীত যাবকম্ ॥ ১৪
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে কর্ণৌ লক্ষ্মাভিরন্বয়ৌ
ঘৃতে প্রক্ষিপ্য বিপ্রায় পয়সা সহিতে শুভে ॥ ১৫
নাসামিচ্ছেল্লতাঢ্যাস্তামব্যঙ্গাং ব্যাধিবর্জিতাম্।
তিলগুড়াং সদা সিক্তেদ্ যাবৎপুষ্যেন্দ্বি রক্ষিতঃ ॥ ১৬
অনন্তরোপবাসেন সেক্তব্যাঃ সলিলৈঃ সদা।
তস্মাদবাপ্য পুষ্পাণি ঘৃতে প্রক্ষিপ্য দাপয়েৎ ॥ ১৭
বক্ষীভবেরমিতি যা স্ত্রী কাঞ্চনত্যমুতোত্তরে।
অনন্তরং বৈ ভুঞ্জানা পয়সাথ ঘৃতেন বা ॥ ১৮
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে পদ্মপত্রাণি মন্ত্রিতা।
তথৈবোৎপলপত্রাণি ক্ষসেৎ ক্ষীরে শুচিস্মিতে ॥ ১৯
প্রযচ্ছানি বিপ্রায় ততো দদ্যাৎ সতী সতি।
কৃষ্ণসারসমাক্ষী তদ্ধন্যা ভবতি নান্য বৈ ॥ ২০
ইচ্ছেদ্যোষ্টৌ চারুরূপৌ যা স্ত্রী ধর্ম্মগুণান্বিতা
সা মুদ্গেন তু শিবেচ্ছকঃ বৎসরং সতী ॥ ২১
অযাচিতেন ভুঞ্জীত নবম্যাং ধর্ম্মচারিণী।
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে দ্বিজেভ্যো দাতুমর্হতি ॥ ২২
তেন বিম্বফলাভৌষ্ঠী স্ত্রী ভবত্যেব লোভনে।
সুভগাথ বপুঃপুত্রধনাঢ্যা গোমতী তথা ॥ ২৩
যা চারুশ্রোণিনিক্ষেত দন্তানমতবর্ণিনি।
শুক্লাষ্টমীং ন সাপ্নোয়াদ্দুঃখমনিশ্চিতা ॥ ২৪
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে দদ্যাদ্ রৌপ্যময়ান্ সতী।
দন্তান্ প্রক্ষিপ্য ধর্ম্মজ্ঞে পয়স্যুতিগুণোদিতে ॥ ২৫
তেন সা জাতিপুষ্পাভান্ দন্তান্ প্রাপ্নোতি সা সতী।
সৌভাগ্যমপি চাপ্নোতি সপুত্রঃ স্যাদনন্তরে ॥ ২৬
সর্ব্বদেব মুখং কান্তমিচ্ছেদ্ যা রুচিরাননে।
সা পূর্ণমাস্যাং স্নাত্বা তু প্রাপ্য চন্দ্রোদয়ে শুভে ॥ ২৭
যাবকং পয়সা সিক্তং দদ্যাৎ বিপ্রায় ভামিনী।
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে চন্দ্রঃ রূপময়ং শুভম্ ॥ ২৮

যে সুমধ্যমা (সুন্দর কটিদেশবিশিষ্টা স্ত্রী নিজ কর্ণ দুইটিকে সুন্দর শোভাসম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি শ্রবণা নক্ষত্র প্রাপ্ত হইলে অবশ্যই যব বা যবের তৈরী ভোজন করিবেন। এইভাবে এক বৎসর পূর্ণ হইলে দুইটি সুবর্ণময় কর্ণ নির্মাণ করিয়া ঘৃত মিশ্রিত ঘৃতপাত্রে রাখিয়া তাহা ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়। ১৩-১৫

যে স্ত্রী ললাটসদৃশা নাসিকা ইচ্ছা করেন, যাহাতে উহা বিকৃত না হয় বা ব্যাধিযুক্ত হয় এবং সর্বদা সুন্দরভাবে রাখিতে চাহেন, তিনি সদা তিলগুড় সিঞ্চন করিবেন এবং যতদিন না উহাতে সুরক্ষিত হইয়া ফুল ও ফল জন্মায়, ততদিন সিঞ্চন করিতে হইবে। যেদিন হইতে সিঞ্চন আরম্ভ হইবে সেদিন প্রথমে উপবাস করিতে হইবে এবং পুনরায় জল সিঞ্চন করিতে হইবে। যখন উহাতে ফুল জন্মাইবে, তখন ঐ ফুল লইয়া ঘৃতে নিক্ষেপপূর্বক দান করিতে হইবে। ১৬-১৭

হে অনুত্তোত্তরে! যিনি সুন্দর অক্ষি কামনা করিবেন, তিনি নিরন্তর দুধ অথবা ঘৃত দ্বারা ভোজন করিবেন। শুচিস্মিতে! এইভাবে একবৎসর পূর্ণ হইলে তিনি বস্ত্র ও ভূষণে বিভূষিতা হইয়া কমল ও কুমুদের পাতায় দুধ ঢালিবেন এবং তাহা ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। হে পতিব্রতে! এইভাবে দান করিয়া নারী কৃষ্ণসার মৃগের সমান নেত্রবিশিষ্টা হইয়া থাকে। ১৮-২০

যে সুন্দরী ও সাধ্বী যে স্ত্রী সুন্দর গুণযুক্ত কামনা করেন, তিনি এক বৎসর মুদ্গ পাকে তাহা পান করিবেন এবং ধর্মপরায়ণা হইয়া প্রত্যেক নবমী তিথিতে অযাচিতভাবে উপস্থিত অন্ন ভোজন করিবেন। এইভাবে এক বৎসর পূর্ণ হইলে একটি বিল্বফল (পেয়ারা) দান করিতে হয়। ২১-২২

হে লোভনে! এইরূপ করিলে ঐ স্ত্রীর ওষ্ঠযুগল অবশ্যই বিম্বফলের সমান লাল হয় এবং তিনি সৌভাগ্যবতী, গুণবতী, পুত্রবতী, ধনাঢ্যা ও গোমতী হইয়া থাকেন। ২৩

হে অনুত্তমবর্ণিনি! তিনি অতিশয় সুন্দর ও শুভ্র দন্ত কামনা করেন, তিনি শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথির উপর সময়েই ভোজন করিবেন না। ২৪

হে ধর্মজ্ঞে! এইভাবে একবৎসর পূর্ণ হইয়া যাইলে ঐ সতী নারী গুণার দন্ত নির্মাণ করিয়া উহা উক্ত গুণযুক্ত দুধে ফেলিয়া দিবেন এবং দক্ষিণাসহ ঐ দুগ্ধ ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। ২৫

হে অনঘে! এইরূপ করিলে ঐ সতী সাধ্বী স্ত্রী চামেলী পুষ্পতুল্য শ্বেতশুভ্র দন্ত প্রাপ্ত হন এবং পুত্র লাভ করেন। ২৬

হে রুচিরাননে! যে স্ত্রী কান্তিযুক্ত মুখমণ্ডল কামনা করেন, সেই ভামিনী পূর্ণিমায় স্নান করিয়া চন্দ্রোদয় হইলে দুগ্ধ দ্বারা সিক্ত যব বা ময়দার যাবক ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। এইভাবে এক বৎসর পূর্ণ হইলে স্বর্ণে চন্দ্রের প্রতিমা নির্মাণ করিয়া উহা

পত্রে দূরে তু বিজ্ঞেয় ব্রাহ্মণান্ বক্তি বাচয়েৎ।
পূর্ণচন্দ্রমুখী তেন দানেন স্ত্রী শুভা ভবেৎ ॥ ২৯
তনাবিচ্ছিন্নি বা নারী তুবরাজফলোপমৌ।
অযাচিতা দদাত্যাং সা নিত্যমন্নীত বাগ্‌বতা ॥ ৩০
সংবৎসরে ততঃ পূর্ণে যে বিধে কাঞ্চনে শুভে।
সবক্ষিণে ব্রাহ্মণায় প্রযচ্ছতি ঘৃতাক্তনে ॥ ৩১
সৌভাগ্যং পরমাপ্নোতি বহুপুত্রাংস্তথৈব চ।
সন্যোদ্বাহো তনৌ যা স্ত্রী বিবর্ত্তনরবর্ণিনি ॥ ৩২
শাতোদরতমিচ্ছন্তী ক্ষিপেদেকান্তভোজিনী।
পঞ্চম্যাং তত্র ভোক্তব্যমন্নং তোয়েন নিত্যদা ॥ ৩৩
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে দদ্যাজ্জাতিলতাং শুভে।
কুম্ভ্যাং সবক্ষিণাং বস্ত্রে ব্রাহ্মণায় ঘৃতাক্তনে ॥ ৩৪
ভবাবিচ্ছিতি বা নারী রূপযুক্তো সুখযামে।
ঘাদশী সা ক্ষিপেদ্বেং শাকৈঃ সর্ব্বৈরনিন্দিতৈঃ ॥ ৩৫
সংবৎসরে ততঃ প্রাপ্তে রৌদ্রে পদ্মে দদাতু সা।
ব্রাহ্মণায়াভিরূপায় তথা পদ্মবতং শুভম্ ॥ ৩৬
শ্রোণীং বিশালামন্বিচ্ছেৎ স্ত্রী ক্ষিপেদ্বেব সুব্রতে।
ত্রয়োদশীমেকভক্তমশ্নীয়াদেবনযাচিতম্ ॥ ৩৭
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে লবণং সম্প্রযচ্ছতু।
প্রজাপতিমুখাকারা কৃত্বা তত্র বরাননে ॥ ৩৮
কাঞ্চনং চৈব দাতব্যং তদাকারস্ত সর্ব্বদা।
অঞ্জনেন চ বর্ণজ্ঞা শনৈরেবচূর্ণয়েৎ ॥ ৩৯
রত্নানি চৈব পূর্ণানি বাসো রক্তং দাপয়েৎ।
তেন শ্রোণীমভিমতাং স্ত্রী সৌম্যা প্রতিপদ্যতে ॥ ৪০
মধুরাং বাচমিচ্ছন্তী বর্জ্জয়েল্লেবণং সতী।
সংবৎসরং বা মাসং বা প্রযচ্ছেল্লবণং ততঃ ॥ ৪১
সবক্ষিণং ব্রাহ্মণায় পরং মাধুর্য্যমিচ্ছতী।
শুকবাক্যাঙ্কতগুণং ভবত্যমরবর্ণিনি ॥ ৪২
গুড়গুলক্ষশিরো পাদাবিচ্ছন্ত্যা সোমনন্দিনি।
ষষ্ঠ্যাং ষষ্ঠ্যাং বরারোহে ভোক্তব্যং সলিলৌদনম্ ॥৪৩

পত্রপুষ্পের উপর বাখিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণাসহ পূর্ব্ব দান করিতে হইবে। ঐ [illegible] দেবের দ্বারা পূর্ণ চন্দ্রমার সমান মনোহর মুখযুক্ত হন ॥২৯-

যে নারী তুবরাজফলের ন্যায় স্থূল স্তনদ্বয় কামনা করেন, তিনি প্রত্যেক পক্ষে তিথিতে সর্ষপ মৌন থাকিয়া অযাচিত অন্ন ভোজন করিবেন। এইভাবে এক বৎসর পূর্ণ হইলে সর্ষপ ২টি বেল বিল্বফল নিবেদন করিয়া দক্ষিণা-সহকারে ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। তিনি পরম সৌভাগ্য ও বহু পুত্র প্রাপ্ত হন। হে অমরবর্ণিনি! ঐ নারী স্বল্প উন্নত স্তন ধারণ করিতে পারেন ॥ ৩০-৩২

তিনি কৃশোদরী হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি একাদশীতে ভোজন করিবেন এবং সকল পঞ্চমী তিথিতেই তিনি কেবল জলের সহিত অন্ন গ্রহণ করিবেন ॥ ৩৩

হে শুভে! অতঃ এইভাবে এক বৎসর পূর্ণ হইলে জিতাত্মা ব্রাহ্মণকে পুষ্পসহ তাম্রপাত্রে দক্ষিণা সহিত দান করিতে হইবে ॥ ৩৪

যে সুমধ্যমে! যে নারী সুন্দর উরুযুগল কামনা করেন, তিনি সকল দ্বাদশী তিথিতে সর্ব প্রকার উত্তম শাক দ্বারা আহার করিয়া সমস্ত অতিবাহিত করিবেন। এইভাবে একবৎসর অতীত হইলে তিনি সুবর্ণময় কমলের উপর ২টি প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্প রাখিয়া তাহা সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুযোগ্য ব্রাহ্মণকে দান করিবেন ॥ ৩৫-৩৬

হে সুব্রতে! যে নারী বিল [illegible] ইচ্ছা করেন, তিনি ত্রয়োদশী তিথিতে কেবল একবার অযাচিত অন্ন ভোজন করিবেন এবং এইভাবে প্রত্যেক ত্রয়োদশী তিথি অতিবাহিত করিবেন ॥ ৩৬

যে বরারোহে! এইভাবে একবৎসর পূর্ণ হইলে প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখের আকৃতির ন্যায় আকৃতিযুক্ত করিয়া লবণরাশি দান করিতে হইবে ॥ ৩৮

এইভাবে প্রজাপতির মুখের আকারে সর্বদা সুবর্ণ দান করিতে হইবে। তারপর বর্ণজ্ঞা নারী স্বয়ং ঐ অঞ্জনের দ্বারা ব্রাহ্মণের নেত্রে কাজল লাগাইবেন ॥ ৩৯

হে সৌম্যে! পূর্ণ রত্ন ও লাল রঙের বস্ত্রও দান করিতে হইবে। এইভাবে ঐ নারী নিজ মনের অনুকূল নিতম্ব প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪০

যে নারী মধুর বাণী ইচ্ছা করিবেন, তিনি এক বৎসর বা এক মাসব্যাপী লবণ খাওয়া ত্যাগ করিবেন এবং বাণীর অতিরিক্ত মাধুর্যের ইচ্ছা রাখিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাসহিত লবণ দান করিবেন। হে অমরবর্ণিনি! এইরূপ করিলে শুক-পক্ষীর মধুর বাণী অপেক্ষা অধিক মিষ্ট গুণযুক্ত বাণী লাভ করা যায় ॥ ৪১-৪২

হে সোমনন্দিনি! বরারোহে! যে স্ত্রী গুড়লক্ষশিরবিশিষ্ট পাদদ্বয় পাইতে কামনা করেন, তিনি প্রতি ষষ্ঠী তিথিতে কেবল জলের সহিত ভাত খাইবেন ॥ ৪৩

অগ্নির্বা ব্রাহ্মণো বাপি ন স্প্রষ্টব্যঃ পতা সতী।
যদা পতা স্পৃশেদ্ধক্ষ বহ্নেস্তদাধিষ্ঠিতৈবতম্ ॥ ৪৪
পাদেন ন চ বৈ পাদং প্রক্ষালয়িতুমর্হতি।
এতৈর্নিত্যব্রতৈর্যুক্তা ধর্মজ্ঞা পতিদেবতা ॥ ৪৫
কৃষ্ণো রূপাময়ো দত্তাদ ব্রাহ্মণায় পতিব্রতে।
তৌ বরায় ব্রাহ্মণায় স্থাপয়িত্বা তুষেঽহনি ॥ ৪৬
পদ্মে চাবোমুখে কৃত্বা দদ্যাদ্ বিপ্রায় নম্রিনি
রক্তৈর্বস্ত্রৈর্বিমিশ্রিয়া কাঞ্চনেনালঙ্কৃতে ॥ ৭৭
সর্বমেব তু যা পাত্রমিচ্ছত্যতিসমৃদ্ধিমত্।
ত্রিরাত্রং পুষ্পকালে সা করোতু পতিসেবনা ॥ ৪৮

কৌমুদ্যামথবা মাঘ্যাং মাসান্তে চাথবৃক্ষে তথা
মাতরং পিতরং চৈব মন্ত্রতেঽহনিথিবৈষ্ণবম্ ॥ ৪৯
ঘৃতঞ্চ নিত্যং বিপ্রেভ্যো দদ্যাদ্ লবণং তথা।
সম্পার্জনং পুরে চৈব করোতু পতিদেবতা ॥ ৫০
উপলেপনকং বর্ষাস্বন্ধে বলিকর্ম চ নামিনি।
যা গুপ্তা চৈব মা ভক্তে ভক্তুস্তস্যার্থপণ্ডিতা ॥ ৫১
পর্বাণ্যাদৃত্য সা কল্পিন্যপি ধাক্যে বশস্বিনি।
বলিং সৃক্ষ্মতুষাক্তং পতিতাক্তং ত্যজেন্নি ॥ ৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
পারিজাতহরণে ব্রতকথাবিধানেঽশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০

যে তপস্বিনি। ব্রত আচরণকারিণী স্ত্রী কখনও পাদদ্বারা অগ্নি বা ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিবেন না; যদি কখনও স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রণাম করা কর্তব্য। ৭৭

পাদদ্বারা কখনও পাদ ধৌত করা উচিত নয়। এইসব নিত্য-ব্রতযুক্তা ধর্মজ্ঞা পতিব্রতা নারী বর্ষার পর রৌপ্যের দুইটি মূর্তি নির্মাণ করিবেন। বিশেষরূপে পতিব্রতে! ঐ মূর্তিকে ঘৃতমধ্যে রাখিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়। হে নম্রিনি! এই ভাবে দুইটি পদ্মকে অধোমুখে রাখিবার পর উহা লাল বস্ত্রদ্বয় দ্বারা দ্রব্য সমূহ করিয়া ও সুবর্ণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া তারপর উহা ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়। ৭৮-৭৮

যে পতিদেবতা নারী নিজ সম্পূর্ণ পরিবারে অত্যন্ত মনোরম করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি রজোদর্শনের সময় তিনরাত্রি উপবাস করিবেন। ৭৮

তিনি কার্তিক, আষাঢ়, মাঘ তথা অশ্বিনের পূর্ণিমায় মাতা পিতা, অতিথি এবং দেবতা গণের অর্চনা-সৎকার এবং পূজা করিবেন। ৭৯

সেই পতিব্রতা স্ত্রী ব্রাহ্মণকে পাদুনি দান করিবেন এবং ঘৃতে ভিজা সক্তু দান করিবেন অর্থাৎ ছাঁচ দিবেন। ৮০

হে বর্ষাঙ্গে! হে নম্রিনি! তারপর নিজ ধর্মকুশল নারী ঘৃতে উপলেপন ও দেবতাদিগকে উদ্যাপনসহ্রা অর্পণরূপ কর্ম করিবেন এবং তিনি কখনও বৈধব প্রয়োগ করিবেন না। ৮১

যে বশস্বিনি! তিনি কোনও একপ্রকার ধান্যই ভক্ষণ করিবেন, দেবতাগণের জন্য উপহার প্রদান করিবেন এবং নিত্যই তারপর ত্যাগ করিবেন। ৮২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পারিজাতহরণপ্রসঙ্গে ব্রতসমূহের বিধান বিষয়ক অশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[উমাদেব্যা ব্রতকথনসোপসংহারঃ, নারদেন দেবীভিরাচরিতানাং ব্রতানাং বর্ণনম্, শ্রীকৃষ্ণপত্নীভির্ব্রতানুষ্ঠানস্য তথা দানস্য কথনঞ্চ।]

উমোবাচ

বান্ধবান্ সপ্তপুত্রাংশ্চ সপ্তপুত্রবধূযুতান্।
সপ্তমীং সপ্তমীং নিত্যাং ভুঞ্জে স্ত্রী পতিদেবতা ॥ ১
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে বৃক্ষং দদ্যাদ্ধিরণ্ময়ম্।
সদক্ষিণং ব্রাহ্মণায় শুভবস্ত্রযুতং ভবেৎ ॥ ২
করকে দীপকং দদ্যাৎ সদা ঘা প্রমদা ভুবি।
পূর্ণে সংবৎসরে দদ্যাৎ সৌবর্ণং দীপকং শুভং ॥ ৩

একাশীতিতম অধ্যায়।

[উমাদেবী কর্তৃক ব্রতকথনের উপসংহার, নারদ কর্তৃক দেবীগণাচরিত ব্রতসমূহের বর্ণন এবং শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণের ব্রতানুষ্ঠান ও দানকথন।]

যে পতিব্রতা স্ত্রী গুণবান্ বান্ধব পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রত্যেক সপ্তমী তিথিতে একবারমাত্র ভোজন করিয়া কাটাইবেন। ১

তারপর একবৎসর পূর্ণ হইলে ব্রাহ্মণকে একটি সুবর্ণনির্মিত বৃক্ষ দক্ষিণাসহিত দান করিবেন। এইরূপ করিলে তিনি শুভ গুণসম্পন্ন বন্ধুবান্ধবে যুক্ত হইয়া থাকেন। ২

যে নারী সদা উত্তম করক বৃক্ষের নীচে দীপ দান করেন, এক বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি সুবর্ণময় দীপ দান করিবেন। ৩

রুচ্যা সা স্ত্রী ভবেদ্ভূরিষ্টা পুত্রবতী তথা।
সপত্নীনামপি তথা দীপবজ্জ্বলতে গৃহে ॥৪
যা দেবতোজিনী নিত্যং নৈব চ স্নাদ্ধভুক্তদা।
ন চ স্নাদ্ যাচনা সৌম্যে নিত্যং সা পতিদেবতা ॥ ৫
শৌচান্বিতা চ সততং ন চ রক্ষাভিভাষিণী।
ধন্য-ধান্যসমৃদ্ধা নিত্যং শুশ্রূষাভিরতা সতী ॥ ৬
কিং তস্যা ব্রতকৈঃ কার্য্যং কিং বা স্নাদুপবাসকৈঃ।
যা ভর্তৃদেবতা নিত্যং সত্যধর্ম্মপরায়ণা ॥ ৭
বিধবা স্ত্রী তু যা হি স্যাদ্বৈধব্যযোগাৎ সতী সতি
তস্যা বক্ষ্যামি যো ধর্ম্মঃ পুরাণোক্তঃ সুমধ্যমে ॥ ৮
পতিং সঞ্চিন্তয়িত্বা সা চিত্রস্থং বাথ মৃন্ময়ম্
তস্য পূজাং সদা কুর্য্যাৎ সত্যং ধর্ম্মমনুস্মরেৎ ॥ ৯
তত এবাভ্যনুজ্ঞাং সা নিত্যং যাচেত পুত্রতা
ব্রতকে চোপবাসে চ ভোজনে চ বিশেষতঃ ॥ ১০
ভর্তৃলোকান্ ব্রজত্যেব ন চ দৃষ্টবতে পতিম্

শাণ্ডিলী সূর্য্যবদ্ভাতি সততং পতিদেবতা ॥ ১১
অদ্যপ্রভৃতি সর্ব্বেষাং দেবানাং চৈব যোষিতঃ।
তৃপ্ত্যর্থং পুণ্যকবিধিং পৌরাণো যঃ সনাতনঃ ॥ ১২
মুনিভ্যশ্চ নারদঃ কৃৎস্নঃ পৌরাণঃ জ্ঞাস্যতে বিধিম্।
উপবাসস্য ধর্ম্মাত্মা ব্রতকানাং তথৈব চ ॥ ১৩
অদিতিস্তপসেন্দ্রাণী রুক্ষ সোমসুতে বরে।
প্রবর্ত্তনে পুণ্যকানাং ব্রতকানাং চ সর্ব্বদা ॥ ১৪
কীর্ত্তনীয়াঃ সতীনাং হি ভবিষ্যন্তি গুণান্বিতাঃ।
উপবাসব্রতবিধিং যথাবদ্বিং কৃৎস্নশঃ ॥ ১৫
প্রাহুর্ভাবেষু সর্পেষু ভার্গবো বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ।
জ্ঞাস্যন্তি পুণ্যকবিধিং নিত্যানেব সনাতনম্ ॥ ১৬
সবিশেষঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞাঃ স্ত্রীধর্ম্মেষু প্রবক্ষ্যতে।
পতিভক্তিসমুদ্ভূতবাগ্‌দৃষ্টীনাং চ ॥ ১৭

নারদ উবাচ

এবমুক্ত্বা তু সাধ্বী মহাদেবী তপোধনাঃ।
তস্থৌ দৃষ্ট্বা মহাদেবীং প্রণিপত্য গিরিপ্রিয়াম্ ॥ ১৮

যে ভক্তে। ঐকান্তে সেই স্ত্রী নিজ কান্তির দ্বারা পতির প্রাণবল্লভা হন এবং পুত্রবতী হন। তিনি সপত্নীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেন এবং দীপের ন্যায় প্রকাশিতা হন। ৪

যে সৌম্যে। যে স্ত্রী প্রতিদিন সকলের ভোজনের পর শেষে ভোজন করেন, কাহারও নিকট যাচ্ঞা করেন না, যাচ্ঞা না করে থাকেন না এবং সর্ব্বদা পতিব্রতা রত থাকেন; সর্ব্বদা শৌচাচার পালন করেন, কখনও রুক্ষ কথা বলেন না, প্রতিদিন শ্বশুর ও শ্বশ্রূর সেবায় তৎপর থাকেন,—এই প্রকার সতী স্ত্রীর ব্রত আচরণের কি ফল? অথবা উপবাসেরই বা কি প্রয়োজন? তিনি সর্ব্বদা পতিকে দেবতারূপে পূজা করেন এবং সত্যধর্ম্ম ও সদ্ভাবে সম্পন্না, তাঁহার ভোজন সফল হয়। ৫-৭

সুমধ্যমে। যে সতী সাধ্বী নারী কখনও দৈবযোগে বিধবা হইয়া যান, তাঁহার জন্য পুরাণে যে ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিব। ৮

তিনি পতির চিত্রে অথবা মৃন্ময় প্রতিমায় পতিকে চিন্তা করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার পূজা করিবেন এবং সংশুভধর্ম্মের ধর্ম্মকে নিত্যরূপ স্মরণে রাখিবেন। ৯

যে সুব্রতে। সেই স্ত্রী প্রতিদিন ঐ চিত্রস্থ বা প্রতিমাগত পতির নিকট হইতে ব্রত, উপবাস ও বিশেষতঃ ভোজনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিবেন। ১০

যিনি নিজ পতিকে ইক্ষণ করেন না, তিনি পতিলোকে গমন করেন এবং স্বর্গে পতিব্রতা শাণ্ডিলীতুল্য সদা সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিতা হইতে থাকেন। ১১

আজ হইতে দেবতাদিগের পত্নীগণ দ্বারা পুরাণ-প্রতিপাদিত সনাতন পুণ্যকবিধি, তাহা দর্শন করিবেন জানিতে পারিবেন। ১২

ধর্ম্মাত্মা নারদমুনিও ব্রত-উপবাসের সম্পূর্ণ পৌরাণিক বিধি জানিতে পারিবেন। ১৩

হে সোমকুমারি! অদিতি দেবী, ইন্দ্রাণী এবং তুমিও নিজ তপস্যার দ্বারা ঐ বিধি জানিতে পারিবে। পুণ্যক এবং ব্রতসমূহের আরম্ভে সদা সদুদ্যতবতী তোমরা সতী নারীগণের দ্বারা কীর্ত্তনীয়া হইবে। ১৪।

মহাত্মা বিষ্ণুর সকল অবতারের পত্নীগণ এই উপবাসব্রত ও পুণ্যকের সম্পূর্ণ সনাতন বিধি সর্ব্বথা যথাযথরূপে জানিতে পারিবেন। ১৫-১৬

সকল কর্ম্মের মধ্যে বিশেষতঃ স্ত্রী-ধর্ম্মে পতিভক্তি, [illegible] অভাব এবং দুর্ব্বাক্য বা দুর্দ্যূত প্রলোভন না করা—এই তিনটি বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছে। ১৭

নারদ বলিলেন—মহাদেবী পার্ব্বতী এইরূপ বলিলে পর সেই সব সাধ্বী তপোধনা দেবীগণ হর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া গিরিপ্রিয়া পার্ব্বতীকে প্রণিপাতপূর্ব্বক নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন। ১৮

অদিতিব্রতকং চক্রে শৃণু তন্মর্ম্মচারিণি
উদ্যাপনবিধিঃ সর্ব্বঃ পূর্ব্বোদ্দিষ্টস্তথা কৃতঃ ॥ ১৯
পারিজাতে নিবধ্যাথ মম দত্তস্ত কল্পতঃ।
অদিতিব্রতকং নাম তদ্দত্তঃ সত্যভাময়া ॥ ২০
তদেব ব্রতকং দত্তং সাবিত্র্যা ধর্ম্মনিত্যয়া
তৈরেব মূক্তৈঃ সংযুক্তমিতঃ প্রভাধিকং কৃতম্ ॥ ২১
সন্ধ্যাকালে তু সম্প্রাপ্তে স্থানে স্থানে তথৈব চ।
পূজনং বা নমস্কারো জপশ্চ বিপুলঃ স্মৃতঃ ॥ ২২
সাবিত্রীব্রতকং কৃত্বা তথাত্রিত্যা ব্রতং সতী।
তর্পয়ৎ কুলং পিতৃকুলস্থানাং চৈব ত্রায়তে ॥ ২৩
ইন্দ্রাণী ব্রতকং চক্রে তদ্বদৌমং স এব বিধিঃ
রক্তমন্ত্যধিকং বাসো ভোজনং চৈব সর্ব্বিষম্ ॥ ২৪
চতুর্থে দিবসে বাপি পুনরুক্তং বিধিঃ পুনঃ
অহোরাত্রোপবাসশ্চ নেমং কৃত্বেদমেব তথা ॥ ২৫
গঙ্গয়া ব্রতকং দত্তং তদেবৌমং সমাচরি।

স্নানমত্যধিকং ব্রত প্রত্যূষেষু স্থলে জলে ॥ ২৬
অন্যস্মিন বা জলে নদ্যঃ শুক্লপক্ষে ত্রিপ্রিয়ে।
এতদ্ব গঙ্গাব্রতং নাম সর্ব্বকামপ্রদং স্মৃতম্ ॥ ২৭
সপ্ত সপ্ত চ সপ্তাথ কুলানি হরিবল্লভে।
স্ত্রী ত্যারভতি ধর্ম্মজ্ঞা গঙ্গাব্রতকচারিণী ॥ ২৮
দেয়ং কুম্ভসহস্রং তু গঙ্গায়া ব্রতকে শুভে।
তাম্রবং পাত্রবদ্ধৈব তদ্রতং সার্ব্বকামিকম্ ॥ ২৯
যবতাথা চকারাথ ব্রতং যামবধূ শুভম্।
হেমন্তে তত্ত্ব কর্ত্তব্যং কালে হরিবল্লভে ॥ ৩০
ইমানি চৈব বাক্যানি ক্রয়াদ্বাক্যান্তরাণ্যপি
স্নাত্বা শুচির্মমস্কৃত্য নমস্কৃত্বা পতিং শুভে ॥ ৩১
ভবানাহ্নং সমগ্রং তিষ্ঠ পূর্ণঃ ঘটস্তব।
পতিব্রতা স্ত্রীধর্ম্মজ্ঞা ভবেয়ঞ্চ পুরোহ্নিকা ॥ ৩২
সপত্নীহরিতিঃ পুত্রৈঃ পৌত্রৈশ্চৈব সা যথা
সততপুত্রা স্ত্রীবেয়ং ভিন্নঞ্চ মুখমেব চ ॥ ৩৩

ধর্ম্মচারিণী অদিতি দেবী যে ব্রত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর : ইহাদের পূর্ব্বে যে ব্রতের বিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণভাবে অদিতি দেবী পালন করিয়াছিলেন ॥ ১৯

মহর্ষি কশ্যপকে পারিজাতে যে বিধি তিনি আমার হস্তে দিয়াছিলেন। উহার নাম অদিতি ব্রত। অদিতি যেমন ব্রতসমূহ দান করিয়াছিলেন, সত্যভামাও ঐ ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ২০

নিত্য ধর্ম্মপরায়ণা সাবিত্রী দেবীও এই ব্রত করিয়াছিলেন এবং উহাতে দান করিয়াছিলেন। তাঁহারই সমুচিত সাধনসমূহে সমৃদ্ধ হওয়ায় এই সর্ব্বকাম অভীষ্ট উৎকৃষ্ট হইয়াছে ॥ ২১

সেইরূপ সন্ধ্যাকাল আসিলে স্থানে স্থানে গিয়া পূজন, নমস্কার ও জপ বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া কথিত হয় ॥ ২২

সতীনারী সাবিত্রীব্রত ও অদিতিব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পতিকুল, পিতৃকুল তথা নিজেকে উদ্ধারসাধন করিতে পারেন ॥ ২৩

ইন্দ্রাণীও উমাকথিত ব্রত বিধিপূর্ব্বক পালন করিয়াছিলেন। উহাতে তিনি লাল বস্ত্রের বস্ত্র ও যোগ্যপদার্থে যুক্ত উত্তম ভোজন বিশেষভাবে গিয়াছিলেন ॥ ২৪

চতুর্থ দিবসে পুনরায় পুনাকব্রতের জন্য স্নানের বিধি আছে। অহোরাত্র (অর্থাৎ একদিন রাত্র) উপবাস করিয়া একগুণ কুম্ভ বা ঘট দান করিতে হয় ॥ ২৫

যমভরি, হরিতিতে কথিত। গঙ্গাদেবীও উমা কর্ত্তৃক কথিত ব্রতের অনুষ্ঠান ও দান করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে মাঘমাসের শুক্লপক্ষে নিম্ন জলে অথবা অন্য জলে স্নান করিতেন। এই গঙ্গাব্রত সমস্ত মনোবাঞ্ছিত কামনাসমূহের দাতা বলিয়া কীর্ত্তিত ॥ ২৬-২৭

হে হরিবল্লভে সপ্তাবৎসরপালনকারিণী ধর্ম্মজ্ঞা নারী পিতৃকুল, মাতৃপক্ষকুল এবং পতিকুলের সপ্তসপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়া থাকে ॥ ২৮

হে শুভে! গঙ্গাব্রতে একসহস্র কুম্ভ দান করিতে হয় এই গঙ্গাব্রত সমস্ত কামনার পূরক, হেমন্তসমূহের তারক এবং মনোরথসমূহের পূরণকর্ত্তা ॥ ২৯

হে হরিবল্লভে! সাবর্ণের পত্নী যামবধূনামক উত্তমব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই ব্রত হেমন্ত ঋতুতে উদ্যুক্ত (খোলা আকাশের নীচে করিতে হয় ॥ ৩০

হে শুভে! পবিত্র আচরণকারিণী স্ত্রী স্নানের পর পতিকে প্রণাম করিয়া খোলা আকাশের নীচে অবস্থান করত নিম্ন লিখিত বাক্যসমূহ বলিবেন ॥ ৩১

আমি পুণ্যে হিম বা বরফের আঘাত সহ্য করিয়া এই যামব্রত আচরণ করিতেছি। আমার কামনা এই যে, আমি যেন পতিব্রতা, চিরজীবী পুত্রের মাতা এবং নারীগণের আক্রমণ হইতে পারি ॥ ৩২

সপত্নীগণের উপর আমার প্রভুত্ব স্থাপিত হউক, আমি যেন কখনও মনের মলিন না করি এবং আপন পতি ও পুত্রের সহিত চিরকাল যেন সুখে জীবিত থাকি ॥ ৩৩

পতিলোকক গচ্ছেয়ঃ ভবেয়ং নন্দিনী তথা।
সুচৈলা সুভগা চ স্যাং সর্বজ্ঞৈস্তৈ গুণান্বিতা ॥ ৫৪
এবং কৃত্বা ততো বিপ্রঃ যমুনা যন্তি যাচয়েৎ
ত্রিরেবমপি তথা কুর্যাৎ পায়সেন তু ভোজয়েৎ ॥ ৫৫
এবং ব্রতানি দেবীতিঃ কৃতান্যমরবর্ণিনি।
মহাদেব্যা পুরোক্তানি কৃতপত্ন্যা হরিপ্রিয়ে ॥ ৫৬
অহং ব্রবীমি তপসা মহীয়েন সমন্বিতাঃ
সর্বা উক্তান্য গুণানি ব্রতকানি তথৈব চ ॥ ৫৭
সৌরাণাস্মামহা দেব্যা যানি দৃষ্টানি বৈ পুরা।
কল্যাণগুণযুক্তানি পাবনানি শুভ নি চ ॥ ৫৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

রুক্মিণী ব্রতকং চক্রে দৃষ্ট্বা তত্তকবিস্তরম্।
উমায়া বরদানেন দৃষ্ট্বা দিব্যেন চক্ষুষা ॥ ৫৯
উমাব্রতকবৎ সর্বং বৃষদানং তথাধিকম্।
রত্নমালাপ্রদানঞ্চ তথান্নং সার্বকামিকম্ ॥ ৪০
তথা ভাদ্রবতী চক্রে পুত্রোমাব্রতকং তথা।
দধাবতাধিকং সা তু রত্নবৃক্ষং মনোরমম্ ॥ ৪১
সত্যা দদৌ তথৈবাথ পুত্রোমাব্রতকং যথা।
শীতমত্যাধিকং বাসস্তত্তা দত্তমুনাব্রতে ॥ ৪২
রোহিণ্যাথ চ কান্তুত্যা মহত্যা চ পুরাতনে।
ব্রতানি খলু দত্তানি বহূনি কুলবর্ধনে ॥ ৪৩
দদৌ শতভিষা চৈব ব্রতকং পুনালক্ষণম্।
যেন নক্ষত্রমুখ্যত্বং প্রাপ্তা কৃষ্ণনন্দন ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি পারিজাতহরণে উমাব্রতকথনসমাপ্তৌ পৌরাণিকতত্ত্বব্রত-কথনসমাপ্তৌ চৈত্রাশ্বিনিকব্রতকথনং নাম ॥ ১

অন্তিমকালে আমি যেন পতিলোক প্রাপ্ত হই, নিজ কুল ও পরিবারে আনন্দ যেন বর্ধিত করিতে পারি, আমার বন্ধু যজ্ঞ থাকুক, আমার পুত্র শুভ হউক, আমার স্বজনের যেন ইষ্ট করিতে পারি এবং সদ্গুণবতী হই। ৫৬

এইভাবে ব্রত পূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণের দ্বারা হরিবাসন করাইয়া তাঁহাকে কৃষ্ণতিল ও ঘৃতমিশ্রিত পায়স ভক্ষণ করাইবে। ৫৫

হে অমরবর্ণিনি! হরিপ্রিয়ে! এইরূপ কৃতপত্নী মহাদেবী উমা কর্তৃক পূর্বকালে কথিত ব্রতসমূহের অনুষ্ঠান তোমরা যেরূপ করিয়াছিলে। ৫৬

প্রাচীনকালে উমা কল্যাণগুণযুক্ত, পাবন, শুভকারক ও শুভ পুরাতন যে সমস্ত ব্রতের সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, আমি বলিতেছি, দেবীগণ! সেই সমস্ত ব্রত তোমরা সকলে আমার তপোবল-সম্পন্ন হইয়া দেখিতে পাইবে। ৫৭-৫৮

বৈশম্পায়ন কহিলেন—রাজন্! রুক্মিণী উমার বরদান অনুসারে দিব্যদৃষ্টিদ্বারা ব্রতের বিস্তার দেখিয়া যথাযথ এক ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ৫৯

তিনি সমস্ত কিন্তু উমার ব্রতের ন্যায় করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃষভদান, রত্নমালা দান এবং সকল কামনার পূরক অন্নদান—এইগুলি উমা অপেক্ষা অধিক করিয়াছিলেন। ৪০

ভাদ্রবতীও সেইরূপ করিয়াছিলেন কিন্তু প্রথমে উমা যাহা করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা তিনি মনোহর রত্নবৃক্ষ দান অধিক করিয়াছিলেন। ৪১

সত্যাও পূর্বকালে উমার ব্রতের ন্যায় ব্রত ও দান করিয়াছিলেন, পরন্তু ইহাতে তিনি উমার অপেক্ষা পীতবস্ত্রের দান অধিক করিয়াছিলেন। ৪২

যে কুলবর্ধনকারী রাজন্! পুরাকালে রোহিণী, কান্তুতী ও মহাও বহু ব্রত ও দান করিয়াছিলেন। ৪৩

হে কৃষ্ণনন্দন! শতভিষাও পুনালক্ষণ ব্রতের অনুষ্ঠান ও দান করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি নক্ষত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পারিজাতহরণপ্রসঙ্গে উমাব্রত-কথনসমাপ্তিবিষয়ক ও পারিজাতহরণ-কথাসমাপ্তিবিষয়ক একাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮১০

* কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই ৮১ সর্গ পর্যন্ত হরিবংশের 'পূর্বার্দ্ধ' বলিয়া কথিত হয় এবং ৮২ সর্গ হইতে হরিবংশের 'উত্তরার্দ্ধ' বলিয়া কথিত হয়।

দ্বাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ষট্‌পুরবাসিনামসুরাণাং সমাসেন পরিচয়ঃ, তেজোঽ ব্রহ্মণো স্তবারম্ভঃ শিবস্য চ বরদানঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

বৈশম্পায়ন ধর্ম্মজ্ঞ ব্যাসশিষ্য তপোধন
পারিজাতস্য হরণে ষট্‌পুরঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১
নিবাসোঽসুরমুখ্যানাং দারুণানাং তপোধন।
তেষাং বধং মুনিশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তয়স্ব মমেচ্ছতঃ ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ

ত্রিপুরে নিহতে বীরে কৃতেদানিষ্টকর্ম্মণা
তত্র প্রধানা বভবুর্বভূবুস্তেঽসুরোত্তমাঃ। ৩
শস্ত্রাগ্নিনা ন দগ্ধাস্তে কালেন ত্রিপুরালয়াঃ।
ষষ্টিঃ শতসহস্রাণি ন ন্যূনাধিকানি চ ॥ ৪
তে জাতিবধসন্তপ্তাশ্চক্রুর্বীরাঃ পুরা তপঃ
জন্মমার্গে সতামিষ্টে মহর্ষিগণসেবিতে ॥ ৫
আদিত্যাভিমুখা বীরাঃ সহস্রাণাং শতং সমাঃ।
বায়ুভক্ষা নৃপশ্রেষ্ঠ স্তুবন্তঃ পদ্মসম্ভবম্ ॥ ৬
তেষামুগ্রস্তবং রাজন্ গণ একঃ সমাশ্রিতঃ।
বৃক্ষং তত্রাবদন্ বীরাস্তে কুর্ব্বন্তে মহত্তপঃ ॥ ৭
কপিত্থবৃক্ষমাশ্রিত্য কেচিত্তেপিরে পুরা।
শৃগালবাটীমূলস্থে চেরুরুগ্রং তথা তপঃ ॥ ৮
বটমূলে তথা চেরুস্তপঃ কৌরবনন্দন।
অর্দ্ধীয়ন্তে পরং ব্রহ্ম বটং প্রত্যুপজীব্যতে ॥ ৯
তেষাং তুষ্টঃ প্রজাকর্ত্তা নবদেব পিতামহঃ।
বরং ব্রূহি সুরশ্রেষ্ঠ ত্রাপ্যা ধর্ম্মভৃতঃ বরঃ ॥ ১০
বরং বরয়ধ্বমুক্তে তে ব্রহ্মন পদ্মযোনিনা।
নেমুস্তরবরশ্রেষ্ঠং বিনমুস্তেঽপি বিভুম্ ॥ ১১
ইচ্ছন্ত্যেঽপরিচ্ছিন্নং প্রাপ্তা জ্ঞানং কৃতনন্দন।
তানুবাচ তদা ব্রহ্মা সর্ব্বজ্ঞঃ কুরুনন্দন ॥ ১২

দ্বাশীতিতম অধ্যায়।

[ষট্‌পুরবাসী অসুরগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তাহাদিগকে ব্রহ্মার ও শঙ্করের বরদান।]

জনমেজয় বলিলেন—হে মহর্ষে ব্যাসশিষ্য তপোধন বৈশম্পায়ন! আপনি পারিজাত-হরণের প্রসঙ্গে ষট্‌পুরের বর্ণনা করিয়াছেন। ১

হে তপোধন! আপনি বলিয়াছিলেন যে, ঐ নগরে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অসুরেরা বাস করিত। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি ঐ ষট্‌পুরনিবাসী দৈত্য তথা অন্ধকাসুরের বধ বর্ণনা করুন। ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে বীর জনমেজয়! জন্মান্তরে মহৎ কর্ম্মকারী রুদ্রদেব কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া দৈত্যদের তিনটি পুরী বিনষ্ট হইল, তখন সেখানে অনেক প্রধান প্রধান অসুরশ্রেষ্ঠ অবশিষ্ট রহিলেন। তাঁহারা ত্রিপুরবাসী হইলেও রুদ্রদেবের বাণের অগ্নিতে দগ্ধ হইল না। তাহাদের সংখ্যা কমপক্ষে ষাট লক্ষ ছিল। ৩-৪

সেই অসুর বীরগণ পূর্ব্বকালে নিজ জাতি বন্ধুবান্ধবদের বধে সন্তপ্ত হইয়া মহর্ষিগণসেবিত ও সৎপুরুষগণের প্রিয় জন্মমার্গে যাইয়া তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিল। ৫

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই বীর দৈত্যগণ সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া বায়ুভক্ষণ পূর্ব্বক এক লক্ষ বর্ষ (বৎসর) যাবৎ পদ্মযোনি ব্রহ্মার স্তুতি করিয়াছিল। ৬

হে রাজন্! ঐ দৈত্যদের মধ্যে একদল উগ্রতর তপস্যা করিবার জন্য একটি বৃক্ষের আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিয়াছিল এবং সেই বীরগণ সেখানে কঠোর তপস্যা করিবার জন্য এই বৃক্ষকে বর দান করিতে বলিয়াছিল। ৭

পূর্ব্বকালে ঐ দৈত্যদের মধ্যে কেহ কেহ কপিত্থ (কয়েত) বৃক্ষে আশ্রয় লইয়া সেখানে বসিয়া এবং অন্যেরা শৃগালদের বাসভূমি বৃক্ষ-বাটিকার আশ্রয় করিয়া উগ্র তপস্যা করিতেছিল। ৮

হে কৌরবনন্দন! কেহ কেহ অসুরকুমার বট বৃক্ষের মূলে রহিল এবং ঐ বটবৃক্ষে আশ্রয় লইয়া পরব্রহ্মের চিন্তা করিতে করিতে তপস্যা করিতেছিল।

হে নরদেব! কিছু কাল পরে যাঁহারা সকলের শ্রেষ্ঠ প্রজাস্রষ্টা দেবদিগেরও পিতামহ ব্রহ্মা তাহাদিগের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বর দান করিতে সেখানে আসিলেন। ১০

হে রাজন্! কমলযোনি ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলিলেন—বর প্রার্থনা কর। তখন তাহারা ত্রিভুবনের ঈশ্বর দেবাদিদেব রুদ্রের বিদ্বেষবশতঃ বরদান লইতে ইচ্ছা করিল না। ১১

হে কুরুনন্দন! তাহারা রুদ্রদেবের প্রতিরোধ লইয়া তাঁহার দ্বারা বিনষ্ট নিজ জাতি বন্ধুদের ঋণ শোধ করিতে চাহিয়াছিল। তখন সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলিলেন। ১২

বিশ্বস্য জগতঃ কর্তৃঃ শক্রস্যোগ্রস্য ধীমতঃ।
কঃ শক্তোঽপচিতিং গন্তুং মাদৃশো বোধহত বৃথা শ্রমঃ ॥১৩

অনাদিমধ্যনিধনঃ সোমো দেবো মহেশ্বরঃ।
তস্যাপ্যসুরা মূঢ়া বজ্রমিচ্ছন্তি যে সুরাঃ ॥ ১৪

তে নেচ্ছন্তি কেচিত্তু ত্বরান্বানো মহাসুরাঃ।
অথেচ্ছুরপরে রাজন্নসুরা ঋষভাধবনঃ ॥ ১৫

নেচ্ছুর্যে সুরত্রাত্মানস্তান্ত্বাচ পিতামহঃ
বরয়ধ্বং বরং বীরা ক্রতুশ্রেষ্ঠমুত্তেজসুরাঃ ॥ ১৬

ত উচুঃ সর্বদেবানামবধ্যাঃ স্যাম হে বিভো
পুরাদি ষট্ চ নো দেব ভবন্ত্বন্যৈরতীতলে ॥ ১৭

সর্বকামসমৃদ্ধার্থা ষট্পুরাঃ স্যাম্ন নঃ প্রভো।
বরঞ্চ ষট্পুরাঃ প্রাপ্য বয়মেব চ মুখ্য বিভো ॥ ১৮

রুদ্রাদ্বিপ্রাচ্চ ভয়ং ন স্যাদ্ যেন নো জ্ঞাতয়ো হতাঃ।
নিহতাঃ ত্রিপুরাঃ প্রাপ্য ভীতাঃ স্ম তপসাং নিধে ॥ ১৯

যিনি সম্পূর্ণ জগতের কর্তা ও সংহর্তা, সেই মহান্ ভগবান শঙ্করের প্রতিশোধ লইতে কে সমর্থ হইবে? অতএব এই ব্যাপারে তোমাদের বৃথা শ্রম করা উচিত নয়। ১৩

উমাসহিত দেব মহেশ্বর আদি, মধ্য ও অন্তরহিত। তাঁহার উপর দ্বেষ রাখিয়া অসুরনিধনের চেষ্টা যাহারা স্বর্গে সুখপূর্বক বাস করিতে ইচ্ছা করে, সেই দুরাত্মা অসুরগণ বর লইতে ইচ্ছা করিল না; পরন্তু হে রাজন্! অপর অসুরগণ যাহারা পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবান্ মহাদেবের মহিমাকে জানে, তাহারা বর-গ্রহণে অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিল। ১৪-১৫

যে দুরাত্মা অসুরগণ বর লইতে ইচ্ছা করে নাই, তাহাদিগকে পিতামহ ব্রহ্মা পুনরায় কহিলেন,—বীর অসুরগণ! তোমরা ভগবান্ রুদ্রের উপর দ্বেষ প্রকাশ ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা কর। ১৬

তখন তাহারা বলিল,—হে নিধে! আমরা যেন সকল দেবতার অবধ্য হই। হে দেব! পৃথিবীর ভিতর আমাদের ছয়টি পুরী রহিয়াছে। হে প্রভো! আমাদের এই ছয়টি পুরী সম্পূর্ণ মনোবাঞ্ছিত পদার্থে সমৃদ্ধিসম্পন্ন। হে ভগবন্! আমরা সেই ষট্পুরে যাইয়া সুখপূর্বক নিবাস করিতে ইচ্ছা করি। ১৭-১৮

হে তপোনিধে! যিনি আমাদের জ্ঞাতি বন্ধু-বান্ধবদিগকে হত্যা করিয়াছেন, সেই রুদ্রদেব হইতে আমরা যেন ভয়প্রাপ্ত না হই। ত্রিপুরের বিনাশ দেখিয়া আমরা ভয়ে ভীত হইয়াছি। ১৯

পিতামহ বলিলেন,—হে অসুরগণ! তোমরা দেবতাদের ও

পিতামহ উবাচ

অসুরা ভবতাবধ্যা দেবানাং শঙ্করস্য চ।
ন বাধিষ্যত চেদ্ বিপ্রান্ সংপশ্যন্ সততং প্রিয়ান্ ॥২০

বিপ্রোপঘাতাত্ত মোঽহংতেজ করিষ্যতি কথঞ্চন।
নাশং যাস্যথ বিপ্রা হি জগতঃ পরমা গতিঃ ॥ ২১

নারায়ণস্য বিত্তেয়ো কৃষ্ণস্তিষ্ঠতি ব্রাহ্মণাগ্রতঃ।
সনন্দ্রভূতেষু ভগবান্ হিতং বস্তে জনার্দনঃ ॥ ২২

তে গচ্ছা অসুরা রাজন্ ব্রহ্মণাথ বিসর্জিতাঃ।
যেঽপি ভক্তা মহাদেবমসুরা ধর্মচারিণঃ ॥ ২৩

স্বয়ং হি দর্শনং তেষাং দদৌ ত্রিপুরনাশনঃ।
শ্বেতং বৃষভমাস্থায় সোমঃ সপ্রবরঃ প্রভুঃ।
ঊমাদ্বিতীয় ভগবানসুরান্ স মহাগতিঃ ॥ ২৪

বৈরমুৎসৃজ্য দত্তস্ত হিংসাং চাসুরসত্তমাঃ।
মামেব চাশ্রিতাস্তস্মাদ্ বরং সাধু বৃণীমহি বঃ ॥ ২৫

মৈত্রীস্থিতাঃ স্থ মুনিভিঃ সংস্তিস্যপরৈর্দ্বিজৈঃ
সহ তৈর্গমাতাং স্বর্গং প্রীতোঽহং বঃ সুরর্ষভাঃ ॥ ২৬

ভগবান্ শঙ্করের অবধ্য হইবে। কিন্তু এই বর সেই পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে, যতকাল তোমরা সদাগ্রে ব্রহ্মণকারী ও সংপুরুষ-বিদ্বেষের প্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে বাধা দিবে না। ২০

যদি মোহবশতঃ কখনও ব্রাহ্মণকে হত্যা কর, তাহা হইলে তোমরা বিনিষ্ট হইয়া যাইবে; কারণ, ব্রাহ্মণগণই জগতের পরম আশ্রয়। ২১

ব্রাহ্মণের অনিষ্টকারী পুরুষের ভগবান নারায়ণ হইতে ভয় করা কর্তব্য; কারণ, ভগবান জনার্দন সর্বভূতের প্রতি হিতবুদ্ধি ধারণ করেন। ২২

হে রাজন্! এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা বিদায় দান করিলে সেই অসুরগণ চলিয়া গেল এবং অন্য অসুরগণ যাহারা ধর্মচরণে তৎপর ছিল ও মহাদেবের ভক্ত ছিল, তাহাদের নিকট ত্রিপুরবিনাশক ভগবান্ মহাদেব উমার সহিত শ্বেত-বৃষভে আরোহণ করিয়া নিজ পার্ষদগণের সহিত দ্রুত দর্শন দান করিলেন এবং সংপুরুষদের আশ্রয়ভূত ভগবান্ শিব সেই অসুরদিগকে ইহা বলিলেন। ২৩-২৬

হে অসুরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা বৈর, দম্ভ ও হিংসা পরিত্যাগ করিয়া আমাকে আশ্রয় করিয়াছ, সেইহেতু আমি তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠ বর প্রদান করিব। ২৫

যে সকর্মপরায়ণ ব্রহ্মর্ষিগণ কর্তৃক তোমরা আমার প্রতি ভক্তিতে দীক্ষিত হইয়াছ, তাঁহাদিগের সহিত তোমরা সকলে স্বর্গলোকে গমন কর; তোমাদের সৎকর্মে আমি অতীব প্রীত হইয়াছি। ২৬

ইহ যে বৈ বৎস্যন্তি তাপসা বেদবাদিনঃ
অপি কাপিথিকা বৃক্ষে তেষাং লোকা ভবন্তি মম ॥ ২৭
ইহ মাসান্তপক্কান্তো যঃ করিষ্যতি মানবঃ
বানপ্রস্থেন বিধিনা পুজয়ন্মাং তপোধনাঃ ॥ ২৮
বর্ষাণাং স সহস্রং তু তপসাং প্রাপ্নুতে ফলম্।
কৃত্বা ত্রিরাত্রং বিধিবল্লভতে চেপ্সিতাং গতিম্ ॥ ২৯
অর্কস্থীপে নিবসতো দ্বিগুণং তদ্ভবিষ্যতি।
ন বিশেষে চ ভক্তং বো বরমেতদ্দদাম্যহম্ ॥ ৩০
শ্বেতবাহননামানং যস্তু মাং পূজয়িষ্যতি।
সর্ব্বতোভদ্রচিত্তোঽপি গতিং সংপ্রাপ্স্যতি ॥ ৩১

ঐডুম্বরান্ বাটমূলান্ দ্বিজান্ কাপিথিকানপি।
তথা শৃগালবাটিয়ান্ ধর্ম্মাত্মানো দৃঢ়ব্রতান্ ॥ ৩২
মুনীংশ্চ ব্রহ্মবাদীয়ান্ সবিশেষেণ যে নরাঃ
পূজয়িষ্যন্তি সততং তে যাস্যন্তীপ্সিতাং গতিম্ ॥ ৩৩
ইত্যুক্ত্বা তু মহাদেবো ভগবান্ শ্বেতবাহনঃ।
তৈরেব সহিতঃ সর্ব্বৈ রুদ্রলোকং জগাম বৈ ॥ ৩৪
জম্বুমার্গং গমিষ্যামি জম্বুমার্গে বসাম্যহম্।
এবং সঙ্কল্পমাস্থায় রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৩৫
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
ষষ্টিপুরবধে ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮১

যে সকল ব্রহ্মবাদী তাপস এই কপিত্থ বৃক্ষের পার্শ্বে বাস করিবেন, তাঁহারা কাপিথিক হইবেন এবং আমার সমান লোক প্রাপ্ত হইবেন। ২৭

হে তপোধনগণ! যে মনুষ্য প্রত্যেক পূর্ণিমায় তিন বানপ্রস্থবিধি অনুযায়ী পূজা করিতে করিতে এখানে বাস করেন, তিনি সহস্র বৎসরের তপস্যার ফল লাভ করিয়া থাকেন এবং বিধি পূর্বক তিনরাত্রি নিবাস করিলে তিনি ইপ্সিত গতি প্রাপ্ত হন। ২৮-২৯

অর্কস্থীপে বাসকারীর ইষ্টা অপেক্ষা দ্বিগুণ ফল লাভ হইবে। পরন্তু বিশেষে বা দুরদেশে বাস করিলে তোমাদের ফল হইবে না, এই বর আমি তোমাদিগকে দিলাম। ৩০

যিনি 'শ্বেতবাহন' নামে আমার পূজা করিবেন, তিনি সকল দিক্ হইতে ভদ্রযুক্ত হইলেও আমার গতি প্রাপ্ত হইবেন। ৩১

যে মনুষ্যগণ ঔডুম্বর (যজ্ঞডুম্বর-বৃক্ষধারী মুনি), বাটমূল (বটবৃক্ষের মূলে নিবাসকারী কাপিথিক (কয়েত-বৃক্ষাশ্রয়ী), শৃগালবাটিয় (শৃগাল নামক বৃক্ষে বাসকারী) ধর্ম্মাত্মা, দৃঢ়ব্রত এবং ব্রহ্মবাদী মুনিদিগকে সবিশেষভাবে পূজা করিবে, তাহারা ঈপ্সিত গতি প্রাপ্ত হইবে। ৩২-৩৩

এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্বেতবাহন মহাদেব তাহাদের সকলেরই সহিত রুদ্রলোকে চলিয়া গেলেন। ৩৪

আমি জম্বুমার্গে যাইব, আমি জম্বুমার্গে নিবাস করিব, এইরূপ মনে মনে সঙ্কল্পকারী মনুষ্য রুদ্রলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে ষষ্টিপুরববিষয়ক ব্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মদত্তের যজ্ঞে বসুদেব-দেবকোর আগমন, দৈত্যেন্দ্রগণের দ্বারা ব্রহ্মদত্তের কন্যাগণকে অপহরণ, প্রদ্যুম্নের দ্বারা তাহাদের রক্ষা, নারদের নিকট দৈত্যদের সহিত ক্ষত্রিয় নরপতিগণের মিলন এবং শ্রীকৃষ্ণের ষষ্টিপুরে আগমন।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ব্রহ্মদত্তেতি বিখ্যাতো বিপ্রো বাজসনেয়বান্।
অশ্বমেধং কৃতস্তেন বসুদেবস্য ধীমতঃ ॥ ২
স সাংবৎসরদীক্ষায়াং দীক্ষিতঃ ষষ্টিপুরালয়ঃ।
আবর্ত্যায়াঃ শুভে তীরে সুনদ্যা মুনিভূষ্টয়া ॥ ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ব্রহ্মদত্ত নামে এক ঋগ্বেদ ও শিক্ষাদি ছয় অঙ্গসমূহে অভিজ্ঞ ব্রহ্মবন্ত নামক এক ব্রাহ্মণ এক বৎসরব্যাপী যজ্ঞে দীক্ষিত হন। ব্রহ্মদত্ত যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য, ধর্ম্মগুণে গুণবান্ এবং শুক্ল যজুর্বেদ—বাজসনেয় সংহিতার অধ্যেতা ছিলেন। ইঁহার গৃহও ষষ্টপুরেই ছিল। ইনি কোনও এক সময় বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। ইনি মুনিসেবিতা আবর্ত্যা নদীর পবিত্র তীরে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ১-৩

সখা চ বসুদেবস্য মহাযাজী দ্বিজোত্তমঃ।
উপাধ্যায়শ্চ কৌরব্য ভীষ্মোদ্বাহে মহাত্মনঃ ॥ ৪
বসুদেবস্তদা যাতো দেবকীং সহিতঃ প্রভো।
যজমানং ষট্‌পুরস্থং তদা শক্রো বৃহস্পতিম্ ॥ ৫
তং সত্রা ব্রহ্মদত্তস্য বহ্বন্নং বহুদক্ষিণম্।
উপাসন্তি মুনিশ্রেষ্ঠা মহাত্মানো দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৬
ব্যালোষ্ণীষং যাজ্ঞবল্ক্যং সুমন্তুর্জৈমিনিস্তথা।
ধৃতিমান্ জাবলিশ্চৈব দেবলাদ্যাশ্চ ভারত ॥ ৭
তস্যাধ্বরপরা যুক্তং বসুদেবং যশোমতঃ।
যজ্ঞেপিতান্ দদৌ কামান্ দেবকী বর্ষচারিণী ॥ ৮
বাসুদেবপ্রভাবেণ জগৎশ্রেষ্ঠীতলে।
তস্মিন্ সত্রে বর্ত্তমানে দৈত্যাঃ ষট্‌পুরবাসিনঃ ॥ ৯
নিবৃত্তাস্তাস্তাঃ সমাগম্য তমূচুর্বরপিতাঃ।
কার্য্যতাং যজ্ঞভাগো নঃ সোমঃ পাস্যামহে বয়ম্।
কল্যাংশ্চ ব্রহ্মদত্তো নো যজমানঃ প্রদাস্যতু ॥ ১০
বহ্ব্যঃ সন্ত্যত্র কল্যাশ্চ রূপবত্যো মহাত্মনঃ
আহূতু তাঃ প্রদাতব্যাঃ সর্ব্বথৈব হি নঃ শ্রুতম্ ॥ ১১
রত্নানি চ ব্রহ্মদত্তো বিশিষ্টানি দদাতু নঃ।
অন্যথা তু ন যষ্টব্যা বয়মজ্ঞাপয়ামহে ॥ ১২
এতচ্ছ্রুত্বা ব্রহ্মদত্তস্তদাহুয় মহাসুরান্।
যজ্ঞভাগো ন বিহিতঃ পুরাণেঽসুরসত্তমাঃ ॥ ১৩
কথং সত্রে সোমপানং শক্যাঃ প্রাপ্তুং ময়া হি বঃ।
পৃচ্ছন্তেত্র মুনিশ্রেষ্ঠান্ বেদব্যাখ্যার্থকোবিদান্ ॥ ১৪
কন্যা হি মম বা দেয়াস্তাংশ্চ সঙ্কল্পিতা ময়া।
অন্যর্ব্বেভ্যঃ প্রদাতব্যা মদনুজ্ঞামমাশ্রয় ॥ ১৫
রত্নানি তু প্রযচ্ছামি যানি যুষ্মাভিরিচ্ছিতাম্।
বলাদ্বৈব প্রদাস্যামি দেবকীপুত্রমাশ্রিতঃ ॥ ১৬

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন! দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মদত্ত মহাত্মা বসুদেবের সহপাঠী, সখা, উপাধ্যায় ও অত্যন্ত বন্ধু ছিলেন। ৩

প্রভো! সেই সময় ইন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট গমন করেন, সেইরূপ বসুদেব দেবকীসহ ষট্‌পুরে গেলেন। সেখানে যট্‌পুরবাসী ব্রহ্মদত্তের নিমন্ত্রণে গমন করিয়াছিলেন। ৫

ব্রহ্মদত্তের সেই যজ্ঞ বহু অন্ন ও প্রচুর দক্ষিণাসম্পন্ন ছিল। দৃঢ়তাপূর্ব্বক উত্তম ব্রতপালনকারী মহাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠগণ এই যজ্ঞের সেবা করিয়াছিলেন। ৬

হে ভারত! এই যজ্ঞ বৃদ্ধিমান বসুদেবের যজ্ঞের অনুরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ছিল। ঐস্থানে আমি (বৈশম্পায়ন), আমার গুরু ব্যাসদেব, যাজ্ঞবল্ক্যমুনি, সুমন্তু, জৈমিনি, ধৈর্য্যশীল জাবালি (বা জাবালি) এবং দেবলাদি মহর্ষিগণও উপস্থিত ছিলেন। এই যজ্ঞে কর্ম্মপরায়ণা দেবকীদেবী ভগবান্ বাসুদেবের প্রভাবে এই পৃথিবীতে সকলকে মনোবাঞ্ছিত পদার্থ দান করিয়াছিলেন। ৭-৮।

যখন সেই যজ্ঞ চলিতেছিল, সেই সময় ষট্‌পুরবাসী দৈত্যগণ সেস্থানে আসিয়া ব্রহ্মদত্তকে বলিল। ৯।

আমাদের জন্যও যজ্ঞভাগের ব্যবস্থা কর, আমরা এই যজ্ঞে সোমরস পান করিব। যজমান ব্রহ্মদত্ত আমাদিগকে তাঁর কন্যাসকল দান করুক। ১০

আমরা শুনিয়াছি যে, এই মহাত্মার বহু রূপবতী কন্যা আছে। তাহাদের আমাদিগকে প্রদান করুক। ব্রহ্মদত্ত আমাদের উত্তম উত্তম বহু রত্নও প্রদান করুক। তবে যজ্ঞ করিতে পারিবে। অন্যথা সে যজ্ঞ করিতে পারিবে না। আমরা এই আজ্ঞা জানাইতেছি। ১১-১২

ইহা শ্রবণ করত ব্রহ্মদত্ত সেই মহাসুরগণকে বলিলেন,—অসুরশ্রেষ্ঠগণ! পুরাতন বেদে অসুরদের জন্য যজ্ঞভাগ-দানের ব্যবস্থা নাই; তাহা হইলে আমি যজ্ঞে আপনাদের সকলকে সোমরস কিরূপে প্রদান করিতে পারি? এস্থানে বেদের বিস্তৃত অর্থে বিশেষজ্ঞ বহু বেদ মুনি আছেন, ইহাঁদিগকে আপনারা জিজ্ঞাসা করুন। ১৩-১৬

আমার যে সব কন্যা দানযোগ্যা ছিল, তাহাদের মানসিক সঙ্কল্পের দ্বারা সংশয় করিয়া দিয়াছি অথবা মনে মনে অন্য পুরুষগণের হস্তে তাহাদের সকলকে প্রদান করিয়াছি, এখন অন্যর্ব্বেদীতে যোগ্য বরসকলের হস্তে তাহাদের প্রদান করিতে হইবে। ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১৫

এখন রহিল রত্নের কথা, সেই সব রত্ন আমি আপনাদের ইচ্ছামত প্রদান করিব, যখন আপনারা সান্ত্বনাপূর্ব্বক (শান্তভাবে) কথাবার্ত্তা বলিলেন, এই কথা আপনারা ভালভাবে চিন্তা করুন। বলপ্রদর্শন পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে আমি কিছুই প্রদান করিব না, কারণ, আমি ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যথা তিনিই আমাকে রক্ষা করিবেন। ১৭

নিকৃত্তাস্ত্র কৃমিত্তাঃ প পাঃ ষট্পুরবাসিনঃ।
বজ্রবাটং বিলুম্পন্তং কন্যাশ্চ তাস্তথা ॥ ১৭

তমু দৃষ্ট্বা সম্প্রবৃত্তং তু দধ্যাবানকদুন্দুভিঃ।
বাসুদেবং মহাত্মানং বলভদ্রং গদং তথা ॥ ১৮

বিবিত্তার্থস্ততঃ কৃষ্ণঃ প্রদ্যুম্নমিদমব্রবীৎ।
গচ্ছ কন্যাপরিত্রাণং কুরু পুত্রাত্ত মায়য়া ॥ ১৯

যাবদ্ যাদবসৈন্যেন ষট্পুরং দানবাঃ প্রভো।
ন যযৌ ষট্পুরং বীরাঃ পিতৃসান্নিধ্যকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২০

নিমেষান্তরমাত্রেণ গদঃ কৃষ্ণো মহাবলঃ।
কন্যান্তা মায়য়া বীরানপশ্যদ্ভূত মহাবলঃ ॥ ২১

মায়াময়ীশ্চ কৃত্বান্যা কন্যাস্তত্র সুদর্শনঃ।
মা ভৈতিতি চ হর্ষস্থা দেবকীমুক্তবান্তদা ॥ ২২

মায়ানষ্টাংস্ততো দৃষ্ট্বা পুনঃ দৃষ্ট্বা তথাপরাঃ।
ষট্পুরঃ বিবিশুস্তৈতা পরিদৃষ্টা মহাবিলৈ ॥ ২৩

কর্ম্ম চাসাধয়ন্তত্র বিদিতাস্তেন কর্ম্মণা।

যদ্‌বিশিষ্টঃ বহুগুণঃ তদ্‌ভূচ্ছ নর রিপ ॥ ২৪

এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তা রাজানস্তত্র ভারত।
সত্রে নিমন্ত্রিতাঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মণস্তেন বৈধসা ॥ ২৫

জরাসন্ধো দন্তবক্রঃ শিশুপালস্তথৈব চ।
পাণ্ডবা ধার্ত্তরাষ্ট্রাশ্চ ম লবাঃ সগরাস্তথা ॥ ২৬

কুন্তী চৈবাঙ্গতিশ্চৈব নীলো বা বর্ষ্ম এব চ।
বিদ্যাদ্যুবিদ্যাবাবন্তৌ বলাঃ শকুনিরেব চ ॥ ২৭

রাজানশ্চাপরে বীরা মহাস্থানো দৃঢ়াযুধাঃ।
আযাসিতা নাতিদূরে ষট্পুরস্য চ ভারত ॥ ২৮

তান্ দৃষ্ট্বা নারদঃ শ্রীমানচিন্ত্যদেবনিন্দিতঃ।
অত্রান্ত যাদবান্ ক্ষ ণবিষ্যন্তি সংগমে ॥ ২৯

অত্র হেতুস্তয়ঃ বৃদ্ধ ভর্ত্তাংস্তে প্রহরামাহম
এবং সঞ্চিন্ত্যচিত্তাত্ত নিবৃত্ত নরদা গতঃ ॥ ৩০

পূজিতঃ স নিকৃত্তেন দানবৈরন্ত মহাত্মভিঃ।
উপবিষ্টঃ স ধর্ম্মাত্মা নিকৃত্তমিদমব্রবীৎ ॥৩১

এই উত্তর শ্রবণ করিয়া ষট্‌পুরবাসী নিকৃত্ত প্রভৃতি দানবী অসুরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহারা যজ্ঞমণ্ডপকে লুণ্ঠন করত উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল এবং ব্রহ্মণ্ডের কন্যাগণকে অপহরণ করিল। ১৭

যজ্ঞমণ্ডপে লুণ্ঠন আরম্ভ হইতে দেখিয়া সমুদয় মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও গদকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৮

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চিন্তার পূর্ব্ব হইতে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি প্রদ্যুম্নকে বলিলেন,—পুত্র! তুমি শীঘ্র গমন কর এবং মায়া অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মণ্ডের কন্যাগণকে রক্ষা কর। প্রভাবশালী প্রদ্যুম্ন! ততক্ষণের মধ্যে আমি যাদবসৈন্যবাহিনীর সহিত ষট্‌পুরে যাইতেছি। ১৯।

মহাবল কামরূপ বীর প্রদ্যুম্ন পিতার আজ্ঞাপালনকারী ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ষট্‌পুরে গমন করিলেন এবং নিমেষ কালের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হইয়া সেই মহাবল বৃষ্ণিবীর সেই কন্যাগণকে মায়ার দ্বারা অপহরণ করিয়া আনিলেন। ২০-২১

তৎক্ষণিকজন প্রদ্যুম্ন মায়াময়ী অন্য কন্যাগণকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে অসুরদিগের নিকট রাখিয়া দিলেন। তারপর তিনি নিজের পিতাকেই দেবকীদেবীকে বলিলেন—ঠাকুমা! আপনি ভয় করিবেন না। ২২

বরুণাধ। ব্রহ্মণ্ডের কন্যাগণ দৈত্যদের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য ছিল। তাহারা মায়াময়ী কন্যাগণকেই প্রণতবৎ করত ষট্‌পুরে

প্রবেশ করিল এবং নিজেদের ইষ্ট সফলতায় সন্তুষ্ট হইল। ২৩

রাজন্! অনন্তরে নারদ বিধি অনুসারে সেখানে যজ্ঞকর্ম সম্পাদিত হইতে লাগিল, যে যে বিশিষ্ট ও বহুগুণসম্পন্ন কার্য্য ছিল, তাহা সম্পন্ন হইল। ২৪

তারত! ইহার মধ্যে সেখানে বহু রাজা আসিলেন, যাঁহাদিগকে বৃষ্ণিবীর ব্রহ্মণ্ড পূর্ব্বে যজ্ঞে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ২৫

তন্মধ্যে, দন্তবক্র, শিশুপাল, পাণ্ডবগণ ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রসকল, নিজের বল সহ মালবরাজ, কুন্তী, অঙ্গতি, নীল, বর্ম, অবন্তিদেশের রাজপুত্র বিন্দ ও অনুবিন্দ, বলী, শকুনি, অন্য বীর নরপতিগণ এবং মূদুক অনুযাত্রী অন্য মহাত্মা বীরবৃন্দও সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা ষট্‌পুরের অল্প দূরেই অবস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৬-২৮

ইঁহাদের সকলকে সেখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সাধুমহাত্মা শ্রীমান্ নারদ চিন্তা করিতে লাগিলেন ;—এস্থানে যাদবগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হইবে ॥ ২৯

এই ভাবে আমিই কারণ হইব ; অতএব তাহাদের অন্য এখন হইতে প্রস্থান আরম্ভ করি। এরূপ চিন্তা করিয়া তিনি নিকৃত্তের ভবনে গমন করিলেন। ৩০

নিকৃত্ত ও অন্যান্য দানবগণ দেবর্ষি নারদকে বিশেষ আদর সৎকার করিল। মহাত্মা নারদ সেখানে এক আসনে উপবেশন করত নিকৃত্তকে এই কথা বলিলেন। ৩১

কথং বিরোধঃ যদুভিঃ কৃষ্ণস্য ত্বদ্বৈরিণস্তাত্তে
যো ব্রহ্মদত্তঃ স হরিঃ স হি তস্য পিতুঃ সখা ॥ ৩২
শতানি পঞ্চ ভার্য্যাণাং ব্রহ্মদত্তস্য ধীমতঃ।
আনীতা বসুদেবস্য সুতস্য প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৩৩
শতত্রয়ং ব্রাহ্মণীনাং রাজন্যানাং শতং তথা।
বৈশ্যানাং শতমেকঞ্চ সূত্যানাং শতমেব চ ॥ ৩৪
তাসাং শুশ্রূষিতো ধীমান্ দৃঢ়ধীরা বর্ম্মবিত্তমঃ।
তেন তাসাং বরো দত্তো মুনিনা পুণ্যকর্ম্মণা ॥ ৩৫
একৈকস্তনয়ো রাজন্নেকৈকা দুহিতা তথা।
রূপেণাপ্রতিমাঃ সর্ব্বা বরয়ানের্ধীমতঃ ॥ ৩৬
কন্যা ভবন্তি ভবতস্তস্য পুত্র পুনঃ পুনঃ
সঙ্গমে সঙ্গমে বীর স্তুতিভিঃ পরমং মতঃ ॥ ৩৭
সর্ব্বপুষ্পসমৃদ্ধা গন্ধঃ প্রস্রবন্তি বনাকুলাঃ
সর্ব্বা সৌবনে কন্যা সর্ব্বলক্ষণপূজিতাঃ ॥ ৩৮
সর্ব্বা গুণৈরলঙ্কারাঃ কীর্ত্তনীয়গুণোদয়ম্

জানন্তি সর্ব্বা দৈত্যেন্দ্র বরয়ানের্ধীমতঃ ॥ ৩৯
পুত্রাস্তস্য রূপসম্পন্নাঃ শাস্ত্রার্থকুশলাস্তথা।
যে যে স্থিতা বর্ণধর্ম্মে যথাবদপূর্ব্বশঃ ॥ ৪০
তাঃ কন্যা দৈত্যমুখ্যানাং দত্তাঃ প্রাণেন ধীমতা।
অবশেষঃ শতং একঃ সনাভীতঃ কিল ত্বয়া ॥ ৪১
তদর্থে যাদবান্ বীর যোধয়িষ্যসি সর্ব্বথা।
সহায়ার্থং তু রাজানো দ্রিয়ন্তাং হেতুপূর্ব্বকম্ ॥ ৪২
ব্রহ্মদত্তসুতার্থঞ্চ বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
দীয়ন্তাং ভূমিপালানাং সহায়ার্থং মহাত্মনাম্ ॥ ৪৩
আতিথ্যং ক্রিয়তাং চৈব যে সমেষ্যন্তি বৈ নৃপাঃ।
এবমুক্তে তথা চক্রুস্তস্যেতিহ্লষ্টবৎ ॥ ৪৪
লব্ধা পঞ্চশতাঃ কন্যা বসু নি বিবিধ নি চ
সখ্যার্থেন নরেন্দ্রেভ্যো বিসৃষ্টা ভক্তবৎসলৈঃ ॥ ৪৫
শ্রুত্বে পাণ্ডুসুতান্ বীরান্ বারিতা নারদেন তে।
নিমেষান্তরমাত্রেণ তত্র গত্বা মহাত্মনা ॥ ৪৬

তোমরা যাদবগণের সহিত বৈরিতা করিয়া এখানে কিরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিয়াছ? একটী কথা জানিয়া রাখ যে, যিনি ব্রহ্মদত্ত, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ কারণ এই ব্রহ্মদত্ত সেই শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের সখা। ৩১

বুদ্ধিমান ব্রহ্মদত্তের পাঁচশত ভার্য্যা আছে, তাঁহাদিগকে তিনি বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতার জন্য ইঁহার অনুরোধে দত্ত প্রাণ হইয়াছিলেন। ৩৩

তাঁহার স্ত্রীগণের মধ্যে তিন শত ব্রাহ্মণী কন্যা একশত ক্ষত্রিয়া কন্যা, একশত বৈশ্য কন্যা এবং একশত শূদ্র কন্যা ছিলেন। ৩৪

ইঁহারা সকলে বর্ষজনপ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ ইঁহাদের সেবা করিয়াছিলেন, ইহাতে প্রসন্ন হইয়া সেই পুণ্যকর্ম্মা মুনি তাঁহাদের বরদান করেন। ৩৫

রাজন্! সেই বুদ্ধিমান মুনির বরদানে ব্রহ্মদত্তের প্রত্যেক স্ত্রীর এক এক পুত্র ও এক এক কন্যা হয়। তাঁহাদের এই সব কন্যা অনুপম রূপবতী। ৩৬

বীর অসুর! তাঁহাদের এই কন্যাগণ পতিদিগের সহিত সঙ্গম করিবার সময় প্রত্যেক সঙ্গম সময়ে কুমারী কন্যা সকলের ন্যায় কমনীয়া হইয়া যায়॥ ৩৭

এই সব পরমা সুন্দরী কন্যা নিজ নিজ দেহ হইতে সর্ব্বপ্রকার পুষ্পের সুগন্ধ নিঃসারণ করে, সর্ব্বদা যৌবনে স্থিত এবং সকলেই পতিব্রতা। ৩৮

সকলেই সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না, সকলেই গুণালঙ্কারা, সকলেই কীর্ত্তনীয় গুণসম্পন্না। ৩৯

পুত্রগণও রূপসম্পন্নাঃ শাস্ত্রার্থকুশলা তথা। যে যে স্থিতা বর্ণধর্ম্মে যথাবদপূর্ব্বশঃ। ৪০

তাঁহাদের ব্রহ্মদত্ত ভার্য্যাগণের পুত্রগণ রূপ-সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন, শাস্ত্রার্থে কুশল এবং সকলেই যথাযথরূপে নিজ নিজ বর্ণ-ধর্ম্মে স্থিত আছে। ৪০

বুদ্ধিমান ব্রহ্মদত্ত প্রায় সেই সব কন্যাগণের বিবাহ মুখ্য মুখ্য যদুবংশীয়দিগের সহিত দিয়াছেন। কেবল একশত অবশিষ্ট ছিল, যাহাদের তোমরা অপহরণ করিয়া আনিয়াছ। ৪১

বীর! তাহাদের জন্য তোমাকে যাদবগণের সহিত সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধ করিতে হইবে, অতএব তোমাকে সহায়তা করিবার জন্য এখানে উপস্থিত রাজগণকে যুক্তি সহকারে নিজের পক্ষে আনয়ন কর। ৪২

ব্রহ্মদত্তের কন্যাগণের জন্য সেই সব মহাত্মা নরপতিদিগের সহায়তা লাভের নিমিত্ত তুমি তাঁহাদের সকলকে সাদরে বহু উপঢৌকনসহ প্রদান কর। যে নৃপবর আসিবেন (বা আসিবেন), তাঁহাদের সকলের আতিথ্য-সৎকার কর ৪৩-৪৪

নারদ এই কথা বলিলে পর অসুরবর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তাহাই করিল। সেই ভক্তবৎসল নরপতিগণ পাঁচশত কন্যা ও নানাবিধ বহু প্রাপ্ত হইয়া যথাযথভাবে পরস্পর বিভাগ করিয়া গ্রহণ করিলেন। ৪৪-৪৫

কেবল পঞ্চ পাণ্ডব ব্যতীত অন্যান্য সকলেই সেই সব বহু ও কন্যাগণকে লাভ করিয়া লইলেন। ইহাতে নারদ নিমেষ

তুষ্টৈস্তৈস্তবৈরুদ্যৈ রাজন্ ভূমিপরৈরুমৈঃ।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধার্থৈর্ভবদ্ভিঃ খলু যদ্বয়ম্ ॥ ৪৭
অচিন্তাঃ স্ম যথাস্মাভিঃ ক্ষত্রাঃ কিং বঃ প্রয়োজয়ে।
ক্ষত্রা চাচিন্তপূর্ব্বং বি দিব্যৈর্বীরৈর্ভবদ্বিধৈঃ ॥ ৪৮
নিকৃত্তোঽথাব্রবীদ্ দৃষ্টঃ ক্ষত্রঃ পুরুরিপুস্তদা।
অনুবর্ণয়িত্বা ক্ষত্রস্য মাহাত্ম্যং সত্যবেদ চ ॥ ৪৯
যুদ্ধং নো রিপুভিঃ সার্দ্ধং ভবিষ্যতি নৃপোত্তমাঃ।
সাহায্যং ধাতুমিচ্ছামো ভবদ্ভিস্তত্র সর্ব্বথা ॥ ৫০
এবমস্ত্বিতি তানূচুঃ ক্ষত্রিয়াঃ শৌনকিস্বিয়াঃ।
পাণ্ডবেয়ানুতে বীরান্ প্রত্যর্থায়াব্রবাদ্ বিভো ॥ ৫১
ক্ষত্রিয়াঃ সন্নিধিষ্টাস্তে যুদ্ধার্থং কুরুনন্দন

পরান্ত ব্রহ্মদণ্ডস্য যজ্ঞবাটং গতা অপি ॥ ৫২
কৃষ্ণোঽপি সেনয়া সার্দ্ধং প্রযযৌ ষট্পুরং বিভুঃ।
মহাদেবস্য বচনমুদ্বহন্ মনসা নৃপ ॥ ৫৩
স্থাপয়িত্বা দারবত্যামাহুকং পার্থিবং তদা।
স তয়া সেনয়া সার্দ্ধং পৌরাণাং হিতকাম্যয়া ॥ ৫৪
যজ্ঞবাটস্যাবিদূরে দেবো নিবিবিশে বিভুঃ।
দেশে প্রবরকল্পাঢ্যে বসুদেবপ্রচোদিতঃ ॥ ৫৫
দত্তগুপ্তাপ্রতিসরঃ কৃত্বা তত্র বিধিবৎ প্রভুঃ।
প্রত্যুদ্গমনে শ্রীমান্ রক্ষার্থং বিনিযুক্তা চ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি ষট্পুরবধে কৃষ্ণদা ষট্পুরগমনে ত্রাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৩

কালের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হইয়া বীর পাণ্ডবগণকে এই সবের তাপ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন। ৪৬

রাজন্! হরি ও কৃষ্ণা প্রাপ্ত হইয়া সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহারা অনুপস্থিতকে বলিলেন—আপনারা সকলে সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ভোগসমূহে সম্পন্ন ও স্বয়ং আকাশে বিচরণকারী, তথাপি আপনারা ন্যায়োচিত রীতিতে আমাদের সৎকার করিলেন; অতএব বলুন, এই ক্ষত্রিয়সমাজ আপনাদিগকে কি প্রদান করিবে? আপনাদের ন্যায় দিব্য বীরগণ পূর্ব্বেই এই ক্ষত্রিয়সমাজের পূজা করিয়াছেন। ৪৭-৪৮

ইহা শ্রবণ করিয়া দেবশত্রু নিকৃত্ত হইয়া ক্ষত্রিয়গণের যথার্থ মাহাত্ম্য বারংবার বর্ণনা করত সেই সমস্ত বীরদিগের এই কথা বলিলেন। ৪৯

শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ! শত্রুদিগের সহিত আমাদের যুদ্ধ হইবে। ইহাতে আপনারা সর্ব্বপ্রকারে আমাদের সহায়তা প্রদান করুন, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। ৫০

প্রভো! যাঁহাদের পাপ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, সেই ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে যাঁর পাণ্ডবগণ বাস্তবিক জন্য সকলেই 'এবমস্তু' এই কথা বলিয়া তাঁহার প্রার্থনা স্বীকার করিয়া লইলেন। পাণ্ডবগণ নরদেবের নিকট হইতে সব কথাই শুনিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহারা পৃথক্ বলিলেন। ৫১

কুরুনন্দন! সেই সব ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া সেখানে সন্নিবেশিত রহিলেন। অন্যদিকে ব্রহ্মদণ্ডের পক্ষীগণ যজ্ঞস্থলের প্রবিষ্ট হইলেন এবং অন্যত্র সেনাসহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৫২।

নৃপ জনমেজয়! মহাদেবের বাক্য মনে মনে স্মরণ করত দ্বারকায় রাজা উগ্রসেনকে স্থাপিত করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে আসিয়াছিলেন। ৫৩।

ভগবান্ জনার্দ্দনের সেই দৈবসাহিনীর সহিত ষট্পুর-বাসিগণের হিতকামনায় যজ্ঞস্থলের অল্প দূরে উত্তম কল্যাণময় প্রদেশে বসুদেবের আজ্ঞায় সেনানিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫৪-৫৫

শ্রীমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে বিধি অনুসারে রক্ষক সৈন্যগণের দল নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন, যাহার জন্য কোনও অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তির দেশিকে আসিবার পথ মিলিল না। সেই সঙ্গে তিনি নিজের পুত্র প্রদ্যুম্নকে চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সৈন্যগণকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ৫৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে ষট্পুর-বধপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ষট্পুরগমননিবন্ধক ত্রাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণের যাদবসৈন্যানাং যুদ্ধায় নিযুক্তিঃ, দানবানামাক্রমণম্, নিকুম্ভেন কেষাঞ্চিৎ যাদববীরাণাং গুহায়াং বন্দীকরণম্, শ্রীকৃষ্ণেন দানবসৈন্যানাং সংহারঃ, প্রহ্লাদেন রাজসৈন্যানাং গুহাদ্বারমবরোধঃ, ব্রহ্মদত্তায় সান্ত্বনাদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মুহূর্তাদুদিতে সূর্যে জনচক্ষুষি নির্ম্মলে।
বলঃ কৃষ্ণঃ সাত্যকিশ্চ তার্ক্ষ্যমারুরুহুস্ততঃ ॥ ১
বভ্রুর্মোঘাদুদ্গিরাণা দর্শিতা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
বিঘোষকেষবঃ দেবং নমস্কৃত্য সুরোত্তমম্ ॥ ২
আবর্ত্তায় জলে স্নাত্বা রুদ্রেণ বরদত্তয়া।
গদায়াঃ কুরুশার্দ্দূল রুদ্রবাক্যেন পূজায়া ॥ ৩
প্রহ্লাদমগ্রে সৈন্যস্য বিধিং স্থাপ্য সনাতনঃ।
রক্ষার্থং যজ্ঞবাটস্য পাণ্ডবান্ বিনিযুক্তবান্ ॥ ৪
শেষায় সেনায়ঃ গুপ্তয়ে ভগবান্ বিনিযুক্তবান্ ॥ ৫
জয়ন্তমস্য সম্ভার প্রবহং সমযোজয়ৎ।
তাবাপেক্ষুরেবাহ স্বয়ং ৬ পরমুবাচ তথা
বিরতোব নিযুক্তো তৌ ওতায় ইব ভারত ॥ ৬

ততঃ কৃষ্ণস্য বচনাদাহতো বলদুন্দুভিঃ।
জলজা মুরজাশ্চৈব বাদ্যাস্তেষাপরাণি চ ॥ ৭
মকরো রচিতো বৃাঃ সাগরেণ চ গর্জতা চ
সারণশ্চোদ্ধবশ্চৈব ভোজো বৈতরণস্তথা ॥ ৮
অনাধৃষ্টিশ্চ ধর্মাত্মা পৃথুর্বিপৃথুরেব চ।
কৃতবর্মা চ দুর্দ্ধর্ষশ্চক্র নিঃক্ষুরহর্ষিণঃ ॥ ৯
সনৎকুমারো ধর্মাত্মা চারুদেষ্ণশ্চ ভারত।
অনিরুদ্ধশ্চারণো বৈ পৃষ্ঠরক্ষী বরূথকুঃ ॥ ১০
শেষা যাদবসেনা তু বৃতাস্তাবাবস্থিতা।
রথৈরন্যৈর্নরৈরন্যৈরনুযাতা বলবন্ধন ॥ ১১
ষট পুরাণি নিষ্ক্রম্য তস্মিন্ যুদ্ধমহর্মুখে।
আরুরুহুর্দানবাশ্চাপি গর্দ্দভানপি হস্তিনঃ ॥ ১২

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যাদবসৈন্যগণকে যুদ্ধের জন্য নিযুক্তি, দানবদলের নিষ্ক্রমণ, নিকুম্ভ কর্তৃক কিছু যাদববীরকে গুহায় বন্দীকরণ, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা দানবসৈন্যদের সংহার, প্রহ্লাদ কর্তৃক রাজসৈন্যদিগকে গুহার অবরোধ এবং ব্রহ্মদত্তকে সান্ত্বনাদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সূর্য্যদেব যখন উদিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল অতিবাহিত হইল এবং লোকসকলের চক্ষু নির্ম্মল (অন্ধকারের অপগমে) হইল সেই সময় বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি—ইহারা তিনজনে গরুড়ে আরোহণ করিলেন। ইহারা সকলেই নিজ নিজ হস্তে ঘোষাকর্ণনির্ম্মিত ধনুঃ (ধনুষ্কা) ধারণ করিয়াছিলেন এবং কবচধারণ করত যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্ত ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে রুদ্রদেব যাঁহাকে বরদান করিয়াছিলেন ও তাঁহার বাক্যে যিনি পূজ্যমান হইয়া বিরাজিত, সেই আবর্ত্তনামী গদার স্থান করত সুরশ্রেষ্ঠ বিঘোষকেষবদেব শিবকে নমস্কার করিয়াছিলেন (তাহার পর তাঁহারা যুদ্ধের ব্যবস্থানার্থ রত হইয়াছিলেন)। ১-৩

মানব এবং সৎপুরুষগণের আশ্রয়ভূত শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাগ্রে প্রহ্লাদকে সৈন্যের রক্ষার জন্য তাহাদের উপরিভাগে আকাশে স্থাপিত করিলেন। যজ্ঞস্থলের রক্ষার জন্য পাণ্ডবগণকে নিযুক্ত করিলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্যকে গুহার দ্বারে নিযুক্ত করিয়া ভগবান্ শ্রীহরি ভরত শ্রীমান্। ও প্রবরকে (ইন্দ্রের সখা ও পরশুরামের শিষ্য এক ব্রাহ্মণ) স্মরণ করিলেন। ৪-৬

হে ভারত! স্মরণ তাঁহারা উপস্থিত সেখানে আসিলেন এবং বরও আসিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বন্দন করিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ এই ৪জনকে (৩ইন্দ্রের ও ৪ অন্য সেই (চতুরিতাগণ হইতে সৈন্যদের রক্ষার জন্য নিযুক্ত করিলেন। ৬

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে যুদ্ধের বাদ্য বাজিতে লাগিল। এইরূপ শঙ্খ, মুরজ ও অন্যান্য বাদ্য-বাদনও আরম্ভ হইল। ৭

সাত্য ও গদ যাদবসৈন্যদলের মকরব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন। সারণ, উদ্ধব, ভোজ, বৈতরণ, ধর্ম্মাত্মা অনাধৃষ্টি, পৃথু, বিপৃথু, কৃতবর্ম্মা, দুর্দ্ধর্ষ ও শত্রুমর্দ্দন নিঃক্ষুপ—ইহারা সকলে সেই যুদ্ধের অগ্রভাগে রহিলেন। ৮-৯

মহাত্মা সনৎকুমার ও চারুদেষ্ণ—ইহারা উভয়ে অনিরুদ্ধের সহিত থাকিয়া সৈন্যবাহিনীর পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। মুদ্ধবর্দ্ধনকারী নরেশ ৩নন্যেরা রথ, অশ্ব, মনুষ্য ও হস্তিগণে পরিপূর্ণ অবশিষ্ট যাদবসেনা যুদ্ধের দ্বারভাগে অবস্থান করিতে লাগিল। ১০-১১

তদনন্তর ষট্‌পুর হইতেও বলবীর দানবগণ নির্গত হইল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন দানব মেঘতুল্য বৃহৎ ও ভয়ঙ্কর দর্শন গর্দ্দভে আরোহণ করিয়াছিল এবং কয়েকজন হস্তীর উপর আরূঢ় ছিল। ১২

মকরান্ শিশুমারাংশ্চ ক্রতানপি চ ভারত
মহিষানপি খড়্গাংশ্চ উষ্ট্রানপি চ কচ্ছপান্ ॥ ১৩

এতৈরেব সবৈর্যুক্তা বিবিধায়ুধপাণয়ঃ।
কিরীটাঙ্গদমুকুটৈরঙ্গদৈরপি মণ্ডিতাঃ ॥ ১৪

নানাবর্ণমালাবিবিধৈস্তূর্যৈর্নেমিস্বনাকুলৈঃ।
প্রস্থায়য়ানৈঃ শঙ্খৈশ্চ মহাসুরসমস্বনৈঃ ॥ ১৫

তাসামসুরসেনানামুদ্যতানাং জনেশ্বর।
নিকুম্ভো নির্যযাবগ্রে দেব নামিব বাসবঃ ॥ ১৬

ভূমিং ভ্রাময় বসুধিরে দানবাস্তে বলোৎকটাঃ।
নদন্তো বিবিধান্নাদান্ ক্ষেড়ন্তশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৭

রাজসেনাপি সংসক্তা চেদিরাজপুরোগমা
অসুরাণাং মহাযোধৈঃ নিশ্চিতা জনমেজয় ॥ ১৮

দুর্যোধনস্ত্রাকুলস্তঃ চেদিরাজমুদ্যতাগ্রম
ক্ষিপ্তঃ রথৈর্মহদ্ভীমং সঙ্কর্ষণমরোপয়ৈঃ ॥ ১৯

কঠিনানাদিনো বীর ক্রপলম্বলম্বনাস্তথা।
কৃষ্ণা চৈবাঙ্গতিশ্চৈব তত্ত্বনির্ম্মিতো রথে।
তালবৃক্ষপ্রতীকাশে ধ্বজানো বহুধা শুভে ॥ ২০

শঙ্খাশ্চ মকরনির্ঘোষো ভয়দশ্চক্র পাণ্ডিবঃ।
জরাসন্ধস্তিসর্ব্বক্ত বিরাটশ্চ মহোরগঃ ॥ ২১

যুদ্ধার্থমুদ্যতা বীরা নিকুম্ভাস্তা জয়ৈষিণঃ।
যুযুৎসমানা বহুভিরৈরিভির্ মহাসুরাঃ ॥ ২২

ততো নিকুম্ভঃ সমরে শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।
মমর্দ্দ সমরে সেনাং ভৈমানাং ভীমদর্শনাম্ ॥ ২৩

সেনাপতিনাদৃষ্টিমমুদ্য তত্র যাদবঃ
মমর্দ্দ ঘোরৈর্বাণৌঘৈশ্চিত্রপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ২৪

ন রথোঽসুরমুখ্যস্য সন্নদ্ধে ন চ বাজিনঃ
ন ধ্বজো ন নিকুম্ভস্য সর্বে বাণাচ্চিতাঃ কৃতাঃ ॥ ২৫

স পরীতো ততো বাণৈ নিকুম্ভো মাধিনাং বরঃ।
অন্তর্দ্ধায়দনাদৃষ্টিঃ মায়াং ভৈমস্য তাং মম ॥ ২৬

১৪ততবাদ্যৈঃ। কত ভৈরী বেণুবালী মৃদঙ্গ, শিশুমার, মহিষ, গণ্ডার, উষ্ট্র ও কচ্ছপের আকারের করিয়া নির্ম্মিত হইল। ১৩

বহু ভৈরবের পৃষ্ঠে এই সকলের দ্বারা যোদ্ধিত রথ ছিল। এই সকল রথে সজ্জিত হইয়া সেই ভৈরবগণ নিজ নিজ হস্তে নানা-প্রকার অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। ইহারা সকলে কিরীট, মুকুট (বা পাগড়ী) ও অঙ্গদাদিতে অলঙ্কৃত ছিল। ১৫

ইহাদের সহিত নানা প্রকার বাদ্য বাদিত হইতেছিল। এই সব বাদ্যের সঙ্গে রথের নেমিশব্দের ঘর্ঘর শব্দ মিলিত হইয়া যাইল। সেখানে ভৈরবরবে শঙ্খ বাদিত হইতে লাগিল, যে শঙ্খ মহামেঘের গর্জ্জনের তুল্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল। ১৬

জনমেজয়! যুদ্ধের জন্য উদ্যত সেই অসুর-সৈন্যদের সর্ব্বাগ্রে নিকুম্ভ নির্গত হইল, ইহাতে মনে হইল—ইন্দ্র যেমন দেবগণের অগ্রে গমন করিতেছেন। ১৬

সেই উৎকট বলশালী দানবগণ নানাপ্রকার সিংহনাদ করিতে করিতে, বারংবার গর্জ্জন করিতে করিতে ও আকাশ এবং পৃথিবীকে নিনাদিত করিতে করিতে ধাবিত হইতে লাগিল। ১৭

জনমেজয়! রাজসেনাও অসুরগণের সহায়তার জন্য নিকট হইতে চেদিরাজ শিশুপালের নেতৃত্বে যুদ্ধের নিমিত্ত সজ্জিত হইয়া প্রস্তুত রহিলেন। ১৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ! দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতা চেদিরাজ শিশুপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণের অগ্রে যাইতে লাগিলেন। ইহারা সকলে গরুড়নিধ্বজাকার রথসমূহের দ্বারা যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন

বীর। রাজা শিশুপালের ধ্বজাগ্রে অতিশয় কঠোর (ভয়ঙ্কর) ঘর্ঘর শব্দ করিতেছিল। কৃষ্ণা অঙ্গতি ইহারা উভয়ে যুদ্ধের জন্য নিজ নিজ রথে শোভমানা অবস্থা ন করিতে লাগিলেন। ইহারা তালবৃক্ষসদৃশ বিশাল নিজেদের ধ্বজা দুলাইতে ছিলেন।২০

শঙ্খ, মকরনি, রাজা শিশুপাল, জরাসন্ধ, বিরাট, ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা ও উত্তর সহ রাজা বিরাট—এই বীর নরপতিগণ জয়াভিলাষী হইয়া নিকুম্ভের প্রাধান্যে যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইলেন। ২১

যেরূপ মহাসুরগণ দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ এই সব নরপতিগণ যাদবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। ২২-২২

তখন নিকুম্ভ সমরাঙ্গণে বিবিধ সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা ভৈম (যাদব)-গণের ভীমদর্শন সৈন্যগণকে মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল। ২৩

যাদব-সেনাপতি অনাধৃষ্টি নিকুম্ভের এই পরাক্রমকে সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি শিলাশাণিত বিচিত্র পক্ষযুক্ত ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা সেই অসুরকে মথিত করিলেন। ২৪

তখন সেই অসুর-সেনাপতির না রথ দেখা যাইল, না অশ্ব, না ধ্বজ এবং না ধনুঃ নিকুম্ভকে দেখা যাইল। এই সমস্ত বাণ-সমূহে আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল। ২৫

এই সময় মায়াবী অসুরবরশ্রেষ্ঠ নিকুম্ভ সর্ব্বদিকে দৃষ্টির

তন্তরিষ্ঠানয়দ্ বীরঃ গুহাং ষট্পুরসংজ্ঞিতাম্
রুদ্ধা চাস্ত্রময়ং বীরো মায়াবলমুপাশ্রিতঃ ॥ ১৭
পুনরেব নিবৃত্তস্তু কৃতবর্ম্মাণমাহবে
অনন্তচারুদেষ্ণক্ষ ভোজং বৈতরণং তথা ॥ ১৮
সনৎকুমারমুক্ষ তথৈব নিশঠোলমুকৌ।
ক্রুথক্টৈবাপরান্ ভোজান্মায়াবলসমাশ্রিতঃ ॥ ১৯
ন তস্য বদুশে যেতো মায়াজ্ঞেষ্ঠো জনেশ্বর।
নয়তো যাদবান্ ঘোরান গুহাং ষট্পুরসংজ্ঞিতাম্ ॥ ২০
তদ্ দৃষ্ট্বা কদনং ঘোরং তৈমানাং ভয়বর্দ্ধনম্
চুকোপ ভগবান্ রুক্মো বলঃ সাত্যক এব চ ॥ ২১
সবিশেষং তথা কামঃ সাম্বশ্চ পরবীরহা।
অনিরুদ্ধশ্চ দুর্দ্ধর্ষো তৈমান্ বরবোঢ়পরে ॥ ২২
ততঃ শার্ঙ্গধৃগ্ শার্ঙ্গং কৃত্বা সজ্যং নরেশ্বর।
দানবেষু প্রবৃত্তেষু তৃণেষিব হুতাশনঃ ॥ ২৩

তং দৃষ্ট্বা দানবা দেবমভিচক্রুর্যতীশ্বরম্
শলভাঃ কালপার্শ্বাঙ্গাঃ প্রদীপ্তমিব পাবকম্ ॥ ২৪
সমুদ্যম্য শতঘ্নীশ্চ পরিঘাংশ্চ সহস্রশঃ।
শূলানি চাপ্রিয়ুক্তানি প্রাসীশ্চাপ্যথ পট্টশান্ ॥ ২৫
পর্ব্বতাগ্রাণি বৃক্ষাংশ্চ ঘোরাংশ্চ বিপুলাঃ শিলাঃ।
উৎক্ষিপ্য চ গজাংস্তাংস্তান্ রথানপি হয়ানপি ॥ ২৬
নারায়ণাশ্রিতান্ সর্ব্বান্ দদাহ প্রহসন্নিব।
বাণাচ্ছিত্বা মহাতেজা জগদ্ধিতকরো হরিঃ ॥ ২৭
শারদং বর্ষণং যদ্বদ্ যেতে ধীরো গবাং পতিঃ।
তদ্বদ্ বহুবধঃ সেহে বাণবর্ষমরিন্দম ॥ ২৮
ন সেহিরেঽসুরা বাণান্নরায়ণধনুশ্চ্যুতান্।
বর্ষং পর্ব্বতবিহিতং বালুকাসেতবো যথা ॥ ২৯
ন সেকুঃ প্রমুখে স্থাতুং কৃষ্ণস্যাসুরসত্তমাঃ।
ব্যাদিতাস্যস্য সিংহস্য বৃষভা ইব ভারত ॥ ৪০

দুইয়া নিজের মায়ার দ্বারা [illegible] অনায়াসে রক্ষিত করিয়া দিল। ১৬

রক্ষিত করিয়া সে বীর অনায়াসেই ষট্পুরনাম্নী গুহায় তুলিয়া লইয়া গেল এবং সেখানে রুদ্ধ করিয়া মায়াবল অবলম্বন পূর্বক বীর নিবৃত্ত পুনরায় যুদ্ধভূমিতে ফিরিয়া আসিল। ১৭

সেই যুদ্ধে পুনরায় মায়াবল আশ্রয় করিয়া নিবৃত্ত কৃতবর্ম্মা, চারুদেষ্ণ, ভোজ, বৈতরণ, সনৎকুমার, তথৈব-পুত্র শঠ, নিশঠ, উলুক এবং অন্যান্য বহু ভোজবংশীয় যোদ্ধাগণকে তুলিয়া লইয়া যাইল। ১৮-১৯

জনেশ্বর। চরম বীর যাদব-যোদ্ধাগণকে ষট্পুরনাম্নী গুহায় লইয়া যাইবার সময় সেই অসুর নিবৃত্তকে দেখা যাইতেছিল না; কারণ, সে তখন আসুরী মায়ায় আবৃত ছিল। ২০

ভীমদর্শনত্বদের সেই ঘোরতর পৌরুষ দেখিয়া শত্রুদিগের ভয়বর্দ্ধন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং সাত্যকি কুপিত হইয়া উঠিলেন। ২১

কামাবস্থার প্রদ্যুম্নও বিশেষ কুদ্ধ হইলেন। শত্রুবীর-সংহারকারী সাম্ব, দুর্দ্ধর্ষ বীর অনিরুদ্ধ এবং অন্যান্য বহু ভীমবংশীয় যাদবগণও রুষ্ট হইলেন। ২২

নরেশ্বর। শার্ঙ্গধনুর্দ্ধারী শ্রীকৃষ্ণ নিজের ধনুতে গুণ আরোপণ করিয়া অগ্নি যেরূপ তৃণসমূহে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ যুদ্ধরত দানবগণের উপর ধনুর দ্বারা বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ২৩

সেই ভগবান্ যোগিজনেরও সেব্যানে দেখিয়া সমস্ত দানবেরা কালপাশে আবদ্ধ হইয়া পতঙ্গসকল যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নিতে লাফাইয়া পড়ে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের উপর আক্রমণ করিল। ২৪

তাহারা সহস্র সহস্র শতঘ্নী, পরিঘ, অগ্নিতুল্য তেজস্বী শিবুল এবং প্রাশীশ এবং নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ২৫

বহু পর্ব্বতশিখর, বৃক্ষ, ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ডকায় শিলা, মদমত্ত হস্তী, রথ ও অশ্ব—এই সমস্ত তুলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিল। ২৬

কিন্তু জগতের হিতকামী মহাতেজস্বী ভগবান্ নারায়ণ শ্রীহরি হাস্য করিতে করিতেই অগ্নিতুল্য হইয়া নিজের বাণসমূহ দিয়ার সেই সব প্রক্ষিপ্ত করিয়া চূর্ণীকৃত করিয়া দিলেন। ২৭

যেরূপ ধৈর্যশালী গোপতি বৃষ নীরবে শরৎকালের বর্ষণকে সহ্য করিয়া থাকে, সেইরূপ শত্রুদমনকারী মহাতেজা শ্রীকৃষ্ণ দৈত্যগণের বাণবর্ষণকে ধৈর্য সহকারে সহ্য করিয়া যাইলেন। ২৮

কিন্তু যেরূপ বালুকার দ্বারা নির্ম্মিত সেতু যেমনগুলের প্রবল জলবর্ষণের বেগ সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ এই অসুরগণ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ সহ্য করিতে পারিল না। ২৯

ভারত। যেরূপ মৃগয়াস্থানকারী সিংহের সম্মুখে বৃষগণ থাকিতে পারে না, সেইরূপ এই মহাসুরগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিল না। ৩০

তে বধ্যমানাঃ কৃষ্ণেন দিবমাচক্রমুস্তদা।
জীবিতাশাং বরস্তস্য নারায়ণকৃতাদ্ভিতাঃ ॥ ৪১
তানাকাশগতানেত্রৈর্জ্যন্তঃ প্রবরস্তথা
নিজঘ্নতুঃ শরৈর্ঘোরৈঃ শিতাগ্রৈশ্ছিন্নবিচ্ছিদৈঃ প্রভো ॥৪২
নিপেতুরসুরাণাং তু শিরাংসি ধরণীতলে
তপ্তরাজতকল্পানীব মুক্তানি শিখরাত্তটোঃ ॥ ৪৩
নিপেতুর্বাহবশ্ছিন্না দৈত্যানাং বসুধাতলে।
কালেনোপহতা বীরাঃ পঞ্চবক্ত্রা ইবোরগাঃ ॥ ৪৪
রৌদ্রৈশ্চিত্রক্তঃ সৃষ্টা ঘোরাঃ মায়াময়ীঃ গুহাম্
অসৃগ্বিনিক্ষমঃ বীরঃ ক্ষত্র প্রক্ষেপ্তুমুদ্যতঃ ॥ ৪৫
গদেন সহ ধর্ম্মাত্মা সায়কেন সুতেন চ
সাত্ত্বেন চাপরৈশ্চাপি পূর্ব্বং যেন প্রবেশিতাঃ ॥ ৪৬
প্রমথ্য তরসা কর্ণং যত্তস্তং বলমূর্জ্জিতং
জগ্রাহ বলবান্ কাক্ষিঃ প্রসৃতস্তু ততস্ততঃ ॥ ৪৭
বিনন্ত চ গুহাং বীরো ঘোরাং মায়াময়ীং নৃপ।

দুর্যোধনঞ্চ রাজানং বিরাটঞ্চোপপ্লবগিং ॥ ৪৮
শকুনিং চৈব শল্যঞ্চ নীলং চাপি নরাধিপম্।
বিশ্বাসুবিন্দৌ রাজানৌ ভরাদ্ধঞ্চ ভারত ॥ ৪৯
ত্রিসর্ত্তাগ্যাশ্চ যে চৈব বাসস্যাংশ্চ মহাবলান্।
গৃষ্টদ্যুম্নাদিকাংশ্চৈব পাঞ্চালানস্ত্রকোবিদান্ ॥ ৫০
তথাহুতিমুখাংশ্চেমান্ মাতুলঞ্চ কৃতিমেব চ
শিশুপালঞ্চ রাজানং ভগদত্তঞ্চ ভারত ॥ ৫১
সম্বন্ধঞ্চ গুরুত্বঞ্চ মানয়ন্নি নরাধিপাঃ।
গুহামিমাং ঘোররূপাং যত্র প্রক্ষেপ্যামি বঃ ॥ ৫২
বিঘ্নোদ্যতেশ্বরেণাহমাজ্ঞপ্তঃ শূলপাণিনা
প্রক্ষেপ্তব্যা নরেন্দ্রাস্তে গুহাঽমিতি হীমতা ॥ ৫৩
আশ্রিত্য শক্তয়ঃ মায়াঃ নিকৃত্তেন মহাত্মনা।
প্রক্ষিপ্তান্ যাদবাংশ্চৈব নোঽক্ষিষ্যামি সর্ব্বথা ॥ ৫৪
ইত্যুক্তো শিশুপালস্তু রাজা সেনাপতিস্তথা।
শরৈস্তত্র তান্ ভৈমান্ প্রহৃষ্টঃ বিশেষতঃ ॥৫৫

নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে পীড়িত হইয়া তাঁহার দ্বারা হন্যমান হইতে হইতে সেই অসুরগণ জীবনের আশায় ভার বহন করিতে করিতে আকাশে উত্থিত হইল। ৪১

প্রভো! আকাশস্থিত সেই অসুরগণকে তখন ভরত ও প্রবর প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাসদৃশ তীক্ষ্ণতর বাণসমূহের দ্বারা বধ করত তৃতলে পাতিত করিতে লাগিলেন। ৪২

সেই অসুরসঙ্ঘের ছিন্ন মস্তকসমূহ তালবৃক্ষের শিখর হইতে পতিত তালফলসকলের ন্যায় তৃতলে পতিত হইতে লাগিল। ৪৩

বীর! দৈত্যগণের ছিন্ন বাহুসকল পৃথিবীতে কাল কর্ত্তৃক নিহত পঞ্চমুখবিশিষ্ট সর্পগণের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। ৪৪

তদনন্তর পদ্ম, সারণ, অনিরুদ্ধ সাত্ত্ব ও যাঁহাদিগকে নিহত পূর্ব্বে নিজের গুহায় প্রবেশ করায় নাই, সেই সব বীরগণের সহিত বীর ধর্ম্মাত্মা রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন ঘোর মায়াময়ী গুহা সৃষ্টি করিয়া, যাঁহারা সেই গুহা হইতে বাহির হইবার পথ দেখিতে পান নাই, সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়-নরপতিগণের সমুদায়কে সেই গুহায় নিক্ষেপ করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। ৪৫-৪৯

নরেশ্বর! বলবান্ বীর শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন যুদ্ধের সমুদ্যোগে জয় লাভের জন্য দৃঢ়পরায়ণ কর্ণকে সবেগে ধরিয়া ফেলিলেন। যদিও কর্ণ এই সময় নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহাকে ধারণ করত গর্জ্জন করিতে করিতে মায়াময়ী গুহায় নিক্ষেপ করিলেন। ৫০]

ভারত! এইরূপ রাজা দুর্যোধন, বিরাট, উপপ্লব, শকুনি, শল্য, নীল, ভীষ্ম, রাজা সিন্ধু ও অম্বষ্ঠি, ভরাসন্ধ, ত্রিসর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা, মালব এবং মহাবল বাসস্যাগণকে ও অজ্ঞানে নিপুণ বৃষ্ণ্যন্ধক পাঞ্চাল বীরগণকেও ধারণ করিলেন। তারপর নিজের মাতুল আহুতি, কৃতী, রাজা শিশুপাল ও ভগবন্তকে সম্বোধিত করিয়া বলিলেন। ৫৮-৫১

নরপতিগণ! আমাদের সহিত আপনাদের যে সম্বন্ধ ও গুরুত্ব আছে, তাহাকেই আমি সম্মান করি; তথাপি আপনাদিগকে আমি এই ভয়ঙ্কর গুহায় নিক্ষেপ করিতেছি, তাহার ঘোর বৃদ্ধিমান্ শূলপাণি ভগবান্ বিঘ্নোদ্যতেশ্বর আমাকে আদেশ করিয়াছেন। তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, তুমি এই সব রাজাধিগকে গুহায় নিক্ষেপ কর। ৫২-৫৩

মহাত্মা শিম্বুক শাম্বরী (সম্বরদৈত্য উৎপাদিতা মায়া) মায়া অবলম্বন করত যে সব যাদবগণকে গুহায় বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদিগকে আমি সর্ব্বথা মুক্ত করিব। ৫৪

তিনি এই কথা বলিলে পর সেনাপতি রাজা শিশুপাল নিজের বাণসমূহের দ্বারা সেই ভৈম (ভীমের)-গণকে এবং বিশেষতঃ প্রদ্যুম্নকে পীড়িত করিলেন। ৫৫

বিদ্যোদকেশ্বরঃ দেবঃ রৌক্মিণেয়ো নমস্তু চ
আনর্তরাজপতিং বন্ধুং শিশুপালং মহাবলম্ ॥ ৫৬
ততঃ পাশসহস্রাণি দৃঢ়ায় প্রবরোত্তমঃ।
শৈলাদিব্রবীদ্ বীরঃ রৌক্মিণেয়ঃ মহাবলম ॥৫৭
বিদ্যোদকেশ্বরো দেবঃ প্রাহ ত্বাং যদুনন্দন।
সর্ব্বং কৃত্স্নং তথা রাজ্যাং চোক্তস্ত ভো যথা ময়া ॥ ৫৮
কন্যার্থং রত্নভূতাস্তু বন্ধা চেমান্নরাধিপান্
পাশৈরেভির্মমেত্যুক্ত প্রমাণং যদুনন্দন ॥ ৫৯
অসুরাস্তু মহাবাহো নিঃশেষান্ কর্তুমর্হসি।
এবমেব চ বক্তব্যস্ত্বয়া বীর জনার্দ্দন ॥ ৬০
ততঃ স তদ্বচস্তস্য শিশুপালস্য ভূমিপ
আদায় ত্বরিতঞ্চৈব রুক্মিণ্যৈ শেষান্ শস্ত্রাস্ত্রধরাধিপান্ ॥ ৬১
ববন্ধ হরদত্তেন্তৈঃ পাশৈরুত্তমবীর্য্যবান্
মায়াবন্তং গুহাস্তৈবনানারং কুরুনন্দন ॥ ৬২

তখন রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন বিদ্যোদকেশ্বরকে নমস্কার করিয়া মহাবল রাজা শিশুপালকে বন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫৬

তাহার পর কন্যাদেবের পাশসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নন্দী এক সহস্র পাশ লইয়া মহাবল রুক্মিণীনন্দন বীর প্রদ্যুম্নকে বলিলেন ॥ ৫৭

যদুনন্দন! বিদ্যোদকেশ্বর তোমাকে এই সংবাদ জানাইয়াছেন যে, আমি তোমাকে যেরূপ বলিয়াছি, তদনুসারে তুমি আজ রাত্রিতেই সকল কার্য্য সম্পন্ন কর ॥ ৫৮

যদুনন্দন! কন্যা ও রত্নসকলে লুব্ধ এই রাজাদিগকে পাশে আবদ্ধ করিয়া পুনরায় ইহাদিগকে মুক্ত করিবার বিষয়ে তুমিই প্রমাণ অর্থাৎ তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে ইহাদিগকে মুক্তিদান করিতে পার ॥ ৫৯

বীর মহাবাহো! তুমি এই অসুরগণকে নিঃশেষ করিয়া যাও—ইহাদের একজনকেও জীবিত রাখিবে না। তুমি জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণকেও এই কথা বলিয়া দিবে ॥ ৬০

কুরুনন্দন! যদুনন্দন। তদনন্তর উত্তম বলবীরগণকারী প্রদ্যুম্ন তদবধি সঞ্চয়প্রস্থ পাশসমূহের দ্বারা রাজা ভগদত্ত, শিশুপাল, আহুতি, কন্দী ও অন্যান্য নরপতিগণকে বন্ধন করিলেন এবং সেই মহারাজী গুহায় লইয়া যাইলেন ॥ ৬১-৬২

বন্ধা চ রৌক্মিণেয়োঽথ নিঃশস্ত্রস্ত্র ইবৌরগান্।
অনিরুদ্ধঃ চকারাথ রক্ষিতারং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৬৩
তেষাং নিরবশেষেণ বধস্ত যদুনন্দন।
সেনাপতীন্ ক্ষত্রিয়ান্ত্রাংশ্চ কোষাধ্যক্ষান্ত্রশ্চ তারত ॥ ৬৪
হস্ত্যশ্বরথযুক্তাংশ্চ চকার চ তথাত্মসাৎ।
অব্যগ্রস্তু ততো হত্বামসুরাংস্তু প্রভো! ॥ ৬৫
সঞ্জহ্রে চোবাচ ব্রহ্মদত্তং দ্বিজোত্তমম্।
বিপ্রহ্রস্ত বর্ত্তস্তাং কর্ম্ম মা তৈঃ পশ্য ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৬৬
ন দেবেভ্যো নাসুরেভ্যো নাগেভ্যো দ্বিজসত্তম।
ভয়ং হি বিদ্যতে তস্য গোপ্তারো যস্য পাণ্ডবাঃ ॥ ৬৭
ন চাসুরৈস্তবৈবৈষ স্পৃষ্টঃ স্পৃষ্টো৷ অথাপি চেতসা।
বজ্রবাটে নিরীক্ষাস্ত্যা মায়য়া নির্ম্মিতা ময়া ॥ ৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
ষট পুরবধে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৪

রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন সপ্তগণভূমা শৌর্যবীর্য্য ত্যাগকারী সেই রাজাদিগকে বন্ধন করিয়া নিজের পুত্র অনিরুদ্ধকে তাঁহাদের রক্ষক নিযুক্ত করিলেন ॥ ৬৩

ভারত! যদুনন্দন প্রদ্যুম্ন রাজাদের মধ্যে কাহাকেও বন্ধন না করিয়া পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহাদের ক্ষত্রিয়-সেনাপতিগণকে, কোষাধ্যক্ষদিগকে এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ-সকলকেও নিজের আয়ত্ত করিয়া লইলেন ॥ ৬৪।

প্রভো! তাহার পর অব্যগ্র পাণ্ড। হইয়া প্রদ্যুম্ন অসুর-গণকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইলেন এবং সঞ্জহ হইয়া দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মদত্তকে বলিলেন—ব্রহ্মন! আপনি নির্ভয় হইয়া নিজের যজ্ঞ কর্ম্ম আরম্ভ করুন। দেখুন, অর্জ্জুন আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য অবস্থান করিতেছেন ॥ ৬৫-৬৬

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবগণ যাঁহার রক্ষক, তাঁহার না দেবগণ হইতে, না অসুরগণ হইতে, না নাগগণ হইতে ভয় আশঙ্কা করিতে পারে ॥ ৬৭

অসুরগণ আপনার কন্যাগিকে মনের দ্বারাও স্পর্শ করে নাই। আপনি যজ্ঞমণ্ডপের দিকে দৃষ্টিপাত করুন—আমি মায়া দ্বারা তাঁহাদের এই স্থানে যোগন করিয়া রাখিয়াছি ॥ ৬৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে ষষ্টপুরবধবিষয়ক চতুরশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[জয়ন্তের পরাজিতের নিকুম্ভস্য ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন সহ যুদ্ধম্, শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনমনীলে নিকুম্ভচরিত্রেণ কথনম্, আকাশবাণীপ্রেরণয়া সুদর্শন-চক্রেণ নিকুম্ভস্য বধঃ, ব্রজস্তস্য ষট্পুত্রঃ দত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বারকাগমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

রুদ্ধেষু ভূমিপালেষু সাদ্যুগেষু বিশাম্পতে।
আবিবেশাসুরাংস্তাংশ কম্পনঃ জনমেজয়। ১
দিশঃ প্রতস্থুস্তে বীরা বধ্যমানাঃ সমন্ততঃ।
কৃষ্ণানন্তপ্রকৃতিভির্ধর্ষণভির্ভূষ্ণশৈলৈঃ। ২
নিকুম্ভস্তানথোবাচ রুষিতো দানবোত্তমঃ।
ভিত্ত্বা প্রতিজ্ঞাং কিং মোহাদ্দুর্বৃত্তা যাত বিহ্বলাঃ। ৩
হীনপ্রতিজ্ঞাঃ কাপুরুষাঃ কাকোলান প্রাণতুল্য পলায়িতাঃ।
অসহ্যাপচিতিং যুদ্ধে জ্ঞাতীনাং কৃতবিস্ময়াঃ। ৪
ফলং জিঘৃক্ষবো ভোক্তব্যা বিপুল সমরকর্মণাম।
হত্তেন চাপি শূরেণ বক্তব্যা ত্রিদিবে সুখম্। ৫
পলায়িত্বা গৃহং গত্বা কস্য বক্ষ্যথ হে মুখম্
দারান্ বক্ষ্যথ কিং চাপি ধিগ্ধিক্ কিং কিং ন লজ্জথ। ৬

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

[জয়ন্তের বার পর জিত হইয়া নিকুম্ভের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে নিকুম্ভের চরিত্র কথন, আকাশবাণীর প্রেরণায় সুদর্শন চক্রের দ্বারা নিকুম্ভের বধ এবং ব্রজস্তকে ষট্পুত্র দান করত শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! তখন জয়ন্তের সহিত সমস্ত দৈত্যসৈন্যকে ওইরূপ কষ্ট করিয়া রাখা হইল, তখন অসুরেরা সকলেই ভেতোজ্জ হইয়া গেল। ১

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতি ও রথযূথপ যাদবগণের দ্বারা সর্ব্বদিক্ দিয়া আহত হইতে থাকিয়া বীর অসুরদলও চারি দিকে পলায়ন করিল। ২

ইহা দেখিয়া দানবশ্রেষ্ঠ নিকুম্ভ রোষপূর্ণ চিত্তে তাহাদিগকে বলিল—তোমরা মোহবশতঃ নিজেদের প্রতিজ্ঞা বিফল করিয়া ভয়ে পীড়িত ও বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিতেছ কেন? ৩

প্রতিজ্ঞাহীন হইয়া পলায়ন করিলে এবং পূর্ব্বে প্রতিশোধ লইবার নিশ্চয় করিয়াও যুদ্ধে নিজেদের জাতিগণের ঋণ পরিশোধ না করিয়া পলাইয়া যাইলে তোমরা কোন্ লোকে গমন করিবে? ৪

রণাঙ্গনে নির্ব্বত্ত পূর্ব্বক যুদ্ধকারী শত্রুদিগকে হত করিয়া এই লোকে উত্তম ফল (রাজ্যাদি) ভোগ হইবে এবং যুদ্ধে নিহত হইলে সৌর্য্যশালী সেই বীরের স্বর্গলোকে সুখময় নিবাস সুলভ হইবে। ৫

এবমুক্তা নিবৃত্তাস্তে লজ্জমানা নৃপসুতাঃ।
বিগুণেন চ বেগেন যুযুধুস্তৈঃ সহ। ৭
উৎসবে মৃত্যুলোভানাং নানাপ্রহরণৈর্নৃপ।
যে যান্তি বজ্রঘাতং তং তারিণস্তি ধনঞ্জয়ঃ। ৮
যমৌ ভীমশ্চ রাজা চ ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
তাং প্রধাবান্ তথানৈস্তৈঃ প্রবরৈঃ দ্বিজোত্তমঃ। ৯
অথাসুরাস্তকৃত্তোচ্চা কেশ-শৈবলশাদ্বলা।
চক্রকূর্ম্মঝষাবর্ত্তা শস্ত্রবেলাতরঙ্গিণী। ১০
ধ্বজকুম্ভতরুচ্ছন্না শুক্তিহৃদ্যকৃষ্টনাদিনী
গোবিন্দশৈলপ্রভবা ভারতীচিত্তপ্রদায়িনী। ১১
অস্ত্রগুরুদুরুত্তীর্ণা অসিসংস্তম্ভতরঙ্গিণী।
নুন্নাব যোধিতদ্বয় নদীব কলমং বলে। ১২

হে দৈত্যগণ! পলায়ন করিয়া গৃহে গমন করত তাহার মুখ দেখিবে? অথবা তাহাকে মুখ দেখাইবে? ... নিজেদের পত্নীদিগকে কি বলিবে? অসুরগণ তোমাদের ধিক্! ধিক্! কারণ, এইভাবে পলায়ন করিতে তোমাদের লজ্জা হইতেছে না? ৬

নূপ জনমেজয়! নিকুম্ভ এই কথা বলিলে পর সেই অসুরগণ লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসিল এবং দ্বিগুণ বেগে যাদবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৭

রাজন্! নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধকুশল যোদ্ধগণের সেই সময়োৎসবে যে সব দৈত্যেরা বজ্রাঘাতের দিকে যাইতেছিল, তাহাদিগকে অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব ও ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বধ করিতে লাগিলেন। যাহারা আকাশপথে যাইতেছিল, তাহাদিগকে ইন্দ্রপুত্র শ্রেষ্ঠ ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রবর বিনাশ করিতে লাগিলেন। ৮-৯

অনন্তর সেখানে বর্ত্তায় বর্ত্তিত নদীর তুল্য এক রক্তের নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। অসুরগণের মস্তকই সেই নদীর জল ছিল, তাহাদের মস্তকের কেশরাশিই এই নদীর শেওলা ও তৃণরাজি ছিল, রথচক্রসমূহ ইহাতে কচ্ছপ ও রথসকল আবর্ত্তের ন্যায় ছিল, ইতিহাসসমূহ এই নদীর ক্ষুদ্র পর্ব্বতগুলা শোভা পাইতেছিল, অশ্ব ও কুঞ্জরসমূহ তীরবর্ত্তী বৃক্ষগুল্ম আচ্ছাদিত ছিল এবং যোদ্ধাদের বর্ম্মন ও টীকারাই এই নদীর কলকল নাদ ছিল। এই নদী শ্রীকৃষ্ণরূপী পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল এবং

তান্ দৃষ্ট্বৈব নিকুম্ভস্তু বহুমানাংশ্চ শাত্রবান্
হতান্ সর্ব্বান্ মহাবাংশ্চ বীর্য্যোদ্রেকোৎপপাত হ ॥ ১৩
স বারিতো জয়ন্তেন প্রবরেণ চ ভারত ।
শরৈঃ কুলিশসঙ্কাশৈর্নিকুম্ভো রণকর্কশঃ ॥ ১৪
সন্নিত্যাথ দণ্ডোষ্ঠঃ পরিঘেণ দুরাসদঃ ।
প্রবরং তাড়য়ামাস স পপাত মহীতলে ॥ ১৫
ঐন্দ্রিস্তু পতিতং ভূমৌ বাহুভ্যাং পরিষস্বজে ।
বিদিত্বা চৈব সপ্রাণং ত্রিদশাসুরমর্দ্দিতঃ ॥ ১৬
অভিক্রম্য নিকুম্ভস্তু নিস্ত্রিংশেন জঘান চ
পরিঘেণাপি বৈতেয়ো জয়ন্তং সমতাড়য়ৎ ॥ ১৭
ততস্তু বহুলা গাত্রাৎ নিকুম্ভস্যৈস্রিরাহবে ।
স চিন্তয়ামাস তদা বরামাত্মো মহাসুরঃ ॥ ১৮
কৃষ্ণেন সহ যোদ্ধব্যং বৈরিণা জাতিঘাতিনা ।
দ্রাবয়ামি কিমাত্মানমারবে শত্রুসূদনা ॥ ১৯

এবং স নিশ্চয়ং কৃত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
জগাম চৈব যুদ্ধার্থং যত্র কৃষ্ণো মহাবলঃ ॥ ২০
তং দৃষ্ট্বৈরাবতস্কন্ধান্নিপতো বলনন্দনঃ ।
ত্রাসয়ন্ত্যাগতো যুদ্ধং জহ্রষে সহ বৈষ্ণবৈঃ ॥ ২১
সাধু সাধ্বিতি পুত্রং পরিষ্বজে স সম্ভ্রমে ।
প্রবরঞ্চাপি বর্ম্মাত্মা সম্ভ্রমে মোক্ষবিজ্ঞিতম্ ॥ ২২
দেবদুন্দুভয়শ্চাপি প্রণেদুর্বাসবাজ্ঞয়া ।
জয়মানং রণে দৃষ্ট্বা জয়ন্তং রণদুর্জ্জয়ম্ ॥ ২৩
দদর্শাথ নিকুম্ভস্তু কেশবং রণদুর্জ্জয়ম্ ।
অর্জ্জুনেন সিতৈঃ সার্দ্ধং যজ্ঞবাহৈরুপস্থিতং ॥ ২৪
স নাদ্য সুরবান্ কৃত্বা পঞ্চিকাজন্যমুত্তমং ।
পরিঘেণ সুঘোরেণ বলং সন্তাড়য়ৎ চ ॥ ২৫
নারায়ণঃ চাঙ্কুশেন ভীমং চাপি মুষ্টিনম্ ।
যমৌ চ বাসুদেবশ্চ সাত্যকিশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ২৬

ঔরস পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজের ৬ষ্ঠ কি-ই বা খ্যাতি প্রাপ্ত হইব ? ১৮-১৯

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই অসুর সেখানে অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং যুদ্ধের জন্য সেই স্থানে গমন করিল, যেখানে মহাবল শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান আছেন। ২০

সে সেখানে যাইয়া দেখিল যে, বলসুতনন্দী ইন্দ্র ঐরাবতের পৃষ্ঠে আরোহণ করত যুদ্ধ দেখিবার জন্য সেখানে আসিয়াছেন। সেই সময় তিনি সেবগণের সহিত অত্যন্ত হৃষ্ট ছিলেন। ২১

বর্ম্মাত্মা ইন্দ্র 'সাধু সাধু' বলিয়া সন্তুষ্টচিত্তে নিজের পুত্র জয়ন্তকে আলিঙ্গন করিলেন এবং মুক্তা যুক্ত হইলে পর প্রবরকেও আলিঙ্গন করিলেন। ২২

সেই সময় রণদুর্জ্জয় জয়ন্তকে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে দেবদুন্দুভিসমূহ বাদিত হইতে লাগিল। ২৩

নিকুম্ভ দেখিল যে, যুদ্ধে যাঁহাকে জয় করা অসম্ভব, সেই শ্রীকৃষ্ণ ঐরাবতস্কন্ধ হইতে অল্প দূরে অর্জুনের সহিত অবস্থান করিতেছেন। ২৪

তখন সে সিংহনাদ করিয়া অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিঘের দ্বারা পঞ্চজন্য শঙ্খ, বলরাম ও সাত্যকির উপর প্রহার করিল। ২৫

তাহার পর পরাক্রমশালী সেই অসুর শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও শ্রীকৃষ্ণপুত্র সাম্ব এবং প্রদ্যুম্নের উপরেও অস্ত্রপ্রহার করিল। ২৬

ভীরু পুরুষদের হৃদয়ে ভয় উৎপন্ন করিতেছিল। রক্তের বুদবুদই ইহাতে কেন ছিল এবং তরবারিসমূহই মস্তক ও তরঙ্গমালার ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ১০-১২

নিকুম্ভ নিজের সেই শরীরকে বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়াই এবং নিজের সমস্ত মহাস্ত্রকেও নিষ্ফল দেখিয়া মনে মনে উপরে উঠিয়া উঠিতে লাগিল। ১৩

ভারত ! উপরে উত্থিত রণকর্কশ নিকুম্ভকে জয়ন্ত ও প্রবর নিজেদের বজ্রতুল্য বাণসমূহে নিবারণ করিলেন। তখন দুর্জ্জয় বীর নিকুম্ভ দণ্ড দোলন করত নিকট হইল। তারপর প্রবরের উপর সে পরিঘপ্রহার করিল। ইহাতে তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। ১৪-১৫

ভূতলে পতিত প্রবরকে ঐন্দ্রপুত্র জয়ন্ত নিজের দুই বাহুর দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন এবং যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, প্রবর জীবিত, তখন তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অসুরের দিকে ধাবিত হইলেন। ১৬

তাহার দিকে ধাবিত হইয়া জয়ন্ত নিকুম্ভকে খড়্গের দ্বারা আঘাত করিলেন। তখন সেই দৈত্যও জয়ন্তকে পরিঘের দ্বারা প্রহার করিলেন। ১৭

ইন্দ্রনন্দন জয়ন্ত যুদ্ধস্থলে নিকুম্ভের শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। তাঁহার দ্বারা প্রহৃত হইতে হইতে সেই মহাসুর নিকুম্ভ সেই সময় মনে মনে এই চিন্তা করিল যে, আমাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে কারণ, এই কৃষ্ণই আমার জ্ঞাতিগণের ঘাতক ও শত্রু। আমি এই রণাঙ্গনে

যুযুধে মায়য়া দৈত্যঃ শীঘ্রকারী চ ভারত
ন চৈনং দদৃশুঃ সর্বে সর্বশস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ২৭
যদা তু নৈবাপশ্যন্তে তদা বিষ্ণোদ্রবেষ্বয়ম্ ।
দধ্যৌ দেবং জগদ্যোনিং প্রমথানাং গণেশ্বরম্ ॥ ২৮
ততস্তে দদৃশুঃ সর্বে প্রভাবাদধিতেজসঃ ।
বিষ্ণোদ্রবেশ্বরস্যাথ নিকৃত্তঃ মাল্লিনো বরম্ ॥ ২৯
কৈলাসশিখরাকারং প্রশস্তমিব নির্মিতম্ ।
আহ্বয়ন্তং রণে কৃষ্ণং বৈরিণং জ্ঞাতিনাশনম্ ॥ ৩০
সভ্যাগাত্তীব্রমেবাথ পার্থস্তস্য রথেষুভিঃ ।
পরিবার চৈব গাত্রেষু বিব্যাধৈনমথাসকৃৎ ॥ ৩১
তে বাণাস্তস্য গাত্রেষু পরিঘে চ ভুজাধিপ ।
তস্যাঃ শিলাস্তিতাঃ সর্বে নিপেতুঃ কৃক্ষিতঃ ক্ষিতৌ ॥৩১
বিফলানস্ত্রযুক্তাংস্তান্ দৃষ্ট্বা বাণান্ ধনঞ্জয়ঃ
পপ্রচ্ছ কেশবং বীরঃ কিমেতদিতি ভারত ॥ ৩৩
পর্বতানপি ভিন্দন্তি মম বজ্রোপমাঃ শরাঃ ।
কিমিদং দেবকীপুত্র বিস্ময়োঽত্র মহান্মম ॥ ৩৪
তমুবাচ ততঃ কৃষ্ণঃ প্রহসন্নিব ভারত ।
মহদ্ভূতং নিকুম্ভোঽয়ং কৌন্তেয় শৃণু বিস্তরাৎ ॥ ৩৫
পুরা গত্বোত্তরকুরূন্তপশ্চক্রে মহাসুর
শঙ্করং বর্ষসহস্রাণাং দেবশত্রুর্ঘাসনঃ ॥ ৩৬
অথৈনং ভগবান্ প্রাহ বরেণ ভগবান্ হরঃ
স বব্রে ত্রীণি রূপাণি বধ্যানি সুরাসুরৈঃ ॥ ৩৭
তমুবাচ মহাদেবো ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ ।
মম বা ব্রাহ্মণানাং বা বিষ্ণোর্বা প্রিয়মাচরন্ ॥ ৩৮
ভবিষ্যসি দুরাধর্ষো ন ত্বয়ন্ত্র সংশয়ঃ ।
ব্রহ্মণ্যোঽয়ঞ্চ বিষ্ণুশ্চ বিপ্রাণাং পরমা গতিঃ ॥ ৩৯
স এষ সর্বশস্ত্রাণামবধ্যঃ পাণ্ডুনন্দন ।
ত্রিদেহোঽতিপ্রমাণী চ বরদত্তশ্চ দানবঃ ॥ ৪০
ভানুমত্যাপগায়াশ্চ দেহোঽয়ঞ্চাপতো মহী ।
অবধ্যঃ ষট্পুরঃ সেনমিমন্ত্র ত্বরান্বিতঃ ॥ ৪১

ভারত! সেই দৈত্যকারী দৈত্য মায়ার দ্বারা যুদ্ধ করিতেছিল; সেইজন্য সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী এই সব বীরগণ তাহাকে দেখিতে পাইতেছিলেন না। ২৭

যখন সেই অসুরকে দেখিতে পাইলেন না, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রমথগণের পতি বিষ্ণোদ্রবেশ্বর দেবকে স্মরণ করিলেন। ২৮

তারপর অতিতেজস্বী বিষ্ণোদ্রবেশ্বরের প্রভাবে তাঁহারা সকলে মায়াবিশ্বরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকৃত্ত দেখিতে পাইলেন। ২৯

তাহার শরীর কৈলাস-শিখরের ন্যায় বিশাল ছিল। সে এইরূপে অবস্থান করিতেছিল যেন সকলকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। সে নিজের জ্ঞাতি-বন্ধু-বান্ধবগণের বিনাশকারী বৈরী শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছিল। সেই সময় যাঁহার গাণ্ডীব ধনুতে গুণ আরোপিত ছিল, সেই অর্জুন রথবেগকারী বাণসমূহের দ্বারা তাহার পরিঘ ও অঙ্গসমূহের উপর বারংবার প্রহার করিতে লাগিলেন। ৩০-৩১

নরেশ্বর! অর্জুনের এই সব বাণ শিলাশাণিত ছিল, তথাপি এই সব পরিঘ বাণ ও তাহার অঙ্গসমূহে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া কৃন্তিত এবং ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ৩২

ভরতনন্দন। সেই শিলাযুদ্ধে বাণসমূহকে নিষ্ফল হইতে দেখিয়া বীর অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল? ৩৩

দেবকীনন্দন! আমার এই সব বজ্রতুল্য বাণ পর্বতসকলকেও বিদীর্ণ করিতে পারে (কিন্তু এখানে নিষ্ফল হইয়া যাইল) ইহা কি? এবিষয়ে আমার মহান্ বিস্ময় হইতেছে। ৩৪

ভারত! তখন শ্রীকৃষ্ণ যেন হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, —কুন্তীনন্দন। এই নিকৃত্ত এক মহান্ যুদ্ধ (সিদ্ধ পুরুষ)। ইহার পরিচয় সবিস্তারে শ্রবণ কর। ৩৫

পূর্বে এই দেবশত্রুহন্তা মহাসুর উত্তর কুরুতে যাইয়া এক লক্ষ বর্ষ পর্যন্ত তপস্যা করিয়াছিল। ৩৬

তখন ভগবান্ শিব ইহাকে ইচ্ছানুসারে বরপ্রার্থনা করিবার আজ্ঞা করেন। সেই সময় এই মহাসুর মহাদেবের নিকট হইতে তিনটি রূপ প্রার্থনা করে, যাহা দেবতা ও অসুরগণের পক্ষে অবধ্য ছিল। ৩৭

তখন মহাদেব ভগবান্ বৃষধ্বজ শিব ইহাকে বলিলেন,—মহাসুর! যদি তুমি আমার, ব্রাহ্মণগণের অথবা ভগবান্ বিষ্ণুর অপ্রিয় কর, তাহা হইলে শ্রীহরির হস্তে নিহত হইবে, অন্য কাহারও দ্বারা নহে, কারণ আমি ও বিষ্ণু আমরা উভয়েই ব্রাহ্মণগণের হিতৈষী এবং তাহাদের পরম আশ্রয়। ৩৮-৩৯

পাণ্ডুনন্দন! এই সেই তিন শরীর ধারণকারী অত্যন্ত প্রমথনশীল দানব, যে বরদান প্রাপ্ত হইয়া মদমত্ত হইয়া উঠিয়াছে এই দানব সর্বপ্রকার অস্ত্রের দ্বারা অবধ্য। ৪০

ভানুমতীকে অপহরণ করিবার সময় আমি ইহার এক শরীর-

দ্বিতীয় শুভ্রবর্ণা দেবী। দেবস্য তপসান্বিতঃ
অন্যস্য দেহে ঘোরেণ যেনাবসতি ষট্‌পুরম্ ॥ ৪১
এতত্তু সর্বমাখ্যাতং নিকুম্ভচরিতং ময়া
তয়োরাত্ত বধে বীর কথা পঞ্চদশী স্মৃতি ॥ ৪৩
তয়োঃ কথয়তোরেবং কৃষ্ণয়োরমুরস্তদা
ওহ্যাং ষট্‌পুরসংজ্ঞাং তাং বিবেশ রণদুর্জয়ঃ ॥ ৪৪
অথৈনং তত্র ভগবান্ বিবেশ মধুসূদনঃ।
তাং ষট্‌পুরগুহ্যাং ঘোরাং দুর্দর্শাং কুকনন্দন ॥ ৪৫
চন্দ্রসূর্য্যপ্রভাহীনাং জ্বলন্তীং স্বেন তেজসা
মুখরূপখরাস্যাভিঃ প্রবদ্ভিস্তাং সমন্ততঃ ॥ ৪৬
তত্র প্রবিশ্য ভগবানপশ্যত জনার্দিনান্।
যুযুধে সহ ঘোরেণ নিকুম্ভেন জনার্দিনঃ ॥ ৪৭
কৃষ্ণস্যানুপ্রবিষ্টাস্তু বলাস্তা যাদবাস্তদা।
প্রবিষ্টাস্তু তথা সর্বে পাণ্ডবাস্তে মহাস্ত্রনঃ ॥ ৪৮

সমেতাস্তু প্রবিষ্টাস্তে কৃষ্ণসুতমুখেন বৈ
যুযুধে স তু কৃষ্ণেন রৌক্মিণেয়প্রচোদিতঃ।
অনয়দ্ যাবদ্ বান্ সর্বান্ যানয়ং বন্ধবান্ পুরা ॥ ৪৯
তে মুক্তা রৌক্মিণেয়েন প্রাপ্তা যত্র জনার্দনঃ।
প্রহৃষ্টবদনাঃ সর্বে নিকুম্ভবধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫০
রাজানো বীর মুঞ্চেতি পুনঃ কামং যথাব্রুবন্।
মুমোচ চাথ তান্ বীরো রৌক্মিণেয়ঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫১
অথোমুখমুখাঃ সর্বে বন্ধমৌনা নরাধিপাঃ।
লজ্জয়াভিপ্লুতা বীরাস্তস্থুরীষ্টে স্ত্রিয়ো যথা ॥ ৫২
নিকুম্ভমপি গোবিন্দঃ প্রবক্তুং তত্র নাশকৎ
যোধয়ামাস ভগবান্ ঘোরমাসুরিপুং হরিঃ ॥ ৫৩
পরিঘেনাহতঃ কৃষ্ণো নিকুম্ভস্য ভুজং দ্বিতীয়ং।
গদয়া চাপি কৃষ্ণেন নিকুম্ভস্তু দ্বিতীয়ো ভুজম্ ॥ ৫৪
তাবুভৌ ঘোরমাপন্নৌ যুদ্ধপ্রহরণোদ্যতৌ তদা
ততঃ প্রবাহিতান্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডবান্ শ্বাশ্চ যাদবান্ ॥ ৫৫

নিকুম্ভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন সেই সব রাজন্যবর্গকে মুক্ত করিয়া দিলেন, যাহাদিগকে নিকুম্ভ পূর্বে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল ॥ ৪৯

প্রদ্যুম্ন কর্তৃক মুক্ত সেই সব রাজন্যবীরগণ প্রসন্নচিত্ত হইয়া নিকুম্ভকে বধ করিবার ইচ্ছায় যে স্থানে যাইবেন, সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৫০

এদিকে প্রদ্যুম্ন যে সব রাজাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তখন সেই সব রাজা কাতরভাবে প্রদ্যুম্নকে বারবার বলিতে লাগিলেন,—বীর! তুমি আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দাও। তখন প্রতাপশালী বীর রুক্মিণীনন্দন তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ৫১

সেই সময় সেই সকল বীর নরপতিগণ নিজ নিজ মুখ অধোমুখ করিয়া নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শ্রী তখন নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহারা লজ্জায় আপ্লুত হইয়া উঠিয়াছিলেন ॥ ৫২

পাপহারী ভগবান গোবিন্দ ওদিকে ভগবান অসুরারি নিজের ঘোর শত্রু নিকুম্ভের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩

ফলে নিকুম্ভ পরিঘের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রচণ্ড আঘাত করিল এবং শ্রীকৃষ্ণও গদার দ্বারা নিকুম্ভকে সবলে আঘাত করিলেন ॥ ৫৪

তখন উভয়েই পরস্পরের দ্বারা উভয়রূপে অস্ত্রপ্রহারে আহত হইয়া উভয়েই মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইহাতে পাণ্ডব-

---

কে নষ্ট করিয়া দিয়াছি। এই অর্থে ষট্‌পুর ইহার দ্বিতীয় সংজ্ঞা ॥ ৪১

ইহার এক তপস্বী পত্নীর দ্বিতীয়ের সেবায় নিযুক্ত আছে। যাহার দ্বারা এই অসুর ষট্‌পুরে বাস করিতেছে, তাহা ইহার দ্বিতীয় শরীর ॥ ৪২

বীর! এই সব নিকুম্ভের চরিত্র আমি তোমাকে বলিলাম। এখন তুমি ইহাকে বধ করিবার জন্য চেষ্টা কর, অন্য কথা পরে হইবে ॥ ৪৩

যখন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন এইভাবে পরস্পর কথাবার্তা বলিতেছিলেন, সেই সময় রণদুর্জয় সেই অসুর ষট্‌পুর নাম্নী গুহায় প্রবিষ্ট হইল ॥ ৪৪

কৃষ্ণদ্বয় তাহার বাহিরে পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান মধুসূদনও সেই ঘোর দুর্দর্শ ষট্‌পুর গুহায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৫

সেখানে চন্দ্র ও সূর্যের প্রকাশ ছিল না। এই গুহা নিজেরই তেজে প্রকাশিত হইতেছিল এবং সেখানে বদনসকল শিখাকে মুখ-দুঃখ ও শীত-উষ্ণাদি প্রধান করিতেছিল ॥ ৪৬

তখনই সেই গুহায় প্রবেশ করত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিকুম্ভের দ্বারা আবদ্ধ যাদবদলপতিগণকে দেখিতে পাইলেন। তারপর সেখানে নিকুম্ভের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭

মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতে বলরামাদি সমস্ত যাদববীরগণও সেই সময় তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গুহায় প্রবিষ্ট হইলেন এবং সমস্ত পাণ্ডবগণও একসঙ্গে উহাতে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৪৮

কেশপূর্ণনিগণাস্তত্র কৃষ্ণস্য হিতকাম্যয়া।
তুষ্টুবুস্তে মহাত্মানং বেদপ্রাকৈস্তথা স্তবৈঃ ॥ ৫৬
ততঃ প্রত্যাগতপ্রাণো ভগবান্ কেশবস্তদা।
দানবস্তু পুনর্বীর্যাবৃদ্ধতেজা সমরং প্রতি ॥ ৫৭
বৃষভাবিব নর্দন্তৌ গজাবিব চ দারুণৌ।
জ্বালাবৃতাবিব ক্রুদ্ধৌ প্রজহস্তৌ রণোৎকটৌ ॥ ৫৮
অথ কৃষ্ণ স্তদোবাচ নৃপ বাগশরীরিণী।
চক্রেণ শময়ৈনং দেবব্রাহ্মণকণ্টকম্ ॥ ৫৯
ইতি ঘোষাচ্চ ভগবান্ দেবো বিশ্বোদকেশ্বরঃ।
ধর্ম্মং যশস্ত্বং বিপুলং প্রাপ্নুহি ত্বং মহাবল ॥ ৬০
তথেত্যুক্ত্বা নমস্কৃত্য লোকনাথং সতাং গতিম্।
সুদর্শনং মুমোচাথ চক্রং দৈত্যকুলান্তকম্ ॥ ৬১
তদ্বিমুক্তস্তু চিচ্ছেদ শিরঃ প্রবরকুণ্ডলম্।
নারায়ণস্য চক্রোৎসৃষ্টঃ সূর্য্যমণ্ডলবর্চ্চসম্ ॥ ৬২

পরে ও বাসবগণকে অভয় বাহিত হইতে দেখিয়া সেখানে অবস্থিত মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের হিতকামনায় মন্ত্রপূত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা যেসকল স্তুতির দ্বারা পরবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিলেন। ৫৩-৫৫

তখন ভগবান্ কেশব চৈতন্যলাভ করিলেন, ইহাতে মনে হইল—তাঁহার প্রাণ পুনরায় ফিরিয়া আসিল। অন্যদিকে দানব নিকুম্ভও সংজ্ঞালাভ করিল। তখন উভয়েই পুনরায় যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইলেন। ৫৭

তাহারা এই দুই রণোৎকট বীর বৃষের ন্যায় গর্জন, হস্তীর চীৎকার ও মহিষের ন্যায় নিনাদ করিতে করিতে ক্রোধসহকারে পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। ৫৮

তখন অন্তরীক্ষে সেই সময় আকাশবাণী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—জনার্দ্দন। এই দানব দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পক্ষে কণ্টকস্বরূপ। তুমি তীব্র চক্রের দ্বারা ইহাকে শান্ত (নষ্ট) করিয়া দাও। ৫৯

এই কথা বলা হইলে ভগবান্ বিশ্বোদকেশ্বর বলিলেন,—মহাবল শ্রীকৃষ্ণ! তুমি (এই দানবকে বধ করিয়া) মহান্ যশ ও বিপুল বল লাভ কর। ৬০

তখন 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া সজ্জনগণের আশ্রয়-দাতা জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ বিশ্বোদকেশ্বরকে নমস্কার করিয়া দৈত্যকুলের বিনাশকারী সুদর্শন চক্রকে নিকুম্ভের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ৬১

উৎপপাত শিরস্তস্য দূরে অলিতকুণ্ডলম্
মেঘমন্তো গিরেঃ শৃঙ্গাদ্যথা ভূমৌ তথা পতৎ ॥ ৬৩
নিকুম্ভে নিহতে তস্মিন্ দেবো বিশ্বোদকেশ্বরঃ।
তুতোষ চ নরব্যাঘ্র জগত্রাসকরো বিভুঃ ॥ ৬৪
পপাত পুষ্পবৃষ্টিশ্চ শক্রসৃষ্টা নভস্তলাৎ।
দেবদুন্দুভয়শ্চৈব প্রদেদুস্তরিনাদিনঃ ॥ ৬৫
ননন্দ চ জগৎ কৃৎস্নং মুনয়শ্চ বিশেষতঃ।
দৈত্যবক্ত্রাণ্যশ্রু ভগবান্ যতস্তাঃ শতশো দদৌ ॥ ৬৬
ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ ভগবান্ সান্ত্বয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
রত্নানি চ বিচিত্রাণি বাসাংসি প্রবরাণি চ ॥ ৬৭
রথনাগ বাজিযুক্তান্যঃ মহাস্ত্রাণি কেশবঃ।
অদদাৎ পাণ্ডবেভ্যশ্চ প্রীতাত্মা সপুরস্কৃতঃ ॥ ৬৮
তথৈব চাথ প্রবরঃ মহাপুরুষ পূর্ব্বজঃ।
দ্বিজায় ব্রহ্মদত্তায় দদৌ তার্ক্ষ্যবরং রথম্ ॥ ৬৯

নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলের তেজসী চক্র উহার কুণ্ডলযুক্ত অলঙ্কৃত নিকুম্ভের মস্তক যেমন করিয়া দিলেন। ৬২

প্রদীপ্ত কুণ্ডলযুক্ত অলঙ্কৃত সে হার সেই মস্তক ভূতলে পতিত হইল; ইহাতে মনে হইল—কোনও এক মহান্ মেঘ গর্জনে উন্মত্ত হইয়া পর্ব্বতের শিখর হইতে ধরাতলে পতিত হইতেছে। ৬৩

নরশ্রেষ্ঠ! ভগতে সন্ত্রাসসৃষ্টিকারী সেই নিকুম্ভ নিহত হইলে পর সর্ব্বলোকপাপী দেব বিশ্বোদকেশ্বর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ৬৪

আকাশ হইতে ইন্দ্র কর্তৃক পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল এবং দেবগণ নিকুম্ভ নিহত হইলে পর দেবদুন্দুভিসমূহ বাদিত হইতে লাগিল। ৬৫

সম্পূর্ণ জগৎ আনন্দমগ্ন হইয়া গেল। ঋষি-মুনিগণ বিশেষ প্রসন্নতা লাভ করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাসব-বীরত্বকে সত্য দৈত্য-কন্যা প্রদান করিলেন। ৬৬

অন্যান্য ক্ষত্রিয়-রাজগণকেও বারংবার সান্ত্বনা দান করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বিচিত্র রত্ন ও উত্তম বস্ত্রসমূহ প্রদান করিলেন। ৬৭

পরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নচিত্তে পাণ্ডবগণকে রত্ন হাজার অশ্বযুক্ত রথ উপহারস্বরূপে প্রদান করিলেন। ৬৮

নরবরের বৃদ্ধিকারী ভগবান্ পরপুরঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণ সেই পূর্ব্বপুরুষ-নামক শ্রেষ্ঠ নরের ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করিলেন। ৬৯

সত্রে সমাপ্তে চ তদা শঙ্খচক্রগদাধরঃ
বিসর্জয়িত্বা তং ক্ষত্রং পাণ্ডবাংশ্চ মহাবলঃ ॥ ৭০
বিবোধকেশ্বরস্যার্থে সমাজমকরোৎ প্রভুঃ।
নানাতূর্যসমাকীর্ণং বহুরত্নবিকুলম্ ॥ ৭১
নিবৃত্তশকলায়ান্নে দেবা মল্লাশ্চিরন্তনা।
যোধয়িত্বা দদৌ ভূরি বিত্তং বস্ত্রাণি চাম্বরান্ ॥ ৭২
মাতাপিতৃভ্যাং সহিতো বহুভিশ্চ মহাবলঃ।
অভিযাতু দ্বারবত্যাং যদৌ দ্বারবতীং পুরীম্ ॥ ৭৩
স বিবেশ পুরীং রম্যাং হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাম্।
পুষ্পচিত্রপথাং বীরো বন্দ্যমানো নরৈঃ পথি ॥ ৭৪
ইমং যঃ ষট্ পুরবধং বিভ্রাং চক্রপাণিনঃ।
শৃণুয়াদ্ বা পঠেদ্ বাপি মুক্তঃ শত্রুবধাদ্ ভবেৎ ॥ ৭৫
অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো লভতে ধনম্।

বন্ধ সমাপ্ত হইলে পর শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারী মহাবল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই ক্ষত্রিয়দিগকে ও পাণ্ডবদিগকে বিদায় দিয়া শ্রীবিবোধকেশ্বরের জন্য এক সাময়িক উৎসব করিলেন। এই উৎসবে মাংস, ভাল ও অন্যান্য নানা ব্যঞ্জন (ভক্ষ্যাদি) যুক্ত বহু অন্ন লোকসকলকে দেওয়া হইয়াছিল।৭০-৭১

নিজের মনকে বন্দীভূতকারী মল্লচিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মল্লবীরগণকে দিয়া যুদ্ধ করাইয়া তাহাদিগকে বহু ধন ও বস্ত্র দান করিলেন।৭২

তদনন্তর মহাবল শ্রীকৃষ্ণ নিজের মাতা-পিতা এবং অন্যান্য বান্ধবগণের সহিত রন্ধ্রবহকে প্রধান করত দ্বারকাপুরী গমন করিলেন।৭৩

পথে বহু মানুষের দ্বারা বন্দিত হইতে হইতে বীর শ্রীকৃষ্ণ হৃষ্ট-পুষ্ট মনুষ্যগণে পরিপূর্ণা ও পুষ্পসমূহে বিচিত্রিত পথযুক্তা রমণীয়া দ্বারকাপুরীতে প্রবিষ্ট হইলেন।৭৪

যে মানুষ চক্রপাণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই ষট্পুর-বধরূপ বিষয়সূচক চরিত্র শ্রবণ করিবে অথবা পাঠ করিবে, সেই মানুষ মৃত্যু অতিক্রান্ত করিবে।৭৫

(ইহার শ্রবণ অথবা পঠনে) পুত্রহীনের পুত্র ও নির্ধনের ধন

ব্যাধিতো মুচ্যতে রোগী বদ্ধশ্চাপাৎ বন্ধনাৎ ॥ ৭৬
ইমং পুংসবনং প্রোক্তং গর্ভাধানঞ্চ ভারত।
শ্রাদ্ধেষু পঠিতং সমাগক্ষয্যাকরণং কৃতম্ ॥ ৭৭
ইদমমরবরস্য ভারতে
প্রথিতবলস্য জগঃ মহাত্মনঃ।
সততমিহ হি যঃ পঠেন্নরঃ
সুগতিমিতো ব্রজতে গতজ্বরঃ ॥ ৭৮
মণিকনকবিচিত্রপাণিপাদো
নিরতিশয়ঃকণ্ঠগোঽরিন্দমাদিনাথঃ।
চতুরুদধিশিশংশ্চতুর্বিধাত্মা
জগতি জগৎপুরুষঃ সহস্রনামা ॥ ৮৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
ষট্ পুরবধে পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৫

লাভ হয়। রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইয়া যায় এবং বন্দী বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে।৭৬

ভারত! এই প্রথম পুংসবন ও গর্ভধানের সহায়ক বলিয়া কথিত হয় অর্থাৎ ইহার শ্রবণ পঠনে পত্নীর গর্ভাধান হয় এবং সেই গর্ভ হইতে পুত্রের উৎপত্তি হয়। যে সকল শ্রাদ্ধেই ইহার যথাবিহিত পাঠ করা হয়, তবে ইহা শ্রাদ্ধের ফলকে অক্ষয় করিয়া দেয় বলিয়া কথিত আছে।৭৭

ভারতে যাঁহার বল বিখ্যাত এবং যিনি দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এই বিজয়গাথা যে মানুষ একমনে সদা পাঠ করে, সেই মানুষ রোগ-শোক মুক্ত হইয়া এই জগৎ হইতে পরম গতি প্রাপ্ত হয়।৭৮

মণি ও সুবর্ণের নানা আভরণ ধারণ করিয়া থাকায় যাঁহার হস্ত-পদের বিচিত্র শোভা হয়, যাঁহার মধ্যে সূর্যের তেজ প্রভৃতি গুণ তাঁহা হইতেও বহু অধিক মাত্রায় বিদ্যমান আছে, যিনি শত্রুগণের নাশক, সকলের আদি রক্ষক, চার সমুদ্র যাঁহার পরিখাস্বরূপ এবং যিনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চার মূর্তির রূপে বিরাজমান, সেই জগতের অন্তর্যামী পুরুষ সহস্রনামধারী শ্রীকৃষ্ণ নিত্য জয়যুক্ত হউন।৭৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে ষট্পুর-বধবিষয়ক পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অন্ধকাসুরস্যোৎপত্তেরনাচারস্য বর্ণনম্, তস্য বধায় ভবিষ্যস্য বিচারঃ, মন্দারপুষ্পং দৃষ্ট্বা নারদস্যান্ধকাসুরভবনে গমনম্, তৎসমীপে মন্দারবনস্য মহত্ত্বকথনঞ্চ]

জনমেজয় উবাচ।

শ্রুতোঽয়ং বটুপুরবধো ব্রহ্মন্ মুনিবরোত্তম
পুরোক্তমন্ধকবধং বৈশম্পায়ন কীর্ত্তয় ॥ ১
ভাগুরস্যাস্য চরিতং নিকৃত্তস্য বধস্তথা
প্রব্রূহি ব্রহ্মতাঃ শ্রেষ্ঠ পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দিতির্হতেষু পুত্রেষু বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা
তপসারাধয়ামাস মারীচং কশ্যপং পুরা ॥ ৩
তপসা কালযুক্তেন তথা শুদ্ধব্রতা মুনেঃ
আনুকূল্যেন চ তথা মাধুর্য্যেণ চ ভারত ॥ ৪
পরিতুষ্টঃ কশ্যপস্তু ভাগুবাচ তপোধনঃ
পরিতুষ্টোঽস্মি তে ভদ্রে বরং বরয় সুব্রতে ॥ ৫

দিতিরুবাচ।

হতপুত্রাস্মি ভগবন্ দেবৈর্মম কৃতাঃ বর।
অথবাঃ পুত্রমিচ্ছামি দেবৈরমিতবিক্রমম্ ॥ ৬

কশ্যপ উবাচ।

অবধ্যস্তে সুতো দেবি দাক্ষায়ণ্যপি ভবিষ্যতি।
দেবানাং সংশয়ো নাত্র কশ্চিৎ কমললোচনে ॥ ৭
দেবদেবময়ত্বে কুতস্তস্য ন প্রভবঃ ক্বচিৎ
আস্থা তত্তস্তে পুত্রেণ রক্ষিতব্যো হি সর্ব্বথা ॥ ৮
অথালভত তাং দেবীং কশ্যপঃ সত্যবাগৃষিঃ।
অঙ্গুলোরসদেশে তু সং পুত্রং সুষুবে ততঃ ॥ ৯
সহস্রবাহুঃ কৌরব্য সহস্রশিরসং তথা
দ্বিসহস্রেক্ষণং চৈব তাবচ্চরণমেব চ ॥ ১০
স তুষ্টাব হরং ভক্ত্যা মন্ত্রাদীনক্ষোঽপি হি ভারত
তমন্ধকোঽয়ং নামেতি প্রোচুস্তত্র নিবাসিনঃ ॥ ১১
অবধ্যোঽস্মীতি লোকান্ স সর্ব্বান্ বাধতি ভারত।
ওজসাপি চ বীর্য্যেণ সর্ব্বলোকবলাদ্বলাৎ ॥ ১২

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

[অন্ধকাসুরের উৎপত্তি ও অনাচার বর্ণন, তাহার বধের জন্য ভবিষ্যতের বিচার, মন্দার পুষ্পধারণ করিয়া নারদের অন্ধকাসুরের ভবনে গমন এবং তাহার নিকট মন্দারবনের মহত্ত্ব কথন।

জনমেজয় বলিলেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ বৈশম্পায়ন! আমি ঘটপুরবধের প্রসঙ্গ শ্রবণ করিলাম। পূর্বোক্ত অন্ধকাসুরের বৃত্তান্ত আমায় বলুন ॥ ১

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! ভাগুরতীর হরণ এবং ভগবানের নিকৃত্তবধের প্রসঙ্গ শুনিবার জন্য আমার অতীব কৌতূহল হইতেছে ॥ ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে রাজন্! যখন প্রভাবশালী ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক সমস্ত পুত্র নিহত হইয়াছিল, তখন পূর্বাকালে দেবী দিতি তপস্যা দ্বারা মরীচিনন্দন কশ্যপের আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ৩

হে রাজন্! তাঁহার সংযোচিত তপস্যায়, সেবায়, আনুকূল্যে এবং মাধুর্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তপোধন কশ্যপ বলিলেন—"উত্তম ব্রতপালনকারিণী কল্যাণি! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর।" ॥ ৪-৫

দিতি বলিলেন—হে ভগবন্! বরদাতাগণের শ্রেষ্ঠ। দেবগণ কর্ত্তৃক আমার সমস্ত পুত্র নিহত হইয়াছে। দেবগণের অবধ্য এক অমিতবিক্রমশালী পুত্র প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৬

কশ্যপ বলিলেন—দেবি! দাক্ষায়ণি! কমললোচনে! দেবগণের অবধ্য তোমার এক পুত্র হইবে—ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৭

কিন্তু দেবাধিদেব রুদ্র ব্যতীত অন্য দেবতার সে বধ্য হইবে না। কারণ রুদ্রের উপর আমার কোন প্রভুত্ব নাই। সুতরাং তোমার পুত্র সর্বপ্রকারে তাঁহার নিকট হইতে নিজেকে রক্ষা করিবে ॥ ৮

এই বলিয়া সত্যবাদী কশ্যপ দিতির উদরদেশে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলেন এবং তাহাতে তিনি দিতি এক পুত্রের জন্ম দান করিলেন ॥ ৯

হে কুরুনন্দন! সেই পুত্রের সহস্র বাহু, সহস্র মস্তক, দুই সহস্র নেত্র এবং তত সংখ্যক অর্থাৎ দুই সহস্র চরণ ছিল ॥ ১০

হে ভারত! অন্ধ না হইয়াও সে অন্ধের মত চলিত; সেইহেতু দেবতাদের অধিবাসিগণ তাহাকে অন্ধক নামে অভিহিত করিয়াছিল ॥ ১১

হে ভরতনন্দন! আমি অবধ্য এই বলে করিয়া সে সকলকে পীড়া দান করিত এবং নিজের বল আশ্রয় করিয়া সে জগতের সকল বস্তু হরণ করিয়াছিল ॥ ১২

বাসবস্তাবুবীদ্যোগ নিহতাঃ সর্বশো বয়ম্।
স বেশ্মনূজ্জিতোঽস্মাভির্ভয়াৎ সমরে কৃতাস্ত্রকঃ ॥ ১২
পরদারাপহরণং পরস্বাবিলোপনম্
চকার সততং মোহাদন্ধকঃ পাপনিশ্চয়ঃ ॥ ১৪
ত্রৈলোক্যবিজয়ং কর্তুমুদ্যতঃ স তু ভারত
সহায়ৈরসুরৈঃ সার্দ্ধং বহুভিঃ সর্বশস্ত্রবিদ্ভিঃ ॥ ১৫
তচ্ছ্রুত্বা তদবাক্যন্তু কশ্যপঃ পিতরং তদা
অন্ধকেনেশ্বরত্বমীপ্সুনা মুনিসত্তম ॥ ১৬
আজ্ঞাপয় বিভো কার্যমস্মাকং সমনন্তরম্
ত্বদীয়ং কথং নাম দোষ্ণাং স্যাদ্বশে ময়া ॥ ১৭
ইষ্টপুত্রে প্রহর্ত্তব্যা কথং নাম ময়া বিভো
ইত্যত্রুবতী কৃপ্যাসন্নঃ মহি তং তদা ॥ ১৮
দেবেন্দ্রবচনং শ্রুত্বা কশ্যপোঽথাব্রবীন্মুনিঃ
বারয়িষ্যামি দেবেন্দ্র সর্বথা ভদমস্তু তে। ১৯
অন্ধকং বারয়িষ্যামি নিত্যং সহ তু কশ্যপঃ।

ত্রৈলোক্যবিজয়ায় বীর্যং কৃত্স্নং ভারত।
বারিতোঽপি স দুষ্টাত্মা ন ব্যতাব দিবৌকসঃ।
তৈস্তৈরুপায়ৈর্দুষ্টাত্মা প্রমথা চ তথাসনান ॥ ২১
বভঞ্জ কাননে বৃক্ষান্তদ্যানানি চ দুর্মতিঃ
উচ্চৈঃশ্রবঃসুতানন্যান বলাদুপ্যানয়দ্বিজঃ ॥ ২২
নাগান্ দিগ্গজসুতান্ বিবাদেনাপি চ ভারত।
বলাদ্ধরতি দেবানাং পত্নীস্তাঃ বরবর্ণিতাঃ ॥ ২৩
দেবানাপ্যায়তন্তে তু যে যজ্ঞৈস্তপসা তথা।
তেষাং চকার বিঘ্নং স দুষ্টাত্মা দেবকণ্টকঃ ॥ ২৪
নেজুর্যজ্ঞৈস্তদা বর্ণাস্ত্রেপুশ্চ ন তপাংস্যপি
অন্ধকস্য ভয়াদ্ রাজন বজ্রবিঘ্ন নি কুর্বতঃ ॥ ২৫
তস্মিংজ্ঞয়া যাতি বায়ুর্বাহিতাস্ত্ত তপস্বিনঃ
চন্দ্রমা বা সনক্ষত্রো দৃশ্যতে নৈব বা পুনঃ ॥ ২৬
ন বহন্তি বিমানানি বিভাংসি ভয়াৎ প্রভো
অন্ধকস্যাতিঘোরস্য বলমুদ্যুক্ত দুর্মতেঃ ॥ ২৭

সর্বলোকের ভয়ঙ্কর এই দৈত্য অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়ায় অন্ধকগণকে নিবৃত্তিত করা আপন বুদ্ধি লইয়া বাদ করাইত। ১৩

পাপাত্মাকরণ এই অন্ধক মোহবশতঃ সতত পরস্ত্রী এবং পরধন অপহরণ করিত। ১৬

হে ভারত! একবার সর্বলোকের বর্ধনকারী অসুরগণের সাহায্যে অন্ধক ত্রিলোকবিজয়ের জন্য উদ্যত হইয়াছিল। ১৫

এই সমাচার শ্রবণ করিয়া ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র স্ব-পিতা কশ্যপকে বলিলেন—'হে মুনিশ্রেষ্ঠ! অন্ধকাসুর এইরূপ করিয়া (কুকার্য) আরম্ভ করিয়াছে।' ১৫

হে প্রভু! আমার কর্তব্য বিষয়ে আপনি আদেশ দান করুন। হে মুনে! আমি কনিষ্ঠ ভ্রাতার চরাচার কি প্রকারে সহ্য করিব? ১৭

হে প্রভু! আমি মাতৃভক্ত (ধর্মীয়ান) প্রিয় পুত্রের উপর কি প্রকারে প্রহার করিতে সমর্থ হইব? আমার দ্বারা পূজ্য বিষ্ণু হইয়াছে জানিয়া পূজনীয়া মাতৃদেবী (ধর্মীয়া) আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিবেন। ১৮

দেবরাজের এই কথা শ্রবণ করিয়া কশ্যপমুনি বলিলেন—হে দেবেন্দ্র! আমি সর্বপ্রকারে অন্ধককে নিবারণ করিব; তোমার কল্যাণ হউক। ১৯

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর কশ্যপ পিতির সহিত যাইয়া বহু কষ্টে ত্রিভুবনবিজয়ের উদ্যোগ হইতে অন্ধককে নিবারণ করিলেন। ২০

হইলেও দ্বারা নিবারিত হইয়াও সেই দুষ্টাত্মা নানা উপায়ে স্বর্গবাসী দেবতাগণকে অপমানিত করিয়া পীড়া দান করিত। ২১

সেই দুর্মতি নন্দনকাননের বৃক্ষ ও উদ্যান সমূহ উৎপাটন করিত এবং উচ্চৈঃশ্রবা ব্যতীত অন্যগণকে স্বর্গ হইতে বলপূর্বক আনয়ন করিয়াছিল। ২২

হে ভারত! বলের দ্বারা গর্বিত সেই দৈত্য দেবতাগণের সম্মুখেই দিগ্গজগণের সন্ত নৃত্য দিগ্গ বজ্রিসকে বল পূর্বক হরণ করিয়াছিল। ২৩

দেবগণের কণ্টকস্বরূপ এই দুষ্টাত্মা দৈত্য তপস্যার দ্বারা অথবা যজ্ঞের দ্বারা দেবতাগণের পুষ্টিকারক অনুষ্ঠানে বিঘ্ন প্রদান করিত। ২৪

হে রাজন্! তিন বর্ণের মনুষ্যগণ যজ্ঞের বিঘ্নোৎপাদনকারী অন্ধকাসুরের ভয়ে যজ্ঞ এবং তপস্যা করা ত্যাগ করিয়াছিল। ২৫

বায়ু তাহার ইচ্ছানুসারে প্রবাহিত হইত, সূর্য তাহার ইচ্ছানুযায়ী তাপ প্রদান করিত; নক্ষত্রগণের সহিত চন্দ্রমাও তাহার ইচ্ছানুসারে কখন প্রকাশিত হইত, কখনও বা প্রকাশিত হইত না। ২৬

হে প্রভু! বলগর্বিত দুর্মতি, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অন্ধকাসুরের ভয়ে আকাশে বিমান চলিতে পারিত না। ২৭

নিরোদ্ধারবধকর্তারঃ ভগস্য বীর তথাঽত্বং
অন্ধকস্যাভিঘোরস্য ক্ষয়ং কুরুকুলোদ্বহ ॥ ১৮
কৃষ্ণস্তথোগ্রসেনান্ পাপো ভাবয়ামাস ভারত
তত্রাশ্বান্ কেতুমালাংশ্চ জম্বুদ্বীপাংস্তথৈব চ ॥ ১৯
মানয়ন্তি চ তা দেবা দানবাশ্চ দুরাসদাঃ
কৃতানি চ তথাঙ্গানি সর্বজ্ঞাপি সর্বথা ॥ ২০
ভবতো বধামানাস্তু মনসা ব্রহ্মবাদিনঃ
অচিন্ত্যরূপকর্মাণং বধং ধর্মভৃতাং বর ॥ ২১
তেষাং বৃহস্পতির্ধীমো ধীমানিদমথাব্রবীৎ
নাস্য কৃত্যাদৃতে মৃত্যুর্বিদ্যতে চ কথঞ্চন ॥ ২২
তথা বরে দীয়মানে কল্পাদেনাপি শক্তিঃ
নাহং কৃত্যাং পরিত্রাতুং শক্ত ইত্যেষ হীমতা ॥ ২৩
তমুপায়ং চিন্তয়ামঃ সর্বো যেন সনাতনম্
জানীয়াৎ সর্বদুষ্টানি পীড়য়ানানি শঙ্করঃ ॥ ২৪
বিদিত্বার্থো হি ভগবানবধ্যঃ কৃতঃ প্রভুঃ
অজ্ঞপ্রমার্জনং দেবঃ করিষ্যতি স তাং গতিং ॥ ২৫

হে কুরুকুলনিরোমণি বীর! অতএব তুমিও অন্ধক বৃষ্ণির তথা সমস্ত ভগবৎ ঔরসের ও বংশ ক রক্ষার্থে অর্থাৎ পৃথ্বী-রোমাদি যাবতীয় দৈবকর্ম বৃদ্ধ হইয়াছিল ॥ ১৮

হে ভারত! এই পাপাত্মা উগ্রসেনকে, ভগবান্, কেতুমাল এবং জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন প্রদেশকেও উপদেশ করিয়া ছিল ॥ ১৯

দুর্জয় দেবতা এবং দানবগণ তাহাকে সম্মান করিতেন এবং অন্যান্য শক্তিশালী জীবগণও তাহাকে সম্মান করিতেন ॥ ২০

হে ধর্মাত্মাগণের শ্রেষ্ঠ নৃপ! তাহার দ্বারা অপমানিত এবং উপেক্ষিত ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ একত্রিত হইয়া অন্ধকের বধোপায় স্থির করিতে লাগিলেন ॥ ২১

তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি এইরূপ বলিয়াছিলেন—কৃষ্ণের ঘাতীত কেহ এই অসুরকে বধ করিতে পারিবে না। (বিস্তৃতে) ব্রহ্মপ্রধানের সময় বুদ্ধিমান্ কশ্যপ বলিয়াছিলেন যে—"ভগবান্ রুদ্র হইতে রক্ষা করিবার শক্তি আমার নাই।" ॥ ২২-২৩

অতএব হৃষ্টেই সংহারকর্তা সনাতন ভগবান্ শঙ্কর যাহাতে সর্বপ্রাণীর উপাড়নকারী অন্ধকাসুরের কথা জানিতে পারেন, আমরা তাহার উপায় স্থির করিব ॥ ২৪

অন্ধকের স্বামী এবং সংপূজ্যগণের প্রাণস্বরূপ ভগবান্ রুদ্রদেব ইহা জ্ঞাত হইলে অবশ্যই সকলের অন্তঃপ্রমার্জন করিবেন ॥ ২৫

ব্রহ্ম হি দেবদেবস্য ভবস্য ভগবতো গুরোঃ
সন্তোঽসন্তো বদিষ্যন্তি ব্রাহ্মণাস্তু বিশেষতঃ ॥ ২৬
তে বয়ং নারদং সর্বে প্রষ্টুমঃ শরণং বিভুম্।
উপায়ং বেদয়ন্তে তত্র যত্নতো হি ভবস্য সঃ ॥ ২৭
বৃহস্পতিবচঃ শ্রুত্বা সর্বেঽপ্যৃষি তপোধনাঃ।
তাবদ্ভৃগুত্বায়াগাদে প্রাপ্তং দেবর্ষিসত্তমম্ ॥ ২৮
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং সৎকৃত্য বিধিবদ্বিভুম্
দেবর্ষে ভগবন্ সাধো কৈলাসং ব্রজ সত্বরম্ ॥ ২৯
বিজ্ঞপ্তুমর্হসে দেবমন্ধকস্য বধে ভবম্
ত্রাণার্থে নারদ প্রেত্য চুস্যান্তর্যতি স চোক্তবান্ ॥ ৪০
ঋষিষদ প্রযাতেষু তৎকার্যা নারদো মুনিঃ।
বিচার্য মনসা বিদ্বান্নিদং কার্যং স দৃষ্টবান্ ॥ ৪১
স দেবদেবং ভগবন্ দ্রষ্টুং মুনিবরোত্তমঃ
মন্দারবনমধ্যস্থো যত্র নিত্যো বৃষধ্বজঃ ॥ ৪২
স তত্র শঙ্করস্যাগ্রে মূর্ধ্না মুনিবরস্তদা
মন্দারাধারা বনে রম্যে স্থিতঃ শূলধারিণঃ ॥ ৪৩

ব্রহ্মা হি দেবদেবস্য ভবস্য ভগবতো গুরোঃ
সন্তোঽসন্তো বক্ষ্যন্তি ব্রাহ্মণাস্তু বিশেষতঃ ॥ ৪৬
তে বয়ং নারদং সর্বে প্রষ্টুমঃ শরণং বিভুম্।
উপায়ং বেদয়ন্তে তত্র যত্নতো হি ভবস্য সঃ ॥ ৪৭
বৃহস্পতিবচঃ শ্রুত্বা সর্বেঽপ্যৃষি তপোধনাঃ।
তাবদ্ভৃগুত্বায়াগাদে প্রাপ্তং দেবর্ষিসত্তমম্ ॥ ৪৮
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং সৎকৃত্য বিধিবদ্বিভুম্
দেবর্ষে ভগবন সাধো কৈলাসং ব্রজ সত্বরম্ ॥ ৪৯
বিজ্ঞপ্তুমর্হসে দেবমন্ধকস্য বধে ভবম্
ত্রাণার্থে নারদ প্রেত্য চুস্যান্তর্যতি স চোক্তবান্ ॥ ৪০
ঋষিষদ প্রযাতেষু তৎকার্যা নারদো মুনিঃ।
বিচার্য মনসা বিদ্বান্নিদং কার্যং স দৃষ্টবান্ ॥ ৪১
স দেবদেবং ভগবন্ দ্রষ্টুং মুনিবরোত্তমঃ
মন্দারবনমধ্যস্থো যত্র নিত্যো বৃষধ্বজঃ ॥ ৪২
স তত্র শঙ্করস্যাগ্রে মূর্ধ্না মুনিবরস্তদা
মন্দারাধারা বনে রম্যে স্থিতঃ শূলধারিণঃ ॥ ৪৩

সাধুগণকে এবং বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণকে যাঁহা হইতে অবশ্য ধর্ম করাই হইতেছে দেবাদিদেব ভগবান্ শঙ্করের ব্রত ॥ ৩৬

অতএব আমরা সকলে বিভব নারদের শরণাপন্ন হইব। তিনি ইহার কোনও উপায় জানিবেন কারণ, তিনি ভগবান শঙ্করের মিত্র ॥ ৩৭

বৃহস্পতির বচন শ্রবণ পূর্বক সকল তপোধনগণ আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ নারদ তথা উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৩৮

তাঁহারা শাস্ত্রবিধি অনুসারে নারদমুনির পূজা ও সৎকার করিয়া বলিলেন—"হে দেবর্ষি! হে ভগবন্ সাধু! আপনি সত্বর কৈলাসপর্বতে গিয়া ভগবান শঙ্করকে অন্ধকবধের নিমিত্ত নিবেদন করুন ॥ ৩৯;

ভগবতের রক্ষার নিমিত্ত প্রযাত্রণ হইবার পর ঐ ঋষিগণ নারদকে নিবেদন করিয়াছিলেন এবং তিনিও তাঁহাদের "তথাস্তু" বলিয়াছিলেন ॥ ৪০

ঋষিগণ চলিয়া গেলে বিদ্বান্ মুনি নারদ মনে মনে সেই কার্যের ইতিকর্তব্যতা স্থির করিলেন ॥ ৪১

তদনন্তর মন্দারবনমধ্যে দেবাদিদেব নিত্য ভগবান্ বৃষভধ্বজ বিরাজ করেন, সেখানে নারদমুনি দেবাদিদেব মহাদেবের দর্শনের জন্য আগমন করিলেন ॥ ৪২

ভগবান্ শূলপাণির সেই সভা মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ এক রাত্রি

আজগাম পুনঃ স্বর্গং লব্ধানুজ্ঞঃ বৃষধ্বজাৎ
মন্দারপুষ্পৈঃ সুরভৈঃ নানাবর্ণা ভাবত ॥ ৪৪

গ্রথিত্বা সবিশেষাং তাং সপ্তচ্ছদ-সুশোভনাম্
সন্তানমালাং ধাতৈব কুসুমৈঃ কৃতম ॥ ৪৫

তচ্চ কণ্ঠে সমাসজ্য মহাগন্ধং নরাধিপ
আববাধজকো তত্র ভূয়াস্তা বলদর্পিতঃ ॥ ৪৬

অন্ধকস্তত্র তাং দৃষ্ট্বা গন্ধমাঘ্রায় চোত্তমম্।
সন্তানকানাং প্রব্যালাং মহাগন্ধাং মহামুনে

কুত্রায়ং পুষ্পজাতির্বা কথমীদৃগ্ তপোধনে ॥ ৪৭
গন্ধান্ বর্ণান্ শুভাংশ্চ ন তি তেঃ পুষ্পাণি মুহুর্মুহুঃ
স্বর্গে সন্তানকুসুমান্যতিবর্ত্তি সর্ব্বথা ॥ ৪৮

কঃ প্রভূতস্ত বৃক্ষস্ত শক্যা বাপয়িতুং মুনে
আচক্ষ্ব যদনুজ্ঞাস্তা বয়ং তে দেবতাতিথে ॥ ৪৯

তমুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠঃ প্রহসন্নিব ভারত
আদায় রুক্মিণে তাস্ত্ব মতঙ্গতুল্য-দা নিধিঃ ॥ ৫০

মন্দরে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে বীর কামগম্য বনম্
তত্র চৈববিধাঃ পুষ্পাঃ তোঃ সৃষ্টিঃ মূলপাণিনঃ ॥ ৫১

ন তু তত্র বনং কশ্চিদ্গন্তুমর্হতি মানুষঃ
প্রবেষ্টুং লভতে বুদ্ধিং তরুণ্ডি প্রবরোত্তমাঃ ॥ ৫২

নানাপ্রহরণা ঘোরা বনাবেশা দুরাসদাঃ
অবধ্যাঃ সর্ব্বভূতানাং মহাদেবাভিরক্ষিতাঃ ॥ ৫৩

নিত্যং প্রফুল্লিতে তত্র সোমঃ সপ্তপ্রবরো হরঃ।
মন্দারক্রমমধ্যস্থে সর্ব্বাস্ত্র সর্ব্বভাবনঃ ॥ ৫৪

তপোবিঘ্নৈর্বৈরাধা হরঃ ত্রিভুবনেশ্বরম্
শক্যা মন্দারপুষ্পাণি প্র প্তুং কল্পশতৈরপি ॥ ৫৫

স্ত্রীরত্নসদৃশস্তানি যানি চান্যানি ভাগাম
কাঙ্ক্ষিতানি ফলন্তি স্ম তে ক্রমা দেবভূভাঃ ॥ ৫৬

ন তত্র সূর্য্যঃ সোমোঽথ তপত্যুগ্রবিক্রম।
স্বয়ম্প্রভং তরুগণং তাস্তা তাপবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫৭

তত্র গন্ধান্ প্রবর্ত্তান্তে নীরাধারে নভ ক্রমাঃ।
বাসাংসি বিবিধাগন্ধা ভূষণানি মহাবল ॥ ৫৮

রমণীয় মন্দারবনে অবস্থান করিবেন ॥৫০

হে তরুনন্দন! তিনি নিজ কণ্ঠে সপ্তচ্ছদ বৃক্ষের শ্রেষ্ঠ পারিজাত মন্দারপুষ্পের সুগন্ধযুক্ত ও বিশেষ যত্নে গ্রথিত মালা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৩।

তিনি সন্তানপুষ্পসকলে গ্রথিত সন্তান-মালাসমূহও ধারণ করিয়াছিলেন। হে নরেন্দ্র! ঐ সুগন্ধযুক্ত মালাসমূহ কণ্ঠে ধারণ করিয়া তিনি বলদর্পিত দৈত্যরাজ অন্ধকাসুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৪-৪৬

অন্ধকাসুর নারদ মুনিকে দেখিয়া এবং উত্তম সুগন্ধের ঘ্রাণ পাইয়া মন্দারবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিল এবং বলিল—"হে মহামুনি! তপোধন! এই অতীব পুষ্প কোথায় পাওয়া যায় ?" ৪৭

হে মহামুনি! এই মন্দার পুষ্প সুন্দর বর্ণে এবং মনোহর গন্ধে পরিপূর্ণ। উহা স্বর্গের সন্তানক পুষ্প হইতেও উৎকৃষ্ট ॥ ৪৮

হে মুনি! দেবতাগণের অতিথি! এই বৃক্ষের স্বামী কে? ইহা কি সেস্থান হইতে আনিতে পারা যায়? যদি আমি আপনার অনুগ্রহ-পাত্র হই, তবে কৃপা করিয়া আপনি আমাকে ইহার সন্ধান বলুন ॥ ৪৯

হে তরুনন্দন! তখন নিধি মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ অন্ধকাসুরের দম্ভিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন ॥ ৫০

হে বীর! পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মন্দর কাঞ্চনে ইচ্ছানুসারে গমনকারী এক বন আছে; তাহা মূলপাণি মহাদেবের সৃষ্টি; সেস্থানে এইরূপ পুষ্প পাওয়া যায় ॥ ৫১

ঐ বনে মহাত্মা শিবের ইচ্ছা বিনা কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। তাঁহার শ্রেষ্ঠ অনুচরগণ এই বন রক্ষা করেন ॥ ৫২

মহাদেবের দ্বারা সুরক্ষিত এই পার্ব্বতীয় নানা প্রকার অস্ত্র ধারণ করেন, দেখিতে ভয়ঙ্কর, অন্যের দ্বারা অপরাজেয় এবং অবধ্য ॥ ৫৩

সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভাবন মহাদেব এই মন্দারবৃক্ষোপশোভিত স্থানটিতে অনুচরগণের সহিত নিত্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ৫৪

হে কল্পশতায়ু! বিশেষ তপস্যা দ্বারা ত্রিলোকের স্বামী শিবের আরাধনা করিয়া এই মন্দার পুষ্প লাভ করিতে হয় ॥ ৫৫

ভগবান্ শঙ্করের প্রিয় এই বৃক্ষগুলি স্ত্রীরত্ন, মণিরত্ন এবং অন্য যে সকল অভিলষিত পদার্থ আছে, তৎসমস্তই ফলরূপে প্রদান করে ॥ ৫৬

হে মহাশক্তিশালী দৈত্য! এই মন্দারবনে না সূর্য্য তাপ প্রদান করে এবং না চন্দ্র প্রকাশিত হয়। চারিদোক-বিরহিত এই বন স্বপ্রভায় প্রকাশিত হয় ॥ ৫৭

হে মহাবল অন্ধক! এস্থানে কোন বৃক্ষ উত্তম সুগন্ধ উৎপন্ন করে, কোন মহাবৃক্ষ জল দান করে, আবার কোন বৃক্ষ সুরভিত বস্ত্র প্রদান করে ॥ ৫৮

ভক্ষ্যাঃ ভোজ্যাশ্চ পেয়াশ্চ চোষ্যা লেহ্যা স্তথৈব চ
তত্রস্থা: প্রবতে তেষাং বিবিধং মনসেপ্সিতম্ ॥ ৫৯
পিপাসা বা বুভুক্ষা বা গ্লানিশ্চিন্তাপি বানঘ।
ন মন্দারবনে বীর তবতীত্যুপধার্যতাম্ ॥ ৬০
ন তে বর্ণয়িতুং শক্যা গুণা বর্ষশতৈরপি
গুণা যে তত্র বর্ষন্তে স্বর্গাদ্ বহুগুণে সুরাঃ ॥ ৬১

সেই সব বৃক্ষ হইতে আমার মনোবাঞ্ছিত খাদ্য, ভোজ্য, পেয়, চোষ্য এবং লেহ্য প্রভৃতি পদার্থ পাওয়া যায়। ৫৯

হে নিষ্পাপ বীর! এই মন্দারবনে বুভুক্ষা, পিপাসা গ্লানি এবং চিন্তা থাকে না—ইহা জানিবে। ৬০

স্বর্গ হইতে যত উত্তম গুণে বর্দ্ধিত এই স্থানটির গুণ বর্ণনা করিতে শত বৎসরেও করিতে পারে না। হে দৈত্যপ্রধান! যে একদিনও সেখানে বাস করে, সে মহেন্দ্রসহিত সকল লোকের উপর অধিকার প্রাপ্ত হয়—তাহাতে কোন সংশয় নাই। ৬১-৬২

স্বর্গের চেয়ে উহা গুণবত্তর, সুরেরও উহা সুখদায়ক;—আমার মনে হয় যে, উহা সর্ব্বলোকের সকল স্থানেরও। ৬৩

অত্রাব হি ভবেল্লোকান্ সমস্তান্ন সংশয়ঃ।
একাহমপি যস্তত্র বসেচ্ছ ক্রিসত্তম ॥ ৬২
স্বর্গস্থাপি হি তং স্বর্গঃ সুখেনাভিষি তৎসুখম্।
বসুধা জগতঃ সর্ব্বমিতি মে ধীয়তে মনঃ ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি অন্ধকবধে সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে অন্ধকবধবিষয়ক সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[মহাদেবেন মন্দরাচলসন্তস্থান্ধকাসুরস্য বধঃ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

অন্ধকো নারদবচঃ শ্রুত্বা তত্রেন ভারত
মন্দরঃ পর্ব্বতঃ শ্রীমান্ মনো দধ্রে মহাসুরঃ ॥ ১
সোঽসুরান্ সুমহাবীর্য্যান্ সমানীয় মহাবলঃ।
জগাম মন্দরং ক্রুদ্ধো মহাদেবালয়ং তদা ॥ ২
তং মহাম্রপ্রতিচ্ছন্নং মহৌষধিসমাকুলম্।
নানামিদ্ধসমাকীর্ণং মহর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ৩
চন্দনাগুরুবৃক্ষাঢ্যং সরলদ্রুমসঙ্কুলম্।
কিন্নরোদ্গীতসনাথং বহুনাগকুলাকুলম্ ॥ ৪
বায়োঃ কুসুমগন্ধৈশ্চ সুখৈশ্চ সমুপাগতৈঃ।
প্রফুল্লৈর্দ্রুমশিখরৈর্বিলম্বমিব চ ক্বচিৎ ॥ ৫
পক্ষিস্বনৈঃ সুমধুরৈর্নদন্তমিব চ ক্বচিৎ।
হংসৈঃ শুচিপক্ষৈঃ কীর্ণং সম্পতদ্ভিরিতস্ততঃ ॥ ৬

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

[মহাদেব কর্ত্তৃক মন্দরাচলস্থত অন্ধকাসুরকে বধ।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন—হে ভারত! নারদের বাক্য যথার্থভাবে শ্রবণ করিয়া মহাসুর অন্ধক মন্দরাচলে গমন করিতে মনস্থ করিলেন। ১

সেই মহাতেজস্বী এবং মহাবলশালী দৈত্য ক্রুদ্ধ হইয়া অসুরসকলকে একত্রিত করত মহাদেবের নিবাসস্থান মন্দরপর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন। ২

এই পর্ব্বত দূরহ দূরহ বেগ যুক্ত আম্রাদিতে ছিল, ঔষধিসম্পন্ন ছিল, অনেক সিদ্ধগণের দ্বারা সমাকীর্ণ ছিল এবং মহর্ষিগণের দ্বারা সেবিত ছিল। ৩

এই পর্ব্বত চন্দন ও অগুরু বৃক্ষে শোভিত ছিল এবং সরল বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ ছিল। কিন্নরগণের গীতে তাহা রবণীয় হইয়াছিল এবং অনেক নাগসমূহে হস্তী অথবা সর্পে) পরিব্যাপ্ত ছিল। ৪

প্রফুল্ল কাননসমূহ বায়ুবেগে কম্পিত হইয়া মনে হইতেছিল যেন নৃত্য করিতেছে এবং নানা প্রকার বায়ু প্রফুল্ল বৃক্ষাগ্র মনে হইতেছিল যেন অন্তরাগে চঞ্চিত হইয়াছে। ৫

পক্ষিকুলের সুমধুর শব্দের দ্বারা মনে হইতেছিল যেন পর্ব্বতটি গর্জ্জন করিতেছে এবং শুভ্র পালসমূহে উড্ডয়নশীল হংসসমূহের দ্বারা যেন পর্ব্বতটি পরিব্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছিল। ৬

মহাবলৈস্তু মহিষৈস্তস্থিরে তানি সর্বতঃ।
চন্দ্রাংশুবিমলৈঃ সিংহৈর্ভূষিতং হেমসঙ্কটম্ ॥ ৭
মৃগরাজসমাকীর্ণং মৃগরক্ষনিষেবিতম্
স মন্ত্রয়ং গিরিং প্রাহ রূপিণং বলদর্পিতঃ ॥ ৮
কেন্দি ত্বা যি যথাবধ্যো বরদানাদহং পিতুঃ।
মম চৈব বশে সর্বাং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৯
প্রতিযোদ্ধুং ন মাং কশ্চিদিচ্ছত্যপি গিরে ভয়াৎ।
পারিজাতবনং চাস্তি তব সানৌ মহাগিরে।
সর্বকামপ্রদৈঃ পুষ্পৈঃ ভূষিতং রত্নমুত্তমম্ ॥ ১০
তলচক্রোপতোক্ষ্যামি তদ্ বনং তব সানুজম্।
কিং করিষ্যসি ক্রুদ্ধস্ত্বং মনো হি হরতে মম ॥ ১১
ত্রাতারং নানুপশ্যামি ময়া যদ্ধর্ষিতস্য তে
ইত্যুক্তো মন্দরস্তেন তচ্ছ্রোত্বানুচুকোপহ ॥ ১২
ততোঽঙ্ককোঽতিরুষিতো বরদানেন দর্পিতঃ
মুমোচ নাদং সুমহদ্দিগ্যং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৩
মন্ত্রা বৈ ত্বং বাগ্জানানো যন্মাং বদ মন্যসে।

অহং চূর্ণীকরোমি ত্বাং বলং পশ্যন্তু মে গিরে ॥ ১৪
এবমুক্ত্বা গিরেঃ শৃঙ্গমুৎপাট্য বহুযে জনম্।
নিষ্পিপেষ গিরেস্তস্য শৃঙ্গেষত্র বীর্যবান্ ॥ ১৫
সর্ব তৈরসুরৈঃ সর্বৈর্বরদানেন দর্পিতঃ।
তং প্রচ্ছন্নবনীজালং মমানাম মহাগিরিম্ ॥ ১৬
বিদিত্বা ভগবান্ কৃত্তিবাসাস্তুত্রাহ গিরেঃ।
সবিশেষবতঃ বীরঃ মহদ্বিপমৃগাধুতম্ ॥ ১৭
নদীজালৈর্বহুভৈরাচিতং চিত্রকাননম্।
নক্তঞ্চরৈঃ পুরা যত্নৈ তদ্বৈব বিরাজতে ॥ ১৮
অথ দেবপ্রভাবেণ শৃঙ্গাণ্যুৎপাটিতানি তু
ক্ষিপ্তানি চাসুরাণেন মুক্তি বীরাণি ভূতয়ে ॥ ১৯
ক্ষিপ্তা যে প্রপতন্ত্যাস্যে শৃঙ্গাণি তু তানসুরাঃ।
শৃঙ্গৈস্তৈস্তে হ যন্ত্যন্তি পর্বতস্য জনাধিপ ॥ ২০
যে যন্ত্যাস্যমুদ্যম্য তিষ্ঠন্তি গিরিসানুষু।
শৃঙ্গৈস্তে ন হ যন্ত্যন্তি মন্দরস্য মহ গিরেঃ ॥ ২১
ততোঽঙ্ককস্তদা দৃষ্ট্বা সেনাং তাং নিহতাং তথা।
কুপিতঃ সুমহানাদং মুক্তিবেরং তদাসুরৈঃ ॥ ২২

দৈত্যের বিনাশকারী মহাবল মহিষের বিচরণ করিতেছিলেন এবং তাঁহাদের আকর ঐ পর্বতটি চন্দ্রকিরণতুল্য কান্তিমান্ সিংহকুলের দ্বারা শোভিত ছিল। ৭

সিংহসমূহে সমাকীর্ণ এবং মৃগকুলের দ্বারা অনুরক্ষিত মূর্তিমান্ মন্দর পর্বতকে বলদর্পিত অন্ধকাসুর বলিয়াছিলেন— ॥ ৮

হে মহাগিরি! তুমি জান যে, আমার পিতার বরলাভহেতু আমি অবধ্য এবং সচরাচর ত্রিলোক আমার বশীকৃত। আমার সহিত যুদ্ধে কেহ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে না। তোমার সানুদেশে সর্বকামনাপ্রদানকারী উত্তমরত্নরূপ পুষ্পসমূহে সুশোভিত পারিজাতবন রহিয়াছে। ৯-১০

বল, তাহা কোথায়? তোমার সানুদেশস্থিত সেই বন আমি উপভোগ করিব। তাহা জানিয়াও তুমি আমার মন চঞ্চল হইয়াছে; তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার কি করিবে? আমার দ্বারা অবমানিত হইলে তোমার রক্ষাকর্তা কাহাকেও দেখিতেছি না—এইরূপ সেই মন্দরাচলকে বলিলে। ঐ পর্বতের। অভিলাষ যেন অবগত হইলেন। ১১-১২

অন্ধকাসুর বরদানে দর্পিত অন্ধকাসুর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সিংহনাদ করত বলিতে লাগিলেন—"হে পর্বত! যদি আমার যাচ্ঞাতে সম্মান প্রদর্শন না কর, তবে আমি কুপিত হইয়া তোমাকে বিচূর্ণ করিব [illegible] ॥ ১৩-১৯

এই বলিয়া বরদানে দর্পিত শক্তিশালী সেই অসুর অন্য অসুরবৃন্দের সহিত বহু হোলনবিশিষ্ট এক শিখরকে উৎপাটিত করিয়া। অন্য এক পুরুকে নিষ্পেষণ করিতে আরম্ভ করিলে সেই মহাগিরি তাহার নদীসমূহকে প্রক্ষুব্ধ করিল।

ভগবান্ রুদ্র পরিস্থিতি জ্ঞাত হইয়া ঐ পর্বতের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। হে বীর! তখন ভগবানের অনুগ্রহে পারিজাত প্রভৃতি বিশেষ বনসমূহে, মত্ত হস্তী ও মৃগে বেষ্টিত আকাশ হইতে পতিত বহুসংখ্যক নদীসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া চিত্রিত কাননযুক্ত সেই পর্বত পূর্ববৎ বিরাজ করিতে লাগিল। ১৩-১৮

হে ভরতবংশজ! অসুরের দ্বারা উৎপাটিত সেই ভীষণ শিখর মহাদেবের প্রভাবে সেই অসুরবৃন্দের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদের হনন করিতে লাগিল। ১৯

হে জনেশ্বর! পর্বতের মুক্তগুলি উৎপাটিত করিয়া পলায়নপর অসুরবৃন্দকে সেই শৃঙ্গগুলিই বধ করিতে লাগিল। ২০

যেসব অসুর সুমুখভাবে ঐ গিরির সানুদেশে অবস্থান করিতেছিল, মহাগিরি মন্দরের শৃঙ্গসমূহ তাহাদের বধ করে নাই। ২১

তখন অন্ধকাসুর আপন সেনা সমূহ নিহত দেখিয়া রোষপূর্বক সিংহনাদ করত বলিতে লাগিলেন। ২২

আহরয়ে তং বনং যস্য বৃক্ষাঃ পুষ্পফলপ্রদাঃ ॥
নিহত্বাহমিমং মূঢ়ং ন চ্ছেত্স্যে বচনং মম ॥ ১৩
এবমুক্তে তু তৎকর্মে বৃষভেণ মহাত্মনা ।
সম্প্রাপ্তঃ সুমহাঞ্ছব্দো দেবোঽন্ধকভিদ্যাসখা ॥ ১৪
প্রস্রবাদ্যাং সশৈলাং বৈ বসুধাং বসুলোচনঃ ।
তথা কৃতগণৈশ্চৈব বীরনন্দিসমন্বিতঃ ॥ ১৫
প্রচক্রন্দে ততঃ কৃত্স্নঃ ত্রৈলোক্যঃ ক্ষুভিতে ভয়ে ।
সিন্ধবশ্চ প্রতিস্রোতমুদ্বহঃ প্রজ্বলিতোদকাঃ ॥ ১৬
জম্ভুর্দিশোঽগ্নিদাহাশ্চ সর্বে তে ত্রস্তচেতসা ।
মুমুধুশ্চ প্রভাঃ সর্বে বিপদ্যন্তো জনাধিপ ॥ ১৭
চেলুশ্চ গিরিসঙ্ঘাত্তা ক্ষয়ে কৃতযুগস্যেব
প্রববর্ষাথ পর্জন্যঃ সমুদ্রাশ্চ ববৃদ্ধিরে ॥ ১৮
উদ্ভতাশ্চন্দ্রমাশ্চাপি সূর্যাঃ শীতপ্রভাস্তথা
ন ব্রহ্ম বিবিদুস্তত্র মুমুহে ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১৯
বভূবুঃ সুমুহূর্তাশ্চ গাবোঽধ্বগাশ্চাপি চাদদ

পেতুর্বৃক্ষাশ্চ নেদিম্নাশ্লিষ্টা ভস্মসাৎ কৃতাঃ ॥ ২০
বাধন্তে বৃষভা গাশ্চ গাবশ্চাক্রুচরংস্তদা ।
রাক্ষসা বাতুধানাশ্চ পিশাচাশ্চাপি সর্বশঃ ॥ ২১
বিপদ্যন্তঃ জগদ্দৃষ্ট্বা মহাদেবস্তথাগতম্ ।
মুমোচ ভগবাঞ্ছূলং প্রলয়াগ্নিসমপ্রভম্ ॥ ২২
তৎ পপাত হরোৎসৃষ্টমন্ধকোরসি দুর্জয়ম্ ।
ভস্মলাচ্ছাকরে দ্বে রৌদ্রমন্ধকঃ সাধুকণ্টকম্ ॥ ২৩
ততো দেবগণাঃ সর্বে মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ।
শঙ্করং তুষ্টুবুস্তৈশ্চ জগদ্ধাতা নিরীক্ষিতে ॥ ২৪
বেবৃতুশ্চ ভয়ো নেত্রঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত চ ।
ত্রৈলোক্যঃ নির্বৃতঃ চাসীন্নরেন্দ্র বিগতজ্বরম্ ॥ ২৫
প্রজগুর্গন্ধর্ব-মুখ্যাশ্চ ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ।
জেগুশ্চ ব্রাহ্মণা বেদান্নীলকণ্ঠ কৃতস্তুতয়া ॥ ২৬
প্রভাঃ প্রকৃতিমাপেদুঃ সরিতশ্চ যথা পুরা ।
ন জজ্বাল জলে বহ্নির্দাবঃ সর্বত্র প্রদীপ্তিরে ॥ ২৭

হে অচল! তোমার সঙ্গে বৃষ করিয়া কি ফল? তদপেক্ষা বনমধ্যে নিহত হইতেছি। ১৩-১৪ এই বলিয়া ঐ বৃষ কে আমি বৃষের জন্য আহ্বান করিতেছি, তিনি অন্ধকাসুরের সখা মহাদেব ভবন। ১৫

অন্ধকাসুর এইরূপ বলিলে তাহার বলের উপায় বিষ্ণু উদ্যত করিয়া বৃষের উপর আরোহণপূর্বক মহাদেব উপস্থিত হইলেন। ১৬

প্রমথগণের ঈশ্বর বৃষিমান্ ভগবান্ ত্রিলোচন প্রমথগণ ও কৃত্তগণের দ্বারা পরিবৃত হইলেন। ১৭

মহাদেব ক্রুদ্ধ হইলে সমস্ত ত্রিলোক কম্পিত হইতে লাগিল, নদীসমূহ বিপরীত বেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল এবং জলে অগ্নিসঞ্চার হইতে লাগিল। ১৮

হে জনাধিপ! মহাদেবের তেজের দ্বারা দিক্‌সমূহ অভিব্যাপ্তিত হইল এবং ব্রহ্মসমূহ বিপরীতগামী—ইহারা পরস্পরের সহিত সঙ্ঘর্ষ করিতে লাগিল। ১৯

হে কুরুকুলোত্তম! ঐ সময় পবনসমূহ প্রকম্পিত হইতেছিল এবং মেঘ ঘনঘন অসার বর্ষণ করিতেছিল। ২০

চন্দ্রের কিরণ উষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সূর্য শীতলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং ব্রহ্মবাদিগণের ব্রহ্মজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল। ২১

হে অনঘ! ঘোটকী মোহবশে প্রসব করিয়াছিল, গাভীগণ অসময়ে প্রসব করিয়াছিল এবং কর্কিত না হইয়া বৃক্ষসমূহ ভস্মীভূত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিল। ২২

বৃষভকেতন মহাদেবকে পার্শ্বে করিয়া ছিল এবং গাভীগণ বৃষের উপর আরোহণ করিয়া ছিল। ২৩-২৪ এইরূপ ব্যক্ত, বায়ুবান এবং দিগ্বাসনক পর্যন্তকে পার্শ্বে করিয়া ছিল। ২৫

সংসারের এইরূপ বিপরীত অবস্থা অবলোকন করিয়া ভগবান্ শঙ্কর ক্রুদ্ধচিত্ত অধিষ্ঠিত হইলেন। তখনই ত্রিশূল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ২৬

ভগবান্ শঙ্কর কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ঐ তেজঃপুঞ্জ শূল অন্ধকাসুরের বক্ষস্থলে পতিত হইল এবং ঐ শূলের সংস্পর্শজন্য ভয়ঙ্কর অন্ধকাসুরকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। ২৭

তদনন্তর জগতের সকল অন্ধকাসুর নিহত হইলে দেবগণ এবং তপোধন মুনিগণ মহাদেবের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৮

হে নরেন্দ্র! দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং ত্রিলোকের প্রাণিগণ নির্ভিত হইয়া সুখী হইল। ২৯

ঐ সময় গন্ধর্বগণ সঙ্গীত এবং অপ্সরাগণ নৃত্য আরম্ভ করিয়া ছিল। ব্রাহ্মণগণ বৈদিক মন্ত্র জপ, ব্যাখ্যান এবং যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া দিলেন। ৩০

প্রমথগণ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল, নদীগুলি পূর্ববৎ প্রবাহিত হইল, জলে অগ্নির প্রজ্বলন বন্ধ হইতে লাগিল এবং দিক্‌সমূহ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইল। ৩১

মন্দরঃ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠঃ পুনরেব বরাঙ্গ তে।
স্থিরা পরময়া জুষ্টঃ সর্ব্বতেজঃসমুচ্ছ্রিতঃ ॥ ৫৮
রেমে সোমস্ত ভগবান্ পারিজাতবনে হরঃ।

সুপ্রচারান্ সুরান কৃত্বা শক্রাদীন্ দেবতঃ প্রভুঃ ॥ ৫৯
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
অন্ধকবধে সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭

পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মন্দরাচল আপনার সর্ব্বতেজে মুক্ত হওয়ায় পরম শোভাসম্পন্ন হইয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। ৫৮

সর্ব্বের ভগবান্ শঙ্কর ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতাগণকে যথানুযায়ী বিচক্ষণতাপূর্ব্বক কার্য্যে পারিজাতবনে বিহার করিতে লাগিলেন। ৫৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে অন্ধকবধ-বিষয়ক সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শিণ্ডারক-তীর্থাভিগমনে সমুদ্রে শ্রীকৃষ্ণস্য তথাক্ষোভ্যাঃ যাদবানাং জলবিহারবর্ণনম]

জনমেজয় উবাচ

মুনেরন্ধকবধঃ শ্রোতব্যঃ শ্রুতোঽস্মি খলু তো ময়া।
শান্তিস্ত্রাণায় লোকানাং কৃতা দেবেন বৈ ভবতা ॥ ১
নিকৃত্তস্ত যতঃ কেন দ্বিতীয়ং চক্রপাণিনা
যদর্থঞ্চ যথা চৈব তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ

শ্রদ্দধানস্য রাজেন্দ্র বক্ষ্যতো ভরতোত্তম
চরিতং লোকনাথস্য হরেরমিততেজসঃ ॥ ৩
দ্বারবত্যাং নিবসতো বিষ্ণোরক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
সমুদ্রযাত্রা সম্প্রাপ্তা তীর্থে শিণ্ডারকে নৃপ ॥ ৪

উগ্রসেনো নরপতির্বসুদেবস্ত ভারত
নিক্ষিপ্তো নগরাধ্যক্ষে সেষাঃ সর্ব্বে বিনির্গতাঃ ॥ ৫
পৃথুবলঃ পৃথুর্যাত্রাল্লোকনাথো জনার্দ্দনঃ
গোপ্তা পৃথুরুমাবাণাং নৃদেবামিততেজসাম্ ॥ ৬
গণিকানাং সহস্রাণি নিঃসৃতানি নরাধিপ।
কুমারৈঃ সহ বার্ষ্ণেয়ৈ রূপবদ্ভিঃ স্বলঙ্কৃতৈঃ ॥ ৭
বৈতাধিবাস্যং নির্জ্জিত্য মহদ্ভিঃ চতুরঙ্গকৈঃ।
বেলা নিবেশিতা বীর দ্বারবত্যাং মহাত্মনা ॥ ৮
সামান্যাতাঃ কুমারাণাং ক্রীড়ানার্থো মহাত্মনাম্।
ইচ্ছাতোগ্যা গুণৈস্তের রাজ্ঞস্তা বেশযোষিতঃ ॥ ৯

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

(শিণ্ডারক-তীর্থের অন্তর্গত সমুদ্রে শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য যাদবগণের জলবিহার বর্ণনা।)

জনমেজয় বলিলেন—হে মুনে! অন্ধকবধের কাহিনী অবশ্য শ্রবণের যোগ্য। আমি উহা শ্রবণ করিয়াছি। বুদ্ধিমান্ মহাদেব অন্ধকাসুরকে বধপূর্ব্বক ত্রিলোকে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিকৃত্তের দ্বিতীয় বার কি নিমিত্ত এবং কি প্রকার বধ করিয়াছিলেন, তাহা আপনি কৃপাপূর্ব্বক বলুন। ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে বিশ্বস্ত রাজেন্দ্র! তুমি শ্রদ্ধার যোগ্য; অতএব তোমার নিকটে অমিততেজস্বী জগন্নাথ শ্রীহরির চরিত বর্ণনা করা উচিত। ৩

নরেশ্বর! দ্বারকাতে যদুবংশকারী অতুলতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ শিণ্ডারক তীর্থে সমুদ্রযাত্রার অবসর লাভ করিয়াছিলেন। ৪

হে ভরতকুলজ! রাজা উগ্রসেন ও বসুদেবকে যদুবংশরক্ষকরূপে দ্বারকাপুরীতে স্থাপন করিয়া অবশিষ্ট সকলে বহির্গত হইলেন। ৫

নরবর! বলরাম পৃথুর ন্যায় ছিলেন, তিনি ও প্রভু বৃষ্ণিবীর জনার্দ্দন পৃথুর ন্যায় ছিলেন এবং অমিততেজস্বী কুমারগণের গোপ্তা পৃথুর ন্যায় ছিলেন। ৬

নরেশ্বর! অলঙ্কৃত এবং রূপ-সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বৃষ্ণিবংশীয় কুমারগণের সহিত সহস্র গণিকাও গমন করিয়াছিল। ৭

বীর! মহাত্মা যাদবগণ বৈতাধিবাস নামক স্থান সমুদ্র জয়লাভ করিয়া দ্বারকা পুরীতে সহস্র সহস্র দ্বারবনিতাকে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। ৮

বিবিধ বেশধারিণী সেই যুবতীগণ মহাত্মনী যাদবকুমারগণের সামান্যা ক্রীড়ানারীতে পরিণত হইয়াছিল। সেই রাজস্ত্রীগণ (রাজকুমারগণের উপভোগ্যা বলিয়া এই বেশ্যারা 'রাজস্ত্রী' নামে কথিত হইত। কিন্তু গুণের দ্বারা রাজকুমারগণের ইচ্ছানুসারে উপভোগের পাত্রী হইয়াছিল। ৯

স্থিতিহেতো হি তৈর্মানাং কৃতা কৃষ্ণেন বাময়া
ত্রীনিমিত্তা ভবেদ্ বৈরং মা সদ্বমামিতি শ্রুতো ॥ ১০
রেবত্যা চৈকয়া সার্দ্ধং বলো রেমেঽনুকূলয়া
চক্রবাকানুরাগেণ যথাশ্রেষ্ঠঃ প্রতাপবান্ ॥ ১১
কাদম্বরীপানকলো বৃষ্টিমত্তো বনস্রজা
চিত্রাঙ্গো সাগরজলে রেবত্যা সহিতো বলঃ ॥ ১২
ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণি জলে জলজলোচনঃ
রময়ামাস গোবিন্দো বিশ্বরূপেণ সর্বদৃক্ ॥ ১৩
অহমিষ্টা ময়া সার্দ্ধং জলে বসতি কেশবঃ
ইতি তা মেনিরে সর্বা রাত্রৌ নারায়ণস্ত্রিয়ঃ ॥ ১৪
সর্বাঃ সুরতচিহ্নাঙ্গ্যঃ সর্বাঃ সুরততর্পিতাঃ
মানয়ন্তম্ তাঃ সর্বা গোবিন্দে বহুমানিনম্ ॥ ১৫
অহমিষ্টাহমিষ্টেতি স্ত্রিয়ঃ পরিজনে তদা
নারায়ণস্ত্রিয়ঃ সর্বা বৃথা শপ্ত্রা যিযে শুভাঃ ॥ ১৬
করজক্ষতচিহ্নানি কৃত্বাঽঽত্মগতানি তাঃ
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা জলাধিরে দর্পণে কমলেক্ষণাঃ ॥ ১৭
গোত্রমুদ্ধিন্ন কৃষ্ণস্য ভগিনীং কৃষ্ণবোধিতঃ
পিবন্ত্যা ইব কৃষ্ণস্য নয়নৈর্মদমাসুতম্ ॥ ১৮
কৃষ্ণাপিতমনোদৃষ্টঃ কান্তা ন'রায়ণস্ত্রিয়ঃ
মনোহরতরা রাজন্নতদ্বয়ক্ষনিন্দিরাঃ ॥ ১৯
একাপিতমনোদৃষ্টো নেষাং তাসুত্রিরেঽজনাঃ।
নারায়ণেন দেবেন তর্পামাণমনোরথাঃ ॥ ২০
শিবাংসি গবিবতান্যাহুঃ সর্বা নিরবশেষতঃ।
বাল্লভ্যা কেশবস্যঃ বহুস্তাশ্চারুদর্শনাঃ ॥ ২১
তাভিস্তু সহ চিত্রাঙ্গো সপ্তাহৈরিরাত্মবান
বিশ্বরূপেণ বিধিনা সমুদ্রে বিমলে জলে ॥ ২২
উবাহ সর্বগন্ধাঢ্যা স্বচঃ বারি মনোরমঃ
তোয়ঃ বিলবণং মৃষ্টং বাসুদেবস্য সন্নিধৌ ॥ ২৩
গুলকদম্ব জাম্বুদাম্রকদম্বনবাপি বা
নার্যস্তাভ্যঃ স্তনদ্বয়ং বা জলং সমভিকাঙ্ক্ষিতম্ ॥ ২৪

প্রভো। বুদ্ধিমান শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকীয় বাসবনের নিমিত্ত এইরূপ ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন, যাহাতে বাসবনের মধ্যে স্ত্রীনিমিত্ত কোন শত্রুতা সৃষ্টি না হয় ॥ ১০

ভগবান্ বলদেব বলরাম সর্বত্র প্রসিদ্ধ একমাত্র রেবতী দেবীর সহিত চক্রবাক-চক্রবাকীর ন্যায় পরস্পর অনুরাগপূর্বক রমণ করিতেছিলেন ॥ ১১

কাদম্বরী (মধু) পানে নিরত বলরাম বনমালায় বিভূষিত হইয়া রেবতী দেবীর সহিত সাগর-জলে জলকেলি করিতেছিলেন ॥ ১২

সর্বদ্রষ্টা কমলনয়ন যোগিন্ বিশ্বরূপ ধারণ পূর্বক জলে ষোড়শ সহস্র স্ত্রীকে আনন্দদান করিতেছিলেন ॥ ১৩

সেই রাত্রিতে নারায়ণপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের সকল গুণগান এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন যে, যেহেতু কেশব আমার সহিত জলে বিহার করিয়াছেন অতএব অন্য সকল হইতে তাঁহার অধিক প্রিয় ॥ ১৪

সুরতচিহ্নিত অঙ্গে সকলে সুরত-সুখ অনুভব করত তৃপ্ত হইয়াছিলেন ; অতএব তাঁহারা সকলে গোবিন্দের প্রতি বহুমান-জনিত সম্মানের ভাব ধারণ করিতেছিলেন ॥ ১৫

শ্রীকৃষ্ণের সুন্দরী রমণীগণ মানন্দে সকলেই আপনার স্নেহশীল পরিজনবর্গের নিকট "আমিই কৃষ্ণের অধিক প্রিয়তমা" এইরূপ শ্লাঘা করিয়াছিলেন ॥ ১৬

কমলনয়না সুন্দরীগণ দর্পণে নিজ কৃতি শ্রীকৃষ্ণের নখক্ষত এবং অধরে দন্তক্ষতের চিহ্ন দেখিতে দেখিতে হর্ষান্বিত হইতেছিলেন ॥ ১৭

শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী তাঁহার দোষ ঢাকিবার পূর্বক স্নান করাইতেছিলেন এবং নয়নের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দের রস পান করিতেছিলেন ॥ ১৮

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণে মন ও দৃষ্টি সমর্পণ করিয়া নারায়ণের কমনীয় স্ত্রীসকল অতিশয় মনোহারিণী ও একনিষ্ঠপরা ছিলেন ॥ ১৯

নারায়ণদেবের দ্বারা স্বজনাপণের মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় তাঁহারা একজনের প্রতি নিজ নিজ হৃদয় ও দৃষ্টি সমর্পণ করিয়াও কদাপি ঈর্ষা করেন নাই ॥ ২০

সেই সকল মনোহর দৃষ্টিযুক্তা সুন্দরীগণ কেশবের যজ্ঞতা হইবার যে কেশবকে প্রাপ্তিরূপে লাভ করিবার সৌভাগ্যে গর্বিতা হইয়া উচ্চ মস্তকে অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ২১

ভাগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের নির্মল জলে বিশ্বরূপ বিধি অবলম্বন পূর্বক তাঁহাদের সকলের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন ॥ ২২

ভগবান্ বাসুদেবের সান্নিধ্যে সেই সমুদ্র মহাসমুদ্র সমস্ত সুগন্ধযুক্ত, স্বচ্ছ, সংস্কারযুক্ত এবং শুদ্ধ বারিযুক্ত জল ধারণ করিয়াছিল ॥ ২৩

সমুদ্রের সেই কোথাও গুলক পরাগ, কোথাও বা জাম্বু পরাগ, কোথাও ঊষ বা কোথাও জম্বু আম্র নারীগণের আকাঙ্ক্ষিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীগণ নদীর অনুধাবা দ্বারা যেরূপ সমুদ্রে পতিত

সিবিচুঃ কেশবঃ পত্ত্যো হ রা ইব নরোলম্বিম্
সিষেচ তাল্ক গোবিন্দা মেঘঃ ফুল্ললতা ইব ॥ ১৫
অবলম্বা পরাঃ কণ্ঠে হরিং হরিণলোচনাঃ।
উদমুহ্য মাঃ বীর পতন্তমিতাব্রুবন স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৬
কাশ্চিৎ কাষ্ঠময়ৈস্তেরুঃ প্লবৈঃ সর্বজলোচনাঃ।
ক্রৌঞ্চ-বর্হিণ-নাগানামাকারসদৃশৈঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৭
মকরাকৃতিভিশ্চান্যা জীনাবৈরপি চাপরাঃ।
বহুরূপাকৃতিধরৈঃ পুপুবুস্তত্র পরাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৮
তনকুম্ভৈস্ততো তেরুঃ কুম্ভৈরিব তথাপরাঃ।
সমুদ্রসলিলে রম্যা হর্ষয়ন্ত্যো জনার্দনম্ ॥ ১৯
রত্নাম সহ কৃষ্ণিণা জলে তস্মিন মুদা যুতঃ
যেনৈব কার্যাযোগেন রমতেস্মসরত্নম ॥ ৩০
তত্তদেব হি তাল্কুর্বা নারীহরণস্থিতিঃ
তদুবত্রাবৃতাস্তত্রো লালয়ন্তস্তথাপরাঃ
চিক্রীড়ুর্বাসুদেবস্তু জলে জলচরোচিতাঃ ॥ ৩১

যন্ত্রা যন্ত্রাস্ত্র সো তাল্ক্ত্যা স্ত্রা তেনৈব কেশবঃ।
অনুপ্রবিশ্য ভাবজ্ঞো নিজ স্ত্রস্থরণ বশী ॥ ৩১
হৃষীকেশোঽপি তত্রব ন সমীকেশ সনাতনঃ।
বভূব কেশকালেন কাম্যাবসরঃ প্রভুঃ ॥ ৩৩
কুলশীলসমোঽস্মাক যে গোপোঽমিতি মেনিরে।
বংশরূপেণ বর্ত্তন্তমজনান্তা জনার্দনম্ ॥ ৩৪
তত্রা রাক্ষিণাযুক্তঃ তা স্মিতপূর্বাভিভাষিণম্।
কৃষ্ণঃ তাথাংশ্চকমিরে শ্চকা চ বহু মেনিরে ॥ ৩৫
পৃথগ্‌গোষ্ঠাঃ কুমারাণাং প্রকাশা স্ত্রীগণৈঃ সহ।
অলক্ষ্যচ্ছদ লাঃ বীরাঃ সাগরস্ত তথাকরাঃ ॥ ৩৬
গীতনৃত্তাবিধিজ্ঞানা তাসাং স্ত্রীণাং জনেশ্বর।
তেজসাপ্যায়িতানাং তে দাক্ষিণা হৃষ্টিরে বশে ॥ ৩৭
শুশ্রুষুশ্চারুসৌভাগ্যং তথা স্বস্মিন্যপি।
তূর্যাণ্যুত্তমনারীণাং মুমুচুর্দত্তপল্লবাঃ ॥ ৩৮

হয়, সেইরূপ জলধারা তাঁহার উপর বারি সেচন করিতে-ছিলেন এবং ভগবান গোবিন্দও [illegible] দেবেন লতার উপর বারি-বর্ষণ করে, সেইরূপ তাঁর দেহ উপর বারি সেচন করিতে-ছিলেন ॥ ১৪-২৫

হরিণনয়না স্ত্রীগণ শ্রীহরিকে কণ্ঠে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে বীর! আমাকে শীঘ্র ধারণ কর, অন্যথা জলে নিমজ্জিত হইতেছি ॥ ১৬

কোন কোন সর্বাঙ্গসুন্দরী নারী ক্রৌঞ্চ, ময়ূর এবং নাগের সদৃশ কাষ্ঠনির্মিত নৌকা দ্বারা জলে ভাসিতেছিলেন ॥ ১৭

অপর স্ত্রীগণ মকর, তিমি এবং অন্যান্য বিবিধ আকৃতিবিশিষ্ট নৌকা দ্বারা প্লাবিত হইতেছিলেন, কেহ কেহ সমুদ্রের রমণীয় জলে শ্রীকৃষ্ণকে হর্ষ প্রদান করিতে করিতে কৃত্রিম নিজ স্তন-কুম্ভদ্বারা সন্তরণ করিতেছিলেন ॥ ১৮-১৯

অমরসন্দিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ সেই জলে আনন্দের সহিত মহারাণী রুক্মিণীর সহিত রমণ করিতেছিলেন। তিনি যে যে কার্য্য বা উপায়ে আনন্দ লাভ করিতেন, তাঁহার স্ত্রীগণও প্রশংসা পূর্বক সেই সেই কার্য্যযোগ করিতেছিলেন ॥ ৩০;

বৃষ্ণ যন্ত্রারত্না অপর তরুণী এবং কমলনয়না স্ত্রীগণ লীলা করিতে করিতে জলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতে-ছিলেন ॥ ৩১

ভাবজ্ঞ ও আত্মবশে সকল শ্রীকৃষ্ণ যে যে কার্য্যে মনের যাহা ভাব, তাহারই অনুসারে স্বীয় অঙ্গের প্রবেশপূর্বক তাঁহাদিগকে নিজের বশবর্ত্তী করিয়া লইতেছিলেন ॥ ৩২

ইন্দ্রিয়ের প্রেরক এবং সকলের প্রভু সনাতন ভগবান্ হৃষীকেশও ঠেন-কাল অনুসারে নিজ প্রেয়সী পত্নীগণের বশবর্ত্তী হইতেছিলেন ॥ ৩৩

সেই সকল অজনাগণ নিজ বংশমর্য্যাদায় স্থিত জনার্দনকে এইরূপ বিবেচনা করিতেছিলেন যে, ইনি আমাদের কুল ও শীল-সদৃশ হওয়ায় আমাদের যোগ্য ॥ ৩৪

অনন্তর পরিহাসে নিরত এবং দাক্ষিণ্য গুণযুক্ত সেই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার পত্নীগণকে জলে ধারণ করিতে কামনা করিতে লাগিলেন এবং ভক্তিসহকারে অতিশয় সম্মান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৫

যাদবকুমারগণের পৃথক্ গোষ্ঠীর উত্তম জলসম্ভার ও অন্যান্য গুণযুক্ত বারমুখ স্ত্রীসকলের সহিত সমুদ্রের জলের শোভা বৃদ্ধি করিতেছিলেন ॥ ৩৬

হে জনেশ্বর! এই স্ত্রীসকল গীত ও নৃত্যে পারদর্শিনী ছিলেন। কুমারের তেজে ইহাঁরা আকৃষ্ট হইয়া কুমারের নিকটবর্ত্তী বশীভূতা ছিলেন ॥ ৩৭

সেই উত্তম নারীগণের মনোহর গীত ও বাদ্য শ্রবণ করিতে করিতে হরিপুত্রগণও মুগ্ধ হইয়া যাইতেন ॥ ৩৮

পঞ্চচূড়াঃ ততঃ কৃষ্ণঃ কৌবের্যাশ্চ বরাঙ্গনাঃ।
মাহেন্দ্রীশ্চানয়ামাস বিশ্বরূপেণ হেতুনা ॥ ৩৯
তাঃ প্রোবাচাপ্রমেয়াত্মা সাধ্বিরিত্থং জগৎ প্রভুঃ।
উদ্যানমিহ প্রবৃতাঃ কৃত্বাঽলিপুটাস্তথা ॥ ৪০
ক্রীড়ামুদ্বহ্যো ভৈমানাং প্রবিশধ্বমনশঙ্কিতাঃ।
যৎপ্রিয়ার্থং বরারোহা ভয়মুৎসৃজ্য যাদবান্ ॥ ৪১
দর্শয়ধ্বং গুণান্ সর্ব্বান্ নৃত্তগীতেষু চ ৬ঃসু চ।
তথাভিময়ভোগেষু বাদ্যেষু বিবিধেষু চ ॥ ৪২
এবং কৃতে বিধাস্যামি শ্রেয়ো যো মনসেপ্সিতম্
মদ্ভক্তীরসমা জ্ঞেতে চর্ম্মে নিরবশেষতঃ ॥ ৪৩
শিরসাজ্ঞাং তু তাঃ সর্ব্বা প্রতিগৃহ্য তদেবতা।
ক্রীড়ামুদ্বহ্যো বিবিধৈর্ভৈমানামপরোবরাঃ ॥ ৪৪
তাভিঃ প্রবিষ্টমাত্রাভিঃ পোবিরিঃ স মহাগিরিঃ।
সৌদামিনীভির্নবভিঃ ঘনবৃন্দমিবাবৃতম্ ॥ ৪৫
তা জলে ফুলবৎ স্থিত্বা জগুস্তৎপার্শ্ব বাদ্যম্

চক্রুশ্চাভিনয়ং সম্যক্ স্বর্গবাসং ইবাঙ্গনাঃ ॥ ৪৬
গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ তা নিত্যৈর্বিভূষ্যন্তে গতলোচনাঃ।
হেলাভির্হাস্যভাবৈশ্চ জগর্ভৈমনাংসি তাঃ ॥ ৪৭
কটাক্ষৈরিঙ্গিতৈর্হাস্যৈঃ কেলিরোবৈঃ প্রসাদিভিঃ।
মনোঽনুকূলৈর্ভৈমানাং সমাজহ্রুর্বনাংসি তাঃ ॥ ৪৮
উৎক্ষিপোৎক্ষিপ্য চাকাশং বাস্তকান্ বহুলে জান্।
মল্লিকাবকুলা ভৈমা মানয়ন্তি বরাঙ্গনাঃ ॥ ৪৯
কৃষ্ণোঽপি তেষাং প্রীত্যর্থং বিজহ্রে বিবিধে প্রভুঃ।
সর্ব্বৈঃ সোঽভিঃ সাঙ্গঃ স্ত্রীভিরেভির্মুদান্বিতঃ ॥ ৫০
প্রত্যবজ্ঞায় তে বীরাঃ কৃষ্ণস্যাভিপ্রায়ভেদজ্ঞাঃ।
ন জগ্মুর্বিস্ময়ং ভৈমা গ স্ত্রীভ্যঃ পরমার্চিতাঃ ॥ ৫১
কেচিদ্ বৈবৃতকং গত্বা পুনরায়ান্তি ভারত।
গুহাবাস্তে বনাভ্যাশে কশ্চিত্তে দুন্দিভির্দ্ধনম্ ॥ ৫২
অপেয়ঃ পেয়সলিলঃ মাগবল্ক ভবত্তমা
আজহ্রা লোকনাথস্য বিক্ষোরাদেশকারকাঃ ॥ ৫৩

ভবনস্থ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ ধারণকারী পঞ্চ ভাতাদের অপ্সরা এবং কুবেরভবন ও ইন্দ্রভবনের সুন্দরী অপ্সরাগণকে সেই স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন। ৩৯

অপ্রমেয়স্বরূপ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কৃতাঞ্জলিপুটহস্তে তাঁহার চরণে প্রণামনিরতা অপ্সরাগণকে ইষ্ট লিপ্ত করিয়া সান্ত্বনা দান পূর্ব্বক বলিলেন—। ৪০

সুন্দরীগণ! তোমরা নির্ভয় হইয়া ভীমবলীয় যাদবকুমারগণের ক্রীড়ানুবর্ত্তীর অভিপ্রায়ে প্রবেশ কর এবং আমার প্রিয় করিবার নিমিত্ত এই যাদবগণকে আনন্দিত কর। ৪১

নৃত্ত, গীত, অভিনয়যোগ এবং নানাবিধ বাদ্যকলায় যে সকল গুণ আছে, তাহা সকলকে প্রদর্শন করাও। ৪২

এইরূপ অনুষ্ঠান করিবার পর আমি তোমাদিগের মনোবাঞ্ছিত কল্যাণ প্রদান করিব; কারণ, এসকল যাদবগণ আমার সহায়-স্বরূপ। ৪৩

অনন্তর শ্রীহরির আজ্ঞাকে শিরোধার্য্য করিয়া সেই সকল অপ্সরাগণ যাদবকুমারদিগের ক্রীড়ানুবর্ত্তিতে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ৪৪

হে নিষ্পাপ নরেশ! তাঁহারা প্রবেশ করিবামাত্র আকাশের নবমেঘ যেরূপ বিদ্যুৎপ্রভায় প্রকাশিত হইয়া ওঠে, সেইরূপ সেই গিরিবরও নিজ প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ৪৫

সেই দিব্য অঙ্গনাগণকে জলে ফুলের ন্যায় ভাসিতে দেখিয়া বাদ্য ও সুন্দর অভিনয় করিতেছিলেন। ৪৬

সেই আহ্লাদী সুকবিগণ দিব্য গন্ধ, মাল্য ও বস্ত্রে সুশোভিত হইয়া নিজ নিজ লাল এবং চাঞ্চল্যপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা যাদবকুমারগণের চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিলেন। ৪৭

তাঁহারা কটাক্ষ, ইঙ্গিত, হাস্য, ক্রীড়াজনিত রোষ এবং প্রসন্নতাসূচক মনের অনুকূল ভাবের দ্বারা ভীমবলীয়গণের মনোরঞ্জন করিতেছিলেন। ৪৮

এই অপ্সরাগণ যে সকল কুসুমরাশিকে আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিয়া প্রহৃষ্ট প্রকৃতি সহকারে লইয়া বিহার করিতে লাগিলেন, সেইজন্য বসন্ত এবং ভীমবলীয় কুমারগণ ঐ অপ্সরাগণকে বিশেষ ধৈর্য্য দান করিলেন। ৪৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেই সকলের প্রসন্নতার নিমিত্ত আকাশে স্থিত হইয়া নিজ ষোলশ সহস্র স্ত্রীর সহিত প্রসন্নতাপূর্ব্বক বিহার করিতেছিলেন। ৫০

অমিততেজস্বী শ্রীকৃষ্ণের তেজ-সমূহে পরিচিত সেই সকল ভীমবলীয় বীরগণ বিস্ময়াপন্ন হন না ই, পরন্তু বিশেষ সমাদরের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। ৫১

শত্রুকর্ষন! ভরতবংশজ! কতিপয় যাদব রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অপরে গৃহ হইতে এবং কেহ কেহ অভিলষিত স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। ৫২

সেই সময় অকূল-তেজস্বী লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় সমুদ্রের অপেয় জলও পানযোগ্য হইয়া গিয়াছিল। ৫৩

অথাবন্ত স্থলবচ্ছাপি ভূলে ভলতলাচলাঃ।
গৃহ্য হস্তে তথা নার্য্যো মুক্তাসঙ্ঘস্তথাপি চ ॥ ৫৪
ভক্ষ্যভোজ্যানি পেয়ানি চোষ্যং লেহ্যং তথৈব চ
বহুপ্রকারং মনসা ধ্যাত্বে তেষাং তথৈবচ ॥ ৫৫
আন্নায়বাদাধারিণস্তা দ্বিজ্ঞানন্নিশ্চিতান্।
রহস্যং স্বরয়ন্তস্তু ধর্ম্মে দেবরতাদৃগাঃ ॥ ৫৬
নৌভির্যুক্তপ্রকারাভিশ্চিত্রক্রীড়ন্তপরাজিতাঃ।
স্নাত্বাস্থলিপ্তবপুষিতাঃ সাহাহ্নেঽন্নকরন্নকঃ ॥ ৫৭
আয়তাশ্চতুরশ্রাশ্চ বৃত্তাশ্চ ত্বক্তিকাস্তথা।
প্রাসাদা নৌষু কৌরব্য বিহিতা বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৫৮
কৈলাসমন্দরচ্ছন্না মেরুচ্ছন্নাস্তথৈব চ।
তথা নানাবয়চ্ছন্নাস্তথাঽন্যেরুপরাপিণঃ ॥ ৫৯
বৈদূর্য্যতোরণৈশ্চিত্রাশ্চিত্র ভিন্নিভক্তিভিঃ।
মণিরত্নযুতৈশ্চিত্রা ভক্তিস্তৈরপি ॥ ৬০
আক্রীড়গরুচ্ছন্নাশ্চিত্রাঃ কনকবীতিভিঃ।
ক্রৌঞ্চচ্ছন্নাঃ শুকচ্ছন্নাঃ সারচ্ছন্নাস্তথাপরে ॥ ৬১
কর্ণধারৈর্যুতাস্তাত নাবঃ কাঞ্চনবোজ্জ্বলাঃ।
সলিলাং শোভয়ন্ত্যাশু সাগরস্য মহোর্ম্মিমৎ ॥ ৬২
সমুদ্ভিন্নে সিতৈঃ পোতৈর্গানপাত্রৈস্তথৈব চ।
নৌভিস্তে বিস্মিতাভিস্তে শুশুভে বরুণালয়ঃ ॥ ৬৩
পুরাণাকাশগন্নানীব গন্ধর্ব্বাণামিতস্ততঃ।
বভ্রমুঃ সাগরজলে তৈমযানানি সর্ব্বতঃ ॥ ৬৪
নন্দনচ্ছন্নযুক্তেষু যানপাত্রেষু ভারত।
নন্দনপ্রতিমঃ সর্ব্বঃ বিহিতঃ বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৬৫
উদ্যানানি সভাবৃক্ষা দীর্ঘিকাঃ পুষ্পবানি চ।
নিবেশিতানি শিল্পানি তাদৃশানি ক্ষেষু সর্ব্বশঃ ॥ ৬৬
স্বর্গচ্ছন্নেষু চাক্ষেষু সমাসাদ্য স্বর্গসন্নিভাঃ
নারায়ণাজ্ঞয়া যত্তে বিহিতা বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৬৭
বনেষু কুরুবৃদ্ধস্য মধুরং চৈব পক্ষিণঃ।
মনোহরতরাঃ চৈব তৈমানানিত্তেজসাম্ ॥ ৬৮

কমণ্ডলোনা নারীগণ জলে স্থলের ন্যায় বাহির হইতেছিলেন এবং পরস্পর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক জলে নিমজ্জিত হইতেছিলেন ॥ ৫৪

যাদবগণকে অন্তরে আনয়ন করিলে উঁহাদের নিমিত্ত নানা প্রকার ভক্ষ্য, ভোজ্য, পেয়, চোষ্য ও লেহ্য পদার্থ প্রস্তুত হইয়া যাইতেছিল ॥ ৫৫

জ্ঞানে মনোযোগিনী সেই দ্বিজ প্রবর ধর্ম্ম বেদবাদিগণের সহিত রহস্যক্রীড়া অনুসরণ করিতে করিতে সেই শ্রেষ্ঠ যাদবকুমারগণকে একান্তে তাঁহাদের অনুরূপ প্রশ্ন করিতেন ॥ ৫৬

অপরাহ্নিত অন্নক ও কৃষ্ণিনাপুত্র বীরগণ স্নানাহ্নে স্নান সমাপন করত অনুলেপন ধারণপূর্ব্বক অন্নকের সহিত ভূষাকারে পরিণত হইয়া নৌকা দ্বারা ক্রীড়া করিতেছিলেন ॥ ৫৭

কুরুনন্দন! বিশ্বকর্ম্মা নৌকার মধ্যে আয়তাকার, বর্গাকার, ঘোলাকার এবং ত্রিকোণাকার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৮

সেই প্রাসাদসমূহ কৈলাস, মন্দরাচল ও মেরুপর্ব্বতের ন্যায় উচ্চাবয়বে নানাপ্রকার বৃক্ষ ও পক্ষী ও উহাদের রব ধারণ করিতে সমর্থ ছিল ॥ ৫৯

প্রাসাদসমূহ বৈদূর্য্যমণির তোরণে বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল এবং মরকত, চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্তমণিতে বিচিত্রভাবে রচিত ছিল। সেই সঙ্গে নানাপ্রকার পত্র পত্র আসিয়া উহার শোভাবৃদ্ধি করিতেছিল ॥ ৬০

ক্রীড়ার নিমিত্ত গরুড়ের আকার সদৃশ সেই বিচিত্র ভবন সুবর্ণ ধারায় শোভা পাইতেছিল। কোনটি ক্রৌঞ্চসদৃশ, কোনটি শুকসদৃশ এবং কোনটি গরুড়সদৃশ আকার ধারণ করিয়াছিল ॥ ৬১

কর্ণধারের নিয়ন্ত্রিত সেই সুবর্ণপ্রভায় প্রকাশিত নৌকাগুলি উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল হইয়া সাগরের জলরাশিকে সুশোভিত করিতেছিল ॥ ৬২

ফেনিল জলরাশি, তরঙ্গের উৎক্ষেপণে শোভমান, নৌকাসমূহ এবং মহালিখিখিত বিমান আকারসমূহ সমুদ্রকে শোভিত করিতেছিল ॥ ৬৩

যাদবগণের জলযানগুলি সমুদ্রের চতুর্দ্দিকে এইরূপভাবে ভ্রমণ করিতে ছিল যে, পরপারের নগর আকাশে যেরূপ বিচরণ করে, সেইরূপ প্রতিভাত হইতেছিল ॥ ৬৪

ভারত! নন্দনবনের আকৃতি ও সমৃদ্ধিযুক্ত যানপাত্রে বিশ্বকর্ম্মা নন্দনবোধ সকল কিছুর সমন্বয় করিয়াছিলেন ॥ ৬৫

উদ্যান, সভা, বৃক্ষ, সরোবর ও জলধারা প্রভৃতি নিত্য সর্ব্বপ্রকারে উহাতে সমাবিষ্ট হইয়াছিল ॥ ৬৬

বীর! স্বর্গসদৃশ অপর জলযানে বিশ্বকর্ম্মা ভগবান্ নারায়ণের আজ্ঞায় স্বর্গের সকল বস্তুই সংক্ষেপে রচনা করিয়াছিলেন ॥ ৬৭

সেই কাননে পক্ষিসকল তাহাদের প্রিয় মধুর স্বরে রব করিতেছিল এবং তাহা অত্যন্ত তেজস্বী যাদবগণের অতিশয় মনোহর ছিল ॥ ৬৮

দেবলোকাদ্ভুবঃ শ্বেতা বিলেপুঃ কে কিলান্তরা
মধুরাণি বিচিত্রাণি বদনানি কাম্বোজানি চ ॥ ৬৯
চন্দ্রাংশুসদৃশেষু ধর্ম্যপৃষ্ঠেষু বল্গিনঃ।
নবদূর্বাধুরাবাহঃ শিখণ্ডিসবর্ণসংবৃতাঃ ॥ ৭০
পতাকা যানপাত্রাণাং সর্ব্বাঃ পক্ষিগণাযুতাঃ
ভ্রমরৈরুপগীতাশ্চ প্রস্রবাসক্তবারিণঃ ॥ ৭১
নারায়ণস্য জয়ো বৃক্ষাঃ পুষ্পাণি মৃদুচূর্ণশঃ।
তত্তবস্ত্রাকরূপাণি বিরাজন্তি সমন্ততঃ ॥ ৭২
ববৌ মনোহরো বাতো বহ্নিখেদহরঃ সুখঃ।
রজোভিঃ সর্ব্বপুষ্পাণাং পুরুহূতমনৌজসং ॥ ৭৩
শীতোষ্ণনিষ্কম্পঃ তত্র বহুল বসুধাপতে
বাসুদেবপ্রসাদেন তৈস্তানাং ক্রীড়তাং তদা ॥ ৭৪
ন ক্ষুৎপিপাসা ন শ্রমো নিদ্রা লোকে তথা চ
আবিবেশ তদা তৈষাম্ প্রভাবাচ্চক্রপাণিনঃ ॥ ৭৫

অপ্রশান্তমনস্কাস্তু গীতনৃত্যোপশোভিতাঃ।
বভূবুঃ সাগরক্রীড়া তৈমনাঃ সরিতোদ্ভবাম্ ॥ ৭৬
বহুযোজনবিস্তীর্ণঃ সমুদ্রঃ সলিলাশয়ঃ।
রুদ্ধা চিক্রীড়ুবিস্রাব্য তৈমঃ কৃষ্ণাভিরক্ষিতাঃ ॥ ৭৭
পরিচ্ছদস্তাস্তুরূপাঃ যানপাত্রাঃ মহাত্মনঃ।
নারায়ণস্য দেবস্য বিহিতা বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৭৮
রত্নানি যানি ত্রৈলোক্যে বিনিষ্টানি বিশাম্পতে।
কৃষ্ণস্য তানি সর্ব্বাণি যানপাত্রেষ্বতিষ্ঠতঃ ॥ ৭৯
পুষ্পকূপাশ্চ নিষ্পাল্পাঃ স্থানে কৃষ্ণস্য ভারত।
মণিবৈদূর্য্যচিত্রাস্তাঃ কাঞ্চনবিকৃতিষ্বিতাঃ ॥ ৮০
সর্ব্বর্তুকুসুমাকীর্ণাঃ সরসগন্ধাধিবাসিতাঃ
বৃক্ষসিদ্ধৈঃ তুষ্টৈস্তুষ্টৈঃ শকুনৈঃ সর্ব্বাসিদ্ধিঃ ॥ ৮১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
ভানুমত্যুদ্বাহনে অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮

দেবলোক হইতে ভদ্র শ্বেত কোকিলকণ্ঠ সেই সময় যাদবগণের কাম্বোজ, বিচিত্র এবং মধুর আনন বিশিষ্ট ছিল ॥ ৬৯

চন্দ্রকিরণসদৃশ কনকময় অট্টালিকার পৃষ্ঠদেশে মধুর স্বরে কলরবকারী মধুরগণ অসংখ্য বহু দলের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বৃতা করিতেছিল ॥ ৭০

জলযানসমূহ যেস সকল লতাকা পক্ষিগণের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল এবং তাহার পুষ্পমালার আশ্রয় হইয়া ভ্রমরগণ গুঞ্জন করিতেছিল ॥ ৭১

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় বৃক্ষসমূহ এবং তরুসমূহ সে কালে আকিঞ্চন মনোহর কুসুমযুক্ত অধিক পুষ্প বর্ষণ করিতেছিল ॥ ৭২

তৃপ্তিজনিত যেস অথবা প্রীতি হরণকারী মনোহর এবং সুখদায়ক বায়ু নানাবিধ পুষ্পের পরাগে সংযুক্ত এবং চন্দনের শীতলতা বারম্বারপূর্বক প্রবাহিত হইতেছিল ॥ ৭৩

বসুদেব ! সেই সময় ক্রীড়াতে উৎসব হইয়া শীতোষ্ণ-কামনাকারী যাদবগণ বাসুদেবের কৃপায় তাঁহাদের রুচির অনুকূল উষ্ণ লাভ করিতেছিলেন ॥ ৭৪

ভগবান্ চক্রপাণির প্রভাবে সেই সময় তৈমগণের মধ্যে ক্ষুধা, পিপাসা, গ্লানি, চিন্তা বা লোক কিছুই প্রবেশ করে নাই ॥ ৭৫

অন্যান্য তৈমনী যাদবগণের সমুদ্র-ক্রীড়া অপ্রশান্ত মহাবাত ধ্বনি, গীত এবং নৃত্যে শোভিত হইতেছিল ॥ ৭৬

শ্রীকৃষ্ণদ্বারা সুরক্ষিত সেই তৈমগুলা তৈমনী যাদবগণ বহু-যোজন বিস্তৃত সমুদ্রের জলসমূহকে রুদ্ধ করিয়া ক্রীড়া করিতে-ছিলেন ॥ ৭৭

বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা তদ্রূপ যান ভবনের বিশাল পরিবারের অনুরূপ জলযান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ৭৮

প্রজানাথ ! ত্রিলোকের যে সব বিশিষ্ট রত্ন আছে, তৎসমস্তই শ্রীকৃষ্ণের সেই জলযানে সংযুক্ত ছিল ॥ ৭৯

ভারত ! শ্রীকৃষ্ণের স্থানের নিমিত্ত সুবর্ণবিভূষিত ও বৈদূর্য্য মণির প্রভায় বিচিত্র লোক সৃষ্টিকারী পুষ্পক পুষ্পক বিমানস্থান ছিল ॥ ৮০

সর্ব্ব ঋতুর কুসুমে সমাকীর্ণ এবং সর্ব্বত্র উত্তম সুগন্ধযুক্ত পুষ্প-গুলি যেই যাদবগণের এবং সর্ব্বকামী পক্ষীরা—ইহারা সকলেই উপভোগ করিতেছিলেন ॥ ৮১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে ভানুমত্যুদ্বাহবিষয়ক অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বলরাম শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতীনাং যাদবানাং জলক্রীড়া-কৈতাদিবর্ণনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ

রেমে বলঃ কনকচম্পকপীতবর্ণঃ
কান্যা স্বরীপানকলঃ পৃথুশ্রীঃ।
রক্তেক্ষণো রেবতিমাজিহ্বিতা
প্রলম্ববাহুর্ললিতঃ স তস্যাঃ॥ ১

নীলাম্বুদাভে বসনে বসানঃ
কন্যাঃ শুভাংশুগৌরো মন্দবিলোকঃ।
বরাজ রামোঽম্বুদমধ্যসংস্থা
সম্পূর্ণবিম্বো ভগবানিবেন্দুঃ॥ ২

বামৈককর্ণাম্বলম্বকুণ্ডলশ্রীঃ
স্বেদঃ মনোজ্ঞঃ কৃতভাবতাম্রঃ।
তির্যাক্‌টাক্ষঃ প্রিয়য়া মুমোদ
রামঃ সুখং চার্পিতবীক্ষমাণঃ॥ ৩

অথাজ্ঞয়া কাংসনিষূদনস্য
কুলাঙ্গনাপাঙ্গলসন্ন গত্যঃ।

ভদ্রং বৃতা রেবতিমাজগাম
বেলালয়ং স্বর্গসমানবৃদ্ধ্যা॥ ৪

তাং রেবতীং চাপ্যথ রামিং
সর্বা নমস্কৃত্য বরাঙ্গনাস্তাঃ।
বাদ্যানুকূলং ননৃতুঃ সুগাত্র্যঃ
সমন্ততোঽস্থা জগিরে চ মধ্যম্॥ ৫

চক্রুস্তথৈবাভিনয়েন রঙ্গং
যথাবলেষাং প্রিয়মর্থযুক্তম্।
হৃদ্যানুকূলশ্চ বলস্য তস্য
তথাজ্ঞয়া রেবতয়ে সুপুত্র্যাঃ॥ ৬

চক্রুঃ সুসন্ত্রাস্ত তথৈব রামং
তদ্ভেদভাবাকৃতিবেষযুক্তাঃ।
সমন্ততালা ললিতাঃ সলীলা
বরাঙ্গনা মঙ্গলমস্তুতাজ্যাঃ॥ ৭

একোননবতিতম অধ্যায়।

[বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবগণের জলক্রীড়া ও পানাদির বর্ণন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বলরাম নিজ অঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া বিহার করিতেছিলেন। তিনি কাঞ্চনবর্ণাক্ত মধুপান করিয়া অতিশয় মনোহরদর্শন হইয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার শোভা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল, নয়নদ্বয় ঈষৎ রক্তবর্ণ ছিল, বাহুদ্বয় দীর্ঘ ছিল এবং তিনি রেবতীদেবীকে অবলম্বন করিয়া ললিত গতিতে চলিতে লাগিলেন। ১

তিনি শ্যামবর্ণ নূতন কাপড়ের দুই নীল বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি চন্দ্রকিরণতুল্য গৌরবর্ণ ছিল এবং নয়নদ্বয় মদিরাপানে ঈষৎ অলসভাব ধারণ করিয়াছিল। সমুদ্রের মধ্যভাগে আসিয়া ভগবান বলরাম সম্পূর্ণ বিম্বযুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। ২

তাঁহার একদিকে বাম কর্ণে নিবিড় কুণ্ডল শোভা বিস্তার করিতেছিল। তিনি অন্য কর্ণে অল্প লম্বিত কর্ণে মনোহর কুণ্ডলকেই কর্ণাভরণরূপে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়া রেবতীদেবী ঈষৎ হাস্য সহকারে তির্য্যক্ ভঙ্গীতে কটাক্ষপাতপূর্ব্বক তাঁহার দিকে মুখ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এই অবস্থায় বলরাম ইঁহার সহিত অনন্তর হইয়া যাইলেন। ৩

তদনন্তর কাংস নিসূদনের পত্নি শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় উষা এবং সুন্দর রূপবতী অন্যান্য বহু বর্ণতুলা সদ্বিবাহী সমুদ্রে রেবতী দেবীকে দর্শন করিবার জন্য আনন্দসহকারে তাঁহার নিকট আসিলেন। ৪

এই সব অপ্সরাগণের অঙ্গ যষ্টিতুল্য কৃশ পাতলা) ও সুন্দর ছিল। এই সব সুন্দরীগণ সেই রেবতীদেবী ও বলরামকে নমস্কার করিয়া বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্য অন্য বহু সুন্দরীগণ চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া উত্তম রীতিতে গান করিতে লাগিলেন। ৫

এই অপ্সরাগণ বলরাম ও রেবতীকন্যাদিগের রেবতী দেবীর আজ্ঞানুসারে অভিনয় পূর্ব্বক রঙ্গ করিতে লাগিলেন, যাহা সেই বাদ্যযন্ত্রের প্রিয় সাধক, মনোরম ও অনুকূল ছিল। ৬

নিসূদনের আজ্ঞা মঙ্গলসূচক পুণ্যাহ-পেশবারণকারিণী এই সুন্দরী অপ্সরাগণ সেই ভেদের ন্যায় আকৃতি ও বেশযুক্ত হইয়া হাস্য করিতে করিতে এবং হস্তে তালদান করিতে করিতে লীলা পূর্ব্বক ললিত ভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ৭

সঙ্কর্ষণাদ্যৈঃ কৃতজল্পনানি
সঙ্কীর্তনান্যেতদথ চ মঙ্গলানি।
কংসপ্রলম্বাদিবধশ্চ তস্য
চাণূরমুষ্টাতক তৌষলশ্চ ॥ ৮

যশোদয়া চ প্রণিতং যশোঽথ
দামোদরত্বঞ্চ জনার্দনস্য।
বধং তথারিষ্টকধেনুকাদ্যাঃ
ব্রজে চ বাসঃ শকুনীবধশ্চ ॥ ৯

তথা চ গুপ্তৌ যমলার্জুনৌ তৌ
সৃষ্টিং বৃকাদীনপি বৎসযূথম্
স কালিয়ো নাগপতির্যদে চ
কৃষ্ণেন দান্তস্তু যথা তুরাত্মা ॥ ১০

শঙ্খদ্রুমাহ্বস্তরণক বীর
পদ্মোৎপলানাং মধুসূদনেন
গোবর্ধনোঽর্থে চ গবাং কৃতোঽদ্রু-
যথা চ কৃষ্ণেন জনার্দনেন ॥ ১১

কুব্জা যথা গন্ধকণীবিকাক
কৃষ্ণস্তথৈনাং কৃতবাংশ্চ কৃষ্ণঃ।

অবামনঃ বামনকশ্চ চাত্র
কৃষ্ণো যথাস্থানমতোঽপানিন্যাঃ ॥ ১২

সৌত্তপ্রমাথক হলায়ুধস্য
বধং মুরস্যাপাথ দেবশত্রোঃ।
গান্ধারকন্যাহরণে নৃপাণাং
রণে তথা যোজনমুজ্জিতানাম্ ॥ ১৩

ততঃ স্তুতস্যাহরণে চ তস্য
যুদ্ধে চ বালাস্ক-জয়ুমালে।
রত্নপ্রবেকক যুধাজিতেশ্চ
সমাহৃতঃ শক্রসমক্ষমাসীৎ ॥ ১৪

এতানি চান্যানি চ চারুরূপা
জগুঃ স্ত্রিয়ঃ প্রীতিকরাণি রাজন্।
সঙ্কর্ষণাদ্যৈঃ কৃতসর্বকার্যৈঃ
চিত্রাণি চানেককথাশ্রয়াণি ॥ ১৫

কাদম্বরীপানমদোৎকটস্তু
বলঃ পৃথুশ্রীঃ স চুকূর্দ রামঃ।
সহস্রতালঃ মধুরঃ সমঙ্ক
স ভাতিঃ দেবব্রতাসুপুত্রো ॥ ১৬

বীর। সেই রাত্রে ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের আনন্দময় ঠাঁহাদের মঙ্গলময়ী লীলাসমূহ কীর্তন করিতেছিলেন। কংস ও প্রলম্বাদিবধের বর্ণনীয় প্রসঙ্গ, রজনালায় চাণূরা দকে আখাড়া, যশোদা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের দামোদর নাম ও যশ বিস্তার করা, সেই উপলক্ষে বৃন্দাবনলীলা, অরিষ্টাসুর ও ধেনুকাসুর বধ, ব্রজে বাস, পুতনার বিনাশ, যমলার্জুন ভঙ্গ, বৃকাসুরের সৃষ্টি, বৎসাসুর বধ, যমুনার হ্রদে মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কমলদলল ও উৎপলদল উপাটন, গোপদিগকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা গোবর্দ্ধন ধারণ, গুরুর অনুলেপন সেবনকারিণী কুব্জার কৃষ্ণ দ্বারা বিবাহাদি লীলা-প্রসঙ্গ বেভাবে বেভাবে হইয়াছিল, তৎ সমস্তই সেই অপরাহ্ণে গান করিতে লাগিলেন। ৮-১১।

রাজন্! জনবন্ত (স্তুতিযোগ্য) ও অবন্ত শ্রীকৃষ্ণ নিজের অবামন (বিরাট্)। যজ্ঞকেও যেভাবে বামন করিয়াছিলেন, যেভাবে সৌত্ত বিধ্বংসে রথিত করিয়াছিলেন এবং বলরাম যেভাবে হলগদা অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যেরূপে দেবশত্রু মুরুকে বধ করিয়াছিলেন, গান্ধাররাজকন্যা দৈবকীর বিবাহে যেভাবে বলশালী রাজগণকে রণে যোজিত বা বদ্ধ করিয়াছিলেন, যুদ্ধাহরণের সময় যেরূপে অর্জুনের জয়লাভ হইয়াছিল, এবং শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম লক্ষিত যুদ্ধে যেভাবে শ্রীকৃষ্ণাদির বিজয় হইয়াছিল, যুদ্ধে নিহত রাক্ষসগণের দ্বারা ইন্দ্রের সাক্ষাতেই যে রথ সি ও রক্ষ প্রেরিত হইয়াছিল, এই সব চরিত্র ও মানবগণের প্রীতি প্রদ ও চরিত্রিত মনোহর রূপবতী সেই অপরাহ্ণে গান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম-র আনন্দবর্দ্ধনকারী এবং ঠাঁহাদের লীলা-কথা সহিত বহুমুক্ত যে সব বিচিত্র গীত ছিল, তাহা সমস্তই ইঁহারা গান করিলেন। ১২-১৬

তখনকার মধুপানে মত্ত উৎকট মৌক্তিকধারী বলরাম নিজ পত্নী রেবতীর সহিত হাতে তাল দান করিতে করিতে মধুর স্বরে সম্যক্ গান প্রবণ পূর্ব্বক গান করিতে লাগিলেন। ১৬

---

৩ সম হইল চতুর্থের সেই স্থান, যেভাবে গানকারী ও বাদ্যবাদনকারীর মস্তক বা হস্ত নড়ই হিলিয়া যায়। এই গান তাল অনুসারে স্থির হয়। যেরূপ তেতালে দ্বিতীয় তালে এবং ঠেকাতালে প্রথম তালে সম হয়। এইরূপ অন্য সব তালেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সম হয়। বাদ্যের আরম্ভ এবং গীত ও বাদ্যের অন্ত এই সব অনুসারেই হয়। কিন্তু গান ও বাদ্যের মধ্যে মধ্যেও সম স্বাভাবিক ভাবে আসিতে থাকে।

তং কৃষ্ণমানং মধুসূদনঞ্চ
দৃষ্ট্বা মহাত্মা চ মুদান্বিতোঽভূৎ
চুকূর্দ্ধ সত্যাসহিতো মহাত্মা
হর্ষাগ্রসার্থক বলশ্চ ধীমান্ ॥ ১৭
সমুদ্যতাত্রার্থবধায়তঙ্গ
চুকূর্দ্ধ পার্থো নরলোকবীরঃ
কৃষ্ণেন সার্দ্ধং মুদিতঙ্কু কূর্দ্ধ
সুভদ্রয়া চৈব বয়াজযষ্ট্যা ॥ ১৮
গদশ্চ ধীমানথ সারণশ্চ
প্রদ্যুম্ন-সাম্বৌ নৃপ সাত্যকিশ্চ
সাত্রাজিতীসুতকৃদাববার্যাঃ
সুচারুদেষ্ণশ্চ সুচারুরূপঃ ॥ ১৯
বীরৌ কুমারৌ বিশঠোল্মুকৌ চ
রামানুজৌ যৌবতমৌ চুকূর্দ্ধতুঃ
অক্রূরসেনাপতিশঙ্কবশ্চ
তথাপরে ভৈমকুলপ্রধানাঃ ॥ ২০
তদ্যানপাত্রাঃ বরুধে তদানীং
কৃষ্ণপ্রভাবেণ কলেন্দ্রপুত্র

আপূর্যমাণপূর্ণমুদারকীর্ত্তে
চুকূর্দ্ধতুস্তির্ণ ভৈমযুধ্যোঃ ॥ ২১
তৈ রাসসক্তৈরতিকূর্দ্ধমানৈঃ
বৃষ্ণিপ্রবীরৈরমরপ্রকাশৈঃ।
হর্ষান্বিতা বীর জগত্তদাকূ-
হ্লেষুশ্চ পাপানি জনেন্দ্রসূনো ॥ ২২
দেবাতিথিস্তত্র চ নারদোঽথ
বিপ্রঃ প্রিয়ার্থঃ মুনকেশিশত্রোঃ।
চুকূর্দ্ধ মধ্যে বহুসত্তমানাং
ভটাকলাপাগলিতৈকবেশঃ ॥ ২৩
রাসপ্রণেতা মুনি রাজপুত্র
স এব তত্রাভবদপ্রমেয়ঃ।
মধ্যে চ গত্বা স চুকূর্দ্ধ কূয়ো
হেলাবিকারৈঃ সবিভ্রমিত্তারৈঃ ॥ ২৪
স সত্যভামায়ণ কেশবশ্চ
পার্থঃ সুভদ্রাশ্চ বলশ্চ দেবম।
দেবীঃ তথা রেবতরাজপুত্রী
সাদশ্চ সাদশ্চ ওভাস ধীমান্ ॥ ২৫

তাঁহাকে গান করিতে দেখিয়া মহাত্মা মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাহারপর সেই বুদ্ধিমান মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণও বলরামের হর্ষবর্দ্ধনের জন্য সত্যভামার সহিত গান করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭

নরলোকের প্রধান বীর কৃষ্ণনন্দন অর্জুনও সমুদ্যতাত্রার জন্য সেস্থানে আসিয়াছিলেন। তিনিও আনন্দযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও সুভদ্রাদেবী সুভদ্রার সহিত পাঁতালাপ করিতে লাগিলেন। ১৮

নৃপ জনমেজয়! তখন বুদ্ধিমান্ গদ, সারণ, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, সাত্যকি, উলার পরাক্রমশালী সত্যভামানন্দন ভানু * ও অত্যন্ত মনোহর রূপবান সুচারুদেষ্ণ এবং বলরামের অত্যন্ত বীর দুই পুত্র বীর বিশঠ ও উল্মুকও গান করিতে লাগিলেন। ১৯।

অক্রূর, যাদবসেনাপতি অনাধৃষ্টি, শম্ব এবং ভীমকুলের অন্যান্য প্রধান পুরুষগণ সেস্থানে গান করিতে লাগিলেন। উগ্রকীর্ত্তি নরেন্দ্রপুত্র! সেই সময় সেই যানপাত্র তাহাও পীতপরায়ণ যুধা মুধা যাদবগণের দ্বারা ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হইতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে ইহা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া যাইল। ২০-২১

বীর রাজকুমার! রাসে আসক্ত হইয়া অত্যন্ত পীতপরায়ণ সেই দেবোপম যাদবগণের সহিত সারা ওদর হর্ষোল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং সকলের পাপ-তাপ নাশ হইয়া যাইল। ২২

ভগবদ্ভক্ত দুর ও কেশীর শত্রু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় করিবার জন্য দেবগণের অতিথি বিপ্রবর নারদ সেই যাদবশ্রেষ্ঠ সকলের মধ্যভাগে আসিয়া গান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার দেহের এক অংশ ভীষ্ম জটাসমূহে আচ্ছাদিত ছিল। ২৩

রাজপুত্র! এই অপ্রমেয়স্বরূপ নারদমুনি সেস্থানে রাসনৃত্যের প্রণেতা (সঞ্চালক বা সূত্রধার) হইয়া যাইলেন। তিনি নিজের অনুকরণশীল অজসমূহের দ্বারা লীলার অনুকরণ করিতে করিতে যাদবমণ্ডলীর মধ্যে গমন করত গান করিতে লাগিলেন। ২৪

এই বুদ্ধিমান্ নারদমুনি সত্যভামা, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, সুভদ্রা,

---

* শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণানুসারে সত্যভামার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ভানু। ইহার কনিষ্ঠ নয় ভ্রাতার, নাম এইরূপ—সুভানু, বৃহদ্ভানু, প্রভানু, ভানুমান্, চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অতিভানু, শ্রীভানু ও প্রতিভানু।

তা হাসয়ামাস সুধৈর্যযুক্তা-
স্তৈস্তৈরুপায়ৈঃ পরিহাসশীলঃ।
চেষ্টানুকারৈরিতিযুক্তকারৈ-
র্লীলানুকারৈরপরৈশ্চ ধীমান ॥ ১৬

আত্মাবিতং কিঞ্চিদিবোপলক্ষ্য
বাদ্যাভিঘাতং ভগবান জুহোচ।
হসন্ বিতাসাংশ্চ জহাস হর্ষা-
দ্ভাস্তাগমে কৃষ্ণবিনোদনার্থম্ ॥ ১৭

কৃষ্ণাজ্ঞয়া সাতিথয়ানি তত্র
যথানুরূপাণি দদুর্বতাঃ।
রত্নানি বস্ত্রাণি চ রূপবন্তি
জগৎপ্রধানানি নৃদেবপূনো ॥ ১৮

মাল্যানি চ স্বর্গসমুদ্ভবানি
সন্তানদামাদ্যুতিমুক্তকানি
সর্বর্তুকাস্তাপানযন্তুদানা-
দদুর্হরেবিজ্ঞিতকালতজ্ঞাঃ ॥ ১৯

রাসাবসানে ত্বথ পুত্র দত্তে
মহামুনিঃ নারদদর্শনেহঃ

পপাত কৃষ্ণো ভগবান সমুদ্রে
সাত্রাজিতী চাঙ্গুমতে চাথ ॥৩০

উবাচ চামেয়পরাক্রমোঽথ
শৈনেয়নির্ঘৃণপ্রসন পৃথুশ্রীঃ

দ্বিধা কৃতাস্মিন পততাশু তূর্ণ
ক্রীড়াজলে নোঽস্তু সহাজনাভিঃ ॥৩১

সরেবতীকোঽস্তু বলোঽঙ্গনেতা
পুত্রা মদীয়াশ্চ সহাঙ্গভৈমাঃ।
তৈমাঙ্গমেবাথ বলাদ্ভজান্ত
মৎপক্ষিণঃ সন্তু সমুদ্ভতোয়ে ॥ ৩২

আজ্ঞাপয়ামাস ততঃ সমুদ্র-
কৃষ্ণঃ স্মিতঃ প্রাঞ্জলিনং প্রতীতঃ।
সুগন্ধতোয়ো ভব মৃষ্টতোয়-
স্তথা ভব প্রাগ্রবিবর্জিতস্ত্বম্ ॥ ৩৩

দৃষ্ট্বা চ তে বস্তুবিবৃদ্ধিতা তূ
সা বেলিকা চূর্ণথ পংসুখা চ
মনোঽনুকূলশ্চ জনস্য তত্তৎ
প্রহৃষ্ট বিস্রাম্ভমি রংপ্রভাবাৎ ॥ ৩৪

বলদেব ও রেবতীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে হাস্য করিতে লাগিলেন। ১৫

পরিহাসশীল বুদ্ধিমান নারদ কাহারও চেষ্টা, কাহারও হাস্য ও কাহারও লীলার অনুকরণ করিতে করিতে এবং অন্যবিধ নানা উপায়েও সেই অত্যন্ত ধৈর্যপরায়ণা দেবীগণকেও হাসাইতে লাগিলেন। ১৬

যখন কেহ কিছু মন্দস্বরে অতি অল্প ও ধীরে ধীরে কথা বলিতেন, তখন ঐশ্বর্যশালী নারদ তাহার উত্তরে অতি উচ্চস্বরে যেন সিংহনাদ করিতে করিতে কথা বলিতে লাগিলেন এবং হাতের সময় হাত করিতে করিতে হর্ষাতিশয়ে অট্টহাস করিতেছিলেন। এ সমস্তই তিনি শ্রীকৃষ্ণের মনোরঞ্জনের জন্য করিতে ছিলেন। ১৭

নরদেবপুত্র। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় সেখানে স্থিত যুবতীগণ জলক্রীড়ার প্রধান প্রধান বস্ত্রসকল, মুনির অনুরূপ সুন্দর বস্ত্রসমূহ তাঁহাকে অধিক মাত্রায় প্রদান করিলেন। ১৮

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত ও সময়ের প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানবতী সেই রমণীগণ সেই সময় রমণীয় পুষ্পহার, সন্তান-পুষ্পমালা, অতিমুক্তক ও সব ঋতুতেই বিকশিত পুষ্পসমূহ তাঁহাকে নারদকে প্রদান করিলেন। ১৯

রাসের শেষে অপ্রমেয়স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নারদমুনির হস্ত ধরিয়া এবং সত্যভামা অর্জুনকে ধরে লইয়া সমুদ্রের উপর লম্ফ প্রদান করিলেন। ৩০

রমনস্বরূপ অপ্রমেয় পরাক্রমশালী ও অতিশয় সৌন্দর্যান্বিত শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করত সাত্যকিকে বলিলেন,—তোমরা সকলে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া নিজ নিজ সৈন্যের সহিতই সত্বর এই ক্রীড়াজলে লম্ফপ্রদান কর। এখন আমাদের জলক্রীড়া আরম্ভ হউক। ৩১

আমার সকল পুত্র ও অর্দ্ধ দ্বারকাবাসীর এই সব মিলিত হইয়া যে অর্দ্ধ দ্বারকাবাসীর দল হইবে, তাহার নেতা রেবতীসহ বলরাম হউন এবং অর্দ্ধ ভীমবংশীয়গণের সহিত বলরামের সকল পুত্রগণ—ইহারা আমার পক্ষে থাকুক। এইরূপে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া আমরা এখন জলক্রীড়া করিব। ৩২

তখনত্ব শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব বিদ্বত হইয়া সেখানে অঞ্জলি বদ্ধ করত ঈষৎ হাস্যসহকারে স্থিত সমুদ্রকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি নিজ জলকে সুঘটিত, শুদ্ধ ও ঘাস্টিক কর এবং প্রাগ্ স্থিত জলজন্তু-রহিত হইয়া যাও। ৩৩

তোমার তীরভূমি বিবৃদ্ধিত হইয়া ধন্যবাদ হউক, পানস্নানের পক্ষে সুখদায়ক হউক এবং লোকসকলের যাত্রা

ভবদ্রূপেণোদ্ভূপাথ তেজঃপেয়ো
জনস্য সর্বস্য মনোঽনুকূলঃ
বৈদূর্য্যমুক্তামণিবিদ্রুমচিত্রা
ভবন্তু সংস্তুতিমৌমরূপাঃ ॥ ৫৪

বিভূষ্য চ ত্বঃ কমলোৎপলানি
সুগন্ধমুন্দরমজ্জমাণি
ষট্পাদজুষ্টানি মনোহরাণি
কীলালবদ্ধৈশ্চ সমন্বিতানি ॥ ৫৫

মৈরেয়মাজীকসুরাসবানাং
কৃত্বাংশ্চ পূর্ণান কুরুষ্ব তোয়ে
জাম্বুনবঃ পানমিনিস্তমেষাং
পাত্রঃ পপুর্যেষু দদস্ব ভৈমাঃ ॥ ৫৭

পুষ্পোচ্ছয়ৈর্বাসিতশীততোয়ো
ভবাপ্রমন্তঃ খলু তোয়রাশে
যথা বালীকঃ ন ভবেদ দয়নাং
স্তুতিক্রমনাং কুরু তং প্রযত্নম্ ॥ ৫৮

যাহা মনের অনুকূল, তদনুরূপই তুমি তরঙ্গিণীকে প্রদান কর। আমার প্রভাবে তোমার সকলের পক্ষে অভীষ্ট বস্তুসমূহের জ্ঞানলাভ হইবে। ৫৩

যদিও তোমার জল পানের অযোগ্য, তথাপি ইহা স্নিগ্ধ ও পানের যোগ্য হইবে। তুমি এই সকলের মনের অনুকূল হইয়া যাইবে, তোমার মধ্যে যে সব মণি আছে, তাহারা বৈদূর্য্য, মুক্তা, মণি ও মুক্তাদি চিত্রিত এবং সৌম্য রূপধারী হইয়া যাইবে। ৫৫

তুমি এইরূপ রক্তবর্ণের পদ্ম ও উৎপলসমূহ ধারণ কর, যাহারা উত্তম গন্ধ, সুন্দর স্পর্শ ও কমির রস উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইবে। ইহারা ভ্রমরগণের দ্বারা সেবিত ও দেখিতে মনোহর হইবে। ৫৬

তুমি নিজ জলের উপর মৈরেয় মাজীক, সুরা ও আসব-নামক মদ্যতে পূর্ণ কলসসমূহ স্থাপিত কর এবং ইহাদের সহিত পানের জন্য স্বর্ণের পানপাত্র স্থাপিত হউক, যাহাতে এই ভাণ্ড-গুলি জলপূর্ণ করিতে পারে। ৫৭

জলনিধে। তুমি নিশ্চয়ই এইরূপ হইয়া যাও, যাহাতে তোমার শীতল জল পুষ্পরাশিতে আচ্ছিত হইয়া যায়। ইহার ন্যায় সততই সাবধানে থাক এবং এরূপ প্রযত্ন কর, যাহার দ্বারা

ইত্যাদিষ্টো ভগবান সমুদ্রঃ
স্তুতঃ প্রচিক্রীড় সহার্জুনেন
সিষেচ পূর্বং নৃপ নারদং চ
সাম্রাভিতী কৃষ্ণমুখেক্ষিতজ্ঞা ॥ ৬৯

ততো বনাধজ্জিতচারুবেষঃ
পপাত তায়ঃ সলিলে সলীলম্।
সাকারমালম্ব্য করং করেণ
মনোহরাং রেবতরাজপুত্রীম্ ॥ ৪০

কৃষ্ণাঙ্গজা যে দ্রুত ভৈমমুখ্যা
তামন্ত পশ্চাৎ পতিতাঃ সমুদ্রে।
বিরাগবস্ত্রাভরণাঃ প্রহৃষ্টাঃ
ক্রীড়াভিরামা মদিরাবিলাক্ষাঃ ॥৪১

শেষাস্তু ভৈমা হরিমভ্যুপেতাঃ
ক্রীড়াভিরামা নিশঠৌজ্ঝকাস্তাঃ।
বিচিত্রবস্ত্রাভরণাশ্চ মত্তাঃ
স্বস্থানমালাবৃতকণ্ঠদেশাঃ ॥ ৪২

স্ত্রী-পুরুষগণ সহ যাদবদিগের প্রতি কেহ কোনও বিপরীত আচরণ না করে। ৫৮

সমুদ্রকে এই কথা বলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সহিত জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। নৃপ জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণের মুখের সঙ্কেত বুঝিতে সমর্থা সত্যভামা প্রথমে দেবর্ষি নারদের উপর জলসেচন করিয়া তাঁহাকে ভিজাইয়া দিলেন। ৩৯

তদনন্তর মনের আবেগরহিত মনোহর বেশ বলরাম বীর হস্তে মনোহারিণী রেবতরাজকুমারী রেবতীর হস্ত ধরিয়া উচ্চানুসারে গান করিতে করিতে লীলাপ্রকারে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ৪০

বলরামের জল প্রদানের পর শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ ও ভীষ্ম-বংশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নানা প্রকার বর্ণবিশিষ্ট বস্ত্র এবং আভরণ ধারণ করত হর্ষোল্লাসে পূর্ণ হইয়া সমুদ্রে জল প্রদান করিলেন। ৪১

অবশিষ্ট যাদবগণ এবং নিশঠ ও উল্মুকাদি বলরাম-পুত্রগণ ক্রীড়ায় অভিরত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিলেন। ইহারা বিচিত্র বস্ত্রাভরণে বিভূষিত ও মত্ত ছিলেন এবং ইহাদের কণ্ঠদেশ সদ্যঃ পুষ্পের মালা অলঙ্কৃত ছিল। ৪২

বীর্য্যোপপন্নাঃ কৃতচারুচিহ্না
বিলিপ্তগাত্রা জলসাত্রহস্তাঃ।
গীতানি তদ্বেশমনোহরাণি
স্বরোপপন্নাস্তুষ গায়মানাঃ ॥ ৪৩

ততঃ প্রচক্রুর্জলবাদিত্রানি
নানাস্বরাণি প্রিয়বাদ্যঘোষাঃ।
সহাপ্সরোভিস্ত্রিবিধালয়াভিঃ
কৃষ্ণাজ্ঞয়া বেশ্মবধূশতানি ॥ ৪৪

আকাশগঙ্গাজলবাদ্যহস্তাঃ
সদা যুবত্যো মদনৈকচিত্তাঃ।
অবাদয়ন্তো জলবর্দ্ধুরাংস্তু
বাদ্যং সুরূপং ভগিরে চ সদ্যঃ ॥ ৪৫

কৃষ্ণেশয়াকোশবিশালনেত্রাঃ
কৃষ্ণেশয়াপীড়বিভূষিতাঙ্গাঃ।
কৃষ্ণেশয়ানাঃ রবিবোধিতাস্তা
ভৃঙ্গ শ্রিয়ং তত্র সুরচাকমুখ্যাঃ ॥ ৪৬

স্ত্রীবক্ত্রচৈত্রঃ সকলৈস্তু কৃষ্ণৈ
স্তাঃ সঙ্গতাস্তত্র সমুদ্রতুল্যাঃ।
যদৃচ্ছয়া দৈববিধানতো বা
নতো যথা চন্দ্রসহস্রকীর্ণম্ ॥ ৪৭

সমুদ্রমেঘঃ স বরাজ রাজন্
শতহ্রদাদ্রীপ্রতযাতিরাজঃ।
সৌদামনীতিত্র ইবাম্বুনাথো
বেশীপামালো নভসীব মেঘঃ ॥ ৪৮

নারায়ণস্তৈব সনাতনস্ত
সিষেচ পক্ষে কৃতচারুচিহ্নে।
বলঃ কলঙ্কঃ কৃতচারুচিহ্নঃ
স তৈব পক্ষঃ মধুসূদনস্য ॥ ৪৯

হস্তপ্রযুক্তৈস্তু জলস্য কৈস্তু
প্রস্কন্দয়ন্তাঃ সিষিচুস্তদানীম্
রাগোদ্ভতা বাক্যবিপাকমন্যা
সন্তর্ষণ হেলকুলেপরাস্তাঃ ॥ ৫০

আরক্তনেত্রা জলমুক্তিসক্তা
স্ত্রীলাঃ সমস্তা পুরুষায়মাণাঃ
তে রোপরেণু সুচিরক্ত চৈত্রা
মানং ব্যপাস্য মদনাদ্রক্ত ॥ ৫১

ইঁহারা সকলেই বল-পরাক্রমশালী ও মনোহর বেশভূষায় ভূষিত ছিলেন। ইঁহাদের অঙ্গে চন্দন লিপ্ত ছিল। ইঁহারা হস্তে জলপাত্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং বেশের অনুরূপ স্বর-সম্পন্ন মনোহর গীত গান করিতেছিলেন। ৪৩

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় স্বর্গবাসিনী অপ্সরাগণের সহিত বাদ্যকুশলা শত শত বেশবধূ নানা সুরে জলতরঙ্গাদি বাদ্যসমূহ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। ৪৪

অপ্সরোগণ নিত্য যুবতী, একমাত্র কামেই মনঃসংযোগকারিণী ও আকাশগঙ্গার জলে বাদ্যবাদনের জ্ঞানে নিপুণা ছিলেন। ইঁহারা জলবর্দ্ধুর প্রাচীন কালের বাদ্যবিশেষ, যাহা চর্ম্মের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে সেই বাদ্যের অনুরূপ নৃত্য করিতে লাগিলেন। ৪৫

ষষ্ঠীর জন্মের পদ্মের নয়ন পদ্মের কলিকার ন্যায় বিশাল ছিল। ইঁহারা পদ্মের মুকুটে বিভূষিত ছিলেন এবং সূর্য্যের কিরণে বিকসিত পদ্মের শোভা হরণ করিতেছিলেন। ইঁহাদের সকলেরই মুখ বেশবধূর ন্যায় মনোহর ছিল। ৪৬

রাজন্! সম্পূর্ণ চন্দ্র-মণ্ডলের ন্যায় মনোহর রমণীগণের শত শত মুখচন্দ্রে জলকণা হইয়া সমুদ্র সেই আকাশের তুল্য শোভা পাইতে লাগিল, যখন অলঙ্কার বা দৈবের বিধানানুসারে সহস্র সহস্র চন্দ্রে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ৪৭

রাজন্! বিদ্যুতের সহিত কাদম্বিনী যেমন শতহ্রদ অদ্রিতে শোভা পাইতে লাগিল, বেরূপ জলপতি মেঘ অঙ্গে যে বিদ্যুতালোক সমূহ ধারণ করিয়া উদ্ভাসিত হইতে থাকে। ৪৮

মুরজ ও মনোহর বেশভূষাবারণকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং নারদ নিজের বক্ষের শ্বেতকমলের সহিত অবস্থান করত মুরজ বেশভূষাকারী বলরাম ও হরিবংশ পক্ষের লোকসকলের উপর জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে বলরামের পক্ষের ব্যক্তিগণও শ্রীকৃষ্ণপক্ষের ব্যক্তিদিগকে জলসিঞ্চন করিয়া ভিজাইয়া দিলেন। ৪৯

সেই সময় ইঁহাদের পরস্পর হর্ষোল্লাস পরিপূর্ণ ছিল, সেই মধুপানে মত্তা ও রাগে উন্মত্ত বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণ নিজ নিজ হস্ত ও জলযন্ত্রের পিচকারী দ্বারা পরস্পরকে জলে সিক্ত করিতে লাগিলেন। ৫০

এই স্ত্রীজন-শ্রীর মনোহর নিজ নিজ চন্দ্রের মান, মদন ও রাগ করত উহার রক্তবর্ণ নেত্রে জল-নিক্ষেপে অন্য ও

অতিপ্রসঙ্গং তু বিচিন্ত্য কৃষ্ণ
স্তান্ বারয়ামাস রথাঙ্গপাণিঃ।
স্বয়ং নিবৃত্তো জলবাদ্যলব্ধৈঃ
সনারদঃ পার্শ্বগতৈরবাপ্তঃ ॥ ৫১

কৃষ্ণেঙ্গিতজ্ঞা জলবুদ্বুদাদ্যা
তৈষা নিবৃত্তা দৃঢ়মানিনোঽপি।
নিত্যা তথানন্দকরাঃ প্রিয়াণাং
প্রিয়াশ্চ তেষাং ননৃতুঃ প্রতীতাঃ ॥ ৫২

নৃত্যাবসানে ভগবত্যুপেন্দ্র-
মুত্থাপ্য হীনাদ্ভুতমজ্জনাদ্যান্
উত্তীর্য তোয়াদ্দুকূললেপ-
ভূষাশ্চ দত্ত্বা মুনিসত্তমায় ॥ ৫৩

উপেন্দ্রমূর্তীর্মধ্যতো দৃষ্ট্বা
তৈষা হি তে তত্ত্বাজ্ঞুবেব তোষম্

বিবিক্তমাত্মাত্মন পানভূমি-
কৃষ্ণাজ্ঞয়া তে মধুবৎপ্রমেয়াঃ ॥ ৫৫

যথাপুপূর্ব্যা চ যথাবয়স্ক
মন্যোন্যরিক্তোপাস্ত তদোপবিষ্টাঃ।
অন্নানি বীরা বুভুজুঃ প্রতীতাঃ
পপুশ্চ পেয়ানি যথানুকূলম্ ॥ ৫৬

মাংসানি পক্কানি ফলাম্লকানি
চুক্রোঽবেণাথ চ সাক্ষিসেন।
নিষ্টপ্তমূলান শকলান পলাণ্ডূ-
ন্যুপোষ্যকন্দূ: শুচয়োঽথ ঘৃষ্যাঃ ॥ ৫৭

সুস্নিগ্ধমূলাশ্চিতমাংস্ক যানান্
মূলাংশ্চ সুনিষ্টপুতাবসিক্তান্
পক্কান্নসৌবর্চ্চলচূর্ণপূর্ণান্
পৌরোগবোক্তা উপজহ্রুরেষাম্ ॥ ৫৮

হইলেন এবং শ্রীধর্ম্মের সঙ্গে নিজেদের পুরুষার্থ দেখাইতে লাগিলেন। ইহারা বহুকাল ধরিয়া জলক্রীড়া করিয়াও তাহা হইতে বিরত হইলেন না ॥ ৫১

ইহাদের ক্রমবর্দ্ধমান আসক্তির কথা চিন্তা করিয়া চক্রপাণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সকলকে নিবারণ করিলেন এবং জলবাদ্যের মধুর শব্দ শ্রবণ করিতে করিতে তিনি কেবলি নারদ ও অর্জ্জুনের সহিত স্বয়ং জলবিহার হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ৫২

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত বুঝিতে সমর্থ ভীমবলশালী যাদবগণ মুহূর্ত্ত অভিমানে মুগ্ধ হইলেও সেই জলযুদ্ধের প্রসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত হইয়া গেলেন। তদনন্তর এই স্ত্রিয় পুরুষগণের নিত্য আনন্দদায়িনী প্রিয়া বারবনিতাগণ বিরত হইয়া মৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩

মৃত্যের শেষে বুদ্ধিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জলক্রীড়ার প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি জলের উপরে আসিয়া মুনিবর নারদকে চন্দনের অনুকূল লেপ প্রদান করিয়া স্বয়ংও উহা গ্রহণ করিলেন ॥ ৫৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জল হইতে উঠিয়া আসিতে দেখিয়া অন্য যাদবগণও জলক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া দিলেন। তারপর অগ্রজের শক্তিশালী সেই যাদবগণ তৎক্ষণে হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় পানভূমিতে (ভোজন গৃহে) গমন করিলেন ॥ ৫৫

সেখানে উঁহারা ক্রমশঃ বয়স ও সঙ্গত অনুসারে সেই সময় ভোজনের জন্য উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর সেই প্রধান বীরগণ নিজ নিজ রুচির অনুকূল অন্ন ভোজন করিলেন এবং পেয় রস পান করিলেন ॥ ৫৬

পক্বমাংস, অম্ল ফল, অধিক অম্ল লাতিমের সহিত মূলে গ্রথিত করিয়া অগ্নিতে তপ্ত করা সেঁকা। মা সমস্ত বা কন্দ ও ফলের খণ্ড এবং পোয়ক • তপ্ত অন্ন এই সব পদার্থ পরিত্র পাচকগণ তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিলেন ॥ ৫৭

মূলে গ্রথিত করিয়া পাক করা নিত্ত মাংস, মূলে গ্রথিত করিয়া তপ্ত করা (সেঁকা) অন্যান্য মাংসও ঘৃতে ভাজিয়া, নারিকেল, অম্লাক্ত ঘৃতে ভাজা ও লবণার্থ, আদাবেত, কালা জাম ও কালজিরা মিশাইয়া প্রস্তুত লেহ্যপদার্থ, (চাটনী)—এই সব বস্তু পাকশালাধ্যক্ষের কথায় পাচকগণ এই যাদবদিগের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন ॥ ৫৮

• প্রশ্ন—"কতমঃ প্রজাপতিঃ ?" প্রজাপতি অর্থাৎ প্রজাগণের পালনকারী কে ?

উত্তর—"পত্যতিতি।" পত্যই প্রজাপালক। সতপথ ব্রাহ্মণের এই প্রশ্নোত্তর হইতে ইহাই সূচিত হয় যে, যে পদার্থ বা শক্তি প্রজাগণের পোষণকারী, তাহাকেই 'পশু' বলা হয়। "পুষ্টি বৈ পশবঃ"—এই উক্তি অনুসারে মনুষ্যগণের পোষক বস্তু হইল অন্নই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

শাস্ত্র উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—তুচ্ছ বিষয়ানন্দ ব্যতীত অপর ভূমা পরম মহান আনন্দ আছে—যা মানুষ এ দেহেই লাভ করতে পারে এবং এ-যুগে মাত্র নাম-কীর্ত্তনের দ্বারা তা পেতে সমর্থ হয়

(২)

আমরা সবাই বিদেশে এসেছি আমাদের একটা আলোকে আনন্দে ভরা স্বদেশ আছে। সে-দেশে যেতে হলে অন্ধকার পথের সংস্কার করতে হয় সেই আলোর দেশের পাথেয় হল নাম আনন্দ দিয়ে গড়া, যত নাম তত আনন্দ উঠতে বসতে যেতে-শুতে কেবল নাম করবি।

( )

মানব মাত্রেরই জীবন পূর্বজন্মের কর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মরণ কি ভাবে হবে—তাও গাঁথা থাকে এখনও ভাল জ্যোতিষিগণ সে কথা বলে দিতে পারেন। অপমৃত্যু হলেও মহাপুরুষগণের আশ্রিত ভক্ত উচ্চগতি লাভ করেন

SRAVAN 1383 B. S.
BHADRA 1383 B. S

Regd. No. W B NC-57

Aryashastra

Mahabharata 99 99

July.—Sept. 1976

25 JUL 197

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

মানুষ কাজ করতে করতে আসে কাজটি হল—করতে করতে বোঝান ঠাকুর কাজ করবার শক্তি দিচ্ছেন তাঁরই কাজ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সুচারু করে তাঁর অমৃতময় অভয় আশ্রয়ে সার্থকতায় অগ্রসর হও সম্ভবপথ বিমুক্ত ও আলোকিত হোক

(১)

সহজ পথ করেছি—কলিযুগে নামকীর্তনই ভগবান লাভের একমাত্র পথ—সেই পথ 'অনুসরণ কর কর' বলে সমস্ত ঘোষণা করে যাও আমরা হয়ে সন্তত নামকীর্তনে রত থাকাই কর্তব্য বলে মনে করি

(২)

ঠাকুরের আশীর্বাদ সর্বত্র সমভাবেই বর্ষণ হয়ে থাকে—আধারভেদে তাহা গ্রহণ করে থাকে। ঠাকুরটি যখন গ্রহণ করেছেন তখন আর চিন্তা নাই। চালা জল—সব ঠিক হয়ে যাবে।

—:০:—

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ ডি রোড কলি ৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শান্তিগুপ্তবান প্রেস, মহামিলন ষষ্ঠ. পি. ডব্লিউ ডি রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

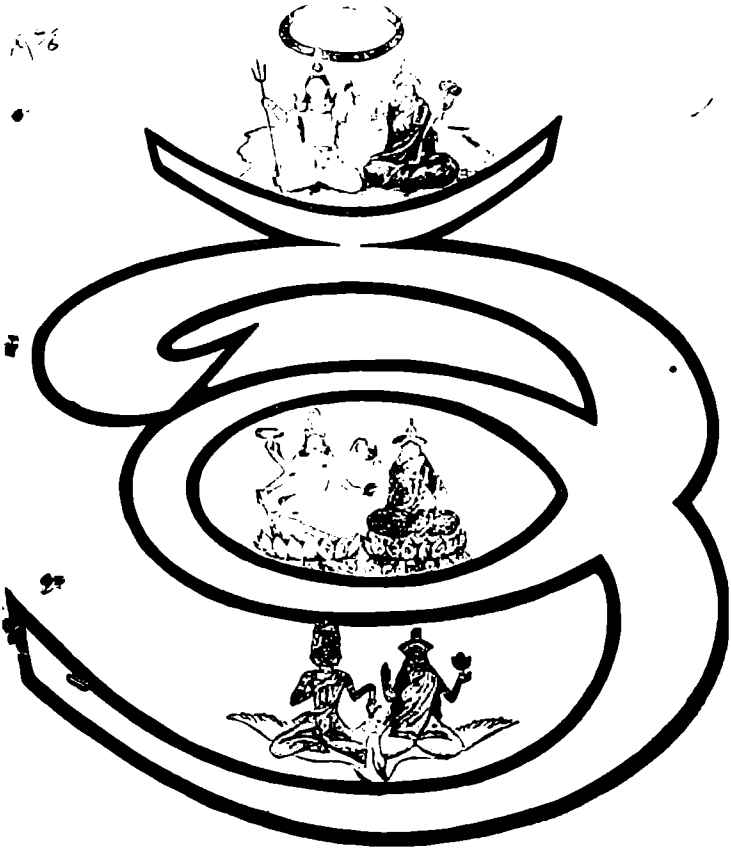

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

বিরচিত

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

জগৎ সম্বন্ধে আবহমান কাল হইতে দুইটি বাদ চলিয়া আসিতেছে একটি বিবর্ত, অপরটি-বিকার। সত্তা আধারে মিথ্যারোপ আরোপের নাম বিবর্ত; যেমন সত্তা-অধিষ্ঠান রজ্জুতে মিথ্যা-সর্পজ্ঞান; সত্তা শুক্তিতে মিথ্যা রজত ভ্রান্তি; সত্তা মরীচিকায় জল ভ্রান্তি। সেইরূপ সত্তা অধিষ্ঠান চৈতন্যে (ব্রহ্মে) জগৎভ্রান্তি। যেমন রজ্জুজ্ঞান হইলে সর্পভ্রান্তি দূরীভূত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগৎ-জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়

( )

দ্বিতীয়-বাদের নাম বিকার বা পরিণাম বাদ। ইহাতে প্রকৃতি জগৎ মিথ্যা নহে সত্তা। জড়া-প্রকৃতি চেতন-পুরুষের সান্নিধ্যবশে মহৎ-অহঙ্কার পঞ্চ-তন্মাত্র ইন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত হন। প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্ন এই বিচারের দ্বারা পুরুষ মুক্ত হন।

(৩)

তোরা পেয়েছিস সিদ্ধযোগ। ইহা লিপ্ট; এতে পথের সন্ধান কিছু জানতে হবে না। কেবল মস্তকে ধ্যান করিলে জ্যোতি নাদ বিন্দু—সবই পাওয়া যাইবে হৃদয়ে ধ্যান করিস হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইলে ভ্রূমধ্যে ও সহস্রারে যেতে পারবি। নাদে ধ্যান লাগাবি চিত্ত গলিয়া যাইবে, অহং-অহং মিশিয়া যাইবে।

১৫শ বর্ষ, আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩৮৩

চতুর্থ সংখ্যা—রামপাখিকা যাত্রা
পঞ্চম সংখ্যা—ঔখানী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতঃ—

হরিবংশঃ

শ্রীশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।

যুগ্ম-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, বি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরবীন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(ভারতীয় সম্প্রদায়)

মুদ্রণ-তত্ত্বাবধিকর ঃ—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় ঃ—

প্রধান কার্য্যালয় ঃ—মহামিলন মঠ ৭৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৫২ (ফোন : ৫৮-২৭৩১)
সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য ২৫।০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১।৭৫ টাকা।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রপ্রচারক মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ৮০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১'৭৫ ন. প:; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক, 'আর্য্যশাস্ত্র', ৭।৭, পি,ডব্লিউ,ডি.রোড, কলি-৩৫

২। এই মাসিকপত্রে মহাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে বর্ত্তমানে হরিবংশ প্রকাশিত হইতেছে তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অগ্রিম ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ-পত্রাদি "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭।৭ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ২৮-১৭৩১। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ব্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ সম্বন্ধে কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় ৭।২, পি. ডব্লিউ, ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪ গ্রাহকগণের পত্রলিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২ পি. ডব্লিউ, ডি. রোড,
কলিকাতা—৩৫

পৌরোগবোক্তা বিধিনা সুপাণাং
বাসাংসি সিদ্ধানি চ শীধবাণি
নানাপ্রকারাণ্যপজহ্রুরেষাং
মৃষ্টানি পক্কানি চ ভক্ষ্যকৃত্যৈঃ ॥ ৫৯
পার্শ্বানি চাস্থে শকলানি তত্র
গবাং পশূনাং ঘৃতযুক্তিতানি
সাম্লফলৈর্বরবৃন্দিতানি
চূর্ণেন মুষ্টেন সমারিচেন ॥ ৬০
সমূলকৈর্দাড়িমমাতুলিঙ্গৈঃ
পর্ণাসহিঙ্গ্বার্দ্রকবৃক্কবৈশ্চ
তদোপনীতৈঃ সুমুখোত্তরৈস্তে
পানানি হৃষ্টাঃ পপুরপ্রমেয়াঃ ॥ ৬১
কটূষ্ণশূলৈরপি পক্ষিভিশ্চ
ঘৃতাম্লসৌবর্চ্চলতৈলসিক্তৈঃ
মৈরেয়মাধ্বীকসুরাসবাংস্তে
পশূঃ প্রিয়াভিঃ পরিবার্যমাণাঃ ॥ ৬২
শ্বেতেন যুক্তানপি শোণিতেন
ভক্ষান্ সুগন্ধান্ বনবাহিতাংশ্চ ।
আঘ্রায় কিলাদান্ ঘৃতপূর্বকাংশ্চ
নানাপ্রকারানপি খণ্ডখাদ্যান্ ॥ ৬৩
অপানপাত্রোদ্ধবভোজনাস্ত্রাঃ
শাকৈশ্চ সূপৈশ্চ বহুপ্রকারৈঃ ।
পেয়ৈশ্চ দধ্না পয়সা চ বীরাঃ
বন্যানি ভোজং বৃকুদঃ প্রজহ্রুঃ ॥ ৬৪
ভক্ষ্যান্নলাদাংশ্চ বহুপ্রকারান
পপুঃ সুগন্ধানপি পালবীষু
শৃতা পয়ঃ শর্করয়া চ যুক্তং
ফলপ্রকারাংশ্চ বহূংশ্চ খাদন্ ॥ ৬৫
তৃপ্তাঃ প্রহৃষ্টাঃ পুনরেব বীরা-
স্তে তৈমমুখ্যা বনিতাসহায়াঃ ।
গীতানি রম্যাণি শুভঃ শ্রুতীষ্টাঃ
কান্তাভিনীতানি মনোহরাণি ॥৬৬
আজ্ঞাপয়ামাস ততঃ স তস্যাং
নিশি প্রহৃষ্টো ভগবানুপেন্দ্রঃ ।
চালিক্যগেয়ং বহুসংবিধানং
যদেব গোকুলমুপাসতন্তি ॥ ৬৭

পাকশালার অধ্যক্ষের বাক্যানুসারে বিধিবৎ প্রস্তুত মুল (মোটা মোটা) মাংস সিদ্ধসমূহ, আমের অম্ল দিয়া প্রস্তুত নানাপ্রকার বিশুদ্ধ ব্যঞ্জনও যাদবগণের জন্য পরিবেশিত হইল ॥৫৯

অন্য পাচকগণ পার্শ্বে রক্ষিত গোরুর পাকসমূহকে (অথবা পশুবাসোদমূহকে) বড় বড় করিয়া ঘৃতে ভাজা হইল এবং উহাতে লবণ ও মরীচের চূর্ণ মিশাইয়া ভোজনকারীদিগকে প্রদান করা হইল ॥ ৬০

মূলক, দাড়িম, বেল, তুলসী, হিঙ্গু অথবা ঘৃতপ্রধানক শাক-বিশেষের সহিত সুস্বাদু মৃদ্বম্লক পানপাত্র লইয়া সেই অপ্রমেয় পত্নিশালী যাদবগণ অতিশয় আনন্দের সহিত পেয়-রস পান করিলেন ॥ ৬১

কটূষ্ণ অর্থাৎ কটুক—পটল, মূলক, হিঙ্গু ও লবণাক্ত মিশাইয়া ঘৃতে কিংবা তৈলে সিক্ত করিয়া লকুচ বা মাদারের সহিত (এস্থলে পক্ষী শব্দের অর্থ বদরক, যাহা লকুচ বা মাদারের বোধক) মৈরেয়, মাধ্বীক ও সুরাসবপ্রধানক মধু সেই যাদবগণ নিজ প্রিয়তমাগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া পান করিলেন ॥ ৬২

শ্বেতবর্ণের যাবতীয় পদার্থ মিশ্রা প্রভৃতি ও রক্তবর্ণের জলের সহিত নানাপ্রকার ঘৃতপ্রিয় এবং নবখাদ্য ভোজন ও আঘ্রাণ (রসাল নাক ?), কিলাস (মহিষ হইতে পক্ক ক্ষীরাদি), ঘৃতপূর্ব পদার্থ (হালুয়া প্রভৃতি ও নানাবিধ খণ্ডখাদ্য (খাঁজালি) তাঁহারা ভোজন করিলেন ॥ ৬৩

রাজন্! উষ্ট্র, ছোট প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ যাদব-বীরগণ যাঁহারা মাধক রস পান করেন না তাঁহারা অত্যন্ত হর্ষের সহিত নানা প্রকার শাক, ঝোল, পেয় পদার্থ ও মরিচ-যুক্তানির সহিত উত্তম অন্ন ভোজন করিলেন ॥ ৬৪

ইহারা পালবীসমূহে (কাপের নায় পাত্রবিশেষে) অনেক প্রকার সুসজ্জিত আস্বাদন (কাজিরস) পান করিলেন। তিনি মিশাইয়া পরম পরম ভক্ষ ও পান করিলেন এবং নানাবিধ ফলও ভোজন করিলেন ॥ ৬৫

ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইবার পর এই মুখ্য মুখ্য বহুবান্ধব বীরগণ পুনরায় নিজ নিজ স্ত্রীসকলের সহিত হর্ষসহকারে রমণীয় ও মনোহর স্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রেয়সী স্ত্রীগণ নিজ নিজ হাবভাব দ্বারা সেই স্থানের অর্থ অভিনয় করিতে থাকিলেন ॥ ৬৬

তদনন্তর অত্যন্ত তেজঃ সম্পন্ন ভগবান্ উপেন্দ্র (শ্রীকৃষ্ণ) সেই রাত্রিতে বহুসাধক মনুষ্যগণের দ্বারা সম্পাদনীয় সেই চালিক্য-গানের জন্য আজ্ঞা দান করিলেন, যাহাকে গোকুলে গাওয়া বলা হয় ॥ ৬৭

জগ্রাহ বীণামথ নারদস্তু
ষড়্‌গ্রামরাগাশ্রিসমাশ্রিযুক্তাম্
ছল্লীসকং তু স্বয়মেব কৃষ্ণঃ
সবাংশযোগং নরদেব পার্থঃ ॥ ৬৮

মৃদঙ্গবাদ্যানপরান্ত বাদ্যান্
বরাপ্সরস্তা জগৃহুঃ প্রতীতাঃ।
আসারিতান্তে চ ততঃ প্রতীতা
রঙ্গোত্থিতা সাভিনয়ার্থতত্ত্বা ॥ ৬৯

তত্রাভিনীতে বরপাত্রযষ্ট্যা
তূর্যেষু রামশ্চ জনার্দনশ্চ
অথোর্বশী চারুবিশালনেত্রা
হেমা চ রাজন্নথ মিশ্রকেশী ॥ ৭০

তিলোত্তমা চাপ্যথ মেনকা চ
এতাস্তথাখ্যাশ্চ হরিপ্রিয়ার্থম্।
জগুস্তথৈবাভিনয়ৈশ্চ চক্রু-
রিষ্টৈস্তু কালৈর্নরসোঽনুকূলৈঃ ॥ ৭১

তা বাসুদেবেঽপ্যনুরক্তচিত্তাঃ
স্বগীতনৃত্তাভিনয়ৈরুদারৈঃ।
নরেন্দ্রসূনো পরিতোষিতেন
তাম্বূলযোগাশ্চ বরাপ্সরোভিঃ ॥ ৭২

তলাগতাভির্বরাঙ্গনাভি-
কৃষ্ণেচ্ছয়া মানময়াস্তথৈব।
ফলানি গন্ধোত্তমবস্তি বীরা-
স্থালিক্যগাস্তর্মথাঙ্গতশ্চ ॥ ৭৩

সেই সময় নারদ নিজের বীণা গ্রহণ করিলেন, যে বীণা ছয় (১) গ্রামের উপর আশ্রিত রাগাশ্রিত দ্বারা চিত্তকে একাগ্র করিয়া দিতে সমর্থ ছিল। নরদেব! সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বংশী বাজাইয়া ছল্লীসক (যহা কুট সহিত কৃত নৃত্যকে ছল্লীসক বা রাস বলে) নামক নৃত্যের আরোহণ করিলেন। কুন্তীপুত্র অর্জুন মৃদঙ্গ-বাদ্য গ্রহণ করিলেন, অন্যান্য বাদ্যসমূহ শ্রেষ্ঠ অপ্সরাগণ গ্রহণ করিলেন, ইঁহারা সেই বাদ্য বাদন করার প্রবীণা ছিলেন। আসারিতের পর প্রথম আসার নর্তকীর প্রবেশের। পর অভিনয়ের অবতরণে বিশেষজ্ঞা রঙ্গাবাসী অপ্সরা উপস্থিত হইলেন। ইনি নিজের অভিনয়কলার জন্য বিখ্যাত ছিলেন ॥ ৬৮-৬৯

তাঁহার অবস্থিতি অভিনয় মুদ্রার ছিল। তিনি অভিনয় করিলে পর বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইলেন। রাজন্! তদনন্তর মনোহর ও বিশাল নেত্রশোভিতা উর্বশী, হেমা, মিশ্রকেশী, তিলোত্তমা এবং মেনকা ইঁহারা ও আরও যহ অপ্সরা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় করিবার জন্য মনের অনুকূল প্রিয় কামনাসমূহ অনুসারে গান ও অভিনয় করিতে লাগিলেন ॥ ৭০-৭২

নরেন্দ্রকুমার! এই রূপ যে অপ্সরাগণ মনে মনেই বসুদেব-নন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনুরক্তা ছিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ গীত, নৃত্য ও উদার অভিনয়ের দ্বারা সকলকে সন্তোষ প্রদান করত প্রসন্ন করিলেন। নরেন্দ্রের সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে তলস্থিতা আনন্দ এই সব শ্রেষ্ঠ অপ্সরাগণ তাঁহাদের পক্ষে সম্ভানরূপ তাম্বূলযোগ পানের ও ফল উপহার) প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৭২।

নরদেব! শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় মনুষ্যগণের প্রতি অনুগ্রহ

তদনন্তর বৃত্তাবিধিতে চার প্রকার আসার (ছিঁড়) বা আসারিতের উপদেশ করিয়াছেন। যাহা ক্রমশঃ এইরূপ—প্রথম নর্তকীর প্রবেশ। ইহা প্রথম আসার, তদনন্তর আসারিত অর্থের অভিনয় হয়, যাহাকে নাট্য বলা হয়, ইহাই তাহার দ্বিতীয় ভেদ। তাহার পর তালের অনুসরণ করিতে করিতে যে অঙ্গবিন্যাস অঙ্গবিক্ষেপ (অঙ্গবিলাস ও হস্ত-পদ বিলাস প্রভৃতি), ইহা তৃতীয় আসার। তদনন্তর দেবতার চিহ্নরূপে যে নৃত্য করা হয়, উহা চতুর্থ আসার। এস্থলে নর্তকী-প্রবেশ নামক প্রথম আসারের শেষে নাট্যের অঙ্গ অভিনয়মূলক বৃত্তা উপস্থিত হইলেন, ইহাই দ্বারা দ্বিতীয় সার অর্থাৎ অভিনয় সম্পন্ন হইলে পর শেষ দুই আসারের পূর্তির জন্য উর্বশী প্রভৃতি উপস্থিত হন।

(১) ক্রমশঃ সপ্ত স্বরের সমূহকে গ্রাম বলে। সঙ্গীতে ষড়্‌জ, মধ্যম ও পঞ্চম এবং কাহারও কাহারও মতে ষড়্‌জ, মধ্যম ও গান্ধার নামক তিনটি গ্রাম বিশিষ্ট আছে। ইহাদিগকে ক্রমশঃ ব্রহ্মাবর্ত, ব্রহ্মর্ষি ও ভীমদেব বলা হইয়া থাকে। ইহাদের দেবতা ক্রমশঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। প্রত্যেক গ্রামে সাতটি করে মূর্ছনা হয়। যে স্বর যা (ষড়্‌জ) হইতে আরম্ভ করিয়া—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা এই সপ্ত স্বর হয়, এই সমূহকে 'ষড়্‌জ' গ্রাম বলে। এইরূপ 'ম' হইতে আরম্ভ করিয়া মা, পা, ধা, নি, সা, রে, গা—যে সপ্ত স্বর হয়, এই সমূহকে 'মধ্যম' গ্রাম বলে। এইরূপ পা (পাঞ্চার) বা প (পঞ্চম) হইতে আরম্ভ করিয়া যে সপ্ত স্বর হইবে, এই সমূহকে পাঞ্চার বা পঞ্চম গ্রাম বলা হয়। এই তিনটি গ্রামের প্রথম দুইটি গ্রামের ব্যবহার এই মনুষ্যলোকে হয়। তৃতীয় পাঞ্চার বা পঞ্চম গ্রামের ব্যবহার স্বর্গলোকে নারদ করেন। এই স্থলে রাগের যে স্থানকে যে গ্রাম বলা হইয়াছে, তাহাদের নাম হইল—মধ্য, শুদ্ধ, ভিন্ন, গৌড়, মিশ্র ও সাধারণ

কৃষ্ণেচ্ছয়া চ ত্রিবিধাগ্রদেব
মনুপ্রচারার্থং ভুবি মানুষাণাম্
স্থিতক্ষ তস্যাং হরিমেজসেব
প্রযোজয়ামাস স রৌক্মিণেয়ঃ ॥ ৭৪

হালিকাগান্ধর্বমুদারবুদ্ধি-
স্তেনৈব তাম্বূলময় প্রযুক্তম্
প্রযোজিতা পঞ্চতিরিন্দ্রতুল্যৈ-
স্তালিকামিঃ সততং নরাণাম্ ॥ ৭৫

শুভাবহং বুদ্ধিকরং প্রশস্তং
মঙ্গল্যমেবাথ তথা যশস্যম্
পুণ্যঞ্চ পুষ্টাভ্যুদয়াবহঞ্চ
নারায়ণস্যেষ্টমুদারকীর্তিঃ ॥ ৭৬

জয়াবহং ধর্ম্যমথোত্তরাবহং চ
দুঃস্বপ্ননাশং পরিকীর্ত্যমানম্
করোতি পাপঞ্চ তথা বিনষ্টং
শৃণ্বন্ মুহূর্তাদপগতো নরেন্দ্রঃ ॥ ৭৭

হালিকাগান্ধর্বমুদারকীর্তি-
র্মেনে কিলৈকং দিবসং সহস্রম্ ।

কবিবার জন্য এই হালিক গান্ধর্ব (দিব্য সঙ্গীত ও নৃত্যবিশেষ) কৃষ্ণকে জানাইয়া ছিলেন। এই সঙ্গে উত্তম গন্ধপূর্ণ দেবভোগ্য ফলসকলও এখানে আনয়ন করা হইয়াছিল। বীর বাসবগণ এই সবেরই রসাস্বাদন করিয়াছিলেন। ৭৩।

এই রসবীর হালিক গান্ধর্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে এই পৃথিবীতে প্রদ্যুম্ন প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। উদারবুদ্ধি রুক্মিণী-নন্দন প্রদ্যুম্ন উক্ত গন্ধর্বকলা প্রয়োগ করিয়া প্রদর্শনও করিয়াছিলেন। তিনিই এই (সম্মানসূচক তাম্বূলদানের) প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ৭৪।

ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী পঞ্চবীর (শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সাম্ব) এস্থানে হালিকা গান্ধর্বের আয়োজন করিয়াছিলেন, যাহা মনুষ্যগণের সদাই অভীষ্ট ছিল। ইহা শুভকারক, বুদ্ধিকারী, প্রশস্ত, মঙ্গলকারী, যশোবর্দ্ধক, পুণ্যদায়ক পুষ্টি ও অভ্যুদয়কারক। উদারকীর্তি ভগবান নারায়ণের ইহা পরম প্রিয়। ৭৫-৭৬

ইহার চর্চা করিলে ইহা বিজয়প্রাপ্তি ও ধর্মলাভ করায় এবং দুঃস্বপ্ন নাশ ও পাপকেও ইহা নিবারণ করে। কোনও এক সময়ে দেবলোকে উপস্থিত হইয়া উদারকীর্তি রাজা রেবত

৮ম মুহূর্তানাং মুখ দেবতোঽথ
ততঃ প্রসূতা চ কুমারজাতিঃ ॥ ৭৮

গান্ধর্বজাতিস্ত তথাপরাপি
দীপাদয়থা দীপসজ্ঞানি রাজন্।
বিবেদ কৃষ্ণস্ত সনারদস্ত
প্রত্যাত্মমুখৈর্নৃপ তৈমমুখৈঃ ॥ ৭৯

বিজ্ঞানমেতদ্ধি পরে যথাব-
দ্বেদ্যেশমাত্রাচ্চ জনাস্ত লোকে।
জানন্তি হালিকাগুণোদয়ানা-
ন্তোয়ং নদীনামথবা সমুদ্রঃ ॥ ৮০

জ্ঞাতুং সমর্থো হি মহার্ণবি র্বা
ফলাগ্রতো বা প্রসৃতোঽথ বাপি।
শক্যং ন হালিকাদৃতে তুপাপ্তি-
স্থানে বিধানানুভবমূর্দ্ধনাস্থ ॥ ৮১

ষড়্গ্রামরাগেষু চ তন্ত্রু কাষ্যাঃ
তন্ত্রৈকদেশাবয়বেন রাজন
লেশাভিধানাঃ সুকুমারজাতি-
র্নিষ্ঠাঃ সুরূপেণ নরাঃ প্রয়ান্তি ॥ ৮২

হালিকা গান্ধর্বকে এরূপ উচ্চতাবে সহিত শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহার চার হাজার বৎসর একদিনের ন্যায় অতিবাহিত হইয়াছিল। রাজন্! এই ছ লিকা গান্ধর্ব হইতে কুমারজাতি ও অন্যান্য গান্ধর্বকলিকা সেইভাবে প্রবৃত্তি হইয়াছে, যেরূপ এক দীপ হইতে শত শত দীপ প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। ৭৭-৭৮।

নরনাথ! প্রদ্যুম্নাদি যুবা যুবা যাদবগণের সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও নারদই হালিকা গুণোদয়ের এই বিজ্ঞানকে যথাযথ-রূপে জানেন। সংসারের অন্য মনুষ্যগণের ইহার জ্ঞান নাম-মাত্র জানা আছে। যেরূপ নদীসকলের জলকে সমুদ্র অথবা কোনও বিশাল পর্বতই যথার্থরূপে জানিতে পারে, সেইরূপ ভগবানই হালিকের শ্রেষ্ঠ ফল অথবা ওকে যথাযথভাবে জানেন। তদন্য ব্যতীত হালিকা গান্ধর্বকে ও তাহার মূর্চ্ছনাবিষয়ক বিধানকে জানিতে পারা যায় না। এই কথাই সর্ব্বথা সত্য। ৭৯-৮১

রাজন্! ছয় গ্রামবিশিষ্ট যে রাগ, উহাতেও হালিকাকে উহার একদেশীয় অবয়বের দ্বারা গান করিতে হয়। সেই নায়ক যে হালিকের সুকুমার জাতি, উহার গায়ক মানুষও

ছালিকাগাত্রকণ্ডূয়নোদ্যতেষু
যে দেব-গন্ধর্ব-মহর্ষিমর্ত্যাঃ
নিষ্ঠাং প্রয়াস্তীত্যবগচ্ছ বৃদ্ধা
ছালিকামেবং মধুসূদনেন ॥ ৮৩

তৈর্দোহ্যমানাঃ নরদেব দত্তং
লোকং চতুর্থ্রকামায়ৈব
গন্তং প্রতিষ্ঠাময়রোপগেয়ঃ
বালা যুবানশ্চ তথৈব বৃদ্ধাঃ ॥ ৮৪

ক্রীড়ন্তি তৈস্তাঃ প্রসবোৎসবেষু
পূর্বং তু বালা সমুদাবহন্তি
বৃদ্ধাশ্চ পশ্চাৎ প্রতিনায়য়ন্তি
স্থানেষু নিত্যাঃ প্রতিমানয়ন্তি ॥ ৮৫

মর্ত্যেষু মর্ত্যান্ বদবোঽভিবীক্ষ্য
স্বকংধর্ম্যঃ সমনুস্মরন্তঃ।
পুরাতনং ধর্ম্মবিধানতজ্ঞাঃ
প্রীতিঃ প্রযাণং ন বয়ঃ প্রমাণম্ ॥ ৮৬

প্রীতিপ্রযাণানি হি সৌহৃদানি
প্রীতিং পুরস্কৃত্য হি তে দদার্হাঃ।
বৃত্তান্তকাঃ পুত্রসুখা বভূবুঃ
বিসর্জিতাঃ কেশিবিনাশনেন ॥ ৮৭

স্বর্গং গতাস্তাশ্চরসাং সমূহাঃ
কৃত্বা প্রণামং মধু-কংসশত্রোঃ।
প্রহৃষ্টরূপস্তু মুহূর্তরূপা
বভূব দৃষ্টঃ সুরলোকসঙ্ঘঃ ॥ ৮৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে বিষ্ণুপর্ব্বণি ভানুমতীহরণে
ছালিক্যক্রীড়ায়ামেকোনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৯

অতিশয় দুঃখে (অন্যান্য কষ্টের সহিতই) উহার সমাপ্তি করিতে পারে। (সুতরাং সম্পূর্ণ ছালিক্যের গান করিবার বিষয়ে আর কি বলিবার আছে ?) ৮২

নরদেব! যে সকল দেবতা, গন্ধর্ব ও মহর্ষিগণের সমুদায় আছেন, তাঁহারাই ছালিকা পাখীদের গুন গুনকে গান করিবার কলায় পারদর্শী হন। এই বিষয়কে তুমি নিজ বুদ্ধির দ্বারা চারিভাবে জানিয়া লও। এরূপ বুঝিয়াই ভগবান্ মধুসূদন সম্পূর্ণ ভগবানে অনুরক্ত করিবার ইচ্ছায় মুখ্য যাদবগণকে ছালিকা পাখীদের জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। দেবতাগণের দ্বারা পীত হইবার যোগ্য এই ছালিকা এইভাবে মনুষ্যলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বালক, যুবক ও বৃদ্ধ মহর্ষি-গন্ধর্বগণ চন্দ্রোদয় সময়ে উক্ত পাখীদের দ্বারা ক্রীড়া ও মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। প্রথমে বালকগণ এই কলাবিদ্যাকে সাদরচিত্তে গ্রহণ করিতে থাকে। তাহার পর বৃদ্ধগণও উহার প্রতি আদর ও স্নেহ দেখাইতে থাকেন।

তারপর সকল লোক সকলে সকল স্থানে ইহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৮৩-৮৫

ব্রহ্মার বিধানবিৎ অতিশয় বীর যাদবগণ নিজেদের পুরাতন বাসধর্ম্ম স্মরণ করিতে করিতে মর্ত্যলোকে মনুষ্যদিগকে যে সতত সম্মানদান করেন, উহা তাঁহারই সূচক যে, প্রেমই প্রধান ও মহত্ত্বের বস্তু; বয়সের মহত্ত্ব নহে। ৮৬

সৌহার্দ্দের মূল আধার হইল—প্রেম। অতএব এই যাদব, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় যাদবগণ পুরস্ত্রিদের সহিতও মিত্রবৎ আচরণ করিতেন। এই উৎসবের পর ভগবান্ কেশিবিনাশন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সকলকে বিদায় দান করিলেন। ৮৭

তারপর সেই সব অপ্সরাগণও মধু এবং কংসের শত্রু জ্ঞানমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করত নিজেরাও অত্যন্ত হৃষ্টে মন হইয়া স্বর্গলোকে চলিয়া যাইলেন। সেই সময় দেবসঙ্ঘের সমুদায়ও অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ৮৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে ভানুমতী-হরণপ্রসঙ্গে ছালিক্যক্রীড়া বর্ণনবিষয়ক একোনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

(নিকুম্ভের ভানুমতীর অপহরণ, অর্জুন-প্রাদ্যুম্নাদি সহ তাঁর যুদ্ধ, শোকসন্তপ্তে তাঁর পতন, ভানুমতীর মৃগয়া প্রদ্যুম্নের দ্বারকায়ামগমনম্, পুনর্নিকুম্ভের সহ যুদ্ধ, তস্যাদ্ভুতমায়ায়া বর্ণনম্, শ্রীকৃষ্ণেন নিকুম্ভস্য বিনাশশ্চ)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তেষাং ক্রীড়াপ্রসক্তানাং যদূনাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
দ্বিজযাসাদ্য দুর্বুদ্ধির্দৈবশক্রর্ত্ত্বাসদঃ ॥ ১

কন্যাং ভানুমতীং নাম ভানোর্ভূতিহতঃ নৃপ।
জহারাস্তুরধাকাঙ্ক্ষী নিকুম্ভো নাম দানবঃ ॥ ২

অন্তর্হিতো মোহয়িত্বা যদূনাং প্রমদাজনম্।
মায়াবী মায়য়া রাজন পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্ ॥ ৩

ভ্রাতৃহি যজ্ঞনাভস্য তস্য কন্যা প্রভাবতী
প্রদ্যুম্নেন হৃতা বীর বজ্রনাভস্তথা হতঃ ॥ ৪

ভানোরেব তথারণ্যে বধস্তাবসরেণ বৈ।
অন্ধাধীনে তুরাধর্ষে ছিদ্রেষ্বো দানবাধমঃ ॥ ৫

কন্যাপুরে মহানাদঃ সহসা সমুপস্থিতঃ।

তস্যাঃ ক্রিয়ন্ত্যাং কন্যায়াঃ রুদন্ত্যাঃ সমিতিঞ্জয় ॥ ৬

বসুদেবাত্মজৌ বীরৌ ধর্ষিতৌ নির্দ্ধয়াবুভৌ।
আর্ত্তনাদমুপশ্রুত্য ভানোঃ কন্যাপুরে তদা ॥ ৭

ন দৃষ্টিগোচরৌ তৌ তু বভূবাতেঽপকারিণম্।
তত্রৈব ধর্ষিতৌ যাতৌ যত্র কৃষ্ণো মহাবলঃ ॥ ৮

ক্রুদ্ধার্থঃ স্ব বিমানং তদাকাশেন ভুবার্দ্দনঃ।
পার্শ্বেন সহিতস্তাভ্যাং নারদস্তুমবিন্দতঃ ॥ ৯

বধ্যৌ ক্রমগৃহ্যেতি সন্দিশ্য মকরধ্বজম্
হৃতেতি শব্দতঃ বীরঃ সন্দিশ্যে চ কাঞ্চনম্ ॥ ১০

বজ্রঃ নগরনাম্নাঃ নিকুম্ভ বলপুঙ্গবম্
পার্থ-কৃষ্ণৌ মহ যুদ্ধায় চোদয়ন্তৌ বিনির্গতৌ ॥ ১১

প্রদ্যুম্নস্ত মহ [illegible] প্রবরো নৃপ।
নিকুম্ভস্তস্য তস্থৌ ছিদ্র মুন্মত্তকরোৎ ॥ ১২

নবতিতম অধ্যায়।

[নিকুম্ভ কর্ত্তৃক ভানুমতীর অপহরণ, অর্জুন ও প্রদ্যুম্নের সহিত তাহার যুদ্ধ, শোকসন্তপ্তে তাঁহার পতন, ভানুমতীকে লইয়া প্রদ্যুম্নের দ্বারকায় আগমন, পুনরায় নিকুম্ভের সহিত যুদ্ধ, তাহার অদ্ভুত মায়ার বর্ণন এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিকুম্ভের বিনাশ

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নৃপ জনমেজয়! যখন পুণ্যকর্ম্মা যদুবংশীগণ জলক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন, তখন সুযোগ পাইয়া দুর্দ্ধর্ষ দেবদ্রোহী দুর্মতি দানব নিকুম্ভ যেন নিজের বধের ইচ্ছাতেই ভানুনামক এক যাদবের কন্যা ভানুমতীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায় ॥ ১-২

রাজন্! অদৃষ্টরূপে অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া মায়া দ্বারা যাদবগণের স্ত্রীগণকে মোহিত করিয়া সেই মায়াবী দানব পূর্ব্ব শত্রুতার কথা স্মরণ করিতে করিতেই ভানুমতীকে অপহরণ করিয়াছিল ॥ ৩

বীর নরেন্দ্র! নিকুম্ভের ভ্রাতা যজ্ঞনাভের প্রভাবতী নামে বিবাহিতা কন্যা ছিল। প্রদ্যুম্ন তাহাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং যজ্ঞনাভকেও বধ করিয়াছিলেন ॥ ৪

সেই সময় হইতেই এই নীচ দানব সুযোগ অন্বেষণ করিতে করিতে ভানুরই উপবনে বাস করিতেছিল। ভানু কন্যাপুর বর্ত্তমান থাকিলেও সেই সময় কোনও রক্ষকের অধীনে উহা ছিল না। উঁহার এই ছিদ্র দানবরাজ জানিতে পারিয়াছিল। সেই সুযোগ নিকুম্ভ একাকী হরণ করিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছিল ॥ ৫

বৃষ্ণিবংশী নরেন্দ্র! যখন সেই ভানুকন্যার অপহরণ হইতেছিল, তখন সেই কন্যা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল এবং সহসা তখন সেই কন্যাপুরেও উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৬

ভানুর কন্যাপুরে উত্থিত আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া বীর বসুদেব ও উগ্রসেন উচ্চস্বরে করুণস্বরে করুণ আর্ত্তনাদ বিস্তার করিলেন ॥ ৭

কিন্তু যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি গোচর হইল, সেই পর্য্যন্ত তাঁহারা কোনও অপরাধীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা উভয়েই সেইভাবে করুণস্বরে করুণ সেই স্থানে যাইলেন, যেস্থানে মহাবল শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান ছিলেন ॥ ৮

তাঁহাদের নিকট হইতে ঘারকার সেই সংবাদ-শ্রবণ করিয়াই শত্রুদমনকারী শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় অর্জ্জুনের সহিত নিজের বাহন সর্পশত্রু গরুড়কে আরোহণ করিলেন ॥ ৯

তারপর বীর শ্রীকৃষ্ণ প্রদ্যুম্নকে এই আদেশ করিলেন যে, তুমি রথে আরোহণ করিয়া আমার সহিত এস এবং কন্দর্পনন্দন গরুড়কে বলিলেন,- তুমি সত্বর গমন কর ॥ ১০

যজ্ঞনাভ নগরের দিকে আগমনকারী রণদুর্ম্মদ নিকুম্ভকে শত্রুদমনকারী মহাত্মা অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ পথেই প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১১

নৃপ জনমেজয়! [illegible] মায়াবিগণের মধ্যে সেই মহাবেগবান

তান্ সর্ব্বান্ বোধয়ামাস নিকুম্ভঃ প্রহসন্নিব
বহুকল্পশতোদ্ভূতৈর্ভিন্নবাক্তিরমরোপমঃ ॥ ১৩
সন্ধ্যাবালস্য রক্তেন কক্ষাং ভানুমতীং নৃপ
দক্ষিণেনাথ হস্তেন গদয়া প্রাহরৎ পুনঃ ॥ ১৪
কক্ষার্থং ন চ কৃষ্ণো বা কামো বা নৃপসত্তম।
নির্ঘৃণঃ প্রহরন্তি স্ম নিকুম্ভে চ মহাসুরে ॥ ১৫
সমর্থাস্তে মহাত্মানঃ শক্রং হন্তুং দুরাসদাঃ।
নিশ্বসন্নুরগস্তত্র দয়াভারাবশীড়িতঃ ॥ ১৬
শ্রেষ্ঠো বলুস্বতাং পার্থঃ সর্ব্বথা কৃপণো যদি
নাস্যোষ্ট্রবিধিনা দৈত্যা শরণত্বক্ত্বা জঘান হ ॥ ১৭
তে তু বৈতণ্ডিকৈর্ব্যাধৈর্বিধিবিধান মানবান্ যুধি।
ন কক্ষাং কৃপয়া মুক্ত্বা শিক্ষিতা চ মহীপতে ॥ ১৮
ততঃ স কক্ষয়া সার্দ্ধং তৈরেবাসুরৈর্হতঃ

আসুরীমাস্থিতো মায়াং ন চ তাং বেত্তি কশ্চন ॥ ১৯
তং কৃষ্ণো রৌক্মিণেয়শ্চ পৃষ্ঠতোঽনুযযুর্যুধা।
ধারিতঃ শঙ্কুনো কৃত্বা তস্থাবথ মহাসুরঃ ॥ ২০
তং বাণৈঃ পুনরেবাথ ধীরো ভূতো ধনঞ্জয়ঃ।
বৈতণ্ডিকৈর্কর্ম্মভিঃ কক্ষাং রক্ষতাড়ৃচ্য ॥ ২১
স ইয়ং পৃথিবীং কৃৎস্নাং সপ্তদ্বীপাং মহাসুরঃ।
বজ্রাঘাতপ্রতীকাশৈ তৈর্বীরৈরবিমর্দ্দনঃ ॥ ২২
গোকর্ণস্তোপরিষ্টাত্তু পর্ব্বতস্য মহাসুরঃ।
পপাত বেলাং গঙ্গায়াঃ পুলিনে সহ কক্ষয়া ॥ ২৩
ন দেবা নাসুরাশ্চাপি লঙ্ঘয়ন্তি তপোধনাঃ।
গোকর্ণং তেজসা গুপ্তং মহাদেবস্য ভাস্বরং ॥ ২৪
এতস্মন্তরমাসাদ্য প্রদ্যুম্নঃ শৌরিবিক্রমঃ।
কক্ষাং ভানুমতীং তৈস্যো জগ্রাহ রণমূর্দ্ধনি ॥ ২৫

প্রহারত তাহার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। নিকুম্ভ এই তিনজনকে দেখিয়াই নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। ১২

তাহার পর সেবোপম বীর নিকুম্ভ বহু কষ্টকে পরিপূর্ণ তাহী দ্বারা বেন তাহা করিতে করিতে ঐ তিনের সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ১৩

নৃপ! বামহস্তে রক্তমাখা সান্ধ্যবর্ণা কক্ষাকে ধরিয়া রাখিয়া (তাহাকে ঢালের ন্যায় নিজের সম্মুখে রাখিয়া) নিকুম্ভ দক্ষিণ হস্তে বারম্বার গদার প্রহার করিতে লাগিল। ১৪

নৃপশ্রেষ্ঠ! কক্ষাকে রক্ষা করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও প্রদ্যুম্ন মহাসুর নিকুম্ভের উপর নির্দ্দয়তা সহকারে প্রহার করিতে পারিলেন না। ১৫

মহারাজ! এই তিনটি মহাবলশালী সেই শত্রু নিকুম্ভকে বধ করিতে সর্ব্বথা সমর্থ ছিলেন, কিন্তু দয়ার ভারে অবনমিত থাকায় কেবল নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ১৬

ধনুর্দ্ধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন যুদ্ধে সর্ব্বথা কুশল ছিলেন; অতএব তিনি বাঘোষ্ট্র-বিধি * অবলম্বন করিয়া নিজের বাণ-সমূহের দ্বারা সেই দৈত্যকে জর্জ্জরিত করিতে লাগিলেন। ১৭

* বাঘোষ্ট্র পদের অর্থ—সর্প ও উষ্ট্র। কোনও এক বনে এক উষ্ট্রকে অজগর সর্প বেষ্টন করিয়াছিল। ইহা দেখিয়া কোন ধনুর্দ্ধর বীর উষ্ট্রটিকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের অস্ত্রনৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে একটা বাণ প্রহার করিতে লাগিলেন, যাহাতে উষ্ট্রটি রক্ষা পায়, অথচ অজগর নিহত হয়। এইভাবে তিনি উষ্ট্রটিকে রক্ষা করিয়া অজগরকে বধ করিয়াছিলেন। ইহাই হইল,—বাঘোষ্ট্র-বিধি।

কৃপাল! এই শ্রীকৃষ্ণাদি বীরদের নিশ্চেষ্টতার কল, যুক্তি ও নিষ্কাম প্রভাবে এক এক বৈতণ্ডিক বাণসমূহের দ্বারা নানাপ্রকার ধারব-বিধকে সেই যুদ্ধে আহত করিতে ছিলেন, কিন্তু সেই কন্যাকে কোনরূপ আঘাত লাগিতে দিলেন না। ১৮

তখন নিকুম্ভ আসুরী মায়া অবলম্বন করিয়া কন্যার সহিত অন্তর্হিত হইয়া গেল। এই মায়া কোনও ব্যক্তি অথবা (শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন ও প্রদ্যুম্ন) এই তিন জনের মধ্যে কেহ জানিতেন না। ১৯

শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও প্রদ্যুম্ন এই তিনজনেই তৎক্ষণাৎ সেই দানবের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। কিন্তুপর অস্ত্রে যাইয়া মহাসুর নিকুম্ভ এক তারিত পক্ষী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ২০

তখন বীর ধনঞ্জয় পুনরায় কক্ষাকে রক্ষা করিতে বৈতণ্ডিকনামক মর্ম্মভেদী বাণসমূহে সেই দৈত্যের উপর প্রহার করিতে লাগিলেন। ২১

তখন সেই শত্রুমর্দ্দনকারী মহাসুর নিকুম্ভ সপ্তদ্বীপযুক্তা সমগ্র পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও প্রদ্যুম্ন এই তিন বীর তাহার অনুধাবন করিতে লাগিলেন। ২২

তারপর যখন মহাসুর নিকুম্ভ গোকর্ণ-পর্ব্বতের উপর হইতে নির্ঘৃত হইয়াছিল, তখন কক্ষাসহ নিকুম্ভ গঙ্গার তীরবর্ত্তী মনুষ্য-পুলিনে পতিত হইল। ২৩

হে ভারত! গোকর্ণ পর্ব্বত মহাদেবের তেজে সুরক্ষিত। ইহাকে দেবতা, অসুর এবং তপোধন মহর্ষিগণও লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারেন না। ২৪

এইরূপ এক অবসর পাইয়া শৌরিকুলবৃষভ শীঘ্র পরাক্রমশালী ধনুর্দ্ধর বীর প্রদ্যুম্ন সেই কক্ষা ভানুমতীকে ধরিয়া লইলেন। ২৫

অসুরঃ সোঽদ্দিতো রাজন্ কৃষ্ণস্তাভ্যাং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ত্যক্ত্বাথোত্তরগোকর্ণং নিকৃম্ভো দক্ষিণাং দিশম্ ॥
জগাম পৃষ্ঠতো যাতৌ কৃষ্ণৌ তার্ক্ষ্যগতৌ তদা ॥ ২৬
বিবেশ ষট্পুরং চৈব জাতীনামালয়ং তদা।
তত্র বীরৌ গুহাদ্বারি কৃষ্ণৌ রাত্রৌ তদোষতুঃ ॥ ২৭
রৌক্মিণেয়োঽপি কৃষ্ণেন সন্দিষ্টো দ্বারকাং পুরীম্।
অনয়দ্ধাসুতনয়ং প্রদ্যুম্নেনাত্মজেন চ ॥ ২৮
নরিষ্যা চাস্যৌ বীরঃ ষট্পুরঃ দানবাকুলম্।
দদর্শ চ গুহাদ্বারি কৃষ্ণৌ ভীমপরাক্রমৌ ॥ ২৯
ঊর্ধ্বতূর্যরিমাক্রম্য ষট্পুরস্য মহাবলৌ।
কৃষ্ণৌ প্রদ্যুম্নসহিতৌ নিকুম্ভবধকাঙ্ক্ষিণৌ ॥ ৩০
ততোঽনন্তরমেবাস্মাদ্ বিলাদ্বিবলসত্তরা
নির্জগাম বলী যোদ্ধুং নিকুম্ভো ভীমবিক্রমঃ ॥ ৩১
তস্য নির্গচ্ছতস্তস্মাদ্ বিলাৎ পার্থো বিশাম্পতে।

ক্রুরোষ সর্বতো বাণৈঃ শরৈর্গাণ্ডীবনিঃসৃতৈঃ ॥ ৩২
সোঽভিন্নস্তা গদাং ঘোরামুদ্যম্য বহুকণ্টকাম্।
শিরস্যভাড়য়ৎ পার্থং নিকুম্ভো বলিনাং বরঃ ॥ ৩৩
অমূর্ছয়োদ্যতো বীরঃ শিরস্যস্য মুমোহ সঃ।
গদয়াভিহতে পার্থে রক্তং বমতি মুক্তধি ॥
হসিত্বা সোঽসুরো দৃপ্তো রৌক্মিণেয়মতাড়য়ৎ ॥ ৩৪
তং প্রাদ্যুম্নমুখং বীরং মায়াবী মায়িনাং বরম্।
অমূর্ছয়োদ্যতো বীরঃ শিরস্যস্য মুনোহ সঃ ॥ ৩৫
তথাগতৌ তু দৃষ্ট্বা তৌ মুমুক্ষানৌ সুতাক্ষিতৌ।
অভিদুদ্রাব গোবিন্দো নিকুম্ভং ক্রোধমূর্ছিতঃ ॥ ৩৬
কৌমোদকীং সমুদ্যম্য গদাপূর্বোদ্যতো গদাম্।
তাবস্কোদ্ভ্রুতবাহুর্বৈ সর্জন্ত্বাবভিপেতিবান্ ॥ ৩৭
ঐরাবতস্তঃ শক্রঃ সর্বৈর্দেবগণৈঃ সহ।
দদর্শ তদ্ভয়াদ্যুদ্ধং ঘোরং দেবাসুরং তদা ॥ ৩৮

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের দ্বারা তীক্ষ্ণ বাণসমূহে পীড়িত হইয়া সেই অসুর নিকুম্ভ উত্তর গোকর্ণ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দিক্ অভিমুখে চলিয়া যাইল। গরুড়ে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনও সেই সময় তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইলেন। ২৬

নিকুম্ভ নিজের সজাতীয়গণের নিবাসস্থান ষট্পুরে যাইয়া প্রবিষ্ট হইল। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয় বীরই সেই রাত্রিতে সেস্থানে গুহার দ্বারে বসিয়া রহিলেন। ২৭

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন পরদিবসে তাঁধ্বজা তাপুত্রীকে দ্বারকাপুরীতে লইয়া যাইলেন। ২৮

কন্যাকে দ্বারকাপুরীতে লইয়া বিদ্যা বীর প্রদ্যুম্ন পুনরায় দানবসঙ্কুল পরিপূর্ণ ষট্পুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেস্থানে গুহার দ্বারে ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে দর্শন করিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। ২৯

নিকুম্ভকে বধ করিতে ইচ্ছুক সহাবল শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন প্রদ্যুম্নের সহিত ষট্পুরের দ্বার অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩০

তদনন্তর ভয়ঙ্কর পরাক্রমী ও অত্যন্ত বলশালী বলী নিকুম্ভ যুদ্ধের জন্য সেই বিল হইতে বহির্গত হইল। ৩১

প্রভাষাণ! সেই বিল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় নিকুম্ভের পশ্চাদ্দেশে অর্জুন গাণ্ডীব-ধনুনিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা চারিদিক্ বিদ্ধ অবরুদ্ধ করিয়া দিলেন। ৩২

তখন মহাবলবানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকুম্ভ নিকটে আসিয়া বহু কণ্টকে পরিপূর্ণ নিজের ভয়ানক গদা উত্তোলিত করিয়া অর্জুনের মস্তকে প্রহার করিল। ৩৩

নিকুম্ভ অসুরভাবে থাকিয়া এই আঘাত করিয়াছিল। মস্তকে গদার আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বীর অর্জুন মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। অর্জুন যখন রক্ত বমন করিতে করিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, তখন সেই দৃপ্ত ও মায়াবী অসুর হাস্য করিয়া মায়াবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নকে আঘাত করিল। প্রদ্যুম্ন পূর্বমুখ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, সেইজন্য তিনি সেই অসুরকে দেখিতে পান নাই। সেই অসুর অসুরের দ্বারা মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বীর প্রদ্যুম্নও মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। ৩৪-৩৫

গদার আঘাতে পীড়িত অচৈতন্য অবস্থায় পতিত সেই দুই বীরকে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং পদ্মের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ তখন কৌমোদকী গদা উত্তোলিত করিয়া নিকুম্ভের দিকে ধাবিত হইলেন। ৩৬!

তখন সেই দুই ঊর্ধ্ব বীর গর্জন করিতে করিতে পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। ঐরাবতে আরোহণ করিয়া ইন্দ্র সমস্ত দেবগণের সহিত আগমন করত সেই সময় দেব শ্রীকৃষ্ণ ও অসুর নিকুম্ভের সেই ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। ৩৭-৩৮

পৃষ্ট্বা দেবান্ হৃষীকেশশ্চিত্রৈর্যুদ্ধৈরনিন্দিতম্।
ইয়েষ দানবং হন্তুং দেবানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৩২
স মণ্ডলানি চিত্রাণি দর্শয়ামাস কেশবঃ।
কৌমোদকীং মহাবাহুর্গদামস্ত্রং মুহুঃ কোবিদঃ ॥ ৪০
তমৈবাসুরমুখ্যোঽপি গদয়া তং বহুকণ্টকাম্।
শিক্ষয়া ভ্রাময়ামোঽথ মণ্ডলানি চচার হ ॥ ৪১
বৃষভাবিব গর্জন্তৌ বৃংহন্তাবিব কুঞ্জরৌ।
ইবিতাস্তরমাসাদ্য ক্রুদ্ধৌ শালাবৃকাবিব ॥ ৪২
আজঘান নিকুম্ভস্তু গদয়া গরুপর্ব্বকম্
স্পষ্টাইক্ষ্টয়া বীর নাদং মুক্তাভিধারুণম্ ॥ ৪৩
তৎকালমেব কৃষ্ণোঽপি ভ্রাময়িত্বা মহাগদাম্
নিকুম্ভমূর্দ্ধনি তদা পাতয়ামাস ভারত। ৪৪
অবাইত্য মুহূর্ত্তং তু হরিঃ কৌমোদকীং গদাম্।
তস্থৌ জগদ্গুরুর্বীমানুদ্যম্য পতিতঃ ক্ষিতৌ ॥ ৪৫

দেবতাগণকে দেখিয়া শত্রুদমনকারী শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের হিতকামনায় বিচিত্র যুদ্ধের দ্বারা সেই দানবকে বধ করিবার ইচ্ছা করিলেন। ৩১

যুদ্ধে বিশেষজ্ঞ মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ নিজের কৌমোদকী গদা লইয়া বিচিত্র মণ্ডল (গদা যুদ্ধের কৌশলপূর্ণ পদ্ধতি) দেখাইতে লাগিলেন। ৪০

এইরূপ অসুরশ্রেষ্ঠ নিকুম্ভও নিজের বহুকণ্টকপূর্ণ গদাকে শিক্ষা অনুসারে ঘুরাইতে ঘুরাইতে অনেক মণ্ডল দেখাইতে লাগিল। ৪১

যেরূপ বাসিত।—মৈথুনকামিনী গাভীকে নিজেদের মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া দুইটি বৃষ বর্দ্ধন করিতে করিতে পরস্পর সম্ভর্ষে লিপ্ত হয়; যেরূপ বাসিত হস্তিনীকে প্রাপ্ত হইয়া দুইটি মত্ত হাতী গর্জ্জন করিতে করিতে যুদ্ধে আসক্ত হয় এবং দুইটি ক্ষুধা কোনও স্ত্রীমহীষের জন্য পরস্পর যুদ্ধ করে, সেইরূপ এই শ্রীকৃষ্ণ ও নিকুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৪২

বীর নিকুম্ভ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিয়া যাহাতে আটটি ধার। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, সেই গদার দ্বারা ভগবান্ গদাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণের উপর আঘাত করিল। ৪৩

হে ভারত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তৎক্ষণাৎই নিজের বিশাল গদা ঘুরাইয়া সেই সময় নিকুম্ভের মস্তকে আঘাত করিলেন। ৪৪

সেই সময় বুদ্ধিমান্ জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ মুহূর্ত্তকাল কৌমোদকী গদাকে ধরিয়া অবস্থান করিলেন। তাহার পর নিজের ইচ্ছায় বৃদ্ধিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ৪৫

হাহাকৃতং জগৎ সর্ব্বং তৎ কালমভবত্তদা
তথাগতে বাসুদেবে নরদেব মহাদ্যুতি। ৪৬
আকাশগঙ্গাতোয়েন শীতেন চ সুগন্ধিনা।
সিষেচামৃতমিশ্রেণ কৃষ্ণং দেবেশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৭
নূনমাজ্ঞেয়মিত্যুক্ত্বা চক্রে পুরোত্তমঃ
কো হি শক্তো মহাত্মানং যুদ্ধে মোহয়িতুং হরিম্ ॥ ৪৮
কৃষ্ণঃ প্রত্যাগতপ্রাণশ্চক্রমুদ্যম্য ভারত
প্রতিজিঘ্রেতি তুরাত্মানমুবাচ রিপুনাশনঃ। ৪৯
নিকুম্ভোঽপাতিমায়াবী উৎপপাত তুরাসদঃ।
শরীরং তৎ পরিত্যজ্য ন তু তং বেত্তি কেশবঃ ॥ ৫০
মুমূর্ষুস্তি মূঢ়ো যাহমিতি মত্বা জনার্দ্দনঃ
বরুরুক্ষ স্বরনাথোঽথ বীতো বীতব্রতং বিভো। ৫১
অথ প্রত্যাগতকৌন্তেয়ো যাবদ্ধতে লব্ধচেতসৌ
স্থিতৌ নারায়ণাভ্যাশে নিকুম্ভবধনিশ্চিতৌ ॥ ৫২

নরদেব! সেই সময় মহাদ্যুতি যদুসেননন্দন শ্রীকৃষ্ণের এরূপ অবস্থা হইলে পর তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ জগৎ হাহাকার পরিয়া গেল। ৪৬

স্বয়ং দেবেশ্বর ইন্দ্র অমৃতমিশ্রিত আকাশগঙ্গার শীতল ও সুগন্ধিত জলের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সিক্ত করিলেন। ৪৭

নিশ্চয়ই মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ নিজের ইচ্ছাতেই এরূপ মূর্চ্ছার অভিনয় করিয়াছিলেন; অন্যথায় যুদ্ধে সেই মহাত্মা শ্রীহরিকে কোন্ ব্যক্তি মূর্চ্ছিত করিতে পারে? ৪৮

তাহার পর সচেতন হইলে পর পরমোত্তম শ্রীকৃষ্ণ চক্র উদ্যোলিত করিয়া সেই দুরাত্মাকে বলিলেন—অরে! এখন এই চক্রের আঘাত সহ্য কর। ৪৯

তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মায়াবী দুর্দ্ধর্ষ বীর নিকুম্ভও নিজের সেই দেহ ত্যাগ করিয়া উপরের দিকে উড়িয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ তাহার এই কার্য্যকলাপকে জানিতে পারিলেন না। ৫০

প্রভো! সে মরিতে ইচ্ছা করিতেছে অথবা মরিয়া থাকিতে—এরূপ মনে করিয়া বীর-ব্রত স্মরণ করিতে করিতে বীর জনার্দ্দন তাহাকে বধ করিলেন অর্থাৎ পতিত দানবের সেই দেহের উপর নিজের অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন না। ৫১

তদনন্তর প্রদ্যুম্ন ও অর্জুন চেতনা লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমন করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইঁহারা উভয়ে তখন নিকুম্ভকে বধ করিতে নিশ্চয় করিয়াছিলেন। ৫২

প্রদ্যুম্নোঽপ্যথ মায়াবী বিদিত্বা কৃষ্ণমব্রবীৎ
নিকুম্ভস্তাত নাস্ত্যত্র গতঃ ক্বাপি পুরস্পতিঃ ॥ ৫৩
প্রদ্যুম্নেনৈবমুক্তে তু তস্যনাশ কলেবরম্।
প্রজহাসাথ ভগবানর্জুনেন সহ প্রভুঃ ॥ ৫৪
তদাঽমুতসহস্রাণি নিকুম্ভানাং জনাধিপ।
দদৃশুস্তে ততো বীরাঃ ক্ষিপ্তো দিবি চ সর্বতঃ ॥ ৫৫
সহস্রাণ্যেব কৃষ্ণস্তু তথা পার্থশ্চিচ্ছদ।
রৌক্মিণেয়ঃ তথা বীরঃ তদমুতমিবাভবৎ ॥ ৫৬
পাণ্ডবস্তু বহূঃ কেচিৎ কেচিদন্যে মহাসুরাঃ।
অন্যেঽন্য জঘ্নুরন্যাংশ্চ পাদৌ মহাসুরাঃ ॥ ৫৭
এবং প্রহায় তং বীরমমরাণামৃষভং বিভাসসি।
পার্থানামপি কোটীস্তু গৃহীতানাং তদাভবন্ ॥ ৫৮
নান্তং দদর্শ কৃষ্ণস্তু কাঙ্ক্ষিণ্ড বিপুলাঞ্জলৌ।
বিক্ষিপ্তা তৌ শরৈর্বীরৌ নিকুম্ভা পর্বতক্ষিতৌ ॥ ৫৯

একৈকস্তু দ্বিধা ছিন্নো দ্বেধা ভবতি ভারত।
দিব্যাস্ত্রানন্তরা কৃষ্ণো ভগবানদৃশ্যতাম্ ॥ ৬০
নিকুম্ভঃ তত্তথাপ্যেব দদর্শ মধুসূদনম্।
স্রষ্টারং সর্বমায়ানাং হর্তারং কাঙ্ক্ষিণস্তু চ ॥ ৬১
স চক্রেণ শিরস্তস্য চকর্ত্তাসুরসূদনঃ।
পপাতাসৌ সর্বভূতানাং কৃত্তভবাভবো হরিঃ ॥ ৬২
স মুক্তঃ কাঙ্ক্ষিণা রাজন্ছিরসি ভারত।
পপাতাসুরমুখ্যোঽথ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ॥ ৬৩
অথাকাশগতঃ পার্থঃ পতমানং বিভাবসুঃ
কৃষ্ণবাক্যেন জগ্রাহ কাঙ্ক্ষিণং বিততং মধৌ ॥ ৬৪
নিকুম্ভে পতিতে ভূমৌ সর্ব আসন্ বনৌকসঃ।
জগ্মুশ্চ দ্বারকাং দেবাঃ পার্থকৃষ্ণসমন্বিতাঃ ॥ ৬৫
সমিয়ায় পুনার্হৃষ্টঃ দ্বারকাং মুনিভিঃ বিভুঃ
নারদশ্চ মহাত্মানং দদর্শ মধুসূদনম্ ॥ ৬৬

প্রদ্যুম্নও মায়াবী ছিলেন তজ্জন্য তিনি নিকুম্ভের মায়া জানিতে পারিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—নিকুম্ভ এখানে নাই। সেই দুর্মতি কোথা ও চলিয়া গিয়াছে। ৫৩

তাহার এই কথা বলিবামাত্রই নিকুম্ভের সেই দেহ অদৃশ্য হইয়া যাইল। ইহা দেখিয়া অর্জুনের সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উচ্চহাস্যে হাস্য করিতে লাগিলেন। ৫৪

জনাধিপ! এই সময়ে সেই বীরগণ পৃথিবীতে, আকাশে এবং সর্বদিকে সহস্র অসুর (এক কোটি নিকুম্ভের দেহ দেখিতে পাইলেন। ৫৫

শত্রুদমন নরেন! তখন শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও রুক্মিণীনন্দন বীর প্রদ্যুম্নকেও সহস্র সহস্র দেখা গিয়া। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল। ৫৬

কেহ কেহ মহাসুর অর্জুনের ধনু গ্রহণ করিল, কেহ কেহ তাঁহার মুষ্টি বৃহৎ বাণসমূহ গ্রহণ করিল, অন্য মহাসুরগণ তাঁহার দুই হস্ত ধারণ করিল এবং বহু মহাসুর তাঁহার দুই পদ ধারণ করিল। ৫৭

এইভাবে বীর অর্জুনকে ধরিয়া সেই সব মহাসুরগণ আকাশে লইয়া যাইল; তারপর সেই অসুরগণের দ্বারা দৃষ্ট অর্জুনের কোটি রূপ হইয়া যাইল। ৫৮

শত্রুনাশকারী শ্রীকৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন এই দুই বীর অর্জুনরহিত হইয়া নিজেদের বাণসমূহে নিকুম্ভকে ছেদন করিলেন, তথাপি তাহার অন্ত দেখিতে পাইলেন না। ৫৯

তারপর এক এক নিকুম্ভকে দুই খণ্ড করিয়া দিলে সে এক এক খণ্ড হইতে দুই দুই রূপে উত্থিত হইল। সেই সমস্ত দিব্যাস্ত্রসমূহ সঞ্চালন শ্রীকৃষ্ণ বারবার তাহার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৬০

তখন ভগবান মধুসূদন সমস্ত মায়ার স্রষ্টা ও অর্জুনকে অপহরণকারী নিকুম্ভের যথার্থ রূপকে দেখিতে পাইলেন। ৬১

ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে উৎপাদনকারী অসুরসূদন শ্রীহরি সমস্ত প্রাণিদের সাক্ষাতেই নিজের চক্রের দ্বারা নিকুম্ভের মস্তক ছেদন করিলেন। ৬২

রাজন্! ভবতনন্দন! মস্তক ছিন্ন হইলে পর সেই অসুর-প্রধান নিকুম্ভ অর্জুনকে ত্যাগ করিয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। ৬৩

মানদ! সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় প্রদ্যুম্ন আকাশে উপস্থিত হইয়া সেখান হইতে নিপতনরত অর্জুনকে ধরিয়া ফেলিলেন। ৬৪

নিকুম্ভ ভূতলে পতিত হইলে পর অর্জুনকে আশ্বাসদান করত অর্জুন ও প্রদ্যুম্নের সহিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিলেন। ৬৫

ধর্মাত্মাবর্গী মধুকুলনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় আনন্দিত হইয়া দ্বারকায় সমাগম করিলেন এবং মহাত্মা নারদকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলেন। ৬৬

নারদোঽথ মহাতেজা ভাণ্ডুং য দৈবমব্রবীৎ
ভানো মা কাবমাগচ্ছঃ বং জ্ঞাতস্তা ভৈমনন্দন ॥৬৭
ক্রীড়ন্ত্যা রৈবতোদ্যানে দুর্বাসাঃ কোপিতোঽনয়া।
স শশাপ ততো রোষাদুনির্দ্বিতীয়ঃ ভব ॥ ৬৮
অতিক্রুরসিতৈঃ কন্যা শত্রুহন্তং গমিষ্যতি।
সুতার্থে তে ময়া সার্দ্ধং মুনিভিঃ স প্রসাদিতঃ ॥ ৬৯
বালাং ব্রতবতীং কন্যামনাগসমিমাং মুনে।
শপ্তবানসি ধর্ম্মজ্ঞ কথং ধর্ম্মভৃতাং বর।
অনুগ্রহং বিধৎস্বাত্র বধঃ বিজ্ঞঃপহ্যামহে ॥ ৭০
অস্মাভিরেবমুক্তস্তু দুর্বাসা ভৈমনন্দন
উবাচাবোক্ষুখো ভূত্বা মুহূর্তং কৃপয়ান্বিতঃ ॥ ৭১
যদবোচমহং বাক্যং তত্তথা ন তদন্যথা
ত্রিপুরঘ্নবরস্তু হি গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৭২
অনুবিতা তু ধর্ম্মেণ ভর্ত্তারমুপলপ্স্যতি
বহুপুত্রা বহুধনা সুভগা চ ভবিষ্যতি ॥ ৭৩
সুসম্মতা চ সদা কুমার্যা চ পুনঃ পুনঃ।
ন চ শোকনিমং ঘোরং ততো ধারয়িষ্যতি ॥ ৭৪
এবং ভানুমতীং বীর সহদেবায় দীয়তাম্।
শ্রদ্দধানঃ স পুরুষ ধর্ম্মশীলশ্চ পাণ্ডব ॥ ৭৫
ততো ভানুমতীং ভানুর্দদৌ মাদ্রীসুতায় বৈ।
সহদেবায় ধর্ম্মাত্মা নারদস্য বচঃ স্মরন্ ॥ ৭৬
আনীতঃ সহদেবশ্চ প্রেষিতশ্চক্রপাণিনা।
বিবাহে চ তদা বৃত্তে সভার্যঃ স পুরীং গতঃ ॥ ৭৭
ইমং কৃষ্ণস্য বিক্রান্তং যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদপি ।
বিক্রান্তঃ সর্ব্বকৃত্যেষু শ্রুতধানো নরেশ্বরঃ ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি ভানুমতীহরণে নিকুম্ভবধো নাম নবত্রিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০

তদনন্তর মহাতেজা নারদ ভানুনামক ভাতাকে বলিলেন,—ভৈমনন্দন! ভানো! তুমি অপরাধ হইয়াছ মনে মেহ করিও না, আমার কথা শ্রবণ কর। ৬৭

এই ভানুমতী কোন এক দিবস রৈবতকের উদ্যানে খেলা করিতেছিল। সেখানে এই কন্যা দুর্বাসামুনির ক্রোধ উৎপন্ন করিয়াছিল। তখন মুনি রোষবশতঃ তোমার কন্যাকে শাপদান করিয়াছিলেন। ৬৮

এই কন্যা নিজের দুর্লভ চেষ্টার দ্বারা শত্রুর হস্তে পতিত হইবে। সেই সময় আমি ও অন্যান্য মুনিগণ তোমার এই কন্যার জন্য দুর্বাসাকে প্রসন্ন করি এবং বলি—মুনে! এই বালিকা ব্রতপালনকারিণী এক কন্যা। সে আপনার কোনও অপরাধ করে নাই, তবে আপনি কেন তাকে শাপদান করিলেন? ধর্ম্মজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষে! আপনি এই কন্যার উপর অনুগ্রহ করুন। ইহার জন্য আমরা এই প্রার্থনা করিতেছি। ৬৯—৭০

ভৈমনন্দন! আমরা এইকথা বলিলে পর দুর্বাসা মুহূর্তকাল অধোমুখ হইয়া রহিলেন, তারপর কৃপাপূর্ব্বক বলিলেন। ৭১

মহর্ষিগণ! আমি যে কথা বলিয়াছি, তাহা সেইরূপই হইবে, তাহাকে কেহই অন্যথা করিতে পারিবে না। এই কন্যা অবশ্যই শত্রুর হস্তে পতিত হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই; কিন্তু ইহাও নিশ্চিত হয়, সে দুর্দ্ধিত হইবে না এবং ধর্ম্মানুসারে পতিকে লাভ করিবে। ইহার বহু পুত্র হইবে। এই কন্যা বহুধন-সম্পন্না ও সৌভাগ্যবতী হইবে। ৭২-৭৩

ইহার দেহের গন্ধ সদা সুন্দর পূর্ব্ব থাকিবে। এই কন্যা পতি-সমাগমের পর বারংবার কুমারী হইয়া থাকিবে। এই কন্যাই কন্যা নিজের অপহরণজনিত ঘোর শোক স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিবে না। ৭৪

বীর ভানো! তুমি আমার কথা মানিয়া ভানুমতীকে সহদেবের সহিত বিবাহ দাও, কারণ সাধুপুত্র সহদেব শ্রদ্ধালু, পুরুষবীর ও ধর্ম্মশীল। ৭৫

তদনন্তর নারদের বাক্য স্মরণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা ভানু নিজের কন্যা ভানুমতীকে মাদ্রীনন্দন সহদেবের হস্তে প্রদান করিলেন। ৭৬

চক্রপাণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহদেবকে আনাইলেন এবং সেই সময় বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে পর তাহাকে পত্নীর সহিত পাঠাইয়া দিলেন। সহদেবও নিজ পুরীতে গমন করিলেন। ৭৭

যে মানব শ্রদ্ধাসহকারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বিক্রমবর্ণনা পাঠ করিবে বা শ্রবণ করিবে, সেই মানব সকল কার্য্যেই বিজয় প্রাপ্ত হইবে। ৭৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে ভানুমতীহরণপ্রসঙ্গে নিকুম্ভবধনামক নবনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মনাভস্য তপস্যা, বরপ্রাপ্তিশ্চ, তস্য ত্রিভুবনজয়োদ্যোগঃ, ইন্দ্র-কৃষ্ণয়োঃ যুদ্ধারম্ভঃ, ভগবন্নামকায় নটায় মুনীনাং বরদানম্, ইন্দ্রেণ কর্ত্তব্যমুপদিশ্য হংসানাং ব্রহ্মনাভপুরে প্রেরণঞ্চ]

জনমেজয় উবাচ।

তাসুমত্যাপহরণং বিজয়ং কেশবস্য চ।
হালিক্যানয়নঞ্চৈব দেবলোকাদ্ভগোর্মুনে। ১

ক্রীড়াঞ্চ সাগরে দিব্যাং বৃষ্ণীনামতিতেজসাম্
অন্যেষাং পরমাশ্চর্য্যাং মুনে বর্ম্মভৃতাং বর। ২

ব্রহ্মনাভবধো যুদ্ধে নিকৃত্তবধকীর্ত্তনে।
তদ্বে কৌতূহলং শ্রোতুং প্রসাদাদ্ভবতো মুনে। ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

হন্ত তে বর্ত্তয়িষ্যামি ব্রহ্মনাভবধং নৃপ
বিজয়ং চৈব কামস্য সত্যস্যৈব চ ভারত। ৪

মেরোঃ সানৌ নরপতে তপশ্চক্রে মহাদ্যুতিঃ।
ব্রহ্মনাভ ইতি খ্যাতো নিশ্চিতঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। ৫

তস্য তুষ্টো মহাতেজা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস তপসা পরিতোষিতঃ। ৬

একনবতিতম অধ্যায়।

[ব্রহ্মনাভের তপস্যা ও বরপ্রাপ্তি, তাঁহার ত্রিভুবন জয়ের জন্য উদ্যোগ, ইন্দ্র-শ্রীকৃষ্ণের বাদ্বিবাদ, ভগবন্নামক নটকে মুনিগণের বরদান, ইন্দ্র কর্ত্তৃক অবশ্যক কর্ত্তব্য বলিয়া হংসগণকে ব্রহ্মনাভপুরে প্রেরণ।]

জনমেজয় বলিলেন—হে ব্রাহ্মিকপুত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহামুনে! তাসুমতীর অপহরণ, শ্রীকৃষ্ণের বিজয়, দেবলোক হইতে হালিক্যা গাভীর আনয়ন এবং অন্যান্য তেজস্বী বৃষ্ণিবংশীয়গণের সমক্ষে দিব্য ক্রীড়া —এই সমস্ত বিষয় আশ্চর্য্যজনক বর্ণনা আমি শুনিয়াছি। ১-২

হে মুনে! নিকৃত্ত-ববধবর্ণনার সময় আপনি ব্রহ্মনাভের বধের কথা বলিয়াছেন, আপনার অনুগ্রহে তাহা শুনিতে আমার কৌতূহল হইতেছে। ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে নরেশ্বর! ভরতসত্তম! আমি প্রসন্নতাপূর্ব্বক তোমাকে ব্রহ্মনাভের বধ বৃত্তান্ত বলিব এবং প্রদ্যুম্ন ও সাম্বের বিজয়লাভের বর্ণনাও করিব। ৪

হে নরেন্দ্র! ব্রহ্মনাভ নামে বিখ্যাত মহাসুর নিশ্চয়ই মেরুতে তপস্যা করিত। এক সময় সে মেরুপর্ব্বতের শিখরে এক কঠিন তপস্যা করিয়াছিল। ৫

তাহার তপস্যায় মহাতেজস্বী লোকপিতামহ ব্রহ্মা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ৬

তখন সেই দানবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাদেবের অমৃত হইবার জন্য বর চাহিল এবং একই সাথে তিনি নিজনির্ম্মিত এক সুন্দর যজ্ঞপুরনামক নগর প্রার্থনা করিল। ৭

হে ভারত! ঐ নগরে দানবও যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিতে পারিত না। হে নরেশ্বর! চিন্তা না করিয়াও সেখানে সকল মনোবাঞ্ছিত ভোগাবস্তু পাওয়া যাইত। ৮

হে জনমেজয়! সেই অপ্রমেয় নগরের চতুর্দ্দিকে খাণ্ডবনগরের ন্যায় ন্যায় উচ্চ পরিখা থাকিত এবং যাহার চতুর্দ্দিক জল দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ৯

হে ভারত! বর প্রদানের ফলে সেই নগর সেইরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এই বহুপুর নগরে মহাসুর ব্রহ্মনাভ বাস করিত। ১০

হে রাজন্! বরপ্রাপ্ত ব্রহ্মনাভকে সর্ব্ব দিক্ জিয়া বেষ্টন করিয়া কোটি কোটি দেবদ্রোহী অসুর হৃষ্ট, পুষ্ট এবং আনন্দিত হইয়া যজ্ঞপুরে এবং তাহার খাণ্ডব নগরের ন্যায় ন্যায় উদ্যানে বাস করিতে লাগিল। ১১-১২

নিজের ও নিজ নগরের ব্যাপারে প্রাপ্ত বরদানের দ্বারা

মহেন্দ্রমব্রবীদ্গত্বা দেবলোকং দিবাস্পতে।
অহমীশিতুমিচ্ছামি ত্রৈলোক্যং পাকশাসন ॥ ১৪
অথবা যে প্রহৃষ্টস্য যুদ্ধং দেবগণেশ্বর।
সামান্যং হি জগৎ কৃৎস্নং কাশ্যপানাং মহাত্মনাম্ ॥ ১৫
স বৃহস্পতিনা সার্দ্ধং মন্ত্রয়িত্বা মহেশ্বরঃ।
যজ্ঞনাভং সুরশ্রেষ্ঠঃ প্রোবাচ কুরুনন্দন ॥ ১৬
সত্রেষু দীক্ষিতঃ সৌম্য কশ্যপো নঃ পিতা মুনিঃ
তস্মিন্ বৃত্তে যথা ন্যায্যং তথা স হি করিষ্যতি ॥ ১৭
তত্তঃস পিতরং গত্বা কশ্যপং দানবোঽব্রবীৎ।
যথোক্তং দেবরাজেন তমুবাচাথ কশ্যপঃ ॥ ১৮
সত্রে বৃত্তে করিষ্যামি যথা ন্যায্যং ভবিষ্যতি
ত্বং তু যজ্ঞপুরে পুত্র বস গুপ্তঃ সমাহিতঃ ॥ ১৯
এবমুক্তে যজ্ঞনাভঃ স্বমেব নগরং গতঃ।
মহেন্দ্রোঽপি যযৌ দেবো দ্বারকাং দ্বারবালিনীম্ ॥ ২০

পণ্ডিত হইয়া ইক্ষ্বাকু যজ্ঞনাভ সমস্ত জগতকে কষ্ট দিতে উদ্যত হইল। ১৩

হে প্রভানাথ! একদিন যজ্ঞন ও দেবলোকে যাইয়া ইন্দ্রকে বলিল—হে পাকশাসন! আমি ত্রিলোককে শাসন করিতে ইচ্ছা করি। ১৪

হে দেবগণেশ্বর! আমার ভয় দেবলোক সৃষ্ট কর। অথবা আমাকে যুদ্ধ প্রদান কর। কারণ, সমস্ত জগতে মহাত্মা কশ্যপপুত্রগণের সমান অধিকার আছে। ১৫

হে কুরুনন্দন। তখন সুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র বৃহস্পতির সহিত মন্ত্রণা করিয়া যজ্ঞনাভকে বলিলেন। ১৬

হে সৌম্য! আমাদের সকলের পিতা কশ্যপমুনি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন। তাঁহার ঐ যজ্ঞ পূর্ব হইলে যাহা উচিত বুঝিবেন, তিনি তাহাই আমাদের জন্য নির্ণয় করিয়া দিবেন। ১৭

তখন সেই দানব নিজ পিতা কশ্যপের নিকট যাইয়া দেবরাজ ইন্দ্র যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তৎ সমস্তই বলিল। তাহার কথা শুনিয়া কশ্যপ মুনি বলিলেন। ১৮

হে! যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে যাহা উচিত হইবে তাহাই করিব, অতএব এখন তুমি যজ্ঞপুরে যাইয়া সাবধানে অবস্থান কর। ১৯

পিতা এইরূপ বলিলে যজ্ঞনাভ নিজ নগরে চলিয়া গেল। মহেন্দ্রও সুযশ দ্বারকাপুরীতে চলিয়া গেলেন। ২০

সেখানে গমন করত অদৃশ্য থাকিয়া ইন্দ্রদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যজ্ঞনাভের সমস্ত কথা বলিয়া শুনাইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন। ২১

হে দেব! হে বাসব! আমার পিতার অমঙ্গলনাশক মহান্ যজ্ঞ উপস্থিত হইয়াছে। তাহা সাঙ্গ হইলে আমি যজ্ঞনাভকে অবশ্যই বিনষ্ট করিব। ২২

হে সম্পূর্ণকামদের আত্মজাত প্রদ্যুম্ন! আমরা দুইজনে ঐ নগরে প্রবেশের উপায় স্থির করিব, কারণ, যজ্ঞনাভের ইচ্ছা ব্যতিরেকে সেখানে বায়ুও প্রবেশ করিতে পারে না। ২৩

তারপর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সৎকৃত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র চলিয়া গেলেন। হে ভারত! বসুদেবের অশ্বমেধযজ্ঞ প্রারম্ভির সময় আসিলে (দেবরাজ ইন্দ্রও পুনরায় সেখানে আসিলেন)। ২৪

সেই যজ্ঞ চলিতে থাকিলে সুরশ্রেষ্ঠ বীর দেবরাজ-বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে যজ্ঞপুরে প্রবেশ করিবার জন্য কোন উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। ২৫

সেই যজ্ঞে অমানামানামক এক নষ্ট উত্তম সাঙ্গের দ্বারা মহর্ষিগণকে সন্তুষ্ট করিলেন। ২৬

তখন সেই মুনিশ্রেষ্ঠগণ তাঁহাকে আপন বোধ বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন দেবেশ এবং শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতানুসারে সরস্বতী কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞে প্রবেশ পূর্বক মুনি-

দেবেন্দ্র-কৃতসঙ্কল্পস্তদা তস্যাঃ প্রচোদিতঃ।
প্রণিপত্য মুনিশ্রেষ্ঠানব্রবীদে সমাগতান্ ॥ ১৮

নষ্ট উবাচ।

ভোজ্যো দ্বিজানাং সর্বেষাং ভবেয়ং মুনিসত্তমাঃ।
সপ্তদ্বীপাঞ্চ পৃথিবীং বিচরেয়মিমামহম্ ॥ ১৯
প্রসিদ্ধাকাশগমনঃ শক্তবংশ্চ বিশেষতঃ।
অবধ্যঃ সর্বভূতানাং স্যাবরা যে চ জঙ্গমাঃ ॥ ২০
যস্য যস্য চ বেগেন প্রবিশেয়মহং খলু।
মৃতস্য জীবতো বাপি ভাবয়োরুৎপাদিতস্য বা ৩১
সতূর্য্যাস্তাদ্গণঃ স্যাৎ বৈ তদারোগাবিবর্জিতঃ।
তুষ্টেষ্বৃত্বিজো নিত্যমস্তে চ মম সর্বদা ॥ ৩২
এবমস্ত্বিতি সম্প্রোক্তে ব্রাহ্মণৈর্নষ্টসংজ্ঞিতে নষ্টঃ।
সপ্তদ্বীপাং বসুমতীং পর্যটিতুমারোপনঃ ॥ ৩৩
পুরাণি দানবেন্দ্রাণামুদ্বসাংশ্চ কৃতাস্ত্রধা
তত্রাধ্যান্ কেতুমালাংশ্চ কালমুখানেব চ ॥ ৩৪

বরমস্মকে প্রদান করিয়া দেবেন্দ্রগণ তত্রত্যলোক নষ্ট এই প্রকার বর প্রার্থনা করিলেন। ৭-২৯

নষ্ট বলিলেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি সমস্ত দ্বিজগণের যেন ভোজনীয় হই অর্থাৎ সমস্ত ব্রাহ্মণগণ যেন আমাকে সাদরে অন্ন ভোজন করান; সপ্ত দ্বীপ যুক্ত এই সমস্ত পৃথিবীর উপর আমি যেন বিচরণ করিতে পারি, আকাশে গমন করিবার উৎকৃষ্ট শক্তি যেন প্রাপ্ত হই এবং আমি বিশেষ শক্তিশালী থাকিয়া স্থাবর ও জঙ্গম সকল প্রাণীরই যেন অবধ্য হই। ২৯-৩০

মৃত, জীবিত অথবা ভবিষ্যতে উৎপন্ন লোকের নিমিত্ত আমি যে যে বেগে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিব, আমি যেন ধ্বজ-সহিত ঠিক সেইভাবে সেস্থানে প্রবেশ করিতে পারি। জরা ও রোগ যেন আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে এবং আমি ও মুনিগণ এবং অন্য সকলে যেন সর্বদা আমার উপর সন্তুষ্ট থাকেন ৩১-৩২

হে নরেশ্বর। তখন ব্রাহ্মণগণ 'এইরূপই হউক' বলিয়া নষ্টকে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন। তখন হইতে সেই দেব-সদৃশ শক্তিশালী নষ্ট সপ্তদ্বীপবিশিষ্ট পৃথিবীর উপর বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৩

তিনি দানবেন্দ্রগণের নগর ও উত্তর কুরু ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল তথা কালার দ্বীপে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৩৪

সেই বর প্রাপ্ত হইয়া লোকনীয় নষ্ট সকল পর্বতকালীনই

পর্ব্বণীমু তু সর্ব্বাসু দ্বারকাং বৃষ্ণিসত্তমাম্।
আয়াতি বরদস্তং স লোকবীরো মহানটঃ ॥ ৩৫
ততো হংসান্ দার্ভরাষ্ট্রান্ দেবলোকনিবাসিনঃ।
উবাচ ভগবান্ শক্রঃ সাত্বয়িত্বা শুরেশ্বরঃ ॥ ৩৬
ভবদ্ভো ভ্রাতরোঽস্মাকং কাঙ্ক্ষিণা দেবপক্ষিণঃ।
বিমানবাহা দেবানাং যুক্তাস্তানাং স্থৈর্য চ ৩৭
দেবানামস্তি কর্ত্তব্যং কার্য্যং শক্রদয়াবিতম্।
তৎ কর্ত্তব্যং ন সন্দেহ স্তেষ্ববো বং কথঞ্চন ॥৩৮
ন কুর্মস্তত্র দেবস্যাজ্ঞাবৃদ্ধেঃ বস্তু পতেদপি
সর্বকর্ত্রা প্রতিষিদ্ধং যো গমনং হ্যমস্তমম্ ॥ ৩৯
গত্বা প্রবেশমুদ্বেশ্য বরমন্তঃপুরোত্তমম্
ইতোঽস্মঃপুরবাসীনি চরন্তমুচিতং হি বঃ ॥ ৪০
তস্কান্তি কশ্চাত্র হি বৈলোক্যান্তিশয়ঃ কুরুম্।
নষ্টা প্রভাবতী নাম চক্ষুষ্টেব প্রভাবতী ॥ ৪১

যাদবগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ দ্বারকাপুরীতে যাত্রারম্ভ করিতে লাগিলেন। ৩৫

তদনন্তর মহাত্মা বৃহদশ্ব ও কপঞ্জল বলিল, সেই দেবলোকে বাসকারী হংসগণকে দেবরাজ ইন্দ্র সান্ত্বনা দান পূর্বক বলিলেন। ৩৬

হে হংসগণ! তোমরা লোকপিত কপঞ্জলের সন্ততি বলিয়া আমাদের ভ্রাতা, দেবপক্ষী তথা দেবতাদের এবং পুণ্যাত্মাদের বিমানবাহক। ৩৭

দেবতাদের সম্মুখে এমন শক্রসম্বন্ধীয় কার্য্য উপস্থিত, যাহা আমাদের সকলের পক্ষে নিতা প্রয়োজনীয় কর্তব্য। ঐ কর্তব্য তোমরা সম্পাদন কর এবং এই গুপ্ত রহস্য কোনক্রমেই প্রকাশ করিবে না। ৩৮

দেবতাদের এই আজ্ঞা পালন না করিলে তোমাদের উপর ভয়ানক দণ্ড বা শাস্তি বিধান করা হইবে। শ্রেষ্ঠ বরদগণ! তোমাদের প্রতি সর্বত্রই অপ্রতিহত। ৩৯

যদুনাথের শ্রেষ্ঠ নগরে প্রবেশ করা অন্যের পক্ষে অসম্ভব। তোমরা সেখানে যাইও। অন্তঃপুরস্থিত বাসীদমূহের বা সরোবর-সমূহের মধ্যে বিচরণ কর; কারণ, এই কার্য্য তোমাদের পক্ষে যোগ্য। ৪০

যদুনাথের রত্নভাণ্ডার এক কন্যা আছে, সে ত্রিলোকের মধ্যে অতিশয় সুন্দরী। তাহার নাম প্রভাবতী। সে এমনই প্রতীত হয় যে, চক্ষুর প্রভাই তাহার রূপ সৃষ্টি করিয়া থাকে। ৪১

বরদানেন সা লব্ধা মাত্রা কিল বরাননা
হৈমবত্যা মহাদেব্যাঃ সকাশাদিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৪২
স্বয়ংবরা চ সা কন্যা বহুভিঃ স্থাপিতা সতী।
আক্ষেপ্তা পতিঃ হ্যস্যা বরয়িষ্যতি শোভনা ॥ ৪৩
তদ্ববধিগুণা বাচ্যাঃ প্রদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ।
সদৃতৃতাঃ কুলস্যাপি শীলস্য বয়সস্তথা ॥৪৪
ত্বয়া সা রক্ষিতব্যা চ বল্গনাভসুতা সতী।
তস্যাঃ সকাশাৎ সন্দেশো নয়িতব্যঃ সমাধিনা ॥ ৪৫
প্রত্যাগন্তব্যং পুনস্তস্মাদানয়ঞ্চ ত্বমেব চ।
ঘটয়ন্ত্যা প্রাগুকালঞ্চ সাধিতেয়ঃ ক্রিয়া মম ॥ ৪৬
নেত্রবক্ত্রপ্রসাদঞ্চ কর্তব্যস্তত্র সর্বথা ॥ ৪৭
তথা তথা গুণা বাচ্যাঃ প্রদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ
যথা যথা প্রভাবজ্ঞা মনস্তত্র ত্বয়ে স্থিতম্ ॥ ৪৮
বৃত্তান্তকাদ্যুপরিকঃ প্রদেয়ো মম সর্বথা

দ্বারবত্যাঞ্চ কৃষ্ণস্য ভ্রাতুর্মম যবীয়সঃ ॥ ৪৯
তাবদ্ যত্নশ্চ কর্তব্যঃ প্রদ্যুম্নো যাবদাগতঃ
পর্যায়বর্তৈর্ব্বরাতোরাঃ যজ্ঞনাভসুতাঃ বিভূঃ ॥ ৫০
অবধ্যান্তে তু দেবানাং ব্রহ্মণো বরদর্পিতাঃ
দেবপুত্রৈর্হি হন্তব্যাঃ প্রদ্যুম্নপ্রমুখৈর্যুধি ॥ ৫১
নাটো হন্তব্যস্তস্য বেশনাস্তাং যাদবাঃ
প্রদ্যুম্নাদ্যা গমিষ্যন্তি বল্গনাভবিনাশনাঃ ॥ ৫২
এতচ্চ সর্বং কর্তব্যমস্মচ্চ সর্বমেব হি।
প্রাগুকালং বিধাতব্যমস্মাকং প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৫৩
প্রবেশস্তত্র দেবানাং নাস্তি তস্মাৎ কথঞ্চন।
বল্গনাভেপিতে তত্র প্রদেশে খলু সর্বথা ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
বল্গনাভবধে একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯১

তাহার মাতা বিরিঞ্চি কিংবদন্তের কন্যা মহাদেবী উমার বরদানের প্রভাবে এই মন্ত্রক দুর্ধর্ষিণীকে প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, এইরূপই আমরা শুনিয়াছি ॥৩১

হে হংসেশ্বর! নিজ বন্ধু-বান্ধবের দ্বারা সুরক্ষিতা হইয়া এই সুন্দরী প্রভাবতী ঘরে-বরে হইয়া নিজ ইচ্ছার পতিকে বরণ করিবে ॥ ৩৩

অতএব তোমরা প্রভাবতীর সম্মুখে মহাত্মা প্রদ্যুম্নের উত্তম কুল, সুন্দর রূপ, সৎ শৌর্য-স্বভাব এবং নবীন বয়স প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গুণের বর্ণনা করিবে ॥ ৪৪

যজ্ঞনাভের সেই সতী-সাধ্বী কন্যা যখন প্রদ্যুম্নের প্রতি আকৃষ্ট হইবে, তখন একান্তচিত্ত হইয়া তোমার তাহার সংবাদ প্রদ্যুম্নের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে; পুনরায় তাহার নিকট হইতে তোমরা উহার উত্তর লইয়া আসিবে এবং নিজ বুদ্ধিতে চিন্তা করিয়া অবসর অনুযায়ী কার্য করিয়া আমার প্রিয়সাধন করিবে ॥ ৪৫-৪৮

তোমরা সেখানে নিজ নিজ বেশ ও রূপের দ্বারা সকল প্রকার প্রচ্ছন্নতা প্রকটিত করিতে চাহিবে। মহাত্মা প্রদ্যুম্নের গুণাবলী এমনভাবে কীর্তন করিবে, যাহাতে প্রভাবতীর মন তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে অনুরক্ত হইয়া যায় ॥ ৪৯-৫০

এই সকল বৃত্তান্ত তোমরা প্রতিদিন আমাকে এবং শ্রীকৃষ্ণের আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণকে বলিবে ॥ ৪৯

যতদিন আততায়ী বৈরোচনী প্রদ্যুম্ন বজ্রনাভের সুন্দরী কন্যা প্রভাবতীকে গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া না আসিবে, ততদিন তোমাদের প্রবন্ধ চালু রাখিতে হইবে ॥ ৫০

ব্রহ্মার বরে গর্বিত হইয়া বজ্রনাভ প্রভৃতি দৈত্যগণ দেবতাদের নিকট অবধ্য হইয়াছে। এই যুদ্ধে প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি দেবকুমারগণের দ্বারা তাহারা নিহত হইবে ॥ ৫১

মুনিগণের নিকট হইতে বরদানপ্রাপ্ত যে ভল্লনামক নট আছে, তাহার বেলাবারণ পূর্বক প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যাদবগণ বজ্রনাভকে বিনাশ করিতে ঐ নগরে যাইবে ॥ ৫২

এই সমস্ত কর্তব্য ও অবশ্যকরণীয় প্রাগুক্ত কর্তব্যও তোমরা সকলে আমার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সম্পূর্ণরূপে পালন করিবে ॥৫৩

হে হংসেশ্বর! সেখানে বজ্রনাভের অভীষ্ট প্রদেশে দেবতাগণও কোনও প্রকারে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন না; ইহাই সর্বথা নিশ্চিত ॥ ৫৪

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে বজ্রনাভবধ-বিষয়ক একনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[হংসানাং বঙ্গপুরে নিবাসঃ, হংস্যা প্রদ্যুম্নং প্রতি প্রভাবত্যা অনুরাগনিবেদনম্, প্রদ্যুম্নং প্রাপয়িতুং হংসীং প্রতি প্রভাবত্যা অনুরোধঃ, হংসী-বঙ্গনাভয়োরালাপঃ, হংসানাং মুখতঃ সর্বং সংশ্রুত্য প্রাপ্তা শ্রীকৃষ্ণেন প্রদ্যুম্নাদি-যাদবানাং নটবেশেন বঙ্গপুরে প্রেরণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তে বাসবসুতঃ শ্রুত্বা হংসা বঙ্গপুরং যযুঃ।
পূর্ব্যোচিতং হি গমনং তেষাং তত্র জনাধিপ ॥ ১
তে দীর্ঘিকাসু রম্যাসু নিপেতুর্নীরপক্ষিণঃ।
পদ্মোৎপলৈরাবৃতাসু কাঞ্চনৈঃ স্পর্শনঞ্চকৈঃ ॥ ২
তে বৈ নদন্তো মধুরং সংস্কৃতাপূর্বভাষিণঃ।
পূর্বমপ্যাগতাস্তত্র বিস্ময়ং জনয়ন্তি হি ॥ ৩
অন্তঃপুরোপগোষ্যাস্তু চেরুর্হংসীষু তে নৃপ
দৃষ্ট্বাস্তে বঙ্গনাস্তত্র ত্রিবিষ্টপনিবাসিনঃ ॥ ৪
আলপন্তঃ সুমধুরং হার্তরাষ্ট্রীঃ কুনেশ্বর
স তাসুবাচ দৈত্যেহো হার্তরাষ্ট্রীনিদং বচঃ ॥ ৫
ত্রিবিষ্টপে নিত্যরতা ভবন্তশ্চারুভাষিণঃ
যদৈবেহোৎসবোঽস্মাকং ভবদ্ভিরবগম্যতে ॥ ৬
আগন্তব্যং তদাস্মাকং ভবতাং ভবনং মুহুঃ।
বিস্রব্ধং প্রবেষ্টব্যং ত্রিবিষ্টপনিবাসিভিঃ ॥ ৭
তে তথোক্তাঃ শকুনয়ো বঙ্গনাভিস্তু তারত।
তথেত্যুক্ত্বা তি বিবিশুর্ভবনেষ্বঙ্গনিবেশনম্ ॥ ৮
চক্রুঃ পরিচয়ং তে চ দেবকার্য্যাবশেষয়া।
মানুষ্যালাপিনস্তে তু কথাশ্চক্রুঃ পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৯
যথাবদ্ধাঃ কথাশ্রাব্যাঃ সর্বকল্যাণভাগিনীঃ।
স্ত্রিয়ো রেমুর্বিদগ্ধাস্তা শ্রুত্বা সঙ্গতাঃ কথাঃ ॥ ১০
বিচরন্তস্ততো হংসা দদৃশুশ্চারুহাসিনীম্।
প্রভাবতীং বরারোহাং বঙ্গনাভিঃ সুতাং তদা ॥ ১১
হংসাঃ পরিচিতাঃ চক্রুস্তাস্তচ্চারুহাসিনীম্।
সখীঃ শুচিস্মিতীং চক্রুর্হংসীং সংশ্রুত্য তদা ॥ ১২

হে হংসগণ! তোমরা যখন যে সকল বিদ্বজ্জনের স্থানে এবং মনোহর মধুর কথা বলিয়া থাক। যখন আমার গৃহে উৎসব হইতেছে এবং তোমরা তাহা জানিয়াছ, তখন তোমরা অবশ্যই আমার গৃহে আসিবে। ইহা তোমাদের নিজের গৃহেরই তুল্য। দুর্গবাসী হংসগণ এখানে নির্ভয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে। ৬-৭

হে ভারত! বঙ্গনাদের এই কথা শুনিয়া সেই পক্ষিগণ 'তথাস্তু' বলিয়া তাহার কথা মানিয়া লইল এবং সেই দানবরাজের মন্দিরে প্রবেশ করিল। ৮

তাহারা বেদকার্য্য সিদ্ধি করিবার ইচ্ছায় সেখানে সকলের সহিত পরিচয় করিল। তাহারা মনুষ্য ভাষায় কথা বলিতে লাগিল এবং নানাভাবে মধুর কথা কহিতে লাগিল। ৯

সমস্ত কল্যাণময় পদার্থের উপভোগকারী কলহংসসদৃশ দানবগণের স্ত্রীগণ নিজ নিজ বংশসম্ভূত সুসঙ্গত কথা শুনিয়া তাহাদের প্রতি বিশেষরূপে অনুরক্ত হইল। ১০

তদনন্তর সেই হংসগণ সেখানে বিচরণ করিতে করিতে বঙ্গনাদের মনোহর মৃদুহাসিনী সুন্দরী কন্যা প্রভাবতীকে দেখিতে পাইল। ১১

তখন সেই হংসগণ সেই চারুহাসিনী রাজকুমারীর সহিত পরিচয় করিল। রাজকুমারী প্রভাবতীও তখন শুচিস্মিতা নাম্নী হংসীর সহিত সখিত্ব স্থাপন করিল। ১২

সা ত্বাং কদাচিৎ পশ্যন্তু বস্ত্রনাভসুতাং সখীম্
বিভ্রন্তিতাং পৃথক্‌পৃষ্টৈস্ত্রাম্বকানকশৈর্ভরম্ ॥ ১৩
ত্রৈলোক্যসুন্দরী বেদি তাবদ্‌ হি প্রভাবতি।
রূপশীলগুণৈর্দেবি কিন্তিরা বক্তুমুৎসহে ॥ ১৪
ব্যক্তিরাদতি তে তীরু যৌবনং চারুহাসিনি।
যদ্যতীতা পুনর্বেতি স্রোতঃ ইবাম্ভসঃ ॥ ১৫
কামোপভোগসুখমা হি রতির্দেবি ন বিদ্যতে।
স্ত্রীণাং জগতি কল্যাণি সত্যমেতদ্‌ ব্রবীমি তে ॥ ১৬
স্বয়ম্বরে চ ন্যস্তা ত্বং পিত্রা সর্বাঙ্গশোভনে।
ন চ কাংশ্চিদ্‌ বরয়সে দেবাসুরকুলোদ্ভবান্ ॥ ১৭
ব্রীড়িতা যাস্তি সুশ্রোণি প্রত্যাখ্যাতস্বয়া শুভে
রূপশৌর্য্যগুণৈর্যুক্তান্ সদৃশাংস্ত্বং কুলস্য হি ॥ ১৮
আগতায়েহ্নসে দেবি সদৃশান কুলরূপয়োঃ
ইত্যৈস্যন্তি কিমর্থং ত্বাং প্রচ্ছাহ্নো কস্যচিৎসুতঃ ॥ ১৯
ত্রৈলোক্যো যস্য রূপেণ সদৃশো ন কুলেন বা।
গুণৈর্বা চারুসর্বাঙ্গি শৌর্য্যেণাপাতি বা শুভে ॥ ২০
দেবেষু দেবঃ সুশ্রোণি দানবেষু চ দানবঃ।
মানুষেষ্বপি ধর্ম্মাত্মা মনুস্তুঃ স মহাবলঃ ॥ ২১
যঃ সদা দেবি দৃষ্টা হি প্রবর্ত্তি ভুবনানি হি।
অশীনাদীব হেনুনা স্রোতাংসি সরিতামিব ॥ ২২
ন পূর্ণচন্দ্রে মুখং নয়নে বা কুলেক্ষণে।
উৎসঙ্গে নোপমাস্তুং হি মৃগেক্ষণাথ বা গতিম্ ॥ ২৩
জগতঃ সারভূতা পুত্রং স বিন্দতে শুভে
কৃতানঙ্গং যদে সাঙ্গং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ২৪
স্তুতেন পুত্ররো বাল্যে যেন পাপো নিবর্হিতঃ
মাহাত্ম্যং সর্বতঃ সম্প্রাপ্তো ন চ শীলং বিনাশিতম্ ॥ ২৫
যান যান গুণান পুণ্যশ্লোকে মনসা কল্পয়িষ্যসি
এষ্যাস্ত্রিষু লোকেষু প্রভূতা সর্ব্ব এব তে ॥ ২৬
রুচা বহ্নিপ্রতীকাশঃ ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ।

কোন এক দিন তত্ত্বদর্শী সুন্দর মনোহরকর বহু কথা শুনাইয়া আপন শ্রেষ্ঠ সখী বহুন তত্ত্বদর্শী প্রভাবতীর মনে পূর্ব বিশ্বাস স্থাপন করিল। তাহাদের তাহাকে কিভাবে করিল ॥ ১৩

হে প্রভাবতি! আমি তোমাকে ত্রিভুবনের সুন্দরীগণের মধ্যে অতিশ্রেষ্ঠা বলিয়া মনে করি। হে দেবি! তুমি রূপ, শীল ও গুণে শ্রেষ্ঠ এইরূপ আমি তোমাকে কিছু বলিতে চাহিতেছি ॥ ১৪

হে তীরু, চারুহাসিনি! তোমার যৌবন যাহা হইতে চলিয়াছে। যেমন প্রবহমান জলস্রোত পুনরায় পশ্চাতে ফিরিয়া আসে না, সেইরূপ তোমার যে যৌবনবয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না ॥ ১৫

হে দেবি, কল্যাণি! সংসারে স্ত্রীগণের পক্ষে কামোপভোগের তুল্য অন্য কোন সুখ নাই, ইহা আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি ॥ ১৬

হে সর্বাঙ্গশোভনে! তোমার পিতা তোমাকে স্বয়ম্বরে উপস্থিত করিলে দেবতাদের ও অসুরগণের কুলোৎপন্ন কোন যোগ্য পুরুষকে বরণ করিতে পার নাই—ইহার কারণ কি? ১৭

হে শুভে, সুশ্রোণি! তোমা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত পুরুষগণ লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া যায়। হে দেবি! যিনি রূপ ও শৌর্য্যাদি গুণযুক্ত এবং তোমার কুলের অনুরূপ এইরূপ রূপে ও কুলে নিজের সমান আপন পুরুষশিংকে তুমি বরণ করিতে চাও না—ইহার কারণ কি? ১৮-১৯

কন্যিনীনন্দন প্রাচ্য তোমাকে গ্রহণ করিতে এখানে কি জন্য আসিবেন? যাঁহার রূপ ও কুলের সহিত ত্রিলোকে অন্য কেহ নাই। যে শুভে, সর্বাঙ্গসুন্দরি! তিনি ধর্ম্ম ও শৌর্য্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ২০-২১

হে সুশ্রোণি! সেই মহাবল প্রাচ্য দেবতাগণের দেবতা, দানবগণের দানব এবং মনুষ্যগণের মধ্যেও ধর্ম্মাত্মা মনুষ্যরূপে পরিগণিত হন ॥ ২১

হে দেবি! যেমনই স্বাতীর বেগের ন্যায় এবং স্রোতস্বতা নদীর স্রোতের ন্যায় সেই প্রাচ্যকে দেখিয়া সদাই স্ত্রীগণের জগৎ-প্রবেশ আর্দ্র হইয়া যায় ॥ ২২

তাঁহার মুখকে পূর্ণ চন্দ্রের সহিত, নয়নযুগলকে নীলকমলের সহিত এবং গতিকে সিংহের সহিত তুলনা করিতে আমি উৎসাহ বোধ করি না; কারণ, এই সকল তাঁহার নিকট হীন বলিয়া প্রতীত হয় ॥ ২৩

হে শুভে, সুশ্রোণি! প্রভাবশালী বিষ্ণু সমস্ত জগতের উদ্ধারপূর্বক অনঙ্গকে সাঙ্গ করিয়া নিজ পুত্ররূপে তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ২৪

বাল্যকালে তাঁহাকে পরমেশ্বরাংক এক অসুর স্তব করিয়াছিলেন, কিন্তু বধ হইয়া সকল মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু শীলকে তিনি বিনাশ করেন নাই ॥ ২৫

হে পৃথুশ্রোণি! তুমি মনে মনে যে যে উত্তম গুণের কল্পনা

তেজসা সূর্য্যসদৃশো রাজ্ঞীর্গোত্রং দুরোদরম্।
প্রভাবতী শুচিস্মিতা রিতি হোবাচ ভামিনী ॥ ১৭

প্রভাবত্যুবাচ।

বিষ্ণুর্যাদুষ্বলোকস্থঃ শ্রুতঃ সুরগণো ময়া
পিতুঃ কথয়তঃ সৌম্যো নারদস্য চ ধীমতঃ ॥ ১৮
শত্রুঃ কিল স দৈত্যানাং বর্দ্ধনীয়ঃ সদানঘে
কুলানি কিল দৈত্যানাং তেন দগ্ধানি মানিনি ॥ ১৯
প্রদীপ্তেন রথাগ্রেণ শার্ঙ্গেণ গদয়া তথা
শাশ্বানগরদেশেষু বসন্তি কিল যেঽসুরাঃ ॥ ২০
ইত্যেতে দানবেন্দ্রেণ সন্দিষ্টস্তে হি তং প্রতি
মনোরথা হি সর্ব্বাসাং স্ত্রীণামেব শুচিস্মিতে ॥ ২১
ত্বমেবমি মে পতিকুলং শ্রেষ্ঠং পিতৃকুলাদিতি।
যদি নামাস্ত্যুপায়ঃ স্যাত্তস্যেহাগমনং প্রতি ॥ ২২
মহাননুগ্রহো মে স্যাৎ কুলং স্যাৎ পাবিতঞ্চ মে
সমর্থনাং মে পৃষ্টা ত্বং প্রযচ্ছ শুচিস্মিতে ॥ ২৩

প্রত্যুত্থাঃ স্যাদ্ যথা ভর্ত্তা স মে বৃষ্ণিকুলোদ্বহঃ।
অন্তর্দ্ধানবৈরী দৈত্যানামুদ্বেজনকরঃ হরিঃ ॥ ২৪
অসুরাণাং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাঃ কথয়ন্ত্যো ময়া শ্রুতাঃ।
প্রত্যুত্থাস্তু তথা জন্ম পুত্রস্যাপি মে শ্রুতম্ ॥ ২৫
যথা চ তেন নিহতো বলবান্ কালশম্বরঃ।
হৃদি মে বর্ত্ততে নিত্যং প্রত্যুত্থাঃ খলু সত্তমে ॥ ২৬
হেতুঃ স নাস্তি স্যাত্তেন যথা মম সমাগমঃ।
দাসী ত্বয়াঃ সখ্যার্হে দূতো ত্বাঞ্চ বিসর্জ্জয়ে ॥ ২৭
পতিত্বাসি বদোপায়ঃ মম তস্য চ সঙ্গমে।
তত্তস্তাঃ সাত্ত্বয়িত্বা সা প্রহসন্তীদমব্রবীৎ ॥ ২৮

শুচিস্মিতুবাচ

তত্র দূতী গমিষ্যামি তবাঃ চারুহাসিনি।
ইমাং ভক্তিং তবোদ্দাত্যং প্রবক্ষ্যামি শুচিস্মিতে ॥ ২৯
তথা চৈব করিষ্যামি যথৈষমাং তবাস্তিকম্।
সাক্ষাৎ কামেন সুশ্রোণি ভবিষ্যসি সকামিনী ॥ ৪০

করিবে অথবা ত্রিলোকে যে সকল গুণ শ্রেষ্ঠ ও বাঞ্ছনীয়, তাহা সমস্তই সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্তে বিদ্যমান আছে। ১৭

তিনি কান্তিতে অগ্নির সমান, ক্ষমায় পৃথিবীর তুল্য, তেজে সূর্য্য-সদৃশ এবং গম্ভীরতায় সাগরতুল্য—ইহা শুনিয়া ভামিনী প্রভাবতী শুচিস্মিতাকে এই প্রকার বলিলেন। ১৮

প্রভাবতী বলিলেন,—হে সৌম্যে! আমি বৃদ্ধিমান নারদ ও নিজ পিতার মুখ হইতে বার বার শুনিয়াছি যে, ভগবান বিষ্ণু এখন মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ১৯

হে পাপরহিতে ভামিনি! শাশ্বানগর প্রদেশে যে অসুরগণ বাস করে, তাহাদিগকে আমার পিতা দানবরাজ বজ্রনাভ বিষ্ণুর বিষয়ে এই প্রকার সংবাদ দিয়াছেন যে—বিষ্ণু দৈত্যগণের শত্রু-রূপে প্রসিদ্ধ, অতএব তাঁহাকে সর্ব্বদা ত্যাগ করিবে; তিনি আপন তেজসী চক্র, শার্ঙ্গ ধনু ও কৌমোদকী গদার দ্বারা দৈত্যগণের বহু কুলকে দগ্ধ করিয়াছেন। ২০-২১

হে শুচিস্মিতে! প্রায় সকল স্ত্রীলোকেরই এইরূপ মনোরথ হয় যে, তাহার পতিকুল যেন পিতৃকুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। ২২

যদি তাঁহাকে (প্রদ্যুম্নকে) এখানে আনিবার কোন উপায় করিতে পার, তাহা হইলে আমার প্রতি তোমার মহান্ অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইবে এবং আমার কুলও পবিত্র হইয়া যাইবে। ২৩

হে পবিত্র আননাশিনি! আমি তোমাকে কার্য্যসিদ্ধির উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি আমাকে তাহা প্রদান কর। বৃষ্ণিবংশোদ্ভব প্রদ্যুম্ন যাহাতে আমার পতি হইতে পারে, সেই ব্যাপার বল কর। ২৪-২৫

আমি অসুরদিগের মুখেরই দৈত্যগণের মুখে এই কথা শুনিতে পাই যে, ভগবান বিষ্ণু দৈত্যগণের অত্যন্ত বৈরী এবং উদ্বেজনক। ২৬

প্রদ্যুম্নের-জন্ম বৃত্তান্ত আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। বলবান্ কাল শম্বর যেভাবে তাঁহার দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গও আমি শুনিয়াছি। ২৭

হে সাধ্বীশিরোমণে! প্রদ্যুম্ন সর্ব্বদাই আমার হৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছেন। কিন্তু এখন কোন হেতু বা উপায় নাই, যাহার দ্বারা তাঁহার সহিত আমি মিলিত হইতে পারি। ২৮-২৯

হে আয়তলোচনা সখি! আমি তোমার দাসী হইব এবং তোমাকে আমার দূতীর কার্য্যে নিযুক্ত করিব। তুমি বিদুষী, তুমি আমার ও প্রদ্যুম্নের মিলনের কোন উপায় বল। ৩০

তখন হাসী তাহাকে সান্ত্বনাদান পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে এই-রূপ বলিতে লাগিল। ৩১

শুচিস্মিতা বলিল—হে চারুহাসিনি! শুচিস্মিতে! আমি সেখানে তোমার দূতী হইয়া যাইব এবং প্রদ্যুম্নের নিকট তোমার এই উদার উক্তির বর্ণন করিব। ৩২

হে সুশ্রোণি! আমি এরূপ চেষ্টাই করিব, যাহাতে তিনি তোমার নিকট আসেন এবং তুমিও সাক্ষাৎ কামের সহিত মিলিত হইয়া নিজ কামনা সকল করিতে পারিবে। ৩৩

ইতি মে ভাবিতঃ নিত্যং স্মরেথাঃ শুচিলোচনে
কথাকুশলতাং পিত্রে কথয়াথাস্তকক্ষণে ॥ ৮১
মম ত্বং ভক্ত যে দেবি হিতং সম্যক্ প্রপৎস্যসে।
ইত্যুক্তা সা যথা চক্রে যতং সা তামথাব্রবীৎ ॥ ৮২
দানবেন্দ্রস্য তাং হংসীং পপ্রচ্ছান্তঃপুরে তদা
প্রত্যবস্থা সমাখ্যাতা কথাকুশলতা তব ॥ ৮৩
তত্রং শুচিস্মিতে ব্রূহি কথাং যোগ্যাতরা ধরে।
কিং ত্বয়া দৃষ্টমাশ্চর্য্যং জগত্যাত্তমপক্ষিণি ॥ ৮৪
অদৃষ্টপূর্ব্বমন্যৈর্বা যোগ্যাযোগ্যানিন্দিতে।
সোবাচ বজ্রনাভস্য হংসী নরবরোত্তম ॥ ৮৫
শ্রুতবাসিতাখ্যাস্য দানবেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ
দৃষ্টা মে শাণ্ডিলী নাম সাধ্বী দানবসত্তম
আশ্চর্য্যং কর্ম্ম কুর্বন্তী মেরুপার্শ্বে মনস্বিনী ॥ ৮৬
সুমনাশ্চৈব কৌশল্যা সপ্তর্ষুতাহিতে রতা
কথঞ্চিদ্ বরবাণিনী শৈলপুত্র্যাঃ শুভা সখী ॥ ৮৭

হে শুচিলোচনে রাজকুমারি! বিবাহকালে তুমি আমার এই কথা স্মরণ করিবে। তুমি আমার পিতার সম্মুখে আমার কলাকৌশলের [৮১] পরিচয় ও বলিবে যে, শুচিস্মিতা কথা বলিতে নিপুণ। হে দেবি! তুমি সেখানে পিতার নিকট সর্বদা আমার হিতসাধনের চেষ্টা করিবে। [৮২]

শুচিস্মিতা এইরূপ বলিলে পর তিনি তাহাই করিল। তখন দানবরাজ বজ্রনাভ অন্তঃপুরে সেই হংসীকে জিজ্ঞাসা করিল, হে শুচিস্মিতে! প্রত্যবস্থার নিকট জানিলাম যে, তুমি বিশেষ নিপুণভাবে কথা বলিতে পার। অতএব হে উত্তম পক্ষিণি! তুমি কি এমন কথা বল, যাহার যোগ্যতা অনেক বেশী এবং তুমি সাদরে কি এমন আশ্চর্য্য দেখিয়াছ—তাহা বল। হে অনিন্দিতে! যাহা অন্যে কেহ পূর্বে দেখে নাই, এইরূপ কোন যোগ্য বা অযোগ্য বস্তু। যাহা তুমি দেখিয়াছ, তাহা আমাকে বল। [৮৩-৮৪]

হে নরবরশিরোমণে! তখন হংসী মহাতেজস্বী দানবরাজ বজ্রনাভকে সম্বোধন করিয়া কহিল, শুনুন। [৮৫]

হে দানবশ্রেষ্ঠ! আমি মেরুগিরির পার্শ্বদেশে সাধ্বী মনস্বিনী শাণ্ডিলীকে দেখিয়াছি, যিনি সেখানে আশ্চর্যজনক কার্য্য করেন। [৮৬]

সমস্ত প্রাণিগণের হিতে তৎপরা কৌশল্যা কোন রকমে সুমনার বর্ণন পাইয়াছিলেন, যিনি শৈলপুত্রী হৈমবতী শাণ্ডিলীর পরম সখী। [৮৭]

নষ্টশ্চৈব ময়া দৃষ্টো মুনিসত্তমঃ শুভঃ।
কামরূপী চ লোকাস্ত্রৈলোক্যো নিত্যসম্মতঃ ॥ ৮৮
ভ্রমন্ যাত্যুৎসবান্ বীর কালাত্রয়ীপমেষ চ।
তত্রাখ্যান্ কেতুমালাংশ্চ ধীপানন্যাংস্তথানব ॥ ৮৯
দেবগন্ধর্ব্বযোনীনি নৃত্যানি বিবিধানি চ।
স বেত্তি দেবাস্তত্রোন বিদ্যাপয়তি সর্ব্বথা ॥ ৯০

বজ্রনাভ উবাচ।

শ্রুতমেতন্ময়া হংসি নষ্টিরাদিব বিস্তরম্।
চারণানাং কথয়তাং সিদ্ধানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৯১
কুতূহলং মমাপাস্তি সর্ব্বথা পক্ষিণিনি।
নষ্টে তত্তরে তস্মিন্ মাংস্তস্ত ন বিদ্যতে ॥ ৯২

হংস্যুবাচ।

সপ্তদ্বীপান্ বিচরতি নষ্টঃ স নিতিজোত্তম।
শুনবন্তং জনং শ্রুত্বা গুণকায়ং স সর্ব্বথা ॥ ৯৩
তব চেচ্ছ্রুতুহাদ্ বীর সংশ্রুতঃ গুণবিস্তরম্
নষ্টং তদাগতং বিদ্ধি পুরং তব মহাসুর ॥ ৯৪

একজন নষ্টকে আমি দেখিয়াছি, ইঁহাকে মুনিগণ অতীব বরদান করিয়াছেন, সেই গুণসম্পন্নবিশিষ্ট নষ্ট ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণকারী, ত্রৈলোক্যের এবং ত্রিভুবনের সকলের সখা প্রিয়। [৮৮]

হে বীর! তিনি উত্তর কুরুতে গমন করেন ও কালাত্রয়ীপেও যাত্রা করেন। হে অনঘ! তিনি ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল ও অন্যান্য দ্বীপেও আহারার্থ করেন। তিনি দেবগ্রামণের ও গন্ধর্বগণের বিবিধ প্রকার নৃত্য ও গীত জানেন এবং নৃত্য দ্বারা দেবগণকে সর্বদা বিস্মিত করেন। [৮৯-৯০]

বজ্রনাভ বলিল,—হে হংসি! আমি কয়েক দফা আমি মহাত্মা, সিদ্ধ ও চারণগণের মুখে এই নষ্ট-বিষয়ক সমাচার বিস্তৃত ভাবে শুনিয়াছি। [৯১]

হে পক্ষিনন্দিনি! ঐ বরপ্রাপ্ত নষ্টকে দেখিবার জন্য আমার কৌতূহল হইতেছে; কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, আমার প্রতিষ্ঠি তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। [৯২]

হংসী বলিল,—হে দৈত্যপ্রবর! সেই নষ্ট সপ্তদ্বীপে বিচরণ করেন এবং গুণবান্ শুকদের নাম শুনিয়া তাঁহার পার্শ্বে বা সমীপে গমন করেন। তাঁহার কার্য্য সর্বদা গুণযুক্ত হইয়া থাকে। হে বীর মহাসুর! যদি তিনি আপনার শ্রেষ্ঠ ও বিস্তৃত গুণের কথা শোনেন, তাহা হইলে তিনি আপনার নগরে আসিবেন, ইহা জানুন। [৯৩-৯৪]

বজ্রনাভ উবাচ

উপায়ঃ সূজ্যতাং হংসি যেনেহ স নটঃ ওতে
আগচ্ছেত্তম তত্রাং তে বিষয়ং পক্ষিনন্দিনি ॥ ৫৫
তে হংসা বজ্রনাভেন কার্যাহেতোর্বিসর্জিতাঃ।
দেবেন্দ্রায়াথ কৃষ্ণায় শশংসুঃ সর্বমেব তৎ ॥ ৫৬
অথোক্তস্তেন প্রদ্যুম্নো নিযুক্তস্তত্র কর্মণি।
প্রজাবজ্যাশ্চ সংসর্গে বজ্রনাভবধে তথা ॥ ৫৭
দৈবীং মায়াং সমাশ্রিত্য সংবিধায় হরির্নটম্।
নটবেশেন ভৈমানাং প্রেষয়ামাস তাবত ॥ ৫৮

প্রদ্যুম্নং নায়কং কৃত্বা সাম্বং কৃত্বা বিদূষকম্

বজ্রনাভ বলিলেন,—হে ওতে! পক্ষিনন্দিনী হংসি! তোমার মঙ্গল হউক্। তুমি এখন একটি উপায় কর, যাহাতে সেই নট আমার রাজ্যে আসে। ৫৫

আপন কার্যসিদ্ধির জন্য বজ্রনাভ তাহাদিগকে বিদায় দিলে সেই হংসেরা দেবরাজ ইন্দ্র ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া সকল সমাচার বলিল। ৫৬

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রদ্যুম্নকে এই কার্যে নিযুক্ত করিলেন। ঠাঁহার কার্য হইল প্রজাবর্গের সহিত মিলিত হওয়া ও বজ্রনাভকে বধ করা। ৫৭

শ্রীহরি দৈবীমায়ার আশ্রয় লইয়া প্রদ্যুম্নকে নটরূপে নির্মাণ করিলেন। হে ভারত! সেই নটবেশে প্রধান প্রধান যাদবগণকে সেখানে প্রেরণ করিলেন। ৫৮

প্রদ্যুম্নকে নায়ক করিয়া, সাম্বকে বিদূষক করিয়া এবং বীরবর গদকে পারিপার্শ্বক করিয়া এবং অন্যান্য যাদবগণকে বিভিন্ন ভূমিকায়

পারিপার্শ্বে গদং বীরমন্যান্ ভৈমাংস্তথৈব চ ॥ ৫৯
বারমুখ্যা নটীঃ কৃত্বা তমুপাসংস্তথাপরাঃ
তথৈব তত্র তত্রস্থা মহাত্মানশ্চ তথাবিধান্ ॥ ৬০
প্রদ্যুম্নবিহিতং রম্যং বিমানং তে মহারথাঃ।
ভস্মরাশিকৃতং কার্যার্থং দেবানামমিতৌজসাম্ ॥ ৬১
ঐক্ষকস্য সভা রূপে পুরুষা পুরুষস্য তে।
স্ত্রীণাঞ্চ সদৃশাঃ সর্বে তে অন্তঃপুরবাসিণাঃ ॥ ৬২
তে বজ্রনগরস্যাথ শাখানগরমুত্তমম্।
তদ্বুর্দানবসঙ্কীর্ণং সুপুরং নাম নামতঃ ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি বজ্রনাভ-প্রদ্যুম্নোদ্ভবে প্রদ্যুম্নবিক্রমনে ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯২

সাজাইয়া সেখানে পাঠাইলেন। ৫৯

মুখ্যা মুখ্যা বার জনাদিগকে নটী করিয়া তাহাদের কৃত্য, গীত ও বাদ্যের অনুরূপ করিয়া পাঠাইলেন। সেইরূপ ভদ্র ও ভদ্রের সাহায্যকারিগণকে তদনুরূপ বেশে পাঠাইয়া দিলেন। ৬০

সেই মহারথী বীরগণ প্রদ্যুম্নবিহিত রমণীয় বিমানে আরোহণ করিয়া মহাতেজস্বী দেবতাগণের এ কার্যসিদ্ধির জন্য সেখানে চলিয়া গেলেন। ৬১

সেই সকল পুরুষ রূপে এক এক পুরুষের অনুরূপ ছিলেন এবং সেই সকল রমণী নিজ নিজ রূপ-সৌন্দর্যের দ্বারা স্ত্রীগণের সমান রূপসম্পন্ন ছিলেন। ৬২

তাঁহারা সকলে বজ্রপুরের শ্রেষ্ঠ শাখা নগর সুপুরে গমন করিলেন, যে সুপুর দানবগণে পরিপূর্ণ ছিল। ৬৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে বজ্রনাভ ও প্রদ্যুম্নের প্রবাসযাত্রা যুদ্ধপ্রসঙ্গে প্রদ্যুম্নের বজ্রপুরে গমনবিষয়ক ত্রিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[নটবেশধারিণাং যাদবানাং সুপুরে বজ্রপুরে চ সকলসভিনয়ং কৃত্বা দানবান্ সন্তুষ্টাঃকৃত্বা চ ৮ঃ, প্রদ্যুম্নস্য প্রত্যাবর্ত্যা গৃহে প্রবেশশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ পুপুরবাসীনামনুরাগাঃ নরাধিপ।
দদ্যাবাজ্ঞাং বজ্রনাভো নৃত্যতাং সুমহত্তমম্ ॥
আতিথ্যং ক্রিয়তামেষাং বহুরত্নসুপায়নম্।
বাসাংসি স বিচিত্রাণি সুখায় জনরঞ্জনম্ ॥ ২
তদ্ধ্বা রাজ্ঞাঃ সমাদেশং তথা চক্রুশ্চ সর্ব্বশঃ
পূর্ব্বপ্রজ্ঞপ্তো নটঃ প্রাপ্তঃ কৌতূহলজনীজনং ॥ ৩
নটস্যাথ বহূন্দৈত্যাঃ সংকারান্ পরমা মুদা।
পর্য্যায়ার্থে দদুশ্চাপি রত্নানি সুবহূনি চ ॥ ৪
ততঃ স নমতে তত্র বরদত্তো নটস্তথা।
সুপুরে পুরবাসীনাং পরঃ হর্ষঃ সমাদধৎ ॥ ৫
রামায়ণং মহাকাব্যমুদ্দিশ্য নাটকীকৃতম্।
তস্য বিক্ষোরমেয়স্য বাঙ্মনঃশ্রবণেপ্সয়া ॥ ৬

লোমপাদো দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গঃ মহামুনিম্
শান্তামপ্যানয়ামাস গণিকাভিঃ সহানঘ ॥ ৭
রামলক্ষ্মণশত্রুঘ্না ভরতশ্চৈব ভারত।
ঋষ্যশৃঙ্গস্য শান্তা চ তথা স্ত্রৈণৈঃ কৃতাঃ ॥ ৮
তৎকালজৌবিনো বৃদ্ধা দানবা বিস্ময়ং গতাঃ।
আচক্ষুশ্চ তথাঃ বৈ রূপতুলাসমুচ্চিতা ॥ ৯
সংস্কারাভিনয়ো তেষাং প্রত্যবায়ানক্ষ বারয়ন্
সৃষ্টা সর্ব্বে প্রবেশক দানবা বিস্ময়ং গতাঃ ॥ ১০
তে রক্তা বিস্ময়ং নেত্রৈরমুমুষঃ পরয়া মুদা
উত্থাপোত্থায় নাট্যস্য বিস্ময়েষু পুনঃ পুনঃ ॥ ১১
দদুর্বস্ত্রাণি ভূষাশ্চ ত্রৈবেদবলানি চ
হারান্ধনোত্তরাংশ্চৈব হেমবৈদূর্য্যভূষিতান্ ॥ ১২

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

নটবেশধারী যাদবগণের সুপুর ও বজ্রপুরে সকল অভিনয় করিয়া দানবদিগকে সন্তুষ্ট করত উপহার লাভ এবং প্রদ্যুম্নের প্রত্যাবর্ত্তীর গৃহে প্রবেশ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে নরেন্দ্র! তদনন্তর বজ্রনাভ সুপুরবাসী অনুরক্তগণকে আজ্ঞা দিল যে, সেই নটকে উত্তম গৃহ প্রদান কর। ১

হৈয়ংবের সকলের আতিথ্য-সৎকার কর। হৈয়াদিগকে উপহারস্বরূপ বহু রত্ন, সুন্দর ও বিচিত্র বস্ত্র প্রদান কর এবং হৈয়াদিগকে সুখের জন্য এমন সামগ্রী প্রদান কর, যাহা মনুষ্যমাত্রেরই মনোরঞ্জনকর। ২

প্রভুর আদেশ পাইয়া অনুচরগণ সব কিছুই করিল। পূর্বে যাঁহারা বিস্ময় দেখিয়া বিস্মিত, সেই নটী আসিয়াছেন এবং এ-ভাবনা সকলের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করিয়াছিল। ৩

বৈদেহগণ প্রজ্ঞানামক নটকে পরম আনন্দের সহিত সৎকার প্রদান করিল এবং বেশধারণের জন্য তাঁহাকে বহু রত্ন দান করিল। ৪

তদনন্তর বরদাত্ত সেই নটী সেই সুপুরে নৃত্য করিলেন এবং পুরবাসিগণের মনকে আনন্দে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিলেন। ৫

তিনি রামায়ণ-মহাকাব্যের কথাবস্তু লইয়া সেস্থানে একটি নাটক করিলেন। সেই নাটকে যেমন চরিত্র যে, রাক্ষসরাজ রাবণকে বধের ইচ্ছায় অপ্রমেয়স্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণু ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৬

হে অনঘ! লোমপাদ মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গকে গণিকাগণের সহিত নিজ স্থানে আনাইয়াছিলেন এবং পুনরায় মহারাজ দশরথও ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত তাঁহার পত্নী শান্তাকেও নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ৭

হে ভরতনন্দন! রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, ঋষ্যশৃঙ্গ এবং শান্তার বেশ সেই নটগণ ধারণ করিয়াছিলেন। ৮

হে রাজন্! যাহারা রামের সময়ে জীবিত ছিল, সেই বৃদ্ধ দানবগণ তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল এবং বলিতে লাগিল যে, হৈয়াদের রূপ ঠিক সেই ব্যক্তিদিগের তুল্য। ৯

উঁহাদের সংস্কার (বেশধারণ), অভিনয়, প্রস্তাব (বা কিষ্কিন্ধা-প্রদেশ) বারণ এবং প্রবেশ (বা পাত্রের প্রথম দর্শন)—এই সব দেখিয়া সমস্ত দানব অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িল। ১০

সেই নাটকে অনুচরগণ নটীবেশধারীদের বারংবার উঠিয়া উঠিয়া পরম আনন্দের সহিত অত্যন্তজনক কোলাহল করিতে লাগিল এবং সন্তুষ্ট হইয়া নটকে বস্ত্র, কণ্ঠের ভূষণ, কঙ্কন, মনোহর হেমবৈদূর্য্য-ভূষিত হার প্রদান করিল। ১১-১২

লোকগণ এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ বস্তু উপহার দিলে সেই নটগণ

পৃথগর্থেষু যত্তেষু লোকৈস্তে তুষ্টবুর্নটাঃ
অসুরাস্তে মুনীংশ্চৈব গোত্রৈরভিজনৈরপি ॥ ১৩
প্রেষিতা বজ্রনাভস্য শাখানগরবাসিভিঃ।
নটস্য দিব্যরূপস্য নরেন্দ্রাগমনং তদা ॥ ১৪
পূজা শ্রুতার্থো দৈত্যেন্দ্রঃ প্রেষয়ামাস ভারত।
আনীয়তাং বজ্রপুরং নটোঽসাবিতি হৃষিতঃ ॥ ১৫
দানবেন্দ্রবচঃ শ্রুত্বা শাখানগরবাসিভিঃ।
নীতো বজ্রপুরং তস্মাৎ নটবেশেন মায়য়া ॥ ১৬
আবাসংস্তে ততো দত্তঃ সুকৃতো বিশ্বকর্মণা।
প্রীত্যা যচ্চ তৎ সর্বং দত্তং তস্তুপোত্তমম্ ॥ ১৭
অথ কালেঽসুরং চক্রে বজ্রনাভো মহাসুরঃ।
কারয়ামাস নৃত্যঞ্চ নটং তং প্রস্থইষ্টবান্ ॥ ১৮
ততস্তান্ পরিবিশ্রান্তান্ প্রেক্ষার্থীয় প্রচোদয়ৎ
দত্ত্বা রত্নানি চূর্ণীং বজ্রনাভো মহাবলঃ ॥ ১৯

উপবিষ্টস্ত তান্ দৃষ্ট্বা সহ জ্ঞাতিভিরাত্মবান্।
জগ্রে চান্তঃপুরং তূর্ণং চক্ষুর্ভিস্তৈ নরাদিপ ॥ ২০
তৈরপি বন্ধুনেপথ্যা নটবেশধরাস্তথা।
কাশার্থী ভীমকর্মাণো নৃত্যার্থমুপচক্রমুঃ ॥ ২১
ততো ঘনঃ সমুদ্ভিরঃ দুরজানকৃষিতম্।
তন্ত্রীস্বরগণৈর্বিদ্ধানাতোদ্যানবধারয়ন্ ॥ ২২
ততস্তু গেয়গান্ধার্যা ছালিকাং শ্রবণামৃতম্।
তৈমন্ত্রিতঃ প্রকুরুতে মনাংস্যেতস্মুখাবহম্ ॥ ২৩
আগান্তু তূর্যসংগীতং গন্ধর্বসদৃশং তথা
বিস্ময়মাপিতা তস্মাৎ তুষ্টিং পরমসম্পদা ॥ ২৪
লয়তালসমং শ্রুত্বা গন্ধর্বসদৃশং তূর্যম্
অসুরাস্তেঽমরং মুক্তপ্রাণাপানা ভারত ॥ ২৫
নাস্তিকং ব্যবহারেষু প্রত্যয়ং গত এব চ
সাধুস্তু বীরসেনস্তঃ কার্যার্থী নটবং গতঃ ॥ ২৬

অধিক সন্তুষ্ট হইলেন। ঐ ব্যক্তিগণের ও বংশের উল্লেখ করিয়া সেই অসুরদিগকে মুনিদিগকে তুষ্টি তুষ্টি প্রদান করিলেন ॥ ১৩

হে নরেন্দ্র! তখন শাখানগরবাসী অসুরগণ বজ্রনাভের নিকট সেই দিব্যরূপধারী নটের আগমন সংবাদ পাঠাইল ॥ ১৪

হে ভারত! দৈত্যরাজ পূর্বেই এই সংবাদ শুনিয়াছিল। তাই তিনি অত্যন্ত হৃষিত হইয়া বজ্রপুরে সেই নটকে আনিবার জন্য সংবাদ পাঠাইল ॥ ১৫

দানবরাজের এই আদেশ শুনিয়া শাখানগরবাসী অসুরগণ নটবেশধারী বাসবসখাকে রথারূঢ় বজ্রপুরে লইয়া গেল ॥ ১৬

দৈত্যরাজ তাঁহাদিগকে বাসের জন্য বিশ্বকর্মানির্মিত সুন্দর ভবন প্রদান করিল এবং যে যে বস্তু প্রয়োজন বলিয়া ইচ্ছা করেন, তাহাদের তৎসমস্ত অধিক বস্তু দান করিল ॥ ১৭

তারপর মহাসুর বজ্রনাভ মহাবলশালক কন্দর্পদেবের উৎসব আরম্ভ করিল এবং এ যজ্ঞে পরিপূর্ণ হইয়া রমণীয় চত্বরাট যং সৈনিকদের মনোরঞ্জক স্থান নির্মাণ করিল ॥ ১৮

তারপর যখন সেই নটগণ পূর্ব বিশ্রাম লাভ সাঙ্গ করিলেন, তখন মহাবল বজ্রনাভ তাঁহাদিগকে বহু রত্ন দান করিয়া নাট্যকলা প্রদর্শন করিবার জন্য আদেশ করিল ॥ ১৯

হে নরেশ্বর! অন্তঃপুরের চক্ষুগুলিকে পর্বার নিকট বসাইয়া রমণী বজ্রনাভ চক্ষু দ্বারা সমস্ত কিছু নিরীক্ষণ করিল এবং হয়ং জ্ঞাতি এ ভাদের সহিত সেই নটগণের অভিনয় দেখিবার জন্য উপবিষ্ট হইল ॥ ২০

ভীষণ কর্মকারী সেই নটবেশকুশলগণ উপযুক্ত নৃত্যের পূরক নটবেশধারণ করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিতে উপক্রম করিলেন ॥ ২১

তারপর সেই নটগণ যখন ঘন ঘন ও কণ্ঠতালাদি, সুষির বা মুরলী প্রভৃতি, মুরজ ও দুন্দুভি, আনক বা ঢোল এবং বীণার তারে মিশ্রিত অতি সুন্দর বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন ॥ ২২

তারপর হাস্যকুশলতিলের সহিত আনত বাক্যালাপন সেবনাভরেবনাত্মক ছালিকা গানের গান করিতে লাগিলেন, যে গান কর্ণে অমৃতের সমান মধুর রূপে প্রতীত হইতেছিল। তাহা শ্রোতৃগণের মন ও কর্ণের সুখ বিধান করিতেছিল ॥ ২৩

তাহার প্রভৃতি সমস্বর ব্যাপ্ত করিয়া ত্রিত হইলে সেই ত্রিমিত গ্রাম (কতিপয় স্বরসমূহ যেমন আদি গ্রাম এবং ষড়্যাবতরণ নামক ষৌডবিশেষ, তাহাকে অন্য রাগে মিশ্রিত, ব্যাপ্ত এবং রমণীয় করিয়া তাঁহারা নিপুণের মধুর স্বরসম্পত্তির দ্বারা গান করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

হে ভারত! লয় ও তালের অনুরূপ সুন্দর ষড়্যাবতরণ শুনিয়া প্রত্যয়, যখ ও সাধু এই তিনজন উত্তম উত্তম অসুরদিগকে সন্তোষ প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

কার্যবশে নটগণ প্রাপ্ত হইয়া পরাক্রমসম্পন্ন প্রত্যয়, যখ ও সাধু নাম্নী (বাক্যবিশেষ) বাজাইতে লাগিলেন ॥ ২৬

নাশয়ন্তে চ তথা রাক্ষঃ সঙ্ঘাবরবরাশ্রিতম্
রৌদ্রিণেরস্তদোষাচ্চ সমাক্ষ্য স্বভিন্নয়াত্মিতম্ ॥ ১৭
রক্তাক্তিমারা কৌবেরঃ নাটকং নমুদ্ভুতঃ
ধূরো রাবণরূপেণ রম্ভাবেশী মনোবতী ॥ ১৮
নলকূবরস্তু প্রত্যুঃ সাম্বতত্ত বিদূষকঃ।
কৈলাসো রূপিতোঽশ্চাপি মায়য়া বহুনন্দনৈঃ ॥ ১৯
খাপাঞ্চ দত্ত ক্রুদ্ধেন রাবণেন দুরাত্মনা।
নলকূবরেণ চ তথা রম্ভা চাপাথ সান্ত্বিতা ॥ ৩০
এবং প্রকরণং বীরা নমুর্তুষ্টমনসঃ
নারদস্য মুনেঃ কীর্তিঃ সর্বলোক মহাত্মনঃ ॥ ৩১
পাদোদ্ধারেণ নৃত্তেন তেষাং চাভিনয়েন চ
তুষ্টুবুর্দানবা বীরা রৈলোক্যাভিপ্রতেজসম্ ॥ ৩২
তে নর্তবমুখ্যানি রম্ভ ক্রান্তরণ নি চ।
হারাঙ্গদলবিদ্ধাংশ্চ বৈদূর্যমণিভূষিতান্ ॥ ৩৩
বিমানানি বিচিত্রাণি রথাংশ্চাকাশগামিনঃ।
গজানাকাশগাংশ্চৈব দিব্যানাগকুলোদ্ভবান্ ॥ ৩৪

চন্দনানি চ দিব্যানি শীতানি বসনানি চ।
গুরুণ্যগুরুমুখ্যানি গন্ধাংশ্চানি চ ভারত ॥ ৩৫
চিন্তামণীন্দুধারাংশ্চ চিন্তিতে সর্বকামদান্।
প্রেক্ষাসু তাসু বহ্নীষু দদতো দানবাস্তথা ॥ ৩৬
বনরত্নৈর্বিরহিতাঃ কৃতাঃ পুরুষসত্তম।
স্ত্রিয়ো দানবমুখ্যানাং তথৈব চ জনেশ্বর ॥ ৩৭
ততো হংসী প্রভাবত্যাঃ সখী প্রাহ প্রভাবতীম্।
গতানি দ্বারকাং রম্যাং ভৈমগুপ্তামনিন্দিতে ॥ ৩৮
প্রত্যক্ষং ময়া দৃষ্টো বিবিক্তে চারুলোচনে।
উক্তিশ্চ কথিতা তস্য ময়া তব শুচিস্মিতে ॥ ৩৯
তেন সঙ্গতেন কালস্ত্বং কৃতঃ কমললোচনে।
অথ প্রদোষসময়ে ত্বয়া সহ সমাগমে ॥ ৪০
তস্য রুচিরশ্রোণি তব প্রিয়সমাগমঃ
ন হ্যাত্মবত্তি ভাবন্তি নিত্যা ভৈমকুলোদ্ভবাঃ ॥ ৪১
ততঃ প্রভাবতী হৃষ্টা হংসীং তামিদমব্রবীৎ।
উষিতাস্মি ময়া বাসে স্বপ্তুমর্হসি সুন্দরি ॥ ৪২

ও সহস্র চন্দন, অগুরু প্রভৃতি গন্ধ, বৃষ্টি দ্বারা এবং চিন্তামণির সকল কামবর প্রদানের দ্বারা ইহার চিত্তাকর্ষিনামক রঙ্গও প্রদান করিল। ৩৭।

হে পুরুষপ্রবর! নরেশ্বর! সেখানে বহু বার নাটক দেখার অবসরে দানবগণ ও স্বয়ং প্রধান দানবগণের স্ত্রীগণ এমনই উপহার দিয়াছিল যে, কৈলাসের সমস্ত বনসম্পদ ও রত্ন যেন হইয়া গিয়াছিল। ৩৮-৩৭

তখন প্রভাবতীকে তাঁহার সখী হংসী বলিল,—হে অনিন্দিতে! আমি দানবগণের দ্বারা দুরক্তি রমণীর দ্বারকা পুরীতে গিয়াছিলাম। ৩৮

হে চারুলোচনে! আমি একাকে সেখানে প্রত্যক্ষরূপে দেখিয়াছি। হে শুচিস্মিতে! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তোমার ভক্তির কথা আমি তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছি। ৩৯

হে কমললোচনে! আমার কথা শুনিয়া তিনি প্রসন্ন হইলেন এবং তিনি আজ প্রদোষকালে তোমার সহিত মিলনের সময় নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ৪০

অতএব হে শ্রোণি! আজ তোমার আপন প্রাণবল্লভের সহিত মিলন হইবে; কারণ, যদুকুলোদ্ভবগণ নিজ প্রবল্লভাদের প্রতি কোন মিথ্যা কথা বলেন না। ৪১

তাহা শুনিয়া প্রভাবতী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া হংসীকে এই প্রকার বলিলেন,—হে সুন্দরি! তুমি আজ আমার গৃহে থাক এবং আমার সহিত শয়ন কর। ৪২

ত্বয়াহং সহিতাবাসে দ্রষ্টুমিচ্ছামি কৈশবম্ ।
নিঃসাধ্বসা ভবিষ্যামি ত্বয়া সহ বিহঙ্গমে ॥ ৪৩
হংসী তথেতি চোবাচ সখীং কমললোচনাম্ ।
আরুরোহ চ তদ্ধর্ম্যং প্রভাবত্যা বিহঙ্গমা ॥ ৪৪
বিশ্বকর্ম্মকৃতে তত্র হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে প্রভাবতী ।
সংবিধানং চকারাশু প্রচ্ছন্নাগমনক্ষমম্ ॥ ৪৫
তস্মিন্ কৃতে সংবিধানে কামমানয়িতুং যযৌ ।
প্রভাবতীমুজ্জাপ্য হংসী বায়ুসমা গতী ॥ ৪৬
নটবেশধরং কামং গত্বোবাচ শুচিস্মিতা ।
অদ্য কৃতঃ স ভগবন্ সময়ো বর্ত্ততে নিশি ॥ ৪৭
তথেতি প্রাহ তাং কামঃ সা নিবৃত্তাথ পক্ষিণী ।
অভ্যাগতা চ সা হংসী প্রভাবতিমথাব্রবীৎ ॥ ৪৮
অত্যেতি রৌক্মিণেয়োঽমাবাস্যাতরলোচনে ॥ ৪৮
প্রস্থাতো নৌযমানঃ তু নদদ্ভে মালামাস্থবান্
ভ্রমরৈরাবৃতঃ বীরঃ সুপ্রকুন্দবিমর্দ্দনঃ ॥ ৪৯
নিশিলো তত্র মালো তু দূতা মধুকরস্তদা ।
প্রভাবত্যা নৌযমানে বিদিতার্থঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫০
প্রবেশিতঃ তয়ালাং স্ত্রীভির্মধুকরাবৃতম্ ।
উপনীতং প্রভাবত্যৈ স্ত্রীভিস্তত্র ভ্রমরাবৃতম্ ॥ ৫১
অবিদূরে চ বিন্যস্তঃ প্রভাবত্যা তনাধিপ ।
ভ্রমরান্তে যযুঃ সৌম্য সন্ধ্যাকালে তাপস্থিতে ॥ ৫২
স তৈমপ্রবরো বীরস্তৈঃ সভাস্তৈর্বিনোদিতঃ ।
কর্ণোৎপলে প্রভাবত্যা নিলিলো শনকৈরিব ॥ ৫৩
ততঃ প্রভাবতী হংসীমুবাচ বরতা বরা ।
উদ্ভূতঃ পূর্ণচন্দ্রঃ সা সর্বোষ্ণাভিনবোহদ্য ॥ ৫৪
সখি যথস্তি মেঽঙ্গানি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ।
ঔৎসুক্যাৎ অদি চাতীব কোঽয়ং ব্যাধিনৌষধঃ ॥ ৫৫
দধদ্দিগুদনৌৎসুক্যমেঃ পূর্ণনিশাকরঃ
নবোদিতঃ শ্বেতবপুঃ সখা তপতি চ প্রিয়ঃ ॥ ৫৬
ন দৃষ্টপূর্ব্বো হি ময়া শ্রুতমাত্রেণ কাঙ্ক্ষিতঃ ।
অহো ধুনয়তেঽঙ্গানি স্ত্রীস্বভাবস্য দিক্ বপুঃ ॥ ৫৭

হে বিহঙ্গমে! আজ এই রাত্রিতে তোমার সহিত থাকিয়া আমি কেশবকুমার প্রদ্যুম্নকে দেখিব। তোমার সহিত থাকিলে আমি নির্ভয় হইব। ৪৩

তখন আকাশচারিণী হংসী নিজ কমললোচনা সখী প্রভাবতীকে বলিল—খুব ভাল, আজ আমি এখানেই শয়ন করিব। তখন সে প্রভাবতীর অট্টালিকার আরোহণ করিল। ৪৪

বিশ্বকর্মানির্মিত সেই প্রাসাদপৃষ্ঠে প্রভাবতী শীঘ্রই প্রদ্যুম্নের আগমনযোগ্য সাজসজ্জা করিলেন। ৪৫

সেই সাজসজ্জা রচিত হইয়া গেলে বায়ুর ন্যায় তীব্রবেগে গমনকারিণী হংসী প্রভাবতীকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রদ্যুম্নকে আনিতে গেল। ৪৬

শুচিস্মিতা সেই হংসী প্রদ্যুম্নের নিকট যাইয়া বলিল—ভগবন্! আপনি পূর্বে যে সময় নিশ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজই সেই রাত্রি আসিয়াছে। ৪৭

তখন প্রদ্যুম্ন তাহাকে বলিলেন—'খুব ভাল', এই উত্তর শুনিয়া পক্ষিনী নিবৃত্ত হইল। সহসা ফিরিয়া হংসী প্রভাবতীকে বলিল—হে বিশালনেত্রে! ধৈর্য্য ধারণ কর। সেই রুক্মিণীনন্দন তোমার নিকট আসিতেছেন। ৪৮

পক্ষিগণ মনস্থ বীর প্রদ্যুম্ন দেখিলেন যে, প্রভাবতীর সেই পুরে একটি মালা আনয়ন করা হইয়াছে এবং তাহাতে ভ্রমরগণ বসিয়া আছে। ৪৯

সবজ্ঞ এবং প্রতাপশালী বীর প্রদ্যুম্ন প্রভাবতীর সেই মালার যাইয়া ভ্রমর হইয়া মিলিয়া গেলেন। ৫০

সুন্দর ভ্রমরদলে আবৃত সেই মালাটি প্রভাবতীর মহলে পৌঁছাইয়া দিলেন। পুনরায় অসংখ্য সুন্দর সেই ভ্রমরাবৃত মালাটি প্রভাবতীর হস্তে দিলেন। ৫১

হে নরেশ্বর! প্রভাবতী তাহা পাইয়া রাখিলেন। হে সৌম্য! সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে সেই ভ্রমরগণ চলিয়া গেল। ৫২

তখন নিজ সভাস্থকগণকে তাড়িয়া বীর মহাশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন বীরে বীরে প্রভাবতীর কর্ণোৎপলে গিয়া বসিলেন। ৫৩

তখন বরকুলেতা প্রভাবতী অত্যন্ত মনোহর পূর্ণ চন্দ্রের উদয় দেখিয়া হংসীকে বলিলেন। ৫৪

হে সখি! আমার সমস্ত অঙ্গ চলিতেছে এবং মুখ শুকাইয়া যাইতেছে। হৃদয়ে অতিশয় উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতেছে; ইহা কোন্ রোগ, যাহার ঔষধ নাই? ৫৫

এই শীতল কিরণবিশিষ্ট নবোদিত পূর্ণচন্দ্র নিজস্ব ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করিতেছে। ইহা দেখিতে প্রিয়, কিন্তু ইহা মিত্রভাব অপসরণ করে। ৫৬

অহো! যাঁহাকে আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই, কেবল নাম শুনিয়াই যাঁহাকে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি, সেই তিনি আমার

করিষ্যামি যথা বৃদ্ধ্যা যদি নাভোতি মে প্রিয়ঃ।
কৃষ্ণবর্ত্মেতত মার্গং হা হা গমিষ্যামাকিঞ্চনা ॥ ৫৮
মদনাগ্নিবিদগ্ধাস্মি হা হা দগ্ধা মনস্বিনী।
শীতৈর্বাক্যৈঃ প্রকৃত্যৈব জগতো হ্লাদনাঃ সুধাঃ।
দহন্তি মম গাত্রাণি কিং নু চন্দ্রগতস্তবঃ ॥ ৫৯
প্রকৃত্যা শীতলো বায়ুর্নানাপুষ্পরজোবহঃ।
দাবাগ্নিসদৃশো যেঽয়ং দক্ষতীতি শুভা তদা ॥ ৬০

ততঃ সন্তত্বরে এষ স্থৈর্য্যাং কার্য্যমিত্যাত্মনঃ।
নাবতিষ্ঠতি নির্বীর্য্যাং মনঃ সন্তত্বরতিতম ॥ ৬১
বিমনস্কাস্মি মুহ্যামি বেপথুর্মে মহান্ হৃদি।
বভ্রবীতি চ মে দৃষ্টির্হা হা মামি ধ্রুবা ক্ষণম ॥ ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
বজ্রনাভপুরে প্রদ্যুম্নস্য গমনে ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ৯৩

সমস্ত অঙ্গকে আওন লাগাইয়া দুঃখার্ত্ত করিয়া দিয়াছেন। নারীদিগের এই স্বভাবকে ধিক্ ॥ ৫৭

আমি যথাবুদ্ধি চিন্তা করিতেছি যে, যদি আমার প্রিয়তম এখানে না আসেন, তাহা হইলে আকিঞ্চনা আমি সেই মার্গে নিজেই যাইব, যে মার্গে কৃষ্ণবর্ত্ম গমন করে ॥ ৫৮

হায়! হায়! মনস্বিনী নারী আমাকে কামদেবকৃত বিষয়ের সর্শ বেদন করিয়াছে। অথচ শীতলতা ও হার শক্তি, যাহা স্বভাবতই জগতের আহ্লাদ ও সুখ প্রদান করে, সেই চন্দ্রবার কিরণ আমার অঙ্গসমূহকে কেন দগ্ধ করিতেছে? ৫৯

যাহা স্বভাবতঃ শীতল এবং নানা প্রকার পুষ্পের সুগন্ধি বহনকারী সেই বায়ু আজ আমার পক্ষে দাবানল তুল্য হইয়া আমার সুন্দর শরীরকে অত্যন্ত দগ্ধ করিতেছে ॥ ৬০

আমি যখনই সন্তত্ব করিতেছি আমার নিজ মনকে স্থির করিবার জন্য, কিন্তু আমার মন কোনে স্থিত হইয়া অত্যন্ত নির্বল হইয়া যাইতেছে অতএব স্থির থাকিতেছে না ॥ ৬১

আমি উন্মনা হইয়া পড়িতেছি, মোহযুক্ত হইয়া পড়িতেছি। আমার হৃদয়ে অতিশয় কম্পন হইতেছে, আমার দৃষ্টি বারম্বার ঘুরিতেছে। হায়! হায়! আমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া যাইব ॥ ৬২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে বজ্রনাভপুরে প্রদ্যুম্নের গমনবিষয়ক ত্রিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রদ্যুম্ন-প্রভাবত্যোর্গান্ধর্ব্ববিবাহঃ সমাগমশ্চ, ততো গদ-চন্দ্রবত্যোস্তথা সাম্ব-শুভবত্যোর্গান্ধর্ব্ববিবাহশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

আবিষ্টেয়ং ময়া বালা সর্ব্বথৈবাবশংবদা তু।
কাঙ্ক্ষিষ্যতীন্দ্রং মনসা ত্বংসৌহৃদমুপাগতা ॥ ১
দৈত্যেন্দ্রকন্যয়াঃ প্রাপ্তমবগচ্ছন্তু মামিহ।
ষট্‌পদৈঃ সহ ষট্‌পাদো দৃতা মালো নিলীয় হি ॥ ২

বিবেরোঽস্মি প্রভাবত্যা যৎপ্রেষ্যঃ সন্নিধং বর্ত্ততাম্।
ইত্যুক্তা দর্শয়ামাস স্বরূপো রূপমাস্থিতঃ ॥ ৩
তদ্ধর্ম্মপৃষ্ঠঃ প্রদ্যুম্নো জ্ঞাতিতঃ তস্য ধীমতঃ।
অভিচক্রমা প্রভা চৈব প্রাক্‌সংস্তুতা তদা ॥ ৪

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

[প্রদ্যুম্ন ও প্রভাবতীর গান্ধর্ব্ববিবাহ ও সমাগম, তারপর গদ ও চন্দ্রবতীর এবং সাম্ব ও শুভবতীর গান্ধর্ব্ববিবাহ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন যখন ইহা বুঝিতে পারিলেন যে, অসুরকন্যা প্রভাবতী সর্ব্বথা আমার উপর আসক্ত অনুরক্তা হইয়াছে, তখন তিনি প্রসন্নবদনে হংসীকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

আকাশগামিনী হংসি! তুমি যাও; জানিও যে, আমি ভ্রমরগণের সহিত ভ্রমর হইয়া মালার মধ্যে আত্মগোপন করত এখানে দৈত্যরাজকন্যা প্রভাবতীর নিকট আসিয়াছি। (তুমি এই আকাশের সংবাদ তাহাকে জানাইয়া যাও।) প্রভাবতীর মনস্বতী আজ্ঞাপালক, অতএব এই কথা আমার প্রতি যেরূপ তাহার ইচ্ছা, সেইরূপই আচরণ করুক ॥ ২॥

রাজন্! এই কথা বলিয়া মুক্তর রূপবান্ প্রদ্যুম্ন তাহাকে নিজের স্বরূপ দর্শন করাইলেন। তখন সেই প্রাসাদপৃষ্ঠ প্রদ্যুম্নের প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার কান্তিতে চন্দ্রের কান্তিও ম্লান হইয়া যাইল ॥ ৩-৪

প্রভাবত্যাস্তু তং দৃষ্ট্বা বরাহে কামসাগরঃ।
চন্দ্রস্কেবোদয়ে প্রাপ্তে পরপুষ্টা সরিতা পতিঃ ॥ ৫
সলজ্জাধোমুখী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্বিবাগবেক্ষিণী।
প্রভাবতী তদা তস্থৌ নিশ্চলা কমলেক্ষণা ॥ ৬
করেণাবরুদ্যেদং তাং চারুদূষণদূষিতাম্
স্মিতপূর্বোচ বরারোহাং বোমাঞ্চিতবপুস্তদা ॥ ৭
মনোরমশতৈর্লব্ধঃ কিং পূর্ণেন্দুসমপ্রভম্।
অধোমুখঃ মুখং কৃত্বা ন মাং কিঞ্চিৎ প্রভাষসে ॥ ৮
প্রভোপমর্দ্দঃ মা কার্ষীর্বদনস্য বরাননে
সাক্ষসং ত্যজ্যতাং ভীরু দাসঃ সাধ্বনুমৃজ্যতাম্ ॥ ৯
ন কালমিব পশ্যামি ভীরু ভীরুতমুৎসহে।
যাচাম্যেবোঽঞ্জলিং কৃত্বা প্রাপ্তকালো নিবোধ মে ॥ ১০
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন কুরুষাদ্যপ্রভং মম
দেশকালানুরূপেণ রূপেণাপ্রতিমা সতী ॥ ১১

উপস্পৃশ্য ততো বৈশ্যো মন্ত্রিত্বা জাতবেদসম্।
জুহাব সময়ে বীরঃ পুষ্পমন্ত্রাণুতুলীরয়ন ॥ ১২
ছত্রাকারণ করং তস্যা বরাভরণভূষিতম্।
চক্রে প্রদক্ষিণং চৈব তং মন্ত্রিত্বা হুতাশনম্ ॥১৩
প্রজজ্বাল স তেজস্বী নাময়চ্ছুভাস্তুজম্
ভগবান্ জগতঃ সাক্ষী শুভস্যাথাশুভস্য চ ॥ ১৪
উদ্দিশ্য দক্ষিণাং বীরো বিপ্রাণাং যজনন্দনঃ।
উবাচ ভাসাং জ্বলন্তং স্থিত্বা বক্ষ পক্ষিণি ॥ ১৫
তস্যাং প্রণম্য সাস্তায়াং কান্তাং চারুলোচনাম্।
প্রধায় দক্ষিণে হস্তে নিনায় শয়নোত্তমম্ ॥ ১৬
উবাবেবোলবেবৈনাং সাম্ভয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
চুচুম্ব শনকৈর্গণ্ডৌ বাসয়ন্মুখমাকৃতৈঃ ॥ ১৭
ততোঽস্যাশ্চ পপৌ বক্ত্রপদ্মং মধুকরো যথা।
আশ্লিষ্যৈকে চ সুশ্রোণীং চুম্বনে রতিকোবিদঃ ॥ ১৮

প্রভাবতীকে দেখিয়াই প্রভাবতীর কামরূপী সাগর সেইরূপে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, যেরূপ পূর্ব চন্দ্রোদয়ের পর্ব্ব আসিলে পর নদীসকলের পতি সমুদ্র উদ্বেলিত (তোলাব। উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৫

প্রভাবতীর মুখ এই সময় যদিও লজ্জায় অধোগামী হইয়াছিল, তথাপি তিনি কিঞ্চিৎ বক্রনয়নে নিজের প্রাণবল্লভের দিকে দেখিতেছিলেন। এই সময় কমললোচনা প্রভাবতী স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ৬

মনোহর ভূষণসমূহে বিভূষিতা হইয়া সুন্দরাঙ্গী প্রভাবতীর মুখের অধোভাগে হস্তের দ্বারা স্পর্শ করত প্রাণের সহচর পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রভাবতীকে এই কথা বলিলেন। ৭

সুবদনে! তোমার এই পূর্ণ চন্দ্রের সদৃশ কান্তিমান মুখ আমার পক্ষ মনোরথের দ্বারা লাভ হইয়াছে। তুমি ইহাকে অধোমুখ করিয়া আমাকে কিছুই বলিতেছ না কেন? তুমি নিজের মুখচন্দ্রের প্রভাকে এইভাবে কলঙ্কিত করিও না। ভীরু! ভয় ত্যাগ কর এবং এই দাসের উপর বিশেষ অনুগ্রহ কর। ৮-৯

ভীরু! তোমার এই সলজ্জ মৌনভাব এই সময়ের পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া আমার মনে হইতেছে না। ভয় পরিত্যাগ কর, ইহার জন্য কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি। সমুদ্বোহিত কর্ত্তব্য কি—ইহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ১০

সংসারে তোমার রূপের কোন তুলনা নাই। তুমি যেন-কালের অনুরূপ যাচ্ঞাবিবাহ করিয়া আমার উপর অনুগ্রহ কর। ১১

তদনন্তর বীর যজ্ঞের পশ্চাৎ অংশন করত সূর্য্যকান্ত মণিতে অবস্থিত অগ্নিদেবকে প্রকটিত করিলেন এবং সেই সময় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে পুষ্পসমূহের দ্বারা সেই অগ্নিতে আহুতিদান করিলেন। ১২

তাহারপর তিনি প্রভাবতীর সুন্দর অঙ্গুলিযুক্ত বিভূষিত হস্তকে নিজের হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং সূর্য্যকান্ত মণিতে বিরাজমান অগ্নিদেবকে প্রদক্ষিণ করিলেন। ১৩

সেই সময় সম্পূর্ণ জগতের শুভাশুভের সাক্ষী তেজস্বী ভগবান অগ্নিদেব প্রজ্বলিত সমাধি করিতে করিতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ১৪

ইহার পর যজনন্দন প্রভাস ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশ্যে দক্ষিণাদানের সঙ্কল্প করিয়া বামে অবস্থিতা হংসীকে বলিলেন,—পক্ষিণি! তুমি এই ভবনের বহির্দ্বারে অবস্থান কর এবং আমার দুইজনকে অন্যের দৃষ্টি হইতে রক্ষা কর। ১৫

ইহা শ্রবণ করত হংসী তাঁহাদের প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইল। তখন প্রভাস সুন্দর নয়নশোভিতা প্রভাবতীকে দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া উত্তম শয্যায় লইয়া যাইলেন। ১৬

সেখানে তাহাকে নিজের অঙ্কের উপরেই বসাইয়া তিনি বারংবার সান্ত্বনাদান করত ধীর মুখের সুসজ্জিত বাহুর দ্বারা গণ্ডস্থল (কপোল) সুবাসিত করিতে করিতে ধীরে ধীরে চুম্বন করিলেন। ১৭

তাহার পর যেরূপ ভ্রমর প্রফুল্লিত পদ্মের মকরন্দ পান করে সেইরূপ তিনি তাঁহার মুখারবিন্দের—তাঁহার অধররস পান

অরীরমৎ রহস্তেনাং ন চোদ্বেজিতবান্তদা।
অপকৃষ্টঞ্চ তদ্ব্যর্থং রতিকার্য্যবিবাদয়োঃ।
উবাস স তয়া সার্দ্ধং রমন্ কৃষ্ণসুতঃ প্রভুঃ ॥ ১৯
অরুন্ধত্যাং ক্ষয়কালে চ যথৌ যত্র নটালয়ম্।
অকাময়া প্রভাবত্যা কথঞ্চিৎ স বিসর্জ্জিতঃ ॥ ২০
তামেব মনসা কান্তাং কান্তরূপাং সমুদ্বহন্।
ত্ত উদুম্বরীবেণেন কার্য্যার্থং তৈমবংশজাঃ ॥ ২১
প্রতীক্ষন্তস্তদা বাক্যমিন্দ্র-কেশবয়োস্তদা।
উদ্‌যোগং যজ্ঞনাভস্ত ত্রৈলোক্যবিজয়ং প্রতি ॥ ২২
প্রতীক্ষন্তো মহাত্মানো শুভ্রসারক্ষণে রতাঃ।
কশ্যপস্য মুনেঃ সত্রং যাবত্তাবন্নরাধিপ ॥ ২৩
দেবাসুরাণাং সংক্ষোভবিরোধো মহাত্মনাম্।
ত্রৈলোক্যবিজয়ার্থায় যত্তয়াং ধর্ম্মচারিণাম্ ॥ ২৪
এবা কালং প্রতীক্ষাণাং বভূবাং তত্র ধীমতাম্।

সম্প্রাপ্তঃ প্রাবৃষো রম্যঃ সর্ব্বপ্রাণমনোহরঃ ॥ ২৫
অনিশঞ্চ বৃত্তান্তঃ প্রযচ্ছন্তি মনোজ্ঞবাঃ
শক্র-কেশবয়োর্হংসাঃ কুমারাণাং মহাত্মনাম্ ॥ ২৬
রেমে সহ প্রভাবত্যা প্রদ্যুম্নসুতপত্নয়া।
রাত্রৌ রাত্রৌ মহাতেজা বার্ত্তয়া হংসনির্ম্মিতঃ ॥ ২৭
তৈর্হি যজ্ঞপুরং হংসৈর্দ্বিজৈর্ব্বাসবাজ্ঞয়া।
ব্যাপ্তং নৃপ নটাংস্তাংস্ত ন বিদুঃ কালমোহিতাঃ ॥ ২৮
দিবাপি রৌক্মিণেয়স্ত প্রভাবত্যা নৃপালয়ে।
তিষ্ঠত্যন্তর্হিতো বীরো হংসসঙ্ঘাবিনির্ম্মিতঃ ॥ ২৯
মায়য়াস্ত প্রতিচ্ছন্নো দৃশ্যতে ন নটালয়ে
দেবাঙ্গনে তু কৌরব্য সিদ্ধেরেষোঽপি প্রভাবতীম্ ॥ ৩০
সন্নতিং বিনয়ং শীলং লীলাং রূপমথার্জ্জবম্।
স্পৃহয়ন্ত্যসুরা দৃষ্ট্বা বিদ্বাংশ্চ মহাত্মনাম্ ॥ ৩১

করিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহার রতিকলাকুশল প্রদ্যুম্ন মনোহর নিভৃতবিশিষ্টা প্রভাবতীকে সুখভরে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১৮

রতিকার্য্যাপারশালী ও সাহসশালী শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন তাঁহার সহিত একান্তে রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাকে কোন ভাবেই উদ্বিগ্ন করিলেন না কোনও ক্ষুদ্র আচরণ-(বলাৎকারাদি)-ও তিনি তখন করিলেন না ! তাঁহার সহিত রমণ করিতে করিতে তিনি সারারাত্রি সেখানেই বাস করিলেন ॥ ১৯

সূর্য্যোদয়-কালে তিনি সেখানে চলিয়া যাইলেন, যেখানে নটদের স্থান ছিল। প্রভাবতী চাহিতেছিলেন না যে, তিনি ক্ষণকালও তাঁহা হইতে পৃথক্ থাকুন, তথাপি সেই সময় তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ২০

প্রদ্যুম্ন কমনীয় রূপবতীকে মনে মনেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই ভীমবংশী যাদবকুমারগণ সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদেশের প্রতীক্ষা করিতে করিতে ভাবীকার্য্যসিদ্ধির জন্য সেখানে নটবেশেই বাস করিতে লাগিলেন ॥ ২১॥

এই মহাত্মা বীরগণ নিজেদের গূঢ় উদ্দেশ্য সর্ব্বথা গোপন রাখিতে তৎপর থাকিয়া যজ্ঞনাভের ত্রৈলোক্য-বিজয়সম্বন্ধী উদ্যোগের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২২॥

নরনাথ! যতকাল কশ্যপমুনির যজ্ঞ চলিতেছিল, ততকাল ত্রৈলোক্যবিজয়ের জন্য প্রযত্নশীল মহাত্মা সমস্ত ধর্ম্মপরায়ণ দেবতাগণ ও অসুরগণের মধ্যে কোনও বিরোধ হয় নাই ॥ ২৩-২৪

এইভাবে সময়ের প্রতীক্ষা করিতে করিতে দেবাদের নিবাসকারী বুদ্ধিমান যাদবগণের সময়ে বর্ষা আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহা প্রাণীদিগের পক্ষে রমণীয় ও মনোহর ছিল ॥ ২৫

মনের ন্যায় বেগবান্ হংসগণ সেই মহাত্মা যাদবকুমারগণের সমস্ত বৃত্তান্ত প্রতিদিন ইন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিতে লাগিল ॥ ২৬

প্রতি রাত্রিতেই হংসগণের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া মহাতেজস্বী প্রদ্যুম্ন নিজের মনের অনুরূপ ভার্য্যা প্রভাবতীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

নৃপ জনমেজয়! ইন্দ্রের যজ্ঞপুরে নিবাসকারী হংসগণের দ্বারা সারা নগর ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল ; কিন্তু কালের দ্বারা মোহিত নাগরগণ ইহা জানিতে পারিল না যে, বাস্তবে এই হংসগণ ও সেই নট তাঁহারা ছিলেন ? ২৮

রাজন্! বীর রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্ন দিবসেও হংসসমূহদ্বারের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া গুপ্তরূপে প্রভাবতীর গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

কৃষ্ণনন্দন! মায়ার দ্বারা ইহাঁর ছায়ামাত্র নটগণের স্থানে দেখা যাইতেছিল। তিনি নিজের অন্তঃপুরে প্রভাবতীর সেবা করিতেছিলেন ॥ ৩০

সেই মহাত্মা নটগণের বিনয়, প্রণতি, শীল, লীলা, রূপমাধুর্য্য, সরলতা ও বিদ্বত্তা (পাণ্ডিত্য) দেখিয়া অসুরেরা সর্ব্বদাই ইহাদের কামনা করিতেছিল ॥ ৩১

রূপং বিলাসং গন্ধঞ্চ মঞ্জুভাষামথাধ্যাত্মম্।
তাসাং বাদ্যবনারীণাং শুশ্রূষস্ত্যশুভ্রিয়ঃ ॥ ৩২
বজ্রনাভস্তু ভ্রাতা সুনাভো নাম বিশ্রুতঃ।
দ্বিতিবৃত্তয়ঞ্চ নৃপতে তস্য রূপগুণান্বিতম্ ॥ ৩৩
একা চন্দ্রবতী নাম্না গুণবত্যথ চাপরা।
প্রভাবত্যালয়ং তে তু ব্রজতঃ খলু নিত্যদা ॥ ৩৪
বদুশাস্তে তু তে তত্র রতিসক্তাঃ প্রভাবতীম্।
পরিপপ্রচ্ছতুস্তৈব বিপ্রস্তোপগতাং সতীম্ ॥ ৩৫
সোবাচ মম বিদ্যান্তি বাধীতা কালিতঃ পতিম্।
রত্নার্ঘধানরত্ন্যাশু সৌভাগ্যাগ্র্য প্রদাস্যতি ॥ ৩৬
দেবং বা দানবং বাপি বিবৃতং সত্ত্ব এব হি।
সাহং রমামি কান্তেন দেবপুত্রেণ ধীমতা ॥ ৩৭
দৃশ্যতাং মৎপ্রভাবেণ প্রচ্ছায়ং মুদ্রিতো মম।
তে দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং যাতে রূপযৌবনসম্পদম্ ॥ ৩৮
পুনরেবাব্রবীত্তে তু ভগিনীং চারুহাসিনী।

প্রভাবত্যা বরারোহা কালপ্রাপ্তমিদং বচঃ ॥ ৩৯
দেবা ধর্ম্মরতা নিত্যং দন্তহীনা মহাদ্যুতাঃ।
দেবাস্তপসি রক্তা হি সুখে রক্তা মহাসুরাঃ ॥ ৪০
দেবা সত্যে রতা নিত্যমনৃতে তু মহাসুরাঃ।
ধর্ম্মস্তপশ্চ সত্যঞ্চ ক্রূর তত্র ক্রূরো ধ্রুবম্ ॥ ৪১
দেবপুত্রো বরয়তাং পতিবিদ্যাং দদামাহম্।
ঈচিত্তো মৎপ্রভাবেণ যস্ত এবোপলপ্স্যতি ॥ ৪২
তাং তথেত্যুচতুর্হৃষ্টৌ ভগিন্যৌ চারুলোচনাম্।
পবিপপ্রচ্ছ দৈত্যেন কার্য্যং তৎ পতিমালিনী ॥ ৪৩
স পিতৃব্যঃ গদঃ বীরঃ সাম্ব ভাধাস্তবীতরা।
রূপাদ্বিতৌ সুশীলৌ চ শূরৌ চ বলকর্ম্মণি ॥ ৪৪

প্রভাবত্যুবাচ

পরিভূষ্টেন দত্তা মে বিদ্যা তুর্বাসসা পুরা
পরিভূষ্টেন সৌভাগ্যা সদা কৃষ্ণাত্মজে চ ॥ ৪৫

সেই অসুরদিগের শ্রীমান্ যাদব-কুমারবৃন্দের সহিত আগত সুন্দর রমণীকদের রূপ, বিলাস, সুগন্ধ, মনোহর আলাপ ও শ্রেষ্ঠ শুভাব সর্ব্বদা অভিলাষ করিতে লাগিল। ৩১

বজ্রনাভের সুনাভ নামে বিখ্যাত এক ভ্রাতা ছিল। নৃপতে! তাহার দুই কন্যা ছিল। ৩২

ইহাদের মধ্যে একজনের নাম চন্দ্রবতী ও অপর জনের নাম গুণবতী ছিল। তাহারা প্রতিদিন প্রভাবতীর গৃহে যাতায়াত করিত। ৩৩

ইহারা উভয়ে প্রভাবতীকে বন্দিতে আসক্ত দেখিল। সতী-সাধ্বী প্রভাবতীর নিজের এই দুই ভগিনীর উপর অথাৎ বিশ্বাস ছিল; অতএব এই দুই ভগিনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—(ভগিনী। তুমি কাহার সহিত রতি-ক্রীড়া কর?)। ৩৪

প্রভাবতী বলিলেন—আমার নিকট এক বিদ্যা আছে, যাহা অধ্যয়ন করিলে পর রতির জন্য স্বীয়ই সেই বিদ্যা মনোবাঞ্ছিত পতিকে লইয়া আসে এবং সৌভাগ্য প্রদান করে। অতিশয়িত পুরুষ দেবতা হউন বা দানব হউন, এই বিদ্যা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বিবশ করত নিজের পার্শ্বে লইয়া আসে। ৩৫।

অতএব আমি সেই বিদ্যার প্রভাবে পরম বৃদ্ধিমান্ এক দেব-কুমারকে নিজের প্রাণবল্লভ করিয়া তাঁহার সহিত রমণ করিতেছি দেখ, আমার বা আমার বিদ্যার প্রভাবে প্রদ্যুম্ন আমার অত্যন্ত প্রিয় হইয়া বিরাজেন। ৩৭।

তাঁহার রূপ ও যৌবনের সম্পদ দেখিয়া সেই দুই ভগিনী অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া হাসিল। মনোহর হাস্যকর সুন্দরী প্রভাবতী সেই দুই ভগিনী ১প্রবতী ও গুণবতীকে পুনরায় এই সময়োচিত কথা বলিলেন। ৩৯-৪২

দেবগণ সদা ধর্ম্মপরায়ণ হন এবং মহাসুরগণ সদা দাম্ভিক হন, দেবতারা তপস্যায় অনুরক্ত থাকেন ও মহাসুরগণ সুখে আসক্ত থাকে। ৪০

দেবগণ সদা সত্যে রত থাকেন, কিন্তু মহাসুরগণ সতত অসত্যে রত থাকে। যেস্থানে ধর্ম্ম, তপ ও সত্য বিদ্যমান, সেস্থানে অবশ্য নিশ্চিত ক্রূর হইয়া থাকে। ৪১

অতএব তোমরাও এইক্ষনে দুই ভগিনী দেবকুমারকে বরণ কর। পতিপ্রাপ্তকারিনী এই বিদ্যা আমি তোমাদের প্রদান করিতেছি। আমার প্রভাবে তোমরা তৎক্ষণাৎ অভীষ্ট পতি প্রাপ্ত হইবে। ৪২

তখন সেই দুই ভগিনী অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সুন্দরনয়না প্রভাবতীকে বলিল— তাহাই হউক। তদনন্তর পতিকে সমাহরণকারিণী প্রভাবতী প্রদ্যুম্নকে সেই কার্য্যের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪৩

প্রদ্যুম্ন সেই সময় নিজের পিতৃব্য (কাকা) বীরবর গদ ও ভ্রাতা সাম্বের নাম বলিলেন এবং কহিলেন যে, ইহারা উভয়ে সুন্দর রূপবান, সুশীল ও যুদ্ধকর্ম্মে মোহাত কার্যকারী বীরবর ৪৪

প্রভাবতী (নিজের দুই ভগিনীকে) বলিলেন,—পুরাকালে সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া দুর্ব্বাসামুনি আমাকে এই বিদ্যা প্রদান

দেব-দানব-যক্ষাণাং যং যাস্যসি স তে পতিঃ।
ভবিতেতি ময়া চৈব বীরেঽস্মন্নভিলক্ষিতঃ ॥ ৪৬
গৃহীত্বা তদিমাং বিদ্যাং মন্ত্রো বাং প্রিয়সঙ্গমঃ।
ততো জৃম্ভকহুঙ্কৃষ্টৈ তাং বিদ্যাং তামসীমুভৌ ॥৪৭
দদাতুর্দম্পতী-সাস্যৌ চ বিদ্যামভ্যাস্য তে ততঃ।
তৌ প্রদ্যুম্নেন সহিতৌ প্রবিষ্টৌ বৈমনস্যনৌ ॥৪৮
প্রদ্যুম্নো মায়য়া বীরৌ কাঞ্চিনা মায়িনা নৃপ।

গান্ধর্বেণ বিবাহেন ভাবমাপাবিবাদ্ধনৌ ॥ ৪৯
পাণিং জগৃহতুর্বীরৌ মন্ত্রপূর্বং সতাং প্রিয়ৌ।
চন্দ্রবত্যা গবাং সাস্যৌ গুণবত্যা চ কৈশবিঃ ॥ ৫০
রেমিরেঽমরকন্যাভির্বীরাস্তে যদুপুঙ্গবাঃ।
মার্গমাণা জুগুপ্সন্তো তে শত্রুকেশবয়োস্তদা ॥ ৫১
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
প্রভাবত্যাপাণিগ্রহণে চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৪

করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে অবশ্য সৌভাগ্য ও কল্যাণে থাকিবার বরদানও করিয়াছিলেন। ৪৯

তিনি ইঁহাও বলিয়াছিলেন যে, তুমি দেবতা, দানব ও যক্ষগণের মধ্যে যাঁহাকে চিন্তা করিবে, তিনিই তোমার পতি হইবেন, ইঁহার এই বরদান অনুসারে আমি এই বীর প্রদ্যুম্নকে নিজের পতিরূপে কামনা করিয়াছি। ৪৬

অতএব তোমরা দুইজনে এই বিদ্যা গ্রহণ কর। ইহার দ্বারা তোমাদের অভিলাষ চিরতরের সমাধান লাভ হইবে। ইহা শুনিয়া ছদ্ম সেই দুই ভগিনী প্রভাবতীর মুখ হইতে সেই বিদ্যা গ্রহণ করিল। ৪৭

সেই শুভলক্ষণ দুই কন্যা বিদ্যার অভ্যাস করার পর ও সাম্বকে দান করিল, তখন সেই দুই দম্পতি-কুমার ও সাম্ব প্রদ্যুম্নের সহিত সেই অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৪৮

নৃপ জনমেজয়! মায়াবী প্রদ্যুম্ন নিজের মায়ার দ্বারা সেই দুই বীরকে প্রচ্ছন্ন করিয়া সেখানে উপস্থিত করিয়াছিলেন। শত্রুসেনা সংহারকারী সেই দুই বীরও গান্ধর্ব-বিবাহের বিধি অনুসারে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক সেই দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। ইঁহারা উভয়েই সৎপুরুষগণের প্রিয় ছিলেন। চন্দ্রবতীর সহিত সাম্ব ও গুণবতীর সহিত কেশবকুমার প্রদ্যুম্নের বিবাহ হইল ৪৯-৫০

এইভাবে সেই তিন বংশশ্রেষ্ঠ বীর প্রদ্যুম্ন, সাম্ব ও সাম্ব সেই সময় ইন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণের প্রতীক্ষা করিতে করিতে সেই অমরকন্যা প্রভাবতী চন্দ্রবতী গুণবতীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ৫১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে প্রভাবতীর পাণিগ্রহণবিষয়ক চতুর্নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রভাবত্যাঃ সমীপে বর্ষাবর্ণনং কুর্বতা প্রদ্যুম্নেন তস্য কুলস্য পরিচয়দানম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততো নক্তঞ্চরেঽথ নিরীক্ষ্য মাসি
কামন্তদা তোয়দবৃন্দকীর্ণম্।
প্রভাবতীং চারুবিশালনেত্রা-
মুবাচ পূর্ণেন্দুনিকাশবক্ত্রঃ ॥ ১
ত্বদাননাভো বরগাত্রি চন্দ্রো
ন দৃশ্যতে ভূমরি চারুবিম্বঃ।
ত্বৎকেশপাশপ্রতিমৈর্নিরুদ্ধো
বলাহকৈশ্চারুনিরন্তরোরু ॥ ২
সংদৃশ্যতে মুক্ত ইবাম্বরস্থ-
স্ত্বং যেন চার্বাম্বরধারিণেব।
মুঞ্চন্তি ধারাশ্চ ঘনা নদন্ত-
শ্চাতারবর্ষৈঃ সদৃশা বরাঙ্গি ॥ ৩

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়

[প্রভাবতীর নিকট বর্ষা বর্ণনা করিতে করিতে প্রদ্যুম্ন কর্তৃক নিজের কুলের পরিচয় দান।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! পূর্ণচন্দ্রবদনা মনোহর যুবতিনিষ্ঠ প্রদ্যুম্ন তাঁহার মুখে আকাশ মেঘমণ্ডলে আচ্ছন্ন দেখিয়া সেই সময় মনোহর ও বিশাল নয়নশোভিতা প্রভাবতীকে বলিলেন। ১

সুন্দর ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট ঊরুশোভিতা মনোহারিণী সুন্দরি! যাহা তোমার মুখসদৃশ মনোরম বলিয়া প্রতীত হয়, এই সময় সেই সুন্দর কিরণযুক্ত চন্দ্র দেখা যাইতেছে না। তোমার এই কেশপাশতুল্য কৃষ্ণবর্ণ মেঘ-মণ্ডল তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। ২

সুন্দর ঊরুশোভিতা মনোহারিণী! এই যে মেঘ-মণ্ডলের ক্রোড়ে বিদ্যুৎ দেখা যাইতেছে, উহা বর্ষের মনোরম আভরণ-

ঘনপ্রদেশেষু বলাকপঙ্‌ক্ত-
স্তড়িদ্গুণোল্লিপ্রতিমা বিভান্তি।
নিম্নগাস্থানি সরিৎসু সুভ্রু
ন ভান্তি তোয়ানি নভস্তলানি ॥ ৪

অমী ঘনা বায়ুবশোপযাতা
বলাকমালামলচারুবস্ত্রাঃ।
অক্ষোভ্যমস্ত্যাবনিতুং প্রবৃত্তা
বনেষু নাগা ইব গুরুদন্তাঃ ॥ ৫

ঘনুন্নিবর্ষং বরগাত্রি পশ্য
কৃতং ত্বদাপাণ্ডুমিবাননন্তম্।
বিভূষয়ন্তঃ গগনং ঘনাশ্চ
প্রবর্ষণং কাঙ্ক্ষিজনস্য কান্তে ॥ ৬

ঘনাদ্রদন্তঃ প্রতিনর্দমানান্
নিরীক্ষ্য সুভ্রোণি শিখীন প্রহৃষ্টান্।
সমাদৃতানুদ্ধতপিচ্ছভারান্
প্রিয়াভিরাদায়পদানুযান্তান্ ॥ ৭

হর্ম্যেষু চাস্মে শশিপাণ্ডুরেষু
রাজন্তি সুভ্রোণি মধুরসজ্ঞাঃ।
মুহুর্মুহোত্তামতিচারুরূপাঃ
দত্বা পতন্তো বলভীপুটেষু ॥ ৮

প্রক্ষিপ্তপক্ষান্তকমন্তকেষু
মুহুর্মুহুচূড়ামণিতাঃ বিধায়।
প্রয়ান্তি ভূমিং নবশাবলানা-
মাশঙ্কমানা বৃতগাত্রদেহাঃ ॥ ৯

প্রবাতি ধারাম্বুনিসিক্তপক্ষ-
সুখোঽনিলশ্চন্দনপঙ্কশীতঃ।
কদম্বসঙ্গার্জুনপুষ্পভৃত্তঃ
সমাবহন গন্ধমনঙ্গবন্ধুম ॥ ১০

বৃত্তিভ্রমন্বেষবিনাশনেষু
নবোদকাস্বাদনলোলুপেষু।
ন মারুতঃ স্যাদ যদি তাঁগাহি
ন মেঘকালো মম বল্লভঃ স্যাৎ ॥ ১১

সমূহে বিভূষিত তোমার গাত্র শোভিত হইতেছে এবং এই গর্জনকারী মেঘ তোমারমৌক্তিক হারসদৃশ জলের বৃষ্টি দ্বারা বর্ষণ করিতেছে ॥ ৩

সুভ্রু! আকাশে যে স্থান মেঘাবৃত আছে, সেই স্থানে বকপঙ্‌ক্তি তোমার মস্তকেশস্থিত মুক্তাশোভিত হইতেছে। নদী-সমূহে পদ্মসকল ফুটিয়া গিয়াছে এবং সেই জল যেমে স্বচ্ছ হইয়াছে; অতএব তাহার বিশেষ শোভা হইতেছে না ॥ ৪

এই মেঘমণ্ডল বায়ুর অধীনে হইয়া গিয়াছে। বকপঙ্‌ক্তি তাহার নির্মল ও মনোহর স্তরশ্রেণীতুল্য শোভাবারণ করিয়াছে। এই দিগ্‌ গজ যেন শুভ্র স্বচ্ছন্দ হস্তিগণের ন্যায় পরস্পরকে আঘাত করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে ॥ ৫

সুন্দর জ্রভঙ্গশোভিনী প্রিয়ে! এই উদ্যানের দিকে দৃষ্টিপাত কর, যাহা তোমার মুখমণ্ডলে স্থিত নেত্রযুগের কোণভাগের ন্যায় বিকশিত। এই উদ্যান বহু আকাশ ও মেঘমণ্ডলের শোভা বর্দ্ধন করিতে করিতে কামিজনের অত্যন্ত হর্ষপ্রদানকারী হইয়া আছে ॥ ৬

নির্ঝরের রব করিতে করিতে মেঘগণ মেঘমণ্ডলকে গর্জন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষে উল্লসিত হইয়া বৃত্তা-কলাপ প্রাপ্ত সমাদর-ভাব শোষণ করিতে করিতে পক্ষমূলের ভার উপরে উত্তোলিত করিয়া নৃত্য করিতেছে এই অবস্থায় তাহারা অতিশয় প্রিয় ও মনোহর হইতে হইতেছে। তুমি উহাদের প্রতিও দৃষ্টিপাত কর ॥ ৭

সুন্দর নিতম্বশোভিতে! ভক্তমূলে কেতকবর্ণ অট্টালিকাসমূহে উপবিষ্ট অত্যন্ত মধুরদল সেই স্থানে মৃদুস্বরকাল অত্যন্ত মনোহর শোভা প্রদান করত পরস্পরের চিৎকার) উপর উঠিতে উঠিতে অতিশয় শোভা পাইতেছে ॥ ৮

মনোহর কেশবারবকারী মধুরদল বৃক্ষসকলের সর্ব্বোচ্চ শিখায় বসিয়া রহিয়াছে, তাহাদের পক্ষসমূহ বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছে এবং মুহূর্ত্তকালের জন্য সেই সব বৃক্ষের চূড়ামণির শোভা সৃষ্টি করত নব নব স্থানে আহার খুঁটিতে চলিয়া যাইতেছে। তখন উহাদের মনে এই শঙ্কা হইতেছিল যে, এই সব ঘাস ভূমি হইতে ছিন্ন কিংবা অছিন্ন ॥ ৯

জলধারার মধ্যভাগ হইতে নিঃসৃত হইয়া সুখদায়ক বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, যাহা চন্দন-পঙ্কসদৃশ শীতল বলিয়া মনে হইতেছে। কদম্ব, সঙ্গ অর্জ্জুন পুষ্পসমূহের গন্ধ বহন করিয়া এই বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। এই সুখদ কালোদ্দীপনে বিশেষ সহায়ক হইয়া থে ॥ ১০

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী প্রিয়ে! যদি এই সমস্ত রতির শ্রমে উৎপন্ন ঘর্ম্মাপহারী ও নূতন জলকণা বহন করিয়া আনিবার সহায়ক

এবংবিধেষু প্রিয়সঙ্গমেষু
রত্যাবসানে বহুশৈতি বায়ুঃ।
রতিশ্রমস্বেদহরঃ সুসঙ্গী
ততঃ পরং কিং সুখমস্তি লোকে ॥ ১২

জলাসুতানীক্ষ্য মৃণালনালা
মৃগাক্ষি হংসাঃ পুলিনানি হৃষ্টাঃ
গতাঃ শ্রমং মানসবাসলুব্ধাঃ
সসারসাঃ ক্রৌঞ্চগণানুবিদ্ধাঃ ॥ ১৩

ন ভান্তি লক্ষ্মো ন সরাংসি চৈব
ততস্ত্বিষীবাহতডাকনেত্রে।
গতেষু হংসেষু সারসেষু
রথাঙ্গতুল্যাহ্বয়নেষু চৈব ॥ ১৪

ভোগৈকনেত্রেণ গুরুং ভগবান্
ক্রবং ভগস্যাসুরপক্ষভেদনম্।
নিদ্রাভ্যুপেতা বরকালতক্ষ ভ্রু
শ্রিয়ঃ প্রণয়োক্তরচাকরূপাম্ ॥ ১৫

নিদ্রায়মাণে ভগবত্যুপেন্দ্রে
মেঘাম্বরাক্রান্তনিশাকরোঽভূৎ।
পদ্মাসলাভঃ কমলায়তাক্ষি
কৃষ্ণস্য বক্ত্রানুকৃতিং করোতি ॥ ১৬

কদম্বনীপার্জুনকেতকানাং
প্রভো ক্রবঃ কুসুমোপনম্ভি।
পুষ্পাণি চাঙ্গান্যুতবঃ সমস্তাঃ
কৃষ্ণং প্রসাদানভিকাঙ্ক্ষমাণাঃ ॥ ১৭

নাগাস্তরন্তো বিবৃতিষ্টবক্ত্রাঃ
স্পৃশন্তি পুষ্পাণি পাদপান্তান্।
পেশীয়মানান্ ভ্রমরৈর্ভ্রমাদ্যা
কৌতূহলং তে জনয়ন্ত্যতীব ॥ ১৮

তোয়াত্তিভাস্বদ্বিমলস্বরূপং
নভঃ পতিষ্যন্নিবাভিবীক্ষ্য।
নিপানগন্তীরনভিপ্রবৃষ্টৈ
র্মনোহরং চাক্রমুখস্যনোক্ত ॥ ১৯

এই বায়ু না প্রবাহিত হইত, তবে সর্বকালে আমার অধিক প্রিয় হইত না। ১১

যখন এইরূপ প্রিয়জনসঙ্গের সর্বপ্রথম লাভ হইয়াছে, সেই সুযোগে রতিশ্রীহার শেষে রতিশ্রমনিবারণকারী সুখস্পর্শ বায়ু নিজের নিকট প্রবাহিত হইতেছে, অতএব ইহা হইতে অধিক অন্য কোন্ সুখ এ-সংসারে আছে? ১২

শোভনাঙ্গি! মহানদীসকলের তীরভূমিকে জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতে দেখিয়া সারস এবং ক্রৌঞ্চগণের সহিত হংসশ্রেণী মানসসরোবরে বাস করিবার জন্য লুব্ধ হইয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্তে সেখানে যাইবার শ্রম স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ১৩

বিশাল ও মনোহর নয়নযোভিতা প্রিয়ে! হংস, সারস ও চক্রবাকগণ চলিয়া যাইলে পর নদী ও সরোবরসমূহ শ্রীহীন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। এই সব সরোবর ও নদী আর পূর্বের ন্যায় শোভা পাইতেছে না। ১৪

শ্রেষ্ঠ বর্ষাকাল ও উহাতে শয়নকারী ভগবান্ বিষ্ণুসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞা যোগ-নিদ্রা নিশ্চয়ই লোকোত্তর মনোহর রূপধারিণী শ্রীদেবীকে প্রণাম করিয়া শেষদেহের একদেশে শয়নকারী মূলমন্ত্র ঈশ্বর জগন্নাথ উপেন্দ্রের সমীপে আসিয়াছেন। ১৫

বিকসিত পদ্মসদৃশ বিশাল নয়নযুগল-শোভিতে! প্রিয়তমে! ভগবান্ উপেন্দ্র যোগনিদ্রা আশ্রয় করিলে পর শ্বেত পদ্মতুল্য নির্মল কান্তিবিশিষ্ট চন্দ্র এখন মেঘশূন্য অম্বরে (বাহুতে) আক্রান্তদেহ হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখের অনুকরণ করিতেছে। ১৬

সমস্ত ঋতুগণও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রসাদ লাভ করিবার বাসনায় নিশ্চয়ই তাঁহার সেবায় কদম্ব, নীপ, অর্জুন ও কেতকপুষ্পের মালাসমূহ এবং অন্যান্য বহু পুষ্প লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। ১৭

যে সব অতিশয় সুকুমার বৃক্ষ ও পুষ্পসমূহের রস ভ্রমরগণ বারংবার পান করে, তাহাদিগকে বিষণ্ণপূর্ণ মুখবিশিষ্ট সর্পগণ রন্ধ্রপথে বিচরণ করিতে করিতে যখন স্পর্শ করে, তখন ইহাদের স্পর্শমাত্রেই সেই সব স্থান হইয়া যায়। এইভাবে তাহারা সকল মানুষের অন্তরে কৌতূহল উৎপন্ন করিতেছে। ১৮

নিপানসদৃশ (কূপাদির নিকট গড়খনের জলপাত্রের ন্যায়) যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় নির্মাণ করা হয়, সেই সব জলাধারকে নিপান বলে।) গম্ভীর আকাশকে জলের অতিশয় তারযুক্ত মেঘমণ্ডলের দ্বারা প্রতিত করিয়া পতিত হইতে দেখিয়া তোমার মনোহর ও সুন্দর মুখ, ঘন ও উচ্চ কাম্যোদ্রেকবশতঃ হর্ষপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ১৯

বলাকমালাকুলমালয়াদ্রা
নিরীক্ষ্য রম্যং ঘনবৃন্দমেতৎ
শস্তানি ভূমাবভিবর্ষমাণং
জগদ্ধিতার্থং বিমলাম্বুষট্টে ॥ ১০

জলাবলম্বাদুদবৃষ্ণকর্ষী
ঘনৈর্ঘনান্ যোধয়তীব বায়ুঃ।
প্রবৃত্তচক্রো নৃপতির্বনান্তান্
গজান্ সঙ্কে স্বৈরিব বীর্যসূনূন্ ॥ ১১

অতৌমমম্ভো বিসৃজন্তি মেঘাঃ
পূতং পবিত্রং পবনৈঃ সুসৃষ্টি
চর্ষাবহং চাতকবর্ষিণানাং
বরাম্বুজানাং জলপ্রিয়াণাম্ ॥ ১২

ব্রবন্নমঃ ষোড়শপক্ষমাদৌ
বিরৌতি গোষ্ঠঃ সহ কামিনীভিঃ
ঋচো দ্বিজাতিঃ প্রিয়সত্তাধর্ম্যা
যথা সুখিস্যৈঃ পবিবাদমাণঃ ॥ ১৩

গুণো মহাংস্তোয়নকালজোঽয়ং
মযূষ্ণমেঘস্বনভীষিতানাম্।
পরিষজন্তঃ পরিবর্ষন্তি
বিনাপি শষ্যাসময়ং প্রিয়াণাম্ ॥ ১৪

রোষোঽয়মেকং সলিলাগমস্য
মাং প্রত্যুদাবাত্রবর্ষশীলে।
ন দৃশ্যতে স্তম্ভব বক্তুতুল্যো
ঘনপ্রপ্রস্তস্তনুঃ শশাঙ্কঃ ॥ ১৫

প্রদৃশ্যতে ভীরু যথা শশাঙ্কো
ঘনান্তরস্থো জগতঃ প্রদীপঃ।
তথাপ্রশস্যন্তি জনাঃ প্রসন্নং
বন্ধুং প্রবাসাদিব সন্নিবৃত্তম্ ॥ ১৬

বিলাপসাক্ষী প্রিয়কামিনীনাং
সংদৃশ্যতে ভীরু সখা শশাঙ্কঃ
নেত্রোৎসবঃ প্রোষিতকামুকানাং
দৃষ্টৈব কান্তা ভবতীতাবৈমি ॥ ১৭

নেত্রোৎসবঃ কান্তমনাগতানাং
দারাগ্নিভূতাঃ প্রিয়কামিনীনাম্।
তেনৈব হেতোন বরাঙ্গনানাং
চন্দ্রোঽপি তাবৎ প্রিয়বিপ্রলব্ধঃ ॥ ১৮

নির্মল অক্ষয়ষষ্টিমোহিত বৃষ্টিবারি এই যে বরুণঃক্ষিতে পরিপূর্ণ হইয়া যেন শ্বেতপুষ্পাকারে অবতীর্ণ হইতেছে, সেই রমণীয় মেঘমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত কর, ইহারা যেন জগতের হিতের জন্য পৃথিবীতে শস্য (অন্ন) বর্ষণ করিতেছে। ১০

জলের আধারভূত মেঘখণ্ডকে নিজের সহিত আকর্ষণ করিয়া প্রবলকারী বায়ু যেন মেঘের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, ইহাতে মনে হইতেছে—কোন চক্রবর্তী নরপতি বীর বলের মদে উন্মত্ত বনজাত হস্তিসকলকে নিজের হস্তিযূথের সহিত সঙ্ঘর্ষ করাইতেছেন। ১১

এই সব মেঘ শুদ্ধ, পবিত্র ও সুষ্ঠুভাবে বায়ুর দ্বারা সুবাসিত সেই জল বর্ষণ করিতেছে, যাহা মেঘোদ্ভব চাতক ও মনুষ্যাদি শ্রেষ্ঠ পক্ষিগণের হর্ষের উদ্রেক করিতেছে। ১২

ব্রবন্নভ (ব্যাঙ্) বর্ষার পূর্বে ষোল পক্ষ (আট মাস) পর্য্যন্ত ছিল (থেকে) নবজল করিয়াছিল, সেই ব্রবন্নভ বর্ষার আট পক্ষে (চার মাসে) ষোড়শ (ষোল সমূহ) স্ত্রীর নিজ স্ত্রীসমূহের সহিত বিশেষ কলরব করিতেছে, ইহাতে মনে হইতেছে, সন্ধ্যা ও ধর্মপ্রিয় কোনও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ নিজের শিষ্যগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বেদমন্ত্রসকল সমস্বরে পাঠ করিতেছেন। ১৩

বর্ষাকালের উহা এক বিশেষ গুণ যে, অজাত মেঘগর্জন সহসা শ্রবণ করিয়া ভয়ভীত স্ত্রীলোকেরা যেন পুরুষ আলিঙ্গন করত শয়নকাল বিনাও তাহার কামনা বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। ১৪

উন্নত বাদ, সুন্দর বর্ষ ও উদার গুণবিশিষ্টা প্রিয়ে! আমার নিজের জন্য বর্ষ লের এই যেন অনুচিত হইতেছে যে, তোমার মুখতুল্য শোভান্বিত চন্দ্র মেঘকর্তৃক গ্রস্ত হইয়া (মেঘমণ্ডলে আচ্ছাদিত হইয়া) দেখা যাইতেছে না। ১৫

ভীরু! যখন জগতের এক বিশেষকারী চন্দ্র মেঘমধ্যে থাকিয়াও দেখা যায়, তখন সকল মানুষ প্রবাস হইতে প্রত্যাগত প্রেমী বন্ধুর ন্যায় তাহাকে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বারংবার দর্শন করিতে থাকে। ১৬

ভীরু! প্রিয়বিয়োগিনী বনিত গণের বিলাপের সাক্ষী চন্দ্র যখন দৃষ্টিগোচর হয়, তখন যাহাদের পতি প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই সব কামিনীদিগের নেত্রসমূহে নিজের প্রিয়তমকে দর্শন করিয়াই এ মনে হয় যেন অনুভব করে—ইহাই আমি মনে করি। ১৭

এই নেত্রোৎসব ত হাদেরই অনুভূত হয়, যাহাদের নিজ প্রিয়তমের সংযোগ লাভ হইয়া থাকে, প্রিয়বিয়োগিনী অবলাগণের

বিনাপি চন্দ্রেণ পুরে পিতুস্তে
যতঃ প্রভা চন্দ্রগতস্তিগৌরী
গুণাগুণাল্পত্বমসো ন বেত্তি
যতস্ততোঽহং প্রশমংসরিষো ॥ ১৯

অবাপ যো রাজ্ঞবরাজনীড়ো
ভুরাপমন্যৈঃ সুকৃতৈস্তপোভিঃ
গায়ন্তি বিপ্রাঃ পবমানসাঙ্গঃ
সমাগতাঃ পর্ব্বণি চাপ্যাদাস্য ॥ ৩০

পিতা বৃষস্তোত্তরবীর্য্যকর্ম্মা
পুরূরবা যস্য সুতো বুদেবঃ।
প্রাণায়িনীড্যোজোঽস্যিমজীজনদ্ যো
নষ্টং শনীগর্ভভবং ভবাক্তা ॥ ৩১

তস্যৈব পঞ্চাচ্চকমে মহাত্মা
পুরোর্ব্বশীনন্দনসঃ বরিষ্ঠাম্
সীতঃ পুত্রা যোঽমৃতসর্ব্বদেহো
মুনিপ্রবীরৈর্বরগাত্রি যোনৈঃ ॥ ৩১

নৃপঃ কুশাগ্রৈঃ পুনরেব যস্ত
বীমানতোঽরিদিবি পূজ্যতে চ।
আহুস্ত বংশে নহুষস্য যস্য
যো দেবরাজত্বমবাপ বীরঃ ॥ ৩৩

দেবাতিদেবো ভগবান্ প্রসূতো
যস্যে হরিব্রহ্ম জগৎপ্রণেতা
ভৈমঃ প্রবীরঃ সুকৃতার্য্যগেত্তো·
ঃ যুক্ত দক্ষস্ত বৃতঃ সুতাভিঃ ॥ ৩৪

বভূব রাজাথ বসুস্ত যস্য
বংশে মহাত্মা শশিবংশদীপঃ।
যস্যক্রবন্বিন্দুমবাপ বীরঃ
স্বৈঃ কর্ম্মভিঃ শক্রসমপ্রভাবঃ ॥ ৩৫

যদুস্ত রাজা শশিবংশমুখ্যো
যোঽবাপ মহ্যামধিরাজভাবম্
ভোজাঃ কুলে যস্য মহাপিতৃস্ত
বীরাঃ প্রসূতাঃ সুরবাজতুল্যাঃ ॥ ৩৬

পক্ষে ত' এই চন্দ্র লাবণ্যিনুক্তা তাপনাশনকারী বলিয়া মনে হয়। এইভাবে চন্দ্র আহ্লাদক হইলেও সংযোগ ও বিয়োগ-অবস্থার ভেদে নিজের শরীরের দ্বারা যেই বনস্পতিদের স্নিগ্ধ এবং অস্নিগ্ধ-রূপে প্রতীত হইয়া থাকে। ১৮

তোমার পিতার এই বদন ত চন্দ্রবিম্বসদৃশ দোষ-প্রকাশে আহ্লাদ হইয়া রহিয়াছে। অতএব এখানে চন্দ্র থাকিলে এবং না থাকিলে যে গুণ ও অবগুণ বুঝা যায়, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না; সেইজন্য বারম্বার এই বিষয় আলোচনা করিব। ১৯

যাহা অন্য ব্যক্তিগণের পক্ষে পুণ্য ও তপস্যার দ্বারাও লাভ করা দুর্লভ, সেই রাজ্যরাজাকে যিনি অনায়াসেই প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি স্তুতি করিবার যোগ্য, যজ্ঞে সমবেত হইয়া ব্রাহ্মণগণ পবমানসাম যে ইঁহার সোমদেবের গুণগান করেন, ইনিই সেই বুধের পিতা, ইঁহার পুত্র ইইলেন লোকোত্তর বল ও পরাক্রমশালী পুরূরবা। ইনি প্রাণায়িগণ এবং স্তুতি করিবার যোগ্য, অজ্ঞ (ওষধি ও বনস্পতিসকলের পতি বলিয়া)। ইনি নষ্ট অগ্নিকে অঙ্গিরের ঔশনস দ্বারা শমীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন। ইনি চন্দ্রতুল্য। ২০-৩২

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী শ্রিয়ে; তাঁহার পর এই মহাত্মা চন্দ্রদেব পুরাকালে অপ্সরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উর্ব্বশীকে পুরূরবাকে)

লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার সর্ব্বদেহই অমৃতময় ছিল। পূর্ব্বে কোনও এক সময়ে যেসব শ্রেষ্ঠ মুনিগণ অমৃতময় চন্দ্রকে পান করিয়াছিলেন। ৩২

তাঁহারই বংশে জাত বৃদ্ধিমান রাজা পুরূরবা, যিনি কুশাগ্র-সমূহের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইতেছেন। এই পুরূরবারই বংশজাত সন্তান হইলেন আয়ু, ইঁহার পুত্র নহুষ। এই বীর নহুষ দেবরাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৩৩

দেবগণের পক্ষে উৎকৃষ্ট দেবতা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীহরি দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধ করিবার জন্য সেই চন্দ্রেরই বংশে প্রধান ভীষণবল বীররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন: যুদ্ধে সেই চন্দ্রকে লক্ষ্যরূপে লক্ষ্যকারিগণ পতিরূপে বরণ করিয়াছেন। ৩৪

এই চন্দ্রেরই বংশে শশিকুলদীপক বীর ও মহাত্মা বসু উপচিত বসু লাভগ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি নিজের বীর্য্য দ্বারা চন্দ্রবন্দী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার প্রভাব ছিল। ৩৫

চন্দ্রবংশের প্রধান পুরুষ ছিলেন যদু, যিনি এই পৃথিবীতে রাজাধিরাজ পদলাভ করিয়াছিলেন। সেই মহারাজেরই বংশে দেবরাজ ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রমশালী ভোজগণ বীরগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। ৩৬

নষ্টকুলস্য যস্য নৃপোহস্তি বংশে
ন নাস্তিকো হৈতুকিকোহপি বাপি।
অশ্রদ্ধধানোহপ্যথবা কদর্য্যঃ
সোমোহপি বা ব্যাধিকরাঙ্গি হীনঃ। ৩৭
বাপে বধূস্তা কমলায়তাক্ষি
গ্রাহ্যা ত্বপত্যানামতিপাত্রভূতা
কুরু প্রণামং শিখরাগ্রদন্তি
তস্য ত্বমীশস্য সুতাং প্রিয়স্তু ॥ ৩৮

কমললোচনে! যদুকুলে এরূপ কোনও রাজা, অন্যগ্রহণ করেন নাই, যিনি ধর্ম-কর্মতায় শ্রদ্ধা করেন নাই, কার্য্য সাধন করিয়াছেন। এই কুলে না কোনও নাস্তিক, না পঠ এবং না শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ না, কদর্য্য অথবা সৌষ্ঠবহীন পুরুষও উৎপন্ন হইয়াছেন। ৩৭

পদ্মপত্রসদৃশ আয়ত নেত্রশোভিনী ও শিখরবিদ্বিনী সুন্দর

নারায়ণাত্মজস্যাস্য
লোকাশ্রয়ায় ত্রিদশাশ্রয়ায়।
যশেন্দ্রকেতোঃ পুরুষোত্তমায়
কুরু প্রণামং শুভরায় দেবি ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
প্রদ্যুম্নভাবনে পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৫

দন্তবিশিষ্টা সুকরি! তুমি সেই ত্রিভুবন ও যদুবংশেরই বধূ। তুমি সদ্গুণসমূহের বিশেষ পাত্র ও স্পৃহণীয়। অতএব তুমি সর্বপুরুষপথের প্রিয় ভগবান্ শ্রীহরিকে প্রণাম কর। ৩৮

দেবি! যিনি ত্রিভুবন রক্ষার আশ্রয়স্থান, সম্পূর্ণ জগৎ ও দেবগণেরও আধার, সেই শুভস্বরূপ পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়ণ তোমার শ্বশুর। তুমি তাঁকে প্রণাম কর। ৩৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে প্রদ্যুম্নের ভাবনবিষয়ক পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কপ্পপের নিবারিতহাপি বজ্রনাভস্য ত্রিলোকজয়ায় প্রস্থানম্, শ্রীকৃষ্ণেনেন্দ্রস্য চ প্রদ্যুম্নসমীপে সন্দেশপ্রেরণম্, দৈত্যৈঃ প্রদ্যুম্নাদীনাং পুত্রাণামাদরণোধঃ, প্রভাবত্যাপ্রভৃতিভিঃ সহাদ্য পূর্ব্বকং পত্নীনাং মুক্তায় প্রেরণম্, ইন্দ্রেণ তস্যাঃ সভায়াস্তাকরণম্, প্রদ্যুম্নস্যাদ্ভুতপরাক্রমবর্ণনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

সন্ধ্যাবসানে চ মুনেঃ কপ্পস্যাস্তিতেজসঃ
জগ্মুর্দেবাসুরাঃ স্বানি স্বানস্তমিতবিক্রমাঃ ॥ ১
বজ্রনাভোঽপি নিবৃত্তে সত্রে কপ্পমতাস্যাৎ
ত্রৈলোক্যবিজয়াকাঙ্ক্ষী তমুবাচাথ কপ্পঃ ॥ ২
বজ্রনাভ নিবোধ ত্বং শ্রোতব্যং যদি চেদ্বচঃ।
যস্য বজ্রপুরে পুত্র যজনেন সমাবৃতঃ ॥ ৩

তপসাধিকঃ শক্রঃ শক্রত্বেন স্বভাবতঃ
ব্রাহ্মণাংশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ ভ্রাতঃ শ্রেষ্ঠতমো গুণৈঃ ॥ ৪
রাজা কৃৎস্নস্য জগতঃ স ত্রিভূতঃ সতাং গতিঃ।
সম্প্রাপ্তো লোকবাসত্বং স সর্বভূতহিতে রতঃ ॥ ৫
নৈব শক্যস্ত্বয়া জেতুং বজ্রনাভ বিশেষতঃ।
অহিং পদা ব্যুৎক্রমন বৈ নচিরাদ্ বিনশিষ্যসি ॥ ৬

বলিলেন ॥ ২

পুত্র বজ্রনাভ! যদি আমার কথা শুনিবার ও গ্রহণ করিবার ইচ্ছা থাকে বলিয়া মনে হয়, তবে একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। তুমি নিজ রাজ্যমধ্যে পরিবৃত হইয়া বজ্রপুরেই বাস কর। ৩

ইন্দ্র তপস্যায় তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্র ব্রাহ্মণভক্ত, কৃতজ্ঞ, ভ্রাতৃগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও উত্তম গুণসমূহে শ্রেষ্ঠতম। ৪

সে সম্পূর্ণ জগতের রাজা, ত্রিলোকের ও সৎপুরুষগণের আশ্রয় এবং তিন লোকের রাজা প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত প্রাণিগণের হিতে নিরত আছে। ৫

বজ্রনাভ! তুমি তাহাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না। জয় করিবার চেষ্টা করিলে নিশ্চয় নিহত হইবে। সর্পকে চরণের

বহ্লনাভশ্চ তদ্বাক্যং নাভিনন্দতি ভারত
কালপাশপরীতাত্মা মন্যু কাম ইবৌষধম্ । ৭
অতিবাস্য স দুর্বুদ্ধি কল্পণং লোকভাবনম্ ।
ত্রৈলোক্যবিজয়ারব্ধে মতিং চক্রে দুরাত্মবান্ । ৮
জ্যেষ্ঠেযেধান্ সমানীয় মিত্রাণি সুবহূনি চ ।
প্রস্তুত্বে ধর্মযজ্ঞাগ্রে বিভিত্তীয়ন্ বিশাম্পতে । ৯
এতস্মিন্নন্তরে দেবো কৃষ্ণশ্চৈব চ মহাবলৌ
প্রেষয়ামাসতুর্হংসান্ বহ্লনাভবধং প্রতি । ১০
সমাগতাস্তু তদ্ভত্বা মহাত্মানো মহাবলাঃ
মন্ত্রয়িত্বা মহাত্মানশ্চিন্তয়ানাঃপরিস্তে তথা । ১১
বহ্লনাভোঽস্তু দুষ্টাত্মা প্রত্যাদেষ্টোঽসাংশ্চমম্
ভত্তোর্দুহিতরো ভার্যা ভক্তা তাঃ সর্বভাবনাঃ । ১২
সর্বাঃ সসর্জুস্তাস্তৈব কিং তু কাশ্যাননুত্তমম্ ।
প্রাণুঃ প্রসবকালস্তু তাসাং নাভিচিরাদিব

সম্মন্ত্রয়িত্বৈতদথঃ হংসানুচুর্মহাবলাঃ ।
আখ্যেয়মথবং কৃষ্ণঃ শত্রু-কেশবয়োস্তদা । ১৩
হংসৈর্বত্তা তদাখ্যাতং নেবয়োস্তদ্ যথাতথম্ ।
তাভ্যাং হংসাস্তু সন্দিষ্টা ন ভেত্তব্যমিতি প্রভো । ১৪
উৎপৎস্যন্তি গুণৈঃ শ্লাঘ্যাঃ পুত্রা বঃ কামরূপিণঃ ।
গর্ভস্থাঃ সর্ববেদাংশ্চ সাঙ্গান্ ভোক্ষ্যন্তানিন্দিতাঃ । ১৬
তথা চানাগতং সর্বমস্মাকি বিবিধানি চ
সন্ত এব ভুবানশ্চ ভবিষ্যন্তি সুপণ্ডিতাঃ । ১৭
এবমুক্তা গতা হংসা পুনর্বঙ্গপুরং বিভো ।
শশংসুস্তৈব তৈমানাং শত্রু কেশবভাবিতম্ । ১৮
প্রভাবতী তদা পুত্রং সুষুবে সদৃশং পিতুঃ ।
সাক্ষো যৌবনসম্পন্নঃ সর্বজ্ঞশ্চক ভারত । ১৯
মাসমাত্রেণ সুষুবে দেবী চন্দ্রপ্রভা নৃপ
চন্দ্রপ্রভমিতি খ্যাতং তনয়ং সদৃশং পিতুঃ । ১০

দ্বারা আখ্যাত্রপূর্বক অতিরিক্ত-কার্যের প্রস্তাব করিলে নষ্ট হইয়া যাইবে । ৮

ভারত ! বহ্লনাভের সর্বজ্ঞ কালপাশে বদ্ধ ছিল । যেরূপ মুমূর্ষু রোগীর ঔষধ ভাল লাগে না, সেইরূপ বহ্লনাভের কল্যাণের এই উপদেশ বাক্য মনোজ্ঞ ও ভাল করিতে ভাল লাগিল না । ৭

দুর্মতি ও দুষ্ট সেই অসুর লোকরক্ষা কল্পকে প্রণাম করিয়া ত্রিভুবন-জয়ের কার্য আরম্ভ করিতে বুদ্ধি স্থির করিল । ৮

প্রজানাথ ! সভাতীত বন্ধুগণকে ও অন্য বহু নিমন্ত্রণকে যোদ্ধারূপে সঙ্গে লইয়া বহ্লনাভ বিজয়লাভের ইচ্ছায় প্রথমে ধর্মলোকেই প্রস্থান করিল । ৯

ইহার মধ্যে মহাবল শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্র উভয় দেবতা বহ্লনাভকে বধ করিবার জন্য সংবাদ দিয়া হংসদিগকে পাঠাইয়া দিলেন ।১০

যজ্ঞপুরে সমাগত মহাবল ও মহাত্মা মহর্ষিগণ হংসকলের মুখ হইতে সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পরস্পর পরামর্শ করত এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন । ১১

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, প্রভাব কর্তৃক বহ্লনাভের বিনাশ অবশ্যই হইবে । কিন্তু বহ্লনাভ ও তাহার ভার্যা সুনাভ এই উভয়ের কল্যাণ ভক্তি সংকারে আমাদের ভার্যা হইয়া রহিয়াছে । তাহারা সকলেই সর্বপ্রকারে আমাদের ভক্তচিত্তা করে । এই সময় প্রভাবতী, চন্দ্রবতী ও ভবনতী এই তিন দানব-কন্যা গর্ভবতী হইয়াছে : অতএব এখন আমাদের কি করা কর্তব্য ? এই তিনজনের প্রসবকালও অনতিবিলম্বেই আসিবে । ১২-১৩

এই বিষয়ে ভালরূপে পরস্পর বিচার-বিবেচনা করিয়া সেই মহাবল যাদবগণ তখন হংসদিগকে বলিলেন—তোমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্রের নিকট হইতে এত দূরের প্রয়োজনপূর্ণ সমস্ত কথাই উত্তমরূপে নিবেদন কর । ১৬

হংসেরা তখন সেখানে যে উভয় দেবতা শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্রকে সব বিষয়ই যথাযথভাবে নিবেদন করিল । ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্র উভয়ে হংসগণকে এই সংবাদ দিয়া পাঠাইলেন যে, যাদবগণ ! তোমরা কোনরূপেই ভীত হইও না । তোমাদের সেই সব স্ত্রীর গর্ভ হইতে উচ্চ দুনিয়ার কল্যাণকারী বহু পুত্র উৎপন্ন হইবে ; তাহারা 'নিঘণ্টু বেদের উত্তম ওঙ্কারমূলের অঙ্গ সকলেরই পূর্ণজ্ঞান হইয়া উঠিবে । এই উত্তম পুরুষগণ গর্ভে বাস করিবার সময়েই অঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ —এই ছয় অঙ্গ) সহ সম্পূর্ণ বেদের জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে । ১৪-১৬

এইভাবে তাহাদের নানাপ্রকার অনুপম ও ভবিষ্যতের সমস্ত বিষয়েরই সুষ্ঠু জ্ঞানলাভ হইবে । তাহারা জন্মগ্রহণের পর তৎক্ষণাৎই যুবক ও সুপণ্ডিত হইবে । ১৭

প্রভো ! তাহারা (শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্র) এই কথা বলিলে পর সেই হংসগণ পুনরায় যজ্ঞপুরে গমন করিল । সেখানে তাহারা যাদবদিগকে ইন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের কথিত সংবাদ নিবেদন করিল ।১৮

সেই সময় প্রভাবতী এক পুত্রের জন্মদান করিলেন, তিনি নিজের পিতা প্রদ্যুম্নের সমান সর্বগুণসম্পন্ন ছিলেন । তাহাকে তিনি তৎক্ষণাৎ যৌবন প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার মধ্যে সর্বজ্ঞতাও বিদ্যমান ছিল । ১৯

নরেন্দ্র ! তাহার একমাস পরে চন্দ্রবতী দেবীও এক পুত্র

সম্ভূতঃ যৌবনং প্রাপ্তঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥ ১৬
গুণবত্ত্যাপি পুত্রেণ গুণবন্তমনিন্দিতা ॥ ১১
যুবানাবপি সম্ভূতৌ সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদৌ
ইন্দ্রোপেন্দ্রপ্রসাদেন সংবৃত্তৌ যুদ্ধবর্ধনৌ ॥ ১২
ধর্ম্যাপুত্রে বর্তমানা দৃষ্টান্তে বচনক্ষমা:
ইন্দ্রোপেন্দ্রেজ্যা বীর নাক্ষণ্ডেত্যবধার্যতাম্ ॥ ১৩
নিবেদিতাশ্চ সন্ত্রাস্তৈর্দৈত্যৈরাকাশরক্ষিভিঃ।
বজ্রনাভায় বীরায় ত্রিবিষ্টপচরৈর্বিনে ॥ ১৪
বধায় সর্বে গৃহ্যন্তাং মনেত্তে গৃহবর্ধকাঃ।
ইত্যুবাচাসুরপতির্বজ্রনাভো মহাসুরঃ ॥ ১৫
ততঃ সৈন্যঃ সমাজগ্মুমনুরেন্দ্রেণ ধীমতা।
আবারয়ামাস দিশঃ সর্বাঃ কৃতকুলাদ্রয়ঃ ॥ ১৬
গৃহ্যন্তামাশু বধ্যন্তামিতি বাচঃ ততস্ততঃ।

উচ্চৈঃকরণ্ডরেন্দ্রস্য শাসনাদরিশাসিনঃ ॥ ১৭
তচ্ছ্রুত্বা বাধিতাস্তেষাং মাতরঃ পুত্রবৎসলাঃ।
রুরুদুস্তা রুদন্ত্যশ্চ প্রত্যূচুঃ প্রহসন্ ত্রবীৎ ॥ ১৮
মা ভৈষ্ট জীবমানেষু স্থিতেষ্বস্মাসু সর্বথা।
কিং নো দৈত্যাঃ করিষ্যন্তি সর্বথা ভদ্রমস্তু বঃ ॥ ১৯
প্রভাবতীমথোবাচ প্রহ্লাদো বিপ্রবাং পিতা।
পিতা তব গদাপাণিঃ পিতৃব্যাশ্চ পিতাস্তব ॥ ৩০
ভ্রাতরশ্চৈব তে দেবি জ্ঞাতয়শ্চ তথাপরে।
এতে পূজ্যাশ্চ মান্যাশ্চ ভবার্থে খলু সর্বথা ॥ ৩১
ভগিনী পুত্র ভদ্রং তে কালোঽয়ং খলু দারুণঃ।
মরুতং সমমানান্যা যুদ্ধাতা বিজয়ো ধ্রুবম্ ॥ ৩২
দানবেন্দ্রাদনেত্তে যোৎস্যন্তেঽমরবৈষিণঃ।
কিমত্র কার্যমস্মাভিঃ সর্বৈরেকত্রসুরস্থিতৈঃ ॥ ৩৩

প্রসব করিলেন, যে পুত্র নিজ পিতৃ-কুলেরই কুল যুক্ত ও শক্তিশালী ছিলেন। ইঁহার নাম ৬ইল চক্রধ্বজ ১০

ভারত! তিনিও যৌবনপ্রাপ্ত হইলেন এবং ইঁহার মধ্যেও সমস্তই ছিল ... এক পত্নী গুণবতীর এক গুণবান্ পুত্রের জন্মও করিলেন। এই উভয় বালকই ভবিষ্যৎ যুবক ও সম্পূর্ণ শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। ইঁহারা উভয়েই যুদ্ধবর্দ্ধনকারী (অর্থাৎ যুদ্ধে অতি অগ্রসর হইয়া যুদ্ধকারী) ছিলেন। ইন্দ্রের ও উপেন্দ্রের প্রসাদেই এই দুই বালকে এই সব সদ্‌গুণ আসিয়াছিল ১১-১২

বীর! একদিন অষ্টাহ্নিকার দিনে পবিত্রতাকারী এই সব বৃদ্ধিশীল ধার্মবন্ধুমারদিগকে ভাবনবশ দেখিতে পাইল। ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের ইচ্ছাতেই এরূপ হইয়াছিল, অন্যথা নহে। এই কথা তুমি নিশ্চিতরূপে জানিও ১৩

এই সময় আকাশের দিক্ দৈত্যের নগরের রক্ষাকারী দৈত্যগণ অত্যন্ত বিত্রাস হইয়া ঘর্ম ৩য় করিতে অভিলাষী বীর বজ্রনাভকে সেই বালকদিগের বিষয় নিবেদন করিল ১৪

ইহা শ্রবণ করত অসুররাজ মহাসুর বজ্রনাভ বলিল—এই সব বালক আমার গৃহকে কলঙ্কিত করিয়াছে। ইহাদিগকে বধ করিবার জন্য বধী কর ১৫

কুলক্ষুণ্ডলিক ভবনেত্তর। তদনন্তর বৃদ্ধিমান্ অসুররাজ বজ্রনাভের আদেশে অসুরসৈন্যবাহিনী সমস্ত দিক্ ভিন্ন আসিয়া সেই নগরকে পরিবেষ্টিত করিল। সকলকেই তখন এই কথা শুনা যাইল যে, একে ধর, বাঁধ এবং মার ১৬

ঐরাবতের শত্রু দেবরাজ ইন্দ্রের শাসনানুসারে মাতৃগণ পুত্রবৎসলা ছিলেন। তাঁহারা এই কথা শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ১৭

তখন তাঁহারা রোদন করিতে করিতে এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন—ভয় করিও না। তোমাদের সকলের সর্বাংশে মঙ্গল হউক। যখন আমরা সকলে সর্বথা জীবিত থাকিব, তখন এই দৈত্যগণ আমাদের কি করিবে? ১৯

ইহার পর প্রহ্লাদ বংশ কুল হইয়া বর্তমানা প্রভাবতীকে বলিলেন—দেবি! তোমার পিতা ও পিতৃব্যগণ হস্তে গদা ধারণ করত বর্তমান রহিয়াছেন তোমার ভ্রাতৃগণ ও জ্ঞাতিগণও যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। ইহারা সকলেই তোমার সম্পর্কবশতঃ সর্বথা আমার পূজা ও মান্য ২৩০-৩১

তোমার মঙ্গল হউক। তুমি নিজের দুই ভগিনীকেও জিজ্ঞাসা কর। এই সময় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। যাঁহারা বয়সের কনিষ্ঠ সহ করিয়া যুদ্ধ করেন, তাঁহাদের অবশ্যই জয়লাভ হইয়া থাকে ৩২

এই দানবরাজ বজ্রনাভ আমাদিগকে বধ করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধ করিবেন। এরূপ অবস্থায় আমাদের কি করা কর্তব্য? আমরা সকলে তোমার আজ্ঞার অধীন ৩৩

প্রভাবতী রুদন্তী তু প্রদ্রুতমিদমব্রবীৎ
শিরস্তঞ্জলিনাধায় ভাগুভ্যাং পতিতা ক্ষিতৌ ॥ ৩৪

গৃহাণ পত্রমাত্মানং তব শত্রুনিবর্হণ।
জীবন্ পুত্রান্তে দাস্যাস্তে ভর্ত্তাসি যদনন্দন ॥ ৩৫

আর্য্যাং নৃবর বৈধব্যনিরুদ্ধাং মানদ।
মৃতৈতস্মোক্ষ্যস্বাত্মানং বাসনাদ্বিরন্ধন ॥ ৩৬

দুর্ব্বাসসা বরো দত্তো মুনিনা মম ধীমতা
বৈধব্যরহিতা পুত্রী জীবপুত্রা ভবিষ্যসি ॥ ৩৭

এষ যে হৃদয়াধাসো ভবিতা ন তদন্যথা।
সূর্য্যাগ্নিভেজসো বাক্যাৎ মুনেরিন্দ্রানুজাম্বুজ ॥ ৩৮

ইত্যুক্ত্বাথাসিমাদায় সুপল্পষ্টা মনস্বিনী
প্রদদৌ রৌক্মিণেয়ায় তদ্বধেতি বরা বরা ॥ ৩৯

স তা জগ্রাহ বর্ম্মাস্ত্রা প্রদ্যুম্নোনুবাধনা
প্রণম্য শিরসা দত্তাং প্রিয়য়া ভক্তিযুক্তয়া ॥ ৪০

চন্দ্রবত্যাপি নিস্ত্রিংশো গৃহীতঃ প্রণতে মুদা
তদা গুণবতী চৈব সাম্বমাহাগ্নি মহাস্থনে ॥ ৪১

হংসকেতুমথোবাচ প্রদ্যুম্নঃ প্রণতঃ প্রভুঃ
ইহৈব সাম্বসহিতো যুধ্যস্ব সহ বান্ধবৈঃ ॥ ৪২

আকাশে দিক্ষু সর্ব্বাসু খেৎস্যামাহমরিন্দম।
ইত্যুক্ত্বাথ রথং চক্রে মায়য়া মায়িনাং বরঃ ॥ ৪৩

সহস্রশিরসং নাগং কৃত্বা সারথিমাত্মবান্
অনন্তভোগং কৌরব্য সর্ব্বনাগোত্তমোত্তমম্ ॥ ৪৪

স তেন রথমুখ্যেন হর্ষয়ন্ বৈ প্রভাবতীম্।
চচারাসুরসৈন্যেষু কুণপেষ্বিব হুতাশনঃ ॥ ৪৫

শরৈরাশীবিষপ্রখ্যৈরচ্ছিনদ্রাক্ষসাংস্তদা
ছেদনৈর্নাশনৈশ্চৈব তত্তদ্ধি পিতামহস্তবান্ ॥ ৪৬

অসুরাশ্চ রণে তস্মিন্ কাঙ্ক্ষি শস্ত্রৈরতস্ততঃ।
ভস্মসূঃ কমলপত্রাক্ষ পত্রৈ নিশ্চলনাহিতাঃ ॥ ৪৭

সেই সময় প্রভাবতী রোদন করিতে করিতে দুই হস্ত যুক্ত করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন যে মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া প্রদ্যুম্নকে এই কথা বলিলেন। ৩৩

শত্রুসংহারকারী হে নন্দন! তুমি গ্রহণ কর এবং নিজেকে রক্ষা কর। যদি তোমার আর্য্যা, প্রবরা পুত্র ও পত্নীদিগকে দেখিতে পাইবে। ৩৪

নরশ্রেষ্ঠ! মানদ! তুমি কল্পিণী দেবী ও পুত্র অনিরুদ্ধকেও দর্শন করিতে পাইবে। শত্রুনিধন! এই সব শ্রবণ করিয়া তুমি নিজেকে নিজে সঙ্কট হইতে মুক্ত কর। ৩৫

বুদ্ধিমান্ দুর্ব্বাসা মুনি আমাকে বর দিয়াছিলেন যে, তুমি বৈধব্যরহিতা, ক্ষত্রী ও জীবিত পুত্রধনের মাতা হইবে। ৩৬

ইন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র! (অতএব তোমার বলপরাক্রম অনন্যসদৃশ।) এই বর আমার ভক্তকে আশ্বাসদান করিতেছে। সেই মুখ্য ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী দুর্ব্বাসা মুনির বাক্য অবশ্য সত্য হইবে, কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। ৩৮

এই কথা বলিয়া সেই মনস্বিনী নারী প্রভাবতী এক তরবারি লইয়া উত্তমরূপ পরিষ্কার করিলেন এবং কল্পিণীনন্দন প্রদ্যুম্নকে তাহা প্রদান করিলেন। তারপর এই বরও প্রদান করিলেন যে, তুমি এই যুদ্ধে জয় লাভ কর। ৩৯

নিজের প্রতি ভক্তিপরায়ণা প্রিয়তমা প্রভাবতী কর্ত্তৃক প্রদত্ত সেই তরবারিকে বর্ম্মাস্ত্র প্রদ্যুম্ন মন্ত্রক নত করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে হস্তে গ্রহণ করিলেন। ৪০

এইরূপ চন্দ্রবতীও সেই সময় পতিকে আনন্দসহকারে খড়্গ প্রদান করিলেন। হংসধ্বজ ভগবান্‌ও মহাত্মা সাম্বকে একটি তরবারি প্রদান করিলেন। ৪১

তাহার পর প্রভাবল শালী প্রদ্যুম্ন বিনীতভাবে ভগবান্ নিজ সারথি হংসকেতুকে বলিলেন,—তুমি এইস্থানে বান্ধবগণ ও সাম্বের সহিত অবস্থান করত অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ কর। ৪২

শত্রুদমন! আমি আকাশ ও সমস্ত দিকসমূহে থাকিয়া যুদ্ধ করিব। এই কথা বলিয়া মায়াবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন মায়ার দ্বারা এক রথ নির্ম্মাণ করিলেন। ৪৩

কুরুনন্দন! মনস্বী প্রদ্যুম্ন অনন্ত দেহধারী, সমস্ত নাগগণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ও সহস্র মস্তকবিশিষ্ট এক নাগকে নিজের সারথি করিয়া সেই মুখ্য রথের দ্বারা প্রভাবতীর হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে অসুরসৈন্যদের মধ্যে ভগবানের মধ্যে অগ্নির ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৪৪-৪৫

প্রদ্যুম্ন বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞতুল্য ভগবান্, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, ছেদন (সূক্ষ্ম কলামুক্ত) ও দাহন (মূল অস্ত্রোপবিষিষ্ট) বাণসমূহের দ্বারা দৈত্যগণকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ৪৬

অসুরগণও মৃত্যু নিশ্চয় অবলম্বন করত মত্ত হইয়া বিবিধ প্রকার অস্ত্রসমূহের দ্বারা কমলনয়ন প্রদ্যুম্নকে প্রহার করিতে লাগিল। ৪৭

চিচ্ছেদ বাহূন্ কেষাঞ্চিৎ কেষুবলগোজ্জ্বলান্
সঙ্গুণ্ডলানি কেষাঞ্চিদ্ভিন্নাস্যেষ্বপি চ চিচ্ছিদে ॥ ৪৮
ক্ষুরচ্ছিন্নৈঃ শিরোভিশ্চ কাবেন্দ্র শকলেরপি
অসুরাণাং মহী কীর্ণা প্রত্যায়েনাতিভেজসা ॥ ৪৯
দেবেশ্বরো দেবগণৈঃ সহিতঃ সংনিবর্তিতঃ।
দদর্শ যুযিতো যুদ্ধং ভৈরবাণাং দিতিভিঃ সহ ॥ ৫০
যে গদং চৈব সাত্যক্ষং দৈত্যাঃ সমভিচক্রুঃ
তে যযুর্নিধনং সর্বে বাদাসৌব মহোল্কয়া ॥ ৫১
বিবধং তু তদা যুদ্ধং দৃষ্ট্বা দেবপতির্হরিঃ।
গদায় প্রেষয়ামাস স্বাং সখং হরিবাহনঃ ॥ ৫২
নিহেথ মাতলিসুতং যন্ত্বাবধ্য সুরর্ষভম
সাত্যকেরবধং নাম প্রেষয়ামাস চেশ্বরঃ ॥ ৫৩
ভরন্তং তোমিবেগেন মহাগদমরিং বিভুঃ।
ঐরাবতনিষ্ঠাতুঃ প্রহরং স নিযুক্তবান্ ॥ ৫৪

এই সময় প্রহ্লাদ কত অসুরদের কেশের ও শরীরের কান্তিতে দেবীপাদান বাহুসকল ছেদন করিলেন এবং কত অসুরের মস্তকসমূহও ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৪৮

অন্যান্য তেজস্বী প্রহ্লাদ ক্ষুরধারে ছিন্ন অসুরগণের মস্তক, শরীর ও খণ্ড-বিখণ্ড দেহাংশসমূহের দ্বারা দেবতাদের ভূমি পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৯

যুদ্ধকুশল দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত আকাশে অবস্থান করত জানন্দিত মনে দৈত্য ও রাক্ষসগণের যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৫০

যে সব দৈত্য গদ ও সাত্যকির উপর আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই অগ্নিতে জলন্তর মহাসাগরে নিমগ্ন হওয়ায় তাহা নিষ্ফলপ্রায় হইল ॥ ৫১

সেই সময় যুদ্ধের বিষম পরিস্থিতি দেখিয়া হরিবাহন দেবরাজ ইন্দ্র গদের জন্য নিজের রথ প্রেরণ করিলেন এবং সেই রথে মাতলির পুত্র সুবর্চাকে সারথি করিয়া দিলেন। ইহা শুনিয়া দেবেশ্বর ইন্দ্র সাত্যকির জন্য নিজের ঐরাবত হস্তীকে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৫২-৫৩

কেবল ইহাই নহে, ভগবান ইন্দ্র নিজের পুত্র জয়ন্তকে প্রমুখদের সহায়ক করিয়া দিলেন এবং ঐরাবতকে সজ্জন করিবার জন্য নিজের সখা প্রবরনামক এক রাক্ষসকে নিযুক্ত করিলেন ॥ ৫৪

দেবপুত্রবিষ্ঠো বীরাবপ্রমেরপরাক্রমৌ
অনুজ্ঞাপ্য সুরাধ্যক্ষঃ প্রজানাং লোকভাবনম্ ॥ ৫৫
তং মাতলিসুতশ্চৈব গন্ধর্বৈরাবণশ্চ তদা
দেবঃ প্রেষিতবাক্যস্তু বিধিজ্ঞৌ বরকর্মসু ॥ ৫৬
ভীমমন্ত্র তপো বধ্বা বহুমানেন তুর্যতিঃ।
প্রবিশন্তি তু তূর্ণানি সর্বতূ তু যথেপ্সিতম্ ॥ ৫৭
প্রহ্লাদস্ত ততস্তুল্ভ প্রাপ্তো ধর্ম্যং মহাবলো
অসুরাণ্ডরজালৌঘৈর্বিক্রামন্তৌ প্রদক্ষুতুঃ ॥ ৫৮
গদং কাঞ্চিত্তরোবাচ দুর্বারাবরদুর্জয়ঃ।
উপেন্দ্রাগুজ শত্রুণাং রথাংস্তে প্রেষিতস্ত্বয় ॥ ৫৯
হরিবৃন্দ মাতলিসুতো যন্ত্বা তাত মহাবলঃ।
প্রবরাবিতি বিখ্যাতঃ সাত্যকৈরাবণৌ গতঃ ॥ ৬০
অন্যোপ্যরাবো রুদন্ত ধারকাণাং মহাবলঃ
শ এষ্যতি জয়াকেতুর্ভবিষ্যতি চতুর্যুজ ॥ ৬১

দেবপুত্র দেবরাজ ইন্দ্রপুত্র ঘটত ও রাক্ষসপ্রবর প্রবর—ইহারা উভয়েই অপরিমিত পরাক্রমশালী বীর ছিলেন। শ্রেষ্ঠ কর্মসমূহে তাঁহার আবশ্যক বিষয়বিষয়ে অভিজ্ঞ দেবেন্দ্র সুরাধ্যক্ষ লোকভাবন জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার আজ্ঞা লইয়া জয়ন্ত, প্রবর, মাতলিপুত্র সুবর্চা ও নিজের ঐরাবত হস্তীকে সেই সময় সেস্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৫-৫৬

তখন সকল প্রাণী সর্বত্র নিজেদের ইচ্ছানুসারে এই কথা বলিতে লাগিল যে, এই বজ্রনাভের তপস্যা ভীষণ হইয়া গিয়াছে। এই দুর্মতি দৈত্য এখন ব্রহ্মবরদের দ্বারা নিহত হইবে ॥ ৫৭

প্রহ্লাদ ও জয়ন্ত—এই দুই মহাবল বীর আসাদের ছাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পরাক্রম প্রকাশ করিতে করিতে নিজেদের বাণসমূহের দ্বারা অসুরগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮

সেই সময় দুর্বারবীর দুষ্প্রধর্ষ বীর শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন গদকে বলিলেন,—উপেন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতঃ! দেবরাজ ইন্দ্র আপনার জন্য এই রথ পাঠাইয়া দিয়াছেন ॥ ৫৯

এই রথে হরিতবর্ণের অশ্বগণ যোজিত আছে এবং মাতলির এই মহাবল পুত্র সুবর্চা এই রথের সারথি আছে। যাহার সঙ্গলকরূপে প্রবর আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই ঐরাবত হস্তীও সাথের জন্য আসিয়াছে ॥ ৬০

অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতঃ! আজ দ্বারকায় মহাদেবের এক মহোৎসব পালিত হইতেছে তাই পূর্ব হইতে পর আমার

* হরিত বর্ণের অশ্বগণ ইন্দ্রের রথ বহন করে বলিয়া ইন্দ্রকে হরিবাহন বলা হয়।

তস্যাজয়া বধিষ্যামো বজ্রেণাত্ত সবান্ধবম্ ।
অত্যুত্থানকৃতঃ পাপঃ ত্রিবিষ্টপজয়ঃ প্রতি ॥ ৬১
করিষ্যামি বিধানঞ্চ নৈব শক্রঃ সুতাধিতম্
বিজেষ্যত্যপ্রবাদশ্চ কর্ত্তব্য ইতি মে মতিঃ ॥ ৬২
ফলরক্ষণঃ কার্য্যঃ সর্ব্বোপায়ৈরেবৈ বৈঃ ।
ফলরক্ষণে লোকে মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৬৪
এবং সঞ্চিন্ত্য তৈঃ স গণ-সাগ্রো মহাবলঃ ।
প্রদ্যুম্নকোটিঃ সম্ভূতে মাতরা নিব্যরূপয়া ॥ ৬৫
তমন্ত নাশয়ামাস দৈত্যস্যষ্টঃ দুরাসদম্ ।
জন্তবে দেবরাজন্ত তং দৃষ্ট্বা ত্রিপুনন্দনম্ ॥ ৬৬

দদৃতঃ সর্ব্বভূতানি কান্তিঃ সর্বেষু শক্রবু ।
অন্তরাত্মানি বর্ত্তন্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিব তং বিদুঃ ॥ ৬৭
এবং ব্যতীতা রজনী রৌদ্রিণেয়স্য যুধ্যতঃ ।
অসুরাণাং ত্রিভাগশ্চ নিহতশ্চাতিতেজসা ॥ ৬৮
যাবদ্ বিবোধয়ামাস কাকিনৈত্যান্ রণাজিরে ।
সন্ধ্যোপাস্তা জয়ন্তেন তাবদ্ বিষ্ণুপদীজলে ॥ ৬৯
অথোধরজ্জয়ন্তন্ত যাবদ্ দৈত্যান্সুরাবলঃ ।
তাবন্নাকাশগঙ্গায়াঃ তৈঃ সন্ধ্যামুপাস্তবান্ ॥ ৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
প্রদ্যুম্নদৈত্যবৃত্তে নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৬

পূজা দিয়া মহাবল শ্রীকৃষ্ণ আমাকে কাল এখানে আসিবেন ॥ ৬১

তাঁহারই আজ্ঞায় বর্দ্ধলোক ভঙ্গ করিতে উদ্যত পাপী বজ্রনাভকে তাহার বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত আমরা বিনাশ করিব ॥ ৬২

আমি এরূপ এক উপায় অবলম্বন করিব, যাহাতে এই দৈত্য বজ্রনাভ পুত্রসহ দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করিতে না পারে; কিন্তু আমাদের বর্দ্ধনাকে অন্তঃ সমাপ্ত করা উচিত নহে—সদা সাবধানে থাকিতে হইবে; ইহাই আমার সিদ্ধান্ত মত ॥ ৬৩

বিধান্ পুরুষগণের কর্ত্তব্য হইল—সর্ব্বপ্রকার উপায়ে নিজেদের পত্নীদিগকে রক্ষা করা। যদি পত্নীর পরপুরুষের দ্বারা চিত্তহারা প্রাপ্তি হয়, তবে উহা সংসারে মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক কষ্টদায়ক হইয়া থাকে ॥ ৬৪

পরে ও সাম্বকে এই কথা বলিয়া মহাবল প্রদ্যুম্ন বীর দিব্য মায়ার দ্বারা কোটি প্রদ্যুম্ন সৃষ্টি করিলেন ॥ ৬৫

এই সময় অসুরগণ যে ত্রিভাগ অবশেষ সৃষ্টি করিয়াছিল, প্রদ্যুম্ন ইহাকেও নষ্ট করিয়া দিলেন। পরক্ষণে প্রদ্যুম্নকে এরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন ॥ ৬৬

সমস্ত প্রাণিগণ এই সময় সকল শত্রুর মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্নকে দেখিতে পাইল এবং তাঁহাকে প্রত্যেক অন্তরাত্মার বিদ্যমান ক্ষেত্রজ্ঞের ন্যায় মনে করিতে লাগিল ॥ ৬৭

এইরূপে যুদ্ধ করিতে করিতে কক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নের যামিনী অতিবাহিত হইয়া গেল। তিনি নিজের অস্ত্রের তেজে অসুরগণের তিনটি ভাগকেই নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৬৮

শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন সমরাঙ্গনে যতক্ষণ দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, ততক্ষণের মধ্যে তাঁহার সন্ধ্যোপাসনা লইলেন। তারপর মহাবল অসুর আসিয়া যে পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিলেন, সেই সময়ের মধ্যে প্রদ্যুম্ন আকাশগঙ্গার জলে সন্ধ্যোপাসনা সম্পূর্ণ করিলেন ॥ ৬৯-৭০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে প্রদ্যুম্ন ও দৈত্যগণের যুদ্ধবিষয়ক ষড়বতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রদ্যুম্নের বজ্রনাভস্য বধঃ, প্রদ্যুম্নাদীনাং পুত্রাণাং রাজ্যাভিষেকশ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

জনমেজয়ভূমি ততো মুহূর্ত্তাদ্ভাস্করে রবৌ।
প্রাদুরাসীদ্রথির্দেবৈস্তার্ক্ষ্যো নাগরপক্ষিরাট্ ॥ ১

হংসবায়ুমনোজিহ্ম পূর্ণস্বরগঃ খগঃ।
তদ্দৃষ্ট্বা বিব্যথে শক্রস্ত সমীপে কৃষ্ণনন্দন ॥ ২

সমেত্য চ যথান্যায়ং কৃষ্ণো বাসবমব্রিধৌ।
পাঞ্চজন্যং হরির্দধ্মৌ দৈত্যানাং ভয়বর্দ্ধনম্ ॥ ৩

তং শ্রুত্বাভ্যাগতস্তত্র প্রদ্যুম্নঃ পরবীরহা।
বজ্রনাভং মহীপালং কেশবেন ব্যরোধয়ৎ ॥ ৪

তার্ক্ষ্যমারুহ্য গচ্ছেতি পুনরেব প্রশোদিতঃ।
চকার স তথা বীরঃ প্রদক্ষিণমুদাত্তমৌ ॥ ৫

স মনোরথমা বীর তার্ক্ষ্যোঽথ সমো নৃপ।
অভ্যাসং বজ্রনাভস্য মহাবিষ্ণস্ত ভারত ॥ ৬

ততস্তার্ক্ষ্যগতো বীরস্তত্তর্দ্ধ বসুধাধিপ।
বজ্রনাভং স্থিরো ভূত্বা সর্ব্বাস্ত্রবিদনিন্দিতঃ ॥ ৭

তেন তার্ক্ষ্যগতেনৈব গদয়া কৃষ্ণসূনুনা।
উরস্তস্যাহতো বীরো বজ্রনাভো মহাবলঃ ॥ ৮

স তেনাভিহতো বীরো দৈত্যো নোদবশং গতঃ।
চকার চ তুমুলং যুদ্ধং বজ্রাস্ত্রৈব গতাসুবৎ ॥ ৯

আবৃণোত্তাং তঃ কাঙ্ক্ষিকরাচ্চ বলবর্দ্ধনঃ।
লঙ্ঘয়ামাস স বীরস্তু প্রদ্যুম্নমিদমব্রবীৎ ॥১০

সাধু যাদব বাহোন শ্লাঘ্যো মম রিপুর্ভবান্।
প্রতিপ্রহারকং লোকে স্থিরো ভব মহাবল ॥ ১১

এবমুক্ত্বা মহাবাহু মুক্ত্বা মেঘরবোপমম্।
গদাং ভুমাচ বেগেন সর্ব্বলোহকণ্টকাম্ ॥ ১২

সপ্তনবতিতম অধ্যায়

[প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক বজ্রনাভবধ এবং প্রদ্যুম্নাদির পুত্রগণের রাজ্যাভিষেক।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তখনকার যখন জগতের নেত্রস্বরূপ ভগবান্ সূর্য্যদেবের উদয়ের পর মুহূর্ত্তকাল অতিবাহিত হইল, তখন সর্পশত্রু গরুড় হইতে ভগবান্ শ্রীহরি সেখানে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ১

কৃষ্ণনন্দন। হংস, বায়ু ও মন হইতেও অত্যন্ত শীঘ্রগতি গমনকারী আকাশগামী গরুড় আকাশে ইন্দ্রের নিকটে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২

শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের সমীপে গমন করত যথোচিত রীতিতে মিলিত হইয়া নিজের পাঞ্চজন্যনামক শঙ্খবাদ্য করিলেন, যে শঙ্খ দৈত্যগণের ভয়বর্দ্ধনকারী ছিল। ৩

পাঞ্চজন্যশব্দের সংশ্রবকারী প্রদ্যুম্ন সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া অতি সত্বর সেখানে আসিলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন,—পুত্র! বজ্রনাভকে বধ কর এবং এই কার্য্য সত্বর পূর্ণ কর। ৪

তাঁহাকে পুনরায় প্রেরণা দান করিয়া বলিলেন,—তুমি গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক গমন কর। বীর প্রদ্যুম্ন সেই দুই শ্রেষ্ঠ যেন শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। ৫

বীর! ভরতনন্দন! নৃপ জনমেজয়! তখন সেই প্রদ্যুম্ন মনের ন্যায় বেগসম্পন্ন গরুড়ের দ্বারা অতিসত্বর ঘোরতর যুদ্ধকারী বজ্রনাভের নিকটে গমন করিলেন। ৬

সর্ব্ববিদ অস্ত্রবিশারদ নিন্দারহিত বীর প্রদ্যুম্ন গরুড়ে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া যুদ্ধের অগ্রভাগে বজ্রনাভকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ৭

গরুড়ে উপবিষ্ট থাকিয়াই মহাবীর শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন বীর বজ্রনাভের বক্ষে গদার দ্বারা প্রহার করিলেন। ৮

তাঁহার দ্বারা আহত হইয়া সেই বীর দৈত্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সে তখন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং প্রাণহীনের ন্যায় হইয়া যুঝিতে লাগিল। ৯

তখন রণদুর্ম্মদ শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন তাহাকে বলিলেন,—তুমি এখন আহত হও। তারপর লাভ করত সেই বীর বজ্রনাভ প্রদ্যুম্নকে এই কথা বলিল। ১০

যাদব! উত্তম, তুমি শত্রু হইলেও পরাক্রমে আমার পক্ষে শ্লাঘনীয়। এখন আমার দিক্ হইতে তোমার প্রহারের উত্তর দান করিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। মহাবল বীর! অতএব তুমি স্থির হও। ১১

এইরূপ বলিয়া সেই বজ্রনাভ শত মেঘসদৃশ গর্জ্জন করিয়া—সিংহনাদ করিয়া বহু কণ্টকপূর্ণ ও লৌহময় গদাকে সবেগে ঘুরাইয়া নিক্ষেপ করিল। ১২

তত্রা ললাটেন্দ্বিতঃ প্রদ্যোম্নঃ গতো নৃপ
উবহন্ কবিরঃ পূরি মুমোচ যদুনন্দনঃ ॥ ১৩
তং দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ পাঞ্চজন্যং জলোদ্ভবম্
দধ্মাবাথাসনকরঃ পুত্রক রিপুনাশনঃ ॥ ১৪
তা পাঞ্চজন্যশব্দেন প্রত্যাবৃত্তঃ মহাবলম্।
দৃষ্ট্বা প্রমুদিতা লোকা বিশোকেশ্চ-কেশবৌ ॥১৫
তস্য চক্রং করে ধাতঃ কৃষ্ণচ্ছন্দেন ভারত।
ক্ষুরনেমিমহাসারঃ দৈত্যসঙ্ঘকুলান্তকম্ ॥ ১৬
তদ্ধুযোচ্চাচ্যুতস্যাস্তস্য নাশায় ভারত
নমস্কৃত্য সুরেন্দ্রায় কৃষ্ণায় চ মহাত্মনে ॥ ১৭
বজ্রনাভস্তু তৎ কায়াদুচ্চকর্ত্ত শিরস্তলা।
নারায়ণস্যাস্তুতোদ্ভূতঃ দৈত্যানামনুপস্তুতাম্ ॥ ১৮
গদঃ পুনাত্তমবধীদ্ যদুমাত্রং বল ভিতে।
ধর্ম্মাপৃষ্ঠে ত্রিধাসক্তঃ রথরূপ ভগোত্তমম্ ॥ ১৯
সাম্বঃ সমস্তমধ্যাস্থানমুত্থানবিদগ্ধঃ

নিনায় নিশিতৈর্বাণৈঃ প্রেতাধিপপরিগ্রহম্ ॥ ২০
নিভৃত্তোঽপি হরে বীরে বজ্রনাভে মহাসুরে।
জগ্মাম যদুপুরং বীরো নারায়ণভয়ার্দ্দিতঃ ॥ ২১
নিবর্ত্তিতে দেবরিপৌ বজ্রনাভে মহাসুরে।
অবতীর্ণৌ মহাত্মানৌ হরী বজ্রপুরং তদা ॥ ২২
তত্র প্রথমনক্ষেব চক্রতুঃ সুমহন্মহৌ।
সাম্বস্যামাসতুশ্চৈব বালস্বং ভয়ার্দ্দিতম্ ॥ ২৩
ইন্দ্রোপেন্দ্রৌ মহাত্মানৌ মন্ত্রয়িত্বা মহাবলৌ।
আহৃত্যাঞ্চ তদাহৃয় চ বৃহস্পতিতনাসুদৌ ॥ ২৪
বজ্রনাভস্তু তত্তাজ্ঞাঃ চতুর্দ্ধা চক্রতুর্নৃপ
বিজয়স্তু চতুর্ভাগঃ জয়স্তুতনয়স্তু বৈ ॥ ২৫
প্রত্যায়স্তু চতুর্ভাগঃ সৌম্যিশ্চতুর্থভাগ চ
চতুর্থপ্রস্তু পদ্মস্তুচতুর্ভাগঃ তনেশ্বর ॥ ২৬
কোটাশ্চতস্রো গ্রামাণামধিকাস্তা বিশাম্পতে।
সাধাপুরসমাক্রম্য স্থীতঃ বজ্রপুরোপমম্।
চতুর্দ্ধা চক্রতুস্তত্র সাঙ্গাষ্টে শক্র-কেশবৌ ॥১৭

নৃপ জনমেজয়! সেই শব্দ শুনে তার প্রভাবে আমার প্রাণ হইয়া যদুনন্দন প্রচুর রক্ত বমন করিতে করিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥ ১৩

তাঁহাকে মূর্ছিত হইয়া যে ইতে দেখিয়া শত্রুনাশন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুত্রকে আশ্বস্ত করিবার জন্য সমুদ্রের জল হইতে উৎপন্ন বীর পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজ করিলেন ॥ ১৫

পাঞ্চজন্য শঙ্খের শব্দে মহাবল প্রদ্যুম্নকে আশ্বস্ত হইতে দেখিয়া সমস্ত লোকসকলই আনন্দিত হইল। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্র অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন ॥ ১৪

ভারত! শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহার চক্র প্রদ্যুম্নের হস্তে গেল। এই চক্রে সমস্ত অস্ত্র ছিল এবং তাহার নেমি বা প্রান্তভাগে ক্ষুর সংযোজিত ছিল। এই চক্র দৈত্যসমূহের বংশের বিনাশকারী ছিল ॥ ১৬

ভারত! শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন দেবরাজ ইন্দ্র ও মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া সেই দৈত্য বজ্রনাভকে বিনাশ করিবার জন্য সেই চক্র নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৭

শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই চক্র তখন সমস্ত দৈত্যবংশের সাক্ষাতেই বজ্রনাভের মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল ॥ ১৮

অন্যদিকে যদু প্রাণনাশের তরে যত্ন করিতে উদ্যুক্ত, যুদ্ধোন্মত্ত, সমরাঙ্গনে ভয়ঙ্কর করিতে সচেষ্ট নারায়ণ দৈত্য সুনাভকে বধ করিলেন ॥ ১৯

শত্রুকর্ষনকারী সাম্বও সমরের মধ্যভাগে অবস্থিত অসুরকে তীব্র তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা যমরাজের পুরে প্রেরণ করিলেন ॥২০

মহাসুর বীর বজ্রনাভ নিহত হইলে পর নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে পীড়িত হইয়া বীর বিষ্ণুদত্ত মহাপুরে চলিয়া যাইল ॥ ২১

যখন দেবদ্রোহী মহাসুর বজ্রনাভ নিহত হইল, তখন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্র উভয়ে বজ্রপুরে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ২২

সেই সময় সেই দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ সেখানে প্রাপ্ত দুঃখ এবং শোককে প্রশমিত করিয়া দিলেন। সেখানে বালকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধগণ পর্য্যন্ত সকলেই ভয়ে পীড়িত ছিল। তাহাদের সকলকে ইন্দ্রই সান্ত্বনাদান করিলেন ॥ ২৩

নৃপ জনমেজয়! সেই সময় মহাবল মহাত্মা ইন্দ্র ও উপেন্দ্র (শ্রীকৃষ্ণ) ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান বিষয়ে পরস্পর পরামর্শ করিয়া বৃহস্পতির মত অনুসরণ পূর্ব্বক বজ্রনাভের সেই রাজ্যকে চারভাগে বিভক্ত করিলেন ॥ ২৪-২৫

জনমেজয়! তাঁহারা তার এক ভাগ অন্যতম বিজয়কে প্রদান করিলেন, চার ভাগের এক ভাগ প্রদ্যুম্নের পুত্রকে, আর এক ভাগ সাম্বের পুত্রকে এবং চতুর্থ ভাগ পদ্মের পুত্র চন্দ্রাঙ্গদকে দান করিলেন ॥ ২৬-২৭

প্রজানাথ! বজ্রনাভের অধিকারে চার কোটিরও কিছু অধিক গ্রাম ছিল এবং এক হাজার সাধারণের। ইহা বজ্রপুরেরই সমান বৈভবশালী ছিল। অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া

কম্বলাজিনবাসাংসি বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ৮
চতুর্দ্ধা চক্রতুর্বীরৌ বীর বাসব-কেশবৌ ॥ ৮
ততোঽভিবিক্তাস্তে বীরা রাজানো বাসবাজ্ঞয়া
দেবগুহ্যস্তুতাস্তেন নৃপ বিষ্ণুপরীজনৈঃ ॥ ১৯
স্বয়ং শক্রেণ দেবেন কেশবেন চ ধীমতা
ঋষিবাদে মহাত্মানঃ শক্র-মাধবনন্দনাঃ ॥ ৩০
বিজয়ন্ত প্রসিদ্ধৈষ গতিরিত্যতি ধীমতঃ।
মাতৃজেনাগুণেনাপি মাধবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৩১
অভিষিচ্য জয়ন্তং তু বাসবো ভগবান্ ব্রবীৎ।
ত্বয়ৈতে বীর সংরক্ষ্যা রাজানঃ শমিতিঞ্জয়াঃ ॥ ৩২
মম বাশকরোঽহৈতৈঃ কেশবস্য ত্রয়োঽনঘ
অবধ্যাঃ সর্ব্বভূতানাং ভবিষ্যন্তি মমাজ্ঞয়া ॥ ৩৩
গমনাগমনঞ্চৈষ দিবি সিদ্ধৈঃ ভবিষ্যতি।
ত্রিবিষ্টপং দ্বারকাঞ্চ গমনং ভৈমভিরক্ষিতাম্ ॥ ৩৪

দিশাগজসুতাস্তাসাং ভগবান্ হেতুরেব চ ॥
ইচ্ছেদ্যা প্রযচ্ছন্তু বধাদ্যষ্টং কৃতানপি ॥ ৫৫
গজাবৈরাবতসুতে শক্রস্য-বিপুলয়ৌ।
প্রযচ্ছাকাশগৌ বীর সাম্বস্য চ গদস্য চ ॥ ৩৬
আকাশে পুরীঃ মাতু ধারকাং ভৈমরক্ষিতাম্।
আগাতু চ স্নুতৌ দ্রষ্টুং গদেষ্টং ভৈমনন্দনৌ ॥ ৩৭
ইতি সন্দিশ্য ভগবান্ দেবরাজঃ পুরন্দরঃ।
জগাম ভগবান্ স্বর্গং দ্বারকামপি কেশবঃ ॥ ৩৮
বন্যমালাসুমিত্রস্তু গদঃ প্রহ্লাদ এব চ
সাম্বশ্চ দ্বারকাং যান্তো ক্রতে বাক্যো মহাবলাঃ ॥ ৩৯
অস্মাপি তানি রাজ্যানি দেবৈঃ পার্শ্বে তথোত্তরে।
তিষ্ঠন্তি সর্ব্বভূতানাং ভবিষ্যন্তি মমাশ্রয়া ॥ ৪০
নিবৃত্তে মৌষলে যুদ্ধে স্বর্গং যাতেষু বৃষ্ণিষু।
গদ-প্রহ্লাদ-সাম্বাস্তে গতা বজ্রপুরং বিভো ॥ ৪১

ইন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ সেখানের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন ॥ ২৭

বীর জনমেজয়! বীর ইন্দ্র ও কেশব সেখানে গাভী কম্বল, মৃগচর্ম, বস্ত্র ও নানাবিধ বহুদ্রব্য রাখিয়া যে বিবাহ করিয়া দিলেন ॥ ২৮

নৃপ জনমেজয়! তখনকার ইন্দ্রের আজ্ঞায় সেই চার বীর দেবগুহ্যসুতিঞ্জনির সহিত খড়্গ হস্তে রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন ইন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দিতকারী সেই চার মহাত্মা রাজকুমার-গণকে স্বয়ং ইন্দ্রদেব ও বৃষ্ণিবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ ঋষিসমূহের নিকট অভিষিক্ত করিলেন ॥ ২৯-৩০

বৃষ্ণিবংশীয় বিজয়ের আকাশে যাতায়াত করিবার শক্তি ও প্রসিদ্ধই ছিল; মহাত্মা মাধবকুমারগণও বীর মাতৃগুণে বিমুক্ত হইয়া আকাশে গমনাগমনের শক্তি লাভ করিয়াছিলেন ॥৩১

ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দ্র সেই চার জনকে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে বলিলেন,—বীর! তুমি এই বৃষ্ণিবিজয়ী রাজাদিগকে সর্ব্বতো-ভাবে রক্ষা করিবে ॥ ৩২

অনঘ! ইহাদের মধ্যে একজন আমার কংসের প্রবর্ত্তক এবং অন্য তিন জন শ্রীকৃষ্ণের বংশবিস্তারকারী। ইহারা সকলে আমার আজ্ঞায় সমস্ত প্রাণিগণেরই অবধ্য হইবে ॥ ৩৩

ইহাদের আকাশে গমনাগমন বরাবর সিদ্ধ হইবে। স্বর্গে এবং মাধবগণের দ্বারা সুরক্ষিত বংশীয় দ্বারকাপুরীতেও ইহারা যাতায়াত করিবে ॥ ৩৪

দিশাগজসুতাস্তাসাং ভগবান্ হেতুরেব চ ॥
ইচ্ছেদ্যা প্রযচ্ছন্তু বধাদ্যষ্টং কৃতানপি ॥ ৫৫
গজাবৈরাবতসুতে শক্রস্য-বিপুলয়ৌ।
প্রযচ্ছাকাশগৌ বীর সাম্বস্য চ গদস্য চ ॥ ৩৬
আকাশে পুরীঃ মাতু ধারকাং ভৈমরক্ষিতাম্।
আগাতু চ স্নুতৌ দ্রষ্টুং গদেষ্টং ভৈমনন্দনৌ ॥ ৩৭
ইতি সন্দিশ্য ভগবান্ দেবরাজঃ পুরন্দরঃ।
জগাম ভগবান্ স্বর্গং দ্বারকামপি কেশবঃ ॥ ৩৮
বন্যমালাসুমিত্রস্তু গদঃ প্রহ্লাদ এব চ
সাম্বশ্চ দ্বারকাং যান্তো ক্রতে বাক্যো মহাবলাঃ ॥ ৩৯
অস্মাপি তানি রাজ্যানি দেবৈঃ পার্শ্বে তথোত্তরে।
তিষ্ঠন্তি সর্ব্বভূতানাং ভবিষ্যন্তি মমাশ্রয়া ॥ ৪০
নিবৃত্তে মৌষলে যুদ্ধে স্বর্গং যাতেষু বৃষ্ণিষু।
গদ-প্রহ্লাদ-সাম্বাস্তে গতা বজ্রপুরং বিভো ॥ ৪১

বিশ্বকর্ম্মদেবের পুত্র যে সব হস্তী আছে, ইচ্ছেদ্যবরার ফুলে উৎপন্ন যে সব অশ্ব আছে এবং বিশ্বকর্ম্ম কর্তৃক নির্ম্মিত যে সমস্ত রথ আছে, সেই সমস্ত তুমি ইহাদের ইচ্ছানুসারে প্রদান কর ॥ ৩৫

বীর! ঐরাবতের পুত্র শত্রুজয় ও বিপুলয় নামে যে দুইটি আকাশগামী হস্তী আছে, সেই দুইটিকে তুমি সাম্ব ও গদকে প্রদান কর; যাহাতে এই দুই ভীমকুলনন্দন বীর দ্বারকাপুরীতে আকাশপথে আসিতে পারে এবং নিজেদের দুই পুত্রকে দেখিবার জন্য এখানেও যখন ইচ্ছা আসিতে পারে ॥ ৩৬-৩৭

এইরূপ সংবাদ প্রদান করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে এবং ভগবান্ কেশব দ্বারকাপুরীতে চলিয়া যাইলেন ॥ ৩৮

বন্য, প্রহ্লাদ ও সাম্ব—এই তিন মহাবল বীর সেখানে আরও ছয় মাস অবস্থান করিলেন। যখন সেখানের রাজা সুদৃঢ় হইল, তখন ইহারা দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ৩৯

দেবোপম বীর জনমেজয়! আজও মেরুপর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে এই রাজা বিদ্যমান আছে এবং যতকাল এই জগৎ-সংসার আছে, ততকাল উহা সুস্থির থাকিবে ॥ ৪০

বিভো! মৌষলযুদ্ধ সমাপ্ত হইলে পর যখন সমস্ত বৃষ্ণি-বংশীয়গণ স্বর্গলোকে গমন করিলেন, তখন গদ, প্রহ্লাদ ও সাম্ব বজ্রপুরে চলিয়া আসিয়াছিলেন ॥ ৪১

ততঃ প্রোক্ত্য পুনর্যান্তি স্বর্গং বৈঃ কর্মভিঃ কৃতৈঃ
প্রসাদেন চ কৃষ্ণস্য লোককর্তুস্তনেশ্বর ॥ ৪১
প্রহ্লাদোত্তরমেতত্তে মুনেয় কথিতং ময়া
যজ্ঞং বর্ণয়মায়ুক্ত শক্রনাশনমেব চ ॥ ৪৫

পুত্র-পৌত্রা বিবর্ধন্তে আরোগ্যধনসম্পদঃ
যশো বিপুলমাপ্নোতি বৈপায়নবচো যথা ॥ ৪৪
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
যজ্ঞনাশবধো নাম সপ্তনবততমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৭

অনেশ্বর। সেখানে যাহা করিয়া সকল মানুষ লোককর্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে নিজ নিজ শুভ কর্মসমূহের দ্বারা পুনঃ স্বর্গলোকে গমন করেন ॥ ৪১

নরেশ্বর। এই আমি তোমার নিকট প্রহ্লাদের উৎকর্ষ বর্ণনা করিলাম। ইহা ধন, যশ ও আয়ু প্রদানকারী। ইহার পাঠে কাম-ক্রোধাদি শত্রুদলেরও নাশ হইয়া যায় এবং পুত্র-পৌত্রগণের বৃদ্ধি করে। আরোগ্য ও ধন-সম্পত্তি প্রাপ্তি হয় এবং মানুষ বিপুল যশ লাভ করে। যেরূপ বৈপায়ন ব্যাসদেবের বাক্য অনুসারে পূর্বকথিত ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৩-৪৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে যজ্ঞনাশের বধবাচক সপ্তনবততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টনবততমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রদ্যুম্নয়া বিশ্বকর্মণা পুনর্নবরূপেণ নির্মিতায়া দ্বারকাপুর্যা বর্ণনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ

মদনার্থং পুরীং কৃষ্ণো দ্বারকাং প্রকটীং স্থিতঃ
দেবসদ্মপ্রতীকাশাং সমন্তাৎ প্রতিনাদিতাম্ ॥ ১
মণিপদ্মতরঙ্গাণি তথা ক্রীড়াগৃহাণি চ।
উদ্যানবনযুথানি বলচ্ছেদাংশি চ ॥ ২
সম্প্রাপ্তে তু তদা কৃষ্ণে পুরীং দেবনিকেতনে।
বিশ্বকর্মাণমাহূয় দেবরাজোঽভবদ্বিভুঃ ॥ ৩
প্রিয়মিচ্ছসি চেৎ কর্তুং মহ্যং বিশ্বকর্মন্ বর
কৃষ্ণপ্রিয়ার্থং কৃষ্ণস্য প্রকুরুষ মনোরমাম্ ॥ ৪

উদ্যানবনসম্বাধাং দ্বারকাং স্বর্গসন্নিভাম্।
কুরুষ বিবুধশ্রেষ্ঠ যথা মম পুরী তথা ॥ ৫
হবির্ভিরিহ লোকেষু হতভূতা প্রপশ্যসি।
তেন মাং দুষ্কৃতাত্মানং ক্ষিপ্রং পুরা দ্বারবতী ত্যজ ॥ ৬
কৃষ্ণো হি সুরকার্যেষু সর্বদেষু সমুত্থিতঃ।
সংগ্রামান্ ঘোরসঙ্কাশান্ বিগাহেতি মহাবলঃ ॥ ৭
তামিন্দ্রবচনাদ্ গত্বা বিশ্বকর্মা পুরীং ততঃ
অলকায়ৈ সমস্তাদ্ বৈ যক্ষেন্দ্রস্যামরাবতীম্ ॥ ৮

অনেশ্বর বলিলেন,—জনমেজয়। শত্রুকে উপর উপবিষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরী দর্শন করিলেন, যাহা তখন দেবলোকের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। সেখানে তখন চারিদিকে সমুদ্র-গর্জনের প্রতিধ্বনি ব্যাপ্ত ছিল ॥ ১

সেই পুরীতে মত্ত ভ্রমর মণির পর্বত ও বনসকল সুশোভিত ছিল। বহু ক্রীড়াগৃহ নির্মিত ছিল। অনেক উদ্যান, শ্রেষ্ঠ বন, বলভী (পক্ষকোটা) ও চত্বর শোভা পাইতেছিল। (তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এ-সমস্তই দর্শন করিলেন ॥ ২

দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকাপুরীর সমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩

বিশ্বকর্মন্! যদি তুমি আমার প্রিয় করিতে ইচ্ছা কর, তবে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতার জন্য পুনরায় দ্বারকা-পুরীকে পূর্ব হইতেও অধিক মনোরম করিয়া যাও ॥ ৪

বিবুধশ্রেষ্ঠ! যেরূপ আমার এই পুরী, সেইরূপ তুমি এই দ্বারকাপুরীকে সত্বর উদ্যানে পরিপূর্ণা ও স্বর্গতুল্য মনোহারিণী করিয়া যাও ॥ ৫

তিন লোকের মধ্যে যাহা কিছু রত্নস্বরূপ বলিয়া তোমার মনে হইবে, সেই সমস্তই তুমি দ্বারকাপুরীতে সত্বর সমুদ্যত করা ॥ ৬

কারণ, মহাবল শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত দেবকার্যের জন্যই সর্বদা উত্থিত হইয়া রহিয়াছেন এবং ঘোর হইতেও ঘোরতর সংগ্রামেও প্রবেশ করেন ॥ ৭

বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের আদেশে সেই পুরীতে যাইয়া তাহাকে সেইভাবে সর্বদিকে অলঙ্কৃত করিলেন, যেরূপ দেবরাজের অমরাবতীপুরী সুসজ্জিত আছে ॥ ৮

তাং দদর্শ মহাঽঽরামোঽম্বরঃ পঙ্কিবর্ধনঃ।
বিশ্বকর্ম্মকৃতৈর্দিব্যৈরদ্রিপ্রাকারগোপুরাম্ ॥ ৯
তাং তদা দ্বারকাং দৃষ্ট্বা দেবকীনন্দনো বিভুঃ।
হৃষ্টঃ সর্ব্বার্থসম্পন্নঃ প্রবেষ্টুমুপচক্রমে ॥ ১০
সোঽপশ্যদ্ বৃক্ষখণ্ডাংশ্চ রম্যান্ দৃষ্টিমনোহরান্।
দ্বারকাং প্রতি দাশার্হশ্চিত্রিতাং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ১১
পদ্মখণ্ডাকুলাভিশ্চ হংসঘোষিতবারিভিঃ।
গঙ্গাসিন্ধুপ্রকাশাভিঃ পরিখাভির্বৃতাং পুরীম্ ॥ ১২
প্রাকারেণার্কবর্ণেন শাতকৌম্ভেন রাজতা।
চন্দ্রসূর্য্যি নিবিষ্টেন ভাং মেরোরিবমালিনীম্ ॥ ১৩
কাননৈর্নন্দনপ্রখ্যৈস্তথা চৈত্ররথোপমৈঃ।
বতৌ চারুপরিক্ষিপ্তা দ্বারকা দ্রৌরিবাম্বুদৈঃ ॥ ১৪
বতৌ চৈবতকঃ শৈলঃ রমণাদ্ভুতভাভিঃ
পূর্ব্বস্যাং দিশি লক্ষ্মাবান্দিকঃ কুঞ্জতোরণঃ ॥ ১৫
দক্ষিণস্যাং লতাবেষ্টঃ পঙ্কবর্ণো বিরাজতে

ইন্দ্রকেতুপ্রতীকাশঃ পশ্চিমাং দিশমাশ্রিতঃ
বৃক্ষকো রাজতঃ শৈলশ্চিত্রপুষ্পলতাবনঃ ॥ ১৬
উত্তরাং দিশমভার্থং বিভূষয়তি বেণুমান্
মন্দারাদ্রিপ্রতীকাশঃ পাণ্ডুরঃ পার্থিবর্ষভ ॥ ১৭
চিত্রকঃ পঙ্কবর্ণশ্চ পাঙ্কজস্তু বনং মহৎ।
সর্ব্বর্তুকবনং চৈব ভাতি চৈবতকং প্রতি ॥ ১৮
লতাবেষ্টিতপর্য্যন্তঃ মেরুপ্রভবনং মহৎ।
ভাতি তাদ্ভুবনং চৈব পুষ্পকঞ্চ মহদ্ বনম্ ॥ ১৯
অঙ্কৈর্মৌক্তিকৈশ্চৈব মন্দারৈশ্চোপশোভিতম্।
শতাবর্ত্তবনং চৈব করবীরাকরস্তথা ॥ ২০
ভাতি চৈত্রবনং চৈব নন্দনঞ্চ বনং মহৎ
রমণং ভাবনং চৈব বেণুমন্তং সমন্ততঃ ॥ ২১
বৈদূর্য্যশৈবলৈর্জুষ্টা মন্দাকিনী নদী।
ভাতি পুষ্করিণী রম্যা পূর্ব্বস্যাং দিশি ভারত ॥ ২২
সানবদ্যা দৃষিস্তাম্ভ কেশবস্য প্রিয়েপ্সিতিঃ।
বহুভিদেবসঙ্ঘৈস্তৈঃ ক্রীড়িতৈর্বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ২৩

দ্বারকাপুরীর দক্ষিণভাগে লতা বেষ্টনামক পর্বত শোভা পাইতেছিল, যাহা পঙ্ক বর্ণের ছিল বলিয়া ইন্দ্রধনুর ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। পুরীর পশ্চিমদিকে বৃক্ষকনামক রজত-পর্বত ছিল, যাহার উপরে বিচিত্র পুষ্পসমূহে অলঙ্কৃত বিশাল বন সুশোভিত ছিল। ১৫

বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠ! মন্দরাচলের ন্যায় বেণুমান্ নামক পর্বত দ্বারকার উত্তর দিককে অত্যন্ত শোভাসম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ১৭

রৈবতক পর্বতের চারিদিকে চিত্রক, পঙ্কবর্ণ, বিশাল পাঙ্কজ ও সর্ব্বর্তুক নামক বন শোভা পাইতেছে। ১৮

লতাবেষ্ট-পর্বতের চারিদিকে মেরুপ্রভনামক বিশাল বন, তাদ্ভুবন এবং পুষ্পকনামক মহাবন শোভা পাইতেছে। ১৯

বৃক্ষক-পর্বতের চারিদিকে কল্পতরুসমূহে সুশোভিত বন, বীজক বন, মন্দার বৃক্ষসকলে সুশোভিত মন্দারবন, শতাবর্ত্তবন এবং করবীরাকরনামক বন বিশেষ শোভা পাইতেছে। বেণুমান্ পর্বতের চারিদিকে চৈত্ররথবন, নন্দকনামক মহাবন, রমণবন ও ভাবনাখ্যবন সুশোভিত আছে। ২০-২১

ভারত! সেখানে বৈদূর্য্যমণিময় শত্রবিশিষ্ট পদ্মসমূহে সুশোভিতা মন্দাকিনী নদী দ্বারকাপুরীর পূর্ব্বদিকে এক রমণীয় পুষ্করিণী রূপে শোভা পাইতেছে। ২২

বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক সৃষ্টি হইয়া ভগবান্ কেশবের প্রিয়কামী

মহানদী দ্বারবতী পদ্মকাদিভিরম্বুভিঃ
প্রবিষ্টা পুণ্যসলিলা ভাবয়ন্তী সমন্ততঃ ॥ ১৪
অপ্রমেয়ং মহোৎসেধমমাদপরিখাযুতম্।
প্রাকারবরসম্পন্নাং সুধাপাণ্ডুরলেপনায় ॥ ১৫
তীক্ষ্ণযন্ত্রশতঘ্নীভির্হৈমজালৈশ্চ চর্বিতাম্।
আরুরোহ মহাচক্রৈর্বর্ম দ্বারকাং পুরীম্ ॥ ১৬
অষ্টৌ বনসহস্রাণি নগরে কিঙ্কিণীকিনাম্।
সমুচ্ছ্রিতপতাকানি যথা দেবপুরে তথা ॥ ১৭
অষ্টযোজনবিস্তীর্ণমচলাং দ্বাদশায়তাম্।
বিষ্ণুগোপনিবেশার্থং দদর্শ দ্বারকাং পুরীম্ ॥ ১৮
অষ্টমার্গমহারথ্যাং মহাযোদ্ধচতুরথাম্
এবমার্গপরিক্ষিপ্তাং সাক্ষাদ্ভোগবতীমিব কৃতাম্ ॥ ১৯
দ্বিস্তোহপি যস্যাং মুখ্যেষু কিমু বৃষ্ণিষ্বতাবথাঃ।

বৃষ্ণানামুদ্বহা মার্গাঃ প্রভূতৈর্বহুপণ্যাঃ ॥ ৩০
তত্র বৈ বিহিতাঃ শাক্ষ্য বিবিধা বিশ্বকর্মণা।
তস্মিন্ পুরবরশ্রেষ্ঠে প্রাসাদাস্তাঃ সমন্ততঃ ॥ ৩১
যেষ্মানি জন্মহে দৃষ্ট্বা ততো দেবকিনন্দনঃ
কাঞ্চনৈর্মণিসোপানৈঃ পেতানি নূন্যবীণি ॥ ৩২
হৈমযোষমহাযোষৈঃ প্রাসাদবরচত্বরৈঃ।
সমুচ্ছ্রিতপতাকানি পাণ্ডুরাম্বরবন্তি চ ॥ ৩৩
কাঞ্চনাগ্রাণি ভাবন্তি প্রাসাদশিখরাণি চ।
গৃহাণি রমণীয়ানি মেরুকূটনিভানি চ ॥ ৩৪
পাণ্ডুপাণ্ডুরশৃঙ্গৈশ্চ শাতকুম্ভবিচর্চিতৈঃ।
রত্নসানুপ্রকাশৈশ্চ বিচিত্রৈরিব পর্বতৈঃ ॥ ৩৫
পদ্মবর্ণৈঃ সুবর্ণৈশ্চ পুষ্পবৃষ্টিমনঃপ্রিয়ৈঃ
পর্জন্যতুলানির্ঘোষৈর্মনোনয়নবর্ধনৈঃ ॥ ৩৬

বহু দেবদারুবৃক্ষ সেখানের পর্বতকে 'দেবরম্যক'কে ভূষিত করিতেছিল। ২৩

পুণ্যসলিলা মহানদী মন্দাকিনী পদ্মাদিই বহু বড় বড় স্রোতের দ্বারা দ্বারকাবাসিগণকে প্রসন্ন করিতে করিতে সর্বদিক্ দিয়া সেই পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ২৪

দ্বারকাপুরী কত বৃহৎ ছিল, তাহা ও কোনও পরিমাণ (মাপ) ছিল না। ইহার উচ্চতাও বহু অধিক ছিল। এই পুরী অগাধ জলপূর্ণ পরিখার দ্বারা বেষ্টিত ছিল। সুন্দর প্রাকার ইহার বিশেষ শোভাবর্ধন করিতেছিল। এই পুরীর তেওড়ালসমূহ চূণ লেপন অর্থাৎ চূণকাম করিয়া শ্বেতবর্ণ করা হইয়াছিল। ২৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীকে তীক্ষ্ণ যন্ত্র, শতঘ্নী ও স্বর্ণের জালে বিভূষিতা দেখিলেন। এই পুরী লৌহনির্মিত বহু বড় বড় চক্রের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। ২৬

দেবনগরের ন্যায় দ্বারকাপুরীতে ক্ষুদ্র ঘন্টিকাসমূহযুক্ত আট হাজার বন ছিল। এই সব বনে উত্তোলিত পতাকাসমূহ শোভা পাইতেছিল। ২৭

এই দ্বারকাপুরীর বিস্তার (চওড়া) আট যোজন ছিল এবং ইহা লম্বায় বার যোজন ছিল অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে এই দ্বারকাপুরী বিয়ানব্বই যোজন বিস্তীর্ণ ছিল। ইহার উপনিবেশ (সমীপস্থ প্রদেশ—উপনগর) ছিল পরিমাণ অর্থাৎ এক শত বিয়ানব্বই যোজন বিস্তীর্ণ ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অধিক দ্বারকাপুরী দর্শন করিলেন। ২৮

ইহার মধ্যে যাইবার জন্য আটটি মহাপথ (রাজপথ) ছিল ও ষোলটি বড় বড় চক্র ছিল। এইভাবে বিভিন্ন মার্গসমূহে পরিষ্কার দ্বারকাপুরী সাক্ষাৎ ভগবানের নীতি অনুসারেই নির্মিত হইয়াছিল। ২৯

এই পুরীতে ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে পারে; দেখলে বুদ্ধিবৃদ্ধি মহারথ বীরগণের কথা আর কি বলিবার আছে? এই নগরীতে বৃষ্ণিসমূহেরও উত্তম বড় মার্গ ছিল এবং বহু রাজপথ ছিল। ৩০

এই পুরীতে সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মা এই সব বিবিধ পথ নির্মাণ করিয়াছিলেন। নগরসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই দ্বারকাপুরীতে যদুবীর বাসার্হ বাসীগণের গৃহসকল (প্রাসাদসকল) দেখিয়া দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হৃষ্ট হইলেন। এই সকল গৃহ (প্রাসাদ) মনুষ্যগণের হর্ষবর্ধনকারী ছিল এবং স্বর্ণখচিত মণিময় সোপান (সিঁড়ি)-শ্রেণীতে বিভূষিত ছিল। ৩১-৩২

শুভ্রতর ও সুতীক্ষ্ণ ঘোষ (শব্দ) প্রাসাদ ও সুন্দর আঙ্গন-সমূহে সুশোভিত এই সব মহলের উপর উচ্চ উচ্চ পতাকাবলি উড্ডীয়মান হইতেছিল। এই সব মহলের মধ্যে স্থাপিত উত্তানসমূহের বৃক্ষশ্রেণী বায়ুভরে দুলিতেছিল। ৩৩

এই সব প্রাসাদের শিখরসমূহ স্বর্ণের কলসে সুশোভিত হইয়া উদ্ভাসিত হইতেছিল। এই সব গগনচুম্বী রমণীয় ভবন মেরুপর্বতের শিখরসমূহের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ৩৪

এই সব ভবনের শিখরসমূহ শ্বেতবর্ণ হইতেও অধিক শ্বেত বর্ণ ছিল। এই সবেই স্বর্ণ সংযুক্ত থাকায় অতিশয় পরিষ্কার দেখাইতেছিল। এই সব প্রাসাদই রত্নময় শিখর, গুহা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখরসমূহে বিচিত্র পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ৩৫

এই সব ভবনই পদ্ম প্রকার বর্ণে রঞ্জিত ছিল।

দাবাগ্নিজ্বলিতৈর্ধৌতনিস্মিতৈর্বিশ্বকর্ম্মণা।
আলিখদ্ভিরিবাকাশমতিচন্দ্রার্কতারকৈঃ ॥ ৩৭
তৈর্দীপার্চির্মহাভাগৈর্বভাসে ভবনক্রমৈঃ।
বাসুদেবেক্ষণপ্রজ্ঞৈর্জ্বলদ্ভিরলঙ্কৃতা ॥ ৩৮
দদৃশে দ্বারকা চারুমেঘৈর্দৌরিব সংবৃতা।
সাক্ষাদ্ভবতো যেন বিহিতা বিশ্বকর্ম্মণা ॥৩৯
দদৃশে বাসুদেবস্য চতুর্থোঽন্তমায়তম্।
তাবদেব চ বিত্তীর্ণমপ্রমেয়মহাবনম্ ॥ ৬০
প্রাসাদবরসম্পন্নং যুক্তং জগতি পর্ব্বতৈঃ।
যচ্চকার মহাভাগস্তুষ্টো বাসবনোদিতঃ ॥ ৪১
প্রাসাদং চৈব রেমাভঃ সর্ব্বর্তুসুখমোহনম্ ॥ ৪২
মেরোরিব গিরেঃ শৃঙ্গমুচ্ছ্রিতং কাঞ্চনং মহৎ
রুক্মিণ্যাঃ প্রবরং বাসং বিহিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৪৩

বহু ভবন আবার ঊর্ধ্ব বর্ষেরই ছিল। কিন্তু গৃহের কান্তি এমন মনে হইতেছিল, যেন সেখানে পুষ্প বর্ষণ হইতেছে। এই সব ভবন হইতেই মেঘমালি-দনুজ শম্বরের জন্য উত্থিত হইতেছিল। এই সব বহু বর্ষের ভবন অনেক ওষধিনিচয় পর্ব্বতশ্রেণীর ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ৩৮

বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এই সব হেতুই ভবন দাবানলের প্রজ্বলিত শিখা-সদৃশ দেদীপ্যমান হইতেছিল। ইহাদের দেখিয়া ইহাই মনে হইতেছিল যে, ইহারা যেন আকাশে সূর্য্যের রেখা অঙ্কিত করিতেছে। এই সব গৃহের প্রকাশ চন্দ্র ও সূর্য্য হইতেও অধিক ছিল ॥ ৩৭

সেই চিত্রকাণ্ডি বনসমূহের বৃক্ষশ্রেণী ও লতাগহ্বরী মহাভাগ বীরদ্বয় এবং দ্বারকাপুরী মেঘসমূহে আবৃতা দ্বারকাপুরী অত্যন্ত শোভা পাইতেছিল ও মনোহর বনমেঘমালায় পরিবেষ্টিত আকাশের ন্যায় দেখাইতেছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সেখানে ইন্দ্র ও পর্ব্বত-রূপে শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৩৮॥

বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সাক্ষাৎ ভগবান্ বাসুদেবের ভবন চার যোজন দীর্ঘ (লম্বা) চার যোজন বিস্তৃত (চওড়া) ছিল। ইহাতে কত মহাধন সংযোজিত ছিল, তাহা অনুমান করাও সম্ভব ছিল না ॥ ৩৯-৪০

এই বিশাল ভবনের মধ্যে অনেক সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মিত ছিল। এই সব প্রাসাদ ভগবতের সমস্ত পর্ব্বতীয় বৃক্ষসমূহে সংযুক্ত ছিল। অথবা ইহার মধ্যে ভগবতের সুপ্রসিদ্ধ পর্ব্বতসকল ক্রীড়ার জন্য কৃত্রিম রূপে নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। মহাভাগ বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ইহার নির্ম্মাণ

সত্যভামা পুনর্যেন্দ্র যত্রাবসত পাণ্ডবম্
বিচিত্রমণিসোপানং তদ্ভ বিস্তীর্ণরাজিতি ॥৭৪
বিমলাদিত্যবর্ণাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্।
বাতসঞ্জবনোদ্ধেশো যচ্চকার্দ্ধচন্দ্রকম্ ॥ ৪৫
স চ প্রাসাদমুখ্যোঽথ ভাবত্যা বিভূষিতঃ
প্রভয়াভাতবৎ সর্ব্বান্তাবনেন ভাস্করো যথা ॥৪৬
উদ্ভাস্করবর্ণাভস্তুঙ্গোত্তুঙ্গমবাশ্রিতঃ
বিশ্বকর্ম্মকৃতো দিব্যঃ কৈলাসশিখরোপমঃ ॥ ৪৭
ভাস্বদ্ভবন ইবাদীপ্তঃ প্রদীপ্তসদনো যথা
সাগরপ্রতিমোঽচিষ্ঠন্নেকরশ্মিবিভূষিতঃ ॥৪৮
তস্মিন্ গান্ধারবরাজস্য দুহিতা কুলনন্দিনী
গান্ধারী ভরতশ্রেষ্ঠ দেবীবেন নিবেদিতা ॥ ৪৯

করিয়াছিলেন ॥ ৪১

এই সুবর্ণময় প্রাসাদ সমস্ত ঋতুসমূহের সঙ্গেই মনোহর ছিল। ইহার উচ্চ শিখরে স্বর্ণ সংযুক্ত করা হইয়াছিল, সেইজন্য উহা মেরুপর্ব্বতের উত্তুঙ্গ শিখরের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়াছিল। বিশ্বকর্ম্মা এই শ্রেষ্ঠ প্রাসাদকে দ্বারাবতী নগরীর জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ৪২-৪৩

সত্যভামা যে ভবনে বাস করিতেছিলেন, উহা শ্বেতবর্ণের ছিল। এই ভবন সর্ব্বপ্রকার সৌন্দর্য্যসম্পন্ন ছিল বলিয়া সকলে জানিত। নিম্মল সূর্য্যের ন্যায় শ্বেতকিরণ সত্যভাবেশীতে এই মনোরম প্রাসাদ বিভূষিত ছিল ॥ ৪৫;

যাহার বাহু ও অভ্যন্তর ভাগ প্রতিক্ষণ অতিশয় প্রভাসম্পন্নই। বৃক্ষ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল এবং যাহার চারিদিকে বহু বহু পতাকা উড়িতেছিল, এই শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ ভানুমতী দেবী কর্ত্তৃক বিভূষিত ছিল। এই প্রাসাদ ভিতরে সূর্য্যের ন্যায় নিজের প্রভায় অন্য সব প্রাসাদকে যেন তিরস্কার করিতেছিল ॥ ৪৬-৪৮

ইহার কান্তি উদয়কালীন সূর্য্যের প্রভার ন্যায় ছিল। এই ভবন কর্ণিকা ও সত্যভামার প্রাসাদের মধ্যভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এই দিব্য প্রাসাদ কৈলাস শিখরসদৃশ শোভা পাইতেছিল ॥ ৪৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! যাহা ভাস্বদ্ভবন সূর্য্য ও প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য দেদীপ্যমান ছিল, যাহা বিশালতায় সমুদ্র-সদৃশ ছিল এবং যাহা 'মেরু' নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, সেই বিশাল প্রাসাদে গান্ধাররাজের কুলীন কন্যা দুহিতা সতী অথবা গান্ধারীকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাস করাইয়া ছিলেন ॥ ৪৮-৪৯

পদ্মকূল ইতি খ্যাতঃ পদ্মবর্ণঃ মহাপ্রভম
সূর্য্যাভায়া দদাকূটং বেশ্মাত্তিরুচিরপ্রভম্ ॥ ৩।
সূর্য্যপ্রভস্তু প্রাসাদঃ সর্ব্বকামগুণৈর্যুতঃ।
লক্ষদ্বারো বৃণশ্রেষ্ঠ নির্দ্দিষ্টঃ খাণ্ডবদ্বনা ॥ ৫১

বৈদূর্য্যমণিবর্য্যাভঃ প্রাসাদো হরিতপ্রভঃ।
যা বিদ্ধঃ সর্ব্বভূতানি পয়ন্তিতোব ভাস্বত ॥ ৫২
যানং তং মিত্রবিশ্বায়া দেবযিগণপূজিতম।
মহিষ্যা বাসুদেবস্য কৃষ্ণয়ঃ তেন বেশ্মনা ॥ ৫৩
যত্তু প্রাসাদমুখ্যোঽত্র 'রবিতো বিশ্বকর্ম্মণা।
অতীব রম্যরূপোঽসৌ বিহিতঃ সর্ব্বতো যথা ॥ ৫৪
সুবার্ত্তায়া নিবাসঃ সঃ প্রশস্তঃ সর্ব্বদৈবতৈঃ
মহিষ্যা বাসুদেবস্য কেতুমানিতি বিশ্রুতঃ ॥ ৫৫
যত্তু প্রাসাদমুখ্যো বৈ সঃ স্তৃষ্টা বিশ্বরে স্বয়ম
যোজনান্তরবিস্তৃতঃ সপ্তরত্নময়ঃ শুভঃ ॥ ৫৬

স শ্রীমান্ বিরজা নাম বারাঙ্কস্তত্র সুপ্রভঃ।
উপস্থানভূময় যত্র কেশবস্য মহাত্মনঃ ॥ ৫৭
তস্মিন্ সুবিহিতাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণস্যঃ পতাকিনঃ।
সদনে বাসুদেবস্য মার্গসঙ্গমনজ্ঞাঃ ॥ ৫৮
রত্নজালানি দিব্যানি তত্রৈব চ নিবেশিতাঃ।
আজ্ঞতা বহুসিংহেন বৈজয়ন্তোঽচলো মহান্ ॥ ৫৯
হংসকূটশ্চ যজ্ঞ ভূমিভ্রত্যাত্মসঃ প্রভি।
ষষ্টিতালসমুৎসেধমষ্টযোজনায়তম্ ॥ ৬০
অকিঞ্চিরমহানাগঃ তদপামিততেজসা
পঞ্চতাঃ সর্ব্বভূতানামানীতঃ লোকসিদ্ধয়ে ॥ ৬১
আদিত্যাপথস্যঃ যত্তু নেত্রোঃ শিবস্বরূপম্।
জাম্বুনদময়ঃ দিব্যঃ ত্রিপু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥ ৬২
তদপ্যুৎপাটা কৃষ্ণার্থমানীতঃ বিশ্বকর্ম্মণা।
প্রাজ্বলমানস্তীব্যাভ্যঃ সর্ব্বৌষধিসমন্বিতম্ ॥ ৬৩

পদ্মকূল এই নামে বিখ্যাত, পদ্মতুল্য বর্ণবিশিষ্ট, অত্যন্ত প্রকাশমান, তাঁর শিখর চূড়া উচ্চ এবং অতিশয় মনোরম প্রভায় উদ্ভাসিত যে ভবন ছিল, উহা সুধর্মাদেবীর নিবাস-স্থান ছিল ॥ ৫০

বৃণশ্রেষ্ঠ! যে প্রাসাদ সমস্ত মনোবাঞ্ছিত গুণসমূহে যুক্ত ছিল এবং সূর্য্যচূড়া প্রকাশমান ছিল, সেই প্রাসাদকে দারুবধূ-দ্বারী শ্রীকৃষ্ণ লক্ষদ্বার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ৫১

ভাস্বত! যাহা হরিত-কান্তি বিশিষ্ট ও বৈদূর্য্য মণির প্রভার ন্যায় উদ্ভাসিত হইতেছিল, যাহাকে সমস্ত প্রাণীরা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া মনে করিত, সেই প্রাসাদ বাসুদেবের মহিষী মিত্রবিন্দার বাসস্থান ছিল। দেবতা ও ঋষিগণও এই প্রাসাদের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতেন। এই প্রাসাদ সমস্ত ভবনসমূহেরই মূলস্বরূপ ছিল ॥ ৫২-৫৩

ভাস্করের বিশ্বকর্ম্মাকর্তৃক নির্ম্মিত যে শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ ছিল, যাহা অত্যন্ত রমণীয় হইতেও রমণীয় প্রতীত হইতেছিল, সেই প্রাসাদ শ্রীকৃষ্ণমহিষী সুবার্ত্তার নিবাস-ভবন ছিল। সকল দেবতাও এই ভবনের প্রশংসা করিতেন। এই ভবন 'কেতুমান্' নামে প্রসিদ্ধ ছিল ॥ ৫৪-৫৫

যাহা সমস্ত প্রাসাদের মধ্যে প্রধান ছিল, যাহাকে সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে (লম্বা-চওড়ায়) এক এক যোজন ছিল, যাহা সর্ব্বপ্রকার রত্ন-রাজির দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং শুভময় (মহা সুন্দর) ছিল, সেই উত্তম প্রভাযুক্ত ও কমনীয় প্রাসাদ সেখানে 'বিরজা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া বিরাজমান ছিল। ইহাতেই মহাত্মা কেশবের উপস্থান ভূমি ছিল ॥ ৫৬-৫৭

বাসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের এই সুন্দর সদনে যে সব পথ জ্ঞাপন-সূচক ধ্বজ ছিল, সেই সমস্ত ধ্বজেরই ন্যায় সুবর্ণ নির্ম্মিত ছিল এবং ইহাদের উপরে পতাকা উড়িতেছিল। বহুসংখ্যক সিংহ-সমূহ সহিত পরম রমণীয় পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সেখানে দিব্য রত্নজাল সজ্জিত করিয়া স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং বৈজয়ন্তনামক শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতকে আনিয়া সেখানে স্থাপিত করিয়াছিলেন ॥ ৫৮-৫৯

ইন্দ্রপ্রস্থ সরোবরের পার্শ্বে হংসকূট-পর্ব্বতের যে শিখর ছিল, তাহা ষাটটি তাল বৃক্ষ পরিমাণ উচ্চ ছিল এবং অতিমাত্রায় আয়ত (চওড়া) ছিল ॥ ৬০

অমিততেজস্বী বিশ্বকর্ম্মা সমস্ত প্রাণিবর্গের সাক্ষাৎ বিশ্ববিখ্যাত পর্ব্বতশিখরকে কিরণ ও মহাবাহু নেত্রদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৬১

মেরুপর্ব্বতের যে উত্তম শিখর সূর্য্যের পথ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল, যাহা স্বরূপে জাম্বুনদ সুবর্ণময়, দিবা ও ত্রিভুবন বিখ্যাত ছিল, উহাকেও বিশ্বকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের জন্য উৎপাটিত করিয়া আনিয়াছিলেন। ইহা সর্ব্বপ্রকার ঔষধিসমূহে পরিপূর্ণ, প্রকাশমান ও অতিশয় উগ্র ছিল ॥ ৬২-৬৩

তমিন্দ্রবচনাদ্বৃষ্টা কান্তারেভ্যো মহাদ্রয়ঃ
পারিজাতস্তু তত্রৈব কেশবেনাসৃতঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৪
নীয়মানে তু তস্মাসীদ্ বৃক্ষমুত্তমকর্ষণঃ
কৃষ্ণস্য যেন্দ্রবচনাদ্ দেবাঃ পারিপতন্তনম্ ॥ ৬৫
পুণ্যশ্লোকশতৈর্জুষ্টং বিমানৈশ্চন্দ্র হিরণ্ময়ৈঃ।
বিহিতা বাসুদেবার্থং রত্নপুষ্পফলদ্রুমাঃ ॥ ৬৬
পদ্মখণ্ডজলোপেতা রত্নসৌগন্ধিকোৎপলাঃ।
মণিহেমপ্রবাকীর্ণাঃ পুষ্করিণ্যঃ সরাংসি চ ॥ ৬৭
তাসাং পবনকূলানি শোভন্তি মহাদ্রুমাঃ
শালতালাঃ কদম্বাশ্চ শতপাশ্চ কৌরিণঃ ॥ ৬৮
যে চ বৈশ্রবণা বৃক্ষা যে চ নক্ষত্রকল্পনা
আহৃতা বহ্নিসংকাশৈর্বিহিতা বিশ্বকর্মণা ॥ ৬৯
রক্তপীতারুণশ্যামাঃ শ্বেতপুষ্পাশ্চ পাদপাঃ।
সর্ব্বর্তুফলসম্পন্নাস্তেষু কাননসিন্ধুষু ॥ ৭০

সমকূলজলোপেতাঃ পাণ্ডুবালুকসংবৃতাঃ
তস্মিন্ পুরবরে রম্যে প্রফুল্লনলিনা দ্রুতাঃ ॥ ৭১
পুষ্পাকুলজলোপেতা নানাভক্তলতাকুলাঃ।
অপরাজিতবল্লীভো রেমণীয়কবালুকাঃ ॥ ৭২
মত্তবারণসংঘৈশ্চ কোকিলৈশ্চ সমাকুলৈঃ।
বভূবুঃ পত্বলোপেতাস্তাঃ পুর্য্যাশ্চ পাদপাঃ ॥ ৭৩
তত্রৈব গজযূথানি পুরে গোরিত্যাস্তথা।
নিবাসশ্চ কৃতস্তত্র বরাহমৃগপক্ষিভিঃ ॥ ৭৪
পুর্য্যাঃ তস্যাঃ তু রত্নানাং প্রাকারো বৈ হিরণ্ময়ঃ।
ব্যাপ্তঃ কিঙ্কিণিজালৈশ্চ বিবিধৈর্বিশ্বকর্মণা ॥ ৭৫
অতীব রম্যাঃ সোপানাস্তস্য বেদ্যিতাঃ পণ্ডিতো যথা।
তে চ তে চ মহা শৈলাঃ সরিতশ্চ সরাংসি চ।
পরিক্ষিপ্তানি তৈর্যেন বনান্যুপবনানি চ ॥ ৭৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি দ্বারকাবিবেশনির্ম্মাণং নামাষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৮

বিশ্বকর্ম্মা উক্তের কথায় বিশেষ কর্ণপাতনের জন্য উহাকে দেবস্থানে আনিয়াছিলেন। এই সেই সংসার শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত-বৃক্ষও আনয়ন করিয়াছিলেন। ৬৫

পারিজাত বৃক্ষ আনিবার সময় অসুরকর্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সেই দেবগণের সহিত যুদ্ধের মূল হইয়াছিল, তাঁহারা সেই উত্তম বৃক্ষকে রক্ষা করিতেছিলেন। ৬৫

এই বৃক্ষ শত পথে পূজিত, সুরবনস বিমানসমূহে সেবিত ও সুরক্ষিত ছিল। বিশ্বকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের জন্য রত্নময় পুষ্প ও ফল-প্রদ বৃক্ষসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ৬৬

ইনি বহু পুষ্করিণী ও সরোবরও খনন করিয়াছিলেন, তাহাদের জল পদ্মসমূহে সুশোভিত ছিল এবং উহাতে রত্নময় সৌগন্ধিক বহু পদ্মও বিকসিত ছিল। মণি ও সুবর্ণে অলঙ্কৃত বহু সোপানদ্বারা সেই সব পুষ্করিণী এবং সরোবর চারিদিকে ব্যাপ্ত ছিল। ৬৭

এই সব পুষ্করিণীর উভয় তীরসকল বহু বহু বৃক্ষসমূহে সুশোভিত ছিল। শাল, তাল, কদম্ব ও শত শত শাখাবিশিষ্ট বট বৃক্ষ এবং মেরুপর্ব্বতে ও হিমালয়ে উৎপন্ন বহু বৃক্ষও ছিল, এসমস্তই বিশ্বকর্ম্মা সেস্থানে আনিয়া মহাশিল্পী শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতার জন্য দ্বারকায় স্থাপিত করিয়াছিলেন। ৬৮-৬৯

এই সব বৃক্ষ রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, অরুণবর্ণ ও শ্যামবর্ণের ছিল; কিন্তু ইহাদের ফল শ্বেতবর্ণের ছিল। এস্থানে বন-উপবনের সন্নিবেশে যে সব বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছিল, তাহারা সকল ঋতুতেই ফল দান করিত এবং সকল ঋতুর উপযোগী ফলে সুশোভিত ছিল। ৭০

সেই নগরীতে যে সব নদী ছিল, তাহাদের তীর সমান ছিল এবং জলও সমপরিমাণ ছিল। ইহাদের তীরের ও বালুকা নীচেতে বসিয়া গিয়াছিল। এস্থানে যে সব হ্রদ ছিল, তাহাদের জল অতিশয় স্বচ্ছ ছিল। ৭১

এস্থানে অরু আরও যে সব নদী ছিল, তাহাদের বালুকা ও তীরের সুবর্ণের ছিল এবং তাহা বা পুষ্পসমাচ্ছন্ন জলে পরিপূর্ণ ছিল। ইহাদের তীর নানাপ্রকার বৃক্ষ এবং লতার দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল। ৭২

এই দ্বারকাপুরীতে যে সব বৃক্ষ ছিল, তৎসমস্তই রসযুক্ত মধুর ও সদা ফল্ত কোকিলকূলে পরম কোলাহলপূর্ণ ছিল। ৭৩

এই দ্বারকাপুরীতেই বহু হস্তীর দল এবং গো ও মহিষেরও দল ছিল। বরাহ, মৃগ ও পক্ষিগণ সেস্থানে নিজেদের বাস নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ৭৪

সেই রমণীয় দ্বারকাপুরীর প্রাকার স্বর্ণেরই তৈরি নির্ম্মিত ছিল। বিশ্বকর্ম্মা এই প্রাকারকে এক শতহস্ত উচ্চ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ৭৫

এই প্রাকার (প্রাচীর) অতিশয় সুন্দর ও রমণীয় ছিল এবং পরিবেষ্টিত পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশ্বকর্ম্মা এই প্রাচীরের গায় পূর্ব্বোক্ত বহু বহু পর্ব্বত, নদী, সরোবর, বন ও উপবনসমূহকেও ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন। ৭৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্ব দ্বারকাকে বিশেষরূপে নির্ম্মাণপ্রসঙ্গে অষ্টনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বারকায়ামন্তঃপুরে চ প্রবেশঃ, মণিপর্ব্বতস্য পারিজাতবৃক্ষস্য চ যথোচিতস্থানে স্থাপনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমালোকয়ন্ সর্ব্বং দ্বারকায়াং স কৃষ্ণবৎ।
অপশ্যৎ বপুষঃ কৃষ্ণ প্রাসাদরূপশোভিতম্ ॥ ১
মণিস্তম্ভসহস্রাণামযুতৈর্বিবৃতং পৃথক্।
তোরণৈর্মন্দনপ্রখ্যৈর্মণিবিদ্রুমবেদিকৈঃ ॥ ২
তত্র তত্র প্রভাসদ্ভিশ্চিত্রকর্ম্মবদিভিঃ।
প্রাসাদস্তত্র শুশুভে কৃষ্ণস্যাপ্রতিমো ভুবি ॥ ৩
স্ফটিকস্তম্ভবিবৃতো বিস্তীর্ণঃ সপ্তকক্ষকঃ।
পদ্মাকুলজলোপেতো বকসৌগন্ধিকোৎপলাঃ ॥ ৪
মণিহেমনিভাস্তিস্রো বকুলোপানভূমিতাঃ।
নন্দবর্দ্ধিবর্দ্ধনাদ্যৈশ্চ কোকিলৈশ্চ মনোরমৈঃ ॥ ৫
বভূবুঃ পরমোপেতা বাপ্যশ্চ বিকচোৎপলাঃ।
বিশ্বকর্ম্মকৃতঃ শৈলঃ প্রাসাদস্তস্য বেশ্মনঃ ॥ ৬
দ্বাস্থকিভুজসংঘেষ্টঃ পরিখাশ্চাপি বেষ্টিতঃ।
তদ্ভূধরঃ কৃষ্ণিসিংহস্য নির্ম্মিতঃ বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৭
মহেন্দ্রভবনপ্রখ্যঃ বেশ্ম সর্ব্বগুণান্বিতম্।
তত্তস্তঃ পাণ্ডবঃ শ্রীমান্ বিবিশুস্তি স্থিতেন গুরুণা তঃ ॥ ৮
প্রীতঃ শঙ্খমুপাধ্মাসীদ্বিদ্রাবণমরাতীনাম্।
তস্য শঙ্খস্য শব্দেন সাগরাশ্চুক্ষুভে ভৃশম্।
বরাহাশ্চ নদাঃ কৃৎস্নাস্তস্মিন্নভবন্নুতুলা ॥ ৯
পাঞ্চজন্যস্য নির্ঘোষং সংশ্রুত্য কুরুপুঙ্গবাঃ।
বিস্ময়াকুলসর্ব্বাঙ্গা বভূবুস্তত্র তত্র হ দর্শনাৎ ॥ ১০
শঙ্খচক্রগদাপাণিং গরুড়স্যোপরি স্থিতম্
দৃষ্ট্বা তত্রস্থিরে পৌরা ভাস্করোপমতেজসম্ ॥ ১১
ততস্তূর্য্যপ্রণাদাংশ্চ ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনাঃ।
জজ্ঞিরে সিংহনাদাংশ্চ সর্ব্বেষাং পুরবাসিনাম্ ॥ ১২

নবনবতিতম অধ্যায়।

[ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা ও অন্তঃপুরে প্রবেশ এবং মণিপর্ব্বত ও পারিজাত বৃক্ষকে যথোচিত স্থানে স্থাপন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,— জনমেজয়! বৃষ্ণিবংশধ্বজ বিশাল নেত্রশোভিত শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে দ্বারকাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে নিজের আবাস-পুর দর্শন করিলেন। ১

ইহাতে মণিনির্ম্মিত লক্ষ-কোটি স্তম্ভ ছিল, যাহাদের প্রভাতে সেস্থানের সব কিছুই স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল। ইহার তোরণ দ্বারসমূহ (বহির্দ্বার) মণি-দ্রুম ও রত্নতের দ্বারা নির্ম্মিত ছিল এবং প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ উদ্ভাসিত হইতেছিল। ২

বহু স্তম্ভ প্রকাশিত সেই সব তোরণে স্বর্ণের বিচিত্র বেদী নির্ম্মিত ছিল। এই সবে উদ্ভাসিত সেই বিশাল প্রাসাদ শ্রীকৃষ্ণের উপযুক্ত-পুর ছিল। ৩

ইহাতে স্ফটিক মণির স্তম্ভ বিস্তীর্ণ ছিল, যাহার দ্বারা সেই প্রাসাদ প্রকাশিত হইতেছিল। এখানের সকল বস্তুই স্বর্ণনির্ম্মিত ছিল। এখানের বীথীর জল পদ্মসমূহে আচ্ছাদিত ছিল এবং ইহাতে রক্তবর্ণের সৌগন্ধিক পদ্ম বিকশিত ছিল। ৪

এই সব বীথী মণি ও সুবর্ণের সমান বিচিত্র সোপানশ্রেণী ছিল। রক্তময় সোপানে সিঁড়ি (শ্রেণীতে) অলঙ্কৃত সমস্ত বীথীই বহু মযূর ও সদা মনোরম কোকিলগণের দ্বারা সেবিত ছিল। বিকসিত পদ্মসমূহে আচ্ছাদিত থাকায় ইহারা বিশেষ শোভা পাইতেছিল। ৫।

শ্রীকৃষ্ণের এই ভবনের প্রতিটি বিশ্বকর্ম্মা প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা শত হস্ত পরিমাণ উচ্চ ছিল এবং পরিখার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের এই ভবনের নির্ম্মাণ বিশ্বকর্ম্মাই করিয়াছিলেন। ৬-৭

সর্ব্বদিকেই অর্দ্ধযোজন বিস্তৃত এই শ্রীকৃষ্ণের ভবন মহেন্দ্রভবন-সদৃশ মনোরম ছিল। তাহাতে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে প্রসন্ন হইয়া নিজের শত্রুবর্গবিনিষ্কর্ষক সেই প্রসিদ্ধ পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদ্য করিলেন, যাহা শত্রুগণের রোমহর্ষণকর ছিল। এই শঙ্খের শব্দে সমুদ্র অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং সম্পূর্ণ ভূভাগমণ্ডল নিনাদিত হইল। সেই সময় ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ৮-৯

পাঞ্চজন্যের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ও গরুড়কে দর্শন করিয়া কুরুশ্রেষ্ঠ ও অন্তঃবাসী মানবগণ শোকরহিত হইয়া যাইলেন। ১০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্তে তখন শঙ্খ, চক্র ও গদা শোভা পাইতেছিল। তিনি গরুড়ের উপরে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার তেজ সূর্য্যসদৃশ ছিল। তাঁহাকে দর্শন করিয়া পুরবাসী সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ১১

তদনন্তর তূরী ও ভেরীসমূহ বাদিত হইতে লাগিল। ইহাদের ধ্বনি বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল এবং সমস্ত পুরবাসীরাও তখন সিংহনাদ করিতে লাগিল। ১২

তত্তস্তে সর্ব্বদাশার্হাঃ সর্ব্বে চ কৃকুরান্ধকাঃ।
শ্রীয়মাণাঃ সমাজগ্মুরালোক্য মধুসূদনম্ ॥ ১৩

বাসুদেবঃ পুরস্কৃত্য শঙ্খ-তূর্য্যরবৈঃ সহ
উগ্রসেনো যযৌ রাজা বসুদেবনিবেশনম্ ॥ ১৪

আনন্দিনী পর্য্যচরৎ যেষু বেশ্মসু দেবকী
রোহিণী চ যশোদা চ আহুকী চ যাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৫

ততঃ কৃষ্ণঃ সুপর্ণেন স্বং নিবেশনমভ্যগাৎ
চচার চ যথোদ্দেশমীশ্বরাণুচরো হরিঃ ॥ ১৬

অবতীর্য্য গৃহদ্বারি কৃতজ্ঞস্তু যদূত্তমঃ।
যথার্হং পূজয়ামাস যাদবান্ বাসবর্ষভঃ ॥ ১৭

রামাহুকগদাক্রূরপ্রদ্যুম্নাদিভিরর্চ্চিতঃ।
প্রবিবেশ গৃহং সৌধিরাদায় মণিপর্ব্বতম্ ॥ ১৮

তত্র শক্রস্য দয়িতং পারিজাতং মহাদ্রুমম্।
প্রবেশয়ামাস গৃহং প্রদ্যুম্নো রুক্মিণীসুতঃ ॥ ১৯

তেঽস্তোস্তং দদৃশুর্বীরা দেবযদ্ধনমানুষান

পারিজাতপ্রভাবেণ ততো মুমুদিরে ভৃশম্ ॥ ২০

তৈঃ স্তূয়মানো গোবিন্দঃ প্রশ্লক্ষ্টৈর্যাদবর্ষভৈঃ।
প্রবিবেশ গৃহং শ্রীমান্ বিহিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ২১

ততোঽন্তঃপুরমধ্যে তং সপুত্রমণিপর্ব্বতম্।
স্ববেশরূপমধ্যাত্মা বভূবাভি সহিতোঽচ্যুতঃ ॥২২

তত্র দিব্যাং ক্রমশ্রেষ্ঠঃ পারিজাতমমিত্রজিৎ।
অর্চ্চয়িত্বা তমবাগ্রমিষ্টে বেশে স্ববেশ্মনি ॥ ২৩

অনুজ্ঞাপ্য স্ততো জ্ঞাতীন্ কেশবঃ পরবীরহা।
তাঃ স্ত্রিয়ঃ পূজয়ামাস সাপত্ন্যা নরকেণ যাঃ ॥ ২৪

বস্ত্রৈরুত্তমবেশ্মভির্যোষাভির্বিনমঙ্কৈঃ।
হারৈশ্চন্দ্রাংশুসঙ্কাশৈর্মণিভিশ্চ মহাপ্রভৈঃ ॥ ২৫

পূর্ব্বমভ্যর্চ্চিতাশ্চৈব বসুদেবেন তাঃ স্ত্রিয়ঃ।
দেবক্যা সহ রোহিণ্যা দেবক্যা চাহুকেন চ ॥ ২৬

সভাজ্যামোত্তমা স্ত্রীণাং সৌভাগ্যেনানুবন্ধয়া।
কৃষ্ণস্যেন্দ্রাণী যশসা রুক্মিণী ভীষ্মকাত্মজা ॥ ২৭

তাহার পর সমস্ত দাশার্হবংশীয় যাদবগণ এবং কুকুর ও অন্ধকবংশের সমস্ত লোকগণ ভগবান মধুসূদনকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য সমাগত হইলেন ॥ ১৩

রাজা উগ্রসেন ভগবান বাসুদেবকে অগ্রে করিয়া শঙ্খ ও তূর্য্যাদি বাদ্যধ্বনির সহিত বসুদেবের গৃহে লইয়া যাইলেন ॥ ১৪

সেখানে আনন্দময়ী দেবকী, রোহিণী, যশোদা ও রাজা উগ্রসেনের যে সব স্ত্রী ছিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ গৃহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ সংকার করিলেন ॥ ১৫

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ খগরাজের দ্বারা নিজ ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। ইন্দ্রাদি ঐশ্বর্য্যশালী দেবগণ তাঁহার অনুচর, সেই শ্রীহরি নিজ অতীত স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৬

ভবনের প্রাঙ্গণ দ্বারে অবতীর্ণ হইয়া (নামিয়া) যাদবশ্রেষ্ঠ বসুদেব সেই যাদবগণকে যথাযোগ্য সংকার করিলেন ॥১৭

বলরাম, উগ্রসেন, গদ, অক্রূর ও প্রদ্যুম্নাদির দ্বারা সম্ভাষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় রুক্মিণী-নন্দন প্রদ্যুম্ন মণিপর্ব্বত ও ইন্দ্রের প্রিয় মহাদ্রুম পারিজাতকে লইয়া ভগবানের গৃহে প্রবেশ করাইলেন ॥ ১৮-১৯

দ্বারকাবাসী বীরগণ সেখানে পারিজাত বৃক্ষের প্রভাবে পরস্পর পরস্পরের দেহসম্ভূতে দিব্যরূপে দেখিতে পাইলেন,

ইহাতে তাঁহাদের অত্যন্ত আনন্দ হইল ॥ ২০

তখন স্তূয়মান সেই যাদবশ্রেষ্ঠগণ সেই ভগবান গোবিন্দের স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তুতি শ্রবণ করিতে করিতে সেই শ্রীমান গোবিন্দ বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক নির্ম্মিত সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ২১

তদনন্তর অন্তঃপুরমধ্যস্থ সপুত্রমণিপর্ব্বত ভগবান অচ্যুত বৃষ্ণিবংশীয়গণকে সঙ্গে লইয়া নিজের মণিপর্ব্বতকে অন্তঃপুরে নিবেশিত করিলেন এবং সেই নিজ গৃহে ও পূজিত বৃক্ষশ্রেষ্ঠ পারিজাতকে যথাস্থানে অধিষ্ঠানে স্থিত করিলেন ॥২২-২৩

তাহার পর শত্রুকর্ষণ সহ বরকারী কেশব সমস্ত জ্ঞাতি-বন্ধুজনের অনুমতি লইয়া সেই সব স্ত্রীকে বিশেষ সম্মান করিলেন, যাঁহারা ইহাকে পূর্বে নরক-সুর হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল ॥ ২৪

দিব্য বস্ত্র, দিব্য আভরণ, মালাসহ, অনুরাগি, চন্দ্রকিরণসদৃশ ছেতবর্ণ হীরকহার এবং অতিশয় প্রভাযুক্ত মণিসমূহের দ্বারা, শ্রীহরি তাঁহাদের সংকার করিলেন ॥ ২৫

ইহার পূর্বেও বসুদেব, দেবকী, রোহিণী, রেবতী এবং উগ্রসেনও তাঁহাদের সকলের সম্মান করিয়াছিলেন ॥ ২৬

সেই সময় সৌভাগ্যে সভাগ্য সকল স্ত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু জ্ঞাতি-কুটুম্বগণের ঈশ্বরী সর্বেসর্বা) ভীষ্মক-নন্দিনী মহারাণী রুক্মিণী ছিলেন ॥ ২৭

তাসাং যথাইবর্ণ্যাণি প্রাসাদশিখরাণি চ ৬
আদিদেশ পৃথান্ কৃষ্ণঃ পারিবর্হাংশ্চ পুষ্কলান্ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি দ্বারকাপ্রবেশনং নাম নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৯

শ্রীকৃষ্ণ এই সব মহিষীদিগকে যথাযোগ্য মঠ, প্রাসাদশিখর, বৃহ ও বহুপরিমাণে অন্যান্য উপঢৌকনসমূহ সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ১৮

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে দ্বারকাপ্রবেশনামক নবনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শততমোঽধ্যায়ঃ।

[সর্বৌষধাদৈঃ সহ সংস্কৃতা শ্রীকৃষ্ণেন তান্ সম্ভাষিতান্ কর্তুং কেষাং সভায়ামাহ্বানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সম্পূজ্য গরুড়ং বাসুদেবোঽনুজাঞ্চ তং।
সবিস্ময়োপসৃষ্টেনমনুজাঞ্জে সৃ ' প্রতি ॥ ১

সোঽনুজ্ঞাতো হি সংকৃতা প্রণম্য চ জনার্দনম্।
ঊর্ধ্বমাচক্রমে পক্ষী মাধবঃ প্রণবেচ্ছয়া ॥ ২

স পক্ষবাতসংক্ষুব্ধং সমুদ্রং মকরালয়ম্
কৃত্বা বেগেন মহতা যযৌ পূর্বমনোদিশম্ ॥ ৩
কৃতাকালে উপাবৃত্তে উ:কৃ্য পক্ষতে গতে।
কৃষ্ণো ধর্মসুতং রাজন্ ধর্মযানকৃতুস্থিতম্ ॥ ৪
উগ্রসেনঞ্চ রাজানং বলাংশ্চৈব সাত্যকিম্।
কাঞ্চ সাম্বাদিনিকৈব রুক্মাণীং কৈব চ ॥ ৫

অন্যাংশ্চ বৃষ্ণান্ কৃষ্ণোঽপি তাংশ্চ তোজান্ধকাংস্তথা।
মন্ত্রপ্রবেকৈর্দাশার্হান্ বীর্যবদ্ভিস্তথার্ভকৈঃ ॥ ৬
হত্বা ব্রহ্মদ্বিষঃ সর্বে জন্যান্ধকবৃষ্ণয়ঃ।
রণাৎ প্রতিনিবৃত্তোঽহং কৃতো মধুসূদন ॥ ৭
ইতি চক্রবধাপ্তা বাহবস্তাঃ প্রপূজিতঃ।
চারিকো ঘোষয়ামাস পুরুষো মৃষ্টকুণ্ডলঃ ॥ ৮
ততঃ সাম্বাদিনিঃ পূর্বমভিগম্য জনার্দনঃ।
বব্রন্দে বৃষ্ণিভূপতিরাহূতঃ বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৯
ওষধ্যঃ সর্বপূর্বাস্তা নানাগন্ধরসচ্ছেদম্
বব্রন্দে সহ রামেণ পিতরং বাসুদেবজঃ ॥ ১০

ভারবহ অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়, ভোজ ও অন্ধক বংশীয়গণের সহিতও সাক্ষাৎকার করিলেন এবং তাঁহা পরাক্রমে প্রাপ্ত বহুসংখ্যক ভার তিনি সমস্ত যাদবদিগের সংকার করিলেন ॥ ৬

সমস্ত অন্ধকবৃষ্ণী অনুরূপ নিহত হইয়াছে। অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের অনেকে হইয়াছে এবং এই ভগবান্ মধুসূদন অন্ধক অবশিষ্ট বৃদ্ধ হইতে যুদ্ধবলে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন ॥ ৭

বিজয় গর্বযুক্তে বিজয়িত ও রাজাজ্ঞা ঘোষণাকারী চারিক পুরুষ বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়া দ্বারকাপুরীর চতুর (চৌরাস্তা) এক রাজপথমধ্যে এইরূপ রাজঘোষণা করিয়াছিলেন ॥ ৮

তারপর নিজসহকারে ভগবান্ জনার্দন প্রথমে গুরুতর পিতা বসুদেব যিনি বন্দনা করত উঁহার চরণ স্পর্শ পূর্বক করত বৃষ্ণিকুলের নৃপতি আহুতক (উগ্রসেনকে) প্রণাম করিলেন ॥ ৯।

তদনন্তর উহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত যাইয়া পিতা বসুদেবের চরণে প্রণাম করিলেন। এই সময় বসুদেবের হৃদয়ের স্নেহাঙ্কুরে পরিপূর্ণ ছিল এবং চিত্ত আনন্দে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল ॥ ১০

উপগম্য তথা সেনাং সংকৃতা চ যথার্হতঃ
সর্ব্বেষাং নাম তত্রাহ দাশার্হাণামধোক্ষজঃ ॥ ১১
ততঃ সর্ব্বাণি দিব্যানি সর্ব্বরত্নময়ানি চ।
আসনান্যাবিবিক্তরুপেন্দ্র প্রমুখাস্তদা ॥ ১২
ততস্তত্রনবশ্যন্ত কিঙ্করৈরর্থ সমাহৃতম্।
তং সভাসাদয়ামাসুঃ পুরুষাঃ কৃষ্ণশাসনাৎ ॥ ১৩
ততঃ সম্মানয়ামাস দাশার্হাংশ্চ মধুত্তমঃ।
সর্ব্বান্ দ্রুমুভিশব্দেন পুরুষিত্বন্ জনার্দ্দনঃ ॥১৪
তাম্যাসনবতী রম্যাঃ মণিবিক্রমতোরণাম্।
সভাং সর্ব্বদাশার্হাস্তে বিবিশুঃ কৃষ্ণশাসনাৎ ॥ ১৫

ততঃ পুরুষসিংহৈস্তা সভাঃ সর্ব্বাস্তা বৃতা।
সর্ব্বার্থগুণসম্পন্না সা সভা ভাতরর্ষভ।
ততস্তেঽভাবিকঃ গুপ্তা সিংহৈগিরিগুহা যথা ॥১৬
রাজেন সহ গোবিন্দঃ কাঞ্চনং মহদাসনম্।
উগ্রসেনং পুরস্কৃত্য ভোজবৃষ্ণিপুরস্কৃতঃ ॥ ১৭
তত্রোপবিষ্টাংস্তান্ বীরান্ যথাপ্রীতি যথাবয়ঃ।
সমাজাস্ত মহাত্রেষ্ঠাস্তুবাচ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
সভাপ্রবেশনং নাম শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০০

তারপর অবশিষ্ট যাদবগণের নিকট গমন করত তাঁহাদিগকে যথাযথভাবে সংকার করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত দাশার্হবংশীয়গণের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন। ১১

তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সমস্ত যাদবগণ সেই সমস্ত সকলেই সর্ব্বরত্নময় দিব্য ও শ্রেষ্ঠ আসনসমূহে উপবিষ্ট হইলেন। ১২

তদনন্তর কিঙ্করগণ যে সমস্ত উত্তম ধনরাশি আহরণ করিয়াছিল, তাহাসমস্ত শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় সেবকবর্গ সভায় লইয়া আসিল। ১৩

ইহার পর মধুকুলশ্রেষ্ঠ ভগবান্ জনার্দ্দন সমস্ত দাশার্হবংশীয়গণকে দুন্দুভিনাদের দ্বারা পূজা করিতে করিতে তাঁহাদের সকলকে স্বিশেষ সম্মানিত করিলেন। ১৪

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় সেই সব যাদবগণ সেই রমণীয় সভায় প্রবেশ করিলেন, যেখানে সকলগণের বসিবার জন্য আসন সাজান ছিল এবং যাহার শিল্পীগণ মণি ও মুক্তার দ্বারা বিশেষ ছিল ॥১৫

তারপর সেই শুভ সভা সর্ব্বদিকে পুরুষপ্রবর যাদবগণের দ্বারা পূর্ণ ছিল এবং সমস্ত আবশ্যক পদার্থ ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিল। যেরূপ সিংহগণের দ্বারা পর্ব্বতগুহা পোভা পায় সেইরূপ এই যাদবগণের দ্বারা সেই সভা বিশেষভাবে শোভা পাইতে লাগিল। ১৬

রাজা উগ্রসেন ও বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকে নিজেদের আগে রাখিয়া বলরামসহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুবর্ণনির্ম্মিত বিশাল সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ১৭

সেখানে উপবিষ্ট সেই মহাশ্রেষ্ঠ বীরগণকে বয়স ও প্রীতি অনুসারে সংযোজিত করিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলেন। ১৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে সভাপ্রবেশনবাচক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীকৃষ্ণের দ্বারবতীনাং সংস্কারঃ, নারদেন যাদবসভায়াং শ্রীকৃষ্ণ-প্রভাবস্য বর্ণনঞ্চ]

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ভবদ্ভাঃ পুণ্যকীর্তীনাং তপোবলসমাধিভিঃ।
অপধ্যানাচ্চ পাপাত্মা ভৌমঃ স নরকো হতঃ ॥ ১

মোক্ষিতাঃ বন্ধনাদ্ গুপ্তাঃ কন্যাস্তঃপুরমুত্তমম্।
মণিপর্ব্বতমুৎপাট্য শিখরৈ চৈতদাহৃতম্ ॥ ২

অয়ং ধনৌঘঃ সুমহান্ কিঙ্করৈরাহৃতো মম
ঈশা ভবন্তো দ্রব্যস্য তাসুক্তা বিরমাম ॥ ৩

তচ্ছ্রুত্বা বাসুদেবস্য রোমহর্ষাত্মকা বচঃ।
হৃষ্টপুষ্টা নরোমাণঃ পুরুষাস্তে জনার্দ্দনম্ ॥ ৪

উচুশ্চৈনং নৃবীরাস্তে কৃতাঞ্জলিপুটাস্ততঃ।
নৈতচ্চিত্রং মহাবাহো ঋষি দেবকিনন্দনে ॥ ৫

যৎ কৃত্বা দুষ্করং কর্ম্ম দেবৈরপি দুরাসদম্।
লালয়ে স্বজনান্ ভোগৈ রক্ষেন্দ্র স্বয়মচ্যুতৈঃ ॥৬

একাধিকশততম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দ্বারবতীর সংস্কার এবং নারদ কর্ত্তৃক যাদবগণের সভায় শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব বর্ণন।]

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে যাদবগণ! আপনারা সকলে পবিত্র কীর্ত্তিমান্, আপনাদের তপস্যা, বল ও একাগ্রতার এবং আপনাদের কৃত অনিষ্টচিন্তনে ভূমিপুত্র পাপাত্মা নরকাসুর নিহত হইয়াছে। ১

তাহার রাজ্যে সুরক্ষিত অথবা গুপ্ত কন্যাগণের যে অন্তঃপুর ছিল, তাহাকে আমি বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া বিবাহ এবং মণিপর্ব্বতের এই শিখরকে উৎপাটিত করিয়া আমি এখানে আনিয়াছি। ২

কিঙ্করগণকে দ্বারাও যে প্রকৃত ধনরাশি আমার ভবনে আনিয়াছিল, তদনন্তর এখন আপনাদের সম্মুখে রহিয়াছে। আপনারা সকলেই এই ধনরাশির অধিকারী। তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরত হইলেন। ৩

ভগবান্ বাসুদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের সকলেই হৃষ্ট হইলেন। তাঁহাদের সকলেরই দেহে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। তখন সেই নরবীরগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৪।

মহাবাহো! দেবকীনন্দন আপনার মধ্যে এরূপ উদারতা থাকা আশ্চর্য্যের কথা নহে। যাহা দেবগণের পক্ষেও দুষ্কর, এরূপ দুর্লভ কর্ম্ম করিয়া আপনি নিজেরই দ্বারা উপাসিত হন। ৫-৬

তদনন্তর সমস্ত দ্বারবাসীকুলের ঈশ্বর এবং রাজা উগ্রসেনের রাণীরা অতিশয় প্রসন্নতার সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য আসিলেন। ৭

বসুদেবের সহদেবা প্রকৃতি সপ্ত দেবী (সহদেবা, দেবদেবী, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও দেবকী—এই সাত জন দেবকের কন্যা ছিলেন এবং ইঁহারা সকলেই পরে বসুদেবের ভার্য্যা হন।), যাঁহাদের মধ্যে দেবকীদেবী সপ্তম ছিলেন, ইহারা ও সুষুখী রোহিণীদেবী সেখানে সিংহাসনে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাবাহু বলরামকে দর্শন করিলেন। ৮

বলরাম ও কেশব পূর্ব্বপ্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া দুই ভ্রাতাই প্রথমে রোহিণীকে প্রণাম করিলেন, তারপর দেবকীদেবীকে অভিবাদন করিলেন। ৯

মাতা দেবকীদেবী বৃষভনেত্রসদৃশ বিশাল নেত্রবিশিষ্ট সেই দুই পুত্রের সহিত সেইরূপ সোভা পাইতে লাগিলেন, যেমন মিত্র ও বরুণের সহিত দেবমাতা অদিতি দেবী সোভা পাইয়া থাকেন। ১০

এই সময় সেই দুই জ্যেষ্ঠ পুরুষের নিকট অনোভা দেবীর সেই কন্যা আসিলেন, যাঁহাকে সকল মানুষ ইচ্ছানুসারে রূপ-ধারণকারিণী ও 'একানংশা' বলিয়া থাকেন। ১১

যাঁহার প্রস্তুত সঙ্কেত ও মুহূর্ত্ত অনুসারে দেবের শ্রীহরি

সা কন্যা বব্রুধে তত্র বৃষ্ণিসদ্মনি পূজিতা।
পূজ্যমানা যথা নাগকন্যা ভোগবতীপুরে ॥ ১৩
একানাংশেতি যামাহুরুৎপন্না মানবা ভুবি।
যোগকন্যাং হরাদ্যাং তাং কংসোঽয়ং কেশবস্য হ ॥ ১৪
যাং বৈ সর্বে সুমনসঃ পূজয়ন্তি স্ম যাদবাঃ
দেববদ্ধিবাপুরুষৈঃ কৃষ্ণঃ সংকর্ষিতো যথা ॥১৫
তাঞ্চ তত্রোপসঙ্গম্য প্রিয়মিত্রং সখীং স্বসাম্
দক্ষিণেন করাগ্রেণ পরিজগ্রাহ মাধবঃ ॥ ১৬
তথৈব রামোঽহিবিলঃ সম্পরিষ্বজ্য ভাবিনীম্।
মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় সবোন প্রতিজগ্রাহ পাণিনা ॥১৭
দদৃশুস্তাঃ স্ত্রিয়ো মধ্যে ভগিনীং রাম-কৃষ্ণয়োঃ
কন্যাপদ্মবনাকীর্ণাং স্ত্রিয়ঃ পদ্মালয়ামিব ॥ ১৮
তথাঽভিমন্যবাবৃষ্ণী পুষ্পৈশ্চন্দ্র বিবিধৈঃ শুভৈঃ
অবকীর্য চ লাজৈস্তাঃ স্ত্রিয়ো জগ্মুর্গৃহানিতি ॥ ১৯

ততস্তে যাদবাঃ সর্বে পূজয়ন্তো জনার্দনম্
উপোপবিবিশুঃ প্রীতাঃ প্রশস্যন্তোঽদ্ভুতং কৃতম্ ॥ ২০
পূজ্যমানো মহাবাহুঃ পৌরাণাং কীর্তিবর্ধনঃ
বিররাজ মহাকীর্তির্দেবৈরিব স দৈত্যহা ॥ ২১
সমাসীনেষু সর্বেষু যাদবেষু জনার্দনম্
নিরোগাদ্রিরশেষস্য নারদোঽভ্যাগমৎ সভাম্ ॥ ২২
সোঽর্চিতঃ সম্পূজিতঃ পূজ্যঃ সূর্যৈর্ঘৈর্দেবপূজকৈঃ
করং সংস্পৃশ্য স হরেরিদমেব পরমাসনে ॥ ২৩
সুখে পবিষ্টস্তান বৃষ্ণীনুপবিষ্টানুবাচ হ
সম্প্রাপ্তং মঙ্গলবচনাজ্ঞানীধ্বং মা নরর্ষভাঃ ॥ ২৪
শৃণুধ্বং রাজশার্দূলাঃ কৃষ্ণস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
যানি কর্মাণি কৃতবান বাল্যাৎ প্রভৃতি কেশবঃ ॥ ২৫
উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ সপত্নীগর্ভসম্ভবান্।
রাজ্যং জগ্রাহ দুর্বৃদ্ধির্দেবকস্য সুতাং তথা ॥ ২৬

আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহ ভগ্ন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ দেবকগণের সহিত কংসকে বধ করিয়া ছিলেন। ১২

এই কন্যা বৃষ্ণিবংশীয়গণের গৃহে পূজিতা হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন এবং ভগবান্ বাসুদেবের ন্যায় সেই সময় তিনি পুত্রের ন্যায় পালিতা হইতেছিলেন। ১৩

শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিবার জন্য ভূতলে উৎপন্না সেই দুর্ধর্ষ-যোগকন্যাকে মনুষ্যগণ 'একানংশা' বলিয়া থাকেন। ১৪

সমস্ত যাদবগণ প্রসন্নচিত্তে সেই দেবীর পূজা করেন, যিনি দেবকুলে দিবা পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৫

সেস্থানে নিজ প্রিয় সখীর ন্যায় নিকটে গমন করত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বাঁয় দক্ষিণ হস্তে তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। ১৬

সেই সময় অন্যত্র বলশালী বলরাম সেই ভাবিনী ভগিনীকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করত বামহস্তে তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। ১৭

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যভাগে ভগ্নীরূপিনী তাঁহাদের সেই ভগিনীকে সকল স্ত্রীগণ দর্শন করিলেন। তিনি তখন সুবর্ণবর্ণ পদ্ম হস্তে ধারণকারিণী কমলালয়া লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৮

সেই স্ত্রীগণ প্রভূত আনন্দ বর্ধন করিয়া নানাপ্রকার মাঙ্গলিক পুষ্পসমূহ ও লাজ (খই)-সমূহ বিকীরণ করিয়া নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যাইলেন। ১৯

তদনন্তর সেই সব যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও তাঁহার অদ্ভুত কর্মের প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। ২০

মহান কীর্তিশালী মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ পুরবাসিগণের প্রেম-বর্ধন করিতে করিতে তাঁহাদের দ্বারা পূজিত হইয়া দেবগণের সহিত ইন্দ্রের ন্যায় সেই সব পুরবাসীদিগের সহিত বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন। ২১

যখন সমস্ত যাদবগণ উপবিষ্ট হইলেন, সেই সময় ইন্দ্রের আদেশে দেবর্ষি নারদ সেই সভায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিলেন। ২২

পূজা দেবর্ষি নারদ সেই যাদবদের বীরগণের দ্বারা বিশেষ-ভাবে পূজিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ পূর্বক এক উত্তম আসনে উপবেশন করিলেন। ২৩

নারদ সুখে উপবিষ্ট হইলে পর সেস্থানে উপবিষ্ট সেই বৃষ্ণিবংশীয়গণকে তিনি বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ যাদবগণ! তোমরা ইহা জানিও যে, আমি দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞায় এস্থানে আসিয়াছি। ২৪

রাজপুত্রগণ! তোমরা ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে সিংহতুল্য পরাক্রমশালী বীরপুরুষ! শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত কর্ম করিয়াছেন, তাঁহার সেই পরাক্রমের কথা তোমরা শ্রবণ কর। ২৫

উগ্রসেনের দুর্মতি পুত্র কংস নিজের পিতাকে বন্দী করত সমস্ত যাদবগণকে মন্থিত করিয়া মথুরার রাজ্য নিজের অধিকারে করিয়া লইয়াছিল। ২৬

সমাশ্রিতা তুরাসদ্ভ্যং খড়্গং কুলদায়নং।
ভোজবৃষ্ণান্ধকানাং সর্ব্বাবরণগুপ্তয়ে তৃপ্যতি। ২৭
জাতিকার্য্যং চিকীর্ষুস্তু বসুদেবঃ প্রতাপবান্
উগ্রসেনস্য রক্ষার্থং স্বপুত্রং পর্য্যচোদয়ৎ। ২৮
স যোগৈঃ সহ বর্ষ্মাত্মা মধুরোপবনে স্থিতঃ।
অত্যদ্ভুতানি কর্ম্মাণি কৃতবান্মধুসূদনঃ। ২৯
প্রত্যক্ষং সূরসেনানাং ব্রুবতে মহদদ্ভুতম্।
উত্তানেন শয়ানেন শকটান্তরচারিণা। ৩০
রাক্ষসী নিহতা রৌদ্রা শকুনীবেশধারিণী।
পূতনা নাম ঘোরা সা মহাকায়া মহাবলা। ৩১
বিবর্দ্ধিতং স্তনং রৌদ্রং প্রযচ্ছন্তী জনার্দ্দনে
দদংশুর্নিহতাঃ তাং তে রাক্ষসাঃ বনগোচরাঃ। ৩২
পুনর্জাতোঽয়মিত্যাহুরুক্তস্তস্মাদধোক্ষজঃ

অত্যদ্ভুতমিদং চাসীৎ যদ্ধিতঃ পুরুষে স্তনঃ। ৩৩
পাদাঘাতৈর্ভঞ্জনে শকটং ক্রীড়মানো বালোঽচ্যুতঃ।
ধাত্রা গোলুখলে বদ্ধো বিতৃকূর্দ্দন কূমরকম্। ৩৪
বৎসার্জ্জুনবৃক্ষৌ যৌ খ্যাতৌ যমলাদেবস্তথা।
কালিন্দ্যাং মহানাগো দুরাধর্ষো মহাবলঃ। ৩৫
ক্রীড়তা বাসুদেবেন নির্জ্জিতো যমুনাহ্রদে।
অক্রূরস্য সমক্ষঞ্চ মহাগহ্বরে বিভুঃ। ৩৬
পূজ্যমানঃ তলা নাগৈর্নিত্যং বপুরধারয়ৎ
শীতবাতাদ্দিতা গাভঃ পুষ্টা কৃষ্ণেন হোমতা ৩৭
বৃতো গোবর্দ্ধনঃ শৈলঃ সপ্তরাত্রং মহাত্মনা
নিগুহ্য বাসুদেবেন পূজা ভূয়োঽভিচক্রমে। ৩৮
তথোক্ষচ্ছৈষ্টিবলো মহাকালো মহাসুরুৎ।
গোপস্ত্রিবীমুদেবেন রক্তে চরিষ্টো মহাসুরঃ। ৩৯

দুর্মতি এই কুলাঙ্গার কংস নিজের বধের ভয়াবহতে আকুল করিয়া তোলে, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের সকল লোককেই অপমান করিতেছিল। ২৭

সেই সময় জাতিবর্গের কর্ম্ম সম্পাদন করিবার ইচ্ছায় ও উগ্রসেনকে রক্ষা করিবার জন্য প্রতাপশালী বসুদেব নিজের পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে কংস হইতে রক্ষা করিতেছিলেন। ২৮

বসুদেবের সেই পুত্র এই বর্ম্মধারী মধুসূদন, যিনি মথুরার নিকটবর্ত্তী বনে যোগপণের সহিত ছিলেন এবং সেখানে তিনি বহু অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ২৯

সেখানে ইহার বিষয়ে এক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শুনা যায়, যাহা শূরসেনবাসীর সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। ইনি শিশুকালে শকটের নিম্নে এক খাটে উত্তানভাবে শয়ন করিয়াছিলেন। সেই সময় সেখানে শকট বেগ ধারণ করিয়া অবস্থিতা এক মহাবলশালিনী, বিশালকায়া, ঘোরাকৃতি ও ভয়ঙ্করী রাক্ষসী পূতনা ইহার দ্বারা নিহত হয়। ৩০-৩১

সেই রাক্ষসী জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণকে বিষলিপ্ত নিজের ভয়ানক স্তন পান করাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। সেখানে ইহার দ্বারা নিহতা সেই রাক্ষসীকে বনবাসী গোপগণ প্রত্যক্ষ বর্ণন করিয়াছিল। ৩২

তখন ইহারা বলিয়াছিল যে, এই বালকের পুনর্জন্ম হইয়াছে—এই কারণে অধোক্ষজ (নীচে) পুনরায় জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের এইরূপ কথায় এই বালকের 'অধোক্ষজ' নামে প্রসিদ্ধ হয়। ইহাও এক অদ্ভুত ঘটনা যে, শৈশবাবস্থায় খেলিতে খেলিতে এই পুরুষোত্তম পদাঘাতের দ্বারায় শকটকে ভাঙ্গিয়া চৌচির করিয়া দিয়াছিলেন। ৩৩।

কুমারাবস্থায় লীলা করিতে করিতে বিরাজমান ইহাকে একদিন (মাতা যশোদা দেবী) রজ্জুর দ্বারা উদূখলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি সেই উদূখলকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে দুইটি অর্জুন বৃক্ষকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ছিলেন। সেই সময় লোকের / বন্ধুর দ্বারা উহাকে বন্ধন করা হইয়াছিল বলিয়া, ইনি 'দামোদর' নামে বিখ্যাত হন। ৩৪।

যমুনার কুণ্ডে বিরাজমানা দুর্দ্ধর্ষ এবং মহাবল মহানাগ কালিয়কে এই ভগবান্ বসুদেব ক্রীড়া করিতে করিতেই পরাজিত করিয়াছিলেন। ৩৫।

এই ভগবান্ শ্রীহরি সেই তিন অক্রূরের সমক্ষে নাগভবনে নাগগণের দ্বারা পূজিত নিজের দিব্য রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ৩৬।

বুদ্ধিমান্ বসুদেবপুত্র মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ শীত ও বাতাসে ক্ষোপগণকে কষ্ট পাইতে দেখিয়া নিজেদের রক্ষা করিতে সেই গোপদের প্রাণরক্ষার জন্য বালাবস্থাতেই জন্মাষ্টমীর সাত রাত্রি ধরিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে ছত্রে তুলিয়া ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৩৭-৩৮

এইরূপ নরহন্তাকারী, অতিশয় বলবান্, বিশালদেহ, বৃষরূপধারী এবং বৃষগণের মধ্যে অন্যান্য এক মহাসুর অরিষ্টকেও এই ভগবান্ বাসুদেবের দ্বারা নিহত হইয়াছে। ৩৯

ধেনুকঃ স মহাকায়ো দানবঃ শুভবাহনঃ।
নিহতো বাসুদেবেন গবাং ত্রাণায় তুষ্টয়ে॥ ৬০
সুনাভানমমিত্রঘ্নঃ সর্বদৈত্যপুরস্কৃতম্
বৃকৈর্ভিত্ত্বাবরাসাদ্য প্রহীতং সমুপস্থিতম্॥ ৬১
রৌহিণেয়েন সঙ্গম্য বনে বিচরতা পুনঃ।
গোপবেশধরেণৈব কংসস্য ভয়নাশিতম্॥ ৬২
তথা ব্রজগতং শৌরিঃ পুষ্টিং মুষ্টবলং হয়ম্।
প্রগ্রহ্য তোত্রহাজঘ্নে তথান পুরুষোত্তমঃ॥ ৬৩
প্রলম্বঞ্চ মহাবাহো রৌহিণেয়েন ঘাতয়া
দানবো মুষ্টিনৈকেন কংসানাতো নিপাতিতঃ॥ ৬৪
এতৌ হি বসুদেবস্য পুত্রৌ সুরসুতোপমৌ
বয়স্থাতে মহাবীর্যৌ ব্রহ্মগার্গ্যেণ সংস্কৃতৌ॥ ৬৫
জন্মপ্রভৃতি চাপ্যেতৌ গার্গ্যেণ পরমর্ষিণা
যাথাতথ্যেন বিজ্ঞাপ্য স স্বাম্যং প্রতিপাদিতৌ॥ ৬৬

যদা রিষ্টো মহাংস্তীক্ষ্ণো হিতো গোবৃষসম্মুখঃ।
সিংহধ্বাবিবোদারৌ মত্তৌ হৈমবতৌ যথা॥ ৬৭
ততো মনাংসি গোপীনাং হরন্তাবো মহাবলৌ।
আত্মানং গোষ্ঠবরো বীরৌ দেবপুত্রোপমাতৌ॥ ৬৮
এতৌ জয়ে বা যুদ্ধে বা ক্রীড়ংস্থ বিবিধাসু চ।
নন্দগোপস্তু গোপালো ন কেনঃ প্রমোক্ষিতুম্॥ ৬৯
যুগ্মাচ্ছারস্তো মহাবাহু বালস্তরুবিবোদ্ধতৌ।
প্রস্থাসৌ বাধিতঃ কাংসো নদ্বিভিঃ সহিতোঽসুরৈঃ॥ ৭০
নাদক্ষচ্চ যদা কাংসো দুরাত্মা বলকেশবৌ।
নিক্ষ্রান্তঃ ততঃ ক্রোধাদ্ বসুদেবং সবান্ধবম্॥ ৭১
সংগ্রহ্য প্রকৃতেনৈব তদা চ বলকেশবম্।
কালঃ সংস্মরমুবাচ কৃচ্ছ্রান্নিগড়পুত্রিভিঃ॥ ৭২
কাংসস্য পিতরং বলবান্ শূরসেনান্ বশে স ধৃত্।
জরাসন্ধঃ সমাশ্রিত্য তদ্বিবাসনমুদ্যতৌ॥ ৭৩

যখন এই দুই নবোদ্যম পুরুষ যৌবনের সমুখীন হইলেন, তখন ইঁহারা উভয়ে উভয় দুইটি দিগ্‌হস্তীর এবং হিমালয়ের দুই মদমত্ত ষণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৬৭

ঐ রূপ দেবপুত্র-সদৃশ কার্তিকেয় এই দুই মহাবল বীর যোগীগণের চিত্ত হরণ করিতে করিতে ব্রজের প্রধান পুরুষ হইয়া বিরাজেন। ৬৮

বিজয়ে, যুদ্ধে অথবা নানাবিধ ক্রীড়ামুখে ব্রজের অন্যান্য যোগালঙ্ঘন নন্দগোপের এই দুই পুত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই পারিত না (দমনত্ব করা ত দূরের কথা)। ৬৯

ইঁহাদের বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুযুগ দীর্ঘ এবং ইঁহারা বাল-বৃক্ষের ন্যায় উদ্ধত। ক্রীড়ার স্থল (মোটা) ও উচ্চ বয়সের। ইহাদের সংঘাত শুনিয়া কংস নিজের মন্ত্রিগণের সহিত বাধিত হইয়া উঠিয়াছিল। ৭০

যখন বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে কংস কোনক্রমেই বশে করিতে পারিল না, তখন ক্রোধবশতঃ সে উগ্রসেন ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত বসুদেবকে বন্দী করে এবং চোরের ন্যায় দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখে। সেই সময় বসুদেব দীর্ঘকাল ধরিয়া মহাকষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। ৭১-৭২

পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করিয়া কংস জরাসন্ধ, আহুতি ও তীষ্টককে আদর করত পুরদেশে বেশ লাভ করিতে লাগিল। ৭৩

সেই মহাবল ও বিশালদেহ দানব ধেনুককে গোগণের পরিত্রাণের জন্য এই বাসুদেব বলরামের দ্বারা বিনাশ করাইয়াছেন। ৬০

শত্রুনাশকারী শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাকে বধ করিবার জন্য সমস্ত দৈত্যবাহিনীর সহিত উপস্থিত সুনাভকে বৃক নেকড়ে বাঘ)-গণের দ্বারা বিতাড়িত করিয়াছিলেন। ৬১

এক সময় রৌহিণেয়নন্দন বলরামের সহিত মিলিত হইয়া বনে বিচরণ করিতে করিতে গোপবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় এক মহাবল দৈত্যকে বধ করত কংসকে ভীত করিয়া দিয়াছিলেন। ৬২

ব্রজে বাসকারী বসুদেবনন্দন পুরুষোত্তম শ্রীহরি তোত্ররাজ কংসের পরিচারক যুদ্ধে বলবান্ এক অশ্বরূপধারী দৈত্যকে নিজের সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া বধ করিয়াছিলেন। ৬৩

বুদ্ধিমান্ রৌহিণীনন্দন বলরাম কংসের মন্ত্রী বিশালদেহ দানব প্রলম্বকে এক মুষ্টির আঘাতেই বিনাশ করত তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। ৬৪

ব্রজে বসুদেবের দেবপুত্রতুল্য তেজস্বী এই দুই মহাপরাক্রম-শালী পুত্র বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মগার্গ্যের দ্বারা ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারসমূহে সংস্কৃত হইয়া দিনে দিনে বর্ধিত হইয়াছেন। ৬৫

মহর্ষি গার্গ্য ভক্ত হইতে অবতার করিয়া এই দুই জনের সংস্কার যথাসময়ে বিজ্ঞ শিষ্য করিয়া তাহাই তৎসমস্তই সম্পন্ন করিয়াছেন। ৬৬

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য মথুরায়াং মহোৎসবম্
সিনাকিনা সমুদ্ঘুষ্টে চক্রে কংসো নরাধিপঃ ॥ ৪৪
তত্র মল্লাঃ সমাজগ্মুর্নানাদেশ্যা বিশাম্পতে।
নর্ত্তকা গায়নাশ্চৈব কুশলা নৃত্যকর্ম্মসু ॥ ৪৫
ততঃ কংসো মহাতেজা রঙ্গবাটং মহাধনম্।
কুশলৈঃ কারয়ামাস শিল্পিভিঃ সাধুনির্ম্মিতৈঃ ॥ ৪৬
তত্র মঞ্চসহস্রাণি পৌর-জানপদৈর্জনৈঃ।
সমাকীর্ণানি দৃশ্যন্তে জ্যোতীংষি গগনে যথা ॥ ৪৭
তোজরাজঃ শ্রিয়া জুষ্টঃ রঙ্গবাটং মহদ্বিষৎ।
আক্রোশে ততঃ কংসো বিমানং সুকৃতী যথা ॥ ৪৮
রঙ্গবাটে গজঃ মত্তঃ প্রভূতায়ুধকল্পিতম্।
সূরৈরধিষ্ঠিতঃ কংসঃ ক্ষপয়ামাস বীর্য্যবান ॥ ৪৯
যদা হি স মহাতেজা রাম-কৃষ্ণৌ সমাগতৌ
শুশ্রাব পুরুষব্যাঘ্রৌ সূর্য্যাংশুসমৌ বিব ॥ ৫০

কোনও এক সময় মথুরায় রাজা কংস সিনাকিবংশীয় ভগবান শঙ্করের প্রসন্নতার জন্য এক মহা উৎসবের অনুষ্ঠান করে। ৪৪

ভগবান্ শঙ্করের। সেই উৎসবে বহু দেশের মল্ল, নৃত্য কর্ম্মে নিপুণ নর্ত্তক ও গায়ক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ৪৫

তাহাদের সেই সময় মহাতেজস্বী কংস শিল্পকর্ম্মে বিশেষ নিপুণ উত্তম শিল্পিগণের দ্বারা এক বিশাল রঙ্গশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিল। এই রঙ্গশালায় বহু ধন ব্যয় করা হইয়াছিল। ৪৬

সেখানে হাজার হাজার মঞ্চ স্থাপিত হইয়াছিল এবং সেই সব মঞ্চ নগর ও জনপদবাসী মনুষ্যসকলের দ্বারা পরিপূর্ণ দেখাইতেছিল। এই সব যেন আকাশে বিস্তৃত নক্ষত্রমণ্ডলের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ৪৭

তদনন্তর ভোজরাজ কংস অনুপম শোভাসম্পন্ন এক বহুমূল্য রঙ্গমঞ্চের উপর আরোহণ করিল; ইহাতে মনে হইতেছিল—কোনও পুণ্যাত্মা পুরুষ বিমানে আরোহণ করিয়াছে। ৪৮

পরাক্রমশালী কংস রঙ্গশালার দ্বারে দৌর্য্যশালী বীর মল্লযূথের দ্বারা অধিষ্ঠিত এক মদমত্ত হস্তীকে রাখিয়া দিল। এই হস্তী যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। ৪৯

তদনন্তর। মহাতেজস্বী কংস যখন শুনিল যে, সূর্য্য ও চন্দ্রতুল্য তেজস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ দুই ভ্রাতা বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন সে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান হইল। বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণেরই চিন্তা

তদাপ্রভৃতি যত্নোঽভূদ্ রক্ষাং প্রতি নরাধিপ।
ন চ শিষ্টে সুখং রাত্রৌ রাম-কৃষ্ণৌ বিচিন্তয়ন্ ॥৬১
শ্রুত্বা তু রামঃ কৃষ্ণশ্চ তং সমাজমনুত্তমম্।
উত্তৌ বিবিশতুর্বীরৌ শার্দ্দূলৌ গোত্রজৌ যথা ॥ ৬২
ততঃ প্রবেশে সংরব্ধৌ রক্ষিভিঃ পুরুষর্ষভৌ।
হত্বা কুবলয়াপীড়ং সমাদিমমিবিন্দতৌ
অবমৃদ্য তৃতীয়ন্তৌ রঙ্গং বিবিশতুস্তদা ॥ ৬৩
চাণূরাদ্যৌ বিনিশ্চিত্য কেশবেন বলেন চ।
ঔগ্রসেনিঃ সুসংহৃষ্টো মাদ্যতো বিনিপাতিতঃ ॥ ৬৪
যৎ কৃতং বহুসিংহেন দেবেনাপি সুদুষ্করম্
কর্ম্ম তৎ কেশবাদন্যঃ কর্তুমর্হতি কঃ পুমান্ ॥ ৬৫
যদ্ধি নাধিগতঃ পূর্বৈঃ প্রহ্লাদ-বলি-নন্দনৈঃ
তদিদং প্রাপিতং বিষ্ণোঃ শৌরিণা ভবতাং কৃতে ॥ ৬৬
এতেন মুক্তমাত্মানং দৈত্যাঃ পঞ্চজনাঃ তথা
নিষ্কৃত্য শৈলসঙ্কাশাস্তোমিমুখং সমাবসন্ হতঃ ॥ ৬৭

কবিতে কবিতে সে রাত্রিতে মুখে নিদ্রা যাইতে পারিল না। ৫০-৬১

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই বীর সেই সর্ব্বোত্তম সমাজের (উৎসবের) সংবাদ শুনিয়া সেই রঙ্গশালায় এইভাবে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, যেরূপ দুইটি ব্যাঘ্র গো-সকলের ব্রজে প্রবেশ করিয়া থাকে। ৬১

উহাতে প্রবেশ করিবার সময় রক্ষকগণ এই দুই পুরুষপ্রবর ভ্রাতাকে রুদ্ধ করিয়া দিল, তখন সেই দুই ভ্রাতা নক্ষত্রমন ভ্রাতা আরোহী হোতাগণসহ কুবলয়াপীড় হস্তীকে বধ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মিলাইয়া দিলেন, তারপর রঙ্গশালায় প্রবিষ্ট হইলেন। ৬৩

শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম চাণূর ও অন্যদেশীয় মুষ্টিককে নিষ্পেষিত করিয়া দিয়া উগ্রসেনের দুষ্টাত্মা পুত্র কংসকে অযুত ভ্রাতৃগণের সহিত বধ করত তৃপ্তিলাভ করিলেন। ৬৪

যাহা দেবতাদের পক্ষেও অত্যন্ত দুষ্কর ছিল, এরূপ কর্ম্মকে বহুকুলসিংহ শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন্ পুরুষই বা তাহা করিতে পারে? ৬৫

পূর্ব্বে প্রহ্লাদ, বলি ও লবণাসি নরপতিগণ যাহা প্রাপ্ত হন নাই, এই সেই অনন্ত ধন শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের জন্য এখানে আনয়ন করিয়াছেন। ৬৬

ইনি যুদ্ধে ও পঞ্চজননামক দৈত্যকে আক্রমণ করত পর্ব্বতসদৃশ পার হইয়া নিম্নুচনামক দৈত্যকে তাহার অনুচরবর্গের সহিত বধ করিয়াছেন। ৬৭

নরকস্য হতো তৌমঃ কৃণ্ডলে চাহৃতে শুভে
প্রাগ্জ্যোতিষে দেবেষু কেশবেন মহদ্ যশঃ ॥ ৬৮
বীজশোকক্ততাবাধাঃ কৃষ্ণবাহুবলাশ্রয়াঃ।
যজন্বা বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্যাদবা বীতমৎসরাঃ ॥ ৬৯
দেবানাং দুষ্মহৎ কার্য্যং কৃতং কৃষ্ণেন বীমতা।
প্রিয়মাবেদয়ামোঽহং ভবতাং ভক্তবত্সলঃ ॥ ৭০
যদিহৈং বো যদুশ্রেষ্ঠাঃ কর্ত্তাঽস্মি তদনন্তরম্।

ভবতামস্মি সুহৃদ্ মম মূর্ধ্নাস্তরঃ স্থিতঃ ॥ ৭১
ইতি সম্বোধয়ন্ কৃষ্ণস্তবাংঃ পাকশাসনঃ।
স মাং প্রৈক্ষীৎ সুহৃদ্ভেদৈঃ প্রীতস্তুষ্টাগুবা বয়ম্ ॥ ৭২
যত্র ধাঃ শ্রীঃ স্থিতা তত্র যত্র শ্রীস্তত্র সন্নতিঃ।
সন্নতির্ভীস্তথা শ্রীশ্চ নিত্যাঃ কৃষ্ণে মহাত্মনি ॥ ৭৩
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
নারদবাক্যাঃ দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০১

যদুশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদের যাহা অভীষ্ট হইবে, সেই কার্য্য আমি আলস্যরহিত হইয়া সম্পন্ন করিব। আমি তোমাদের এবং তোমরা আমার আমি তোমাদের মধ্যেই আছি ॥ ৭১

এইভাবে তোমাদের সকলকে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বুঝাইতে বুঝাইতে পাকশাসন ইন্দ্র পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়াছেন। সেই সুরশ্রেষ্ঠ সেই হইয়া এখানে এসে পড়াইয়াছেন। ইহাতে আমিও সন্তোষলাভ করিয়াছি ॥

যেখানে বুদ্ধি আছে সেখানেই শ্রী বিদ্যমান থাকে এবং সেখানে সন্নতি বিনয় ও ভী—এই তিনটি নিত্য বিদ্যমান থাকে ॥ ৭৩

মহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে নারদের বাক্য-নামক একাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০১

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(নারদেন ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাদ্ভুত-কর্ম্মণাং বর্ণনম্

নারদ উবাচ

সাদিত্বা মৌরবাঃ পাশা নিসুন্দ-নরকৌ হতৌ
কৃতঃ ক্ষেমঃ পুনঃ পন্থাঃ পুরাঃ প্রাগ্জ্যোতিষাং প্রতি ॥ ১
পৌরিণা পৃথিবীপালাস্ত্রাসিতাঃ স্পন্দিনো রণে।
ধনুষ্টঙ্কনিনাদেন পাঞ্চজন্যস্বনেন চ ॥ ২
মেঘপ্রখ্যৌ রথানীকৈর্দক্ষিণোত্তৌ সুরক্ষিতম্

রুক্মিণং যুধি নির্জিত্য মহাবলপরাক্রমম্।
রুক্মিণীমাজহারাশু কেশবো বৃষ্ণিপুঙ্গবঃ ॥ ৩
ততঃ পর্জন্যঘোষেণ রথেনাদিত্যবর্চ্চসা।
উবাহ মহিষীং তোক্তাঃ লক্ষ্মচক্রগদাসিভৃৎ ॥ ৪
জারুথ্যামাত্মজ্যোতিঃ ক্রাথং শিশুপালজং নিজিতঃ।
কক্ষস্থং সহ সৈন্যেন শতবধ্বং নিজিতঃ ॥ ৫

নিয়াছিলেন, যাহাদ্বারা যুদ্ধে তাঁহার সহিত স্পর্দ্ধা করে ॥ ২

মেঘমণ্ডলের ন্যায় আচ্ছাদিত করিয়া দক্ষিণদেশীয় রথ সৈন্যবাহিনীর দ্বারা সুরক্ষিত এবং মহান্ বল ও পরাক্রমশালী রুক্মীকে পরাজিত করিয়া এই বৃষ্ণিকুলতিলক কেশব মেঘনাদ সদৃশ রথের সঞ্চালনী ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী রথের দ্বারা রুক্মিণীকে নীয় হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। এইরূপ শঙ্খ, চক্র, গদা ও খড়্গধারী শ্রীকৃষ্ণ তোক্তকুলনন্দিনী রুক্মিণীকে বিবাহ করেন এবং তাঁহাকে মহিষী (পাট-রাণী) করিয়াছেন ॥ ৩-৪

জারুথী নগরীতে আত্মজ্যোতি, ক্রাথ ও শিশুপালকে তিনি

ইন্দ্রদ্যুম্নো হতঃ কোপাদ্ যবনস্তু কালযবনঃ
হতঃ সৌভপতিঃ শ্রীমান্ শাল্বশ্চ দৃঢ়বন্ধনাঃ ॥ ৬
পর্ব্বতানাং সহস্রঞ্চ চক্রেণ পুরুষোত্তমঃ
বিকীর্য্য পুণ্ডরীকাক্ষো দ্যুমৎসেনঃ ব্যপোবহৎ ॥ ৭
মহেন্দ্রশিখরে চৈব নিমেষান্তরচারিণৌ
জঘ্রাহ পুরুষব্যাঘ্রো বরুণস্যাত্মিতস্করৌ ॥ ৮
ইরাবত্যাং মহাভোজাবাদিত্যৈর্যৌ সমেধিতৌ
গোপতিস্তালকেতুশ্চ নিহতৌ সার্ঙ্গধন্বনা ॥ ৯
অক্রূরপ্রভবনে চৈব তিষ্ঠন্তৌ দ্বারসঙ্ঘ দারুকৌ।
উভৌ তাবপি কৃষ্ণেন সাত্যকৌ বিনিপাতিতৌ ॥ ১০
দগ্ধা বারাণসীং চৈব কেশবেন মহাত্মনা
সরাষ্ট্রং সাধুবক্তঞ্চ কাশীনাং দ্বিপো হতঃ ॥ ১১
বিজিত্য চ যমং সংখ্যে শরৈঃ সম্ভরণার্চ্চিতঃ
আবেদ্যগ্নেরিনোদ্ভূতঃ কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্ম্মণা ॥ ১২

সহিতঃ সর্ব্বযোধৈশ্চ সাগরেষু মহাবলঃ।
প্রাপ্য লোহিতকূটঞ্চ কৃষ্ণেন বরুণো জিতঃ ॥ ১৩
মহেন্দ্রভবনে যাতো দেবৈর্গুপ্তো মহাদ্যুতিঃ।
অচিন্তয়িত্বা দেবেন্দ্রঃ পারিজাতক্রমো হৃতঃ ॥ ১৪
পাণ্ড্যং পৌণ্ড্রং কলিঙ্গঞ্চ মাৎস্যকৈব জনার্দ্দনঃ।
জঘান সহিতান্ সর্ব্বান্ বঙ্গরাজঞ্চ ভৌমকং চ ॥ ১৫
এষ চৈকপতং ত্বত্বা রণে রাজ্ঞাং মহাত্মনাম্
গান্ধারীমাবহদ্ বীরো মহিষীং প্রিয়দর্শনাম্ ॥ ১৬
তথা গাণ্ডীবধন্বানং ক্রীড়ন্তং মধুসূদনঃ
জিগায় ভরতশ্রেষ্ঠং কুন্ত্যাঃ প্রমুখতো বিভুঃ ॥ ১৭
দ্রোণং দ্রৌণিং কৃপং কর্ণং ভীষ্মঞ্চৈব সুযোধনম্
চক্রাস্ত্রযোনৈঃ প্রহৃতবৈ জিগায় পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮
বজ্রেণাস্ত্র প্রিয়ঞ্চিহ্নং শঙ্খচক্রগদাসিভৃৎ।
সৌবীররাজস্য সুতাং প্রসহ্য হৃতবান্ প্রভুঃ ॥ ১৯

পরাজিত করিয়াছেন এবং দৈবলব্ধ অস্ত্রবলে ও শতবজ্রকেও চূর্ণ পরাজিত করিয়া ছেন। ৫

ইনি ইন্দ্রদ্যুম্ন, কালযবন এবং কংসকেশীদানবকেও ক্রোধ সহকারে বধ করিয়াছেন এবং হস্তে সুদৃঢ় বন্ধ ধারণ করিয়া এই শ্রীকৃষ্ণ সৌভপতি শ্রীমান্ শাল্বরাজকেও বিনাশ করিয়াছেন। ৬

এই কমললোচন পুরুষোত্তম চক্রের দ্বারা সহস্র পর্ব্বতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিশীর্ণ করিয়া দ্যুমৎসেনকে পোষিত করিয়া দিয়াছিলেন। ৭

যাহারা যুদ্ধে অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য পরাক্রমশালী ছিল, বরুণদেবের উচ্চল পার্শ্বে বিচরণ করিত এবং নিমেষকালের মধ্যেই যাহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারিত, সেই গোপতি ও তালকেতু নামক দুই মহাভোজকে মহেন্দ্রপর্ব্বতের শিখরে ইনি বধ করিয়াছিলেন এবং ঐ সার্ঙ্গধন্বাই শ্রীকৃষ্ণ ইরাবতী নদীর তীরে তাহাদের দুই জনকে বধ করিয়াছিলেন। ৮-৯

এই শ্রীকৃষ্ণই তিন ও রাত্রিনামক দুই দানবকে অক্রূরভবন-নামক স্থানে অনুচরদিগের সহিত বধ করত ভূপাতিত করিয়াছিলেন। ১০

মহাত্মা কেশব বারাণসী নগরীকে দগ্ধ করিয়াছিলেন এবং রাষ্ট্রের লোকজন ও জাতি বন্ধুর সহিত কাশিরাজকে বিনাশ করিয়াছেন। ১১

এই অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে আনতপর্ব্বতক বাণসমূহের দ্বারা যমরাজকে জয় করিয়া সেস্থান হইতে ইন্দ্রসেনের পুত্রকে আনয়ন করিয়াছেন। ১২

এই শ্রীকৃষ্ণ সাগরসমূহে এবং লোহিতগিরিতে গমন করত সমস্ত অনুচরবৃন্দের সহিত মহাবল বরুণকেও জয় করিয়াছিলেন। ১৩

যে মহেন্দ্রভবনে ইন্দ্রের রক্ষিত দেবগণের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল, সেই পারিজাত বৃক্ষকে এই শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজের কথা চিন্তা না করিয়াই অর্থাৎ তাঁহাকে কোনও কিছুই বলা না করিয়া হরণ করিয়া আনিয়াছেন। ১৪

এই জনার্দ্দন এক সঙ্গে সমাগত পাণ্ড্য, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মৎস্য ও বঙ্গ দেশের সমস্ত রাজ দিগকে বধ করিয়াছিলেন। ১৫

এই বীর শ্রীকৃষ্ণ রণাঙ্গনে এক শত মহারাজ রাজাকে বধ করত নিজের পরমা সুন্দরী মহিষী গান্ধারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৬

গাণ্ডীব ধনু লইয়া যুদ্ধে ক্রীড়াকারী ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে এই ভগবান মধুসূদন কুন্তীর সম্মুখেই জয় করিয়াছিলেন। ১৭

এই পুরুষোত্তম (অর্জ্জুনের দ্বারা) দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কর্ণ, ভীষ্ম ও দুর্য্যোধনকে পরাজিত করিয়াছেন। ১৮

বজ্রচিহ্ন প্রিয়কারী শঙ্খ, চক্র, গদা ও অসিধারী ভগবান কেশব সৌবীররাজের কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিয়াছেন। ১৯

পর্য্যস্তাং পৃথিবীং কৃৎস্নাং সাগরং সবনকাননাম্
বেণুবারিকৃতে যস্ত্রাজ্জিগায় পুরুষোত্তমঃ ॥ ১০

অবাপ্য তপসো বীর্য্যং বলমোজশ্চ মাধবঃ
পূর্ব্বদেহে ভবায়াং বলেস্ত্রিভুবনং হরিঃ ॥ ১১

বজ্রাশনিসমাঘাতৈর্নোসহদ্ভিঃ দানবৈঃ
যস্ত নাধিগতো মৃত্যুঃ পুরঃ প্রাগ্জ্যোতিষং প্রতি ॥ ১২

অভিভূতঞ্চ কৃষ্ণেন সগণং সুমহাবলঃ।
বলেঃ পুত্রো মহাবীর্য্যো বাণো ভবিদবত্তমঃ ॥ ১৩

শৌরং তথা মহাবাহুঃ কংসামাত্যং জনার্দ্দনঃ
পৈষ্টিকং চাসিলোমানং নিজঘান মহাবলঃ ॥ ১৪

হস্তুমৈরাবণং চাপি বিরূপঞ্চ মহাযশাঃ
জঘান পুরুষব্যাঘ্রো হৈতাং মাগধকপিলম্ ॥ ১৫

তথা নাগপতিং ভোমং কালিকঞ্চ মহাবলম্
নিজিতা পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রেষয়ামাস সাগরম্ ॥ ১৬

সঙ্জীবয়ামাস মৃতং পুত্রং সান্দীপনেস্তথা

নিজিতা পুরুষব্যাঘ্রো যমং বৈবস্বতং হরিঃ ॥ ১৭

এবমেষ মহাবাহুঃ শাস্তা দেবাঃ দুরাত্মনাম্।
দেবাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব যে দ্বিষন্তি সদা নৃপ ॥ ১৮

নিহত্য নরকং ভৌমমাহৃত্য মণিকুণ্ডলে।
দেবমাতুর্দদৌ চৈব প্রীত্যর্থং বজ্রপাণিনঃ ॥ ১৯

এবং সর্ব্বে দৈত্যানাং সুরারাণাং মহাযশাঃ
ভয়াবহকরঃ কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকহরো বিভুঃ ॥ ৫০

সংস্থাপ্য ধর্ম্মান মর্ত্ত্যেষু যজ্ঞৈরিষ্ট্বাপ্তদক্ষিণৈঃ।
কৃত্বা দেবার্থমিত্যুক্ত্বা স্বস্থানং প্রতিপৎস্যতে ॥ ৫১

কৃষ্ণো ভোগবতীং রম্যাময়িকাস্তুং মহাযশাঃ।
দ্বারকামাস্থসাৎ কৃত্বা সমুদ্রং গমিষ্যতি ॥ ৫২

বহুরত্নসমাকীর্ণাং দৈত্যৈঃ পুরনিবাসিভিঃ
দ্বারকাং বরুণাবাসং প্রবেক্ষ্যতি সকাননাম্ ॥ ৫৩

তাং সূর্য্যসদনপ্রখ্যাং মত্তদ্বিজগণাকুলাম্
বিসৃষ্টো বসুদেবেন সাগরঃ প্লাবয়িষ্যতি ॥ ৫৪

এই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বেণুধারীর ভয় হরণ ও দক্ষীসহ পর্ব্বতসহ সমগ্র পৃথিবীকে যষ্টিদ্বারা যে ভয় করিয়াছিলেন ॥১০

এই ভগবান্ মাধব পূর্ব্ব শরীরে বামন হইয়া তপস্যার বল, বীর্য্য ও ওজঃ প্রাপ্ত হইয়া রাজা বলির নিকট হইতে ত্রিলোকের রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন। ১১

বজ্র, অশনি, গদা ও ঋষ্টির দ্বারা ত্রাসসৃষ্টিকারী দানবগণ প্রাগ্জ্যোতিষপুরে যুদ্ধ করিতে থাকিলেও ইঁহাকে মৃত্যুর বশীভূত করিতে পারে নাই। ১২

মহাবল, মহাপরাক্রমশালী ও অত্যন্ত বৈভবশালী বলিপুত্র বাণাসুরকেও শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত করিয়াছেন। ১৩

এই মহাবল মহাবাহু জনার্দ্দন কংসের মন্ত্রী শৌর, পৈষ্টিক ও অসিলোমাকেও বধ করিয়াছিলেন। ১৪

মহাযশস্বী পুরুষসিংহ শ্রীকৃষ্ণ মানবরূপধারী দ্বিবিদ, অহিরাবণ ও বিরূপনামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন। ১৫

এইরূপ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে স্থিত মহাবল নাগরাজ কালিয়কে জয় করিয়া সমুদ্রে প্রেরণ করিয়াছেন। ১৬

এই পুরুষসিংহ শ্রীহরি বৈবস্বত যমকে জয় করিয়া সান্দীপনি মুনির মৃত পুত্রকে পুনরায় জীবন দান করিয়াছিলেন। ১৭

নৃপ জনমেজয়! এইরূপ এই মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ এই দুরাত্মা-গণকে দণ্ডদান করিয়াছেন, যাহারা সর্ব্বদা দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে হিংসা করিত। ১৮

ইনি যজ্ঞপাণি ইন্দ্রের প্রসন্নতার জন্য ভূমিপুত্র নরকাসুরকে বধ করত দেবমাতা অদিতিদেবীকে উহার হইতে মণিময় কুণ্ডল আনিয়া প্রদান করিয়াছেন। ১৯

এইভাবে সমস্ত লোকসমূহের স্রষ্টা সর্ব্বব্যাপী ও মহাযশস্বী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সদাই দুরাচারী দৈত্যদিগকে ভয় ও ধর্ম্মাত্মা দেবগণকে অভয় প্রদান করেন। ৩০

ইনি মনুষ্যসকলের মধ্যে ধর্ম্মের স্থাপন করিয়া পর্য্যাপ্ত দক্ষিণা-বিশিষ্ট যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করিতে করিতে দেবতাগণের অসহ্য কার্য্য সিদ্ধ করিবার পর বীয় পর-ধামে গমন করিবেন। ৩১

মহাযশস্বী শ্রীকৃষ্ণ ভোগ-বৈভবসম্পন্না, রমণীয়া ও অগ্নিদেবের পক্ষে কমনীয়া দ্বারকাপুরীকে নিজের অধীন করত তাহাকে সমুদ্রে নিমগ্না করিয়া দিবেন। ৩২

বহু রত্নে পরিপূর্ণা, গজসঙ্কুল দৈত্যা (দেবতরু) ও দানবসমূহে চিহ্নিতা এবং বন-উপবনে সুশোভিতা এই দ্বারকাপুরীকে বরুণালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিবেন। ৩৩

শার্ঙ্গধনুর্দ্ধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মত জানিয়া সমুদ্র এই বাসুদেব কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা সূর্য্যলোকতুল্য তেজস্বিনী দ্বারকাকে নিজের জলে বিলীন করিয়া লইবে। ৩৪

সুরাসুরমনুষ্যেষু নাসীত্ত্বত্তিসমঃ ক্বচিৎ
য ইমমাবসেৎ কৃষ্ণিলোকং বৈ মধুসূদনাৎ ॥ ৫৪
এবমেব দশার্হানাং বিধায় বিধিমুত্তমম্।
বিষ্ণুনারায়ণঃ দেবঃ সূর্যান্ত ত্রবিতা স্বয়ম্ ॥ ৫৬
অপ্রমেয়দ্যুতিশ্চান্ত যথা কামচরো বশী।
যোনতোষ সদা ভূতৈর্বাসঃ ক্রীড়নকৈরিব ॥ ৫৭
ন প্রভাভূঃ প্রভাবাত্ত লক্ষ্যোঽয়ং মধুসূদনঃ।
পরং রূপমবেত্তস্মাদ্ বিশ্বরূপাত্ত বিদ্যতে ॥ ৫৮
ক্রত্যোঽয়মেষঃ শতশস্তথা শতসহস্রশঃ।
অন্যো বি কর্ম্মণামন্ত সৃষ্টপূর্ব্বো ন কেনচিৎ ॥ ৫৯
এবমেতানি কর্ম্মাণি শিশুত্বপ্রভৃত্যদা।
কৃতবান্ পুণ্ডরীকাক্ষঃ সমর্থঃ সর্ব্বসাত্বতাম্ ॥ ৬০

দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণের মধ্যে এই ভগবান্ মধুসূদন ব্যতীত অন্য এরূপ কেহ হন নাই বা হইবেন না, যিনি ইঁহার দ্বারা পরিত্যক্ত এই দ্বারকাপুরীতে বাস করিতে সমর্থ হইবেন। ৫৪

এইরূপ দাশার্হবংশী যাদবগণের জন্য উত্তম বিধির বিধান করিয়া এই সর্ব্বব্যাপী নারায়ণ ঘরাই চন্দ্র ও সূর্য্যরূপে প্রকাশিত হইবেন। ৫৬

ইনি অপ্রমেয়, অচিন্ত্য, ইচ্ছানুসারে বিচরণকারী ও সকলকে নিজের বশীভূত করিয়া রাখেন। যেরূপ বালক ক্রীড়নকের (খেলার দ্রব্যের) দ্বারা আনন্দ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ইনি সমস্ত প্রাণিগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে আনন্দ উপভোগ করেন। ৫৭

এই মহাবাহু মধুসূদনকে সাধারণ প্রাণিসমূহের দ্বারা পরিত্যাগ করা যায় না। এই পর ও অপর-স্বরূপ ভিন্ন এই বিশ্বরূপ পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। ৫৮

ইনিই শত শত ও লক্ষ লক্ষ যজ্ঞ করিয়াছেন। কেহই পূর্ব্বে কখনও ইঁহার কর্ম্মসমূহের অন্ত দেখিতে পান নাই। ৫৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে নারদের দ্বারকাপুরী-দর্শন-নামক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়। ১০৩

এইরূপ বালকগণের মধ্যে থাকিয়া সর্ব্বসত্ত্বের সহিত কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ এই সব পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম করিয়াছেন। ৬০

পুরাকালে মহাবুদ্ধি ও সব কিছুই প্রত্যক্ষ দর্শনকারী ব্যাসদেব তাঁর তপোবলসম্পন্ন দৃষ্টির দ্বারা বর্ণন করত এই শ্লোকটি রচনা করিয়াছিলেন॥ ৬১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপ দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে ভগবান্ যে বিষ্ণুর স্তুতি করিতে নারদমুনি সমস্ত যাদবগণের দ্বারা পূজিত হইয়া স্বর্গলোকে চলিয়া যাইলেন॥ ৬২

তদনন্তর কমললোচন মধুসূদন গোবিন্দ সমস্ত অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে যেই ধন যিনিপূর্ব্বক যথাযথভাবে ভাগ করত প্রদান করিলেন। ৬৩

সেই ধন প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মা যাদবগণে প্রভূত দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞসমূহের বিধি অনুসারে অনুষ্ঠান করিতে করিতে দ্বারকা-পুরীতে বাস করিতে লাগিলেন। ৬৪

বাক্যনাথক ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণস্য সন্তানানাং বর্ণনম্, বৃষ্ণিবংশস্যোপসংহারশ্চ]

জনমেজয় উবাচ।

বহূনাং স্ত্রীসহস্রাণামষ্টৌ ভার্য্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তাসামপত্যান্যষ্টানাং ভগবান্ প্রব্রবীতু মে ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অষ্টৌ মহিষ্যঃ পুত্রিণ্য ইতি প্রাধান্যতঃ স্মৃতাঃ
সর্ব্বা বীরপ্রজাশ্চৈব তাস্বপত্যানি মে শৃণু ॥ ১

রুক্মিণী সত্যভামা চ দেবী নগ্নজিতী তথা
সুমিত্রা চ তথা শৈব্যা লক্ষণা চারুহাসিনী ॥ ২

মিত্রবিন্দা চ কালিন্দী জাম্ববত্যশ্চ পৌরবী
সুতসোমা চ তথা মাদ্রী রুক্মিণীতনয়ান্ শৃণু ॥ ৪

প্রদ্যুম্নঃ প্রথমং ভজ্ঞে নপ্তারং স্মরকং ততঃ
দ্বিতীয়শ্চারুদেষ্ণঞ্চ বৃষ্ণিসিংহো মহাবলঃ ॥ ৫

চারুভদ্রশ্চারুগর্ভঃ সুচেষ্টশ্চারু এব চ
সুষেণশ্চারুদেবশ্চ চারুবিন্দশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৬

চারুবাহুঃ কনীয়াংশ্চ কন্যা চারুমতী তথা
ভজিরে সত্যভামায়াঃ ভানুর্ভীমরথঃ ক্ষুপঃ ॥ ৭

রোহিতো দীপ্তিমাংশ্চৈব তাম্রাক্ষাঃ জলাশ্বকঃ।
তাম্রপীঠলিকা চৈব তাম্রপর্ণী চ সপ্তমা ॥ ৮

চত্বারো ভজিরে তেষাং স্বসারো গরুড়ধ্বজাৎ
জাম্ববত্যাঃ সুতো ভজ্ঞে সাম্বঃ সমিতিশোভনঃ ॥ ৯

মিত্রবান্মিত্রবিন্দশ্চ মিত্রবাহুশ্চ সপ্তমঃ
মিত্রবাহুঃ সুনীথশ্চ নাগ্নজিত্যাঃ প্রজাঃ শৃণু ॥ ১০

ভদ্রকারো ভদ্রবিন্দঃ কপিঃ ভদ্রবতী তথা
সুমনায়াস্তু বৈশ্যায়াং সংগ্রামজিদজায়ত ॥ ১১

সত্যজিৎ সেনজিচ্চৈব তথা পূরুজিদুত্তমঃ
সুতসোমায়াঃ সুতো নাম্না বৃকো বৈকর্ণিরুচ্যতে ॥ ১২

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের সন্তানগণের বর্ণন এবং বৃষ্ণিবংশের উপসংহার।]

জনমেজয় বলিলেন,—ভগবন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কয়েক হাজার স্ত্রীর মধ্যে আট জন ভার্য্যাকে প্রধান বলিয়া বর্ণনা করা হয়। সেই আট জন মহিষীর কত সন্তান ছিলেন, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন। ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! প্রধানতঃ আট জন মহিষী (বধূ) পুত্রবতী ছিলেন, ইহা কথিত আছে। ইহাদের সকল সন্তানই বীর ছিলেন। তাঁহাদের যে সমস্ত সন্তান হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি, তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ২

১। রুক্মিণী, ২। সত্যভামা, ৩। দেবী নাগ্নজিতী (সত্যা), ৪। শিবিদেশের রাজকন্যা সুমিত্রা, ৫। মদ্ররাজ হাতসন্নী লক্ষণা ৬। মিত্রবিন্দা, ৭। কালিন্দী, ৮। জাম্ববতী, ৯। পৌরবী ও ১০। মদ্রদেশ রাজকুমারী সুতসোমা—ইহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য মহিষী ছিলেন। ইহাদের মধ্যে রুক্মিণী দেবীর পুত্রগণের কথা শ্রবণ কর। ৩-৪

রুক্মিণীদেবীর গর্ভ হইতে প্রথমে ওতলক্ষণসম্পন্ন প্রদ্যুম্ন জন্মগ্রহণ করেন, যিনি শম্বরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন চারুদেষ্ণ, ইনি বৃষ্ণিবংশে সিংহতুল্য পরাক্রমশালী ও মহারথী বীর ছিলেন। ৫

তৃতীয় চারুভদ্র, চতুর্থ চারুগর্ভ, পঞ্চম সুচেষ্ণ, ষষ্ঠ ক্রম, সুষেণ, অষ্টম চারুদেব, নবম সর্ব্বলক্ষণ-লক্ষিত চারুবিন্দ ও দশম ছিলেন চারুবল। এই চারুবলই সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। এই পুত্রগণ ব্যতীত রুক্মিণীদেবীর এক কন্যাও ছিলেন, তাঁহার নাম চারুমতী। ৬-৭

সত্যভামার গর্ভ হইতে ভানু, ভীমরথ, ক্ষুপ, রোহিত, দীপ্তিমান্, তাম্রাক্ষ ও জলাশ্বক—এই আট পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ভগবান্ শ্বফল্কপুত্র শ্রীকৃষ্ণ হইতে এই সত্যভামার গর্ভে ইঁহাদের চার জন ভগিনীও জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম হইল—তানু, ভীমলিকা, তাম্রপর্ণী ও জলক্ষমা। ৮-৯।

জাম্ববতীর জ্যেষ্ঠ পুত্রকপে সাম্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি যুদ্ধের পোষাক-পরিচ্ছদকারী। অর্থাৎ যুদ্ধে পোষাকসম্পন্ন ছিলেন। ইনি ব্যতীত মিত্রবান্, মিত্রবিন্দ, মিত্রবাহু ও সুনীথ নামে আরও চার পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। জাম্ববতীর মিত্রবতী নামে এক কন্যাও জন্মগ্রহণ করেন। এখন নাগ্নজিতীর (সত্যার) সন্তানগণের কথা শ্রবণ কর। ১-১০

নাগ্নজিতীর ভদ্রকার ও ভদ্রবিন্দ নামক দুই জন পুত্র ছিলেন এবং কপিবতী নামে এক কন্যাও তাঁহার হইয়াছিল। শিবিদেশের রাজকন্যা সুমনার গর্ভ হইতে সংগ্রামজিৎ, সত্যজিৎ, সেনজিৎ ও পৌরব পুরুজিৎ—এই চার পুত্রের জন্মলাভ হয়। ১১

মদ্রদেশের রাজকুমারী সুতসোমার গর্ভে বৃকনির্ঋতি

কুমারো বৃকলীপ্তিশ্চ লক্ষ্মণায়াঃ প্রজাঃ শৃণু
গাত্রবান্ গাত্রগুপ্তশ্চ গাত্রবিক্রম বীর্যবান্ ॥ ১৩
জজ্ঞিরে গাত্রবত্যাং চ ভগিন্যাস্তনুজা সহ
অঞ্জনশ্চ সুতো জজ্ঞে কালিন্যাঃ ক্রতুসম্মিতঃ ॥ ১৪
অঞ্জনা ক্রতুসেনায়ৈ প্রদদৌ মধুসূদন।
তং প্রদায় হৃষীকেশস্তাং ভার্যাং মুদিতোঽভবৎ ॥ ১৫
এষ বাসুদেবস্য দায়াদঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
বৃহত্যাং তু সবং প্রাহুঃ শৈব্যায়ামনঘং সুতম্ ॥ ১৬
উৎপাদ্য কুমুদং চৈব শ্বেতঃ শ্বেতা তথাঙ্গনা।
অসাবহঃ সুমিত্রশ্চ শুচিশ্চিত্ররথস্তথা ॥ ১৭
চিত্রসেনঃ সুদেবায়াশ্চিত্রা চিত্রবতী তথা
বনস্তম্বশ্চ জজ্ঞাতে সুতঃ তুম্ববনশ্চ হ ॥ ১৮
নিষাসনোঽবনস্তম্বঃ কন্যা তুম্ববতী তথা
উপসদ্গশ্চ সুমুচ্চ বভ্রুঃ শুঃ ক্ষিপ্র এব চ ॥ ১৯

কৌশিক্যাঃ ক্রতুসোমায়াঃ ঋষিষ্টিষ্যাঃ ঋষিষ্টিরঃ।
কাপালী পরুকুল্যেষ জজ্ঞাতে চিত্রযোধিনৌ ॥২০
এবমাদীনি পুত্রাণাং সহস্রাণি নিবোধ মে।
দশাযুতং সমাখ্যাতা বাসুদেবস্য তে সুতাঃ ॥ ২১
অযুতানি তথা চাষ্টৌ শূরা রণবিশারদাঃ।
জনার্দনস্য প্রসবঃ কীর্ত্তিতোঽয়ং তথা ময়া ॥ ২২
প্রদ্যুম্নস্য সুতো জজ্ঞে বৈদর্ভ্যাং রাজসত্তম।
অনিরুদ্ধো রণে রুদ্ধো জজ্ঞে স যুগকেতনঃ ॥ ২৩
রেবত্যাং বলদেবস্য জজ্ঞাতে নিশঠোল্মুকৌ।
ভ্রাতরৌ দেবসদ্ধাশাবুভৌ পুরুষসত্তমৌ ॥ ২৪
সুতস্তুম্ব সুতারা চ সৌরেরাস্তাং পরিগ্রহঃ
পৌণ্ড্রকঃ কপিলশ্চৈব বসুদেবস্য তৌ সুতৌ ॥ ২৫
তারায়াং কপিলো জজ্ঞে পৌণ্ড্রস্তু সুতনোঃ সুতঃ।
তয়োর্নৃপোঽভবৎ পৌণ্ড্রঃ কপিলশ্চ বনং যযৌ ॥ ২৬

কুমার বৃকলীপ্তি—এই তিন জন পুত্র ছিলেন। এখন লক্ষ্মণার সন্তানগণের পরিচয় প্রবণ কর। ১১।

গাত্রবান্, গাত্রগুপ্ত ও পরম ক্রমশালী বীর্যবিক্রম—এই তিন পুত্র লক্ষ্মণার গর্ভ হইতে উৎপন্ন হন। ইঁহাদের এক ভগিনীও জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম গাত্রবতী। ১৩।

কালিন্দীর দুই জন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম—অঞ্জন ও ক্রতুসম্মিত। মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ অঞ্জননামক পুত্রকে ক্রতুসেনানাম্নী পত্নীকে সম্প্রদান করেন। ১৪।

তাঁহাকে প্রদান করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং নিজের সেই পত্নী ক্রতুসেনাকে বলেন—এই বংশ চিরকাল তোমাদের উভয়ের পুত্র হইয়া থাকিবে। ১৫।

শ্রীকৃষ্ণের বৃহতী নাম্নী পত্নীর গর্ভ হইতে যদের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া মহাত্মাগণ বলেন। সৈব্যার গর্ভ হইতে সবল, কুমুদ ও শ্বেত নামক এই তিন পুত্রের জন্ম হয়। সৈব্যার শ্বেতা নাম্নী এক কন্যাও হইয়াছিল। ১৬।

মুদেবার গর্ভ হইতে অসাবহ, সুমিত্র শুচি, চিত্ররথ ও চিত্রসেন—এই পাঁচ পুত্র এবং চিত্রা ও চিত্রবতী নামে এই দুই কন্যারও উৎপত্তি হয়। ১৭।

বনস্তম্ব, তুম্ববন, নিষাসন ও অবনস্তম্ব—এই চার পুত্র এবং তুম্ববতী নাম্নী এক কন্যা—ইঁহাদের জন্ম কৌশিকীর গর্ভ হইতে হইয়াছিল। যৌধিষ্ঠিরীর গর্ভ হইতে ঋষিষ্টির নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। ইনি বাসুদেব যৌধিষ্ঠিরীর অন্যতম দুই জন পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম কপালী ও পরুকুল্য। ইঁহারা উভয়ে বিচিত্র কীর্তিতে যুক্ত করিতেন। ১৮-২০

ইঁহারা এবং এইরূপ অন্যান্য সহস্র পুত্র শ্রীকৃষ্ণের ছিল। এই সব বৃত্তান্ত তুমি আমার নিকট হইতে অবগত হও। ভগবান বাসুদেবের সেই সব পুত্রগণের সংখ্যা একলক্ষ আশী হাজার বলিয়া কথিত আছে। ইহারা সকলেই যুদ্ধে পারদর্শী ও যোদ্ধাগণের বীর ছিলেন। এইভাবে আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে ভগবান জনার্দনের পুত্রগণের বিষয় বর্ণনা করিলাম। ২১-২২

নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! প্রদ্যুম্নের বিদর্ভরাজকুমারী রুক্মবতীর গর্ভ হইতে অনিরুদ্ধ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। যুদ্ধে ইঁহাকে কেহই রুদ্ধ করিতে পারিত না অনিরুদ্ধের অঙ্গে যুদ্ধের চিহ্ন ছিল। ২৩

বলদেবের রেবতীদেবীর গর্ভ হইতে নিশঠ ও উল্মুক নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই দুই ভ্রাতা দেবতুল্য তেজস্বী ও পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ২৪

শূরবংশজাত বসুদেবের আরও দুই জন পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের নাম সুতনু ও সুতারা। ইঁহাদের উভয়ের গর্ভ হইতে বসুদেবের দুই পুত্র হয়। তাঁহাদের নাম—পৌণ্ড্রক ও কপিল। ২৫

ইঁহাদের মধ্যে কপিল তারার গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করেন এবং পৌণ্ড্রক সতনুর পুত্র ছিলেন। এই দুই ভ্রাতার মধ্যে পৌণ্ড্রক রাজা হইয়াছিলেন ও কপিল বন গমন করিয়াছিলেন। ২৬

দুর্ধর্ষাং সমভবদ্ বীরো বসুদেবোগ্রবাহনঃ।
ভদ্রা নাম নিষাদানাং প্রভুঃ সর্ব্বধনুষ্মতাম্ ॥ ২৭
কাঙ্ক্ষা সুপার্শ্বং জনয়ং লেভে সাত্যকিমঞ্জসম্।
সাত্যুর্জজ্ঞেঽনিরুদ্ধস্তু যস্মাৎ সাত্বতরাজয়ঃ ॥ ২৮
যস্মাজ্জজ্ঞে প্রতিরথঃ সুচারুস্তস্য চাত্মজঃ।
অনমিত্রাদ্বিনির্জজ্ঞে কনিষ্ঠাদ্ বৃষ্ণিনন্দনাৎ ॥ ২৯

বসুদেব হইতে তাঁহার চতুর্থ বর্ণের ভার্য্যার গর্ভে এক মহাবল বীর জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম ছিল ভদ্রা। সে সমস্ত ধনুর্দ্ধারী বীর নিষাদগণের প্রভু (রাজা) ছিল ॥ ২৭

কাঙ্ক্ষা সাধু হইতে সুপার্শ্বনামক এক পুত্র লাভ করিয়াছিল। এই সুপার্শ্ব বেণুনালী অনিরুদ্ধের সাধু নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই সাধু হইতে যদু জন্মগ্রহণ করে ॥ ২৮

যদু হইতে প্রতিরথ উৎপন্ন হয়। প্রতিরথের পুত্রের নাম

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বৃষ্ণিবংশের

শিনেস্তু সত্যবাক্ জজ্ঞে সত্যকস্তু মহারথঃ।
সত্যকস্যাত্মজঃ শূরো যুযুধানস্তথাত্মজঃ ॥ ৩০
অসঙ্গো যুযুধানস্য মনিস্তস্যাভবৎ সুতঃ।
মনের্যুগন্ধরঃ পুত্র ইতি বংশঃ সমাপ্যতে ॥ ৩১
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
বৃষ্ণিবংশানুকীর্ত্তনে ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৩

হইল—সুচারু। বৃষ্ণির কনিষ্ঠ পুত্র অনমিত্র হইতে শিনির জন্ম হয় ॥ ২৯

এই শিনি হইতে মহারথী বীর ও সত্যবাদী সত্যক উৎপন্ন হয়। এই সত্যকের যোদ্ধাগণী বীর পুত্র যুযুধান (সাত্যকি) জন্মগ্রহণ করে ॥ ৩০

যুযুধানের পুত্র অসঙ্গ এবং অসঙ্গের মনিনামক এক পুত্র উৎপন্ন হয়। মনির পুত্রের নাম ছিল যুগন্ধর এইভাবে এই স্থানে এই বংশের বর্ণন সমাপ্ত হইল ॥ ৩১

বর্ণনবিষয়ক ত্র্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রদ্যুম্নস্য জন্মকথনম্, শম্বরাসুরেণ সূতিকাগৃহতঃ প্রদ্যুম্নস্যাপহরণম্, প্রদ্যুম্ন-মায়াবত্যোঃ সংলাপঃ, শম্বরাসুরস্য শত-পুত্রৈঃ সহ প্রদ্যুম্নস্য যুদ্ধবর্ণনঞ্চ]

জনমেজয় উবাচ।
য এষ ভবতা পূর্ব্বং শম্বরঘ্নোঽভিধাস্যতে।
প্রদ্যুম্নঃ স কথং জজ্ঞে শম্বরং তদ্ ব্রবীহি মে ॥ ১
বৈশম্পায়ন উবাচ।
রুক্মিণ্যাং বাসুদেবস্য লক্ষ্যাং কামো ধৃতব্রতঃ।
শম্বরান্তকরো জজ্ঞে প্রদ্যুম্নঃ কামবর্দ্ধনঃ।
সনৎকুমার ইতি যঃ পুরাণে পরিগীয়তে ॥ ২

তং সপ্তরাত্রে সম্পূর্ণে নিশীথে সূতিকাগৃহাৎ।
জহার কৃষ্ণস্য সুতং শিশুং বৈ কালশম্বরঃ ॥ ৩
বিদিত্বা তস্য কৃষ্ণস্য তেনমায়াসুবন্তিনঃ।
ততো ন নিসৃতীঃ স শম্বরো যুদ্ধদুর্ম্মদঃ ॥ ৪
স মৃত্যুনা পরীতাত্মা যুযায়া প্রভবার তম্।
ঔর্ব্ব্যামুৎক্ষিপ্য নগরং স্বং নিনায় মহাসুরঃ ॥ ৫

চতুরধিকশততম অধ্যায়

[প্রদ্যুম্নের জন্ম কথন, শম্বর সুর কর্ত্তৃক সূতিকা গৃহ হইতে প্রদ্যুম্নকে অপহরণ, প্রদ্যুম্ন-মায়াবতী সংবাদ এবং প্রদ্যুম্নের শম্বরাসুরের শতপুত্রের সহিত যুদ্ধ বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে। আপনি পূর্ব্বে এই কথা বলিয়াছেন যে, প্রদ্যুম্ন শম্বরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, সুতরাং আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, প্রদ্যুম্ন কি প্রকারে শম্বরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন? তাহা আমাকে বলুন ॥ ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্। ভগবান্ বাসুদেবের লক্ষ্মী-স্বরূপা পত্নী রুক্মিণী দেবীর গর্ভ হইতে উত্তম ব্রতধারী কামদেবই প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করেন, যিনি সনৎকুমারের নামে দেখিতে মনোহর ছিলেন। তিনিই শম্বরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন।

কাঁহারও কাঁহারও মতে পুরাণে যিনি 'সনৎকুমার' নামে কীর্ত্তিত আছেন, তিনিই প্রদ্যুম্নরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ২

প্রদ্যুম্নের জন্মগ্রহণের পর সপ্ত রাত্রি অতিবাহিত হইলে কালরূপী শম্বরাসুর শ্রীকৃষ্ণের সেই শিশু পুত্রকে অর্দ্ধ রাত্রির সময় হরণ করিয়া লইয়া যায় ॥ ৩

দেবমায়ার অনুসরণকারী শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সমস্ত বৃত্তান্তই জানা ছিল, সেইজন্য তিনি সেই রণদুর্ম্মদ দানব শম্বরকে তখন বধও করেন নাই ॥ ৪

মৃত্যু এই দানবের আত্মাকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া লইয়াছিল, সেইজন্য এই মহাসুর শম্বর মায়ার সাহায্যে এই বালককে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল এবং দুই হস্ত উপরে উত্তোলিত করিয়া সে নিজ নগরে প্রবেশ করিয়া লইয়া যায় ॥ ৫

জনয়ত্যা তু তস্য,শীলাদ্যা গুণপূর্ণয়া।
নাম্না মায়াবতী নাম মায়েব শুভদর্শনা ॥ ৬
দদৌ তং বাসুদেবস্য পুত্রং পুত্রমিবাত্মজম্।
তস্যা মহিষ্যা মায়িন্যা দানবঃ কালচোদিতঃ ॥ ৭
মায়াবতী তু তং দৃষ্ট্বা সম্প্রহৃষ্টেবভূবহ।
হর্ষেণ মহতা যুক্তা পুনঃ পুনরবৈক্ষত ॥ ৮
অথ তস্যা নিরীক্ষ্যাঃ স্ফুটিঃ প্রাদুর্বভূব হ।
অয়ং স মম কান্তোঽভূৎ স্মৃতেরিব চাধচিন্তয়ৎ ॥ ৯
অয়ং স নাথো ভর্তা মে যস্যার্থেঽহং শিবাশিনম্।
চিন্তাশোকার্ণবে মগ্না ন বিন্দামি ধৃতিং ক্বচিৎ ॥ ১০
অয়ং ভগবতা পূর্বং দেবদেবেন শূলিনা
ঘোষিতেন কৃতোঽনঙ্গো দগ্ধো জাতান্তরে ময়া ॥ ১১
কথমস্ত তনঃ প্রাপ্তে মাতৃভাবেন জানতী
ভর্তৃভার্যা ধ্রুবং ভূয়া বক্ষ্যে বা পুত্র ইত্যহ ॥ ১২

এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা ধ্যাত্বাত্মানং সা সমর্পয়ৎ
রসায়নপ্রয়োগেণ শীঘ্রমেব বাবর্ধয়ৎ ॥ ১৩
যাত্রাঃ সকাশাৎ স চ তাং শ্রুত্বা কৃষ্ণিণিনন্দনঃ।
মায়াবতীমবিজ্ঞায়ানেনে স্বামেব মাতরম্ ॥ ১৪
সা চ তং বর্ধয়ামাস কান্তিঃ কমললোচনম্
মায়াস্তাস্থৈ দদৌ সর্বা দানবী কামমোহিতা ॥ ১৫
স যদা যৌবনস্থস্তু প্রদ্যুম্নঃ কামদর্শনঃ।
চিকীর্ষিতজ্ঞা নারীণাং সর্বমাত্রবিধিপারগঃ ॥ ১৬
তং সা মায়াবতী কান্তা ক মহামায়া কামিনী
ইঙ্গিতৈস্তোপি বীক্ষন্তী প্রালোভয়ত সস্মিতা।
প্রদ্যুম্নস্তাং তু তাং দেবীং বভাষে চারুহাসিনীম্ ॥ ১৭

প্রদ্যুম্ন উবাচ

মাতৃভাবং ব্যতিক্রম্য কিমেবং বর্ত্তসেঽম্বিকা
অহো ছদ্মবিধাপি স্ত্রীহৃদয়ং চঞ্চলমানসা ॥ ১৮

তাহার জন্ম ও গুণবতী এক কন্যা ছিল এবং তাহার কোনও সন্তান ছিল না। তাহার নাম মায়াবতী। এই মায়াবতী মায়াদেবীরই ন্যায় দেখিতে সুন্দরী ছিল ॥ ৬

সেই কালপ্রেরিত দানব শম্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই পুত্রকে নিজেরই পুত্র মনে করিয়া ঐ কন্যা মায়াবতীকে প্রদান করে ॥ ৭

সেই বালককে দেখিয়াই মায়াবতীর শরীরে হর্ষজনিত রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। তখন মায়াবতী অতিশয় হর্ষের সহিত বারম্বার সেই বালককে দেখিতে লাগিল ॥ ৮

বালককে নিরীক্ষণ করিতে করিতে মায়াবতীর হৃদয়ে পূর্বকালের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। "ইনিই ত, পূর্বকালে আমার প্রিয়তম পতি ছিলেন" ইত্যাদি স্মরণ করিয়াই সে এই ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ৯

ইনিই আমার সেই স্বামী ও ভর্তা, যাঁহার জন্য আমি দিবা রাত্রি চিন্তা ও শোকের সাগরে নিমগ্না হইয়া কখনও কোথাও সুখলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ১০

পূর্বকালে ইঁহার দ্বারা দেবপ্রাণ হইয়া দেবাধিদেব ত্রিলোচনধারী ভগবান্ শঙ্কর ইঁহাকে 'অনঙ্গ' করিয়া দিয়াছিলেন অর্থাৎ ইঁহার দেহকে ভস্মীভূত করিয়া ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। আজ দ্বিতীয় জন্মে ইঁহাকে আমি কখন করিলাম ॥ ১১

যখন আমি এই রহস্য জানিতে পারিয়াছি, তখন মাতৃভাবে ইঁহার মুখে আমি কি করিয়া স্তনদান করিব? ইনি আমার পতি, সুতরাং আমি ইঁহাকে পুত্র কিরূপে বলিব? ১২

মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া মায়াবতী বালক প্রদ্যুম্নকে এক ঘরের নিকট লইয়া গেল এবং রসায়নের প্রয়োগে তাঁহাকে শীঘ্রই বর্দ্ধিত করিতে লাগিল ॥ ১৩

কক্ষিণিনন্দন প্রদ্যুম্ন যাত্রীর নিকট হইতে মায়াবতীর প্রকৃত কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে না জানিয়াই মায়াবতীকে নিজেরই মাতা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

মায়াবতী কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ-নন্দনকে যখন বর্দ্ধিত করিতে তখন তাঁহার প্রতি কামভাবে যে স্নিগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সমস্ত দানবী মায়া শিক্ষাদান করিল ॥ ১৫

প্রদ্যুম্ন যখন যৌবন প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি সাক্ষাৎ কাম-দেবের ন্যায় দেখিতে মনোহর হইয়া উঠিলেন। তিনি স্ত্রীগণের অনুভাব জানিতে পারিতেন এবং সর্বপ্রকার অস্ত্রের প্রয়োগে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন ॥ ১৬

সেই সময় মায়াবতী কামবতী নারীর ন্যায় নিজের সেই প্রিয়তম পতিকে কামনা করিতে লাগিল। সে ইঙ্গিত, হাস্য ভঙ্গিমায় নিজের হাব-ভাবের দ্বারা তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিল। সেই মনোহর হাস্যযুক্তা দেবী মায়াবতীকে নিজের প্রতি আসক্তা দেখিয়া প্রদ্যুম্ন তাহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৭

প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—অম্বে! তুমি মাতৃভাবে উল্লঙ্ঘন করিয়া এই-ভাবে বিপরীত আচরণ কেন করিতেছ? তুমি দেখিতেছি স্ত্রী-স্বভাবা এবং তোমার চিত্ত স্ত্রীবিষয়ে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে ॥ ১৮

সা পুত্রভাবমুৎসৃজ্য মনি লোভাৎ প্রবর্ত্তসে
ন তু তেঽহং সুতঃ সৌম্যো কোঽয়ং শৈলবিপর্য্যয়ঃ ॥১৯

তত্ত্বমিচ্ছাম্যহং দেবি কথিতঃ কো ত্বয়ঃ বিধিঃ।
বিদ্যুৎসম্পাতচপলঃ স্বভাবঃ খলু যোষিতাম্ ॥ ২০

যা নরেষু প্রসজ্জন্তে নগাগ্রেষু লতা ইব।
যদি তেঽহং সুতঃ সৌম্যো যদি বা নাস্মতঃ শ্রুতে ॥ ২১

কথিতঃ তত্ত্বমিচ্ছামি কিমিদং তে চিকীর্ষিতম্।
এবমুক্তা তু সা ভীরুঃ কামেন বাধিতেন্দ্রিয়া ॥ ২২

প্রিয়ং প্রোবাচ বচনং বিবিক্তে কেশবাত্মজম্।
ন ত্বং মম সুতঃ কান্ত নাপি তে শম্বরঃ পিতা ॥ ২৩

রূপবানসি বিক্রান্তস্ত্বং ভ্রাত্যা বৃষ্ণিনন্দন
পুত্রস্ত্বং বাসুদেবস্য ভ্রাতৃণাং নন্দবর্দ্ধনঃ ॥ ২৪

দিবসে সপ্তমে বালো জ্ঞাতমাত্রোঽপবাহিতঃ
সূতিকাগারমধ্যাদ্বঃ শিশুরুক্তস্তদাশিশুঃ ॥ ২৫

মম ভর্ত্রা জ্ঞতোঽসি ত্বং বলবীর্য্যপ্রবর্দ্ধিনা।
পিতৃত্বে বাসুদেবস্য মর্ষয়িত্বা গৃহং মহৎ ॥ ২৬

পাকশাসনকল্পস্য হৃতত্বাং শম্বরেণ হ
সা চ তে করুণা মাতা ত্বাং বালমনুশোচতী ॥ ২৭

অত্যর্থং তপ্যতে বীর বিবৎসা সৌরভী যথা।
সোঽপি শক্রাদপি বলান পিতা তে গরুড়ধ্বজঃ ॥ ২৮

ইতি ত্বাং নাভিজানাতি বালমেবাপবাহিতম্।
কান্ত বৃষ্ণিকুমারত্বং ন হি ত্বং শম্বরাত্মজঃ ॥ ২৯

বীর নৈবংবিধান পুত্রান্ রাজানো জনয়ন্তি হি
অতোঽহং কাময়ামি ত্বাং নহি ত্বং ঔমিতো ময়া ॥ ৩০

রূপং তে সৌম্য পশ্যন্ত্যা সৌম্যমস্মি দুর্বলা।
মন্মে ব্যবসিতং কান্ত যত্তু মে স্যাদি বর্ত্ততে ॥ ৩১

যাহার জন্য তুমি আমার প্রতি পুত্রভাব পরিত্যাগ করত কামলোভে প্রেরিত হইয়া এরূপ বিপরীত আচরণ করিতেছ। ইহাতে মনে হইতেছে আমি তোমার পুত্র নহি। সৌম্য! তোমার শীলস্বভাবে এই বিপরীত কিরূপে হইল? ১৯

দেবি! আমি এবিষয়ে প্রকৃত তথ্য জানিতে ইচ্ছা করি, তুমি যথাযথভাবে বল—তোমার এই ব্যবহার কিরূপে উৎপন্ন হইল? নিশ্চয় নারীগণের স্বভাব বিদ্যুৎপাতের ন্যায় চঞ্চল হয়। যেরূপ বেগবতল পর্ব্বতশিখরসমূহে সংলগ্ন হয় সেইরূপ কামমোহিতা নারীগণ সকল পুরুষেই আসক্ত হইয়া যায়। ২০;

সৌম্য! শুন্তে! যদি আমি তোমার পুত্র হই কিংবা যদি আমি তোমার পুত্র না হই, তবে তাহা যথাযথ ভাবে আমাকে বল। আমি তোমার নিকট হইতে এ-বিষয়ে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে চাই। তুমি ইহা কি করিতে ব সনা করিয়াছ? ২১;

তিনি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর কামে যাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বাধিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই ভীরু মায়াবতী একান্তে নিজের প্রিয়তম কেশবকুমারকে এই কথা বলিল—প্রিয়তম! তুমি আমার পুত্র নও এবং শম্বরাসুরও তোমার পিতা নয় ।২২-২৩

বৃষ্ণিকুলনন্দন! তুমি ভদ্র হইতেই রূপবান্ ও পরাক্রমশালী বীর। তুমি বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পুত্র এবং মাতা রুক্মিণীদেবীর আনন্দবর্দ্ধনকারী প্রিয় সন্তান ।২৪

তোমার জন্মের সপ্তম দিনে যখন তুমি বালশিশু-রূপে সদ্যায় উদ্যানস্থানে নীত ছিলে, তখন আমার ভরণ-পোষণকারী এবং বল ও পরাক্রম পূর্ব্বক কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া শম্বরাসুর তোমার পিতৃ- ভবান্ বাসুদেবের বিশাল গৃহকে অতিক্রম করত সূতিকাগৃহের মধ্যভাগ হইতে তোমাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে ।২৫-২৬

তুমি ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী পিতার পুত্র তথাপি শম্বরাসুর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছ। কীর্ত্তি তোমার মাতা রুক্মিণীদেবীও তোমার ন্যায় বালকের জন্য নিরন্তর শোকমগ্ন থাকিয়া করুণ বিলাপ করিতেছেন এবং সেইভাবে সন্তাপ ভোগ করিতেছেন, যেরূপ নিজের বৎস বাছুর হইতে পরিত্যক্ত হইয়া কোনও ধেনুমাতা বিশেষ সন্তাপ ভোগ করিয়া থাকেন ।২৭;

তোমার পিতা গরুড়ধ্বজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্র হইতেও মহান্ (শ্রেষ্ঠ), কিন্তু তিনিও ইহা জানেন নাই যে, তুমি বাল্যাবস্থাতেই এস্থানে হরণ করিয়া আনীত হইয়াছ ।২৮;

প্রিয়তম! তুমি বৃষ্ণিকুলের কুমার, শম্বরের পুত্র নও। বীর! বাস্তবপক্ষে তোমার ন্যায় পুত্রবিশিষ্ট ভদ্রজন কখনও করে না (বা করিতে পারে না) ।২৯;

সৌম্য! সেইজন্য আমি তোমাকে কামনা করিতেছি; আমি তোমাকে ভক্ষণ করি নাই! আমি দুর্বল অবলা, তোমার মনোহর রূপ দর্শন করিয়া মনে মনেই কামে সন্তপ্তা হইয়া পড়িয়াছি ।৩০;

প্রিয় বৃষ্ণিনন্দন! আমি যাহা কিছু করিতে নিশ্চয় করিয়াছি এবং আমার হৃদয়ে যে ভাব আছে, তদনুসারে তুমি আমার মনোমন্দিরে বাস করত পূর্ণ কর ।৩১;

তস্মে মনসি বার্ত্তেয় প্রতিহন্তুমিহ
এষ তে কথিতঃ সর্ব্বঃ সম্ভবশ্চাস্য যো মম ॥ ৩১

যথা ন মম পুত্রস্য ন পুত্রঃ শম্বরস্তথা চ।
ক্রূরৈরমখিলং সর্ব্বং মায়াবত্যা প্রভাবিতম্ ॥ ৩৩

চক্রায়ুধাস্ত্রতঃ ক্রুদ্ধঃ শম্বরঃ স সমাহরত্।
সর্ব্বমায়াঃখণ্ডিতোঽসৌ নাম বিদ্যাবা চাস্থনঃ ॥ ৩৪

অহো দানবষ্টোত্বা কেশবস্তাস্তঃ শিশুম্।
হরতে নির্ভয়শ্চৈব তরন্ধ করোনাহম্ ॥ ৩৫

কথং বৈ ক্রোধনাগচ্ছেদ্ বধাতে বা কথং ময়া
প্রথমং কিং করিষ্যামি যেন কৃপাতি মন্দধীঃ ॥ ৩৬

অস্তি চাস্য অজঃ চিহ্নঃ সিংহকেতুবিভূষিতম্।
তোরণং গৃহমাসাদ্য উচ্ছ্রিতঃ মেরুশৃঙ্গবৎ ॥ ৩৭

এতত্তস্মথা পাতিস্তে তন্নেন নিশিতেন বৈ
অজচ্ছেদং বিদিত্বাথ শম্বরো নিষ্ক্রমিষ্যতি ॥ ৩৮

ততো যুদ্ধেন হন্যাচ্চো গন্তাস্মি দ্বারকাং প্রতি

ইত্যুক্ত্বা সঙ্গমাচক্রে সঙ্গং চাপমাজসা ॥ ৩৯

চিচ্ছেদ অজচক্রং তু শম্বরস্য মহাভুজঃ।
তচ্ছ্রুত্বা তু অজচ্ছেদং প্রদ্যুম্নেন মহাত্মনা ॥৪০

ক্রুদ্ধস্যাজ্ঞাপয়ামাস পুত্রান্ বৈ কালশম্বরঃ।
ভিন্দ্যাদেনং মহাবীরা রৌক্মিণেয়ং দুরাধিতাঃ ॥ ৪১

নৈনং বৈ হন্তুমিচ্ছামি মম বিপ্রিয়কারকম্।
শ্রুত্বা তু শম্বরাদ্ বাক্যং সুতাস্তে শম্বরস্য হ ॥ ৪২

সন্নদ্ধা নির্যযুস্তূর্ণং প্রদ্যুম্নবধকাঙ্ক্ষয়া।
চিত্রসেনোঽতিসেনশ্চ বিষ্বক্সেনো গদস্তথা ॥ ৪৩

শ্রুতসেনঃ সুষেণশ্চ সোমসেনো ধনস্তথা।
সেনানী সৈন্যহন্তা চ সেনাত্মা সৈনিকস্তথা ॥ ৪৪

সেনস্কন্ধোঽতিসেনশ্চ সেনকো জনকঃ সুতঃ
সকালো বিকলঃ শান্তঃ স শান্তাত্মকরোঽশুচিঃ ॥ ৪৫

কৃষ্ণকেতুঃ সুদংষ্ট্রশ্চ কেশিবিত্যেবমাদয়ঃ।
চক্র-তোমর-মুষলাঃ পট্টিশানি পরশ্বধান্ ॥ ৪৬

তোমার প্রতি আমার ক্রোধে যে সম্ভবে জাতে। এই সবই আমি তোমাকে বলিলাম না তুমি আমার পুত্র এবং না শম্বরাসুরের পুত্র। ৩২।

মায়াবতী কর্তৃক কথিত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভগবান্ চক্রপাণির পুত্র প্রদ্যুম্ন কুপিত হইয়া উঠিলেন। তিনি সমস্ত মায়াসম্বন্ধের জ্ঞাতা ছিলেন, তিনি নিজের নাম শুনাইয়া শম্বরাসুরকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিবার স্থির করিলেন। ৩৩-৩৪

তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—অহো! এই দুষ্টাত্মা দানব কেশবের শিশু পুত্রকে অপহরণ করিয়াছে, তথাপি সে নির্ভয়ে রহিয়াছে, আর আমি তাহাকে আজ বধ করিতেছি ৩৫

এখন এই দানব কিভাবে আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবে এবং আমিই বা কি করিয়া ইহাকে বধ করিতে পারিব? আমি প্রথমে কি করিব, যাহাতে এই মন্দবুদ্ধি দানব আমার উপর কুপিত হইবে ৩৬

ইহার এই যে এক অজ আছে, যাহা সিংহের চিহ্নযুক্ত পতাকা দ্বারা বিভূষিত রহিয়াছে। এই অজ বহির্দ্বারে স্থিত গৃহে বোজিত আছে এবং মেরুপর্ব্বতের শিখরের ন্যায় উচ্চ বলিয়া মনে হইতেছে। ৩৭

আজ আমি এক তীক্ষ্ণ শরের দ্বারা ইহাকে যেরূপ করত পাতিত করিব। নিজের অজকে ছিন্ন জানিতে পারিয়া শম্বরাসুর যুদ্ধের জন্য নিশ্চয় নির্গত হইবে। ৩৮

তখন আমি যুদ্ধের দ্বারা সম্বরাসুরে ইহাকে বধ করত দ্বারকাপুরী যাইব। মনে মনে এরূপ বলিয়া প্রদ্যুম্ন বলপূর্ব্বক নিজের ধনুতে জ্যা (গুণ) আরোপণ করিলেন এবং তাহাতে বাণ সংযোজন করিলেন। ৩৯

সেই বাণের দ্বারা মহাবাহু প্রদ্যুম্ন শম্বরাসুরের অজচক্র ছেদন করিলেন। মহাত্মা প্রদ্যুম্ন কর্তৃক অজ ছিন্ন হইবার সংবাদ শ্রবণ করিয়া কুপিত কালশম্বর নিজ পুত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন—মহাবীরগণ! এই রুক্মিণীপুত্রকে শত্রু বিনাশ করিবার চেষ্টা কর। সে আমার অপ্রিয় করিয়াছে, এখন আমি তাহাকে এইভাবে জীবিত থাকিতে দেখিতে ইচ্ছা করি না। ৪০-৪১

শম্বরাসুরের এই আদেশ শ্রবণ করত তাহার পুত্রগণ কন্যা-বিতে সুসজ্জিত হইয়া। প্রদ্যুম্নকে বধ করিবার ইচ্ছায় [illegible] নিশ্চিত হইল। ৪২

চিত্রসেন, অতিসেন, বিষ্বক্সেন, গদ, শ্রুতসেন, সুষেণ, ধন, সেনানী, সৈন্যহন্তা, সেনাত্মা, সৈনিক, সেনস্কন্ধ, অতিসেন, সেনক, জনক, সুত, সকাল, বিকল, শান্ত, শান্তাত্মকর, অশুচি, কৃষ্ণকেতু, সুদংষ্ট্র ও কেশি প্রভৃতি তাহাদের নাম ছিল। ৪৩-৪৬

গৃহীত্বা নির্যযুস্তূর্ণা নদ্যনা পরমাদ্ভুতাঃ।
আহরাস্তমমিত্রং বৈ তস্যুঃ সংগ্রামমূর্দ্ধনি ॥ ৪৭

প্রহ্লাদস্তু মহাবাহু রথমারুহ্য সত্বরম্
নির্যযৌ চাপমাদায় সংগ্রামাভিমুখস্তদা ॥ ৪৮

ততঃ প্রবৃত্তো যুদ্ধস্তু তুমুলো লোমহর্ষণম্।
শম্বরস্য তু পুত্রাণাং কেশবস্য চ সূনুনা ॥ ৪৯

ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সমহোরগ-চারণাঃ
দেবরাজং পুরস্কৃত্য বিমানাগ্রেষু স্থিতাঃ। ॥ ৫০

নারদস্তুম্বুরুশ্চৈব হাহা হুহুশ্চ গায়নাঃ।
অপ্সরোভিঃ পরিবৃতাঃ সর্ব্বে তত্রাবতস্থিরে ॥ ৫১

দেবরাজপ্রতীহারো গন্ধর্ব্বশ্চিত্রসেনকঃ।
শশংস দেবরাজায় বজ্রিণে তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ ৫২

শম্বরস্য শতং পুত্রা একঃ কৃষ্ণশ্চ সাত্বতঃ।
যদূনাং যূথ্যতামেষ কথং বিজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৩

তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্য প্রহস্য বলসূদনঃ।
উবাচ বচনং তেষাং শৃণু যন্মামুপাক্রমঃ ॥ ৫৪

কামোঽয়ং পুরুষত্বে তু ত্বয়াক্রোধাদ্বিনা হতঃ।
তস্যা প্রসাদিতো দেবঃ কামপত্ন্যা ত্রিলোচনঃ।
পরিত্রাণেন দেবেন বরমস্যাঃ প্রদীয়তে ॥ ৫৫

বিষ্ণুর্মানুষদেহস্থ দ্বারকায়াং ভবিষ্যতি।
তস্য পুত্রত্বমেষৈব ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৬

অনঙ্গ ইতি বিখ্যাতস্ত্রৈলোক্যে তু মহাবলঃ।
তত্রোৎপন্নো মহাতেজাঃ শম্বরং ঘাতয়িষ্যতি ॥ ৫৭

সপ্তাহে জাতমাত্রে তু কক্ষিণ্যাঃ কোঽপহারিতম্।
আস্যায় শম্বরো মায়াং প্রদ্যুম্নমনুনেষ্যতি ॥ ৫৮

তদ্ গচ্ছ শম্বরসুতং ভার্য্যা মায়াবতী তব।
মায়ারূপপ্রতিচ্ছন্না শম্বরং মোহয়িষ্যসি ॥ ৫৯

তত্র ত্বমাত্মনঃ কান্তং বালরূপং বিবর্দ্ধয়
প্রাপ্তযৌবনবেগস্তু শম্বরং নিহনিষ্যতি ॥ ৬০

এই প্রহ্লাদ কামদেব, যে পূর্ব্বজন্মে অবস্থান করিবার সময় ভগবান্ শঙ্করের ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া বিরাজিল তাহার পর কামপত্নী রতি মহাদেবকে প্রসন্ন করে। পরম হইয়া মহাদেব তাহাকে বরদান করেন। ৫৫

ভগবান্ বিষ্ণু মানবদেহ ধারণ করিয়া যখন দ্বারকাপুরীতে বাস করিবেন, সেই সময় তোমার পতি কামদেব তাঁহার পুত্র হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৫৬

এই সময় এই কামদেব ত্রিন লোকে 'অনঙ্গ' নামে বিখ্যাত হইবে এবং দ্বারকায় উৎপন্ন হইলে পর মহান্ তেজে সম্পন্ন হইয়া শম্বরাসুরকে বধ করিবে। ৫৭

তাহার জন্মের সপ্ত দিন অতিবাহিত হইলে পর রুক্মিণীর ক্রোড়ে স্থিত প্রদ্যুম্নকে মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক শম্বরাসুর হরণ করিয়া লইয়া যাইবে। ৫৮

অতএব তুমি শম্বরাসুরের গৃহে গমন কর এবং তাহার মায়াময়ী ভার্য্যা হও। মায়ার দ্বারা নিজের যথার্থরূপকে গোপন করিয়া তুমি শম্বরাসুরকে মোহগ্রস্ত করিবে। ৫৯

সেখানেই তোমার নিজ প্রিয়তম পতি কামদেবকে বালক-রূপে প্রাপ্ত হইবে। ধাত্রীর দ্বারা তাহাকে পালন-পোষণ করত তুমি তাহাকে বর্দ্ধিত কর। যখন প্রদ্যুম্ন যৌবন বেগ লাভ করিবে, সেই সময় সে শম্বরাসুরকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে। ৬০

ততস্ত্বহং সহানন্দো দ্বারকাং বৈ গমিষ্যতি
রমিষ্যতি তহা সার্দ্ধং শৈলপুত্র্যা যথা হরম্ ॥ ৬১

এবমাদিশ্য দেবেশো হরাম পুরুষোত্তমঃ।
কৈলাসং মেরুসঙ্কাশং সিদ্ধ-চারণসেবিতম্ ॥ ৬২

কামপত্নী প্রণম্যাথ দেবদেবমুমাপতিম্।

তখন তুমি কামদেব তোমার সহিত দ্বারকায় গমন করিবে এবং যেরূপ আমি পার্বতীর সহিত রমণ করি, সেইরূপ সেই প্রদ্যুম্নও তোমার সহিত সানন্দে বাস করিবে ॥ ৬১

এইরূপ আদেশ দিয়া দেবেশ পুরুষোত্তম শিব সিদ্ধ-চারণ-সেবিত এবং মেরুসঙ্কাশ কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিলেন ॥ ৬২

ভগাম শম্বরসুতঃ কালরাত্র্যা প্রতীক্ষতী ॥ ৬৩

এবমেব মহাবাহুঃ শম্বরং নিহনিষ্যতি
সহ পুত্রেণ প্রদ্যুম্নো হত্বা তুভ্যং তুরাসুরম্ ॥ ৬৪

ইতি মহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
শম্বরবধে চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৪ ॥

ইহার পর কামপত্নী রতি দেবাধিদেব উমাপতিকে প্রণাম করিয়া কালের প্রতীক্ষা করিতে করিতে শম্বরাসুরের পুরে গমন করিল ॥ ৬৩

এইভাবে এই মহাবাহু প্রদ্যুম্ন পুত্রগণের সহিত শম্বরাসুরকে বধ করিবে, কারণ, এই প্রদ্যুম্নই এই দুরাত্মা শম্বরাসুরের হন্তা ॥ ৬৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শম্বরাসুরের বধবিষয়ক চতুরধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রদ্যুম্নেন শম্বরাসুরস্য সৈন্যানাং মন্ত্রিণাঞ্চ সংহারঃ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ প্রবৃদ্ধঃ যুদ্ধং তু তুমুলং লোমহর্ষণম্।
শম্বরস্য তু পুত্রাণাং কন্যিন্যা নন্দনস্য চ ॥ ১
ততঃ ক্রুদ্ধা মহাসৈন্যাঃ শর-শক্তি-পরশ্বধান্
চক্র-তোমর-কুন্তানি তুণ্ডশূর্মুসলানি চ ॥ ২
যুগপৎ পাতয়ন্তি স্ম প্রদ্যুম্নোপরি বেগিতাঃ
কাঙ্ক্ষিণিস্থ সংক্রুদ্ধঃ সর্পান্তকযমস্তুতৈঃ ॥ ৩
একৈকং পঞ্চভিঃ ক্রুদ্ধশ্ছিন্নে চ দশমূর্দ্ধনি।
পুনরেবাসুরাঃ ক্রুদ্ধাঃ সর্বে তে কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ৪

বরযুঃ শরজালানি প্রদ্যুম্নবধকাঙ্ক্ষয়া।
ততঃ প্রকুপিতোঽনঙ্গো ধনুরাদায় সত্বরঃ ॥ ৫
শম্বরস্য তথাদায় দল পুত্রান মহৌজসঃ।
ততোঽপরেণ ভল্লেন কুপিতঃ কেশবাত্মজঃ ॥ ৬
চিচ্ছেদাশু শিরস্তস্য চিত্রসেনস্য বীর্যবান্।
ততস্তে হতসেনাস্তু সমেতা সমযুধ্যত ॥ ৭
শরবর্ষং বিমুঞ্চন্তো দ্রুতং বন ক্ষিপাসিভূম
ততঃ সঞ্জায় বাণাংস্তে বিমুঞ্চন্তো বলোৎসুকাঃ ॥ ৮

তখন শম্বরাসুরের কুদ্ধ সৈন্যগণ প্রদ্যুম্নের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তুমুল যুদ্ধে প্রদ্যুম্নকে বধ করিবার ইচ্ছায় বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ১-৪

ইহাতে অনঙ্গতুল্য প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত কুপিত হইলেন। তিনি সত্বর ধনু গ্রহণ করিয়া নিজের বাণসমূহের দ্বারা শম্বরাসুরের সেই বল মহাতেজস্বী পুত্রকে শীঘ্র বধ করিলেন ॥ ৫-৬

তাহার পর কুপিত হইয়া পরাক্রমশালী কেশবকুমার অন্য এক ভল্লের দ্বারা অতি সত্বর চিত্রসেনের মস্তক ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৭

তখনতর হতাবশিষ্ট সেই সব অসুরগণ একসঙ্গে সংগঠিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। বাণবর্ষণ করিতে করিতে তাহারা প্রদ্যুম্নকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার দিকে ধাবিত হইল এবং বাণসমূহ ধনুতে সন্ধান পূর্বক যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্ত হইয়া সেই সব নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৭-৮

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

[প্রদ্যুম্নকর্তৃক শম্বরাসুরের সৈন্য ও মন্ত্রিগণের সংহার।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তাহার পর শম্বরাসুরের পুত্রগণ ও কন্যিনীনন্দন প্রদ্যুম্নের ঘোর এবং রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ বর্দ্ধিত হইয়া যাইল ॥ ১

এই সময় ক্রুদ্ধ ও বেগশালী মহাসৈন্যগণ শরসমূহ শক্তি, পরশু, চক্র, তোমর, কুন্ত তুণ্ডশূর্ণ ও মুসলসমূহ পাতিত করিতে লাগিল ॥ ২

ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকুমার প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং নিজের সর্ব্বাপেক্ষা ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত পাঁচটি করিয়া বাণের দ্বারা তিনি যুদ্ধের সম্মুখভাগে অগ্রসরের প্রত্যেক অস্ত্রকে ক্রোধসহকারে ছিন্ন করিলেন ॥ ৩

ক্রীড়ন্নিব মহাতেজাঃ শিরাংস্যেষামপাতয়ৎ।
নিহত্য সমরে সর্বান্ শতমুত্তমধন্বিনাম্ ॥ ৯
প্রদ্যুম্নঃ সমরাকাঙ্ক্ষী ততো দংশমমূর্জনি
হতং পুত্রশতং শ্রুত্বা শম্বরঃ ক্রোধমাদধে ॥ ১০
সূতং সঞ্চোদয়ামাস রথং মে সম্প্রযোজয়।
রাজ্ঞো বাক্যং নিশম্যাথ প্রহৃষ্য শিরসা ত্বসৌ ॥ ১১
সসৈন্যং যোধয়ামাস রথং স সুসমাহিতম্।
যুক্তমষ্টসহস্রেণ সর্পরাজকেতনম্ ॥ ১২
শার্দ্দূলচর্ম্মসংবীতৈঃ কিঙ্কিণীজালমালিনম্
ঈহামৃগগণাকীর্ণং পত্তি ক্তিবিরাজিতম্ ॥ ১৩
তারাচিত্রিণিবদ্ধাঙ্গং ঋক্ষবরূথভূষিতম্
সুপতাকমতোচ্ছ্রায়ং মৃগরাজোপ্রকেতনম্ ॥ ১৪
সুবিভক্তবরূথঞ্চ লোহেযাবগ্রহকূবরম্।
মন্দরোদগ্রশিখরং চারুচামরভূষিতম্ ॥ ১৫

নক্ষত্রমালাপিহিতং হেমরত্নসমাহিতম্
বিরাজমানং শ্রীমন্তমারোহচ্ছম্বরো রথম্ ॥ ১৬
কাঞ্চনং চিত্রসন্নাহং বহুযুদ্ধং পরাক্ষয়ম্।
প্রস্থিতং সমরাকাঙ্ক্ষী মুক্তানা পরিচোদিতঃ ॥ ১৭
চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সার্দ্ধং সৈন্যেন মহতা বৃতঃ।
দুর্দ্ধরঃ কেতুমালী চ শত্রুহন্তা প্রমর্দ্দনঃ ॥ ১৮
এতৈঃ পরিবৃতোঽমাত্যৈর্যুযুৎসুঃ প্রস্থিতো রণে।
দর্শনাদসহস্রাণি রথানাং যে শতে তথা ॥ ১৯
হয়ানাং চাষ্টসাহস্রৈঃ প্রযুক্তৈশ্চ পরাত্তিনাম্।
এতৈঃ পরিবৃতো যোধৈঃ শম্বরঃ প্রযযৌ তদা ॥ ২০
প্রযাতস্য তু সংগ্রামে উৎপাতা বহবোঽভবন্।
গৃধ্রচক্রাকুলং ব্যোম সন্ধ্যাকালোদ্ভবং তদা ॥ ২১
গর্জ্জন্তি পরুষং মেঘা নিঃসৃতাস্তড়িদ্বতঃ পতত্।
শিবা বিনেদুরশিবং সৈন্যং সম্প্রলয়ন্মুহুঃ ॥ ২২

মহাতেজস্বী প্রদ্যুম্ন যেন খেলা করিতে করিতে ইহাদের মস্তক ছেদন করত পাতিত করিতে লাগিলেন। সমরাঙ্গনে যে শত উত্তম ধনুর্দ্ধারী বীর ছিল, তাহাদের সকলকে সংহার করত প্রদ্যুম্ন আরও যুদ্ধের অভিলাষ করিয়া যুদ্ধের মস্তকোপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৯।

নিজের শতপুত্র নিহত হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া শম্বরাসুর ক্রোধ অভিভূত হইয়া পড়িল। সে তখন সারথিকে আদেশ করিল যে, তুমি আমার রথ যোজিত কর। ১০।

রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া সারথি হৃষ্টচিত্তে মস্তক স্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করত সৈন্যবাহিনীসহ রথকে পূর্ণ সাবধানতার সহিত যুদ্ধের জন্য প্রেরিত করিল। ১১।

সেই রথে সহস্র দৃঢ় যোজিত ছিল। সর্পরূপ রজ্জুর দ্বারা সেই সব যোজিত করা হইয়াছিল। এই রথ ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত ছিল, উহা কিঙ্কিনী-মালায় (ঘুঁঘুরের-মালায়) শোভিত ছিল, উহা কৃত্রিম পশু পক্ষীতে পূর্ণ ছিল এবং দশ চিত্রশোভনযুক্ত বিভূষিত ছিল। ১২-১৩

এই রথের সজ্জায় তারকার চিত্র ব্যাপ্ত ছিল। বর্ণের কূবর এই রথের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। ইহার সর্ব্বোচ্চভাগ সুন্দর পতাকাসমূহে সুশোভিত ছিল। ইহাতে সিংহের চিহ্নযুক্ত ঐত্ত ধ্বজ উড়িতে ছিল। ১৪

এই রথের আবরণ সুন্দরভাবে বিভাগ পূর্ব্বক নির্ম্মিত ছিল। ইহাতে লোহের ঈষা ও বন্ধনবিযুক্ত কূবর শোভা পাইতেছিল। ইহার শিখর মন্দরপর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ ছিল এবং এই রথ সুন্দর চামরসমূহে বিভূষিত ছিল। ১৫

নক্ষত্রমালায় ইহা শোভিত এবং সুবর্ণময় রত্নে সুচিত্র ভাবে নির্ম্মিত এই শে ভাশালী কাঞ্চনময় রথে শম্বরাসুর আরোহণ করিল। ১৬

বর্ণের বিচিত্র কবচ, বহু ও রণসমর্থ ঘোড়ায় করত কালের দ্বারা প্রেরিত হইয়া যুদ্ধের ইচ্ছায় শম্বরাসুর প্রস্থিত হইল। ১৭

ইহার সহিত চারি জন মন্ত্রী ছিল এবং বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা এই অসুর পরিবৃত ছিল। দুর্দ্ধর, কেতুমালী, শত্রুহন্তা ও প্রমর্দ্দন—এই চারি মন্ত্রীতে পরিবৃত হইয়া শম্বরাসুর যুদ্ধের ইচ্ছায় রণভূমির দিকে চলিতে লাগিল। ১৮।

দশ হাজার হস্তী, দুই শত রথ, আট হাজার অশ্ব এবং দশ লক্ষ পদাতি সৈন্য; এই সব যোদ্ধাগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া শম্বরাসুর সেই সমর যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করিল। ১৯-২০

যুদ্ধের এই গমন করিবার সময় তাহার সম্মুখে বহু উৎপাত প্রকটিত হইল। আকাশ তখন শকুনিদলে পরিপূর্ণ হইয়া যাইল এবং সন্ধ্যাকালের ন্যায় রক্তবর্ণের মেঘ গর্জ্জন করিতে লাগিল।২১

মেঘমণ্ডল এই সময় কঠোর শব্দে গর্জ্জন করিতে লাগিল। আকাশ হইতে বিদ্যুৎ পতিত হইল। শিবাগণ অমঙ্গলসূচক রব করিতে লাগিল। ইহাতে সৈন্যবাহিনীর সার্বিক সংহারের সূচনা হইতেছিল। ২২

গজস্তীব্রেঽপতদ্ গৃধ্রঃ কাঙ্ক্ষন্ বৈ দানবাসনম্।
রথাগ্রে পতিতক্রান্ত কবচো ভুবি দৃশ্যতে ॥ ২৩
চীচীকূচীতি বাশন্তি শব্দরন্ত মথোপরি।
বর্তাভুপ্রস্থ আসিতঃ পরিষেঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ২৪
ক্ষুরতে নয়নং চাস্য সব্যং ভয়নিবেদনম্।
বাহুঃ প্রকম্পতে সব্যঃ প্রাস্ফুলন্ রথবাজিনঃ ॥২৫
আস্যো মৃগ্নি নিপতিতঃ শব্দস্য মুরারিণঃ।
বর্ষং রুধিরং দেবঃ সর্বরাত্রারমিশ্রিতম্ ॥ ২৬
উল্কাপাতসরশ্চাপি নিপেতুর্ রবমূর্ধনি।
প্রত্যোদো নুপতন্তস্যাঃ সারথেস্তথারিণঃ ॥ ২৭
এতান্যচিন্তয়িত্বা তু উৎপাতান্ সমুপস্থিতান্
প্রবব্রে শব্দরঃ ক্রুদ্ধঃ প্রহ্লাদবধকাঙ্ক্ষয়া ॥ ২৮
তেন্দ্রীমুদ্গলশাখানাং পলবানকচক্ষুষঃ
মুগপন্নাদ্যমানানাং পৃথিবী সমকম্পত ॥ ২৯
তেন শব্দেন মহতা সমুত্থঃ তুমুলপক্ষিণঃ

সমন্তাৎ ক্রুরবুক্তমাদ্যুর্ বিস্তরচেতসঃ। ৩০
রবমধ্যে স্থিতঃ কাঞ্চিচ্ছিন্নুধন্বিধ্বজং রিপোঃ।
সৈন্যৈঃ পরিবৃতোঽসংখ্যৈর্ভাস্বাং কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩১
ক্রুদ্ধঃ শরসহস্রেণ প্রহ্লাদং সমতাড়য়ৎ।
সম্প্রাপ্তাংশ্চৈব তান্ বাণাংশ্ছিত্ত্বা কৃতহস্তবৎ ॥ ৩২
প্রহ্লাদো বসুরাজায় শরবর্ষং মুমোচ হ।
তস্মিন্ সৈন্যে ন কোঽপ্যাস্তি যো ন বিদ্ধঃ শরেণ বৈ ॥৩৩
প্রহ্লাদশরপাতেন তৎ সৈন্যং বিমুখীকৃতম্।
শব্দরস্তু তথাভ্যাসে স্থিতঃ সংস্তম্ভ ভীতবৎ ॥ ৩৪
স্ববলং বিদ্রুতং দৃষ্ট্বা শব্দরঃ ক্রোধমুদ্বহন্।
আজ্ঞাপয়ামাস তদা সচিবান দানবেশ্বরঃ ৩৫
গচ্ছধ্বং নম্রিয়োগেন প্রহ্লাদং রিপোঃ সুতম্।
নোপেক্ষণীয়ঃ শত্রুর্বৈ বহ্বাত্মাঃ কিম্প্রমেব বৈ ॥ ৩৬
উপেক্ষিতো হ্যব্যাধিঃ শরীরং নাশয়েদ্ ধ্রুবম্।
তদেষ দুর্মতিঃ পাপো বধ্যতাং সংপ্রিয়েপ্সয়া ॥ ৩৭

গৃধ্র (শকুনি) দানবদের রক্তপান করিবার ইচ্ছায় তাহার অগ্রভাগে যাইয়া পতিত হইল এবং চীৎকার করিয়া আসিয়া বসিল। তাহার রথের অগ্রভাগে কবচ পতিত থাকিতে দেখা যাইল। ২৩

শব্দরাসুরের রথের উপরে বধ পক্ষী 'চীচী কূচী' এইরূপ রব করিতে লাগিল। সূর্যকে রাহু গ্রাস করিল এবং বহু মণ্ডলে সূর্য বেষ্টিত হইয়া যাইল। ২৪

শব্দরাসুরের বামনের স্ফুরিত হইতে লাগিল, যাহা তাহাকে ভয় সূচিত করিতেছিল। বাম বাহু কাঁপিতে লাগিল এবং রথের অশ্বগণ স্খলিত হইয়া পতিত হইতেছিল। ২৫

মেঘশ্রেণী শব্দরাসুরের মস্তকে কাক উড়িয়া আসিয়া বসিল। পর্জন্যদেব তাঁহার ও অন্যান্য সৈন্যের রক্তবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ২৬

যুদ্ধের অগ্রভাগে সহসা উল্কাপাত হইল। অর্ধ চালনাকারী সারথির হস্ত হইতে প্রতোদ (চাবুক) পতিত হইল। ২৭

চারিদিক বিদ্ধ উপস্থিত এইসব উৎপাতের কথা চিন্তা না করিয়াই ক্রুদ্ধ শব্দরাসুর প্রহ্লাদকে বধ করিবার ইচ্ছায় অগ্রসর হইতে লাগিল। ২৮

সেই সময় একই সঙ্গে—তেন্তী, দুমর, শল্য, পলাশ, আমক ও চুম্বুরি বাক্ষসমূহ বাহির হইতে লাগিল। ইহাদের তুমুল ধ্বনিতে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। ২৯

সেই প্রচণ্ড শব্দে পক্ষ-পক্ষিগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং ভয়ে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ৩০

রবমধ্যে স্থিত কোন শত্রুর ধ্বজ ও ধনুক ছিন্ন করিয়া বিষ্ণুর সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধের জন্য দৃঢ়নিশ্চয় করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩১

শব্দরাসুর ক্রুদ্ধ হইয়া এই সময় প্রহ্লাদকে এক হাজার বাণের দ্বারা প্রহার করিল, কিন্তু সেই সব বাণ নিজের নিকটে আসিবার পূর্বেই এক সিদ্ধহস্ত যোদ্ধার ন্যায় তাহা যেন ছেদন করিয়া দিলেন। ৩২

তারপর বসু প্রহ্লাদ করিয়া বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় সেই সৈন্যদলে এরূপ কোনও সৈন্য ছিল না, যে তাঁহার বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয় নাই। ৩৩

প্রহ্লাদের বাণবর্ষণের প্রহারে সেই সমস্ত সৈন্যগণই যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া যাইল এবং ভীতের ন্যায় শব্দরাসুরের নিকটে যাইয়া একত্রে সমবেত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ৩৪

নিজের সৈন্যবাহিনীকে পলায়ন করিতে দেখিয়া দানবরাজ শব্দর ক্রোধে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। তখন সে নিজের মন্ত্রিগণকে আজ্ঞা করিল। ৩৫

তোমরা সকলে যাও এবং আমার আদেশে শত্রুর এই পুত্রের উপর প্রহার কর। এই শত্রুকে উপেক্ষা করা উচিত নয়, ইহাকে শীঘ্রই বধ কর (অথবা বন্দী কর)। ৩৬

যদি ইহাকে উপেক্ষা করা হয়, তাহা হইলে সে উপেক্ষিত রোগের ন্যায় নিশ্চয় শরীরকে নাশ করিয়া ফেলিবে; অতএব আমার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় এই দুর্মতি পাপীকে বধ কর। ৩৭

ততস্তে সচিবাঃ ক্রুদ্ধাঃ শিরসা গৃহ্য শাসনম্।
শরবর্ষা বিমুক্তস্তৈরিতা নোদয়ন্ বথান ॥৩৮
তান্ দৃষ্ট্বা ধাবতঃ সাধ্যো ক্রুদ্ধো মকরকেতনঃ।
চাপমুদ্যম্য সজ্ঞান্তস্তৌ প্রমুখতো বলী ॥ ৩৯
দুর্দ্ধরঃ পঞ্চবিংশত্যা শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
বিভেদ সুমহাতেজাঃ কেতুমালিং ত্রিসপ্তভিঃ ॥ ৪০
সপ্তত্যা শত্রুহন্তারং ধাতীতা তু প্রমর্দ্দনম্
বিভেদ পরমাস্ত্রজ্ঞো রুক্মিণ্যানন্দবর্দ্ধনঃ ॥ ৪১
ততস্তে সচিবাঃ ক্রুদ্ধাঃ প্রদ্যুম্নং শরবৃষ্টিভিঃ।
একৈকশো বিভেদাশু মৃষ্টিভিঃ মৃষ্টিভিঃ শরৈঃ ॥ ৪২
তানপ্রাপ্তান্ শরান্ বাণৈশ্চিচ্ছেদ মকরধ্বজঃ।
ততোঽর্দ্ধচন্দ্রেণাদায় দুর্দ্ধরস্য স সারথিম্ ॥ ৪৩
জঘান পঞ্চভিঃ রাজ্ঞঃ সর্ব্বেষাং সৈনিকস্য বৈ
চতুর্ভিরথ নাতাংশ্চ ত্রিভিঃ ত্রিভিরথেষুভিঃ ॥ ৪৪

তখন সেই সব মন্ত্রিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শিরোধার্য্য করিয়া ক্রোধপূর্ব্বক বাণ বর্ষণ করিতে করিতে রথ সহকারে রথসমূহ সঞ্চালিত করিল ॥ ৩৮

যুদ্ধে তাহ দিগকে ধাবিত হইয়া আসিতে দেখিয়া বলবান্ মকরধ্বজ প্রদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তীব্র বেগে ধনু উত্তোলিত করিয়া সম্মুখের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

রুক্মিণীদেবীর আনন্দবর্দ্ধনকারী মহাতেজস্বী প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত অমর্ষে পূর্ণ হইয়া আনতপর্ব্বযুক্ত পঁচিশটি বাণে দুর্দ্ধরকে, ছেষট্টিটি বাণে কেতুমালীকে, সত্তরটি বাণে শত্রুহন্তাকে এবং তিয়াশীটি বাণে প্রমর্দনকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪০-৪১

তদনন্তর সেই মন্ত্রিগণও ক্রুদ্ধ হইয়া প্রদ্যুম্নকে বাণবর্ষণে আচ্ছাদিত করিল। তাহাদের মধ্যে এক এক জন প্রদ্যুম্নকে মুষ্টি করিয়া বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিল ॥ ৪২

সেই সব বাণ নিজের নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই প্রদ্যুম্ন তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা যেন ছেদন করিলেন। তাহার পর এক অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণ গ্রহণ করত দুর্দ্ধর রাজা ও তাহাদের সৈন্যগণের সাক্ষাতেই দুর্দ্ধরের সারথিকে বধ করিলেন ॥ ৪৩

উত্তম পর্ব্বযুক্ত ও কঙ্কপক্ষশোভিত চারিটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা দুর্দ্ধরের রথে যোজিত চারিটি অশ্বকে বিনাশ করিলেন ॥৪৪

ইহার পর একবাণে রথের সারথিকারী বজ্র, ত্রি ও অশ্ব

জঘান চতুরঃ সোঽন্যান্ দুর্দ্ধরস্য রথাংস্তথা প্রতি
একেন যোক্ত্রং ছত্রঞ্চ ধ্বজঞ্চৈকেন বন্ধুরম্ ॥ ৪৫
যষ্ট্যা চ যুগচক্রাক্ষ-চিচ্ছেদ মকরধ্বজঃ।
অথাপরং শরং গৃহ্য কঙ্কপত্রং সুতেজিতম্ ॥ ৪৬
যুমোচ হৃদয়ে তস্য দুর্দ্ধরস্যাকুলীবিনঃ
স গতাসুর্হতশ্রীকো গতসত্ত্বো গতপ্রভঃ ॥ ৪৭
নিপপাত রথোপস্থাৎ ক্ষীণপুণ্য ইব গ্রহঃ।
দুর্দ্ধরে নিহতে যুদ্ধে রাজানো রাজবেশ্বরাঃ ॥ ৪৮
কেতুমালী শরব্রাতৈরভিক্তস্তাং কৃষ্ণজম
প্রদ্যুম্নমন্ত্রিসংক্রুদ্ধো জ্রকুটীভীষণাননঃ ॥ ৪৯
কৃত্বাভাষাং সমরে তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।
সংক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণপুত্রস্তু শরবৃষ্টিমবাকিরৎ ॥ ৫০
পর্ব্বতং বারিধারাভিঃ প্রাবৃষীব যথা ঘনঃ।
স বিদ্ধো বাসবাসাস্যঃ প্রদ্যুম্নেন মহাত্মনা ॥ ৫১

এবং অন্য এক বাণে রথের ধ্বজদণ্ড (যাহার কাষ্ঠবিশেষ) খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। তদনন্তর বন্ধুর বাণে প্রদ্যুম্ন রথের যুগ, চক্র ও অক্ষও যেন ছেদন করিলেন ॥ ৪৫

তদনন্তর প্রদ্যুম্ন কঙ্কপক্ষযুক্ত ও অত্যন্ত তেজস্বী (তীক্ষ্ণধার একটি বাণ লইয়া অন্যের আয়ত্তে থাকিয়া জীবন নির্ব্বাহকারী দুর্দ্ধরের হৃদয় লক্ষ্য করত নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৬

তখন সেই দুর্দ্ধর প্রাণহীন এবং সে শ্রী ও বলরহিত হইয়া যাইল। তাহার দেহকান্তি বিবর্ণ হইল। এই সময়ে সে ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় রথের আসন হইতে ভূতলে পতিত হইল ॥ ৪৭

বীরবর দুর্দ্ধর নিহত হইলে পর রাজবেশধর কেতুমালীও কৃষ্ণকুমার প্রদ্যুম্নের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল ॥ ৪৮

তদনন্তর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কেতুমালী ভ্রূকুটী পূর্ব্বক নিজের মুখকে ভীষণাকৃতি করিয়া সহসা প্রদ্যুম্নের দিকে ধাবিত হইল এবং তাঁহাকে বলিল,—অবস্থান কর, অবস্থান কর ॥ ৪৯

ইহা শ্রবণ করত শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বহু বাণ বর্ষণ করিয়া কেতুমালীকে সেইভাবে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া পর্ব্বতকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে ॥ ৫০

বসুদেব প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক সেইভাবে বাণবিদ্ধ হইয়া দানব মন্ত্রী কেতুমালী প্রদ্যুম্নকে বধ করিবার ইচ্ছায় হস্তে চক্র লইয়া তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিল ॥ ৫১

চক্রবাতায় চিক্ষেপ প্রহ্লাদধ্বজকাঞ্চয়া
তা তু প্রাপ্য শরত্রারঃ কৃষ্ণচক্রসমহ্বাতিম্ ॥ ৫২
নিপত্যোৎপত্য সহসা সংরেষাদেব পশ্যতাম্।
তেনৈব তস্য চিচ্ছেদ কেতুমালেঃ শিরস্তলা ॥ ৫৩
তদ্দৃষ্ট্বা কর্ম বিপুলং রৌক্মিণেয়স্য দেবরাট্
বিস্ময়ং পরমা প্রাপ্তঃ সর্বদেবগণৈঃ সহ ॥ ৫৪
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব পুষ্পবৃষ্টৈরবাকিরন্।
কেতুমালিং হতং দৃষ্ট্বা শত্রুসৈন্যা প্রমর্দনঃ।
মহাবলসমূহেন প্রদ্যুম্নমভ্যুচ্ছ্রবে ॥ ৫৫
তে গদাঃ মুষলাঃ চক্রঃ প্রাস-তোমর-সায়কান্।
ভিন্দিপালান্ কুঠারাংশ্চ ভাস্করান্ কূটমুদ্গরান্ ॥ ৫৬
মুমুচুঃ সংক্ষিপন্তি স্ম বধার্থং কৃষ্ণনন্দনে
সোঽপি তান্যস্ত্রজালানি শস্ত্রজালৈরনেকধা ॥ ৫৭
চিচ্ছেদ বহুধা বীরো লঘিমা পরিল ভবন্

শ্রীকৃষ্ণের চক্রের ন্যায় তেজঃ ও সহস্র অরবিশিষ্ট চক্রকে নিজের নিকটে আসিতে দেখিয়া প্রদ্যুম্ন সহসা লম্ফ প্রদান পূর্বক উঠিয়া আদিত্য সেই চক্রকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং সকল লোকের সম্মুখে সেই চক্রের দ্বারা তখন কেতুমালীর শিরশ্ছেদ করিলেন ॥ ৫২-৫৩

রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নের সেই মহৎ কর্ম দেখিয়া সমস্ত দেবগণের সহিত ইন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। সেই সময় গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ তাঁহাকে পুষ্পবর্ষণের দ্বারা আবৃত করিলেন ॥ ৫৪

কেতুমালীকে নিহত হইতে দেখিয়া শত্রুসৈন্য ও প্রমর্দন বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত প্রদ্যুম্নকে আক্রমণ করিল ॥ ৫৫

তাহারা গদা, মুষল, চক্র, প্রাস, তোমর, সায়ক, ভিন্দিপাল, কুঠার ও প্রলয়ের ন্যায় মুদ্গরসমূহকে একই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণপুত্রকে বধ করিবার জন্য তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিল ॥ ৫৬।

বীর প্রদ্যুম্নও নিজের হস্তলৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে নিজের অস্ত্রসমূহের দ্বারা শত্রুদের অস্ত্রসকলকে বার-বার বহু খণ্ডে খণ্ডিত করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭।

তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সহস্র সহস্র হস্তী ও সেই সব হস্তীর উপর আরূঢ় বহু যোদ্ধাকে বিনাশ করিলেন। সাদিগণের সহিত বহু রথ ও বহু অশ্বকেও মথিত করিয়া দিলেন। এই সবকে ধ্বংসাধী করিতে করিতে নিজের বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত সৈন্যদিগকে বিদ্ধ করিলেন। সেই সময় এমন কেহই ছিল না,

গজান্ সোঽস্ত্রতানেন ক্রুদ্ধঃ গজারোহান্ সহস্রশঃ ॥৫৮
রথান্ সাদিভিঃ সার্দ্ধং হয়ানশ্বৈশ্চ মর্দ্দয়ন্।
পাতয়ন্তোন শরত্রাতৈর্নিবিদ্ধঃ কল্পিতাঃ ক্ষিতৌ ॥ ৫৯
এবং সর্ব্বাণি সৈন্যানি মমর্দ্দ মকরধ্বজঃ।
নদীং প্রাবর্ত্তয়দ্ ঘোরাং শোণিতাম্বুতরঙ্গিণীম্ ॥৬০
মুক্তাহারোর্ম্মিবহলাং বসামেদোঽস্থিপঙ্কিনীম্।
হস্ত্যশ্বপদরথাঃ হ্রদৈঃ পুলিনমণ্ডিতাম্ ॥ ৬১
কেয়ূরকুণ্ডলাকীর্ণাং ধনুঃ-সংস্থবিচূর্ণিতাম্।
নাগগ্রাহবতীং রৌদ্রীং অসিনক্রবিচূর্ণিতাম্ ॥ ৬২
কেশশৈবলসঙ্ঘাঢ্যাং শ্রোণিপূত্রমুখাম্বিকাম্
নরাননমহাপদ্মাং ধ্বজবৃক্ষবতীতটাম্ ॥ ৬৩
শিরস্ত্রিমিসমাকীর্ণাং কেশিরোঽস্থপ্রবর্ত্তিনীম্
নদীং দুস্তরতীং ভীমমনয়ৎ প্রবর্ত্তিতাম্ ॥ ৬৪

যে তাঁহার বাণের ঘায় বিদ্ধ হয় নাই ॥ ৫৮-৫১

এইভাবে মকরধ্বজ প্রদ্যুম্ন শত্রুর সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনীকে পর্যুদস্ত করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় এক ভয়ানক নদী প্রবাহিত হইয়া গেল, যাহা রক্তের স্রোতের তরঙ্গে স্রোতা পাইতেছিল ॥ ৬০

মুক্তার হারসমূহ উহাতে উত্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার ন্যায় দেখাইতেছিল। বসা ও মেদ উহাতে কর্দমরূপে পরিণত হইয়াছিল। হস্ত, ঘোড়া ও রথ এই নদীর আবর্ত (জলঘূর্ণি) ছিল। রথসমূহ এই নদীর তীর হইয়া উহাকে সুশোভিত করিতেছিল ॥ ৬১

কেয়ূর ও কুণ্ডলসমূহ উহার কঙ্কণ ছিল। ধনুকগুলি মধ্যস্থলে এই নদী বিভূষিতা ছিল। হস্তিরূপী প্রাণসমূহ পূর্ণ থাকায় এই নদী ভয়ঙ্করী ছিল এবং খড়্গরূপী নক্র (কুমীর)-গণ ইহা অতিশয় ঘোলা বারণ করিতেছিল ॥ ৬২

এই নদী কেশরূপ শৈবলের আবৃত ছিল, কটিসূত্র পদ্মনালের সদৃশ প্রতীত হইতেছিল, মুণ্ড মুখসমূহ ইহাতে বিকসিত পদ্মশ্রেণী ছিল, সোঽস্যমান চামরসকল হংসকুলের পক্ষ-সঞ্চালনের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল। ইহাতে মনে হইতেছিল—ইহার দ্বারা সেই নদীকে বাতাস করা হইতেছে ॥ ৬৩

(হস্তী প্রভৃতি পশুগণের ছিন্ন) মস্তকসমূহ এই নদীতে তিমিমৎস্যের ন্যায় চারিদিকে পরিব্যাপ্ত ছিল। রক্তধারা উহাতে স্রোতের প্রবাহিত হইতেছিল। অনন্তরূপ প্রদ্যুম্ন কর্তৃক

তুল্যেচ্ছাঃ দুর্দমাঃ রৌদ্রাঃ প্রাণানত্যজতোদ্যমম্
শত্রূণামবতীঃ ঘোরাঃ যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনীম্ ॥ ৬১
তত্র রুক্মিসুতঃ শ্রীমান্ বিলোড়য়তি বাহিনীঃ
শত্রুহস্তারমাস্থিতা শরানস্যতিরূপ বহূন্ ॥ ৬২
শত্রুহন্তা পুনঃ ক্রুদ্ধো মুমোচ পরমেষুবম্
প্রদ্যুম্নস্য সমাসাদ্য হৃদয়ে নিপপাত হ ॥ ৬৩
স বিদ্ধস্তেন বাণেন ভ্রুকুট্যাস্য ন বাক্যপত্ ।
শক্তিং জগ্রাহ বলবান্ শত্রুহন্তুং মুমূর্ষবে ॥ ৬৮
সা ক্ষিপ্তা রৌক্মিণেয়েন শক্তির্মহাকুলা ঘনে ।
পপাত হৃদয়ং ভিত্ত্বা শত্রূণামতিমন্যবম্ ॥ ৬৯
স ভিন্নহৃচ্ছ প্রস্তাঙ্গো মুক্তমর্ম্মাস্থিবন্ধনঃ
পপাত রুধিরোদগারী শত্রুহন্তা মহাবলঃ ॥ ৭০
পতিতং শত্রুহন্তারং দৃষ্ট্বা তস্যে প্রমর্দ্দনঃ ।
জগ্রাহ মুসলং সোঽথ বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৭১

ভিত্ত্বা কিং প্রাকৃতেরেভিঃ কৃষ্ণিস্থৈঃ প্রাণহিংস্রৈঃ
নাং যোধয়স্ব তৎক্ষুদ্রে তস্যাস্ত্রং ন ভবিষ্যসি ॥ ৭২
বৃষ্ণিবংশকুলে জাতঃ শত্রুহন্তুঃপিতা তব
পুত্রঃ হন্ত্রাত্মজঃ তস্য তবোচ্চৈঃ নিহতো ভবেৎ ॥ ৭৩
মৃতেন তেন তুল্যে দ্বে সর্ব্বদেবকৃতে ভবেৎ
দৈত্যেন্দ্রা দানবাঃ সর্বে মোদন্তাং তত্তবক্রতঃ ॥ ৭৪
ইত্যে ত্বয়ি মমাস্ত্রেণ হৃৎসমুৎক্ষেপ শোণিতৈঃ ।
শময়ন্তু তু পুত্রাণাং কবে দ্যুম্নকৃতক্রিয়াম্ ॥ ৭৫
অদ্য সা ভীষ্মকসুতা করুণং বিলপিষ্যতি ।
নিহতং স্বাঙ্ক প্রুষৈব যৌবনস্থং গতায়ুষম্ ॥ ৭৬
স তে পিতা চক্রধরো নিষ্ফলাশো ভবিষ্যতি ।
হতঃ ত্বয়া স বিশ্বাত্মা প্রাণাস্ত্যক্ষ্যতি মন্দধীঃ ॥ ৭৭
ইত্যুক্ত্বা পরিঘেণাশু তাড়য়ন্ কক্ষিণীসুতম্ ।
ত ত্রিভিঃ তি মহাবেগা বাক্ষিপ্তাঃ প্রত্যপদ্যন্ত ৭৮

প্রবাহিতা এই রক্তময়ী নদী অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, দুর্লঙ্ঘ্য, দুর্ধর্ষ ও ভয়ঙ্কর ছিল। ভোজবীর পুরুষদের পক্ষে ইহা পার হওয়া কঠিন ছিল। অল্পবয়সী প্রাক্তনে পরিপূর্ণ এই ঘোর নদী যমরাজের রাজ্যবৃদ্ধি করিতেছিল। ৬৫-৬৬

এই যুদ্ধে শ্রীমান্ রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন বহু সংখ্যক দানবীয় বীরকে ক্ষয়িত করিলেন এবং শত্রুহন্তার উপর বহু বাণ বর্ষণ করিয়া তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ৬৮

তখন শত্রুহন্তা পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া এক উত্তম বাণ নিক্ষেপ করিল। সেই বাণ প্রদ্যুম্নের নিতম্ব মর্মস্থল ভেদ করিয়া তাঁহার বক্ষে পতিত (প্রবিষ্ট) হইল। ৬৯

এই বাণে বিদ্ধ হইয়া বলবান প্রদ্যুম্ন অল্পও বিচলিত হইলেন না। তখন তিনি মরণাপন্ন শত্রুহন্তার জন্য এক শক্তি গ্রহণ করিলেন। ৭০

রুণাঙ্গনে রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন সেই অগ্নিশিখাযুক্তা শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় ভীষণ শব্দ করিতে করিতে সেই শক্তি শত্রুহন্তার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। ৭১

হৃদয় বিদীর্ণ হইলে পর তাহার সর্বাঙ্গ শিথিল হইয়া যাইল, মর্মস্থান ও অস্থিবন্ধনের স্নায়ুসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এই অবস্থায় শত্রুহন্তা রক্তবমন করিতে করিতে ধরাতলে পতিত হইল। ৭৩

শত্রুহন্তাকে ধরাশায়ী হইতে দেখিয়া প্রমর্দন যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিল। সে তখন নিজ হস্তে মুসল গ্রহণ করিল এবং এই কথা বলিল। ৭১

আরে, অবস্থান কর। যুদ্ধ তোমার অভিপ্রেত। এই সব সাধারণ সৈন্যগণের দ্বারা তুমি কি লাভ করিবে? যুদ্ধে। তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর। অন্যান্য তুমি আর জীবিত থাকিবে না। অথবা আমার সহিত যুদ্ধ করিলে তোমার আর যুদ্ধ স্পৃহা হইবে না। ৭২

তুমি বৃষ্ণিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার পিতা শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শত্রু; আমি তাহার পুত্রকে বধ করিব, তাহা হইলে সে নিশ্চেষ্ট বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ৭৩

যুদ্ধে। এই শ্রীকৃষ্ণ নিহত হইলে সমস্ত দেবগণ জয় প্রাপ্ত হইবে, এইরূপে নিশ্চেতন শত্রু নিহত হইলে পর সকল দৈত্য ও দানবগণ আনন্দভোগ করিবেন। ৭৪

আমার অস্ত্রের দ্বারা তুমি নিহত হইলে পর তোমার দেহ হইতে উদ্ভূত রক্তে আমি শত্রুরাজের পুত্রগণের তর্পণ করিব। ৭৫

আজ এই ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী তোমার ন্যায় নবযুবক পুত্রকে নিহত ও অকালে হারাইয়া ফেলিয়া নিশ্চয়ই করুণ ভাবে বিলাপ করিতে থাকিবে। ৭৬

তোমার সেই পিতা চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের সকল আশা নিষ্ফল হইয়া যাইবে। তোমাকে নিহত জানিয়া সেই মন্দবুদ্ধি বিশ্বাত্মা নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। ৭৭

এই কথা বলিয়া প্রমর্দন অভিক্রুদ্ধ এক পরিঘের দ্বারা রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্নকে প্রহার করিল। তাঁহার দ্বারা তাড়িত

দৌর্ভ্যামুৎক্ষিপ্য তংস্বে বধ্বা বাহুপাশং
সোঽবমুক্তো রথাত্তূর্ণং পলায়িতবতস্তিষ্ঠান্ত ॥ ৭৯
তাং গদাং গৃহ্য সহসা রৌক্মিণেয়মুপাদ্রবৎ।
তমৈব গদয়া কাম: প্রমর্দনমপোথয়ৎ ॥ ৮০
হতে প্রমর্দনে দৈত্যে দৃষ্ট্বা সর্বে প্রদুদ্রুবু:
ন শক্তাঃ প্রমুখে স্থাতুঃ সিংহত্রাসাদ্ গজা ইব ॥ ৮১
সাম্বমেত্য যথা পুষ্পাধিষ্ণিতো বৈ পলায়তে।
তথা সেনা বিমীদন্তী প্রদুদ্রাব ভয়াদ্ভিতা ॥ ৮২

ক্ষতজাদিগ্ধবস্ত্রা বৈ মুক্তকেশা বিলোচনা
রজস্বলেব যুবতি: সেনা সমবধূয়ত ॥ ৮৩
মদনশরবিদ্ধিতা সৈনিকানভ্যধাদ্
যুবতিমৃদুশব্দেশা মাদ্যন্তৈঃ শীতয়ানা।
রতিসমরমনস্কা বীক্ষিতুং সোদ্যতন্তী
স্বগৃহগমনকামা নেচ্ছতে স্থাতুমত্র ॥ ৮৪
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
শম্বরসৈন্যভঙ্গে পঞ্চষষ্টিকশততমোঽধ্যায়: ॥ ১০৫

হইয়া মহাতেজা ও মহাবলশালী সে বধূর নিজের দুই বাহুর দ্বারা তাহার ধনুকে উপরে তুলিয়া ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। ৭৮।

প্রমর্দন তখন সেই রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে নামিয়া পদাতি অবস্থাতেই যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিল এবং নিজের সেই প্রসিদ্ধ গদাকে হাতে লইয়া মহান কক্ষিণী-পুত্র প্রদ্যুম্নের উপর ঝম্প প্রদান করিল। কিন্তু প্রদ্যুম্ন তাহার নিক্ষিপ্ত গদার দ্বারাই তাহাকে মাটিতে পেষিত করিয়া দিলেন। ৭৯-৮০

দৈত্য প্রমর্দন নিহত হইলে পর সমস্ত অসুরসৈন্যগণ ভয় পলাইয়া যাইল। সিংহভয়ে যেন হস্তিযূথের ন্যায় তাহারা প্রদ্যুম্নের সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিল না। ৮১

যেরূপ শিকারী কুকুরকে দেখিয়া হরিণেরা পলাইয়া যায়,

শ্রীমহাভারত খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শম্বরাসুরের সৈন্যদের পলায়নবিষয়ক পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দেইরূপ প্রদ্যুম্নের ভয়ে পীড়িত দৈত্যসৈন্যগণ বিষাদগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ৮২

তখন সেই সব সৈন্যদের বহু রক্তে রঞ্জিত হইয়া বিস্রাগিল এবং কেশবন্ধন উন্মুক্ত ছিল। এইভাবে লোহিতবর্ণ সেই দৈত্য-সৈন্যগণ রজস্বলা যুবতীর ন্যায় কে আর আত্মগোপন করিয়া থাকিবার ভগ্ন চেষ্টা করিতে লাগিল। ৮৩

যুবতীর সমান বেশধারিণী সেই দৈত্যসেনা কামদেবের শরসমূহে বিদ্ধ হইয়া মদ্যপায়ী সৈনিকদিগকে সম্বোধন করিল। যাহে তাহারা হইল অতি সুন্দর। কিন্তু সেই সৈন্যগণের দিকে মদন করিল। এই সময় সে দৈত্যেরা সেইস্থানে ছিল বটে, কেবল সেইস্থান ত্যাগ করিতে দেখিতেই সমর্থা ছিল না; কেবল সেইস্থান ত্যাগ করিতে করিতে নিজ গৃহে চলিয়া যাইবারই ইচ্ছা করিল সেস্থানে অবস্থান করিতে নয়। ৪

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(শম্বরাসুরকৃত প্রদ্যুম্নের মায়াময় যুদ্ধ, শম্বরসা চিন্তা, দেবরাজসোদরসাজন্যা নারদের প্রদ্যুম্নসা পূর্ব্বস্বরূপ-কথনম, তস্মৈ আবশ্যককর্ত্তব্যোপদেশদানঞ্চ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ

শম্বরস্তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ সুতমাহ বিশাম্পতে।
শত্রুপ্রমুখতো বীর রথং মে বাহয় দ্রুতম্ ॥ ১
যাবদেনং শরৈর্হত্বা মম বিপ্রিয়কারকম্।
তত্রো জর্জ্জরিতঃ ক্রুদ্ধা সূতস্তুরপ্রিয়কারকঃ ॥ ২

রথং সজ্জয়ামাস চামীকরবিভূষিতম্।
তং দৃষ্ট্বা রথমায়ান্তং প্রদ্যুম্নঃ কুরুলোচনঃ ॥ ৩
সন্ধধে চাপমায়ম্য শরং কনকভূষিতম্।
তেনাহনৎ সুসংক্রুদ্ধঃ কোপয়ন্ শম্বরা রথে ॥ ৪

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

[শম্বরাসুর ও প্রদ্যুম্নের মায়াময় যুদ্ধ, শম্বরসা চিন্তা, দেবরাজ ইন্দ্রের ভ্রাতার নারদ কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নের পূর্ব্বস্বরূপ কথন এবং তাঁহাকে আবশ্যক কর্ত্তব্যের উপদেশ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—প্রভো!নাথ। তখন শম্বরাসুর কুপিত হইয়া নিজের সারথিকে বলিল,—বীর! তুমি সত্বর আমার রথকে শত্রুর সম্মুখে লইয়া চল, যাহাতে নিজের অপ্রিয়কারী এই প্রদ্যুম্নকে আমি বীর বাণসমূহে বধ করিতে পারি। ১।

তখন সূতও এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার প্রিয়কারী যুদ্ধ সেই সুবর্ণভূষিত রথকে প্রেরিত করিল। সেই রথকে আসিতে দেখিয়া প্রদ্যুম্নের নেত্রদ্বয় হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ২-৩

তারপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রদ্যুম্ন ধনু লইয়া। উহাতে সুবর্ণভূষিত একটি বাণ সন্ধান করিলেন এবং উহার দ্বারা শম্বরাসুরের কোপ-বর্দ্ধন করিতে করিতে তাহাকে রণ মধ্যে বিদ্ধ করিলেন। ৪

হৃদয়ে তাড়িতস্তেন দেবশত্রুঃ সুবিহ্বলঃ
হৃতশক্তিং সমাশ্রিত্য তস্থৌ মোহমুপেয়িবান্ ॥ ৫
স চেতনাং পুনঃ প্রাপ্য বধায় বধকাঙ্ক্ষিণঃ।
বিব্যাধ কাক্ষিং কুপিতঃ সপ্তভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৬
তানপ্রাপ্তান্ শরান্ মোহঃ সপ্তভিঃ সপ্তধাচ্ছিনৎ।
শম্বরশ্চ ভয়ত্রাণায় সপ্তত্যা নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৭
পুনঃ শরসমাহ্লাদে কৃতবর্ষনিবাসসা
অবনদ্ধস্বরঃ ক্রোধাদ্ধারাভিরিব পর্বতম্ ॥ ৮
প্রদিশো বিদিশশ্চৈব শরধারাসমাবৃতাঃ ॥৯
অন্ধকারীকৃতং ব্যোম দিনকর্তা ন দৃশ্যতে
ততোঽন্ধকারমুৎসার্য্য বৈদ্যুতাস্ত্রেণ শম্বরঃ ॥১০
প্রদ্যুম্নস্তু রথোপস্থে শরবর্ষং মুমোচ হ
তদদ্ভুতজালং প্রদ্যুম্নঃ সংবেদানতপর্ব্বণা ॥ ১১
চিচ্ছেদ বহুধা তাঞ্চন দর্শনং পানিলাঘবম্

এই বাণের দ্বারা হৃদয়ে তাড়িত হইয়া সেই দেবশত্রু অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া অচেতন হইয়া পড়িল এবং বধশক্তির আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ৫

তারপর পুনরায় চেতনা লাভ করত কুপিত হইয়া শম্বরাসুর হৃতে বধূ গ্রহণ পূর্ব্বক সাতটি তীক্ষ্ণধার বাণের দ্বারা কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিল। ৬

সেই সব বাণ নিজের নিকটে আসিবার পূর্বেই প্রদ্যুম্ন সাতটি বাণের দ্বারা সাত খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিলেন এবং সেই সঙ্গে সপ্তমটি ভাল বাণে শম্বরাসুরকে বিদ্ধ করিলেন। ৭

ইহার পর ক্রুদ্ধ ও ময়ূর পক্ষযুক্ত এক হাজার বাণ ক্রোধ সহকারে বর্ষণ করত তিনি পুনরায় শম্বরাসুরকে সেইভাবে আবৃত করিলেন, যেরূপ মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া পর্বতকে আচ্ছাদিত করিয়া দেয়। ৮

সমস্ত দিক্ ও বিদিক্সমূহ বাণধারায় আবৃত হইয়া গেল। আকাশ অন্ধকার আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। দিনকর সূর্যকে তখন আর দেখিতে পাওয়া যাইল না। ৯।

তখন শম্বরাসুর বৈদ্যুতাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সেই অন্ধকারকে অপসারিত করিয়া দিল এবং প্রদ্যুম্নের রথের আসনের উপরে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। ১০।

রাজন্! প্রদ্যুম্ন নিজের হস্তের নৈপুণ্য তখন করিতে করিতে আনতপর্ব্বযুক্ত একটি বাণের দ্বারা শত্রুর সেই অদ্ভুতজালকে

হতে তস্মিন্ মহাবীর্যে শরবর্ষে দারুণে তদা ॥ ১২
ক্রমবর্ষং মুমোচাথ মায়য়া কালশম্বরঃ
ক্রমবর্ষোদ্ধতৈঃ দৃষ্টঃ প্রদ্যুম্নঃ ক্রোধমুচ্ছ্রিতঃ ॥ ১৩
আগ্নেয়াস্ত্রং মুমোচাথ তেন কৃষ্ণননাশয়ৎ।
তস্মীভূতে কৃষ্ণবর্ষে শিলাঃ শতশতমুৎসৃজৎ ॥ ১৪
প্রদ্যুম্নস্তু তু বায়ব্যৈঃ প্রেরয়ৎ তত্র সাযুগে।
তস্তৌ মায়াং পরাং চক্রে দেবশত্রুঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৫
সিংহান্ ব্যাঘ্রান্ বরাহাংশ্চ তরক্ষূন্ ঋক্ষবানরান্।
বারণান্ বারিদপ্রখ্যান্ দৃষ্ট্বা ন বিমনাঽভবৎ ॥ ১৬
মুমোচ বহুধাস্ত্রাণি প্রদ্যুম্নঃ শত্রুবধে পরি
গান্ধর্ব্বাস্ত্রেণ চিচ্ছেদ সর্ব্বাংস্তান্ খণ্ডশস্তদা ॥ ১৭
প্রদ্যুম্নেন তু সা মায়া হতা তস্য বীক্ষতঃ শম্বরঃ।
অন্যাং মায়াং মুমোচাথ শম্বরঃ ক্রোধমুচ্ছ্রিতঃ ॥ ১৮
গজেন্দ্রান্ ভিন্নবদনান্ মহিষানরিমর্দনান্
মহামাত্রোত্তমারূঢ়ান্ কল্পিতান্ বলকোবিদান্ ॥ ১৯

অনেক খণ্ডে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন।...

ঐরূপভাবে কৃষ্ণকুমার কর্তৃক তখন সেই বাণসমূহের মহাবৃষ্টি নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল, তখন কালশম্বর মায়ার দ্বারা কৃষ্ণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল। ১১।

কৃষ্ণসমূহের সেই বর্ষণকে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া প্রদ্যুম্ন যেন ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন এবং তাহার দ্বারা সমস্ত কৃষ্ণকে নষ্ট করিয়া দিলেন। ১৩।

কৃষ্ণবর্ষণ নষ্ট হইয়া যাইলে পর শম্বর শৈলাসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু প্রদ্যুম্ন বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সেই শৈলাসমূহকে দূরে অপসারিত করিলেন। ১৪।

প্রজানাথ! তখন প্রতাপশালী দেবশত্রু শম্বর অন্য মায়া আবিষ্কার করিল। সে বধূ আকর্ষণ করিয়া প্রদ্যুম্নের রথের উপর সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, তরক্ষু (নেকড়ে বাঘ), ঋক্ষ, বানর যেরূপভাবে কৃষ্ণবর্ণ হস্তী, অশ্ব ও উষ্ট্রগণে বহু বাণ নিক্ষেপ করিল। কিন্তু প্রদ্যুম্ন গন্ধর্ব্বাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সেই সব বাণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। ১৫-১৭

প্রদ্যুম্ন কর্তৃক সেই মায়া নষ্ট হইয়া যাইতে দেখিয়া ক্রোধে মূর্চ্ছিত শম্বরাসুর অন্য মায়া প্রয়োগ করিল। ১৮

সেই সময় শম্বর ষাট বৎসর বয়স্ক নবযৌবন সম্পন্ন বহু গজ রাজকে উপস্থিত করিল, যাহাদের শুণ্ড হইতে তখন মদধারা

তামাপতন্তীং মায়াং তু কান্তি কমললোচনঃ
সৈংহীং মায়াং সমুৎসৃষ্টাং দৃষ্ট্বা বুদ্ধিং মহামনাঃ ॥ ১৮
সা সৃষ্টা সিংহমায়া তু রৌদ্ধিপেয়েন ধীমতা
মায়া নাশয়তী নষ্টা আদিত্যেনেব শর্বরী ॥ ১৯
নিহতাং হস্তিমায়াং তু তাং সমীক্ষ্য মহাসুরঃ
অস্ত্রাং সম্মোহিনীং মায়াং সোঽসৃজদ্ধানবোত্তমঃ ॥ ২০
তাং সৃষ্টা মোহিনীং নাম মায়াং মহিষনিস্বিতাম্।
সংজ্ঞাস্ত্রেণ তু প্রহ্লাদো নাশয়ামাস বীর্যবান্ ॥ ২১
শরস্তু তত্তঃ ক্রুদ্ধো হতয়া মায়য়া তয়া।
সৈংহীং মায়াং মহাতেজাঃ সোঽসৃজদ্ধানবেশ্বরঃ ॥ ২২
সিংহানাপততস্তে সৃষ্টা রৌদ্ধিপেয়ঃ প্রতাপবান্।
অস্ত্রং শাম্ভর্বমাদায় শরহানমসূজত্তদা ॥ ২৩
তেঽষ্টাপদা বলোদগ্রা নখদংষ্ট্রায়ুধা রণে।
সিংহান্ বিত্রাবয়ামাসুর্বজ্রায়ুর্জশতানিব ॥ ২৪
সিংহান্ বিত্রাবতো দৃষ্ট্বা মায়য়াষ্টপদেন বৈ।

শরস্তিস্তত্রাসাস্ত্র কথমেনং নিহন্মি বৈ
অহো মূর্খতয়াবোঽহং মমতয়া ন হতঃ শিশুঃ ॥ ২৫
প্রাপ্তযৌবনদেহস্তু কৃতাস্ত্রশ্চাপি দুর্মতিঃ।
তং কথং নিগ্রহিষ্যামি শক্রঃ সপরিবারিতম্ ॥ ২৬
মাতা সা তিষ্ঠতে তাত্রা পত্নী নাম ভীষণা।
দত্তা যে দেবদেবেন হরেণাপুরঘাতিনা ॥ ২৭
তাং সৃজামি মহামায়ামাশীবিষসমাকুলাম্।
তত্রা দত্তেত দুষ্টাত্মা ত্রৈব মায়াময়ো বলী ॥ ৩০
সা সৃষ্টা পত্নী মায়া বিষজ্বালাসমাকুলা।
তত্রা পন্নগমধ্যা তু সরথং সহবাজিনম্ ॥ ৩১
সম্ভূতঃ স হি প্রহ্লাদং বরুণ পরবন্ধুনৈঃ।
বধ্যমানং তদা দৃষ্ট্বা আত্মানং বৃষ্ণিবংশজঃ ॥ ৩২
মায়াং সঞ্চিন্তয়ামাস সৌপর্ণীং সর্পনাশিনীম্।
সা চিন্তিতা মহামায়া প্রহ্লাদেন মহাত্মনা ॥ ৩৩

নির্গত হইতেছিল। ইহাদের উপর উক্ত মাহেশ্বর অস্ত্র ছিল, যাহা বৃত্রবধে ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং সকলে বৃত্রবিনাশে বিশেষ পারদর্শী ছিল ॥ ১৯

সেই ঘণ্টাকার মায়াকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া কমললোচন মহাসুর শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রহ্লাদ সিংহরূপিণী মায়া প্রয়োগ করিতে বুদ্ধি স্থির করিলেন ॥ ২০

বুদ্ধিমান্ কল্কিনন্দন কর্তৃক যখন সেই সিংহমায়া প্রযুক্ত হইল, তখন যেরূপ সূর্যোদয়ে অন্ধকার নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ সেই ঘণ্টমায়া বিলীন হইয়া গেল ॥ ২১

সেই হস্তিমায়া কে নষ্ট হইয়া যাইতে দেখিয়া মহাসুর দানবরাজ শম্বর সম্মোহনী নাম্নী মায়ার প্রয়োগ করিল ॥২২

মায়ার দ্বারা নির্মিত সেই মোহিনী মায়াকে দেখিয়া পরাক্রমশালী প্রহ্লাদ সংজ্ঞাস্ত্রের দ্বারা তাহাকে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ২৩

সেই মায়াও যখন নষ্ট হইল, তখন কুপিত হইয়া মহাতেজস্বী দানবরাজ শম্বর সিংহমায়া মায়ার সৃষ্টি করিল ॥ ২৪

সিংহময়ী মায়ার দ্বারা উদ্যত বহু সিংহকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া প্রতাপশালী কল্কিনন্দন প্রহ্লাদ শাম্ভর্ব অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই সময় বহু শরও সৃষ্টি করিলেন ॥ ২৫

সেই সব শরও গুণযুক্ত ও প্রভূত বলশালী ছিল। নখ ও দন্তই তাহাদের অস্ত্র ছিল। যেরূপ বজ্র জলধরী মেঘকে উড়াইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ এই সব শরও সেই সিংহগণকে বিতাড়িত করিয়া দিল ॥ ২৬

শম্বরের মায়ার দ্বারা সিংহগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শম্বরাসুর চিন্তা করিতে লাগিল যে, আমি কিভাবে এই প্রহ্লাদকে বধ করিব? অহো আমি মূর্খতাবিশিষ্ট; কারণ, আমি শিশু অবস্থাতেই ইহাকে বধ করি নাই ॥ ২৭

এখন যৌবন দেহ লাভ করিয়া এই দুর্মতি শত্রু অস্ত্রসমূহের বিশেষ পারদর্শিতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব যুদ্ধের সমুদ্যতাবস্থিত এই শত্রুকে আমি কিরূপে বধ করিব ॥ ২৮

আচ্ছা, এই পত্নীর নাম্নী অত্যন্ত তেজঃ ও ভীষণ মায়াও আমার নিকট আছে, যাহাকে অসুরঘাতী দেবাধিদেব মহাদেব আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২৯

বিষধর সর্পসমূহে যুক্ত এই মহামায়াকে আমি সৃষ্টি করিব। ইহার দ্বারা এই বলবান মায়াময় দুষ্টাত্মা শত্রু অবশ্যই দগ্ধ হইয়া যাইবে ॥ ৩০

এরূপ চিন্তা করিয়া সেই অসুর পত্নী মায়া সৃষ্টি করিল, যাহা বিষের জ্বালাসমূহে ব্যাপ্ত ছিল। সেই সর্পময়ী মায়ার দ্বারা রথ অশ্ব ও সারথিসহ প্রহ্লাদকে সর্পাকার বাণসমূহের বন্ধনে আবদ্ধ করিল ॥ ৩১

নিজেকে সর্পবাণে বদ্ধ হইতে দেখিয়া বৃষ্ণিবংশজাত প্রহ্লাদ তখন সর্পবিনাশিনী সৌপর্ণী (গরুড়সম্বন্ধিনী) মায়াকে চিন্তা করিলেন ॥ ৩২

মহাত্মা প্রহ্লাদ যেই সেই মহামায়াকে চিন্তা করিলেন,

সুপর্ণা বিচরন্তি স্ম সর্পা নষ্টা মহাবিষাঃ
তস্যাং সর্পমায়ায়াং প্রশংসন্তি সুরাসুরাঃ ॥ ৩৪
সাধু বীর মহাবাহো কল্পিন্যানন্দবর্দ্ধন
যস্ত্বয়া বধিতা মায়া তেন স্ম পরিতোষিতাঃ ॥ ৩৫
হতায়াং সর্পমায়ায়াং শম্বরোঽচিন্তয়ৎ পুনঃ
অস্তি মে কালদণ্ডাভো মুদ্গরো হেমভূষিতঃ ॥ ৩৬
তমপ্রতিহতং যুদ্ধে দেব-দানব-মানবৈঃ
পুরা যো মম পার্ব্বত্যা দত্তঃ পরমভূষ্টয়া ॥ ৩৭
গৃহাণ শম্বরেমং ত্বং মুদ্গরং হেমভূষিতম্
ময়া সৃষ্টং বধেরে বৈ তপঃ পরমদুষ্করম্ ॥ ৩৮
মায়ান্তকরণং নাম সর্ব্বাসুরবিনাশনম্
অনেন দানবো রৌদ্রো বলিনো কামরূপিণো ॥ ৩৯
শুম্ভস্তৈব নিশুম্ভশ্চ সগণৌ সূদিতৌ ময়া
প্রাণসংশয়মাপন্নে ত্বয়া মোক্ষ্যঃ স শত্রবে ॥ ৪০

তখনই দেবগণে বহু শঙ্খ আদিয়া বিজয় ঘোষণা করিতে লাগিল এবং সেই মহাবিদ্যের দর্পণ নষ্ট হইয়া গেল ॥ ৩৩॥

সেই সর্পমন্ত্রী মায়া নষ্ট হইয়া যাইলে পর দেবতা ও অসুরগণ সকলেই প্রহ্লাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কল্পিনী দেবীর আনন্দবর্দ্ধনকারী মহাবাহু বীর! তুমি উত্তম কার্য্য করিয়াছ। তোমার দ্বারা যে এই মায়া পরাজিতা হইল, ইহাতে আমরা অত্যন্ত সন্তোষলাভ করিয়াছি ॥ ৩৪-৩৫

সেই সর্পমন্ত্রী মায়া নষ্ট হইয়া যাইলে শম্বরাসুর পুনরায় চিন্তা করিল, এখন আমার নিকট সুবর্ণভূষিত মুদ্গর রহিয়াছে, যাহা কালদণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর ॥ ৩৬

এই মুদ্গর যুদ্ধে দেবতা, দানব ও মানবগণের দ্বারাও কখনও প্রতিহত হয় না; আমি সেই মুদ্গরকে এখন প্রয়োগ করিব। পূর্ব্বকালে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া পার্ব্বতীদেবী আমাকে এই মুদ্গর প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩৭

শম্বর! তুমি এই সুবর্ণভূষিত মুদ্গর গ্রহণ কর। আমি তোমার অত্যন্ত দুষ্কর তপস্যা করিয়া ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছি ॥ ৩৮

ইহা মায়াসমূহের অন্তকারী এবং সমস্ত অসুরগণের বিনাশক। আমি ইহার দ্বারা ইচ্ছানুসারে তপস্যারক্ষাকারী দুই বলবান্ ও ভয়ঙ্কর দানব শুম্ভ এবং নিশুম্ভকে তাহাদের সমস্ত সৈন্যসহ সংহার করিয়াছিলাম। প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলে পরই শত্রুর উপর তুমি এই মুদ্গর প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৯-৪০

এই কথা বলিয়া পার্ব্বতীদেবী সেখানে অন্তর্হিত হইয়া

ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতী দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত
তমহং মুদ্গরং শ্রেষ্ঠং নোচ্চরিষ্যামি শত্রবে ॥ ৪১
তত্র বিজ্ঞায় চিত্তং তু দেবরাজোঽভ্যভাষত।
গচ্ছ নারদ শীঘ্রং ত্বং প্রহ্লাদস্য বধং প্রতি ॥ ৪২
সম্বোধয় মহাবাহুং পূর্ব্বজাতিঞ্চ বোধয়
বৈরোচনায়ুরং প্রহ্লাদায়ৈষ বধার্থং শম্বরস্য চ ॥ ৪৩
অস্মৎস্থানং কথং চাস্য প্রাদুষ্যাদ্ভূতলক্ষণে।
এবমুক্তো মঘবতা নারদঃ প্রাদিশৎ তমঃ ॥ ৪৪
আকাশেঽবিষ্ঠিতোঽথোচ্চৈঃস্বরঃ কলকলেরিতম্
কুমার পশ্য মাং প্রাপ্তং দেবরাজপ্রসাদনাদহম্
প্রেষিতঃ দেবরাজেন তব সংস্মারণায় বৈ ॥ ৪৫
স্মর ত্বং পূর্ব্বকং জন্ম কালনেমেরিহ মানব
তরকোপানলোদ্ধূতস্তেনাসঞ্চ ইতোঽসুরঃ ॥ ৪৬
ত্বং বৃষ্ণিসঙ্ঘতোঽসি কল্পিন্যাং সম্ভবস্তব
জাতোঽসি কেশবেনেহ প্রহ্লাদ ইতি কীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৭

যাইলেন। অতএব আমি সেই ভ্রেষ্ঠ মুদ্গরকে এখন নিজের শত্রুর উপর নিক্ষেপ করিব ॥ ৪১

এই সময় শম্বরাসুরের মনোভাব জানিয়া দেবরাজ ইন্দ্র নারদকে বলিলেন,—নারদ! আপনি শম্বর প্রহ্লাদের বধের নিকট গমন করুন এবং সেই মহাবাহু বীরকে প্রবোধদান করুন ও তাহাকে তাহার পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করাইয়া দিন। তারপর শম্বরাসুরকে বধ করিবার জন্য তাহাকে বৈরোচনায়ুর প্রদান করুন। অসুরসংহার কার্য্যে নিরত প্রহ্লাদকে অন্যের কখনও জ্ঞান করুন ॥ ৪২-৪৩॥

ইন্দ্র এই কথা বলিলে পর নারদ দ্রুতসঞ্চারে সেখানে যাইলেন এবং আকাশে বিদ্যমান থাকিয়া মেঘগম্ভীর কাদম্বেকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৪॥

কুমার! তুমি আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর। আমি দেবরাজের প্রসাদে আসিয়াছি। তোমাকে প্রবোধদানের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন ॥ ৪৫

দানব! তুমি নিজের পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ কর। তুমি সাক্ষাৎ কালনেমি। ভগবান্ শত্রুর ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বিরাজিলে, সেই জন্য তুমি ভূতলে 'অনঘ' বলিয়া অভিহিত হও ॥ ৪৬

তোমার বর্ত্তমান জন্ম বৃষ্ণিবংশে হইয়াছে। তুমি কল্পিনী-দেবীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ এবং সাক্ষাৎ ভগবান্ কেশব

আহৃত্য শম্বরেণ ত্বমিহানীতোঽসি মানদ
সপ্তরাত্রে ত্বসম্পূর্ণে সূতিকা গৃহমধ্যতঃ ॥ ৪৮
যথার্থং শম্বরস্তস্য দ্বিতনয়ো ন্যুপেক্ষিতঃ।
কেশবেন মহাবাহো দেবকার্য্যাধিসিদ্ধয়ে ॥ ৪৯
ত্বৈষা মায়াবতী নাম ভার্য্যা বৈ শম্বরস্য তু।
রতিং ত্যা বিদ্ধি কল্যাণীং তব ভার্য্যাং পুরাতনীম্ ॥ ৫০
তব সংরক্ষণার্থায় শম্বরস্য গৃহেঽভবৎ।
মায়াং শরীরজাং তস্য মোহনার্থং চ রাত্রিষু ॥ ৫১
রতেঃ সম্পাদনার্থায় প্রেষয়ত্যনিশং তদা।
এবং প্রজ্ঞা বৃদ্ধা বৈ তত্র ভার্য্যা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫২
হত্বা ত্বং শম্বরং বীর বৈজয়ন্ত্যেণ সংযুগে
গৃহ মায়াবতীং ভার্য্যাং দ্বারকাং গন্তুমর্হসি ॥ ৫৩

গৃহাণ বৈজয়ং চাস্ত্রং কবচঞ্চ মহাপ্রভম্
শক্রেণ তব সংদত্তং প্রেষিতঃ শক্রসূদন ॥ ৫৪
শৃণু মে ত্বপরং বাক্যং ক্রিয়তামবিশঙ্কয়া।
অস্ত্র দেবরিপোস্তাত মৃদ্দয়ো নিত্যমুদ্যতম্ ॥ ৫৫
পার্ব্বত্যাং পরিতুষ্টায়াং দত্তং শক্রনিবর্হণম্।
অমোঘঞ্চৈব সংগ্রামে দেব দানব-মানবৈঃ ॥ ৫৬
তদস্ত্রপ্রবিঘাতার্থং দেবীং ত্বং স্তোতুমর্হসি।
স্তব্যা চৈষ নমস্যা চ মহাদেবী সংগৎস্যুকৈঃ ॥ ৫৭
তত্র বৈ ক্রিয়তাং যত্নঃ সংগ্রামে বিপুলা সহ।
ইত্যুক্ত্বা নারদো বাক্যং প্রস্থাে যত্র বাসবঃ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
নারদবাক্য নাম ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৬

তোমার জন্মদান করিয়েন তুমি পরাশরকে কথিত ৪৩ । ৪৭

মানব! তোমার জন্মের সপ্ত রাত্রি অবনও পূর্ণ হয় নাই, সেই অবস্থায় শম্বরাসুর তোমাকে সূতিকা গৃহমধ্য হইতে অপহরণ করিয়া এই স্থানে লইয়া আসিয়াছে। ৪৮

মহাবাহো! দেবকার্য্য সিদ্ধ করিবার জন্য এবং শম্বরাসুরকে বধ করিবার জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমার এই অপহরণ উপেক্ষা করিয়াছেন। ৪৯

এই যে মায়াবতী নামে প্রসিদ্ধ শম্বরাসুরের ভার্য্যা হইয়া অবস্থান করিতেছে, তাহাকে তুমি নিজের কল্যাণময়ী পুরাতনী পত্নী 'রতি' বলিয়া জানিবে। ৫০

তোমার দেহকে রক্ষা করিবার জন্যই রতি শম্বরাসুরের গৃহে বাস করিতেছে। এই দুরাত্মা কৈতবে তোমার শোণিত করিবার জন্যই সে নিজের পত্নীর দ্বারে এক মায়াময়ী স্ত্রী উৎপন্ন করিয়া তাহার প্রসূতিগৃহে রাত্রিকালে সর্ব্বদা তাহাকে প্রেরণ দান করে। ৫১-৫২

প্রদ্যুম্ন! এই সব জানিয়াই তোমার পত্নী এখানে পিতৃস্নেহ সহকারে বাস করিতেছে। বীর! তুমি বৈজয়ন্তীর দ্বারা যুদ্ধে শম্বরাসুরকে বধ করত নিজের ভার্য্যা মায়াবতীকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকায় যাইবার চেষ্টা কর। ৫৩-৫৩

শত্রুসূদন! এই বৈজয়ন্তী ও অস্ত্রসহ কাঞ্চিমান্ কবচ সংগ্রহ করিয়া ইন্দ্র তোমার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। তুমি ইহা গ্রহণ কর। ৫৪

এখন তুমি আমার অন্য এক কথা শ্রবণ কর এবং নিঃশঙ্ক হইয়া তাহা পালন কর। তাত! এই দেবদ্রোহী শম্বরের মৃদ্দয় নিত্য শক্তিশালী। পার্ব্বতীদেবী প্রসন্ন হইয়া এই শত্রুনাশক মুদ্দয় ইহাকে প্রদান করিয়াছেন। যুদ্ধে ইহা দেবতা, দানব ও মানবদের পক্ষে অমোঘ। ৫৫-৫৬

এই অস্ত্র প্রতিহত করিবার জন্য তুমি অবশ্যই দেবী পার্ব্বতীকে স্মরণ করিবে। যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্ত বীরগণের অবশ্যই মহাদেবী পার্ব্বতীর স্তুতি করা ও বন্দনা করা উচিত। ৫৭

শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার সময় তুমি পার্ব্বতী দেবীর স্তুতি করিতে বিশেষ যত্ন করিও। এই কথা বলিয়া নারদ যেখানে দেবরাজ ইন্দ্র বিরাজমান ছিলেন, সেখানে গমন করিলেন। ৫৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে শম্বরাসুর-বধপ্রসঙ্গে নারদের বাক্যনামক ষড়ধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(প্রহ্লাদের শম্বরাসুরসহ যুদ্ধ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শম্বরস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো যুদ্ধসজ্জঃ তং সমাদদে।
যুদ্ধন্তরে গৃহ্যমাণে তু ত্বাদিত্যার্কাঃ সমুত্থিতাঃ। ১
পর্ব্বতাশ্চলিতাঃ সর্ব্বে তদৈব বসুধাতলম্
ঊর্দ্ধার্গাঃ সাগরা যাতাঃ সংক্ষুব্ধাশ্চাপি দেবতাঃ। ২
গৃহচক্রাকুলাঃ ব্যোম উল্কাপাতৈঃ বভূব হ।
ববর্ষ রুধিরং দেবঃ পরুষং পবনো ববৌ। ৩
এবং দৃষ্ট্বা মহোৎপাতান্ প্রহ্লাদঃ স ব্যবস্থিতঃ।
অবতীর্য্য রথাদ্ বীরঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ। ৪
দেবীং সস্মার মনসা পার্ব্বতীং শঙ্করপ্রিয়াম্
প্রণম্য শিরসা দেবীং স্তোতুং সমুপচক্রমে। ৫

প্রহ্লাদ উবাচ।

ওঁ নমঃ কাত্যায়ন্যৈ গিরীশ ত্বৈ নমো নমঃ
নমস্ত্রৈলোক্যধাত্র্যৈ কাত্যায়ন্যৈ নমো নমঃ। ৬
নমঃ শক্তিধারিণ্যৈ নমো গৌর্য্যৈ শিবপ্রিয়ে।
নমস্তে শুম্ভমথনৈ নিশুম্ভমথনৈপি চ। ৭
কালরাত্রি নমস্তুভ্যং কৌমার্য্যৈ চ নমো নমঃ।
কান্তারবাসিনৈ দেব্যৈ নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ। ৮
বিদ্ধ্যবাসিনী দুর্গায়ৈ বসুদুর্গায়ৈ বসুপ্রিয়াম্।
নমস্যামি মহাদেবীং জয়াঞ্চ বিজয়াং তথা। ৯
অপরাজিতাং নমস্যেঽহমনন্তিতাং শঙ্করাশিনীম্।
ঘণ্টাহস্তাং নমস্যামি ঘণ্টামালাকুলাং তথা। ১০
ত্রিপুলিনীং নমস্যামি মহিষাসুরঘাতিনীম্।
সিংহাননাং নমস্যামি সিংহপ্রবরকেতনাম্। ১১
একানংশাং নমস্যামি ব্যাপ্তাং যজ্ঞসংকুলাম্।
সাবিত্রীং চাপি বিপ্রাণাং নমস্যেঽহং কৃতাঞ্জলিঃ। ১২

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়

প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক শম্বর সহ যুদ্ধ বর্ণন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তারপর ক্রুদ্ধ শম্বরাসুর হস্তে সেই যুদ্ধের গ্রহণ করিল। সেই যুদ্ধের গ্রহণ করিবার সময় (সহসা) ভীষণ সূর্য্য উদিত হইল। ১

তখন সমস্ত পর্ব্বত বিচলিত হইল, পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল, সমস্ত সাগর উপরের দিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল এবং সমস্ত দেবগণও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। ২

আকাশ সঙ্কুলিবলে ব্যাপ্ত হইল, উল্কাপাত হইতে লাগিল, মেঘ রক্তবর্ষণ করিতে লাগিল এবং অত্যন্ত রুক্ষ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ৩

বীর প্রহ্লাদ এইরূপ মহোৎপাতসমূহ লক্ষ্য করিয়া রথ হইতে অবতরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। ৪

তিনি মনে মনেই ভগবান্ শঙ্করের প্রিয়া পার্ব্বতী দেবীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তিনি মস্তক নত করিয়া দেবীকে প্রণাম করত তাঁহার স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫

প্রহ্লাদ বলিলেন,—সচ্চিদানন্দময়ী কাত্যায়নী দেবীকে নমস্কার। পর্ব্বতকন্দরের ঈশ্বরী পার্ব্বতী দেবীকে বারংবার নমস্কার করি। ত্রিলোকের মাতারূপা কাত্যায়নী দেবীকে আমি পুনঃ পুনঃ অভিবাদন করি। ৬

শক্তিধারিণী দেবী দেবীকে আমার বারংবার নমস্কার। শিবপ্রিয়ে! তুমি শুম্ভদৈত্যকে মথিত করিয়াছিলে এবং নিশুম্ভকেও মথিত করিয়াছিলে। অতএব তোমার করুণায় আমি যেন এই শম্বরাসুরকে বধ করিতে পারি।), তোমাকে আমি প্রণাম করি। ৭

কালরাত্রি! তোমাকে প্রণাম করি। তুমি কৌমারী অভিরূপা, তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। আমি কান্তারবাসিনী দেবী তোমাকে কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করিতেছি। ৮

আমি বিন্ধ্যাচলবাসিনী, বিলস্তিবাসিনী, রণচণ্ডী, রণপ্রিয়া, জয়া ও বিজয়া নাম্নী মহাদেবীকে প্রণাম করিতেছি। ৯

আমি কাহারও দ্বারা যিনি কখনও পরাজিতা হন না, সেই শঙ্করবাসিনী অজিতা দেবীকে প্রণাম করিতেছি। ঘণ্টামালায় ব্যাপ্তা ও হস্তে ঘণ্টাধারিণী দেবীকে আমি নমস্কার করিতেছি। ১০

আমি মহিষাসুরসংহারকারিণী ত্রিপুলধারিণী দেবীকে নমস্কার করিতেছি। আমি সিংহবাহিনী ও সিংহচিহ্নে অলঙ্কৃত শ্রেষ্ঠ ধ্বজবিশিষ্টা দেবীকে প্রণাম করিতেছি। ১১

আমি 'একানংশা' অর্থাৎ এক—অদ্বিতীয়রূপা ও যাঁহার কে নও অংশ বিভক্ত হয় নাই, সেই অবিভক্তা ব্রহ্মরূপা দেবীকে প্রণাম করিতেছি। যজ্ঞগৃহে বিশেষভাবে পূজিতা

রক্ষ মাং দেবি সততং সংগ্রামে বিজয়ং কুরু।
ইতি কামবচস্তুষ্টা দুর্গা সম্প্রীতমানসা ॥ ১৩
উবাচ বচনং দেবী সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা।
পশ্য পশ্য মহাবাহো কৃষ্ণিণ্যানন্দবর্দ্ধন ॥ ১৪
বরং বরয় বৎস ত্বমযোঘং দর্শনং মম
দেব্যাস্তু বচনং শ্রুত্বা রোমাঞ্চোদ্গতমানসঃ ॥ ১৫
প্রণম্য শিরসা দেবীং বিষ্ণুপুত্রঃ প্রদ্যুম্নঃ প্রকৃতম্।
যদি ত্বং দেবি তুষ্টাসি দীয়তাং মে যদীপ্সিতম্ ॥ ১৬
বরঞ্চ বরদে যাচে সর্ব্বামিত্রেষু মে জয়ঃ।
বরয় মুদ্গরো দত্তঃ শম্বরস্যাস্থসূদকঃ ॥ ১৭
এষ মে গাত্রমাসাদ্য মালা পদ্মবতী ভবেৎ।
তথাস্ত্বিতি চ সাপ্যুক্ত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৮
প্রদ্যুম্নস্তু মহাতেজাস্তদ্বো বধমথাকরোৎ
মুদ্গরং তং গৃহীত্বা চ শম্বরঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ১৯

ভ্রাময়িত্বা স চিক্ষেপ প্রদ্যুম্নোরসি বীর্য্যবান্।
স গদা মদনাত্মানং মালা ভূত্বা তু পৌষ্করী ॥ ২০
প্রদ্যুম্নস্য চ কণ্ঠে তু সমাসক্তা বরাঙ্গত।
নক্তঞ্চাপি তু মালায়াং যথা পরিবৃতা বিধু ॥ ২১
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
সাধু সাধিতি বাচোচ্চৈঃ পুষ্পবৃষ্টিং কেশবাত্মজম্ ॥ ২২
মুদ্গরং পুষ্পকৃতং তু দৃষ্ট্বা প্রদ্যুম্নসন্নিধৌ।
বৈষ্ণবং পরমাস্ত্রং তু নারদেন সমাস্তৃতম্ ॥ ২৩
সন্ধধে চাপমানম্য ইদং বচনমব্রবীৎ।
যদ্যহং রুক্মিণীপুত্রঃ কেশবস্যাত্মজো ধ্রুবম্ ॥ ২৪
তেন সত্যেন বাণেন জহি ত্বং শম্বরং রণে।
ইত্যুক্ত্বা চাপমাকৃষ্য সন্ধায় চ মহামনাঃ ॥ ২৫
চিক্ষেপ শম্বরস্যাথ হৃৎপ্রোতমুরসা যথা
স ক্ষিপ্তো বৃষ্ণিসিংহেন শরঃ ক্রব্যাদমোহনঃ ॥ ২৬

গায়ত্রী দেবীকে আমি নমস্কার করিতেছি। বিদ্যুতের উপাস্যা দাবিত্রীদেবীকেও আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিতেছি। দেবি! তুমি সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা কর এবং সংগ্রামে আমাকে বিজয়ী কর। ১২।

কামরূপ প্রদ্যুম্নের এইরূপ প্রার্থনাপূর্ণ বাক্যে দুর্গাদেবী সন্তুষ্টা হইলেন এবং উঁহার মন প্রসন্ন হইয়া গেল। তদনন্তর দুর্গাদেবী অন্তরাত্মা আহ্লাদিত-চিত্তে এই কথা বলিলেন। ১৩।

রুক্মিণীর আনন্দবর্দ্ধনকারী মহাবাহু প্রদ্যুম্ন! আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর, আমাকে দর্শন কর। আমার দর্শন অমোঘ (নিষ্ফল হয় না)। অতএব বৎস! তুমি মনোবাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। ১৪।

দেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রদ্যুম্ন রোমাঞ্চিত হইলেন এবং হর্ষে তাঁহার হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি মস্তক নত করিয়া দেবীকে প্রণাম করত তাঁহাকে এইরূপ নিবেদন করিলেন,—দেবি! যদি আপনি প্রসন্ন হন, তাহা হইলে আমি যাহা কামনা করিতেছি, তাহা আমাকে প্রদান করুন। ১৫-১৬

বরদে! আমি এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি যেন সকল শত্রুকেই জয় করিতে পারি এবং আপনার দেহজাত যে মুদ্গর আপনি শম্বরাসুরকে প্রদান করিয়াছেন, তাহা যেন আমার দেহ প্রাপ্ত হইয়া পদ্মের মালার ন্যায় হইয়া যায়। তখন দেবী 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া সেস্থানেই অন্তর্হিতা হইয়া গেলেন। ১৭-১৮

তখন মহাতেজাঃ প্রদ্যুম্ন সন্তুষ্ট হইয়া রথে আরোহণ করিলেন। অন্যদিকে কেশবনন্দন শম্বরাসুরও ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পরাক্রমশালী শম্বর সেই মুদ্গর হস্তে লইয়া ঘুরাইয়া প্রদ্যুম্নের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। ১৯।

প্রদ্যুম্নের নিকট যাইয়া সেই মুদ্গর পদ্মের মালা হইয়া গেল এবং প্রদ্যুম্নের কণ্ঠে সংলগ্ন হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। এই সময় প্রদ্যুম্ন নক্ষত্রমালাসমূহে পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ২০-২১

তাহার পর দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ 'সাধু সাধু' বলিয়া কেশবকুমার প্রদ্যুম্নের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। প্রদ্যুম্নের নিকট যখন সেই মুদ্গর পদ্মপুষ্প হইয়া গেল, তখন প্রদ্যুম্ন নারদ কর্ত্তৃক প্রদত্ত 'বৈষ্ণব' নামক দিব্যাস্ত্র সন্ধান করিলেন এবং নিজের ধনুকে আনত করিয়া এই কথা বলিলেন। ২২-২৩

বৈষ্ণবাস্ত্র! যদি আমি রুক্মিণী দেবী ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র হই, তবে এই সত্যের দ্বারা তুমি নিজ বাণের দ্বারা রণাঙ্গনে শম্বরাসুরকে বধ কর। ২৪।

এই কথা বলিয়া মহামনা প্রদ্যুম্ন ধনু আকর্ষণ করিয়া রিপুকে বধ করিতে স্থির সেই বাণকে তাহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। ২৫।

বৃষ্ণিকুলের সিংহতুল্য পরাক্রমশালী পুরুষ প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই বাণ রাক্ষসগণকে মোহিত করিল এবং শম্বরাসুরের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া পৃথিবীতে পতিত হইল। ইহাতে সেই

হৃদয়ং শম্বরস্যাথ ছিত্ত্বা বর্ষশিলাস্তদা
ন চাস্য মাংসং ন মাধুর্যমস্তি ন বৃহৎ ন শ্লোণিতম্ ॥২৭
সর্ব্বং তদ্ভস্মসাদ্ভূতং বৈষ্ণব্য তস্য তেজসা।
হতে দৈত্যে মহাকায়ে নগরে শম্বরেঽথবৈ ॥ ২৮
জহ্নুর্দুর্দেবগন্ধর্ব্বা নবভূল্লাস্যরোগবাঃ।
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা বিপ্রচিত্তিস্তিলোত্তমা ॥ ২৯
নবভূস্তুষ্টমনসো জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্
দেবরাজস্তু সুপ্রীতঃ সর্ব্বদেবগণৈঃ সহ ॥
প্রদ্যুম্নং পুষ্পবর্ষেণ তমর্চ্চাঞ্চ প্রচক্রুরে ॥ ৩০

অথ সমরভূতে তু দৈত্যরাজে
মধুসূদনস্য সুতেন বৈষ্ণবাস্ত্রৈঃ
বিগতরিপুভয়াঃ সুরাশ্চ তস্থু-
র্মকরবিভূষণকেতনং স্তবন্তঃ ॥ ৩১
স চ সমরপরিশ্রমঃ বরন্ বৈ
নগরমুখং প্রবিবেশ রৌক্মিণেয়ঃ।
প্রিয়তম ইব কান্তয়া প্রহৃষ্ট-
স্ত্বরিতপদং প্রতিনন্দিতঃ চকার ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি শম্বরবধো নাম সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৭

দৈত্যের না মাংস, না ভারুণ্য, না অস্থি (হাড়), না চর্ম্ম এবং না রক্ত কিছুই অবশিষ্ট রহিল। বৈষ্ণবাস্ত্রের তেজে তাহার সব কিছুই ভস্মসাৎ হইয়া যাইল। ২৬-২৭।

সেই বিশালদেহ অসুর নিহত শম্বরাসুর নিহত হইলে সব দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, বিপ্রচিত্তি ও তিলোত্তমাদি অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। ২৮-২৯

পূর্ব্বোক্ত অপ্সরাগণ নৃত্য সমাপ্তি হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন এই চরাচর জগৎও হর্ষে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সমস্ত দেবগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া পুষ্প-বর্ষণ করত প্রদ্যুম্নকে সংস্তব করিয়া হর্ষে বিভোর হইয়া উঠিলেন। ৩০

মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক সমরাঙ্গণে বৈষ্ণবাস্ত্রের দ্বারা দৈত্যরাজ শম্বর নিহত হইলে পর সমস্ত দেবগণের শত্রু-সঙ্কট দূর হইয়া যাইল এবং তাঁহারা মকরধ্বজ প্রদ্যুম্নের স্তুতি করিতে করিতে নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যাইলেন। ৩১

দ্বীয় নগরে মুখরক্ষিত প্রদ্যুম্ন বরন করিতে করিতে রুক্মিণী পুত্র প্রদ্যুম্ন নগর দ্বারে পৌঁছিয়া হইলেন যেরূপ প্রেয়সীর সহিত মিলিত হইয়া প্রিয়তমের প্রসন্নতা হয়, সেইরূপ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া প্রদ্যুম্ন অতি সত্বর নিজের পুরী রুক্মিকে বর্ধন করিলেন। ৩২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শম্বরাসুরবধনামক সপ্তাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মায়াবত্যা সহ প্রদ্যুম্নস্য দ্বারকায়ামাগমনম্, রুক্মিণীদেব্যা ভবনে প্রবেশশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
সমাপ্তমায়ো মায়াজ্ঞো বিক্রান্তঃ সমরেঽব্যয়ঃ।
অষ্টম্যাং নিধনে যুদ্ধে মায়াবী কালশম্বরঃ ॥ ১
তমুদ্ধবন্তে নগরে নিহত্যাসুরসত্তমম্।
গৃহ্য মায়াবতীং দেবীমাগচ্ছদ্গগনং পিতুঃ ॥ ২
সোঽন্তরিক্ষগতো ভূত্বা মায়াবী শীঘ্রবিক্রমঃ।
আজগাম পুরীং রম্যাং রক্ষিতাং তেজসা পিতুঃ ॥ ৩
সোঽন্তরিক্ষাগ্রিপতিতঃ কেশবাস্তঃপুরে শিশুঃ।
মায়াবত্যা সহ তদা রূপমানিব মন্মথঃ ॥ ৪

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

[মায়াবতী সহ প্রদ্যুম্নের দ্বারকায় আগমন এবং রুক্মিণী-দেবীর ভবনে প্রবেশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শম্বরাসুর মায়াবিৎ ছিল, কিন্তু তাহার সমস্ত মায়াই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মায়াবী কালশম্বর যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশকারী এবং অবিনাশী ছিল, তথাপি অষ্টমীতে যুদ্ধে প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। ১

তদ্ভবদ্বারক নগরে অসুরশ্রেষ্ঠ শম্বরকে বধ করিয়া দেবী মায়াবতীকে গ্রহণ করত প্রদ্যুম্ন নিজ পিতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নগর দ্বারকায় আসিলেন। ২

শীঘ্রতাসহকারে পরাক্রম প্রকাশকারী মায়াবী প্রদ্যুম্ন আকাশে অবস্থান করত নিজ পিতা শ্রীকৃষ্ণের তেজে সুরক্ষিত রমণীয় পুরী দ্বারকায় আগমন করিলেন। ৩

তিনি আকাশ হইতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরে উত্তীর্ণ

তস্মিংস্তত্রাবসরেঽতিথৌ মহিষ্যঃ কৃষ্ণস্য তাঃ
বিস্মিতাশ্চৈব হৃষ্টাশ্চ ভীতাশ্চৈবাভবংস্ততঃ। ৫
ততস্তাঃ কামসন্তাপং কান্তয়া সহ সঙ্গতম্।
প্রেক্ষন্ত্যো হৃষ্টবদনাঃ পিবন্ত্যো নয়নৈরসবম্। ৬
তং বিনীতমুখং দৃষ্ট্বা লজ্জমানং পদে পদে।
অভবন্ স্মিতসন্তপ্তাঃ সর্বাস্তাঃ কৃষ্ণযোষিতঃ। ৭
রুক্মিণী চৈব তং দৃষ্ট্বা লোকার্তা পুত্রগৃদ্ধিনী।
সপত্নীনতসঙ্কীর্ণা সবাষ্পা বাক্যমব্রবীৎ। ৮
যাদৃক্ বপুর্ময়া দৃষ্টো নিশায়াং যৌবনে গতে।
কাংক্ষিণা মনসীহ দ্বং সাক্ষাৎপল্লবম্। ৯
শশিরশ্মিপ্রতীকাশং মুক্তালম্ব ইবোন্নতম্।
কেশবেনাঙ্কমারোপ্য মম কণ্ঠে ধৃতং ত্বয়া। ১০
শ্যামা সুচারুকেশা স্ত্রী তন্ত্রস্বরবিভূষিতা
পদ্মহস্তা নিশীথান্তে প্রবিষ্টা মম বেশ্মনি। ১১
তয়া পুনরহং দৃষ্ট স্নাপিতা কুচিরাম্বুনা।
কৃষ্ণেনাহরময়ীং মালাং স্ত্রী সংস্থাপ্য পাণিনা। ১২
মম মূর্দ্ধন্যুপাত্রায় দত্তা পশ্চাত্ত্বয়া মম।
এবং ত্বয়ান্ত কীর্ত্তয়ন্তী রুক্মিণী হৃষ্টমানসা। ১৩
মধুজনবৃতা দেবী কুমারং বীক্ষ্য তং মুহুঃ।
বভাষায়াঃ স্বয়ং পুত্রো দীর্ঘায়ুঃ প্রিয়দর্শনঃ। ১৪
ইত্যুক্তঃ কামসন্তাপো যৌবনে প্রথমে স্থিতঃ।
জীবপুত্রা ত্বয়া পুত্র কাংক্ষে ভাগ্যসমন্বিতা। ১৫
কিমর্থং চায়মুক্তাম্বঃ সন্তাপস্তনিবাগতঃ।
অস্মিন্ বয়সি সুব্যক্তং প্রদ্যুম্নো মম পুত্রকঃ। ১৬

হইলেন অর্থাৎ নাম্নিকেন। সেই সময় তিনি সেই মায়াবতীর (রতির) সহিত মূর্ত্তিমান্ কামদেবের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। ৪

সেই সময় সেখানে তিনি অবতীর্ণ হইলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে সব মহিষী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বিস্মিতা হইলেন, অনেকে হৃষ্ট হইলেন এবং অনেকে আবার ভীতা হইয়া পড়িলেন। ৫

প্রদ্যুম্ন নিজের প্রিয়তমা মায়াবতীর সহিত মিলিত হইয়া কামদেবের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহিষীগণের মুখ আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা নিজ নিজ নয়নে তাঁহার রূপমাধুরী পান করিতেছিলেন এবং এই সময় প্রদ্যুম্ন তাঁহাদের নয়নের উৎসবস্বরূপ হইয়া বিরাজিলেন। ৬

তখন প্রদ্যুম্নের মুখ বিনয়ে নত ছিল। তিনি পদে পদে লজ্জা—সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের সকল মহিষীর হৃদয়ে বাৎসল্য-স্নেহের সঞ্চার হইল। ৭

পুত্রকামিনী রুক্মিণীদেবী তাঁহাকে দেখিয়া শোকে কাতর হইয়া উঠিলেন। তিনি শত সপত্নীতে পরিবৃত হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে এই কথা বলিলেন। ৮

আমি রাত্রিকালের যৌবনাবস্থা শেষ হইলে পর অর্থাৎ রাত্রির শেষপ্রহরে যেরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি, ইহা সেইরূপই। আমার প্রাণনাথ কংসসূদন আমার হস্তে কল্পবৃক্ষ আত্মপল্লব আনিয়া দিয়াছিলেন। ৯

তারপর শ্রীকেশব আমাকে নিজে কোলে বসাইয়া মুক্তার এক সুন্দর মালা আমার কণ্ঠে ইহা দিয়া দিলেন। সেই মালা চন্দ্রের কিরণসদৃশ প্রকাশমান ছিল। ১০

তারপর এক শ্যামা (ষোলবৎসর বয়স্কা অথবা শ্যামবর্ণা) স্ত্রী আমার ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন, তাঁহার কেশকলাপ অতিসুন্দর মনোরম ছিল। শ্বেতবস্ত্র তাঁহার অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। তাঁহার হস্তে পদ্ম ছিল। তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতেই গৃহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাইলেন। ১১

সেই স্ত্রী আমার হস্ত ধারণ করিয়া আমাকে স্নানাগারে লইয়া যাইলেন এবং স্বচ্ছ জলে তিনি আমাকে স্নান করাইলেন। তাহার পর আমার মস্তক আয়ত্ত করত তিনি নিজ হস্তে এক নির্ম্মল পদ্মপুষ্পের মালা লইয়া আমাকে পরাইয়া দিলেন। ১২

এইভাবে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করিতে করিতে রুক্মিণী দেবীর হৃদয় হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠিল। সখীগণে পরিবৃতা হইয়া দেবী রুক্মিণী কুমার প্রদ্যুম্নের দিকে বারংবার দেখিয়া বলিলেন। ১৩

নিশ্চয়ই এই বালক কোনও মহাভাগ্যবতী মাতার দীর্ঘায়ু পুত্র, যে দেখিতে অতিসুন্দর প্রিয়। কামদেবসদৃশ সুন্দর এই বালক এই প্রথম যুবাবস্থায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। ১৪

(তারপর তিনি প্রদ্যুম্নকে বলিলেন,—) পুত্র! তোমার এই সৌভাগ্যশালিনী মাতা কে? যিনি তোমার ন্যায় চিরজীবী পুত্রের দ্বারা পুত্রবতী হইয়াছেন? মেঘের ন্যায় শ্যামসুন্দর শরীরধারী তুমি নিজের পত্নীর সহিত কিভাবে এখানে আসিয়াছ? ১৫

ভবেদ্ যদি ন নীতঃ স্যাৎ কৃতান্তেন বলীয়সা।
বাক্যং কৃষ্ণকুমারস্য ন মিথ্যা মম শঙ্কিতম্ ॥ ১৭
বিজ্ঞাতোঽসি ময়া চিহ্নৈর্বিনা চক্রং জনার্দন!
মুখং নারায়ণস্যেব কেশাঃ কেশান্ত এব চ ॥ ১৮
উরূ বক্ষো ভুজৌ তুল্যৌ চলিতঃ খগুরস্তু মে।
কস্য বৃষ্ণিকুলে সর্বং ছোত্তরম্ বপুষা স্থিতঃ ॥ ১৯
অহো নারায়ণস্যেব দিব্যা তে পরমা তনুঃ।
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণঃ সহসা প্রবিবেশ হ ॥
নারদস্তু বচঃ শ্রুত্বা শম্বরস্য বধং প্রতি ॥ ২০
সোঽপশ্যত্তং সুতং জ্যেষ্ঠং সিদ্ধং মন্ত্রবলক্রমৈঃ।
সুস্বাং মায়াবতীং চৈব সৃষ্টচেতা জনার্দনঃ ॥ ২১
সোঽব্রবীৎ সঽসা দেবীং রুক্মিণীং দেবতামিব
অয়ং স দেবি সম্প্রাপ্তঃ সুতস্তাপহরস্তব ॥ ২২
অনেন শম্বরং হত্বা মায়াযুদ্ধবিশারদম্
হৃতা মায়াশ্চ তাঃ সর্বা ধাতিস্তৈরানবাধয়ৎ ॥ ২৩

সতী চেয়ং শুভা সাধ্বী ভার্যা বৈ তনয়স্য তে
মায়াবতীতি বিখ্যাতা শম্বরস্য সুতোদিতা ॥ ২৪
মা চ তে শম্বরস্যেয়ং পত্নীতি ভবতু ব্যথা।
মন্মথে তু গতে নাশং গতে চানঙ্গতাং পুরা ॥ ২৫
কামপত্নী ন কাঁস্যৈষা শম্বরস্য রতিঃ প্রিয়া।
মায়াস্ত্রক্ষেপণ তং বৈত্যং মোহয়ন্ত্যাসকৃদ্ভুতা ॥ ২৬
ন চৈষা তস্য কৌমার্যে বশে তিষ্ঠতি শোভনা।
আত্মমায়াময়ং কৃত্বা রূপং শম্বরমাবিশৎ ॥ ২৭
পত্ন্যোষা মম পুত্রস্য সুস্বা তব বরাঙ্গনা।
লোকস্যাস্য সাহায্যং করিষ্যতি মনোময়ম্ ॥ ২৮
প্রবেশয়েমাং ভবন পূজ্যাং জ্যেষ্ঠাং সুস্বাং মম।
চিরং প্রজ্ঞষ্টং সুতং ভদ্রম্ পুনরাগতম্ ॥ ২৯

বৈশম্পায়ন উবাচ

শ্রুত্বা তু বচনং দেব্যা কৃষ্ণেনোদাহৃতং তদা।
প্রহর্ষমতুলং লব্ধা রুক্মিণী বাক্যমব্রবীৎ ॥৩০

যদি বলবান্ কাল চটাইয়া না লইয়া যাইত, তাহা হইলে আমার পুত্র প্রদ্যুম্নও এখন অবশ্যই এই তরুণ বয়সেই অবস্থান করিত ॥ ১৬॥

অথবা আমার তর্ক করা ঠিক নহে, করা বৃথা হইবে না। তুমি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। আমি লক্ষণসমূহের দ্বারা তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। তুমি যেন চক্রহীন জনার্দন (শ্রীকৃষ্ণ) অর্থাৎ তোমার হাতে যদি চক্র থাকিত, তাহা হইলে তোমাতে ও শ্রীকৃষ্ণে কোনও পার্থক্যই বুঝা যাইত না ॥ ১৭॥

তোমার মুখ নারায়ণের শ্রীকৃষ্ণের। সমান। তোমার কেশ ও কেশান্তভাগ ঠাঁহারই সদৃশ। তোমার দুই জানু, বক্ষস্থল ও দুই বাহু আমার শ্বশুর হলধরের সদৃশ ॥ ১৮॥

তুমি কে? বীর পরীক্ষের কান্তিতে সমস্ত বৃষ্ণিকুলকে প্রকাশিত করিতে করিতে এখানে দাঁড়াইয়া আছ? অহো! ভগবান্ নারায়ণের সমান তোমার শরীর পরম দিব্য। ১৯॥

ইহার মধ্যে শম্বর-বধবিষয়ে নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহসা অন্তঃপুরে আসিলেন ॥ ২০

তিনি কামদেবের লক্ষণসমূহসম্পন্ন নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রদ্যুম্ন ও পুত্রবধূ মায়াবতীকেও দেখিলেন। ইহাতে জনার্দনের চিত্তে হর্ষ হইল ॥ ২১

তিনি তখন সহসা দেবতার ন্যায় দীপ্তিমতী দেবী রুক্মিণীকে বলিলেন,—দেবি! এই কুমার তোমার পুত্র, যে এখন বধূ হরণ করিয়া তোমার নিকটে আসিয়াছে ॥ ২২

এই কুমার মায়াযুদ্ধবিশারদ শম্বরাসুরকে বধ করিয়া তাহার সমস্ত মায়াও হরণ করিয়াছে, যে সব মায়া আশ্রয় করিয়া সেই অসুর দেবগণকে উৎপীড়িত করিত ॥ ২৩

তোমার পুত্রের এই সতীসাধ্বী গুণলক্ষণা পত্নী; ইহার নাম মায়াবতী। সে বহুকাল শম্বরাসুরের গৃহে ছিল ॥ ২৪

সে শম্বরাসুরের স্ত্রী ছিল, এজন্য চিন্ত করিও না; তুমি যেন মনে মনে ব্যথিত হইও না। পূর্বকালে যখন কামদেবের শরীর (মহাদেবের কোপে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং সে 'অনঙ্গ' হইয়াছিল, সেই সময় তাহার প্রিয় পত্নী যে রতি, সে-ই এই মায়াবতী। সে শম্বরাসুরের প্রিয় পত্নী ছিল না ॥ ২৫॥

এই শুভলক্ষণা মায়াবতী ওপেই সেই দৈত্যকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছিল। সে কৌমার অবস্থায় কখনও তাহার বশীভূতা হয় নাই। নিজের মায়ার দ্বারাই এক মনোহর নারীর রূপ রচনা করিয়া তাহাকেই শম্বরাসুরের শয়নাগারে প্রবিষ্ট করাইত ॥২৬-২৭

এই সুন্দরী আমার পুত্রের পত্নী এবং তোমার বধূ। এই বধূ লোককমনীয় রূপবিশিষ্ট প্রদ্যুম্নকে মনোময় (সঙ্কল্পময়) সাহায্য করিবে ॥ ২৮

এ আমার আদরণীয়া জ্যেষ্ঠা বধূ, তুমি ইহাকে গৃহের মধ্যে লইয়া চল। দীর্ঘকাল ধরিয়া অপহৃত তোমার এই পুত্র পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে, তুমি ইহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ কর ॥ ২৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই সময় দেবী রুক্মিণী অনুপম হর্ষ লাভ করিলেন এবং এই কথা বলিলেন ॥ ৩০

অহো বকুতরাস্তাত বীরপুত্রসমাগমাৎ
অদ্য মে সফলঃ কামঃ পূর্ণো নেত্রস মনোরথঃ ॥৩১
চিরপ্রনষ্টপুত্রস্য দর্শনং প্রিয়তা সহ
আগচ্ছ পুত্র ভবনং সভার্যঃ প্রবিশেতি চ ॥ ৩২
ততোঽভিবাদ্য চরণৌ গোবিন্দঃ মাতরঞ্চ তাম
প্রদ্যুম্নঃ পূজয়ামাস বলিনঞ্চ মহাবলম্ ॥ ৩৩
উত্থাপ্য তং পরিষ্বজ্য মূর্দ্ধ্যুপাঘ্রায় বীর্যবান্।

প্রদ্যুম্নঃ বলিনাং শ্রেষ্ঠঃ কেশবঃ পরবীরহা ॥ ৩৪
তুষ্টাব চোত্থাপ্য তাং দেবীং রুক্মিণীং কৃষ্ণভূষণাং।
পরিষজ্যোপসংগৃহ্য স্নেহাদ্দশদশতাধিপী ॥ ৩৫
সমেত্য ভবনং পত্ন্যা শচীভ্রমণিতিষ্ঠতা।
প্রবেশয়ামাস তদা রুক্মিণী সুতমাগতম্ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি প্রদ্যুম্নাগমনে অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৮

অহো! আজ আমার বীর পুত্র গৃহে ফিরিয়া আসায় আমি অতিশয় ধন্য হইলাম। আজ আমার কামনা সফল হইল এবং আমার সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হইল। ৩১

বহুকাল ধরিয়া নিরুদ্দিষ্ট আমার পুত্রকে আজ আমি তাহার পত্নীর সহিত দর্শন করিলাম। পুত্র! এস, নিজের পত্নীর সহিত এই গৃহের মধ্যে প্রবেশ কর। ৩২

তদনন্তর প্রদ্যুম্ন নিজের পিতা শ্রীকৃষ্ণ ও মাতা রুক্মিণীদেবীর চরণে প্রণাম করত মহাবল বলরামকেও পূজা করিলেন। ৩৩

শত্রুবীরসংহারকারী শ্রীকৃষ্ণ বলবানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্নকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং মস্তক আঘ্রাণ করিয়া নিজের স্নেহ জ্ঞাপন করিলেন। ৩৪

তদনন্তরে বিষ্ণুপত্নী রুক্মিণীদেবী নিজের সেই পুত্রবধূকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করত সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়া স্নেহ প্রদর্শন বাক্যে তাঁহাকে নিজের স্নেহ জানাইলেন। ৩৫

যেরূপ দেবমাতা অদিতিদেবী শচী ও ইন্দ্রকে দেবভবনে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন, সেইরূপ রুক্মিণীদেবী পত্নী সহ আগত পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে নিজ ভবনমধ্যে প্রবেশ করাইলেন। ৩৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে প্রদ্যুম্নের আগমন-বিষয়ক অষ্টাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বলদেবেন প্রদ্যুম্নায়াহ্নিক-স্তোত্রস্যোপদেশদানম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ

অত্রাশ্চর্য্যাত্মকং স্তোত্রমাহ্নিকং সঙ্গতাং বর
প্রদ্যুম্নে দ্বারকাং প্রাপ্তে হৃতা তং ক লশম্বরম্ ॥ ১
বলদেবেন রক্ষার্থং প্রোক্তমাহ্নিকমুচ্যতে।
যচ্ছ্রুত্বা তু নৃপশ্রেষ্ঠ সাযং পূতাস্ততো ব্রজেৎ ॥ ২
কীর্ত্তিতা বলদেবেন বিষ্ণুনা চৈব কীর্ত্তিতম্।

ধর্ম্মকামৈস্তু মুক্তিভির্দ্বিজৈশ্চাপি কীর্ত্তিতম্ ॥ ৩
কদিচিদ্ রুক্মিণীপুত্রো বলিনা সংবৃতো গৃহে।
উপবিষ্টঃ প্রণম্যাথ তমুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৪

প্রদ্যুম্ন উবাচ

কৃষ্ণানুজ মহাভাগ রোহিণীতনয় প্রভো।
কিঞ্চিৎ স্তোত্রং মম ব্রূহি যচ্ছ্রুত্বা নির্জ্জরোঽভবম্ ॥ ৫

নবাধিক শততম অধ্যায়।

[বলদেব কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নকে আহ্নিক-স্তোত্রের উপদেশদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিভো! বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জনমেজয়! যখন প্রদ্যুম্ন কালম্বরকে বধ করিয়া দ্বারকাপুরীতে আসিলেন, তখন বলদেব তাঁহার রক্ষার জন্য তাঁহাকে এক স্তোত্রের উপদেশ করিলেন; যাহাকে—"আহ্নিক-স্তোত্র" বলা হয়। নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই আশ্চর্য্যময় আহ্নিক-স্তোত্র বর্ণন করা হইতেছে; যাহা সায়ংকালে জপ করিলে পর মানুষ পূতাত্মা (পবিত্র অন্তঃকরণবিশিষ্ট) হইয়া যায়। ১-২

এই স্তোত্র বলদেব, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু এবং ধর্ম্মাভিলাষী ঋষি ও মুনিগণও কীর্ত্তন করিয়াছেন। ৩

কোনও একদিনের ঘটনা, রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্ন গৃহে বলরামের সহিত বসিয়া ছিলেন। তখন প্রদ্যুম্ন কৃতাঞ্জলি হইয়া বলরামকে প্রণাম করত তাঁহাকে বলিলেন। ৪

প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাভাগ রোহিণীনন্দন! প্রভো! আমাকে কোনও এক স্তোত্রের উপদেশ করুন, যাহা জপ করিলে আমি নির্জ্জর হইয়া যাইতে পারিব। ৫

শ্রীবলদেব উবাচ

স্বয়ম্ভুবগুরুস্ত্বাং পাতু মাং ভগবঃ পতিঃ।
অথোঙ্কারঃ-বষট্কারৌ সাবিত্রী বিধয়স্ত্রয়ঃ ॥ ৬
ঋচো যজুংষি সামানি হুম্মাস্যাথর্ব্বণানি চ
চত্বারস্ত্বিধিলা বেদাঃ সরহস্যাঃ সবিস্তরাঃ ॥ ৭
পুরাণমিতিহাসশ্চ খিলাস্ত্রাপখিলানি চ।
অঙ্গান্যুপাঙ্গানি তথা ব্যাখ্যানানি চ পান্তু মাম্ ॥ ৮
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্।
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিস্তথা সত্ত্বং রজস্তমঃ ॥ ৯
ব্যানোদানৌ সমানশ্চ প্রাণোঽপানশ্চ পঞ্চমঃ।
বায়বঃ সপ্ত চৈবান্তে সেধ্যস্তন্মিন্ ভগবঃ ॥ ১০
মরীচিরঙ্গিরাশ্চিত্রঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্বসিষ্ঠো ভগবান্ পান্তু তে মাং মহর্ষয়ঃ ॥ ১১
কল্পপাদাশ্চ মুনয়শ্চতুর্দশ লিঙ্গা দশ
নর-নারায়ণৌ দেবৌ সপ্তৈতে পান্তু মাং সদা ॥ ১২
রুদ্রাশ্চৈকাদশ প্রোক্তা আদিত্যা দ্বাদশৈব তু।
অষ্টৌ চ বসবো দেবা অশ্বিনৌ দ্বৌ প্রকীর্তিতৌ ॥ ১৩

শ্রীবলদেব বলিলেন,—দেবতা ও অসুরগণের গুরু ভগবৎপতি ব্রহ্মা আমাকে রক্ষা করুন। ওঙ্কার, বষট্কার, সাবিত্রী, অপূর্ব্ব-বিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি,—এই তিন প্রকার বিধি; ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, রহস্য ও বিস্তারসহ সম্পূর্ণ চারিবেদ, ইতিহাস, পুরাণ, খিল, উপখিল, অঙ্গ, উপাঙ্গ এবং ব্যাখ্যাগ্রন্থ—এই সবের অভিমানী দেবতাগণ আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬-৮

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, পঞ্চম তেজ, ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি, সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ, ব্যান, উদান, সমান, প্রাণ ও পঞ্চম অপান, যাঁহাদের অধীন এই সারা জগৎ, সেই আদিত্য-প্রভৃতি সপ্ত বায়ু, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু ও ভগবান্ বসিষ্ঠ—এই মহর্ষিগণ এবং পূর্ব্বোক্ত পৃথিবী প্রভৃতির অভিমানী দেবতারা আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৯-১১

কল্পসাদি চতুর্দশ মুনি, দশদিক্ এবং নিজমনসহ দেব নর ও নারায়ণ ইঁহারা সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১২

একাদশ রুদ্ররূপ যাঁহারা কপিল, বামদেব আদিত্য, আট বসু দেবগণ এবং দুই অশ্বিনীকুমার—ইঁহারা সকলে আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১৩

শ্রীঃ শ্রীর্লক্ষ্মীঃ স্বধা মেধা কৃতিঃ পুষ্টিঃ ধৃতির্ধৃতিঃ।
অদিতির্দিতির্দনুশ্চৈব সিংহিকা চৈত্যমাতরঃ ॥ ১৪
হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধঃ শ্বেতপর্ব্বতঃ।
ক্ষমঃ পারিযাত্রশ্চ বিন্ধ্যো বৈদূর্য্যপর্ব্বতঃ ॥ ১৫
সহ্যোদয়শ্চ মলয়ো মেরুর্মন্দর এব চ।
ক্রৌঞ্চ-কৈলাস-মৈনাকাঃ পান্তু মাং বরদীশ্বরাঃ ॥ ১৬
শেষশ্চ বাসুকিশ্চৈব বিশালাক্ষশ্চ তক্ষকঃ।
এলাপত্রঃ শুক্লবর্ণঃ কম্বলাশ্বতরাবুভৌ ॥ ১৭
হস্তিভদ্রঃ পিঙ্গলশ্চ কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ।
তথা পূরণকশ্চৈব নাগশ্চ কবরীকঃ ॥ ১৮
সুনন্দাদ্যো দধিমুখস্তথা মৃগারপিণ্ডকঃ।
মণিনাগশ্চ ভগবাংস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥ ১৯
নাগরাড়ধিরূঢ়শ্চ তথা ব্যাপিনকোঽপরঃ
এতে চান্যে চ বহবো যে চাহে নাগকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২০
ভূধরাঃ সত্তাধর্ম্মাণঃ পান্তু মাং ভূতগেশ্বরাঃ।
সমুদ্রাঃ পান্তু চত্বারো গঙ্গা চ সরিতাং বরা ॥ ২১
সরস্বতী চন্দ্রভাগা শতরুঃ পরিকা শিবা
দ্বারাবতী বিপাশা চ সরযূর্যমুনা তথা ॥ ২২

শ্রী, ঐ, লক্ষ্মী, স্বধা, পুষ্টি, মেধা, কৃতি, ধৃতি, ধৃতি, দেবমাতা অদিতি এবং দৈত্যমাতৃগণ দিতি, দনু ও সিংহিকাদিগণ আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১৪

হিমবান্, হেমকূট, নিষধ, শ্বেতপর্বত, ক্ষমঃ, পারিযাত্র, বিন্ধ্য, বৈদূর্য্যপর্বত, সহ্য, উদয়গিরি, মলয়, মেরু, মন্দর, মহেন্দ্র, ক্রৌঞ্চ, কৈলাস ও মৈনাকাদি পর্বতসকল আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১৫-১৭

শেষ, বাসুকি, বিশালাক্ষ ও তক্ষক, এলাপত্র, শুক্লবর্ণ, কম্বল, অশ্বতর, হস্তিভদ্র, পিঙ্গলক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, পূরণক, কবরীক নাগ, সুনন্দাদ্য, দধিমুখ, মৃগারপিণ্ডক, ভিন লোকে বিখ্যাত ভগবান্ মণিনাগ, নাগরাজ অধিরূঢ় এবং ব্যাপিনক ইঁহারা ও অন্যান্য যে সমস্ত বহুনাগগণ আছেন, যাঁহাদের নাম এখানে উল্লিখিত হয় নাই, সেই সব সত্তাধর্ম্ম ও পৃথিবীর ভারবহনকারী নাগরাজগণ আমাকে রক্ষা করুন ॥১৮-২০॥

চার সমুদ্র আমাকে রক্ষা করুন। নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গঙ্গা, সরস্বতী, চন্দ্রভাগা, শতরু, পেরিকা, শিবা, দ্বারাবতী, বিপাশা, সরযূ, যমুনা, কলাসী, রথোষ্ণী, বাহুদা, হিরণ্বতী, কৃষ্ণা ইক্ষুমতী, প্রবণী, রেবমা, দুর্বিদাত্ত চর্ম্মবতী ও পুণ্যসলিলা বসুধর

কন্যাখী চ রথোদ্যা চ বাহুদা চ শিবনালা
প্লক্ষা চেক্ষুমতী চৈব প্রবত্তী চ বৃত্রঘ্নী ॥ ১৩
খ্যাতা চর্ম্মবতী চৈব পুণ্যা চৈব বসুন্ধরা।
এতাশ্চান্যাশ্চ সরিতো যাশ্চান্যা নানুকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৪
উত্তরাপথবাসিন্যঃ সলিলৈঃ সুপবন্তু মাম্।
বেণী যোগাবরী সীতা কাবেরী কৌশুণাবতী ॥ ১৫
কৃষ্ণা বেণা শুক্তিমতী তমসা পুষ্পবাহিনী।
তাম্রপর্ণী জ্যোতিরথা উৎপলোদুম্বরাবতী ॥১৬
নদী বৈতরণী পুণ্যা বিদর্ভা নর্ম্মদা শুভা।
বিতস্তা ভীমরথ্যা চ ঐলা চৈব মহানদী ॥ ১৭
কালিন্দী সোমতী পুণ্যা নদঃ সোনস্তু বিশ্রুতঃ।
এতাশ্চান্যাশ্চ বৈ নদ্যো যাশ্চান্যা ন তু কীর্ত্তিতাঃ ॥১৮
দক্ষিণাপথবাসিন্যঃ সলিলৈঃ সুপবন্তু মাম্
ক্ষিপ্রা চর্ম্মবতী পুণ্যা মহী শুভ্রবতী তথা ॥ ১৯
সিন্ধুর্বেত্রবতী চৈব তোতোক্ষা বনমালিকা
পূর্ব্বভদ্রা পরাভদ্রা উপ্লিনী চ পরাক্রমা। ॥ ৩০
খ্যাতা বেত্রবতী চৈব চাপদাখ্যেতি বিশ্রুতা
প্রস্রাবতী কুণ্ডনদী নদঃ পুণ্যা সরস্বতী ॥ ৩১
চিত্রবহা চেক্ষুবালা চ তথা মধুমতী নদী।
উমা গুরুনদী চৈব তাপী চ পয়োষ্ণিকা ॥ ৩২
বিমলা বিমলোদা চ মন্দগঙ্গা পয়স্বিনী।
এতাশ্চান্যাশ্চ বৈ নদ্যো যাশ্চান্যা নানুকীর্ত্তিতাঃ ॥৩৩
তা মাং সমভিষিঞ্চন্তু পশ্চিমাম্নায়সংস্থিতা দিশম্।
তাপীরথী পুণ্যজলা প্রাচ্যাং দিশি সমাশ্রিতা ॥ ৩৪
সা তু দহতু যে পাপং কীর্ত্তিতা শন্তুনা পুরা।
প্রভাসক প্রয়াগঞ্চ নৈমিষং পুষ্করাণি চ ॥ ৩৫
গঙ্গাতীর্থং কুরুক্ষেত্রং শ্রীক্ষেত্রং গৌতমাশ্রমম্।
রামহ্রদং বিনশনং রামতীর্থং তথৈব চ ॥ ৩৬
গঙ্গাদ্বারং কনখলং সোমং বৈ ব্রহ্ম চোত্তিষ্ঠং।
কপালমোচনং তীর্থং ত্রিপুরার্ণবং বিশ্রুতম্ ॥৩৭
সুবর্ণবিন্দুং বিখ্যাতং তথা কনকপিঙ্গলম্।
দশাশ্বমেধিকং চৈব পুণ্যাশ্রমবিভূষিতম্ ॥ ৩৮
বদরী চৈব বিখ্যাতা নর-নারায়ণাশ্রমঃ
বিখ্যাতং ভদ্রতীর্থঞ্চ তীর্থং ভদ্রবটং তথা ॥ ৩৯
কোকামুখং পুণ্যতমং গঙ্গাসাগরমেব চ।
নগরেষু তপোবন্ত গঙ্গোদ্ভেদঞ্চ বিশ্রুতঃ ॥ ৪০
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি সেবিতানি মহর্ষিভিঃ।
মাং স্নাপয়ন্তু সলিলৈর্যানি মে কীর্ত্তিতানি বৈ ॥৪১

এই সব নদী এবং আরও যে সব বহু নদী আছে, যাহাদের নাম এস্থানে উল্লেখ করা হইল না, উক্ত ৮'বারে প্রবাহিত', সেই সব নদী নিজ নিজ জলে আমাকে স্নান করান ॥ ২১-২৯॥

বেণী, যোগাবরী, সীতা, কাবেরী, কৌশুণাবতী, কৃষ্ণা, বেণা, শুক্তিমতী, তমসা, পুষ্পবাহিনী, তাম্রপর্ণী, জ্যোতিরথা, উৎকলা, উৎপলাবতী, বৈতরণী নদী, পুণ্যসলিলা বিদর্ভা, শুভ্ররূপা নর্ম্মদা, বিতস্তা, ভীমরথ্যা, মহানদী ঐলা, কালিন্দী, পুণ্যসলিলা সোমতী, সুবিখ্যাত নদ সোনভদ্র—ইহারা এবং অন্য আরও যে সব নদী আছে, যাহাদের নাম এস্থানে উল্লিখিত হয় নাই, সেই সব দক্ষিণ ভারতে প্রবাহিতা নদী আমাকে নিজ নিজ জলের দ্বারা স্নান করান ॥ ২৩-২৮॥

ক্ষিপ্রা, চর্ম্মবতী, পুণ্যসলিলা মহী, শুভ্রবতী, সিন্ধু, বেত্রবতী, তোতোক্ষা, বনমালিকা, পূর্বভদ্রা, পরাভদ্রা, উপ্লিনী, পরাক্রমা, বিখ্যাতা বেত্রবতী, চাপদাখ্যা, প্রস্রাবতী, কুণ্ডনদী, পুণ্যসলিলা সরস্বতী, চিত্রবহা, ইক্ষুমালা, মধুমতী নদী, উমা, গুরুনদী, তাপী, বিমলোদকা, বিমলা, বিমলোদা, মন্দগঙ্গা ও পয়স্বিনী—ইহারা এবং অন্য আরও যে সব নদী আছে যাহাদের নাম এস্থানে কথিত হয় নাই, সেই সব পশ্চিমদিক্ আশ্রয় করিয়া প্রবাহিতা নদীরা আমাকে নিজ নিজ জলে অভিষিক্ত করুন ॥২৯-৩৩॥

যে পুণ্যসলিলা তাপীরথী পূর্বদিক্ আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইতেছেন এবং যাঁহাকে ভগবান্ শঙ্কর নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি নিজের নাম কীর্তন করিলে পর আমার পাপকে দগ্ধ করিয়া দিন ॥ ৩৪॥

প্রভাস, প্রয়াগ, নৈমিষ, পুষ্কর, গঙ্গাতীর্থ, কুরুক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র, গৌতমাশ্রম, পরশুরামকৃত, বিনশনতীর্থ, রামতীর্থ, যেস্থানে সোমের উদ্ধার হইয়াছিল, সেই সোমোদ্ধারতীর্থ, কপালমোচন-তীর্থ, সুবিখ্যাত ত্রিপুরার্ণব, সুবর্ণবিন্দু নামে বিখ্যাত তীর্থ, কনক-পিঙ্গলতীর্থ, পবিত্র আশ্রমসমূহে বিভূষিত দশাশ্বমেধিকতীর্থ, সুবিখ্যাত বদরীতীর্থ, নর-নারায়ণের আশ্রম, ভদ্রতীর্থ, ভদ্রবটতীর্থ পরম পবিত্র কোকামুখতীর্থ, গঙ্গাসাগর, মন্দরমেদে স্থিত তপোবন ও গঙ্গোদ্ভেদ নামে বিখ্যাত তীর্থ মহর্ষিগণসেবিত এই সব পুণ্য তীর্থ, যাহাদের নাম আমি কীর্তন করিলাম, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাকে নিজ নিজ জলে অভিষিক্ত করুন ॥ ৩৫-৪১॥

সূকরঃ যোগমার্গশ্চ শ্বেতদ্বীপঃ তথৈব চ।
ব্রহ্মতীর্থং রামতীর্থং বাজিমেধশতোপমম্ ॥ ৪১
ধারাসম্পাতসংযুক্তা গঙ্গা কিঞ্চিদনাশিনী
গঙ্গা বৈকুণ্ঠকেদারঃ সূকরোদ্ভেদনং পরম্।
উদ্ধারণযোনয়া তীর্থং পুনস্তেভ্যনি কিঞ্চিদাৎ ॥ ৪৩
ধর্ম্মার্থকামবিধয়ো যমঃপ্রাপ্তিঃ শমো দমঃ
বরুণেশোঽথ ধনদো ধর্ম্মো নিয়ম এব চ ॥ ৪৪
কালো নয়ঃ সন্নতিশ্চ ক্রোধো মোহঃ ক্ষমা ধৃতিঃ।
বিদ্যাভেদঃপ্রধাবশ্চৌষধ্যঃ প্রমাদোঽশ্বিপ্রহাঃ ॥ ৪৫
যক্ষাঃ পিশাচ-গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাঃ সিদ্ধ-চারণাঃ।
নক্ষত্রাণি গ্রহাশ্চৈব স্তবঃ শিশিরাদয়ঃ
মাসাহোরাত্রয়শ্চৈব সূর্যাচন্দ্রমসৌ তথা ॥ ৪৮
আমোদশ্চ প্রমোদশ্চ প্রহর্ষঃ শোক এব চ
রজস্তমস্তথা সত্ত্বং শুদ্ধির্দ্ধিতিঃ শ্রুতিঃ ॥ ৪৯
রুদ্রাণী ভদ্রকালী চ ভদ্রা জ্যেষ্ঠা তু বারুণী।
ভাসী চ কালিকা চৈব শাণ্ডিলী চেতি বিশ্রুতা ॥৫০

আর্য্যা কুহূঃ সিনীবালী ভীমা চিত্ররথী ধৃতিঃ।
একানংশা চ কুম্ভাণ্ডী দেবী কাত্যায়নী চ যা ॥৫১
লোহিত্যা জনমাতা চ দেবকন্যাস্তু যাঃ স্মৃতাঃ।
গোনন্দা দেবপত্নী চ মাং রক্ষন্তু সর্বাস্তথা ॥ ৫২
নানাস্তবণবেশাশ্চ নানারূপাশ্চিতাননাঃ।
নানাদেশবিচারিণ্যো নানাশস্ত্রোপশোভিতাঃ ॥ ৫৩
মেদোমজ্জাপ্রিয়াশ্চৈব মদ্যমাংসবসাপ্রিয়াঃ।
মার্জ্জারঘৃষীপিবক্ত্রাশ্চ গজসিংহনিভাননাঃ ॥ ৫৪
কবন্ধবায়সগৃধ্রাণাং ক্রৌঞ্চকুলাননাস্তথা।
ব্যালযজ্ঞোপবীতাশ্চ চর্ম্মপ্রাবরণাস্তথা ॥ ৫৫
ক্ষতভোক্তিবক্ত্রাশ্চ গরভেরীসমস্বনাঃ।
মৎসরাঃ ক্রোধনাশ্চৈব প্রাণানাং রুচিরালয়াঃ ॥ ৫৬
মন্ত্রোপস্তুপ্রবন্তাশ্চ প্রস্তরস্তাশ্চ বিষ্ঠিতাঃ।
পিঙ্গাক্ষাঃ পিঙ্গকেশাশ্চ তথোর্দ্ধ্বা লুনমূর্দ্ধজাঃ ॥ ৫৭
ঊর্দ্ধকেশ্যঃ কৃষ্ণকেশ্যঃ শ্বেতকেশ্যস্তথাবরাঃ।
নানাযুদ্ধবলাশ্চৈব বায়ুবেগাস্তথাপরাঃ ॥ ৫৮
একহস্তা একপাদা কোক্ষাঃ পিঙ্গলা মতাঃ।
বহুপুত্রাঃপুত্রাশ্চ দ্বিপুত্রাঃ পুত্রগুপ্তিকাঃ ॥ ৫৯

সূকরতীর্থ, যোগমার্গ, শ্বেতদ্বীপ, রামতীর্থ, শত অশ্বমেধ-যজ্ঞতুল্য ফলদায়ক রামতীর্থ, ধারাপাতে পতিত গঙ্গা, পাপনাশিনী গঙ্গা, বৈকুণ্ঠ-কেদার, উত্তম সূকরোদ্ভেদনতীর্থ এবং মুক্তিপ্রদ পাপমোচনতীর্থ—এই সমস্ত তীর্থ আমাকে পাপরহিত ও পবিত্র করুন ॥ ৪২-৪৩

ধর্ম্ম, অর্থ ও কামবিষয়ক শাস্ত্র, যমঃপ্রাপ্তি, শম, দম, বরুণ, ঈশ, ধনদ, যম, নিয়ম, কাল, নয়, সন্নতি, ক্রোধ, মোহ, ক্ষমা, ধৃতি, বিদ্যাভেদ, বেদ, ওষধিসমূহ, প্রধাব, ঈপ্রাদ, বিপ্রহ, যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, চারণ, নিশাচর, খেচর, বৃহৎ বজ্রযুক্ত বিদ্রাজীবন্ধ, বেদ, কলা, ক্রটি, লব, ক্ষণ, নক্ষত্র, গ্রহ, দিবারাত্রি ঋতুসকল, মাস, দিন, রাত্রি, সূর্য্য, চন্দ্র, আমোদ, প্রমোদ, হর্ষ, শোক, রজ, তম, গুণ, সত্ত্ব, শুদ্ধি, বুদ্ধি, ধৃতি, শ্রুতি, রুদ্রাণী, ভদ্রকালী, ভদ্রা, জ্যেষ্ঠা, বারুণী, ভাসী, কালিকা, শাণ্ডিলী, আর্য্যা, কুহূ, সিনীবালী, ভীষা, চিত্ররথী, ধৃতি, একানংশা, কুম্ভাণ্ডী, কাত্যায়নী দেবী, লোহিত্যা, জনমাতা, দেবকন্যাগণ, গোনন্দা ও দেবপত্নী—ইহারা সকলে বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৪৪-৫২ ॥

যাঁহারা নানাপ্রকার আভরণ ও বেশ ধারণ করেন, যাঁহাদের মুখে অনেক প্রকার চিহ্ন অঙ্কিত আছে, যাঁহারা বিভিন্ন দেশসমূহে বিচরণ করেন ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুশোভিত আছেন, যাঁহাদের মেদ, মজ্জা, মদ্য, মাংস ও বসা প্রিয়, যাঁহাদের মুখ বিড়াল, বাঘ, হুতী, সিংহ, কঙ্ক কাক, শকুনি ও ক্রৌঞ্চের মুখের তুল্য, যাঁহারা সর্ব্বদা যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন এবং চর্ম্মময় প্রাবরণে (চাদরে) নিজের অঙ্গ আবৃত করিয়া রাখেন, যাঁহাদের মুখ রক্তে অতিশিক্ত এবং যাঁহাদের বাণী ভেরীর প্রখর ধ্বনির ন্যায় গম্ভীর, যাঁহারা ঈর্ষ্যালু ও ক্রোধী, প্রাণীরা যাঁহাদের সুন্দর নিবাস, যাঁহারা মত্ত, উন্মত্ত ও প্রমত্ত হইয়া প্রহার করিতে করিতে পৃথিবী অবস্থান করেন, যাঁহাদের চক্ষু ও কেশ পিঙ্গলবর্ণ, যাঁহাদের অতিরিক্ত যাঁহাদের কেশ কর্ত্তন করা হইয়াছে, যাঁহাদের মস্তকের কেশ উপরের দিকে উঠিয়া রহিয়াছে, যাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ ও শুক্লবর্ণ কেশ ধারণ করেন, যাঁহার আকৃতিতে ক্ষুদ্র, যাঁহাদের মধ্যে বহু রাক্ষসের সহস্র বলের সমান বল আছে, যাঁহারা বায়ুতুল্য বেগসম্পন্ন, যাঁহাদের একটি পদ, একটি হস্ত ও একটি চক্ষু আছে, যাঁহারা দেখিতে পিঙ্গলবর্ণের বলিয়া মনে হয়, যাঁহাদের বহু ও অতি অল্প পুত্র আছে, যাঁহাদের দুইটি পুত্র আছে, যাঁহারা পুত্রগণের

মুখরন্ত্রী বিড়ালী চ পূতনা গন্ধপূতনা।
শীতবাতোষ্ণবেতালী রেবতী গ্রহসংজ্ঞিতা: ॥ ৬০
প্রিয়হাস্যা: প্রিয়ক্রোধা: প্রিয়বাসা: প্রিয়ংবদা:।
সুখপ্রধান্যসুখদা: সদা বিজ্ঞজনপ্রিয়া: ॥ ৬১
নক্তঞ্চরা: সুখোদর্কা: সদা পর্ব্বণি দারুণা:
মাতরো মাতৃবৎ পুত্রং রক্ষন্তু মম নিত্যশ: ॥ ৬২
পিতামহমুখোদ্ভূতা রৌদ্রা রুদ্রাঙ্গসম্ভবা:।
কুমারস্কন্দজাশ্চৈব অরা বৈ বৈষ্ণবাস্তথা: ॥ ৬৩
মহাষ্টমী মহাবীর্য্যা দর্পোদ্ভূতা মহাবলা:।
ক্রোধনাক্রোধনা: ক্রূরা: পুরুষপ্রকরাশিন: ॥ ৬৪
নক্তঞ্চরা: কেশশিরো দণ্ডিণ: শ্রিয়হিংস্রিকা:।
লম্বোদরা জঘনিন: পিঙ্গাক্ষা বিশ্বরূপিণ: ॥ ৬৫
শক্তিশূলপরশ্বধাসচর্ম্মাসিপানয়:
পিনাকবজ্রমুষল-ব্রহ্মদণ্ডায়ুধপ্রিয়া: ॥ ৬৬
দণ্ডিন: কুণ্ডিন: শূরা জটামুকুটধারিণ:।
বেদবেদাঙ্গকুশলা নিত্যযজ্ঞোপবীতিন: ॥ ৬৭
ব্যালাশীড়া: কুণ্ডলিনো বর্ব্বরা: কেশধারিণ:
নানাবসনসংবীতাশ্চিত্রমাল্যানুলেপনা: ॥ ৬৮
গজাশ্বোষ্ট্রখরারূঢ়া: সিংহব্যাঘ্রনিভাননা:।
বরাহোলূকগোমায়ুগাধূমমুখিমাননা: ॥ ৬৯
বামনা বিকটা: কৃষ্ণা: করালা লূনমূর্দ্ধজা:
সংপ্রশস্তশস্ত্রাস্তে সংত্রস্তভয়ধারিণ: ॥ ৭০
শ্বেতা: কৈলাসসঙ্কাশা: কেচিদ্দিনকরপ্রভা:।
কেচিজ্জলদবর্ণাভা নীলাঞ্জনচয়োপমা: ॥ ৭১
একপাদা দ্বিপাদশ্চ তথা দ্বিশিরসোঽপরে।
নির্মাংসা: স্থূলজঙ্ঘাশ্চ ব্যাদিতাস্যা ভয়ঙ্করা: ॥ ৭২
বাপীতড়াগকূপেষু সমুদ্রেষু সরিৎসু চ।
শূন্যাগারৈল্বৃক্ষেষু শূন্যাগারনিবাসিন: ॥ ৭৩
এতে গ্রহাশ্চ মাতরঃ রক্ষন্তু মম সর্ব্বতঃ।
মহাগণপতির্নন্দী মহাকালো মহাবলঃ।
মাহেশ্বরো বৈষ্ণবশ্চ মাতরো লোকভাবহাঃ ॥ ৭৪

ধারা দূষিত আছেন অথবা পুত্রদেহকে দূষিত দূষিত করেন। মুখরন্ত্রী, বিড়ালী, পূতনা, গন্ধপূতনা, শীতবাতোষ্ণবেতালী ও রেবতী প্রভৃতি নামে যাঁহারা প্রসিদ্ধ, যাঁহাদিগকে নবগ্রহ বলা হয়, যাঁহাদের হাস্য ও ক্রোধ প্রিয়, যাঁহারা বস্ত্র ও বাসস্থানে বিশেষ অনুরাগিণী, যাঁহারা প্রিয়বাক্য বলেন, যাঁহারা সুখ ও দুঃখ উভয়ই প্রদান করেন, যাঁহারা বিজ্ঞাতিগণের সদা প্রিয়, যাঁহারা রাত্রিতে বিচরণ করেন, উপাসকদিগকে রক্ষিতে সুখদান করেন এবং যাঁহারা পর্ব্বকালে নিজের ভীষণ মূর্ত্তিতে পরিচয় প্রদান করেন, সেই মাতৃকাগণ মাতা যেরূপ নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, সেইরূপ আমাকে প্রতিদিন রক্ষা করুন। ৫৩-৫২

যাঁহারা পিতামহ ব্রহ্মার মুখ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, যাঁহারা রৌদ্র, যাঁহারা রুদ্রদেবের অঙ্গসম্ভূত হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, যাঁহারা কুমার কার্ত্তিকেয়ের দেহ (বর্ণ) হইতে জাত হইয়াছেন—এবং বৈষ্ণবাদি ভয়ঙ্করূপ; যাঁহারা মহাবলবান, মহাপরাক্রমশালী দর্পযুক্ত ও মহাবল, যাঁহারা ক্রোধপরায়ণ অথবা ক্রোধরহিত, যাঁহাদের স্বভাব ক্রূর, যাঁহারা দেবগণের সমান শরীরধারী, যাঁহারা রাত্রিতে বিচরণ করেন, যাঁহাদের কাণ্ড কেশর বিস্তৃতিমান আছে, যাঁহাদের বস্ত্র অতিশয় বৃহৎ, যাঁহাদের মুখ প্রিয় যাঁহাদের উদর লম্বা, জঘন স্থূল (মোটা) এবং নয়ন পিঙ্গলবর্ণ, যাঁহারা বিশ্বরূপধারী, যাঁহাদের হস্তে শক্তি, অসি, শূল, পরিঘ, প্রাস, চাল ও তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র শোভা পাইতেছে, পিনাক, বজ্র, মুষল ও ব্রহ্মদণ্ডনামক অস্ত্র যাঁহাদের প্রিয়, যাঁহারা দণ্ড ও কুণ্ড ধারণ করেন, কেহ কেহ শিরোদেশে জটা বেশেষে বিশেষ নিপুণ, যাঁহারা নিত্য যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন, মস্তকে সর্পের মুকুট ধারণ করিয়া রাখেন, যাঁহাদের কর্ণে কুণ্ডল ও বাহুতে বলয় শোভিত আছে, যাঁহারা বীর, যাঁহারা বিচিত্র মালা ও অনুলেপন ধারণ করেন, যাঁহাদের মুখ হস্তী অশ্ব, উষ্ট্র, বরাহ, বিড়াল, সিংহ, ব্যাঘ্র, শূকর, ঐলক, ঘোর ঘূমবর্ণ মুখ, ইঁহার ও মহিষের মুখতুল্য, যাঁহারা বামন, বিকটাকার, কৃষ্ণ, বিকরাল ও কর্ত্তিত কেশবিশিষ্ট, ইহা ব্যতীত যাঁহারা ভয়ানক লক্ষ ও সম্যক্ ভীষণ ধারণ করেন, যাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কৈলাস পর্ব্বত-সদৃশ শ্বেতবর্ণ; কেহ কেহ দিনকর সূর্য্যতুল্য দীপ্তিমান, কেহ কেহ মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং কেহ কেহ অঞ্জনরাশিতুল্য নীলবর্ণ, যাঁহারা এক ও দুই পদযুক্ত, যাঁহারা দুইটি মস্তকবিশিষ্ট, যাঁহারা দেহিতে রক্তমাংস-রহিত কঙ্কালতুল্য, যাঁহাদের জঙ্ঘা স্থূল (মোটা), যাঁহাদের মুখ বিস্তৃত থাকায় যাঁহারা ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীত হয়, বাপী, তড়াগ, কূপ, সমুদ্র, নদী, অন্যান্যভূমি, পর্ব্বত, বৃক্ষ ও শূন্যগৃহে যাঁহারা বাস করেন, এই সব গ্রহগণ সতত সর্ব্বদিক্ রক্ষা আমাকে রক্ষা করুন। ৪৩-৭৩

মহাগণপতি, নন্দী, মহানলশালী মহাকাল, লোকভয়ঙ্কর মাহেশ্বর ও বৈষ্ণব জ্বর, গ্রামণী, গোপাল, কৃষ্ণরাতি, পদ্মের,

গ্রামণীশ্চৈব গোপালো দুরুদীর্ণেশ্বরঃ।
দেবশ্চ বামদেবশ্চ ঘণ্টাকর্ণঃ করন্ধমঃ ॥ ৭৫
শ্বেতমৌলিঃ কপালী চ ভগুরুঃ শক্রতাপনঃ।
মজ্জনোন্মজ্জনৌ চোভৌ সন্তাপন-বিলাপনৌ ॥৭৬
নিজবাসোঽথসশ্চৈব সুবাকর্ণঃ প্রমোষণঃ
উল্কামালী যমময়ো জ্বালামালী প্রমর্দনঃ ॥ ৭৭
সঙ্কটনঃ সঙ্কটনঃ কাষ্ঠভূতঃ শিবঙ্করঃ
কৃষ্ণাক্ষঃ কৃষ্ণমূর্ধা চ রোচনো বৈকৃন্তো গ্রহঃ ॥ ৭৮
অনিকেতঃ সুরারিঘ্নঃ শিবশ্চাশিব এব চ।
ক্ষেমকঃ পিশিতাশী চ মুরারির্হরিলোচনঃ ॥ ৭৯
ভীষকো গ্রাহকশ্চৈব তথৈবাগ্রময়ো গ্রহঃ
উপগ্রহোঽর্থকশ্চৈব তথা স্কন্দগ্রহোঽপরঃ ॥ ৮০
চপলোঽসমবেতালস্তামসঃ সুমহাকপিঃ
হৃদয়োদ্বর্তনশ্চৈতঃ কৃত্তাশী কম্পনপ্রিয়ঃ ॥ ৮১
হরিশ্মশ্রুর্ধরুস্থস্তো মনোমারুতরংহসঃ।
পার্শ্বজা রোমজস্তূতাঃ সহস্রাণি শতানি চ ॥ ৮২
শক্তিমন্তো দ্বাত্রিমন্তো দক্ষিণাঃ সব্যতাসঞ্জয়াঃ
সর্বকামাপরস্ত্রাতা দ্বিসহস্রাঙ্ক মূর্ধে মূর্ধে ॥ ৮৩
রাত্রাবনি ভূর্গপূ কীর্ত্তিতাঃ সকলৈস্তথৈঃ।
তেষাং গণানাং পততঃ সগণাঃ পান্তু মাং সদা ॥ ৮৪

নারদঃ পর্বতশ্চৈব গন্ধর্বাপ্সরসাঃ গণাঃ।
পিতরঃ কারণং কার্য্যমাধত্তে ব্যাধয়ন্তথা ॥ ৮৫
অগস্ত্যো গালবো গার্গ্যঃ শক্তির্ধৌম্যঃ পরাশরঃ।
কৃষ্ণাত্রেয়শ্চ ভগবানসিতো দেবলো বলঃ ॥ ৮৬
বৃহস্পতিরুতথ্যশ্চ মার্কণ্ডেয়ঃ প্রভঞ্জবাঃ।
বৈপায়নো বিবর্তশ্চ জৈমিনির্মাঠরঃ কঠঃ ॥ ৮৭
বিশ্বামিত্রো বসিষ্ঠশ্চ লোমশশ্চ মহামুনিঃ।
উতথ্যশ্চৈব রৈভ্যশ্চ পৌলোমশ্চ ঘিতব্রতঃ ॥ ৮৮
ঋষির্বৈ কালবৃক্ষীয়ো মুনির্মেধাতিথিস্তথা।
সারস্বতো ধবক্রীতিঃ কৃণিকো গৌতমস্তথা ॥ ৮৯
সংবর্ত শ্চ্যবনশ্চৈব স্থাণ্বাত্রেয়ো বিভাণ্ডকঃ।
ঋটীকো জমদগ্নিশ্চ তথৈবোশনসাঃ নিধিঃ ॥ ৯০
ভরদ্বাজঃ স্থূলশিরাঃ কপ্পলঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
বৃহদগ্নির্হবির্ভুক্চ ঘিতঃ ক্ষ এব চ ॥ ৯১
বৈতণ্ডী গৌতমশ্চৈব বেদবাহোঽথ গুপ্তবিৎ।
অষ্টাবক্রো দধীচশ্চ ঘেতকেতুস্তথৈব চ ॥ ৯২
উদ্দালকঃ কৌণপাদিঃ স্থূলা গৌরমুখস্তথা।
অত্রিবেশ্যঃ পরীকশ্চ প্রমুচুমুচুস্তথা ॥ ৯৩
এতে চান্যে চ ঋষয়ো বরদাঃ শান্তিব্রতাঃ
মুনয়ঃ শান্তিত্মাত্মানো যে চাঙ্কে নানুকীর্তিতাঃ ॥ ৯৪

দেব, বামদেব, ঘণ্টাকর্ণ, করন্ধম, শ্বেতমৌল, কপালী, ভগুরু, শক্রতাপন, মজ্জন, উন্মজ্জন, সন্তাপন, বিলাপন, নিজবাস, অথস, সুবাকর্ণ, প্রমোষণ, উল্কামালী, যমময়, জ্বালামালী, প্রমর্দন, সঙ্কটন, সঙ্কটন, কাষ্ঠভূত, শিবঙ্কর, কৃষ্ণাক্ষ, কৃষ্ণমূর্ধা, রোচন, বৈকৃন্তগ্রহ, অনিকেত, সুরারিঘ্ন, শিব, অশিব, ক্ষেমক, পিশিতাশী, মুরারি, হরিলোচন, গ্রাহক, অগ্রময় গ্রহ, উপগ্রহ, অর্থক, স্কন্দগ্রহ, চপল, অসমবেতাল, তামস, সুমহাকপি, হৃদয়োদ্বর্তন, ঐত, কৃত্তাশী, কম্পনপ্রিয়, হরিশ্মশ্রু এবং ধর ও বায়ুতুল্য বেগশালী ধরুস্থান্ (ধরুক)। পার্শ্বজাতীয়েরা রোম হইতে উৎপন্ন শত শত ও সহস্র সহস্র গণ, যাঁহারা শক্তিমান্, বৈর্যশালী, ব্রাহ্মণভক্ত এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ ও যাঁহারা প্রত্যেক যুদ্ধে শত্রুদিগের সম্পূর্ণ কামনাসমূহ নাশ করেন; ইঁহারা সকলে রাত্রিতে ও দিবসে দুর্গম সঙ্কটের সময় যখন যখন কীর্তিত হইবেন, তখন তখনই এই সব ঘণ্টপতিগণ নিজেদের গণসমূহে ও সমস্ত গণের সহিত সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন। ৭৫-৮৪

নারদ, পর্বত, গন্ধর্ব ও অপ্সরাদিগের গণসমূহ, পিতৃগণ, কারণ, কার্য্য, আধি-ব্যাধি, অগস্ত্য, গালব, গার্গ্য, শক্তি, ধৌম্য, পরাশর, কৃষ্ণাত্রেয়, ঐশ্বর্যশালী অসিত-দেবল, বল, বৃহস্পতি, উতথ্য, মার্কণ্ডেয়, ভগুবর, বৈপায়ন, বিবর্ত, জৈমিনি, মাঠর, কঠ, বিশ্ব মিত্র, বসিষ্ঠ, মহামুনি লোমশ, উতথ্য, রৈভ্য, পৌলোম, ঘিত, ক্ষিত, কালবৃক্ষীয় ঋষি, মুনি মেধাতিথি, সারস্বত, ধবক্রীত, কৃণিক, গৌতম, সংবর্ত, ভগবান্ ভার্গবাত্রেয়, বিভাণ্ডক, ঋটীক, জমদগ্নি, ঔশনসনিধি ঋষি, ভরদ্বাজ, স্থূলশিরাঃ, কপ্পল, পুলহ, ক্রতু, বৃহদগ্নি, হবির্ভুক্, বিভূত, ক্ষ, বৈতণ্ডী, গৌতমাত্মজ, বেদবাহ, গুপ্তবিৎ, অষ্টাবক্র, দধীচি, শ্বেতকেতু, উদ্দালক, কৌণপাদি, স্থূলা, গৌরমুখ, অত্রিবেশ্য, পরীক্ষ, প্রমুচু, মুচু এবং অন্যান্য উত্তম ব্রতপালনকারী বহু ঋষি ও তাঁহারা মুনিগণ এবং অন্য যজ্ঞপরায়ণ শ্রুতিগীর ও শান্ত যে সব মহর্ষিদিগের নাম এস্থানে কীর্তন করা হইল না, ইঁহারা সকলেই সর্বদা আমাকে শান্তি প্রদান করুন। ৮৫-৯৪।

ক্রতবঃ প্রাণিনঃ শাস্ত্রাঃ শান্তিঃ কুর্বন্তু মে সদা
ত্রয়োঽগ্নয়স্ত্রয়ো বেদাস্ত্রৈবিদ্যাঃ কৌস্তুভো মণিঃ ॥ ৯৫
উচ্চৈঃশ্রবা হরঃ শ্রীমান্ বৈদ্যো ধন্বন্তরিহরিঃ।
অমৃতং গৌঃ সুপর্ণশ্চ ধৃতি গৌরাশ্চ সর্বপাঃ ॥৯৬
শুক্লাঃ সুমনসঃ কন্যাঃ শ্বেতচ্ছত্রং যবাঙ্কুরাঃ
দূর্বা হিরণ্যং গন্ধাশ্চ বালব্যজনমেব চ ॥ ৯৭
তথাপ্রতিহতঃ চক্রং মহোক্ষস্তনয়ঃ বিষম্।
শ্বেতো বৃষঃ কপী মত্তঃ সিংহো ব্যাঘ্রো হয়ো গিরিঃ ॥ ৯৮
পৃথিবী চোদ্ধৃতা লাজাস্ত্রাক্ষা মধু পায়সম্।
স্বস্তিকো বর্দ্ধমানশ্চ নন্দ্যাবর্ত্তঃ প্রিয়ঙ্করঃ।
শ্রীফলাঃ গোময়ঃ মৎস্যো দৃন্দুভিঃ পটধ্বনঃ ॥ ৯৯
অধিপদ্মাশ্চ কন্যাশ্চ শ্রীমদ্ভূতাসনং ধনুঃ
রোচনা রুচকশ্চৈব নদ্যানাং সঙ্গমোঽকম্ ॥ ১০০
সুপর্ণাঃ শতপত্রাশ্চ চকোরাঃ চীবজীবকাঃ।
নন্দীমুখো মযূরশ্চ বজ্রমুক্তামণিস্তথা ॥ ১০১

আয়ুধানি প্রশস্তানি কার্য্যাসিদ্ধকরাণি চ
পুণ্যং বৈ বিগতক্লেশং শ্রীমদ্ বৈ মঙ্গলাধিকম্ ॥ ১০২
রামেণোদাহৃতং পূর্বমাদৃতঃ শ্রী-হৃতক্রিয়া।
য ইদং শ্রাবয়েদ্ বিদ্বাংস্তস্যৈব শৃণুয়ান্নরঃ ॥ ১০৩
মঙ্গলাষ্টসু চ স্নাতো জপন্ পর্ব্বণি পর্ব্বণি।
বধবন্ধপরিক্লেশং ব্যাধিশোকপরাভবম্ ॥ ১০৪
ন চ প্রাপ্নোতি বৈকল্যং পরত্রেহ চ শর্ম্মদম্।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পবিত্রং বেদসম্মিতম্ ॥১০৫
শ্রীমৎ স্বর্গ্যং সদা পুণ্যমপত্যজননং শিবম্।
শুভং ক্ষেমকরং নৃণাং মেধাজননমুত্তমম্।
সর্ব্বরোগপ্রশমনং স্বকীর্তিকুলবর্দ্ধনম্ ॥ ১০৬
শ্রদ্দধানো দয়োপেতো যঃ পঠেচ্ছ্রাবয়ন্নরঃ
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা লভতে চ শুভাং গতিম্ ॥ ১০৭
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
বলদেবাহ্নিকং নাম নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৯

গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয় এই তিন অগ্নি, ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই তিন বেদ, শাস্ত্রবিদ্যা, মন্ত্রবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা (নৃত্তাদীত) বিদ্যা (অথবা আন্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যা, ত্রয়ীবিদ্যা, অর্থবিদ্যা, ও বার্ত্তা) —এই তিনবিদ্যাবিদগণ, কৌস্তুভমণি, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, শ্রীমান্ বৈদ্য ধন্বন্তরি বৈদ্য, হরি, অমৃত, গৌ, সুপর্ণ, গন্ধর্ব, ধৃতি, শ্বেতসর্ষপ, শ্বেতপুষ্প, কুমারী কন্যা, শ্বেতচ্ছত্র, যব অঙ্কুর (আতপ চাল), দূর্বা, হিরণ্য, গন্ধ, বালব্যজন (চামর), অপ্রতিহত সুদর্শন চক্র, বৃষ, চন্দন, বিষ, শ্বেত বৃষ, মত্তহস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র, অশ্ব, পর্ব্বত যখন করিয়া নির্গত মৃত্তিকা, লাজ (খই), ব্রাহ্মণ, মধু, পায়স, স্বস্তিক, বর্দ্ধমান, নন্দ্যাবর্ত্ত, প্রিয়ঙ্গু, শ্রীফল, গোময়, মৎস্য, দুন্দুভি ও পটধ্বনি ধ্বনি, অধিপদ্মাসন ও কন্যাগণ, সৌন্দর্য্যশালী ভদ্রাসন, ধনু, গোরোচন, রুচক, নদীসঙ্গমের সলিল জল, সুপর্ণ, শতপত্র, চকোর, চীবজীবক, নন্দীমুখ, ময়ূর, যাহাতে মুক্তা ও মণি বাঁধা আছে, এরূপ অস্ত্র এবং কার্য্যসিদ্ধিকারী উত্তম অস্ত্রসকল—ইহারা সকলে সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৯৫-১০১॥

পুরাকালে আয়ু, লক্ষ্মী ও বিজয়কামী বলরাম এই পবিত্র, ক্লেশহারী, শ্রীসম্পন্ন এবং মঙ্গলময় স্তোত্রের বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ১০২॥

যে বিদ্বান্ মানুষ প্রতি পর্ব্বে স্নান করত জপপরায়ণ হইয়া এই অষ্টমঙ্গল মাঙ্গলিক নামময়ং যুক্ত এই স্তোত্র শ্রবণ করেন বা শ্রবণ করান, তিনি বধ ও বন্ধনের ক্লেশ, ব্যাধি এবং শোকে প্রাপ্ত পরাভব ও ব্যাকুলতা প্রাপ্ত হন না। এই স্তোত্র ইহলোক ও পরলোকেও কল্যাণ প্রদান করে ॥ ১০৩-১০৬॥

ইহার দ্বারা ধন, যশ ও আয়ু লাভ হয়। ইহা পবিত্র ও বেদসম্মত আদরণীয়। ইহা শ্রীসম্পন্ন, স্বর্গদায়ক, সদা পুণ্যকারক এবং সন্তানপ্রাপ্তিকারক। এই শুভ, উত্তম ও বুদ্ধিবর্দ্ধক স্তোত্রের সেবনে মনুষ্যগণের কল্যাণ লাভ হয়। কেবল ইহাই নহে, ইহা সমস্ত রোগকেই প্রশমিত করে, নিজের কীর্ত্তি ও বংশের বৃদ্ধি করে ॥ ১০৩-১০৬

যে শ্রদ্ধালু, দয়ালু ও আত্মসংযমী মানুষ এই স্তোত্র পাঠ করে, সেই মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করত শুভগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১০৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বলদেবাহ্নিকনামক নবাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(শাম্বস্যোৎপত্তেরব্রহ্মণ্যাদ্দ বর্ণনম্; দ্বারকায়ামুপস্থিতানাং নৃপাণাং মধ্যে নারদেন ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পরম-ধন্যতায়াঃ প্রতিপাদনঞ্চ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

হৃতো যদৈব প্রদ্যুম্নঃ শম্বরেণাম্বুজাক্ষিণা
মাসেঽষ্টমেঽহনি সাম্বস্তু জাম্ববত্যামজায়ত। ১

ধাত্র্যাং প্রভৃতি রামেণ শত্রুঘ্নে বিনিযোজিতঃ।
রামানন্তরজন্মৈব মানিতঃ সর্ব্ববৃষ্ণিভিঃ। ২

জাতমাত্রে ততঃ কৃষ্ণঃ শুভাং তাম্রবসং পুরীম্।
নিহত্যামিত্রসামন্তঃ শক্রোদ্ধামা যযামহ। ৩

যাদবীঞ্চ শ্রিয়ং দৃষ্ট্বা স্বাং শ্রিয়ং দ্বেষ্টি বাসবঃ।
জনার্দ্দনত্বয়ৈব ন শান্তিং লেভিরে নৃপাঃ। ৪

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য পুরে বারণসাহ্বয়ে।
দুর্য্যোধনস্য যজ্ঞে বৈ সমীয়ুঃ সর্ব্বপার্থিবাঃ। ৫

তাং শ্রুত্বা মাধবীং লক্ষ্মীং সপুত্রক জনার্দ্দনম্।
পুরীং দ্বারবতীঞ্চৈব বিবিষুঃ সাগরান্তরে। ৬

দূতৈস্তৈঃ কৃতসন্ধানাঃ পৃথিব্যাং সর্ব্বপার্থিবাঃ।
শ্রিয়ং দ্রষ্টুং হৃষীকেশমাজগ্মুঃ কৃষ্ণমন্দিরম্। ৭

দুর্য্যোধনমুখাঃ সর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রবশানুগাঃ।
পাণ্ডবপ্রমুখাংশ্চৈব দৃষ্ট্বাত্মাদহো নৃপাঃ। ৮

পাণ্ড্যাশ্চোলকলিঙ্গেশা বাহ্লীকা সাবিড়াঃ খশাঃ।
অক্ষৌহিণীঃ প্রকর্ষন্তো দশ চাষ্টৌ চ ভূমিপাঃ। ৯

আজগ্মুর্দ্বারবপুরীং গোবিন্দভুজপালিতাম্
তে পর্ব্বতং রৈবতকং পরিবার্য্যাবনীশ্বরাঃ। ১০

বিবিশুর্যোজনান্যাশু স্বাসু স্বাসু চ ভূমিষু
ততঃ শ্রীমান্ হৃষীকেশঃ সহ যাদবপুঙ্গবৈঃ। ১১

সমীপং মানবেন্দ্রাণাং নির্য্যযৌ কমলেক্ষণঃ।
স তেষাং নরদেবানাং মহাস্তো মধুসূদনঃ। ১২

দশাধিকশততম অধ্যায়

[সাম্বের উৎপত্তি ও অনুশিক্ষা বর্ণন এবং দ্বারকায় উপস্থিত রাজগণের মধ্যে নারদ কর্ত্তৃক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ধন্যতা প্রতিপাদন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,- জনমেজয়! আততায়ী শম্বরাসুর যখন প্রদ্যুম্নকে অপহরণ করিয়াছিল, সেই মাসেই জাম্ববতীর গর্ভ হইতে সাম্ব জন্মগ্রহণ করেন। ১

বলরাম সাম্বকে বাল্যকাল হইতেই অস্ত্রশিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বলরামের পর সাম্বই তাঁহার প্রায় অস্ত্রবিৎ ছিলেন, সেইজন্য সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ তাঁহাকে সম্মান করিতেন। ২

সাম্বের জন্মগ্রহণের পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের শত্রুভূত শম্বরাসুরকে সংহার করিয়া শুভতরুণা দ্বারকাপুরীতে সেইভাবে বাস করিতে লাগিলেন, যেরূপ কোনও দেবতা ইন্দ্রের উদ্যান নন্দন-বনে বাস করেন। ৩

যদুবংশীয়গণের সম্পদ দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র নিজের রাজলক্ষ্মীকে দ্বেষ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে (তাঁহার পরাভূত) নৃপগণ কোনরূপেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। ৪

কোনও এক সময়ে হস্তিনাপুরে দুর্য্যোধনের যজ্ঞে ভূমণ্ডলের সমস্ত রাজারা একত্রে সমবেত হন। ৫

সেস্থানে যদুবংশীয়গণের রাজলক্ষ্মী, পুত্রসহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও সমুদ্রের মধ্যে স্থাপিত দ্বারকাপুরীর বিষয় আলোচনা শ্রবণ করিয়া নিজ নিজ দূতমুখের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্ধি স্থাপন করত পৃথিবীর সমস্ত ভূপতিগণ যাদবদিগের রাজলক্ষ্মী দর্শন করিবার জন্য দ্বারকায় আসিয়া ভগবান্ হৃষীকেশের নিকট তাঁহার নিবাস-মন্দিরে আসিলেন। ৬-৭

ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞার অধীনে স্থিত দুর্য্যোধনাদি সমস্ত ভ্রাতারা, পাণ্ডবগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দৃষ্টদ্যুম্নাদি নরপতিগণ, পাণ্ড্য, চোল ও কলিঙ্গদেশের ভূপতিগণ, বাহ্লীক, দ্রাবিড় ও খশ দেশসমূহের রাজারা আসিয়া তাঁহার অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলে সুরক্ষিত যাদবনগরী দ্বারকায় আসিলেন। ৮-৯।

এই ভূপতিগণ বৈবতক পর্ব্বতের চারিদিক্ পরিবেষ্টিত করিয়া নিজ নিজ বাসস্থানের জন্য নির্দ্দিষ্ট এক এক যোজনপরিমিত ভূমিতে নিজ নিজ শিবির স্থাপিত করিলেন। ১০।

তদনন্তর কমললোচন শ্রীমান্ হৃষীকেশ যাদবশ্রেষ্ঠগণের সহিত পুরী হইতে বহির্গত হইয়া সেই সব নরপতিদিগের নিকটে গমন করিলেন। ১১।

সেই সব নরপতিগণের মধ্যস্থানে উপস্থিত হইয়া মধুসূদন শরৎকালের সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১২।

বারাণ্ডত যদুশ্রেষ্ঠঃ পরশৌর্য বিশারদঃ
স তত্র সমুবাচাহার যথাস্থানং যথাবয়ঃ ॥ ১৩
কৃষ্ণ সিংহাসনে কৃষ্ণঃ কাঞ্চনে নিষসাদ হ।
রাজানোঽপি যথাস্থানং নিষেদুর্বিবিধেষ্বথ ॥ ১৪
সিংহাসনেষু চিত্রেষু পীঠেষু চ নরাধিপাঃ
স যাদবনরেন্দ্রাণাং সমাজঃ শুশুভে তদা ॥ ১৫
সুরাণামসুরাণাঞ্চ সভাসু ব্রহ্মণো যথা
তেষাং চিত্রাঃ কথাস্তত্র প্রবৃত্তাস্তৎসমাগমে
যদূনাং পার্থিবানাঞ্চ কেশবস্যোপশৃণ্বতঃ ॥ ১৬
এতস্মিন্নন্তরে বায়ুর্বেগে মেঘরবোপমঃ
তুমুলঃ দুর্দ্দিনঃ চাসীৎ সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুমৎ ॥ ১৭
তদ্দুর্দ্দিনতলং ভিত্ত্বা নারদঃ প্রত্যদৃশ্যত
সংবেষ্টিতজটাভারো বীণাসক্তেন বাহুনা ॥ ১৮
স পপাত নরেন্দ্রাণাং মধ্যে সাগরসন্নিভঃ।
নারদোঽগ্নিশিখাকারঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মসখো মুনিঃ ॥ ১৯

তখায় স্থান ও বয়স অনুসারে বিভিন্ন রাজার আসন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক স্বর্ণনির্ম্মিত সিংহাসনে উপবেশন করিলেন ॥ ১৩।

তারপর সেই সব রাজা রাণী নানাপ্রকার সিংহাসন ও বিচিত্র পীঠাসনের উপর যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১৪।

সেখানে তখন সেই যদু-নরপতিগণের সমাজ ব্রহ্মার সভায় সমবেত দেবতা এবং অসুরদিগের সমাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৫।

সেই রাজসভামধ্যে তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি-যোগিতায় সেই যাদব ও দৈত্যদিগের মধ্যে বিচিত্র কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল ॥ ১৬

এই সময়ের মধ্যে মেঘগর্জ্জনতুল্য ভয়ানক শব্দ করিতে করিতে বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন চারিদিকে ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল এবং বজ্রের ঘর্ঘর ধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ১৭

সেই দুর্দ্দিনতল অর্থাৎ মেঘমণ্ডলের আবরণ ভেদ করিয়া নারদ সকলের দৃষ্টিগোচর হইলেন। তিনি তখন নিজ মস্তককে জটাভারকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং এক বাহুতে বীণা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৮

সমুদ্রতুল্য গম্ভীর ও অগ্নিশিখা-সদৃশ তেজস্বী এবং দেবরাজ ইন্দ্রের মিত্র শ্রীমান্ নারদ মুনি সেই নরপতিগণের মধ্যে নামিয়া আসিলেন ॥ ১৯

তস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ নারদে মুনিপুঙ্গবে।
তদদ্ভুতং মহামেঘং ব্যপাকৃষ্ণত দুর্দ্দিনম্ ॥ ২০
সোঽবগাহ্য নরেন্দ্রাণাং মধ্যে সাগরসন্নিভঃ।
আসনঞ্চ মহচ্ছ্রেষ্ঠমুবাচ মুনিরব্যয়ম্ ॥ ২১
আশ্চর্য্যং খলু দেবানামেকস্ত্বং পুরুষোত্তমঃ।
যদ্ভবাংস্ত্রিষু মহাবাহো লোকে নাস্তোঽস্তি কশ্চন ॥ ২২
এবমুক্তঃ স্মিতং কৃত্বা প্রত্যুবাচ মুনিং প্রভুঃ।
আশ্চর্য্যান্বেব যদ্যুক্ত দক্ষিণাভিঃ সহেতাহম্ ॥ ২৩
এবমুক্তো মুনিশ্রেষ্ঠঃ প্রাহ মধ্যে মহীভৃতাম্।
কৃষ্ণ পর্য্যাপ্তবাক্যোঽস্মিন্নিগমিষ্যামি যথাগতম্ ॥ ২৪
তং প্রত্যুত্তরমভিপ্রেক্ষ্য পার্থিবাঃ প্রাহুরীশ্বরম্
শুশ্রূষ মমুজানন্তো বচনং নারদেরিতম্ ॥ ২৫
আশ্চর্য্যমিত্যভিহিতং ধন্যোঽস্মীতি চ মাধব।
দক্ষিণাভিঃ সহেত্যেবং প্রত্যুক্তোঽপি চ নারদে ॥ ২৬

মুনিবর নারদ ভূতলে নামিয়া আসিলে পর সেই মহামেঘ-মণ্ডলে আবৃত অদ্ভুত দুর্দ্দিন তৎক্ষণাৎ সরিয়া যাইল ॥ ২০

সাগর-সদৃশ গম্ভীর ও অবিনশ্বর নারদ মুনি সেই নরপতি-গণের মধ্যভাগে প্রবেশ করত শ্রেষ্ঠাসনে উপবিষ্ট অবিনাশী মহশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ২১

মহাবাহো! আশ্চর্য্যের কথা দেবগণের মধ্যে একমাত্র আপনি নিশ্চয়ই পুরুষোত্তম এবং আপনিই ধন্য (পূর্ণকাম), জগতে অন্য কেহই এরূপ নহে ॥ ২২

তিনি এই কথা বলিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া নারদ মুনিকে বলিলেন—আমি দক্ষিণাসমূহের সহিত আশ্চর্য্য ও ধন্য ॥ ২৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বলিলে পর মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ রাজগণের মধ্যে এই কথা বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ! আমি নিজের কথার পূর্ণ উত্তর প্রাপ্ত হইয়াছি, এখন আমি যেরূপে আসিয়াছিলাম, সেই-ভাবে চলিয়া যাইব ॥ ২৪

তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া সেই নারদমুনিকথিত পূর্ব্বোক্ত-রূপী বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া নৃপতিগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ২৫

মাধব! নারদমুনি আপনার বিষয়ে "আশ্চর্য্য ও ধন্য" এই কথা বলিলেন এবং আপনি তাহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"দক্ষিণাসমূহের সহিত আমি আশ্চর্য্য ও ধন্য"। এরূপ আপনাদের উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ হইলেও আমরা কিন্তু

কিমেতদ্ভাষিতা নৌনো নিত্যং মধুপরঃ মধুঃ
যদি শ্রাব্যমিদং কৃষ্ণ শ্রোতুমিচ্ছাম তত্ত্বতঃ ॥ ১৭

তামুবাচ ততঃ কৃষ্ণঃ সর্বান্ পার্থিবপুঙ্গবান্
শ্রোতব্যা নারদেনেয়ং দ্বিজো বঃ কথয়িষ্যতি ॥ ১৮

ব্রূহি নারদ তত্ত্বার্থং শ্রোতুকামা মহীভৃতঃ।
বয়ন্নাভিহিতঃ বাক্যঃ ময়া তু প্রতিভাষিতম্ ॥ ১৯

স পীঠে কাঞ্চনে শুভ্রে সুখবিষ্টঃ স্বলঙ্কৃতঃ।
প্রস্তাবং তত্ত্ব বন্যাস্ত প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ২০

নারদ উবাচ।

শ্রূয়তাং তো নৃপশ্রেষ্ঠা যাবদ্ভূ স্ত সমাগতাঃ।
অস্য কৃষ্ণস্য মহতো যথা পারমমং গতঃ ॥ ২১

অহং কদাচিদ্গঙ্গায়াস্তীরে ত্রিদিবনাভিথিঃ।
চরামোক্তঃ ক্ষপাপায়ে দুষ্কানে দিবাকরে ॥ ২২

অপশ্যং গিরিকূটাভং কপালবরধারিনম্।
ক্রোশমণ্ডলবিস্তারং ভাস্বদ্বহ্নিশতানলম্ ॥ ২৩

চতুষ্কন্ধরমুল্লিষ্টং ত্রিপ্রং ত্যক্ত সপ্তশিরম্
মম বীর্যাকৃতিং কৃত্স্নং সঙ্ঘর্ষশ্চয়োপমম্ ॥ ২৪

সোঽহং তং পানিনা স্পৃষ্টা প্রোক্তবান্ জলগার্হিণম্
ক্ষমাস্ত্বর্যাশরীরোঽসি কুর্ম যদ্ভ্যোঽসি মে গতঃ ॥ ২৫

যত্কমেবমস্তেত্যাহ্যাং কপালাভ্যাং সমাবৃতঃ।
তোয়ে চরসি নিঃশঙ্কঃ কিল্বিষস্যমচিন্তয়ন্ ॥ ২৬

স মামুবাচাম্বুচরঃ কূর্ম্মো মানুসবং বয়ম্।
কিমার্চ্যো ময়ি মূঢ়ে দুরুক্তাস্তে কৃতং বিভো ॥ ২৭

গজেন্দ্রং নিহতা হ্যত্র কিমার্চ্যোমতঃ পরম্
যত্রাহনিষ সত্ত্বানি চরন্ত্যম্বুচরাণি বিভ্রু ॥ ২৮

সোঽহং কুতূহলাবিষ্টো নদ্যাং গঙ্গামুপস্থিতঃ
ধন্যাসি ত্বং সরিচ্ছ্রেষ্ঠে নিত্যমাপ্লাবয়সি মাম্ ॥ ২৯

বৃদ্ধিতে পারিলাম না যে, ইহা কি? এই দিব্য ও মহান মন্ত্রপদের তাৎপর্য্য কি? শ্রীকৃষ্ণ! যদি ইহা আমাদের শুনিবার যোগ্য হয়, তবে আমরা যথার্থরূপে ইহার রহস্য শুনিতে ইচ্ছা করি। ২৬-২৭

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত নৃপতিশ্রেষ্ঠগণকে বলিলেন,—যদি আপনাদের ইহার তাৎপর্য্য শুনিতে হয়, তবে বিপ্রবর নারদ আপনাদের সম্মুখে ইহার ব্যাখ্যা করিবেন। ২৮

এই কথা বলিয়া তিনি নারদকে বলিলেন,—নারদ! আপনি যে কথা বলিয়াছেন এবং আমি তাহার যে উত্তর দান করিয়াছি, তাহার প্রকৃত রহস্য এই মহীপতিগণ শুনিতে বাসনা করিতেছেন; অতএব আপনি তাঁহাদের ইহা বলুন। ২৯

তখন সেই নারদ সুন্দর সুবর্ণময় পীঠে ভালরূপে বসিলেন। এই সময় তিনি সুন্দর অলঙ্কারসমূহে অলঙ্কৃত ছিলেন। তাহার পর তিনি সেই বন্দনীয় প্রভুর প্রস্তাব বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩০

নারদ বলিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা যত সংখ্যায় এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শ্রবণ করুন—আমি এই মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মহিমার পারে কি ভাবে গমন করিয়াছি। ৩১

কোনও এক সময় আমি গঙ্গার তীরে তিন বেলায় ভ্রমণকারী অতিথিরূপে একাকীই বিচরণ করিতেছিলাম। একদিন যখন রাত্রি অতিবাহিত হইল এবং সূর্য্যদেব দৃষ্টিগোচর হইলেন, তখন আমি পর্ব্বতসদৃশবৃহৎ বিশালদেহ এক কবন্ধকে দেখিলাম। ইহার শরীর চারি কপালের মধ্যভাগে নিহিত ছিল। ইহার মস্তকাদির বিস্তার এক ক্রোশ ছিল এবং লম্বাতে সে ইহার দ্বিগুণ ছিল। এই কবন্ধদেহে চারিটি পদ ছিল। সে জলে আছে। ছিল। তিন এবং কবন্ধে লিপ্ত ছিল। তাহার আকৃতি আমার বীর্য্যের সদৃশ ছিল। তাহাকে দেখিয়া একপ মনে হইতেছিল—যেন পর্ব্বতশ্রেণি বিচরণ করিতেছে। ৩২-৩৪

আমি সেই জলচর জন্তুকে হস্তে স্পর্শ করিয়া বলিলাম, কূর্ম্ম! তোমার শরীর আশ্চর্য্যজনক। আমার মতে তুমি ধন্য। ৩৫

কারণ, তুমি হইটি অতিরিক্ত কপালে আবৃত থাকিয়া কাহাকেও কোনও কিছু বলা না করিয়াই এই জলে নিঃশঙ্কে বিচরণ করিতেছ। ৩৬

তখন সেই জলচর কচ্ছপ বলিল,—মুনে! আমাতে কি আশ্চর্য্য আছে? প্রভো! আমি কিরূপে ধন্য? ৩৭

ব্রহ্মন্! বল ত এই গঙ্গা নদী। ইহা হইতে অধিক আর কি আশ্চর্য্যের বস্তু আছে? যাহার মধ্যে আমার ন্যায় হাজার হাজার জলজন্তু বিচরণ করিতেছে। ৩৮

তখন আমি কৌতূহলবশতঃ গঙ্গা নদীর নিকটে যাইলাম এবং বলিলাম—নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা গঙ্গে! তুমি ধন্যা এবং সদা আশ্চর্য্যে বিভূষিতা আছ কারণ, একপ বিশালদেহ

যা স্বয়ংবং মহাদেবৈঃ খাপদৈরুপশোভিতা।
দ্রুদিনী সাগরং যাসি রক্ষন্তী তাপসালয়ান্ ॥ ৪০
এবমুক্তা ততো গঙ্গা রূপিণী প্রত্যতাষত।
নারদং দেবগন্ধর্বঃ শক্রস্য দয়িতং দ্বিজম্ ॥ ৪১
যা বৈষা দেবগন্ধর্বা সাংগ্রামকলহপ্রিয়া।
নাহং বক্তা দ্বিজশ্রেষ্ঠ নৈষাশ্চর্য্যোপশোভিতা ॥ ৪২
তব সত্যে নিবিষ্টস্য বাক্যান্ মাং প্রতিবাধতে।
সর্ব্বাশ্চর্য্যকরো লোকে বক্তাশ্চৈবার্থবো দ্বিজঃ ॥ ৪৩
বত্রাবমিব বিস্তীর্ণাঃ শতশো যান্তি নিম্নগাঃ।
সোঽহং ত্রিপথগাবাক্যাঃ ক্রুয়ার্থবনমুপস্থিতঃ ॥ ৪৪
আশ্চর্য্যাঃ খলু লোকানাং ধর্ম্মস্যাসি মহার্ণব।
যেন খস্থমি যোনিস্থস্তপসা সলিলেশ্বরঃ ॥ ৪৫
স্থানে ত্বাং বাহিবাহিকঃ সরিতো লোকপাবনাঃ।
ইমাঃ সমুদ্রগচ্ছন্তি পত্নো লোকনমস্কৃতাঃ ॥ ৪৬

সমুদ্রত্বমুক্তস্ত ততো মামবদদ্ বচঃ।
খং জলোদ্ভবতাং ভিত্ত্বা বাধিতঃ পবনেরিতঃ ॥ ৪৭
যা বৈষা দেবগন্ধর্ব্ব নাশ্চাশ্চর্য্যো দ্বিজর্ষভ।
বসুধেয়ং স্থনে বক্তা যত্রাহমুপরি স্থিতঃ ॥ ৪৮
অতঃ তু পৃথিবীং লোকে কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্।
সোঽহং সাগরবাক্যেন ক্ষিতিং ক্ষিতিতলে স্থিতঃ ॥ ৪৯
কৌতূহলসমাবিষ্টো গুরুত্বং জগতো গতিম্।
ধরিত্রি দেহিনাং যোনে বক্তা খস্থমি শোভনে ॥ ৫০
আশ্চর্য্যা চাপি ভূতেষু মত্তাশ্চা ক্ষময়া যুতে।
তেন খস্থমি ভূতানাং ধরণী মণ্ডলাকৃতিঃ ॥ ৫১
ক্ষমা হ্যুক্তা প্রভূতা চ কর্ত্রা চাপ্যবয়ামিনাম্।
ততো ভূঃ স্তুতিবাক্যেন সা মহোক্তেন তেজিতা ॥ ৫২
বিস্ময়ং সমভূৎ বৈষাং প্রত্যক্ষা মামভাষত
দেবগন্ধর্ব্ব মা বৈবং সাংগ্রামকলহপ্রিয় ॥ ৫৩

কিন্তু অত্যন্ত তোমার মোহোৎপাদন করিতেছে। তুমি অনেক যুগে যুগে বহু এবং কত তাপসগণের আশ্রমসমূহ রক্ষা করিতে করিতে সমুদ্র পর্য্যন্ত গমন করিতেছ। ৩১-৩৩

আমি এইরূপ বলিলে পর গঙ্গা নিজের দিব্য রূপে প্রকটিতা হইয়া দেবগন্ধর্ব্বজাতীয় ও ইন্দ্রের প্রিয় নারদনামক ব্রাহ্মণ আমাকে বলিল। ৩৪

দেবগন্ধর্ব্ব! এরূপ কথা বলিও না। বহু ও কলহপ্রিয় দ্বিজশ্রেষ্ঠ! না আমি বক্তা এবং না আমি আশ্চর্য্যে সুশোভিতা। ৩৫

সত্যপরায়ণ মহর্ষি আপনার এই বাক্য আমার প্রতি বাধিত হইতেছে। ব্রহ্মন্! সংসারে পূর্ণরূপে আশ্চর্য্যকারক ও বক্তা একমাত্র সমুদ্রই; যে হেতু মহান্ আমার ন্যায় বিস্তীর্ণ শত শত নদী যাইয়া মিলিত হইতেছে। ৩৫

গঙ্গার এই কথা শুনিয়া আমি মহাগাঙ্গেয়ের তীরে উপস্থিত হইলাম এবং তাহাকে বলিলাম—মহর্ষে! তুমি সমস্ত লোক-সমূহে আশ্চর্য্যময় এবং বক্তা; কারণ, তুমি জলের যোনি (উৎপত্তিস্থান) এবং জলের পতি। ৩৬-৩৭

জলবাহিনী, লোকপাবনী ও বিশ্বপূজিতা এই যে সমস্ত নদী পত্নীভাবে তোমার নিকটে যাইতেছে, তাহা উচিতই হইয়াছে। ৩৮

আমি এই কথা বলিলে পর বায়ুপ্রেরিত সমুদ্র নিজের অপার জলরাশি ভেদ করিয়া উত্থিত হইল এবং আমাকে এইরূপ বলিল। ৩৭

দেবগন্ধর্ব্ব! আপনি এরূপ বলিবেন না। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি এরূপ আশ্চর্য্যময় নহি। মুনে! বক্তা ত' এই বসুধা, যাঁহার উপরে আমি রহিয়াছি। জগতে পৃথিবী যাবতীয় ভূতাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের বস্তু অতএব কি আছে? ৩৯

সমুদ্রের এই কথায় সেই আমি ভূতলে বক্তাস্বরূপ হইলাম এবং কৌতূহলে আকৃষ্ট হইয়া জগতের আধারস্বরূপা পৃথিবীকে বলিলাম। ৪৯

ধরিত্রি! তুমি সমস্ত দেহধারীদিগের যোনি; অতএব শোভনে! তুমি নিশ্চয়ই বক্তা। মহতী ক্ষমাগুণে যুক্ত থাকায় তুমি সম্পূর্ণ ভূতগণের মধ্যে আশ্চর্য্যরূপা। ৫০

সেইহেতু নিশ্চয়ই তুমি সমস্ত প্রাণিদিগের ধারণকারিণী মণ্ডলাকৃতিদিগের উৎপত্তি স্থান। তোমা হইতেই ক্ষমাগুণ উদিত হইয়াছে। আকাশচারিদিগের কর্ত্রীও তোমা হইতেই নির্দ্মিত হইয়া থাকে। ৫১

আমার দ্বারা কথিত প্রশংসাযুক্ত বাক্যে পৃথিবী তেজিত উত্তেজিতা হইয়া উঠিল। তখন নিজের মহত্ত্ব ধৈর্য্য আশ্চর্য্য করত আমার প্রত্যক্ষ হইয়া আমাকে বলিল। ৫২

বৃদ্ধ ও কলহপ্রিয় দেবগন্ধর্ব্ব! না, এরূপ কথা বলিবেন না। না আমি বক্তা এবং না আশ্চর্য্যরূপা। আমার মধ্যে যে ধৈর্য্য আছে, তাহা আমার নহে, অপরের। ৫৩

নাস্মি বক্তা ন চাশ্চর্য্যং পারক্যেয়ং মৃতির্মম।
এতে বক্তা দ্বিজশ্রেষ্ঠ পর্ব্বতা ধারয়ন্তি মাম্ ॥ ৫৪
আশ্চর্য্যাণি চ দৃশ্যন্তে এতে লোকস্য হেতবঃ।
সোঽহং বরদিবাক্যেন পর্ব্বতান্ সমুপস্থিতঃ ॥ ৫৫
বক্তা ভবন্তো দৃশ্যন্তে বহ্বাশ্চর্য্যাস্তু ভূধরাঃ।
কাঞ্চনাগ্ররুহ্যস্তু ধাতুনাঙ্ক বিশেষতঃ ॥ ৫৬
তেন বক্ষ্যন্তরাঃ সর্ব্বে ভবন্তো ভুবি শাশ্বতাঃ।
তে মদ্বৈতদ্ বচঃ শ্রুত্বা পর্ব্বতাস্তনুবাং বরাঃ ॥ ৫৭
উচুর্ম্যাং সাত্ত্বতজ্ঞানি বচাংসি বনশোভিতাঃ।
ব্রহ্মর্ষে ন বয়ং বক্তা নাপ্যাশ্চর্য্যানি সন্তি নঃ।
ব্রহ্মা প্রজাপতির্বক্তৃ সর্ব্বাশ্চর্য্যাঃ সুরেষ্বপি ॥ ৫৮
সোঽহং প্রজাপতিং গত্বা সর্ব্বপ্রভবমব্যয়ম্
তস্য বাক্যান্ত পর্য্যায়পর্য্যায়ৈস্তুমিল লক্ষয়ে ॥ ৫৯
সোঽহং পিতামহং দেবং লোকস্রোনিং চতুর্মুখম্
স্তোতুং পশ্চাদুপগতঃ প্রণতোঽহমবস্থিতঃ ॥ ৬০

দ্বিজশ্রেষ্ঠ। এই পর্ব্বতসকলই বক্তা, ইঁহারা আমাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। ইঁহারাই আশ্চর্য্যময় এবং ইঁহারাই জগতের স্থিতির হেতু। ৫৩।

পৃথিবীর এই বাক্যে প্রভাবিত হইয়া আমি পর্ব্বতসকলের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং বলিলাম—ভূধরগণ! তোমরাই বক্তা। তোমাদের মধ্যে বহু আশ্চর্য্য দেখা যায় ॥ ৫৫।

সুবর্ণশ্রেষ্ঠ রত্ন ও বিশেষতঃ ধাতুসমূহের উৎপত্তির স্থান বলিয়া তোমরা সকলে 'আকর' বলিয়া কথিত হও। এই কারণে তোমরা সকলেই অক্ষয়রূপে বিদ্যমান আছ ॥ ৫৬।

আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া স্থাবর পদার্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও অসমূহে সুশোভিত পর্ব্বতসকল আমাকে এই যাথার্থপূর্ণ বাক্যে বলিল ॥ ৫৭।

ব্রহ্মর্ষে! আমরা বক্তা নহি এবং না আমাদের মধ্যে আশ্চর্য্যজনক বস্তুসমূহ আছে। প্রজাপতি ব্রহ্মাই বক্তা দেবতাদের মধ্যেও তিনিই সম্পূর্ণ আশ্চর্য্যময় ॥ ৫৮

তখন আমি সকলের উৎপত্তিস্থান অবিনাশী প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গমন করত তাঁহার মধ্যে পর্ব্বতসকলকথিত বাক্যের পর্য্যায় সার্থকতা দেখিতে পাই ॥ ৫৯

তাহার পর সেই আমি সমস্ত লোকসমূহের উৎপত্তিস্থান ও চার মুখবিশিষ্ট পিতামহদেবকে নতমস্তক হইয়া প্রণাম করত তাঁহাকে স্তুতি করিবার জন্য তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলাম ॥ ৬০

সোঽহং বাক্যসমাপ্ত্যর্থং শ্রাবয়ে পদ্মযোনিজম্
আশ্চর্য্যং ভগবানেকো ধন্যোঽসি জগতো গুরুঃ ॥ ৬১
ন কিঞ্চিদস্তুং পশ্যামি ভূতং যদ্ভবতা সমম্।
ত্বত্তঃ সর্ব্বমিদং জাতং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৬২
সদেব-দানবা মর্ত্ত্যা লোকাস্তৈস্ত্রিয়াত্মকাঃ।
ভবন্তি সর্ব্বদেবেন সৃষ্টা সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ৬৩
তেন ঋষিস দেবানাং দেবেষঃ সনাতনঃ।
তেষামেবাসি যৎ স্রষ্টা লোকানামাদিসম্ভবঃ ॥ ৬৪
ততো মাং প্রাহ ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
বক্তাশ্চর্য্যাগ্রিস্তৈর্যঃ কৈঃ কিং মাং নারদ ভাষসে ॥ ৬৫
আশ্চর্য্যং পরমং বেদা ধন্যা বেদাশ্চ নারদ।
যে লোকান্ ধারয়ন্তি স্ম বেদাস্তদ্ধারণাশ্রিতাঃ ॥ ৬৬
ঋক্-সাম-যজুষাং সত্যমর্থবিদি চ যদ্বচঃ।
তন্মমং বিদ্ধি মাং বিপ্র ধ্রুবোঽহং তৈর্বরা চ তে ॥ ৬৭

স্তুতির পর নিজের বাক্য সমাপ্ত করিবার জন্য আমি পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে শুনাইতে শুনাইতে বলিলাম—ভগবন্! একমাত্র আপনিই আশ্চর্য্যময়, জগতের গুরু ও ধন্য ॥ ৬১

আমি এরূপ কোনও ভূতকে এরূপ দেখিতে পাইতেছি না, যে আপনার সমান হইতে পারে। এই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ আপনার নিকট হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৬২

সদেবদেবেশ! সংসারে ভূত ও ত্রিগুণময় যে দেবতা, দানব এবং মনুষ্যাদি প্রাণী দেখা যায়, তাহারা সকলে আপনার দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, এই সম্পূর্ণ জগৎ দেখিয়া ইহাই নিশ্চয় হয় ॥ ৬৩

সেইজন্য আপনি অবশ্যই দেবতাগণের সনাতন দেবাধিদেব; কারণ, আপনিই তাঁহাদের স্রষ্টা এবং আপনিই সমস্ত লোকসমূহের আদি কারণ ॥ ৬৪

তখন লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে বলিলেন,—নারদ! বক্ত ও আশ্চর্য্যবিষয়ের সম্বন্ধযুক্ত বাক্যে আমাকে কি বলিতেছ? ৬৫

নারদ! বেদসকলই পরম আশ্চর্য্যরূপ এবং এই বেদসকলই ধন্য; কারণ, তদ্ধারণকর্ত্তা এই সব বেদই সম্পূর্ণ লোককে ধারণ করেন ॥ ৬৬

ঋক্, সাম ও যজুর্বেদের যাহা সত্য এবং অথর্ববেদে যাহা সত্য বলিয়া মান্য করা হয়, তাহাকেই আমার

পারমেষ্ঠ্যেন বাক্যেন নোদিতোঽহং স্বয়ম্ভুবা।
বেদোপস্থানিকাং চক্রে মতিসংস্থানবিত্তরাং ॥ ৬৮
সোঽহং স্বয়ম্ভুবচনাদ্ বেদান্ বৈ সমুপস্থিতঃ।
অবোচং তানহং চতুরো মন্ত্রপ্রবচনান্বিতান্ ॥ ৬৯
যজ্ঞা ভবন্তঃ পুণ্যাস্ত নিত্যমাশ্চর্য্যভূষিতাঃ।
আযান্তশ্চৈব বিপ্রাণামেষমাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৭০
স্বয়ম্ভুবোঽহমীশং পরং ভবন্তশ্চ প্রস্তুনাগতম্।
মুখৎপরতরং নাস্তি শ্রুতা বা তপসাপি বা ॥ ৭১
প্রত্যুচুস্তে ততো বাক্যং বেদা নানস্তিতাঃ স্থিতাঃ।
আশ্চর্য্যাশ্চৈব যজ্ঞাস্ত যজ্ঞাশ্চাভূপরায়ণাঃ ॥ ৭২
যজ্ঞার্থে চ বয়ং সৃষ্টা ধাত্রা যেন স্ব নাভব।
তদস্মাকং পরো যজ্ঞো ন বয়ং স্বর্গে স্থিতাঃ ॥ ৭৩
স্বয়ম্ভুবঃ পরা বেদা বেদানাং ক্রতবঃ পরাঃ।
ততোঽহমব্রুবং যজ্ঞান বৃহস্বাগতিঃ পুরস্কৃতান্ ॥ ৭৪
তো যজ্ঞাঃ পরমং তেজো বুধ্যন্তে খলু লক্ষ্যতে।

ব্রহ্মণাভিহিতং বাক্যং যচ্চ বেদৈকদারিতম্ ॥ ৭৫
আশ্চর্য্যমব্রুবোকেঽস্মিন্ ভবদ্ভো নাভিগম্যতে।
যন্যাঃ খলু ভবন্তো যে বিজ্ঞাতীনাং স্বয়ংপ্রভাঃ ॥ ৭৬
তেঽপি স্বয়ম্ভুবকৃতিং মুমাভির্যান্তি তপিতাঃ।
তানৈন্দ্র ত্রিদশাঃ সর্বে মমৈষ্টেন্দ্রৈব মর্যাদয় ॥ ৭৭
অগ্নিষ্টোমাদয়ো যজ্ঞা মম বাক্যানুনন্দনম্।
প্রত্যুচুর্মাং ততো বাক্যং সর্বে মৃগপ্রভাঃ স্থিতাঃ ॥ ৭৮
আশ্চর্য্যাশ্চৈবো নাস্মাসু ভবদ্ভোঽপি বা মুনে।
আশ্চর্য্যং পরমং বিষ্ণুঃ স চাস্মাকং পরা গতিঃ ॥ ৭৯
যদাজ্যং বহ্নমশ্নীমো হুতমগ্নিষু পাবনম্
তৎ সর্বং পুণ্ডরীকাক্ষো লোকমূর্তিঃ প্রযচ্ছতি ॥ ৮০
সোঽহং বিষ্ণোর্গতিং প্রেপ্সুর্নিঃ সম্পত্তিতো ভৃশং।
দৃষ্টশ্চায়ং ময়া কৃষ্ণো ভবদ্ভিরিহ সাম্প্রতং ॥ ৮১
যন্ত্রয়াভিহিতো হ্যেষ ত্বমাশ্চর্য্য জনার্দন।
যন্যাস্মীতি ভবতাং মধ্যস্থো যত্র পাবিধাঃ ॥ ৮২

ব্রহ্মণ বলিয়া জানিও। বেদসকল আমাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং আমি উঁহাদের ধারণ করিয়া রাখিয়াছি ॥ ৬৭

তখন স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত উঁহাদের স্বরূপের অনুরূপ বাক্যে প্রেরিত হইয়া আমি লক্ষণ-বিস্তার অনুসারে বেদসকলের উপস্থান (উপাসনামূলক স্তুতি) করিতে বুদ্ধি স্থির করিলাম ॥ ৬৮

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার বাক্যে আমি মন্ত্র ও ব্রাহ্মণযুক্ত পূর্বোক্ত চার বেদের সমীপে উপস্থিত হইয়া উঁহাদিগকে বলিলাম ॥ ৬৯

আপনারা সকলে যজ্ঞ, পবিত্র ও সর্বদা আশ্চর্যে বিভূষিত আছেন। ব্রাহ্মণগণের আবাহক আপনারাই, এজন্যই প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিয়াছেন ॥ ৭০

আপনাদের বিষয়ে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মারও ইহাই সিদ্ধান্ত যে, আপনারা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শ্রুতি ও তপস্যার দ্বারাও আপনাদের অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই ॥ ৭১

তখন চার বেদ আমার চারিদিকে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ উত্তর দান করিলেন,—নারদ! পরমাত্মার উদ্দেশে কৃত যজ্ঞসকলই আশ্চর্য ও বহু ॥ ৭২

নারদ! পরমাত্মা যজ্ঞের জন্যই আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব যজ্ঞসকল আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমরা নিজেদের বশীভূত নহি, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা হইতে উৎকৃষ্ট যজ্ঞ ॥ ৭৩

তখন আমি বেদসকলের বাক্যে পুরস্কৃত যজ্ঞসমূহকে বলিলাম—যজ্ঞসকল! আপনাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তেজ দেখিতে পাইতেছি ॥ ৭৪

ব্রহ্মা যে কথা বলিয়াছেন এবং বেদসকলও যেরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন, তদনুসারে আপনারা বাস্তবিক অতি কিছুই আশ্চর্যের বস্তু আছে এরূপ বোধ হয় না ॥ ৭৫

আপনারা যজ্ঞ, যে আপনারা ত্রিজাতিগণের স্বয়ংজাত। আপনারা তর্পিত হইলে পর পার্থিব, অন্তরিক্ষ ও আহবনীয়—এই ত্রিবিধ অগ্নিও নিশ্চয়ই তৃপ্তি লাভ করেন। যজ্ঞসমূহেই সকল দেবতা নিজ নিজ ভাগে ও মহিমার মূলসমূহে তৃপ্ত হন ॥ ৭৬-৭৭

আমি এই কথা বলিলে পর মৃগরূপী অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞসকল দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে বলিলেন ॥ ৭৮

মুনে! এই আশ্চর্য জগৎ যজ্ঞ-নমস্য আমাদের পক্ষে উপযুক্ত নহে। ভগবান্ বিষ্ণুই পরম আশ্চর্যময়; কারণ, তিনিই আমাদের পরম গতি ॥ ৭৯

অগ্নিতে হোম করা হইলে পর যে পবিত্র আয়া-ভাগ আমরা আস্বাদন করি, তৎ সমস্তই বিশ্বরূপ কমললোচন ভগবান্ বিষ্ণুই আমাদের প্রদান করেন ॥ ৮০

বেদপ্রতিপাদিত যজ্ঞসকলের এই বাক্যানুসারে আমি ভগবান্ বিষ্ণুর গতি প্রাপ্ত করিবার ইচ্ছায় এস্থানে এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। এস্থানে সকল রাজা আপনাদের দ্বারা পরিবৃত ভগবান্ বিষ্ণুরূপী শ্রীকৃষ্ণকে আমি দর্শন করিলাম ॥ ৮১

যুধিষ্ঠির! আমি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এই কথা বলিয়াছি

প্রত্যুক্তোঽহমনেনাদ্য বাক্যান্যান্য যতস্ততম্।
দক্ষিণাভিঃ সহেত্যেবং পর্য্যাপ্তং বচনং মম ॥ ৮৩
যজ্ঞানাং হি গতিরিক্ষুঃ সর্ব্বেষাং সহদক্ষিণঃ।
দক্ষিণাভিঃ সহেত্যেবং প্রশ্নো মম সমাপ্তবান্ ॥ ৮৪
কূর্ম্মেণাভিহিতঃ পূর্ব্বং পারম্পর্য্যাদিহাগতম্।
সদক্ষিণেঽস্মিন্ পুরুষে তদ্ বাক্যং প্রতিপাদিতম্ ॥৮৫
যদ্যাং ত্বদ্যস্তঃ পৃচ্ছন্তি বাক্যান্যান্য বিনির্ণয়ম্।
তদেতৎ সর্ব্বমাখ্যাতং সাহয়্যাং যদাগতম্ ॥ ৮৬
নারদে তু গতে স্বর্গং সর্গে তে পৃথিবীভুজঃ।
বিস্মিতাঃ স্বানি রাষ্ট্রাণি গুপ্তুঃ সবল-বাহনাঃ ॥৮৭
জনার্দ্দনোঽপি সহিতো যদুভিঃ পাবকোপমৈঃ।
স্বমেব ভবনং বীরো বিবেশ যদুনন্দনঃ ॥ ৮৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি ধন্যোপাখ্যানং নাম দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১০ ॥

যে, জনার্দন! আপনি আশ্চর্য্য ও ধন্য। তিনিই এস্থানে আপনাদের সকলের মধ্যে বর্ত্তমানে বিরাজমান আছেন। ৮২

তিনিই আজ আমার সেই বাক্যের যে উত্তর দিয়াছেন—দক্ষিণাসমূহ সহ আমি যজ্ঞ ও আহুতি; ইহাই আমার সেই প্রশ্নের পর্য্যাপ্ত উত্তর আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। ৮৩

কারণ, দক্ষিণাসমূহ সহ বিষ্ণুই সকল যজ্ঞের আশ্রয়, সেই জন্য তিনি "দক্ষিণাসমূহ সহ" এই কথা বলিলে পর আমার প্রশ্ন সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ৮৪

পূর্ব্বে কচ্ছপ ধন্যতার প্রতিপাদন আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাপর পরাম্পরা-ক্রমে এস্থানে এই দক্ষিণাসহ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে তাহার উপসংহার হইল; অতএব কে ধন্য? এই বাক্যের উত্তর এ স্থলে প্রতিপাদিত হইল। ৮৫

আপনারা আমার পূর্ব্বোক্ত বাক্যের যে তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার বিষয়ে আমি এই সব কিছুই আপনাদের বলিলাম। এখন আমি দেবলোকে আসিয়াছিলাম, সেইজন্যই স্মরণ করিতেছি। ৮৬

নারদ স্বর্গলোকে গমন করিলে পর সেই সমস্ত ভূপতিগণ বিস্মিত হইয়া সৈন্য ও বাহনসকল সহ নিজ নিজ রাজ্য রক্ষা করিলেন। ৮৭

তাহার পর যদুকুলের আনন্দবর্দ্ধন বীর জনার্দ্দনও অগ্নিতুল্য তেজস্বী যদুবংশীয় বীরগণের সহিত নিজেরই ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। ৮৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে ধন্যোপাখ্যান-নামক দশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণস্য মহিমা ব্রাহ্মণ-বালকা রক্ষিতুং শ্রীকৃষ্ণস্যাগমতিং গৃহীত্বার্জুনস্য গমনম্]

জনমেজয় উবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো কৃষ্ণস্য জগতাংপতেঃ।
মাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামি পরমং দ্বিজসত্তম ॥ ১
নহি মে তৃপ্তিরত্যন্ত শৃণ্বতস্তস্য ধীমতঃ।
কর্ম্মণামনুসন্তানং পুরাণস্য মহাত্মনঃ ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নাস্তঃ শক্যঃ প্রভাবস্য বক্তুং বর্ষশতৈরপি।
গোবিন্দস্য মহারাজ শ্রূয়তামিদমুত্তমম্ ॥ ৩
শরতল্পে শয়ানেন ভীষ্মেণ পরিচোদিতঃ।
গাণ্ডীবধন্বা বীভৎসুর্মাহাত্ম্যং কেশবস্য যৎ ॥ ৪

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের মহিমা,—ব্রাহ্মণ বালককে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা লইয়া অর্জুনের গমন।]

জনমেজয় বলিলেন,—মহাবাহো! দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি পুনরায় জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের উত্তম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১

সেই পরম বুদ্ধিমান্ মহাত্মা পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মসমূহের পরম্পরা শ্রবণ করিয়া আমার এস্থানে তৃপ্তিলাভ হইতেছে না (বরং উত্তরোত্তর শ্রবণের ইচ্ছা বর্দ্ধিত হইতেছে)। ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ জনমেজয়! ভগবান্ গোবিন্দের প্রভাবের পূর্ণরূপে বর্ণনা করা—তাহার অন্তকথা বলা শতবর্ষেও সম্ভব হইবে না। অতএব তাঁহার এই এক অদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ৩

মহারাজ কুরুনন্দন! বাণশয্যায় শয়ান পিতামহ ভীষ্মের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া গাণ্ডীবধন্বা অর্জুন সমস্ত রাজগণের মধ্যে

রাজ্ঞাং মধ্যে মহারাজ জ্যেষ্ঠঃ ভ্রাতৃবরব্রবীৎ।
যুধিষ্ঠিরং জিতামিত্রমিতি তচ্ছৃণু কৌরব ॥ ৫

অর্জুন উবাচ।

পুরাহং দ্বারকাং যাতঃ সম্বন্ধীনবলোকনঃ।
ন্যবসং পূজিতস্তত্র ভোজ-বৃষ্ণ্যন্ধকৈস্তথৈঃ ॥ ৬
তত্রঃ কদাচিদ্ধর্মাত্মা দীক্ষিতো মধুসূদনঃ।
একাহেন মহাবাহুঃ শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ৭
ততো দীক্ষিতমাসীনমভিগম্য দ্বিজোত্তমঃ।
কৃষ্ণং বিজ্ঞাপয়ামাস ত্রাহি ত্রাহীতি চাব্রবীৎ ॥ ৮

ব্রাহ্মণ উবাচ

রক্ষাধিকারো ভবতঃ পরিত্রায়স্ব মাং বিভো।
চতুর্থাংশং হি ধর্মস্য রক্ষিতা লভতে ফলম্ ॥ ৯

বাসুদেব উবাচ

ন ভেতব্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠ রক্ষামি ত্বাং কৃতো ভয়ম্
ব্রূহি তত্ত্বেন ভদ্রং তে সহপি স্যাৎ সুদুষ্করম্ ॥ ১০

ব্রাহ্মণ উবাচ

জাতো জাতো মহাবাহো পুত্রো মে ত্রিয়তেঽনঘ।
ত্রয়ো হ্যতাস্তথূর্থং ত্বং কুরু রক্ষিতুমর্হসি ॥ ১১
ব্রাহ্মণ্যাং স্মৃতিকালেঽস্য তত্র রক্ষা বিধীয়তাম্।
যথা ত্রিয়েরপত্যং মে তথা কুরু জনার্দন ॥ ১২

অর্জুন উবাচ।

ততো মামাহ গোবিন্দো দীক্ষিতোঽহং ক্রতাবিতি।
রক্ষা চ ব্রাহ্মণে কার্যা সর্ব্যবত্নাগতৈরপি ॥ ১৩
ক্রতাহমেবং কৃষ্ণস্য বচোঽবোচং নরাধিপ।
মাং নিবোধস্ব গোবিন্দ রক্ষিতব্যোঽয়ং দ্বিজঃ ত্বয়া ॥ ১৪
ইত্যুক্তঃ স স্মিতং কৃত্বা মামুবাচ জনার্দনঃ।
শক্যাসীত্যেবমুক্তস্ত ব্রীড়িতোঽহং নরাধিপ ॥ ১৫
ততো মাং ব্রীড়িতং দৃষ্ট্বা পুনরাহ জনার্দনঃ।
গম্যতাং কৌরবশ্রেষ্ঠ শক্যতে যদি রক্ষিতুম্ ॥ ১৬

নিজের শক্তিবিষয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে ভগবান্ কেশবের যে মাহাত্ম্য বলিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৫-৩

অর্জুন বলিলেন,—পূর্ব্বে একদিন আমি নিজের সম্বন্ধীদিগকে দর্শন করিবার জন্য দ্বারকাপুরী গিয়াছিলাম। সেখানে ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধক বীরগণের দ্বারা সম্মানিত হইয়া আমি কয়েকদিন বাস করিয়াছিলাম ॥ ৬

একদিন ধর্মাত্মা মহাবাহু মধুসূদন শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে একাহ সাধ্য সোমযাগের দীক্ষা গ্রহণ করেন ॥ ৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া নিজের সঙ্কট নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন—প্রভো! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন ॥ ৮

ব্রাহ্মণ পুনরায় বলিলেন,—প্রভো! রক্ষা করা আপনার অধিকার, আপনি আমাকে রক্ষা করুন; কারণ, যিনি রক্ষা করেন, তিনি রক্ষিত পুরুষের ধর্ম্মের চতুর্থাংশ ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি ভয় করিও না। আমি তোমাকে রক্ষা করিব। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি যথাযথভাবে বল কোথা হইতে তোমার ভয় আসিয়াছে? যদি তাহা অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্যও হয়, তথাপি তাহা বলিতে সঙ্কোচ করিও না ॥ ১০

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—মহাবাহো! নিষ্পাপ শ্রীকৃষ্ণ! যখনই আমার কোনও পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তখনই কাল তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। এইভাবে আমার তিন পুত্র কাল কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। এখন আমার চতুর্থ পুত্রের জন্ম আসন্ন, অতএব আপনিই তাহাকে রক্ষা করিবার যত্ন করুন ॥ ১১

জনার্দন! আজ রাত্রিশেষে আমার পত্নীর প্রসবের সময়; অতএব সেখানে আপনি রক্ষার বিধান করুন। আমার এই সন্তান যাহাতে জীবিত থাকিতে পারে, সেরূপ উপায় আপনি অবলম্বন করুন ॥ ১২

অর্জুন বলিলেন,—তখন ভগবান্ গোবিন্দ আমাকে বলিলেন,—পার্থ! আমি ত' যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু সকল অবস্থাতেই ব্রাহ্মণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত ॥ ১৩

নরেশ্বর! শ্রীকৃষ্ণের এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম—গোবিন্দ! আপনি আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করুন। আমি এই ব্রাহ্মণকে ভয় হইতে রক্ষা করিব ॥ ১৪

নরনাথ! আমি এই কথা বলিলে পর জনার্দন ঈষৎ হাস্য করিয়া আমাকে বলিলেন,—কি, তুমি রক্ষা করিবে? তিনি এই কথা বলিলে আমি লজ্জিত হইয়া পড়িলাম ॥ ১৫

তখন আমাকে লজ্জিত জানিয়া জনার্দন পুনরায় বলিলেন—

ত্বৎপুরোগাংশ্চ রক্ষস্ত বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথাঃ।
অহং রামঃ মহাবাহুঃ প্রত্যূহাম্ব মহাবলম্ ॥ ১৭
ততোঽহং বৃষ্ণিসৈন্যেন মহতা পরিবারিতঃ।

তমব্রুতো দ্বিজঃ কৃত্বা প্রস্থাতঃ সহ সেনয়া ॥ ১৮
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
বাসুদেবমাহাত্ম্যে একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১১

কৌরবশ্রেষ্ঠ! যদি তুমি রক্ষা করিতে সমর্থ হও, তবে গমন কর। ১৬

মহাবাহু বলরাম ও মহাবল ভগ্নীয় যাতীত অন্য বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের মহারথীরা তোমাকে অগ্রবর্তী করিয়া গমন করুক এবং এই ব্রাহ্মণকে রক্ষা করুক। ১৭

তখন আমি বৃষ্ণিবীরগণের বিশাল সৈন্যবাহিনীতে পরিবৃত হইয়া সেই ব্রাহ্মণকে অগ্রে করত সৈন্যসহ প্রস্থিত হইলাম। ১৮

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে বাসুদেবের মাহাত্ম্যবিষয়ক একাদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অরক্ষিতে ব্রাহ্মণ-বালকে ব্রাহ্মণেনার্জুনস্য তিরস্কারঃ, শ্রীকৃষ্ণেন সহ তস্যোত্তরস্যাং দিশি গমনঞ্চ]

অর্জুন উবাচ

মুহূর্তেন বয়ং গ্রামং তং প্রাপ্য ভরতর্ষভ
বিশ্রান্তবাহনাঃ সর্বে নিবাসায়োপসংস্থিতাঃ ॥ ১

ততো গ্রামস্য মধ্যেঽহং নিবিষ্টঃ কৃষ্ণসন্নিধৌ।
সমন্তাদ্ বৃষ্ণিসৈন্যেন মহতা পরিবারিতঃ ॥ ২

ততঃ শকুনয়ো দীপ্তা মৃগাশ্চ ক্রূরভাষিণঃ
দীপ্তায়াং দিশি বাশন্তো ভয়মাবেদয়ন্তি মে ॥ ৩

সন্ধ্যারাগো জপাবর্ণো ভাগ্যমাংশ্চৈব নিষ্প্রভঃ।
পপাত মহতী চোল্কা পৃথিবীং চাপ্যকম্পত ॥ ৪

তান্ সমীক্ষ্য মহোৎপাতান্ ন দারুণাল্লোমহর্ষণান্।
যোগমাস্থায় তত্র ত্বমস্যোৎপতিতেতসম্ ॥ ৫

মৃষ্ণানপুরোগাংশ্চ বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথাঃ
সর্বে যুক্তরথাঃ সজ্জাঃ স্থাস্যন্তি তথাভবম্ ॥ ৬

গতেঽর্ধরাত্রসময়ে ব্রাহ্মণো ভয়বিক্লবঃ।
উপাগম্য তদাস্মাভির্বচনমব্রবীৎ ॥ ৭

কালোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো ব্রহ্মণাং প্রসবস্য মে।
তথা ভবন্তস্তিষ্ঠন্তু ন ভবেৎ বঞ্চনা যথা ॥ ৮

মুহূর্তাদেব চাস্ত্রৌঘৈঃ কৃপণং ক্রন্দিতস্বনম্।
তস্য বিপ্রস্য ভবনে ত্রিভিস্ত্রিভিরিতি ৮ ॥ ৯

উল্কাপাত হইতে লাগিল এবং পৃথিবী কাঁপিতে আরম্ভ করিল ॥৪

এই ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকর মহোৎপাতসমূহ লক্ষ্য করিয়া সাত্যকি প্রভৃতি বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের মহারথী বীরগণ উদ্বেগচিত্ত সকল মানুষকে সজ্জিত হইবার জন্য আজ্ঞাদান করিলেন। সকলেরই রথ যোজিত করা হইল এবং সকলেই তখন সুসজ্জিত হইলেন। তরু আমিও সর্বতোভাবে প্রস্তুত হইলাম ॥ ৫-৬

যখন অর্ধরাত্রি সময় অতিবাহিত হইল, তখন ব্রাহ্মণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া আমাদের নিকট আগমন করত তীব্রচিত্তে এই কথা বলিলেন ॥ ৭

আমার ব্রাহ্মণীর প্রসবের এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনারা সেইভাবে প্রস্তুত থাকুন, যাহাতে না বঞ্চিত হইতে হয় ॥ ৮

তারপর মুহূর্তকালের পরেই ব্রাহ্মণের গৃহের অন্যে করুণ রোদন শব্দ আমি শুনিতে পাইলাম। তখন সকল লোক বলিতেছিল—হায়! বালককে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে ॥ ৯

অথাকাশে পুনর্বাচমশ্রৌষং বালকস্য বৈ
উঁহেতি ত্রিয়মাণস্য ন চ পশ্যামি রাক্ষসম্ ॥ ১০
ততোঽস্ত্রাভিস্তদা তাত শরবর্ষৈঃ সমন্ততঃ।
বিহ্বলিতা দিশঃ সর্বা হৃত এব স বালকঃ ॥ ১১
ব্রাহ্মণোঽহমুর্ব্বরস্থঃ কৃত্বা হৃতে তস্মিন্ কুমারকে।
বাচঃ স পরুষাস্তীব্রাঃ শ্রাবয়ামাস মাং তদা ॥ ১২
বৃষ্ণয়ো হতসঙ্কল্পাস্তথাহং নষ্টচেতনঃ।
মামেবং বি বিশেষেণ ব্রাহ্মণঃ প্রত্যভাষত ॥ ১৩
রক্ষিষ্যামীতি চোক্তঃ ত্বে ন চ রক্ষিতবানসি।
শৃণু বাক্যমিদং শেষং যদ্যমর্হসি তচ্চার্জুন ॥ ১৪
বৃথা ত্বং স্পর্দ্ধসে নিত্যং কৃষ্ণেনামিতবুদ্ধিনা।
যদি স্যাদিহ গোবিন্দো নৈতদস্ত্যাহিতং ভবেৎ ॥ ১৫
যথা চতুর্থং ধর্ম্মস্য রক্ষিতা লভতে ফলম্
পাপস্যাপি তথা মূঢ় ভাগং প্রাপ্নোত্যরক্ষিতা ॥ ১৬

রক্ষিষ্যামীতি চোক্তঃ ত্বে ন চ শক্তোঽসি রক্ষিতুম্।
মোঘং গাণ্ডীবমেতত্তে মোঘৌ বাহূ বলঞ্চ তে ॥ ১৭
অতিক্ষিপ্তঞ্চ তৎ বিপ্রঃ ততোঽহমুপ প্রস্থিতস্তথা।
সহ বৃষ্ণ্যন্ধকস্ত্রীভির্হৃতে কৃষ্ণে মহাত্মনি ॥ ১৮
ততো দ্বারবতীং গত্বা দৃষ্ট্বা মধুনিষূদনম্।
ব্রীড়িতঃ শোকসন্তপ্তো গোবিন্দেনোপলক্ষিতঃ ॥ ১৯
স তু মাং ব্রীড়িতং দৃষ্ট্বা বিনিন্দন্ কৃষ্ণসন্নিধৌ।
মোচ্যং পশ্যত মে যোঽয়ং ব্রহ্মদণ্ডং ক্লীবকৃতনম্ ॥ ২০
ন প্রদ্যুম্নো নানিরুদ্ধো ন রামো ন চ কেশবঃ।
যত্র শক্তাঃ পরিত্রাতুং কোঽন্যস্তত্রভবনেশ্বরঃ ॥ ২১
ধিগর্জ্জুনং বৃথানাদং ধিগ্যাতুলাস্ত্রিনো ধনুঃ
দৈবাপসৃষ্টো যো মৌর্খ্যাদাত্মগুপ্তিং চ দুর্ম্মতিঃ ॥ ২২
এবং শপতি বিপ্রস্যৌ বিস্তামাস্থায় বৈষ্ণবীম্।
যদ্যৌ সংযমনীং যাতৌ যত্রাস্তে ভগবান্ যমঃ ॥ ২৩

তারপর আকাশে আমি অপহৃত বালকের 'উঁহ' এই শব্দ শুনিতে পাইলাম, কিন্তু তাহার অপহরণকারী রাক্ষসকে আমি দেখিতে পাইলাম না। ১০

তাত! তখন আমরা বাণ বর্ষণ করত চারিদিক্ বিদ্ধ সমস্ত দিককে স্তব্ধ করিলাম বটে, তথাপি সেই বালক অপহৃতই হইল। ১১

সেই কুমার অপহৃত হইলে পর ব্রাহ্মণ আর্ত্তনাদ করিয়া সেই সময় আমাকে তীব্র কর্কশ ভাষায় এই সব কথা শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। ১২

সেই সময় বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন এবং আমিও যেন চৈতন্য হারাইয়া ফেলিলাম। সেই ব্রাহ্মণ বিশেষতঃ আমাকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। ১৩

দুর্ম্মতে! তুমি যে বলিয়াছিলে 'আমি রক্ষা করিব', কিন্তু তুমি রক্ষা করিলে না; অতএব তুমি আমার এই শেষ কথা শ্রবণ কর, তুমি ইহারই পাত্র। ১৪

তুমি অমিতবুদ্ধিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সদা বৃথাই স্পর্দ্ধা কর। যদি সেই ভগবান্ গোবিন্দ দ্বারকা প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে এই দুর্ঘটনা ঘটিত না। ১৫

যেরূপ রক্ষাকারী ক্ষত্রিয় রক্ষিত পুরুষের ধর্ম্মের চতুর্থাংশ ফল প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ রক্ষা না করিলে সেই পুরুষ অরক্ষিত ব্যক্তির পাপেরও ভাগী হইয়া থাকে। ১৬

তুমি ঘোষণা করিয়াছিলে যে, আমি রক্ষা করিব; কিন্তু তুমি রক্ষা করিতে সমর্থ নও। তোমার এই গাণ্ডীব ধনু ব্যর্থ। তোমার পরাক্রম ও যশও ব্যর্থ। ১৭

তখন সেই ব্রাহ্মণকে আমি কিছু না বলিয়া দুঃখি ও অন্তঃপুরের সেই রাজকুমারগণের সহিত প্রস্থিত হইয়া সেই স্থানে আসিলাম, যেস্থানে মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান ছিলেন। ১৮

দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া মধুসূদনকে দর্শন করত আমি লজ্জিত ও শোকে সন্তপ্ত হইয়া উঠিলাম। শ্রীগোবিন্দ আমার এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিলেন। ১৯

ইহার পরে সেই ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে লজ্জিত দর্শন করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটেই এইভাবে বিদ্রূপ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন—অহো! আমার দুর্মতা দেখুন। আমি এই কাতর বা নপুংসকের বাক্যে বিশ্বাস করিয়াছিলাম। ২০

যেখানে না প্রদ্যুম্ন, না অনিরুদ্ধ, না বলরাম এবং না শ্রীকৃষ্ণও রক্ষা করিতে সমর্থ, সেখানে অন্য কোন্ পুরুষ রক্ষা করিতে সমর্থ হইতে পারে? ২১

বৃথা বাক্যাড়ম্বরী এই অর্জুনকে ধিক্! মিথ্যা আত্মশ্লাঘাকারী এই অর্জুনের ধনুকেও ধিক্! কারণ, এই দুর্মতি পুরুষ স্বয়ই দৈবের দ্বারা উপহৃত রহিয়াছে, তথাপি সে মূর্খতাবশতঃ আমাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছিল। ২২

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—) সেই রশ্মি যখন এইভাবে আক্ষেপ করিতেছিলেন, তখন বীর অর্জুন বৈষ্ণবী বিদ্যা

বিপ্রপত্ত্যাবচক্ষাণস্তত ঐন্দ্রীমদাৎ পুরীম্
আগ্নেয্যাং নৈর্ঋতীং সৌম্যাযুদীচীং বারুণীং তথা ॥১৩
রসাতলং নাকপৃষ্ঠং বিক্ষোস্তস্যাদ্যাধ্বং।
ততোঽলর্ক্ক। দ্বিজসুতমনিন্দ্যৈর্গতিপ্রশ্রয়ঃ ॥১৪
অগ্নিং বিবিক্ষুঃ কৃষ্ণেন প্রচ্যাব্রেন নিষেধিতঃ।
দর্শয়ে দ্বিজসূনুং তে মাবজ্ঞাস্তানমাত্মনা ॥১৬
কীর্ত্তিং ত এতে বিপুলাং স্থাপয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
ইতি সন্ত্রাস্য মাং স্নেহাৎ সমাশ্বাস্য চ মাধবঃ ॥১৭
সাত্ত্বয়িত্বা তু তং বিপ্রমিদং বচনমব্রবীৎ

সুপ্রীতশ্চৈব শৈব্যাঙ্গে মেঘপুষ্প-বলাহকৌ ॥১৮
যোজয়াশ্বানিতি তদা দারুকঃ প্রত্যভাষত।
আরোপ্য ব্রাহ্মণং কৃষ্ণো ধ্রুবরোপ্য চ দারুকম্ ॥১৯
মামুবাচ ততঃ সৌরিঃ সারথ্যং ক্রিয়তামিতি।
ততঃ সমাধায় রথং কৃষ্ণোঽহং ব্রাহ্মণঃ স চ।
প্রযাতাঃ স্ম নিশং সৌম্যামুদীচীং কৌরবর্ষভ ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
বাসুদেবমাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণস্যোদীচীগমনে
দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১১

অবলম্বন করত সংযমনপুরীতে গমন করিলেন, যেস্থানে ভগবান্ যম বিরাজমান ছিলেন। ১৩

সেস্থানে ব্রাহ্মণের বালককে না দেখিয়া তিনি ক্রমশঃ ইন্দ্র, অগ্নি, নির্ঋতি, সোমের উত্তরা এবং বরুণ—ইঁহাদের সকলের পুরীতে গমন করিলেন। ১৭

তাহার পর তিনি নিজের অধঃপুরে লইয়া রসাতল এবং স্বর্গেও গমন করিলেন। ইহাতেও তিনি সেই ব্রাহ্মণ বালককে না পাইয়া নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারিলেন না; অতএব তিনি প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ ও প্রাচ্য আসিয়া ইঁহাকে সেরূপ করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন,—আমি ব্রাহ্মণ বালককে তোমায় দেখাইয়া দিব, তুমি কদাচ নিজেকে অবজ্ঞা করিও না। এই

সন্তানের মনস্তুষ্টি হেতুক সুবিস্তৃত কীর্ত্তি ভগতে স্থাপিত করিবে। ১৪-১৭

অর্জুন বলিলেন হেতুবশতঃ এইরূপ বাক্য বলিয়া মাধব আমাকে আশ্বাস দান করত এবং সেই ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা দান পূর্ব্বক সারথি দারুককে এই রূপ বলিলেন। ১৮

দারুক! তুমি সুপ্রীত শৈব্য, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক অশ্বগণকে রথে যোজিত কর। সেই সময় তিনি ব্রাহ্মণকে রথে আরোহণ করাইয়া এবং দারুককে রথ হইতে নামাইয়া দিয়া আমাকে বলিলেন,—তুমি সারথির কার্য্য কর। ২১

কৌরবশ্রেষ্ঠ! তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ, আমি ও সেই ব্রাহ্মণ তিনজনে সেই রথে বসিয়া সোম্যসংজ্ঞক উত্তর দিকে গমন করিলাম। ৩০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বাসুদেবের মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের উত্তর দিকে গমনবিষয়ক দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন ব্রাহ্মণ-পুত্রাণামানয়নম্।]

অর্জ্জুন উবাচ।

ততঃ পর্ব্বতাজালানি সরিতশ্চ বনানি চ।
অপশ্যং সমতিক্রম্য সাগরং বরুণালয়ম্ ॥ ১

ততোঽহমুদধিং সাক্ষাদুপনীয় জনার্দ্দনম্।
স প্রাঞ্জলিঃ সমুত্থায় কিং করোমীতি চাব্রবীৎ ॥২
প্রতিগৃহ্য স তাং পূজাং তমুবাচ জনার্দ্দনঃ।
রথপথানমিচ্ছামি ত্বয়া দত্তং নদীপতে ॥ ৩
অথাব্রবীৎ সমুত্তস্থৌ প্রাঞ্জলির্বরুণাত্মজম্।
প্রসীদ ভগবন্নেবমাজ্ঞাপ্যোঽস্মি গমিষ্যতি ॥ ৪

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ-পুত্রগণকে আনয়ন।]

অর্জ্জুন বলিলেন,—তদনন্তর বহু পর্ব্বতসমূহ, নদীসকল ও বনসমূহ অতিক্রম করিয়া আমি বরুণালয় সমুদ্রকে দর্শন করিলাম। ১

তাহার পর সেই সময় সাক্ষাৎ সমুদ্র ভগবান্ জনার্দ্দনকে অর্ঘ্য নিবেদন করত কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক ভগবান হইয়া বলিলেন,—প্রভো! আমি আপনার কি সেবা করিব? ২

সমুদ্রপ্রদত্ত পূজা গ্রহণ করত ভগবান্ জনার্দ্দন বলিলেন,—নদীপতে! আমি কামনা করি যে, তুমি আমাকে আমার এই রথ যাইবার জন্য পথ প্রদান কর। ৩

তখন সমুদ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া বক্তব্যজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণকে

ত্বদৃতে নাপিতঃ পূর্ব্বমগাধোঽস্মি জনার্দ্দন।
তস্মা প্রযচ্ছিতে মার্গে যাস্যামি গমনীয়তাম্ ॥ ৫
অন্যেঽপ্যেবং গমিষ্যন্তি রাজানো দর্পমোহিতাঃ।
এবং সঞ্চিন্ত্য গোবিন্দ যৎ ক্ষমং তৎ সমাচর ॥ ৬

বাসুদেব উবাচ।

ব্রাহ্মণার্থে মমত্বঞ্চ কৃতং সাগর মদ্বচঃ
মদৃতে ন পুমান্ কশ্চিদগস্ত্বা দর্ষয়িষ্যতি ॥ ৭
অথাব্রবীৎ সমুদ্রস্তু পুনরেব জনার্দ্দনম্।
অতিশাপভয়াদ্ভীতো বাঢ়মেবং ভবিষ্যতি ॥ ৮
শোষয়ামোর্ব্ব মার্গং তং যেন ত্বং কৃষ্ণ যাস্যসি।
রথেন সহসুস্তেন সঙ্গতঃ ত্বং কেশব ॥ ৯

বাসুদেব উবাচ

ময়া দত্তো বরঃ পূর্ব্বং ন শাস্ত্রং যাস্যতীতি তে
মানুষ্যান্তে ন জানীযুর্বিবিধান্ রত্নসঞ্চয়ান্ ॥ ১০
জলং স্তম্ভয় সাধো ত্বং ততো যাস্যাম্যহং রথী।
ন চ কশ্চিৎ প্রমাণং তে রত্নানাং বেৎস্যতে নরঃ ॥ ১১
সাগরেণ তথেত্যুক্তে প্রস্থিতাঃ স্মো জলেন বৈ।
স্তম্ভিতেন পথা ভূমৌ মণিবর্ণেন ভাস্বতা ॥ ১২
ততোঽর্ণবাৎ সমুত্তীর্য্য কুরুনপ্যুত্তরান্ বয়ম্।
অথেন সমতিক্রান্তা গন্ধমাদনমেব চ ॥ ১৩
ততস্তু পর্ব্বতাঃ সপ্ত কেশবং সমুপস্থিতাঃ।
জগ্মুস্তো বৈদূরস্তশ্চ নীলো রক্তস্তথৈবতঃ ॥ ১৪
মহামেরুঃ শ্বেতৈলাস ইন্দ্রকূটশ্চ নামতঃ।
বিভ্রাণা বর্ণরূপাণি বিবিধানদ্ভুতানি চ ॥১৫
উপস্থায় চ গোবিন্দং কিং কুর্ম্মোত্তাক্তবংস্তদা।
তাংশ্চৈব প্রতিজগ্রাহ বিধিবন্মধুসূদনঃ ॥ ১৬

বলিলেন,—ভগবন্! আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন। এইভাবে আমার মধ্য দিয়া পথ নির্ম্মাণ করাইবেন না, তাহা হইলে অন্য ব্যক্তিও এইরূপে ব্যবহার করিবে। ৬

জনার্দ্দন! পূর্ব্বে আপনিই আমাকে এইরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমি অগাধ। আপনি যদি আমার মধ্য দিয়া গমন-পথ নির্ম্মাণ করান, তাহা হইলে আমি সকলের পক্ষেই গমনীয় (লঙ্ঘন করিয়া যাইবার যোগ্য) হইয়া যাইব। ৫

তখন দর্পে মোহিত অন্য সব রাজারাও আমাকে এইভাবে লঙ্ঘন করিয়া যাইবে। গোবিন্দ! এই কথা বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা উচিত বিবেচনা করিবেন, তাহাই করুন। ৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—সাগর! তুমি এই ব্রাহ্মণের জন্য আমার এই কথা মানিয়া লও, আমি ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষ তোমাকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারিবে না। ৭

তখন সাগর ভয়ে ভীত হইয়া সমুদ্র পুনরায় জনার্দ্দনকে বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হইবে। ৮

শ্রীকৃষ্ণ! কেশব! এই আমি আপনার পথ শুষ্ক করিয়া দিতেছি, যাহাতে আপনি সারথি ও অশ্ব সহ রথের দ্বারা যাত্রা করিতে পারেন। ৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—আমি পূর্ব্বে তোমাকে বর দিয়াছিলাম যে, তুমি কখনও শুষ্ক হইবে না এবং মধুসূদন তোমার মধ্যে স্থিত নানাপ্রকার রত্নরাশি জানিতে পারিবে না; সেইজন্য তুমি তোমার জলকে কেবল স্তম্ভিত কর। সাধো! এরূপ করিলে আমি রথে উপবিষ্ট থাকিয়া তোমার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারিব এবং কোনও মানুষ তোমার রত্নসমূহের প্রমাণও জানিতে পারিবে না। ১০-১১

তখন সমুদ্র 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া লইলেন। তারপর আমরা সকলে স্তম্ভিত জলপথ দিয়া যাইতে লাগিলাম। সেই পথ তখন ভূমিতে স্থিত প্রকাশমান মণিসমূহের প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছিল। ১২

তাহার পর আমরা সমুদ্র পার হইয়া উত্তর কুরুদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তারপর অল্পকালের মধ্যেই গন্ধমাদন পর্ব্বতকেও অতিক্রম করিয়া যাইলাম। ১৩

তখনক্রমে জয়ন্ত, বৈজয়ন্ত, নীল, রক্তপর্ব্বত, মহামেরু, কৈলাস ও ইন্দ্রকূট নামে এই সাতটি পর্ব্বত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা তখন নানা প্রকারের অদ্ভুত রূপ-রঙ্গ ধারণ করিয়াছিলেন। ১৪-১৫

সেই সময় গোবিন্দের সেবায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারা সকলে বলিতে লাগিলেন,—ভগবন্! আমরা আপনার কি সেবা করিব? তখন মধুসূদন বিধিপূর্ব্বক ইঁহাদের সকলের সৎকার গ্রহণ করিলেন। ১১

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

সগুণ সমাধি লাভ করিলে প্রাণ সুষুম্নায় প্রবেশ করিবে, সেখানে প্রণব ভিন্ন অন্য কোন মন্ত্র নাই অনধিকার অধিকার সুষুম্নার বাহিরে অধিকার উল্লঙ্ঘন করে অগ্রসর হতে গেলে গমনে বিলম্ব হবে পথে বাধা আসবে, অহঙ্কার হবে মূলকেন্দ্রে পৌঁছিতে বিলম্ব হবে। শুধু চীৎকার ছাড়া আর কিছু হবে না মা আমার দ্বার রুদ্ধ করে নিদ্রা যাবেন

(২)

সব আমার মা বস্ত্রে যেমন ওতপ্রোত-ভাবে সূত্র ভিন্ন আর কিছু নাই, সেইরূপ আমার মা ব্যতিরেকে আর কিছু নাই।

( )

মা'র আমার নির্গুণ ও সগুণ—এই দুইটি রূপ। নির্গুণরূপের তিন-পাদ অপ্রকাশ, একপাদে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসিয়াছে

ASWIN 1383 B. S.
KARTIK 1383 B. S.

Regd. No. W B NC-57

Aryashastra

Mahabharata 100 101

Sept.—Nove. 1976

25 JUL 1977

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

মানুষের প্রধান দুঃখ অজ্ঞান, অজ্ঞানের অর্থ বহু-দর্শন একমাত্র পরম-পুরুষ নানারূপ ধারণ করতে বিরাজ করছেন মানব অজ্ঞানরূপে নর নারী, পশু-পক্ষী কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা প্রভৃতি নানারূপ দর্শন করছে সাধন-ভজন যোগ-যাগ তপস্যা —সবই বহু দর্শন দূর করবার জন্য বাহ্যদেবঃ সর্বম্—ইহা অনুভব করবার জন্য, এ-জ্ঞান লাভ করলেই জনম মরণ নিবৃত্তি হয়

(২)

নাম কল্পতরু তাঁর কাছে মানুষ যা চায় তাই পায় ঘটি-বাটি, দুধের বদলে তাঁর কাছে চাওয়া বিষয় ঠকা। চাইতে হয় তো তোমাকেই চাই, বাস! এখানকার সেখানকার কোন চিন্তা থাকবে না

(৩)

দুষ্ট প্রারব্ধ—প্রথম প্রথম ভক্তকেও চঞ্চল করে, তার কারণ সর্বদা নাম ধরে থাকতে পারেন না। নাম ধরে থাকলে নাম করতে করতে অপকর্ম করা যায় না। নামের সংস্কার দৃঢ় হলে আর কা'রও অন্যায় করবার সামর্থ্য থাকে না।

—:০:—

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ ডি রোড, কলি—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শান্তিগোবান প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

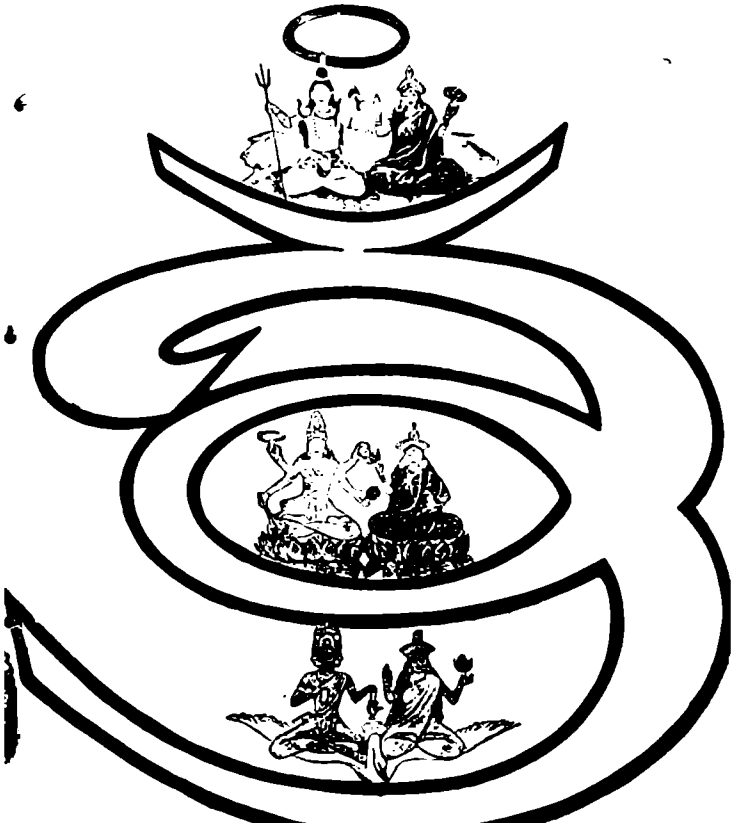

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"তোমার হাত, তোমার পা, তোমার চোখ, তোমার নাক, তোমার রক্ত তোমার মাংস, তোমার দেহ—সবই তোমার। তুমি তা' হলে তোমার দেহ হতে স্বতন্ত্র? যেমন তোমার বাড়ী তুমি নও, এ সবও তুমি নও,—তোমার দেহাদির অতীত যে 'তুমি' তাহাই আত্মা।"

(২)

মানে প্রত্যক্ষ দর্শন—এই প্রার্থনা থাক্ কায়-মনো-বাক্যে। তিনি অন্তর্যামী সেখানে ফাঁকি চলে না। অন্তের দোষারোপের কথাও ভুলে যাওয়া ভাল চাই প্রত্যক্ষ দর্শন।

(৩)

"তোমার দেখলে যেমন তোমার পিতামহের অনুমান হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয় অঙ্গ, মন লাগায় এবং বৃত্তিরূপ সারথিযুক্ত দেহরথ দেখলে, আত্মারোহীর অনুমান কেন না হবে?"

(৪)

"—বিশ্বাস দৃঢ় না হইলেও যদি সব সময় তোমাকে মনে পড়ে তাহা হইলে সুখ-দুঃখ অভিভূত করিতে পারে না, "সব তুমি" এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলে ত' কথাই নাই।"

—:০:—

আর্য্যশাস্ত্র

হরিবংশ—১৩-১৪

১৫শ বর্ষ, পৌষ-ফাল্গুন, ১৩৮৩

ষষ্ঠ সংখ্যা ছাদনীযাত্রা
সপ্তম সংখ্যা—পুষ্যাভিষেকযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতঃ-

হরিবংশঃ

শ্রীশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।

মুখ্য-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীগ্রামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীমধুসূদন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

তত্ত্বাধিকারী ঃ—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(ভারত সঙ্ঘরাজ্য)

মুখ্য-কর্ম্মাধিকর্ত্তা ঃ—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় ঃ—

প্রধান কার্য্যালয় ঃ—মহামিলন মঠ, ৭।৭, পি, ভরিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩১ (ফোন ঃ ৫৮-২৭৩১)
সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·· টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রপ্রচারক মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ৮০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১৭৫ ন. প.। অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক, "আর্য্যশাস্ত্র", ৭।৭, পি,ডব্লিউ,ডি.রোড, কলি-৩৫

২। এই মাসিকপত্রে মধ্যাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিবংশ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ-পত্রাদি "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭/৭ পি. ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি ৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫৮-২৭৩১। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রে কেবল মুদ্রণ সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় ৭।২, পি. ডব্লিউ, ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২ পি. ডব্লিউ, ডি. রোড,
কলিকাতা—৩৫

তানুবাচ হৃষীকেশঃ প্রণামাবনতান্ স্থিতান্ ।
বিবরং গচ্ছতো মেঽদ্য রথমার্গঃ প্রদীয়তাম্ ॥ ১৭
তে কৃষ্ণস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রতিগৃহ্য চ পর্বতাঃ
প্রদদুঃ কামতো মার্গং গচ্ছতো ভরতর্ষভ ॥ ১৮
তত্রৈবান্তর্হিতাঃ সর্বে তদাশ্চর্যতরং মম ।
অসক্তঞ্চ রথো যাতি মেঘজালেষিবাংশুমান্ ॥ ১৯
সপ্ত দ্বীপান্ সসিন্ধূংশ্চ সপ্ত সপ্ত গিরীনথ ।
লোকালোকং তথাতীত্য বিবেশ তমস্তদা ॥ ২০
ততঃ কদাচিদ্দুঃখেন রথমুদ্বহতস্তদা ।
পঙ্কভূতং হি তিমিরং স্পর্শাদ্ বিজ্ঞায় তে নৃপ ॥ ২১
অথ পর্বতভূতং তৎ তিমিরং সমপদ্যত
তদাসাদ্য মহারাজ নিষ্পন্দা হয়াঃ স্থিতাঃ ॥ ২২
ততশ্চক্রেণ গোবিন্দঃ পাটয়িত্বা তমস্তদা ।

আকাশং দর্শয়ামাস রথপথানমুত্তমম্ ॥ ২৩
নিষ্ক্রম্য তমসস্তস্মাদাকাশে রশ্মিতে তদা ।
ভবিষ্যামীতি সংজ্ঞা মে তস্মিন্ বিগত মম ॥ ২৪
ততস্তেজঃ প্রজ্বলিতমপশ্যন্তত্রদাদ্ভুতে ।
সর্বলোকং সমাবিশ্য স্থিতং পুরুষবিগ্রহম্ ॥ ২৫
তং প্রবিষ্টো হৃষীকেশো দীপ্তং তেজোনিধিং তদা ।
রথ এব স্থিতশ্চাহং স চ ব্রাহ্মণদারকঃ ॥ ২৬
স মুহূর্তাদ্ততঃ কৃষ্ণো নিষ্ক্রম্য তদা প্রভুঃ ।
চতুরো বালকান্ গৃহ্য ব্রাহ্মণস্যাত্মজাংস্তদা ॥ ২৭
প্রদদৌ ব্রাহ্মণায়াথ পুত্রান্ সর্বান্ জনার্দনঃ ।
ত্রয়ঃ পূর্বং জিতা যে চ সন্তোঽন্তর্জলবালকাঃ ॥ ২৮
প্রজগ্মুর্ব্রাহ্মণস্যৈব পুত্রান্ দৃষ্ট্বা পুনঃ প্রভো ।
অহঞ্চ পরমপ্রীতো বিস্মিতশ্চাভবংস্তদা ॥ ২৯

প্রণাম করত বিনীতভাবে দণ্ডায়মান সেই সব পর্বতকে হৃষীকেশ এই কথা বলিলেন,—পর্বতগণ! আমি আজ এক গূঢ় স্থানে যাইতেছি, তোমরা আমাকে রথের মার্গ (পথ) প্রদান কর ॥ ১৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য করত সেই সব পর্বত যাইবার সময় তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছানুসারে মার্গ প্রদান করিলেন ॥ ১৮

তাহার পর সেখানে তাঁহারা সকলেই অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ইহা তখন আমার নিকট অত্যন্ত আশ্চর্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। রথ তখন বিনা বাধায় সেইভাবে যাইতে লাগিল, যেরূপ কিরণমালাপরিবেষ্টিত সূর্য মেঘমণ্ডল ভিন্না অনায়াসভাবে গমন করিয়া থাকে ॥ ১৯

সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র এবং প্রত্যেক দ্বীপের সাতটি করিয়া কুলপর্বত অতিক্রম করিয়া লোকালোক পর্বত অতিক্রম করত সেই রথ ঘোর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইল ॥ ২০

তখন অত্যন্ত কষ্টসহকারে রথ বহন করিতে লাগিল। নৃপ! সেই অন্ধকার পঙ্কের ন্যায় উপলব্ধ হইতেছিল, যাহা স্পর্শ করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় ॥ ২১

তাহার পর সেই অন্ধকার পর্বতরূপে প্রাপ্ত হইলাম। মহারাজ! তাহার নিকটে যাইয়া অশ্বগণ নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল ॥ ২২

তখন গোবিন্দ স্বীয় সুদর্শন চক্রের দ্বারা সেই অন্ধকারকে বিদীর্ণ করত আকাশ (অবকাশ) দেখাইয়া দিলেন, যাহা সেই রথের পক্ষে উত্তম মার্গ ছিল ॥ ২৩

সেই অন্ধকার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আকাশ দর্শন করিলে পর আমার এই জ্ঞান হইল যে, এখন আমি জীবিত থাকিব, তারপর আমার সমস্ত দুঃখ দূর হইয়া যাইল। ২৪

ইহার পর আমি আকাশে এক প্রজ্বলিত তেজ দর্শন করিলাম, যিনি পুরুষাকারে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি সমস্ত লোকসমূহ ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান ছিলেন বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ২৫

সেই সময় ভগবান্ হৃষীকেশ সেই প্রজ্বলিত তেজের রাশিতে প্রবিষ্ট হইয়া যাইলেন ; কিন্তু আমি ও সেই রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ রথেই অবস্থান করিতে লাগিলাম ॥ ২৬

তাহার পর মুহূর্তকালের মধ্যেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের চার বালককে সঙ্গে লইয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন ॥ ২৭

ব্রাহ্মণের তিন বালক পূর্বেই অপহৃত হইয়াছিল এবং চতুর্থ সেই নবজাতক বালক ছিল। ভগবান্ জনার্দন সেই সব পুত্র ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন ॥ ২৮

প্রভো! সেখানে নিজের পুত্রগণকে পুনরায় দেখিয়া ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং আমিও পরম প্রীতিলাভ করিলাম। আমি তো এই সমস্ত বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম ॥ ২৯

ততো বয়ং পুনঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণস্য চ তে সুতাঃ।
যথাগতা নিবৃত্তাঃ স্ম তথৈব ভরতর্ষভ ॥ ৩০

তত্ত স্ম দ্বারকাং প্রাপ্তাঃ ক্ষণেন নৃপসত্তম।
অসম্প্রাপ্তেষ্বহর্দিবসে বিস্মিতোঽহং পুনঃপুনঃ ॥৩১

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর আমরা সকলে এবং সেই ব্রাহ্মণ বালকরূপ ধারণ করিয়াছিলাম, সেইভাবেই ফিরিয়া আসিলাম ॥ ৩০

নৃপসত্তম! অর্দ্ধদিবস পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই আমরা সকলে তৎকালের মধ্যে দ্বারকায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমি

অপুত্রাং ভোজয়িত্বা তু দ্বিজঃ কৃষ্ণো মহাযশাঃ।
ধনেন বর্ধয়িত্বা চ গৃহং প্রায়াপয়ত্তদা ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি বাসুদেবমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণপুত্রানয়নে ত্রয়োদশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৩ ॥

এই সময় বারংবার বিস্মিত হইতে ছিলাম ॥ ৩১

ইহার পর মহাযশস্বী শ্রীকৃষ্ণ পুত্রগণের সহিত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া তাঁহার ভগ্ন ধনবর্ধন করিয়া অর্থাৎ প্রভূত ধনদান করিয়া তাঁহাকে সেই সময় গৃহে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৩২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বাসুদেবের ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনায় স্বস্য যথার্থস্বরূপস্য পরিচয়দানম্ ।]

অর্জুন উবাচ।

ততঃ কৃষ্ণো ভোজয়িত্বা শতানি সুবহূনি চ।
বিপ্রাণামমিতপ্রজ্ঞানাং কৃতকৃত্যোঽভবত্তদা ॥ ১
ততঃ সহ বয়া ভূক্ত্বা বৃষ্ণিভোজৈশ্চ সর্ব্বদা
বিচিত্রাশ্চ কথা দিব্যাঃ কথয়ামাস ভারত ॥ ২
ততঃ কথান্তে তত্রাহমভিগম্য জনার্দ্দনম্।
অপৃচ্ছং তম্ যথাবৃত্তং কৃতঃ যদ্দৃষ্টবাংস্ত্বম্ ॥ ৩
কথা সমুদ্ভবশ্চোদ্যঃ কৃতস্তু কমলেক্ষণ।
পর্ব্বতানাঞ্চ বিবিধাঃ কৃতঃ তৎ কথমচ্যুত ॥ ৪

ততস্তচ্চ কথং ঘোরং ঘনং চক্রেণ পাটিতম্।
তচ্চ যৎ পরমং তেজঃ প্রবিষ্টোঽসি কথঞ্চ তৎ ॥ ৫
কিমর্থং তেন তে বালাস্তদা চাপহৃতাঃ প্রভো।
যচ্চ তে দীর্ঘনদ্ধানাং সংক্ষিপ্তং তৎ কথং পুনঃ ॥ ৬
কথং চাল্পেন কালেন কৃতং নস্তদ্গতাগতম্।
এতৎ সর্ব্বং যথাবৃত্তমাচক্ষ্ব মম কেশব ॥ ৭

বাসুদেব উবাচ।

মদ্দর্শনার্থং তে বালা হৃতাস্তেন মহাত্মনা।
বিপ্রার্থমেষ্যতে কৃষ্ণো নাগচ্ছেদস্তথেতি হ ॥ ৮

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

[ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অর্জুনকে নিজের যথার্থ স্বরূপের পরিচয় প্রদান।]

অর্জুন বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় অমিতপ্রজ্ঞ বহু শত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া কৃত-কৃত্য হইলেন ॥ ১

তারত! তাহার পর আমার এবং বৃষ্ণি ও ভোজবংশের সমস্ত বীরগণের সহিত বসিয়া ভোজন করিয়া তিনি নানাবিধ দিব্য ও বিচিত্র কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২

তারপর কথার শেষে জনার্দন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইয়া আমি যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম, তাহার যথাযথ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলাম ॥ ৩

কমলনয়ন অচ্যুত! আপনি কিভাবে সমুদ্রের জলকে ভিত্তি করিয়াছিলেন? এবং পর্ব্বতসকলের মধ্যে বিবর কিরূপে উৎপন্ন করিলেন? ৪

সেই ঘোর ও ঘন অন্ধকারকে কিভাবে চক্রের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন এবং সেই যে পরম উৎকৃষ্ট তেজ ছিল, তাহাতে আপনি কিরূপে প্রবিষ্ট হইলেন? ৫

প্রভো! সেই পরম তেজঃস্বরূপ পুরুষ সেই সময় ব্রাহ্মণ-বালকগণকে কিজন্য অপহরণ করিয়াছিলেন? এবং সেই যে বিশাল মার্গ ছিল, তাহাকে আপনি এত সংক্ষিপ্ত কি প্রকারে করিয়াছিলেন? ৬

কেশব! এত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের সেখানে যাতায়াত কিভাবে সম্ভব হইল? এই সব বৃত্তান্ত আপনি যথাযথভাবে আমাকে বলুন ॥ ৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—অর্জুন! সেই মহাত্মা তেজস্বী

ব্রহ্ম তেজোময়ং দিব্যং যদ্ধ্রুবং যচ্চ তৈর্বানসি।
অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মত্তেজস্তৎ সনাতনম্ ॥ ৯
প্রকৃতিঃ সা মম পরা বাক্তাব্যক্তা সনাতনী।
যাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগবিদস্তমাঃ ॥ ১০
সা সাঙ্খ্যানাং গতিঃ পার্থ যোগিনাঞ্চ তপস্বিনাম্।
তৎ পরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ ॥ ১১
মামেব তদ্ধনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত।
সমুদ্রঃ স্তম্ভতোয়োঽহমদং স্তম্ভয়িতা জলম্ ॥ ১২
অহং তে পর্ব্বতাঃ সপ্ত যে দৃষ্টা বিবিধাস্ত্বয়া।
পঙ্কভূতং হি তিমিরং দৃষ্টবানসি যদ্ধি তৎ ॥ ১৩
অহং তমো ঘনীভূতমহমেব চ পাটকঃ।
অহঞ্চ কালো ভূতানাং ধর্ম্মশ্চাহং সনাতনঃ ॥ ১৪
চন্দ্রাদিত্যৌ মহাশৈলাঃ সরিতশ্চ সরাংসি চ।
চতস্রশ্চ দিশঃ সর্ব্বা মমৈবাহ্বা চতুর্বিধঃ ॥ ১৫
চাতুর্ব্বর্ণ্যং মৎপ্রসূতং চাতুরাশ্র্যমমেব চ।
চাতুর্বিধ্যস্য কর্ত্তাঽমিতি বুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৬

অর্জ্জুন উবাচ

ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ বেত্তু মিচ্ছামি তে প্রভো।
পৃচ্ছামি ত্বাং প্রপন্নোঽহং নমস্তে পুরুষোত্তম ॥ ১৭

বাসুদেব উবাচ

ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চৈব তপঃ সত্যঞ্চ ভারত।
উগ্রং বৃহত্তমং চৈব মত্তস্তান্ বিদ্ধি পাণ্ডব ॥
প্রিয়স্তেঽহং মহাবাহো প্রিয়ো মেঽসি ধনঞ্জয়।
তেন তে কথয়িষ্যামি নান্যথা বক্তুমুৎসহে ॥ ১৯
অহং যজ্ঞাংশ্চ সামানি ঋচঃ পূর্ব্বাণি চ।
ঋত্বিগ্ দেবতা যজ্ঞা মত্তোঽন্যো ভরতর্ষভ ॥ ২০
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্।
চন্দ্রাদিত্যাবহোরাত্রে পক্ষা মাসাস্তথর্ত্তবঃ
মুহূর্ত্তাশ্চ কলাশ্চৈব ক্ষণাঃ সংবৎসরস্তথা ॥ ২১

পুরুষ আমাকে দর্শন করিবার জন্যই সেই ব্রাহ্মণ-বালকদলকে অপহরণ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, ব্রাহ্মণের কার্য্যের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন, অন্যথা নহে ॥ ৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি যে দিব্য তেজোময় ধ্রুব ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছিলে, তাহা আমিই। উহাই আমার সনাতন তেজ ॥ ৯

উহা আমার বাক্তাব্যক্তরূপা সনাতনী পরা প্রকৃতি, যাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া যোগজগণের মধ্যে উত্তম পুরুষগণ মুক্ত হইয়া যায় ॥ ১০

পার্থ! উহা সাংখ্যযোগিগণ, কর্ম্মযোগিগণ ও তপস্বী পুরুষগণের গতি। উহাই পরম ব্রহ্মপদ, যাহা সম্পূর্ণ জগৎকে বিভাগ করে—তেজস হইতে জগৎকে পৃথক্ করে ॥ ১১

ভারত! সেই যে ঘনীভূত তেজ ছিল, তাহা আমারই স্বরূপ বলিয়া জানিও। যাহার জলকে স্তম্ভিত করা হইয়াছিল, সেই সমুদ্রও আমি এবং জলকে স্তম্ভনকারীও আমিই ॥ ১২

তুমি যে বিবিধরূপে সাতটি পর্ব্বতকে দেখিয়াছিলে, সেই সবও আমি এবং পঙ্করূপে যে অন্ধকার বৃদ্ধিগোচর হইয়াছিল, তাহাও আমিই ॥ ১৩

আমি ঘনীভূত অন্ধকার এবং আমিই তাহাকে বিদীর্ণকারী। আমিই সমস্ত ভূতগণের কাল ও আমি তাহাদের সনাতন ধর্ম্ম ॥ ১৪

চন্দ্র, সূর্য্য, মহাপর্ব্বতসকল, নদীসকল ও সরোবরসমূহও আমিই। এই যে চারি দিকে দেখিতেছ, তৎসমস্তই আমার চতুর্বিধ রূপ ॥ ১৫

ভারত! ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি চার আশ্রম আমা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। তত্ত্বতঃ, অতএব, যেহেতু ও উদ্ভিজ্জ—এই চারিপ্রকার প্রাণীদিগের সৃষ্টিকারী আমিই, ইহা তুমি জানিও ॥ ১৬

অর্জ্জুন বলিলেন,—ভগবন্! সর্ব্বভূতেশ্বর! প্রভো! পুরুষোত্তম! আপনাকে নমস্কার। আমি আপনার স্বরূপ ভালভাবে জানিতে ইচ্ছা করি; সেইজন্য এই বিষয়ে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি এবং আপনার শরণাগত হইয়াছি ॥ ১৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন ভারত! ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ, তপ, সত্য, উগ্র (সংসারবন্ধন) ও বৃহত্তম (কৈবল্য) এই সমস্ত আমা হইতেই প্রকটিত হইয়াছে, ইহা জানিও ॥ ১৮

মহাবাহু ধনঞ্জয়! আমি তোমার প্রিয় এবং তুমি আমার প্রিয়। সেইজন্য আমি তোমার নিকট এই রহস্য বর্ণনা করিতেছি, অন্যথা কদাপি বলিতে পারিতাম না ॥ ১৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদ। ঋত্বিক্, দেবতা এবং যজ্ঞসকল আমারই তেজ ॥ ২০

পার্থ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, চন্দ্র, সূর্য্য, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, মুহূর্ত্ত, কলা, ক্ষণ, সংবৎসর,

মন্ত্রাশ্চ বিবিধাঃ পার্থ যানি শাস্ত্রাণি কানিচিৎ।
বিজ্ঞাশ্চ বেদিতব্যাশ্চ মত্তঃ প্রাদুর্ভবন্তি হি ॥ ১১
মমায়ং বিদ্ধি কৌন্তেয় ক্রমঃ সৃষ্টিক ভারত।
সচ্চাসচ্চ মমৈবাত্মা সদসচ্চৈব যৎ পরম্ ॥ ১৩

অর্জুন উবাচ।

এবমুক্তোঽস্মি কৃষ্ণেন প্রীয়মাণেন বৈ তদা।
তস্যৈব চ মনো নিত্যমনবদ্যে জনার্দনে ॥ ১৪
এতচ্ছ্রুত্বা দৃষ্টবাংশ্চ মাহাত্ম্যং কেশবস্য মে।

নানাবিধ মন্ত্রসকল, যে কোনও শাস্ত্র, বিদ্যা ও বেদিতব্য—এ সমস্তই আমা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ১১-১৩

কৃষ্ণীনন্দন! ভারত! সৃষ্টি ও সংহারকেও আমারই স্বরূপ বলিয়া জানিও। সৎ, অসৎ, সদসৎ এবং ইহা হইতেও বিলক্ষণ যে তত্ত্ব, তৎ সমস্তই আমার আত্মা ॥ ১৩

অর্জুন বলিলেন,—রাজেন্দ্র! সেই সময় প্রসন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাকে এইরূপ উপদেশ করিলেন, তদবধি আমার মন সদা সেই জনার্দনেই নিবিষ্ট হইতে লাগিল।এইরূপে আমি ভগবান কেশবের মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি ও

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে বাসুদেবের মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদবিষয়ক চতুর্দশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

যন্মাং পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র তন্মাখ্যাতো জনার্দনঃ ॥ ১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা কুরুশ্রেষ্ঠো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
পূজয়ামাস ধর্মাত্মা গোবিন্দং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৬
বিস্মিতশ্চাভবদ্ রাজা সহ সর্বৈঃ সভাসদৈঃ।
রাজভিশ্চ সমাসীনৈর্যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ ॥ ২৭

ইতি মহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি বাসুদেব-মাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে চতুর্দশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৪ ॥

শ্রবণ করিয়াছি। আমি যাহা কিছু দেখিয়াছি ও জানিয়াছি, ভগবান্ জনার্দন তাহা হইতেও মহান্। ১৪-১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমেজয়! ইহা শ্রবণ করিয়া ধর্মরাজ কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পুরুষোত্তম ভগবান্ গোবিন্দকে পূজা করিলেন। ১৬

সেই সময় যে সমস্ত রাজা উপস্থিত হইয়াছিলেন ও সেস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের এবং নিজের সমস্ত ভ্রাতৃগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ১৭

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[সমাসেন ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পরাক্রমবর্ণনম্]

জনমেজয় উবাচ।

ভূয় এব দ্বিজশ্রেষ্ঠ বক্তুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
কর্ম্মণাপরিমেয়ানি শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১
শ্রূয়ন্তে বিবিধানি স্ম অদ্ভুতানি মহাত্মনঃ।
অসংখ্যেয়ানি দিব্যানি প্রকৃতাস্তপি সর্ব্বশঃ ॥ ২
তান্যহং বিবিধান্যদ্য শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
প্রব্রূহি সর্ব্বশস্তাত তানি মে শৃণ্বতোঽনঘ ॥ ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বহুশ্চার্য্যকৃতানি কেশবস্য মহাত্মনঃ
কথিতানি মহাবাহো নাস্ত্যঃ শক্যাঃ হি কর্ম্মণাম্ ॥ ৪
গন্তুং হি ভরতশ্রেষ্ঠ বিস্তরেণ সমন্ততঃ।
অবশ্যং হি ময়া বাচ্যা লেশমাত্রেণ ভারত ॥ ৫

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়

[সংক্ষেপেণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি পরম বুদ্ধিমান্ মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণের অপরিমেয় কর্ম্মসমূহের যথাযথ বর্ণনা পুনরায় শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১

মহাভাগ্যবান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনেক প্রকার অদ্ভুত, অসংখ্য ও দিব্য চরিত্র শুনা যায়, যাহা সর্ব্বথা তাঁহার দ্বারা উৎকৃষ্টরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২

নিষ্পাপ মহামুনে! তাত! আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে নানাবিধ চরিত্রসমূহ শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইতে পারিব, তৎসমস্তই আপনি সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করুন। আমি সেই সব শ্রবণ করিব। ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাবাহো! মহাত্মা কেশবের আশ্চর্য্যজনক বহু চরিত্র কথিত আছে। সর্ব্বতোভাবে বিস্তারের সহিত বর্ণনা করিলে পর তাঁহার কর্ম্মসমূহের অন্ত

বিষ্ণোরনিত্যতাযাস্তু প্রখ্যাতোদারকর্মণঃ
আনুপূর্ব্ব্যা প্রবক্ষ্যামি শৃণুষৈকমনা নৃপ ॥৬
দ্বারবত্যাং নিবসতা যদুসিংহেন ধীমতা।
রাষ্ট্রাণি নৃপমুখ্যানাং ক্ষোভিতানি মহাত্মনাম্ ॥ ৭
বহুনামন্তরপ্রেপ্সুর্বিচক্রো দানবো হতঃ
পুরং প্রাগ্জ্যোতিষং গত্বা পুনস্তেন মহাত্মনা ॥ ৮
সমুদ্রমধ্যে দুষ্টাত্মা নরকো দানবো হতঃ।
বাসবক্ষ রণে জিত্বা পারিজাতহরো হৃতো বলাৎ ॥ ৯
বরুণস্যৈব ভগবান্ নিক্ষিপ্তো লোহিতে হ্রদে।
দন্তবক্ত্রশ্চ কারূষো নিহতো দক্ষিণাপথে ॥ ১০
শিশুপালশ্চ সম্পূর্ণে কিম্বিষৈকশতে হতঃ
গত্বা চ শোণিতপুরং শঙ্করেণাভিরক্ষিতঃ ॥ ১১
বলেঃ সুতো মহাবীর্য্যো বাণো বাহুসহস্রভৃৎ।

মহামৃধে মহারাজ ছিন্না স্তস্যেব বিংশতিঃ ॥ ১২
নিক্ষিপ্তঃ পাবকস্যৈব গিরিশৃঙ্গো মহাত্মনা
শাল্বশ্চ বিজিতঃ সংখ্যে সৌভশ্চ বিনিপাতিতঃ ॥ ১৩
বিক্ষোভ্য সাগরং চৈব পাঞ্চজন্যো বশীকৃতঃ।
হয়গ্রীবশ্চ নিহতো নৃপাশ্চান্যে মহাবলাঃ ॥ ১৪
জরাসন্ধস্য নিধনে যোক্তিতাঃ সর্ব্বপার্থিবাঃ।
রণে জিত্বা নৃপতীন্ গান্ধারস্তনয়া হৃতা ॥ ১৫
ভ্রষ্টরাজ্যাশ্চ শোকার্ত্তাঃ পাণ্ডবাঃ পরিরক্ষিতাঃ।
দাহিতশ্চ বনে ঘোরঃ পুরুহূতস্য খাণ্ডবম্ ॥ ১৬
গাণ্ডীবং চাপিনা দত্তমর্জ্জুনায়োপপাদিতম্
রৌদ্রশ্চক্রং তং কৃতা ঘোরে বিগ্রহে ভুবনেশ্বর ॥ ১৭
অনেন বহুমুখেন যদুবংশো বিবর্দ্ধিতঃ
কুরুণাঞ্চ প্রমুখে প্রে ক্ষ্য প্রতিজ্ঞা পাণ্ডবান্ প্রতি ॥১৮

পাণ্ডবা অসত্তম। তাঁহার অতএব আমি সংক্ষেপেই তাঁহার সেই সব কর্ম্মের বর্ণনা অবশ্যই করিব। ৩-৫

নৃপ জনমেজয়! অপরিমিত পরাক্রমশালী ও সুবিখ্যাত উদার কর্ম্মকারী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর চরিতসমূহ আমি ক্রমশঃ বর্ণনা করিব, তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ৬

দ্বারকায় বাস করিতে করিতে যদুকুলের সিংহতুল্য পরাক্রমশালী পুরুষ বৃষ্ণিবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ মুখ্য মুখ্য মহান্ত নরপতিগণের রাষ্ট্রসমূহে ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছিলেন। ৭

সেই সময় বিপক্ষ নামে এক দানব ছিল, যে সর্ব্বদা যাদবগণের ছিদ্র অন্বেষণ করিত। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করেন। তারপর সেই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করিয়া সমুদ্রের মধ্যে স্থিত দুষ্টাত্মা নরকনামক দানবকে সংহার করেন। ৮-৯

একবার শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকেও যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বলপূর্ব্বক পারিজাত-বৃক্ষ অপহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। এইরূপ লোহিত-হ্রদে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বরুণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ৯।

করূষদেশের রাজা দন্তবক্ত দক্ষিণাপথে তাঁহার দ্বারা নিহত হন। এক শত অপরাধ পূর্ণ হইলে পর শিশুপালকেও তিনি বিনাশ করেন। ১০।

মহারাজ! বলির মহাপরাক্রমশালী পুত্র বাণ এক সহস্র বাহুধারী ছিলেন এবং ভগবান্ শঙ্কর কর্ত্তৃক তিনি সর্ব্বদা সুরক্ষিত ছিলেন; কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শোণিতপুরে যাইয়া মহাসমরে তাঁহাকে পরাজিত করেন এবং তাঁহার অবশিষ্ট বাহুসমূহ পরিত্রাণ করেন অর্থাৎ বিনষ্ট করেন নাই। ১১-১২

এই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ মেরুগিরিস্থিত অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে সৌভবিমানের অধিপতি রাজা শাল্বকে পরাজিত করেন ও সৌভবিমানসহ তাঁহাকে বিনাশ করত ভূপাতিত করেন। ১৩

তিনি সাগরে ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়া পাঞ্চজন্য নামক অসুরকে বধ করত পাঞ্চজন্য শঙ্খ অধিকার করেন। হয়গ্রীবকে তিনি বধ করেন এবং মহাবল অন্য বহু নরপতিকে বিনাশ করেন। ১৪

জরাসন্ধকে বিনাশ করাইয়া সমস্ত নৃপতিগণকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেন। একমাত্র রথের দ্বারা রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গান্ধাররাজনন্দিনী গান্ধারীকে অপহরণ করিয়া আনেন। ১৫

পাণ্ডবগণ নিজ রাজ্য হইতে চ্যুত হইয়াছিলেন এবং শোকে পীড়িত ছিলেন, সেই অবস্থায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সকলকে রক্ষা করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের ঘোর খাণ্ডব বনকে তিনি অর্জ্জুনের দ্বারা দগ্ধ করাইয়াছিলেন। ১৬

জনমেজয়! তিনি অগ্নিপ্রদত্ত গাণ্ডীব-ধনু অর্জ্জুনকে অর্পিত করিয়াছিলেন এবং কৌরব-পাণ্ডবের ঘোর বিগ্রহের সময় পাণ্ডবগণের মুক্তি করিয়াছিলেন। ১৭

এই বহুবংশপ্রধান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং কুরুগণ সমূহে পাণ্ডবগণের বিষয়ে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মহাভারত যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে পর আমি তোমার নিকট তোমার পুত্রগণকে প্রত্যর্পণ করিব। ১৮

নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে প্রতিজ্ঞাস্যামি তৎশৃণুত।ন
যোক্ষিতশ্চ মহাতেজা নৃগঃ শাপাৎ পুরাকৃতাৎ ॥ ১৯
যবনশ্চ হতঃ সংখ্যে কাল ইত্যভিবিশ্রুতঃ।
বানরো চ মহাযোধৌ মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ ॥ ২০
বিজিতো যুধি দুর্ধর্ষৌ ভাভ্যাঞ্চাস্ত পরাজিতঃ।
সান্দীপনেস্তথা পুত্রস্তব চৈব পিতা তথা ॥ ২১

এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাতেজস্বী রাজা নৃগকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি কালযবন নামে বিখ্যাত যবনরাজকে (মুচুকুন্দের দ্বারা) বিনাশ করাইয়াছিলেন ॥ ১৯॥

মহাপরাক্রমশালী দুই দুর্ধর্ষ বানর মৈন্দ ও দ্বিবিদকে এবং তদ্ভাত ভাভ্যবান্‌কেও তিনি যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন ॥ ২০॥

সান্দীপনি-মুনির পুত্র এবং তোমার পিতা পরাজিত—এই দুইজন যমের বশীভূত হ‌ন নাই, কিন্তু ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের

গতো বৈবস্বতবশং ভাবিতো তস্য তেজসা।
সংগ্রামো ববধে প্রাপ্তো ঘোরো নরবরক্ষয়ঃ ॥ ২২
নিহত্যাস্ত নৃপান্ সর্বে কৃত্বা তজ্জয়মুত্তমম্।
জনমেজয়াস্ত যুদ্ধেষু যথা তে বর্ণিতা ময়া ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি বাসুদেব-মাহাত্ম্যে পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৫ ॥

তেজে (পুনরায়) জীবিত হইয়া বিদ্যমান ছিলেন ॥ ২১॥

জনমেজয়! নরপতিগণের বিনাশকর বহু ঘোর সংগ্রাম তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই সব সংগ্রামে অদ্ভুত বিজয় লাভ করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে নরপতিগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম ॥ ২২-২৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে বাসুদেবের মাহাত্ম্যবিষয়ক পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ভগবতা শঙ্করেণ বাণাসুরস্য স্বস্য চ দেব্যাঃ পার্বত্যাশ্চ পুত্রত্বরূপেণ স্বীকারঃ, তৎসমীপতো মৃত্যবে বাণাসুরস্য বরপ্রার্থনা বলবত্তরস্য, তেন বাণমন্ত্রিণঃ কুম্ভাণ্ডস্য চিন্তা চ।]

জনমেজয় উবাচ

কথং এব মহাবাহোর্গর্হসিতাংস্তান্ ধীমতঃ।
কর্ম্মাণ্যপরিমেয়াণি শ্রুতানি দ্বিজসত্তম ॥ ১
ভূতঃ শ্রুতবতাং শ্রেষ্ঠ বাসুদেবস্য ধীমতঃ।
যৎ হত্বা কবিতঃ পূর্বং বাণঃ প্রাপ্ত মহাসুরম্ ॥ ২
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ তপোধন।
কথঞ্চ দেবদেবস্য পুত্রত্বমসুরো গতঃ ॥ ৩

যোঽভিগুপ্তঃ স্বয়ং ব্রহ্মন্ শঙ্করেণ মহাত্মনা।
সহবাসং গতেনৈব সগণেন গুহেন তু ॥ ৪
বলৈর্বলবতঃ পুত্রো জ্যেষ্ঠো ভ্রাতৃশতস্য যঃ।
বৃতো বাহুসহস্রেণ দিব্যাস্ত্রশতধারিণা ॥ ৫
অসংখ্যৈশ্চ মহাকায়ৈর্মহাবলপরিবৃতঃ।
বাসুদেবেন স কথং বাণঃ সংখ্যে পরাজিতঃ ॥ ৬

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

[ভগবান্ শঙ্কর কর্তৃক বাণাসুরকে নিজের ও দেবী পার্বতীর পুত্ররূপে স্বীকার, তাঁহার নিকট হইতে যুদ্ধের জন্য বাণাসুরের বর প্রার্থনা ও বর লাভ এবং ইহাতে বাণ-মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের চিন্তা।]

জনমেজয় বলিলেন,—বিদ্বান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্বিজোত্তম! আমি আপনার নিকট হইতে বৃষ্ণিবংশীয় মহাবাহু বসুদেবসিংহ মধুসূদনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অপরিমেয় কর্মসমূহ পুনরায় শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১॥

তপোধন! আপনি পূর্বে মহাসুর বাণের বিষয়ে যে কথা বলিলেন, তাহা আমি সবিস্তরে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ২॥

ব্রহ্মন্! সেই অসুর দেবাধিদেব মহাদেবের পুত্রত্ব কিভাবে লাভ হইয়াছিল? তাঁহার গুহ মহাত্মা ভগবান্ শঙ্কর যাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহবাসে দ্বিজগণের সহিত ভগবান্ ভবও তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৩-৪॥

বলবান্ বলির পুত্র বাণ নিজের শত ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি শত দিব্যাস্ত্রধারী সহস্র বাহুতে যুক্ত ছিলেন ॥ ৫॥

বাণাসুর অসংখ্য বিশালদেহ এবং শত মহাবল অসুরগণের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন, তথাপি তিনি যখন যুদ্ধের ইচ্ছায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিলেন, তখন ভগবান্ বাসুদেব যুদ্ধে তাঁহাকে কিরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন? এবং কিভাবে তাঁহাকে জীবিত অবস্থায় ছাড়িয়া দেন? ॥ ৬॥

সংরম্ভশ্চৈব যুদ্ধার্থী জীবযুক্তঃ কথং চ সঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণুষ্যাবহিতো রাজন্ কৃষ্ণস্যানিততেজসঃ ॥ ৭
মনুষ্যলোকে বাণেন যথাভূদ্ বিগ্রহো মহান্।
বাসুদেবেন কত্রাসৌ কৃতস্কন্দসহায়বান্ ॥ ৮
বলিপুত্রো রণশ্লাঘী জিতা জীবন্ বিসর্জিতঃ।
যথা চাস্য বরো দত্তঃ শঙ্করেণ মহাত্মনা ॥ ৯
নিত্যং সান্নিধ্যতাং চৈব গাণপত্যং তথাক্ষয়ম্
যথা বাণস্য তদ্ যুদ্ধং জীবযুক্তো যথা চ সঃ ॥ ১০
যথা চ দেবদেবস্য পুত্রত্বং সোঽসুরো গতঃ
হরের্বধঞ্চ যদ্যুদ্ধে তৎ সর্বমখিলং শৃণু ॥ ১১
দৃষ্ট্বা ততঃ কুমারস্য ক্রীড়তস্তং মহাত্মনঃ।
বলিপুত্রো মহাবীর্যো বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥ ১২
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না তপশ্চর্তুং সুদুষ্করম্।
কৃত্তস্ত্রাত্রধনার্থায় দেবস্য স্যাৎ যথা সুতঃ ॥ ১৩

ততোঽন্যপরদাস্থানং তপসা প্রাপ্যতে চ সঃ।
দেবস্য পরমং তোষং ভগবান চ মহেশ্বরঃ ॥ ১৪
নীলকণ্ঠঃ পরাং প্রীতিং দত্ত্বা চাসুরমব্রবীৎ।
বরং বরয় তত্তস্তে দত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ১৫
অথ বাণোঽব্রবীদ্ বাক্যং দেবদেবং মহেশ্বরম্।
দেব্যাঃ পুত্রত্বমিচ্ছামি ত্বত্তা দত্তঃ ত্রিলোচন ॥ ১৬
শঙ্করস্তু তথেত্যুক্ত্বা কুত্তাদীনিদমব্রবীৎ।
কনীয়ান্ কার্ত্তিকেয়স্য পুত্রোঽয়ং প্রতিপূজ্যতাম্ ॥ ১৭
'বরোত্থিতো মহাদেবঃ সোঽস্যিক্তো রুধিরে পুরে
তত্রোদ্ধেলে পুরং রাজ্ঞ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৮
নাম্না তচ্ছোণিতপুরং ভবিষ্যতি পুরোত্তমম্।
মমাতিগুপ্তং শ্রীমন্তং ন কশ্চিৎ প্রধর্ষিষ্যতি ॥ ১৯
ততঃ স নিবসন্ বাণঃ পুরে শোণিতসাহ্বয়ে।
রাজ্যং প্রশাসতে নিত্যং ক্ষেভয়ন্ সর্বদেবতাঃ ॥ ২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এই মনুষ্যলোকে অমিত তেজস্বী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণাসুরের সহিত যেভাবে মহাসংগ্রাম হইয়াছিল, (তাহা আমি বলিতেছি,) তুমি সাবধানে তাহা শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥

যে যুদ্ধে কৃষ্ণ ও স্কন্দের সহায়তাসম্পন্ন ও যুদ্ধলাভী বলিপুত্র বাণাসুরকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগ্ন করিয়াও জীবিত অবস্থায় ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

মহাত্মা শঙ্কর যেভাবে বাণাসুরকে সদা নিজের সমীপে বাস করিবার এবং অক্ষয় গাণপত্য পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার বরদান করিয়াছিলেন, যেভাবে বাণাসুরের সেই যুদ্ধ হইয়াছিল, যেরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে জীবিত অবস্থায় পরিত্যাগ করেন, যে প্রকারে এই অসুর দেবাধিদেব মহাদেবের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যে কারণে সেই মহাযুদ্ধের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ কর ॥ ৯-১১

এক সময় ক্রীড়াসক্ত মহাত্মা কুমার স্কন্দের সুন্দর শরীর দেখিয়া মহাপরাক্রমশালী বলিপুত্র বাণাসুর অত্যন্ত বিস্মিত হন ॥ ১২ ॥

সেই সময় তাঁহার মনে রুদ্রদেবের আরাধনার জন্য অত্যন্ত দুষ্কর তপস্যা করিতে বুদ্ধি উৎপন্ন হইল। সেই তপস্যার উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, আমি কিভাবে মহাদেবের পুত্র হইব ? ১৩

তদনন্তর সেই বাণাসুর তপস্যার দ্বারা নিজের শরীরকে কষ্ট দিতে লাগিলেন এবং নিজের সেই তপস্যার উপর পর্বতও করিতে লাগিলেন। এই সময় পার্শ্বস্থিতগণ সহ মহাদেব তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ১৪ ॥

অত্যন্ত প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ নীলকণ্ঠ সেই অসুরকে বলিলেন,—বাণ! তোমার মঙ্গল হউক। তোমার মনোমত বর প্রার্থনা কর ॥ ১৫ ॥

তখন বাণ দেবাধিদেব মহেশ্বরকে বলিলেন—ত্রিলোচন! আমি আপনার প্রসাদ বরস্বরূপে দেবী পার্বতীর পুত্রত্ব কামনা করি ॥ ১৬ ॥

তখন ভগবান্ শঙ্কর 'তথাস্তু' বলিয়া দেবী কুমারীকে এই কথা বলিলেন,—দেবি! তুমি ইহাকে পুত্ররূপে স্বীকার কর। এই বাণ কার্ত্তিকেয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইবে ॥ ১৭ ॥

যেস্থানে রুধিরপুরে (শোণিতপুর বলিয়া পুরাণে প্রসিদ্ধ) অগ্নিকুমার মহাদেবের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, সেইস্থানে ইহার রাজধানী হইবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ১৮ ॥

সেই উত্তম নগর শোণিতপুর নামে বিখ্যাত হইবে। আমার দ্বারা সুরক্ষিত এই তেজস্বী বাণাসুরের বেগ কেহই সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ১৯ ॥

তদনন্তর শোণিতপুরে বাস করিতে করিতে বাণ সর্বদা নিজের রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি তখন সমস্ত দেবতাগণকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

অথ বীর্যমদোৎসিক্তো বাণো বাহুসহস্রবান্
অচিন্তয়ন্ দেবসখান্ যুদ্ধমাকাঙ্ক্ষতে সদা ॥ ১১
অজঃ শান্ত দমো প্রীতঃ কুমারো ধৃষ্টিতেজসঃ।
বাহুনা চৈব বাণস্য নদুয়ঃ দীপ্ততেজসম্ ॥ ১২
ন যেন চ সমর্থা ন যক্ষা নাপি পন্নগাঃ
তস্য যুদ্ধে বাঞ্ছিতন্তে দেবদেবস্য তেজসা ॥ ১৩
ত্রাণকর্তাভিগুপ্তশ্চ দর্পোৎসিক্তো মহাসুরঃ
জুয়ো যুগয়তে যুদ্ধং মূলিনঃ সোঽভ্যাগচ্ছত ॥ ১৪
স কুম্ভমণ্ডিসন্নাথঃ প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ।
বলিপুত্রস্তিদং বাক্যং প্রপচ্ছ বৃষভধ্বজম্ ॥ ১৫
অসকৃদ্বিজিতা দেবাঃ সমাহাতাঃ সমন্ততঃ
ময়া মদবলোৎসেকাৎ সঙ্গ্রামেষু তথা তথা ॥ ১৬
ইমং দেশং সমাগম্য বসন্তি স পুরে পুরন্দর
তে পরাজয়সন্তপ্তা নির্বাসা বনপর্বতে ॥ ১৭

ইহার পর সহস্রবাহুধারী বাণাসুর নিজের বল-পরাক্রমের মদে উন্মত্ত হইয়া দেবসখাকেও কোনও তিনিই গণ্য না করিয়া সর্বদা সকলের সহিত যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২১

এই বাণাসুরের উপর প্রসন্ন হইয়া কুমার কার্তিকেয় ইঁহাকে অমিতবলা তেজস্বী অজ এবং প্রদীপ্ত তেজসী মহাদেবকে বাহুনকরূপে প্রদান করেন ॥ ২২

দেবাধিদেব মহাদেবের তেজে সুরক্ষিত বাণাসুরের সম্মুখে যুদ্ধে না দেবতা, না গন্ধর্বগণ, না যক্ষগণ এবং না নাগগণ অবস্থান করিতে সমর্থ ছিলেন ॥ ২৩

ত্রিলোচন শিবের দ্বারা সুরক্ষিত এই মহাসুরবাণ বাণ বলের গর্বে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং বারংবার যুদ্ধেরই সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি ত্রিশূলধারী ভগবান্ শঙ্করের নিকট গমন করিলেন ॥ ২৪

বৃষভধ্বজ মহাদেবের নিকট গমন করত তাঁহাকে প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া বলিপুত্র বাণ তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৫

প্রভো! আপনার আশ্রয় লাভ করত দৈত্যসহ আমি মদ ও অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া সাধ্য ও মরুদ্‌গণসহ দেবতাদিগকে বহুবার পরাজিত করিয়াছি ॥ ২৬

তাঁহারা আমাকে পরাজিত করিবার বিষয়ে নিরাশ হইয়া গিয়াছেন এবং আমার দ্বারা পুনরায় পরাজিত হইবার ভয়ে ভীত রহিয়াছেন; অতএব তাঁহারা সকলে এই দেশে আসিয়া এই

নাকপৃষ্ঠমুপাগম্য নিবসন্তি যথাসুখম্।
সোঽহং নিরাশো যুদ্ধস্য জীবিতং নাভ্যনন্দয়ে ॥ ২৮
ময়ৈবাতো বৃথা জ্ঞেয়াঃ বাহবো ধারণা মম
তদ্ ব্রূহি মম যুদ্ধস্য কণ্ডিয়াগমনং প্রভো
ন মে যুদ্ধং বিনা দেব রতিরস্তি প্রশাধি মে ॥২৯
ততঃ প্রহস্য ভগবানব্রবীদ্ বৃষভধ্বজঃ।
ভবিতা বাণ যুদ্ধং বৈ যদা ভঙ্গস্তব দ্রুবম্ ॥ ৩০
অভঙ্গাস্তু যদা ভঙ্গস্তব ত ত ভবিষ্যতি।
স্বস্থানে স্থাপিতস্যাথ তদা যুদ্ধং ভবিষ্যতি ॥ ৩১
ইত্যেবমুক্তঃ প্রহসন্ বাণস্তু বরদেশং মুদা
প্রসন্নবদনো ভূত্বা পাদয়োঃ পতিতোঽভবৎ ॥ ৩২
দিষ্ট্যা বাহুসহস্রন্তু ন বৃথা ধারণা মম
দিষ্ট্যা সংগ্রামকামং মাং বিজেতা পুনর্নহি ॥ ৩৩

নগরে বাস করিতেছেন ॥ ২৭

সেই সঙ্গে আমার আদেশ লইয়া তাঁহারা স্বর্গেও গমন করত সুখে বাস করিতেছেন; অতএব আমি এই অবস্থায় আমার কোনও প্রতিযোদ্ধা না পাইয়া যুদ্ধ হইতে নিরাশ হইয়া রহিয়াছি, এমন যুদ্ধলাভ করিতে না পারায় আমি আর জীবিত থাকিতেই কামনা করি না ॥ ২৮

আমি যদি যুদ্ধের সুযোগ না পাই, তবে এই সহস্র বাহুর ভার বহন করা আমার বৃথা হইতেছে. অতএব বলুন, আমার সম্মুখে যুদ্ধের আগমন সম্ভব হইবে কি? দেব! যুদ্ধ বিনা আমার অন্য কিছুতেই মানসে আনন্দ হয় না, অতএব আমার উপর প্রসন্ন হন ॥ ২৯

ইহা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বৃষভধ্বজ উপহাসপূর্বে হাস্য করত এই কথা বলিলেন,—বাণাসুর! যেভাবে তোমার যুদ্ধের সুযোগ লাভ হইবে, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩০

বাণ! নিজ স্থানে স্থাপিত তোমার এই ধ্বজ যখন ভগ্ন হইয়া পতিত হইবে, তখনই তোমার যুদ্ধের অবসর লাভ হইবে ॥ ৩১

তিনি এই কথা বলিলে পর বাণাসুরের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি তখন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া। হাস্য করত ভগবান্ শিবের পাদদ্বয়ে পতিত হইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩২

প্রভো! সৌভাগ্যের কথা যে, আমার পক্ষে এই সহস্র বাহু ধারণ করা বার্থ হইবে না। সৌভাগ্যবশতই আমি পুনরায় যুদ্ধে সংগ্রহোচ্ছুক ইন্দ্রকে পরাজিত করিব ॥ ৩৩

আনন্দেনাশ্রুপূর্ণাভ্যাং নেত্রাভ্যামভিনন্দনঃ।
পঞ্চাঙ্গলিপ্রণামৈশ্চ পূজয়ন্ পতিতো ভুবি ॥ ৪

ঈশ্বর উবাচ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ বাহুনামাত্মনঃ সদৃশং তু।
সমূপাপ্তো প্রাণসমো বীর যুদ্ধমপ্রতিমং মহৎ ॥ ৫৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্ততো বাণস্ত্রাসকেন মহাত্মনা।
হর্ষোদ্বাস্তিতঃ শীঘ্রং ন নাম বৃষভধ্বজম্ ॥ ৫৬

শিতিকণ্ঠবিসৃষ্টস্তু বাণঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
যত্রৌ স্বভবনং তত্র হৃদ্যং দৃষ্ট্বা মহৎ ॥ ৫৭

ততোপবিষ্টঃ প্রহসন্ কৃত্বাঽঽত্মানমদস্তবীৎ
প্রিয়মাবেদয়িষ্যামি ভবতো সমনোগতম্ ॥ ৫৮

ইত্যেবমুক্তঃ প্রহসন্ বাণমপ্রতিমং রণে
প্রোবাচ রাজন্ কিং তেত্র বক্তুকামোঽসি মৎপ্রিয়ম্ ॥ ৫৯

বিস্ময়োৎফুল্লনয়নঃ প্রহর্ষাদিব ভাষসে।
ততঃ শ্রোতুমিচ্ছামি বরং কিং লব্ধবানসি। ৪০

দেবদেবপ্রসাদেন স্কন্দস্য চ মহাত্মনঃ।
ঈপ্সিতং কিং ত্বয়া প্রাপ্তং তন্মে ব্রূহি মহাসুর ॥ ৪১

শিতিকণ্ঠপ্রসাদেন স্কন্দগোপায়নেন চ।
কচ্চিল্লৈলোক্যরাজ্যং তে ব্যাদিষ্টং শূলপাণিনা ॥ ৪২

কচ্চিদিন্দ্রস্তব ভয়াৎ পাতালমুপযাস্যতি।
কচ্চিদ্ বিষ্ণুপতিত্রাসাৎ বিনোষ্যন্তি দিতেঃ সুতাঃ ॥ ৪৩

পাতালবাসমুৎসৃজ্য কচ্চিত্ত্বং বলাদ্রহাৎ।
বিবৃধাবাসনিরতা ভবিষ্যন্তি মহাসুরাঃ ॥ ৪৪

বলিবিষ্ণুপরাক্রান্তাস্ত্বা বহুত্বং পিতা নৃপ।
সলিলোষাদ্ বিনিষ্ক্রম্য কচ্চিদ্ রাজ্যমবাপ্স্যতি ॥ ৪৫

দিব্যমাল্যাম্বরধরাঃ দিব্যাস্ত্রাঃ গন্ধলেপনম্।
কচ্চিদ্ বৈরোচনিঃ তাত ভুঙ্ক্তে পিতরং তব ॥ ৪৬

এই কথা বলিয়া শত্রুমর্দন বাণ আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ নেত্রে এবং পাঁচটি অঙ্গুলির দ্বারা মহাদেবের পূজা করিতে করিতে পুনরায় ভূতলে উঁহার চরণতলে পতিত হইলেন ॥৪৪

তখন মহাদেব বলিলেন, বীর! উঠ, উঠ। তুমি নিজের এই বাহুসকলের এবং কুলের অনুরূপ একটা মহাযুদ্ধ প্রাপ্ত হইবে, যাহার কোনও তুলনা নাই ॥ ৫৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! মহাত্মা ত্রিলোচন এই কথা বলিলে পর হর্ষে উদ্বেল বাণাসুর ভগবান্ বৃষভধ্বজকে শীঘ্র নমস্কার করিলেন ॥ ৫৬

অনন্তর ভগবান্ নীলকণ্ঠের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া শত্রু-নগরবিজয়ী বাণাসুর নিজ গৃহে গমন করিলেন, সেখানে বিশাল শুভসূচক নিদর্শন ছিল ॥ ৫৭

সেখানে উপবিষ্ট হইয়া বাণ নিজ মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডকে এই কথা বলিলেন—মন্ত্রিপ্রবর! আমি তোমাকে এক প্রিয় সংবাদ জানাইব, যাহা তোমার মনের অতীত ॥ ৫৮

তাঁহার এই কথা শ্রবণ করত হাস্য করিতে করিতে কুম্ভাণ্ড মুদ্ধে অনুপম বীরত্ব প্রকাশকারী বাণাসুরকে বলিল,—রাজন্! তাহা কি? আপনি আমাকে আমার প্রিয় কি সংবাদ বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ৫৯

আপনার নয়ন বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। আপনি যেন অত্যন্ত হর্ষে প্রেরিত হইয়া কথা বলিতেছেন। আমি এস্থানে আপনার নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, আপনি দেবদেব মহাদেবের মহাত্মা স্কন্দের প্রসাদে কোন্ বর লাভ করিয়াছেন? ৬০;

মহাসুর! আপনি ভগবান্ নীলকণ্ঠের কৃপাপ্রসাদ ও মহাত্মা স্কন্দের সংরক্ষণে কোন অভীষ্ট বর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন ॥ ৬১;

ভগবান্ শূলপাণি কি আপনাকে তিন লোকের রাজ্য প্রদান করিয়াছেন? দেবরাজ ইন্দ্র কি আপনার ভয়ে পাতাল-লোকে চলিয়া গিয়াছেন? ৬২;

দিতির পুত্রগণ কি এখন ভগবান্ বিষ্ণুর ভয় পরিত্যাগ করিবেন? আপনার বলের আশ্রয় গ্রহণ করত মহাসুরগণ কি অতঃপর পাতাল-বাস ত্যাগ করিয়া দেবলোক ঊর্ধ্বে বাস করিবেন? ৬৩-৬৪

রাজন্! আপনার পিতা রাজা বলি বিষ্ণুর পরাক্রমে অভিভূত হইয়া পাতালে বদ্ধ আছেন, তিনি কি সমুদ্রের জলরাশি হইতে বহির্গত হইয়া পুনরায় ত্রিলোকের রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন? ৬৫

ভাত! আমরা সকলে কি আপনার পিতা বিরোচনপুত্র বলিকে পুনরায় দিব্যমাল্য, দিব্য বস্ত্র, দিব্য পুষ্পমালা, দিব্য গন্ধ ও দিব্য অনুলেপনাদী অবস্থায় দর্শন করিতে পারিব? ৬৬

কস্তিতিতিঃ ক্রমৈঃ পূর্ণঃ ক্রান্তলোকানিমান্ প্রভো।
পুনঃ প্রত্যানয়িষ্যামো ভিত্ত্বা সর্বান্ শিবৌকসঃ ॥ ৪৭
দিক্তসন্তীরনির্ঘোষঃ শঙ্খস্বনপুরোজবম্।
কস্তিন্নারায়ণং দেবা জেষ্যামঃ সমিতিঞ্জয়ম্ ॥ ৪৮
কস্তিন্ বৃষধ্বজত্রাতঃ প্রসাদমনুযুঙ্ক্ষতে।
যথা তে হৃদয়োৎকম্পঃ সাশ্রুবিন্দুঃ প্রবর্ততে ॥ ৪৯
কস্তিদীশ্বরতোষেণ ক্লান্তিকেয়মতেন চ
প্রাপ্তবানসি সর্বেষামস্মাকং রাজসম্পদম্ ॥ ৫০
ইতি কুম্ভাণ্ডবচনৈস্তোষিতঃ সোঽসুরোত্তমঃ।
বাণো বাক্যমসংসক্তো প্রোবাচ বদতাং বরঃ ॥ ৫১

বাণ উবাচ

চিরাৎ প্রভৃতি কুম্ভাণ্ড ন যুদ্ধং প্রাপ্যতে ময়া।
ততো ময়া মুদা পৃষ্টঃ শিতিকণ্ঠঃ প্রভাপবান্ ॥ ৫১
যুদ্ধাভিলাষঃ সুমহান্ দেব সম্ভাব্যতে মম।
অভিপ্রাপ্যাম্যহং যুদ্ধং মনসস্তুষ্টিবর্দ্ধনম্ ॥ ৫৩

ততোঽহং দেবদেবেন হরেণাভিহিতাস্তিকা।
প্রহস্য সুচিরং কালমুক্তোঽস্মি বচনং প্রিয়ম্।
প্রাপ্যাসে সুমহদ্ যুদ্ধং তং বাণাপ্রতিমং মহৎ ॥৫৪
মযূরধ্বজভঙ্গস্তে ভবিষ্যতি যদাসুর।
তদা ত্বা প্রাপ্যাসে যুদ্ধং সুমহদ্বিস্তিনন্দন ॥ ৫৫
ততোঽহং পরমপ্রীতো ভগবন্তং বৃষধ্বজম্।
প্রণম্য শিরসা দেবং তবাস্তিকমুপাগতঃ ॥ ৫৬
ইত্যেবমুক্তঃ কুম্ভাণ্ডঃ প্রোবাচ নৃপতিং তদা।
অহো ন শোভনং রাজন্ যদেবং ভাষসে বচঃ ॥ ৫৭
এবং কথয়তোস্তত্র তয়োরস্ত্যেষ্মুচ্ছ্রিতঃ।
ধ্বজঃ পপাত বেগেন শক্রাশনিসমাহতঃ ॥ ৫৮
তং তথা পতিতং দৃষ্ট্বা সোঽসুরো ধ্বজমুত্তমম্।
প্রহর্ষমতুলং লেভে মেনে চাত্মনাগতম্ ॥ ৫৯
তত্তস্কম্পে বসুধা শক্রাশনিসমাহতা
ননাদাস্তর্হিতো ভূমৌ বৃষরাজো ভয়ঙ্কর চ ॥ ৬০

প্রভো। পূর্বে বিষ্ণু তিন পদের পরিক্রমের দ্বারা যাহা হরণ করিয়া লইয়াছিলেন, সেই তিন লোককে আমরা কি পুনরায় দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়া ফিরাইয়া আনিতে পারিব? ৪৭

যাঁহার বাণীর শব্দ মেঘগর্জনতুল্য স্নিগ্ধ ও গম্ভীর এবং যাঁহার অস্ত্রে তাঁহার শঙ্খধ্বনি সর্বদা চলিতে থাকে, সেই বৃষভধ্বজ নারায়ণদেবকে আমরা কি ভয় করিতে সমর্থ হইব? ৪৮

হায়! ভগবান্ বৃষভধ্বজ কি আপনার প্রতি কৃপা করিবার জন্য প্রসন্নবদন হইয়াছেন? আপনার হৃদয়ে যেরূপ আনন্দাশ্রু নির্গত হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমার একপই অনুমান হইতেছে। ৪৯

ভগবান্ শিবের সন্তোষ ও কার্ত্তিকেয়ের সম্মতিতে আপনি কি আমাদের সকলের জন্য রাজা-সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়াছেন? ৫০

কুম্ভাণ্ডের এইরূপ বাক্যে প্রেরিত হইয়া বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অসুরোত্তম বাণ অসংসক্ত বাক্যে বলিলেন। ৫১

বাণ বলিলেন,—কুম্ভাণ্ড! আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ প্রাপ্ত হই নাই, সেইজন্য আমি প্রভাপশালী ভগবান্ নীলকণ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ৫২

দেব! আমার মনে অত্যন্ত যুদ্ধাভিলাষ হইতেছে। আমি কি কখনও এরূপ যুদ্ধ প্রাপ্ত হইব, যাহা আমার মনের সন্তোষ বৃদ্ধি করিবে? ৫৩

আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া শত্রুঘাতী দেবাধিদেব মহাদেব দীর্ঘকাল ধরিয়া হাস্য করে আমাকে এই প্রিয় বাক্য বলিলেন,—বাণাসুর! তোমার এরূপ মহাযুদ্ধ প্রাপ্তি হইবে, যাহার কোনও তুলনা নাই। ৫৪

চিত্তনন্দন অসুর! যখন তোমার মযূরধ্বজ ভগ্ন হইয়া পতিত হইবে, তখন তুমি সেই মহাযুদ্ধের অবসর লাভ করিবে। ৫৫

তখন আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ বৃষভধ্বজ দেবকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করত তোমার নিকটে আসিয়াছি। ৫৬

বাণাসুর এই কথা বলিলে পর কুম্ভাণ্ড সেই অসুররাজকে বলিল—অহো! রাজন্! আপনি যে এরূপ কথা বলিতেছেন, তাহার পরিণাম শুভ হইবে না। ৫৭

তাহারা এইরূপে যখন এইরূপ পরস্পর আলোচনা করিতেছিল, সেই সময়েই বাণাসুরের উচ্চ ধ্বজ ইন্দ্রের বজ্রে আহত হইয়া সবেগে পতিত হইল। ৫৮

নিজের সেই উত্তম ধ্বজকে ভগ্ন হইয়া পতিত হইতে দেখিয়া বাণাসুর অনুপম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং তখন তিনি মনে করিলেন, অতঃপর যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। ৫৯

তখনকার ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে পীড়িত হইয়া পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। ভূমিতে অন্তর্হিত থাকিয়া বৃষরাজ (বিড়াল) আর্তনাদ ও গর্জন করিতে লাগিল। ৬০

দেবানামপি যো দেবঃ সোঽপ্যবর্ষত বাসবঃ।
শোণিতঃ শোণিতপুরে সর্বতঃ পতমঃ ততঃ॥ ৬১
সূর্য্যং ভিত্ত্বা মহোল্কা চ পপাত ভুবনীতলে।
স্বপক্ষে চোদিতঃ সূর্য্যো ভুবনীঃ সমপীড়য়ৎ॥ ৬২
চৈত্যবৃক্ষেষু সংসা ধারাঃ শতসহস্রশঃ।
শোণিতস্য স্রবন্ ঘোরা নিপেতুস্তারকা ভুবম্॥ ৬৩
রাহুরগ্রসদাদিত্যমপর্ব্বণি বিশাম্পতে।
লোকক্ষয়করে কালে নির্ঘাতশ্চাপতন্মহান্॥ ৬৪
দক্ষিণাং দিশমাস্থায় ধূমকেতুঃ স্থিতোঽভবৎ।
অনিশং চাপাবিচ্ছিন্না বববুর্বাতাঃ সুদারুণাঃ॥ ৬৫
শ্বেতলোহিতপর্য্যন্তঃ কৃষ্ণগ্রীবস্তড়িদ্যুতিঃ।
ত্রিবর্ণপরিবো ভাত্যঃ সন্ধ্যারাগমধাম্বুবোঃ॥ ৬৬
বক্রমঙ্গারকশ্চক্রে কৃত্তিকাসু ভয়ঙ্করঃ।
বাণস্য জন্মনক্ষত্রং ভৎ্সয়ন্নিব সর্বশঃ॥ ৬৭

অনেকশাখশ্চৈত্যশ্চ নিপপাত মহীতলে।
অচ্ছিত্তঃ সর্ব্বকক্ষাভিদানবানাং মহাত্মনাম্॥ ৬৮
এবং বিবিধরূপাণি নিমিত্তানি নিশাময়ন্।
বাণো বলমদোন্মত্তো নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছতি॥ ৬৯
বিচেতাস্তত্তবৎ প্রাজ্ঞঃ কৃষ্ণাত্তুগুত্তবদিশিবান্।
বাণস্য সচিবস্তত্র কূষ্মাণ্ডবহু কিবিষম্॥ ৭০
উৎপাতা ঘ্রুত্র দৃশ্যন্তে কথয়ন্তো ন শোভনম্।
তব রাজ্যবিনাশায় ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥ ৭১
বয়ং চান্তে চ সচিবা ভৃত্যা যে চ ত্তবাশ্রগাঃ।
ক্ষয়ং যাস্যন্তি নচিরাৎ সর্বে পাখিবতর্ষভাৎ॥ ৭২
যথা শক্রজয়ত্তরোঃ স্বপক্ষে পতনং ভবেৎ।
বলমাকাঙ্ক্ষতো মোঢ়াত্তথা বাণস্য নশ্যতি॥ ৭৩
দেবদেবপ্রসাদাত্তু ত্রৈলোক্যবিজয়ং গতঃ।
উৎসেকাদ্দুষ্যতে বাণো যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী ননর্দ চ॥ ৭৪

যিনি দেবতাদেরও দেবতা, সেই দেবরাজ ইন্দ্র শোণিতপুরে সর্বদিকে অত্যন্ত রক্ত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৬১

আকাশ হইতে সূর্য্যমণ্ডলকে ভেদ করত মহোল্কা ধরাতলে পতিত হইল। নিজ পক্ষের দেবগণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সূর্য্যদেব ভুবনী নক্ষত্রকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ৬২

চৈত্য-বৃক্ষসমূহের উপর সহস্র লক্ষ লক্ষ ধারায় রক্ত ধারা পতিত হইতে লাগিল। আকাশ হইতে বারংবার তারকাসকল পতিত হইতে লাগিল। ৬৩

প্রভানাথ! রাহু বিনা পর্ব্বকালেই সূর্য্যকে গ্রাস করিল। সেই লোকবিনাশক সময় উপস্থিত হইলে পর প্রচণ্ড বজ্র-সহকারে বজ্রপাত হইতে লাগিল। ৬৪

ধূমকেতু দক্ষিণ দিকে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। নিরন্তর অবিচ্ছিন্নভাবে অত্যন্ত দারুণ বায়ু প্রবাহিত হইয়া চলিল। ৬৫

সূর্য্যের উপর তিন বর্ণের পরিধি (গোলাকার রেখা) পতিত হইল। পরিধি (কিনারায়) শুভ্র ও রক্ত বর্ণের পরিধি ছিল বটে, কিন্তু কণ্ঠভাগে কৃষ্ণ বর্ণের পরিধি ছিল। ইহাতে সূর্য্যের কান্তি বিদ্যুতের ন্যায় খেলাইতেছিল। এই সময় সূর্য্যদেব তাঁহার দীপ্তিতে সন্ধ্যাকালের ন্যায় তিন বর্ণকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। ৬৬

মঙ্গলগ্রহ বক্রগতিতে কৃত্তিকা নক্ষত্রে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিল, যাহা ভয়ের সূচনা করিতেছিল। এই গ্রহ সর্বপ্রকারে বাণাসুরের জন্মনক্ষত্র রোহিণীকে যেন ভর্ৎসনা করিতেছিল। ৬৭

বহু শাখাসমূহে যুক্ত এবং মহান্ দানবদিগের সমস্ত কক্ষাগণের দ্বারা পূজিত চৈত্যবৃক্ষ সহসা ধরাতলে পতিত হইল। ৬৮

এইরূপ নানাবিধ উৎপাতসমূহ দেখিয়া বলমদে উন্মত্ত বাণাসুর কোনও নিশ্চয়ে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। ৬৯

কিন্তু বাণাসুরের বিধান ও তত্ত্বজ্ঞানী মন্ত্রী কূষ্মাণ্ড নানাপ্রকার দুঃশিমিত্ত বর্ণনা করিতে করিতে যেন অচেতনা হইয়া পড়িল। ৭০

সে বলিল—অসুররাজ! এখানে বহু উৎপাত যেখা যাইতেছে, যাহা শুভ পরিণামের সূচক নহে। ইহারা আপনার রাজ্যের বিনাশে সহায়ক হইবে—ইহাতে সংশয় নাই। ৭১

পৃথ্বীনাথ! আপনার চূর্ণীভূতে আমরা, অন্য ভৃত্যগণ এবং আপনার অনুযায়ী সেবকবর্গ—এই আমরা সকলেই অবিলম্বে নষ্ট হইয়া যাইব। ৭২

আপনার যাঁর বর্ণের যেভাবে পূর্বোক্ত ইন্দ্রধ্বজসদৃশ উচ্চ চৈত্যবৃক্ষের পতন হইয়াছে, সেইরূপ বলের আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া গর্জনকারী বাণাসুর আপনারও নিজেরই মোহবশতঃ অভিমানে পতন হইবে। ৭৩

দেবাধিদেব মহাদেবের প্রসাদে যিনি তিন লোককে জয় করিয়াছিলেন, সেই অসুররাজের এখন অভিমানবশতঃ বিনাশ

বাণঃ প্রীতমনাস্তেবং পশ্যন্ পানমনুত্তমম্
দৈত্য-দানবনারীভিঃ সাদ্ধমুত্তমবিক্রমঃ ॥ ৭৫
কৃত্তাপত্তিস্তদাবিষ্টো রাজবেশ্মাভায়াত্তদা।
অচিন্তয়চ্চ তদার্থায় দৈত্যৈরুপ্তাতদর্শনৈঃ ॥ ৭৬
রাজা প্রবাদী দুর্বৃত্তিস্তিতকালী মহাসুরঃ।
যুদ্ধমেবাভিলষতে ন দোষানস্যতে মদাৎ ॥ ৭৭
মহোৎপাতভয়স্যৈব ন তস্মিন্যা ভবিষ্যতি।
অপীদানীং ভবেন্মিথ্যা সর্ব্বমুৎপাতদর্শনম্ ॥ ৭৮
ইহ স্থান্তে ত্রিনয়নঃ কান্তিকেয়শ্চ বীর্য্যবান্।
তেনোৎপন্নোঽপি দোষো ন কঞ্চিদপ্যস্যেৎ পরাভবম্ ॥ ৭৯
উৎপন্নদোষপ্রভবঃ ক্ষয়োঽয়ং ভবিতা মহান্।
দোষাণাং ন ভবেন্নাশ ইতি মে ধীয়তে মতিঃ ॥ ৮০
নিয়তো দোষ এষায়ং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ
দৌরাত্ম্যান্মুপুত্তেস্তু দোষস্তূত্তা হি জানবাঃ ॥ ৮১

দেব-দানবজ্ঞানাং যঃ কর্ত্তা ভুবনপ্রভুঃ
ভগবান্ কান্তিকেয়শ্চ কৃতবীজোহিতে পুরে ॥ ৮২
প্রাণেভ্যঃ প্রিয়তরো নিত্যং ভবিষ্যতি গুরুঃ সদা।
তস্মিংশ্চ বাণোঽপি শিবস্য সততং প্রিয়ঃ ॥ ৮৩
দর্পোৎসেকাত্তু নাশায় বরং যাচিতবান্ ভবম্।
যুদ্ধহেতোঃ স লুব্ধস্ত সর্ব্বথা ন ভবিষ্যতি ॥ ৮৪
যদি বিষ্ণুপুরোগাণামিন্দ্রাদীনাং দিবৌকসাম্।
ভবিত্রী ঘনঘংপ্রাপ্তির্ভবন্তাং কৃতা ভবেৎ ॥ ৮৫
এতয়োস্তু হি কো যুদ্ধং কুমার-ভবয়োরিহ।
শক্তো দাতুং সমাগম্য বাণসাহায্যকাঙ্ক্ষিণোঃ ॥ ৮৬
ন চ দেববচো মিথ্যা ভবিষ্যতি কদাচন।
ভবিষ্যতি মহদ্ যুদ্ধং সর্ব্বদৈত্যবিনাশনম্ ॥ ৮৭
স এবং চিন্তয়াবিষ্টঃ কৃত্তাগুস্তনৃপশিবান্।
মতিপ্রণিহিতা বুদ্ধিঃ চকার স মহাসুরঃ ॥ ৮৮

দেবা যাইতেছে, তথাপি মাতাল যুদ্ধের অভিলাষ বাখিয়া গর্জন করিতেছেন। ৭৪

কিন্তু উত্তম পরাক্রমশালী এ মহাসুর এই সবের কোন চিন্তা না করিয়াই প্রমত্তমনে দৈত্য ও দানবগণের স্ত্রীদিগের সহিত উত্তম মদ্য পান করিতে লাগিলেন। ৭৫

মদ্য কৃত্তায় সেই সময় চিত্তিত হইয়া রাজভবনে চলিয়া যাইল এবং সেই সব উৎপাতসমূহ দেখিয়া সে-বিষয়ে বিশেষ রূপে চিন্তা করিতে লাগিল। ৭৬

সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, অসুরগণের এই রাজা মহাসুর বাণ প্রমাদী হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহার বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে। ইনি বিলম্বচিত্তে উন্মত্তিত হইয়া বারবার যুদ্ধের অভিলাষ করিতেছেন। বলের মদে উন্মত্ত হইয়া ইহাতে দোষ আছে বলিয়া মনে করিতেছেন না। ৭৭

এই সব মহোৎপাতে যে ভয় সূচিত হইতেছে, তাহা মিথ্যা হইবে না। এরূপ কি কোনও উপায় আছে, যাহাতে এই সমস্ত এই সব উৎপাতদর্শন মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে? ৭৮

এখানে সাক্ষাৎ ত্রিলোচন ভগবান শিব বিরাজমান আছেন। পরাক্রমশালী কান্তিকেয়ও এই স্থানেই অবস্থান করিতেছেন। ইহাতে কি আমাদের নিমিত্ত উৎপন্ন এই দোষ শান্ত হইয়া যাইবে না? ৭৯

এই উৎপন্ন উৎপাতজনী দোষসমূহের দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, এখানে সর্ব্বাত্মক ক্ষয় সাধিত হইবে। আমার মনে হইতেছে যে, এখন এই দোষসমূহের নাশ হইবে না। ৮০

এই রাজার যে এই দুরাত্মতার, ইহাই আমাদের পক্ষে নিয়ত দোষ হইয়া থাকিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই; কারণ, দানবগণই চরম দোষভূক। ৮১

যিনি দেবতা ও দানবগণের সমুদায়কে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমস্ত ভুবনের প্রভু, সেই ভগবান শিব ও কান্তিকের বাণাসুরকে এই পোষিতপুরে স্থাপিত করিয়াছেন। ৮২

তন্ত তা সখা ভগবান্ শিবের প্রাণ অপেক্ষাও সতত অধিক প্রিয় হইবেন এবং তাঁহার সহিত বিদ্যমান থাকিয়া বাণাসুরও নিয়তই তাঁহার প্রিয় হইয়া থাকিবেন। ৮৩

কিন্তু এই বাণাসুর নিজের বলের গর্ব্বজনতঃ নিজেরই বিনাশের তরে ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে যুদ্ধের নিমিত্ত বর প্রার্থনা করিয়াছেন। যুদ্ধলোলুপতা হেতু এই বাণাসুর সর্ব্বদা নিজের অন্তিত্ব রক্ষিত পারিবেন না। ৮৪

যদি ভগবান্ বিষ্ণুকে অগ্রে করত ইন্দ্রাদি দেবগণ দৈত্য-মণ্ডলের উদরের ন্যায় এখানে আসিয়া উপস্থিত হন, তবে ভগবান্ শঙ্করের হস্তের সহায়তায় তাঁহাদের এই আক্রমণ প্রতীকার হইতে পারে। ৮৫

বাণাসুরকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক এই ভগবান্ শঙ্কর এবং কুমার কান্তিকেয়ের সম্মুখে আসিয়া কোন্ জন ইঁহাদিগকে যুদ্ধের অবসর (সুযোগ) দিতে সমর্থ হইবে? ৮৬

কিন্তু মহাদেবের বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবে না। (যখন তিনি মহাযুদ্ধের কথা বলিয়াছেন, তখন) সমস্ত দৈত্যগণের বিনাশকারী মহাযুদ্ধ অবশ্যই হইবে। ৮৭

যে হি দেবৈর্বিরুধ্যন্তে পুণ্যকর্মাভিরক্ষবে।
যথা বলিনিরমিতস্তথা তে যান্তি সংক্ষয়ম্ ॥ ৮৮

এইরূপ চিন্তায় হইয়া মহাসুর তত্ত্বজ্ঞানী কৃতাত্ত নিজের বুদ্ধিকে কল্যাণচিন্তায় নিবিষ্ট করিল ॥ ৮৮

যাহারা পুণ্যকর্মা দেবগণের সহিত বিরোধ করে অথবা

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে বাণাসুরের

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি বাণযুদ্ধে ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৬ ॥

দেবগণই যাহাদের বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহারা যেভাবে রাজা বলি বদ্ধ হইয়াছেন, সেইরূপ বন্ধনে পতিত হইয়া নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৮৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে বাণাসুরের যুদ্ধবিষয়ক ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[শিব-পার্বত্যোঃ ক্রীড়াবিহারঃ, পার্বতীকর্তৃকমুষায়ৈ পতিলাভস্য বরদানম্, উষাদ্বা বিহরণাদ্যবর্ণনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ক্রীড়াবিহারোগতঃ কদাচিদ্ভবদ্ভবঃ।
দেব্যা সহ নদীতীরে রেমে শ্রীমতি স প্রভুঃ ॥ ১

শতানি তত্রাপ্সরসাং চিত্রক্রীড়ন্ত সন্ততম্।
সর্বর্তুকবনে রম্যে গন্ধর্বপতয়স্তথা ॥ ২

কুসুমৈঃ পারিজাতস্য পুষ্পৈঃ সন্তানকস্য চ।
গন্ধোদ্ধামনিবাতাশ্চ নদীতীরং সমন্ততঃ ॥ ৩

বেণু-বীণা-মুরজৈশ্চ পণবৈশ্চ সহস্রশঃ
বাদ্যমানৈঃ স তুত্রাব গীতমপ্সরসাং তদা ॥ ৪

সূত-মাগধকল্পৈশ্চ স্তূয়মানঃ পৃথগ্‌গণৈঃ
দেবদেবঃ সুরশ্রেষ্ঠঃ প্রবিবেশ সরস্তদা ॥ ৫

শ্রীমন্তেশং দেবদেবমর্চ্চয়ন্তি মনোরমম্।
ততস্তু দেব্যা রূপেণ চিত্রলেখা বরাপ্সরাঃ ॥ ৬

ভবং প্রসাদয়ামাস দেবী চ প্রাহসত্তদা।
প্রসাদসুখীনাশান্ত প্রহসন্ত্যাপরেগণাঃ ॥ ৭

ভবস্তু পার্বতী দিব্যা মনোরূপা মনোহরম্
দেব্যা মুদ্ভ্রহ্মা সর্বে ক্রীড়ন্তি তত্র তত্র হ ॥ ৮

অথ তে পার্বতস্তত্র রহস্যে ঋষিপূজিতঃ।
মহাদেবস্য রূপেণ উচ্চিক্রে রূপমাস্থিতা ॥ ৯

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

[শিব-পার্বতীর ক্রীড়াবিহার, পার্বতী কর্তৃক উষাকে পতিলাভের বরদান এবং উষার বিহার-লীলা বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কোনও এক সময় প্রভাবশালী ভগবান্ শঙ্কর মন্দাকিনীর শোভাসম্পন্ন রমণীয় তীরে দেবী পার্বতীর সহিত ক্রীড়া-বিহারের জন্য গমন করিয়াছিলেন ॥ ১

সেইস্থানে সমস্ত ঋতুরই শোভায় মুগ্ধোদ্ভিত সর্বর্তুক-বনে সর্ব্বদিকেই শত শত অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বরাজগণ ক্রীড়া করিতেছিলেন ॥ ২

পারিজাত ও সন্তানকনামক কল্পবৃক্ষের পুষ্পসমূহের দ্বারা সেই নদীতীরের সম্পূর্ণ আকাশ উদ্ভাস সুগন্ধে ব্যাপ্ত হইয়া বিরাজিল ॥ ৩

বেণু, বীণা, মৃদঙ্গ ও পণবাদি সহস্র সহস্র বাদ্যসমূহের মধুর ধ্বনির সহিত অপ্সরাগণের মনোহর গীত তিনি শ্রবণ করিলেন ॥ ৪

অপ্সরাদিগের সমূহের সূত ও মাগধগণের ন্যায় ভগবান্ শিবের স্তুতি করিতে লাগিল। সুন্দর সরোবরবাসী দেবাদিদেব মহাদেব পুষ্পমালা ধারণ করিয়াছিলেন এবং রক্ত বস্ত্র পরিহিত ছিলেন। এই শ্রীমহেশ্বরের রূপ অতিশয় মনোরম ছিল। সমস্ত অপ্সরাগণ দেবাদিদেবের পূজা করিতে ছিলেন ॥ ৫।

এই সময় চিত্রলেখানাম্নী এক শ্রেষ্ঠ অপ্সরা দেবী পার্বতীর রূপ ধারণ করিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া দেবী পার্বতী উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। মহাদেবকে প্রসন্ন করিতে যত্নবতী সেই চিত্রলেখাকে দেখা করিয়া অন্য অপ্সরাগণও হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৬-৭

ভগবান্ শঙ্করের নানারূপধারী, দিব্য ও মনোরম যে সব পার্ষদ ছিলেন, তাঁহারা সকলে দেবী পার্বতীর অনুমতিক্রমে বিভিন্ন স্থানে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৮

তদনন্তর সেই সব বিদ্বান্ পার্ষদগণ একান্তে যাইয়া মহাদেবের রূপে তাঁহারই ন্যায় জটাদি চিহ্ন ও আকার ধারণ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তারপর অপ্সরাগণও মহাদেবী পার্বতীর সমান মুখের রূপ, লীলা ও মুখ এবং

ততো দেব্যাঃ মুক্তপেণ লালয়া বদনেন চ।
দেবী প্রহাসা মুমুচে তাস্তৈবাপ্সরসস্তদা।
ততঃ কিলকিলাশব্দঃ প্রাদুর্ভূতঃ সমন্ততঃ ॥ ১০

প্রহর্ষবতুলং লেভে ভবঃ প্রীতমনাস্তদা।
বাণস্য দুহিতা কন্যা ভদ্রোষা নাম ভামিনী ॥ ১১
দেবং সাক্রৌড়িতং দৃষ্ট্বা দেব্যা সহ নবীগমম্।
দীপ্যমানং মহাদেবং বাণপার্শ্বাদিত্যতেজসম্ ॥ ১২
নানারূপং বপুঃ কৃত্বা দেব্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
উষা মনোরথং চক্রে পার্বতাঃ সন্নিধৌ তথা ॥ ১৩
কন্যা যি ভর্তৃসহিতা রমতেবং সমাগতা
মনসা ইথ সঞ্চিন্ত্যমুমুষা ভাস্বিতঃ তথা ॥ ১৪
বিজ্ঞায় তমভিপ্রায়মুমায়াঃ পার্বতাস্তদা।
প্রাহ দেবী ততো বাক্যমুমাং হর্ষয়তী শনৈঃ ॥ ১৫
উষে ত্বং শীঘ্রমপোবং ভর্তা সহ রমিষ্যসি।
যথা দেবো ময়া সার্দ্ধং শক্রঃ শক্রাসনঃ ॥ ১৬

এবমুক্তে তদা দেব্যা বাক্যে চিন্তাবিলক্ষণা।
উষা ভাবং তদা চক্রে ভর্ত্রা রংস্যে কদা সহ ॥ ১৭
তদা হৈমবতী বাক্যং সম্প্রহৃষ্যেদমব্রবীৎ।
উষে শৃণুষ বাক্যং মে যদা সংযোগমেষ্যসি ॥ ১৮
বৈশাখে মাসি কর্ত্তব্যাং যামন্যাং ত্বাং দিনক্ষয়ে।
রময়িষ্যতি যঃ স্বপ্নে স তে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥ ১৯
এবমুক্তা দৈত্যসুতা কন্যাগণসমাবৃতা।
অপাক্রামত হর্ষেণ রময়াণা যথাসুখম্ ॥ ২০
ততঃ সখীভির্হাস্যন্তী হর্ষেণোৎফুল্ললোচনা।
তালিকাসন্নিপাতৈশ্চ শুক্যোগ্যঃ ভষ্ণুরুজিতাঃ ॥ ২১
কিন্নর্যো যক্ষকন্যাশ্চ নানাদৈত্যেয়কন্যকাঃ।
অপ্সরোগণকন্যাশ্চ উমায়াঃ সখিতাং গতাঃ ॥ ২২
উক্তা চ তত্র তাভিশ্চ ভর্তৃ তব বরাননে।
ভবিষ্যতাচিরেণৈব দেব্যা বচনকল্পিতঃ ॥ ২৩

বার্ত্তালাপে মুক্ত হইয়া তিনি দেবীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ১৭

ইহা দেখিয়া সেই সময় দেবী পার্ব্বতী ও সেই অপ্সরাগণ উপহাসচ্ছলে হাস্য করিতে লাগিলেন। ইহাতে সেখানে চারিদিকে কিলকিলা শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। ১০

সেই সময় ভগবান্ শঙ্কর অনুপম আনন্দ লাভ করিলেন এবং তাঁহার মন প্রসন্ন হইয়া গেল। এই সময়ে বাণাসুরের কন্যা ভামিনী উষাও সেখানে ছিলেন। ১১

তিনি দেখিলেন,—ভগবান্ সূর্য্যতুল্য তেজস্বী মহাদেব তীব্র দীপ্তিতে দেবীপাশ্বে রহিয়া নগর তাঁরে দেবী পার্ব্বতীর সহিত মধুর ক্রীড়ায় আসক্ত রহিয়াছেন। ১২

তিনি দেবীর প্রিয় করিবার ইচ্ছায় নানারূপ ধারণ করত ক্রীড়া করিতেছেন। উষা দেখিয়া উমা পার্ব্বতীদেবীর নিকটেই মনে মনে এই সঙ্কল্প করিলেন। ১৩

সেই রমণীই ধন্যা, যিনি পতির সহিত মিলিতা হইয়া এই ভাবে রমণ করেন। নিজের এই মানসিক সঙ্কল্প উষা মনে মনেই বলিতে লাগিলেন। ১৪

উমার এই অভিপ্রায় জানিয়া পার্ব্বতীদেবী তাঁহাকে হর্ষ প্রদান করিতে করিতে ধীরে ধীরে বলিলেন। ১৫

উষে! তুমিও শীঘ্রই পতির সহিত মিলিত হইবে। সেইভাবে রমণ করিবে, যেরূপ শক্রাসনে ভগবান্ শঙ্কর আমার সহিত রমণ করিতেছেন। ১৬

পার্ব্বতী দেবী এই কথা বলিলে পর উষার নয়নদ্বয় সেই চিন্তায় আবিষ্ট হইয়া বিলক্ষণ হইয়া গেল; জানি না, এই সৌভাগ্য কবে লাভ করিব? সেই সময় তিনি মনে মনেই এই অভিলাষ করিলেন যে, আমি কবে পতির সহিত রমণ করিব? ১৭

তখন হিমালয়কন্যা হাস্য করত উষাকে এই কথা বলিলেন —উষে! আমার কথা শ্রবণ কর, তোমার পতির সহিত কবে সংযোগ প্রাপ্ত হইবে, তাহা বলিতেছি। ১৮

বৈশাখ মাসের যামিনী তিথির অবসানকালে (রাত্রিতে) জাগরিতা তুমি নিদ্র যাইবে, তখন তোমার সহিত যে পুরুষ রমণ করিবে, সে-ই তোমার পতি হইবে। ১৯

দেবী পার্ব্বতী যখন এই কথা বলিলেন, তখন কন্যাগণে পরিবৃতা দৈত্যরাজ বাণাসুরকন্যা উষা হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া সেখান হইতে সরিয়া যাইলেন এবং সুখের সহিত এখিকৃ ক্রীড়িকে বিহরণ করিতে লাগিলেন। ২০

তারপর সখীগণ তাঁহার সহিত হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল। তখন উষার নয়নদ্বয় হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এই সময় সকলেই উদ্দোষিত হইয়া, পরস্পর হাততালি দিতে লাগিল। ২১

যক্ষ কিন্নরী, যক্ষকন্যা, নানা দৈত্যে কন্যাগণ এবং অপ্সরাদিগের অনেক কন্যাও উষার সখী হইয়া বিরাজিল। ২২

তাহারা সকলে সেখানে উষাকে বলিল,—সুমুখি! এখন পার্ব্বতীদেবীর কথানুসারে তোমার শীঘ্রই পতি লাভ হইবে। ২৩

ন হি দেব্যা বচো মিথ্যা ভবিষ্যতি কদাচন
রূপাভিজনসম্পন্নঃ পতিস্তে কল্পিতস্ত্বয়া ॥ ২৪
উমা সখীনাং তদ্ বাক্যং প্রতিপূজ্য যথাবিধি
বস্তুন্যনোরথং দেব্যা ভাবয়ন্তী ব্যবস্থিতা ॥ ২৫
ততঃ ক্রীড়াবিহারস্য তমনুভূয় সহোমভা।
গতেঽহনি ততঃ সর্বা নার্যাস্তাঃ পরমাদ্ভুতাঃ ॥ ২৬
যযুঃ স্বানালয়ান্ সর্বা দেবী চাদর্শনং গতা।
কাশ্চিদ্বৈতথা যানৈর্দেবস্ত্রীভ্যস্তথা যযৌ ॥ ২৭
পুরা প্রবিবিশুস্তাঃ কাশ্চিদাকাশনাস্থিতাঃ।
ততঃ প্রভৃতি সা দেবী কামমোঘং গতা বিভো ॥ ২৮
দেব্যাস্তু বচনং স্মৃত্বা সাম্বরস্তী পতিং তদা
নিদ্রাং ন ভজতে রাত্রৌ ন দিবা ভোজনং তথা ॥ ২৯
স্মরন্তী পতিভাবং সা বিললাপ নৃপাত্মজা
নিন্দন্তী শশিনং নাকে দেবর্ত্তা ন চ চন্দনম্ ॥ ৩০

সা বালা মোহিতা বাঢ়ং কামেন পরিপীড়িতা
উপচর্ত্তাস্তি তাং সদ্যো বিদ্ধবাপীব সমরাম্ ॥ ৩১
তস্যাস্তে স্তনয়ঃ তস্যা লেপিতং চন্দনেন চ।
কপোলে পাণ্ডিমাচিহ্নং বেত্রে জলসমন্বিতে ॥ ৩২
জ্বলন্তক তথা ঘাণো দেহে তস্যা ব্যবর্ত্তত।
পদ্মিনীকন্দচূর্ণানি শীতলানি মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩৩
ক্ষিপন্তি সখ্যো জলসে পীড়িতে মন্থবাদ্যিনা।
বাজনানি প্রকুর্বন্তি পৃচ্ছন্তি চ পুনঃ পুনঃ ॥৩৪
কা ব্যথা কিং শরীরং তে কিমিদং তব ভামিনি।
কিং তুভ্যং রোচতে দেবি তদাখ্যাহি বরাননে ॥ ৩৫
কন্যাস্তিদং সমুৎপন্নং দুঃখমাখ্যাহি মনোরমে।
ইত্যনোঽনুযুক্তা বাক্যং ব্যাহৃতাস্তু সারিকাঃ ॥ ৩৬
শুকা নীলতনুঃ শুদ্ধ পণ্ডিতো হি পুনানিব।
প্রজ্ঞাবতনয়ং বাক্যং কিংপি নাস্তু ভাষসে ॥ ৩৭

দেবীর বাক্য কখনও মিথ্যা হইবে না। তিনি তোমার জন্য মনোহর রূপ ও উত্তম কুলসম্পন্ন পতিকে সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। ২৪

উমা সখীদের এই কথাকে বিধি অনুসারে সম্মান করিয়া দেবী কর্তৃক প্রদত্ত মনোরথের কথা চিন্তা করিতে করিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৫

তারপর পার্বতী দেবীর সহিত সেই ক্রীড়া বিহারের সুখ অনুভব করত দিন অতিবাহিত হইলে পর সেই সব উত্তম ও অদ্ভুত রূপবিশিষ্টা নারীগণ নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যাইলেন এবং দেবী পার্বতীও অনুগত হইয়া যাইলেন। ২৬।

তাঁহাদের অনেকে অশ্বে, অনেকে যানে (পালকী-প্রভৃতিতে), অনেকে হস্তীতে এবং অনেকে আবার রথে আরোহণ করিয়া আনন্দসহকারে নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। বহু অপ্সরাকোটির স্ত্রী আকাশপথে নিজ নিজ গ্রামে গমন করিলেন। ২৭।

বিভো! সেই সময় হইতেই সেই উমাদেবী কামজনিত মোহের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। পার্বতী দেবীর কথা স্মরণ করিতে করিতে পতির চিন্তা করিতে থাকিয়া উমা সেই সময় না রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারিলেন এবং না দিবসে ভোজন করিতে লাগিলেন। ২৮-২৯

এই রাজকন্যা তখন একান্তে পতিভাবের স্মরণ করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি আকাশে উদিত চন্দ্রকে নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং নিজ অঙ্গে চন্দন লেপন করিলেন না অর্থাৎ বিরহে যে পণ্ডিত হওয়ার চন্দ্র ও চন্দনও তাঁহার তাপদায়ক মনে হইতে লাগিল। ৩০

রাজন্! কামে অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া এই বালিকা মোহিতা হইয়া পড়িলেন। যদিও ইঁহার তখন জ্বরাদি রোগ হয় নাই, তথাপি ইঁহাকে জ্বরগ্রস্ত জানিয়া সখীরা জ্বরানুরূপ পরিচর্যা করিতে লাগিল। ৩১

চন্দনে লিপ্ত হইলেও ইঁহার স্তনে তাপ অনুভব করিত। ইঁহার কপোলে বেত্র ও পীতবর্ণের চিহ্ন প্রকটিত হইল এবং নয়নদ্বয় অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া যাইল। ৩২

ইঁহার দেহে জ্বলন। (দাহ জ্বালা।) ও তাহা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সখীরা কাশ্মীর পণ্ডিত ইঁহার জলে (বক্ষঃস্থলে) বারংবার পদ্মের শীতল কন্দচূর্ণ বিকীরণ করিতে লাগিল। তাহারা পুনঃ পুনঃ পাখার বাতাস করিতে থাকিল এবং এইরূপ জিজ্ঞাসা করিল। ৩৩-৩৪

তামিনি! তোমার কি ব্যথা হইতেছে? তোমার শরীর এ কি হইয়া যাইল? তোমার কি হইয়াছে? দেবি! সুমুখি! তোমার কি ভাল লাগিতেছে? এই সব আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বল। ৩৫

মনোরমে! এই দুঃসহা রোগে তোমার কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? দেখ, এই সারিকাগণ তোমার মনের অনুকূল বাক্য বলিতেছে। শুক! এই অতীব নীল শুক পণ্ডিতগণ পুত্রের

তব তাতো মহাবীর্যো দেবানামপি দুর্জয়ঃ।
তস্যাস্ত্রে ছিদ্যতে কোঽপি ন ভূমৌ বরবর্ণিনি ॥ ৩৮

বলেঃ পুত্রো মহাবীর্যো বাণো হি দৃঢ়বিক্রমঃ।
শিবায়তনকর্তাঽসৌ নগরঃ শোণিতাহ্বয়ম্
অত্র মন্তিষ্ঠতে দেবঃ ভূতভর্তা মহেশ্বরঃ ॥ ৩৯

পুত্রোঽয়মিতি জানীহি গিরিজাঃ যোঽব্রবীদ্ধরঃ।
বাণং প্রতি মহাদেবস্তত্র তাতমুখে শৃণু ॥ ৪০

কা ব্যথা তে মুখে চেদং নাসাগ্রে চ বিরাজতে।
নীহারবিন্দবঃ পদ্মে রাজন্তে শরদাগমে ॥ ৪১

সম্পূর্ণচন্দ্রপ্রতিমং মুখং চন্দ্রো যথা ঘনে
ন শোভতে তু বিচ্ছায়ঃ কিমর্থং কারণং বদ ॥ ৪২

শ্বাসানুকর্ষি বালে ত্বং ন প্রতি শ্বাসি ভাষতঃ
গৃহাণ ভোজনং দিব্যং যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৪৩

তাম্বূলং রোচতে পূর্ব্বং তৎ কিমর্থং ন গৃহ্যতে।
মিষ্টানি যানি বস্তূনি দুর্লভানীতরৈর্জনৈঃ ॥ ৪৪

গৃহাণ দেবি উত্তিষ্ঠ বপ শীঘ্রং শরীরজাম্।
ইতি কোলাহলং শ্রুত্বা উত্থায়ন্যসমুদ্ভবম্ ॥ ৪৫

দাসীভিঃ কীর্ত্তিতা তত্র মাতুরগ্রে পৃথক্ পৃথক্।
রাজপুত্রী যথা দেবী সমাগতা গৃহে সতী ॥ ৪৬

জলক্রীড়াবিহারাচ্চ মুক্তেব পরিলক্ষ্যতে।
অতো দাসীজনা দেবি বদামস্ত্বাং বয়ং জনাঃ ॥ ৪৭

কো দোষঃ কিমিদং মৌনং কং স্বাপো ম্লানতা কথম্।
বিচার্য্য ব্রিয়তো দেবি নিঃসুখং কষ্টমাস্থিতম্ ॥ ৪৮

শিরীষপুষ্পসদৃশং যচ্ছরীরং সুকোমলম্।
তৎ কথং সহতে দেবি ব্যাধিভাবং বরাননে ॥ ৪৯

ইতি শ্রুত্বা তদা দেবী সরলা চ সগামিনী।
প্রাপ্তা দেহমুষা যত্র কিমিদং কষ্টলক্ষণম্ ॥ ৫০

তার পাঠ করিতেছে। আর তুমি ইহাদের প্রতি আক্রোধজনক বাক্য কেন বলিতেছ না ? ৩৬-৩৭

উত্তম কান্তিমতি! তোমার পিতা কেবল মহাবীর, তিনি দেবতাদেরও দুর্জয়। এই পৃথিবীতে তাঁহার সম্মুখে কেহই অবস্থান করিতে পারে না। ৩৮

যদির পুত্র বাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই শোণিতপুর নগর শিব বৈভবে অধিষ্ঠাতাকেও পরাজিত করিয়াছে। যে নগরে ভূতভাবন ভগবান্ মহেশ্বর হাজার যুগ ধরিয়া বাস করিয়া নিত্য বাস করিতেছেন। ৩৯

উমে! শ্রবণ কর, তোমার পিতা বাণাসুরের জন্য মহাদেব হর পার্ব্বতীদেবীকে বলিয়াছিলেন যে তুমি এই বাণকে নিজের পুত্র বলিয়াই জানিও। ৪০

তোমার কি ব্যথা (কষ্ট) হইতেছে? তোমার মুখে এবং নাসিকার অগ্রভাগে ঘর্ম্মবিন্দু সেইভাবে শোভা পাইতেছে, যেরূপ শরৎকাল আসিলে পদ্মের উপরে নীহারকণাসমূহ শোভা পায়। ৪১

পূর্ণচন্দ্রতুল্য তোমার মুখ আজ মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় কান্তিহীন হইয়া যাওয়ায় শোভা পাইতেছে না। কিজন্য এরূপ হইতেছে, তাহার কারণ আমাদিগকে বল। ৪২

বালিকে! তুমি দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছ, তুমি মনে সুখ পাইতেছ না, ইহার কারণ কি? তোমার মনে যাহা রুচি আছে, তদনুকূল দিব্য ভোজন গ্রহণ কর। ৪৩

পূর্ব্বে তা' তোমার তাম্বূল (পান) অতিশয় ভাল লাগিত, এখন তাহা গ্রহণ করিতেছ না কেন? দেবি! উঠ এবং অন্য লোকসকলের পক্ষে যাহা দুর্লভ, এরূপ মিষ্ট বস্তুসমূহ গ্রহণ কর। এখন বল, তোমার দেহে কি পীড়া উৎপন্ন হইয়াছে? ৪৪-৪৫

উষার শ্রবণে উৎপন্ন এই কোলাহল শ্রবণ করিয়া দাসীগণ তাঁহার মাতার অগ্রভাগে পৃথক্ পৃথক্ রূপেই বলিতে আরম্ভ করিল। ৪৬

দেবি! সতী সাধ্বী রাজপুত্রীর ন্যায় জলক্রীড়া ও বিহার করিয়া যখন ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন হইতেই তিনি যেন মৌন হইয়া রহিয়াছেন—ইহা আমরা লক্ষ্য করিতেছি। ৪৬।

দেবি (মহারানী)! অতএব দাসীজন আমরা সকলে আপনাকে এই কথা বলিতেছি যে, রাজকুমারীর মধ্যে এক কি দোষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে? উহাতে এই মৌন কিজন্য? কি কারণে তিনি নিরন্তর চার ভাবাক্রান্ত হইয়া আছেন? তাঁহার মধ্যে মলিনতা কিরূপে আসিল? দেবি! এইসব কথা বিচার করত তাঁহার এই কষ্টের পরিহার জন্য বৈদ্যগণকে নিযুক্ত করুন। ৪৭-৪৮

দেবি! বরাননে! যে শরীর শিরীষ পুষ্পসদৃশ কোমল, সেই শরীর কিভাবে এই রোগের ভার সহ্য করিবে? ৪৯

ইহা শ্রবণ করিয়া হংসসদৃশ মন্থরগামিনী দেবী সেই সময় সত্বর উত্থিত হইলেন এবং উষা যেখানে শয়ন করিয়াছিলেন সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এই কষ্টব্যঞ্জক লক্ষণ কিভাবে উৎপন্ন হইল? ৫০

পল্লবাকৃতিহস্তেন কোমলং তৎ করং তদা
স্পৃষ্ট্বাতুলারনারায়ণস্তোষমাস ভাবিনী ॥ ৫১
কিমস্তি তব কল্যাণি কা বাধা তব বর্ত্ততে।
এতে বৈদ্যাঃ সমাগত্য পৃচ্ছন্তি ভবতীং হি তৎ ॥ ৫২

বৈদ্যা উচুঃ।

জলক্রীড়াং গতা তত্র রাজপুত্রী সখীগণৈঃ।
পার্ব্বত্যাঃ ক্রীড়িতং তত্র জ্ঞানামঃ শ্রমসম্ভবম্ ॥ ৫৩
শ্রমাদ্ গ্লানিঃ সমুৎপন্না জৃম্ভথশ্চ পুনঃ পুনঃ।
ব্যাপন্ন ভাষতে তেন সা ভয়ং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৫৪

দেব্যুবাচ

হৃদয়ে নিহিতং বৈদ্যাস্তন্মমাচক্ষতামৃতম্।
অমাত্যাঃ কিমিদং শৌচং কিমিদং বৃত্তমুদাহৃতে ॥ ৫৫
অতিদাহো মহান্ স্বেদঃ পিপাসা নাবতুষ্যতে
প্রলাপ এষ কিং তস্যাঃ শান্তস্তা ক্রুত নিশ্চিতম্ ॥ ৫৬

বৈদ্যা উচুঃ।

ক্রীড়াবিহারে মিলিতাঃ স্ত্রীজনা দেবসন্নিধৌ।
রূপেণাপ্রতিমা দেবী রাজপুত্রী চ ভাবিনী ॥ ৫৭
দৃষ্টিপাতঃ কৃতস্তাভিস্তেন পুত্র্যাঃ ব্যথাভবৎ।
রক্ষানরেন্দ্রকন্যা সা দৃষ্টৈস্তাঃ কৃমারিকাম্ ॥ ৫৮
পানীয়েরভিষেকেণ পরা শান্তির্ভবিষ্যতি।
ইত্যুক্ত্বা ভিষজঃ সর্ব্বে নিষ্ক্রান্তা নৃপবেশ্মতঃ ॥ ৫৯
সূচয়ন্তঃ পুনঃ সর্ব্বে কামাভিপ্রায়জাং ব্যথাম্।
মাতৃপুষ্টঃ সরাজোক্তা চিরকালমুবাচ সা ॥ ৬০
লজ্জাবতী মহাভাগা মাতরং কুরুতী কৃশম্।
মাতর্ন রোচতে নিত্যা তাবদ্ ন চ ভোজনম্ ॥ ৬১
ন চাপ্যুৎসবকং মাতঃ সরাজং হৃদয়ং শৃণু
ইত্যুক্ত্বা বিরবামাথ ভাষা নারী বরাননা ॥ ৬২

সেই সাধ্বী মহারাণী নিজের পল্লবাকার কোমল হাত দিয়ে স্পর্শ করিয়া জনার্দ্দনকে তাঁহার অনুনিষ্কর্ষ চক্ষু উন্মীলিত করিলেন ॥ ৫১

তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কল্যাণি! তোমার কি কষ্ট হইতেছে? এই বৈদ্যগণ আসিয়া তোমাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥ ৫২

বৈদ্যগণ বলিলেন,—মহারাণী! আমরা জানি যে, রাজকুমারী নিজ সখীগণের সহিত জলক্রীড়ার জন্য সেই স্থানে গিয়াছিলেন, যেখানে পার্ব্বতীদেবীর ক্রীড়া-বিহার চলিতেছিল। সেখানে যে পরিশ্রম হইয়াছে, তাহাতেই এই কষ্ট বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছে ॥ ৫৩

পরিশ্রম হইতেই গ্লানি উৎপন্ন হইয়াছে, উহাতেই বারংবার জৃম্ভন (হাই) আসিতেছে এবং সেই পরিশ্রমেই সর্ব্বাগ্রে বৈবর্ণ্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেজন্য তিনি সরল করিয়া বলিতেছেন, অতএব আপনি ইহার জন্য কোনরূপ ভয় করিবেন না ॥ ৫৪

মহারাণী বলিলেন,—বৈদ্য ও মন্ত্রিগণ! রাজকুমারীর বক্ষঃস্থলে হিমপূর্ণ চন্দন রাখা হইয়াছে, কিন্তু শীঘ্রই উহাতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া যাইতেছে, ইহা কি? ৫৫

ইহার শরীরে অতিশয় দাহ হইতেছে, অত্যধিক ঘর্ম্ম হইতেছে, জলপিপাসা হইতেছে, কিন্তু সে কিছুই খাইতে চাহিতেছে না। সে কেবল প্রলাপ করিতেছে, এই সব লক্ষণ ইহার মধ্যে কেন উপস্থিত হইয়াছে? আপনারা শাস্ত্রানুসারে নিশ্চয় করিয়া এই সবের কারণ বলুন ॥ ৫৬

বৈদ্যগণ বলিলেন,—দেবি! বিহারের সময় মহাদেবের সমীপে বহু স্ত্রী একত্রে সমবেত হইয়াছিলেন। আমাদের সতীসাধ্বী রাজকুমারী উঁহাদের অনুপম রূপবতী, অতএব সেই সব স্ত্রীগণ ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, ইহাতে এই কুমারীর মনস্তাপ লাগিয়া গিয়াছে, সেইজন্য আপনার কন্যার এই বাধা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব রক্ষঃসম্বন্ধী মন্ত্রসমূহ ও পীতবর্ণের সর্ষপসমূহের দ্বারা এই রাজকুমারীকে যদি রক্ষা করা হয় (ইহাকে ঝাড়-ফুঁক করা হয়) এবং অভিমন্ত্রিত জলে যদি ইহাকে অভিষিক্ত করা হয়, তাহা হইলে ইহার বিশেষ শান্তি লাভ হইবে ॥ ৫৭-৫৯॥

এই কথা বলিয়া সেই সব বৈদ্যগণ রাজভবন হইতে প্রস্থানবর্ত্তন করিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহারা ইহাও সূচিত করিলেন যে, ইহা কামজনিত ব্যথাও হইতে পারে ॥ ৬০॥

তদনন্তর মাতা যখন বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী লজ্জাশীলা সেই মহাসৌভাগ্যবতী উষা দীর্ঘকাল পরে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন,—মা, শ্রবণ কর। না আমার কিছু বলিতে ভাল লাগিতেছে, না কিছু ভোজন করিতে ভাল লাগিতেছে এবং আমার কোনও উৎসবও ভাল লাগিতেছে না। আমার হৃদয় সতত জ্বলিতেছে। এই কথা বলিয়া সুমুখী নারী উষা নীরব হইয়া যাইলেন ॥ ৬১-৬২

সর্ব্বাভিঃ স্ত্রীভিরাহুরন্তয়োঃ মুখবাক্যেন
লজ্জানুকারি নারীণাং যৌবনং হি ভবেদিতি ॥ ৬৩
ইহৈব রাজকন্যা হি ভর্ত্তারোঢ়া কিমুচ্যতে।

সেই সময় সকল স্ত্রী পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন এবং নিজেদের মধ্যে বলিতে লাগিলেন যে, নারীদের যৌবন প্রারম্ভ লজ্জাজনক হইয়া থাকে। এই রাজকন্যার পতিসমাগমের বোধা হইয়াছে, অতএব ইহার জন্য আর কি বলা যাইবে? এই রাজকুমারী নিজের মাতা ও পিতার কৃপা-প্রসাদে নিজের যোগ্য পতি লাভ করুক। ৬৩-৬৪

শিতুঃ প্রসাদাদাত্মস্থ প্রাপ্নুয়াৎ সদৃশং বরম্ ॥৬৪
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি বাণযুদ্ধে
ঊষাবিরহো নাম সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৭ ॥

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বাণাসুরের যুদ্ধ-প্রসঙ্গে ঊষার বিরহনামক সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(ঊষায়াঃ স্বপ্নে প্রিয়তমেন সহ সমাগমঃ, তেনোদ্বাহাকাঙ্ক্ষিণী, সখীভিস্তস্যৈ প্রবোধনম্, কৃষ্ণাগুরুকন্যায়া বাক্যেনোষয়া চিত্রলেখামাধ্যম তৎসমীপে স্বীয়কষ্টস্য বিবরজ্ঞাপনম্, চিত্রলেখয়া চিত্রে অঙ্কিতসমানিরুদ্ধসোষায়া-নিরুপ্রিয়তমরূপেণ খ্যাপনম্, তমানেতুং চিত্রলেখয়া দ্বারকাগমনঞ্চ)

বৈশম্পায়ন উবাচ

তত্রস্থাঃ পরমা নার্য্যশ্চিত্রে পরমভূষিতাঃ
ততো দর্শ্যো ময়াঙ্গাং তু বৈশাখে মাসি ভামিনীম্ ॥ ১
দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য সখীসংবৃতাং তথা
যথোক্তং পুরুষং স্বপ্নে রমমাণাং তয়া শুভাম্ ॥ ২
বিচেষ্টমানা রুদতী দেবী বচনচোদিতা
সা স্বপ্নে রমিতা তেন স্ত্রীভাবং চাপি লম্ভিতা ॥ ৩
শোণিতাক্ষা প্ররুদতী সংশ্লেষোদ্বিগ্না নিশি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! শোণিতপুরবাসিনী পরমা সুন্দরী স্ত্রীগণ চিত্রনিষ্পাদনকলায় অতিশয় অদ্ভুত যোগ্যতা-সম্পন্না ছিলেন। তদনন্তর বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে যখন সখীগণে পরিবৃতা হইয়া মানিনী ঊষাদেবী নিজের অট্টালিকায় শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময় ভগবান্ পার্ব্বতী-দেবীকথিত বাক্যানুসারে এক পুরুষ আসিয়া সেই শুভলক্ষণা অসুররাজকুমারীর সহিত রমণ করিলেন। ১-২

যদিও তিনি রোদন করিতে করিতে সেই পুরুষের স্পর্শ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন, তথাপি সেই সময় পার্ব্বতীদেবীর বাক্যে প্রেরিতা হইতেছিলেন।

তাং তথা রুদতীং দৃষ্ট্বা সখী তদমন্বিতা ॥ ৪
চিত্রলেখা বচঃ স্নিগ্ধমুবাচ পরমাদ্ভুতম্
ঊষে মা ভৈঃ কিমেবং ত্বং রুদতী পরিতপ্যসে
বলেঃ সুতস্য চ ত্বং প্রখ্যাতা কিং ভয়ান্বিতা ॥ ৫
ন ভয়ং বিদ্যতে লোকে তব শুভ্র বিশেষতঃ।
অভয়ং তব বাণেন পিতা দেবাসুরো বৃণে ॥ ৬
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে বিষাদং মা কৃথাঃ শুভে।
নৈবংবিধেষু বাসেষু তদমর্হসি বরাননে ॥ ৭

সেই কারণে তাঁহার সহিত স্বপ্নে সেই পুরুষ বলপূর্ব্বক রমণ করিলেন এবং তাঁহাকে নিজের স্ত্রী করিয়া লইলেন। ৩

সেই সময় সেই রাজকন্যার যোনি রক্তাপ্লুত হইয়া গিয়াছিল। তিনি রাত্রিতে সহসা রোদন করিতে করিতে উঠিয়া বসিলেন। তাঁহাকে এইভাবে রোদন করিতে দেখিয়া তাঁহার সখী চিত্রলেখা তদ্ভাবীতা হইয়া অতিশয় অদ্ভুত চিত্র আঁকিয়া বলিল। ৪-৫

ঊষে! তুমি কেন এইরূপে রোদন করিতেছ এবং সন্তপ্ত হইয়া উঠিতেছ? তুমি ত' মহারাজ বলির পুত্র বাণের কন্যা, নিজের নির্ভীকতার জন্য বিখ্যাত আছ, তবে কিজন্য তত ভীত হইতেছ? ৫

শুভে! আমাদের সকলের পক্ষে বিশেষতঃ তোমার পক্ষে ত' এজগতে কোন ভয়ই নাই। বামোরু! তোমার কোনও ভয় নাই। তোমার পিতা বাণ সর্ব্বতোভাবে দেবদানবেরও কাম্যস্বরূপ। ৬

ওঠো! ওঠ, তোমার কল্যাণ হউক। তুমি বিষাদ করিও না। সুষুপ্তি! এরূপ (সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত) নিবাস-স্থানে কোনরূপ ভয় থাকে না। ৭

অসকৃদ্দেবসংঘৈঃ স্ত্রীভাবস্থা মুরেশ্বরঃ।
অপ্রাপ্ত এব নগরং পিত্রা তে নুদিতো রণে ॥ ৮
অয়ং দেবসমূহস্ত ভয়দস্ত পিতা তব।
মহাসুরবরঃ শ্রীমান বলেঃ পুত্রো মহাবলঃ ॥ ৯
এবং সাভিহিতা সখ্যা বাণপুত্রী যশস্বিনী
স্বপ্নে রূপং যথা দৃষ্টং স্ববেদসদনিন্দিতা ॥ ১০

উষোবাচ।

এবং সঙ্কথিতা সাধ্বী কথং জীবিতুমুৎসহে।
পিতরং কিং তু বক্ষ্যামি দেবশত্রুবরিন্দম ॥ ১১
এবং সংমুখনকরা বাণপুত্র্যা মহোজসম্।
শ্রেয়ো হি নরনাথস্ত নে শ্রেয়োঽস্তু জীবিতম্ ॥ ১২
ঈপ্সিতো বা যথা কোঽপি পুরুষো বিগতো হি মে।
জাগ্রতীব যথা চাঽমবৈস্বং কৃতা মম ॥ ১৩
নিশায়াং জাগ্রতীবাহং নীতা কেন দদামিমাম্
কথমেবং কৃতা মাম কন্যা জীবিতুমুৎসহে ॥ ১৪

কুলোপক্রোশনকরী কুলস্যাস্যা নিবাহরা।
জীবিতুং ন স্পৃহেয়াস্যা সাধ্বীনামগ্রতঃ স্থিতা ॥ ১৫
ইত্যেবং বাষ্পপূর্ণাক্ষী সখীজনবতী তদা।
বিললাপ চিরং কালমুষা করুলালোচনা ॥ ১৬
অনাথবত্তাং রুদতীং সখ্যঃ সর্বা বিচেতসঃ।
উচুরুপস্থিতাজীবুষাং সর্বাঃ সমাগতাঃ ॥ ১৭
ছন্দেন মনসা দেবি শুভা বা যদি বাশুভম্।
ক্রিয়তে ন চ তে মুক্ত কিঞ্চিদ্দুঃ মনঃ কৃতে ॥ ১৮
প্রসঙ্গং দৈবসংযোগাদ যদি দুক্তাসি ভামিনি।
স্বপ্নযোগেন কল্যাণি ব্রতলোপো ন বিদ্যতে ॥ ১৯
বাভিচারেণ তে দেবি নাস্তি কশ্চিদ বাতিক্রমঃ।
ন চ স্বপ্নকৃতো দোষো মর্ত্যলোকেঽস্তি সুন্দরি ॥ ২০
এবং বিপ্রস্থিতা দেবি ধর্মজ্ঞাঃ কথয়ন্তি বৈ।
মনসা চৈব বাচা চ কর্মণা চ বিশেষতঃ।
ছন্দা যা ত্রিভিরেতৈস্তু পাপা সা প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২১

দেবরাজ শচীপতি ইন্দ্র দেবশত্রুর সঙ্গে লইয়া অনেকবার আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যে নগর পর্যন্ত আসিবার পূর্বেই তোমার পিতা ঐ যুদ্ধে নিহত করিয়া দিয়াছেন। ৮

তোমার এই পিতা দেবসমূহের ভয়দায়ক, মহাসুরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং রাজা বলির মহাবল ও কীর্তিমান পুত্র। ৯

সখী চিত্রলেখা একপ কথা বলিলে পর অনিন্দিতা যশস্বিনী বাণপুত্রী উষা স্বপ্নে যেরূপ রূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা সখীকে জানাইলেন। ১০

উষা পুনরায় বলিলেন—আমি সতী সাধ্বী কুমারী ছিলাম, যখন এইভাবে আমার সতীত্ব নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল, তখন আমি আর কিভাবে জীবিত থাকিতে পারি? শত্রুমনকারী দেবশত্রু পিতাকেই বা আমি কি বলিব? ১১

এই মহাতেজস্বী বংশের আমি এইভাবে কলঙ্কারোপকারিনী হইয়া গিয়াছি। আমার বৃত্তান্ত শ্রেয়ঃ। অতঃপর জীবিত থাকা আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইবে না। ১২

আমি স্বপ্নে এরূপ কোনও পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, যাঁহাকে ভক্তিপূর্ণ কামনা করিয়াছি। তিনি স্বপ্নেও জাগ্রদবস্থার ন্যায় আমার এরূপ অবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ১৩

রাত্রিতে আমার জাগ্রদবস্থাতেই কোন পুরুষ আমাকে এই শয্যায় উপনীত করিয়া দিয়াছেন? যখন কন্যা হইয়াও আমাকে এরূপ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তখন আমি আর কি করিয়া জীবনধারণ করিব? ১৪

যে নারী সতীসাধ্বী হইবার অগ্রে থাকিয়া পরে যদি কুলকলঙ্কিনী, কুলনাশকারী ও নিরাশ্রয়া হইয়া যায়, তবে সে কিভাবে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিতে পারে? ১৫

এইভাবে সখীগণে পরিবৃতা হইয়া কমললোচনা উষা সেই সময় অশ্রুপরিপূর্ণ নয়নে বহুক্ষণ ধরিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ১৬

তাঁহাকে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে অনাথের ন্যায় রোদন করিতে দেখিয়া সমস্ত সখীগণ বিচলিত হইয়া সেখানে সমবেত হইল এবং এই কথা বলিল। ১৭

দেবি! যদি দুষ্ট হৃদয়ে শুভ বা অশুভ কর্ম করা হয়, তবে তাহার কোনও অনিষ্টকারী ফল হইয়া থাকে; কিন্তু মুক্ত! শুভে! তোমার মনে তো কিছুই দোষ নাই। ১৮

ভামিনি! কল্যাণি! যদি দৈব-সংযোগে স্বপ্নে কোনও পুরুষ বলাৎকার পূর্বক তোমাকে উপভোগ করিয়া থাকে, তবে ইহাতে তোমার কৌমার-ব্রতের লোপ হয় নাই। ১৯

দেবি! তোমার এই ব্যভিচারে কোনও অপরাধ হয় নাই। সুন্দরি! মর্ত্যলোকে স্বপ্নাবস্থায় কৃত কোনও অশুভ কর্মের দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। ২০

দেবি! ধর্মজ্ঞ ব্রহ্মবিদগণ এরূপ কথাই বলিয়া থাকেন। যে নারী মন, বাক্য ও বিশেষতঃ ক্রিয়া—এই ত্রিভাবে দূষিত হয় তাহাকেই বিদ্বান পুরুষগণ 'পাপিনী' বলেন। ২১

ন চ তে মৃষ্যতে ভীরু মনঃ প্রচলিতং সদা
কথং ত্বং দোষসংদৃষ্টা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী ॥ ১১
যদি সুস্থা সতী সাধ্বী শুদ্ধভাবা মনস্বিনী।
ইমামবস্থাং প্রাপ্তা ত্বং নৈব ধর্ম্মৈ বিলুপ্যতে ॥ ১৩
যস্তা দৃষ্টং মনঃ পূর্ব্বং কর্ম্মণা চোপপাদিতম।
তামাহরসতীং নাম সতী তমসি ভামিনি ॥ ১৪
কুলজা রূপসম্পন্না নিয়তা ব্রহ্মচারিণী
ইমামবস্থাং নীতাসি কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥ ১৫
ইত্যেবমুক্তাং রুদতীং বাষ্পেণাবৃতলোচনাম্
কৃত্তাঞ্জলিতা বাক্যং পরমং হিদমব্রবীৎ ॥ ১৬
তত্ত শোকং বিশালাক্ষি অপাকা ত্বং বরাননে।
শ্রুতা মে যদিদং বাক্যং যাথাতথ্যেন তত্ত্বতঃ ॥ ১৭
উবে বৃত্তন্ত দেবাসি ভর্ত্তারং ধ্যায়তী তদা
সমীপে দেবদেবস্ত স্মর ভামিনি তদ্ বচঃ ॥ ১৮

ভীরু! তোমার মন ত' সর্ব্বদাই স্থির আছে, তাহাকে কখনও চঞ্চল হইতে দেখা যায় নাই। তুমি নিয়ম পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালনে তৎপর থাকিলেও দোষে কিরূপে দূষিত হইবে? ১২

তোমার ভাব শুদ্ধ, তুমি নিজের মনকে সংযত করিয়া রাখিয়াছ এবং তুমি সতী সাধ্বী। ইহাতেও যদি তুমি দুরদৃষ্টবশতঃ এই দশা প্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে তাহাতে তোমার ধর্ম্মলোপ হইবে না। ১৩

যে স্ত্রীর মন প্রথমে দূষিত হয়, তাহারপর সে যদি ক্রিয়া দ্বারা দোষ সম্পাদন করে, তবেই সেই স্ত্রীকে অসতী (কুলটা) বলা হয়; তামিনি! তুমি ত' সতী। ১৪

তুমি উত্তম কুলে উৎপন্ন হইয়াছ, তুমি মনোহর রূপসম্পন্না, সদাচারাদি নিয়ম পালনকারিণী ও ব্রহ্মচারিণী হইয়াও এই অবস্থায় নীতা হইয়াছ; ইহা দেখিয়া এই কথাই বলিতে হয় যে, কাল দুর্লঙ্ঘ্য (কাল যখন যাহাকে যে অবস্থায় লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সেই অবস্থাতেই লইয়া যান)। ১৫

সবীষণ এই কথা বলিলে পরও উমা রোদন করিতেই থাকিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুতে পরিপূর্ণ ছিল। তখন কৃতাঞ্জলি পুটী চিত্রলেখা এই উত্তম কথা বলিল। ১৬

বিশাললোচনে! এই শোক পরিত্যাগ কর। বরাননে! তুমি সর্ব্বথা নিষ্পাপ। আমি যে কথা শুনিয়াছি, তাহা যথাযথভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৭

যাদস্থায়াং শুক্লপক্ষস্ত্য বৈশাখে মাসি যো নিশি।
ধর্ম্মো দয়ানাং রুদতীং স্ত্রীতঃ সমুপনেষ্যতি ॥ ১৯
তবিতা স হি তে ভর্ত্তা পূরঃ শক্রনিবর্হণঃ।
ইত্যুবাচ বচো জ্ঞাত্বা দেবী তব মনোগতম্ ॥ ৩০
ন হি তদ্ বচনং মিথ্যা পার্ব্বত্যা যদুদাহৃতম্।
সা ত্বং কিমিদমত্যর্থং রোদিষীদুর্নিরীক্ষনে ॥ ৩১
এবমুক্তা তথা বালা স্মরা দেবীবচস্ততঃ।
অভবদ্রহীশোকা সা বাণপুত্রী শুভেক্ষণা ॥ ৩২

উষোবাচ

স্মরামি ভামিনি বচো দেব্যাঃ ক্রীড়াগতে ভবে।
যথোক্তং সর্ব্বমিদং প্রাপ্তং ধর্ম্মাতলে ময়া ॥ ৩৩
ভর্ত্তা তু মম যস্তেব লোকনাথস্ত ভার্য্যয়া
ব্যাদিষ্টঃ স কথং জ্ঞেয়স্তত্র কার্য্যং বিধীয়তাম্ ॥ ৩৪

উষে! ভামিনি! দেবাধিদেব মহাদেবের সমীপে সেই দিন যখন তুমি পতির কথা চিন্তা করিতেছিলে, সেই সময় দেবী পার্ব্বতী তোমাকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা তুমি স্মরণ কর। ১৯

বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের যামিনী তিথিতে তুমি অট্টালিকায় যখন শয়ন করিয়া থাকিবে, তখন তুমি রোদন করিতে থাকিলেও যে পুরুষ ঘরে তোমাকে নিজের স্ত্রী করিয়া লইবে, সেই শত্রুসূদন বীরবর পুরুষই তোমার পতি হইবে। ২০।

ভর্ত্তা পার্ব্বতী দেবী তোমার মনের অনুরূপ এই কথা বলিয়াছিলেন, সেই কথা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। চন্দ্রমুখি! অতএব তুমি এই ঘটনার জন্য কেন অত্যন্ত রোদন করিতেছ? ৩০-৩১

চিত্রলেখা এই কথা বলিলে পর পার্ব্বতী দেবীর বাক্য স্মরণ করত সেই অনুরবালা বাণপুত্রী উষা শোকরহিত হইলেন। ৩২

উষা বলিলেন,—ভামিনি! যখন মহাদেব ক্রীড়ার জন্য গিয়াছিলেন,, তখন পার্ব্বতীদেবী যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার এখন স্মরণ হইতেছে। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তদনুরূপই আমি পূর্ব্বক্ষণে এই অট্টালিকামধ্যে অনুভব করিয়াছি। ৩৩

যদি ভগবান্ বিশ্বনাথের ভার্য্যা পার্ব্বতী দেবী এই পুরুষকে আমার পতিরূপে প্রদান করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার পরিচয় কিরূপে জানিতে পারিব? এ বিষয়ে তুমি কোনও উপায় উদ্ভাবন কর। ৩৪

ইত্যেবমুক্তে বচনে কৃষ্ণাগুণ্ঠিতা পুনঃ
ব্যাজহার যথান্যায়মর্থতত্ত্ববিশারদা ॥ ৩৫
ন হি তস্য কুলং দেবি ন কীর্ত্তিরাপি পৌরুষম্।
কশ্চিজ্জানাতি ভদ্রেণ কিমিদং বা ভবিষ্যতি ॥ ৩৬
অদৃষ্টপূর্ব্বরূপেণ দৃষ্টঃ স্বপ্নে চ যঃ ত্বয়া।
স্বপ্নে জ্ঞেয়ো ভবেদ্ ভীরু সোঽস্মাভী রতিতস্করঃ ॥ ৩৭
যেন ত্বমসিতাপাঙ্গি মনস্কাশিনি বিক্লবম্।
কৃতা প্রসক্তা ভুক্তা প্রবিষ্যান্যঃপুরং সখি ॥ ৩৮
ন হ্যসৌ প্রাকৃতঃ কশ্চিদ্ যঃ প্রবিষ্টঃ প্রসহ্য তে।
নগরং লোকবিখ্যাতনেকঃ শত্রুনিবর্হণঃ ॥ ৩৯
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ চ মরুদ্গণৌ।
ন শক্তাঃ শোণিতপুরং প্রবেষ্টুং ভীমবিক্রমাঃ ॥ ৪০
সোঽয়মেতৈঃ শতগুণৈর্বিশিষ্টৈরাত্মসূনুভিঃ।
প্রবিষ্টঃ শোণিতপুরং বাণবাহুরুমর্দ্দনি ॥ ৪১

বক্তা নৈবাবিধো ভর্ত্তা ভবেদ্ বুদ্ধবিশারদঃ।
কস্তস্য জীবিতেনার্থো ভোগৈর্বাস্ত্রাসুজেক্ষণে ॥ ৪২
যস্যাস্তনুগৃহীতাসি যস্যাহং পতিতৌদৃশঃ।
প্রাপ্তো দেব্যাঃ প্রসাদেন কন্দর্পসমবিক্রমঃ ॥ ৪৩
ইদং তু যৎ কার্য্যতমং শৃণু ত্বং তন্ময়েরিতম্।
বিজ্ঞেয়ো যস্ত পুত্রো বৈ যস্যমা যৎকুলস্য সঃ ॥ ৪৪
ইত্যেবমুক্তে বচনে তত্রোষা কামমোহিতা।
উবাচ কৃষ্ণাগুপ্তত্বাং কথং জ্ঞাস্যামহা সখি ॥ ৪৫
ব্রূহি চিন্তয় সখি নোত্তরং প্রতিভাতি মে
যৎকার্য্যে মুহ্যতে লোকো মমা ভীরু লভাম্যহম্ ॥ ৪৬
উষায়া বচনং শ্রুত্বা রাজা বাণঃ পুনঃ
উবাচ কুম্ভাণ্ডে সা কৃষ্ণাগুণ্ঠিতা সখী ॥ ৪৭
কুশলা তে বিশালাক্ষি সখ্যো সর্ব্বাবিশ্রুতে
অপ্সরা চিত্রলেখা চৈ বিদ্ধ্যপাদ্ধ্যাং সখি ॥ ৪৮

কন্দলোচনে। যে কোন ব্যক্তি ইহার পতি হইবে, তাহার কীর্ত্তি ও বা তাঁহার পুরুষকারের যথাযথ পরিচয় জানে; তবে এই বিষয় লইয়া তুমি মোহিত হইতেছ কেন? ৩৬

অতএব ভীরু! ইঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছ, ইঁহাকে অন্য কেহ না কখনও দেখিয়াছে এবং না ইঁহার বিষয়ে কেহ কিছু জানিয়াছে, সুতরাং আমরা কি করিয়া তোমার সেই রতিতস্কর পুরুষকে চিহ্নিত বা জানিতে পারিব? ৩৭

যাহার ন্যায় প্রতীয়মানা ও কন্দলনেত্রশোভিতা সখি! যে পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া তুমি রোদন করিতে থাকিলেও বলপূর্ব্বক তোমাকে উপভোগ করিয়াছেন, তিনি কোনও সাধারণ মানুষ নন। যিনি তোমার এই লোকবিখ্যাত নগরে বলপূর্ব্বক এইমাত্রই প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তিনি কোনও শত্রুমর্দ্দনকারী বীর পুরুষই হইবেন। ৩৮-৩৯

দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র ও দুইজন মহাবল অশ্বিনীকুমার—এই ভয়ানক পরাক্রমশালী দেবগণও শোণিতপুরে প্রবেশ করিতে পারেন না। ৪০

এই সব দেবগণ অপেক্ষা শতগুণবিশিষ্ট এই শত্রুসূদন বীর হইবেন, যিনি বাণাসুরের মস্তকে পদস্থাপন করিয়া এই শোণিতপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। ৪১

উষা এই কথা বলিলে পর অর্থতত্ত্বের জ্ঞানে পারদর্শিনী কৃষ্ণাগুপ্তকুমারী চিত্রলেখা পুনরায় এই সময়োচিত বাক্য বলিল। ৪৩

দেবি! সেই পুরুষের কেহও ব্যক্তি না কুল, না তাঁহার কীর্ত্তি ও না তাঁহার পুরুষার্থের যথাযথ পরিচয় জানে; তবে এই বিষয় লইয়া তুমি মোহিত হইতেছ কেন? ৩৬

অতএব ভীরু! ইঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছ, ইঁহাকে অন্য কেহ না কখনও দেখিয়াছে এবং না ইঁহার বিষয়ে কেহ কিছু জানিয়াছে, সুতরাং আমরা কি করিয়া তোমার সেই রতিতস্কর পুরুষকে চিহ্নিত বা জানিতে পারিব? ৩৭

যাহার ন্যায় প্রতীয়মানা ও কন্দলনেত্রশোভিতা সখি! যে পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া তুমি রোদন করিতে থাকিলেও বলপূর্ব্বক তোমাকে উপভোগ করিয়াছেন, তিনি কোনও সাধারণ মানুষ নন। যিনি তোমার এই লোকবিখ্যাত নগরে বলপূর্ব্বক এইমাত্রই প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তিনি কোনও শত্রুমর্দ্দনকারী বীর পুরুষই হইবেন। ৩৮-৩৯

দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র ও দুইজন মহাবল অশ্বিনীকুমার—এই ভয়ানক পরাক্রমশালী দেবগণও শোণিতপুরে প্রবেশ করিতে পারেন না। ৪০

এই সব দেবগণ অপেক্ষা শতগুণবিশিষ্ট এই শত্রুসূদন বীর হইবেন, যিনি বাণাসুরের মস্তকে পদস্থাপন করিয়া এই শোণিতপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। ৪১

তুমি বক্তা, তোমার উপর কেহের পরম অনুগ্রহ আছে; কারণ, তুমি অর্থতত্ত্বজ্ঞের প্রসাদে এরূপ কামদেববুল্য পরাক্রমশালী পতি প্রাপ্ত হইয়াছ। ৪২

এই সমস্ত হয়ে মুখ করিব হইল, তাহা আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। প্রথমে যে ব্যক্তিকে উহা জানিতে হইবে যে, তিনি কাঁহার পুত্র? তাঁহার নাম কি? এবং তিনি কোন্ কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন? ৪৪

চিত্রলেখা এই কথা বলিলে পর সেখানে কামমোহিতা উষা কৃষ্ণাগুপ্তা চিত্রলেখাকে বলিলেন,—সখি! এই সব আমি কিভাবে জানিতে পারিব? ৪৫

সখি! তুমি কোনও উপায় চিন্তা কর, আমার ত' ইহার কোনও উত্তর যোগাইতেছে না, নিজের কার্য্যে প্রায়শঃ সকল লোকেই মোহিত হইয়া যায়। অতএব তুমি এরূপ কোনও উপায় স্থির কর, যাহাতে আমি নবযৌবন লাভ করিতে পারি। ৪৬

উষার এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সখী কৃষ্ণাগুপ্তকুমারী রাজা (চিত্রলেখা অপ্সরার অংশ উৎপন্ন হওয়ায় ইহাকে চিত্রলেখাও বলা হয়।) রোদন করিতে করিতে উষাকে পুনরায় এই কথা বলিল। ৪৭

বিশাললোচনে সখি! তুমি এই কথা অতি সত্বর চিন্ত-

অস্যাঃ সর্বনখেনেহ ত্রৈলোক্যং বিনির্জিতং সদা।
এবমুক্তা তদৈবোষা তত্রৈবান্তর্দধে সখী ॥ ৪৯

তামজ্ঞাতধনাথা চিত্রলেখাং সখীং প্রিয়াম্।
কৃতাঞ্জলিপুটা দীনা ঊষা বচনমব্রবীৎ ॥ ৫০

সা তদুক্তা তু বচনমুষায়াঃ পরিকীর্তিতম্।
আখ্যাময়ামাস সখী বাণপুত্র্যৈ যশস্বিনীম্ ॥ ৫১

ততঃ সা বিস্ময়াবিষ্টা বচনং প্রাহ দুর্মনাঃ।
চিত্রলেখামসম্ভ্রান্তা প্রণম্যাং তাং সখীমিদম্ ॥ ৫২

পুনরুক্তং শৃণু মে বাক্যং যত্নাৎ বক্ষ্যামি তামিনি।
ভর্ত্তারং যদি নেচ্ছন্তং নানয়িষ্যসি মৎপ্রিয়ম্ ॥ ৫৩

কান্তং পল্লবপলাশাক্ষং নবযৌবনগর্বিনম্
তাক্ষ্যান্যাহং ততঃ প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি তবসন্নিধৌ ॥ ৫৪

চিত্রলেখাব্রবীদ্ বাক্যমুষাং হর্ষাকুলা তদা
নৈষোহর্থঃ শক্যতেঽস্মাভির্লব্ধুং' তামিনি সুব্রতে ॥ ৫৫

লেখা অপরাজকে জানাইবে লাভ; তিনি তোমার এই সন্ধি-বিগ্রহ (মন্ত্রণাদান) কার্যে সর্বথা তুলনা ॥ ৫৮

তাঁহার সমস্ত বিলোকের সকল বিষয়ই সদা জানা আছে। সখী এই কথা বলিলে পর ঊষা সেই সময়ে তুষ্ট ও বিস্মিত হইলেন ॥ ৪৯

তিনি নিজের প্রিয় সখী চিত্রলেখাকেই অপরাজকে জানাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দীনভাবে নিজের দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন ॥ ৫০

ঊষা কর্তৃক কথিত বাক্য শ্রবণ করত সখী চিত্রলেখা সেই যশস্বিনী বাণসুতাকে আশ্বাস দান করিলেন ॥ ৫১

তাহাতে বিস্ময়াবিষ্টা সেই ঊষা নিজের সখী চিত্রলেখা অপরাজকে প্রথমতঃ যে কথা বলা যায় না, সেই কথাও বলিলেন ॥ ৫২

তামিনি। আমি তোমাকে যে উত্তম কথা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। আমার প্রিয়তম পতি অতিশয় কমনীয়, তাঁহার নয়ন প্রফুল্ল কমলদলের ন্যায় সুন্দর, তিনি নবমত্ত হস্তীর ন্যায় মদশালিতে শোভন করেন। কৃষ্ণ কটিতাম্বুলোহিতে! যদি আজ তুমি আমার প্রাণনাথকে এখানে আনয়ন না কর, তাহা হইলে আমি অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিব ॥ ৫৩-৫৪

ঊষা তখিনী চিত্রলেখা ঊষার দুর্বর্ণন করিতে করিতে ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন,—উত্তম ব্রতপালনকারিণী তামিনি! তোমার এই মনোরথ আমি কোনরূপেই জানিতে পারিতেছি না ॥ ৫৫

ন রূপেন ন বর্ণেন ন শীলেন ন কুলতঃ
ন বেদতশ্চ বিজ্ঞাতঃ স হি ভর্তা ময়া সখি ॥ ৫৬

কিন্তু কর্তুং যথা শক্যা বুদ্ধিপূর্বং নরা সখি।
প্রাগুক্ত শৃণু যে বাক্যং যথা কামমবাপ্স্যসি ॥ ৫৭

দেব-দানব-যক্ষাণাং গন্ধর্বোরগ-রক্ষসাম্।
যে বিশিষ্টঃ প্রভাবেন রূপেণাভিজনেন চ ॥ ৫৮

যথা প্রভাবাং তানু মর্ত্যানালিখিষ্যামি সখি। '
মনুষ্যলোকে যে চাপি প্রবরা লোকবিশ্রুতাঃ ॥ ৫৯

সপ্তরাত্রেণ তে তীব্র দর্শয়িষ্যামি তানহম্।
ততো বিজ্ঞায় পাদস্থং ভর্ত্তারং প্রতিপৎস্যসে ॥ ৬০

সা চিত্রলেখয়া প্রোক্তা ঊষা চিত্তচিকীর্ষয়া
ক্রিয়তামেবমিত্যাহ চিত্রলেখাং সখীং প্রিয়াম্ ॥ ৬১

ততঃ কুশলহস্তস্য যথালেখ্যা সমস্তুতঃ
ইত্যুক্ত্বা সপ্তরাত্রেণ কৃত্বা লেখ্যগতাংস্তু তান্ ॥ ৬২

সখি! তোমার এই চিত্তযোগের না কুল, না কর্ম, না শীল, না রূপ ও না দেশ — তিনুই আমি জ্ঞাত নহি ॥ ৫৬

সখি! তথাপি আমি বুদ্ধি অনুসারে যাহা কিছু করিতে পারি, করিব; এই সময় যাহা করিলে উপযুক্ত হইয়াছে, সেই বিষয়ে আমার কথা শ্রবণ কর, যাহাতে তুমি নিজের মনোরথ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৭

দেবতা, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষসগণের মধ্যে যাঁহারা প্রভাব, রূপ ও উত্তম কুলে বিশিষ্ট, তাঁহাদের সকলের আমি তাঁহাদের প্রভাব অনুসারেই চিত্র প্রস্তুত করিব। সখি! মনুষ্যলোকেও যে সব বিশ্ববিখ্যাত শ্রেষ্ঠ পুরুষ আছেন, তাঁহাদেরও আমি চিত্র অঙ্কিত করিব ॥ ৫৮-৫৯

তাঁহা! সাত রাত্রির মধ্যে তাঁহাদের সকলের চিত্র নির্মাণ করিয়া আমি তাঁহাদের সকলকে দেখাইব। অনন্তর তুমি তিনিকে পারিলে পর তুমি মনোনীত পতিকে নিজের পায়ের উপর পতিত অবস্থাতে লাভ করিবে ॥ ৬০

চিত্রলেখা হিতসাধন করিবার ইচ্ছায় যখন এই কথা বলিলেন, তখন ঊষা প্রিয়সখী চিত্রলেখাকে বলিলেন, আচ্ছা, এরূপই কর ॥ ৬১

তখন, 'তথাস্তু' বলিয়া চিত্রলেখা সকল দিক্ হইতে যথাযোগ্য চিত্র প্রস্তুত করিলেন: কারণ, এই চিত্রনির্মাণকলায় চিত্রলেখা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি সাত রাত্রির মধ্যে সমস্ত প্রধান প্রধান পুরুষগণের চিত্র অঙ্কিত করিলেন। তাহাদের সেই সুন্দরী

চিত্রপট্টস্থতাঽমুখ্যানানরূপাঃ শোভনা
ততঃ প্রাহ্লাদ্য পট্টং সা চিত্রলেখা স্বয়ং কৃতম্ ॥ ৬৩
উষায়ৈ দর্শয়ামাস সখীনাং তু বিশেষতঃ।
এতে দেবেষু যে মুখ্যাস্তথা দানববংশজাঃ ॥ ৬৪
কিন্নরোরগরক্ষাণাং রাক্ষসানাং সমস্ততঃ।
গন্ধর্ব্বাসুরদৈত্যানাং যে চান্যে ভোগিনঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬৫
মনুষ্যাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং যে বিশিষ্টতমা নরাঃ।
তানেতান্ পশ্য সর্ব্বাংস্ত্বং যথৈব লিখিতাংস্তথা ॥ ৬৬
যস্তে ভর্ত্তা যথারূপঃ স ময়া লিখিতঃ সখি।
তং ত্বা প্রত্যভিজানীহি যদ্যে যং দৃষ্টবত্যসি ॥ ৬৭
ততঃ ক্রমেণ সর্ব্বাংস্তু ন দৃষ্ট্বা সা মনস্বিনী।
দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধরগণানথ
অতীত্য চ মনূন্ সর্ব্বান্ দদর্শ যদুনন্দনম্ ॥ ৬৮
তত্রানিরুদ্ধং দৃষ্ট্বা সা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনা
উবাচ চিত্রলেখাং তামিয়ং চৌরঃ স বৈ সখি ॥ ৬৯

যেনাহং দূষিতা পূর্ব্বং স্বপ্নে দর্পাদ্গতা সতী।
দোহদ্যং বিজ্ঞাতবৃত্তান্তো নে কুরোঽদ্যং রক্ষিতস্ত্বয়া ॥ ৭০
চিত্রলেখে যদৈবেহ তত্ত্বতো মম শোভনে।
কুলশীলাভিজনতো নাম কিং চাস্য তামিনি।
ততঃ পশ্চাদ্ বিধাস্যামি কার্য্যমস্যাস্ত বিনিশ্চয়ম্ ॥ ৭১

চিত্রলেখোবাচ।

অয়ং ত্রৈলোক্যনাথস্য নপ্তা কৃষ্ণস্য ধীমতঃ।
ভর্ত্তা তব বিশালাক্ষি প্রাদ্যুম্নির্ভীমবিক্রমঃ ॥ ৭২
ন হ্যস্তি ত্রিষু লোকেষু সদৃশে দ্বন্দ্ব পরাক্রমে।
উৎপাট্য পর্ব্বতানেব পর্ব্বতৈরেষ শাতয়েৎ ॥ ৭৩
বজ্রাস্ত্রদৃঢ়গাত্রোঽপি যস্ত্বয়ে যত্নপুঙ্গবঃ
ত্রাহ্মপত্ন্যা সমাদিষ্টঃ সদৃশঃ সজ্জনঃ পতিঃ ॥ ৭৪

উষোবাচ

ইমমেবাত্র বিশালাক্ষি যোগ্যো ভব বরাননে।
ন শক্যা হি গতিশ্চান্যা অগতা মে গতির্ভব ॥ ৭৫

বলিলেন, সখি! এই সেই চোর, যে অট্টালিকার শয়ন করিয়া থাকিবার সময় ঘরে আসিয়া আমাকে দূষিত করিয়া গিয়াছে। ইহার কল তা আমি তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, কিন্তু এই রক্ষিতের কোথা হইতে আসিয়াছিল ? ৬৯-৭০

শোভনে! চিত্রলেখে! তুমি ইহার যথাযথ পরিচয় আমাকে প্রদান কর। তামিনি! এই চোরের কুল, শীল, অভিজন ও নাম কি ? এই সব জানিবার পর আমি নিজের এই কর্তব্য স্থির করিব। ৭১

চিত্রলেখা বলিলেন,—বিশালনেত্রে! এই তোমার পতি সাক্ষাৎ ত্রিলোকীনাথ বুদ্ধিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাতী (পৌত্র) এবং প্রদ্যুম্নের পুত্র। ইহার পরাক্রম অতিশয় ভয়ঙ্কর। ৭২

পরাক্রমে ইহার সমানতাকারী ত্রিলোকের মধ্যে অন্য কেহই নাই। ইনি পর্ব্বতসকলকেই উৎপাটিত করিয়া সেই পর্ব্বত-সকলের দ্বারাই শত্রুদলকে সংহার করিতে পারেন ৭৩

উষে! তুমি যদ্যপি তোমার উপর পার্ব্বতীদেবীর বিশেষ অনুগ্রহ আছে। সেই ত্রিলোচনপত্নী পার্ব্বতীদেবী তোমার জন্য পরম যোগ্য, সজ্জন ও যদুকুলতিলক অনিরুদ্ধকে পতিরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। ৭৪

উষা বলিলেন,—সুবদনে! বিশালনেত্রে! তুমিই এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার যোগ্য হও। তুমি ব্যতীত এই কার্য্যে

চিত্রপটে স্থাপিত সেই সব পুরুষবরকে সেখানে দেখিয়া আসিলেন। ৬২।

তদনন্তর চিত্রলেখা স্ব-বিন্যস্ত সেই চিত্রপটকে বিস্তৃত করিয়া উষাকে এবং বিশেষতঃ তাঁহার সব সখীদিগকেও দেখাইলেন। ৬৩।

তিনি বলিলেন,—এই ইহাঁরা দেবগণের মধ্যে যাঁহারা মুখ্য, তাঁহাদের চিত্র এবং এই দিকে দানবগণের বীরগণকে অঙ্কিত করা হইয়াছে। ইহার চারিদিকে কিন্নর, নাগ, যক্ষ ও রাক্ষস বিদের চিত্র; গন্ধর্ব্ব, অসুর, দৈত্য ও অন্যান্য সর্পগণেরও চিত্র ইহাতে রহিয়াছে। ৬৪-৬৫

সমস্ত মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্টতম পুরুষ, তাঁহারা এই দিকে অঙ্কিত আছেন। আমি তাঁহাদিগকে যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছি, সেই সব চিত্র তুমি দেখ। ৬৬

সখি! যিনি তোমার পতি এবং তাঁহার যেরূপ রূপ, তাহা আমি এই চিত্রে অঙ্কিত করিয়াছি। তুমি যদি যাঁহাকে দেখিয়াছ, তাঁহাকে তুমি এই চিত্রে চিনিয়া লও। ৬৭

তখন সত্বর তাঁর প্রতীতা উষা ক্রমশঃ সেই সব দেখিয়া দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণকে অতিক্রম করতঃ সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয়গণ এবং এবং যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন। ৬৮

সেখানেই অনিরুদ্ধের চিত্র দেখিয়া সেই উষার নয়নদ্বয় বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তিনি তখন চিত্রলেখাকে

অন্তরিক্ষচরা চ যা দেবি কামরূপিণী
উপায়ন্তান্তু কুশলা ক্ষিপ্রমানয় মে প্রিয়ম্ ॥ ৭৩
উপায়শ্চিন্তাতাং তীক্ষ্ণ মদ্গতত্বা প্রিয়ে সুখম্।
সিদ্ধার্থা সত্রিবর্তস্ব যোগাপায়েন সুন্দরি ॥ ৭৭
তবেদানীমনু ব্যক্তিঃ তস্মিন্ শক্যন্ত বৃদ্ধে
কামার্তা চাস্মি সুভ্রোপি ভব মে প্রাণধারিণী ॥ ৭৮
যত্নেন যে বিধানজ্ঞি তর্ত্তারমনুরূপম্।
অদ্য নানয়সি ক্ষিপ্রং প্রাণান্ত্যজ্যামহং শুচে ॥ ৭৯
ঊষায়া বচনং শ্রুত্বা চিত্রলেখাতদব্রবীৎ
শ্রোতুমর্হসি কল্যাণি বচনং মে শুচিস্মিতে ॥ ৮০
যথা যাবন্ত নগরী তস্কাদ্যে দেবি সর্ব্বদা
দ্বারকাপি তথা তীক্ষ্ণ দুরাধর্ষা ভবিষ্যতি ॥ ৮১
অন্তঃস্থরপ্রতিচ্ছন্না গুপ্তদ্বারা চ সা পুরী
গুপ্তা বৃষ্ণিকুমারৈশ্চ তথা রামকৃষ্ণাভিঃ ॥ ৮২

প্রাণে সলিলসংযুক্তে বিহিতা বিশ্বকর্ম্মণা
রক্ষ্যতে পুরুষৈর্ঘোরৈঃ পন্নগৈরিব শাশ্বতাৎ ॥ ৮৩
শৈলপ্রাকারপরিখাদুর্গমার্গপ্রবেশিনী।
সপ্তপ্রাকারচিতা পর্ব্বতৈর্বৈশ্মভূমিভিঃ ॥ ৮৪
নৃ চ শক্যাবিজ্ঞাতে প্রবেষ্টুং দ্বারকাপুরীম্।
আত্মানং মাঞ্চ রক্ষস্ব পিতরঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৮৫

ঊষোবাচ।

তব যোগপ্রভাবেণ শক্যা তত্র প্রবেষ্টুমম্
কিং মে বহুবিলাপেন জ্ঞাতাসি সখি কারণম্ ॥ ৮৬
অনিরুদ্ধঃ বয়ং পূর্ব্বমুদ্বাহপ্রেপ্সয়া
যদ্যতঃ তত্র পক্ষাদি যাস্যামি সমরোদ্যমম্ ॥ ৮৭
দুষ্টপ্রায়ং কথাশেষং চিত্তির্বদতি নাশিনি
তস্মাদ্যোগেন মাঞ্চ ত্বমিতঃ স্থানাৎ সমুদ্ধর ॥ ৮৮
যদি তা যে বিজানাসি সখা যেনেতি চাসিনম্।
ক্ষিপ্রমানয় মে কান্তং তবাস্মি শরণং গতা ॥ ৮৯

আমাকে আর অন্য কেহই সহজে করিতে পারিবে না। অতএব এই জগতির মুখি [illegible]

তুমি আকাশে বিচরণকারিণী ও ইচ্ছানুসারে যে কোন রূপকারিণী যোগিনীস্বরূপা। বিশেষতঃ এই ঊষাদেবী তুমি এক সুন্দরী কন্যা। তুমি আমার প্রিয়তমকে শীঘ্র আনয়ন কর। ৭৬

ঠীক। সুন্দরি! আমার প্রিয়তমকে যে স্থান হইতে আনিতে হইবে, সেই বিষয়ে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া এরূপ উপায় চিন্তা কর, যাহাতে তুমি সকলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে পার। ৭৭

যে সর্ব্ববিদ আপৎকালে মিত্র (উপকারকারী) হয়, তাহাকেই বিদ্বান্ পুরুষগণ প্রশংসা করেন। সুরোচি! আমি কালে পৌঁছিতা হইতেছি, এই সময়ে তুমি আমার প্রাণরক্ষাকারিণী হও। ৭৮

ভদ্রে! বিশাললোচনে! যদি তুমি আমার এই যোগবল শক্তিকে আজ প্রদান না আন, তবে আমার প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া দিব। ৭৯

ঊষার এই কথা শ্রবণ করিয়া চিত্রলেখা বলিলেন,—কল্যাণি! পবিত্র ঈষৎ হাস্যময়ী উষে! তাহাতে আমার কথা শ্রবণ কর। ৮০

যেহি! যেরূপ বাণাসুরের এই শোণিতপুরনগরী সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত আছে, ঠীক! সেইরূপ দ্বারকাপুরীও। যেহেতুতে এই দ্বারকাপুরীকে অতিক্রম করিতে পারেন না। ৮১

ইহা লৌহনির্ম্মিত প্রাচীরে আবৃত আছে। এই পুরীর প্রবেশদ্বার পূর্ব্বকালে গুপ্ত (সুরক্ষিত)। বৃষ্ণিকুলজাত কুমারগণ এবং বিশ্বকর্ম্মা এই পুরীকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহার প্রাকারাগ্রে সমুদ্রের জলরাশি পরিখাকালে বিরাজমান আছে। পন্নগজাত ভীষণকায় আবেশ পরস্তর পুরদ্বার রক্ষা করিতেছেন। ৮৩

পর্ব্বতই ইহার প্রাকার, সমুদ্রই ইহার পরিখা এবং দুর্গের পথ বিদ্যাই ইহাতে প্রবেশ করিতে হয়। বাস্তুবিদ্যা পর্ব্বত-সকলের দ্বারা নির্ম্মিত সাতটি প্রাকারে এই পুরী পরিবেষ্টিত আছে। ৮৪

অপরিচিত ব্যক্তিগণ এই দ্বারকাপুরীতে কখনও প্রবেশ করিতে পারে না; অতএব অনিরুদ্ধকে আনিবার বাসনা (যা হর্ষকারিণী) ত্যাগ করত তুমি নিজেকে, আমাকে এবং বিশেষতঃ নিজের পিতাকে রক্ষা কর। ৮৫

ঊষা বলিলেন,—সখি! যোগশক্তির প্রভাবে তোমার এই দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ সম্ভব হইতে পারে। অধিক প্রলাপ করিয়া কি লাভ হইবে? আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর। ৮৬

যদি আমি অনিরুদ্ধের পূর্ব্বজন্মসম্ভূত কান্তিময় সেই অদ্ভুতরূপ মুখ দেখিতে না পাই, তবে আমি যমলোকে গমন করিব। ৮৭

অয়ি নিশি! উত্তম মুখ পাইয়া কার্য্যের সিদ্ধি অবশ্যই হইয়া থাকে; অতএব তুমি যদি আমাকে তাঁহার নিকট লইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার মৃত্যু হইয়া দ্বারকাপুরীতে যাও। ৮৮

যদি তুমি আমার সমক্ষে সত্যভাবে জানিয়া থাক এবং প্রেমভরে কথিত আমার বাক্য বিশ্বাস কর, তাহা হইলে আমার

জীবিতন্তু হি সন্দেহঃ কথং চৈব কুলস্য চ
কামার্ত্তা হি ন পশ্যন্তি কামিন্যো মদবিহ্বলাঃ ॥ ৯০
প্রবক্ষ্যে মুক্ত্যতে কার্য্যেদিতি শাস্ত্রনিদর্শনম্ ।
তচ্ছ শক্তা বিশালাক্ষি দ্বারকায়াঃ প্রবেশনে ॥ ৯১
সান্ত্বতাসি মতা ভীরু কুরু মে প্রিয়দর্শনম্
চিত্রলেখোবাচ
সর্ব্বথা সান্ত্বতা ভেহহং বাক্যৈরমৃতসৌদরৈঃ ॥ ৯১
কারিতা চ সমুদ্যোগং প্রিয়ৈঃ কান্তৈশ্চ ভাবিতৈঃ ।
এষা গচ্ছামাহং ভীরু ক্ষিপ্রং বৈ দ্বারকাং পুরীম্ ॥ ৯৩
ভর্ত্তারমানয়াম্যদ্য তব বৃষ্ণিকুলোদ্বহম্
অনিরুদ্ধং মহাবাহুং প্রবিশ দ্বারকাং পুরীম্ ॥ ৯৪

সা বচস্তস্যমশিবং দানবানাং ভয়াবহম্ ।
উক্ত্বা চান্তর্হিতা ক্ষিপ্রং চিত্রলেখা মনোজবা ॥ ৯৫
সখীভিঃ সহিতা হৃষা চিন্তয়ন্তী তু সা স্থিতা ।
তৃতীয়ে তু মুহূর্ত্তে সা নষ্টা বাণসুতাং তদা ॥ ৯৬
সখীপ্রিয়ং চিকীর্ষন্তী পূজয়ন্তী তপোধনান্ ।
ক্ষণেন সমনুপ্রাপ্তা দ্বারকাং কৃষ্ণপালিতাম্ ॥ ৯৭
কৈলাসশিখরাকারৈঃ প্রাসাদৈরুপশোভিতাম্ ।
দদর্শ দ্বারকাং রম্যাং দিবি তারাবিলম্বিতাম্ ॥ ৯৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি উষাহরণে চিত্রলেখায়া দ্বারকাগমনে অষ্টাদশাধিকশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৮

প্রিয়তমকে অতিসত্বর এখানে আনয়ন কর। আমি আজ তোমার শরণাপন্না হইয়াছি ॥ ৮৯

যদিও প্রাণের কোনও সংশয় উপস্থিত হয় এবং কুলেরও সংহার হইতে থাকে, তথাপি কামপীড়িতা মদমত্তা কামিনীগণ সেই সব বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করে না ॥ ৯০

সমস্ত কার্য্যের অগ্রে বিশেষভাবে যত্ন করা উচিত, ইহাই শাস্ত্রের অনুশাসন। বিশালনেত্রে! তুমি দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিতে সমর্থ। ভীরু! আমি তোমার বিশেষ স্মৃতি করিয়াছি। তুমি আমাকে আমার প্রিয়তমের দর্শন করাইয়া দাও ॥ ৯১

চিত্রলেখা বলিলেন,—সখি! তোমার অমৃতোপম বাক্য-সমূহের দ্বারা আমি সর্ব্বথা বশ হইয়াছি। তোমার এই প্রিয় ও মনোরম বাক্যসমূহ আমাকে এই কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য বিশেষ করিয়া দিয়াছে। ভীরু! এই দেখ, এখন আমি শীঘ্রই দ্বারকাপুরীতে গমন করিতেছি ॥ ৯২-৯৩

আজ তোমার পতি বৃষ্ণিকুলভাত মহাবাহু অনিরুদ্ধকে আমি দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করত লইয়া আসিব ॥ ৯৪

এই বাক্য যদিও ভয়াবহ ছিল, কিন্তু উহা দানবগণের পক্ষে অমঙ্গলকারক ও ভয়াবহ ছিল। এই কথা বলিয়া সেই চিত্রলেখা অপরাধের তুল্য বেগেই নিমেষ মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৯৫

উষা নিজের সখীগণের অভীষ্ট কার্য্যের চিন্তা করিতে করিতে সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন; কিন্তু চিত্রলেখা সেই সময় তৃতীয় মুহূর্ত্তে বাণপুর হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইলেন ॥ ৯৬

সখী উষার প্রিয় করিবার বাসনায় তপস্বী মুনিগণের পূজা করিতে করিতে চিত্রলেখা অনেক দেশ মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা দ্বারকাপুরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৯৭

কৈলাস শিখরসদৃশ উচ্চ উচ্চ প্রাসাদসমূহে সুশোভিতা রমণীয়া দ্বারকাপুরীকে সেই চিত্রলেখা আকাশে অবস্থিত তারার ন্যায় দর্শন করিলেন ॥ ৯৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে উষাহরণ-প্রসঙ্গে চিত্রলেখার দ্বারকাগমনবিষয়ক অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[চিত্রলেখার নারদসহ চ সংবাদঃ, নারদতন্ত্রামর্শঃ বিদ্যা গৃহীত্বা চিত্রলেখয়ানিরুদ্ধস্য শোণিতপুরমানয়নম্, ঊষানিরুদ্ধয়োর্গান্ধর্ববিবাহঃ, অনিরুদ্ধস্য বাণাসুর-সৈন্যৈস্তথা বাণাসুরেণ চ সহ যুদ্ধম্, নাগপাশেনানিরুদ্ধস্য বন্ধনম্, নারদস্য দ্বারকাগমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ দ্বারবতীং প্রাপ্য স্থিত্বা সা ভবনান্তিকে।
প্রবৃত্তিস্মরণার্থায় চিত্রলেখা বাচিন্তয়ৎ ॥ ১

অথ চিন্তয়তী সা তু বৃত্তিবুদ্ধ্যর্থনিশ্চয়ম্।
অপশ্যদ্দ্বারয়ং তত্র ধ্যায়ন্তমুদকে মুনিম্ ॥ ২

তং দৃষ্ট্বা চিত্রলেখা তু হর্ষোৎফুল্ললোচনা
উপসৃত্যাভিবাদ্যাথ তত্রৈবাধোমুখী স্থিতা ॥ ৩

নারদস্ত্বাশিষং দত্ত্বা চিত্রলেখামভাষত।
কিমর্থমিহ সম্প্রাপ্তা শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৪

দেবর্ষিমথ তং দিব্যং নারদং লোকপূজিতম্
কৃতাঞ্জলিপুটা ভূত্বা চিত্রলেখা ত্বথাব্রবীৎ ॥ ৫

ভগবন্ শ্রূয়তাং বাক্যং দৌত্যেনাঽভিগতা হি।
অনিরুদ্ধঃ মুনে নেতুং যদর্থমিহ শৃণুষ্ব মে ॥ ৬

নগরে শোণিতপুরে বাণো নাম মহাসুরঃ।
তস্য কন্যা বরারোহা নাম্নোষেতি চ বিশ্রুতা ॥ ৭

ভগবন্ সাসুরক্তা চ প্রাদ্যুম্নিং পুরুষোত্তমম্।
দেব্যা বরবিসর্গেণ তস্যা ভর্ত্তা বিনির্ম্মিতঃ ॥ ৮

তত্র নেতুং সমায়াতা তত্র সিদ্ধিঃ বিধৎস্ব মে।
ময়া নীতেঽনিরুদ্ধে তু নগরং শোণিতাহ্বয়ম্ ॥ ৯

প্রবৃত্তিঃ পুণ্ডরীকাক্ষে ত্বয়াখ্যেয়া মহামুনে
অবশ্যং ভবিতা চৈব কৃষ্ণেন সহ বিগ্রহঃ।
বাণস্য সুমহান্ সংখ্যে দিব্যো হি স মহাসুরঃ ॥ ১০

ন চ শক্তোঽনিরুদ্ধস্তং যুদ্ধে জেতুং মহাসুরম্।
সংস্মরাশুমহাস্ত্রাণি জগ্রে কৃষ্ণো মহাভুজঃ ॥ ১১

ভগবন্ সন্নিকর্ষং তে যদর্থমহমাগতা।
কথং হি পুণ্ডরীকাক্ষো জ্ঞাপিতস্তদিদং ভবেৎ ॥ ১২

একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[চিত্রলেখ ও নারদের সংবাদ, নারদের নিকট হইতে তামসী বিদ্যাগ্রহণ করত চিত্রলেখার অনিরুদ্ধকে লইয়া শোণিত পুরে গমন, ঊষা ও অনিরুদ্ধের গান্ধর্ব্ব-বিবাহ, অনিরুদ্ধের বাণাসুরের সৈন্যগণ ও বাণাসুরের সহিত যুদ্ধ, নাগপাশের দ্বারা অনিরুদ্ধের বন্ধন এবং নারদের দ্বারকাগমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর দ্বারকাপুরীতে উপস্থিত হইয়া চিত্রলেখা এক গৃহের সমীপে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং অনিরুদ্ধের নিকট সংবাদ পাঠাইবার জন্য কোনও উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১

বুদ্ধির দ্বারা বোদ্ধব্য বিষয়ের যে নিশ্চয় হয়, সেই বিষয়েই চিন্তা করিতে করিতে চিত্রলেখা সেস্থানে নারদ মুনিকে দর্শন করিলেন, যিনি তখন সমুদ্রের জলে বসিয়া ধ্যানমগ্ন ছিলেন। ২

তাঁহাকে দেখিয়া চিত্রলেখার নয়ন-যুগ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি নারদের সমীপে গমন করত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেস্থানে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ৩

নারদ আশীর্ব্বাদ করত চিত্রলেখাকে বলিলেন,—এস্থানে কি জন্য আসিয়াছ; ইহা আমি যথাযথভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। ৪

তখন চিত্রলেখা কৃতাঞ্জলিপুটে লোকপূজিত দিব্য দেবর্ষি নারদকে এই কথা বলিলেন। ৫

ভগবন্! আমার কথা শ্রবণ করুন। আমি দূতী হইয়া এস্থানে আসিয়াছি। মুনে! আমি অনিরুদ্ধকে যে জন্য লইয়া যাইতে চাই, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন। ৬

শোণিতপুরনগরে বাণনামে যে মহাসুর বাস করেন, তাঁহার এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা আছে, সে ঊষা নামে বিখ্যাত। ৭

ভগবন্! সে প্রদ্যুম্নপুত্র পুরুষোত্তম অনিরুদ্ধের প্রতি অনুরক্তা। দেবী পার্ব্বতীর বরদান অনুসারে অনিরুদ্ধই তাহার পতিত্বপদে নিযুক্ত আছেন। ৮

আমি সেই অনিরুদ্ধকেই লইয়া যাইতে আসিয়াছি। আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোনও উপায় আপনি করিয়া দিন। মহামুনে! যখন আমি অনিরুদ্ধকে শোণিতপুরনগরে লইয়া উপস্থিত করাইব, তখন আপনি কমলোচন শ্রীকৃষ্ণকে এই সংবাদ জানাইবেন। ৯।

অবশ্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাণাসুরের মহাসংগ্রাম হইবে। এই মহাসুর সমরাঙ্গণে গিয়া শক্তিসম্পন্ন হন। ১০

এই মহাসুর যখন সহস্র বাহুসমন্বিত হইয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইবেন, তখন অনিরুদ্ধ তাঁহাকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না। মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে জয় করিতে পারিবেন। ১১

ভগবন্! আমি আপনার নিকটে এই অভিপ্রায়ে

ৎপ্রসাদাচ্চ ভবন্ম মে কৃষ্ণাদ্ভুতং ভবেৎ।
স হি তত্ত্বার্থদৃষ্টিস্তু অনিরুদ্ধঃ কথং ত্রিভেৎ ॥ ১৩
ক্রুদ্ধো হি স মহাবাহুস্ত্রৈলোক্যমপি নির্দহেৎ।
পৌত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ শাপেন স দহেত মাম্ ॥ ১৪
উন্মোপায়ক ভগবন্ধিন্তিস্তু বৈ ত্বমর্হসি।
যথা ত্বয়া লভেৎ কান্তঃ মম চৈবাত্তরং ভবেৎ ॥ ১৫
ইত্যেবমুক্তো ভগবাংশ্চিত্রলেখাং স নারদঃ।
উবাচ স শুভং বাক্যং মা ভৈষ্মমভদ্রং শৃণু ॥ ১৬
ত্বয়া নীতেঽনিরুদ্ধে তু কন্যাবেশ্মপ্রবেশিতে।
যদি মুহ্যতি ভবেত্তত্র সর্বাধ্যেঽহং শুচিস্মিতে ॥ ১৭
মমৈষ পরমঃ কামো মুহ্যতঃ দ্রষ্টুং মনোরমে
তদ্ দৃষ্ট্বা চ মহাপ্রীতিঃ প্রবৃত্তিস্তু দৃঢ়া ভবেৎ ॥ ১৮
গুহ্যতাং তামসী বিদ্যা সর্বলোকপ্রমোহিনী।

আসিয়াছি যে, কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা কি ভাবে জানান যাইতে পারে ? ১২

ভগবন্! আপনার কৃপায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমার কোনও ভয় নাই ; কারণ, তিনি তত্ত্বার্থদর্শী। কিন্তু অনিরুদ্ধকে জিতে অপহরণ করা যায় ? ১৩

মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ যদি ক্রুদ্ধ হইয়া যান, তাহা হইলে তিনি সম্পূর্ণ ত্রিলোকেই দগ্ধ করিতে পারেন। পৌত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া তিনি নিজ অভিশাপে আমাকেও দগ্ধ করিয়া দিতে পারেন ॥ ১৪

ভগবন্! অতএব আপনিই এ বিষয়ে কোনও এরূপ উপায় উদ্ভাবন করুন, যাহাতে উষা নিজের প্রিয়তমকে লাভ করিতে পারে এবং আমারও কোনও ভয় না হয় ॥ ১৫

চিত্রলেখা এই কথা বলিলে পর ঐশ্বর্যশালী নারদমুনি চিত্রলেখাকে এই মঙ্গলকর বাক্য বলিলেন,—চিত্রলেখে! তুমি ভীতা হইও না। আমি ভয়নিবারণের উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৬

পবিত্র উষর হাস্যময়ি! তুমি অনিরুদ্ধকে লইয়া যাইবার পর এবং তাহাকে কন্যাভবনে প্রবেশ করাইবার পর যদি তুমি দেখ যে, যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে তুমি আমাকে স্মরণ করিবে ॥ ১৭

মনোরমে! যুদ্ধ দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত অভিলাষ আছে এবং তাহা দেখিয়া আমার অতিশয় প্রীতি হয়। সেই সঙ্গে যুদ্ধ করাইবার প্রবৃত্তি আমার আরও দৃঢ়া হইয়া যায় ॥ ১৮

তুমি আমার নিকট হইতে তামসী বিদ্যা গ্রহণ কর, যে বিদ্যা

কৃতকৃত্যস্তু তে দেবি এষ বিদ্যা দদাম্যহম্ ॥ ১৯
এবমুক্তে তু বচনে নারদেন মহর্ষিণা।
তথেতি বচনং প্রাহ চিত্রলেখা মনোজ্ঞবা ॥ ২০
অভিবাদ্য মহাত্মানমৃষীণাং নারদং বরম্।
সা ভগবানিরুদ্ধস্য গৃহং চৈবাস্যরক্ষণা ॥ ২১
ততো দারবতীমধ্যে কামস্য ভবনং শুভম্।
তৎসমীপেঽনিরুদ্ধস্য ভবনং সা বিবেশ হ ॥২২
সৌবর্ণবেদিকাস্তম্ভঃ কৃষ্ণবৈদূর্যতোরণম্।
মালাদামাবসক্তঞ্চ পূর্ণকুম্ভোপশোভিতম্ ॥ ২৩
বহ্নিরুষ্ঠনিভপ্রীবঃ প্রাসাদৈরেকসঙ্কটৈঃ
মণিপ্রবালবিন্যস্তৈঃ দেব-সঙ্কর্ষণালিতম্ ॥২৪
দদর্শ ভবনং তত্র প্রাগ্যান্নিবসনং শুভম্
ততঃ প্রবিশ্য সদসী ভবনস্য তস্য তদ্ভবং। ২৫

দমস্ত লোককেই মোহিত করিয়া থাকে। দেবি! এই বিদ্যার সিদ্ধির জন্য যে পুরশ্চরণাদি কার্য করিতে হয়, তৎসমস্তই আমি করিয়া দিয়াছি। এইস্থানে সিদ্ধ বিদ্যা আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি ॥ ১৯

হরিবংশ নারদ এই কথা বলিলে পর মনের ন্যায় বেগশালিনী চিত্রলেখা 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া লইলেন ॥ ২০

তাহার পর ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাত্মা নারদকে প্রণাম করত সেই চিত্রলেখা আকাশপথে অনিরুদ্ধের গৃহের দিকে গমন করিলেন ॥ ২১

দ্বারকার মধ্যভাগে কামদেবদ্বারা প্রদত্তের সুন্দর ভবন ছিল এবং তাহারই সমীপে অনিরুদ্ধের ভবনে সেই চিত্রলেখা প্রবেশ করিলেন ॥ ২২

এই ভবনে স্বর্ণের বেদী নির্মিত ছিল এবং ইহাতে স্বর্ণের স্তম্ভ সংযোজিত ছিল। ইহার তোরণদ্বার স্বর্ণ ও বৈদূর্যমণিতে নির্মিত হইয়াছিল। এই দ্বার পুষ্পমালাসমূহে বেষ্টিত ছিল এবং পূর্ণ কলস উহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। একটিই বিশাল কাষ্ঠ বা পাষাণের উপর বিনা স্তম্ভে নির্মিত প্রাসাদসমূহে এই ভবন মযূরের কণ্ঠভাগের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। এই ভবনে মণি ও মুক্তা এরূপভাবে সংযোজিত ছিল, যেন সেই সবেই নির্মিত বিছানা পাতা আছে। সেখানে দেব-সঙ্কর্ষণদেবের সঙ্গীতধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছিল ॥ ২৩-২৪

চিত্রলেখা সেই ভবন দর্শন করিলেন, যেখানে প্রদ্যুম্নকুমার অনিরুদ্ধ সুখে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সেই বিশাল ভবনে

তত্রানিরুদ্ধঃ সাপশ্যচ্চিত্রলেখা বরাঙ্গনাঃ।
মধ্যে পরমনারীণাং তারাপতিবিমোদিতম্ ॥২৬

ক্রীড়াবিহারে নারীভিঃ সেব্যমানমিতস্ততঃ।
পিবন্তং মধু মাল্লীকং স্ত্রিয়া পরময়া যুতম্ ॥ ২৭

বরাসনগতং তত্র বধা চৈড়বিলং তথা।
বাদ্যতে সমতালেন গয়তে মধুরং তথা ॥ ২৮

ন চ তস্য মনস্তত্র তস্মিন্বাদ্যসচিত্তয়ং
স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বগুণোপেতা নৃত্যন্তে তত্র তত্র বৈ ॥ ২৯

ন চান্য মনসস্তস্মিং চিত্রলেখা প্রপশ্যতি।
ন চাস্তিমন্তে ভোগৈর্ন চাপি মধু সেবতে ॥৩০

বাক্যমস্য হি তৎ শ্রুত্বা হৃদয়ে পরিবর্ত্ততে।
ইতি তত্রৈব বুদ্ধ্যা চ নিশ্চিতা গতসাধ্বসা ॥ ৩১

সা দৃষ্ট্বা পরমস্ত্রীণাং মধ্যে শক্রস্যজোপমম্
চিন্তয়ামাস হৃদয়া চিত্রলেখা মনস্বিনী ॥ ৩২

কথং কার্য্যমিদং কার্য্যং কথং যাস্তি মনোরথাঃ
সান্ত্বয়িত্বা চিন্তয়িত্বা চিত্রলেখা যশস্বিনী ॥ ৩৩

তামন্তা জ্ঞাপয়ামাস বিস্তরা শুভলোচনা।
ততোঽন্তরীক্ষাদেবাশু প্রাসাদোপর্য্যবস্থিতা ॥ ৩৪

প্রাক্তাহ্বি বচনা প্রাহ শ্লক্ষ্ণয়া মধুরয়া গিরা।
চক্ষুর্দত্ত্বা তু সা তস্যৈ কৃত্বা চাত্মনিদর্শনম্ ॥ ৩৫

বিবিক্তে সা চ বৈ দেশে তং বাক্যমিদমব্রবীৎ।
অপি তে কুশলং বীর সর্ব্বত্র যদুনন্দন ॥ ৩৬

অহস্তাবং প্রদোষো বা কস্যিৎ গচ্ছতি তে সুখম্।
শৃণুষ্ব ত্বং মহাবাহো বিজ্ঞপ্তিং মে হতীমুত ॥ ৩৭

ঊষায়া মম সখ্যাস্তু বাক্যং বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ।
স্বপ্নে তু যা ত্বয়া দৃষ্টা স্ত্রীভাবং চাপি ভাবিতা ॥ ৩৮

বিতর্ত্তি হৃদয়ে যা ত্বামুষা প্রেষিতা ত্বয়ম্।
রুদন্তী জৃম্ভতী চৈব নিশ্বসন্তী মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩৯

২৬সা শ্রবণ করত শ্রেষ্ঠ অপ্সরা চিত্রলেখা সুন্দরী রমণীগণের মধ্যভাগে অনিরুদ্ধকে দেখিলেন, তখন তিনি মনে করিলেন—তারাসকলের মধ্যভাগে তারাপতি চন্দ্র উঁদিত হইয়াছেন। ২৬-২৯

ক্রীড়াবিহারের স্থানে এদিক্ ওদিকে বহু সুন্দরী রমণীগণ ইঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তখন সুন্দর মধু পান করিতে করিতে উৎকৃষ্ট শোভার প্রকৃষ্টরূপ হইতেছিলেন। ২৭

বরাসনে কুবেরের ন্যায় অনিরুদ্ধ এক শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে বিরাজমান ছিলেন। ইঁহার সম্মুখে সমতালে বাদ্য বাদিত হইতেছিল এবং মধুর স্বরে গানও গীত হইতেছিল। ২৮

কিন্তু সেই বাদ্য ও গানে ইঁহার মন নিবিষ্ট ছিল না। তিনি সেই বিষয়ের (ঊষার সমাগমের) চিন্তা করিতেছিলেন। সর্ব্বগুণসম্পন্না সুন্দরী স্ত্রীগণ তখন যত্ন করত নৃত্য করিতেছিলেন। ২৯

কিন্তু চিত্রলেখা বেশ ভাবভাবেই নিরীক্ষণ করিলেন যে, অনিরুদ্ধের মন কোথাও সন্তোষলাভ করিতেছিল না। না তিনি ভোগসমূহে আনন্দলাভ করিতেছেন এবং না তিনি সানন্দে মধুপান করিতেছেন। ৩০

নিশ্চয়ই ইঁহার হৃদয়েও সেই স্বপ্ন পরিক্রমা করিতেছে। চিত্রলেখা নিজের বুদ্ধিতে ইহাই নিশ্চয় করিয়া লইলেন এবং তিনি নির্ভয় হইয়া যাইলেন। ৩১

শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরী স্ত্রীগণের মধ্যে ইন্দ্রজয়ের ন্যায় শোভাসম্পন্ন অনিরুদ্ধকে দেখিয়া মনস্বিনী চিত্রলেখা মনে মনেই এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৩২

"এই কার্য্য কিভাবে করণীয় এবং কিরূপে করিলে কল্যাণকর হইবে"—এইরূপ চিন্তা করত যুক্তিশালিনী যশস্বিনী চিত্রলেখা অযুত হইয়া তামসী বিদ্যার দ্বারা অনিরুদ্ধ ব্যতীত অন্য সকলকেই আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। ৩৩;

তারপর আকাশ হইতে সত্বর আসিয়াই সেই প্রাসাদের ছাদে অবস্থান করিলেন এবং প্রাঞ্জলভাষা অনিরুদ্ধকে মধুর বাক্যে এই স্নেহপূর্ণ কথা বলিলেন। ৩৪;

প্রথমে দিব্যদৃষ্টি দিয়া তিনি অনিরুদ্ধকে নিজের স্বরূপ দেখাইলেন। তারপর একান্ত স্থানে তিনি এইভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৫;

বীর যদুনন্দন! তোমার সর্ব্ব কুশল ত'? তোমার দিন ও প্রদোষকাল (রাত্রি) সুখে অতিবাহিত হইতেছে ত'? রাজকুমার! আমি তোমার জন্য এক সংবাদ আনিয়াছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর। ৩৬-৩৭

আমি আমার সখী ঊষার কথা যথাযথভাবে বলিব, তাহাকে তুমি স্বপ্নে যেরূপভাবে এবং যাহাকে তুমি নিজের পত্নী করিয়া লইয়াছ। ৩৮

সেই ঊষা তোমাকেই নিজের হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে এবং ঊষা পাঠাইলে পর আমি এখানে আসিয়াছি। সেই ঊষা এখন বারম্বার রোদন করিতেছে, হাই তুলিতেছে এবং মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। ৩৯

বন্ধনশীলা সৌম্য কামিনী পরিতপ্যতে
যদি ত্বং যাস্যসে বীর ব্যাহতিস্তে ভবিষ্যতি ॥ ৪০
অদর্শনেন মরণং তস্যা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ
যদি নারীসহস্রং তে ভবিতা বহুনন্দন ॥ ৪১
ত্রিয়াঃ কাময়মানায়াঃ কর্তব্যা হ্যনুধারণা
ব্রূহি তস্যা বরোৎসর্গে দত্তো দেবো মনোরথঃ ॥ ৪২
চিত্রপট্টে ময়া দত্তঃ দৃষ্টিস্তং সৃজ্য জীবতি
সাধুক্রোশো বহুশ্রেষ্ঠ তব তস্যা মনোরথে ॥ ৪৩
উষা তে পততে মূর্ধ্না বরঃ বহুনন্দন
ত্রাহ্যতাং চোদ্ধবস্তস্যাঃ কুলশীলঞ্চ সাদৃশম্ ॥ ৪৪
সম্বন্ধানং প্রকৃতিং চাস্যাঃ পিতরঞ্চ ব্রবীমি তে
বৈরোচনিসুতো বীরো বাণো নাম মহাসুরঃ ॥ ৪৫
স রাজা শোণিতপুরে তস্যা স্বামিষ্যতে সুতা।

সৌম্য! সে এখন তোমার দর্শনের আশায় অনেক্ষা করিতেছে এবং কামের বশীভূত হইয়া অতিশয় কষ্ট পাইতেছে। বীর! যদি তুমি তাহার নিকট যাও, তাহা হইলে সে নিজের জীবনধারণ করিবে। ৩৭

যদি তোমার দর্শন সে না পায় তবে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত, ইহাতে কোন সংশয় নাই। যদুনন্দন! যদি তোমার জন্যে সহস্র সহস্র নারী নিজেদের স্বামী পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া তোমাকে কামনা-কারিণী এক অনুরক্তা স্ত্রীর ত্যাগ তোমার ধারণ করা অবশ্য কর্তব্য। ৪১।

দেবী পার্বতী বরদানকালে তোমাকেই তাহার মনোবাঞ্ছিত পতি প্রদান করিয়াছেন। আমি তাহাকে তোমার চিত্রপট দিয়াছি, উহাতেই তোমার চিহ্ন অবলোকন করিয়া সে জীবিত আছে। ৪২।

যদুশ্রেষ্ঠ! তুমি তাহার মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য যত্নশীল হও। যদুনন্দন! উষা তোমার চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিতেছে। আমরা সখীগণ সকলেও তোমার চরণে মস্তক নত করিতেছি। ৪৩।

তুমি উষার উৎপত্তির কথা শ্রবণ কর। তাহার কুল ও শীল যেরূপ, তাহাও শ্রবণ কর। তাহার আকৃতি, স্বভাব ও পিতার পরিচয়ও তোমাকে বলিতেছি। ৪৪।

বিরোচনকুমার বলির বীরপুত্র বাণনামক মহাসুর শোণিত পুরের রাজা। তাহারই কন্যা উষা তোমাকে পতিত্বে বরণ

করিতে ইচ্ছা করিতেছে। তাহার চিত্রলেখা তোমারই চিত্তার আসক্ত আছে, তাহার সখীরও দৃষ্টি ৪৫-৪৬

যেহেতু পার্বতী তোমাকেই তাহার মনের অনুরূপ পতি দিয়াছেন, ইহাতে সংশয় নাই। সুন্দর চরিত্র সম্পন্নতা শুভ-লক্ষণা উষা তোমার সমাগমের আশা লইয়াই প্রাণ ধারণ করিতেছে। ৪৭

চিত্রলেখার কথা শ্রবণ করিয়া অনিরুদ্ধ উষাকে এই কথা বলিলেন,—সোম্যে! তুমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছ। তাহার পর হইতে আমার কি অবস্থা, উহা তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। আমি দিবারাত্র তাহার রূপ, কান্তি, মতি, সংযোগ সুখ ও রোমাঞ্চাদি সকল বিষয়ই এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। ৪৮-৪৯

চিত্রলেখা! যদি আমি তোমার অনুগ্রহের পাত্র হই এবং যদি তুমি আমার বন্ধুত্ব ইচ্ছা কর, তবে তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া চল। আমি আমার প্রিয়তমা উষাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ৫০

আমি তাহাদিগের তাদৃশ সমস্ত, অতএব প্রিয়তমার সঙ্গ-কামনায় আমি তোমার সঙ্গেই সম্মুখে এই অঞ্জলি বদ্ধ করিতেছি, তুমি আমার মনকে সত্য করিয়া দেখাও। ৫১

অনিরুদ্ধের এই কথা শ্রবণ করত সেই অপ্সরা চিত্রলেখা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—আজ আমার কষ্টভোগ করা সার্থক হইয়াছে। আমার সখী যাহা কামনা করিয়াছিল, তাহা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। ৫২

বৈশম্পায়ন উবাচ

ঈক্ষিতঃ তত্র বিজ্ঞায় অনিরুদ্ধো ভামিনী।
চিত্রলেখা ততস্তস্থৌ তথেতি চ তমব্রবীৎ ॥ ৫৩
হর্ম্যো শ্রীগর্ভমধ্যস্থং কৃত্বা চাত্মহিতং তথা।
উৎপপাত পুরীষ্ঠা সা প্রাচ্যাদ্রিং বৃদ্ধচর্মধৃক্ ॥ ৫৪
সা তমব্রবীন্নমাদ্যা সিদ্ধচারণসেবিতম্।
সহসা শোণিতপুরং প্রবিবেশ মনোজবা ॥ ৫৫
অন্তর্নিং তমানীয় মায়য়া কামরূপিণী
অনিরুদ্ধং মহাভাগা যত্রোষা তত্র গচ্ছতি ॥৫৬
ঊষায়া দর্শয়চ্ছৈলং চিত্রোত্তরবপুষিতম্।
চিত্রাম্বরধরং বীরং রুক্মস্রগ্বরূপিণম্ ॥ ৫৭
তত্রোষা বিস্মিতা দৃষ্ট্বা প্রণ ং সখিসন্নিধৌ।
প্রবেশয়ামাস চ তং তত্র সা স্বগৃহং ততঃ ॥ ৫৮
প্রহর্ষোৎফুল্লনয়না প্রিয়ং দৃষ্ট্বা কবিধা
সা হর্ম্যান্তা তমযোগ মাত্মবং মনপুজয়ৎ ॥ ৫৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! অনিরুদ্ধের মনোরথ জানিয়া ভামিনী চিত্রলেখা অত্যন্ত সন্তোষলাভ করিলেন এবং বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই করিব। ৫৩

অট্টালিকায় শ্রীগৃহের মধ্যভাগে স্থিত স্বপ্নময় প্রহ্লাদনকর অনিরুদ্ধকে অগ্রে করত ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া চিত্রলেখা আকাশে উঠিয়া যাইলেন। ৫৪

মনের তুল্য বেগশালিনী চিত্রলেখা সিদ্ধ ও চারণগণসেবিত আকাশপথে আসিয়া সহসা শোণিতপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৫৫

এই কামরূপিণী অথবা চিত্রলেখা অনিরুদ্ধকে মায়ার দ্বারা অদৃশ্য করত যেস্থানে মহাভাগা ঊষা ছিলেন, সেস্থানে গমন করিলেন। ৫৬

সেস্থানে তিনি ঊষকে একান্তে বিচিত্র আভরণসমূহে বিভূষিত ও বিচিত্র বস্ত্রপরিহিত বেষ্টনকারী রুপবিশিষ্ট বীর অনিরুদ্ধকে দর্শন করাইলেন। ৫৭

সেস্থানে অট্টালিকার সর্বাংশের নিকট অবস্থিতা ঊষা অনিরুদ্ধকে দর্শন করত বিস্মিতা হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অনিরুদ্ধকে নিজ পুরে প্রবেশ করাইলেন। ৫৮

প্রিয়তমকে দর্শন করত ঊষার নয়নদ্বয় হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি আত্মসদৃশ অযোগ্য মনে করিয়াও অট্টালিকার অবস্থান করত অর্ঘ নিবেদন করিয়া যদুকুলনন্দন অনিরুদ্ধের পূজা করিলেন। ৫৯

চিত্রলেখাং পরিজ্ঞায় প্রিয়াখ্যানৈরতোষয়ৎ।
ত্বরিতা কামিনী প্রাহ চিত্রলেখাং তথাতুরা ॥ ৬০
সখীবং বৈ কথং কার্যং গুপ্তং কার্যবিশারদে।
গুপ্তে কৃতে ভবেৎ যত্তি প্রকাশে ভীবিতক্ষয়ঃ ॥ ৬১
[ইত্যুক্তা তত্করাণা সা পপ্রচ্ছেদং বলাদ্ভতা।
কান্তেন সহ সংযুক্তা স্থিতা বৈ ভীতভীতবৎ]
চিত্রলেখাব্রবীদ্ বাক্যং শৃণু ত্বং নিস্চয়ং সখি।
কৃতং পুরুষকারেণ দৈবং নাশয়তে ক্ষণাৎ ॥ ৬২
যদি দেব্যাঃ প্রসাদস্তে সুখকূলো ভবিষ্যতি
অদ্য মায়াকৃতং গুপ্তং ন কশ্চিদ্ জ্ঞাস্যতে নরঃ ॥ ৬৩
সখ্যা বৈ এবমুক্তা সা পরাবস্তিতচেতসা।
এবমেতদিতি প্রাহ মানিরুদ্ধমিদং বচঃ ॥ ৬৪
বিষ্টা স্বয়ংগতস্তৌরো দুষ্যতে গুরুণঃ পতিঃ
যৎকৃতে তু ব্যং শিষ্টা দুর্লভপ্রিয়কারিণঃ ॥ ৬৫

তাহাদের চিত্রলেখাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রিয় বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। ইহার পর কামিনী ঊষা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া সত্বর চিত্রলেখাকে বলিলেন। ৬০

কার্যসাধনে কুশল সখি! এই কার্যকে কিভাবে গোপন করিয়া রাখা যায়? কারণ, গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেই আমাদের কল্যাণ হইবে। ইহাকে প্রকাশিত করিয়া দিলে পর প্রাণসঙ্কট হইতে পারে। ৬১

তখন চিত্রলেখা বলিলেন,—সখি! এ বিষয়ে আমার নিশ্চয় শ্রবণ কর। পুরুষার্থের দ্বারা কৃতকার্যকে দৈব ক্ষণকালের মধ্যে নষ্ট করিয়া দিতে পারে। ৬২

যদি পার্বতীদেবীর কৃপাপ্রসাদ তোমার অনুকূল হয়, তাহা হইলে আজ মায়ার দ্বারা কৃত গোপন কার্য কোনও মানুষ জানিতে পারিবে না। ৬৩

সখী চিত্রলেখা এই কথা বলিলে পর ঊষার চিত্তবৃত্তি স্থির হইয়া যাইল। তিনি বলিলেন,—তোমার কথা ঠিক। তাহার পর তিনি অনিরুদ্ধকে এই কথা বলিলেন। ৬৪

সৌভাগ্যের কথা যে, ঘরে আগত সেই চোরকে আজ সুন্দর পতিরূপে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি; যাঁহার জন্য আমরা সকলে স্থির ছিলাম, সর্বদা স্থিরতমের আকাঙ্ক্ষাবশতঃ আমরা পতীর চিত্তাবিত ছিলাম। ৬৫

কথিতব্য মহাবাহো কুশলং সর্বতোগতম্
শ্রুতয়ং হি বহু স্ত্রীণাং তেন পৃচ্ছে মাতঃ তব। ৬৬
তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা উষায়াঃ প্রেক্ষমর্থবৎ
সোঽপ্যাহ বহুসার্দ্রুলঃ শুভাক্ষরতরং বচঃ ॥ ৬৭
হর্ষবিস্ফুরনেত্রায়াঃ পাণিনাভ্র প্রমৃজ্য চ।
প্রহস্য সস্মিতং প্রাহ হৃদয়গ্রাহকং বচঃ ॥ ৬৮
কুশলং মে বরারোহে সর্বত্র মিতভাষিণি।
ত্বৎপ্রসাদেন মে দেবি প্রিয়মাবেদয়ামি তে ॥ ৬৯
অদৃষ্টপূর্বঞ্চ ময়া দেশোঽয়ং শুভদর্শনে
নিশি স্বপ্নে যথা দৃষ্টঃ সকৃৎ কন্যাপুরে তথা ॥ ৭০
এবমেবমহং ভীরু ত্বৎপ্রসাদাদিহাগতঃ
ন চ তদ্ বৃজিনপ্রাপ্ত্যা বৈ মিথ্যা বাক্যা ভবিষ্যতি ॥ ৭১
দেব্যাস্তে প্রীতিমাজ্ঞায় ত্বৎপ্রিয়ার্থঞ্চ ভামিনি
অনুপ্রাপ্তোঽস্মি চারুত্বৈব প্রপন্নং শরণং গতঃ ॥ ৭২

ইত্যুক্তা বরমালা সা গুরুদেবে বলদ্বিতা।
কান্তেন সহ সংযুক্তা স্থিতা বৈ ভীতভীতবৎ ॥ ৭৩
ততশ্চোষাহরদ্ধর্ম্যে গান্ধর্বেণ সমীয়ুষুঃ।
অন্যোন্যং রমমাণৌ তৌ চক্রবাকৌ যথা নিশা ॥ ৭৪
পত্নিনা সানিরুদ্ধেন মুমুদে তু বরাঙ্গনা।
কান্তেন সহ সংযুক্তা নিশাবস্ত্রানুলেপনা ॥ ৭৫
রমমাণানিরুদ্ধেন অবিজ্ঞাতা সুতা তদা।
তস্মিন্নেব ক্ষণে প্রাপ্তে বদুনামৃষভো হি সঃ ॥ ৭৬
দিব্যমাল্যাম্বরধরো দিব্যাস্ত্রগনুলেপনঃ
ঊষয়া সহ সংযুক্তো বিজ্ঞাতো বাণরক্ষিভিঃ ॥ ৭৭
ততস্তৈস্তারপুরুষৈর্বাণায়ান্যাবেদিতং দ্রুতম্।
যথা দৃষ্টশ্চোষয়েণ কন্যায়াস্তনয়েন হ ॥ ৭৮
ততঃ কিঙ্করসৈন্যং তু বাণস্যোগ্রপরাক্রমম্।
বলেঃ পুত্রেণ বীরেণ বাণেনামিত্রঘাতিনা ॥ ৭৯

মহাবাহো! তোমার সর্বত্র কুশল তো? স্ত্রীজনের হৃদয় বস্তুতই কোমল, সেইজন্য আমি তোমার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছি। ৬৬

ঊষার এই সার্থক স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবীর অনিরুদ্ধও সুস্পষ্ট অক্ষরসমূহে যুক্ত এই কথা বলিলেন। ৬৭

প্রথমে তিনি নিজ হস্তে ঊষার আনন্দোজ্জ্বল বদনমণ্ডল হইতে অশ্রু মুছাইয়া দিয়া হাস্য করত ঊষার হৃদয়গ্রাহী বাক্য বলিলেন। ৬৮

সুস্মিতি! তোমার প্রসাদে আমার সর্বত্র কুশল। বিনম্রভাষিণি! দেবি! আমি তোমাকে এই প্রিয় সংবাদ নিবেদন করিতেছি। ৬৯

শুভদর্শনে! এই দেশ আমি পূর্বে কখনও দর্শন করি নাই, কেবল একবার রাত্রিতে স্বপ্নে কন্যাপুরের অন্তঃপুরে ইহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, আজও সেইরূপই দেখিতেছি। ৭০

ভীরু! তোমার প্রসাদেই এইস্থানে আমার এস্থানে আগমন সম্ভব হইয়াছে। কদাপত্নী ঊমাদেবীর কথা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। ৭১

ভামিনি! তোমার প্রতি পার্বতী দেবীর প্রীতির কথা জানিয়া তোমার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় আশু আমি এস্থানে আসিয়াছি। ৭২

অনিরুদ্ধ এই কথা বলিলে পর সুন্দর অলঙ্কারসমূহে অলঙ্কৃতা ঊষা নিজ প্রিয়তমের সহিত সংযুক্ত হইয়া অতি সন্তর গুপ্তস্থানে হইতে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় তাঁহাকে যেন ভয়ে ভীত দেখাইতেছিল। ৭৩

তদনন্তর তাঁহারা উভয়ে গান্ধর্ব-বিধানের নিয়মানুসারে পরস্পর সম্মতিভাবে স্ত্রীকার করত পরস্পর মিলিত হইলেন। যেরূপ চক্রবাক্ ও চক্রবাকী সন্ধ্যা সময়ে পরস্পর রমণ করে, সেইরূপে ইঁহারা উভয়ে পরস্পর রমণ করিতে লাগিলেন। ৭৪

দিব্য বস্ত্র ও অনুলেপন ধারণ করত সেই নারী ঊষা নিজের প্রিয়তম পতি অনিরুদ্ধের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। ৭৫

অনিরুদ্ধের সহিত রমমাণা নিজের কন্যার বিষয়ে সেই সময় বাণাসুরের কোনও সংবাদই জানা ছিল না; কিন্তু বাণাসুরের দ্বারা নিযুক্ত যে সব রক্ষী পুরুষ ছিল, তাহারা সেই সময় জানিতে পারিল যে, দিব্য মালা, দিব্য বস্ত্র, দিব্য হার ও দিব্য অনুলেপন ধারণকারী মহাকুলের প্রধান পুরুষ অনিরুদ্ধ ঊষার সহিত সমাগম করিয়াছেন। ৭৬-৭৭

তখন সেই সব গুপ্তচরগণ কন্যার অপহার যেরূপ দেখিয়াছিল, তাহা শীঘ্রই আসিয়া বাণাসুরকে সর্বতোভাবে নিবেদন করিল। ৭৮

তখন ভয়ানক কর্মকারী শত্রুঘাতী বলিপুত্র বীর বাণাসুর কিঙ্কর সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন। ৭৯

গচ্ছন্তঃ সহিতাঃ সর্বে হন্তুমেনং দুর্মতিম্।
যেন নঃ কুলচারিত্রং দূষিতং দূষিতাত্মনা ॥ ৮০
উষায়াং ধর্ষিতায়াং হি কুলং নো ধর্ষিতং মহৎ।
অসংশয়ত্বাদ্ যোদ্ধব্যাদ্ধিঃ স্বয়ং প্রাহ্যদর্ধরম্ ॥ ৮১
অহো ধৈর্যমহো ধৈর্যমহো ধৈর্যমিদং দুর্মতেঃ।
যঃ পুরং ভবনং চেদং প্রবিষ্টো নঃ স বালিশঃ ॥ ৮২
এবমুক্ত্বা পুনস্তাংস্তু কিঙ্করান্ সোদায়ুধঃ কৃষ্ণম্।
তে তস্যাজ্ঞামথো গৃহ্য যুদ্ধলুব্ধা বিনির্যযুঃ ৮৩
কল্পানিরুদ্ধো ভবতস্তত্রাগচ্ছত্তরবলাঃ ॥ ৮৪
নানাশস্ত্রোদ্যতকরা নানারূপা ভয়ঙ্করাঃ।
দানবাঃ সমবিরুদ্ধাঃ প্রাগ্বাহ্যবিবর্ধনকারিণঃ ॥ ৮৫
রুরোদ তদ্ বলং দৃষ্ট্বা বাষ্পোপহতলোচনা।
প্রাগ্বাহ্যবধভীতা সা বাণপুত্রী যশস্বিনী ॥ ৮৬
ততস্তু রুদতীং দৃষ্ট্বা তামুষাং মৃগলোচনাম্।
হা হা কান্তেতি বেপন্তীমনিরুদ্ধোঽভ্যভাষত ॥ ৮৭

অভয়ং তেঽস্তু সুশ্রোণি মা ভৈষীঃ হি মতি স্থিতে
সম্প্রাপ্তো দুর্মকালন্তে নেহান্তি ভয়কারণম্ ॥ ৮৮
কৃষ্ণস্যোহ্যঃ যদি বালে শ্রুতাবর্থো যশস্বিনি।
আগচ্ছতি ন মে চিন্তা ভীরু পশ্চাদ্ বিচক্ষম্ ॥ ৮৯
তস্য সৈন্যমা নিনদং শ্রুত্বাভ্যাগচ্ছতস্ততঃ।
সহসৈবোত্থিতঃ শ্রীমান্ প্রাগ্বাহ্যঃ কিমিতি ব্রুবন্ ॥ ৯০
অথ সোঽপশ্যত বলং নানাপ্রহরণোদ্যতম্।
স্থিতং সমন্ততস্তত্র পরিখার্যা গৃহং মহৎ ॥ ৯১
ততোঽভ্যাগচ্ছৎ ত্বরিতো যত্র তদ্ বেষ্টিতং বলম্
ক্রুদ্ধঃ শবলনাগস্থ অমলদশনচ্ছদম্ ॥ ৯২
ততো যোদ্ধুনৃপোঢ়ানাং বালানাং নিধনায় তু
সা চিত্রলেখাঽস্মরত নারদং দেবদর্শনম্ ॥ ৯৩
ততো নিমেষমাত্রেণ সম্প্রাপ্তো মুনিপুঙ্গবঃ
স্মৃতোঽথ চিত্রলেখায়াঃ পুরঃ শ্রোশিতমাস্থিতম্ ॥ ৯৪

সৈন্যগণ! তোমরা সকলে একত্রিত হইয়া এখনই সেই দুর্মতি যদুবংশীয়কে সংহার কর যে নিজের স্বভাবকে ত' দূষিতই করিয়াছে, আবার আমার কুলের সদাচারকেও কলঙ্কিত করিয়া দিয়াছে ॥ ৮০

উষা কলঙ্কিতা হওয়ায় আমাদের মহৎ কুলও কলঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। এই দুষ্ট মানুষ আমি কিছুই না করিলেও বলপূর্বক উষাকে গ্রহণ করিয়াছে এবং উষার পবিত্রতা নষ্ট করিয়া দিয়াছে ॥ ৮১

অহো! এই দুর্মতি পুরুষের পরাক্রম অদ্ভুত, ধৈর্য এবং ধৃষ্টতাও অদ্ভুত, যে মূর্খ কেবল আমাদের নগরেই নয়; আমাদের এই গৃহেও প্রবিষ্ট হইয়াছে ॥ ৮২

এরূপ কথা বলিয়া বাণাসুর পুনরায় কিঙ্করগণকে বিশেষরূপে প্রেরণাদান করিলেন। তাঁহার আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া সেই কিঙ্কর-সৈন্যগণ কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধের জন্য নির্গত হইল। ইহারা সকলেই অতিশয় বলবান্ ছিল, অতএব তাহারা যেখানে অনিরুদ্ধ ছিলেন, সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ৮৩-৮৪

ইহাদের হস্তে নানাবিধ অস্ত্র উদ্যতাকারে ছিল। নানাপ্রকারী ও ভয়ঙ্কর সেই দানবগণ অনিরুদ্ধকে বধ করিবার ইচ্ছায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৮৫

কিঙ্করগণের সেই সৈন্যবাহিনীকে দেখিয়া যশস্বিনী বাণপুত্র ঊষার নয়নদ্বয় অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি অনিরুদ্ধের ভয়ে ভীত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৬

তিনি 'হা প্রিয়তম! হা প্রাণনাথ!' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মৃগীর নয়নের ন্যায় নয়নশোভিত ঊষাকে রোদন করিতে দেখিয়া অনিরুদ্ধ তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৮৭

সুশ্রোণি! তুমি ভয় করিও না। আমি থাকিতে তুমি ভীত হইও না। এখন ত' তোমার ধৈর্য করিবার সময় আসিয়াছে। ইহাতে ভয়ের কোনও কারণ নাই ॥ ৮৮

যশস্বিনি! যদি বাণাসুরের সমস্ত সেনাবর্গও আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও আমার পক্ষে কোনও চিন্তার বিষয় হইবে না। ভীরু! তুমি আজ আমার পরাক্রম দর্শন কর ॥ ৮৯

নিজের দিকে আগত সেই সৈন্যবাহিনীর কোলাহল শ্রবণ করিয়া প্রাগ্বাহনন্দন শ্রীমান্ অনিরুদ্ধ 'ইহা কি' এই কথা বলিতে বলিতে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন ॥ ৯০

অনন্তর তিনি দেখিলেন যে, সেই বিশাল গৃহকে চারিদিকে দিয়া ঘিরিয়া নানাপ্রকার অস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী অবস্থান করিতেছে ॥ ৯১

তখন তিনি সত্বর ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের বলেরই উপর আক্রমণ করত সেই স্থানের দিকে অগ্রসর হইলেন, যেখানে গৃহকে পরিবেষ্টিত করিয়া অবস্থিত সৈন্যবাহিনী রহিয়াছে। সেই সময় তিনি নিজের ওষ্ঠকে দন্তে দংশন করিতেছিলেন ॥ ৯২

তারপর এই সময়েই বাণসুরের সৈন্যদিগকে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত দেখিয়া চিত্রলেখা দেবর্ষি নারদকে স্মরণ করিলেন ॥৯৩

অন্তরিক্ষে স্থিতস্তত্র সোঽনিরুদ্ধমথাব্রবীৎ
মা ভয়ং যাহি তে বীর প্রাপ্তোঽস্মাঙ্ক পুরং তব ॥ ৯৫

তচ্ছ্রুত্বা নারদং দৃষ্ট্বা সোঽনিরুদ্ধো মহাবলঃ
প্রহৃষ্টমানসো ভূত্বা বৃষ্ণ্যন্ধকমভাবর্তত ॥ ৯৬

তচ্ছ্রুত্বোচ্চং বচো হৃষ্টা সর্বেষামেব গর্জতাম্।
সহসৈবোত্থিতঃ শূরস্তোত্রাদ্দিব ইব দ্বিপঃ ॥ ৯৭

তমাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য সন্দষ্টৌষ্ঠঃ মহাভুজম্
প্রাসাদাচ্চাবরোহন্তং তত্রাস্ত্রী বিপ্রচক্রমুঃ ॥ ৯৮

অন্তঃপুরদ্বারগতং পরিঘং পৃথু চাতুলম্।
বধায় তেষাং চিক্ষেপ নানাযুদ্ধবিশারদঃ ॥ ৯৯

তে সর্বে বাণবর্ষেণ মহাভিমুসলেন তু।
অসিভিঃ শক্তিভিঃ শূলৈর্নিজঘ্নু র্বলগোচরে ॥ ১০০

স হন্যমানো নারাচৈঃ পরিঘৈশ্চ সমন্ততঃ
দানবৈঃ সমভিক্রুদ্ধৈঃ প্রাণাদ্যৈঃ শস্ত্রকোবিদৈঃ ॥ ১০১

নাক্ষুভ্যাৎ সর্বভূতাত্মা সমুদ্রেষ ইবোচ্ছ্রয়ে।
আবিধ্য পরিঘং ঘোরং তেষাং মধ্যে ব্যতিষ্ঠত।
সূর্য্যো দিবি চরন্মধ্যে মেঘানামিব সর্বশঃ ॥ ১০২
দণ্ডকৃষ্ণাজিনধরো নারদো দৃষ্টবানসৌ।
সাধু সাধিতি বৈ তত্র সোঽনিরুদ্ধমভাষত ॥ ১০৩
তে হন্যমানা রৌদ্রেণ পরিঘেণামিতৌজসা।
প্রাদ্রবন্ত ভয়াৎ সর্বে মেঘা বাতেরিতা যথা ॥ ১০৪
বিদ্রাবা দানবান্ বীরঃ পরিঘেণ সুবিক্রমঃ।
অনিরুদ্ধো রণে হৃষ্টঃ সিংহনাদং ননাদ চ ॥ ১০৫
ঘর্মান্তে তোয়দো ঘোষং যথা নদতি মহাস্বনঃ।
তির্যগ্ভমিতি চুক্রোশ দানবান্ বৃষ্ণ্যন্ধকান্ ॥ ১০৬
প্রাদ্রাবয়িত্বা দানবাংশ্চাপি সর্বান্ শত্রুনিবর্হণঃ
তেন তে সমরে সর্বে হন্যমানা মহাত্মনা ॥ ১০৭
যতো বাণস্ততো ভীতা যযুর্দ্রুপ্তা যুধাং।
ততো বাণবলীপস্থাঃ খমস্থো রুধিরোক্ষিতাঃ ॥ ১০৮

চিত্রলেখা স্মরণ করিলে পর মুনিবর নারদ নিমেষকালের মধ্যেই শোণিতপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৯৫

দেহদানে আকাশে অবস্থান করত তিনি অনিরুদ্ধকে বলিলেন—বীর! তোমার কল্যাণ হউক। তুমি ভীত হইও না। আমিও এখন তোমার নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ৯৫

তারপর নারদকে দর্শন করত মহাবল অনিরুদ্ধ তাঁহাকে প্রণাম পূর্বক অভিনন্দ হইতে হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ৯৬।

সেই সময় গর্জনকারী সেই সব সৈন্যদের কোলাহল শ্রবণ করত সৌর্যশালী বীরবর অনিরুদ্ধ অকুণ্ঠে পীড়িত হস্তীর ন্যায় সহসা উত্থিত হইয়া গমন করিলেন। ৯৭

তাঁহাকে গৃহের দ্বারা গমন করত প্রাসাদ হইতে নামিতে দেখিয়া স্ত্রীলোকেরা নিকটে অনিরুদ্ধকে আসিতে দেখিয়া। বহু সৈন্য তাহে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিল। ৯৮

অন্তঃপুরের দ্বারে স্থিত অনুপম পরিঘকে হস্তে ধারণ করত নানাপ্রকার যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী অনিরুদ্ধ সেই সৈন্যদিগকে বধ করিবার জন্য নিক্ষেপ করিলেন। ৯৯

তখন সেই সমস্ত সৈন্যরা রণাঙ্গনে অনিরুদ্ধের উপর বাণ, গদা, মুষল, পট্টিশ, শক্তি ও শূলসমূহের দ্বারা প্রহার করিতে আসিল। ১০০

অন্যান্য ক্রুদ্ধ ও অস্ত্রকুশল দানবগণের দ্বারা চারিদিক্ হইতে নারাচ ও পরিঘসমূহের দ্বারা হইতে থাকিলেও প্রদ্যুম্নসুত অনিরুদ্ধ ক্ষুব্ধ হইলেন না। কারণ, তিনি সমস্ত ভূতগণের আত্মা। তিনি বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে ও তাহার পরিঘ ঘুরাইতে ঘুরাইতে সেই শত্রুদিগের মধ্যস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে মনে হইল—আকাশে মেঘমণ্ডলের মধ্যে সর্বদিকে বিচরণকারী সূর্যদেবের শোভা পাইতেছেন। ১০১-১০২।

সেই সময় দণ্ড ও কৃষ্ণ মৃগচর্ম ধারণকারী নারদ ঋষিকে অনিরুদ্ধকে বলিলেন,—বীর! উত্তম! অতি উত্তম। ১০৩

সেই অমিত তেজঃসম্পন্ন ভাস্কর পরিঘের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইতে থাকিয়া। সেই সমস্ত দানব সৈন্যগণ সেইভাবে পলাইয়া যাইল, যেরূপ বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া মেঘসকল নানাদিকে উড়িয়া যায়। ১০৪

উত্তম পরাক্রমশালী বীর অনিরুদ্ধ নিজের পরিঘের আঘাতে দানবগণকে ভাড়াইয়া দিয়া রণাঙ্গনে অতিশয় হর্ষের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ১০৫

যেরূপ গ্রীষ্মশেষে বর্ষাকালে আকাশে আচ্ছাদিত মেঘ স্তব্ধ নাদে গর্জন করে, সেইরূপ শত্রুসূদন প্রদ্যুম্নকুমার অনিরুদ্ধ গর্জন করত সেই রণদুর্মদ দানবগণকে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—ওরে! তোমরা (রণাঙ্গনে) অবস্থান কর। সেই সঙ্গে তিনি তাহাদের সকলকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ১০৬।

সেই মহাত্মা বীরের দ্বারা সমরাঙ্গনে আহত হইতে থাকিয়া সমস্ত সৈন্যগণ যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া যাইল এবং ভয়ে ভীত

ন শর্ম লেভিরে দৈত্যা ভয়বিক্লবচেতসঃ
যা ত্বৈষ্ট মা ত্বৈষ্ট ইতি রাজা তে তেন চোদিতাঃ ॥১০৯
ত্রাসমুৎসৃজ্য চৈকত্র যুযুধুঃ দানবর্ষভাঃ।
তানুবাচ পুনর্বাণো ভয়বিক্লবলোচনান্ ॥ ১১০
কিমিদং লোকবিখ্যাতং যশ উৎসৃজ্য দূরতঃ।
ভবন্তো যান্তি বৈক্লব্যং স্ত্রীণা ইব বিচেতসঃ ॥ ১১১
কোঽয়ং বঃ সহজস্তাগ ভবন্তো যান্ত্যনেকশঃ
কুলাপদেশিনঃ সর্বে নানাযুদ্ধবিশারদাঃ ॥১১২
ভবদ্ভির্ন হি মে কার্যা যুদ্ধশ্রদ্ধানলা বৈ
অন্তর্ধত্ত স্বসংভেতোত্থা মৎসমীপাচ্চ নশ্যত ॥১১৩
অথ তান্ বাগ্ভিরাশ্বাস্য প্রাংশুর্বলী
ব্যাদিদেশ রণে শূরানস্থানমুতঃ পুনঃ ॥ ১১৪
প্রমাথগণবৃন্দানি ব্যাদিষ্টঃ তস্য নিস্ত্রয়ে
অনীকং সুমহালোলং নানাপ্রহরণোদ্যতম্ ॥ ১১৫
অথান্তরিক্ষং বহুধা বিচারদ্ভিরিবাদ্যুভিঃ।
বাণানীকৈঃ সমন্তবং ব্যাপ্তং সপ্তলোচনৈঃ ॥১১৬
কেচিৎ ভিত্তিস্থাঃ প্রাক্রোশন্ গজা ইব সমন্ততঃ।
অন্তরিক্ষে ঘনাকীর্ণে ঘর্মান্তে ইব তোয়দাঃ ॥১১৭
ততস্তৎ সুমহৎ সৈন্যং সমেতমভবৎ পুনঃ।
ভিন্ধি ভিন্ধীতি চ তদা বাচোঽশ্রূয়ন্ত সর্বশঃ ॥ ১১৮
অনিরুদ্ধো রণে বীরঃ স চ তানভ্যবর্তত।
তলাদ্যৈর্বাঃ সমভবদ্ তুমুলস্তস্য সমাগতঃ ॥ ১১৯
অযুধ্যত মহাবীর্যোদ্দামবৈঃ সহ সংযুগে।
তেষামেব চ শস্ত্রাণি পরিঘাংস্তানরানপি ॥ ১২০
তৈরেব চ তদা যুদ্ধে স্বাঙ্গপ্রহরণৈর্বলৈঃ
পুনঃ পরিঘমুৎসৃজ্য প্রগৃহ্য বলবৃদ্ধনি ॥১২১

হইয়া তাহারা সেইস্থানে রহিল, যেখানে বাণাসুর বিদ্যমান ছিলেন ॥ ১০৭॥

বাণাসুরের সম্মুখে অবস্থানমাত্র হইয়া সেই সব দানবগণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। তখন তাহাদের সকলের ভয়ীর মুখে অসুর হইয়া গিয়াছিল, তবে তাহাদের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, সেইজন্য তাহারা কোনকালেই শান্তি পাইতেছিল না ॥ ১০৮॥

তখন রাজা বাণাসুর তাহাদিগকে আদেশ দিয়া বলিলেন,—ভীত হইও না। তয় ত্যাগ করিয়া তোমরা একত্র সমবেত হইয়া যুদ্ধ কর ॥ ১০৯॥

তিনি এই কথা বলিবার পরও সেই সৈন্যদের চক্ষু ভয়ে ব্যাকুল হইয়া রহিল দেখিয়া বাণাসুর পুনরায় তাহাদের বলিলেন—এ কি কথা; তোমরা নিজেদের বিশ্ববিখ্যাত যশকে দূরে ত্যাগ করত কাপুরুষের ন্যায় কেন ব্যাকুল ও অচেতন হইয়া পড়িতেছ? ১১০-১১১

এ কোন্ পুরুষ যে, যাহার ভয়ে তোমরা দলে দলে পলায়ন করিতেছ? তোমাদের সকলের কুল বিখ্যাত এবং তোমরা নানাপ্রকার যুদ্ধের কলায় বিশেষ পারদর্শী (তথাপি তোমাদের মধ্যে এরূপ কাতরতা কি ভাবে আসিল?) ॥ ১১২

আচ্ছা, পলাইয়া যাও। এখন তোমাদের দ্বারা আমার যুদ্ধের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত নয়, আমার নিকট হইতে তোমরা দূর হইয়া যাও ॥ ১১৩

এইভাবে বলবান বাণাসুর নিজের কঠোর বাক্যের দ্বারা তাহাদিগকে বারংবার ভীত করিতে করিতে পুনরায় অস্ত্র গ্রহণ করার জন্য রণবীর যোদ্ধাগণকে যুদ্ধের জন্য আজ্ঞা দান করিলেন ॥ ১১৪

তাহার পর তিনি অনিরুদ্ধকে বন্দী করিবার জন্য এক মহাভয়ানক সৈন্যবাহিনীকে আদেশ করিলেন, যে বাহিনীতে অধিকাংশই প্রমথগণ ছিলেন। এই বাহিনী নানাপ্রকার অস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল ॥ ১১৫

তারপর বিচারশক্তিবিশিষ্ট মেঘমণ্ডলের ন্যায় প্রলয়ী লোচনবিশিষ্ট বাণাসুরের সৈন্যগণের দ্বারা আকাশের অধিকাংশ ভাগ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ১১৬

কিন্তু সৈনিক পৃথিবীতে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সর্বদিকে হস্তীদিগের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল এবং কিন্তু সৈন্য গ্রীষ্মঋতুর বর্ষাকালের মেঘমণ্ডলের ন্যায় আকাশেই শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১১৭

তারপর সেই বিশাল সৈন্য পুনরায় একত্রে সমবেত হইল। সেই সময় তাহাদের মধ্যে 'অবস্থান কর, অবস্থান কর' এই কথাই সর্বদিকে শুনা যাইতে লাগিল ॥ ১১৮

বীর অনিরুদ্ধ একাকীই এই সব সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। তিনি একাকীই যে সেই বিশাল সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন, ইহা তখন এক আশ্চর্যজনক ঘটনা সংঘটিত হইল ॥ ১১৯

তিনি রণাঙ্গনে সেই মহাপরাক্রমশালী দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি তখন শত্রুগণের পরিঘ তোমরসকল গ্রহণ করিলেন ॥ ১২০

স তেন বিচরন্ মার্গানেকঃ শত্রুনিষূদনঃ।
ভ্রান্তমুদ্ভ্রান্তমাবিদ্ধমাপ্লুতং বিপ্লুতং প্লুতম্ ॥ ১১১
ইতি প্রকারাদ্ ভ্রান্তিভ্যাদ্ বিচরন্ত্রাতদস্তুত
একং সহস্রশস্তত্রে দদর্শ সলমূর্ধনি ॥ ১১৩
ক্রীড়ন্তং বহুধা যুদ্ধে বাণস্যাস্ত্রমিবাস্ত্রকম্।
ততস্তেনাভিসম্ভগ্না রুধিরৌঘপরিপ্লুতাঃ ॥ ১১৪
পুনর্ভগ্নাঃ প্রাদ্রবন্ত যত্র বাণো ব্যবস্থিতঃ।
গজবাজিরথৌঘৈস্তে চোদ্যমানাঃ সমন্ততঃ ॥ ১১৫
কৃত্বা চার্তস্বরং ঘোরং দিশো ভস্মুর্তয়োজসঃ
(এবং তত্রমৃতেস্বাং দানবানাং মহারণে
একৈকস্তোপরি তদা তেজসোক্ষ্য ভবপীড়িতাঃ ॥)১১৬
বমন্তঃ শোণিতং ভগ্নং বিমানাস্থা বিমুখা রণে
ন বভূব পুরা দেবৈর্যুদ্ধা তাদৃশং ভয়ম্ ॥ ১১৭

এই মহাবল বীর অনিরুদ্ধ সেই সব পরিঘেরই দ্বারা যুদ্ধে সেই শত্রুদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি যুদ্ধে অগ্রভাগে বারংবার পরিঘ নিক্ষেপ করিতে ও গ্রহণ করিতে থাকিলেন। ১২১

শত্রুসূদন অনিরুদ্ধ সেই পরিঘের দ্বারা অনেক প্রকার যুদ্ধ-কৌশল দেখাইতে দেখাইতে একাকীই বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি ভ্রান্ত (১), উদ্ভ্রান্ত (২), আবিদ্ধ (৩), আপ্লুত (৪), বিপ্লুত (৫) ও প্লুত (৬) প্রভৃতি বহিল ৭) প্রকার যুদ্ধ-পদ্ধতিতে বিচরণ করিতে করিতে সকলের দ্বারা দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ১২২;

রণাঙ্গনে যুদ্ধের অগ্রভাগে যুদ্ধ বিস্তারকারী কালের ন্যায় অনেক প্রকার পরিঘনিক্ষেপের ক্রীড়াকারী একাকী অনিরুদ্ধ-কেই শত্রুরা সহস্র সংখ্যক দেখিতে লাগিল। ১২৩;

সেই সময় তাঁহার দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া রক্তের প্রবাহে পরিপ্লুত দানবগণ পুনরায় নিজেদের যূথ শুদ্ধ করত পলায়ন করিল এবং যেখানে বাণাসুর ছিলেন, সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইল। ১২৪;

হস্তী, অশ্ব ও রথসকল তাঁহাদিগকে চারিদিকে বহন করিয়া যাইতেছিল। এই হতোদ্যম দানবগণ ঘোর আর্তনাদ করিয়া বাণাসুরকে পলায়ন করিল। ১২৫;

ইহারা ভয়ে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিবার সময় পরস্পর এক অন্যের উপর যাইয়া পতিত হইয়া (অথবা একে অন্যের উপর আরোহণ করিল) এবং বিষাদবশতঃ যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া রক্ত বমন করিতে করিতে পলায়ন করিতে লাগিল। ১২৬;

যাদৃশং যুধ্যমানানামনিরুদ্ধেন সংযুগে
কেচিন্ন বমন্তো রুধিরং ভগ্নস্তন বন্ধুবান্ধবে। ১১৮
দানবা সিসিতুণ্ডাভা গদাশূলাসিপাণয়ঃ।
তে বাণমুপসৃত্য রণে ভগ্নুর্ভগ্নসমাকুলাঃ ॥ ১১৯
বিশালনাকাশতলং দানবা নিতিতাস্তদা।
নিঃশেষতয়াঃ মতঙ্গা দৃষ্ট্বা তা বাহিনীং তদা ॥ ১৩০
বাণঃ ক্রোধাৎ প্রজজ্বাল সমিদ্ধোঽগ্নিরিবাধ্বরে।
অস্ত্রমিচ্ছন্নরো দৃষ্ট্বা সংধূয়ন্ সমন্ততঃ ॥ ১৩১
নারদো নৃত্যতি প্রীত্যা অনিরুদ্ধস্য সংযুগে।
এতস্মিন্নন্তরে চৈব বাণঃ পরমকোপনঃ ॥ ১৩২
কৃত্বাঽঽসংগৃহ্য তত্র বধমাস্থায় বীর্যবান্
যযৌ অনিরুদ্ধো বৈ উদ্যতাস্ত্রো রণে স্থিতঃ ॥ ১৩৩

পুরাকালে দেবতাগণের সহিত যুদ্ধ করিবার সময়েও দানবদিগের এরূপ ভয় হয় নাই, যেরূপ অনিরুদ্ধের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় উহারা—এ পাপ হইয়াছিল। ১১৭;

পর্বতসদৃশবপুঃ বিশালদেহ হয় দানব রক্ত বমন, শূল ও তরবারি লইয়া রক্ত বমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। ১১৮;

সেই সময় রণাঙ্গনে পতিত দানবগণ হয়ে ব্যাকুল হইয়া বাণাসুরকে যেখানেই তাহা করত বিশাল আকাশতলে চলিয়া যাইল। ১১৯;

যেরূপ যজ্ঞে সমিৎ পাইয়া অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ সেই সময় নিজের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে পূর্বরূপে নষ্ট হইয়া যাইতে দেখিয়া বাণাসুর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন ১২০;

অন্যদিকে যুদ্ধে অনিরুদ্ধের পরাক্রমে প্রসন্ন হইয়া নারদ আকাশে চারিদিকে বিচরণ করিতে করিতে এবং তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে দিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ১৩১;

ইহার মধ্যে অত্যন্ত ক্রোধী ও বলবান্ বাণাসুর কৃষ্ণাও তর্জন বিস্ফারিত মুখে আরোহণ করত সেই রথেই উপবিষ্ট হইয়া সেখানে আসিলেন, যেখানে অনিরুদ্ধ হস্তে তরবারি গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। ১৩২-১৩৩

১। ভ্রান্ত—তরবারি বা পরিঘকে ঘোলাকারে ঘুরাইকে বলে ভ্রান্ত। ইহার দ্বারা শত্রুর প্রহার নিষ্ফল হইয়া যায়।

২। উদ্ভ্রান্ত—হস্তকে উচ্চে তুলিয়া তরবারি বা পরিঘকে ঘুরাণর নাম উদ্ভ্রান্ত। ইহার দ্বারা শত্রুকে প্রহার করিবার সুযোগ পাওয়া যায় এবং নিজেকে রক্ষা করা যায়।

পট্টিশাশনিগদাশূলমুদ্গরাম্ব পরশ্বধান্
যতো বাহুসহস্রেণ শক্রো রুদ্রশতৈরিব ॥ ১৫৪
বহুগোধাঙ্গুলিত্রেণ বাহুভিঃ স মহাদ্ভুতঃ
নানাপ্রহরণোপেতঃ শুশুভে দানবোত্তমঃ ॥ ১৫৫
সিংহনাদং নদন্ ক্রুদ্ধো বিস্ফারিতমহাবপুঃ।
অরবীর্ভিঃ তিষ্ঠেতি ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ১৫৬
বচনং তস্য সংশ্রুত্য প্রাচ্যরিপরাজিতঃ।
বাণস্য বচনং সংখ্যে সমুদ্যোক্ষ্য ততোঽভ্যসং ॥ ১৫৭
বিভিন্নীশস্তনির্ঘোষঃ রক্তকম্বলতাকিনম্।
রত্নচর্শ্মাবনদ্ধাঙ্গং দদর্শাথ মহাবলম্ ॥ ১৫৮
তস্য বাজিসহস্রন্তু রথে যুক্তং মহাত্মনঃ

পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে হিরণ্যকশিপোরিব ॥ ১৫৯
তমাপততং রুদ্রণে দানবং যত্নপূর্বজঃ।
সম্প্রহৃষ্টস্ততো যুদ্ধে তেজসা চাপ্যপূর্যত ॥ ১৪০
অসিচর্শ্মধরো বীরঃ যত্নঃ সংগ্রামলালসঃ
নরসিংহো যথা পূর্বমাদিদৈত্যবধোদ্যতঃ ॥ ১৪১
আপততং দদর্শাথ খড়্গচর্শ্মধরং তদা।
খড়্গচর্শ্মধরঃ তত্র দৃষ্ট্বা বাণঃ পলাতিনম্ ॥ ১৪২
প্রহর্ষযতুলং লেভে প্রাচ্যরিপ্রবধেচ্ছয়া।
তমুদ্যতং বিধৌনন্দ খড়্গপাণিন্ত মাধবঃ ॥ ১৪৩
অস্তেয় ইতি তং মত্বা যুদ্ধায়াভিমুখঃ স্থিতঃ।
অনিরুদ্ধঃ রথে বাণো জিতকাশী মহাবলঃ ॥ ১৪৪

বাণাসুরের বাক্য শ্রবণ করত এবং যুদ্ধস্থলে তাঁহার সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করত অপরাজিত বীর প্রাচ্যকুমার অনিরুদ্ধ হাস্য করিতে লাগিলেন। ১৩৭

বাণাসুরের বিশাল রথ দশ শত (চার হাজার হস্ত)-পরিমিত ছিল। উহাতে শত শত ক্ষুদ্র পতাকা সংযোজিত ছিল; যাহাদের অগ্রিভাগ সর্পাকৃতি মুখবিত ছিল। এই রথের ধ্বজ ও পতাকা রক্তবর্ণ ছিল এবং এই রথের প্রতিটি অবয়বই ভয়ানক মূর্তির চর্মে আবৃত ছিল। ১৩৮

এই বিশালদেহ দানবের রথে এক হাজার অশ্ব সেইরূপে যোজিত ছিল, যেরূপ পূর্বকালে হিরণ্যকশিপুর সহিত অশ্ব যোজিত ছিল। ১৩৯

যদুশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধ যখন সেই দানবকে আক্রমণ করিতে দেখিলেন, তখন তিনি যুদ্ধের জন্য হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ এবং তেজে সম্পন্ন হইলেন। ১৪০

যেরূপ পূর্বকালে আদিদৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার জন্য উদ্যত ভগবান নরসিংহ গোঙা পাইতেছিলেন, সেইরূপ সংগ্রামের লালসায় ঢাল ও তরবারি ধারণ করত যদুবংশীয় বীর অনিরুদ্ধ গোঙা পাইতে লাগিলেন। ১৪১

সেই সময় বাণাসুর ঢাল ও তরবারি হস্তে লইয়া অনিরুদ্ধকে নিজের সম্মুখে আসিতে দেখিলেন। তাঁহাকে কেবল ঢাল ও তরবারি ধারণ করত পদব্রজে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় বাণাসুর অনুপম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। ১৪২

কবচরহিত এবং হস্তে কেবল খড়্গতরবারী হইলেও যাদব-বীর অনিরুদ্ধ বাণাসুরকে 'ইনি অজেয়' এরূপ মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট তাঁহার সম্মুখে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৪৩

৩। আবিদ্ধ—তরবারি বা পরিঘকে নিজের চারিদিকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে শত্রুর নিক্ষিপ্ত অস্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়াকে বলে আবিদ্ধ।

৪। চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে লাফাইয়া লাফাইয়া-পরিঘ বা তরবারি চালনাকে বলে আপ্লুত।

৫। বিপ্লুত—বিশেষ ভাবে পরিঘ সঞ্চালন করত শত্রুদের মধ্যে বিস্ময় সৃষ্টি করাকে বলে বিপ্লুত

৬। প্লুত—সাধারণভাবে লাফাইয়া লাফাইয়া শত্রুর সম্মুখে তরবারি বা পরিঘ চালনাকে বলে প্লুত।

৭। তরবারি বা পরিঘ চালাইবার যে বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি আছে, তাহাদের নাম—আত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিপ্লুত, প্লুত, সৃত, সম্ভ্রান্ত, সমূদীর্ণ, বিপ্লব, প্রগ্রহ, পদাবকর্ষণ, সন্ধান, মণ্ডলব্যূহন, ক্ষুদ্রভ্রামণ, পাশ, পাদ, বিবর্ত, ভূমি, উদ্ভ্রমন, গতি, প্রত্যাগতি, আক্ষেপ, পাতন, উদ্যানবঞ্চুতি, লঘুতা, সৌষ্ঠব, শোভা, স্থৈর্য, দৃঢ়মুষ্টিতা, তির্যক্ প্রচার ও উর্দ্ধপ্রচার।

বাচং চোবাচ সংক্রুদ্ধো যুধ্যস্বামিতি
বাণস্তু ক্রুদ্ধস্তস্য প্রাদ্যুম্নিরাহবে ॥ ১৪৫
বাণস্তু ক্রুদ্ধস্তং ক্রোধাদ্ধমমানোঽভ্যুপৈক্ষত
ঊষাং তত্রপরিত্রস্তাং রুদন্তীং তত্র ভামিনীম্ ॥ ১৪৬
অনিরুদ্ধঃ প্রহস্যাথ সমাধায় চ তাং স্থিতঃ
অথ বাণঃ শরৌঘাণাং ক্ষুরকাণাং সমন্ততঃ ॥ ১৪৭
চিক্ষেপ সমরে ক্রুদ্ধো যদুনিন্দ্রবধেপ্সয়া
অনিরুদ্ধস্তু চিচ্ছেদ কাঞ্চনস্তম্ভ পরাক্রমম্ ॥ ১৪৮
ববর্ষ শরজালানি ক্ষুরকাণাং সমন্ততঃ
বাণোঽনিরুদ্ধশিরসি কাঞ্চনস্তম্ভ রণে বরম্ ॥ ১৪৯
ততো বাণসহস্রাণি চর্ম্মণা বারয়ন্ যুধি
বভৌ প্রমুখতস্তস্য স্থিতঃ সূর্য্য ইবোদয়ে ॥ ১৫০
সোঽভিভূয় রণে বাণমাস্থিতো দনুনন্দনঃ
সিংহঃ প্রমুখতো দৃষ্ট্বা গজমেকো যথা বনে ॥ ১৫১

ততো বাণঃ স বাণৌঘৈর্নর্ম্মভেদিভিরাততৈঃ।
বিব্যাধ নিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈঃ প্রাদ্যুম্নিমপরাজিতম্ ॥ ১৫২
সমাহতস্ততস্তেন বাণৈঃ খড়্গচর্ম্মধরোঽপতৎ।
তমাপতন্তং নিশিতৈরবাসৃজ্য সাহস্রৈস্তদা ॥ ১৫৩
সোঽতিবিদ্ধো মহাবাহুর্বাণৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
ক্রোধেনাভিপ্রজজ্বাল চিক্ষেপ চ কর্ম্ম তুষ্করম্ ॥১৫৪
রুধিরৌঘসমুদ্ভূতৈর্গাত্রৈর্বাণকৃতৈঃ সমাততঃ।
অভিভূতঃ সুসংক্রুদ্ধো মথ্যে বাণবরং প্রতি ॥ ১৫৫
অসিভির্মুসলৈঃ শূলৈঃ পট্টিশৈশ্চোমরৈস্তথা
সোঽভিবিদ্ধঃ শরৌঘৈস্তু প্রাদ্যুম্নির্ন ব্যকম্পত ॥ ১৫৬
আদ্রুত্য সহসা ক্রুদ্ধো বাণস্যাঃ তস্য সোঽক্ষিনৎ।
রুষান্বিতান্ হয়ান্ সূতঞ্চ বাণস্য ধনুষ্টঙ্কারং ॥ ১৫৭
তং পুনঃ শরবর্ষেণ পট্টিশৈস্তোমরৈরপি
চকারাস্তুহিতং বাণো বৃষ্ণ্যন্ধকবিভাবসুঃ ॥ ১৫৮

বিদ্ধস্তে সূতোদিত হইবেন বাণাসুর কুপিত হইয়া রণাঙ্গনে অনিরুদ্ধকে বলিলেন,—ইহাকে বন্দী কর বধ কর। ১৪৪-

সেই সময়াঙ্গনে এইরূপে বাণরাজা বাণাসুরের বাক্য শ্রবণ করত হাস্য করিতে করিতে ক্রোধবলতঃ প্রদ্যুম্ননন্দন অনিরুদ্ধ তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ১৪৬।

সেস্থানে ভয়ে সন্ত্রস্তা হইয়া রোদনপরায়ণা ভামিনী ঊষাকে সান্ত্বনা দান করত হাস্য সহকারে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৪৬।

অনন্তর সমরাঙ্গনে কুপিত বাণাসুর অনিরুদ্ধকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার উপর চারিদিক্ দিয়া ক্ষুরক-নামক বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনিরুদ্ধ তাঁহাকে পরাজিত করিবার বাসনায় তাঁহার সেই সব বাণ তরবারির দ্বারা ছেদন করিয়া দিলেন। ১৪৭-১৪৮

তখন বাণাসুর পুনরায় রণাঙ্গনে অনিরুদ্ধকে বধ করিবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার মস্তকের উপর সর্ব্বদিকে ক্ষুরকনামক বাণসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৪৯

সেই সমস্ত তাঁহার হাতার বাণকে চালেরই দ্বারা এদিক্ ওদিকে চালিত করিয়া দিয়া অনিরুদ্ধ তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করত উদয়কালীন সূর্য্যের শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৫০

রণাঙ্গনে বাণাসুরকে পরাভূত করিয়া যদুনন্দন অনিরুদ্ধ সেইভাবে নির্ভয় হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন, যেরূপ বনে সিংহ নিজের সম্মুখে এক হস্তীকে দেখিয়া নির্ভয়ে অবস্থান করে। ১৫১

তদনন্তর বাণাসুর অপরাজিত বীর প্রদ্যুম্নকুমার অনিরুদ্ধকে বর্শাধারী, খড়্গধারী, চর্ম্মধারী ও তূণধারী বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৫২

সেই সব বাণে বিদ্ধ হইয়াও অনিরুদ্ধ চাল ও তরবারি লইয়া বাণাসুরকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহাকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া সেই অসুর তাঁহ বাণসমূহে তাঁহাকে আঘাত করিলেন। ১৫৩

আঘাতজর্জ্জরিত বাণসমূহে আঘাত আহত হইয়াও মহাবাহু অনিরুদ্ধ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং দুষ্কর কর্ম্ম করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। ১৫৪

বাণবর্ষণে আঘাতিত হইয়া অনিরুদ্ধের সর্ব্বাঙ্গ রক্তপ্রবাহে আপ্লুত হইয়া যাইল এবং এইভাবে পরাভূত হইয়াও অনিরুদ্ধের ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত হইল। তখন তিনি বাণাসুরের রথের দিকে ধাবন করিলেন। সেই সময় অসি, মুষল, শূল, পট্টিশ, তোমর ও বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়াও প্রদ্যুম্নপুত্র অনিরুদ্ধ কম্পিত হইলেন না। ১৫৫-১৫৬

বাণাসুরের রথের চালক্ত কাটিয়া দিলেন ও তরবারির দ্বারা সেই রথের ঘোড়াগুলিকে নিহত করিলেন। ১৫৭

তখন বৃষ্ণ্যন্ধকবিভাবসু বাণাসুর পুনরায় পট্টিশ, তোমর ও বাণবর্ষণ করিয়া অনিরুদ্ধকে চাকিয়া দিলেন। ১৫৮

ইত্যেবমুক্তা সহসা রথপার্শ্বে ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৫৯

শক্তিং বাণস্ততঃ ক্রুদ্ধো ঘোররূপাং ভয়ানকাম্ ।
জগ্রাহ জ্বলিতাং ঘোরাং দৃষ্টীমালাকুলাং রণে ॥ ১৬০

জ্বলদগ্নিসমাভাসাং যমদণ্ডোপমদর্শনাম্ ।
প্রাহিণোদ্বৈত্যসঙ্ঘেন মহোল্কাং জ্বলিতামিব ॥ ১৬১

তামাপতন্তীং সম্প্রেক্ষ্য ভীষিতানুচরঃ তদা
সোঽভিমুত্য তদা শক্তিং জগ্রাহ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৬২

নিষিষেষ ততো বাণঃ তয়া শক্ত্যা মহাবলঃ ।
সা ভিত্ত্বা তস্য দেহং বৈ প্রাবিশদ্ধরণীতলম্ ॥ ১৬৩

স গাঢ়বিদ্ধো বাণিতো ভগ্নযষ্টিঃ সমাশ্রিতঃ ।
ততো মূর্চ্ছাভিভূতঃ তং কৃষ্ণাগ্রে বাক্যমব্রবীৎ ॥১৬৪

উপেক্ষসে দানবেন্দ্র কিমেবং শত্রুমুদ্ধতম্
লব্ধলক্ষ্যো হ্যয়ং বীরো নির্বিকারোঽদ্য দৃশ্যতে ॥ ১৬৫

মায়ামাশ্রিত্য দুর্বুদ্ধে নাহং বধ্যোঽস্মি তেঽনঘ ভবেৎ ।
আত্মানং মাং রক্ষস্ব প্রমাদাৎ কিমুপেক্ষসে ॥ ১৬৬

বধ্যোঽমরমনুষ্যৈর্বঃ ন নঃ সর্ব্বান্ বিনাশয়ে ।
অন্যান্তে শত্রুণো হত্বা উষাং নীত্বা ব্রজিষ্যতি ॥ ১৬৭

কৃষ্ণাগুবচনৈরেবং দানবেন্দ্রঃ প্রণোদিতঃ ।
বাচং রুক্ষামভিক্রুষ্টঃ প্রোবাচ বলভিদং বরঃ ॥ ১৬৮

এষোঽদ্যমস্য বিদধে মৃত্যুং প্রাণহরং রণে ।
আদাস্যামীহমেতং বৈ পশ্যতাং সর্বদেহিনাং পরমম্ ॥ ১৬৯

ইত্যেবমুক্ত্বা সরথঃ সঙ্গতঃ সাধনায়ুধৈঃ ।
গন্ধর্ব্বনগরাকারস্তৈরেবানুপথৈর্যতঃ ॥ ১৭০

মুমোচ নিশিতান্ বাণান্ ছত্রা মায়াধরো বলী ।
বিজ্ঞায়াস্ত্রগতিং বাণঃ প্রাহ্যাস্ত্রৈরপ্রবারিতঃ ॥ ১৭১

পৌরুষেণ সমাযুক্তঃ সংপ্রেক্ষ্য দিশো দশ ।
আস্থায় তামসীং বিদ্যাং তদা ক্রুদ্ধো বলোঽসৃজৎ ॥১৭২

তিনি নিহত হইয়াছেন জানিয়া সেই দৈত্যগণ গর্জন করিতে লাগিলেন, এমন সময় সহসা অনিরুদ্ধ লক্ষ দিয়া উষ্ট্রের রথের পার্শ্বদেশে অবস্থান করিলেন ॥ ১৫৯

তখন কুপিত বাণাসুর রথভূমিতে এক ঘোর ও ভয়ানক শক্তি হাতে লইলেন, যাহা অগ্নির সমান প্রজ্বলিত হইতেছিল, সেই ঘোর শক্তি বহ্নি ও মালায় আবৃত ছিল। তাহার তেজ অগ্নি ও সূর্যের সমান ছিল, তাহা যমদণ্ডের ন্যায় ভয়ানক দেখাইতে ছিল, সেই দৈত্য নির্ভয় হইয়া প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় সেই শক্তি অনিরুদ্ধের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৬০-১৬১

তখন জীবনের অন্তঃকারী সেই শক্তিকে নিজের উপর আসিতে দেখিয়া পুরুষপ্রবর মহাবলী অনিরুদ্ধ লম্ফ প্রদান পূর্বক তাহাকে হাতে ধরিয়া লইলেন এবং সেই শক্তি দ্বারা বাণাসুরকে বিদীর্ণ করিলেন। সেই শক্তি তাঁহার শরীরকে বিদীর্ণ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল ॥ ১৬২-৬৩

সেই শক্তির আঘাতে পীড়িত বাণাসুর অস্ত্রযুদ্ধের আশ্রয় লইলেন। তাঁহাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া কৃষ্ণাও তাঁহাকে বলিলেন ১৬৪

হে দানবরাজ! এই প্রকার উদ্যত শত্রুকে কি জন্য উপেক্ষা করিতেছেন? এই বীর নিজের লক্ষ্য পাইয়াছে, অতএব আজ নির্বিকার দেখাইতেছে ॥ ১৬৫

হে অনঘ! আমি মায়ার আশ্রয় লইয়া যুদ্ধ করিব, অন্যথা ইনি নিহত হইবেন না। আপনি নিজেকে ও আমাকে রক্ষা করুন। প্রমাদবশে কেন উপেক্ষা করিতেছেন? ১৬৬

ইঁহাকে এখনই বধ করিব, অতঃপর ইনি আমাদের সকলকে বিনাশ করিবেন। যদি আপনি সাবধান না হন, তাহা হইলে ইনি শত শত বীরকে হত্যা করিয়া উষাকে লইয়া চলিয়া যাইবেন ॥ ১৬৭

কৃষ্ণাণ্ডের বচনে এইভাবে উৎসাহিত হইয়া অসুরেন্দ্র দানবরাজ বাণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া এইরূপ কথা বলিলেন ॥ ১৬৮

আমি এখনই রণ ভূমিতে যাইয়া ইঁহার মৃত্যু ঘটাইতেছি। ইহার প্রাণহরণ করিতেছি। যেমন শত্রুরা সর্পদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমিও ইঁহাকে বিনাশ করিব ১৬৯

এই বলিয়া রথ, অস্ত্র, অস্ত্র ও সারথির সহিত বাণাসুর গন্ধর্বনগরের সমান সেনাদের অধিষ্ঠিত হইলেন ॥১৭০

সেই মায়াধারী বলবান্ দানব স্বয়ং আবৃত থাকিয়া অনিরুদ্ধের উপর তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। বাণাসুর অস্ত্রযুদ্ধে অনিরুদ্ধকে জানিয়া অপরাজিত বীর অনিরুদ্ধ পৌরুষ-সহকারে দশদিক্ দেখিতে লাগিলেন ॥ ১৭১॥

তখন ক্রোধে পূর্ণ হইয়া মন্ত্রধারী বলিপুত্র বলবান্ বাণাসুর তামসী বিদ্যার আশ্রয় লইয়া ও আবৃত থাকিয়া তীক্ষ্ণ বাণ প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৭২॥

মুমোচ বিশিখাংস্তীক্ষ্ণাংস্তস্মিন্ বায়ব্যরো বলী
প্রাগ্যোতিষৈর্বিশিখৈর্বদ্ধঃ সর্পভূতৈঃ সমন্ততঃ ॥ ১৭৩
বেষ্টিতো বহুধা তস্য দেহঃ পন্নগরাশিভিঃ
স তু বেষ্টিতসর্বাঙ্গো বদ্ধঃ প্রাংশুরিবাদ্রিবৎ ॥ ১৭৪
নিষ্প্রযত্নঃ কৃতস্তস্মৈ মৈনাক ইব পর্বতঃ।
জ্বালাবলীবৃতদেহঃ সর্পভোগৈর্বিচেষ্টিতঃ ॥ ১৭৫
অভিতঃ পর্বতাকারঃ প্রাংশুরদ্রিভবদ্ রণে।
নিষ্প্রযত্নগতিশ্চাপি সর্পবন্ধময়ঃ শরৈঃ ॥ ১৭৬
ন বিব্যথে স কৃতাত্মা সর্বতঃ পরিবেষ্টিতঃ।
ততস্তং বাগ্ভিরুগ্রাভিঃ সংরব্ধঃ সমভর্ৎসয়ৎ ॥ ১৭৭
বাণো অহং সমাশ্রিত্য প্রোবাচাসিতো বচঃ
কুম্ভাণ্ড বধ্যতাং শীঘ্রময়ং বৈ কুলপাংসনঃ ॥ ১৭৮
চারিত্রাৎ যেন মে লোকে দূষিতঃ দূষিতাত্মনঃ।
ইত্যেবমুক্তে বচনে কুম্ভাণ্ডঃ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৭৯

তখন প্রদ্যুম্নকুমার অনিরুদ্ধ মহাবীরের বলের দ্বারা চারিদিকে বদ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার দেহ সর্পসমূহে বহুভাবে আবেষ্টিত হইয়া গেল ॥ ১৭৩॥

যুদ্ধে সমস্ত অঙ্গ সর্পে বেষ্টিত এবং বদ্ধ হইয়া প্রদ্যুম্নকুমার অনিরুদ্ধ নিশ্চেষ্ট হইলেন ও মৈনাক পর্বতের ন্যায় অচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ১৭৪॥

যুদ্ধে অগ্নি উদ্‌গীরণকারী সর্পসমূহের দংশের দ্বারা সব দিকে বেষ্টিত এবং চেষ্টাহীন হইয়া অনিরুদ্ধ সেই রণভূমিতে পর্বতের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন ॥ ১৭৫॥

সর্পবৃন্দ বাণদ্বারা সব দিক্ হইতে বেষ্টিত হইয়া আপন প্রযত্ন ও গতি অবরুদ্ধ জানিয়াও সর্বভূতাত্মা অনিরুদ্ধ মনে ব্যথিত হইলেন না ॥ ১৭৬॥

তখন রোষে পূর্ণ হইয়া বাণাসুর কঠোর বচন দ্বারা অনিরুদ্ধকে তর্জন গর্জন করিতে লাগিলেন। পুনরায় তিনি ক্রুদ্ধ আত্মা করিয়া অমর্ষবশে কথা বলিলেন ॥ ১৭৭॥

কুম্ভাণ্ড! এই কুলাঙ্গারকে শীঘ্রই বধ কর, যে দূষিতে কুলবৃক্ষে দুষ্ট সংসারে আমার বংশকে কলঙ্কিত করিয়া দিয়াছে ॥ ১৭৮॥

বাণাসুর এই কথা বলিলে পর মন্ত্রী কুম্ভাণ্ড বলিলেন—'রাজন্! এই বিষয়ে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমার কথা শুনুন ॥ ১৭৯॥

রাজন্ বক্ষ্যামাহং কিঞ্চিত্তস্মে শৃণু যদীচ্ছসি।
অয়ং বিজ্ঞায়তাং কস্য কুতো বাগস্মিন্নায়তঃ ॥ ১৮০
কেন বায়ুমিবানীতঃ শক্রতুল্যপরাক্রমঃ।
ময়ায়ং বহুশো রাজন্ দূরৌ যুদ্ধ্যন্নরাণে ॥ ১৮১
ক্রীড়ন্নিব চ যুদ্ধেষু দৃশ্যতে দেবসূনুবৎ।
বলবান্ সত্ত্বসম্পন্নঃ সর্বশস্ত্রবিশারদঃ ॥ ১৮২
নায়ং বধকৃতং দোষমর্হতে দৈত্যসত্তম।
গান্ধর্বেণ বিবাহেন কন্যেয়ং তব সম্মতা ॥ ১৮৩
অনেয়ং প্রতিগ্রাহ্যা অচিন্ত্যা বধং কুরু।
বিজ্ঞায় চ বধং বাস্য পূজ্যা বাণা ভবিষ্যসি ॥ ১৮৪
বধে ভূয়ো মহান্ দোষো বন্ধনে গুণবান্ গুণঃ।
অয়ং হি পুরুষোৎকৃষ্টঃ সর্বথা মানমর্হতি ॥ ১৮৫
সর্বতো বেষ্টিতস্যস্য বাণৈস্তোয়দসংস্থিতৈঃ।
কুলশৌণ্ডীর্যবীর্যাভ্যাং সদৃশং হি সমন্বিতঃ ॥ ১৮৬

প্রথমে এই কথা জানুন যে ইনি কাঁহার পুত্র, কোথা হইতে এখানে আসিয়াছেন, কেনই বা এখানে তিনি আসিয়াছেন অথবা এই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী বীরকে কে এখানে আনিয়াছে ? ১৮০

হে রাজন্! আমি এই মহাযুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সময় ইহাকে বারম্বার দেখিয়াছি। ইনি যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ-ক্রীড়া করিতে করিতে দেবকুমারের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন ॥ ১৮১ ॥

হে দৈত্যশ্রেষ্ঠ! তিনি বলবান্, ধৈর্যসম্পন্ন, তথা সমস্ত অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ। অতএব বধরূপ দোষের পাত্র নহেন ॥ ১৮২॥

জামাতার কন্যা আপনি বিবাহের দ্বারা ইহার সহিত মিলিতা হইয়াছেন। অতএব তাঁহাকেও আর অন্য জনকে দেওয়া যাইবে না এবং অন্যের দ্বারা গ্রহণযোগ্যাও হইবেন না; অতএব বিশেষ চিন্তা করিয়া ইহাকে বধ করুন ॥ ১৮৩॥

প্রথমে ইহার পরিচয় পাইয়া পরে ইহার বধ অথবা পূজা করিবেন। ইহাকে বধ করিলে মহাদোষ ও রক্ষা করিলে মহান্ গুণ হইবে ॥ ১৮৪॥

ইনি পুরুষশ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্বথা সম্মানযোগ্য। দেখুন! সর্বপক্ষ সব দিক্ হইতে ইহার শরীর বাণে করিয়াছে, তথাপি ইনি ব্যথিত হন নাই। নিজ কুলের অভিমান, বল পরাক্রম ও ধৈর্যে তিনি সম্পন্ন ॥ ১৮৫-৮৬

পশ্য রাজন্যবীর্যোঽয়ং পুরুষোত্তমঃ
ন নো গণয়তে সর্বান্ বধং প্রাপ্তেঽপ্যয়ং বলী ॥ ১৮৭
যদি যাদবপ্রভাবেণ নাত্র বধ্যো ভবেদয়ম্
সর্বান্ সুরগণান্ সংখ্যে যোধয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮৮
সর্বসংগ্রামমার্গজ্ঞো ভবেদ্ বীর্যাধিকস্তব
শোণিতৌঘসমুত্তীর্ণস্ত্রৈলোক্যগতোঽপ্যেষ্ঠ বেষ্টিতঃ ॥ ১৮৯
ত্রিশিখাং ভ্রুকুটিং কৃত্বা ন চিন্তয়তি নঃ ক্ষিতান্।
ইথাময়বন্ধাঃ নীতোঽপি বধ্যতে বলমাশ্রিতঃ ॥ ১৯০
ন চিন্তয়তি রাজংস্ত্বাং বাণবানং কোঽপাসৌ যুধা
সহস্রবাহোঃ সমরে ছিন্ন বাহুঃ সদা স্থিতঃ
ন চিন্তয়তি তে বীর্যময়ং বীর্যমদান্বিতঃ ॥ ১৯১
উচিতং যদি তে রাজন্ জ্ঞেয়ো বীর্যবলান্বিতঃ।
কন্যা চেয়ং ন চান্যস্য নির্যাতো তেন সত্তম ॥ ১৯২
যদি চেষ্টেতমঃ কশ্চিদয়ং বংশে মহাত্মনাম্
ততঃ পূজ্যতমঃ বীরঃ প্রাজ্ঞাতে চানুলোমতঃ ॥ ১৯৩

রাজন্! দেখুন, মহাবলী সর্প বদ্ধ হইয়া যথাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও এই বলবান্ পুরুষোত্তম বীর আমাদের সকলকেই যেন গণনায় মনেই আনিতেছেন না।

যদি তিনি মাত্র প্রভাবে বদ্ধ হইয়া না যাইতেন, তাহা হইলে রণভূমিতে কেবল অসুর নহে, সমস্ত দেবগণকেও পরাস্ত করিতেন, ইহাতে সংশয় নাই। ১৮৮

তিনি যুদ্ধের সকল মার্গই জানেন এবং তাঁহার বলবীর্যও অত্যধিক। তাঁহার সর্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত। সর্প শরীর দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত, তথাপি তিনি ত্রিশিখা ভ্রূকুটি করিয়া এখানে বন্ধায়মান আমাদের কথা চিন্তাই করিতেছেন না। ১৮৯।

হে রাজন্! এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন জানিয়াও তিনি নিজ বাহুবলকে আশ্রয় করিয়াই অন্য কিছু চিন্তা করিতেছেন না। বস্তুতঃ এই যুবক কিরূপ অদ্ভুত পরাক্রমশালী বীর! ॥ ১৯০।

সহস্র বাহুর সহিত রণভূমিতে তিনি দুই বাহুর বীর উপস্থিত রহিয়াছেন, কিন্তু নিজ বল-পরাক্রমের গর্বে উনিও আপনার বল-বীর্য ব্যাপারে কিছুই চিন্তা করিতেছেন না। ১৯১।

হে অসুরপ্রবর! আপনার এই কন্যা উঁহার সহিত সঙ্গত হইতে চাহিয়াছে, অতএব এখন ইহার নিকট যাইতে সক্ষম হইবে না। যদি তিনি কোন মহাত্মা পুরুষের কুলে উৎপন্ন হন, তাহা হইলে আমার পক্ষে পরম অভীষ্ট, এই অবস্থায় সেই বীর আমার পূজ্য হইবে। ১৯২-১৯৩।

অতএব আপনি ইহাকে রক্ষা করুন। এই বলিয়া কুম্ভাণ্ড নীরব হইলেন। মহাত্মা কুম্ভাণ্ড এই কথা বলিলে পর পক্ষভূষণ বাণাসুরও উহাকে "তথাস্তু" বলিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। ১৯৪।

তদনন্তর বুদ্ধিমান অনিরুদ্ধের জন্য রক্ষা দিয়া মহাবলী বলিপুত্র বাণাসুর নিজ পুরে চলিয়া গেলেন। ১৯৫।

মহাবলী অনিরুদ্ধকে মায়া দ্বারা বদ্ধ দেখিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ আকাশপথে দ্বারকা পুরীর দিকে চলিলেন। ১৯৬-১৯৭

মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ চলিয়া গেলে অনিরুদ্ধ মনে মনে চিন্তা করিলেন—এই কূর দানব আক্রান্তি হইয়া লুকাইয়াছে, পুনরায় যুদ্ধের জন্য আসিবে, ইহাতে সংশয় নাই। ১৯৮

নারদ সেখানে যাইয়া পদ্ম-চক্র-গদাধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সকল সমাচার ঠিক ঠিক বলিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৯৯

সর্পসমূহে বদ্ধ অনিরুদ্ধকে চেষ্টাহীন দেখিয়া বাণাসুর হইয়া উহা তাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগ ক্রোধে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং ক্রুদ্ধনয়না উষাকে তখন অনিরুদ্ধ বলিলেন— ॥ ২০০

ভীরু! তুমি কেন কাঁদিতেছ? মৃগলোচনে! ভয় করিও না। দুর্ভোগি! দেখ, ভগবান মধুসূদন আমার জন্য এখানে

যস্য শঙ্খধ্বনিং শ্রুত্বা বাহুলক্ষং বলস্থ চ ৮
দানবা নাশমেষ্যন্তি গর্ভাশ্চাসুরযোষিতাম্ ॥ ১০১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তানিরুদ্ধেন উষা বিস্রব্ধমাগতা।

আসিয়াছেন। যাঁহার শঙ্খধ্বনি, ভূতলক ও বলের চর্চা শুনিয়া দানব সকল ভয় পাইবে এবং অসুরবধূর গ্রীতিদের গর্ভও নষ্ট হইয়া যাইবে ॥ ১০১-১০২

নুসংসঃ পিতরং চৈব শোচন্তে সা সুমধ্যমা ॥ ১০৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি বাণানিরুদ্ধযুদ্ধে একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৯ ॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! অনিরুদ্ধ এইরূপ বলিলে উষা বিশ্বাস করিলেন। সেই সুমধ্যমা সুন্দরী তখন আপন নির্দয় পিতার জন্য শোক করিতে লাগিলেন ॥ ১০৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে বাণাসুর ও অনিরুদ্ধের যুদ্ধবিষয়ক একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[অনিরুদ্ধোদ্ধারার্থায়দেব্যাঃ স্তুতিঃ, প্রসন্নয়া দেব্যা তস্মৈ বন্ধনকষ্টাত্ত মুক্তিদানঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যদা বাণপুরে বীরঃ সোঽনিরুদ্ধঃ সহোষয়া।
সন্নিরুদ্ধো নরেন্দ্রেণ বাণেন বলিসূনুনা ॥ ১

তদা দেবীং কোটবতীং রক্ষার্থং শরণং গতঃ
যদ্গীতমনিরুদ্ধেন দেব্যাঃ স্তোত্রমিদং শৃণু ॥ ২

অনন্তমক্ষয়ং দিব্যানাদিদেবং সনাতনম্
নারায়ণং নমস্কৃত্য প্রবক্ষ্যে জগতাং প্রভুম্ ॥ ৩

চণ্ডীং কাত্যায়নীং দেবীমার্যাং লোকনমস্কৃতাম্।
বরদাং কীর্তয়িষ্যামি নামভিরিহ সংস্তুতৈঃ ॥ ৪

ঋষিভির্দৈবতৈশ্চৈব বাক্যপুষ্পৈরচিন্তাং শুভাম্।

তাং দেবীং সর্বদেহস্থাং সর্বদেবনমস্কৃতাম্ ॥ ৫

অনিরুদ্ধ উবাচ

মন্ত্রেন্দ্রবিষ্ণুভগিনীং নমস্যামি হিতায় বৈ।
মনসা ভাবশুদ্ধেন শুচিঃ স্তোত্রং কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৬

সৌম্যামীং কাঞ্চনপ্রখ্যাং যশোরাজন্যবর্দ্ধিনীম্।
মেধ্যাং গোকুলসম্ভূতাং নমস্যোপস্থ নন্দিনীম্ ॥ ৭

প্রজ্ঞাং ধন্যাং শিবাং সৌম্যাং বপুষাত্রিবিনন্দিনীম্।
তাং দেবীং সর্বদেহস্থাং সর্বদেবনমস্কৃতাম্ ॥ ৮

দর্শনীং পূরণীং মায়াং বহ্নিসূর্যশশিপ্রভাম্।
শান্তিং ধ্রুবাং ধনাং জননীং মোহিনীং শোষণীং তথা ॥ ৯

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[অনিরুদ্ধ কর্তৃক আর্যাদেবীর স্তুতি এবং প্রসন্না দেবীর তাঁহাকে বন্ধনের কষ্ট হইতে মুক্তিদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! যখন উষার সহিত বীর অনিরুদ্ধ বলিকুমার রাজা বাণাসুর কর্তৃক বাণপুরে বন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি আত্মরক্ষার জন্য কোটবতী দেবীর শরণ লইলেন। সেই সময় অনিরুদ্ধ যে স্তুতি গান করিয়াছিলেন, তাহা এই প্রকার,—শ্রবণ কর ॥ ১-২

যিনি অনন্ত, অক্ষয়, দিব্য, আদিদেব ও সনাতন সেই সর্বশ্রেষ্ঠ জগদীশ্বর নারায়ণদেবকে নমস্কার পূর্বক বিশ্ববন্দিত বরদায়িনী চণ্ডী, কাত্যায়নী, আর্যা দেবীকে আমি শ্রীহরি-প্রদত্ত নামসমূহের দ্বারা কীর্তন করিব ॥ ৩-৪

ঋষিগণ ও দেবতাগণ বাণীরূপ পুষ্পদ্বারা যে মঙ্গলময়ী দেবীর পূজা করেন, যিনি সর্বশরীরে বিরাজমানা এবং সমস্ত দেবগণ যাঁহাকে নমস্কার করেন, সেই আর্যাদেবীর গুণগান আমি করিব ॥ ৫

অনিরুদ্ধ বলিলেন—যিনি দেবরাজ ইন্দ্র ও ভগবান্ বিষ্ণুর ভগিনী সেই দেবীকে আমি নিজ হিতের জন্য নমস্কার করিব এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া পবিত্র ও ভাবশুদ্ধহৃদয়ে তাঁহাকে স্তুতি করিব ॥ ৬

যিনি সৌম্যা (গোলোকে -স্বরূপা, কাঞ্চনের ন্যায় -দীপ্তিশালিনী, যশোদার আনন্দবর্ধনকারিণী, পবিত্র, গোকুলে আবির্ভূত ও নন্দ-গোপের নন্দিনী, সেই আর্যাদেবীকে আমি নমস্কার করিতেছি ॥ ৭

যিনি প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিমতী, ধন্যা, কল্যাণস্বরূপা, সৌম্যা, দানবনন্দিনী, সর্বশরীরে বিরাজমানা ও সর্বভূতের বন্দিতা, সেই আর্যাদেবীকে আমার প্রণাম করিতেছি ॥ ৮

যিনি দর্শনা দৃষ্টিশক্তি, পূরণী মনোরথ পূরয়িত্রী) মায়াস্বরূপা, অগ্নি, সূর্য ও চন্দ্রমার ন্যায় কান্তিযুক্তা, শান্তিময়ী,

সেব্যাং দেবৈঃ সমিগণৈঃ সর্বদেবনমস্কৃতাম্
কালীং কাত্যায়নীং দেবীং ভদ্রদাং ভদ্রমালিনীম্ ॥ ১০
কুলরাত্রিং কামগমাং ত্রিনেত্রাং ব্রহ্মচারিণীম্।
সৌদামিনীং বেদবরাং বৈতালীং বিপুলাননাম্ ॥ ১১
ঘৃণস্তাস্তাং মহাভাগাং শকুনীং রেবতীং তথা।
তিথীনাং পঞ্চমীং ষষ্ঠীং পূর্ণবাসীং চতুর্থনীম্ ॥ ১২
সপ্তবিংশতি-ভক্ত্যাদি নদ্যাং সর্বাং দিশো দশ।
নগরোপবনোদ্যান-দ্বারট্টালকবাসিনীম্ ॥ ১৩
স্ত্রীং শ্রীং গঙ্গাং গন্ধর্বাং যোগিনীং যোগদাং শুভাম্
কীর্তিমাশাং বিদ্যাং স্পর্শাং নমস্যামি সরস্বতীম্ ॥ ১৪
বেদানাং মাতরঞ্চৈব সাবিত্রীং ভক্তবৎসলাম্।
তপস্বিনীং শান্তিকরীমেকানাশাং নমাম্যহম্ ॥ ১৫

কৌটীর্য্যাং মন্দিরাং চণ্ডামিলাং মলয়বাসিনীম্।
কৃষ্ণবাত্রীং ভদ্রকরীং কৃষ্ণাণ্ডীং কুমুমপ্রিয়াম্ ॥ ১৬
দারুণীং মন্দিরাবাসাং বিন্ধ্যকৈলাসবাসিনীম্।
বরাহজনাং সিংহরথীং বহুরূপাং বৃষধ্বজাম্ ॥ ১৭
দুর্লভাং দুর্জ্জয়াং দুর্গাং নিশুম্ভশুম্ভমর্দ্দিনীম্।
পুত্রপ্রিয়াং সুরাং দেবীং বজ্রপাণিভুজাং শিবাম্ ॥ ১৮
কিরাতীং চীরবসনাং চৌরসেনানমস্কৃতাম্।
আজ্ঞাপাং সোমপাং সৌম্যাং সর্বপর্ব্বতবাসিনীম্ ॥১৯
নিশুম্ভশুম্ভমথনীং গজকুম্ভোপশোভিনীম্।
জননীং সিদ্ধসেনস্য সিদ্ধচারণসেবিতাম্ ॥ ২০
চণ্ডাং কুমারপ্রভবাং পার্ব্বতীং পর্ব্বতাত্মজাম্
পঞ্চাশদ্দেবকন্যানাং পত্নীং দেবগণস্য চ ॥ ২১

সর্বকৃত-ধারকারিণী, চণ্ডরূপী, কৃষ্ণাণ্ডী ও কুমুমপ্রিয়া, সেই আর্যাদেবীকে আমার প্রণাম। ১৬

যাঁহার স্বভাব দারুণ, মন্দির আবাসস্থানযুক্তা, যিনি বিন্ধ্য ও কৈলাস পর্বতে নিবাস করেন, যিনি সেই অরনা, সিংহ যাঁহার রথ, বিচিত্রবেশধারবকারিণী ও বৃষভ চিহ্নে চিহ্নিত ধ্বজযুক্তা—সেই দেবীকে নমস্কার করি। ১৭

যিনি দুর্লভ, দুর্জ্জয়, নিশুম্ভশুম্ভকে বধ প্রদর্শনকারিণী, দেবপ্রিয়া সুরূপা ও বজ্রপাণি ইন্দ্রের ভগ্নী, সেই কল্যাণময়ী দেবীকে প্রণাম। ১৮

যিনি কিরাত-বেশধারণকারিণী, চীরবস্ত্রধারিণী ও চোরসেনা কর্তৃক নমস্কৃতা এবং যিনি ঘৃত পানকারিণী, সোমরস পানকারিণী, সৌম্যরূপা, তথা সমস্ত পর্বতে নিবাসকারিণী—সেই দেবীকে নমস্কার করি। ১৯

যিনি শুম্ভ ও নিশুম্ভের সংহারকারিণী, যাঁহার স্তন হাতীর কুম্ভস্থলের সমান, সিদ্ধ ও চারণগণ যাঁহার সেবায় রত, যিনি কার্ত্তিকেয়ের জননী, যাঁহা হইতে কুমারের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং যিনি পর্ব্বতের পুত্রী হইয়া সর্বত্র বিচরণশীলা, সেই পার্বতী দেবীকে আমি প্রণাম করি। ২০।

পঞ্চাশ দেবকন্যাগণের*, যাঁহারা দেবতাদিগের পত্নীরূপ, কল্পে যে সকল পুত্র—তাঁহার পুত্র ও সৌভগগণের সুন্দরী স্ত্রী,—

* পঞ্চাশ দেবকন্যা এখানে দক্ষ প্রজাপতির পঞ্চাশ কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে। এই পঞ্চাশ জন কন্যার মধ্যে ২৭ জন সোমকে, ১৩ জন কশ্যপকে এবং ১০ জন ধর্মকে পত্নীরূপে দক্ষ দান করিয়াছিলেন।

ভদ্রা, (অধিবাসিনী) সকলের জননী, রোহিণী ও লোধ্রী, অধিগণসহ দেবতাগণ যাঁহার সেবা করেন, সমস্ত দেবতা যাঁহার চরণে মস্তক অবনত করেন, যিনি কালী, কাত্যায়নী দেবী, ভদ্রধারিণী ও ভদ্রমালিনী—তাঁহাকে আমি প্রণাম করিতেছি। ১ ১০

যিনি কালরাত্রি, যিনি ইচ্ছানুরূপ রূপ করিতে পারেন, ত্রিনেত্রধারিণী ও ব্রহ্মচারিণী যিনি বিদ্যুৎরূপা, মেঘের ন্যায় গর্জনকারিণী, বৈতাল ও বিশালমুখমণ্ডলা, সেই দেবীকে প্রণাম করিতেছি। ১১

যিনি ঘৃণার প্রধান অবলম্বা, মহাদৌভাগ্যশালিনী, শকুনি, রেবতী প্রভৃতি গ্রহরূপা তথা তিথির মধ্যে পঞ্চমী, ষষ্ঠী, পূর্ণবাসী ও চতুর্দ্দশীরূপা, সেই দেবীকে আমি প্রণাম করি। ১২

সাতাশ (২৭) নক্ষত্র, সমস্ত নদী, দশ দিক্—যাঁহার স্বরূপ, যিনি নগর, উপবন, উদ্যান ও অট্টালিকাসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর রূপে নিবাস করেন, সেই আর্যাদেবীকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥ ১৩

যিনি স্ত্রী (লজ্জা), শ্রী (লক্ষ্মী), গঙ্গা, গন্ধর্বা (ধৈর্য্যরূপা), যোগিনী তথা সর্বপুরুষগণের যোগ-প্রদানকারিণী সেই কীর্তি, আশা, বিদ্যা, স্পর্শা এবং সরস্বতী নাম-বিশিষ্টা দেবীকে আমি প্রণাম করিতেছি। ১৪

যিনি বেদসমূহের মাতা, ভক্তবৎসলা, সাবিত্রী, তপস্বিনী, শান্তিকরী, একানাংশা এবং সর্বাভরণভূষণা, সেই আর্যাদেবীকে নমস্কার করি। ১৫

যিনি কুটীরবাসিনী, মন্দিরা, কোশলা, চণ্ডা, মলয়বাসিনী,

কল্পপুত্রসহস্রস্য পুত্রপৌত্রবতস্থিতঃ।
মাতা পিতা জগন্মাতা দিবি দেবাপ্সরোগণৈঃ ॥ ১১
ঋষিপত্নীগণানাঞ্চ যক্ষ-গন্ধর্ব-যোষিতাম্
বিদ্যাধরাণাং নারীষু সাধ্বীষু মনুজাসু চ ॥ ১২
এবমেতাসু নারীষু সর্বদা ভূতধাত্র্যসি
নমস্কৃতাসি ত্রৈলোক্যে কিন্নরৈঃ স্তূয়তে সিতে ॥ ১৪
অচিন্ত্যা শুদ্রনেত্রাসি যাসি সাসি নমোঽস্তু তে
এভির্নামভিরৈশ্চৈব কীর্তিতা ত্বমি গৌরি ॥ ১৫
ত্বৎপ্রসাদাদবিঘ্নেন ক্রিয়াঃ মুচ্যেম বন্ধনং।
অবেক্ষস্ব বিশালাক্ষি পাহি নঃ শরণং ভবে ॥ ১৬
সর্বেষামেব বন্ধানাং মোক্ষণং কর্তুমর্হসি
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ চন্দ্রসূর্যাগ্নিরুক্তাঃ ॥ ১৭
অশ্বিনৌ বসবশ্চৈব বিশ্বে সাধ্যাস্তথৈব চ
মরুতা সহ পর্জন্যো ধাতা ভূমিস্তিলো দশ ॥ ১৮
গাবো নক্ষত্রবাক্ষাশ্চ গ্রহা নদ্যো দ্রুমাস্তথা।
সরিতঃ সাগরা চৈব নানাবিদ্যাধরোরগাঃ ॥ ১৯
তথা নার্যঃ সুপর্ণানো গন্ধর্বাপ্সরসাঃ গণাঃ।
কৃৎস্নং জগদিদং প্রোক্তং দেব্যা নামানুকীর্তনাৎ ॥ ৩০
দেব্যাঃ স্তবমিমং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ।
সা তস্যৈ সপ্তমে মাসি বরমাত্রা প্রযচ্ছতি ॥ ৩১
অষ্টাদশভুজা দেবী বিদ্যাতরণভূষিতা।
হারশোভিতসর্বাঙ্গা মুকুটোজ্জ্বলভূষণা ॥ ৩২
কাত্যায়নী ভবক্রোধে ত্বং বরং প্রযচ্ছসি।
অতঃ স্তবীমি ত্বাং দেবীং বরদে বামলোচনে ॥ ৩৩
নমোঽস্তু তে মহাদেবি সুপ্রীতা যে মনা ভব।
প্রযচ্ছ ত্বং বরং রাজ্ঞঃ পৃষ্টিস্তৈব ক্ষমাং ধৃতিম্ ॥ ৩৪
বন্ধনন্তো বিমুচ্যেহং সত্রানেন্তর ভাবিতি

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং স্তুতা মহাদেবী দুর্গা দুর্গপরাক্রমা ॥ ৩৫
সান্ত্বিতা কৃপয়া তস্য অনিরুদ্ধস্য বন্ধনে
অনিরুদ্ধহিতার্থায় দেবী জলবৎসলা ॥ ৩৬

ব্রাহ্মা ও পিতা, স্বর্গের দেবতা ও অপ্সরাগণের সহিত ঋষিপত্নীগণ, যক্ষ ও গন্ধর্বগণের স্ত্রীগণ বিদ্যাধরগণের স্ত্রীগণ এবং সতী-সাধ্বী-মানবী স্ত্রীগণ—এই প্রকার উপযুক্ত মহিলাগণের মধ্যে আপনি জগন্মাতারূপে বাস করেন, কারণ, আপনিই সমস্ত কৃত্যের আশ্রয়। ত্রিলোকে সর্বত্র আপনার চরণে মস্তক অবনত করা হয়। কিন্নরগণ উচ্চস্বরে আপনার মাহাত্ম্য আপনার সেবা করেন ॥ ২৯-২৫

আপনি অচিন্ত্যা ও অশুভনেত্রা, আপনি যশস্বিনী ও যশস্করী যাহা হউন, আপনাকে প্রণাম করি। হে গৌরীমনস্বিনি! এই পূর্বোক্ত নামসমূহ ও অন্য নামসমূহের দ্বারা আপনি কীর্তিতা হন ॥ ২৬

বিশাললোচনে! আমি আপনার কৃপায় সব কিছু বিঘ্ন ও বাধা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইয়া যাইব। আপনি আমার উপর কৃপাদৃষ্টি দান করুন। আমি আপনার চরণের শরণ লইয়াছি। আপনিই আমাকে সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারেন ॥ ২৬½

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, বায়ু, অশ্বিনীকুমার, বসু, বিশ্বেদেব, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, পর্জন্য, ধাতা, ভূমি, দশ দিক্, গো, নক্ষত্রসমূহ, গ্রহগণ, নদীসকল, সরোবরসমূহ, সরিৎ-সকল, সমুদ্র, নানা বিদ্যাধর, সর্প, নাগ, যক্ষ, গরুড় ও অপ্সরাগণ—এই প্রকারে দেবীর নামের বারংবার কীর্তনের দ্বারাই এই সম্পূর্ণ জগতের কীর্তন হইয়া যায় ॥ ২৭-৩০

যিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া দেবীর এই পবিত্র স্তোত্র পাঠ করেন—সেই দেবী সপ্তম মাসে তাঁহাকে উত্তম বর প্রদান করেন ॥ ৩১

দেবীর অষ্টাদশ বাহু, তিনি বিদ্যাভরণে ভূষিতা, হারের দ্বারা তাঁহার সর্বাঙ্গ শোভিত, মুকুটের আভায় তাঁহার আননমণ্ডল চমকিত হয় ॥ ৩২

হে কাত্যায়নি! যখন আপনাকে স্তুতি করা হয়, তখন আপনি উত্তম বরপ্রদান করেন। অতএব হে বরদায়িনি! বামলোচনে! আমি আপনাকে স্তুতি করিতেছি ॥ ৩৩

হে মহাদেবি! আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি সর্বদা আমার উপর প্রসন্ন থাকিয়া আমাকে শ্রেষ্ঠ আয়ু, পুষ্টি, ক্ষমা ও ধৈর্য প্রদান করুন। আমি বন্ধন দশায় আছি, কিন্তু আমি ইহা হইতে মুক্ত হইয়া যাইব—আমার এই সঙ্কল্প সত্য ॥ ৩৪½

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে রাজন্! এইভাবে স্তুতা দুর্গম পরাক্রম প্রকটকারিণী মহাদেবী দুর্গা বন্ধনাগারে অনিরুদ্ধের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন ॥ ৩৫½

সেই সরযাতবংসলা দেবী বাণনগরে বদ্ধ বীর অনিরুদ্ধের হিতসাধনের জন্য তাঁহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া

বদ্ধঃ বাণপুরে বীরমনিরুদ্ধং বামোরুজং
সান্ত্বয়ামাস তং বীরমনিরুদ্ধমমর্ষণম্ ॥ ৩৭

পূজয়ামাস তাং বীরঃ সোঽনিরুদ্ধঃ প্রতাপবান্।
প্রসাদং দর্শয়ামাস অনিরুদ্ধস্য বন্ধনে ॥ ৩৮

নাগপাশেন বদ্ধস্য তস্যোবাহ্যতচেতসঃ।
স্মোচয়িত্বা করাগ্রেণ পঞ্চরং বজ্রসন্নিভম্ ॥ ৩৯

রুদ্ধঃ বাণপুরে বীরঃ সানিরুদ্ধমভাষত
সান্ত্বয়ন্তী বচো দেবী প্রসাদাভিমুখী তদা ॥ ৪০

শ্রীদেব্যুবাচ

চক্রাদ্বুধো মোক্ষয়িত্বানিরুদ্ধ
ত্বাং বন্ধনাদ্যস্তু সহস্র কালম্।
ছিত্ত্বা স বাণস্য সহস্রবাহূঃ
পুরীং নিজাং নেষ্যতি দৈত্যসূদনঃ ॥ ৪১

ততোঽনিরুদ্ধঃ পুনরেব দেবীং
তুষ্টাব তুষ্টঃ শশিকান্তবক্ত্রঃ।

অনিরুদ্ধ উবাচ

নমোঽস্তু তে দেবি বরপ্রদে শিবে
নমোঽস্তু তে ঽম্বি সুরারিনাশিনি। ৪২

নমোঽস্তু তে কামচরে সদাশিবে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বহিতৈষিণি প্রিয়ে।
নমোঽস্তু তে ভীতিকরি ধিয়াং সদা
নমোঽস্তু তে বন্ধনমোক্ষকারিণি ॥ ৪৩

ব্রহ্মাণীত্রাণি কৃপাণি ধৃতভয়ভবে শিবে।
ত্রাহি মাং সর্ব্বভীতিভ্যো নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ৪৪

নমোঽস্তু তে জগন্নাথে প্রিয়ে লোকে মহাব্রতে।
ভক্তিপ্রিয়ে জগন্মাতঃ শৈলপুত্রি বসুন্ধরে ॥ ৪৫

ত্রাহি মাং ত্বং বিশালাক্ষি নারায়ণি নমোঽস্তু তে
ত্রায়স্ব সর্ব্বদুঃখেভ্যো দানবানাং ভয়ঙ্করি ॥ ৪৬

কৃতপ্রিয়ে মহাভাগে ভক্তানামার্ত্তিনাশিনি।
নমামি শিরসা দেবী বন্ধনাস্ত্বা বিমোক্ষিতঃ ॥ ৪৭

লিলেন এবং সেই অমর্ষশীল বীর অনিরুদ্ধকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন ॥ ৩৬-৩৭

তখন প্রতাপবান বীর অনিরুদ্ধ দেবীর পূজা করিলেন। দেবী বন্ধনাধারে অনিরুদ্ধকে নিজ কৃপ প্রভাব দর্শন করাইলেন ॥ ৩৮

যিনি নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন, ও ইষা যাঁহার চিত্ত চুরি করিয়া লইয়াছিলেন, সেই অনিরুদ্ধের বজ্রতুল্য পিঞ্জর নিজ হাতের অগ্রভাগ দ্বারা ভাঙ্গিয়া দিয়া দেবী বাণপুরে অবরুদ্ধ বীর অনিরুদ্ধকে মুক্ত করিয়াছিলেন এবং কৃপা করিবার জন্য উন্মত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে এই প্রকার বলিলেন ॥ ৩৯-৪০

শ্রীদেবী বলিলেন—অনিরুদ্ধ! চক্রধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই আসিয়া তোমাকে সম্পূর্ণরূপে এই বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন, ততক্ষণ যাবৎ কিছু সময়ের জন্য এই কষ্ট সহ্য কর। দৈত্যসূদন শ্রীহরি বাণাসুরের সহস্র বাহু যেমন করিয়া তোমাকে নিজ পুরীতে লইয়া যাইবেন ॥ ৪১

তারপর চন্দ্রমার ন্যায় কমনীয় মুখবিশিষ্ট অনিরুদ্ধ প্রসন্ন হইয়া পুনরায় দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪২।

অনিরুদ্ধ বলিলেন—হে কল্যাণরূপে! বরদায়িনি দেবি! দেবদেবেশ্বরি দেবি! আপনাকে প্রণাম জানাই ॥ ৪২

হে কামচরে সদাশিবে! আপনাকে প্রণাম করি। সর্বজনের হিতাকাঙ্ক্ষিণী হইয়াছেন! আপনাকে প্রণাম জানাই। শত্রুনিধনের সময় ভয়প্রদর্শনকারিণি দেবি! আপনাকে প্রণাম এবং বন্ধন-মোক্ষকারিণি দেবি! আপনাকে প্রণাম জানাই ॥ ৪৩

হে ব্রহ্মাণি! ঐন্দ্রাণি! কৃপাণি! ধৃত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-রূপে শিবে! সকল প্রকার ভয় হইতে আমাকে রক্ষা করুন। হে নারায়ণি! আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৪৪

জগন্নাথে প্রিয় দেবি! আপনাকে প্রণাম জানাই। যাহে (সংযমপরায়ণে)। মহব্রতধারিণি ভক্তিপ্রিয়ে! জগন্মাতঃ! শৈলরাজনন্দিনি! বসুন্ধরে! বিশালাক্ষি নারায়ণি! আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। দানবদিগের ভয় প্রদর্শনকারিণি দেবি! সকল প্রকার দুঃখ হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥ ৪৫-৪৬

কৃতপ্রিয়ে! ভক্তের পীড়ানাশিনী মহাভাগে! আমি আপনার শ্রীচরণে আমার মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিতেছি; আপনি আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিন ॥ ৪৭

বৈশম্পায়ন উবাচ

সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।
যস্বনন্ত্যো বিমুচ্যেত সত্যা ব্যাসবচো যথা ॥ ৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
আর্যাস্তুতো নাম বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যিনি একাগ্রচিত্তে এই পবিত্র আর্যাস্তোত্র পাঠ করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন এবং যদি বন্ধনে পতিত থাকেন, তাহা হইলে তাহা হইতেও মুক্ত হইয়া যান; যেমন ব্যাসদেবের ইহা সত্য হইয়াছে ॥ ৬৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে অনিরুদ্ধকৃত আর্যাস্তব নামক বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ৪

[অনিরুদ্ধাপহরণেনান্তঃপুরে শোকঃ, শ্রীকৃষ্ণস্য যাদবানাঞ্চ চিন্তা, গুপ্তচরাণাং নিয়োগঃ, তেষাং বিফলতা, নারদস্যাগমনম্, অনিরুদ্ধস্য সংবাদকথনম্, শ্রীকৃষ্ণেন গরুড়স্তাস্মানং স্তুতিঃ, গরুড়েন শ্রীকৃষ্ণস্য স্তবঃ, শ্রীকৃষ্ণস্য শোণিতপুরে প্রস্থানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততোঽনিরুদ্ধস্য গৃহে কৃতস্য সর্বস্বেনিতঃ।
প্রিয়ঃ নাথমপশ্যন্ত্যঃ কৃপণা ইব সস্বনঃ ॥ ১

অহো ধিগিমিং নাথ ন ত কৃষ্ণে বাবস্থিতে
অনাথা ইব সম্ভূতা কলিমঃ ভয়পীড়িতাঃ ॥ ২

যস্যেন্দ্রপ্রমুখা দেবাঃ সাদিত্যাঃ সমরুদ্গণাঃ
বাহুচ্ছায়ামুপাশ্রিতা বসন্তি দিবি দেবতাঃ ॥ ৩

তস্যোৎপন্নমিমং লোকে ভয়ন্তু মহাভয়ম্
তস্যানিরুদ্ধঃ পৌত্রস্তু বীরঃ কেনাপি নো হৃতঃ ॥ ৪

অহো নাস্তি ভয়ং নূনং তস্য লোকে মুহূর্তকে
বাসুদেবস্য যঃ ক্রোধমুদ্বহেৎ পুরুষাধমঃ ॥ ৫

যাদিত্যাস্তাস্য সংমুহ্যেয়ুস্তীব্রে পরিবর্তনে।
স বাসুদেবঃ সমরে মোহয়িত্বা রিপূন্ ॥ ৬

ইহৈবাবিধং কৃত্বা বিপ্রিয়ং মৎপুত্রকে
কথং জীবন্ বিমুচ্যেত সাক্ষাদপি শচীপতিঃ ॥ ৭

হৃতনাথাঃ স্ম লোকাঃ স্ম বয়ং নাথং বিনা কৃতাঃ
বিপ্রধর্ষণেন নাথস্য কৃতাস্তুবশগাঃ কৃতাঃ ॥ ৮

ইত্যেবং তা বরস্ত্রীস্তু করুণান্তু পুনঃপুনঃ।
নেত্রজং বারি মুমুচুর্নলিন্য ইব পদ্মজম্ ॥ ৯

আজ কে হরণ করিয়াছে? ৩-৫

অহো! সেই দুর্বুদ্ধির নিকটই সংসারে কোন ভয় নাই, যে ভগবান্ বাসুদেবের ক্রোধে উৎপন্ন করিয়াছে ॥ ৫

যে ব্যক্তি যুধ্যমানকারী দুষ্টার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেছে, কেবল সেই ব্যক্তিই মোহবশে সমরাঙ্গনে গরুড়ধ্বজ ভগবান্ বাসুদেবের সম্মুখে গমন করে ॥ ৬

বহুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ অপ্রিয় আচরণ করিয়া সাক্ষাৎ শচীপতি ইন্দ্রও কেমন করিয়া জীবিত অবস্থায় মুক্তি লাভ করিবেন? ৭

হায়! আমরা প্রভুর অসহরণ জানিয়া আমরা সকলে অনাথা ও শোচনীয় হইয়া রহিয়াছি। আপন স্বামীর বিরোধে আমরা কালের অধীন হইয়া রহিয়াছি ॥ ৮

সেই বরস্ত্রী অজনাগণ এইরূপে বিলাপ ও রোদন করিতে করিতে নিজেদের চক্ষু হইতে অম্বরসদৃশ অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৯

তাসাং বাষ্পাম্বুপূর্ণানি নয়নানি চকাশিরে।
সন্দিগ্ধনালমুত্তানীব পঙ্কজানি জলাগমে ॥ ১০

তাসাং মহালপদ্মাণি রাজন্তি স্ততানি চ
রুদিতেনামুতানীব নয়নানি চকাশিরে ॥ ১১

তাসাং কর্ণতলস্থানাং পূর্ণ আসীন্মহান্ স্বনঃ।
কুররীনাদবিত্রাসাদ্বে রুদতীনাং সহস্রশঃ ॥ ১২

তে শ্রুত্বা নিনদং ঘোরমপূর্ব্বং ভয়মাগতম্।
উৎপেতুঃ সদনা দ্বেভ্যো গৃহেভ্যঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥ ১৩

কস্যাদেবোহনিরুদ্ধস্য শ্রূয়তে ভূমতাস্বনঃ
গৃহে কৃষ্ণাভিগুপ্তায়াঃ কুতো নো ভয়মাগতম্ ॥ ১৪

ইত্যেবমুচুস্তেঽন্যোন্যং বেগবিক্লবগদ্গদাঃ।
অবধিত্বা যথা সিংহা গুহাং তাং ইব নির্ভয়াঃ ॥ ১৫

সন্ত্রাসতস্তে কৃষ্ণস্য সংত্রাসমতুলং তদা
যযুস্তে সদনে তে সর্বে সমাসাদ্য চ বিহ্বলাঃ ॥ ১৬

তাঁহাদের অন্তরে পূর্ব্ব নেত্রসঃ বর্ষাকালে জলে আপ্লুত পদ্মের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। ১০

তাঁহাদের কুটিল পক্ষ্মযুক্ত মুক্ত ও রুক্মিম নয়নসকল যেন রক্তে আপ্লুত বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। ১১

অট্টালিকাবাসিনী সেই সুকেশীগণের রোদনধ্বনি সমস্ত দিক্ পূর্ণ করিল এবং সেই আর্ত্তনাদ আকাশে সহস্র কুররীর ক্রন্দনের ন্যায় ধ্বনিত হইতেছিল। ১২

সেই ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করত কোনও অপূর্ব ভয়ের আগমনের অনুমান করিয়া সেই পুরুষশ্রেষ্ঠগণ যাদবগণ নিজ নিজ গৃহ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক বাহির হইয়া আসিলেন। ১৩

তাঁহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন—অনিরুদ্ধের গৃহে এই মহা-কোলাহল কেন ও কোথা হইতে হইল? শ্রীকৃষ্ণের সংরক্ষণে স্থিত আমাদের গৃহে এই ভয় কোথা হইতে আসিল? ১৪

এইভাবে তাঁহারা একে অন্যকে বলিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের কথাবার্ত্তা বেগধ্বনিহ বিকলতাবেতু গদগদ হইয়াছিল। কাহারও জিহ্বার স্তম্ভ করিতে না পারিয়া সিংহ যেমন গুহা হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ সেই যাদবগণও নিজ নিজ গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। ১৫

তখনও শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধে প্রস্তুত হইবার জন্য সূচনাকারী বিশাল ঢাক তখন বাজিয়া উঠিল, যাহার শব্দে সমস্ত যাদবগণ সেখানে একত্রিত হইয়া অবস্থান করিলেন। ১৬

কিমেতদিতি তেঽন্যোন্যং সমপৃচ্ছন্ত যাদবাঃ
অন্যোন্যস্য হিতে সর্বে যথাবদুমবেবয়ন্ ॥ ১৭

ততস্তে বাষ্পপূর্ণাক্ষাঃ ক্রোধসংরক্তলোচনাঃ।
নিঃশ্বসন্তো বার্ষিতন্ত যাদবা যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥ ১৮

তূষ্ণীভূতেষু সর্বেষু বিষ্ণুর্যুদ্ধাকাঙ্ক্ষয়াব্রবীৎ
কৃষ্ণঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ নিঃশ্বসন্তং মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৯

কিমিদং চিন্তয়াবিষ্টঃ পুরুষেন্দ্র ভবানিহ
তব বাহুবলত্রাণাঃ আশ্বিতাঃ সর্বযাদবাঃ ॥ ২০

ভবন্তমাশ্রিতাঃ কৃষ্ণ সংবিভক্তাশ্চ সর্বশঃ।
স্তবৈব বলবান্ শত্রুস্বয়াবেন্দ্র জয়াজয়ৌ ॥ ২১

মুখং ঋষিরিতি শ্রিশ্নঃ কথং ত্বং চিন্তয়াশ্বিতঃ।
লোকধারয়রক্ষোভাঃ মনো যে আত্তয়ো গতাঃ ॥ ২২

ত্রায়স্বজমানানেকস্ব সমুদ্ধর্তুং ত্বমর্হসি।
কিমেবং চিন্তয়া বিষ্টো ন কিঞ্চিদিতি ভাষসে ॥ ২৩

'ইহা কি' বলিয়া সেই যাদবগণ পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কারণ জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা একে অন্যকে যথার্থ কথা বলিতেছিলেন। ১৭

তখন সেই ক্রুদ্ধ যাদবগণ বাষ্পপূর্ণ ক্রোধে রক্তবর্ণ নয়ন-বিশিষ্ট হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৮

সমস্ত যাদব সেস্থানে আসিয়া নীরব রহিলেন। তখন বিষ্ণু বারংবার দীর্ঘশ্বাস লইতে লইতে যোদ্ধশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রকার বলিলেন। ১৯

হে পুরুষোত্তম! আপনি এস্থানে চিন্তামগ্ন কেন? সমস্ত যাদব আপনার বাহুবল আশ্রয় করিয়া জীবনধারণ পূর্বক এস্থানে সুখে বাস করিতেছেন। ২০

হে শ্রীকৃষ্ণ! ইহারা সকলে আপনার শরণাপন্ন এবং আপনিই সকলকে পৃথক্ পৃথক্ সুখ সুবিধা দিয়াছেন। এইভাবে বলবান্ ইন্দ্রও আপনার উপর জয়-পরাজয়ের ভার রাখিয়া ভয়হীনভাবে সুখে বাস করিতেছেন। অতএব আপনি কেন চিন্তা করিতেছেন? আপনার এই সেই সমস্ত বন্ধু-বান্ধব আপনার এই দশা দেখিয়া শোকে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ২১-২২

মহাবাহো! আপনি একাই মজ্জমান স্বজনবর্গকে উদ্ধার করুন—এইরূপ চিন্তামগ্ন হইয়া আপনি কেন কিছু বলিতেছেন না হে দেব! হে মাধব! আপনি চিন্তা করিবেন না। ২৩

চিন্ত্যাং কর্তুং বৃথা বেদ ন মমর্হসি মাধব
ইত্যেবমুক্তঃ কৃষ্ণস্তু নিঃশ্বস্য মুহিতঃ মহু ॥ ১৪
প্রাহ বাক্যং স বাক্যজ্ঞো বৃহস্পতিরিব স্বয়ম্।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

বিপৃথো চিন্তয়াবিষ্টো জ্ঞেতং কার্যামচিন্তয়ম্ ॥ ১৫
বিচিন্তয়ন্বপ্যহং চাস্য কার্যস্য ন লভে গতিম্।
তথাহং তথতাপ্যুক্তো নোত্তরং বিদধে কচিৎ ॥১৬
দাশার্হসদমধ্যেঽহং যদামার্থবতীং গিরম্
শৃণুন্তঃ যাদবাঃ সর্বে যথা চিন্তাবিষ্টো মুহূর্ম্ ॥ ১৭
অনিরুদ্ধে শ্রুতে বীরে পৃথিব্যাং সর্বপার্থিবাঃ
অশক্তা ইতি মৎস্তস্তে সর্বানস্মান্ সবান্ধবান্ ॥ ১৮
আহুকশ্চৈব নো রাজা শ্রুতঃ শাল্বেন বৈ পুরা
প্রত্যানীতঃ স চাস্মাভির্যুদ্ধং কৃত্বা পুরাকৃতম্ ॥ ১৯
প্রদ্যুম্নোঽপি নো বালঃ সম্বরেণ হৃতো দ্রুতম্।
স তং নিহত্য সমরে প্রাপ্তো রুক্মিণিনন্দনঃ ॥ ৩০
ইমং তু সুমহৎ কষ্টং প্রাপ্তাস্মি ক প্রবাসিতঃ।
এবংবিধময়ং দোষং ন স্মরে মনুজর্ষভাঃ ॥ ৩১
তস্মিন্ন শুষ্কিতঃ পাপো যেন মে মূর্ধি পাতিতঃ।
তস্যাহং সানুবন্ধস্য হরিষ্যে জীবিতং রণে ॥ ৩২
ইত্যেবমুক্তে কৃষ্ণেন সাত্যকির্বাক্যমব্রবীৎ।
চারাঃ কৃষ্ণ প্রণীয়ন্তামনিরুদ্ধস্য মার্গণে।
সপর্বতবনোদ্দেশাং মার্গন্তু বসুধামিমাম্ ॥ ৩৩
আহুকং প্রাহ কৃষ্ণস্তু স্মিতং কৃত্বা বচস্তদা।
(অন্বেষণেঽনিরুদ্ধস্য চারানাশি না চিরম্।)
আভ্যন্তরাংশ্চ বাহ্যাংশ্চ ব্যাদিশন্নাঃ চরা নৃপ ॥ ৩৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কেশবস্তু বচঃ শ্রুত্বা আহুকস্তুরিতোঽব্রবীৎ।
অন্বেষণেঽনিরুদ্ধস্য স চারান্ নিষ্টবাংস্তদা ॥ ৩৫
ততশ্চারাস্তু ব্যাদিষ্টাঃ পার্শ্বিনেন যশস্বিনা
হৃষ্টা যথাংশ্চ ব্যাদিষ্টাঃ পার্শ্বিনেন মহাত্মনা।
অভ্যন্তরঞ্চ মার্গন্তঃ বাহ্যাংশ্চ সমন্ততঃ ॥ ৩৬

বিপৃথু এইরূপ বলিলে পর বাক্যজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ বৃহস্পতির ন্যায় এই কথা বলিলেন ॥ ২৪॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে বিপৃথো! আমি চিন্তামগ্ন হইয়া এই কার্যের বিষয় চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু বহু চিন্তা করিয়াও আমি এই কার্যের কোন নিশ্চিত উপায় লাভ করিতে পারি নাই। সেইজন্য তোমার জিজ্ঞাসার পরও আমি কোন উত্তর দিই নাই। ॥ ২৫-২৬ ॥

আজ সমস্ত যাদবগণের মধ্যে আমি এই অর্থপূর্ণ বাক্য বলিতেছি। হে যাদবগণ! তোমরা সকলে শ্রবণ কর, আমি কি চিন্তা করিয়াছি ॥ ২৭

বীর অনিরুদ্ধ অপহৃত হইয়াছে জানিলে ভূমণ্ডলের সমস্ত রাজারা বন্ধুবান্ধব সহিত আমাদের সকলকে শক্তিহীন বলিয়া জানিবে ॥ ২৮

পূর্বকালে শাল্ব আমাদের রাজা উগ্রসেনকে হরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তখন আমরা ভীষণ যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলাম ॥ ২৯

আমাদের প্রদ্যুম্নকেও বাল্যাবস্থায় শম্বরাসুর চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন সমরাঙ্গনে সেই অসুরকে বধ করিয়া স্বয়ং চলিয়া আসিয়াছিল ॥ ৩০

কিন্তু ইহা অত্যন্ত কষ্টের কথা যে, প্রদ্যুম্নকুমার অনিরুদ্ধ কোথায় প্রবাসিত হইল। হে নরশ্রেষ্ঠ যাদবগণ! এইরূপ দোষ কখন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা আমি স্মরণ করিতে পারি না ॥ ৩১

যে ব্যক্তি আমার মস্তকে নিজ উষ্ণীষের পাদ স্থাপন করিয়াছে, যাবতীয় আত্মীয় স্বজনগণের সহিত সেই দুরাত্মার প্রাণকে আমি রণভূমিতে অবশ্যই হরণ করিব ॥ ৩২

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিবার পর সাত্যকি বলিলেন—হে শ্রীকৃষ্ণ! অনিরুদ্ধের সন্ধান লইবার জন্য গুপ্তচর প্রেরণ করুন এবং পর্বত ও বনস্থলীসহিত এই সমগ্র পৃথিবীতে তাঁহার অনুসন্ধান করুন ॥ ৩৩

তখন শ্রীকৃষ্ণ স্মিত হাস্য করিয়া রাজা উগ্রসেনকে বলিলেন—হে নরেন্দ্র! আজ রাজ্য এবং আভ্যন্তর সমস্ত চরদিগকে এই কার্যের জন্য নিযুক্ত করুন ॥ ৩৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া রাজা উগ্রসেন অতিশয় তৎপর হইলেন। সেই অনিরুদ্ধের সন্ধানের জন্য তখন প্রকট (বাহ্য) ও গুপ্ত (আভ্যন্তর) চর নিযুক্ত করিলেন ॥ ৩৫

যশস্বী পার্শ্বিনি মহাত্মা উগ্রসেন গুপ্তচর বিভাগ করিয়া তাহাদের জন্য অন্ন ও বেতন দিলেন এবং আদেশ করিলেন তোমরা সকলে ভিতর-বাহির সব দিকে অনিরুদ্ধকে অনুসন্ধান কর ॥ ৩৬

বেণুমন্তং লতাবিষ্টং তথা বৈবতকং গিরিম্
কক্ষবন্তং গিরিং চৈব মার্গধ্বং ত্বরিতা হয়ৈঃ ॥ ৩৭
একৈকং তত্র চোদ্যানং মার্গধ্বং কাননানি চ।
যাতব্যং চাপি নিঃশব্দমুদ্যানানি সমন্ততঃ ॥ ৩৮
হত্বানাকং সহস্রাণি রথানাং চাপ্যনেকশঃ।
আরুহ্য ত্বরিতাঃ সর্বে মার্গধ্বং যদুনন্দনম্ ॥ ৩৯
সেনাপতিরনাবৃষ্টিরিদং বচনমব্রবীৎ
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্মাণমসুরাস্তাং ভীততীতবৎ ॥ ৪০
শৃণু কৃষ্ণ বচো মহ্যং রোচতে যদি তে প্রভো।
চিত্তাৎ প্রভৃতি মে বক্তুং হৃদয়ং ত্বাস্তে মতিঃ ॥ ৪১
অসিলোমা চ পুলোমা চ নিসুম্ভ-নরকৌ হতৌ।
সৌভঃ শাল্বশ্চ নিহতৌ মৈন্দঃ দ্বিবিদ এব চ ॥ ৪২
হয়গ্রীবশ্চ সুমহান্ সাধুবদ্ধস্ত্বয়া হতঃ
তাদৃশে বিগ্রহে বৃত্তে দেবতোতঃ সুদারুণে ॥ ৪৩
সর্বাণ্যেতানি কর্মাণি নিঃসন্দেহানি রণে রণে
কৃতবানসি গো বিষ্ণো পাকিশাসনস্য তে ॥ ৪৪
ইদং কর্ম ত্বয়া কৃষ্ণ সাধুবদ্ধং মহৎ কৃতম্।
পারিজাতহরণে বৈ কৃতং কর্ম দুষ্করম্ ॥ ৪৫
তত্র শক্রস্ত্বয়া কৃষ্ণ ঐরাবতশিরোগতঃ।
নির্জিতো বাহুবীর্যেণ ত্বয়া বৃত্রনিষূদনঃ ॥ ৪৬
তেন বৈরং ত্বয়া সার্ধং কর্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ।
বৈরানুবন্ধস্তু মহাংস্তেন কার্যস্ত্বয়া সহ ॥ ৪৭
তত্রানিরুদ্ধহরণং কৃতং নবতয়া যদম্
ন হ্যন্যস্য ভবেদ্ভক্তির্বৈরিনির্যাতনাং প্রতি ॥ ৪৮
ইত্যেবমুক্তে সচনে কৃষ্ণঃ নাগ ইব শ্বসন্।
উবাচ বচনং ধীমাননাবৃষ্টিং মহাবলম্ ॥ ৪৯
সেনানীস্ত্বাং ন মৈবং ন দেবরাঃ ক্ষুদ্রকর্মিণঃ
নারুতজ্ঞা ন চ স্ত্রৈবা নাবলিপ্তা ন বালিশাঃ ॥ ৫০
দেবতার্থঞ্চ মে হৃষ্টো মহান্ দানবসংক্ষয়ে
তেষাং প্রিয়ার্থঞ্চ রণে হরিঃ পৃথু সৃজাবলান্ ॥ ৫১

অন্যে আরোহণ করিয়া পাঁচই পবন পূর্বক বেণুমান্, লতাবিষ্ট, রৈবতক ও কক্ষবান্ পর্বতে তাহার অনুসন্ধান কর ॥৩৭

সেখানে এক-এক উদ্যান ও কাননসমূহ ও উদ্যানের সব দিকে বিচরণ চলিয়া যাইবে, হাজার অশ্ব ও বহু সংখ্যক রথে আরোহণ পূর্বক তোমরা সকলে পাঁচই যদুনন্দন অনিরুদ্ধের অনুসন্ধান কর ॥ ৩৮-৩৯

তারপর সেনাপতি অনাবৃষ্টি অসুরদের মহান্ কর্মকারী অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে ভয়ে ভয়ে এই কথা বলিলেন ॥ ৪০

প্রভো! শ্রীকৃষ্ণ! যদি আপনার রুচি হয়, তাহা হইলে আমার কথা শ্রবণ করুন। বহুদিন হইতে আমার মনে এই কথা রহিয়াছে, তাহা আপনাকে বলিব ॥ ৪১

অসিলোমা ও পুলোমাকে আপনিই নিহত করিয়াছেন। নিসুম্ভ ও নরককেও আপনি হত্যা করিয়াছেন। সৌভ বিমান ও তাঁহার প্রভু রাজা শাল্বকেও নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। মৈন্দ-দ্বিবিদকেও মারিয়াছেন ॥ ৪২

মহাসুর হয়গ্রীব সবলে আপনার হস্তে নিহত হইয়াছেন। দেবতাদের জন্য আপনি ভয়ঙ্কর যুদ্ধও করিয়াছেন। যে যোদ্ধি। প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি এই সমস্ত কর্ম পূর্বরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন, কিন্তু আপনার সমকক্ষকারী কেহই নাই ॥ ৪৩-৪৪

শ্রীকৃষ্ণ! পারিজাতহরণের সময় আপনি যে দুষ্কর কর্ম করিয়াছিলেন, তাহা সর্বাপেক্ষা মহান্ ছিল। আপনার দ্বারা কৃত এই পারিজাতহরণরূপ কার্য পরিণামসহিত সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ॥ ৪৫

শ্রীকৃষ্ণ! তখন আপনি নিজ বাহুবলে ঐরাবতমূর্ধে উপবিষ্ট বৃত্রবিনাশক ইন্দ্রকেও পরাজিত করিয়াছিলেন ॥ ৪৬

অতএব ইহাতে কোন সংশয় নাই যে, দেবরাজ ইন্দ্র আপনার সহিত শত্রুতা করিতে সমর্থ। আপনার সহিত মহান্ শত্রুতা হওয়া অবশ্যই সম্ভব ॥ ৪৭

অতএব অনিরুদ্ধের অপহরণ বৃথা ইন্দ্রই করিয়াছেন। অন্য কাহারও এরূপ শত্রুতার প্রতিশোধ লইবার শক্তি নাই ॥ ৪৮

তিনি এইরূপ কথা বলিলে পর বুদ্ধিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হস্তীর ন্যায় উচ্ছ্বাস লইয়া মহাবলী অনাবৃষ্টিকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৯

ভাই! সেনাপতে! এইরূপ কথা বলিও না, বলিও না। দেবতারা এইরূপ নীচ কর্মকারী নহেন, তাঁহারা অকৃতজ্ঞ হন না, স্ত্রীর ন্যায়ও হন না; অজ্ঞানীও নহেন, দুর্বৃদ্ধও নহেন ॥ ৫০

দেবতাদিগের জন্যই আমার দানবসংহারে মহান্ প্রযত্ন তাঁহাদের প্রিয় করিবার জন্যই আমি রণে অভিযাত্রী মহাবলী অসুরদিগের বধ করি ॥ ৫১

তৎপরস্তন্নাবাচ্যমি তদুক্তংশ্রিয়ে নমঃ
কথং পাপাঃ করিষ্যন্তি বিজ্ঞায়ৈবংবিধং হি মাম্ ॥ ৫১
অক্ষুদ্রাঃ সত্যবক্তৃশ্চ নিত্যাঃ শুক্লাস্তকল্পিকাঃ
ভেত্তো ন বিদ্যতে পাপাং বালিশত্বাং প্রভাবসে ॥ ৫৩
কদাচিদিহ পুংশ্চল্যা অনিরুদ্ধো হ্যতো ভবেৎ
দেবেষু সমবেতেষু নৈতৎ কর্ম বিধীয়তে ॥ ১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং চিন্তয়মানস্য কৃষ্ণস্যাদ্ভুতকর্মণঃ
কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা ততোঽহংকুরোঽব্রবীদ্ বচঃ ॥ ৫৫
মধুরং শ্লক্ষ্ণয়া বাচা অর্থবাক্যবিশারদঃ
যদ্ধ্রুক্ষ্যন্তি প্রভো কার্যাং তদস্মাকং বিনিশ্চিতম্ ॥ ৫৬
অস্মাকং চাপি যৎ কার্যাং তত্ত্বি কার্যাং শচীপতেঃ
সারক্ষ্যান্তু বরং দেবৈরস্মাভিশ্চাপি দেবতাঃ
দেবতার্থং বরং চাপি মানুষত্বমুপাগতাঃ ॥ ৫৭

এবমুক্তবচনৈস্তোষিতো মধুসূদনঃ
স্নিগ্ধগম্ভীরয়া বাচা পুনঃ কৃষ্ণোঽভ্যভাষত ॥ ৫৮
নায়ং দেবৈর্ন গন্ধর্বৈর্ন যক্ষৈর্ন চ রাক্ষসৈঃ।
প্রদ্যুম্নপুত্রোঽপজ্ঞতঃ পুংশ্চল্যা হ্যু মহাযশাঃ ॥ ৫৯
মায়াবিদ্ধাঃ পুংশ্চল্যো নৈতা-দানববোষিতঃ।
তাভির্জাতো ন সন্দেহো নান্যতো বিদ্ধতে ভয়ম্ ॥ ৬০

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইত্যেবমুক্তে বচনে কৃষ্ণেন তু মহাত্মনা।
অথাবগম্য তত্ত্বেন যদ্ধ তৃতং মহদ্ভুতম্।
উদতিষ্ঠন্মহারাজ কৃষ্ণঃ প্রসাদয়ন্ ॥ ৬১
হর্ষয়ন্ স তু সর্বেষাং সূত-মাগধ-বন্দিনাম্।
মধুরঃ শ্রূয়তে ঘোষো যাদবস্য নিবেশনে ॥ ৬২
তে চারাঃ সর্বতঃ সর্বে সভাস্থানমুপাগতাঃ।
শনৈর্গদ্গদয়া বাচা ইদং বচনমব্রুবন ॥ ৬৩
উত্তানানি গুহাঃ শৈলাঃ সভা নদ্যঃ সরাংসি চ।
একৈকং শতশো রাজন মার্গিতা ন চ লব্ধবান্ ॥ ৬৪

আমি দেবতাদের হিতসাধনে তৎপর, মনের দ্বারা তাঁহাদের হিত চিন্তা করি। তাঁহাদের প্রতি আমি ভক্তি রাখি, তাঁহাদের প্রিয় করিতে তৎপর থাকি আমাকে এইরূপ জানিয়াও আমার সহিত দুর্ব্যবহার তাঁহারা কেন করিবেন? ৫২

দেবতাগণ ক্ষুদ্রতা-রহিত, সত্যবাদী ও শুক্লজনের উপর দয়া কৃপাকারী। তাঁহাদের মধ্যে পাপ নাই। তুমি বিবেকশূন্য বলিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলিতেছ ॥ ৫৩

কদাচিৎ ইহা সম্ভব হইতে পারে যে, কোন পুংশ্চলী স্ত্রী এখানে আসিয়া অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়াছে। ইন্দ্র সহিত দেবতাদের মধ্যে কেহই এইরূপ কার্য্য করিতে পারেন না ॥ ৫৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে রাজন্! এইরূপ চিন্তাকারী অদ্ভুতকর্মা শ্রীকৃষ্ণের সেই কথা শুনিয়া অর্থযুক্ত বাক্য বলিতে চতুর অক্রূর ধেরুক এই বাক্য মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন—হে প্রভো! যাহা উহাঁর কার্য্য তাহা আমাদের, এইরূপে যাহা আমাদের কার্য্য তাহাও উহাঁরই কার্য্য। ৫৫-৫৬

দেবতাগণ আমাদিগকে রক্ষা করেন এবং আমরাও দেবতাদিগকে রক্ষা করি। কারণ, আমরা দেবতাদের জন্যই মানব-শরীর ধারণপূর্বক আসিয়াছি ॥ ৫৭

এইভাবে অক্রূরের সেই বচনে প্রেরিত হইয়া মধুসূদন শুণবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় স্নিগ্ধ গম্ভীর বাক্যে বলিলেন ॥ ৫৮

হে মহারাজ! অক্রূর ও চারু-পুত্র অনিরুদ্ধকে দেবতাগণ, গন্ধর্ব, যক্ষ ও রাক্ষসগণ অপহরণ করেন নাই, নিশ্চয়ই কোন পুংশ্চলী স্ত্রী (বাণের দিগ্) উহাঁকে হরণ করিয়াছে ॥ ৫৯

দৈত্য ও দানবগণের যে পুংশ্চলী স্ত্রী, সে মায়ায় নিপুণ। তাহা কর্তৃকই অনিরুদ্ধের অপহরণ হইয়াছে, উহাতে সংশয় নাই। অন্য কাহা হইতেও ভয় নাই ॥ ৬০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে রাজন্! মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিলে পর যদুমণ্ডলে যাহা কিছু হইয়াছিল, তাহা যথাযথভাবে জানিয়া সেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদার্থ পূর্ব মহান্ শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥৬১

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের পূজা সকলের হর্ষবর্দ্ধনকারী সূত, মাগধ ও বন্দিগণের সেই মধুর শব্দ সকলে শুনিতে পাইল ॥ ৬২

তখন সকল শুশ্রূষক সর্ব দিক্ হইতে অন্বেষণ করিয়া সভাস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ধীরে ধীরে গদ্গদ বাণীতে এই প্রকার বলিল ॥ ৬৩

হে রাজন্! সমস্ত উদ্যান, গুহা, পর্বত, বনস্পতি, নদী ও সরোবর—সব স্থানেই অন্বেষণ করা হইয়াছে, এক এক স্থানে শত শত বার অনুসন্ধান করা হইয়াছে, কিন্তু অনিরুদ্ধের দর্শন পাওয়া যায় নাই ॥ ৬৪

অন্তে কৃষ্ণ চরা বাক্যমূপাগম্য তদাব্রুবন্
সর্বে বো বিদিতা দেশাঃ প্রাপ্তাশ্চাস্মি চ দুষ্কৃতে ॥ ৬৫
যদ্যস্মৎ সাধিবাস্তবাং বিধানং যদনন্দন
তদাজ্ঞাপয় নঃ ক্ষিপ্রমনিরুদ্ধস্য মার্গণে ॥ ৬৬
ততস্তে দীনমনসঃ সর্বে বাষ্পাকুলেক্ষণাঃ
অন্যোন্যমভ্যভাষন্ত কিমতঃ কার্যমুত্তমম্ ॥ ৬৭
সম্প্রষ্টোঽপৃচ্ছঃ কেচিৎ কেচিদ্ বাষ্পাকুলেক্ষণাঃ।
কেচিদ্ ভ্রুকুটিমাস্যায় চিন্তয়ন্তার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৬৮
এবং চিন্তয়তাং তেষাং বহুবর্ষমিতাবিতম্
অনিরুদ্ধঃ কুতস্কেতি সসম্ভ্রমঃ পুনশ্চানবুঃ ॥ ৬৯
অন্যোন্যমভিবীক্ষন্তে যাদবা ভ্রান্তমনসঃ
তাং নিশাং বিমনস্কাস্তে গময়েযুঃ কথঞ্চন।
অনিরুদ্ধো হৃতস্কেতি পুনঃ পুনরবিন্দন ॥ ৭০
এবং ব্রুবতাং তেষাং প্রভাতা রজনী তদা
ততস্তূর্যানিনাদৈশ্চ শঙ্খানাঞ্চ মহাস্বনৈঃ

প্রবোধনং মহাবাহোঃ কৃষ্ণস্যাক্লিষ্টকারিণঃ ॥ ৭১
ততঃ প্রভাতে বিমলে প্রাতঃকৃত্যে বিবাকরে।
প্রবিবেশ সভামেকো নারদঃ প্রহসন্নিব ॥ ৭২
দৃষ্ট্বা তু যাদবান্ সর্বান্ কৃষ্ণেন সহ সঙ্গতান্।
ততঃ স জগদাকেন সাধবা প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৭৩
উগ্রসেনাদয়স্তে চ ভূমিং প্রত্যপূজয়ন্
অথাভ্যুত্থায় বিমনা রুক্ম সমিতিশুর্জয়ঃ।
মধুপর্কঞ্চ গাঙ্কেয় নারদায় বলৌ প্রভুঃ ॥ ৭৪
সোপবিষ্টাসনে শুভ্রে সর্বাস্তরণসংবৃতে।
সুখাসীনো মহাত্মাসমুবাচেদং বচোঽর্থবৎ ॥ ৭৫

নারদ উবাচ।

কিমেবং চিন্তয়াবিষ্টাঃ নিঃসঙ্গা গতমানসাঃ
উৎসাহচ্ছীনাঃ সর্বে বৈ স্ত্রীযু ইব সমাসতে ॥ ৭৬
ইত্যেবমুক্তে বচনে নারদেন মহাত্মনা
বাসুদেবোঽব্রবীদ্ বাক্যং শ্রূয়তাং ভগবন্নিদম্ ॥ ৭৭

হে রাজন্! অন্যান্য চরগণও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া বলিল—'হরে! আমরা সকল দেশে বিচরণ করিয়াছি, সর্বত্র অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু কোথাও শাম্ব-কুমার অনিরুদ্ধকে দেখিতে পাই নাই। ৬৫

হে যদুনন্দন! অনিরুদ্ধের অন্বেষণের জন্য এখন আর কি যে সমস্ত কার্য করিতে হইবে, তাহা আমাদিগকে আজ্ঞা করুন। ৬৬

চরগণের এই কথা শুনিয়া সকলের মন উদাস হইয়া গেল, সকলের নয়ন জলপূর্ণ হইল এবং সকলে পরস্পরকে বলিতে লাগিল—ইহা অপেক্ষা উত্তম কার্য আর কি করা যায়? ৬৭

কেহ কেহ ক্রোধবশে দাঁতে দাঁত চাপিলেন, কেহ কেহ বাষ্পাকুললোচন হইলেন এবং কেহ কেহ ভ্রূকুটি করিয়া কার্য-সিদ্ধির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৬৮

এইরূপ চিন্তাকারী যাদবগণের মুখ হইতে অনেক অর্থযুক্ত বাক্য বাহির হইল। 'অনিরুদ্ধ কোথায় গেলেন' এই প্রশ্ন লইয়া সকলের হৃদয়ে মহান্ সম্ভ্রম উপস্থিত হইল। ৬৯

হে পদ্মলোচন নরেন্দ্র! তখন কুণ্ঠিত ও ভিন্ন যাদবগণ একে অন্যকে দেখিতে লাগিলেন। অনিরুদ্ধের অন্তর্ধানের কথা বারং বার চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা উপাসনে সেই রাত্রি কাটাইয়া দিলেন। ৭০

এইরূপে পরস্পর কথাবার্তা বলিতে বলিতে তাহাদিগের সেই রাত্রি অতীত হইয়া গেল এবং সূর্যদেব আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণের শয়নে অভিপ্রেত শঙ্খের তূর্যনিনাদ ও শঙ্খের গম্ভীর ধ্বনি নিদ্রা ভিন্ন হইতে লাগিল। ৭১

তারপর নির্মল প্রভাতে সূর্যদেব যখন উদিত হইলেন, তখন একাকী মহর্ষি নারদ হাসিতে হাসিতে যাদবগণের সেই সভায় প্রবেশ করিলেন। ৭২

শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্রিত সমস্ত যাদবগণকে দেখিয়া তিনি "জয় হউক, জয় হউক" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সমাদর করিলেন। ৭৩

উগ্রসেন প্রভৃতি সেই মহর্ষি নারদকে পূজা করিলেন। তারপর রণদুর্মদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উঠিয়াসনে উঠিয়া নারদকে মধুপর্ক ও একটি গরু দান করিলেন। ৭৪

যাদব সংকারের পর যখন সর্বাস্তরণযুক্ত শুভ্র আসনে সুখপূর্বক বসিলেন, তখন তিনি যথোচিত রীতিতে এই অর্থযুক্ত কথা বলিলেন। ৭৫

নারদ বলিলেন—আজ সমস্ত যাদবগণ কেন এইরূপ চিন্তা-মগ্ন, অসঙ্গ, আনমনা ও উৎসাহহীন হইয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় নীরবে বসিয়া রহিয়াছে? ৭৬

মহাত্মা নারদ এই কথা বলিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'ভগবন্! ইহার কারণ শ্রবণ করুন। ৭৭

অনিরুদ্ধো জ্ঞাতো ব্রহ্মন কেনাপি নিশি সুপ্তত
বন্ধার্থং সর্ব এবাস্য চিন্তয়ানবিষ্টচেতসঃ ॥ ৭৮
এষ তে যদি বৃত্তান্তঃ শ্রুতো দৃষ্টোঽপি বা বুধৈঃ।
ভগবন্ কথয়াতো সাধু শ্রিণুমেতন্মহামন ॥ ৭৯
ইত্যেবমুক্তে বচনে কেশবেন মহাত্মনা।
প্রত্যুত্তরতঃ বচঃ প্রাহ শ্রুত্বা মধুসূদন ॥ ৮০
নির্বৃতং সুমহদ্ যুদ্ধং দেবাসুরসমং মহৎ
অনিরুদ্ধস্য চৈকস্য বাণস্যাপি মহাত্মনে ॥ ৮১
ঊষা নাম সুতা তস্য বাণস্যা প্রিয়মৌজসঃ।
তস্যার্থে চিত্রলেখা বৈ শুক্রাসাদ্য সমন্ততঃ ॥ ৮২
উভয়োরপি তত্রাসীন্মহদ্ যুদ্ধং সুদারুণম্।
প্রাদ্যুম্নি-বাণয়োঃ সংখ্যে বলি-বাসবয়োরিব ॥ ৮৩
অস্মাভিশ্চাপি স্বয়ং যুদ্ধং দৃষ্টং সুমহদদ্ভুতম্।
অনিরুদ্ধো জয়াস্তেন সংযুগেঽনিবর্তিনা ॥ ৮৪
বাণেন মায়ামাস্থায় বদ্ধো নাগৈর্মহাবলঃ
ব্যাদিষ্টস্তু বধস্তস্য বাণেন গরুড়স্য ॥ ৮৫

উক্ত ব্রতপালনকারী ব্রহ্মন! রাত্রিতে কেহ অনিরুদ্ধকে অপহরণ করিয়াছে। তাহার জন্য আমরা সকলে এখানে চিন্তিত-চিত্ত হইয়া বসিয়া আছি। ৭৮

হে নিষ্পাপ মুনে! ভগবন! যদি এই বৃত্তান্ত আপনি কোথাও শুনিয়া থাকেন বা দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে যথাযথভাবে আমাদিগকে তাহা বলুন—ইহাই আমার প্রিয় বিষয়। ৭৯

মহাত্মা কেশব এইরূপ কথা বলিলে পর নারদ হাসিয়া উঠিলেন ও বলিলেন—মধুসূদন! শ্রবণ কর। ৮০

এক মহাসমরে একমাত্র অনিরুদ্ধই ছিলেন ও অন্যদিকে সেনাসহিত বাণাসুর ছিলেন। এই দুই জনের মধ্যে মহান দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছে। ৮১

অপ্রতিম বলশালী বাণাসুরের ঊষা নাম্নী এক কন্যা আছে। তাহার জন্য চিত্রলেখা অসুরা শৌচতাপূর্বক অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ৮২

সেস্থানে অনিরুদ্ধ ও বাণাসুর উভয়ের মধ্যে সেইরূপ ভীষণ যুদ্ধ হইল, যেরূপ দেবাসুর-সংগ্রামে বলি ও ইন্দ্রের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল। ৮৩

আমি সেই ভীষণ ও অদ্ভুত যুদ্ধ নিজ চক্ষে দেখিয়াছি। যুদ্ধ হইতে পশ্চাৎপদ হইতে না চাহিয়া বাণাসুর ভয়ভীত হইয়া স্ব নিবাহিতবান্ মধ্যে কৃষ্ণাগ্রে নাম তস্য ত
কুমারস্তানিরুদ্ধস্তু সেনাসংস্থে সংযুগে ॥ ৮৬
বাণেন মায়ামাস্থায় সর্পৈর্নিয়মনং কৃতম
উত্তিষ্ঠতু ভবান্ শীঘ্রং যশসে বিজয়ায় চ ॥ ৮৭
নায়ং সংক্ষিপ্তঃ কালঃ প্রাণাস্ত্যাজ্য ভৌষ্যিণাম্।
প্রাণৈঃ ক্ষিপ্তৈস্তবৈরীতো ধৈর্যমালম্ব্য তিষ্ঠতি ॥ ৮৮

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইত্যেবমুক্তে বচনে বাসুদেবঃ প্রতাপবান্।
প্রাযাদ্রিক্থান্ বৈ সন্তানাজ্ঞাপয়ত বীর্যবান্ ॥ ৮৯
স্তবকন্দনপূর্বৈস্তে লালৈস্তৈর সমন্ততঃ।
নির্যযৌ স মহাবাহুঃ কৌরাণাং ভবার্দনঃ ॥ ৯০

নারদ উবাচ

শ্রবণং বৈনতেয়স্য কর্তুমর্হসি মাধব।
নন্দনেন তমস্কান্তং শক্যা গন্তুং মহাভুজ ॥ ৯১
আরুহ্য তমস্কান্তং গন্তব্যমহিতূর্জয়ম্।
একাদশসহস্রাণি যোজনানাং ভবার্দন ॥ ৯১

মায়া আশ্রয়পূর্বক নাগপাশে তাঁহাকে অনিরুদ্ধকে বন্ধন করিয়াছে। ৮৫

গরুড়ধ্বজ! তারপর বাণাসুর অনিরুদ্ধকে বধ করিতে আজ্ঞা করিল, কিন্তু তাহার মন্ত্রী কুম্ভাণ্ড তাঁহাকে ঊষা করিতে নিবারিত করিল। ৮৬

যুদ্ধে আসক্ত বাণাসুর মায়ার সাহায্যে সর্পসহ বাণসমূহ তার কুমার অনিরুদ্ধকে বন্ধন করিয়াছে, অতএব এখন তুমি যশ ও বিজয়ের জন্য শীঘ্র উত্থিত হও। ৮৬-৮৭

ভাত! ভয়াভিলাষী বীরগণের পক্ষে ঊষা নিজ প্রাণত্যাগের সময় নহে; বীরপুরুষ প্রাণের সঙ্কট জানিয়াও ধৈর্যসহকারে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হয়। ৮৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে রাজন! তিনি এইরূপ বলিলে পরাক্রমী ও প্রতাপবান্ বীর বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রথযাত্রার জন্য উপযুক্ত সামগ্রী প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিলেন। ৮৯

তারপর মহাবাহু জনার্দন যাত্রার জন্য বাহির হইলেন। তখন তাঁহার উপর চারিদিক্ হইতে চন্দনচূর্ণ ও লাজ বিকীরণ করা হইল। ৯০

নারদ বলিলেন—হে মাধব! বিনতানন্দন গরুড়কে স্মরণ কর। হে মহাবাহো! গরুড় ব্যতীত অন্য কেহ এই পথে চলিতে সমর্থ হইবে না। ৯১

হে জনার্দন! আমার কথা শোন যে মার্গে তুমি যাইবে,

তদিতঃ শোণিতপুরং প্রাদ্যুম্নিমত সাম্প্রতম
মনোজবো মনোবীর্য্যো বৈনতেয়ঃ প্রতাপবান্ ॥ ৯৩
সমাহরত্ব গোবিন্দ স হি তাং তত্র নেষ্যতি
একেন মুমুহূর্ত্তেন বাণঃ সম্পর্দিষ্যতি ॥ ৯৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সম্যগ্ গরুড়ং তদা।
স কৃষ্ণপার্শ্বমাগম্য প্রাঞ্জলির্গরুড় স্থিতঃ ॥ ৯৫
প্রণম্যাথ বচঃ প্রাহ বৈনতেয়ো মহাবলঃ
বাসুদেবং মহাত্মানং প্লুতঃ মধুরয়া গিরা ॥ ৯৬

গরুড় উবাচ

পদ্মনাভ মহাবাহো কিমর্থং সংস্মৃতো ভবান্
কৃত্যং তে যদিহাত্মানং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৯৭
কস্য পক্ষপরিক্ষেপৈর্নাশয়ামি পৃথাং প্রভো।
প্রভাবাস্তব গোবিন্দ কো ন বিদ্যাদ বলং মম ॥৯৮

গদাবেগঞ্চ তে বীর চক্রাদ্রিক্ষ মহাভুজ।
নাববুধ্যতি মূঢ়াত্মা কো ন্বর্দ্যারাধনেষ্যতি ॥ ৯৯
বলং সিংহমুখং কস্য বনমালী নিষেধ্যতি।
কস্য স্নেহস্ত নিভিন্নো নেষ্যতি ত্বাং প্রভো ॥ ১০০
কস্য শঙ্খরবৈঃ প্রাণাশ্চোদরিষ্যন্তি মাধব।
কোঽন্যঃ সপরিবারোঽস্ত্র ত্রাসয়ে যমসাদনম্ ॥ ১০১
এবমুক্তে তু বচনে বৈনতেয়েন ধীমতা
বাসুদেবো বচঃ প্রাহ শৃণু ত্বং বদতাং বর ॥ ১০২
যদ্দেঃ পুত্রেণ বাণেন প্রাদ্যুম্নিরপরাজিতঃ।
ঊষায়াঃ কারণে বদ্ধো নগরে শোণিতাহ্বয়ে।
অনিরুদ্ধস্ত কামার্ত্তো বদ্ধো নাগৈর্বিষোল্বণৈঃ ॥ ১০৩
তস্য মোক্ষার্থমাদ্যুক্তো ময়া ত্বং পতগেশ্বর।
তব বেগসমো নাস্তি পক্ষিণ্যঃ প্রবরো ভবান্।
অলক্ষ্যস্তত্রস্থানাং সত্ত্বমস্ত্রেণ কাশ্যপ ॥ ১০৪
তত্র প্রাপয় মাং শীঘ্রং যত্র প্রাদ্যুম্নিরাবসৎ।
বৈনতেয় তে শ্রুত্বা বীর রুদতী পুত্রগৃদ্ধিনী ॥ ১০৫

তাঁহা অত্যন্ত দুর্গম। প্রদ্যুম্নকুমার অনিরুদ্ধ এখন যেখানে বিদ্যমান, সেই শোণিতপুর এখান হইতে একাদশ হাজার যোজন দূরে অবস্থিত। ৯২।

হে গোবিন্দ! মহাপরাক্রম ও শস্ত্রশালী বিনতানন্দন গরুড় মনের ন্যায় বেগবান্। তুমি তাঁহাকে স্মরণ কর। সেই গরুড়ই তোমাকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিবে। এক মুহূর্ত্তেই তোমাকে বাণাসুরের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিবে। ৯৩-৯৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে রাজন্! নারদের সেই কথা শুনিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন গরুড়কে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রই গরুড় তখন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইলেন। ৯৫

মহাত্মা বাসুদেবকে প্রণাম করিয়া মহাবলী গরুড় তাঁহাকে স্নেহযুক্ত মধুর বাক্যে বলিলেন। ৯৬

গরুড় বলিলেন—হে পদ্মনাভ! মহাবাহো! আপনি কি জন্য আমাকে স্মরণ করিয়াছেন? এখানে আপনার আসা হইতে কি কার্য্য হইবে, তাহা আমি যথার্থভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি। ৯৭

হে প্রভো! আজ্ঞা দিন, আমি নিজ পক্ষ প্রহারের দ্বারা কোন্ পৃথ্বীকে বিনাশ করিব। হে গোবিন্দ! আপনার প্রভাবে আমার বল কোন্ ব্যক্তি না জানে। ৯৮

হে বীর! মহাবাহো! কোন্ মূঢ়চিত্ত পুরুষ আপনার গদার বেগ ও মুষলের চক্রের ভেজ জানে না? সেই পুরুষ নিজ দর্পবশতঃ বিনষ্ট হইবে। ৯৯

প্রভো! বনমালাধারী বলরাম সিংহমুখযুক্ত নিজ হলের সহায় আজ কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন? কাহার গলার আজ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভূমিতে ফেলিতে হইবে? ১০০

হে মাধব! আপনি নিজ শঙ্খধ্বনি দ্বারা কাহার প্রাণকে মোহিত করিবেন? সেই ব্যক্তি কে, যে আজ সপরিবারে যমলোকে যাইতে চাহিতেছে? ১০১

বুদ্ধিমান্ বিনতানন্দন গরুড় এইরূপ বলিলে পর বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—বক্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গরুড়! তুমি শ্রবণ কর। ১০২

বলির পুত্র বাণাসুর অপরাজিত বীর প্রদ্যুম্নকুমার অনিরুদ্ধকে ঊষার সহিত সত্বর তাহার করিবার জন্যই শোণিতপুরে বন্দী করিয়াছে। কামপীড়িত অনিরুদ্ধকে যে প্রচণ্ড বিষযুক্ত সর্পসমূহ দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ১০৩

হে পক্ষিরাজ! সেই অনিরুদ্ধের বন্ধনমুক্তির জন্যই আমি তোমাকে আহ্বান করিয়াছি। বেগে তোমার সমান অন্য কেহ নাই। তুমিই পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হে কশ্যপনন্দন! তুমি ছাড়া অন্য কেহ সেই পথে চলিতে সক্ষম হইবে না। ১০৪

যেখানে প্রদ্যুম্নকুমার অনিরুদ্ধ বাস করিতেছে, সেখানে শীঘ্রই আমাকে পৌঁছাইয়া দাও। হে বীর! বিনতারাজ

ত্বৎপ্রসাদাদ্ধ্রুবস্তোয়া পুত্রেষু মম ভামিনী
অমৃতত্বং তু সুব্রত পূর্বং ত্বয়া পরাজনাথন ॥ ১০৬
ময়া সহ সমাগম্য তস্মিন্ কালে মহাভুজ।
অভবন্মে অঙ্গাস্তেষ হৃষ্টাঙ্গাঃ সর্বসুন্দর:
সখিত্বং মানয়ত্বাদ্য ভক্তিশ্চ পততেশ্বর ॥ ১০৭
তব বেগসমো নাস্তি পক্ষিণো ন চ তে সমাঃ।
সুপর্ণ মুক্তেন ত্বাং শপে পন্নগনাশন ॥ ১০৮
দাসীভাবং গতা মাতা মোক্ষিতৈকাকিনা পুরা।
পক্ষবিক্ষেপমাত্রেণ হতা যোধাশ্চ পুরা ॥ ১০৯
ভবান্ সুরগণান্ সর্বান্ পৃষ্ঠমারোপ্য বিক্রমাৎ।
গচ্ছ মে ত্বসমান্ দেশান্ বিজয়স্ত্ব তবাশ্রয়াৎ ॥ ১১০
গুরুত্বাদ্মেরুতুল্যাশ্চ লঘুত্বাৎ পবনোপম:
ভূতে ভবো ভবিষ্যে চ ন তে গ্লানোঽস্তি বিক্রমে ॥ ১১১
সত্যসন্ধ মহাভাগ বৈনতেয় মহাদ্যুতে।

অনিরুদ্ধেক্ষণেনাস্য সাধারাময়কারাম ॥ ১১২

গরুড় উবাচ।

অত্যদ্ভুতমিদং বাক্যং তব কৃষ্ণ ন সংশয়ঃ
ত্বৎপ্রসাদাচ্চ বিজয়ঃ সর্বত্রৈব ন সংশয়ঃ ॥ ১১৩
যচ্চোঽহমনুগৃহীতোঽস্মি সান্ত্বনাকথনেন চ।
তোত্তব্যাস্তং ময়া কৃষ্ণ তোমি নাঃ ত্বং মহাভুজ ॥ ১১৪
বেদাধ্যক্ষঃ স্তুবাধ্যক্ষঃ সর্বকামপ্রদো ভবান্।
অমোঘদর্শনস্ত্বং হি বরাধিষু বরপ্রদঃ ॥ ১১৫
চতুর্ভুজশ্চতুর্মূর্তিশ্চাতুর্হোত্রপ্রবর্তকঃ।
চাতুরাশ্রম্যরোতা চ চতুর্বেদো মহাকবিঃ ॥ ১১৬
ধনুর্দরশ্চক্রধরো ভবান শঙ্খধরো মহান
ভবান্ পূর্বেষু দেহেষু সাতো দুমিধরঃ প্রভো ॥ ১১৭
লাঙ্গলী মুসলী চক্রী দেবকীতনয়ঃ ভবান্
চাণূরমথনশ্চৈব গে স্ত্রিয়ঃ কংসস্য ভবান ॥ ১১৮

ভবাঁর পুত্রী ওতাঙ্গী, তোমার পুত্রবধূ, সে নিজ পুত্রের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করে। তোমার কৃপায় এই ভামিনী নিজ পুত্রের সহিত যাহাতে মিলিত হইতে পারে—এইরূপ প্রযত্ন কর। ১০৩।

যে সর্পশত্রো! তুমি পূর্বকালে দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়া অমৃতের অপহরণ করিয়াছিলে। হে মহাবাহো! তখন তুমি আমার সহিত মিলিত হইয়া আমার অঙ্গরূপ হইয়াছিলে। সমস্ত বৃষ্ণিসংঘগণ তোমার ভক্ত। হে পক্ষিরাজ! আজ তুমি আমার মৈত্রী ও ভক্তির আদর কর। ১০৫-১০৭

তোমার সমান বেগশালী অন্য কেহ নাই, অন্য পক্ষীরাও তোমার সমান নহে। হে সর্পনাশন গরুড়! আমি পুত্রের শপথ করিয়া তোমাকে এই কথা বলিতেছি। ১০৮

পূর্বাকালে যখন মাতা বিনতা দাসীভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখন তুমি একাকীই তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলে। নিজ পক্ষ-প্রহারের দ্বারাই তুমি বহু যোদ্ধাগণকে সংহার করিয়াছিলে ১০৯

তুমি সমস্ত যাদবগণকে, বীরাগ্র্য দেবতাগণের অগ্রে হইতে উৎপন্ন তাঁহাদিগকে নিজ পৃষ্ঠের উপর তুলিয়া লইয়া পরাক্রম-পূর্বক আমার সঙ্গে সেই অমর্য দেশে চল। তোমার সাহায্যেই আজ আমার বিজয় হইবে। ১১০

তুমি গুরুত্বে মেরুর সমান এবং শীঘ্রতাপূর্বক গমনে বায়ুর সমান। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তিন কালেই তোমার সমান বিক্রমশালী অপর কেহ নাই। ১১১

হে মহাভাগ! হে মহাদ্যুতে! হে বিনতানন্দন! আজ অনিরুদ্ধের সহিত মিলিত করিয়া দেবতার ন্যায় তুমি আমাকে সত্য রক্ষা কর। ১১২

গরুড় বলিলেন—হে মহাবাহো! শ্রীকৃষ্ণ! আপনার এই বাক্য অতিশয় অদ্ভুত। হে মহাবাহো! প্রভো! আপনার কৃপাতেই সর্বত্র বিজয়লাভ হইবে। ১১৩

হে মধুসূদন! আপনি আমার যে স্তুতি-প্রশংসা করিলেন, তাহাতে আমি মহা হইয়াছি, অনুগৃহীতও হইয়াছি। হে মহাবাহো শ্রীকৃষ্ণ! ক্ষমা করুন আপনি স্তোত্রব্য, কিন্তু তাহার পরিবর্তে আপনিই আমার স্তুতি করিতেছেন। ১১৪

আপনি সমস্ত বেদের অধ্যক্ষ, দেবতাদিগের প্রভু ও সর্ব-কামনাপ্রদাতা আপনার দর্শন অমোঘ; আপনি বরার্থী পুরুষদিগকে বর দান করেন। ১১৫

আপনি চতুর্ভুজ; বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চারিমূর্তি আপনিই; আপনিই চাতুর্হোত্রযাগের প্রবর্তক, চারি আশ্রমের রক্ষক এবং চারি পুরুষার্থপ্রাপ্তিকারক ও মহাজ্ঞানী। ১১৬

আপনি শার্ঙ্গধনু, সুদর্শনচক্র ও পাঞ্চজন্য শঙ্খধারণকারী বিষ্ণু। হে প্রভো আপনিই পূর্ব বিগ্রহসমূহে। কূর্ম, বরাহ আদি অবতার ধারণ করিয়াছেন বিধাতা। ১১৭

আপনিই হলধর, মুসলধারী আপনি দেবকীর পুত্র, চাণূর সহ যুদ্ধকারী, যোদ্ধিগ ও কংসবধকারী। ১১৮

গোবর্দ্ধনধরশ্চৈব মল্লাদিমল্লভাবনঃ
মল্লপ্রিয়ো মহামল্লো মহাপুরুষ ইত্যপি ॥ ১১৯
বিপ্রপ্রিয়ো বিপ্রহিতো বিপ্রজো বিপ্রভাবনঃ
ব্রহ্মণ্যশ্চ বরেণ্যশ্চ ভবান্ ধর্ম্মেশঃ স্মৃতঃ ।
প্রলম্বঘাতনশ্চৈব কেশিহা দানবান্তকঃ ॥ ১২০
অরিলোলশ্চ হন্তা চ তথা রাবণনাশনঃ
বিরাবণশ্চ ভগবান্ রাজ্যালো বালিনাশনঃ ॥ ১২১
সুশ্রীধরাজ্যদাতা ত্বং বলিরাজ্যাপহারকঃ ।
রত্নহর্ত্তা মহারত্নঃ সমুদ্রোদ্রসম্ভবঃ ॥ ১২২
বরুণশ্চ ভবান্ ধ্যাতো ভবাংশ্চ সরিচ্ছবঃ
ভবান্ খড়্গধরো ধন্বী বপুর্দ্ধরবরো মহান্ ॥ ১২৩
দাশার্হ ইতি বিখ্যাতো যদুপ্রিয়ঃ
গোবিন্দ ইতি বিখ্যাত উদধিক্ষ সুব্রত ॥ ১২৪
আকাশশ্চ তথৈশ্চৈব সমুদ্রসদনো ভবান্

ভবান্ স্বর্গো বহুফলো ভবান স্বর্গচরো মহান্ ॥ ১২৫
রমেব চ মহামেধো বীজনিষ্পত্তিরেব চ ।
ত্রৈলোক্যবপনশ্চৈব ক্রোধলোভহরোনঘঃ ॥ ১২৬
ভবান্ কামপ্রদশ্চৈব কামঃ সর্ব্বগুহ্যকঃ ।
সংবর্ত্তো বর্ত্তনশ্চৈব প্রলয়ো নিলয়ো মহান্ ॥ ১২৭
হিরণ্যগর্ভো রূপজ্ঞো রূপবান্মধুসূদনঃ ।
ঈশশ্চক্র মহাদেব অনাধ্যোহগুণাধিতঃ ॥ ১২৮
স্তোতুমিচ্ছসি মাং দেব স্তোতব্যাস্ত্বং বদুত্তম ।
চক্ষুষা যে ত্বয়া ঘোরাঃ প্রাণিনো হি নিরীক্ষিতাঃ ॥১২৯
হতাস্তে যমদণ্ডেন তির্য্যঙ্নিরয়গামিনঃ ।
যে ত্বদা পরমপ্রীত্যা প্রাণিনো বৈ নিরীক্ষিতাঃ ॥১৩০
ইহ চ প্রেত্য তে সর্ব্বে সর্ব্বথা সর্ব্বগামিনঃ ।
এষ তেঽহং মহাবাহো বশগঃ শাসনে স্থিতঃ ॥ ১৩১
ভক্তস্থানং ততঃ কৃত্বা গরুড়ং প্রাহ কেশবম্ ।
অরমস্মিন্ স্থিতো বীর আস্তাং দুষ্ট পরাবল ॥ ১৩২

আপনিই গোবর্দ্ধনধারী। আপনিই মল্লের গুরু, মল্লের প্রেমী মহামল্ল ও মহাপুরুষ। ১১৯

আপনি ব্রাহ্মণদের প্রিয়, ব্রাহ্মণদের হিতৈষী ব্রাহ্মণপদের জ্ঞাতা, পালক ও ভক্ত। আপনিই মহাদেব ধর্ম্মেশ্বর। আপনিই বলরামরূপে প্রলম্বাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। আপনি কেশীর হন্তা ও দানবদলের কাল। ১২০

আপনিই অরিলোলের হন্তা আপনিই বালি ও রাবণের বিনাশকারী এবং বিরাবণকে রাজ্যালকারী ভগবান্ শ্রীরাম। ১২১

সুশ্রীকে রাজ্যপ্রদানকারী আপনিই বামনরূপ ধারণপূর্ব্বক বলির রাজ্য অপহরণকারী। আপনি কৌস্তুভ ও লক্ষ্মীনামক রত্নের গ্রহণকারী। আপনি সমুদ্রের গর্ভ হইতে উৎপন্ন বরুণরি-নামক মহারত্ন। ১২২

আপনিই বরুণ নামে বিখ্যাত। আপনিই সরিদ্বরূপের উৎপত্তিস্থল মেরু। আপনি খড়্গ নামক ধনুষ্টঙ্কারকারী, ধন্বী বপুর্দ্ধরদলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর। ১২৩

আপনিই দাশার্হনামে বিখ্যাত। আপনার বপু বিশাল। আপনি বদুপ্রেমী। হে উত্তম যদুবাহী শ্রীকৃষ্ণ। আপনিই গোবিন্দ নামে প্রসিদ্ধ ও আপনিই সমুদ্র। ১২৪

আপনিই আকাশ ও ওম। আপনিই সমুদ্রের মধ্যকারী। অনেক ফলে যুক্ত স্বর্গ আপনিই। আপনিই স্বর্গে বিচরণকারী মহাপুরুষ। ১২৫

আপনিই মহান্ মেঘ আপনি বীজের সিদ্ধি হয়। আপনিই ত্রৈলোক্যের পিতৃগণ তিন লোককে রক্ষিত করেন। আপনিই ক্রোধ, লোভ ও মনোবিকারহারক। ১২৬

আপনিই মহান্ পরমেশ্বর, কামনাসমূহের দাতা ও সমস্ত বস্তুর ধারণকারী কামদেব। আপনিই সংহারক ও উৎপাদক এবং আপনিই প্রলয় ও রক্ষার স্থান কামদেব। আপনিই সংহারক ও উৎপাদক এবং আপনিই প্রলয় ও রক্ষার স্থান। ১২৭

হে মহাদেব! আপনিই সমস্ত রূপের জ্ঞাতা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা। আপনিই ভগবান্ মধুসূদন (বিষ্ণু) এবং আপনিই অনাধ্য ভগসম্পন্ন ঈশ্বর শিব। হে যদুবর! দেব! আপনিই ঘোর রুদ্রের রোষ। কিন্তু আপনিই আমাকে স্তুতি করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। ইহা আশ্চর্য্যজনক। ১২৮-[illegible]

যে ঘোর প্রাণিগণ আপনার রোষপূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহারা যমদণ্ডের দ্বারা হত হয় এবং পশুপক্ষীদলের যোনি ও নরক প্রাপ্ত হয়। ১২৯-[illegible]

পরন্তু যে প্রাণিগণ আপনার পরম প্রীতির চোখে দৃষ্ট হয়, তাঁহারা সকলে ইহলোক ও পরলোকে সর্ব্বথা স্বর্গলোকে গমনের অধিকারী হন। হে মহাবাহো! এই আমি আপনার আজ্ঞার অধীন হইয়া সর্ব্বপ্রকারে আপনার সামনে অবস্থিতি করিতেছি। ১৩০-১৩১

তারপর গরুড় ভক্তস্থান (প্রণামের মুদ্রা) করিয়া ভগবান্

ততঃ কণ্ঠে পরিষজ্য মাধবো গরুড়ং তদা।
সখে শত্রুবিনাশায় অর্থোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥১৩৩
দত্ত্বার্ঘ্যং পরয়া প্রীত্যা শঙ্খ-চক্র-গদাসিভৃৎ।
আরুরোহ মহাবাহুঃ সুপর্ণং পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৩৪
কৃষ্ণস্য পার্শ্বমাগম্য হর্ষাদেবাস্তিতোঽভবৎ।
কৃষ্ণকেশঃ প্রবলবো বিষ্ণুঃ কৃষ্ণস্তু বর্ণতঃ ॥ ১৩৫
চতুর্ণাং শ্লিষ্টচতুর্বাহুশ্চতুর্দেবসমুদ্ভবিৎ।
শ্রীবৎসাঙ্কোঽরবিন্দাক্ষ ঊর্জস্বোমা মৃদুস্বরঃ ॥ ১৩৬
সমাঙ্গুলিঃ সনখো রক্তাঙ্গুলিনখাম্বুরুঃ
স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষো বৃত্তবাহুর্মহাভুজঃ ॥ ১৩৭
আজানুবাহুস্তাম্রাক্তঃ সিংহবিস্পষ্টবিক্রমঃ
সংপ্রমিব সূর্য্যাণাং দীপ্যমানঃ প্রকাশতে ॥ ১৩৮
যঃ প্রভূর্ভূতি বিশ্বাত্মা ভূতানাং ভাবনো বিভুঃ।

শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে মহাবল! এই আমি আপনার সেবার রত হইতেছি। আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। ১৩২

তাহা শুনিয়া মাধব গরুড়কে কণ্ঠে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—'সখে! শত্রুদিগের বিনাশের জন্য এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর। ১৩৩

এইভাবে পরম প্রসন্নতা পূর্বক অর্ঘ্য দান করিয়া শঙ্খ, চক্র, গদা ও খড়্গ ধারণকারী মহাবাহু পুরুষোত্তম শ্রীহরি গরুড়ের উপর আরোহণ করিলেন। ১৩৪

তারপর কৃষ্ণকেশ বলরাম শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আসিয়া হর্ষ পূর্বক উপবেশন করিলেন। বিষ্ণুরূপ শ্রীকৃষ্ণ বর্ণেও কৃষ্ণ ছিলেন। তিনি নিজ হস্তে উত্তম বলয় ধারণ করিয়াছিলেন। ১৩৫

তাঁহার মুখে চতুর্দন্তী শোভিত ছিল, তিনি চার ভুজ ধারণ করিয়াছিলেন। বক্ষ সহিত চার বেদ তিনি জানেন। তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন শোভা পাইতেছিল। তাঁহার নয়নযুগল প্রফুল্ল পদ্মতুল্য ছিল। রোমাবলি ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়াছিল এবং তাঁহার ত্বক্ (চর্ম) অতিশয় কোমল ছিল। ১৩৬

তাঁহার অঙ্গুলিগুলি সমানরূপে সুন্দর ও সুডৌল ছিল। নখ গুলিও বরাবর সমান ছিল। আঙ্গুল ও নখের ভিতর ভাগ লাল ছিল। তাঁহার বাক্যের ঘোষ স্নিগ্ধ ও গম্ভীর ছিল। বাহু-যুগল গোলাকার ও বিশাল ছিল। ১৩৭

তাঁহার বাহু ছিল আজানুলম্বিত ও তাম্রবর্ণ ছিল তাঁহার

যস্তাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং দধৌ প্রীত্যা প্রজাপতিঃ ॥১৩৯
প্রজাপত্যানি সাধ্যানি ত্রিদশানাঞ্চ শাশ্বতঃ।
ভূয়মান স্তবৈর্দিব্যৈঃ সূত-মাগধ-বন্দিভিঃ।
ঋষিভিশ্চ মহাভাগৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ ॥ ১৪০
সংবিবানমথাজ্ঞাপ্য দ্বারকায়াঃ মহাবলঃ।
গমনায় মতিং চক্রে বাসুদেবঃ প্রতাপবান ॥ ১৪১
আস্থিতো গরুড়ং দেবস্তল্য চারু বলানুজঃ।
পৃষ্ঠতোঽনু বলস্যাপি প্রতাস্থে শত্রুকর্ষণঃ ॥ ১৪২
জয় বাণং মহাবাহো যে চাক্যানুগতা রণে
ন হি তে প্রমুখে স্থাতুং কশ্চিচ্ছক্তো মহামৃধে ॥ ১৪৩
প্রসাদে তে ধ্রুবা লক্ষ্মীর্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
বিজেষ্যসি রণে শত্রুং বৈতোহ্যং সহসৈনিকম্ ॥ ১৪৪

মুখ। তাঁহার পরাক্রম স্পষ্টতর সিংহের সমান ছিল। তিনি সহস্র সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া প্রকাশিত হইতে ছিলেন। ১৩৮

যে সর্বব্যাপী ভূতভাবন প্রভু সম্পূর্ণ বিশ্বের আত্মাস্বরূপে প্রকাশিত হইতেছেন, যাঁহাকে বেদসমূহের সমস্ত প্রজাপতি স্বরূপ প্রসন্ন হইয়া অনিমা প্রভৃতি আটটি গুণে যুক্ত ঐশ্বর্য প্রদান করিয়াছিলেন, যিনি প্রজাপতি, সাধ্য ও দেবতাদিগের সনাতন পুরুষ, সেই মহাবলী ও প্রতাপশালী বাসুদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় থাকার প্রকৃতির জন্য আজ্ঞা দিয়া যোগিশ্রেষ্ঠপুরে যাইবার জন্য চিন্তা করিলেন। তখন সূত, মাগধ ও বন্দীজন তথা বেদ-বেদাঙ্গে পারঙ্গম বিদ্বান মহাভাগ মহর্ষিগণ দিব্য স্তোত্র দ্বারা তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। ১৩৯-১৪১

প্রথমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ে আরোহণ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে হলধর বলরাম এবং বলরামের পশ্চাতে শত্রুসূদন প্রদ্যুম্ন গরুড়ের উপর বসিলেন। ১৪২

(ভগবানের যাত্রার সময় অন্তরিক্ষ হইতে এই বাণী শোনা গেল)—হে মহাবাহো! আপনি বাণাসুর ও তাঁহার অনুগামি-গণকে যুদ্ধে রণভূমিতে পরাজিত করুন। মহাসমরে আপনার সম্মুখে কেহই অবস্থান করিতে সক্ষম হইবে না। ১৪৩

আপনার প্রসাদে লক্ষ্মীর অচল নিবাস ও পরাক্রমে বিজয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আপনি রণভূমিতে শত্রু বৈতোরাজ বাণকে তাঁহার সেনাসহিত পরাস্ত করিয়া দিবেন। ১৪৪

সিদ্ধ-চারণসঙ্ঘানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ।
শৃণ্বন্ বাচোঽন্তরিক্ষে বৈ প্রস্তবো কেশবো রণে ॥ ১৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
কৃষ্ণপ্রয়াণে একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২১ ॥

এই প্রকার অন্তরিক্ষে সিদ্ধ ও চারণগণের ও সমস্ত মহর্ষি-গণের সেই বাক্য শুনিতে শুনিতে ভগবান্ কেশব যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করিলেন ॥ ১৪৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে শ্রীকৃষ্ণের (দ্বারকাপুরে) গুণানুবিষয়ক একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীকৃষ্ণ, বলভদ্র, প্রদ্যুম্ন ও শোণিতপুরে প্রস্থানম্, গরুড়েনাহবনীতায়ৈ প্রণমনম্, শ্রীকৃষ্ণেনাহীনাং পরাজয়ঃ, বাণাসুরস্য সৈন্যৈঃ সহ শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতীনাং যুদ্ধম্, ত্রিশিরোজ্বরস্যাক্রমণম্, শ্রীকৃষ্ণেন সহ তস্য যুদ্ধঞ্চ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তূর্যাণিনাদৈশ্চ শঙ্খানাঞ্চ মহাস্বনৈঃ।
বহ্নি-মারুত-সূতানাং স্তবৈশ্চাপি মহাত্মনাম্ ॥ ১
স তূর্যৈর্ঘোষবদ্ভিশ্চ তুমুলৈশ্চ দিবং গতৈঃ।
বভার রূপং সোমার্ক-তুল্যতেজা হরিস্তদা ॥ ২
অথৈব তত্তথৈ রূপং রোহিণেয়োঽপিচিত্রভৃৎ।
বৈনতেয়স্তু তত্রৈব তে তু চিত্রে হরিস্তদা ॥ ৩
অথাষ্টবাহুঃ কৃষ্ণস্তু পরশ্বধাকৃতক্ষণঃ।
বিবতৌ পুরুষাকারো বিকাসন্ বাহুসংক্ষয়ম্ ॥ ৪
অসি-চক্র-গদা-বাণা দক্ষিণে পার্শ্বমাশ্রিতাঃ।
চর্ম্ম শার্ঙ্গং তথা চাপং শঙ্খং চৈবাস্য বামতঃ ॥ ৫

শ্রীর্যাণাং বৈ সহস্রং তু বিধিতঃ শার্ঙ্গধন্বনা।
সহস্রং চৈব কাষ্ঠানাং বলং সঙ্কর্ষণস্তদা ॥ ৬
শ্বেতপ্রভ্রবলোঽদৃশ্যঃ কৈলাস ইব দৃশ্যবান্।
প্রস্থিতো গরুড়েনাথ উদ্ভ্রিয় দিবাকরঃ ॥ ৭
সনৎকুমারস্য বপুঃ প্রাদুরাসীত্তদাদ্ভুতম্।
প্রদ্যুম্নস্তু মহবলো সংগ্রামে বিনিষ্ক্রান্তঃ ॥ ৮
স পঞ্চবলবিক্ষেপৈর্বিধুন্বন্ পর্বতান্ বহূন্
জগাম মার্গং বলবান্ বাতস্য প্রতিঘেষিণম্ ॥ ৯
অথ বায়োরভিগতিমাস্থায় গরুড়স্তদা
সিদ্ধ-চারণসঙ্ঘানাং শুভং মার্গমবাস্তরং ॥ ১০

বিনাশ কামনা করিয়া পর্বতের সমীপে বিনতাকুমার হইয়া অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪

খড়্গ, চক্র, গদা ও বাণ—এই চারিটি আয়ুধ তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে ছিল ; ঢাল, ধনু, বজ্র ও শঙ্খ—তাঁহার বামপার্শ্বে ছিল ॥ ৫

তখন শার্ঙ্গধন্বা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সহস্র শির (মস্তক) করিয়া লইলেন এবং সঙ্কর্ষণ সহস্র শকট ধারণ করিলেন ॥ ৬

শ্বেত আয়ুধে যুক্ত অদৃশ্য বীর বলরাম শিখরযুক্ত কৈলাসের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। তিনি গরুড়ের দ্বারা যাত্রা করিবার সময় উদয়কালে চন্দ্রমার ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিলেন ॥ ৭

সংগ্রামে পরাক্রম প্রদর্শনকারী মহাবাহু প্রদ্যুম্নের মহাত্মা সনৎকুমারের ন্যায় প্রকটিত হইয়া গেল ॥ ৮

বলবান্ গরুড় দ্বারা পঞ্চবলযুক্ত সবলে সঞ্চালনপূর্বক বহুসংখ্যক পর্বতকে কম্পিত করিতে করিতে বায়ুর মার্গ প্রতিঘিত করিয়া চলিলেন ॥ ৯

তারপর বায়ুর তীব্র গতির আশ্রয় লইয়া গরুড় সিদ্ধ ও চারণগণের শুভ মার্গে গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১০

অথ রামোঽব্রবীদ্ বাক্যং কৃষ্ণমপ্রতিমং রণে।
স্বাগতং প্রত্যভিজ্ঞানাঃ স্ম কৃষ্ণ কথমাদপূর্ব্ববৎ ॥ ১১
সর্ব্বে কনকবর্ণাভাঃ সংবৃত্তাঃ স্ম ন সংশয়ঃ।
কিমিদং ব্রূহি নস্তত্ত্বং কিং মেরোঃ পার্শ্বগা বয়ম্ ॥ ১২

শ্রীভগবানুবাচ।

মন্যে বাণস্য নগরমভ্যাসন্নমিদং মম।
রক্ষার্থং তস্য নির্য্যাতো বহ্নিরেষ স্থিতো জ্বলন্ ॥ ১৩
অগ্নেরাহবনীয়স্য প্রভয়া স্ম সমাবৃতাঃ।
তেন নো বর্ণবৈরূপ্যমিদং জ্ঞাতং বলানুজ ॥ ১৪

শ্রীরাম উবাচ।

যদি স্ম সন্নিকর্ষস্থা যদি নিষ্প্রভতাং গতাঃ।
তদ্ বিবৃণ্বথ স্বরং বৃত্তা যদত্রানন্তরং হিতম্ ॥ ১৫

শ্রীভগবানুবাচ।

কুরুষ বৈনতেয় ত্বং যচ্চ কার্য্যমনন্তরম্
ত্বয়া বিষাণে বিহিতে করিষ্যামোঽমৃতন্তব ॥ ১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু গরুড়ো বাসুদেবস্য ভাষিতম্।
চক্রে মুখসহস্রং হি কালমৃত্যু মহাবলঃ ॥ ১৭
গঙ্গামুপাগমৎ তূর্ণং বৈনতেয়ো মহাবলঃ।
আদ্রুত্যাকাশগঙ্গায়ামাপীয় সলিলং বহু ॥ ১৮
প্রববর্ষোপরি গতো বৈনতেয়ঃ প্রতাপবান্।
তেনাগ্নিঃ শময়ামাস বৃদ্ধিমান্ বিনতাসুতঃ ॥ ১৯
অগ্নিরাহবনীয়স্তু ততঃ শমমুপাগমৎ
তং দৃষ্ট্বাহবনীয়ং তু শান্তমাকাশগঙ্গয়া
পরমং বিস্ময়ং গত্বা সুপর্ণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২০
অহো বীর্য্যমপাগ্নেস্ত্বং যদ্বহ্নে মুখসংক্ষয়ে।
যথেহ বর্ণবৈরূপ্যং চক্রে কৃষ্ণস্য ধীমতঃ ॥ ২১
ত্রয়স্ত্রয়াণাং লোকানাং পর্য্যাপ্তা ইতি মে মতিঃ।
কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণশ্চৈব প্রদ্যুম্নশ্চ মহাবলঃ ॥ ২২
ততঃ প্রশান্তে বহ্নৌ চ সম্প্রহৃষ্টস্তু পক্ষিরাট্।
স্বপক্ষবলবিক্ষেপং কুর্ব্বন্ ঘোরং মহাস্বনম্ ॥ ২৩

তখন বলরাম রণভূমিতে অপ্রমেয় শক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রকার বলিলেন—কৃষ্ণ! আমি প্রথমে যাহাদিগকে কান্তিতে রহিত হইয়া কেমন করিয়া অপূর্ব্বের ন্যায় দেখিতেছি? ১১

আমাদের সকলের অঙ্গকান্তি সুবর্ণের ন্যায় হইয়া গিয়াছে; ইহাতে সংশয় নাই। ইহা কি? আমাকে যথাযথভাবে তাহা বল, আমরা কি মেরুপর্বতের পার্শ্বচারী কিম্বা ত্রিদিবেতি? ১২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অরিন্দম! আমি বুঝিতেছি যে, বাণাসুরের নগর নিকটেই আসিয়াছে তাহার রক্ষার জন্য নির্গত হইয়া অগ্নিদেব প্রজ্বলিত হইয়া রহিয়াছেন।১৩

হলায়ুধ! আমরা আহবনীয় অগ্নির প্রভায় আবৃত; ইহাতে আমাদের অঙ্গকান্তিতে এই পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। ১৪

শ্রীরাম বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ! যদি আমরা শোণিতপুরের নিকটস্থ হই এবং যদি এই অগ্নির প্রভায় আবৃত হইয়া আমরা নিষ্প্রভ হইয়া যাই, তাহা হইলে তুমি নিজ বুদ্ধিতে চিন্তা করিয়া বল, এখন কি করিলে আমাদের হিত হইবে।১৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে বিনতানন্দন! এখন যাহা কিছু করা কর্ত্তব্য কর্ম, তাহা তুমি কর। তোমার দ্বারা এই অগ্নি নির্বাণের উপায় করিয়া লইয়া আমি উত্তম পরাক্রম প্রকটিত করিব। ১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! বলবেগসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী মহাবলী গরুড় স্বয়ং এক হাজার মুখ সৃষ্টি করিয়া লইলেন। ১৭

তাহার পর সেই মহাবলী বিনতানন্দন শীঘ্রই গঙ্গার তীরে যাইলেন। সেখানে আকাশগঙ্গা নামিয়া প্রভাপালী গরুড় বহু জল পান করিলেন এবং অগ্নিদেবের উপর যাইয়া বর্ষণ করিলেন। সেই উপায়েই বুদ্ধিমান বিনতাকুমার পূর্বোক্ত অগ্নিকে শান্ত করিয়া দিলেন। ১৮-১৯

আহবনীয় অগ্নি শান্ত হইয়া গেলেন। আকাশগঙ্গার জলে আহবনীয় অগ্নিকে শান্ত হইতে দেখিয়া গরুড় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন। ২০

অহো, অগ্নির বল অদ্ভুত; কারণ, যিনি মহাপ্রলয়কালে তিন লোককে দগ্ধ করিতে সমর্থ, যেমন এখানে তিনি এই বুদ্ধিমান শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রঙ পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। ২১

আমি মনে করি যে শ্রীকৃষ্ণ, সঙ্কর্ষণ ও মহাবলী প্রদ্যুম্ন—এই তিন বীর তিন লোকের পালন করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত।২২

তদনন্তর অগ্নি প্রশান্ত হইলে পক্ষিরাজ গরুড় নিজ পক্ষ সঞ্চালন করিয়া ভয়ঙ্কর ও মহান্ কোলাহল করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ২৩

তং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং তত্র কৃতবন্তাস্ত্রয়োঽরয়ঃ।
আস্থিতা গরুড়ং জেতে নানারূপা ভয়াবহাঃ ॥ ২৪

ঋিষর্ষমিহ সম্প্রাপ্তাঃ কে বাপীমে জনাস্ত্রয়ঃ।
নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি তে গিরিব্রজবাসিনঃ ॥ ২৫

প্রাবর্তন্ত সংগ্রামো বৈত্রিতিঃ সহ যাদবৈঃ।
জেষ্যঃ যুদ্ধপ্রকাশানাং সত্যং সুমহানভূৎ ॥ ২৬

তত্র শ্রুত্বা মহানাদং সিংহানামিব গর্জতাম্।
অথাজিরাঃ খপুরুষঃ প্রেষয়ামাস বুদ্ধিমান্ ॥ ২৭

ব্রজ তত্র বর্ততে যুদ্ধং তত্র গচ্ছস্ব মা চিরম্।
দৃষ্ট্বা তৎ সর্ববাগচ্ছ ইত্যুক্তঃ প্রতিস্তস্করম্ ॥ ২৮

তথেত্যুক্ত্বা স তদ্ যুদ্ধং বর্তমানমবৈক্ষত।
অন্যোন্যাঃ বাসুদেবেন সংসক্তানাং মহামৃধে ॥ ২৯

তে ভাততেজসঃ সর্বে কক্ষায়ঃ কৃষ্ণনন্তথা।
দহনঃ শোষণশ্চৈব তপনশ্চ মহাবলঃ ॥ ৩০

ঘাহাকারস্য বিষয়ে প্রখ্যাতাঃ পঞ্চ বহ্নয়ঃ

সেখানে তাঁহাকে দেখিয়া রুদ্রের অনুচর অগ্নিগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন "এই নানারূপধারী ভয়ঙ্কর বীরগণ পক্ষীকে আরোহণপূর্বক কিন্তু এখানে আসিতেছেন এবং এই তিনজন পুরুষ কে? ২৪।

এইপ্রকার পর্বতের উপর শিখরবাসী অগ্নিগণ কোনপ্রকারে নিশ্চয় করিতে পারিলেন না, তখন সেই তিন যাদব বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২৫।

যুদ্ধে আসক্ত সেই অগ্নিসমূহের মহান্ সিংহনাদ প্রকটিত হইতে লাগিল। সিংহের ন্যায় তাঁহাদের মহানাদ শুনিয়া বুদ্ধিমান্ অজিরাগণ নিজেদের একজন পুরুষকে সেখানে পাঠাইলেন। ২৬-২৭

তিনি তাঁহাকে বলিলেন—যেখানে সেই যুদ্ধ হইতেছে, সেখানে অতি শীঘ্র যাও এবং সব কিছু দেখিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে। এই বলিয়া তাঁহাকে সত্বর সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। ২৮

তখন 'তাহাই হইবে' বলিয়া সেই পুরুষ মহাসমরে ভগবান্ বাসুদেবের সহিত অগ্নিগণের সেই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। ২৯

সেখানে যে সকল তাততেজা অগ্নি ছিলেন, তাঁহাদের নাম এই প্রকার ছিল—কক্ষায়, কৃষ্ণম, দহন, শোষণ এবং মহাবলী তপন। এই পঞ্চ অগ্নি ঘাহাকারবিষয়ে প্রখ্যাত। ৩০।

অথাপরে মহাভাগাঃ বৈশ্বনীকৈর্ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩১
পিঙ্গরঃ পত্তগঃ ঘর্ণঃ ঘাগাঘো ভ্রাজ এব চ।
ঘবাকারাশ্রয়ঃ পঞ্চ অগ্নয়ঃস্তেঽপি চাগ্নয়ঃ ॥ ৩২
জ্যোতিষ্টোম-বিতাঘৌ চ ঘষ্ঠকারাশ্রয়ৌ পুনঃ।
ঘাবন্তৌ সম্প্রযুধ্যেতে মহাত্মানৌ মহাদ্যুতী ॥ ৩৩
আগ্নেয়ং রথমাস্থায় পরমুদ্যম্য তাস্করম্।
তয়োর্মধ্যেঽজিরাশ্চৈব মহদ্বিঘবতো রণে ॥ ৩৪
স্তিতমজিরসং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুস্তত্র শিতান্ শরান্।
কৃষ্ণঃ প্রোবাচ সাকূতঃ স্মরন্নি পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৫
তিষ্ঠস্বমমযুদ্ধঃ সর্বে এব বো বিদধে ভয়ম্।
মমাস্ত্রতেজসা দগ্ধা গিরৌ যাস্যথ বিক্লবাঃ।
অথাজিরাস্ত্রিশূলেন দীপ্তেন সমধাবত ॥ ৩৬
আদদান ইব ক্রোধাৎ কৃষ্ণপ্রাণান্মহামৃধে।
ত্রিশূলং তস্য দীপ্তং তু চিচ্ছেদ পরমেষুভিঃ।
অর্ধচন্দ্রৈস্তথা তীক্ষ্ণৈর্মাস্তুকনিভোপমৈঃ ॥ ৩৭

অন্যান্য মহাভাগ অগ্নিগণ ও নিজ সৈনিকবর্গের সহিত বর্তমান ছিলেন, তাঁহাদের নাম ছিল—পিঙ্গর, পত্তগ, ঘর্ণ, ঘাগাঘ ও ভ্রাজ। এই পাঁচটি ঘবাকার আশ্রয় করিয়া অবস্থানকারী অগ্নি; এই অগ্নিগণও সেখানে যুদ্ধ করিতেছিলেন ৩১-৩২

ঘষ্ঠকারাশ্রয়ী জ্যোতিষ্টোম ও বিতাঘ নামক দুই মহাতেজস্বী ও মহামনস্বী অগ্নি সেখানে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ৩৩

এই উভয়ের মধ্যে মহর্ষি অজিরা, আগ্নেয় রথে আরোহণ করিয়া এক তেজস্বী বাণ হাতে লইয়া রণভূমিতে প্রকাশিত হইতেছিলেন। ৩৪

মহর্ষি অজিরাকে সেখানে অবস্থিত ও বাণ নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া ক্রোধে পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বারংবার আলোচনা করিতে করিতে বলিলেন ৩৫

হে অগ্নিগণ! তোমরা সকলে অবস্থান কর, আমি তোমাদের ভয় ভঙ্গ সৃষ্টি করিব। আমার অস্ত্রের তেজে দগ্ধ হইয়া তোমরা আপনা আপনি বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। ইহা শুনিয়া অজিরা সেই মহাযুদ্ধে ক্রোধ পূর্বক প্রদীপ্ত ত্রিশূল হাতে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপর ধাবিত হইলেন যিনি যেন তাঁহার প্রাণ লইতে উদ্যত হইলেন। ৩৬।

শ্রীকৃষ্ণ আপন তীক্ষ্ণ অর্ধচন্দ্রাকার উত্তম বাণের দ্বারা, যাহা যমরাজের ন্যায় ক্রুর ও অন্তকের ন্যায় প্রাণহারী ছিল, প্রদীপ্ত ত্রিশূলকে কাটিয়া দিলেন। ৩৭

বৃণাকর্ণেন বাণেন দীপ্তেন স মহাত্মনঃ।
বিব্যাধাস্তাকতূলেন বক্ষস্তস্যাসিরস্ততঃ ॥ ৫৮
রুধিরৌঘমুদ্ভৈর্গাত্রৈরঙ্গিরা বিহ্বলন্নিব।
বিষ্টব্ধগাত্রঃ সহসা পপাত ধরণীতলে ॥ ৫৯
শেষাস্ততোঽসুরাঃ সর্বে চত্বারঃ প্রদ্রুতাঃ ভয়াৎ।
আবাহয়ন্তস্তা শ্রীঘ্রং বাণস্য পুরমন্তিকাৎ ॥৪০
অথাগমত্ততঃ কৃষ্ণো যত্র বাণপুরং ততঃ।
অথ বাণপুরং দৃষ্ট্বা দূরাৎ প্রোবাচ নারদঃ ॥ ৪১
এতত্তদ্ধোণিতপুরং কৃষ্ণ পশ্য মহাদ্ভুত।
অত্র ক্রুদ্ধো মহাতেজা রুদ্রাণ্যা সহিতোঽবসৎ ॥ ৪২
গুপ্তস্য বাণগুপ্ত্যর্থং সততং ক্ষেমকারণাৎ।
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা কৃষ্ণঃ সম্প্রহসন্ প্রবীৎ ॥ ৪৩
কস্মাৎ চিন্তয়তাত্মত্র ব্রূয়তাঞ্চ মহামুনে
যদি বাবতরেদ্ রুদ্রো বাণসংরক্ষণং প্রতি ॥৪৪
শক্তিতো বয়মপ্যত্র সহ যোৎস্যাম তেন বৈ।

এবং বিবদতোস্তত্র কৃষ্ণ-নারদয়োস্তদা ॥ ৪৫
প্রাপ্তা নিমেষমাত্রেণ শ্রীঘ্রগা গরুড়েন তে
ততঃ শঙ্খঃ সনাদায় বদনে পুষ্করেক্ষণঃ ॥ ৪৬
বাহুবেগসমুদ্ভূতো মেঘস্তুমিবোদ্গিরন্।
ততঃ প্রজ্ঞাপ্য তং শঙ্খং ভয়মুৎপাদ্য বীর্যবান্ ॥ ৪৭
প্রবিবেশ পুরং কৃষ্ণো বাণস্যাসুরকর্ষণঃ।
ততঃ শঙ্খপ্রণাদৈশ্চ ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনৈঃ ॥ ৪৮
বাণানীকানি সহসা সমুহ্যন্ত সমন্ততঃ
ততঃ কিঙ্করসৈন্যাস্তু ব্যাদিষ্টাঃ সমরে ভয়াৎ ॥ ৪৯
কোটিশস্তাপি বহবো দীপ্তপ্রহরণোদ্যতা।
তদসংখ্যেয়মেকস্থং মহাভ্রমনসন্নিভম্ ॥ ৫০
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যমপ্রমেয়মথাক্ষয়ম্
দীপ্তপ্রহরণাঃ সর্বে দৈত্যা-দানব-রাক্ষসাঃ ॥ ৫১
প্রমথগণমুখ্যাশ্চ অযুতান্ কৃষ্ণমব্যয়ম্
সর্বতস্তে প্রদীপ্তাস্ত্রৈঃ সাগ্নিচক্রৈরিবাবৃতিঃ ॥ ৫২

তারপর মহামনা শ্রীহরি বৃণাকর্ণনামক কালসদৃশ তেজস্বী বাণদ্বারা অস্ত্রিরার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন। ৫৮

অস্ত্রিরার সমস্ত শরীর রক্তাপ্লুত ও বিহ্বল হইয়া গেল। তিনি ভগ্নিতদেহে সহসা পৃষ্ঠীর উপর পতিত হইলেন। ৫৯

তারপর অবশিষ্ট চারিপুর দৈত্য সকল অগ্নিগণ তখন শীঘ্র তাঁহাকে বাণাসুরের নগরের নিকট উঠাইয়া লইয়া গেলেন। ৪০

তারপর শ্রীকৃষ্ণ যেখানে বাণাসুরের নগর ছিল, সেখানে গেলেন। বাণপুরকে দূর হইতে দেখিয়া নারদ বলিলেন। ৪১

হে মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ! দেখ, ইহাই শোণিতপুর। এখানেই মহাতেজস্বী রুদ্রদেব রুদ্রাণীর সহিত বাস করেন। বাণাসুরের রক্ষা ও মঙ্গলের জন্য রুদ্রদেবও এখানে সদা বাস করেন ॥৪২॥

নারদের এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—মহামুনে। আমার কথা শুনুন এবং ক্ষণেকের জন্য চিন্তা করুন। যদি বাণাসুরের রক্ষার জন্য ভগবান্ রুদ্র আসিয়া আসেন, তাহা হইলে আমরা নিজ শক্তি অনুসারে তাঁহার সহিত অবশ্যই যুদ্ধ করিব। ৪৩-৪৪॥

সেখানে এইভাবে নারদ ও শ্রীকৃষ্ণের কথাবার্তা চলিতে থাকিলে গরুড়ের দ্বারা শীঘ্র চলিয়া তাঁহারা সেখানে নিমেষমাত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ৪৫

তখন কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খে নিজ মুখ লাগাইয়া বাজাইলেন। তখন ইহাই যে, মনে হইতেছিল যে, কোন মেঘ বায়ুবেগে প্রেরিত হইয়া চন্দ্রমাকে উদ্গীরণ করিতেছে। ৪৬॥

তারপর শঙ্খ বাজাইয়া অসুরনিসূদন মনে ভয় উৎপন্ন করিয়া পরাক্রমী শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুত কর্মকারী বাণাসুরের পুরে প্রবেশ করিলেন। ৪৭॥

তদনন্তর শঙ্খের শব্দ ও ভেরীর শব্দীর মোহে বাণাসুরের সমস্ত সৈন্যগণ সহসা চতুর্দিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। ৪৮॥

তারপর বাণাসুর ভয়ের কারণে যুদ্ধের জন্য নিজ কিঙ্করনামক সৈন্যদিগকে আদেশ দিলেন। তাহাদের সংখ্যা ছিল কয়েক কোটি। তাহাদের নিকট তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র ছিল। ৪৯॥

এক স্থানে অবস্থিত সেই অসংখ্য সেনা মহান্ মেঘের ন্যায় বোধ হইতেছিল। তাহাদের কান্তি নীল অঞ্জনরাশির ন্যায় দেখাইতেছিল। তাহারা অপ্রমেয় ও অক্ষয় ছিল ॥ ৫০॥

ঐ সেনাগণের মধ্যে যে সকল দানব, দৈত্য ও রাক্ষস ছিল, তাহাদের হাতে তীক্ষ্ণ শীঘ্র অস্ত্রশস্ত্র শোভা পাইতেছিল। ভগবান্ শিবের প্রমথগণের মধ্যে যে সকল মুখ্য মুখ্য বীর ছিলেন, তাঁহারাও সেখানে আসিয়া অবিনাশী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৫১-

অজ্ঞাপেত্য তদাত্তাগ্রৈর্দক্ষ-রাক্ষস-কিন্নরৈঃ
শীয়তে রুধিরং তেষাং চতুর্ব্বাপি সংযুগে ॥ ৫৩
তদ্ বলং তু সমাসাদ্য বলভদ্রো মহাবলঃ
গ্রোবাচ বচনং তত্র পরস্তু বলনাশনঃ ॥ ৫৪
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো বিধ্বংসৈষাং দুরাত্মনাম্।
ইতি সঞ্চোদিতঃ কৃষ্ণো বলভদ্রেণ ধীমতা ॥ ৫৫
তেষাং বধার্থমায়েয়ঃ জগ্রাহ পুরুষোত্তমঃ।
অস্ত্রমস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠো যমান্তকসমপ্রভঃ
প্রবিধুয়ানুরগণান্ ক্রব্যাদানন্তেজসা ॥ ৫৬
প্রযযৌ ত্বরয়া যুক্তো যত্র দৃশ্যেত তদ্ বলম্।
শূল-পট্টিশ-শক্তাষ্টি-পিনাক-পরিঘায়ুধম্ ॥ ৫৭
প্রমাথগণদুষ্টিস্থঃ বলঃ তদভবৎ ক্ষিতৌ
শৈলমেঘপ্রতীকাশৈর্নানাস্ত্রৈর্ভয়ানকৈঃ
বাহনৈঃ সজ্জমাণঃ সর্ব্বে দোষাস্তত্রাবতস্থিরে ॥ ৫৮
বাতোদ্ধূতৈরিব ঘনৈর্নিঃস্রোতৈর্বিষাচলৈঃ

তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহ ধারণ করে বলিয়া তাঁহারা অগ্নির সমান প্রতীত হইতেছিলেন। সেই চতুরঙ্গ বল রাক্ষস এবং কিন্নর সব বিষ্ণু হইতে নিকটে আসিয়া যুদ্ধস্থলে শ্রীকৃষ্ণ, বলভদ্র, প্রদ্যুম্ন ও শম্বরকে—এই চারিজনের রক্ত পান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ৫২-৫৩

শত্রুসেনা বিনাশকারী মহাবলী বলভদ্র রাক্ষসদের সেই সেনাবলকে নিকটে পাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রকার বলিলেন। ৫৪

হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাবাহো! ইহাদের সব মহাদুষ্ট উপস্থিত কর। বুদ্ধিমান্ বলভদ্র কর্ত্তৃক এইরূপে প্রেরিত হইয়া অস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সেই শত্রুগণের বধের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র হাতে লইলেন। তখন তাঁহাকে যম ও অন্তকের ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছিল। ৫৫।

আপন অস্ত্রতেজে সেই মাংসভক্ষী অনুচরগণের বিনাশকারী শ্রীকৃষ্ণ অভিসত্বর সেই স্থানে যাইলেন, যেখানে সেই শত্রুসেনা দেখা যাইতেছিল। ৫৬।

শূল, পট্টিশ, শক্তি, অষ্টি, পিনাক ও পরিঘাদি আয়ুধে যুদ্ধ সেই সেনা, যেখানে প্রমথগণের অধিকা ছিল, ভূতলে অবস্থিত ছিল। ৫৭।

পর্ব্বত ও মেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট নানাস্ত্রধারী ভয়ানক বাহনের উপর আরোহণ করিয়া সমস্ত যোদ্ধাগণ সেখানে সজ্জবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছিল। ৫৮

ততস্তে তত্র বহুলৈরনীকৈর্দুরধিষিতিঃ ॥ ৫৯
মুসলৈরসিভিঃ শূলৈর্বাণৈঃ পরিঘৈস্তথা
অবাধা তদসংখ্যেয়ং ততস্তে সর্ব্বতো বলম্ ॥ ৬০
ততঃ সঙ্কর্ষণো দেবমুবাচ মধুসূদনম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো যদেতদ্ভক্ষ্যতে বলম্।
এতৈঃ সহ রণে যোদ্ধুমিচ্ছামি পুরুষোত্তম ॥ ৬১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

মমাপ্যেষৈব সঞ্জাতা বুদ্ধিরিত্যাত্রবীচ্চ তম্।
এভিঃ সহ রণে যোদ্ধুমিচ্ছেয়ং যোধসত্তমৈঃ ॥ ৬২
যুধ্যতঃ প্রাঙ্মুখস্যাস্য মুপর্ণো বৈ মমাগ্রতঃ।
সব্যপার্শ্বে তু প্রদ্যুম্নস্তথা মে দক্ষিণে ভবান্
রক্ষিতব্যমথাস্মাভ্যোনানস্মিন্ ঘোরে মহামৃধে ॥৬৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং ব্রুবন্ততস্তেষ্বেণ্যমধিকাঢ্যাঃ খগোত্তমম্।
গিরিশৃঙ্গনিভৈর্ঘোরৈর্বপা-মুসল লাঙ্গলৈঃ ॥ ৬৪

তখন মনুষ্য ও অশ্বের সেনা সব দিকে মুসল, খড়্গ, শূল, গদা ও পরিঘাদিতে সুশোভিত ছিল। ৬০

তখন সঙ্কর্ষণ ভগবান মধুসূদনকে বলিলেন—হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাবাহো! পুরুষোত্তম! এই যে সেনা দেখা যাইতেছে, রণভূমিতে ইহাদের সহিত আমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। ৬১

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমার মনেও এই চিন্তা হইতেছে। এই বলিয়া তিনি পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন,—আজ্ঞা! রণভূমিতে এই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণের সহিত আমিও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া যুদ্ধ করিবার সময় আমার অঙ্গে অঙ্গে গরুড় থাকিবে, বামদিকে প্রদ্যুম্ন এবং দক্ষিণদিকে আপনি থাকুন। এই ঘোর মহাযুদ্ধে আমরা পরস্পরকে রক্ষা করিতে থাকিব। ৬২-৬৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়। পরস্পর এইরূপ কথা বলিতে বলিতে পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড়ে আরোহণ করিয়া সেই তিন বীর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতের শিখরের ন্যায় ভয়ঙ্কর গদা, মুসল ও হল দ্বারা যুদ্ধ করিতে করিতে রোহিণী-কুমার বলভদ্রের রূপ তখন এমন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, যাহাতে

বৃহৎ মনুষ্যরক্তকারী শত্রুসমূহ সৈনিকেরা বায়ু দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন মেঘের ও পর্ব্বতের ন্যায় দূরে অবস্থান করিয়া সেই স্থানের শোভা বৃদ্ধি করিতেছিল। ৫১

সেই অসংখ্য ও অপার সেনা সব দিকে মুসল, খড়্গ, শূল, গদা ও পরিঘাদিতে সুশোভিত ছিল। ৬০

তখন সঙ্কর্ষণ ভগবান মধুসূদনকে বলিলেন—হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাবাহো! পুরুষোত্তম! এই যে সেনা দেখা যাইতেছে, রণভূমিতে ইহাদের সহিত আমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। ৬১

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমার মনেও এই চিন্তা হইতেছে। এই বলিয়া তিনি পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন,—আজ্ঞা! রণভূমিতে এই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণের সহিত আমিও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া যুদ্ধ করিবার সময় আমার অঙ্গে অঙ্গে গরুড় থাকিবে, বামদিকে প্রদ্যুম্ন এবং দক্ষিণদিকে আপনি থাকুন। এই ঘোর মহাযুদ্ধে আমরা পরস্পরকে রক্ষা করিতে থাকিব। ৬২-৬৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়। পরস্পর এইরূপ কথা বলিতে বলিতে পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড়ে আরোহণ করিয়া সেই তিন বীর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতের শিখরের ন্যায় ভয়ঙ্কর গদা, মুসল ও হল দ্বারা যুদ্ধ করিতে করিতে রোহিণী-কুমার বলভদ্রের রূপ তখন এমন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, যাহাতে

মৃত্যুতো রৌহিণেয়স্য রৌদ্রং রূপমভূত্তদা।
যুগান্তে সর্বভূতানাং কালস্যেব দিধক্ষতঃ ॥ ৬৫
আকৃষ্য লাঙ্গলাগ্রেণ মুসলেনাবপোথয়ৎ।
চচারাভিবলো রামো বৃত্রমার্গবিশারদঃ ॥ ৬৬
প্রদ্যুম্নঃ শরজালৈস্তান্ সমন্তাৎ পর্যবারয়ৎ।
দানবান্ পুরুষব্যাঘ্রো যুগান্তানিলবলঃ ॥ ৬৭
বিভাজনচয়প্রখ্যঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ
প্রদ্যুম্ন বহুশঃ শঙ্খনধ্মাত ঙনার্দনঃ ॥ ৬৮
পঞ্চপ্রহারনিহতা নখদগ্ধাপ্রহারিতাঃ।
নীতা বৈবস্বতপুরং বৈনতেয়েন বীরতা ॥ ৬৯
তৈর্বঙ্কমানৈ দৈত্যানামনীকৈঃ ভীমবিক্রমম্।
অভজ্যত তদা সাংগ্রো বাণবর্ষমহোদধম্ ॥ ৭০
ভজ্যমানেষ্বনীকেষু ত্রাতৃত্বাৎ সমরাদ্ধরে।
অরিন্দমাস্ত্রিশিরাঃ ষড়ভুজো নবলোচনঃ ॥ ৭১

ভস্মপ্রহরণো রৌদ্রঃ কালাম্বুকসমোপমঃ
নদন্নেষদহংশ্রেণ তুল্যো নিধাতনিস্বনঃ ॥ ৭২
নিঃশ্বসন্ ভস্মমালক্ষ্য নিত্যবিততদুর্দৃশম্।
নেত্রাভ্যামাকুলং বক্ত্রং মৃত্যুঃ কুর্বন্ ভ্রমমুহুঃ ॥ ৭৩
সান্তইরোমা গ্লানাঙ্গো ভগ্নচিত ইব দ্বিপঃ।
হলায়ুধমভিক্রুদ্ধঃ সাক্ষেপমিদমব্রবীৎ ॥ ৭৪
কিমেবং বলবত্তোঽসি ন মাং পশ্যসি সংযুগে।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ ন মে জীবন্ মোক্ষ্যসে বলমূর্খমি ॥ ৭৫
ইত্যেবমুক্ত্বা প্রহসন্ হলায়ুধমুপাদ্রবৎ।
মুসলাস্ত্রিনিষেধার্থং হলস্য স্থিতিলক্ষণম্ তদা ॥ ৭৬
চরন্তমস্ত্র সংগ্রামে মণ্ডলানি মহাপ্রভঃ
রৌহিণেয়স্য ঈক্ষেণ নাবস্থানমলক্ষ্যত ॥ ৭৭
তস্য ভস্ম তদা ক্ষিপ্তং মুসলে পরিমোক্ষতঃ।
সৈন্যাদ্ বক্ত্রো নিপতিতঃ [illegible] পর্বতোপমে ॥ ৭৮

মনে হইতে লাগিল যে, প্রলয়কাল সম্পূর্ণ হইবার ইচ্ছায় তিনি কালের রূপ ধারণ করিয়াছেন। ৬৪-৬৫

যুদ্ধমার্গে বিশেষজ্ঞ অত্যন্ত বলশালী বলরাম রণভূমির চতুর্দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি হলের অগ্রভাগ দ্বারা শত্রুদিগকে আকর্ষণ করিয়া মুসলের দ্বারা পেষিত করিতে লাগিলেন। ৬৬

পুরুষসিংহ মহাবলী প্রদ্যুম্ন বাণকালে চতুর্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া সেস্থানে যুদ্ধরত দানবদিগকে চতুর্দিক্ হইতে আবৃত করিয়া দিলেন। ৬৭

উৎপন্ন অভ্রসমূহের সমান কান্তিমান্ জনার্দন নিজ হাতে পদ্ম, চক্র ও গদা লইয়াছিলেন। তিনি বারংবার শঙ্খ বাজাইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৬৮

বুদ্ধিমান্ বিনতানন্দন গরুড় নিজ চঞ্চুর (ঠোঁটের) অগ্রভাগ দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ও অনেককে পক্ষদ্বারা প্রহার করিয়া ও হতাহত করিয়া বহু দানবকে যমলোকে পাঠাইয়া দিলেন। ৬৯

তাঁহাদের দ্বারা হতাহত হইয়া ভয়ানক পরাক্রমশালী দৈত্যসেনারা ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা যুদ্ধস্থলে বাণবর্ষণের ফলে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ৭০

দানব সৈন্যদল বিভিন্ন হইলে তাঁহাদের রক্ষার জন্য ত্রিশিরা-নামক অসুর সামনে আসিলেন। তাঁহার তিন পা, তিন শির, ছয় বাহু ও নয়টি চক্ষু ছিল। তাঁহার ভীষণ ছিল তাঁহার আয়ুধ। তিনি কাল, অন্তক ও যমের সমান ভয়ঙ্কর ছিলেন। তিনি ভস্মপ্রহরণধারী রৌদ্র, কালাম্বুদসমান, নদন্নেষদহংশ্রের তুল্য নিধাতনিস্বন ॥ ৭১-৭২

তিনি বারংবার নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেন ও ভস্ম করিতেন। তাঁহার শরীর নিত্যই অত্যন্ত আকুল রূপে পতিত হইতেছিল। তিনি বারংবার বিচরণ করিতে নিজ দুই নেত্রে যুক্ত মুখের ব্যাপার ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ৭৩

তাঁহার রোমগুলি খাড়া হইয়া থাকিত, দেহ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সব শিথিল হইয়া গিয়াছিল। তিনি হতোৎসাহ হইয়া শ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন। তিনি ক্রোধে পূর্ণ হইয়া হলধরকে এই আক্ষেপযুক্ত কথা বলিলেন ॥ ৭৪

তুমি কেন এই প্রকার বলে উন্নত হইতেছ? এই যুদ্ধস্থলে তুমি কি আমাকে দেখিতেছ না? দাঁড়াও, দাঁড়াও আজ এই যুদ্ধে তুমি আমার হাতে জীবিত থাকিবে না। ৭৫

এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে ত্রিশিরা হলধারক আয়ুধ ধারণকারী বলরামকে আক্রমণ করিলেন। তিনি প্রলয়াগ্নির ন্যায় ভয়ানক ভস্ম উদ্গার করিলেন ॥ ৭৬

রৌহিণীকুমার বলভদ্র সেস্থানে সংগ্রামে সহস্রবৃত্তে শীঘ্রতা সহকারে বিচরণ করিতেছিলেন, সেইজন্য তাঁহার অবস্থান কেহ দেখিতে পাইতেছিল না। ৭৭

তখন সেই অপ্রতিম বলশালী ভস্ম অতিশয় আনন্দের সহিত তাঁহার উপর ভস্ম নিক্ষেপ করিলেন, যাহা তাঁহার পর্বতাকার বিশাল শরীরের বক্ষে গিয়া পড়িল ॥ ৭৮

যখন ত্রিশিরাকে করিলেন [illegible] পর্বতের ন্যায় প্রতীত হইত। তাঁহার তখন বক্ষের কাছে ছিল ॥ ৭১-৭২

তস্মিন্ বজ্রসমস্পর্শে মোহাৎ শিথিলমানসঃ
প্রদীপ্তঃ পতিতং তত্র গিরিশৃঙ্গং বাদারবম্ ॥ ৭৯
সেবেণ চাপি জজ্বাল তদ্বনং কৃষ্ণপূর্বজঃ।
নিঃশ্বসন্ দুস্তরাপাদ্য নিদ্রাবিততনুর্ভৃশম্ ॥ ৮০
নেত্ররোগাকুলত্বঞ্চ মুহুঃ কূর্বন্ ভ্রমংস্তথা।
সংস্তব্ধরোমা ম্লানাঙ্গঃ ক্ষিপ্তচিত্ত ইব ক্ষণম্ ॥ ৮১
ততো হলধরঃ তত্রঃ কৃষ্ণমাহ বিচেতনঃ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো প্রদীপ্তোঽয়ং বিমুঞ্চ মাম্ ॥ ৮২
দহ্যামি সর্বতস্তাত কথং শান্তির্ভবেন্মম।
ইত্যেবমুক্তে বচনে বলেনামিততেজসা ॥ ৮৩
প্রহস্য বচনং প্রাহ কৃষ্ণঃ প্রহরতাং বরঃ
ন তেজস্যধিকীভূতং পরিত্যক্তো বলাদ্ময়া ॥ ৮৪
কৃষ্ণেন পরমস্ত্রেণ তত্রো বায়ুঃ প্রভূয়াত
মোক্ষয়িত্বা বলং তত্র দাহাদ্ মধুসূদনঃ ॥ ৮৫
প্রোবাচ পরমক্রুদ্ধো বাসুদেবো মহা তদা

শ্রীভগবানুবাচ।

এহি ত্বং যুধ্যস্ব বা তে শক্তির্মমায়ুধে ॥ ৮৬
যচ্চ তে পৌরুষং সর্বং তদ্দর্শয়তু নো ভবান্।
সর্বতস্ত্বাত্যয়ং বাহুত্যামেবমুক্তো মহাত্মনা ॥ ৮৭
চিক্ষেপৈনং মহদ্বক্ষ আলাগর্ভং মহাবলঃ।
ততঃ প্রদীপ্তগাত্রস্তু মুহূর্তমভবৎ প্রভুঃ ॥ ৮৮
কৃষ্ণঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ শমং চাপ্যগমত্ততঃ।
ততস্তৈর্ভূজগাকারৈর্বাহুভিস্ত্রিভিস্তদা ॥ ৮৯
জঘান কৃষ্ণঃ শ্রীবায়াং মুষ্টিনৈকেন চোরসি।
স সম্প্রহারস্তুমুলস্তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ ॥ ৯০
ভ্রমস্য তু মহাযুদ্ধে কৃষ্ণস্য তু মহৌজসঃ।
পর্বতেষু পতন্তীনামশনীনামিব স্বনঃ ॥ ৯১
কৃষ্ণস্যরভুজাঘাতৈর্মুহুঃ ক্ষীণং শুশ্রুবুশম্।
নৈবমেবং প্রহর্তব্যমিতি তত্র মহাস্বনঃ
মুহূর্তমভবদ্ যুদ্ধমন্যোন্যস্য তু নর্দতোঃ ॥ ৯২

সেই তপ্ত ঠাহার বক্ষ হইতে মেরুপর্বতের শিখরে আসিয়া পড়িল। সেখানে পতিত তাহা জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহা সেই পর্বতশিখরকে বিকীর্ণ করিল। ৭৯

সেইরূপ তপ্ত ঠাহার বক্ষঃস্থলে অবস্থিত হইয়া, তাহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্বলিতে লাগিলেন। তিনি বারবার নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন ও জৃম্ভণ করিতে লাগিলেন। ঠাহার শরীর নিদ্রার অত্যন্ত অভিভূত হইয়া গেল। ৮০

ঠাহার দুই নেত্র আকুল হইয়া উঠিল এবং তিনি বারবার নেত্রদ্বয় ঘুরাইতে লাগিলেন। ঠাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। ঠাহার দেহ-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ বলিত হইতে লাগিল। তিনি বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া নিঃশ্বাস লইতে লাগিলেন। ৮১

তখন হলধর চেতনাশূন্য ও অচেতন হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে কৃষ্ণ, মহাবাহো! আমি জ্বলিতেছি, আমার তপ্ত দূর কর। ভ্রাতঃ! আমার শরীরের চতুর্দিকে জ্বলিতেছে, আমাকে কোনরূপে শান্ত কর। ৮২।

অমিততেজস্বী বলদেব এইরূপ বলিলে প্রহারকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া ঠাঁহাকে বলিলেন—ভ্রাতঃ! তপ্ত করিবেন না। ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তেজের সহিত বলদেবকে ত্যাগ করিলেন। তখন তিনি সেই বায়ু হইতে মুক্ত হইলেন। ৮৩-৮৪।

বলরামকে সেই তপ্তকর্মের ভার হইতে মুক্ত করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া মধুসূদনজনক মধুসূদন তখন স্তবকে বলিলেন। ৮৫।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—স্তব! এস, এস, যুদ্ধ কর। তোমার যত শক্তি ও পুরুষার্থ আছে, তাহা এই যুদ্ধে আমাকে প্রদর্শন কর। ৮৬।

তিনি এইরূপ বলিলে সেই মহাবলী স্তব নিজ দুই দক্ষিণ বাহু দ্বারা ঠাঁহার উপর সেই বৃহৎ নিক্ষেপ করিলেন, যাহার ভিতর জ্বালা ছিল। ৮৭।

সেই তপ্তের স্তব প্রহারকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সারা শরীর জ্বলিয়া উঠিল; পরন্তু সেই অগ্নি আপনা আপনিই শান্ত হইল। ৮৮।

তখন সেই ত্রিশিরা নিজ সর্পাকার তিন বাহুর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে প্রহার করিলেন এবং ঠাঁহার বক্ষে এক মুষ্টিঘাত করিলেন। ৮৯।

সেই মহাযুদ্ধে স্তব ও মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ—উভয় পুরুষসিংহের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাহার শব্দ পর্বতে পতিত বজ্রের শব্দের ন্যায় শ্রুত হইতেছিল। ৯০-৯১।

শ্রীকৃষ্ণ ও স্তব—উভয়ের বাহুর আঘাতে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। 'এরূপ নহে, এইরূপ প্রহার করিতে হয়' এইরূপ শব্দ সেখানে উচ্চৈঃস্বরে শোনা যাইতেছিল। এইভাবে উভয় বীরের মধ্যে পরস্পর ঘোর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ৯২

ততো জ্বরং কনকবিচিত্রভূষণঃ
স্তুতীক্ষ্ণদংষ্ট্রভুজযুগলেন সংযুগে।
জগৎক্ষয়ং সমুপনয়ন্ জগৎপতি
শচীধৃগ্ গগনচরঃ মহামুধে ॥ ৯৩

ইতি মহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
কৃষ্ণজরযুদ্ধে ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২২ ॥

তদনন্তর মানব শরীর ধারণ করিয়া আবির্ভূত ভগবতীর শ্রীহরি সেই মহাসমরে ঘর্ঘরশব্দে বিঘূর্ণিত আকাশচারী সেই জ্বরকে নিজ দুই বাহু দ্বারা ধরিলেন। তখন ইহা বোধ হইতেছিল যে, ভগবতীর সমস্ত জগৎ-সংহারকে সংহার করিলেন ॥ ৯৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে শ্রীকৃষ্ণ ও জ্বরের যুদ্ধবিষয়ক ত্র্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীকৃষ্ণেন পরাজিতস্য জ্বরস্য তস্য শরণগ্রহণম্, ততো জ্বরস্য বরলাভঃ, তস্যাজ্ঞয়া শিরসি নিধায় জ্বরস্য স্বভূমিতঃ প্রস্থানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

মৃতমিত্যভিবিজ্ঞায় জ্বরঃ শক্রনিষূদনঃ
কৃষ্ণো ভুজবলাভ্যাং চ ঢিক্কেপাথ মহীতলে ॥ ১

মুক্তমাত্রঃ স বাহুভ্যাং কৃষ্ণদেহং বিবেশ হ
অমুক্তো বিপ্রহং তস্য কৃষ্ণস্যাপ্রতিযোজসঃ ॥ ২

স ত্বাবিষ্টস্তথা তেন অরেণাপ্রতিযোজসা।
কৃষ্ণঃ স্খলদিব মুহুঃ ক্ষিতৌ গাঢ়ং ব্যবর্তত ॥ ৩

জৃম্ভতে শ্বসতে চৈব বল্গতে চ পুনঃ পুনঃ।
রোমাঞ্চোত্থিতগাত্রশ্চ নিশ্চরা চাভিবৃদ্ধতে ॥ ৪

ততঃ সৈন্যাং সমালম্ব্য কৃষ্ণঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
বিকুর্বতি মহাযোগী জৃম্ভমাণঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫

অরাভিভূতমাত্মানং বিজ্ঞায় পুরুষোত্তমঃ।
সোঽসৃজজ্জ্বরমন্যং তু পূর্বমপ্রতিমং বলম্ ॥ ৬

ঘোরং বৈষ্ণবমত্যুগ্রং সর্বপ্রাণিভয়ঙ্করম্
সংসৃষ্টবান্ স তেজস্বী তং জ্বরং ভীমবিক্রমম্ ॥ ৭

জ্বরঃ কৃষ্ণবিসৃষ্টস্তু পৃথিব্যাং তং জ্বরং বলাৎ।
কৃষ্ণায় সৃষ্টঃ প্রাযচ্ছদ্ভুগ্রাহ ততো হরিঃ ॥ ৮

ততস্তং পরমক্রুদ্ধো বাসুদেবো মহাবলঃ
স্বশরীরাৎ স্বমরেণৈব নিষ্ক্রাময়ত বীর্যবান্ ॥ ৯

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পরাজিত জ্বরের তাঁহার শরণ গ্রহণ, তাঁহার নিকট হইতে জ্বরের বরলাভ এবং তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া রণভূমি হইতে জ্বরের প্রস্থান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! সেই জ্বর মরিয়াছে জানিয়া শত্রুসূদন শ্রীকৃষ্ণ নিজ বলিষ্ঠ ভুজদ্বয়ে উঠাইয়া তাহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১

শ্রীকৃষ্ণের বাহুদ্বয় হইতে মুক্ত হইয়া তিনি তাঁহার শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তিনি অমিততেজস্বী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহকে ছাড়িয়া বাহিরে সমর্থ হইলেন না ॥ ২

সেই অপ্রতিম বলশালী জ্বরকর্তৃক আবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বারংবার স্খলিত হইয়া পৃথিবীতে বসিয়া গেলেন ও সবেগে লুটাইতে লাগিলেন ॥ ৩

তিনি বারংবার জৃম্ভণ করিতে লাগিলেন, শ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন ও উদ্গলিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত অঙ্গে রোমাঞ্চ জন্মিল এবং তিনি নিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিলেন ॥ ৪

তারপর কোন রকমে স্থিরতা অবলম্বন করিয়া শত্রুনগরীর উপর বিজয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণ বারংবার জৃম্ভণ করিয়া বিকার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ॥ ৫

স্বয়ং জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন জানিয়া পুরুষোত্তম শ্রীহরি অন্য জ্বরের সৃষ্টি করিলেন, যাহা পূর্ব জ্বরের বিনাশক ছিল ॥ ৬

তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ যে ভয়ানক পরাক্রমী জ্বরের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই ঘোর বৈষ্ণব জ্বর অত্যন্ত উগ্র তথা সমস্ত প্রাণীর পক্ষে ভয়ঙ্কর ছিল ॥ ৭

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সৃষ্টি সেই জ্বর পূর্বোক্ত জ্বরকে বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া সহর্ষে শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পিত করিয়া দিলেন। তখন শ্রীহরি পুনরায় সেই জ্বরকে গ্রহণ করিয়া লইলেন ॥ ৮

তখন অত্যন্ত ক্রোধে পূর্ণ মহাবলী পরাক্রমী ভগবান্ বাসুদেব নিজ জ্বরের দ্বারা ত্রিশিরা জ্বরকে নিজ শরীর হইতে দূর করিয়া দিলেন ॥ ৯

আবিধ্য ভূতলে চৈনং শতধা কর্ত্তুমুদ্যতঃ।
যাচযোবর অত্রস্তং ভোঃ পরিত্রাতুমর্হসি ॥ ১০

আবিধ্যমানে তস্মিংস্তু কৃষ্ণেনামিততেজসা।
অশরীরা ততো বাণী শুশ্রুবিক্ষান্তরাত্মনা ॥ ১১

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো রঘুনা নন্দিবর্দ্ধন।
মা বধীর্দ্দমনেনা তু রক্ষণীয়স্ত্বয়ানঘ ॥ ১২

ইত্যেবমুক্তে বচনে তত শ্রুত্বাচ হরিঃ স্বয়ম্।
ভূতভব্যাভিবিজ্ঞস্তু জগতঃ পরমো গুরুঃ ॥ ১৩

কৃষ্ণস্ত পাদয়োর্মূর্দ্ধ্না শরণং সোঽগমজ্জতঃ
এবা মুক্তো দ্রুবীকেশঃ অরো বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ১৪

শৃণুষ মম গোবিন্দ বিজ্ঞাপ্যং যদ্বচস্তব
যো মে মনোরথো দেব তং ত্বং কৃরু মহাভুজ ॥ ১৫

অহমেকো অরস্তাত নান্যো লোকে অরো ভবেৎ।
যৎপ্রসাদাদ্ধি দেবেশ বরমেনং বৃণোম্যহম্ ॥ ১৬

দেব উবাচ।

এবং ভবতু ভদ্রং তে যথা বং অর কাঙ্ক্ষসে।
বরার্হিনাং বরো যেতো ভবাংস্ত শরণং গতঃ ॥ ১৭

এক এব অরো লোকে ভবানস্তু যথা পুরা।
যোঽহয়ং ময়া অরঃ সৃষ্টো মত্যোবৈব প্রলীয়তাম্ ॥ ১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তে তু বচনে অরঃ প্রতি মহাযশাঃ।
কৃষ্ণঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ পুনর্বাক্যমুবাচ হ ॥ ১৯

বাসুদেব উবাচ

শৃণুষ ভ্রুর সন্দেশং যথালোকে চরিষ্যসি।
সর্ব্বজাতিষু বিশ্রুতঃ যথা ত্বাবরজন্মনে ॥ ২০

ত্রিধা বিভজ্য চাত্মানং মৎপ্রিয়ং যদি কাঙ্ক্ষসে।
চতুষ্পাদান্ ভজৈকেন দ্বিতীয়েন চ স্থাবরান্ ॥ ২১

তৃতীয়ো যস্ত তে ভাগো মানুষেষু প্রপৎস্যতে।
ত্রিধাকৃতঃ বপুঃ কৃত্বা পক্ষিষু বং ভব ভ্রুর ॥ ২২

তারপর তিনি সেই কৃষ্ণকে দূরাইয়া তাহাকে শর ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন সেই বে সেই ভ্রুর বলিলেন—"প্রভো! আপনি আমাকে রক্ষা করুন।" ১০

অমিততেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সেই ভ্রুর তাড়িত হইতে থাকিলে আকাশ হইতে শরীর-রহিত বাণী এই প্রকার বলিলেন। ১১

হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, মহাবাহো হে যদুকুলের আনন্দবর্দ্ধনকারী নিষ্পাপ শ্রীকৃষ্ণ! আপনি এই ভ্রুরকে বধ করিবেন না, কিন্তু আপনা কর্ত্তৃক সে রক্ষণীয় হইয়াছে। ১২

এইরূপ কথা বলিলে কৃত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান ভ্রুবনের পরম গুরু সাক্ষাৎ শ্রীহরি তাহাকে তাড়িয়া দিলেন। ১৩

তাঁহার হাত হইতে এইভাবে ছাড়া পাইয়া সেই ভ্রুর শ্রীকৃষ্ণের দুই চরণে মস্তক রাখিয়া তাঁহার শরণ লইলেন এবং তিনি ভগবান্ হৃষীকেশকে এইরূপ বলিলেন। ১৪

হে গোবিন্দ! হে মহাভাগ! আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। হে দেব! মহাবাহো! আমার যাহা মনোরথ, তাহা আপনি পূর্ণ করুন। ১৫

হে তাত! হে দেবেশ্বর! সংসারে আমিই এক মাত্র ভ্রুর হই। আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ভ্রুর যেন না থাকে। আপনার কৃপায় আমি এই বর প্রার্থনা করিতেছি। ১৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে ভ্রুর! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহাই হইবে। আমার পক্ষে সকল বরার্থীকেই বর দেওয়া উচিত, তুমি বরার্থী হইয়া আমার শরণ লইয়াছ, অতএব তুমি বিশেষ কৃপার পাত্র। ১৭

তুমি পূর্বের ন্যায় সংসারে একোই ভ্রুরত্বে অবস্থান কর। আর আমি কর্ত্তৃক সৃষ্ট ভ্রুর পুনরায় আমার শরীরে লীন হইয়া যাক্। ১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! সেই ভ্রুরের প্রতি এইরূপ কথা বলিলে প্রহরণকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন। ১৯

বাসুদেব বলিলেন—হে ভ্রুর! আমার বাক্য শ্রবণ কর,—যেভাবে তুমি চরাচর জগতে সকল জাতির প্রাণীর ভিতরে বিচরণ করিবে। ২০

যদি তুমি আমার প্রিয় ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তুমি নিজেকে তিনভাগে ভাগ করিয়া এক ভাগের দ্বারা চতুষ্পদ প্রাণিসমূহকে আশ্রয় কর, দ্বিতীয় ভাগের দ্বারা বৃক্ষ-পর্বতাদি স্থাবর বস্তুসমূহকে দেখা কর এবং তৃতীয় যে ভাগ তাহা মনুষ্যগণ-মধ্যে বিচরণ যোগ্য। হে ভ্রুর! এইভাবে তুমি নিজ স্বরূপকে তিনভাগে ভাগ করিয়া উপযুক্ত জ্ঞানসহকারে অবস্থান কর এবং তোমার তৃতীয় ভাগের যে এক চতুর্থাংশ তাহা পক্ষিগণের মধ্যে আশ্রয় ভাবে থাকুক এবং তৃতীয় শ্রেণীর যে ভ্রুর তাহা একদিন

চতুর্থো যস্তৃতীয়স্তু ভবিষ্যতি স তে ধ্রুবম্
একান্তরস্তৃতীয়স্তু স বৈ চাক্ষুষিকো ভুবঃ ॥ ১১
মানুষেষ্বভিজেনেন বস তং প্রবিভক্তা বৈ।
জাতিষ্বাত্মগুণেষ্বাশু নিবস তং শৃণুষ মে ॥ ১৪
বৃক্ষেষু কীটরূপেণ তথা সংঘোষপত্রকঃ।
পাণ্ডুপত্রশ্চ বিখ্যাতঃ ফলেষ্বাতৃণ্যনেব চ ॥ ১২
অপ্যা তু নৌলিকাঃ বিদ্যাস্ত্বিখোদ্ভেদেন বহিনাম্।
পক্ষিজাতৌ দ্বিমৌ ভূত্বা পৃথিব্যামপি চোষসঃ ॥ ১৬
সৈরিকঃ পর্বতেষেব মৎপ্রসাদাদ্ধবিষ্যসি
মোঘপুষ্পারকো ভূত্বা ঘোরকল্প ভবিষ্যসি ॥ ১৭
এবং ত্বং বহুরূপেষু ভবিষ্যসি মহীতলে।
দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্চাপি প্রাণিনাং ধ্বনেষ্যসি ॥ ১৮
ক্ষুত্তে দেব-মনুষ্যাণাং নাশস্ত্বাং বিসর্জিষ্যতি।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা ভূবো সৃষ্টমনা ধ্রুবম্ ॥ ১৯
প্রোবাচ বচনং কিঞ্চিৎ প্রণম্যেহ কৃতাঞ্জলিঃ

ধ্রুব উবাচ।

সর্বজাতিপ্রভূত্বেন কৃতো ধন্যোঽস্মি মাধব ॥ ৩০
দৃষ্টশ্চ তে বচঃ কর্তুমিচ্ছামি পুরুষর্ষভ।
তদাজ্ঞাপয় গোবিন্দ কিং করোমি মহাভুজ ॥ ৩১
অরুণসুরকুলপ্রণাশিনা
ত্রিপুরহরেণ তবেন নির্মিতঃ।
বশগিরসি বিনির্জিতস্ত্বয়া
প্রভুরসি দেব তথাপি কিঙ্করঃ ॥ ৩২
যদ্যোঽস্মাসুগৃহীতোঽস্মি সত্যং মৎপ্রিয়ং কৃতম্।
আজ্ঞাপয় প্রিয়ং কিং তে চক্রায়ুধ করোম্যহম্ ॥ ৩৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অরস্ত বচনং শ্রুত্বা বাসুদেবোঽব্রবীদ্ বচঃ।
অভিসন্ধিং শৃণুষ্বাদ্য যত্তং বক্ষ্যামি নিস্তুষম্ ॥ ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ

মহাহবে তব মম চ ঘোষিতং
পরাক্রমং ভুবনবলৈকবাহুযোঃ।
প্রণম্য মামেকমনাঃ পঠেস্তু যঃ
স বৈ ভবেদ্ভুবি বিগতজ্বরো নরঃ ॥ ৩৫

অন্তর দিলে একাত্তর, দুই তিন অন্তর দিলে তৃতীয় ও তিনদিন অন্তর দিলে চাতুর্থিক জ্বর বলে ॥ ১১ ১৩

ইহার ভেদ ও উপদেশের দ্বারা নিজ রূপের বিভাবন করিয়া তুমি মনুষ্যরূপে নিবাস কর। অবশিষ্ট জাতিসমূহের মধ্যেও তুমি এইভাবে নিবাস কর। আমার কথা শোন ॥ ১৪

বৃক্ষসমূহে তুমি কীটরূপে নিবাস কর, সেখানে তুমি সংঘোষপত্রক ও পাণ্ডুপত্রক নামে বিখ্যাত হইবে এবং বৃক্ষের ফলসমূহে তোমার আতৃণ্য নামে খ্যাতি হইবে ॥ ১৫

ঔদ্ভিজ্জাতীয়ের জ্বর বলিয়া জানিবে। যজ্ঞের মস্তকে যেভাবে শিখা উদ্ভব হইয়া থাকে, সেইরূপে তাহার ভিতরে তুমি বাস করিবে। তুমি কমলিনী প্রভৃতিতে ছিন্ন, পৃথীতে উষস এবং পর্বতে সৈরিক হইয়া আমার কৃপায় নিবাস করিবে ॥ ১৬।

মোঘসমূহের মধ্যে অপস্মারক (কম্পন) ও ঘোরক (ঘূর্ণ রোগ) হইয়া থাকিবে। এইভাবে তুমি পৃথিবীতে বহুরূপে প্রবর্তিত হইবে ॥ ১৭।

তুমি নিজ বৃত্তিপাত ও স্পর্শ দ্বারা প্রাণিবধের বশ সাধন করিতে পারিবে। দেবতা ও মনুষ্যগণ ব্যতীত অন্য কেহ তোমার বেগ সহ্য করিতে পারিবে না ॥ ১৮।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া ধ্রুবের মন প্রসন্ন হইল। তিনি হাতে হাত জোড় করিয়া প্রণাম পূর্বক কিছু কথা বলিলেন

ধ্রুব বলিলেন—হে পুরুষবর মাধব! আপনি সকল জাতির প্রাণীসমূহের উপর আমার প্রভুত্ব স্থাপিত করিয়া আমাকে ধন্য করিয়াছেন। হে মহাবাহু গোবিন্দ! আমি এখন পুনরায় আপনার আজ্ঞা পালন করিতে চাই। অতএব আজ্ঞা করুন, আমি এখন আপনার কি করিব ? ৩০-৩১

হে দেব! অসুরকুলনাশক ও ত্রিপুরসংহারক ভবধনু হর আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আজ যুদ্ধে আপনি আমাকে পরাজিত করিলেন, অতএব আপনিই আমার প্রভু এবং আমি আপনার কিঙ্কর ॥ ৩২

হে চক্রধারী কৃষ্ণ! আপনি আমার প্রিয় করিয়াছেন, ইহাতে আমি ধন্য হইয়াছি। আমি আপনারই অনুগ্রহের পাত্র হইয়া গিয়াছি, এখন আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কোন্ প্রিয় কার্য করিব ? ৩৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে রাজন্! ধ্রুবের এই কথা শুনিয়া বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে ধ্রুব! আমি তোমাকে নিশ্চিতরূপে যাহা কিছু অভিসন্ধির বিষয় বলিতেছি, তাহা সম্যকরূপে শোন ॥ ৩৪

শ্রীভগবান বলিলেন—হে ধ্রুব! এই মহাসমরে তোমার ও

ত্রিপাদ্ ভস্মপ্রহরণত্রিশিরা নবলোচনঃ।
স মে প্রীতঃ সুখং দদ্যাৎ সর্ব্বাময়পতির্হরঃ॥ ৫৬
আস্তস্তবস্তুঃ কবয়ঃ পুরাণাঃ
সূক্তা বৃহন্তোঽপ্যনুশাসিতারঃ।
সর্ব্বান্ জরান্ মৃত্যু মমানিরুদ্ধ-
প্রদ্যুম্ন-সঙ্কর্ষণ-বাসুদেবাঃ॥ ৫৭

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্ত্বা কৃষ্ণেন অরঃ সাক্ষান্মহাত্মনা।
প্রোবাচ বহুশার্দ্ধূলমেবমেতদ্ধিবিদ্ধতি॥ ৫৮
বরং লব্ধা জরো হৃষ্টঃ কৃষ্ণঞ্চ সমহা পুনঃ।
প্রণম্য শিরসা কৃষ্ণমপক্রান্ততরো ব্রজৎ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি অরকৃষ্ণসম্বাদে ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১২৩

আমার কেবল বাহুবলই অস্ত্র। যে ব্যক্তি আমাকে প্রণাম পূর্বক একচিত্ত হইয়া আমাদের এই পরাক্রমকে পাঠ করিবে, সেই মনুষ্য অবশ্যই জরারহিত হইয়া যাইবে। ৫৫

যিনি ত্রিপাদ, ভস্ম যাঁহার আয়ুধ, তিনটি যাঁহার মস্তক ও নয়টি নেত্র, সেই সমস্ত রোগের অধিপতি হর প্রসন্ন হইয়া আমাকে সুখ দান করুন। ৫৬

ভগবতের আদি ও অন্ত যাঁহাদের হস্তে, যাঁহারা জ্ঞানী, পুরাণপুরুষ, সূক্ষ্মস্বরূপ, পরম মহান এবং সব কিছুর অনুশাসক, সেই অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ ও ভগবান্ বাসুদেব সম্পূর্ণ জগৎ বিনাশ করুন। ৫৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! সাক্ষাৎ মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে অর সেই ঋষিশ্রেষ্ঠকে বলিলেন—ইহা এইরূপই হইবে। ৫৮

শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে বর লাভ করিয়া এবং তাঁহার শপথ স্বীকার করিয়া অর বড়ই হৃষ্ট হইলেন। তিনি মস্তক অবনত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম পূর্বক সেই রণক্ষেত্র হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। ৫৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে অর ও শ্রীকৃষ্ণের সংবাদবিষয়ক একোবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বাণাসুরস্য সৈন্যানাং পলায়নম্, যুদ্ধায় গমনং চ ভগবতঃ শঙ্করস্যাগমনম্, ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কুম্ভস্য চ যুদ্ধম্ যুদ্ধক্ষেত্রে বাণাসুরস্য পরাপর্ণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে দ্রবিতাঃ সর্ব্বে ভ্রষ্টস্রস্ত উবাচ হ।
বৈনতেয়মযাচন্ত যুধ্যমানা রণে স্থিতাঃ॥ ১
ততঃ সর্ব্বাণ্যনীকানি বাণবর্ষৈরবাকিরন্।
অর্দ্দয়ন্ বৈনতেয়স্তা নদন্তোঽভিবলাদ্ রণে॥ ২
চক্রলাঙ্গলশাঙ্গৈশ্চ বাণবর্ষৈশ্চ পীড়িতম্।
সঙ্কুচোপ মহানীকং দানবানাং দ্রুতাসনম্॥ ৩
কক্ষেঽগ্নিরিব সংবৃদ্ধঃ শুষ্কেন্ধনসমীরিতঃ।
কৃষ্ণবাণাগ্নিরুদ্ধূতো বিবৃদ্ধিং পরমাং গতঃ॥ ৪
দানবানাং সহস্রাণি তস্মিন্ সমরমূর্দ্ধনি।
যুগান্তাগ্নিরিবাচ্ছিদ্যান্ দহমানো ব্যরাজত॥ ৫

চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[বাণাসুরের সৈন্যের পলায়ন, যুদ্ধের জন্য গমনের সহিত ভগবান্ শঙ্করের আগমন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও রুদ্রের যুদ্ধ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে বাণাসুরের পরাপর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! অনন্তর ভিন্ন ভিন্ন ভাগে সেই ভিন্ন বীর অতি সত্বর গরুড়ে আরোহণপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১

গরুড়ে আরোহণপূর্বক (বীরত্বে) সিংহনাদ করিয়া বাণাসুরের সমস্ত সৈন্যদলকে বাণবর্ষণের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন এবং বলপূর্বক যুদ্ধে অসুর পীড়ন আরম্ভ করিয়া দিলেন। ২

চক্র ও হলের আঘাতে এবং বাণবর্ষণে পীড়িত হইয়া দানবগণের বৃহৎ বিশাল সৈন্য অত্যন্ত দ্রুপিত হইয়া উঠিল। ৩

শুষ্ক কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি বায়ুর দ্বারা যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের বাণসম্ভূত অগ্নি অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ৪

প্রলয়াগ্নির ন্যায় পীড়িতচিত্ত সেই অগ্নি যুদ্ধমধ্যে সহস্র দানবগণকে দগ্ধ করিয়া বিরাজ করিতে লাগিল। ৫

তাং দীর্ঘমাণাং মহতীং নানাপ্রহরণাদ্ধিতাম্।
সেনাং বাণঃ সনাসাদ্য বারয়ন্ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬

লাঘবং সমুপাগম্য কিমর্থং ভয়বিহ্বলাঃ
দৈত্যবংশসমুৎপন্নাঃ পলায়ধ্বং মহাহবাৎ ॥ ৭

কবচাসিগদাপ্রাসশরচর্মপরশ্বধান্
উৎসৃজ্যোৎসৃজ্য গচ্ছন্তি কিং ভবন্তোঽস্তসিক্ষগাঃ ॥ ৮

স্বজাতিং চৈব ভাবঞ্চ ভবদংসর্গমেব চ।
মানয়দ্ভির্ন গন্তব্যমেবো যুদ্ধমবস্থিতৈঃ ॥ ৯

এবমুক্তবিতং বাক্যং শৃণ্বন্তস্তদচিন্তয়ন্
অপক্রামন্ত তে সর্বে দানবা ভয়মোহিতাঃ ॥ ১০

প্রমাথগণশেষাং তু তবনীকমবস্থিতম্
ভগ্নাবশেষং যুদ্ধায় পুনশ্চক্রে মনস্তদা ॥ ১১

কুম্ভাণ্ডো নাম বাণস্য সখামাস্তান্ত বীর্যবান্।
ভগ্নং অবলমালোক্য ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১২

এব বাণঃ স্থিতো যুদ্ধে শঙ্করোঽয়ং গুহস্তথা।
কিমর্থং বলমুৎসৃজ্য ভবন্তো যান্তি মোহিতাঃ ॥ ১৩

প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা পলায়ন্তে সর্বে দানবপুঙ্গবাঃ।
এবং কুম্ভাণ্ডবাক্যাং তে শ্রুত্বন্তো ভয়বিহ্বলাঃ।
একান্তে ভয়বিত্তেষাঃ সর্বে যান্তি দিশো দশ ॥১৪

ভগ্নং বলং ততো দৃষ্ট্বা কৃষ্ণেনামিততেজসা।
সংরক্তনয়নঃ স্থাণুর্যুদ্ধায় পরীবর্তত ॥ ১৫

বাণমাবক্ষণং কর্তুং বধমাস্থায় সুপ্রভম্।
দেবঃ কৃশানঞ্চ তথা বলেনাগ্নিসনেন বৈ ॥১৬

নন্দীশ্বরসমাযুক্তং বধমাস্থায় বীর্যবান্।
সজ্জষ্টৌষ্ঠপুটো রুদ্রঃ প্রাবাবত যতো হরিঃ ॥ ১৭

শিখিনিব তমাকাশং সিংহযুক্তো মহাবলঃ।
রথো ভাতি ঘনোদ্ভূতঃ সৌদামিন্যা যথা শশী ॥ ১৮

ততো গণসহস্রৈস্তু নানাস্ত্রপ্রেষণোদ্যতৈঃ।
নদদ্ভিরিবিধান্নাদান্ রথো দেবস্য শোভতে ॥ ১৯

নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পলায়নপর সৈন্যগণের নিকট আগমন করত নিবারণ করিতে করিতে বাণাসুর এইরূপ বলিলেন ॥ ৬

তোমরা দৈত্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তবে ব্যাকুল হইয়া মহাসমর হইতে পলায়ন করত লঘুতা প্রাপ্ত হইতেছ কেন ? ৭

কবচ, অসি, গদা, প্রাস, খড়্গ, চর্ম ও পরশু ত্যাগ করিয়া আকাশ মার্গে কেন তোমরা পলায়ন করিতেছ ? ৮

জাতি, বীরভাব এবং ভবদীয় সংসর্গ চিন্তা করিয়া তোমাদের যুদ্ধে স্থির থাকা উচিত নয়। দেখ; ভ্রান্তি প্রযুক্তই অবস্থান করিতেছি ॥ ৯

এইরূপ বাক্য বলিতে থাকিলেও তাহা চিন্তা বা করিয়া ভয়বিহ্বল দানবগণ (যুদ্ধক্ষেত্র হইতে) চলিয়া গেল ॥ ১০

ঐ সৈন্যগণের মধ্যে কেবল প্রমথগণ অবশিষ্ট ছিল এবং ভগ্নাবশেষ সৈন্যগণ পুনরায় যুদ্ধে মনোযোগ দান করিল ॥ ১১

বাণাসুরের অমাত্য ও সখা শক্তিমান্ কুম্ভাণ্ড নিজেদের সৈন্যগণের ভগ্নোদ্যম দেখা করিয়া এইরূপ বাক্য বলিল ॥ ১২

এই বাণাসুর যুদ্ধে অবস্থান করিতেছেন। ভগবান্ শঙ্কর এবং কার্ত্তিকেয়ও এস্থানে বিরাজ করিতেছেন। আপনারা কেন ভীতচিত্তে সৈন্যবাহিনী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন ? ১৩

কুম্ভাণ্ডের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ও শ্রীকৃষ্ণের চক্রাদির ভয়ে বিহ্বল দানবপুঙ্গবগণ প্রাণের মোহ ত্যাগ পূর্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৪

অনন্তর অমিতবিক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দানবসৈন্যগণকে ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া ক্রোধে আরক্তনয়ন ভগবান্ শঙ্কর যুদ্ধ যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইলেন ॥ ১৫

তিনি বাণাসুরের রক্ষার নিমিত্ত উত্তম প্রভাযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিলেন এবং কুমার কার্ত্তিকেয়ও অগ্নির তুল্য কান্তিযুক্ত রথে আরোহণ পূর্বক সেস্থানে আগমন করিলেন ॥ ১৬

শক্তিমান্ ভগবান্ রুদ্রদেব নন্দীশ্বরের সঙ্গে রথে আরোহণ পূর্বক (ক্রোধে) ওষ্ঠপুট দংশন করিয়া যেস্থানে শ্রীহরি বিদ্যমান ছিলেন, সেইদিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১৭

যেমনযুক্ত পূর্ণিমার চন্দ্রতুল্য উদ্ভাসিত সিংহযুক্ত, শতধ্বজ পতাকারী তাঁহার রথ (তীব্রগতির জন্য) মনে হইতেছিল যেন আকাশকে পান করিতেছে ॥ ১৮

তাহার পশ্চাতে নানাপ্রহরণধারী সহস্র সহস্র প্রমথগণ নানা প্রকার শব্দ করিতে করিতে রুদ্রমিত্র মহাদেবের রথের শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন

কেচিৎ সিংহমুখাস্তত্র তথা ব্যাঘ্রমুখাঃ পরে।
নাগাশ্বোষ্ট্রমুখাস্তত্র প্রবেপুস্তিস্ত্রিতাঃ। ॥ ১০
ব্যালবজ্রোপবীতাংশ্চ কেচিত্তত্র মহাবলাঃ
খরোষ্ট্রগজবক্ত্রাংশ্চ অশ্বগ্রীবাংশ্চ সংস্থিতাঃ। ॥ ১১
ছাগমার্জ্জারবক্ত্রাংশ্চ মেষবক্ত্রাস্তথা পরে।
চরিণঃ শিখিনশ্চান্যে ভটিলোঽশিরোরুহাঃ। ॥ ১২
ভয়াঃ পরিণতস্তি স্ম শঙ্খদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ।
কেচিৎ সৌম্যমুখাস্তত্র দিব্যৈঃ শস্ত্রৈরলঙ্কৃতাঃ। ॥ ১৩
নানাপুষ্পকৃতাপীড়া নানাপ্রহরণায়ুধাঃ।
বামনা বিকটাশ্চৈব সিংহব্যাঘ্রপরিচ্ছদাঃ। ॥ ১৪
কৃধিরার্দ্রৈর্মহাবক্ত্রৈর্ঘোরাদংষ্ট্রা বলিপ্রিয়াঃ।
দেবং সম্পরিবার্য্যাথ মহাশঙ্খপ্রনর্দ্দনম্। ॥ ১৫
লীলয়ানাবিষ্টন্তি স্ম সাগ্র্যানাভিমুখোমুখাঃ।
ততো দিবাং স্বধাং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণস্ত্রাক্তিষ্টকর্ম্মণঃ। ॥ ১৬

কৃষ্ণো গরুড়মাস্থায় যযৌ কৃষ্ণায় সংযুগে।
বৈনতেয়স্মমাস্থায় নারায়ণমনাময়ম্। ॥ ১৭
বিব্যাধ কুপিতো বাণৈর্নারাচানাং শতেন সঃ।
স শরৈরর্দ্দিতস্তেন হরেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা। ॥ ১৮
হরির্জগ্রাহ কুপিতো ক্ষুরং পার্জ্জন্যমুত্তমম্।
প্রচচাল ততো ভূমির্বিক্ষুব্ধপ্রতীড়িতা। ॥ ১৯
নাগাশ্চোষ্ট্রমুখাস্তত্র বিচেলুস্ত্রিতীড়িতাঃ।
পর্ব্বতাঃ পতিতাস্তত্র জলধারাভিরাপ্লুতাঃ। ॥ ৩০
কেচিন্মুমুচিরে তত্র শিখরাণি সমন্ততঃ।
বিশস্ক প্রমিশ্চৈব ভূমিরাকাশমেব চ। ॥ ৩১
প্রদীপ্তানীব দৃশ্যন্তে স্থাণুকৃষ্ণসমাগমে।
সমন্ততস্ত নিদাতাঃ পতন্তি হরসীতলে। ॥ ৩২
শিবাশ্চৈবাশিবাদাদ্রনদন্তে ভীমদর্শনাঃ
বাসবস্যাননং ঘোরং কৃধিরং চাপাবর্ষত। ॥ ৩৩

(ভগবান্ শঙ্করের) বদনমণ্ডল। কাঁহারও মুখ সিংহের মত, কাঁহারও মুখ ব্যাঘ্রের মত, কাঁহারও মুখ রাক্ষসী, অশ্ব এবং উষ্ট্রের মত ছিল; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বাণের আঘাতে (অত্যন্ত পীড়িত হইয়া কাঁপিতেছিলেন। ১০

মহাবলবান্ তাঁহারা কেহ কেহ সর্পরূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছিলেন। কাঁহারও মুখ গর্দ্দভের মত, কাঁহারও মুখ উষ্ট্র অথবা হস্তীর মত ছিল, কেহ কেহ অশ্বের মত গ্রীবা লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। ১১

(শিবের অন্যান্য) কাঁহারও মুখ ছাগের ন্যায়, বিড়ালের ন্যায় বা মেষের ন্যায় ছিল। কেহ চীর বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কাঁহারও মস্তকে ছিল শিখা, কাঁহারও ছিল জটা, আবার কাঁহারও মস্তকের কেশ ঊর্দ্ধগামী ছিল। (শ্রীকৃষ্ণের বাণে) তাঁহারা ভয় হইয়াছিলেন এবং শঙ্খ ও দুন্দুভির শব্দে চতুর্দ্দিকে পতিত হইতেছিলেন। ২২;

তাঁহাদের মধ্যে কাঁহারও মুখ সৌম্য ছিল এবং তাঁহারা দিব্য অস্ত্রে সুশোভিত ছিলেন। নানা প্রকার পুষ্পের মুকুট তাঁহারা ধারণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের অস্ত্রও ছিল নানাবিধ। ২৩;

তাঁহাদের কেহ ছিলেন বামনাকৃতি, আবার কেহ ছিলেন বিকটাকৃতি। সিংহ বা ব্যাঘ্রের পরিচ্ছদ তাঁহারা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশাল মুখ রক্তে আর্দ্র ছিল এবং বড় বড় দন্তযুক্ত ছিল। তাঁহারা ছিলেন বলিপ্রিয়। ২৪;

মহাশঙ্খনর্দ্দনকারী এই বদনমণ্ডল লীলাপূর্ব্বক মহাবেগকে পরিবৃত করিয়া সম্মুখের দিকে উদ্যত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। ২৫;

তদনন্তর অনায়াসে মহান্ কর্ম্মকারী কৃষ্ণদেবের রথ দেখিতে পাইয়া, গরুড়ের উপর উপবেশনপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও কৃষ্ণদেবের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আগমন করিলেন। ২৬;

গরুড়ের উপর উপবেশনকারী যাদবকুলাগ্রণী শ্রীহরিকে আসিতে দেখিয়া কুপিত মহাদেব তাঁহাকে একশত নারাচ বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ২৭;

অক্লেশে দুষ্কর কর্ম্মকারী মহাদেবের বাণে পীড়িত হইতেছেন জানিয়া শ্রীহরি কুপিত হইয়া উত্তম পার্জ্জন্যাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ২৮;

তখন বিষ্ণু ও রুদ্রের ভারে পীড়িত ভূমি কম্পিত হইয়া উঠিল। ঊর্দ্ধমুখী অশ্ব দিগ্‌গজ পীড়িত হইয়া বিচলিত হইয়া পড়িল। ২৯;

অনেক পর্ব্বত ভূমি মধ্যে অবনমিত হইয়া জলধারায় প্লাবিত হইয়া গেল এবং কোন কোন পর্ব্বতের শিখরসমূহ চূর্ণ হইয়া বিকীর্ণ হইল। ৩০;

ভগবান্ শিব ও শ্রীকৃষ্ণের সংঘর্ষের সময় বিশ্বসংসার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছিল। পৃথিবীতে চতুর্দ্দিকে অগ্নিদাহ হইতেছিল। ৩১-৩২

ভয়ঙ্করাকৃতি শৃগালী অমঙ্গলসূচক শব্দ করিতেছিল। ঐ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া রক্ত বর্ষণ করিতে লাগিল। ৩৩

উক্তা চ বাণসৈন্যস্য পৃষ্ঠে নাগস্য তিষ্ঠতি
প্রববৌ মারুতশ্চাপি তে ত্রীংস্ত্রাক্ষলতাঃ যযুঃ ॥ ৩৪
প্রহ্লাদীনাস্তথৌঘাস্যে ন চস্তন্যান্তরিক্ষগাঃ।
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা সর্বদেবগণৈর্বৃতঃ ॥ ৩৫
ত্রিপুরান্তকমুদ্ভূতং জ্ঞাত্বা রুদ্রমুপাগমৎ।
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব যক্ষা বিদ্যাধরাস্তথা ॥ ৩৬
সিদ্ধচারণসঙ্ঘাশ্চ পন্নগাশ্চাথ দিবি স্থিতাঃ।
ততঃ পার্জন্যমস্ত্রং তং ক্ষিপ্তং রুদ্রেণ বিষ্ণুনা ॥ ৩৭
যবৌ জলদ্বয় তদা যতো রুদ্রো ব্যবস্থিতঃ।
ততঃ শতসহস্রাণি শরাণাং নতপর্বণাম্ ॥ ৩৮
নিপেতুঃ সর্বতো দিগ্ভ্যো যতো হরবধূঃ স্থিতঃ।
অথাগ্নেয়ং মহারৌদ্রমস্ত্রমস্ত্রবিদাং বরঃ ॥ ৩৯
মুমোচ ঋষিভো রুদ্রস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ
ততো বিশীর্ণদেহাস্তে চরাশ্চারোঽপি সম্ভৃতঃ ॥ ৪০
নাদমুক্তস্ত শরৈরুদ্রো দগ্ধঃ শাস্ত্র বহ্নিনা

সিংহনাদং ততশ্চক্রুঃ সর্ব এবাসুরোত্তমাঃ ॥ ৪১
হতোঽয়মিতি বিজ্ঞায় অথোবাচাথ বৈ তদা
ততস্তম্ বিসর্জিতাস্তে জগ্মুরস্তমিবাঃ বরঃ ॥ ৪২
জগ্রাহ বারুণং সোঽস্ত্র বাসুদেবঃ প্রতাপবান্।
প্রযুক্তে বাসুদেবেন বারুণাস্ত্রেঽতিতেজসি ॥ ৪৩
আগ্নেয়ং প্রশমং যাতমস্ত্রং বারুণতেজসা।
তস্মিন্ প্রতিহতে তস্ত্রে বাসুদেবেন সংযুগে ॥ ৪৪
শৈশাচং রাক্ষসং রৌদ্রং তথৈবাগ্নিরসং ভবঃ।
মুমোচাস্ত্রাণি চত্বারি যুগান্তাগ্নিসমানি বৈ ॥ ৪৫
বায়ব্যমথ সাবিত্রং বাসবং মোহনং তথা
অস্ত্রাণাং বারণার্থায় বাসুদেবো বাসুমুক্ত ॥ ৪৬
অস্ত্রৈশ্চতুর্ভিশ্চত্বারি তানি তস্য মাধবঃ
মুমোচ বৈষ্ণবং মোহং সর্বাসুরবিনাশনম্ ॥ ৪৭
বৈষ্ণব্যাস্ত্রে প্রযুক্তে তু সর্ব এবাসুরোত্তমাঃ
হৃতপ্রহরণাশ্চৈব বাণসৈন্যং পরাঙ্মুখম্ ॥ ৪৮

বাণাসুরের সৈন্যবাহিনীর পলায়নপর অবস্থা বর্ণনা করিয়া উক্ত অবস্থান করিতেছিল। বায়ু প্রবল প্রবাহিত হইতেছিল, নৃক্ষত্র-সমূহ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ভবিষ্যদ্বৃন্দ নিষ্প্রভ হইয়াছিল এবং আকাশচারী প্রাণিসমূহ স্থিরভাবে বিচরণ করিতে পারে নাই। ৩৪

এই সময়ে ত্রিপুরনাশক রুদ্রদেবকে দগ্ধে উদ্ভূত জানিয়া দেবতাগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। ৩৫

গন্ধর্ব, অপ্সরা, যক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ এবং চারণসমূহ এই যুদ্ধ দেখিবার জন্য আকাশে সমবেত হইলেন। ৩৬

এই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুদ্রদেবের উপর পার্জন্যাস্ত্র প্রহার করিলেন। এই প্রক্ষিপ্ত অস্ত্র যেখানে রথের উপর ভগবান্ রুদ্রদেব অবস্থান করিতেছিলেন, সেইদিকে গমন করিল। ৩৭।

অতঃপর যেখানে ভগবান্ শঙ্করের রথ অবস্থান করিতেছিল, সেই দিকে শ্রীকৃষ্ণ আনতপর্বযুক্ত লক্ষসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ৩৮।

তখন অগ্নিদেবগণের শ্রেষ্ঠ মহাদেব ক্রোধান্বিত হইয়া মহারৌদ্র নামক আগ্নেয় অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন অদ্ভুত কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। ৩৯।

এই সময় তাঁহার চারিজন চর বিকল দেহ হইয়া এবং বাণের জ্বালা আজ্জাদিত ও দগ্ধ হইয়া অধৃক হইয়া যাইলেন। তাহা দেখিয়া শ্রেষ্ঠ অসুরগণ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ৩৯-৪১

তাহা দ্বারা মনে করিয়াছিল যে তাঁহাকে আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা নিহত করিয়াছে। অনন্তর মৃত্যুকালে যে অস্ত্রের আঘাত সহ্য করিয়া অসুরেন্দ্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতাপবান্ বাসুদেব বারুণাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ৪২

বাসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অস্ত্র বারুণাস্ত্র প্রযুক্ত হইলে ভগবান্ শঙ্করের আগ্নেয়াস্ত্র শান্ত হইয়া যাইল। ৪৩

ঐ যুদ্ধস্থলে ভগবান্ বাসুদেব কর্তৃক আগ্নেয়াস্ত্র প্রতিহত হইয়াছে জানিয়া ভগবান্ শিব প্রমথাদির ন্যায় তেজস্বী শৈশাচ, রাক্ষস, রৌদ্র এবং অগ্নিরস নামক চারিটি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ৪৪-৪৫

তখন ভগবান্ বাসুদেব উক্ত চারি প্রকার অস্ত্র নিবারণের জন্য ক্রমশঃ বায়ব্যাস্ত্র, সাবিত্রাস্ত্র, ঐন্দ্রাস্ত্র এবং মোহনাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ৪৬

শ্রীকৃষ্ণ ঐ চারি অস্ত্রের সাহায্যে শিবের চারি অস্ত্র নিবারণ করিয়া ব্যাপিত যুদ্ধ কালের ন্যায় বৈষ্ণবাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ৪৭

বৈষ্ণবাস্ত্র প্রযুক্ত হইলে সকল অসুরমুখ্যগণ ও বাণাসুরের সৈন্যসমূহ ক্ষুব্ধ ও মর্মপীড়ায় এবং মোহে ব্যাকুল হইয়া সকল দিকেই পলায়ন করিতে লাগিল। ৪৮।

দিশঃ সর্বাঃ প্রাদুরভবন্ ভয়মোহেন বিদ্রুবঃ
প্রযাণখণ্ডভূয়িষ্ঠে দীর্ণে সৈন্যে মহাসুরঃ ॥ ৪৯
নির্জগাম ততো বাণো বৃদ্ধাত্মাভিমুখস্থবন্
ভীমপ্রহরণৈর্ঘোরৈর্দৈত্যৈশ্চান্যৈ সুমহাবলৈঃ।
বৃতো মহারথৈর্বীরৈরুগ্রৌজ সুরসত্তমৈঃ ॥ ৫০
বৈশম্পায়ন উবাচ।
জগৈল্ক মন্ত্রৈল্ক তথৌষধীভি-
র্মহাত্মনঃ শস্ত্রভৃতঃ প্রচক্রুঃ
স তত্র বস্ত্রাণি শুভান্ড গাব:
ফলানি পুষ্পাণি তথৈব নিত্যম্ ॥ ৫১
বলেঃ সুতো ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছন্
বিরাজতে তেন মখো ধনেনঃ।
সহস্রসূর্য্যো বহতিস্ত্রিশীর্ষঃ
পরাণাড্যস্তৃণসত্তবৃত্তিঃ ॥ ৫২
সহস্রচক্রাদ্ভুতভারকন্ত
রথো মহানস্ত্রিবিধাবভাতি।

তমাস্থিতো দানবসার্থবীরো
মহাজবঃ কার্ত্তুকৃক্ স বাণঃ ॥ ৫৩
উদ্বর্তয়িন্ বহুপুত্রধানা-
মতীব রৌদ্রো স বিভর্তি রূপম্।
স মহ্যান্ বীরযোধসঙ্কুলো
বিনির্যযৌ তান্ প্রতি দৈত্যসাগরঃ ॥৫৪
বাতপ্রবৃদ্ধস্ত তরঙ্গসঙ্কুলো
যথার্ণবো লোকবিনাশনায়।
ভীমানি সত্ত্বানকরৈর্যুতি-
স্তাম্রাগ্রতো ভান্তি বলানি তস্ত ॥ ৫৫
মহারথাগ্রাক্তিকার্ত্তুকানি
সপর্ব্বতানীব বনানি রাজন্।
বিনিঃসৃতঃ সাগরতোয়বাসা
দত্যাদ্ভুতশ্চাবতরট্টকাম: ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি রুদ্রতরুদ্ধযুদ্ধে চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৪

যে বাহিনীতে প্রমথগণের অধিকা ছিল, তাহাতেও পলায়ন করিতেছে জানিতে পারিয়া বাণাসুর যুদ্ধের জন্য উৎসুক হইয়া ত্বরিত গতিতে নির্গত হইলেন।৫১

যেমন ইন্দ্র প্রধান দেবতাগণের দ্বারা পরিবৃত থাকেন, সেইরূপ এই বাণাসুর মহাবলবান্ ভয়ঙ্কর অসুরদ্বারা মহারথী ও বীর ভীষণাকৃতি দৈত্যগণের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন ॥ ৫০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! ঐ সময় ব্রাহ্মণগণ জপ, মন্ত্র ও ঔষধি দ্বারা মহাসমরী বাণাসুরের জন্য স্বস্তিবাচন করিতেছিলেন এবং বলিকুমার বাণ ঐ ব্রাহ্মণগণের জন্য বস্ত্র, উত্তমোত্তম খাদ্য, ফল, ফুল ও দর্ভ মুষ্টি দান করিয়া বলাবাক মুনিদের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৫১।

তাঁহার বিশাল রথে সহস্র সূর্য্যের চিহ্ন চিহ্নিত ছিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক ঘন্টা যাঁহা ছিল। তাহা বহুমূল্য মূল্য ও রত্নে সুশোভিত হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল। তাহাতে সহস্র চক্রবা ও সহস্র তারকার চিহ্ন চিহ্নিত ছিল। সেই বিশাল রথ অদ্ভুত ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। বানর কেতুও তাহার ঐ রথের শোভা ধারণ করিয়াছিল। তাহার উপর বিশাল ধ্বজা ছিল এবং এই রথের উপর ধনুর্দ্ধারণ করিয়া বাণাসুর উপবেশন করিয়াছিলেন ॥ ৫২-৫৩

বাতবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সাগর যেমন লোক বিনাশ করে, তদ্রূপ বহুপুত্রযুক্ত বীরগণকে সংহার করিবার জন্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ও বীর রথিসকলের দ্বারা পরিবৃত হইয়া এই দৈত্যসাগর বিনির্গত হইয়াছিলেন ॥ ৫৪।

লোকের মনে ত্রাস সঞ্চারকারী ও শরীর দ্বারা ভয়ঙ্করাকৃতি অনেক সৈন্য তাহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিল। যে রাজন্! বিশাল রথ ও উন্নত ধনুর্দ্ধারণকারী এই সৈন্যবাহিনী সুবর্ণশিখর পর্বতের ন্যায় মনে হইতেছিল। অত্যন্ত অদ্ভুত রূপধারী বাণাসুর এই যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত সমুদ্রের নিকটবর্তী বাণপুরীতে বিনির্গত হইলেন ॥৫৫-৫৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে রুদ্র ও শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধবিষয়ক চতুর্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণকৃত ভৃগুবরোধে ভগবতঃ শঙ্করস্য ভৃগুনাপি বন্দীভবনম্, ব্রহ্মণা শিবস্য বিষ্ণুনা সহ তস্যৈক্যতায়াঃ স্মৃতেরানয়নম্, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসিতেন মার্কণ্ডেয়েন হরি- হরয়োরৈক্যং স্থাপয়তা মাহাত্ম্যেন সহ হরি-হরস্তোত্রস্য বর্ণনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

অন্ধকারীকৃতে লোকে প্রনষ্টে ত্র্যম্বকে তথা
ন নন্দী নাপি চ বৃষো ন রুদ্রঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ১

বিগুণা দীপ্তদেহস্য রোষেণ চ বলেন চ।
ত্রিপুরান্তকরো বাণঃ জজ্ঞাহ স চতুর্মুখম্ ॥ ২

সম্ভবং কার্মুকস্যৈব ক্ষেপ্তুকামস্ত্রিলোচনঃ
বিজ্ঞাতো বাসুদেবেন চিন্তয়েন মহাত্মনা ॥ ৩

ভৃগুর্ণাম নাম সোঽপ্যাস্ত জজ্ঞায় পুরুষোত্তমঃ।
তয়া সংভৃগুবাসঃ ক্ষিপ্রকারী মহাবলঃ ॥ ৪

সশরঃ সধনুশ্চৈব হরন্তেনাও ভৃষ্টিতঃ।
সজ্ঞাং ন লেভে ভগবান্ বিস্মিতাসুরবন্দনম্ ॥ ৫

সশরঃ সধনুষ্কঞ্চ দৃষ্ট্বাত্মানং বিভূষিতম্
বলোন্মত্তোঽথ বাণোঽসৌ শর্বং চোদয়তোঽসকৃৎ। ৬

ততো ননাদ ভূতাত্মা স্থিতগম্ভীরয়া গিরা।
প্রত্যাপয়াম্যহং তদা কৃষ্ণঃ শঙ্খং মহাবলঃ ॥ ৭

পাঞ্চজন্যস্য ঘোষেণ পার্জন্যবিষ্ণুজিতেন চ।
দেবাঃ বিভ্রন্তিতঃ দৃষ্ট্বা সর্বে ভূতানি তত্রযুঃ ॥ ৮

এতস্মিন্নন্তরে তত্র কৃতন্ত্র পার্বতী বৃষে
মায়াবৃদ্ধঃ সমাশ্রিত্য প্রত্যুয়ঃ পর্যাবারয়ন্ ॥ ৯

সর্বাংস্তু নিস্ত্রাবয়ন্ কৃত্বা মকরকেতুমান্।
দানবান্নাশয়ত্তত্র শরজালেন বীর্যবান্।

প্রমাথগণভূয়িষ্ঠাংস্তত তত মহাবলান্ ॥ ১০

ততস্তু ভৃগুমাদত্ত দেবস্তাক্ষিষ্টকর্মণুঃ
মালা প্রাদুরভূদ্বক্ত্রাদ্ভগবতীব শিখা সদা ॥ ১১

ততস্তু দহনী দেবী ভীষয়ানা মহাসুরান্
ব্রহ্মাণং বিশ্ববাতারং বেপমানাভ্যুপাগমৎ ॥ ১২

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের ভৃগুবাণে ভগবান্ শঙ্করের ভৃগুর বন্দীভূত হওয়া, ব্রহ্মা কর্তৃক শিবকে বিষ্ণুর সহিত তাঁহার একতার স্মৃতি আনয়ন এবং ব্রহ্মাকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মার্কণ্ডেয়ের দ্বারা হরি-হরের একতা স্থাপিত করিতে করিতে মাহাত্ম্যসহ হরি-হরের স্তোত্র বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! (বৈষ্ণবাস্ত্রের প্রয়োগে) সমস্ত জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং ভগবান্ শঙ্কর বৈষ্ণবাস্ত্রের তেজে যেন ভ্রমিতে ছিলেন। তখন নন্দী, বৃষ এবং রুদ্রদেবকে দেখা যায় নাই। ১

রোষে এবং পরাক্রমে ত্রিপুরবাসী ভগবান্ শিব ত্রিগুণভাবে দীপ্যমান হইয়া চারটী কলাযুক্ত বাণ গ্রহণ করিলেন। ২

সেই বাণ ধনুতে যোজন করিয়া তিনি নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু সকলের অন্তর্যামী মহাত্মা বাসুদেব তাহা জানিতে পারিলেন। ৩

ক্ষিপ্রকারী মহাবলবান্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তখন ভৃগুবাণ গ্রহণ করিলেন এবং মহাদেবকে ভৃগুবাণের দ্বারা অভিভূত করিয়া দিলেন। ৪

শিব ধনুশের সহ নীত অভিভূত হইলেন এবং অসুর ও রাক্ষসগণের বিজেতা মহাদেব এই সময় আর সংজ্ঞালাভ করিতে পারিলেন না। ৫

ধনুঃ ও বাণসহ আত্মতত্ত্বরূপ শিবকে অভিভূত দেখিয়া বলোন্মত্ত বাণাসুর তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রেরণা দান করিলেন। ৬

তখন সকল প্রাণীর আত্মতত্ত্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্থির ও গম্ভীর শব্দে সিদ্ধান্ত করিলেন এবং শঙ্খ-বাদন করিলেন। ৭

পাঞ্চজন্য শঙ্খের গম্ভীর শব্দে, পার্জন্য ধনুর টঙ্কারে এবং মহাদেবকে ভৃগুবাণে অভিভূত দেখিয়া সমস্ত প্রাণী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ৮

ইতিমধ্যে রুদ্রদেবের অনুচরগণ মায়াবৃদ্ধের আজ্ঞা লইয়া রণক্ষেত্রে প্রদ্যুম্নকে চারিদিকে পরিবেষ্টন করিলেন। ৯

তখন মহাপরাক্রমী মকরকেতু সকল শত্রুকে নিদ্রাভিভূত করিয়া দিলেন এবং বাণসমূহের দ্বারা যে অংশে দানবগণের মধ্যে প্রমথগণ অধিক ছিলেন, তাঁহাদিগকে বিনাশ করিলেন। ১০

তারপর ভৃগুবাণে বন্দীভূত এবং অনায়াসে মহান্ কর্মকারী মহাদেবের মুখ হইতে প্রজ্বলিত অগ্নি বহির্গত হইল এবং মনে হইতেছিল যে, তাহা যেন সকল বিশ্বদেব ভস্ম করিয়া দিতেছে। ১১

এই সময় মহাত্মগণের দ্বারা পীড়িত হইয়া ও কম্পিত হইয়া পৃথিবী দেবী বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করিলেন। ১২

পৃথিব্যুবাচ।

দেবদেব মহাবাহো পীড়ামি পরমৌজসা।
কৃষ্ণকৃত্তরাক্রান্তা ভবিষ্যেঽকার্ণবা পুনঃ ॥ ১৩
অবিষহ্যমিমং ভারং চিন্তয়ন্ত পিতামহ।
লঘূকৃতা যথা দেব ধারয়েয়ং চরাচরম্ ॥ ১৪

ততস্তু কাশ্যপীং দেবীং প্রত্যুবাচ পিতামহঃ।
মুহূর্তং ধারয়াত্মানমন্যতো লঘ্বী ভবিষ্যসি ॥ ১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু ভগবান্ ব্রহ্মা কৃতং বচনমব্রবীৎ।
সৃষ্টো মহাসুরবধঃ কিং ভূয়ঃ পরিকল্প্যতে ॥ ১৬

ন চ যুদ্ধং মহাবাহো তব কৃষ্ণেন রোচতে
ন চ বুধ্যসি কৃষ্ণং ত্বমাত্মানং তু দ্বিধা কৃতম্ ॥ ১৭

ততঃ শরীরযোগার্দ্ধি ভগবানব্যয়ঃ প্রভুঃ
প্রবিশ্য পশ্য তে কৃৎস্নাংস্ত্রীঁল্লোকান্ সচরাচরান্ ॥ ১৮
প্রবিশ্য যোগং যোগাত্মা বরাহাত্মানমুচিন্তয়ন্।

ধারয়ন্ত্যাং বসুকৃতঃ তত্ত্বস্তুত্যা সর্ব্বশঃ।
জগাদ নোত্তরং কিঞ্চিদ্বিগুণা হ্যভবত্তদা ॥ ১৯
আত্মানং কৃষ্ণযোনিস্থং পশ্যন্ত স্বেনযোনিজম্।
ততো নিঃসৃত্য রুদ্রস্তু স্তুতবংস্তোঽভবন্মুদে ॥ ২০
ব্রহ্মাণং চাত্তবাদ্ রুদ্রো ন যোৎস্যে ভগবন্নিতি।
কৃষ্ণেন সহ সংগ্রামে লঘ্বী ভবতু মেদিনী ॥ ২১
ততঃ কৃষ্ণোঽথ রুদ্রস্তু পরিষজ্য পরস্পরম্।
পরাং প্রীতিমুপাগম্য সংগ্রামমপজগ্মতুঃ ॥ ২২
ন চ তৌ পশ্যতে কেচিদ্ যোগিনৌ যোগমাস্থিতৌ।
একো ব্রহ্মা তথা রুদ্রো পশ্যন্লোকান্ পিতামহঃ ॥ ২৩
ঊষাচৈতৎ সমুদ্দিশ্য মার্কণ্ডেয়ং সনাতনম্।
পার্শ্বস্থং পরিপপ্রচ্ছ জ্ঞাতা বৈ দীর্ঘদর্শিনম্ ॥ ২৪

পিতামহ উবাচ।

মন্দরস্য গিরেঃ পার্শ্বে নলিন্যাং ভব-কেশবৌ।
রাত্রৌ যদ্যাসুরে ব্রহ্মন্নযা দৃষ্টৌ হরাচ্যুতৌ ॥ ২৫

পৃথিবী বলিলেন—"হে মহাবাহু দেবাধিদেব! আমি মহান্ বল ও পরাক্রমে পীড়িত হইয়াছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শিবের ভারে পীড়িত হইয় মনে হইতেছে যেন পুনঃ একার্ণবে নিমগ্ন হইয়া যাইব ॥ ১৩

হে পিতামহ! হে দেব! এই ভার আমার নিকট অসহ্য মনে হইতেছে। আপনি কেন উপায় চিন্তা করুন, যাহাতে আমি লঘু হইয়া সমস্ত চরাচর ধারণ করিতে পারি ॥ ১৪

তখন পিতামহ ব্রহ্মা পৃথিবীকে এই প্রকার বলিলেন—মুহূর্তকাল নিজেকে ধারণ কর, পৃথ্বি লঘু হইয়া যাইবে ॥ ১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা ভবদেবের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে এই প্রকার বাক্য বলিলেন—আপনি মহাসুরবধকে বন্ধ করিয়া পুনরায় কেন তাহাদের বধ করিতেছেন ? ১৬

হে মহাবাহু! শ্রীকৃষ্ণের সহিত আপনার যুদ্ধ আমার অনভিপ্রেত। আপনি শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে পারিতেছেন না। আপনার তনুই (শ্রীকৃষ্ণ হইয়া) দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে ॥ ১৭

তখন অম্বিকাপতি ঈশ্বর ভগবান শিব শরীরের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক ধ্যানস্থ হইয়া সচরাচর ত্রিলোক দর্শন করিলেন ॥ ১৮

যোগস্বরূপ ভগবান্ শঙ্কর যোগস্থ হইয়া পূর্বের বরাহরূপি ভগবান্ চিন্তা করিয়া এবং ধারণার দ্বারা ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া কোন উত্তর প্রদান করেন নাই ; কিন্তু (যুদ্ধ হইতে) নিবৃত্ত হইলেন ॥ ১৯

আপনার আত্মাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণময় যোনিতে (পরব্রহ্মে) অবস্থিত দেখিয়া এবং নিজেকে একই অবিভীয় ব্রহ্মস্বরূপ যোনি হইতে একটি জানিয়া রুদ্রদেব যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নির্গত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাদবিবাদ যাহা হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিলেন ॥ ২০

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মাকে তিনি বলিলেন—"আমি সংগ্রামে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিব না, পৃথিবী লঘু হউক" ॥২১

তারপর শ্রীকৃষ্ণ ও রুদ্র পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া প্রীতি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলেন ॥ ২২

শ্রীকৃষ্ণ ও রুদ্র এই দুই যোগী যোগস্থ হইয়া এক হইয়া সমস্ত প্রাণ হইলেন এবং অন্যে তাহা কিন্তু বুঝিতে পারিল না। কেবল পিতামহ ব্রহ্মা এই সমস্ত জানিয়া লোকসমূহ দর্শন করিতে লাগিলেন। পার্শ্বস্থিত নারদসহ মার্কণ্ডেয়কে দূরদর্শী জানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৩-২৪

পিতামহ বলিলেন—ব্রহ্মন্! রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে মন্দরপর্বতের পার্শ্বে সরোবরের মধ্যে পদ্মে শিব ও কেশবকে একই রূপে দেখিয়াছিলাম ॥ ২৫

হরঞ্চ হরিরূপেণ হরিঞ্চ হররূপিণম্
শঙ্খচক্রগদাপাণিং পীতাম্বরধরং হরম্ ॥ ১৬
ত্রিশূলপট্টিশধরং ব্যাঘ্রচর্মধরং হরিম্।
গরুড়স্থং চাপি হরং হরিঞ্চ বৃষভধ্বজম্ ॥ ১৭
বিস্ময়ো মে মহান্ ব্রহ্মন্ দৃষ্ট্বা তং পরমাদ্ভুতম্।
এতদ্যাচক্ষ ভগবন্ যাথাতথ্যেন সুব্রত ॥ ১৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শিবায় বিষ্ণুরূপায় বিষ্ণবে শিবরূপিণে
যথান্তরং ন পশ্যামি তেন তৌ দিশতঃ শিবম্ ॥ ১৯
অনাদিমধ্যনিধনমেতদক্ষরমব্যয়ম্
তত্ত্বেন তে প্রবক্ষ্যামি রূপং হরিহরাত্মকম্ ॥ ২০
যো বিষ্ণুঃ স তু বৈ রুদ্রো যো রুদ্রঃ স পিতামহঃ।
একা মূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা রুদ্রবিষ্ণুপিতামহাঃ ॥ ২১
বরদা লোককর্ত্তারো লোকনাথাঃ স্বয়ম্ভুবঃ
অর্দ্ধনারীশ্বরাস্তে তু ব্রতাঃ তীব্রাঃ সমাস্থিতাঃ ॥ ২২

যথা জলে জলং ক্ষিপ্তং তাদৃগেব তু তদ্ভবেৎ।
রুদ্রং বিষ্ণুঃ প্রবিষ্টস্তু তথা রুদ্রময়ো ভবেৎ ॥ ২৩
অগ্নিমগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তু অগ্নিরেব যথা ভবেৎ।
তথা বিষ্ণুঃ প্রবিষ্টস্তু রুদ্রো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ ॥ ২৪
রুদ্রমগ্নিময়ং বিদ্যাদ্ বিষ্ণুং সোমাত্মকং স্মৃতম্।
অগ্নীষোমাত্মকং চৈব জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ২৫
কর্ত্তারৌ চাপহর্ত্তারৌ স্থাবরস্য চরস্য তু।
জগতঃ শুভকর্ত্তারৌ প্রভবিষ্ণু মহেশ্বরৌ ॥ ২৬
কর্ত্তৃকারণকর্ত্তারৌ কর্ত্তৃকারণকারকৌ।
ভূতভব্যভবে দেবৌ নারায়ণ-মহেশ্বরৌ ॥ ২৭
জগতঃ পালকাবেতাবেতৌ সৃষ্টিকরৌ স্মৃতৌ।
এতে চৈব প্রবর্ষন্তি বান্তি সর্ব্বত্র চ।
এতৎ পরতরং গুহ্যং কথিতং তে পিতামহ ॥ ২৮
যশ্চৈনং পঠতে নিত্যং যশ্চৈনং শৃণুয়ান্নরঃ।
প্রাপ্নোতি পরমং স্থানং বিষ্ণুরুদ্রপ্রসাদজম্ ॥ ২৯

আমি হরকে হরিরূপে এবং হরিকে হররূপে অবলোকন করিয়াছি। তখন শঙ্করের হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ছিল এবং পীতাম্বর পরিধান করিয়াছিলেন ॥ ১৬

আর শ্রীহরি ত্রিশূল, পট্টিশ ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম ধারণ করিয়াছিলেন। মহাদেব গরুড়ের উপর এবং শ্রীহরি বৃষভধ্বজ হইয়া পতাকায় বৃষচিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৭

হে ব্রহ্মন্! সেই অদ্ভুত রূপ দেখিয়া আমি পরম বিস্ময় হইয়াছি। উত্তম ব্রতপালনকারী ভগবন্! তাহার যথার্থ রহস্য ব্যক্ত করুন ॥ ১৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—বিষ্ণুরূপধারী শিব ও শিবরূপধারী বিষ্ণুকে আমি নমস্কার করি। আমি ইঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করি না; সেইজন্য উভয়রূপে তাঁহারা আমার কল্যাণ প্রদান করেন ॥ ১৯

আমি, যথা ও তত্ত্বসহিত যে অবিনাশী অক্ষর ব্রহ্ম, তাঁহার হরিহরাত্মক রূপের বর্ণনা করিতেছি ॥ ২০

যিনি বিষ্ণু তিনিই রুদ্র আবার যিনি রুদ্র তিনিই ব্রহ্মা; তাঁহাদের মূলরূপ একই, কিন্তু কার্য্যভেদে রুদ্র, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা এই তিন দেবতারূপে বলা হইয়া থাকে ॥ ২১

ইঁহারা সকলে লোকস্রষ্টা, বরদায়ক, লোকনাথ, স্বয়ম্ভু, অর্দ্ধনারীশ্বর এবং কঠোরব্রতপালনকারী ॥ ২২

যেমন জলে জল নিক্ষেপ করিলে তাহা জলই হইয়া যায়, সেইরূপ বিষ্ণু রুদ্রদেবের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রুদ্রময় হইয়া যান ॥ ২৩

যেমন অগ্নি অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া অগ্নি হইয়া যান, সেইরূপ রুদ্রদেব বিষ্ণুতে প্রবেশ করত বিষ্ণুময় হইয়া যান ॥ ২৪

রুদ্রকে অগ্নিস্বরূপ জানিবেন এবং ভগবান্ বিষ্ণুকে সোমস্বরূপ জানিবেন। সেইজন্য চরাচর সমস্ত জগৎ অগ্নীষোমাত্মক বলা হয় ॥ ২৫

এই হরি এবং হর সমস্ত চরাচর জগতের কর্ত্তা; সংহারক, শুভকারক এবং প্রভাবশালী মহেশ্বর ॥ ২৬

এই নারায়ণ ও মহেশ্বরদ্বয় কর্ত্তা ও কারণেরও কর্ত্তা; আবার কর্ত্তা ও কারণে কার্য্যকারী। ইঁহারা দুই জনে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানস্বরূপ ॥ ২৭

(নারায়ণ ও মহেশ্বর) জগতের পালক ও সৃষ্টিকারী। ইঁহারাই যেরূপে বর্ষণ করেন, সূর্য্যরূপে প্রকাশিত হন এবং (বায়ুরূপে) গতিশীল হন ও সৃষ্টি করেন। হে পিতামহ! আপনার নিকট এই পরম গোপনীয় রহস্য বর্ণনা করিলাম ॥ ২৮

যিনি প্রতিদিন এই স্তোত্র পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন, তিনি ভগবান্ বিষ্ণু ও রুদ্রের কৃপায় পরম পদ প্রাপ্ত হন ॥ ২৯

দেবৌ হরি-হরৌ স্তোত্রে তদ্ভক্তা সহ সঙ্গতৌ।
এতৌ চ পরমৌ দেবৌ জগতঃ প্রভবাপ্যয়ৌ ॥ ৪০
রুদ্রস্তু পরমো বিষ্ণুর্বিষ্ণোশ্চ পরমঃ শিবঃ।
এক এব দ্বিধাভূতো লোকে চরতি নিত্যশঃ ॥ ৪১
ন বিনা শঙ্করং বিষ্ণুর্ন বিনা কেশবং শিবঃ।
তস্মাদেকত্বমাস্থায়ো রুদ্রোপেন্দ্রৌ তু তৌ পুরা।
নমো রুদ্রায় কৃষ্ণায় নমঃ সংহৃতচারিণে ॥ ৪২
নমঃ বর্ষ্মনেত্রায় সহিনেত্রায় বৈ নমঃ
নমঃ পিঙ্গলনেত্রায় পদ্মনেত্রায় বৈ নমঃ ॥ ৪৩
নমঃ কুমারগুরবে প্রদ্যুম্নগুরবে নমঃ।
নমো ধরণীধরায় গঙ্গাধরায় বৈ নমঃ ॥ ৪৪
নমো মযূরপিচ্ছায় নমঃ কেয়ূরধারিণে।
নমঃ কপালমালায় বনমালায় বৈ নমঃ ॥ ৪৫
নমস্ত্রিশূলহস্তায় চক্রহস্তায় বৈ নমঃ
নমঃ কনকদণ্ডায় নমস্তে ব্রহ্মদণ্ডিনে ॥ ৪৬

আমি ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া হরি ও হরের স্তুতি করিব। এই দুই পরম দেব জগতের সৃষ্টি ও সংহারের কারণ ।৪০

রুদ্রের পরমদেব বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর পরম দেবতা শিব। একই পরমেশ্বর দুইরূপে বারু হইয়া সর্বত্র সমস্ত জগতে বিচরণ করিতেছেন ।৪১

ভগবান্ শঙ্কর বিনা বিষ্ণু নাই আবার বিষ্ণু বিনা শিব নাই। পুরাকাল হইতে রুদ্র ও বিষ্ণু একত্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সংযুক্ত অথবা একরূপে বিচরণকারী ভগবান্ রুদ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। ৪২

ত্রিনেত্রধারী শিবকে নমস্কার করি এবং তদ্রূপ ত্রিনেত্রধারী শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। পিঙ্গলনেত্রধারী শিবকে নমস্কার করি এবং কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ।৪৩

কুমার কার্ত্তিকেয়ের পিতা ভগবান্ শিবকে নমস্কার করি, প্রদ্যুম্নের পিতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। সেবারূপে পৃথিবীধারণকারী শ্রীহরিকে প্রণাম করি এবং মস্তকে গঙ্গাধারণকারী শিবকে নমস্কার করি ।৪৪

মস্তকে শিখিপুচ্ছধারী শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি এবং সর্পের বাজুবন্ধধারী শিবকে নমস্কার করি। বনমালাধারী শ্রীকৃষ্ণকে এবং কপালমালাধারী শিবকে প্রণাম করি ।৪৫

হস্তে ত্রিশূলধারী শিবকে নমস্কার করি, এক হস্তে সুদর্শন-চক্রধারী শ্রীহরিকে প্রণাম করি। দণ্ডধারী শ্রীহরিকে

নমস্কর্ম্মনিবাসায় নমস্তে পীতবাসসে
নমোঽস্তু লক্ষ্মীপতয়ে উমায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥ ৪৭
নমঃ খট্টাঙ্গধারায় নমো মুসলধারিণে।
নমো ভস্মাঙ্গরাগায় নমঃ কৃষ্ণাজধারিণে ॥ ৪৮
নমঃ শ্মশানবাসায় নমঃ সাগরবাসিনে।
নমো বৃষভবাহায় নমো গরুড়বাহিনে ॥ ৪৯
নমস্ত্বনেকরূপায় বহুরূপায় বৈ নমঃ।
নমঃ প্রলয়কর্ত্রে চ নমস্ত্রৈলোক্যধারিণে ॥ ৫০
নমোঽস্তু সৌম্যরূপায় নমো ভৈরবরূপিণে।
বিরূপাক্ষায় দেবায় নমঃ সৌম্যেক্ষণায় চ ॥ ৫১
দক্ষযজ্ঞবিনাশায় বলিনিয়মনায় চ।
নমঃ পর্ব্বতবাসায় নমঃ সাগরবাসিনে ॥ ৫২
নমঃ সুররিপুঘ্নায় ত্রিপুরঘ্নায় বৈ নমঃ।
নমোঽস্তু নরকঘ্নায় নমঃ কামারিনাশিনে ॥ ৫৩

এবং ব্রহ্মদণ্ড ধারণকারী শিবকে প্রণাম করি ।৪৬

ব্যাঘ্রচর্মধারী শিবকে প্রণাম করি, পীতাম্বরধারী শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। লক্ষ্মীপতি শ্রীহরিকে এবং উমাপতি মহাদেবকে নমস্কার করি ।৪৭

খট্টাঙ্গধারী শিবকে এবং মুসলধারী বলভদ্র-স্বরূপ শ্রীহরিকে নমস্কার। ভস্মরূপ অঙ্গরাগ ধারণকারী শিবকে এবং শ্যামসুন্দর শরীরধারী শ্রীহরিকে প্রণাম করি। ৪৮

শ্মশানবাসী হর এবং সমুদ্রবাসী হরিকে বারংবার প্রণাম করি। বৃষবাহন হর এবং গরুড়বাহন হরিকে নমস্কার করি ।৪৯

অনেক অবতাররূপধারী শ্রীহরিকে এবং বহুরূপধারী শ্রীহরকে প্রণাম করি। প্রলয়কর রুদ্র এবং ত্রৈলোক্যরক্ষক বিষ্ণুকে নমস্কার করি ।৫০

সৌম্যরূপধারী শ্রীহরি এবং ভৈরবরূপধারী রুদ্রদেবকে নমস্কার করি। বিরূপাক্ষ মহাদেবকে এবং সৌম্যনেত্র শ্রীহরিকে প্রণাম করি ।৫১

দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকারী রুদ্রকে এবং বলিবন্ধনকারী শ্রীহরিকে প্রণাম করি। পর্বতনিবাসী শিবকে এবং সমুদ্রবাসী শ্রীহরিকে প্রণাম করি ।৫২

দেবদ্রোহীদের বিনাশকারী শ্রীহরিকে এবং ত্রিপুরাসুর-বধকারী মহাদেবকে প্রণাম করি। নরকাসুরকে বধকারী শ্রীবিষ্ণুকে এবং কামদেবকে দগ্ধকারী মহাদেবকে প্রণাম করি ।৫৩

নমস্ত্রস্তকনাশায় নমঃ কৈটভনাশিনে
নমঃ সহস্রস্তস্তায় নমোঽসংখ্যেয়বাহবে ॥ ৫৪
নমঃ সহস্রশীর্ষায় বহুশীর্ষায় বৈ নম।
দামোদরায় দেবায় মুঞ্জমেখলিনে নমঃ ॥ ৫৫
নমস্তে ভগবন্ বিষ্ণো নমস্তে ভগবন্ শিব।
নমস্তে ভগবন্ দেব নমস্তে দেবপূজিত ॥ ৫৬
নমস্তে সামভির্গীত নমস্তে যজুভিঃ সদা।
নমস্তে সুরশত্রুঘ্ন নমস্তে সুরপূজিত ॥ ৫৭
নমস্তে কর্মণাং কর্ম নমোঽমিতপরাক্রম।
হৃষীকেশ নমস্তেঽস্তু সর্বকেশ নমোঽস্তু তে ॥ ৫৮
ইমং স্তবং যো কুরুতে বিষ্ণোরৈশ্বৈব মহাত্মনঃ।
সমেত্য ঋষিভিঃ সর্বৈঃ স্তুতো স্তোতি মহর্ষিভিঃ ॥ ৫৯

বাসেন বেদবিদ্ভমা নারদেন চ ধীমতা
ভরদ্বাজেন গর্গেণ বিশ্বামিত্রেণ বৈ তথা ॥ ৬০
অগস্ত্যেন পুলস্ত্যেন ধৌম্যেন তু মহাত্মনা।
য ইদং পঠতে নিত্যং স্তোত্রং ত্বরিহরাত্মকম্ ॥ ৬১
অরোগো বলবাংশ্চৈব জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
শ্রিয়ঞ্চ লভতে নিত্যং ন চ স্বর্গাচ্চ্যবতে ॥ ৬২
অপুত্রো লভতে পুত্রং কন্যা বিন্দতি সৎপতিম্।
গুর্বিণী সূয়তে যা তু বরং পুত্রং প্রসূয়তে ॥ ৬৩
রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ বিঘ্নাশ্চ ন বিনায়কাঃ।
তত্রঃ তত্র ন কুর্বন্তি যত্রায়ং পঠ্যতে স্তবঃ ॥ ৬৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
হরি-হরাত্মক-স্তবো নাম
পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৫ ॥

অন্ধকাসুর বধকারী মহাদেবকে এবং কৈটভ বিনাশকারী শ্রীহরিকে প্রণাম করি। সহস্র হস্তধারী শ্রীবিষ্ণুকে এবং অসংখ্য হস্তধারী শিবকে নমস্কার করি ॥ ৫৪

সহস্র মস্তকধারী শ্রীহরিকে এবং বহু মস্তকধারী ভগবান্ শিবকে নমস্কার করি। দেব দামোদরকে এবং মুঞ্জমেখলাধারী শিবকে প্রণাম করি ॥ ৫৫

ভগবান্ বিষ্ণু! আপনাকে নমস্কার করি। ভগবন্ শিব! আপনাকে প্রণাম করি। ভগবন্! মহাদেব! আপনাকে নমস্কার করি। দেবপূজিত পরমেশ্বর! আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৫৬

(হে পরাত্মন্)! সামবেদ দ্বারা স্তুত এবং যজুর্বেদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত আপনাকে প্রণাম করি। হে দেবপূজিত! হে দেবদ্রোহিদের বিনাশকারী! আপনাকে নমস্কার করি। হে অমিতবিক্রমশালী! কর্মসমূহের কর্মস্বরূপ! আপনাকে নমস্কার করি। হে ঋষীকেশ! হে সর্ব কেশধারক ঈশ্বর! আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৫৭-৫৮

বেদবেত্তা ব্যাস, ধীমান্ নারদ, ভরদ্বাজ, গর্গ, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য, পুলস্ত্য, এবং মহাত্মা ধৌম্য প্রভৃতি সমস্ত মহর্ষিগণ কর্তৃক স্তুত ভগবান্ রুদ্র এবং বিষ্ণুর এই স্তবের দ্বারা যিনি স্তুতি করেন অথবা নিত্য হরিহরাত্মক এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি জগতে নীরোগ ও বলবান্ হইয়া থাকেন—ইহাতে সংশয় নাই। তাঁহার সর্বদা লক্ষ্মী লাভ হয় এবং স্বর্গ হইতে পুনরাবর্তন হয় না ॥ ৫৯-৬২

এই স্তোত্র পাঠ করিলে অপুত্রকের পুত্র লাভ হয়, কুমারী কন্যা শ্রবণ করিলে উপযুক্ত পতি লাভ করে এবং গর্ভিণী স্ত্রী শ্রবণ করিলে উত্তম পুত্র প্রসব করে ॥ ৬৩

যেস্থানে এই স্তব পাঠ হয়, সেস্থানে রাক্ষস, পিশাচ, কোন বিঘ্ন ও বিনায়ক ভয় উপস্থিত করেন না ॥ ৬৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে হরিহরাত্মক-স্তব-নামক পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[শ্রীকৃষ্ণ-কার্ত্তিকেয়য়োর্যুদ্ধে কার্ত্তিকেয়স্য পরাজয়ঃ, কৌচবীদেব্যা কার্ত্তিকেয়স্য হর্ষঃ, শ্রীকৃষ্ণ-বাণাসুরয়োর্যুদ্ধম্ শ্রীকৃষ্ণেন বাণাসুরস্য সহস্রবাহূচ্ছেদনম্, মহাদেবেন বাণাসুরায় 'মহাকালো ভবিষ্যতীতি' বরদানঞ্চ :]

জনমেজয় উবাচ

অপযাতে ততো দেবে কৃষ্ণে চৈব মহাত্মনি ।
পুনশ্চাসীৎ কথং যুদ্ধং পরেষাং লোমহর্ষণম্ ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ

কৃত্তাওসাগৃহীতে তু রথে তিষ্ঠন্ গুহস্তথা ।
অভিদ্রুতাব কৃষ্ণক বলং প্রত্যুদ্যমেব চ ॥ ২

ততঃ শরশতৈরুগ্রৈস্তান্ বিব্যাধ রণে গুহঃ ।
অমর্ষরোষসংক্রুদ্ধঃ কুমারঃ প্রবরো নৃণাম্ ॥ ৩

শরসংবৃতগাত্রাস্তে ত্রয়স্ত্রয় ইবাগ্নয়ঃ ।
শোণিতোষ্মপরীতৈর্গাত্রৈঃ প্রাবৃষীব গুহাঃ ততঃ ॥ ৪

ততস্তে যুদ্ধমার্গজ্ঞাস্ত্রয়স্ত্রিভিরনুত্তমৈঃ ।
বায়ব্যায়েয়পার্জন্যৈর্বিভিন্দুস্তীপ্ততেজসঃ ॥ ৫

তানস্ত্রান্ ত্রিভিরেবাস্ত্রৈর্বিনিঘ্নার্থা স পাবকিঃ ।
শৈলবারুণসাবিত্রৈস্তান্ স বিব্যাধ কোপবান্ ॥ ৬

তস্য দীপ্তশরৌঘস্য দীপ্তচাপধরস্য চ ।
শরৌঘানন্তরমাস্তির্যন্তি স্ম মহাত্মনঃ ।
যদা তদা গুহঃ ক্রুদ্ধঃ প্রজ্বলন্নিব তেজসা ॥ ৭

অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো নাম কালকল্পং দুরাসদম্ ।
সন্দধৌ তীব্রপুটঃ সংখ্যে জগৃহে পাবকিঃ প্রভুঃ ॥ ৮

প্রযুক্তে ব্রহ্মশিরসি মহদ্ভ্রাংশুসমপ্রভে ।
উগ্রে পরমদুর্ধর্ষে লোকক্ষয়করে তথা ॥ ৯

দাহাদ্ভূতেষু সর্বেষু প্রবাবৎসু সমন্ততঃ ।
অস্ত্রতেজঃপ্রমূঢ়ে তু বিমর্দে জগতি প্রভুঃ ।
কেশবঃ কেশিমথনশ্চক্রং জগ্রাহ বীর্যবান্ ॥ ১০

সর্বেষামস্ত্রবীর্যাণাং বারণং যাতনং তথা
চক্রমপ্রতিচক্রন্তু লোকে খ্যাতং মহাত্মনঃ ॥ ১১

অস্ত্রং ব্রহ্মশিরস্তেন নিষ্প্রভং কৃতমোজসা ।
ঘনৈরিবাবৃতপাপায়ে সবিতুর্মণ্ডলং যথা ॥ ১২

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় ।

[শ্রীকৃষ্ণ ও কার্ত্তিকেয়ের যুদ্ধে কার্ত্তিকেয়ের পরাজয়, কৌচবীদেবী কর্তৃক কার্ত্তিকেয়কে বর, শ্রীকৃষ্ণ ও বাণাসুরের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বাণাসুরের সহস্র বাহু ছেদন এবং মহাদেব কর্তৃক বাণাসুরকে 'মহাকাল' হইবার বরদান ।]

জনমেজয় বলিলেন—হে ব্রহ্মন্ ! যখন মহাদেব ও মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন, তখন পুনরায় লোমহর্ষণকারী যুদ্ধ কিরূপ হইয়াছিল ? ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে রাজন্ ! তখন কার্ত্তিকেয় কৃত্তাগণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রথে আরোহণ করিয়া একই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম ও প্রদ্যুম্নের দিকে যুদ্ধের জন্য ধাবিত হইলেন ॥ ২

তদনন্তর অমর্ষপূর্ণিত শ্রেষ্ঠ দেবতা কুমার কার্ত্তিকেয় সিংহনাদ পূর্বক ক্রোধ প্রকাশ করিয়া শত উগ্র বাণ দ্বারা তাঁহাদের সকলকে বিদ্ধ করিলেন । ৩

তাঁহারা তিন জন সর্বাঙ্গে বাণ দ্বারা আবৃত হইয়া এবং রক্তধারায় সর্বাঙ্গ রঞ্জিত হইয়া কুমার কার্ত্তিকেয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪

যুদ্ধমার্গসম্পন্ন জ্ঞানসম্পন্ন সেই তিন উদ্দীপ্ত তেজস্বী বীর ক্রমশঃ বায়ব্য, আগ্নেয় এবং পার্জন্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া কুমার কার্ত্তিকেয়কে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিলেন । ৫

ক্রোধান্বিত অগ্নিনন্দন কার্ত্তিকেয় সেই তিন অস্ত্র যথাক্রমে পর্বত, বারুণ ও সাবিত্র নামক তিন অস্ত্রের দ্বারা নিবারণ করিয়া পুনঃ তিন বাণ দ্বারা ঐ তিন বীরকে আঘাত করিলেন ॥ ৬

দীপ্তিমান্ ধনুর্ধারী ও তেজস্বী বাণ বর্ষণকারী মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের বাণসমূহকে ঐ তিন বীর মায়াস্ত্রের দ্বারা বিনষ্ট করিলে ক্রোধান্বিত কৃষ্ণ যেন আপন তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৭

ওঃ যখন পূর্বক পাবকনন্দন কার্ত্তিকেয় যুদ্ধক্ষেত্রে কালের ন্যায় ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র গ্রহণ করিলেন ॥ ৮

সূর্যতুল্য তেজস্বী, ব্রহ্মশির লোকসংহারকারী ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র প্রযুক্ত হইলে সর্ব জীব হাহাকার পথ করিয়া চতুর্দিকে ধাবিত হইল ও অস্ত্রতেজে মোহিত হইয়া সমস্ত জগৎ বিনাশের আশঙ্কান্বিত হইল । তখন পরম পরাক্রমী কেশিহন্তা ভগবান্ কেশব চক্র গ্রহণ করিলেন । সকল অস্ত্রের নিবারণকারী ও বিনাশকারী এবং যাঁহার সম্মুখে প্রতিদ্বন্দ্বী বর্তমান থাকিতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণের সেই চক্র জগতে প্রসিদ্ধ ॥ ৯-১১

যেমন বর্ষাকালে মেঘে আচ্ছন্ন দিবা সূর্য প্রভাহীন হইয়া

ততো নিস্ত্রস্তভাং যাতে নষ্টবীর্য্যে মহৌজসি
তস্মিন্ ব্রহ্মশিরস্ত্রে ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ১৩
গুহঃ প্রজজ্বাল রণে রবিমেবাগ্নিরুত্থিতঃ।
শক্তিং জ্বলিতাং দিব্যাং শক্তিং জগ্রাহ কাঞ্চনীম্ ॥ ১৪
অঘোরাং ঘণ্টিতাং ঘোরাং সর্ব্বলোকভয়াবহাম্ ।
তাং প্রদীপ্তাং মহোল্কাভাং যুগান্তাগ্নিসমপ্রভাম্ ।
ঘণ্টাবালুকুলাং দিব্যাং চিক্ষেপ কৃত্বিতো গুহঃ ॥ ১৫
ননাদ কলবচ্চাপি নাদং শক্রভয়ঙ্করম্ ।
সা চ ক্ষিপ্তা তদা তেন ব্রহ্মণেন মহাত্মনা ॥ ১৬
হুঙ্কারমাণে গগনে সম্প্রদীপ্তমুখী তদা ।
অথাবত্ত মহাশক্তিঃ কৃষ্ণস্য বধকাঙ্ক্ষিণী ॥ ১৭
তৃণং বিষ্ণুঃ শক্রোঽপি সর্ব্বামরগণৈর্বৃতঃ
শক্তিং প্রজ্বলিতাং দৃষ্ট্বা হন্ত কৃষ্ণেতি চাব্রুবীৎ ॥ ১৮
তাং সমীপমনুপ্রাপ্তাং মহাশক্তিং তথাম্বরে ।

হুঙ্কারেণৈব নির্ভিন্নাং পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ১৯
পাতিতায়াং মহাশক্ত্যাং সাধু সাধ্বিতি সর্ব্বশঃ ।
সিংহনাদং ততশ্চক্রুঃ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ ॥২০
ততো দেবেষু নর্দ্দৎসু বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ।
পুনশ্চক্রং স জগ্রাহ দৈত্যান্তকরণং রণে ॥ ২১
ব্যাবিধ্যমানে চক্রে তু কৃষ্ণেনাপ্রতিযোজসা ।
কুমাররক্ষণার্থায় বিভণ্ডী শুণ্ডতু তদা ॥ ২২
দিদৃক্ষা দেববচনাৎ প্রবিষ্টা তত্র কোটবী ।
লম্বমানা মহাভাগা ভাগা দেব্যাস্তথাষ্টমঃ ।
চিত্রা কনকশক্তিস্তু সা চ নগ্না স্থিতাম্বরে ॥ ২৩
অথান্তরাং কুমারস্য দেবীং দৃষ্ট্বা তথাবৃতঃ ।
পরাঙ্মুখস্ততো বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ২৪

শ্রীভগবানুবাচ

অপগচ্ছাপগচ্ছ ত্বং ধিক্ ত্বাং ধিক্ পাপচেষ্টিতে
কিমেবং কুরুষে বিষ্ণো নিস্ত্রিংশে বধে স্থিতা ॥ ২৫

যায়, সেইরূপ আপন পরাক্রমে ঐ চক্র ব্রহ্মশির নামক অস্ত্রকে নিষ্প্রভ করিয়া দিলেন ॥ ১১

ঘৃতাহুতিতে অগ্নি যেমন প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ মহান্ শক্তিশালী ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র রণভূমিতে (চক্রের দ্বারা) নিস্তেজ হইলে কার্ত্তিকেয় ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন ॥ ১৩।

তারপর কার্ত্তিকের অমোঘ, ভয়ঙ্কর, সকলের ভয়োৎপাদনকারী, প্রজ্বলিত, শত্রুসংহারে সমর্থ, উল্কার ন্যায় প্রদীপ্ত, প্রলয়কালের অগ্নিকুল্যা, ঘণ্টা ও বালুকা অলঙ্কৃত সূর্যবর্ণময়ী দিব্য এবং ভিন্ন শক্তি গ্রহণ করিলেন এবং ক্রোধান্বিত হইয়া শত্রুপক্ষের ত্রাসদানকারী সিংহনাদ করিয়া তাহা নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৪-১৬॥

ব্রাহ্মণভক্ত মহাত্মা কার্ত্তিকের দ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই শক্তি আকাশে বর্দ্ধিত হইল এবং তাহার মুখভাগ প্রজ্বলিত হইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণের বধের ইচ্ছায় সেই মহাশক্তি তাঁহার দিকে ধাবিত হইল ॥১৬-১৭

সেই প্রজ্বলিত শক্তিকে দেখিয়া সকল দেবগণের দ্বারা পরিবৃত ইন্দ্র তৃণের ন্যায় বিষ্ণু হইয়া পড়িলেন এবং বলিয়াছিলেন—"হায়! শ্রীকৃষ্ণ মর হইলেন" ॥ ১৮

পরন্তু ঐ মহাসমরে শ্রীকৃষ্ণ আপনার নিকট আগত মহাশক্তিকে হুঙ্কারের দ্বারাই ছিন্নভিন্ন করিয়া পৃথিবীতে নিপাতিত করিয়া দিলেন ॥ ১৯

সেই মহাশক্তি ধরাশায়িনী হইলে চতুর্দিকে 'সাধু, সাধু' এই ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল এবং ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবগণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ২০

দেবতাগণ যখন সিংহনাদ করিতেছিলেন, তখন প্রতাপবান্ বাসুদেব রণভূমিতে দৈত্যবিনাশকারী চক্র পুনরায় গ্রহণ করিলেন ॥ ২১

অপ্রতিম বলশালী শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক চক্র ঘূর্ণিত হইলে কুমারের রক্ষণের নিমিত্ত মহাদেবের আজ্ঞায় কোটবী সুন্দর শরীর ধারণপূর্বক বিশ্বরূপা অর্থাৎ নগ্ন হইয়া রণভূমিতে প্রবেশ করিলেন। দেবী পার্ব্বতীর অষ্টম ভাগ এই নগ্না কোটবী ও বিচিত্র সুবর্ণময়ী শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ ও কুমারের মধ্যে ঘূর্ণ্যমানা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২২-২৩

নিজের ও কুমারের মধ্যে দেবীকে অবস্থান করিতে দেখিয়া মহাবাহু মধুসূদন পরাঙ্মুখ হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন—"অপসৃত হও, অপসৃত হও, তোমাকে ধিক্। শত্রুবধে দৃঢ়নিশ্চয় আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে কেন বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছ" ? ২৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বৈবং বচনং তস্য কোটবী তু তদা বিভোঃ।
নৈব বাসঃ সমাধত্ত কুমারপরিরক্ষণাৎ ॥ ১৬

শ্রীভগবানুবাচ।

অপযাস্যে গুরং শীঘ্রমনপায়ি রণাত্তিরাৎ।
যদি ত্বেষ ভবেদস্য বোৎস্যতো বোৎস্যতা ময়া ॥ ১৭

তাঞ্চ দৃষ্ট্বা স্থিতাং দেবো হরিঃ সংগ্রামমূর্দ্ধনি।
সজ্জয়ার ততশ্চক্রং ভগবান্ বাসবানুজঃ ॥ ১৮

এবং কৃতে তু কৃষ্ণেন দেবদেবেন ধীমতা।
অপযাস্যে গুরং দেবী হরসান্নিধ্যমাগতা ॥ ১৯

এতস্মিন্নন্তরে চৈব বর্ত্তমানে মহাভয়ে।
কুমারে রক্ষিতে দেবা সাধন্তঃ দেবমায়য়া ॥ ৪০

অপযান্তং গুরং দৃষ্ট্বা মুক্তং কৃষ্ণেন সংযুগাৎ।
বাণশ্চিন্তয়তে তত্র স্বয়ং যোৎস্যামি মাধবম্ ॥ ৩১

বৈশম্পায়ন উবাচ

মৃত-রক্ষগণাংশ্চৈব বাণানীকস্য সর্ব্বশঃ।
দিশঃ প্রদ্রুদ্রুবুঃ সর্ব্বে ভগ্নোদ্বিগ্নবিলোচনাঃ ॥ ৩২

প্রমথগণভূয়িষ্ঠে সৈন্যে দীর্ণে মহাসুরঃ।
নির্জ্জগাম ততো বাণো যুদ্ধায়াভিমুখস্থয়ন্ ॥ ৩৩

ভীমপ্রহরণৈর্ঘোরৈর্বৈতোয়ৈঃ শূলহারিভিঃ।
মহাবলৈর্মহাবীর্যৈরন্ত্রীব সুরসত্তমৈঃ ॥ ৩৪

পুরোহিতাঃ শঙ্খবরং দধমু-
স্তথৈব চাস্যে দ্রুতশীলবৃদ্ধাঃ।
জপৈশ্চ মন্ত্রৈশ্চ তথৌষধীভি-
র্মহাত্মনঃ স্বস্ত্যয়নং প্রচক্রুঃ ॥ ৩৫

ততস্তূর্য্যপ্রণাদৈশ্চ ভেরীণাং তু মহাস্বনৈঃ।
সিংহনাদৈশ্চ দৈত্যানাং বাণঃ কৃষ্ণমভিস্তবৎ ॥ ৩৬

দৃষ্ট্বা বাণং তু নির্যান্তং যুদ্ধায়ৈব বাসুদেবিনম্।
আরুহ্য গরুড়ং কৃষ্ণো বাণাহাভিমুখো যযৌ ॥ ৩৭

আয়ান্তমথ তং দৃষ্ট্বা বলমাত্মসমং রণে
বৈনতেয়মথারুহ্য কৃষ্ণঃ প্রতিযযৌ তদা ॥৩৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে রাজন! শ্রীভগবানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়াও কুমারের রক্ষণের নিমিত্ত কোটবী অন্য বস্ত্র ধারণ করেন নাই ॥ ২৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন—রণস্থান হইতে কার্ত্তিকেয়কে লইয়া শীঘ্র অপসৃত হও। এইরূপ করিলে আমার সহিত যুদ্ধরত কার্ত্তিকেয়ের আজ কল্যাণ হইবে ॥ ২৭

কোটবীকে যুদ্ধসজ্জা বিদ্যমান দেখিয়া ইন্দ্রের অনুজ ভগবান্ শ্রীহরি আপন চক্রকে বিবর্দ্ধিত করিয়া লইলেন ॥ ২৮

দেবাধিদেব বৃষ্ণিবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ করিলে কোটবী কার্ত্তিকেয়কে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে লইয়া মহাদেবের নিকট চলিয়া গেলেন ॥ ২৯

ইতিমধ্যে মহাভয় উপস্থিত হইলে এবং দেবী কোটবী কার্ত্তিকেয়কে রক্ষা করিলে বাণাসুর সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥ ৩০

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যুদ্ধ হইতে মুক্ত হইয়া কার্ত্তিকেয়কে চলিয়া যাইতে দেখিয়া "আমি মাধবের সহিত যুদ্ধ করিব"—বাণ এইরূপ চিন্তা করিলেন ॥ ৩১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! তখন যুদ্ধ ও যক্ষসমূহ এবং বাণাসুরের সমস্ত সৈন্যগণ ভয় কাতর নেত্রে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৩২

যে সৈন্যবাহিনীতে প্রমথগণের আধিক্য ছিল, তাহারাও ভগ্নভগ্ন হইয়াছে জানিয়া যুদ্ধের জন্য সমুদ্যত বাণাসুর বহির্গত হইলেন ॥ ৩৩

মহাধারী উগ্র বেগশালী ভয়ঙ্কর দেবগণ তুল্য পরিবৃত বাণাসুর সেইরূপ ভীষণ অস্ত্রধারী, ঘোর, মহাবলী, মহাবীর এবং মহারথী দৈত্যপতিগণ কর্ত্তৃক বাণাসুর পরিবৃত ছিলেন ॥ ৩৪

যাজ্ঞবল্ক্যজ্ঞানসম্পন্ন বৃদ্ধ পুরোহিতগণ ও অন্য [illegible] শঙ্খবর বাদনাদি করিতে করিতে জপ, [illegible] দ্বারা ঐ মহাত্মা দৈত্যরাজের স্বস্ত্যয়ন করিলেন ॥ ৩৫-৩৬

অনন্তর বাদ্যধ্বনি, ভেরীনাদের শব্দ ও দৈত্যগণের সিংহনাদের সহিত বাণাসুর শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৬

যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত বাণাসুরকে বহির্গত দেখিয়া গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ তাহার সম্মুখে আগমন করিলেন ॥ ৩৭

অপ্রতিম বলশালী বহুবাহুবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতে দেখিয়া বাণাসুর তিনি [illegible]

অথ বাণস্তু তং দৃষ্ট্বা প্রমুখে প্রস্থাপিতম্
উবাচ বচনং ক্রুদ্ধো বাসুদেবং তদগ্রতঃ ॥ ৩৯

বাণ উবাচ

তিষ্ঠ তিষ্ঠ ন মেঽদ্য ত্বং জীবন্ প্রতিগমিষ্যসি।
দ্বারকাং দ্বারকাকান্তাংস্তথা পুত্রান্ হনিষ্যসে ন চ ॥ ৪০

সুবর্ণবর্ণান্ বৃক্ষাগ্রানদ্য ভক্ষয়সি মাধব
মন্ত্রাভিহূতঃ সমরে মুমূর্ষুঃ কালনোদিতঃ ॥ ৪১

অদ্য বাহুসহস্রেণ কদমর্দ্দকৃতো রণে।
ময়া সহ সমাগম্য যোৎস্যসে গরুড়ধ্বজ ॥ ৪২

অদ্য ত্বং বৈ ময়া যুদ্ধে নিহতঃ সবান্ধবঃ
দ্বারকাং শোণিতপুরে নিহতঃ প্রবিশিষ্যসি ॥ ৪৩

নানাপ্রহরণোপেতৈঃ নানারূপবিচূর্ণিতঃ।
অদ্য বাহুসহস্রং মে কোটিকৃত্তং নিধাস্যতি ॥ ৪৪

গর্জ্জতস্তস্য বাক্যৌঘা জলৌঘা ইব নিঃসৃতাঃ
নিষ্পতন্তি মহাঘোরা বাতোদ্ধূতা ইবার্ণবাঃ ॥ ৪৫

রোষপর্য্যাকুলে চৈব নেত্রে তস্য বভূবতুঃ।
ভগ্নচিহ্নধরাবিব যে মহাসূর্য্য ইবোদিতঃ ॥ ৪৬

তচ্ছ্রুত্বা নারদস্তস্য বাণস্যাতুষ্যতাং বচঃ।
জহাস সুমহাহাসং ভিন্দন্নিব নভস্তলম্ ॥ ৪৭

যোগপট্টমুপাশ্রিত্য তস্থৌ যুদ্ধদিদৃক্ষয়া
কৌতূহলোৎকুল্লদৃশঃ কূর্পরং পর্য্যতৃতে মুনিঃ ॥ ৪৮

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

বাণ কিং গর্জ্জসে মোঘাঞ্ছ্রাবণা নাস্তি গর্জ্জিতম্।
এতেহি মূঢ়াস্ত্ব রণে কিং বৃথা গর্জ্জিতেন তে ॥ ৪৯

যদি যুদ্ধানি বহুশৈঃ সিধ্যেয়ুর্দিত্তিনন্দন।
তবানেক ভবেন্নিত্যং বসুবন্ধ প্রভঞ্জতি ॥ ৫০

এতেহি তব মাং বাণ জিত্বা বা বসুধাতলে।
চিরায়াবাপ্যুহো লীলঃ পতিতং প্রেক্ষসেঽগ্রতঃ ॥ ৫১

ইত্যেবমুক্ত্বা বাণং তু মর্ম্মভেদিভিরাশুগৈঃ।
নির্বিভেদ তদা কৃষ্ণস্তনয়োর্ভৈরশনৈঃ ॥ ৫২

বিনির্ভিন্নস্তু কৃষ্ণেন মার্গণৈর্মর্ম্মভেদিভিঃ
স্রবন্ বাণস্ততঃ কৃষ্ণং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ৫৩

উপস্থিত হইলেন এবং কুপিত হইয়া বেগবান্ বাসুদেবকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। ৩৮-৩৯

বাণাসুর বলিলেন—আজ আমার সম্মুখে অবস্থান কর, অবস্থান কর। এখন আর জীবন লইয়া দ্বারকায় যাইতে পারিবে না এবং দ্বারকাস্থিত সুহৃদ্‌গণকেও দেখিতে পাইবে না। ৪০

হে মাধব! আজ সমরাঙ্গনে আমার দ্বারা পরাকৃত হইয়া তুমি কালের নিকট প্রেরিত হইবে এবং মুমূর্ষু হইয়া বৃক্ষের অগ্রভাগ সুবর্ণবর্ণ (হরিদ্‌বর্ণ) দেখিবে। ৪১

হে গরুড়ধ্বজ! তোমার অদ্য বাহু লইয়া সমরভূমিতে সহস্র-বাহু আমার সহিত কি ভাবে যুদ্ধ করিবে? ৪২

আজ বন্ধুবর্গের সহিত রণভূমিতে আমার দ্বারা পরাজিত হইবে এবং শোণিতপুরে নিহত হইবে এবং দ্বারকার কথা স্মরণ করিবে। ৪৩

দেখ, নানাবিধ অস্ত্রযুক্ত ও নানাপ্রকার বাহুকৃপণে বিচূর্ণিত এই আমার সহস্র বাহু আজ কিভাবে কোটি বাহুর সমান হইয়া যাইবে। ৪৪

বর্জ্জনকারী দৈত্যরাজের মুখ হইতে সেই ভয়ঙ্কর বাক্য-সমূহ যেন বায়ুর তাড়নায় সমুদ্র হইতে উত্থিত জলপ্রবাহ ও তরঙ্গমালার ন্যায় নির্গত হইতেছিল। ৪৫

তাহার সেই চক্ষু ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন ভগ্নচিহ্ন শত করিবার জন্য বিশাল সূর্য্য আকাশে উদিত হইয়াছে। ৪৬

বাণাসুরের সেই ওজস্বী বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ যেন নভস্তল বিদীর্ণ করিয়া অট্টহাস করিতে লাগিলেন। ৪৭

মুনিবর যোগপট্ট আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ দেখিবার ইচ্ছায় আকাশে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং উৎফুল্ল হইয়া কৌতূহল নেত্রে আকাশে পর্য্যটন করিতেছিলেন। ৪৮

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে বাণ! তুমি মোঘবলতঃ গর্জ্জন করিতেছ। বীরগণ এইভাবে গর্জন করেন না। এস, এস যুদ্ধ কর। বৃথা গর্জনে কি লাভ? ৪৯

হে দিতিনন্দন! যদি বাক্যের দ্বারা যুদ্ধে সফলতা লাভ হয়, তবে তুমি বিজয়ী; কারণ, তুমি অনেক অসংলগ্ন বাক্য বলিয়াছ। ৫০

হে বাণ! এস, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর অথবা নিজমুখী হইয়া বীরের ন্যায় সমস্ত অসুরবলের সহিত চিরকালের জন্য ধরণীতলে শায়িত হও। ৫১

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রগামী মর্ম্মভেদী অযোঘ মহাবাণ-সমূহের দ্বারা বাণাসুরকে আঘাত করিলেন। ৫২

শ্রীকৃষ্ণের মর্ম্মভেদী বাণসমূহের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া বাণাসুর হাসিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাণবর্ষণ বিকীর্ণ করিলেন। ৫৩

অসিষ্টিরিব সংযুক্তঃ তস্মিন যুদ্ধে সুদারুণে।
ততঃ পরিঘনিস্ত্রিংশৈর্গদা-তোমর-শক্তিভিঃ ॥ ৫৪
মুসলৈঃ পট্টিশৈশ্চৈব চ্ছাদয়ামাস কেশবম্।
স তু বাহুসহস্রেণ সর্ব্বিতো দৈত্যসত্তমঃ ॥ ৫৫
যোধয়ামাস সমরে দিব্যাস্ত্রময় লীলয়া।
লাঘবাত্তস্য কৃষ্ণস্য বলিসূনু রুষান্বিতঃ ॥ ৫৬
ততোঽস্ত্রং পরমং দিব্যং তপসা নির্ম্মিতং মহৎ।
যদপ্রতিহতং যুদ্ধে সর্ব্বামিত্রবিনাশনম্ ॥ ৫৭
ব্রহ্মণা বিহিতং দিব্যং তমুমোচ দিতেঃ সুতঃ
তস্মিন্ মুক্তে দিশঃ সর্ব্বাস্তমঃপিহিতমণ্ডলাঃ ॥ ৫৮
প্রাতরাসন্ সহস্রাণি সূর্য্যোরাণি চ সর্ব্বশঃ।
তমসা সংবৃতে লোকে ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৫৯
সাধু সাধ্বিতি বাণঃ তু পূজয়ন্তি স্ম দানবাঃ।
হা হা বিদিতি দেবানাং শ্রুতেঃ বাগুদীরিতা ॥ ৬০
ততোঽস্ত্রবলবেগেন সাচ্ছিন্নত্বাত্তু সুদারুণাঃ

ঘোররূপা মহাঘোরা নিপেতুর্বাণবৃষ্টয়ঃ ॥ ৬১
নৈব বাতাঃ প্রবায়ন্তি ন মেঘাঃ সঙ্গচ্ছন্তি চ।
অস্ত্রে বিসৃষ্টে বালেন মহমানে চ কেশবে ॥ ৬২
ততোঽস্ত্রং সুমহাবেগং জগ্রাহ মধুসূদনঃ।
পার্জ্জন্যং নাম ভগবান্ কালান্তকনিভং রণে ॥ ৬৩
ততো বিতিমিরে লোকে সত্যাগ্নিঃ প্রশমং গতঃ।
দানবা মোঘসঙ্কল্পাঃ সর্ব্বেঽভূবংস্তদা ভৃশম্ ॥ ৬৪
দানবাস্ত্রং প্রশান্তং তু পার্জ্জন্যাস্ত্রেণভিমন্ত্রিতে।
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে নেদুশ্চ হসন্তি চ ॥ ৬৫
হতে শস্ত্রে মহারাজ দৈত্যেয়ঃ ক্রোধমুচ্ছ্রিতঃ।
ভৃশং স জ্বালয়ামাস কেশবং পরুষৈঃ স্তিতম্ ॥ ৬৬
মুসলৈঃ পট্টিশৈশ্চৈব চ্ছাদয়ামাস কেশবম্।
তস্য তাং তরসা সর্ব্বাং বাণবৃষ্টিং সমুদ্যতাম্ ॥ ৬৭
প্রহসন্ বারয়ামাস কেশবঃ শত্রুসূদনঃ।
কেশবস্তু তু বাণেন বর্ত্তমানে মহাহবে ॥ ৬৮
ততঃ শার্ঙ্গবিনির্ম্মুক্তৈঃ শরৈরসনিসন্নিভৈঃ।
ভিন্নমস্তুস্তথা চক্রে সোঽশ্বধ্বজসপ্তত্রাকিনম্ ॥ ৬৯

সেই অত্যন্ত ভয়ানক যুদ্ধে প্রক্ষিপ্ত বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া বাণাসুর পুনঃ শ্রীকৃষ্ণকে পরিঘ, খড়্গ, গদা, তোমর, শক্তি, মুসল এবং পট্টিশ দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। ৫৪।

সেই সহস্র বাহুর দ্বারা পরিত্যক্ত দৈত্যরাজ ক্রোধ পূর্ব্বক দিব্যাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের সহিত রণভূমিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৫৫।

শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রনৈপুণ্যে বাণাসুর ক্ষুব্ধ হইলেন। তদনন্তর তাঁহা দ্বারা নির্ম্মিত এবং পরম দিব্য এক অস্ত্র যাহা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রচিত এবং যাহা যুদ্ধে অপ্রতিহত ও শত্রুবিনাশকারী, সেই অস্ত্র দিতিসুত বলিপুত্র বাণাসুর শ্রীকৃষ্ণের উপর বর্ষণ করিলেন। ৫৬-৫৭।

সেই অস্ত্র মুক্ত হইলে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইয়া যাইল। সর্ব্বত্র সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর অমঙ্গল চিহ্ন দেখা দিল। ৫৮।

তখন সমস্ত দিক্ আচ্ছাদিত হইলে অন্য কিছু জানিতে পারা যায় নাই। সমস্ত দানব 'সাধু, সাধু' বলিয়া বাণাসুরের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং 'হায়, ধিক্' এইরূপ বাণী দেবকণ্ঠের মতো উচ্চারিত হইতে শুনা যাইল। ৫৯-৬০

তদনন্তর অস্ত্রবলে, বেগে ও তেজে যুক্ত বাণসমূহের ভয়ঙ্কর ভাবে ও মহাবেগে বর্ষণ আরম্ভ হইল। ৬১

বাণাসুরের বাণবর্ষণে কেশব যেন লক্ষ্য হইতে লাগিলেন। তখন বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যাইল এবং মেঘের সঞ্চরণও রুদ্ধ হইয়া গেল। ৬২।

তখন ভগবান্ মধুসূদন রণভূমিতে কালান্তকের ন্যায় ভয়ঙ্কর ও মহান্ মেঘনালী পার্জন্য নামক অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ৬৩

এই অস্ত্রের প্রয়োগে ভূতলের অন্ধকার বিনষ্ট হইল, বাণাসুরের বাণাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল এবং দৈত্যগণের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা নষ্ট হইয়া যাইল। ৬৪

পার্জন্যাস্ত্র অভিমন্ত্রিত হইলে দানবাস্ত্র শান্ত হইল। তখন দেবতাগণ সিংহনাদ করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন। ৬৫

যে মহারাজ! নিজের অস্ত্র ব্যর্থ হইতে দেখিয়া ঐ দৈত্যরাজ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া উঠিল এবং পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের উপর উপহাস করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে মুসল ও পট্টিশে আচ্ছাদিত করিল। ৬৬-৬৭।

শত্রুসূদন কেশব ঐ সমস্ত বেগপূর্ণ বাণের বর্ষণ হাসিতে হাসিতে নিবারণ করিয়া দিলেন। ৬৮।

ঐ যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণের শার্ঙ্গধনু হইতে বিনির্ম্মুক্ত বজ্রতুল্য বাণসমূহের দ্বারা বাণাসুরের অশ্ব, ধ্বজ ও পতাকা সহ রথ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে খণ্ডিত হইয়া যাইল। ৬৮-৬৯

চিচ্ছেদ কবচং কায়াদ্মুকুটঞ্চ মহাপ্রভম্
কার্ম্মুকঞ্চ মহাতেজা ভগ্বাংপঞ্চ কেশবঃ ॥ ৭০
বিব্যাধ চৈনমুরসি নারাচেন স্মরন্নিব
স মর্ম্মাণ্যভিতঃ সংখ্যে প্রমুমোহাল্পচেতনঃ ॥ ৭১
তং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছিতং বাণং প্রহারপরিপীড়িতম্।
প্রাসাদবরশৃঙ্গস্থো নারদো মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৭২
উত্থায়াপশ্যত তদা কন্যাস্ফোটনতৎপরঃ
বাদয়ানো মহাশঙ্খৈর্দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি চাব্রবীৎ ॥ ৭৩
অহো মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্।
দৃষ্টং মে বসিদং চিত্রং দামোদরপরাক্রমম্ ॥ ৭৪
জয় বাণ মহাবাহো দৈত্যেন্দ্র দেবকিল্বিষম্।
যদর্থমবতীর্ণোঽসি তৎ কর্ম্ম সফলীকুরু ॥ ৭৫
এবং স্তুত্বা তদা দেবং বাণেন স্থং ত্রোতসম্ শিবৈঃ।
ইত্যুক্তস্তু সম্পত্তির্নারদো বাচরন্ রণে ॥ ৭৬
কেশবস্তু তু বাণেন বর্ত্তমানে মহাভয়ে

প্রযুধ্যতাং রণে তত্র তাবন্যোন্যমভিদ্রুতৌ।
যুদ্ধা তদ্বদ্ বাসবয়োরুভয়োর্দৈত্যদেবয়োঃ ॥ ৭৭
গরুড়শ্চ মহাতেজা মযূরশ্চ মহাবলঃ।
পক্ষতুণ্ডপ্রহারৈস্তু চরণাক্ষনখৈস্তথা ॥ ৭৮
অন্যোন্যং জঘ্নতুঃ ক্রুদ্ধৌ ময়ূর-গরুড়াবুভৌ।
বৈনতেয়স্ততঃ ক্রুদ্ধো ময়ূরং লীলয়ুতেজসম্ ॥ ৭৯
জগ্রাহ শিরসি ক্ষিপ্তং তুণ্ডেনাভিপতন্তথা।
উৎক্ষিপ্য চৈব পক্ষাভ্যাং নিজঘান মহাবলঃ ॥ ৮০
পদ্ভ্যাং পার্শ্বাভিঘাতাভ্যাং কৃত্বা ধাত্বাঞ্জনেক্ষণঃ।
আকৃষ্য চৈনং তরসা বিকৃষ্য চ মহাবলঃ ॥ ৮১
নিঃসংজ্ঞং পাতয়ামাস গগনাদিব ভাস্করম্।
ময়ূরে পতিতে তস্মিন্ পপাতাতিবলো ভুবি ॥ ৮২
বাণঃ সমরসংবিগ্নশ্চিন্তয়ন্ কার্য্যমাত্মনঃ
নয়াতিবলবন্তেন ন কৃতা যুদ্ধয়া বয়ঃ ॥ ৮৩
পশ্যতাং দেবদৈত্যানাং প্রাপ্তোঽস্যাপরমুত্তমম্।
তং লীলমনসঃ জ্ঞাত্বা রণে বাণং সুবিক্রমম্ ॥ ৮৪

তারপর মহাতেজস্বী কেশব তাঁর শরীরের কবচ, মস্তকের মহোজ্জ্বল মুকুট, শক্তিমান ধনুঃ এবং ধ্বজাবরণ কর্ত্তন করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার দেহে তেরো নারাচ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ৭০।

যুদ্ধস্থলে মর্ম্মভেদী আঘাত লাভ করিয়া ও চেতনাহীন হইয়া বাণাসুর মোহ প্রাপ্ত হইলেন। পীড়িত বাণাসুরকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া তাঁহার প্রাসাদশিখরে স্থিত মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ হস্তে তাল দান করিতে করিতে এবং নর্তনও করিতে করিতে বলিলেন—"অহো! ভাগ্য। অহো! ভাগ্য!" ॥ ৭১-৭৩

অহো! আজ আমার জন্ম সফল হইল। জীবনও সফল হইল। যেহেতু আজ শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত পরাক্রম চাক্ষুষ করিলাম" ॥ ৭৪

"হে মহাবাহু! আজ আপনি দেবদ্রোহী দৈত্য বাণাসুরকে পরাজিত করুন এবং যে জন্য আপনার এই অবতার, তাহা সফল করুন" ॥ ৭৫

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে করিতে ঐ সময় আকাশকে প্রকাশিত করিতে করিতে এদিক্ ওদিকে পতিত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের সহিত নারদ বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৬

বাণাসুরের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই ভীষণ যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষ কখনও কখনও অন্যের সাহায্যে যুদ্ধ করিয়াছিল। কখনও

যখ দেব ও দৈত্যপক্ষের বাহনের সহিত বাহনের অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৭৭

বৃদ্ধিমান গরুড় ও ময়ূরের মধ্যে পক্ষের দ্বারা, চঞ্চুর সাহায্যে, চরণ ও নখের প্রহার দ্বারা যুদ্ধ চলিতেছিল ॥ ৭৮

ময়ূর ও গরুড় উভয়ে উভয়কে ক্রোধে আঘাত করিতেছিল। তদনন্তর গরুড় ক্রোধপূর্বক উহাকে আনিয়া চঞ্চু দ্বারা উদ্যত তেজস্বী ময়ূরের মস্তক ধরিতে প্রহার করিলেন এবং পক্ষের সাহায্যে তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া আঘাত হানিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭৯-৮০

চরণের সাহায্যে উভয় পার্শ্বে মহাবল গরুড় বার বার আঘাত পূর্বক আকর্ষণ করিয়া আবার দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন এবং যেন আকাশ হইতে সূর্য্য পতিত হইতেছে এইরূপে নিম্নে ফেলিয়া দিলেন ॥ ৮১।

পৃথিবীতলে ময়ূর পতিত হইলে যুদ্ধে কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে উদ্বিগ্নচিত্ত বাণাসুরও ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৮২

(বাণাসুর অনুশোচনা করিতে লাগিলেন) "অহো! আমি অভিবলে উন্মত্ত হইয়া মুহূর্তের বাক্য শ্রবণ করি নাই, তাই আজ দেব ও দৈত্যের চক্ষুর সম্মুখে ভীষণ বিপদে পতিত হইয়াছি ॥ ৮৩।

চিন্তয়ন্ত্বসবান্ ক্রুদ্ধো বাণরক্ষণমাতুরঃ।
ততো নন্দীং মহাদেবঃ প্রাহ গম্ভীরয়া গিরা ॥ ৮৫

নন্দিকেশ্বর যাহি ত্বং যতো বাণো রথে স্থিতঃ।
রথেনানেন দিব্যেন সিংহযুক্তেন ভাস্বতা ॥ ৮৬

বাণং সংযোজয়াশু ত্বমলং যুদ্ধায় বানব।
প্রমাথগণমধ্যেঽহং স্থাস্যামি ন হি মে মনঃ ॥ ৮৭

যোদ্ধুং প্রস্তুবতে হন্ত বাণঃ সংরক্ষ্য মাতরম্।
ত্বমেত্যুক্ত্বা ততো নন্দী রথেন রথিনাংবরঃ ॥ ৮৮

যতো বাণস্ততো গত্বা বাণমাহ শনৈরিদম্।
দৈত্যাসুং রথমাস্থিষ্ঠ শীঘ্রমেহি মহাবল ॥ ৮৯

ততো যুদ্ধায় কৃতঃ বৈ দানবাস্থকরং রথে।
আরুরোহ বধং বাণো মহাদেবস্য বীমতঃ ॥ ৯০

আরূঢ়ঃ স তু বাণশ্চ তং বধং ব্রহ্মনিস্মিতম্।
তং স্কন্দনমথিষ্ঠায় ভবস্যাগ্নিতেজসঃ ॥ ৯১

প্রাদুশ্চক্রে মহারৌদ্রমস্ত্রং সর্বাস্ত্রঘাতনম্।
লীলং ব্রহ্মশিরো নাম বাণঃ ক্রুদ্ধোঽতিবীর্যবান্ ॥ ৯২

প্রদীপ্তে ব্রহ্মশিরসি লোকঃ ক্ষোভমুপাগমৎ
লোকসংরক্ষণার্থে বৈ তৎ সৃষ্টং ব্রহ্মযোনিনা ॥৯৩

তচ্ছ্রুত্বেশ নিহত্যাস্ত্রং প্রাহ কৃষ্ণস্তরস্বিনম্।
লোকে প্রখ্যাততমসং বাণমপ্রতিমং রণে ॥ ৯৪

কথিতানি ক তে তাত বাণ কিং ন বিকত্থসে।
অস্মন্নস্থি স্থিতো যুদ্ধে মুখাস্য পুরুষো ভব ॥ ৯৫

কার্তবীর্যার্জুনো নাম পূর্বং বাহুসহস্রবান্
মহাবলঃ স রামেণ দ্বিবাহুঃ সমরে কৃতঃ ॥ ৯৬

তথা তবাপি দর্পোঽয়ং বাহুনাং বীর্যসম্ভবঃ।
এষ তে দর্পশমনং করোমি সমমূর্ধনি ॥ ৯৭

যাবত্তে দর্পশমনং করোমাহু যবাহুনা।
তিষ্ঠেদানীং ন মেহস্ত্র যং মোঘকাসে সমমূর্ধনি ॥ ৯৮

অথ তদ্ দুর্লভং দৃষ্ট্বা বৃষ্ণ পরমবারুণম্
তত্র দেবাসুরসমে যুদ্ধে নৃত্যতি নারদঃ ॥ ৯৯

নিক্ষিপ্তাস্ত্রং গণাঃ সর্বে প্রদ্যুম্নেন মহাত্মনা।
নিক্ষিপ্তবারা বৃষ্ণস্য দেবদেবঃ গতাঃ পুনঃ ॥ ১০০

ঈশ্বরের ক্রুদ্ধ বাণাসুরকে যুদ্ধে অত্যন্ত উচিত ও বাঞ্ছিত জানিতে পারিয়া ভাবিলেন পূর্বক তাঁহাকে রক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৮৫।

তারপর মহাদেব পার্শ্বচর নন্দীকে বলিলেন—"নন্দিকেশ্বর! সিংহযুক্ত এই উজ্জ্বল ও দিব্য রথ লইয়া রণ-ভূমিতে বাণাসুরের নিকট যাও এবং হে নিষ্পাপ! শীঘ্র যুদ্ধের জন্য পর্যাপ্ত এই রথটি বাণাসুরের সঙ্গে সম্যুক্ত কর ॥ ৮৬-৮৭।

"আমি প্রমথগণের মধ্যে থাকিব, আজ আমার মন যুদ্ধের জন্য উন্মোহিত হইতেছে না। যাও, বাণাসুরকে রক্ষা কর" ॥ ৮৭।

'তাহাই হউক'—এই বলিয়া রথিশ্রেষ্ঠ নন্দিকেশ্বর রথের সাহায্যে যে স্থানে বাণাসুর ছিল, সেই স্থানে গমন পূর্বক বীরের বীরত্ব বলিতে লাগিলেন,—হে মহাবলী দৈত্য! তুমি শীঘ্র আসিয়া এই রথে আরোহণ পূর্বক দানববিনাশী শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমরাঙ্গনে যুদ্ধ কর ॥ ৮৮-৮৯।

নন্দিকেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাণাসুর বীরান্ মহাদেবের রথে আরোহণ করিলেন। ব্রহ্মা ব্রহ্ম কর্তৃক নির্মিত তেজস্বী মহাদেবের রথে উপবেশন পূর্বক অত্যন্ত পরাক্রমী বাণাসুর কোপ প্রকাশ করিলেন এবং সকল অস্ত্রের বিনাশকারী মহাতেজস্কর প্রজ্বলিত ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন ॥ ৯০-৯২।

ব্রহ্মযোনি ব্রহ্মা কর্তৃক লোকসংরক্ষণের নিমিত্ত সৃষ্ট এই ব্রহ্মশির অস্ত্রকে শ্রীশ্রীঈ দেখিয়া সম্পূর্ণ ওজঃ পূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ চক্রের দ্বারা ঐ অস্ত্র বিনষ্ট করিয়া বেদশালী, বিদ্যাবিশারদ ও যশস্বী এবং রণক্ষেত্রে অনুপম শক্তিশালী বাণাসুরকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩-১৪

"তাত! তোমার আস্ফালনাকার কথা কোথায়? কেনই বা তুমি সেই বর্ষা বাক্য বলিতেছ না? এই আমি যুদ্ধে অবস্থান করিতেছি, তুমি পুরুষের মত যুদ্ধ কর ॥ ১৫

কার্তবীর্যার্জুন পূর্বকালে সহস্রবাহুযুক্ত ছিল, কিন্তু পরশুরাম সমরাঙ্গনে সেই মহাবলীকে দ্বিবাহু করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ১৬

সেইরূপ তোমার যে দর্প এবং সহস্রবাহু উৎপন্ন বল-পরাক্রম রণক্ষেত্রে তোমার সেই দর্প চূর্ণ করিব ॥ ১৭

আমি যতক্ষণ দ্বারা যতক্ষণ তোমার দর্প চূর্ণ না করি, ততক্ষণ তুমি অবস্থান কর। আজ রণক্ষেত্রে তোমাকে জীবিত রাখিব না ॥ ১৮

তদনন্তর দেবাসুরের সংগ্রামের ন্যায় সমরাঙ্গনে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং অভূতপূর্ব যুদ্ধ দেখিয়া দেবর্ষি নারদ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৯

মহাত্মা প্রদ্যুম্ন কর্তৃক সমস্ত কৃষ্ণগণ পরাজিত হইলেন এবং বাণবিভক্তা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা পুনঃ দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন করিলেন ॥ ১০০

স তচ্চক্রং সংহারং নদন্মেঘ ইবোচ্চকৈঃ।
জগ্রাহ কৃষ্ণস্ত্বরিতো বাণাস্ত্রকরণং রণে॥ ১০১
তেজো বহ্ন্যোস্ত্রিযাং চৈব তেজো বজ্রাশনেস্তথা।
সুরেশস্য চ তত্তেজস্তচ্চক্রে পর্য্যবস্থিতম্॥ ১০২
ব্রহ্মণ্যেষ্বেব তত্তেজো যচ্চ বৈ ব্রহ্মচারিণাম্।
ক্ষমীণাঞ্চ ততো জ্ঞানং তচ্চক্রে সমবস্থিতম্॥ ১০৩
পতিব্রতানাং তত্তেজঃ প্রাণাশ্চ মৃগপক্ষিণাম্।
যচ্চ চক্রবরেষ্বাসীত্তচ্চক্রে সন্নিবেশিতম্॥ ১০৪
নাগ-রাক্ষস-যক্ষাণাং গন্ধর্ব্বাপ্সরসামপি।
ত্রৈলোক্যস্য চ যৎ প্রাণং সর্ব্বং চক্রে ব্যবস্থিতম্॥১০৫
তেজসা তেন সংযুক্তং জলদ্বিব চ ভাস্করম্।
বপুষা তেজ আধত্তে বাণস্য প্রমুখে স্থিতম্॥ ১০৬
জাজ্বাতিতেজসা চক্রং কৃষ্ণেনাদ্যুদিতং রণে।
অপ্রমেয়ং দুর্বিষহং কৃতান্তে চাত্তবীচ্ছিখম্॥ ১০৭
অজেয়মেতত্ত্রৈলোক্যে চক্রং কৃষ্ণেন যাম্যতে।
বাণং ত্রাস্যৎ দেব ত্বং যাবচ্চক্রং ন মুঞ্চতি॥ ১০৮

তারপর সীমতা পূর্বক সর্ব্বাকালের মেঘের ন্যায় গর্জন করিয়া বাণাসুরকে নিহত করিতে সমর্থ সেই শ্রীকৃষ্ণ আপনার সহস্রার চক্র হস্তে গ্রহণ করিলেন। ১০১

ঐ সময় গ্রহ ও নক্ষত্রের তেজ, বহ্নি ও অশনির প্রভাব এবং দেবেন্দ্রের বজ্রের প্রভাব ঐ চক্রে স্থাপিত হইয়াছিল। ১০২

ভিন অগ্নি ও ব্রহ্মচারিগণের যে তেজ এবং ক্ষমিগণের যে জ্ঞান, তাহা ঐ চক্রে স্থিতি লাভ করিয়াছিল।১০৩

পতিব্রতাদিগের যে তেজ, মৃগ ও পক্ষিগণের যে প্রাণ এবং চক্রবর্ত্তিদিগের যে বল, তাহা ঐ চক্রে সমাবিষ্ট হইয়াছিল। ১০৪

নাগ, রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণের ও ত্রিলোকের যে প্রাণশক্তি, তৎসমুদায় ঐ চক্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১০৫

সেই তেজে যুক্ত হইয়া ঐ চক্র জাজ্বল্যমান সূর্য্যের ন্যায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং বাণাসুরের সম্মুখে অবস্থান করিয়া তাহার শরীরের তেজ আপন শরীরে গ্রহণ করিতে লাগিল। ১০৬

রণক্ষেত্রে অগ্নি তেজসী শ্রীকৃষ্ণ অপ্রমেয় ও অমোঘ চক্র গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া কৃষ্ণাদী নিম্নকে বলিলেন,— ॥ ১০৭

হে দেব! যে চক্র শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ত্রিলোকে অজেয়, অতএব যতক্ষণ এই চক্র নিক্ষিপ্ত না হয়, ততক্ষণ বাণাসুরকে রক্ষার নিমিত্ত যত্ন করুন। ১০৮

ততস্তাক্ষো বচঃ শ্রুত্বা দেবীং লম্বামথাব্রবীৎ।
গচ্ছেহি লম্বে শীঘ্রং ত্বং বাণসংরক্ষণং প্রতি॥ ১০৯
ততো যোগং সমাধায় অদৃশ্যা হিমবৎসুতা।
কৃষ্ণস্যৈবন্তু তত্রস্থা দর্শন্তী পার্শ্বমাগতা॥ ১১০
চক্রোদ্যতকরং দৃষ্ট্বা ভগবন্তং বরাভিরে।
অন্তর্ধানমুপাগম্য ত্যক্তা সা বাসসী পুনঃ॥১১১
পরিত্রাণায় বাণস্য বিষ্ণুধাধিষ্ঠিতা ততঃ।
প্রমুখে বাসুদেবস্য দিবাসা কোটবী স্থিতা॥ ১১২
তাং দৃষ্ট্বাথ পুনঃ প্রাপ্তাং দেবীং কৃতন্ত সম্মতাম্।
লম্বাং দ্বিতীয়াং তিষ্ঠন্তীং কৃষ্ণো বচনমব্রবীৎ॥ ১১৩
ভূয়ঃ সামর্থতাম্রাক্ষী দিগন্ত্রাবস্থিতা রণে।
বাণসংরক্ষণপরা ত্বমি বাণং ন সংশয়ঃ॥ ১১৪
এবমুক্তা তু কৃষ্ণেন চুম্বা দেবাব্রবীদিদম্।
জানে ত্বাং সর্ব্বভূতানাং স্রষ্টারং পুরুষোত্তমম্।
মহাভাগং মহাদেবমনন্তং নীলমব্যয়ম্॥ ১১৫

পার্বতীর এই বচন শ্রবণ করিয়া ভগবান ত্রিলোচন দেবী লম্বাকে বলিলেন,— লম্বে! তুমি বাণ সুরের রক্ষার নিমিত্ত শীঘ্র গমন কর। ১০৯

তখন যোগাশ্রয় করিয়া হিমালয়কন্যা উমা অদৃশ্যা হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে আগমন করিয়া একত্রে শ্রীকৃষ্ণকে সেইরূপ দর্শন করাইলেন। ১১০

সমরাঙ্গণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্তে চক্রোদ্যত দেখিয়া পুনঃ অদৃশ্য হইয়া বস্ত্রত্যাগপূর্বক বাণাসুরের রক্ষার নিমিত্ত বিজয়া-বিষ্ঠিতা বিশ্বমনা কোটবী লম্বার রূপে বাসুদেবের সম্মুখে নরায়ণায় বদ্ধায়মান হইলেন। ১১১-১১২

রুদ্রপ্রিয়া পার্বতী দেবীকে পুনঃ লম্বার সহিত সম্মুখে অবস্থিতা দেখিয়া কৃষ্ণ এইরূপ বলিতে লাগিলেন—পুনরায় তুমি অসুর চক্ষু তার বর্ষ করিয়া বাণাসুরের রক্ষার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে নগ্ন হইয়া অবস্থান করিতেছ? পরন্তু বাণাসুরকে আমি বধ করিব, ইহাতে সংশয় নাই। ১১৩-১১৪

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে পুনরায় দেবী এইরূপ বাক্য বলিলেন, হে প্রভু! আমি আপনাকে জানি, আপনি সকল প্রাণীর স্রষ্টা, পুরুষোত্তম মহান্ সৌভাগ্যশালী, মহাদেব, অনন্ত, শ্যামবর্ণ অবিনাশী পুরুষ, আপনি সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের নিয়ন্তা ও

পন্নগাস্ত্র সুষীকেশঃ লোকানামাদিসম্ভবম্ ।
নাইসে যেব হন্তঃ বৈ বাণমপ্রতিমং রণে ॥ ১১৬
প্রযচ্ছ ভক্তয় বাণে জীবপুত্রীয়বেব চ
যদা হন্তব্যো ত্বেব বৃষ্ণয়ঃ পরিরক্ষ্যন্তে ॥ ১১৭
ন মে মিথ্যা সমুদ্যোগঃ কর্তুমর্হসি মাধব
এবমুক্তে তু বচনে দেব্যা পরমুদারয়ঃ ॥ ১১৮
কৃষ্ণঃ প্রত্যাহতে বাক্যং শৃণু সত্যং তু তামিনি ।
বাণো বাহুসহস্রেণ নর্দতে দর্পমাশ্রিতঃ ॥ ১১৯
এতেষাং ছেদনং কৃত্ত্বা কর্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ ।
দ্বিবাহুনা চ বাণেন জীবপুত্রী ভবিষ্যসি ॥ ১১০
আসুরং দর্পমাশ্রিত্য ন চ মাং সংপ্রযিষ্যতি
এবমুক্তে তু বচনে কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্মণা ॥ ১১১
প্রোবাচ দেবী বাণেন্দ্রং দেবরাজো ভবেতিতি ।
অথ তাং কার্ত্তিকেয়স্তু মাতরং সোঽভিভাষ্য বৈ ।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাবাহুঃ কৃষ্ণং প্রবরতাং বরঃ ॥ ১১২
প্রোবাচ বাণং সমরে বদতাং প্রবরঃ প্রভুঃ
যুধ্যতাং যুধ্যতাং সংখ্যে ভবতাং কোটবী স্থিতা ॥ ১১৩

অশক্তানামিব রণে বিগ্ বাণ তব পৌরুষম্ ।
এবমুক্ত্বা ততঃ কৃষ্ণশ্চক্রং পরমবান্ ॥ ১১৪
নিমীলিতাক্ষো বাসুদেবং বাণং প্রতি মহাবলঃ ।
ক্ষেপণাদ্ যস্য মুহ্যন্তি লোকাঃ সস্থাবজঙ্গমাঃ ১১৫
ক্রব্যাদানি চ ভূতানি তৃপ্তিং যান্তি মহাযুধে ।
তমপ্রতিমকর্মাণং সমানং সূর্যবর্চসা ॥ ১১৬
চক্রমুদ্যম্য সমরে কোপদীপ্তো গদাধরঃ ।
স মুক্তো দানবঃ তেজঃ সমরে যেন তেজসা ॥ ১১৭
চিচ্ছেদ বাহুচ্ছেদেন শ্রীধরঃ পরমৌজসা
জলান্তচক্রবত্ঘূর্ণং ভ্রাম্যমাণং রণাজিরে ॥ ১১৮
ক্ষিপ্তং তু বাসুদেবেন বাণস্য বরমূর্ধনি ।
বিষ্ণুচক্রং ভ্রমত্যাশু সৈন্যানাং রূপং ন দৃশ্যতে ॥ ১১৯
তস্য বাহুসহস্রস্য পর্যায়েণ পুনঃ পুনঃ
বাণস্য ছেদনং চক্রে তচ্চক্রং বরমূর্ধনি ॥ ১৩০
কৃত্বা দ্বিবাহুং তং বাণং ছিন্নবাণমিব দ্রুমম্ ।
পুনঃ করাগ্রে কৃষ্ণস্য চক্রং প্রাপ্তং সুদর্শনম্ ॥ ১৩১

সম্পূর্ণ জগতের অধিকার [illegible] হে দেব! এই বাণাসুর রণক্ষেত্রে অপ্রতিম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, অতএব তাহাকে বধ করা উচিত নহে। ১১৩-১১৫

ভগবন্! বাণাসুরকে অভয় দান করুন এবং আমাকে জীবিত পুত্রের জননী করুন। আমি ইহাকে বর প্রদান করিয়াছি। সেইজন্য পুনঃ রক্ষা করিতেছি। মাধব! আমার উদ্যোগ মিথ্যার পর্যবসিত করিও না। ১১৬।

দেবী এইরূপ কথা বলিলে পঙ্কজনয়নবিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'তামিনি! আমার সত্য কথা শ্রবণ কর'। ১১৮

বাণাসুর আপনার সহস্র বাহু থাকায় দর্পান্বিত হইয়া। বর্তমান করিতেছিল, সুতরাং তাহার বাহু ছেদন করা কর্তব্য—ইহাতে সংশয় নাই। দেবি! তুমি দ্বিবাহুযুক্ত বাণাসুর দ্বারা জীবিতপুত্রবতী হও। এই বাণাসুর দর্পান্বিত হইয়া কখনও আমার আজ্ঞা গ্রহণ করে নাই। ১১৯-১২০।

অনায়াসে মহান্ কর্মকারী শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী বলিলেন,—"হে প্রভু! এই বাণাসুর মহাদেব কর্তৃক দত্ত আমার রক্ষক পুত্র"। ১২১।

কার্ত্তিকের জননীর প্রতি এইরূপ বাক্য বলিয়া বক্তাদের মহাবাহু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমরাঙ্গণে ক্রুদ্ধ হইয়া বাণাসুরকে এইরূপ বলিলেন ॥ ১২২।

"হে বাণ! এই বৃষ্ণিকুলের বৃদ্ধ কর, বৃদ্ধ কর। অসমর্থ পুরুষের ন্যায় তোমাকে রক্ষার নিমিত্ত মাতা কোটবী এই রণভূমিতে দণ্ডায়মান, তোমার পুরুষার্থকে ধিক্"। ১২৩।

এই বলিয়া আত্মসদৃশী মহাবলী শ্রীকৃষ্ণ চক্ষু: বন্ধ করত (যাহাতে দেবীর প্রতি দৃষ্টি না পড়ে) বাণাসুরের প্রতি সেই চক্র নিক্ষেপ করিলেন। ১২৪।

মহাসমরে যাহা প্রযুক্ত হইলে চরাচর প্রাণিগণ সমস্ত লোক মোহিত হয় ও মাংসাশী প্রাণিগণ তৃপ্তিলাভ করে, অনুপম কর্মকারী সূর্যতুল্য তেজস্বী সেই চক্র উদ্যত করিয়া ক্রোধীপ্ত, তেজস্বী, গদাধারী ভগবান শ্রীহরি আপনার উৎকৃষ্ট তেজ ও বল দ্বারা বাণাসুরের তেজ অপহরণ পূর্বক তাহার বাহুগুলি কর্তন করিলেন। ১২৫ ১২৭।

রণক্ষেত্রে বৃক্ষের মতো বাসুদেব কর্তৃক এই বিষ্ণুচক্র নিক্ষিপ্ত হইলে উহা জলাবর্তবৎ ঘূর্ণিতে লাগিল এবং বহু সৈন্য পরিবৃত ঘূর্ণিতে লাগিল যে তাহার রূপই দৃষ্ট হইতেছিল না। ১২৮-১২৯

সংগ্রামের মধ্যে ঐ চক্র বার বার ঘূর্ণিয়া পর্যায়ক্রমে বাণাসুরের সহস্র বাহু কর্তন করিতে লাগিল। ১৩০

ছিন্ন শাখা বৃক্ষের ন্যায় বাণাসুরকে দ্বিবাহুতে পরিণত করিয়া সেই সুদর্শন চক্র পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের করাগ্রে সমাগত হইল। ১৩১

বৈশম্পায়ন উবাচ

কৃতকৃত্যে তু সম্প্রাপ্তে চক্রে দৈত্যনিপাতনে।
প্রবৃত্তা তেন কায়েন শোণিতৌঘপরিপ্লুতঃ ॥ ১৩১
অভবৎ পর্বতাকারস্ত্রিরবাহুর্মহাসুরঃ।
অসৃঙ্‌মহদ্ভ বিবিধান্নাদান্‌মুমুচে ঘনো যথা ॥ ১৩২
ততঃ নাদেন মহতা দেবদেবো রিপুসূদনঃ।
চক্রং ভূয়ঃ ক্ষেপ্তুকামো বাহুনাশার্থমুদ্যতঃ।
তমুপেত্য মহাদেবঃ কুমারসহিতোঽব্রবীৎ ॥ ১৩৪

ঈশ্বর উবাচ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো জানে ত্বাং পুরুষোত্তমম্।
মধুকৈটভহন্তারং দেবদেবং সনাতনম্ ॥ ১৩৫
লোকানাং ত্বং সৃষ্টিকর্তা ত্বংপ্রসূতমিদং জগৎ
অজেয়স্ত্বং ত্রিভির্লোকৈঃ সসুরাসুরমানুষৈঃ ॥ ১৩৬
তস্মাৎ সংহর দিব্যং ত্বমিদং চক্রং সমুদ্যতম্
অনিবার্যবসংহার্যাং রণে শত্রুভয়ঙ্করম্ ॥ ১৩৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! দৈত্যনিপাতনে কৃতকৃত্য হইয়া চক্র শ্রীকৃষ্ণের করাগ্রে সমাগত হইলে বাণাসুরের শরীর হইতে রক্তধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল। ক্রমশঃবাহু রক্তাক্ত এই মহান্ অসুরকে পর্বতাকার দেখাইতেছিল এবং রক্তে উন্মত্ত হইয়া সে মেঘের ন্যায় নানা প্রকার শব্দ করিতে লাগিল ॥ ১৩২-১৩৩

তাহার মহান্ সিংহনাদে ক্ষুব্ধিত অরিসূদন কেশব বাণাসুরকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া পুনরায় স্বচক্র নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন মহাদেব কার্তিকেয়ের সহিত তাঁহার নিকট আসিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩৪

মহাদেব বলিলেন—'হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহু! আমি আপনাকে জানি। আপনি মধু ও কৈটভের নিধনকারী সনাতন দেবাধিদেব পুরুষোত্তম শ্রীহরি ॥ ১৩৫

'হে দেব! আপনি সম্পূর্ণ লোকের প্রতি, আপনা হইতেই এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। দেবতা, অসুর ও নাগ-সহিত এই ত্রিলোকের আপনি অজেয় ॥ ১৩৬

সুতরাং আপনার সমুদ্যত চক্র সংহরণ করুন। রণভূমিতে শত্রু নিবারণকারী অথবা সংহারকারী আর কেহ নাই, সুতরাং শত্রুর নিকট ইহা ভয়ঙ্কর ॥ ১৩৭

হে কেশিনিসূদন! আমি এই বাণাসুরকে অভয় দান

বাণস্ত্রাস্তাভয়ঃ সদ্যঃ ময়া কেশিনিসূদন।
তস্মে ন স্যাদ্ বৃথা বাক্যমতস্ত্বাং যাচয়াম্যহম্ ॥ ১৩৮

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

জীবত্যাং দেব বাণোঽয়মেতচ্চক্রং নিবর্তিতম্।
যাস্যন্ত্বং দেবদেবানামসুরাণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ১৩৯
নমস্তেঽস্তু গমিষ্যামি যৎ কার্যং তে মহেশ্বর।
ন ত্বাবৎ ক্রিয়তে তস্মাদ্বাক্যমনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ১৪০

এমুক্ত্বা মহাদেবঃ কৃষ্ণকুর্ণৌ মহাস্বনৌ
জগাম তত্র যত্রাস্তে প্রাতাগ্নিঃ সাংকেশ্চিতঃ ॥ ১৪১

গতে কৃষ্ণে ততো নন্দী বাণরাজং বচঃ শুভম্।
গচ্ছ বাণ প্রসন্নস্ত দেবদেবঃ ত্রিলোচনঃ ॥ ১৪২

তচ্ছ্রুত্বা নন্দিবাক্যং তু বাণোঽলব্ধ্বা শ্রিয়ং পুনঃ।
ছিন্নবাহুঃ ততো বাণঃ পুষ্টো নন্দী প্রস্থাপয়ান্ ॥ ১৪৩

অপবাহ্য রথৈর্নেমৈঃ যত্রে দেবসুতো যযৌ
ততো নন্দী পুনর্বাণং প্রাস্তুবাদ্যোত্তরং বচঃ ॥ ১৪৪

করিয়াছি। আমার বচন যাহাতে বৃথা না হয়, তাই আপনার নিকট ক্ষমা করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৩৮

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'হে দেব! আমি এই চক্র নিবর্তিত করিয়া লইতেছি। বাণাসুর চিরজীবী হউক। আপনি দেবতাধিদেবেরও দেবতা ও সকল অসুরগণের মাননীয় ॥ ১৩৯

'হে মহেশ্বর! আপনাকে নমস্কার করি। আমি বাণাসুরের বধরূপ যে কার্য করিতেছিলাম, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতেছি। তাই আপনি আমাকে গমনের জন্য আজ্ঞা দান করুন' ॥ ১৪০

মহাদেবকে এইরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ত্বরিতগতিতে প্রদ্যুম্নপুত্র অনিরুদ্ধ যেখানে বাণকেশ্চিত ছিলেন, সেখানে গমন করিলেন ॥ ১৪১

শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলে নন্দী বাণাসুরকে মঙ্গলময় বাক্য বলিতে লাগিলেন—"হে বাণ! তুমি প্রসন্ন হইয়া অবস্থিত দেবাধিদেব মহাদেবের সমীপে চল" ॥ ১৪২

নন্দীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বাণাসুর সত্বর চলিতে লাগিল। তাহার বাহু কর্তিত দেখিয়া পরাক্রমী নন্দী তাহাকে রথে বসাইয়া যোড়শে মহাদেব আছেন সেখানে গমন করিলেন ॥ ১৪৩

তারপর নন্দী পুনর্বার বাণাসুরকে এই উৎকৃষ্ট বাক্য বলিলেন

বাণ বাণ প্রবৃত্যাস্ব শ্রেয়স্তব ভবিষ্যতি
এষ দেবো মহাদেবঃ প্রসাদমুখস্তব ॥ ১৪২
শোনিতৌঘমুতৈর্গাত্রৈর্নিশ্বিধাকাপ্রচোদিতঃ।
জীবিতার্থী ততো বাণঃ প্রমুখে শঙ্করস্য বৈ ॥ ১৪৬
অনৃত্যদ্ভয়সংবিগ্নো দানবঃ স বিচেতনঃ।
তং দৃষ্ট্বা চ প্রনৃত্যন্তং জগাদোগ্রঃ পুনঃ পুনঃ ॥১৪৭
নন্দিবাক্যপ্রজবিতঃ ভক্তানুগ্রহকৃদ্ভবঃ।
কলশাবর্ষশাপস্তো মহাদেবোঽব্রবীদ্ বচঃ ॥ ১৪৮

ঈশ্বর উবাচ

বরং বৃণীষ বাণ ত্বং মনসা যদভীপ্সসি।
প্রসাদসুমুখস্তেঽহং ক্রিয়োঽসি মম দানব ॥ ১৪৯

বাণ উবাচ

অজরশ্চামরশ্চৈব ভবেয়ং সততং বিভো
এষ মে প্রথমো দেব বরোঽস্তু যদি মন্যসে ॥ ১৫০

দেব উবাচ।

তুল্যোঽসি দৈবতৈর্বাণ ন মৃত্যুস্তব বিদ্যতে
অথাপরং বৃণীষ্বাদ্য অনুগ্রাহ্যোঽসি মে সদা ॥ ১৫১

বাণ উবাচ।

যদাহং শোণিতৌঘিণ্যো কৃশার্তো ব্রণপীড়িতঃ।
তদানীং নৃত্যতাং দেব পুত্রত্বং ভবেত্তব ॥ ১৫২

শ্রীহর উবাচ।

নিরাহারাঃ ক্ষমাবন্তঃ সত্যার্জবসমন্বিতাঃ।
মদ্ভক্তা যেঽপি নৃত্যন্তি তেষামেবং ভবিষ্যতি ॥ ১৫৩
তৃতীয়ং দ্বমথো বাণ বরং বর মনোগতম্।
তদ্বিধাস্যামি তে পুত্র সফলোঽস্তু ভবানিহ ॥ ১৫৪

বাণ উবাচ

চক্রতাড়নজা ঘোরা কৃতা তীব্রা হি মেঽনঘ।
বরেণানেন তৃতীয়েন শান্তি গচ্ছতু মে ভব ॥ ১৫৫

শ্রীহর উবাচ

এবং ভবতু ভদ্রং তে ন কৃতা প্রবিষ্যতি।
অক্ষতং তব গাত্রং তু স্বস্থাবস্থং ভবিষ্যতি ॥ ১৫৬
চতুর্থং তে বরং দদ্মি বৃণীষ যদি কাঙ্ক্ষসি
ন তেঽহং বিমুখস্তাত প্রসাদমুখো হ্যহম্ ॥ ১৫৭

—হে বাণ! হে বাণ! তুমি মহাদেবের সম্মুখে নৃত্য কর। ইহাতে তোমার কল্যাণ হইবে। এই ভগবান মহাদেব তোমাকে কৃপা করিবার জন্য প্রসন্নবদন হইয়াছেন। ১৪৬-১৪৭

নন্দীর বাক্য শ্রবণপূর্বক ভীষণভাবে ইক্ষুক বাণাসুর ভয়ে ব্যাকুল ও হতচেতন হইয়া রক্তাপ্লুত শরীরে মহাদেবের সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ১৪৭।

নন্দীর বাক্যে অত্যন্তরুষ্ট বাণাসুরকে বার বার সংবেগে নৃত্য করিতে দেখিয়া করুণায় বশীভূত ভক্তবৎসল মহাদেব বাক্য বলিতে লাগিলেন। ১৪৭-১৪৮

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে বাণ! তোমার মনের ঔচিত্য বর প্রার্থনা কর। তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হইয়াছি। হে দানব! তুমি আমার প্রিয়। ১৪৯

বাণাসুর বলিলেন—হে সর্বব্যাপী দেব! আপনি যদি মনে করেন তবে "আমি যেন সদা অজর ও অমর থাকি" এই প্রথম বর প্রদান করুন। ১৫০

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে বাণাসুর! তুমি দেবতার তুল্য, তোমার মৃত্যু নাই। তুমি অপর বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার কৃপাপাত্র। ১৫১

বাণাসুর বলিলেন—"হে ভগবন শঙ্কর! আমি আর্ত ও রক্তাপ্লুত হইয়াও আমি যে প্রকারে নৃত্য করিয়াছি, তাহা ভক্তগণের পুত্রত্বলাভের কারণ হউক"। ১৫২

শ্রীমহাদেব বলিলেন—"আমার যে ভক্ত নিরাহারে থাকিয়া ক্ষমাশীল, সত্য ও সরলতা যুক্ত থাকে এবং একাগ্রচিত্তে নৃত্য করে, তাহার এইরূপ ফললাভ হয়।" ১৫৩

"পুত্র বাণাসুর! তুমি মনোবাঞ্ছিত আরও কোন তৃতীয় বর প্রার্থনা কর, আমি পূর্ণ করিব। আমার কৃপায় তুমি সফলমনোরথ হইবে।"১৫৪

বাণাসুর বলিলেন—হে নিষ্পাপ মহাদেব! চক্রের আঘাতে আমি ভয়ঙ্কর এবং তীব্র বেদনা অনুভব করিতেছি। আপনার দেওয়া তৃতীয় বরে তাহা শান্ত হউক। ১৫৫

শ্রীমহাদেব বলিলেন—"বেশ। তাহাই হউক, তোমার শরীরের পীড়া শান্ত হইবে। তুমি অক্ষত শরীরে সুস্থতা লাভ করিবে। ১৫৬

'হে ভক্ত! তুমি যদি চতুর্থ বর চাও, তবে প্রার্থনা কর, আমি দিতেছি। তোমার প্রতি বিমুখ হইব না, তোমার প্রতি আমি সদা প্রসন্ন।' ১৫৭

বাণ উবাচ

প্রমাথগণবক্তেন প্রথমঃ স্যামহং বিভো।
মহাকাল ইতি খ্যাতিঃ গচ্ছেয়ঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ১৫৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং তথিত্যুক্তবান্ দেবো মহেশ্বরঃ।
দিব্যরূপোঽভবত্তো গাত্রৈর্নীরুজস্তু মমাব্রবীৎ ॥ ১৫৯

মমাস্তিসদৃশ বাণ ত্বং তব চৈবাকৃতোভয়ঃ ॥
ভূয়স্তে পঞ্চমং বহ্নি প্রথাস্তবলপৌরুষম্
পুনর্বরয় তত্তং তে যদ্যে মনসি বর্ত্ততে ॥ ১৬০

বাণ উবাচ

বৈরূপ্যমঙ্গজং যন্মে মা ভূদ্দেব কদাচন
দ্বিবাহরূপি মে দেহো ন বিরূপো ভবেদ্ধ ॥ ১৬১

শ্রীভগ উবাচ

ভবিতা সর্ব্বমেতত্তে যদ্যেচ্ছসি মহাসুর
ভবত্বেষ ন চান্যেষাং ভক্তানাং বিদ্যতে ভয় ॥ ১৬২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অতোঽভবদ্দ্বিবাহাদেবো বাণঃ স্থিতমথান্তিকে।
এবং তথিত্যুক্তে সর্ব্বং বরমুরা সমুদাহৃতম্ ॥ ১৬৩

এতাবদুক্ত্বা ভগবাংস্ত্রিনেত্রো গণসংবৃতঃ।
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৬৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
উষাহরণে বাণাসুরবরপ্রদানে ষড়্‌বিংশত্য-
ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৬

বাণাসুর বলিলেন—'হে প্রভু! আমি যেন প্রমথগণের মধ্যে মুখ্য হই এবং চিরকালের জন্য আমার 'মহাকাল' এই নামে খ্যাতি হয়'॥ ১৫৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন—'হে রাজন্! তখন মহাদেব বাণাসুরকে বলিলেন—হে বাণ! তাহাই হইবে, তুমি আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ বলিয়া শরীরে অক্ষত ও নীরোগ হইয়া থাকিবে এবং তোমার এখন দিব্য রূপ হইবে'॥ ১৫৯

প্রমিত বল ও পৌরুষে যুক্ত হে বাণাসুর! আমার তুল্য বরের প্রভাবে নির্ভয় হইয়া যাইবে, কাহারও নিকট তোমার কোন ভয় থাকিবে না। আমি তোমাকে পঞ্চম বর দিতেছি, তোমার কল্যাণ হউক; পুনরায় তোমার মনের উপযুক্ত বর প্রার্থনা কর॥ ১৬০

বাণাসুর বলিলেন—হে দেব! হে প্রভু! আমার দেহে যেন বিরূপতা না থাকে। দ্বিবাহযুক্ত হইয়াও যেন আমার দেহের বিরূপতা না থাকে॥ ১৬১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে মহাসুর! তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহা তোমার নিকট মুলভ। ভক্তের ভয় আমার কিছু অল্পেই নাই॥ ১৬২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! তখন মহাদেব আপনার পার্শ্বে দণ্ডায়মান বাণাসুরকে বলিলেন—বৎস! তুমি যাহা যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা সকলই পূর্ণ হইবে॥" ১৬৩

এই বলিয়া গণসমাবৃত ত্রিনেত্রধারী ভগবান্ শিব সমস্ত প্রাণীর চক্ষুর সম্মুখেই অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন॥ ১৬৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে উষাহরণপ্রসঙ্গে বাণাসুরকে বরপ্রদানবিষয়ক ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অনিরুদ্ধের নাগপাশমুক্ত হইয়া মুক্তিলাভ, তাঁহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণাদির বন্দনা, নারদবাক্যে অনিরুদ্ধের বিবাহ, উষার গমন, সকলের দ্বারকায় প্রস্থান, পথে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বলদেবের পরাজয়, বলরাম কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি ও পূজা, শ্রীকৃষ্ণের আগমনে দ্বারকাবাসিগণের আনন্দ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশে দেবকন্যার বন্দনা, ইন্দ্র কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা এবং দেবতা ও অধিকদের স্ব স্ব স্থানে গমন।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং বরান্ বহূন্ প্রাপ্য বাণঃ শ্রীতমনাঽভবৎ।
জগাম সহ রুদ্রেণ মহাকালত্বমাগতঃ ॥ ১

বাসুদেবোঽপি বহুধা নাগৈঃ পর্য্যাপ্তপূজিত
ক্ষানিরুদ্ধোঽস্তি ভগবন সংযতো নাগবন্ধনৈঃ ॥ ২

জ্ঞাতুমিচ্ছামি তত্ত্বেন স্নেহস্ত্রিয়ঃ হি মে মনঃ
অনিরুদ্ধে হৃতে বীরে কুকিতা দ্বারকা পুরী ॥ ৩

শ্রীত্র তা মোক্ষয়িষ্যামো যদর্থং বয়মাগতাঃ
অদ্য তা নষ্টশত্রুং বৈ দ্রষ্টুমিচ্ছামহে বয়ম্ ॥ ৪

স প্রদেশস্তু ভগবন্ বিদিতস্তব সুব্রত
এবমুক্তস্তু কৃষ্ণেন নারদঃ প্রত্যভাষত ॥ ৫

কন্যাপুরে কুমারোঽসৌ বদ্ধো নাগৈশ্চ মাধব
এতস্মিন্নন্তরে শ্রীমঃ চিত্রলেখা সুপস্থিতা ॥ ৬

বাণস্যোত্তমশপ্তস্য দৈত্যেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ
ইদমন্তঃপুরং দেব প্রবিশস্ব যথাসুখম্ ॥ ৭

ততঃ প্রবিষ্টাস্তে সর্ব্বে হ্যনিরুদ্ধস্য মোক্ষণে
বলঃ সুপর্ণঃ কৃষ্ণস্তু প্রদ্যুম্নো নারদস্তথা ॥ ৮

ততো দৃষ্ট্বৈব গরুড়ঃ যেষনিরুদ্ধশরীরগাঃ।
শররূপা মহাসর্পা বেষ্টয়িত্বা তনুং স্থিতাঃ ॥ ৯

তে সর্ব্বে সহসা দেহাত্তস্য নিঃসৃত্য ভোগিনঃ
স্থিতিং সমভিবর্ত্তিত্বা প্রকৃতাবস্থিতাঃ শরাঃ ॥ ১০

দৃষ্ট্বা স্পৃষ্টশ্চ কৃষ্ণেন সোঽনিরুদ্ধো মহাবলঃ।
স্থিতঃ প্রীতমনা দৃষ্ট্বা প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১১

অনিরুদ্ধ উবাচ

দেবদেব সদা বৃদ্ধে ভূতা ত্বমসি কেশব
ন শক্তঃ প্রমুখে স্থ ত্বা সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ ॥ ১২

ততো মহাবলং দেবং বলভদ্রং মহাত্মিনম্
অভিবাদয়তে ক্ষিপ্রং সোঽনিরুদ্ধো মহামনাঃ ॥ ১১

মাধবঞ্চ মহাত্মানমভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
খগোত্তমং মহাবীর্য্যং সুপর্ণমভিবাদ্য চ ॥ ১৪

ততো মকরকেতুঞ্চ চিত্রলেখরং প্রভুম্
পিতরং সোঽভ্যুপাগম্য প্রদ্যুম্নমভিবাদয়ৎ ॥ ১৫

মাধব! কৃপায় অনিরুদ্ধ কন্যাপুরে বাণনগরে বাঁধা আছে ॥৬

ইত্যবসরে চিত্রলেখা রতিসহিতে সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—হে দেব! যে বাণাসুর ভগবান্ শঙ্করের একনিষ্ঠ ভক্ত, সেই দৈত্যরাজের অন্তঃপুর এখানেই, আপনি সুখে প্রবেশ করুন। ৮-৭

তখন বলরাম, গরুড়, শ্রীকৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন ও নারদ প্রভৃতি সকলে অনিরুদ্ধকে বন্ধনমুক্ত করিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ৮

অতঃপর গরুড়কে দেখিয়া অনিরুদ্ধের শরীরে যে বাণরূপী মহাসর্পগণ ছিল ও তাহার সর্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়াছিল, সেই সর্পগণ সহসা তাঁহার দেহ হইতে নির্গত হইয়া সাধারণ বাণের আকারে পরিণত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল ॥ ৯-১০

শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও স্পর্শ পাইয়া মহাবলী অনিরুদ্ধ পূর্বের অবস্থা প্রাপ্তিলাভ করিলেন এবং করজোড়ে এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ১১

অনিরুদ্ধ বলিলেন—হে দেবাধিদেব কেশব! আপনি সদা বৃদ্ধে বিজয়ী। হে প্রভু! আপনার সম্মুখে ইন্দ্রেরও অবস্থান করিবার শক্তি নাই ॥ ১২

তদনন্তর মহামনা অনিরুদ্ধ অত্যন্ত আনন্দের সহিত মহাবলশালী বলভদ্রকে প্রণাম করিলেন ॥ ১৩

পুনরায় বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মহাত্মা মাধব ও মহাপরাক্রমী পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড়কে অভিবাদন করিলেন এবং তারপর চিত্র

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[অনিরুদ্ধকে নাগপাশ হইতে মুক্তিদান, তাঁহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণাদির বন্দনা, নারদের বাক্যে অনিরুদ্ধের বিবাহ, উষার গমন, সকলের দ্বারকায় প্রস্থান, পথে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বলদেবের পরাজয়, বলরাম কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি ও পূজা, শ্রীকৃষ্ণের আগমনে দ্বারকাবাসিগণের আনন্দ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশে দেবকন্যার বন্দনা, ইন্দ্র কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা এবং দেবতা ও অধিকদের স্ব স্ব স্থানে গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! এই প্রকারে বাণাসুর অনেক বর পাইয়া প্রসন্ন হইলেন এবং মহাকালত্ব প্রাপ্ত হইয়া শিবের সহিত গমন করিলেন ॥ ১

এদিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নারদকে বার বার জিজ্ঞাসা করিলেন, —হে ভগবন্! নাগপাশের বন্ধনে অনিরুদ্ধ কোথায় আছে? আমার মন রেহে আকুল হইয়াছে। বীর অনিরুদ্ধের অপহরণে সমস্ত দ্বারকাপুরী ক্ষুব্ধ হইয়াছে ॥ ২-৩

আজ তাহাকে শীঘ্র বন্ধনমুক্ত করিব এবং তাহার জন্যই এখানে আমার আগমন। আজ তাহার শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে সুতরাং তাহাকে আমরা দেখিতে চাই। হে সুব্রত নারদ! অনিরুদ্ধ যেখানে আছে, সেখান নিশ্চয়ই আপনার বিদিত ॥ ৪;

শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার বলিলে নারদ প্রত্যুত্তর করিলেন—হে মাধব! কন্যার অনিরুদ্ধ কন্যাপুরে বাণনগরে বাঁধা আছে ॥৬

ইত্যবসরে চিত্রলেখা রতিসহিতে সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—হে দেব! যে বাণাসুর ভগবান্ শঙ্করের একনিষ্ঠ ভক্ত, সেই দৈত্যরাজের অন্তঃপুর এখানেই, আপনি সুখে প্রবেশ করুন। ৮-৭

তখন বলরাম, গরুড়, শ্রীকৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন ও নারদ প্রভৃতি সকলে অনিরুদ্ধকে বন্ধনমুক্ত করিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ৮

অতঃপর গরুড়কে দেখিয়া অনিরুদ্ধের শরীরে যে বাণরূপী মহাসর্পগণ ছিল ও তাহার সর্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়াছিল, সেই সর্পগণ সহসা তাঁহার দেহ হইতে নির্গত হইয়া সাধারণ বাণের আকারে পরিণত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল ॥ ৯-১০

শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও স্পর্শ পাইয়া মহাবলী অনিরুদ্ধ পূর্বের অবস্থা প্রাপ্তিলাভ করিলেন এবং করজোড়ে এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ১১

অনিরুদ্ধ বলিলেন—হে দেবাধিদেব কেশব! আপনি সদা বৃদ্ধে বিজয়ী। হে প্রভু! আপনার সম্মুখে ইন্দ্রেরও অবস্থান করিবার শক্তি নাই ॥ ১২

তদনন্তর মহামনা অনিরুদ্ধ অত্যন্ত আনন্দের সহিত মহাবলশালী বলভদ্রকে প্রণাম করিলেন ॥ ১৩

পুনরায় বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মহাত্মা মাধব ও মহাপরাক্রমী পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড়কে অভিবাদন করিলেন এবং তারপর চিত্র

সখীগণবৃতা চৈব সা চোষা ভবনে স্থিতা।
বলং চাতিবলং চৈব বাসুদেবং সুতঞ্জয়ন্ ॥ ১৬
অসংখ্যাস্তগতিং চৈব পুলর্পনতিবাদ্য চ
পুলবাণধরা চৈব লজ্জমানাভ্যবাদয়ৎ ॥ ১৭
ততঃ শক্রস্য বচনাদ্ভারদঃ পরমদ্যুতিঃ
বাসুদেবসমীপং স প্রহসন্ পুনরাগতঃ ॥ ১৮
বর্দ্ধাপয়তি তং দেবঃ গোবিন্দঃ শক্রসূদনম্
দিষ্ট্যা বর্দ্ধসি গোবিন্দ অনিরুদ্ধসমাগমাৎ ॥ ১৯
ততোঽনিরুদ্ধসহিতা নারদঃ প্রণতাঃ স্থিতাঃ।
আশীর্ভির্বর্দ্ধয়িত্বা চ দেবর্ষিঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ ॥ ২০
অনিরুদ্ধস্য বীর্য্যাখ্যো বিবাহঃ ক্রিয়তাং বিভো।
জম্বুলমালিকাং দ্রষ্টুং শ্রদ্ধা হি মম জায়তে ॥ ২১
ততঃ প্রহসিতাঃ সর্বে নারদস্য বচঃশ্রবাৎ।
কৃষ্ণং প্রোবাচ ভগবন্ ক্রিয়তামাশু মা চিরম্ ॥ ২২
এতস্মিন্নন্তরে তাত কৃতাগুঃ সমুপস্থিতঃ
বৈবাহিকাংস্তু সন্তারান্ গৃহ্ণ কৃষ্ণ নমস্তু তু ॥ ২৩

কৃতাগু উবাচ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভব ত্বমভয়প্রদঃ।
শরণাগতোঽস্মি দেবেশ প্রসীদৈথোঽনুলিম্পতু ॥ ২৪
নারদস্তু বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বঃ প্রাগেব চাচ্যুতঃ।
অভয়ং যচ্ছতে তস্মৈ কৃতাগুায় মহাত্মনে ॥ ২৫
কৃতাগু মন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠ প্রীতোঽস্মি তব সুব্রত।
মৃত্যুতং তে বিজানামি রাষ্ট্রিকোঽস্তু ভবানিহ ॥ ২৬
সজ্জাতিপক্ষঃ সমৃদ্ধো নিরুদ্বোঽস্তু ভবানিহ।
রাজ্যাক্ষ তে মহা দত্তং চিরং জীব মমাজ্ঞয়াৎ ॥ ২৭
এবং দত্ত্বা রাজ্যমস্মৈ কৃতাগুায় মহাত্মনে।
বিবাহমকরোত্তস্যানিরুদ্ধস্য জনার্দ্দনঃ।
ততস্তু ভগবান্ বহ্নিস্তত্র স্বয়মুপস্থিতঃ ॥ ২৮
স বিবাহোঽনিরুদ্ধস্য নক্ষত্রে চ শুভেঽভবৎ।
ততোঽপ্সরোগণশ্চৈব কৌতুকং কর্তুমুদ্যতঃ ॥ ২৯

বাণরাজার সর্বসমর্থ মন্ত্রকারক নিত' গ্রন্থের নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ১৪-১৫

অতঃপর ঐ প্রাসাদে অবস্থানকারিণী উষঃ সখীদের সহিত সেখানে আসিয়া অত্যন্ত বলবালী বলরাম, পরম দ্যুতিমান বাসুদেব ও প্রদ্যুম্নের পত্নীগণ সকলকে প্রণামপূর্বক পুষ্পবাণধারী প্রদ্যুম্নকেও লজ্জার সহিত অভিবাদন করিলেন। ১৬-১৭

তখন ইন্দ্রের নির্দেশে পরম তেজস্বী নারদ পুনরায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সভীপে হাসিতে হাসিতে উপস্থিত হইলেন। ১৮

শত্রুসূদন গোবিন্দদেবকে সম্মানবর্দ্ধন পূর্বক বলিতে লাগিলেন, —হে গোবিন্দ! আজ অতিশয় সৌভাগ্যবশতঃ অনিরুদ্ধের সহিত মিলিত হইয়া আপনার অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। ১৯

তখন অনিরুদ্ধ সহ সেখানে অবস্থানকারী সকলে নারদের চরণে প্রণাম করিয়া যথাস্থানে বসিলেন। দেবর্ষি আশীর্বাদের দ্বারা তাঁহাদের অভ্যুদয় কামনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন ঃ ২০

'হে প্রভু! আপনি এই অনিরুদ্ধের "বীর্য্য"[১] নামক

পাদটিকাঃ—১। বীর্য্য-বিবাহ—বল ও পরাক্রম দ্বারা কন্যাকে বিবাহে বীর্য্য বিবাহ বলে।

২। জম্বুলমালিকা=বর-বধূর বিবাহকালে কন্যাপক্ষীয় ও বরপক্ষীয় স্ত্রীগণের যে প্রেমপূর্ণ কলহ ও হাস্যপরিহাস পরম্পরা তাহাকে জম্বুলমালিকা বলে

বিবাহ প্রদান করুন। "জম্বুল-মালিকা" দেখিবার ও শুনিবার জন্য আমার বিশেষ ইচ্ছা হইতেছে। ২১

শ্রীনারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে হাসিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন—'তথাস্তু'। শেষে অনিরুদ্ধ ও উষার বিবাহ প্রদান করুন বিলম্বে প্রয়োজন নাই। ২২

হে তাত! ইতিমধ্যে সেই স্থানে বৈবাহিক-সামগ্রী লইয়া মন্ত্রী কৃতাগু উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন। ২৩

কৃতাগু বলিলেন—'হে কৃষ্ণ। হে মহাবাহু কৃষ্ণ। আপনি আমাকে অভয় প্রদান করুন। হে দেবেশ! আমি আপনার শরণাগত, প্রসন্ন হউন, আমি অঞ্জলি বদ্ধ করিতেছি। ২৪

শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই নারদের বাক্যে সকল বিষয় অবগত হওয়ায় মহাত্মা কৃতাগুকে অভয় প্রদান করিলেন। (তিনি বলিলেন) 'হে সুব্রত মন্ত্রিপ্রবর কৃতাগু! আমি তোমার সকর্ম্ম জানি, তুমি এখানে রাষ্ট্রপতি হও। আত্মীয়-স্বজন সহ তুমি পরম সুখে এখানে সদ্ভক্ত থাক। আমি এই রাজ্য তোমাকে অর্পণ করিলাম, আমার আজ্ঞা লইয়া তুমি চিরজীবী হও' ২৫-২৭

এইভাবে মহাত্মা কৃতাগুকে রাজ্য প্রদান করিয়া সেখানে অনিরুদ্ধের বিবাহসংস্কার সম্পন্ন করিলেন। ঐ সময় ভগবান অগ্নিদেব সেখানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২৮

অনিরুদ্ধের বিবাহ শুভ নক্ষত্রে সম্পন্ন হইয়াছিল। মাঙ্গলিক কৃত্য করিবার জন্য অপ্সরাগণ সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২৯

স্বাতন্ত্র্যলঙ্ঘনত্রস্তা সোঽনিরুদ্ধঃ স্বভার্যয়া।
ততঃ স্মিতৈঃ শুভৈর্বাক্যৈর্গৌরবাদ্যান্ জগুপ্তধা ॥ ৩০
বৃত্যর্থাপরসংস্থেন বিবাহমুপশোভয়ন্।
ততো নির্বর্ত্তয়িত্বা তু বিবাহং শত্রুসূদনঃ ॥ ৩১
অনিরুদ্ধস্তু সুপ্রজঃ সর্বৈর্দেবসনৈর্বৃতঃ।
আবন্ত্র্য বরদং তত্র রুক্মং দেবনমস্কৃতম্ ॥ ৩২
চক্রায় গমনে বুদ্ধিং কৃষ্ণঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
দ্বারকাভিমুখং কৃষ্ণং জ্ঞাত্বা শত্রুনিসূদনম্ ॥ ৩৩
কৃত্তাণ্ডো বচনং প্রাহ প্রাঞ্জলির্মধুসূদনম্।
বাণস্য গাবস্তিষ্ঠন্তি গন্তে তু বরুণস্য বৈ ॥ ৩৪
বাসাময়ুতকল্পং বৈ ক্ষীরং ক্ষরতি মাধব
উৎপীয়াভিবলম্বৈব নরো ভবতি দুর্জ্জয়ঃ ॥ ৩৫
কৃত্তাণ্ডেনৈবমাখ্যাতে হরিঃ প্রীতমনাস্তদা
গমনায় মতিং চক্রে গন্তব্যামিতি নিশ্চয়ম্ ॥ ৩৬
ততস্তু ভগবান্ ব্রহ্মা বন্ধ্যপা স তু কেশবম্।
জগাম ব্রহ্মলোকং স বৃতঃ স্বভবনালয়ৈ ॥ ৩৭
ইন্দ্রো মরুদ্গণযুতো দ্বারকাভিমুখো যযৌ।
যতঃ কৃষ্ণস্ততঃ সর্বে গচ্ছন্তি জয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৩৮
বাহনেন মযূরেণ সখীভিঃ পরিবারিতা।
দ্বারকাভিমুখী হ্যাবা দেব্যা প্রস্থাপিতা যযৌ ॥ ৩৯
ততো বলস্ক কৃষ্ণস্ক প্রত্যুদ্যান্ত মহাবলঃ
আরুরুহতুস্তো গরুড়মনিরুদ্ধশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৪০
প্রস্থিতশ্চ স তেজস্বী গরুড়ঃ পততাং বরঃ।
উন্মূলয়ংস্তরুগণান্ কম্পয়াংশ্চাপি মেদিনীম্ ॥ ৪১
আকুলাশ্চ দিশঃ সর্বাঃ রেণুধ্বস্তমিবাম্বরম্।
গরুড়ে সম্প্রয়াতেঽচূড়স্তপ্যন্নিদিবাকরঃ ॥ ৪২
ততস্তে দীর্ঘমধ্বানং প্রযযুঃ পুরুষর্ষভাঃ।
আরুহ্য গরুড়ং সর্বে ভিত্ত্বা বাণং মহৌজসম্ ॥ ৪৩
ততোঽম্বরতলস্থাস্তে বারুণীং নিশমাস্থিতাঃ।
অপশ্যন্ত মহাস্থানো গাবো দিব্যাপয়ঃপ্রদাঃ।
বেলাবনবিচারিণ্যো নানাবর্ণাঃ সহস্রশঃ ॥ ৪৪

রথস্থা-সহ অনিরুদ্ধ রথ করিয়া অলঙ্কার ধারণ করিলেন। তারপর গরুড়ধ্বজ মঙ্গলসূচক 'স্বস্তি বচন দ্বারা' সকলের আরম্ভ করিলেন এবং বিবাহের শেষে বর্ধন পূর্বক অলঙ্কারাদি পূজা আরম্ভ করিলেন। ৩০;

অনন্তর অনিরুদ্ধের বিবাহসংস্কার সম্পন্ন করাইয়া দেবগণের দ্বারা পরিবৃতা সুখী শত্রুসূদন ও শত্রুনগরবিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ দেববন্দিত বরদাতা কমলেরের আজ্ঞা লইয়া দ্বারকায় গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ৩১-৩২;

শত্রুসূদনকে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা গমনে উদ্যত হইয়াছেন জানিয়া কৃত্তাণ্ড কমলযোনে মধুসূদনকে বলিতে লাগিলেন। ৩৩;

'হে মাধব। বাণাসুরের যে সকল গাভীর স্তন হইতে অমৃত-কল্প দুগ্ধ ক্ষরিত হয় এবং যাহা পান করিলে মনুষ্যগণ অত্যন্ত বলশালী ও দুর্জয় হয়, সেই গাভীগুলি বরুণের হস্তে রহিয়াছে। ৩৪-৩৫

কৃত্তাণ্ড এইরূপ বলিলে শ্রীকৃষ্ণ অতীব প্রসন্ন হইলেন এবং যাইতে হইবেই এইরূপ মনে করিয়া গমনে দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন। ৩৬

তারপর শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণবর্দ্ধক আশীর্বাদ প্রদান পূর্বক ব্রহ্মলোকবাসিগণ দ্বারা পরিবৃত ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ৩৭

মরুদ্গণদের সঙ্গে ইন্দ্র দ্বারকাভিমুখে গমন করিলেন। যেখানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ যাইতেছিলেন, সেখানকার অধিবাসিগণ ঠাঁহার বিজয় কামনা করিয়া অনুগমন করিতেছিলেন। ৩৮

দেবী পার্বতী উমাকে বিদায় প্রদান করিলেন এবং সখীগণে পরিবৃতা উমা ময়ূরবাহন সংযোজিত রথে দ্বারকাভিমুখে গমন করিলেন। ৩৯

তারপর বলভদ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহাবলী প্রদ্যুম্ন এবং পরাক্রমী অনিরুদ্ধ গরুড়ে আরোহণ করিলেন। ৪০

পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেজস্বী গরুড় বৃক্ষরাজি উন্মূলিত করিতে করিতে এবং পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। ৪১

গরুড় প্রস্থান করিলে সকল দিক আকুল হইল, আকাশ ধূলায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং সূর্যের কিরণ [illegible] হইয়া যাইতেন। ৪২

অনন্তর এই পুরুষপ্রবরগণ বলশালী বাণাসুরকে পরাজিত করিয়া গরুড়ে আরোহণ পূর্বক দীর্ঘ পথ গমন করিতে লাগিলেন। ৪৩

তাঁহারা আকাশপথে পশ্চিম দিক অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই সময় মহাত্মাগণ দিব্য দুগ্ধ প্রদানকারিণী নানা বর্ণের সহস্র গাভীগণকে সমুদ্রতটবর্তী বনে বিচরণ করিতে দেখিলেন। ৪৪

অবজ্ঞায় তদা রূপং কৃত্বাঽথবচনাদ্রয়াৎ
কৃষ্ণঃ প্রহৃতবান্ শ্রেষ্ঠস্তত্তোঽর্থবিশারদঃ ॥ ৪৪
নিশম্য বাণগাবস্তু তাসু চক্রে মনস্তদা
আস্থিতো গরুড়ং প্রাপ্ত স তু লোকাদিরব্যয়ঃ ॥ ৪৬

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

বৈনতেয় প্রয়াহি ত্বং যত্র বাণস্য গোধনম্।
যাসাং পীত্বা কিল ক্ষীরমমৃতত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৭
আহ মাং সত্যভামা চ বাণগাবো মমানয়।
যাসাং পীত্বা কিল ক্ষীরং ন জীর্য্যন্তি মহাসুরাঃ ॥ ৪৮
বিজরাশ্চ জরাং ত্যক্ত্বা ভবন্তি কিল জন্তবঃ।
তা আনয়স্ব ভদ্রং তে যদি ধর্ম্মো ন লুপ্যতে ॥ ৪৯
অথবা কার্য্যলোপো বৈ মৈব তাসু মনঃ কৃথাঃ।
ইতি মামব্রবীৎ সত্যা তাশ্চৈতা বিদ্ধি তা মম ॥ ৫০

গরুড় উবাচ।

দৃশ্যন্তে যাব এতাস্তা দৃষ্ট্বা মাং বরুণালয়ম্
বিশন্তি সহসা সর্ব্বাঃ কার্য্যমত্র বিধীয়তাম্ ॥ ৫১

ইত্যুক্ত্বা চৈব গরুড়ঃ পক্ষবাতেন সাগরম্।
সহসা ক্ষোভয়িত্বা চ বিবেশ বরুণালয়ম্ ॥ ৫২
দৃষ্ট্বা তবেন গরুড়ং প্রাপ্তং বৈ বরুণালয়ম্।
বারুণাশ্চ গণাঃ সর্ব্বে বিত্রাস্তাঃ প্রাচলাত্তদা ॥ ৫৩
ততস্তু বারুণং সৈন্যমভিদ্রাত্য সুদুর্জ্জয়ম্।
প্রমুখে বাসুদেবস্য নানাপ্রহরণোদ্যতম্।
তদ্ বৃত্তমভবদ্ ঘোরং বারুণৈঃ পন্নগারিণা ॥ ৫৪
তেষামাপততাং সংখ্যে বারুণানাং সহস্রশঃ।
ভগ্নং বলমনাধৃষ্যং কেশবেন মহাত্মনা ॥ ৫৫
ততস্তে প্রদ্রুতা যান্তি তমেব বরুণালয়ম্।
যষ্টিং রথসহস্রাণি যষ্টিং বলশতানি চ ॥ ৫৬
বারুণানি চ যুদ্ধানি নীপুশস্ত্রাণি সংযুগে।
তদ্বলং বলিভিঃ শূরৈর্বলদেবজনার্দ্দনৈঃ ॥ ৫৭
প্রত্যুদ্যমেনানিরুদ্ধেন গরুড়েন চ সর্ব্বশঃ
শরৌঘৈর্বিবিধৈস্তীক্ষ্ণৈর্বধ্যমানং সমন্ততঃ ॥ ৫৮

কৃষ্ণাংশের বচন 'গরুড়কে' তার রূপকারিত্বের কথা মনে এবং অর্থনীতিবিশারদ শ্রীকৃষ্ণ বাণাসুরের গাভীগণকে দেখিলেন এবং তাহাদের লইয়া যাইবার মানসে ভগবন্তের আদিকারণ অবিনাশী প্রভু গরুড়ে অবস্থান পূর্বক পুনরায় বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৩-৪৪

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'হে বিনতানন্দন! যাহাদের দুগ্ধ পান করিলে মনুষ্য অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, বাণাসুরের সেই গাভীগণ যেখানে চরিতেছে, সেখানে চল ॥ ৪৭

"সত্যভামা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যাহাদের দুগ্ধ পান করিয়া মহান্ অসুরগণ বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, বাণাসুরের সেই গাভীগণ আমার জন্য লইয়া আসিবেন' ॥ ৪৮

দুগ্ধ প্রাশিগণ জরা ত্যাগ করিয়া অজর হইয়া যায়। 'হে নাথ! আপনার কল্যাণ হউক, যদি ধর্মের কোন হানি না হয়, তবে ঐ গাভী লইয়া আসিবেন। আর কার্যে বাধা হইলে তাহাদের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে না'—এইরূপ সত্যভামা আমাকে বলিয়াছিলেন। ইহা আমার মনে আছে ॥ ৪৯-৫০

গরুড় বলিলেন—'হে প্রভু! এই গাভীগুলি দেখা যাইতেছে

গরুড় আমাকে দেখিয়া তাহারা সমুদ্রে প্রবেশ করিতেছে। এখন যাহা করা উচিত আপনি করুন" ॥ ৫১

এইরূপ বলিয়া গরুড় আপনার পক্ষের বাতাসে সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করিয়া সহসা বরুণের নিবাস স্থানে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫২

সবেগে গরুড় বরুণালয়ে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া বরুণের সৈন্যগণ তৎকালে বিত্রাস্ত ও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন ॥ ৫৩

অনন্তর বরুণের অত্যন্ত দুর্জয় সৈন্য নানা অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় বরুণের সৈন্যগণের সহিত গরুড়ের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৫৪

যুদ্ধে আক্রমণকারী বরুণের সৈন্যবাহিনীর সহস্র সহস্র অস্ত্রের সৈন্য মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যুদ্ধে প্রহৃত হইয়া পলায়ন করিলেন ॥ ৫৫

তখন ভগ্ন সৈন্যগণ দ্রুত বরুণালয়ে প্রবেশ করিলেন এবং বরুণের ষাট হাজার রথী সৈনিক প্রদীপ্ত অস্ত্র লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিলেন ॥ ৫৬

বলদেব, শ্রীকৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং গরুড়—এই সব বলশালী বীরগণ তীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহের দ্বারা চতুর্দিকে তাঁহাদের আঘাত করিতে করিতে বিত্রাসিত করিয়া দিলেন ॥ ৫৭-৫৮

ততো ভয়ং বলং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্মণা।
বরুণস্যাথ সংক্রুদ্ধো নির্যযৌ হর কেশবঃ॥ ৪৯
ঋষিভির্দেবগন্ধর্বৈস্তূয়মানো বরাপ্সরাগণৈঃ।
সংজুহ্বানো বধায় বরুণং প্রত্যদৃশ্যত॥ ৫০
তত্রেন্দ্রো ধ্রিয়মাণেন পাণ্ডুরেণ বপুষ্মতা।
সলিলপ্রাবিণা ছত্রেণ চাপযুক্তমা বিভিঃ॥ ৫১
অপাম্পতিরতিক্রুদ্ধঃ পুত্র-পৌত্রবলান্বিতঃ।
আয়যৌ রভিযুদ্ধায় বিস্ফারিতমহাধনুঃ॥ ৫২
স তু প্রাগ্বায়পরুদ্ধাং বরুণঃ সমবাবহৎ।
হরিং হর ইব ক্রুদ্ধো বাণজালৈঃ সমাবৃণোৎ॥ ৫৩
ততঃ প্রহস্য ভগবান্ পাণ্ডরঞ্চ জনার্দনঃ।
বাণজালৈর্নিজঘ্নে সর্বাস্তাস্তৎক্রমে মহাবলঃ॥ ৫৪
ততঃ শরৌঘৈর্বিমলৈর্বরুণঃ সমভিদ্রুতো রণে।
স্মরন্নিব ততঃ কৃষ্ণং বরুণঃ প্রত্যযুধ্যত॥ ৫৫
ততোঽস্ত্রং বৈষ্ণবং ঘোরমভিমন্ত্র্যাথবে স্থিতঃ।
বায়ুদেবোঽব্রবীদ্ বাক্যং শ্রূয়তে তদ্ধ যদ্যশঃ॥ ৫৬
ইদমস্ত্রং মহাঘোরং বৈষ্ণবং শত্রুসূদনম্।
ময়োদ্ভূতং বধার্থং তে তিষ্ঠেদানীং স্থিরো ভব॥ ৫৭
ততোঽস্ত্রং বরুণো দেবঃ প্রাস্ত্রং বৈষ্ণবমুদ্ভবম্।
বারুণাস্ত্রেণ সংযোজ্য বিননাদ মহাবলঃ॥ ৫৮
তস্মাস্ত্রে বিহতা জ্ঞাপো বরুণস্য বিনিঃসৃতাঃ।
বৈষ্ণবাস্ত্রস্য শমনে বর্ত্তন্তে সমিতিঞ্জয়ঃ॥ ৫৯
আপস্তু বারুণাস্তত্র ক্ষিপ্তাঃ ক্ষিপ্তা অলন্তি বৈ।
দহন্তে বারুণাস্তত্র ততোঽস্ত্রে অলিতে পুনঃ॥ ৭০
বৈষ্ণবে তু মহাবীর্যে শিশো ভীতা বিদুদ্রুবুঃ।
তদ্ বলং অলিতং দৃষ্ট্বা বরুণঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ॥ ৭১
স্মর স্বপ্রকৃতিং পূর্ব্বামব্যক্তাং ব্যক্তলক্ষণাম্।
তত্রো জহি মহাভাগ তমসা মুহ্যসে কথম্॥ ৭২
সত্ত্বস্থো নিত্যমাত্মস্থঃ যোগীশ্বর মহামতে।
পঞ্চভূতাশ্রয়ান্ দোষানহঙ্কারঞ্চ বর্জ্জয়॥ ৭৩

তখন অক্লিষ্টকর্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিজের সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বরুণ নিজ আলয় হইতে বহির্গমন পূর্বক যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, সেস্থানে গমন করিলেন।৪৯

ঐ সময় অনেক ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণের দ্বারা বহুপ্রকারে সংস্তুত বরুণ দৃষ্টিগোচর হইলেন। ৫০

তাঁহার মস্তকে শ্বেত বর্ণ ও ঘৃত ছিল এবং তাহা হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। তাঁহার হস্তে ইন্দ্রের ন্যায় এক শ্রেষ্ঠ ধনু। ৫১

সলিলপতি বরুণ পুত্র, পৌত্র এবং সৈন্যগণ সহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যেন ধনুষ্টঙ্কার পূর্বক যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিয়াই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫২

বরুণ সত্বরগমন পূর্বক তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন এবং ভগবান্ রুদ্র যেমন বিষ্ণুকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বাণজালে শ্রীকৃষ্ণকে আবৃত করিলেন। ৫৩

তখন মহাবলী জনার্দন পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদন পূর্বক শরজালে সকল দিক আচ্ছাদিত করিলেন। ৫৪

তখন যুদ্ধক্ষেত্রে উদ্ভট শরজালে পীড়িত হইয়াও বরুণ হাসিতে হাসিতেই যেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৫৫

তখন ভীষণ বৈষ্ণবাস্ত্রের অভিমন্ত্রণ করিয়া যুদ্ধস্থলে বৃদ্ধিমান্ বরুণের সম্মুখে দণ্ডায়মান ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ৫৬

'হে বরুণদেব! আমি তোমার বধের নিমিত্ত শত্রুসংহারকারী এই মহাঘোর বৈষ্ণবাস্ত্র প্রয়োগ করিতেছি। তুমি স্থির হইয়া অবস্থান কর। ৫৭

তখন মহাবলী বরুণদেব বৈষ্ণবাস্ত্রের সম্মুখীন হইবার নিমিত্ত বারুণাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন এবং বার বার গর্জন করিতে লাগিলেন। ৫৮

তখন বরুণের অস্ত্র হইতে বিনিঃসৃত জল চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইল এবং যুদ্ধবিজয়ী বরুণ বৈষ্ণবাস্ত্র শান্ত করিতে উদ্যত হইলেন। ৫৯

পরন্তু বরুণাস্ত্রের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত জল যেখানে যেখানে বৈষ্ণবাস্ত্রে পড়িতে লাগিল, তখন তাহা অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া বরুণের সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে মহাশক্তিশালী বৈষ্ণবাস্ত্র প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে বরুণের সৈন্যগণ সন্ত্রস্ত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ৭০।

আপনার সৈন্যগণকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া বরুণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন—হে মহাভাগ! আপনার যে বাক্যাতীত রূপ, সেই পূর্ব প্রকৃতি স্মরণ করুন। তমোগুণ ত্যাগ করুন, আপনিও কি তমোগুণে মোহিত হইলেন? ৭১-৭২

'হে যোগীশ্বর! হে মহামতে! আপনি সর্বদা সত্ত্বগুণে স্থিত, অতএব পঞ্চভূতাশ্রিত অবিদ্যা অস্মিতা রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ এই পঞ্চ দোষ ও অহঙ্কার বর্জন করুন। ৭৩

যা বা তে বৈষ্ণবী মূর্ত্তিস্তস্যা জ্যেষ্ঠো ভবান্ ভব।
জ্যেষ্ঠভাবেন মান্যস্ত্বং কিং মাং ত্বং দণ্ডুমিচ্ছসি ॥ ৭৪
নাস্মিন্বিক্রমতে জ্ঞাতো তাত কোপঃ যুধাং বর।
ত্বয়ি ন প্রতিষিদ্ধামি ভগবঃ প্রভবো হ্যসি ॥ ৭৫
পূর্ব্বং হি যা ত্বয়া সৃষ্টা প্রকৃতির্বিকৃতাত্মিকা।
যস্মিন্ বীজভাবেন পুরুষধর্ম্মাঃ সমাশ্রিতা ॥ ৭৬
আগ্নেয়া বৈষ্ণবা সৌম্যা প্রকৃতিত্বেবমাদিতঃ।
ত্বয়া সৃষ্টং জগদিদং স কথং ময়ি বর্ত্তসে ॥ ৭৭
অজেয়ঃ শাশ্বতো দেবঃ স্বয়ম্ভূর্ভূতভাবনঃ।
অক্ষরক্ষ ক্ষরঃ চৈব ভাবাভাবৌ মহাত্মতঃ ॥ ৭৮
রক্ষ মাং রক্ষণীয়োঽহং ত্বয়ানঘ নমোঽস্তু তে।

আদিকর্ত্তাঽসি লোকানাং ত্বমেতদ্ বহুলীকৃতম্ ॥ ৭৯
ক্রিড়সি মহাদেব বালক্রীড়নকৈরিব।
ন হ্যহং প্রকৃতিস্ত্বেষা নাঽপ্রকৃতিপূর্ব্বকঃ ॥ ৮০
প্রকৃতির্যা বিকারেষু বর্ত্ততে পুরুষর্ষভ।
তস্যা বিকারমননে বর্ত্তসে ত্বং মহাত্মতে ॥ ৮১
বিকারো বা বিকারাণাং বিকারাত্ম ন তেঽনঘ।
তানধর্ম্মবিলো মন্দান্ ভবান্ বিকুরুতে সদা ॥ ৮২
ইদং প্রকৃতিজৈর্দোষৈর্মমত্বমনু মুহ্যতে যদা।
রজসা বাপি সংস্পৃষ্টং তদা মোহঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৮৩
পরাবরজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞ ঐশ্বর্য্যবিধিমাস্থিতঃ।
কিং মোহয়সি নঃ সর্ব্বান্ পক্ষাপত্তিরিব খগম্ ॥ ৮৪

আপনার যাহা যাহা, বৈষ্ণব মূর্ত্তি, তাহার মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠ হওয়ায় ভক্ত আমি মান্যনীয়, তবে কেন আমাকে দণ্ড করিতে ইচ্ছা হইতেছে ? ৭৪

হে যোদ্ধাগণের শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ! অস্ত্রির উপর অস্ত্রি পরাক্রম প্রকাশ করে না, অতএব ক্রোধ ত্যাগ করুন। আপনার উপর আমার প্রভুত্ব চলে না কারণ, আপনি জগতের আদি কারণ। ৭৫

পূর্ব্বকালে আপনি যে প্রকৃতি (মায়া) সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা মহত্তত্ত্বাদি বিকারের রূপে পরিণত হয়, তাই তাহা পরিণামধর্ম্মিণী। এই জগৎ আপনার পূর্ব্বসৃষ্ট (জন্মভাব) আত্মার করিয়াই অর্থাৎ আপনারই দ্বারা উৎপন্নহইয়া জগতের কারণ রূপে বিদ্যমান আছে।৭৬

উক্ত প্রকৃতি দ্বারা আপনি প্রথমে এই আগ্নেয়, বৈষ্ণব ও সৌম্য অস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং আপনার দ্বারাই এই জগৎ বিরচিত ; তবে আপনি কেন আমার প্রতি বিরূপ আচরণ করিতেছেন ? ৭৭

'হে মহাত্মন্ ! আপনি অজেয়, সনাতন দেবতা স্বয়ম্ভূ এবং ভূতভাবন অক্ষর এবং ক্ষর রূপে ও অভাব আপনারই স্বরূপ'। ৭৮

'হে নিষ্পাপ শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আমি আপনার দ্বারা রক্ষিত হইবার যোগ্য, আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সমস্ত লোকের আদি কর্ত্তা। এই বৃহত্তমান জগৎ আপনার দ্বারাই বিস্তৃত। ৭৯

'হে মহাদেব ! বালক যেমন খেলনা লইয়া খেলা করে, সেইরূপ আপনিও এই জগৎ লইয়া খেলা করিতেছেন। আপনিই এই জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ কারণস্বরূপ। আমি আপনার প্রতি দ্বেষ করিতেছি না এবং আপনাতে দোষারোপণও করিতেছি না'। ৮০

'হে মহাদেব ! পুরুষোত্তম ! মহত্তত্ত্বাদি বিকার সমূহে যে প্রকৃতি (লোভ, দ্বেষাদি-রূপ পূর্ব্ববাসনা), তাহার বিকারের (চৌর্য্য,-হিংসাদি দোষের) শাস্তির জন্য আপনি দুষ্টের দমনাদি কার্য্য করিতেছেন। ৮১

'হে অনঘ ! অথবা এই ক্রোধ আদি বিকার—বিকারেরও (দুষ্টত্বাদির) বিকারের (বিনাশের) জন্য ; আপনার বিকারের জন্য নহে। আপনি সর্ব্বদা অধর্ম্মকারী দুষ্ট পুরুষগণকে বিনাশ করিতেছেন (সৎপুরুষগণকে নহে)। ৮২

এই জগৎ যখন প্রাকৃত দোষ অথবা তমোগুণে গ্রস্ত হইয়া মোহপ্রাপ্ত হয়, অথবা রজোগুণে সংযুক্ত হইয়া সংগ্রহ-পরিগ্রহে ব্যস্ত হইয়া উঠে, তখন তাহা মোহাচ্ছন্ন হয়। ৮৩

আপনি হয়ং প্রজাপতির ন্যায় কার্য্য ও কারণের জ্ঞাতা,

---

৩. জন্মবান্ শ্রীবিষ্ণুর যত অবতার হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মৎস্যাবতারকে প্রথম বলা হয়। এই অবতার জলে হইয়াছিলেন এবং জলের অধিষ্ঠাতা বরুণদেব তাঁহার পূর্ব্বেই বিদ্যমান ছিলেন ; অতএব এই বরুণদেব সমস্ত অবতার হইতে জ্যেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হন। আবার বামনাবতারের সময় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ইন্দ্র বরুণাদির দেবতাগণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়াছিলেন। ইহাতেও বরুণের জ্যেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হয়।

(১) জন্ম, সত্তা, পরিণাম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও নাশ—এই ষড় ভাববিকার প্রাকৃত শরীরের ধর্ম্ম। ইহাদের মধ্যে প্রথম ভাব বা ধর্ম্ম হইল 'জন্ম', সেইজন্য এস্থলে "পূর্ব্বধর্ম্ম" এই পদের অর্থ 'জন্ম' করা হইল। মহামতি ভাষ্যকার নীলকণ্ঠও এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

বরুণেনৈবমুক্তস্তু কৃষ্ণো লোকপতাব্যয়ঃ।
ভাবজ্ঞঃ সর্ব্বকৃদ্ ধীমস্তঃ প্রাহেদং স্মিতপূর্বং ॥ ৮৫
ইত্যেবমুক্তঃ কৃষ্ণস্তু প্রণম্য বাক্যমব্রবীৎ
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
গাবঃ প্রযচ্ছ মে বীর যাচ্ঞার্থং ভীমবিক্রম ॥ ৮৬
ইত্যেবমুক্তে কৃষ্ণেন বাক্যং বাক্যবিশারদঃ
বরুণো হ্রস্বরবীদ্ হৃষ্টঃ শৃণু মে মধুসূদন ॥ ৮৭
বরুণ উবাচ।
বাসেন সার্দ্ধং সময়ো ময়া দেব কৃতঃ পুরা।
কথঞ্চ সময়ং কৃত্বা কুর্য্যাং বিফলমদ্যহং ॥ ৮৮
ত্বমেব বেদ সর্ব্বজ্ঞ যথা সময়ভেদকঃ
চারিত্রাৎ চ্যুততে তেন ন সদ্ভিঃ প্রশস্যতে ॥ ৮৯
ধর্ম্মভাগ্ভির্নরৈর্নিত্যং বর্জ্যতে মধুসূদন।
ন চ লোকানবাপ্নোতি পাপঃ সময়ভেদকঃ ॥ ৯০
প্রসীদ ধর্ম্মলোপস্তে মা ভূৎ মধুসূদন

ন মাং সময়ভেদেন যোক্তুমর্হসি মাধব ॥ ৯১
জীবয়াম্যহং প্রদাস্যামি গাবো বৈ বৃষভেক্ষণ।
হত্বা নয়ন্তু মাং গাব এষ মে সময়ঃ পুরা ॥ ৯২
এতচ্চ মে সমাখ্যাতং সময়ং মধুসূদন।
সত্যমেষ মহাবাহো ন মিথ্যা তু সুরেশ্বর ॥ ৯৩
যদ্যেবাহমনুপ্রাপ্তো রক্ষ মাং মধুসূদন।
অথবা সোঢ়ু নির্ব্বন্ধো হত্বা নয় মহাভুজ ॥ ৯৪
বৈশম্পায়ন উবাচ।
বরুণেনৈবমুক্তস্তু যদুনা বাগ্বিদুষ্কৃতঃ
অভেদ্যঃ সময়ঃ মন্ত্রা শ্রুতবালো গবাং প্রতি ॥ ৯৫
স প্রহস্তু তদা বাক্যং বাক্যজ্ঞাত্মর্থকোবিদঃ।
তস্মাদ্যুক্তোঽসি যদ্যেবং বাসেন সময়ঃ কৃতঃ ॥ ৯৬
প্রসূতৈর্দধুরৈর্নৈকাস্তু র্যমধ্যাস্মিতৈঃ
কৃষ্ণঃ পাপঃ করিষ্যামি বরুণ ত্বয়াঽহং প্রভো ॥ ৯৭
গচ্ছ মুক্তোঽসি বরুণ সত্যসন্ধোঽসি নো ভবান্।

সর্বজ্ঞ এবং ঐকবিধির আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতেছেন। অথচ আমাদের সকলকে মোহিত করিতেছেন কেন। ৮৪

বরুণদেব এইরূপ বলিলে সম্পূর্ণ ভগবান আশ্রয়, হার্দিক ভাবের জ্ঞাতা, সর্বকর্তা যেন কিছু জানেন এমন ভাবে শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার বরুণের পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ। হাসিতে হাসিতে এইরূপ বলিলেন। ৮৫।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'হে ভীমবিক্রম। এই বিশ্বাসের শান্তির জন্য আমাকে গাভীসমূহ প্রদান কর।' শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে বক্তাগ্রেষ্ঠ বরুণদেব পুনরায় বলিলেন—'হে মধুসূদন! প্রথমে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। ৮৬-৮৭

বরুণ বলিলেন—'হে দেব! পূর্বকালে বাসুদেবের নিকট আমি এক প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। তখন প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন কিরূপে তাহার বিপরীত আচরণ করিব?'। ৮৮

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে কি হয় তাহার সব কিছু আপনিই ভাল জানেন। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে চরিত্র কলঙ্কিত হয় এবং সাধুজন তাহার প্রশংসা করেন না। ৮৯

হে মধুসূদন! ধর্মাত্মা পুরুষ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী মনুষ্যকে সর্বদা ত্যাগ করেন এবং সেই পাপী উত্তম লোক প্রাপ্ত হয় না। ৯০

হে মধুসূদন! প্রসন্ন হউন। আমার যেন ধর্মলোপ না হয়! হে মাধব! আমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গরূপ পাপে সংযুক্ত করিবেন না। ৯১

'হে বৃষভেক্ষণ গোবিন্দ! আমি জীবিতাবস্থায় এই গাভীসকল দিতে পারিব না। আপনি আমাকে বধ করিয়া ইহা লইয়া যান। পূর্বকালে আমি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। ৯২

হে মধুসূদন! হে মহাবাহো! আপনাকে আমার প্রতিজ্ঞার কথা বলিলাম। হে সুরেশ্বর! ইহা সর্বৈব সত্য, মিথ্যা নহে। ৯৩

হে মহাবাহু মধুসূদন! যদি আমি আপনার অনুগ্রহপাত্র হই, তবে আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আর যদি গাভী লইয়া যাইবার আপনার আগ্রহ থাকে, তবে আমাকে বধ করিয়া লইয়া যান। ৯৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন—'হে জনমেজয়! বরুণদেব এই কথা বলিলে যদুবংশের বর্দ্ধনকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার [illegible] দেবের প্রতিজ্ঞা অতীত মনে করিয়া গাভীর জন্য বিবাদ করিলেন। ৯৫

বাক্যব্যবহারকুশল শ্রীকৃষ্ণ তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'যদি আপনি বাসের সহিত এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন, তবে আপনি এই কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইলেন। ৯৬

পুনরায় তত্ত্বপূর্ব ও বিনয়যুক্ত মধুর বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'হে প্রভু! বরুণদেব! আমি কেন আপনার প্রতি দুর্ব্যবহার করিব?'। ৯৭

হৃৎপ্রিয়ার্থং মহা যুক্তা বাণপার্থো ন সংশয়ঃ ॥ ৯৮
ততস্তূর্যাণিনাদৈশ্চ ভেরীনাদৈশ্চ মহাস্বনৈঃ
অর্ঘ্যমাহায় বরুণঃ কেশবং প্রত্যপূজয়ৎ ।
কেশবোঽর্ঘ্যং তদা গৃহ্য বরুণাদ্ বহুনন্দনঃ ॥ ৯৯
বলং চাপূজয়দ্ধেতং কৃষ্ণশ্চৈব সমাহিতঃ ।
বরুণাদ্যাতয়া দত্তা বাসুদেবঃ প্রতাপবান ॥ ১০০
দ্বারকাং প্রস্থিতঃ শৌরিঃ শচীপতিসহায়বান ।
তত্র দেবাঃ সমক্রতঃ সমাধ্যাঃ সিদ্ধ-চারণাঃ ॥ ১০১
গন্ধর্ব্যাপ্সরসশ্চৈব কিন্নরাশ্চাপ্তরিক্ষগাঃ
অনুগচ্ছন্তি ভূতেশং সর্ব্বভূতাসিবাহনম্ ॥ ১০২
আদিত্যা বসবো অশ্বিনৌ যক্ষ-রাক্ষসাঃ ।
বিদ্যাধরগণাশ্চৈব যে চান্যে সিদ্ধচারণাঃ
গচ্ছন্তমনুগচ্ছন্তি বশসা বিশ্বতেজ ॥ ১০৩
নারদশ্চ মহাভাগঃ প্রস্থিতো দ্বারকাং প্রতি
তুষ্টো বাণসুতাঃ দৃষ্ট্বা বরুণশ্চ কৃতপ্রিয়ম্ ॥ ১০৪

কৈলাসশিখরপ্রখ্যৈঃ প্রাসাদৈঃ কনকৈঃ শুভৈঃ ।
দূরাদ্রিশ্যা মধুরা দ্বারকাং দ্বারমালিনীম্ ॥ ১০৫
পাঞ্চজন্যস্য নির্ঘোষাৎ চক্রে চক্রগদাধরঃ ।
সংজ্ঞাং প্রযচ্ছতে দেবো দ্বারকাপুরবাসিনাম্ ॥ ১০৬
দেবাসুরযাননির্ঘোষাঃ পাঞ্চজন্যস্য নিঃস্বনম্ ।
শ্রুত্বা দ্বারাবতীং সর্বে প্রহর্ষমতুলং গতাঃ ॥ ১০৭
পূর্ণকুম্ভৈশ্চ লাজৈশ্চ বতবিস্তৃতবিস্তরৈঃ ।
দ্বারোপশোভিতাঃ কৃত্বা সর্ব্বাঃ দ্বারবতীং পুরীম্ ॥১০৮
পুষ্পিষ্টরথ্যাঃ সশ্রীকাঃ বহুরত্নোপশোভিতাম্ ।
বিপ্রাজ্ঞাঘ্যাঃ সমাধায় যযৌ কৃষ্ণনৈগমাঃ ॥ ১০৯
জয়শব্দৈশ্চ বিবিধৈঃ পূজয়ন্তি স্ম মাধবম্ ।
বৈনতেয়ে তমাসীনং নীলাঞ্জনচয়োপমম্ ॥ ১১০
ববন্দিরে তদা কৃষ্ণং প্রিয়া পরময়া যুতম্
তমানুপূর্ব্যা বর্ণাশ্চ পূজয়ন্তি মহাবলম্ ॥১১১

হে বরুদেব ! যদি, এখন আপনি যুদ্ধ। সত্যপ্রতিজ্ঞা-কারীর সহিত আমার সম্বন্ধ আছে। আপনার প্রীতির জন্য বাণাসুরের প্রাণরক্ষণ আমি ত্যাগ করিলাম—ইহাতে সংশয় নাই। ৯৮

তদনন্তর বাদ্যধ্বনি ও ভেরীর শব্দের সহিত বরুণদেব অর্ঘ্য লইয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট অর্ঘ্য লইয়া তাঁহার পূজা স্বীকার করিলেন। ৯৯

তারপর বৃদ্ধিমান পুরুষের ন্যায় বরুণদেব একাগ্রচিত্তে বলদেবের পূজা করিলেন। পুনরায় প্রভাপী শ্রীকৃষ্ণ বরুণ-দেবকে অভয় প্রদান করিয়া শচীপতি ইন্দ্রের সহিত দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। ১০০।

সেখানে দেবতা, মরুদ্‌গণ, সাধ্যগণ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা এবং কিন্নরগণ আকাশমার্গে সর্ব ভূতের অধিকারক, অধিনাশী, ভূতনাথ শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ১০১-১০২

আদিত্য, বসু, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার, যক্ষ, রাক্ষস, বিদ্যাধর, ও অন্যান্য সিদ্ধ-চারণগণ যশ ও বিক্রমের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ১০৩

মহাভাগ নারদও দ্বারকায় গমন করিতেছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বাণাসুর-বিজয় বরুদেবের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১০৪

তদনন্তর চন্দ্র ও সূর্য্যাকৃতি মণিমুক্তা দ্বারমালা সজ্জিত এবং কৈলাসশিখরের ন্যায় রত্নবিভূষিত প্রাসাদ ও সুন্দর কনকে সুশোভিত দ্বারকাপুরী দূর হইতে দেখিয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খের গম্ভীর শব্দ করিলেন। এই প্রকারে তদবস্থ বাসুদেব দ্বারকাবাসি-গণের নিকট আপনার আগমনের সূচনা প্রদান করিলেন। ১০৫ ১০৬

পশ্চাতে আগমনকারী দেববিমানের গম্ভীর শব্দ ও পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া দ্বারকাবাসিগণ অত্যন্ত আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। ১০৭

নগরবাসিগণ দ্বারকাপুরীর সকল দ্বারে জলপূর্ণ কলস রাখিয়া দিলেন এবং দ্বার বিস্তৃতভাবে উন্মুক্ত করিয়া লাজ (খৈ) ছড়াইয়া দিলেন। এইভাবে সম্পূর্ণ নগর এক অভিনব শোভায় শোভিত হইয়া উঠিল। ১০৮

পথগুলি পরিষ্কৃত করিয়া সুসজ্জিত করা হইল এবং পুরীর শোভাবর্দ্ধনের নিমিত্ত রত্নসমূহ সজ্জিত করা হইল। ব্রাহ্মণ এবং কুলাচারজ্ঞ পুরোহিতগণ অর্ঘ্য লইয়া জয়ধ্বনিপূর্বক বরুদেবের উপর বিরাজিত নীলাঞ্জনের ন্যায় বর্ণধারী মাধবের পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১০৯-১১০

তখন পরম শোভায় শোভিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করা হইল। সকল বর্ণের মানুষ মহাবলী অনন্ত (বলরাম) এবং কেশিহন্তা শ্রীকৃষ্ণের ক্রমশ: পূজা করিলেন। শ্রেষ্ঠী (শেঠ) প্রভৃতি বণিগ্‌গণও তাঁহাদের পূজা করিলেন। ১১১।

অনন্তঃ কেশিহন্তারং শ্রেষ্ঠপূর্বাস্তু প্রেষয়ঃ।
অবিভির্দেবমন্ত্রৈশ্চ তারৈশ্চ সমন্ততঃ ॥ ১১২
ভূরন্তে পুণ্ডরীকাক্ষো দ্বারকোপবনে স্থিতঃ।
তদাশ্চর্য্যমপশ্যন্তু দাশার্হাণ্যসমন্বয়াঃ ॥ ১১৩
প্রহর্ষমতুলং প্রাপ্তা দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং মহাভুজম্।
বাণং জিত্বা মহাদেবমায়ান্তং পুরুষোত্তমম্ ॥ ১১৪
দ্বারকাবাসিনাং বাচশ্চরন্তি বহুধা তদা।
প্রান্তে কৃষ্ণে মহাভাগে যাদবানাং মহারথে ॥ ১১৫
গঙ্গা চ দূরমজ্ঞানং সুপর্ণো ক্রতমাগতঃ।
বজ্রাঃস্মোঽদৃশ্যতাঃ সো যেষাং বো ভগতঃ পিতা ॥১১৬
রক্ষিতা চৈব গোপ্তা চ দীর্ঘবাহুর্মহাভুজঃ
বৈনতেয়ঃ সমারুহ্য ক্ষিপ্রং বাণং সুদুর্জয়ম্ ॥ ১১৭
প্রাপ্তোঽয়ং পুণ্ডরীকাক্ষো মনাংস্যাহ্লাদয়ন্নিব
এবং কথয়তামেব দ্বারকাবাসিনাং তদা ॥ ১১৮
বাসুদেবগৃহং দেবা বিবিশুস্তে মহারথাঃ।
অবভীর্য্য সুপর্ণাত্তু বাসুদেবো বলস্তথা ॥ ১১৯

প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ গৃহান্ প্রবিবিশুস্তদা
ততো দেববিমানানি সঙ্করন্তি তদা দিবম্ ॥ ১২০
অবস্থিতানি দৃশ্যন্তে নানারূপাণি সর্ব্বশঃ।
হংসবর্ণযুগৈর্যানৈর্যান্তি সারস-বহ্নিভিঃ ॥ ১২১
তাস্থানি তানি দৃশ্যন্তে বিমানানি সহস্রশঃ।
অথ কৃষ্ণোঽব্রবীদ্ বাক্যং কুমারান্তান্ সহস্রশঃ।
প্রদ্যুম্নাদীন্ সমস্তাংস্তু প্রদ্যুম্নঃ মধুরয়া গিরা ॥ ১২২
এতে কৃতান্তথাদিত্যা বসবোঽথাশ্বিনাবপি।
সাধ্যা দেবাস্তথান্যে চ বন্দধ্বঞ্চ যথাক্রমম্ ॥ ১২৩
সহস্রাক্ষ মহাভাগং দানবানাং ভয়ঙ্করম্
বন্দধ্বং সহিতাঃ শক্রং সপ্তমং নাগবাহনম্ ॥ ১২৪
সপ্তর্ষয়ো মহাভাগা ভৃগ্বঙ্গিরসমাশ্রিতাঃ।
অবস্থঞ্চ মহাত্মানো বন্দধ্বঞ্চ যথাসুখম্ ॥ ১২৫
এতে চক্রধরাশ্চৈব তান বন্দধ্বঞ্চ সর্ব্বশঃ।
সাগরাংশ্চ হ্রদাংশ্চৈব নদীস্ত্রিয়ার্থমিহাগতাঃ ॥ ১২৬

এই অবসরে দ্বারকার উপবনে কালনেমির শত্রুকে চতুর্দিকে ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব এবং চারণ প্রভৃতি সকলে স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ১১২ ॥

যদুকুলের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ ঐ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতেছিলেন। বাণাসুরকে জয় করিয়া আগত ভগবান দেবতা, মহাবাহু পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে তাঁহারা অসীম আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ১১৩-১১৪

যাদব-মহারথী মহাভাগ শ্রীকৃষ্ণের আগমনের পর দ্বারকা-বাসিগণের মুখে ঐ সমস্ত নানা প্রকার কথা শোনা যাইতেছিল ॥ ১১৫

পরক্ষণ মধু মুরণাদি গমন করিয়া শীঘ্র আগমন করিয়াছেন। আমরা বহু এবং শ্রীভগবানের দ্বারা অনুগৃহীত। কারণ, আমাদের রক্ষক ও পালক দীর্ঘবাহু ভগবংপিতা মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ। পরক্ষে আরোহণ পূর্বক অতীব দুর্জয় বাণাসুরকে জয় করত কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মনকে আহ্লাদিত করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ১১৬-১১৭ ॥

দ্বারকাবাসিগণ যখন এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন মহারথী দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের ভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ১১৮ ॥

সেখানে আসিয়া বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ তখন পরক্ষ হইতে অবতরণ পূর্বক ব-ব-ভবনে গমন করিলেন ॥ ১১৯ ॥

তাঁহাদের যে নানাপ্রকার দেব-বিমানসকল আকাশে বিচরণ করিতেছিল, ঐ সমস্ত তাঁহাদের বিরহভাবে অবস্থান করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ১২০ ॥

হংস, বৃষভ, মৃগ, ঔষ্ট্র অশ্ব, দারস, ময়ূর প্রভৃতির দ্বারা সংযুক্ত সহস্র সহস্র জ্যোতিষ্মান বিমান দৃষ্টিগোচর হইতেছিল ॥১২১॥

তদনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সহস্র সহস্র সংখ্যায় উপস্থিত প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি সমস্ত যাদবকুমারগণকে মধুর ও স্নিগ্ধ বাক্যে এই কথা বলিলেন ॥ ১২২

"(বলেন।) এখানে রুদ্র, আদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমার, সাধ্যগণ এবং যে সকল অন্য দেবতা রহিয়াছেন, তাঁহাদের তোমরা যথাক্রমে বন্দনা কর" ॥ ১২৩

দানবগণের ভয়প্রদানকারী সহস্রনেত্রধারী মহাভাগ ইন্দ্র ঐরাবতে আরোহণ পূর্বক সেবকগণ সহ অবস্থান করিতেছেন, তোমরা একত্রে তাঁহারও বন্দনা কর ॥ ১২৪

মহাভাগ সপ্তর্ষিগণ ভৃগু ও অঙ্গিরার সহিত রহিয়াছেন এবং অন্যান্য মহাত্মা ঋষিগণও আছেন। যথাক্রমে তাঁহাদেরও বন্দনা কর ॥ ১২৫

এই সকল চক্রধারী লোকপাল অবস্থান করিতেছেন, ইহাঁদের প্রণাম কর। সাগর, সরোবর, দিক্ ও বিদিকে

নিশঠস্য বিশিষ্টস্যৈব বন্ধনঞ্চ যথাক্রমম্
বাসুকিপ্রমুখাশ্চৈব নাগা বৈ পুরুষাবলাঃ ॥ ১১৫
গমনঞ্চ মৎপ্রিয়ার্থং বৈ বন্ধনঞ্চ যথাক্রমম্
জ্যোতীংষি সহ নক্ষত্রৈর্গন্ধ-রাক্ষস-কিন্নরৈঃ ॥ ১১৬
আগতা মৎপ্রিয়ার্থা বৈ বন্ধনঞ্চ যথাক্রমম্।
বাসুদেববচঃ শ্রুত্বা কৃপায়াঃ প্রণতাঃ স্থিতাঃ ॥ ১১৭
যথাক্রমেণ সর্ব্বেষাং দেবতানাং মহাত্মনাম্
সর্ব্বান্ দিবৌকসো দৃষ্ট্বা পৌরা বিস্ময়মাগতাঃ ॥ ১১৮
পূজার্থমথ সম্ভারান্ প্রগৃহ্য দ্রুতমাগতাঃ।
অহো ভ্রমহদাশ্চর্য্যং বাসুদেবস্য সংপ্রাপ্তং ॥ ১১৯
প্রাপ্যান্তে যদিতাশ্বাভিতিষ্ঠি বাচশ্চতস্রাত্ত
তত্তস্তুনচূর্ণৈশ্চ গন্ধপুষ্পৈশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ১২০
কিরন্তি পৌরাঃ সর্ব্বাংস্তান্ পূজয়ন্তো দিবৌকসঃ।
লাজৈঃ প্রণামৈর্মু পৈশ্চ বাদ্যধ্বনিয়মৈস্তথা ॥ ১২৪
দ্বারকাবাসিনঃ সর্বে পূজয়ন্তি দিবৌকসঃ

আহুকঃ বাসুদেবঞ্চ সাত্যকং সহনন্দনম্ ॥ ১২৪
সাত্যকিঃ চোল্মুকঃ চৈব বিপৃথুক মহাবলম্
অক্রূরক মহাভাগঃ তথা নিশঠমেব চ ॥ ১২৫
এতান্ পরিষজ্য তদা মূর্দ্ধি চাঘ্রায় বাসবঃ।
অথ শঙ্কো মহাভাগঃ সনন্দঃ সহসমুদ্ধলঃ ॥ ১২৬
ভবন্তঃ কেশিহন্তারঃ তত্রোবাচোত্তরং বচঃ।
সাত্বতঃ সাত্বতানেব সর্ব্বেষাং সহনন্দনম্ ॥ ১২৭
মোক্ষয়িত্বা রণে চৈব বলসা লোকমেব চ।
মহাদেবস্য মিত্রতো গুরুস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ১২৮
এষ বাণং রণে জিত্বা দ্বারকাং পুনরাগতঃ।
সংপ্রবাহোর্বীতনুনাং কৃত্বা বহুসমুদ্যমম্ ॥ ১২৯
স্থাপয়িত্বা দিবাভূয়ে প্রাপ্তোঽধ্য স্বপুরং হরিঃ।
যদর্থং তস্য কৃষ্ণস্য মানুষেষু মহাত্মনঃ ॥ ১৪০
তদপাবসিতং কার্য্যং নষ্টলোকা বয়ং কৃতাঃ।
পিবতাং মধু বাক্যৈঃ ভবতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৪১

আমাদের প্রিয় করিবার নিমিত্ত ইহারা এস্থানে আসিয়াছেন। তোমরা ক্রমশঃ ইহাদের বন্দনা কর। ১১৪

বাসুকি প্রভৃতি মহাবল নাগ ও রাক্ষীগণ আমাদের প্রীতির জন্য এস্থানে আসিয়াছেন; তোমরা ইহাদের ক্রমশঃ বন্দনা কর। ১১৫

নক্ষত্র-সহ গ্রহ ও তারা, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নর—ইহারা সকলে আমাদের প্রীতির নিমিত্ত এস্থানে আসিয়াছেন; তোমরা ক্রমশঃ ইহাদেরও বন্দনা কর। ১১৬।

ভগবান্ বাসুদেবের বচন শুনিয়া সকল যাদবকুমার ক্রমশঃ সকল দেবতা ও মহাত্মাগণকে প্রণাম পূর্বক প্রত্যুদ্গমন করিলেন। ১১৭

সমস্ত দেবতাগণকে এস্থানে উপস্থিত দেখিয়া বিস্মিত পুরোবাসিগণ পূজার সামগ্রী সংগ্রহপূর্বক শীঘ্র সেস্থানে আগমন করিলেন। ১১৮।

তখন তাঁহাদের মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইতেছিল—'অহো! ভগবান্ বাসুদেবের আজব লাভ করিয়া আমরা এখানে পরম আশ্চর্য্য অবলোকন করিলাম'। ১১৯।

পুরোবাসিগণ সকল দেবতার পূজা করিতে করিতে তাঁহাদের প্রতি চন্দনচূর্ণ ও সুগন্ধিত পুষ্প বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। ১২০

লাজ (খৈ) বিকীর্ণ করিয়া, বারংবার প্রণাম করিয়া, বাদ্য ধ্বনি সহকারে সংযমাদি পালন পূর্বক দ্বারকাবাসিগণ দেবতাগণের পূজা করিলেন। ১২৫।

অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্র রাজা উগ্রসেন, ভগবান্ বাসুদেব, মহানন্দন সাম্ব, সাত্যকি, উল্মুক ও বলী বিপৃথু, মহাভাগ অক্রূর ও নিশঠ প্রভৃতি সকলকে আলিঙ্গন পূর্বক মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। তারপর মহামণ্ডলের সম্মুখে মহাভাগ ইন্দ্র স্তুতিকারী কেশিহন্তা শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া এই প্রকার বাক্য বলিলেন। ১২৬-১২৯।

এই শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সাত্বতবংশীয় যাদবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্বত। রণভূমিতে বল ও পৌরুষের সহিত অনিরুদ্ধের বন্ধন মুক্ত করিয়া ইহাদের ও মহাত্মা ভোজিকের সম্মুখে মহাদেবের মিত্র ও গুরু বাণাসুরকে পরাজিত করত পুনরায় দ্বারকায় আগমন করিলেন। ১৩৭-১৩৮

সমস্ত বাহুযুদ্ধ বাণাসুরকে পরমোত্তম দিব্যযুদ্ধে করিয়াছেন এবং তাহাকে দিব্যভূয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপন নগরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ১৩৯।

যাহার জন্য মনুষ্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতার, সেই সকল কার্য্য সম্পূর্ণ হইল; দেবতাগণের সমস্ত দুঃখের তিনি বিনাশ করিয়াছেন। ১৪০।

এখন মধুর মধু পান করিয়া এবং নিরন্তর মনোবাঞ্ছিত বিষয় ভোগ করিয়া তোমাদের সময় সুখে অতিবাহিত হইবে। ১৪১।

কালো বাসুতাবিরতঃ বিবস্বেষেব সজ্জাতাম্।
বাহুনাং সংগ্রহাৎ সর্বে বয়মস্ত মহাত্মনঃ ॥ ১৪১
প্রণষ্টশোকা রংস্যামঃ সর্ব এব যথাসুখম্।
এবং স্তুতা সহস্রাক্ষঃ কেশবং দানবান্তকম্ ॥ ১৪০
আপৃচ্ছ্য তং মহাভাগঃ সর্বদেবগণৈর্বৃতঃ।
ততঃ পুনঃ পরিষ্বজ্য কৃষ্ণঃ লোকনমস্কৃতম্।
পুরন্দরো দিবং যাতঃ সহ দেবমরুদ্গণৈঃ ॥ ১৪৭
অবরুহ্য মহাত্মানো জয়াশীর্ভির্মহৌজসম্।
যথাগতং পুনর্যাতা যক্ষ-রাক্ষস-কিন্নরাঃ ॥ ১৪৫

পুরন্দরে দিবং যাতে পবনাদ্যো মহাবলঃ
অপৃচ্ছত মহাত্মানং সর্বান্ কৃষ্ণমবাব্রয়ম্ ॥ ১৪৬
ততঃ কিলকিলাশব্দঃ নির্মগ্নঃ সপ্তস্রোতঃ।
গচ্ছন্তি কৌমুদীং দ্রষ্টুং সোঽনয়ঃ প্রীয়তে সদা ॥ ১৪৭
দ্বারকাং প্রাপ্য কৃষ্ণস্তু রেমে যদুগণৈঃ সহ।
বিবিধান্ সর্বকামার্থান্ ভ্রিত্বা পরময়া মুদা ॥ ১৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি দ্বারকাপ্রত্যাগমনে সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৭

আমরা সকল দেবতা এই মনস্থ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল আশ্রয় করিয়া সর্বতা লোকলীন হইলাম এবং আমরা সকলে এখন স্বর্গলোকে পরম সুখে বিহার করিব। ১৫২।

এই প্রকারে দেবনিবাসী শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়া দেবতাগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত মহাতেজ ইন্দ্র ঈশ্বরের নিকট বিদায়ের আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। তাহাপর বিশ্বরন্ধিত শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় আলিঙ্গনপূর্বক দেবতা ও মরুদ্গণের সহিত পুরন্দর স্বর্গে গমন করিলেন। ১৫৩-১৫৪

মহাত্মা অগ্নিদেব মহাবলী শ্রীকৃষ্ণকে বিজয়সূচক আশীর্বাদে অভিনন্দিত করিয়া দেবগণে আসিয়াছিলেন, সেইভাবে পুনরায় চলিয়া গেলেন। তাহাপর যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণও আপন আপন স্থানে গমন করিলেন। ১৫৫

দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গলোকে গমন করিলে পর মহাবলী মহাত্মা পবনাদি শ্রীকৃষ্ণ সকল যাদবগণের অগ্রে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৫৬

তদনন্তর সপ্তস্রোত সহস্র পুরবাসী কিল কিল শব্দ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের চন্দ্রিকা দর্শনের জন্য যাত্রারম্ভ আরম্ভ করিলেন। নিষ্পাপ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের ভক্তিতে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। ১৫৭

দ্বারকায় আগমন পূর্বক উত্তম সখীত্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নানা প্রকারে মনোবাঞ্ছিত বস্তু ভোগ করিতে করিতে যাদবগণের সহিত আনন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৫৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে দ্বারকাপ্রত্যাগমনবিষয়ক সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(দ্বারকায়াম্ উগ্রসেবপালনম্, উষায়াঃ অন্তঃপুরে প্রবেশঃ সংকারশ্চ, শ্রীকৃষ্ণস্য তথা বিষ্ণুপর্বণো মহিমকথনম্, বিষ্ণুপর্বণ উপসংহারশ্চ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ

অথাহুকো মহাবাহু কৃষ্ণং প্রাহ মহাদ্যুতিঃ।
হর্ষাকুলেক্ষণঃ শ্রুত্বা বচনমিদং ॥ ১
এষ গচ্ছেন্নিরুদ্ধস্তু ক্রিয়তাং মহত্তমঃ।
ক্ষেমং প্রত্যাগতং দৃষ্ট্বা সেব্যমানা মহামতে ॥ ২

উষাপি চ মহাভাগা সখীভিঃ পরিবারিতা।
রমতে পরয়া প্রীত্যা চানিরুদ্ধেন সঙ্গতা ॥ ৩
কুম্ভাণ্ডদুহিতা রামা উষায়াঃ সখিমণ্ডলে।
প্রবেক্ষ্যতাং মহাভাগা বৈদর্ভী বধূরেষ পুরঃ ॥ ৪

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[দ্বারকায় উগ্রসেবপালন, উষার অন্তঃপুরে প্রবেশ ও সংকার, শ্রীকৃষ্ণ এবং বিষ্ণুপর্বের মহিমাকথন ও বিষ্ণুপর্বের উপসংহার।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! অনন্তর মহাবাহু মহাতেজা আহুক হর্ষাকুল নেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—বচনশ্রবণ, শ্রবণ করুন। ১

হে মহামতে! যেহেতু অনিরুদ্ধ কুশল পূর্বক দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং তাঁহাকে দেখা গিয়াছে, তখন তাঁহাকে লইয়া মহোৎসব করা হউক। মহাভাগা উষা ও সখীগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া এবং অনিরুদ্ধের সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতেছেন। ২-৩

উষার সখীমণ্ডলে কুম্ভাণ্ডকন্যা রামা আছে, তাহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করান হউক এবং মহাভাগা বিদর্ভনন্দিনী কল্পিনী নিজ পুত্রবধূরূপে তাহার অভিনন্দন করুন। ৪

সাম্বায় দীয়তাং রামা কৃষ্ণাগুরুচর্চিতা শুভা।
শেষাশ্চ কন্যা ভদ্রস্তাঃ কুমারাণাং যথাক্রমম্ ॥ ৫

বর্তন্তে সোৎসবস্তত্র অনিরুদ্ধস্য বেশ্মনি।
গৃহে শ্রীযদুনাথস্য ততস্তত্র প্রবর্ত্ততে ॥ ৬

বাদয়ন্তি পুরে তত্র নার্য্যো মদবশং গতাঃ।
নৃত্যন্তে চাপ্সরাস্তত্র গায়ন্তি চ তথাপরাঃ ॥ ৭

কাশ্চিৎ প্রমুদিতাস্তত্র কাশ্চিদন্যোন্যমব্রুবন্।
নানাবর্ণাম্বরধরাঃ ক্রীড়মানাস্ততস্ততঃ ॥ ৮

অভিযান্তি ততোঽন্যোন্যং কাশ্চিন্মদবশাৎ স্বয়ম্।
ক্রীড়ন্তি কাশ্চিদন্যৈস্তু হর্ষাচ্চুক্কুললোচনাঃ ॥ ৯

মাধুরং রসমাক্ষিপ্ত সখীভিঃ পরিবারিতা
ঊষা সম্প্রেষিতা দেব্যা কুম্ভাণ্ডা প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ১০

ইত্যুক্ত চৈব কুম্ভাণ্ডা নাম্নোষা সুন্দরী বরা।
বাণপুত্রী তব বধূঃ প্রতিগৃহ্যেতি ভামিনীম্ ॥ ১১

ততঃ প্রতিগৃহীতা সা স্ত্রীভিরাচারমঙ্গলৈঃ।
প্রবেশিতা চ সা বেশ্ম অনিরুদ্ধস্য শোভনা ॥ ১২

দেবকী রোহিণী চৈব রুক্মিণ্যা বিরজ্জা।
দৃষ্ট্বানিরুদ্ধং রোদন্ত্যঃ স্নেহহর্ষসমন্বিতাঃ ॥ ১৩

রেবতী রুক্মিণী চৈব গৃহমুষা প্রবেশয়ৎ।
বধূর্বধূসি দিষ্ট্যা ত্বমনিরুদ্ধস্য দর্শনাৎ ॥ ১৪

ততস্তূর্য্যপ্রণাদৈস্তা নরনার্য্যঃ শুভাননাঃ।
ক্রিয়ামারেভিরে কর্ত্তুমুষা চ গৃহসংস্থিতা ॥ ১৫

ততো হর্ম্যতলস্থা সা বৃষ্ণিপুরুষসংস্থিতা।
রমতে সর্ব্বসম্পূর্ণৈরুপভোগৈর্বরাননা ॥ ১৬

চিত্রলেখা চ সুশ্রোণী অপ্সরারূপধারিণী।
আপৃচ্ছ্য চ সখীবর্গমুষাঞ্চ ত্রিদিবং গতা ॥ ১৭

গতাসু তাসু সর্ব্বাসু সখীষ্বন্তঃপুরেষু সা।
মায়াবত্যা গৃহং নীতা প্রথমং সা নিমন্ত্রিতা ॥ ১৮

সা তু প্রাহ্লাদগৃহিণী সুষুষাং দৃষ্ট্য সুন্দরীম্।
বাসোভিরন্নপানৈশ্চ পূজয়ামাস সুন্দরীম্ ॥ ১৯

কৃষ্ণাগুরু গুড়লেপন করা রামার সাম্বের সহিত বিবাহ দেওয়া হইক এবং অবশিষ্ট অন্যান্য কন্যাগুলির অন্যান্য কুমারগণের সহিত বিবাহ দেওয়া হউক। ৫

(রাজা উগ্রসেন এই কথা বলিলে পর) অনিরুদ্ধ ও শ্রীহরির ভবনে ঐ শুভ উৎসব আরম্ভ হইল। ৬

ঐ নগরীর নারীগণ মদমত্ত হইয়া বাদ্য বাজাইতে লাগিল এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। অপরে আবার গান গাহিতে আরম্ভ করিল। ৭

কোন কোন নারী আনন্দে নিমগ্ন হইল; কেহ কেহ নানা রূপ কথা বলিতে লাগিল। বহু নারী নানা প্রকার বর্ণের বস্ত্রপরিধান করিয়া ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতে লাগিল। ৮

কোন কোন স্ত্রী যৌবনমদে মত্ত হইয়া ঘরে পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিল এবং মৃদুক্রীড়ারত হইল এবং আনন্দে উৎফুল্লনেত্র হইল। ৯

(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে বলিলেন) দেবি! কুম্ভাণ্ডপত্নী পার্বতীদেবীর সখীদ্বারা পরিবেষ্টিতা ঊষা মধুরমদ্য রসে আরোহণ করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছে। তুমি ইহাকে গ্রহণ কর। বাণাসুরের কন্যা কুম্ভাণ্ডদানীয়া শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ঊষা তোমার বধূ, তুমি এই কন্যাকে সাদরে গ্রহণ কর। ১০-১১

তখন স্ত্রীগণ মঙ্গলাচার পূর্বক সেই সুন্দরী বধূকে গ্রহণ করিলেন এবং অনিরুদ্ধের ভবনে প্রবেশ করাইলেন। ১২

দেবকী, রোহিণী, রুক্মিণী এবং তাঁহারা প্রভৃতি স্ত্রীগণ অনিরুদ্ধকে দেখিয়া স্নেহ ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ১৩

রেবতী ও রুক্মিণী অনিরুদ্ধের হস্ত ধরিয়া প্রবেশ করিয়া প্রদ্যুম্নপত্নী ঊষাদেবীকে বলিলেন- বধূ, আজ তুমি নিজ পুত্র অনিরুদ্ধকে দেখিয়া সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছ, ইহা অতীব সৌভাগ্যের কথা। ১৪

অনন্তর শুভবদনা সুন্দরী স্ত্রীগণ নানারূপ বাদ্যধ্বনির সহিত মঙ্গলাচার সম্পাদন করিতে লাগিলেন এবং ঊষা গৃহমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৫

তাহার পর মৃদুভাষী ঊষা অট্টালিকার মধ্যে বৃষ্ণিপুরুষ অনিরুদ্ধের সহিত থাকিয়া সর্বপ্রকার উপভোগের দ্বারা আনন্দে সময় যাপন করিতে লাগিলেন। ১৬

সুন্দর কটিপ্রদেশধারিণী অপ্সরারূপধারিণী চিত্রলেখা ঊষা ও অন্যান্য সখীগণের নিকট বিদায় লইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ১৭

সেই সকল সখী গমন করিলে মায়াবতী অসুরসুন্দরী ঊষাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। ১৮

প্রহ্লাদপত্নী সুষুষামা মায়াবতী ঐ সুন্দরী পুত্রবধূকে বসন, পান ও বস্তু প্রভৃতি দ্বারা সম্বর্ধিত করিলেন। ১৯

ততঃ ক্রমেণ সম্প্রাপ্তা বধূমুখাঃ মহর্ষিভিঃ
আচারমনুপশ্যন্তঃ স্বধর্মমনুচক্রিরে ॥ ১০

বৈশম্পায়ন উবাচ
এতত্তে সর্গমাখ্যাতং ময়া কৃষ্ণকুলোদ্ভব।
যথা বাণো জিতঃ সংখ্যে ভীষণুক্তশ্চ বিষ্ণুনা ॥ ১১
দ্বারকায়াং ততঃ কৃষ্ণো রেমে বহুগণৈর্বৃতঃ
অষষ্ঠশ্চসম্বহীং কৃৎস্নাং পরয়া সংযুতো মুদা ॥ ১২
এবমেষোঽবতীর্ণো বৈ পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে।
বিষ্ণুর্যদুকুলশ্রেষ্ঠো বাসুদেবেতি বিশ্রুতঃ ॥ ১৩
এতৈশ্চ কারণৈঃ শ্রীমান বসুদেবকুলে প্রভুঃ
জাতো বৃষ্ণিষু দেবজ্ঞাঃ যস্যাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ১৪
নিবৃত্তে নারদপ্রশ্নে বসুহোত্রঃ সনাতনঃ
প্রত্যুবাচ পিতুস্তাতঃ সর্গে যে পূর্ব জন্মেজয় ॥ ১৫
বিস্তরান্ত মাথুরে কল্পে যত্র তে সাংযতো মহান।
বাসুদেবগতিশ্চৈব সা মন্ত্রা সমুদাহৃতা ॥ ১৬
আশ্চর্যাঃ চৈব নাক্ষত্র বৈ কৃষ্ণাশ্চার্যাসন্নিধিঃ।
সর্বেষাশ্চার্যাকল্পেষু নাস্ত্যাশ্চর্যমৈজয়ম ॥ ১৭
এষ যজ্ঞো হি বজ্ঞানাং বজ্ঞকৃদ্ধস্তভাবনঃ।
দেবেষু তু স দৈত্যেষু নাস্তি যজ্ঞতরোঽচ্যুতাৎ ॥ ১৮
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
গগনং কৃদিলশ্চৈব সলিলং জ্যোতিরেব চ ॥ ১৯
এষ ধাতা বিধাতা চ নিত্যশ্চ চৈব নিত্যশঃ।
সত্যঃ ধর্মস্তপশ্চৈব ব্রহ্মা চৈব পিতামহঃ ॥ ২০
অনন্তশ্চৈব নারায়ণঃ কৃষ্ণাণাং শরণং স্মৃতঃ
জন্মমৃত্যুজন্মশ্চৈব ভগবানব্যয়োদ্ভবঃ ॥ ২১
এতস্মাচ্চ জগৎ সর্বং প্রসূয়েত জনার্দনাৎ।
জগচ্চ সর্বং দেবেশে তং নমস্কুরু ভারত ॥ ২২
পূজ্যশ্চ সততং সর্বৈর্দেবৈরেষ সনাতনঃ।
ইত্যুক্তে বাণবৃদ্ধস্তে নারদায় মহাত্মনে কেশবস্য তু ॥ ২৩
বাসপ্রতিষ্ঠামতুলাং শ্রবণান্তে লক্ষ্যসে
যে চেদং ধারয়িষ্যন্তি বাণযুদ্ধমনুত্তমম্ ॥ ২৪

শ্রীকৃষ্ণ যাহীত অন্য কোন আশ্চর্যময় নাই। শ্রীকৃষ্ণ আশ্চর্যের আধার। সকল আশ্চর্যময় বস্তুর মধ্যে ভগবান বিষ্ণুর অংশহীন কোন আশ্চর্য বস্তু নাই ॥ ১৭

এই শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ, যিনি বহুগণকে যজ্ঞ করিয়া থাকেন এবং যজ্ঞভাবন। দেবতা ও দৈত্যগণের মধ্যে এই ভগবান অচ্যুতের অপেক্ষা কেহ অধিক যজ্ঞ নাই ॥ ১৮

ইনিই আদিত্য, বসু, রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, আকাশ, ভূমি বিষ্ণু, জল ও তেজ ॥ ১৯

ইনি ধাতা, বিধাতা এবং নিত্যসংহারকারী; ইনিই সত্য, ধর্ম, তপস্যা, এবং পিতামহ ব্রহ্মা ॥ ২০

ইনি নারায়ণের মধ্যে অনন্ত এবং কৃষ্ণগণের মধ্যে শরণ্য। ইনি সমস্ত চরাচর জগৎ এবং নারায়ণ হইতে আবির্ভূত ॥ ২১

এই জনার্দন হইতে সমস্ত জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। হে ভারত, দেবেশ শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত জগৎ বিদ্যমান। তুমি ইহাকে নমস্কার কর ॥ ২২

এই সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ সকল দেবগণের পূজনীয়। এই প্রকারে আমি বাণাসুরের সহিত যুদ্ধ এবং কেশবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলাম ॥ ২৩

তুমি ইহার শ্রবণান্তেই অনুপম বাসপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। যে লোক বাণাসুরের এই অনুত্তম যুদ্ধ-প্রসঙ্গ এবং কেশবের মাহাত্ম্য নিজ মনে ধারণ করিবে, তাহার নিকট অথর্ব প্রবেশ

অনন্তর যদুবংশীয় সকল স্ত্রী নিজ কুলাচার অনুযায়ী ক্রমশঃ বধূকে নিজ নিজ গৃহে লইয়া আসিলেন এবং স্বধর্ম পালন করিলেন ॥ ১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে কৃষ্ণকুলভূষণ জনমেজয়! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকারে যুদ্ধে বাণাসুরকে জয় করিয়াছিলেন এবং ভীতি অবস্থায় ও স্থির বিরাজিলেন, তাহা সমস্তই আমি বর্ণনা করিয়াছি ॥ ১১

অনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরে পরিবৃত হইয়া দ্বারকায় অবস্থান পূর্বক আনন্দিতচিত্তে সমস্ত কুলের পালন করিতে লাগিলেন ॥ ১২

পৃথ্বীনাথ! এই প্রকারে ভগবান বিষ্ণু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যদুকুলশিরোমণি বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ১৩

এই সকল কারণে শ্রীমান ভগবান বিষ্ণু কৃষ্ণিবংশের অন্তর্গত বসুদেবকুলে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যে বিষয়ে তুমি আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলে ॥ ১৪

যে জন্মেজয়! নারদের প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইলে আমি সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছি, সেই সমস্ত কথা পূর্বেই শ্রবণ করিয়াছ ॥ ১৫

ভগবান বিষ্ণুর মথুরায় অবতার কল্পে তোমার যাহা সন্দেহ ছিল, তাহার সমাধানের জন্য বাসুদেবের স্বরূপ এবং বাসুদেবই যে পরম গতি এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়াছি ॥ ১৬

---

* এই বিষ্ণুপর্বের ১১০ অধ্যায়ে বজ্রোপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। নারদের সেই বজ্রসূচক প্রশ্নের কথাই এখানে সংক্ষেপ করা হইয়াছে।

কেশবস্য চ মাহাত্ম্যং নারদস্যাভিভাষিতম্
এষা তে বৈষ্ণবী চর্চা ময়া কার্ৎস্ন্যেন কীর্ত্তিতা ॥ ৩৫
পুণ্যস্তত্তাত যজ্ঞেঽস্মিন্নিত্যশ্রুতে জনমেজয়।
আদ্যন্তপর্ব্ব নিখিলং যো হীমং ধারয়েন্নৃপ ॥ ৩৬
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।
ফল্যমুত্থায় যে নিত্যং কীর্ত্তয়ন্তং সুসমাহিতঃ ॥ ৩৭
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ
ব্রাহ্মণঃ সর্ব্ববেদী স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ ॥ ৩৮
বৈশ্যো ধনসমৃদ্ধঃ স্যাচ্ছূদ্রঃ কামানবাপ্নুয়াৎ।
নাশুভং প্রাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিৎ পৌর্ণমাসীং তথৈব সঃ ॥ ৩৯

ঔগ্রশ্রবস উবাচ।

ইতি পারীক্ষিতো রাজা বৈশম্পায়নভাষিতম্।
শ্রুতবানচলো ভূত্বা হরিবংশং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪০
এবং সৌনক সংক্ষেপাদ্ বিস্তরেণ তথৈব চ।
প্রোক্তা বৈ সর্ব্ববংশান্তে কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি উষাহরণসমাপ্তৌ অষ্টাবিংশত্যধিকশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৮ ॥

করিতে পারিবে না। হে তাত জনমেজয়! এই যজ্ঞের সমাপ্তির পর তোমার প্রশ্ন অনুসারে আমি ভগবান বিষ্ণুর সম্পূর্ণ লীলা বর্ণনা করিলাম। হে নৃপ! যে এই সম্পূর্ণ আদ্যন্তপর্ব ধারণ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। যে প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া একাগ্রচিত্তে ইহা কীর্তন করে, তাহার নিকট ইহলোকে এবং পরলোকে কিছুই দুর্লভ থাকেনা। এই প্রসঙ্গ পাঠ বা শ্রবণ করিলে ব্রাহ্মণ সর্ববেদজ্ঞ হইয়া থাকেন, ক্ষত্রিয় যুদ্ধে জয় লাভ করেন, বৈশ্য ধনবান হন এবং শূদ্র সম্পূর্ণ অভিলষিত বস্তু লাভ করেন। তিনি কোন অশুভ লাভ করেন না এবং পৌর্ণমাসী প্রাপ্ত হন ॥ ৩৯-৩৯

হে বিপ্রবর! এই প্রকারে পরীক্ষিতের পুত্র রাজা জনমেজয় দ্বিবিচিত্ত হইয়া বৈশম্পায়ন কর্তৃক কথিত হরিবংশ শ্রবণ করিলেন ॥ ৪০

হে সৌনক! আমি এই প্রকারে সংক্ষেপে ও বিস্তৃতভাবে সকল বংশের বর্ণনা করিলাম। তুমি অতঃপর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? ৪১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে উষাহরণ সমাপ্তিবিষয়ক অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ বিষ্ণুপর্ব্ব সম্পূর্ণ ॥

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"যতই বিভীষিকা আসুক না কেন, নাম ছাড়বি না।"

(২)

"—দেশ সবই আমি। এ দেশে এসে যে ঘুমিয়ে পড়ে সেই-ই স্বপ্ন দেখে—যন্ত্রণা পায়। তুই জেগে থাক সকলি আমি এ স্থান স্থির থাকবে।"

(৩)

'রাম-নাম' মানুষকে কৃতার্থ করে—যে যা চায় 'রাম-নাম' তাকে তাই দান করেন। উঠতে-বসতে কেবল রাম-নাম করবি এ-দেশ তো আমাদের প্রকৃত দেশ নয়। দু'দিনের জন্য এখানে এসেছি সেই আলো আনন্দের দেশে যাবার একমাত্র পাথেয় রাম-নাম

(৪)

"শোন শোন—তোমার পরশের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমি আর কেমন হ'য়ে যাই। সুখ-দুঃখের বস্তু যা' কিছু ছিল তা'র পরিবর্তন হয় না, কিন্তু আমার আর ছাড়াকার থাকে না থাকে শুধু আনন্দ আর আনন্দ।"

—:০:—

Agraheyan 1383 B. S. Regd. No. W B/NC-57 Mahabharata -102/103
Pous 1383 B. S. :
Aryashastra Nov.—Jan. 1976-77

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

[১]

"হাঁ হাঁ ডাক ডাক, খুব ডাক, তোমার ডাক শুনিলে আমি যেন কোথায় চলিয়া যাই, আমি যেন আর একজন হইয়া যাই, আমার যেন কত কথা মনে পড়ে, কত কাজ মনে পড়িয়া যায় চুপ করিও না, ডাক আমিও ডাকি তুমিও ডাক।"

[২]

তোমার ডাক বড় মিষ্টি। মনে মনেই ডাক মন ভরেই ডাক তোমার ডাক শুনিলে আমার শরীরটা শিহরিয়া উঠে যেন অবশ হইয়া আসে। আবার ডাক আবার ডাক। তোমার ডাক শুনিতে শুনিতে আমি ঘুমাইয়া পড়ি—বেশ বেশ।"

[৩]

আহা কি মধুর পরশ তোমার! আমাকে নূতন করে তুলল। সুখে দুখে আকুল, সে পুরাণ-আমি আর নই। সব মধুর—সব মধুর।"

[৪]

"আহা ডুবিয়ে রাখ—তোমার পরশ-মাঝে আমায় ডুবিয়ে রাখ, আমায় ছেড়ে যেও না এ পরশ কেড়ে নিও না। তোমার পরশে সব নূতন হ'য়ে যায়—এক পল পূর্বে যা' শুধের ব'লে মনে হচ্ছিল, পরশের সঙ্গে সঙ্গে তা' আর খুঁজে পাই না।"

12 OCT 1977

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি ডব্লিউ ডি রোড, কলি—৩৪ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ ডি রোড কলিকাতা-৩৪ হইতে মুদ্রাপিত।

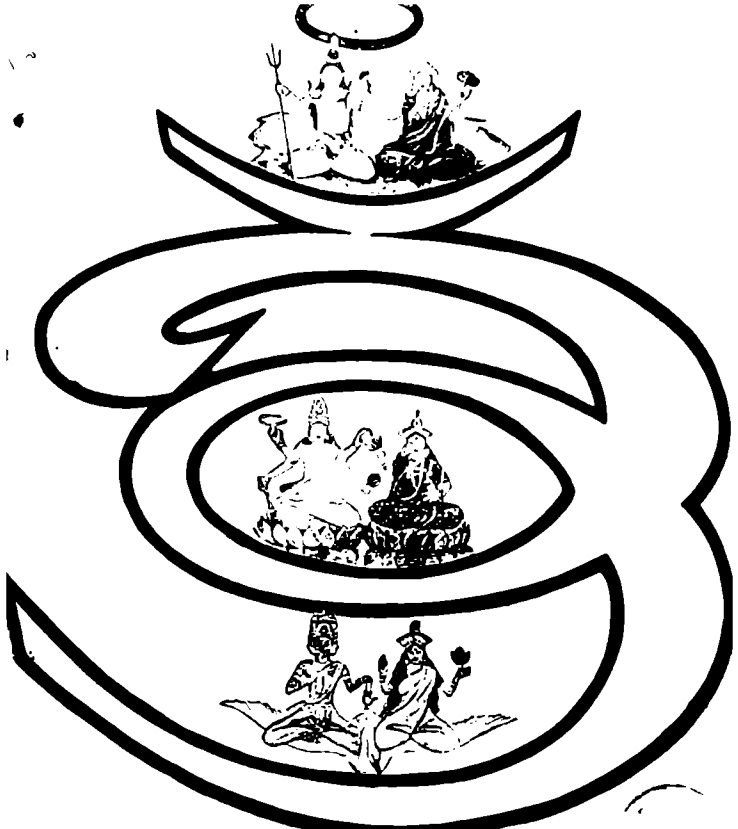

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"পূজা ও প্রচার আলো ও আঁধারের মত পাশাপাশি থাকে। আজ যিনি পূজা কচ্ছেন কাল তিনি প্রচার করবেনই আজ যিনি প্রচার কচ্ছেন কাল তিনি পূজা করবেনই। এই হ'ল সাধারণ নিয়ম। স্থানবিশেষে ব্যতিক্রম হয়। মন অন্তর্মুখ হ'লে কেন্দ্র পাগলে যে 'ভাব' সন্তান জন্মায় সেটিকে সাবধানে সঙ্গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে বর্দ্ধিত করতে আপনার কাজ করে যেতে হয়

(১)

সাধক মাত্রেরই প্রত্যেকটি লক্ষ্য করা উচিত আর দীক্ষার পর যতদিন পর্য্যন্ত শরীরে আনন্দ, কম্প, রোমাঞ্চ, স্বর-নেত্রাদির বিক্রিয়া না হয়, ততদিন বুঝতে হবে মন্ত্রচৈতন্য অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয় নাই। শ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হ'য়ে যাতে মন্ত্রচৈতন্য হয় তার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যিনি ইষ্টদেবতা তিনি গুরুরূপে আসেন, তিনি মন্ত্ররূপে অধিষ্ঠিত হ'ন।"

(২)

অনেকেই খেয়ালের বসে দীক্ষা নেয়; দু' একমাস পরে সব ছেড়ে দেয় কোন রকমে সাড়িয়ে সাড়িয়ে দশবার—নয়ত একশত আটবার জপ করে। এইরূপ শিষ্যের সিদ্ধগুরুই বা কি করতে পারেন। কাজ তো করতে হবে, না কাজ করলে ফল কি ক'রে হবে? আবার অনেক স্থলে অজ্ঞ গুরু মন্ত্র ভুল দেন কাজেই কোন ফল হয় না।"

:০:—

১৫শ বর্ষ, মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৮৩

অষ্টম সংখ্যা শ্রীগৌরনবী যাত্রা
নবম সংখ্যা— দোলযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতঃ-

হরিবংশঃ

শ্রীশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।

যুগ্ম-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবন্তট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম. এ, বি. টি
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদকদ্বয়

শ্রীউমাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীনবনীহরণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

তত্ত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সঙ্ঘমাতা)

যুগ্ম-কর্ম্মাধিকর্ত্তা :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ, ৭।৭, পি, ভট্টিট্ট, ডি, রোড, কলিকাতা-২৭ (ফোন : ৫৮-২৭৩১)
সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রপ্রচারক মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১'৭৫ ন. পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সকালক,-'আর্য্যশাস্ত্র', ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩১।

২। এই মাসিকপত্রে মহাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিবংশ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ-পত্রাদি "সকালক, আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭।৭ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন।" কোন নং ৫৮-২৭৩১। মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩১" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪ গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

অথ ভবিষ্যপর্ব্ব।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

[রাজ্ঞো জনমেজয়স্য সন্তানানাং নামানি, পাণ্ডবংশপ্রতিষ্ঠাবর্ণনঞ্চ।]

(নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥)

শৌনক উবাচ

জনমেজয়স্য কে পুত্রাঃ পঠ্যন্তে সৌনহর্ষণে।
কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতো বংশঃ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ১

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে।
ব্রূহি সূত যথাতত্ত্বং সর্ব্বং বেদ্যথ তৎ পরিস্ফুটম্ ॥ ২

সৌতিরুবাচ

পারীক্ষিতস্য কাশ্যায়াং দ্বৌ পুত্রৌ সম্বভূবতুঃ।
চন্দ্রাপীড়শ্চ নৃপতিঃ সূর্য্যাপীড়শ্চ মোক্ষবিৎ ॥ ৩

চন্দ্রাপীড়স্য পুত্রাণাং শতমুত্তমধন্বিনাম্
জনমেজয় ইত্যেষাং জ্যেষ্ঠঃ ভূবি পরিশ্রুতম্ ॥ ৪

তেষাং জ্যেষ্ঠস্য রাজাসীৎ পুত্রে বারণসাহ্বয়ে।
সত্যকর্ণো নরব্যাঘ্রহর্ম্ম্যা বিপুলদক্ষিণঃ ॥ ৫

সত্যকর্ণস্য দায়াদঃ শ্বেতকর্ণঃ প্রতাপবান্।
অপুত্রঃ স তু ধর্ম্মাত্মা প্রবিবেশ তপোবনম্ ॥ ৬

তস্মাদ্ বনগতাদস্তাৎ যাজ্ঞবল্ক্যাৎ প্রতাপবান্।
সুচারোর্দ্ধর্ষিতা পুত্রমানিনী ভ্রাতৃমালিনী ॥ ৭

স তু জজ্ঞে সুতো গর্ভে শ্বেতকর্ণঃ প্রতাপবান্।
অধ্যগচ্ছদ্ গতঃ পূর্ব্বৈরাপ্তানমৃষভং তম ॥ ৮

সা দৃষ্ট্বা সম্প্রয়াতং তং মানিনী পুত্রতোঽধিকাৎ।
পথি সা মুমুচে মুগ্ধকর্ব্বনে রাজীবলোচনম্ ॥ ৯

কুমারং তং পরিত্যজ্য ভর্ত্তারং চাপ্যগচ্ছত।
পতিব্রতা মহাভাগা দ্রৌপদীব পুরা সতী ॥ ১০

প্রথম অধ্যায়

[রাজা জনমেজয়ের সন্তানগণের নাম ও পাণ্ডববংশ প্রতিষ্ঠার বর্ণনা।]

(অন্তর্যামী নারায়ণ, নর ও নারায়ণসখা অর্জ্জুন অথবা জাতি জীব হিরণ্যগর্ভ), নরোত্তম আদিজীব হিরণ্যগর্ভ (ও অন্তর্যামী) হইতে শ্রেষ্ঠ হিংগুণ বিশুদ্ধ আত্মা শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহাদের (নারায়ণ, নর ও নরোত্তমের) উভয় প্রকারের শক্তি জানয়া সরস্বতী দেবী ও মহর্ষি বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া "জয়"—অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য।

শৌনকঋষি কহিলেন—হে লোমহর্ষণপুত্র! রাজা জনমেজয়ের সন্তানসমূহের নাম কি এবং অবশেষে মহাত্মা পাণ্ডবগণের বংশ কোথায় প্রতিষ্ঠিত হইল? ১

উক্ত বিষয়ক শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে, আমি আপনার নিকট হইতে ঐ সকল কথা সুস্পষ্টরূপে জানিব ॥২

সৌতি কহিলেন—পরীক্ষিতের পুত্র রাজা জনমেজয়ের পত্নী কাশীরাজকন্যা বপুষ্টমা। তাঁহার গর্ভে দুই পুত্র হইয়াছিল। প্রথম পুত্রের নাম চন্দ্রাপীড়। তিনি নৃপতি হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্রের নাম সূর্য্যাপীড়। তিনি মোক্ষ-পরায়ণ ছিলেন ॥৩

রাজা চন্দ্রাপীড়ের একশত পুত্র। তাঁহারা ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং 'জনমেজয়' (বা জনমেজয়) এই অভিধানসম্প্রদায় আর্য্যাবর্ত্ত ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥৪

রাজা জনমেজয়ের সেই এক শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহাবাহু সত্যকর্ণ বারাণসী পুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং প্রভূত দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন ॥৫

রাজা সত্যকর্ণের পুত্রের নাম শ্বেতকর্ণ। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ ও প্রতাপশালী ছিলেন। পুত্র না হওয়ায় সেই রাজা শ্বেতকর্ণ তপোবনে গমন করিয়াছিলেন ॥৬

রাজা শ্বেতকর্ণের সহধর্ম্মিণী পত্নী মানিনী। তিনি সুচারী ও ভ্রাতৃমতী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম সুচারু। তপোবনে গত সেই রাজা শ্বেতকর্ণের সাহচর্য্যে মানিনী গর্ভধারণ করিয়াছিলেন ॥৭

উক্ত গর্ভের উৎপত্তি হইলে—প্রজাপালক সেই রাজা শ্বেতকর্ণ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পাণ্ডবগণের আচরিত অক্ষুণ্ণ (অবিচ্ছিন্ন) মহাপ্রস্থানের পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন ॥৮

পতিকে মহাপ্রস্থানের পথ অবলম্বন করিতে দেখিয়া মানিনীও পতির অনুগমন করিয়াছিলেন। পথমধ্যে সুন্দরী মানিনীর একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। সেই নবজাতকের নয়নযুগল পদ্মের ন্যায় শ্রীমণ্ডিত ছিল ॥৯

পুত্রকালে পতিব্রতা মহাভাগা দ্রৌপদী সব ত্যাগ করিয়া যেভাবে মহাপ্রস্থানের পথে গমনরত পঞ্চ পতির অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেইভাবে মানিনীও নবজাত কুমারকে ত্যাগ করিয়া পতির অনুগমন করিয়াছিলেন ॥১০

স তু রাজকুমারোঽসৌ গিরিকূটে ন্যবোধয়ৎ ।
তারার্থং তস্য মেঘান্তঃ প্রাচুরাসন্ সমন্ততঃ ॥ ১১
ঋষিষ্ঠায়াশ্চ পুত্রৌ দ্বৌ শিল্পলাদশ্চ কৌশিকঃ ।
দৃষ্ট্বা কৃপান্বিতৌ গৃহ্য তং প্রাক্কালয়তাং জলৈঃ ।
নিবৃত্তৌ তস্য তৌ পার্শ্বে শিলায়াং ঋষিসূনুকৌ ॥ ১২
অজস্রাবৌ তু পার্শ্বে তাবুভাবপি সমাধিতৌ ।
ভবৈব তু সমারূঢ়ৌ অজপার্শ্বস্ততোঽভবৎ ॥ ১৩
ততোঽজপার্শ্ব ইতি তৌ চক্রাতে তস্য নাম হ ।
স তু বেমকশালায়াং দ্বিজত্বায়াভিবর্দ্ধিতঃ ॥ ১৪

বেমকস্য তু ভার্য্যা তমুদ্বহৎ পুত্রকাম্যয়া ।
বেমক্যাঃ স তু পুত্রোঽভূদ্ ব্রাহ্মণো সচিবৌ চ তৌ ॥ ১৫
তস্যাঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ যুগপত্ত্বল্যজীবিনঃ ।
স এষ পৌরবো বংশঃ পাণ্ডবানাং প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৬
শ্লোকোঽপি চাত্র গীতোঽয়ং নাহুষেণ যযাতিনা ।
জরাসংক্রমণে পূর্বং দৃষ্ট্বং প্রীতেন বীমতা ॥ ১৭
আচন্দ্রার্কধ্রুবা ভূমির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
অপৌরবা ন তু মহী ভবিষ্যতি কদাচন ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

পর্জন্যকূটে তত্ত্ব সেই নবজাত রাজপুত্র রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহার উপর ত্রাণার্থ করিবার জন্য আকাশের চারিদিকে মেঘরাশি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল ॥ ১১

ঋষিষ্ঠার পুত্রদ্বয়—শিল্পলাদ ও কৌশিক, পর্বতের কূটে ক্রন্দনরত সেই নবজাত কুমারকে দেখিয়া কৃপান্বিত হইলেন এবং তাহাকে লইয়া জলের দ্বারা স্নেহ করিলেন। উক্ত কুমারের ঋষি-সিক্ত পার্শ্বদ্বয় পরিষ্কার করিবার জন্য পাষাণে ঘর্ষণ করায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল। ক্রমে সেই বালক হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পার্শ্বদ্বয় অজের (ছাগলের) ন্যায় কৃষ্ণবর্ণই রহিয়াছিল। এইজন্য ঐ বালক অজপার্শ্ব নামে বিখ্যাত হইল ॥ ১২-১৩

জনসমাজে অজপার্শ্ব নামে বিখ্যাত হওয়ার পর শিল্পলাদ ও কৌশিক অজপার্শ্ব বলিয়া ই তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন। বেমকনামক ঋষির গৃহে অবস্থিত অজপার্শ্ব উক্ত দ্বিজদ্বয় (শিল্পলাদ ও কৌশিক) কর্তৃক লালিত-পালিত হইয়াছিলেন ॥ ১৪

বেমকঋষির পত্নী পুত্রের জন্য অজপার্শ্বকে বিবাহ করাইয়াছিলেন। ক্রমে জনসমাজে অজপার্শ্ব বেমকপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং শিল্পলাদ ও কৌশিক তাঁহার সহায়রূপে পরিণত হইয়াছিলেন ॥ ১৫

সেই অজপার্শ্ব, শিল্পলাদ ও কৌশিকের পুত্র ও পৌত্রগণ সমান-কালব্যাপক জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে সেই প্রসিদ্ধ পৌরব (পুরুবংশ) তথা পাণ্ডববংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ॥ ১৬

প্রাচীনকালে—পিতা যযাতির জরাতার পুত্র পুরুর দেহে সঞ্চারণ সময়ে পরমপ্রীত নহুষকুমার যযাতি কর্তৃক আশীর্বাদাত্মক যে শ্লোকবাক্য উচ্চারিত হইয়াছিল; সেই শ্লোকবাক্য এখানে পুনরায় উচ্চারিত হইল ॥ ১৭

কোনও কালে পৃথিবী—চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের আলোকে বঞ্চিতা হইবেন কিনা, এ-বিষয়ে সংশয় হইতেও পারে। কিন্তু কোনও কালে পৃথিবী কৌরববংশশূন্যা হইবেন না, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই ॥ ১৮

শ্রীমহাভারতের অন্তর্গত খিলভাগ হরিবংশের ভবিষ্যপর্বে পাণ্ডববংশের প্রতিষ্ঠা-কথনবিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

[রাজ্ঞো জনমেজয়স্যাশ্বমেধযজ্ঞং কর্তুং বিচারঃ, ব্যাসদেবস্যাগমনম্, রাজ্ঞা তস্য সৎকারঃ, ততো ব্যাসদেবং প্রতি রাজ্ঞঃ প্রশ্নঃ,—গুরুপুত্রযজ্ঞস্য ফলং দুঃখকরম্, তথান্ পাণ্ডবানাং পিতামহঃ, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিঃ, তথাপি কথং তথান্ পাণ্ডবান্ রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠানে ন নিষিদ্ধবান্ ? তদুত্তরেণ ব্যাসদেবকর্তৃকং কালস্য প্রাবল্যপ্রতিপাদনঞ্চ ।]

সৌনক উবাচ ।

উক্তোঽয়ং হরিবংশান্তে পর্বাণি নিখিলানি চ ।
যথা পুরোক্তানি তথা ব্যাসশিষ্যেণ ধীমতা ॥ ১

তৎ কথ্যমানমমিতমিতিহাসসমন্বিতম্ ।
শ্রোতাস্মানমৃতং সর্বপাপবিনাশনম্ ॥ ২

সুখশ্রাব্যতয়া বীর মনো হ্লাদয়তীব নঃ
জনমেজয়স্তু নৃপতিঃ শ্রুত্বা চাখ্যানমুত্তমম্
সৌতে কিমকরোৎ পশ্চাৎ সর্পসত্রাদনন্তরম্ ॥ ৩

সৌতিরুবাচ ।

জনমেজয়স্তু স নৃপঃ শ্রুত্বা চাখ্যানমুত্তমম্
যদারব্ধবতাখ্যান্তে সর্পসত্রাদনন্তরম্ ॥ ৪

তস্মিন্ সত্রে সমাপ্তেষু রাজা পারীক্ষিতস্তদা
যষ্টুং স বাজিমেধেন সম্ভারানুপচক্রমে ॥ ৫

ঋত্বিক্‌পুরোহিতাচার্যানাকারৈদমুবাচ হ ।

যজ্ঞোঽহং বাজিমেধেন ইষ্টবানস্মি ভাতরমিতি ॥ ৬

ততোঽহমিজ্যায় চিকীর্ষিতং তদা
কৃষ্ণো মহাত্মা সহসাজগাম ।
পারীক্ষিতং দ্রষ্টুমদীনসত্ত্বঃ
দ্বৈপায়নঃ সর্বপরাবরজ্ঞঃ ॥ ৭

পারীক্ষিতস্তু নৃপতিস্তু ত্বমুষিমাগতম্
অর্ঘ্যপাদ্যাসনং দত্ত্বা পূজয়ামাস শাস্ত্রতঃ ॥ ৮

তৌ চোপবিষ্টাবিতি ভদ্রমস্তু সৌনক ।
কথা বহুবিধাশ্চিত্রাশ্চক্রাতে বেদসংহিতাঃ ॥ ৯

ততঃ কথান্তে নৃপতির্জনমেজয়োঽব্রবীৎ তং মুনিম্ ।
পিতামহঃ পাণ্ডবানামাত্মনঃ প্রপিতামহম্ ॥ ১০

মহাভারতমাখ্যানং বহুর্থং শ্রুতিবিস্তরম্ ।
নিমেষমাত্রমপি মে মুখশ্রাব্যতয়া গতম্ ॥ ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়

(রাজা জনমেজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞ করার জন্য বিচার, ব্যাসদেবের আগমন ও রাজা কর্তৃক তাঁহার সৎকার, তৎপরে ব্যাসদেবকে প্রশ্ন— রাজপুত্র যজ্ঞের ফল দুঃখকর, আপনি পাণ্ডবগণের পিতামহ, ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ; তথাপি পাণ্ডবগণকে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিলেন না কেন ? তদুত্তরে ব্যাসদেব—কর্তৃক কালের প্রাবল্য প্রতিপাদন ।।

সৌনকমুনি কহিলেন—সূতনন্দন ! পুরাকালে মহর্ষি বেদব্যাসের বুদ্ধিমান্ শিষ্য বৈশম্পায়ন মুনি এই হরিবংশের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন, তদনুসারে আপনি এই হরিবংশ ও তাহার সমস্ত পর্ব আমাদের নিকট বলিয়াছেন । যে প্রকারে হরিবংশের সকল পর্ব আপনার নিকট বর্ণিত হইয়াছিল, সেই প্রকারে পুরাবৃত্তের সহিত অনুপম, সকল পাপনাশক হরিবংশবৃত্তান্ত আমাদের নিকট বর্ণনা করিলে আমরা অত্যুত্তম আখ্যানের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইব ॥ ১-২

হে বুদ্ধিমান্ সূতনন্দন ! শ্রুতিমধুর হেতু এ উপাখ্যান শ্রবণ করিবার জন্য আমাদের মন আহ্লাদিত হইতেছে । সর্পযজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর রাজা জনমেজয় কি কার্য করিয়াছিলেন ? ৩

সূতপুত্র (উগ্রশ্রবা) কহিলেন—সেই রাজা জনমেজয়, সর্পযজ্ঞের পর এই উত্তম আখ্যান শ্রবণ করিয়া যাহা করিয়াছিলেন ; তাহার বর্ণনা করিতেছি ॥ ৪

সর্পযজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫

তিনি ঋত্বিক্, পুরোহিত ও আচার্যদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—'আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব, আপনারা অদ্য উদ্যম করুন' ॥ ৬

তৎপরে ত্রিকালদর্শী মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (বেদব্যাস) রাজা জনমেজয়ের অভিপ্রায় জানিয়া উহার অনুষ্ঠান পরীক্ষিৎনন্দন জনমেজয়কে দর্শন করিবার জন্য হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৭

পরীক্ষিৎনন্দন রাজা জনমেজয় সমাগত ঋষিবর বেদব্যাসকে দেখিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে—আসন, পাদ্য ও অর্ঘ্যদ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ৮

হে সৌনক ! তাঁহারা দুইজন (বেদব্যাস ও জনমেজয়) পরস্পর পরস্পরের অভিমুখী হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলে এবং অন্যান্য সমস্তবর্গ স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলে পর উভয়ে বেদ, সংহিতা প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া নানা প্রকার বিচিত্র কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন ॥ ৯

উক্ত আলোচনা সমাপ্ত হইলে জনমেজয় পাণ্ডবগণের পিতামহ এবং স্বকীয় প্রপিতামহ মুনিবর বেদব্যাসকে কহিলেন—মহাভারতীয় আখ্যান বহুল অর্থে সমৃদ্ধ । ইহার মধ্যে শ্রুতিসমূহের অর্থ বিবৃত হইয়া বিস্তার লাভ করিয়াছে । ইহা এতই শ্রুতিমধুর যে—মহাভারত শ্রবণে বহুকাল অতিবাহিত হইলেও সেই দীর্ঘকাল আমার অল্পকালের ন্যায় মনে হয় ॥ ১০-১১

বিকৃতিবিস্তারকরং সর্বেষাং বৈ ভয়ঙ্করম্।
ইত্যা মুনিভিঃ ব্রহ্মন্ পঞ্চমে জীবমিত্যাহিতম্ ॥ ১২

অমৃতেন তু তৃপ্তিঃ স্যাদ্ যথা স্বর্গস্থলেন চ।
তথা তৃপ্তির্ন গচ্ছামি শ্রুত্বেমাং ভারতীং কথাম্ ॥ ১৩

অনুমান্য তু সর্বজ্ঞ পৃচ্ছামি ভগবন্তম্
যেন কুরূণাং নাশস্য রাজসূয়ো মতো মম ॥ ১৪

ক্ষয়মানাং যথা ক্ষোণীং রাজন্যানুপপ্লবে।
রাজসূয়ো তথা নস্তে বৃদ্ধার্থমুপকল্পিতম্ ॥ ১৫

রাজসূয়স্তু সোমেন ক্রতুরত্রে পূর্বমাহৃতঃ।
তস্যান্তে সুমহদ্ যুদ্ধমভবত্তারকাময়ম্ ॥ ১৬

আহূতো বরুণেনাথ তস্যান্তে সুমহাক্রতোঃ।
দেবাসুরঃ মহাযুদ্ধঃ সর্বক্ষয়করাময়ম্ ॥ ১৭

হরিশ্চন্দ্রশ্চ রাজর্ষিঃ ক্রতুনানেন বৈ পুরা
তত্রাপ্যাড়ীবকং নাম যুদ্ধং ক্ষত্রিয়নাশনম্ ॥ ১৮

ততোঽনন্তরমাযোগে পাণ্ডবেনাহিতস্ততঃ
মহাভারত আরম্ভঃ সত্ত্বতোঽদ্ভিরিব ক্রতুঃ ॥ ১৯

তস্য তুল্যং যুদ্ধং লোকক্ষয়করং তু।
রাজসূয়ো মহাযজ্ঞঃ কিমর্থং ন নিবারিতঃ ॥ ২০

রাজসূয়ো ক্রতুশ্রেষ্ঠো যজ্ঞানৈন্দ্রো ভরতর্ষভৈঃ।
বিদ্যতে প্রথিতে যজ্ঞে প্রজানাং সংক্ষয়ো ধ্রুবঃ ॥ ২১

ভবানপি চ সর্বেষাং পূর্বেষাং নঃ পিতামহঃ।
অতীতানাগতজ্ঞশ্চ নাথশ্চাসিকরশ্চ নঃ ॥ ২২

তে কথং ভবতা নেত্রা বৃদ্ধিমন্তস্ত্যজা নয়াৎ
অনাথা ইবাপরাধ্যন্তে কুনেতারশ্চ মানবাঃ ॥ ২৩

ব্যাস উবাচ।

কালেন বিপরীতাস্তে তব পূর্বপিতামহাঃ
ন মাং ভবিষ্যঃ পৃচ্ছন্তি ন চাপৃচ্ছ্যা ব্রবীমাহম্ ॥ ২৪

হে মহাত্মন্! পঞ্চমাধ্যায়ে ১৯শ শ্লোকের ন্যায় আপনার রচিত ঐতিহাসিকীয় পুণ্য আখ্যান ঐশ্বর্যবৃদ্ধিকারক ও মঙ্গলকর ॥ ১২

মন্ত্রত আহরণে ও ৯৩সূত্র ভোজে যেমন আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ পুনরায় অন্যতম প্রসঙ্গ ও রসসূত্র ভোগের ইচ্ছা নিবৃত্তি হয়; কিন্তু মহাভারতীয় আখ্যান শ্রবণের পরেও পুনরায় শ্রবণের ইচ্ছা নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ বারংবার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় ॥ ১৩

হে ভগবন্! আপনি সর্বজ্ঞ, আপনার অনুমতি গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমার পরম পিতৃপুরুষদের অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞই কৌরবগণের বিনাশের হেতু ॥ ১৫

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে অন্যের রাজবংশের যে প্রকারে বিনাশ হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় রাজসূয়-যজ্ঞ যুদ্ধের নিমিত্তই কল্পিত হইয়াছে ॥ ১৬

ক্রতু হয়—পুরাকালে সোমদেব রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং সেই যুদ্ধের পরে "তারকাময়" নামে সুমহৎ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল ॥ ১৬

অনন্তর বরুণদেব উক্ত রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং তৎপরে দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধের ফলে সকল প্রাণীই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ১৭

রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রও উক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন সেখানেও যজ্ঞের পরে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে "আড়ীবক" —নামক যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধে আততায়ীকারী উচ্চ পদীয় ক্ষত্রিয়গণ বিনষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ১৮

তৎপরে—প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় ১ হইতে ৬ কল্পমধ্যে রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা যুধিষ্ঠির কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান কাল হইতেই তাবী কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সূচনা হয় ॥ ১৯

এই সকল কারণে রাজসূয় যজ্ঞ লোকক্ষয়কর বলিয়া প্রতিভাত হয়। আপনি বিদ্যমান থাকিতে রাজসূয় যজ্ঞ যে যুদ্ধের কারণ, তাহা আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন ॥ তথাপি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত আমার পিতামহ যুধিষ্ঠিরকে কেন নিষেধ করিলেন না? ২০

রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান সকল অঙ্গের সহিত সম্পন্ন করা দুষ্কর। যথাশাস্ত্র অঙ্গের অনুষ্ঠান না হইলে প্রজাবর্গের বিনাশ-ও অবশ্যম্ভাবী ॥ ২১

(ভগবন্!) আপনি আমার পূর্বপুরুষ পাণ্ডব ও কৌরবগণের পিতামহ। অতীতভবিষ্যৎ কি ঘটিয়াছে এবং ভবিষ্যতে কি ঘটিবে—তাহা আপনার জ্ঞাত। আমাদের কুলের অধিপতি এবং রক্ষকও আপনি ॥ ২২

আপনার ন্যায় নেতা বিদ্যমান থাকিতে বুদ্ধিমান্ পাণ্ডবগণ নীতিভ্রষ্ট হইলেন কেন? কারণ, যাঁহারা উক্ত নেতৃবিহীন অথবা কুনেতার দ্বারা পরিচালিত; তাঁহারাই ত' অপরাধ করিয়া থাকেন ॥ ২৩

ব্যাসদেব কহিলেন—হে জনমেজয়, তোমার পূর্ব পিতামহ পাণ্ডবগণ কালের প্রেরণায় বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়াছিল।

সামর্থ্যঞ্চ ন পশ্যামি ভবিষ্যন্তু নিবর্ত্তনে
পরিহর্ত্তুং ন শক্যা হি কালেন বিহিতা গতিঃ ॥ ১৫
ইত্যা দ্বিজময়ং পৃষ্টো বক্ষ্যাম্যাগন্তু ভাবি তৎ।
অতস্ত্বং বলবান্ কালঃ ক্রুরাণি ন করিষ্যসি ॥ ১৬
ন সংরম্ভায় চারম্ভায় বৈ স্বাত্মসি পৌরুষে।
লেখাহি কালবিহিতাঃ সর্ব্বথা দুরতিক্রমাঃ ॥ ১৭
অশ্বমেধঃ ক্রতুঃ শ্রেষ্ঠঃ ক্ষত্রিয়াণাং পরিশ্রুতঃ
তেন ত্বাবেন তে যজ্ঞঃ বাসবো ধর্ষিষ্যতি ॥ ১৮
যদি তদ্ধক্ষ্যতে রাজন্ পরিহর্ত্তুং ক্ষমস্ব তৎ।
দৈবং পুরুষকারেণ মা যজেথাস্ত্বং তং ক্রতুম্ ॥ ১৯
ন চাপরাধঃ শক্রস্য নোপাধ্যায়স্যগর্হণম্ তে।
ত্বং বা যজমানস্ত্ব কালোঽত্র দুরতিক্রমঃ ॥ ২০

(যুদ্ধক্ষেত্রে) মৃত্যুর পরিস্থিতি কি হইবে—ইহা তাহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে নাই। জিজ্ঞাসা না করিলে আমি কাহাকেও কিছু বলি না ॥ ১৪

ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, (অবশ্যই হইবে (তাহা যতই দুঃখকর হউক না কেন) তাহার বাতিক্রম করার সামর্থ্য আমার নাই। যেহেতু কালকর্তৃক বিহিত গতি (কালের বিধান) পরিহার করা অসম্ভব ॥ ১৫

(রাজন্!) তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। (অতএব) আগন্তুক ভবিষ্যতের কথা আমি তোমাকে বলিব। আমার নিকট হইতে ভবিষ্যতের পরিণতির বিবরণ জানিয়া ও (অতঃ পরিণতির কথা অবশ্য হইয়া ভবিষ্যতে সেই কার্য্য যদি করিবে না স্থির কর, তথাপিও) বলবান্ কালের প্রভাবে ভবিষ্যতে তাহা করিবে না (অতঃকর কার্য্য হইতে বিরত হইবে না) ॥ ১৬

দুঃখাবহ পরিস্থিতির কথা অবশ্য হইয়া পুরুষকার অবলম্বনে বর্ত্তমানে যে কর্ত্তব্য স্থির করিবে,—ভবিষ্যৎকাল সমুপস্থিত হইলে অবশ্যই কেবলমাত্র পুরুষকার অবলম্বনে স্থিরীকৃত সেই কর্ত্তব্যে অটল থাকিতে পারিবে না। কারণ, কালের বিধান সকল প্রকারেই অপ্রতিরোধ্য ॥ ১৭

ক্ষত্রিয়কুলের পক্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই যজ্ঞের মহত্ত্বের জন্য (অর্থাৎ যথাবিধি যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে যজ্ঞকারী ইন্দ্রতুল্য হন বলিয়া) দেবরাজ ইন্দ্র বিদ্বেষ বশে তোমার যজ্ঞকে (ভবিষ্যতে তুমি যে-অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, সেই যজ্ঞকে) ভঙ্গ করিয়া দিবেন ॥ ১৮

হে রাজন্! তুমি যদি কোন প্রকারে পুরুষকারের দ্বারা দৈবকে পরিহার করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে (সঙ্গত্রিত) অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও না ॥ ১৯

তস্য সংস্কারতন্ত্রমিদং কালস্য লক্ষণেদিনঃ
যথাদৃষ্টং প্রজাসর্গং গমিষ্যতি যুগক্ষয়ে ॥ ৩১
তথা যজ্ঞফলানাঞ্চ বিক্রেতারো দ্বিজাতয়ঃ।
তৎ প্রণেষ্যং নিবোধেদং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৩২

জনমেজয় উবাচ

নিমিত্তাবধ্যমেধস্য কিং নিমিত্তং ভবিষ্যতি।
ব্রহ্মন্ পরিহরিষ্যামি ভগবন্ যদি মন্যসে ॥ ৩৩

ব্যাস উবাচ

নিমিত্তং ভবিতা তত্র ব্রহ্মকোপকৃতঃ প্রভো।
যতেথাঃ পরিহর্ত্তুং ত্বমিতোঽতদ্ভবমস্তু তে ॥ ৩৪
ত্বত্তা বৃত্তঃ ক্রতুঃ চৈব বাজিমেধঃ পরন্তপ
ক্ষত্রিয়া নাভরিষ্যন্তি যাবদ্ দুর্নিহরিষ্যতি ॥ ৩৫

যজ্ঞ এই কারণের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র অপরাধী হইবেন না। তোমার উপাধ্যায়গণ, পুরোহিতগণ অপরাধী হইবেন না। বস্তুঃ তুমি— যজমানেরও অপরাধ হইবে না। কারণ কাল-প্রভাবেই ঐ সকল দুর্ঘটনা ঘটিবে। এ বিষয়ে কালের প্রভাব দুরতিক্রম্য ॥ ২০

কালরূপী পরমেশ্বর দেবের অভিপ্রায়ে কলিযুগে যেরূপে কাল-প্রভাবে অশ্বমেধ যজ্ঞের যথাযথ অনুষ্ঠান বন্ধের জন্য উপকরণ ইন্দ্রের বিদ্বেষাদি বশতঃ অসম্ভবপর হইয়াছে। কলিযুগে সকল প্রজা প্রায়শঃ অসৎ স্বভাব বিশিষ্টই প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাপরায়ণ যাহারা ছিল, তাহা ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যাইবে। এই বিষয় আমি ভবিষ্যতিতে বর্ণন করিয়াছি ॥ ২১

সেইরূপে বলবান্ কালের প্রভাবেই দ্বিজাতিগণ যজ্ঞ-ফল বিক্রয় করিবেন এবং চরাচর ভক্ষ্য ও ভাবাত্মক। ত্রিভুবন সেই কালের প্রভাবেই বিনষ্টির হইবে। ঐ সকল বিষয়ক শ্রবণ কর ॥ ২২

জনমেজয় কহিলেন—আমি যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়াছি, তাহার অনুষ্ঠানে কি প্রকার প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে —মনে করেন? ঐ বিষয় আপনার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া ভবিষ্যতে সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠানে বিরত হইব ॥ ৩৩

ব্যাসদেব কহিলেন—হে রাজন্! ব্রহ্মদের প্রতি কৃত দুরাচার তোমার অনুষ্ঠেয় অশ্বমেধ যজ্ঞ-সম্ভারের (পণ্ডের) নিমিত্ত হইবে। তুমি যজ্ঞের অনুষ্ঠান পরিত্যাগে যত্নশীল হও। ইহাতে তোমার কল্যাণ হইবে ॥ ৩৪

হে শত্রুপীড়ক রাজন্! কালপ্রভাবে তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। তৎপরে যাবৎ কাল পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে তাবৎকাল ক্ষত্রিয়গণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন না ॥ ৩৫

জনমেজয় উবাচ।

নিবৃত্তাবধ্বমেধস্য ব্রহ্মণাপাগ্নিতেজসা।
অহং নিমিত্তমিতি মে ভয়ং তীব্রং তু জায়তে ॥ ৩৬
কথং ভূকীর্ত্যা মুক্তোত্ত সুকৃতী দণ্ডিযো জনঃ
লোকানুৎসহতে গন্তুং যঃ সপাপ ইব দ্বিজঃ ॥ ৩৭
যথা জ্ঞানাগতমিদং দৃষ্টযত্র প্রত্যবধানম্।
বক্তুমি পুনরাবৃত্তির্যজ্ঞস্যাবাসয়ঃ মাম্ ॥ ৩৮

ব্যাস উবাচ

উপাত্তবজ্ঞো দেবেষু ব্রাহ্মণেষূপপদ্যতে
তেজসা ব্যাপ্তত্বাত্ তেজস্তেজস্কৃতোবর্তিষ্ঠতে ॥ ৩৯
ইত্যিজ্ঞো ভবিতা কশ্চিৎ সেনানীঃ কাশ্যপো দ্বিজঃ
অশ্বমেধং কলিযুগে পুনঃ প্রত্যাহরিষ্যতি ॥ ৪০

তদন্তে তং কুলীনস্তু রাজসূয়েনপি ক্রতুম্
আহরিষ্যতি রাজেন্দ্র শ্বেতগ্রহনিবাসুকঃ ॥ ৪১
যথাবলং মনুষ্যাণাং কর্তৃণাং দাস্যতে ফলম্।
যুগান্তবায়বৃষ্টিভিঃ সংবৃতং বিংরিষ্যতি ॥ ৪২
তদা প্রভৃতি লাস্যন্তি নৃণাং প্রাণাঃ পুরাকৃতাঃ।
ন নিবর্ত্তিষ্যতে লোকে বৃত্তান্তাবর্তনেষিব ॥ ৪৩
তদা সূক্ষ্মো মহোদর্কো হৃস্তরো দানমূলবান্।
চাতুরাশ্রম্যধর্মাণি বিলোপয়িতি ॥ ৪৪
তদা তন্ত্রেণ তপসা সিদ্ধিঃ প্রাপ্স্যন্তি মানবাঃ।
বক্তা ধর্ম্মং চরিষ্যন্তি যুগান্তে জনমেজয় ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
জনমেজয়প্রশ্নে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

জনমেজয় কলিনেন—ব্রহ্মশাপজনিত অগ্নির তেজে আমার অনুষ্ঠেয় অশ্বমেধ যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটিবে এবং ব্রহ্মহত্যার নিমিত্ত-ও আমি হইব, এই ভয়ই অবশ্য হওয়ায় আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে ॥ ৩৬

ভগবন্! আমার ন্যায় সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি কিভাবে অপরাধে লিপ্ত হইবে। পাপবদ্ধ পক্ষী যেরূপ মুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে উদ্যম বোধ করে না, সেইরূপ ব্রহ্মশাপ-কলুষে কলঙ্কিত হইয়া আমিও অশ্বমেধকে উপস্থিত হইতে উৎসাহ বোধ করিব না ॥ ৩৭

হে ভগবন্! আপনি জ্ঞানদৃষ্টিতে যেরূপে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে বিঘ্নান ঘটিবে উপলব্ধি করিয়াছেন সেইরূপ অতীতের দৃষ্টিতে যদি ঐ যজ্ঞের যথাবিধি পুনরাবৃত্তির উপলব্ধি হইয়া থাকে, তবে তাহা বলিয়া আমাকে আশ্বস্ত করুন ॥ ৩৮

ব্যাসদেব কহিলেন—অশ্বমেধ যজ্ঞ উপকরণে সমাপ্তির পর সেই যজ্ঞ জ্ঞানকল্পে দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অবস্থান করিবেন। কারণ তেজের দ্বারা তেজ ব্যাহত হয় না; তেজস্বী তেজে তেজের অব্যাহত ভাবে অবস্থানের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞ-তেজঃকণে দেব ও ব্রহ্মতেজে অব্যাহত থাকিবে ॥ ৩৯

অতঃপর কাশ্যপবংশের সেনানী নামক কোন ব্রাহ্মণ তৃতীয় তেজ করিয়া আত্ম প্রকাশ করিবেন। সেই (তেজস্বী) ব্রাহ্মণ পুনরায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ৪০

হে রাজেন্দ্র! ইক্ষ্বাকু অশ্বমেধের পর সেই ব্রাহ্মণ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানও করিবেন। আকাশে শ্বেতবর্ণ গ্রহের উদয় যেরূপ প্রলয়সূচক, সেইরূপ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানও প্রলয়ের সূচক হইবে ॥ ৪১

অতঃ সহকারে যথাবিধি অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ফল ভক্ত হয়। কলিযুগে যজ্ঞকর্তা মনুষ্যগণের প্রজা প্রকৃতি যথাযথ না থাকায় যজ্ঞ পণ্ড হইয়া যায়। পণ্ড যজ্ঞের ফল অভক্তই হইয়া থাকে। দেবতা ও ব্রহ্মতেজে তেজঃকণে অবস্থিত সেই যজ্ঞের পুনঃ প্রসার কলিযুগের অন্তে ভবিষ্যৎ করিয়া থাকেন ॥ ৪২

পূর্বোক্ত রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর হইতে জগদ্বাসের উচ্ছিন্নধর্ম, পুরাতন আচার রাজসূয় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান-বিষয়ে নিচ্ছিন্ন থাকিবে। এইভাবে যুগের আবর্তনে পুরাতন নিষ্ঠাচারাদির লোকসমাজে প্রচলন থাকিবে ॥ ৪৩

কলিযুগে নানাপ্রকার বিঘ্নের জন্য ধর্ম যোগাধিকর্ম সম্পাদিত হইবে। তবে অন্ত ধর্মের যথাযথ অনুষ্ঠানের প্রচুর ফল হইবে। দানই তখন প্রধান ধর্ম হইবে। বর্ণাশ্রম ধর্মের নৈষ্ঠিল্য-নিবন্ধন ধর্মও পরে পরে যাবা প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৪

হে জনমেজয়! কলিযুগে সামান্য তপস্যাদির আচরণেও মানবগণ সিদ্ধিলাভ করিবেন। সুতরাং ঐ যুগেও যে মানবগণ ধর্মের আচরণ করিবেন, তাঁহারা ধন্য হইবেন ॥ ৪৫

শ্রীমহাভারতের অন্তর্গত খিল হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে জনমেজয়ের প্রশ্নবিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ৩

[ব্যাসদেবের কলিযুগস্য স্থিতিবর্ণনম্

জনমেজয় উবাচ

আসন্না বিপ্রকৃষ্টা বা যদি কালা ন বিদ্যতে
তস্মাত্তাপরসংবিদ্ধা যুগান্তঃ শ্রূয়তামিতি ॥ ১
প্রাপ্তা বয়ং তু তৎকালননয়া ধর্মকৃন্তয়া
আদদ্মঃ পরমং ধর্মং সুখমাপ্নুম কর্মণা ॥ ২

সৌনক উবাচ

প্রজাসম্মুহ্যকরঃ যুগান্তঃ সমুপস্থিতম্
প্রনষ্টধর্মঃ ধর্মজ্ঞ মিথ্যৈবৈতু নৃষীসি ॥ ৩

সৌতিরুবাচ

পৃষ্ট এবং ভবিষ্যন্তং গতিং তত্ত্বেন চিন্তয়ন্।
যুগান্তে সর্বভূতানাং ভবান্ প্রবীত্যুবাচ ॥ ৪

ব্যাস উবাচ

অবক্ষিতারো রাজানো বলিভাগস্য পার্থিবাঃ
যুগান্তে প্রভবিষ্যন্তি ব্রহ্মবন্ধুপরায়ণাঃ ॥ ৫
জনমেজয়াংশ্চ রাজানো বিপ্রাঃ সূতাপজীবিনঃ
সূত্রান্ত প্রাহ্মণাচারা ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ৬
ক্যাতে স্পৃষ্টাঃ শ্রোত্রিয়ান্ত ভিক্ষিষ্যন্তি দবীঃস্বাধ।
একপঙ্‌ক্ত্যামশিষ্যন্তি যুগান্তে জনমেজয় ॥ ৭
শিল্পবন্তোঽনৃতপরা নরা নষ্টামিষপ্রিয়াঃ
মিত্রতার্যা ভবিষ্যন্তি যুগান্তে জনমেজয় ॥ ৮
রাজবৃত্তিস্থিতাশ্চৌরা রাজানশ্চৌরশীলিনঃ।
কৃত্যাস্থানিষ্ঠিতুষ্টো ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ৯
ধনানি প্রধনীয়ানি সন্তঃ বৃত্তপূজিতম্।
অকুলেনা চ পতিতে ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ১০
প্রনষ্টচেতনা নর্তা মুক্তকেশা বিচূলিনঃ
উনষোড়শবর্ষাশ্চ প্রজাস্যন্তি নরাঃ সদা ॥ ১১

কলিযুগে যাহারা ক্ষত্রিয় নহে এরূপ ব্যক্তিগণও রাজা হইবে। ব্রাহ্মণের প্রভুত্বকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বৃত্তি দ্বারা জীবনির্বাহ করিবেন এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণবৃত্তি আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণের পালন করিতে থাকিবে। ৬

জনমেজয়! কলিযুগে ধনুর্ধারীরা (ক্ষত্রিয়বৃত্তিতে জীবিকার্জনকারী) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণ উভয়েই এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া পরস্পরবর্দ্ধিত হবিঃ ভোজন করিবেন। ৭

জনমেজয়! কলিযুগে মনুষ্যগণ শিল্পকর্মকারী, অসত্যবাদী, মদ্য ও মাংসপ্রিয় এবং পাটকেই মিত্র বলিয়া মনে করিবে। ৮

যুগান্তকালে (কলিযুগে) চৌরেরা রাজোচিত বৃত্তিতে থাকিবে ও রাজাদের ন্যায় চৌরের কুলা হইবে এবং কৃতঘ্ন সেই সব বস্তু ভোগ করিবে, যে সব ভোগ করিবার জন্য তাহাদের প্রভুগণ অনুমতি না করিবে। ৯

কলিযুগে ধনই সকলের নিকট স্পৃহণীয় হইবে, সদ্‌গুণ-গণের আচার-ব্যবহারের সমাদর থাকিবে না এবং বর্ণ হইতে পতিত মানুষের প্রতি নিন্দাভাবপোষণকারী মানুষসকলের জন্ম হইবে না। ১০

মনুষ্যগণ ধর্ম ও অর্থ বিসর্জনহীন হইবে, বিধবা ও সন্তানাদীন পরস্পর সমাগম করিয়া সন্তান উৎপাদন করিবে। ষোল বৎসরের কম বয়সের মানুষেরাও সদা সন্তানের জন্মদান করিবে। ১১

তৃতীয় অধ্যায়

[ব্যাসদেব কর্তৃক কলিযুগের স্থিতি বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—ভগবন্! আমাদের যোজনকাল নিকট-বর্তী কিংবা দূরবর্তী, তাহা আমি জানিনা। অতএব যে কালের যুগকে অবলম্বন আছিকো বৃদ্ধিত করিয়া দিয়াছে, সেই যুগান্তের অর্থাৎ কলিযুগের বর্ণন আমি শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১

কলিযুগের কালুষ অল্পপ্রহরে কৃত সৎকর্মের দ্বারা সুখে মহান ধর্মের ফললাভ করিতে পারে, এইরূপ এই ধর্মবিষয়ক লোকে আমরা সেই কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ২

সৌনক বলিলেন,—ধর্মজ্ঞ সূতনন্দন! প্রজাগণের উদ্বেগকর এবং ধর্মকে মহতাকারী কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি ভাবী অমঙ্গলসমূহের সহিত এই কলিযুগের বর্ণন করুন। ৩

সৌতি (সূতপুত্র উগ্রশ্রবা) বলিলেন,—সৌনক! রাজা জনমেজয়ও এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে কলিযুগে সমস্ত প্রাণিগণের ভবিষ্যৎ গতির তত্ত্ব বিচার করিয়া ভগবান্ ব্যাসদেব সেই সময় এই কথা বলিয়াছিলেন। ৪

ব্যাসদেব বলিলেন,—রাজন্! কলিযুগে প্রজাদিগকে রক্ষা না করিয়াই তাহাদের নিকট হইতে করগ্রহণকারী নৃপতিগণ উৎপন্ন হইবে, যাহারা সর্বদা নিজের শরীরমাত্রকেই রক্ষা করিতে তৎপর থাকিবে। ৫

অট্টশূলা জনপদাঃ শিবশূলাশ্চতুষ্পথাঃ।
প্রমদাঃ কেশশূলাশ্চ ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ১১
সর্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সর্বে ব্রাহ্মণদেষিনঃ।
শূদ্রা ভোগাভিলাষিণ্যশ্চ ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ১২
রূপোপজীবকলাশ্চ বিক্রেতারো দ্বিজাতয়ঃ।
ক্ষত্রবন্ত ভবিষ্যন্তি বিপরীতা যুগক্ষয়ে ॥ ১৩
গুরুবস্তাহঙ্কিতাশ্চাল্প মুণ্ডাঃ কাষায়বাসসঃ।
ধূতা ধর্ম্মং চরিষ্যন্তি শাক্যবৃদ্ধোপজীবিনঃ ॥ ১৪
ঘাপদপ্রচুরত্বঞ্চ গব ভৈষ্য শশিক্ষয়ঃ।
ঋজুনাং বিনিবৃত্তিশ্চ দ্বিজাস্তন্তে যুগে ॥ ১৫
অন্ত্যা মধ্যা নিবংস্যন্তি মধ্যাশ্চান্ত্যনিবাসিনঃ।
তথা নিঃস্বাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ১৭
তথা স্ত্রিয়স্তনা দমাস্তথা পত্যনকর্ষকাঃ।
চিত্রবর্ষী চ পর্জ্জন্যো যুগে ঘোরে ভবিষ্যতি ॥ ১৮

সর্বে চৌরকুলে জাতাস্তৌরধর্ম্মাঃ পরস্পরম্।
স্বল্পেনাঢ্যা ভবিষ্যন্তি যৎ কিঞ্চিৎ প্রাপ্য দুর্গতাঃ ॥ ১৯
ন তে ধর্ম্মং করিষ্যন্তি মানবা নির্গতে যুগে।
ঊর্দ্ধকর্ম্মবহুলা হ্রাসিনঃ পশ্বানস্তত্ববাদিনঃ ॥ ২০
সর্বে বালিজাকাস্তৈব ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।
পিতৃদত্তানি দেয়ানি বিহনস্তে সুতাদয়ঃ।
তদবাপ্ত প্রপংক্ষন্তে লোভাদ্ভবিরোধিতাঃ ॥ ২১
সৌকুমার্য্যে তথা রূপে রত্নে চোপস্করে গন্ধে।
ভবিষ্যন্তি যুগান্তে চ নার্য্যঃ কেশৈশ্চলত্তাঃ ॥ ২২
নিস্ত্রিংশাস্তত্র দৃতঙ্ক গৃহদৃতঙ্ক ভবিষ্যতি
যুগান্তে সমনুপ্রাপ্তে নাস্তা ভার্য্যা সমা গতিঃ ॥ ২৩
কুলীনার্য্যাভৃশিষ্ঠা বৃথাজপসমন্বিতম্
পুরুষাস্তু বহুস্ত্রীকাঃ তদযুগস্যক্ষ লক্ষণম্ ॥ ২৪

কলিযুগে জনপদের সমুদয় অন্ন বিক্রয় করিবে, ব্রাহ্মণগণ চতুষ্পথে বেদ বিক্রয় করিবে এবং যুবতী স্ত্রীর মূল্য লইয়া জীবিকা করিবে ॥ ১১

সেই সময় সকল মানুষই যুদ্ধে ব্রহ্মহানি হইবে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের আদর লইয়া কর্ম্মঠই হইয়া যাইবে। অন্ত্যা-সমূহ লুপ্ত হইয়া যাইবে। সকলেই নিজেকে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠা শাখাজ্ঞানী বলিবে এবং দুষ্টগণ নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সম্মানের জন্য কেবল ভোগাশী হইবে অর্থাৎ আহার ॥ এই কথা বলিবে, প্রশংসাদি করিবে না। ১৩

বৃথাস্তকালে ব্রাহ্মণগণ তপস্যা ও যজ্ঞের ফল বিক্রয়কারী হইবেন। সেই সময় সমস্ত জাতি বিপরীতধর্ম্মী হইবে ॥ ১৪

মুণ্ডমস্তক কাষায়বস্ত্রী বুদ্ধের মত অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ বেদ-বুদ্ধক নাস্তিক হইয়া বেদবিরোধী ধর্ম্মের আচরণ করিবে। তাহারা ওম মন্ত্রের মত ধারণ করিবে, চক্ষুতে কাজল লেপন করিবে এবং মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকিবে ॥ ১৫

অতিযুগে (কলিযুগে) কুকুর বাঘাদি হিংস্র প্রাণিগণের আধিক্য হইবে ; ঘোটকের সংখ্যা হ্রাস পাইবে এবং উত্তম রস-সমূহের অভাব হইবে ॥ ১৬

কলিযুগে অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছজাতির মনুষ্যগণ মধ্যদেশে বাস করিবে, মধ্যদেশের নিবাসী মনুষ্যগণ ম্লেচ্ছদেশে বাস করিতে থাকিবে এবং সমস্ত প্রজারা নীচ বৃত্তি অনুসরণ করিবে ॥ ১৭

যুগের সমাপ্তির সময় ৭ই বৎসরের গরুকে পাখী ও জল চালনা করিবার যে গা বলিয়া বিবেচিত করিবে এবং ইহারাই

স্ত্রী ও নিঃস্বামিকেও কর্ষণ করিবে এবং মেঘ বিচিত্র ভাবে জল বর্ষণকারী হইবে অর্থাৎ জলপ্লাবন এবং হইবে যে, কর্ষণরত পুরুষ এক মুষ্ট বর্ষার জলে ভিজিবে এবং অন্য মুষ্ট শুষ্ক থাকিবে ॥ ১৮

অধিকাংশ মানুষই চোরের বংশে জন্মিবে এবং পরস্পর পরস্পরের দ্রব্য চুরি করিবে। অল্প ধনেই মানুষেরা ধনী হইবে এবং অতি অল্পেই কষ্ট পাইয়া দুর্গতি প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৯

যুগের সমাপ্তির সময় মানবগণ ধর্ম্মাচরণ করিবে না, ভূমি প্রায়ঃ উষর হইয়া যাইবে এবং সকল পথই উত্তরে পূর্ণ থাকিবে ॥ ২০

কলিযুগে প্রায় সকল মানুষই বণিজ্যকারী হইবে, পিতা কর্তৃক প্রদত্ত দেয় বস্তুসমূহ (অভিরুচিমাত্রে যাহা শাস্ত্রানুসারে বক্তব্যযোগ্য নহে) পুত্রগণ সেই সময় পরস্পর বঞ্চন করিয়া লইবে এবং লোভ ও অসত্তা প্রেরিত হইয়া বিরোধিতা করত অপরের সম্পত্তি হরণ করিবার চেষ্টা করিবে ॥ ২১

কলিযুগে সুকুমরতা, রূপ ও সুবর্ণাদি রত্ন স্ত্রীগণ হইয়া যাওয়ার নারীগণ নানাবিধ কেশসমূহের দ্বারাই নিজেদের অলঙ্কৃত করিবে ॥ ২২

যুগান্তকাল অর্থাৎ কলিকাল উপস্থিত হইলে পর স্ত্রী, ভৃত্য, দিবা আহরণাদি ভোগসামগ্রী-রহিত গৃহবাসের পক্ষে ভার্য্যার সমান অন্য কেহই গতি হইবে না ॥ ২৩

যখন প্রজাবর্গের মধ্যে নীচ দুরাচারীদিগের সংখ্যা অধিক হইবে, সমস্ত মানুষ বৃথা কথনরত হইবে, পুরুষ অল্প হইবে, এবং স্ত্রীর সংখ্যা বহু হইবে, তখন ইহাই যুগান্তকালের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে ॥ ২৪

বহ্বাচারাস্তথা লোকা ন ভাস্যন্তি পরস্পরম্
অবিচার্য্য প্রবীষ্যন্তি দানং বর্ণানুরূপতঃ ॥ ১৫
রাজচৌরাগ্নিদণ্ডার্ত্তো জনঃ ক্ষয়মুপৈষ্যতি।
শস্যনিষ্পত্তিরুলা তরুণা বৃদ্ধজীবিনঃ
ঈদৃগানুষিনো লোকা ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ১৬
বর্ণাশ্চ ব্যত্যয়ঃ পরুষা নীচাঃ সর্ব্বত্রবর্ষিণঃ।
সন্দিগ্ধঃ পরলোকশ্চ ভবিষ্যতি যুগক্ষয়ে ॥ ১৭
আত্মানশ্চ তরাচারা ব্রহ্মদূষণতৎপরাঃ।
আত্মানং বহু মন্যন্তে মনুষ্যেষ্বাত্মবাদিনঃ ॥ ১৮
বৈশ্যাচারাশ্চ রাজানো ধনধান্যোপজীবিনঃ
যুগাপক্ষয়কালে সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৯
অপ্রবৃত্তা প্রবর্ত্তন্তে সময়াঃ লপথাস্তথা
ক্ষণং সবিনয়ভ্রংশঃ যুগে ক্ষীণে ভবিষ্যতি ॥ ২০

সেই সময় লোকসকলের মধ্যে যাচকগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, সকল মানুষ পরস্পরকে কোনও বস্তুই প্রদান করিবে না এবং সকল মানুষ বিনা বিচারেই অন্ত বর্ণের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিবে ॥ ১৫

রাজা, চোর ও অগ্নিদ্বারা পীড়িত হইয়া প্রজারা ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যাইবে এবং মনুষ্যকুলগণের ন্যায় বৃক্ষের ক্ষয় হইবে অর্থাৎ তাহারা উৎসাহ, বল ও পুরুষার্থ-রহিত হইয়া যাইবে। কলিযুগে প্রায় সকল মানুষই সুখের ভাগ হইতে বঞ্চিত হইবে ॥ ২১

যুগান্তকাল আসিলে পর বর্ণ সমূহে ব্যত্যয় ঘটিবে, নীচ (দুঃখদায়ক) বেদ ও) বক্তব্যবাদী হইবে। পরলোকের বিষয়ে সকল মানুষই সন্দেহযুক্ত হইবে ॥ ২৭

সেই সময় দুরাচারী মনুষ্যগণ আত্মা ও ব্রহ্মের নিন্দায় তৎপর হইবে এবং তাহারা নিজেকে নিজেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিবে ও ব্রাহ্মণগণের উপর ক্রোধপরায়ণ হইবে ॥ ২৮

ক্ষত্রিয়গণ বৈশ্যদিগের আচার পালনকারী হইবে এবং ধন-ধান্যের যাবনাবে জীবিকা অর্জন করিবে। কলিযুগে বর্ণ-মর্য্যাদার ভঙ্গ হইয়া যাওয়ায় সকল মানুষই দ্বিজ হইবে ॥ ২৯

যুগান্তকালে পরস্পর কৃত প্রতিজ্ঞা ও লপথ পালিত হইবে না, ক্ষণমাত্রই কথাতেই সমাপ্ত হইয়া যাইবে এবং বিনয়শীল সজ্জন পুরুষও ক্ষণকালে করিতে চাহিবে না, সেক্ষেত্রে দুর্জনগণের কথা আর কি বলিবার আছে ? ৩০

ভবিষ্যত্যাফলো ধর্ম্মঃ ক্রোধশ্চ সফলো নৃণাম্।
অজাস্তৈরোপরোধশ্চ পরস্পরার্থে যুগক্ষয়ে ॥ ৩১
অশাস্ত্রবিদ্যাঃ পুংসামেবমেব স্বভাবতঃ।
অপ্রমাণং বদিষ্যন্তি নীতিঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥ ৩২
শাস্ত্রোক্তস্যাপ্রবক্তারো ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে।
সর্ব্বে সর্ব্বং হি জানন্তি বৃদ্ধানুশাসনৈ বৈ ॥ ৩৩
ন কশ্চিদ্বর্ত্তিরাম যুগান্তে সমুপস্থিতে।
ন ক্ষত্রাণি নিয়োক্ষ্যন্তি বিকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
চৌরপ্রায়ান্ রাজানো যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে ॥ ৩৪
কৃতাবৃথা নৈকৃতিকাঃ সুতাপা ব্রহ্মবাদিনঃ।
অন্বয়েন যক্ষ্যন্তি যুগান্তে তনমেজয় ॥ ৩৫
অযাজ্যান্ যাজয়িষ্যন্তি তথাঽজ্ঞান্ত ভক্ষিণঃ।
ব্রাহ্মণা ধনতৃষ্ণার্ত্তা যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥ ৩৬

কলিযুগে মনুষ্যগণের ধর্ম্ম বিফল হইবে এবং ক্রোধ সফল হইবে। ইহার ফলে পুত্রে পৌ পালিত হইবে না; তাহার পরিবর্ত্তে রাজাগণ পালনের নিমিত্ত ধরা থাকিবে ॥ ৩১

শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূঢ় মনুষ্যগণের নিজেদের ইচ্ছানুসারে এক-রূপই কৃতা নির্ণীত হইবে অথবা নিজেদের ইচ্ছানুসারে যাহা কিছু বলিবে, তাহাকেই শাস্ত্রসম্মত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিবে। নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করত সেই সব মূর্খগণ অপ্রমাণিক কথা বলিবে এবং তাহাকেই নীতির অনুকূল বলিয়া অভিহিত করিবে ॥ ৩২

যুগান্তকালে পাত্রে ক কথা বলিবার কেহ থাকিবে না এবং বৃদ্ধ। জ্ঞানিগণের , পুরুষগণের সেবা না করিয়াই সকল মানুষ 'সব কিছুই জানি' বলিয়া অভিমান করিবে ॥ ৩৩

যুগান্ত কাল উপস্থিত হইলে পর এরূপ কেহই থাকিবে না যে নিজেকে কবি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মনে না করিবে। ব্রাহ্মণ-গণ শাস্ত্র-বিগর্হিত কর্ম্মে নিরত থাকিয়া ক্ষত্রিয়দিগকে ধর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন না। সেই সময় রাজারা প্রায় চোর হইবে ॥ ৩৪

জনমেজয়! যুগান্তকালে কৃতাগুলি (পতি জীবিত থাকিতে জার-পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন করাকে) বর্ত্তমানকারী, কপটী ও দুরাচারী মনুষ্যগণ ব্রহ্মবাদী হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে ॥৩৫

যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে পর ধনের তৃষ্ণায় পীড়িত ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে অনধিকারীদিগকেও যজ্ঞ করাইবে এবং অভক্ষ্য বস্তু (মাংস-পেঁয়াজাদি) ভক্ষণ করিবে ॥ ৩৬

তোশব্দমভিধাস্যন্তি ন চ কশ্চিৎ পঠিষ্যতি
একশঙ্খাস্তদা নার্য্যো গবেধুকপিনদ্ধকাঃ ॥ ৫৭
নক্তঞ্চারি বিরোগীনি বিপরীতা দিশস্তথা
সন্ধ্যারাগোঽথ দিগ্দাহো ভবিষ্যত্যবরে যুগে ॥ ৫৮
পিতৄন্ পূজা নিষেক্ষ্যন্তি বন্ধ্যাঃ যজ্ঞস্য কর্ম্মসু
বিবোনিষু চরিষ্যন্তি প্রমদাস্থ নরাস্তদা ॥ ৫৯
বাক্পরৈরেব্বর্ত্তয়িষ্যন্তি ওয়ন শিষ্যাস্তথৈব চ।
যুগেষু চ প্রযোক্ষ্যন্তি প্রমদাস্থ নরাস্তদা ॥ ৬০

অকৃতাগ্রাণি ভোক্ষ্যন্তি নরাশ্চৈবাগ্নিহোত্রিণঃ।
ভিক্ষাং বলিমদত্ত্বা চ ভোক্ষ্যন্তি পুরুষাঃ সমম্ ॥ ৬১
পত্নীন্ সুস্নান বরুচিরা গমিষ্যন্তি স্ত্রিয়োঽন্যতঃ।
পুরুষাস্ত্ব প্রসুপ্তাসু ভার্য্যাসু চ পরস্ত্রিয়ম্ ॥ ৬২
নাবাদিষ্যতো নাপাকৃতো জনঃ সর্ব্বোঽভাপুরুষঃ।
ন কৃতিপ্রতিকর্ত্তা চ যুগে ক্ষীণে ভবিষ্যতি ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কলিযুগবর্ণনে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

সকল মানুষ সকলের উদ্দেশে ভো-শব্দেরই (এই, ওরে, আজ্ঞা ইত্যাদি) উচ্চারণ করিবে, কেহই পত্তা তনা করিবে না; সেই সময় স্ত্রীগণ একমাত্র শঙ্খকেই আভরণ করিবে এবং তাহারা নিজেদের গবেধুক নামক তৃণবিশেষের দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে ॥ ৫৭

অতিশয় ঘোর নক্ষত্রসমূহ শনৈশ্চর গ্রহ-সংযোগাদি-রহিত হইবে, দিক্‌সকল বিপরীত ভাবেই হইবে, সেই সব সন্ধ্যাকালের ন্যায় লালিমায় আচ্ছন্ন থাকিবে এবং বিষম্ভর লাভ (ভলন বা ভসন) পূর্ণ হইয়া থাকিবে ॥ ৫৮

পুত্র পিতাকে ও বধূ শ্বশ্রূকে অবজ্ঞা করিয়া নানাবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে। মনুষ্যগণ পশু-যোনিতে ও অশুচি অবস্থায় স্ত্রীর সহিত সমাগম করিবে ॥ ৫৯

শিষ্যেরা গুরুগণকে বাগ্‌বাণের দ্বারা আঘাত করিতে করিতে

তর্পণ করিবে এবং কামোন্মত্ত পুরুষেরা যুবেও মৈথুন করিবে ॥ ৬০

অগ্নিহোত্রী মনুষ্যগণও অগ্রগ্রাস দান না করিয়াই ভোজন করিবে, যদি প্রকৃতিকে ভিক্ষা ও দেবতাদির জন্য বলি (ভোজনগ্রাস বা উদ্দাহরণমাত্রই না দিয়াই সকল মানুষ একই ভোজন করিবে ॥ ৬১

নিশ্চিন্ত পতিকে বঞ্চনা করিয়া স্ত্রীগণ অন্য পুরুষের সহিত চলিয়া যাইবে, এইরূপ পুরুষেরাও ভার্য্যা নিদ্রিতা হইলে পর অন্য পুরুষের স্ত্রীর সহিত সমাগম করিবে ॥ ৬২

সেই সময় কোনও মানুষ এরূপ থাকিবে না, যে পারীরিক রোগ ও মানসিক পীড়ার দ্বারা গ্রস্ত না হইবে। সকল মানুষই অন্যের দোষ দর্শন করিবে। যুগান্তকালে কেহই উপকারের প্রত্যুপকারকারী হইবে না ॥ ৬৩

শ্রীমদ্ভাগবতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কলিযুগবর্ণন-বিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

[কলিযুগবর্ণনম্।]

জনমেজয় উবাচ।

এবং বিলুপ্তিতে লোকে মনুষ্যাঃ কেন পালিতাঃ।
নিবৎস্যন্তি কিমাচারাঃ কিমাহারবিহারিণঃ ॥ ১
কিংকর্ম্মাণঃ কিমীহন্তঃ কিংপ্রমাণাঃ কিমায়ুষঃ।
কাঞ্চ কাষ্ঠাং সমাসাদ্য প্রলয়স্যন্তি কৃতং যুগম্ ॥ ২

ব্যাস উবাচ

অত ঊর্দ্ধং চ্যুতে ধর্ম্মে গুণহীনাঃ প্রজাস্ততঃ
শীলব্যসনযাসাদ্য প্রাপ্স্যন্তে হ্রাসমায়ুষঃ ॥ ৩
আয়ুর্হ্রাসা বলহ্রাসাদ্বিবর্ণতা।
বৈবর্ণ্যাদ্ ব্যাধিসংপীড়া নির্বেদো ব্যাধিপীড়নাৎ ॥ ৪

চতুর্থ অধ্যায়

[কলিযুগ বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—মহর্ষে! এইভাবে অনাচারে কলুষিত জগতে মনুষ্যগণ কাহার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বাস করিবে? তাহাদের আচার ও আহার-বিহার কিরূপ হইবে? ১

তাহাদের কর্ম্ম কিরূপ হইবে? কিরূপ চেষ্টা হইবে? তাহাদের শরীরের উন্নতি কি প্রমাণ হইবে? তাহাদের আয়ু কত বর্ষ হইবে? এবং তাহারা কোন সীমা পর্য্যন্ত বাঁচিয়া সত্যযুগ প্রাপ্ত হইবে? ২

ব্যাসদেব বলিলেন,—জনমেজয়! ইহার পর ধর্ম্ম সরিয়া যাইলে গুণহীন সমস্ত প্রজারা নিজেদের শীল (স্বভাব)-চ্যুত হইয়া অল্পায়ু হইবে ॥ ৩

আয়ুর হানি হওয়ায় তাহাদের বল ক্ষীণ হইয়া যাইবে, বল ক্ষীণ হইলে তাহাদের অঙ্গকান্তি বিকৃত হইবে, অঙ্গকান্তির

নির্বেদাদাত্মসংবোধঃ সংবোধাদ্ধর্মশীলতা
এবং গত্বা পরাং কাষ্ঠাং প্রলয়ঃসাদি কৃতং যুগম্ ॥ ৫
ঊর্দ্ধগতো ধর্মশীলাঃ কেচিদ্ব্যবস্থিতাঃ গতাঃ।
বিমর্ষশীলাঃ কেচিত্তু হেতুবাদকৃতূহলাঃ ॥ ৬
প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ প্রমাণং ত্রেতি নিশ্চিতাঃ।
প্রমাণৈকা করিষ্যন্তি নেতি পণ্ডিতমানিনঃ ॥ ৭
অপ্রমাণং করিষ্যন্তি বেদোক্তমপরে জনাঃ
তদা মূঢ়ভগাশ্চৈব ভবিষ্যন্তি ত্রিয়োঽপরাঃ ॥ ৮
নাস্তিক্যপরমাশ্চাপি কেচিদ্ধর্মবিলোপকাঃ
ভবিষ্যন্তি নরা মূঢ়া মন্যাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥ ৯
তদাদ্যমাত্রে শ্রদ্ধেয়াঃ শাস্ত্রজ্ঞানবচিকৃতাঃ
দাস্তিকান্তে ভবিষ্যন্তি বাদশীলকৃতূহলাঃ ॥ ১০
তদা বিচলিতে ধর্মে জনাঃ শেষপুরস্কৃতাঃ।
শুভাচারবিচারিণ্যো দানসত্যসমন্বিতাঃ ॥ ১১
সর্বভক্ষো জনস্তত্র নির্গুণো নিরপত্রপঃ।
ভবিষ্যতি তদা লোকস্তু কষায়স্য লক্ষণম্ ॥ ১২
বিদ্যাবাং শাশ্বতীঃ বৃত্তিং যদা বর্ণাবরা জনাঃ।
প্রতিপৎস্যন্তি বৃত্ত্যর্থং তৎকষায়স্য লক্ষণম্ ॥ ১৩
কষায়োপপ্লবে লোকে জ্ঞানবিদ্যাপ্রণাশনে।
সিদ্ধিঃ যত্নেন কালেন যাস্যন্তি নিরুপক্রমাঃ ॥ ১৪
মহামৃত্যু মহাবাতঃ মহাবর্ষঃ মহাক্ষয়ম্
ভবিষ্যতি যুগে ক্ষণে তৎকষায়স্য লক্ষণম্ ॥ ১৫
বিপ্রলুপ্তানি রক্ষাংসি রাজ্ঞাং কর্ণবেদিনঃ
পৃথিবীমুপমোক্ষ্যন্তি যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥ ১৬
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারা অনেযাশ্চাভিমানিনঃ।
বিপ্রাঃ ক্রব্যাদরূপেণ সর্বভক্ষা ভবাপ্লুতাঃ ॥ ১৭

বিকারে তাহাদের সবারে বেদস্খলিত পীড়া হইতে থাকিবে এবং রোগজনিত পীড়ায় তাহাদের মনে নির্বেদ (বৈরাগ্যপূর্ণ ভাব) উৎপন্ন হইবে। ৪

এইভাবে নির্বেদ উৎপন্ন হওয়ায় তাহাদের মনে আত্মবোধ উপস্থিত হইবে, এই বোধের উদয়ে তাহাদের মধ্যে ধর্মশীলতা আসিবে এবং এইরূপ ধর্মশীলতার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া তাহারা সত্যযুগ প্রাপ্ত হইবে। ৫

(কলিযুগে) কিছু মানুষ লোকসংগ্রহ ধর্মপালনকারী হইবে, কিন্তু মানুষ ধর্মের বিষয়ে উচ্চ বা উদাসীন থাকিবে এবং কিছু মানুষ বিবেকশীল হইলেও ধর্মের সমর্থনে উত্তম উত্তম যুক্তি প্রদানেই উদ্যুক্ত থাকিবে, তবু সেই ধর্মের আচরণ করিবে না। ৬

কিছু মানুষ যুক্তিনিশ্চয়ের সহিত কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই প্রমাণ বলিয়া মনে করিবে (বেদ অথবা শব্দকে প্রমাণ বলিয়া মনে করিবে না।) কিন্তু পণ্ডিতমানী মানুষ একমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ করিবে, অন্য কোনও প্রমাণকে স্বীকার করিবে না। ৭

অন্য বহু মানুষ বেদোক্ত মন্ত্রকে প্রামাণিক বলিয়া মানিবে না। কলিযুগে বহু স্ত্রী যুগের দ্বারাই ওদের কার্যকারিণী হইবে। ৮

পণ্ডিতমানী মন্দবুদ্ধি মূঢ় বহু মানুষ নাস্তিকতায় প্রবৃত্ত হইয়া ধর্মের লোপকারী হইবে। ৯

তাহারা বর্তমানকালের প্রত্যক্ষ বিষয়কেই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করিবে, শাস্ত্র-জ্ঞানহীন ও পাষণ্ড হইবে, ধর্মের চর্চা ও আচরণ —এই উভয়ই তাহাদের পক্ষে আশ্চর্যের বস্তু হইবে। অর্থাৎ তাহারা ধর্মের চর্চাই করিবে না আচরণের কথা আর কি বলিবার আছে ? ১০

সেই সময় ধর্ম বিচলিত হইয়া যাইলে পর সকল মানুষ ওদবংশপরম্পরাগত অবশিষ্ট ধর্মটুকে সম্বল করিয়া দান ও সত্যের দ্বারা যুক্ত থাকিয়া শুভকর্মযুক্ত আচরণ করিবে। ১১

কলিযুগের প্রায় সকল মানুষ সর্বভক্ষী, অতিভোজিন, গুণহীন ও নির্লজ্জ হইবে,—ইহাই কলিকালনিষ্ঠ কলুষের লক্ষণ। ১২

যখন অভিরাদি বর্ণের মানুষগণ জীবিকার জন্য ব্রাহ্মণের সনাতন বৃত্তি গ্রহণ করিবে তখন ইহাই কলিকালের কলুষতার সূচক হইবে। ১৩

সংসারে কলিকালের কলুষের উপদ্রব বাড়িয়া যাইলে যখন জ্ঞান (আত্মীয় বোধ ও বিদ্যা) আচমনের (লুপ্ত হইয়া যাইবে, তখন পবিত্রতাযুক্ত সকল মানুষ কেবল তাপসমাজের দ্বারা অন্ত সময়েই সিদ্ধি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইবে। ১৪

কলিকালে মহামৃত্যু, প্রচণ্ড বজ্রাঘাত, প্রবল জলবর্ষণ (অতিবর্ষণ) এবং ভয়ঙ্কর ক্ষয় উপস্থিত হইবে, ইহাই কলিকালের কলুষের লক্ষণ। ১৫

যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে পর ভূমণ্ডলে ব্রাহ্মণরূপে রাক্ষসগণ বাস করিবে, রাজার কর্ণে ভ্রান্ত বিষয়ই যথার্থ বলিয়া মনে করিবে। চক্ষুতে দেখিয়া নহে) এবং অল্পপুরুষদের সহিত বাস করিয়া পৃথিবী উপভোগ করিবে। ১৬

ব্রাহ্মণগণ যাবাগ্ন (যথাবিহিত বেদাদি শাস্ত্রপাঠ) ও বষট্কার পূজা হোম ব্রাহ্মণাদি কর্ম ত্যাগ করিয়া এবং নীতিযুক্ত ও অভিমানী

মূর্খাঃ স্বার্থপরাঃ লুব্ধাঃ ক্রূরাঃ ক্রূরপরিচ্ছদাঃ।
ব্যবহারোপযুক্তাশ্চ চ্যুতাঃ ধর্ম্মাচ্চ শাশ্বতাৎ ॥ ১৮
হন্ত্রীরাঃ পরদম্ভজ্ঞাঃ পরদারাপচারকাঃ।
কামাত্মানো দুরাত্মানঃ সোপধাঃ স্ত্রিয়সাহসাঃ ॥ ১৯
তেষু প্রভবমাণেষু তুলাশীলেষু সর্ব্বতঃ।
অজ্ঞাবিনো ভবিষ্যন্তি নৃনয়ো বহুরূপিণঃ ॥ ২০
উৎপন্না যে কৃতযুগে প্রধানপুরুষাস্ত্রয়াঃ
কথায়োগেন তান্ সর্ব্বান্ পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ২১
শঙ্কুচৌরা ভবিষ্যন্তি তথা চৈলাপহারিণঃ
মৃদ্ভাণ্ডাজ্যাপহারাশ্চ কর্ণত্রাণাশ্চ হারিণঃ ॥ ২২
চৌর্য্যাস্থৈরস্তু হর্ত্তারো হন্ত্রা হন্তৃর্ভবিষ্যতি।
চৌর্যৈস্তৈরক্ষরে চাপি কৃতে ক্ষেমং ভবিষ্যতি ॥ ২৩
নিঃসারে ক্ষুভিতে লোকে নিষ্ক্রিয়ে বান্ধবে স্থিতে।
নরাঃ শ্রদ্ধিষ্যন্তি বনং করভাংপ্রতীক্ষিতাঃ ॥ ২৪

পিতৃনাজ্ঞাপয়িষ্যন্তি পুত্রাঃ কর্ম্মণি সর্ব্বশঃ।
মুহূর্ত্তা যজ্ঞবুধা চৈব মুখ্যান্তে প্রত্যুপস্থিতে ॥ ২৫
বাক্যৈরেরয়িষ্যন্তি গুরূন শিষ্যাঃ সমন্ততঃ।
যজ্ঞকর্ম্মণ্যপগতে রক্ষাংসি বাপলানি চ।
কীটমূষকসর্পাশ্চ ধর্ম্মহিষ্যন্তি মানবান ॥ ২৬
ক্ষেমং সুভিক্ষমারোগ্যং গ্রামগ্র্যা বাপি বসুধা।
উদ্ভেক্ষতো নবশ্রেষ্ঠ ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ২৭
স্বয়ংপালাঃ স্বয়ংচৌরা যুগসন্ধ্যারসম্ভবাঃ
মণ্ডলৈঃ প্রচলিষ্যন্তি দেশে দেশে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৮
স্বদেশেভ্যঃ পরিভ্রষ্টা নিঃসারাঃ সহ বন্ধুভিঃ।
নরাঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি তদা কালপরিক্ষয়াৎ ॥ ২৯
তদা ক্ষুদ্ধে সমাধাবে কৃতান্তে বিদ্রুতা ভৃশং
কৌলিকীঃ প্রতিধিষ্যন্তি নরাঃ ক্ষুদ্রভয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ৩০

হইয়া রাজসদৃশ সমান সব কিছুই লক্ষ করিবে এবং বৃথা পাষণ্ডও বহুপূর্ব ব্রত পালন করিবে। ১৭

তাহারা মূর্খ স্বার্থপর হন (লোভী ও নীচ চিত্তবলরাজন হইবে; তাহাদের আকৃতি মনুষ্যরূপ হইলেও হইবে। তাহারা সনাতন ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কেবল লোকব্যবহারেই তৎপর থাকিবে। ১৮

সেই সময়ের সকল মানুষ পরের বস্তুসমূহ ও পরের স্ত্রীগণকে অপহরণ করিবে। তাহাদের সকলের চিত্ত কামে কলুষিত থাকিবে, তাহারা হইবে কপট ও হিংসাপরায়ণ হইবে ॥ ১৯

সমান স্বভাবসম্পন্ন (সমভাবাপন্ন ও প্রকৃতিসম্পন্ন (প্রভাবশালী) সেই শুষ্ক মনুষ্যগণ যখন সর্বত্র পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, তখন অনেকরূপধারী ও আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনকারী বৈরানিক মতাবলম্বী বহু মুনি উৎপন্ন হইবে। ২০

সত্যযুগে ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণকারী যে সব শুদ্ধ মানুষ জন্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের সকলকে কলিযুগের মানুষেরা কথাবার্তা-প্রসঙ্গে পূজা করিবে (তাঁহাদের প্রতি সমাদর করিবে, কিন্তু স্বয়ং তাহাদের আচরণ করিবে না) ॥ ২১

কলিযুগের মানুষ ভবিষ্যতে (ক্ষেত্রে। উৎপন্ন শস্য চুরি করিবে, অন্যের বস্ত্র চুরি করিবে, খাদ্য-পানীয় বস্তুসমূহও চুরি করিবে করও অর্থাৎ বীজের ঝুড়িও চুরি করিবে। ২২

সেই সময়ের চোরেরা চোরের পুত্রও চুরি করিবে, হত্যাকারীরও হত্যাকারী উৎপন্ন হইবে, এইরূপে যখন চোরদলের দ্বারা চোরেরা বিনষ্ট হইবে, তখন জগতের কল্যাণ হইবে। ২৩

যখন সম্পূর্ণ জগৎসংসার নিঃসার, সত্তাবলম্বনাদি সৎকর্মহীন এবং বর্ণভেদ-শূন্য হইয়া যাইবে, তখন করভপত্রে পরিচিত হইয়া মনুষ্যগণ বনের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ২৪

যুগসংকাল উপস্থিত হইলে পর পুত্রগণ নিজ নিজ পিতাকে সর্বপ্রকার কর্ম করিবার জন্য আদেশ করিবে। এইরূপ যখন নিজেদের পাণ্ডিত্যকেও আদেশ করিতে থাকিবে। ৫

সর্ব দিক্ দিয়া শিষ্যগণ গুরুদিগকে বাক্যদ্বারা পীড়িত করিবে। যজ্ঞকর্ম বন্ধ হইয়া যাইলে পর রাক্ষস, হিংসক জন্তু, কীট, মূষিক ও সর্পগণ মনুষ্যদিগকে আক্রমণ করিবে। ১৬

নরশ্রেষ্ঠ! কলিযুগে ক্ষেম, সুভিক্ষ, আরোগ্য এবং ব্রাহ্মণদের পরস্পর সৌহার্দ্যভাব অথবা বহু-ব্রাহ্মণগণের পরস্পর প্রীতিপূর্ব সদ্ভাব কমিয়া যাইবে। ২৭

সেই সময়ের মানুষ স্বয়ংই রক্ষক ও স্বয়ংই চোর (ভক্ষক) হইবে এবং মূলের আবশ্যকতার অনুরূপ উপকরণসমূহে সম্পন্ন হইয়া পৃথক্ পৃথক্ মণ্ডল (দল) গঠন করিয়া দেশে দেশে বিচরণ করিবে। ২৮

সেই সময় কালবশতঃ নিজেদের অবনতি হওয়ায় নির্ফল মানুষ নিজ নিজ দেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া বন্ধুবর্গের সহিত নিঃসার (নির্ধন) হইয়া যাইবে ॥ ২৯

সেই সময় ক্ষুধার ভয়ে পীড়িত হইয়া মনুষ্যগণ নিজ সন্তানদিগকে ভক্ষে করিয়া আতঙ্কবশতঃ পলায়ন পূর্বক কৌশী নদীর পার হইয়া চলিয়া যাইবে। ৩০

অজান্ বন্যান্ কলিঙ্গাংশ্চ কাশ্মীরান্ সহ কেরলান্।
ত্বরিতাস্তমিস্রিণৌঘী: সাগ্রগাস্যন্তি মানবা: ॥ ৫১
কৃৎস্নং বা হিমবৎপার্শ্বং কৃৎস্নং লবণাম্ভস:।
অরণ্যেষু চ বৎস্যন্তি নরা ভ্রেচ্ছগণৈ: সহ ॥ ৫২
নৈব সূত্রা ন চাপূত্রা ভবিষ্যন্তি বসুন্ধরা।
গোপ্তারশ্চাপ্যগোপ্তার: প্রভবিষ্যন্তি শক্তিত: ॥ ৫৩
মৃগৈর্গবৈশ্চৈবিহঙ্গৈশ্চ শ্বাপদৈ: সর্পকীটকৈ:।
মধুশাকফলৈর্মূলৈর্বর্তয়িষ্যন্তি মানবা: ॥ ৫৪
চীরং পর্ণং বহুলং বল্কলাজিনানি চ।
ধরা কৃতানি বৎস্যন্তি যথা মুনিগণাস্তথা ॥ ৫৫
বীজানামাকৃতিং নিত্যমধীয়ন্ত: কাশ্যপস্মৃতে:।
অঙ্গৈরুরুং ঘরোষ্ট্রৈশ্চ পালয়িষ্যন্তি সত্তমা: ॥ ৫৬
নদীং স্রোতাংসি রোধাংসি তোয়ার্থে কুলনাশ্রিতা:।
পঞ্চরাত্রব্যবহারে বিপৎস্যন্ত: পরস্পরম্ ॥ ৫৭

তনূরুহৈর্বৃধা ভাব্যৈ: সমূলং ক্ষয়মাগতৈ:।
বহুলতায়া: প্রজাতীনা: কুলমুদ্ধরবর্জিতা: ॥ ৫৮
এবং ভবিষ্যন্তি তদা মনুষ্যা: কালকাঙ্ক্ষিতা:।
হীনাদ্ধীনা তদা ধর্ম্মা: প্রজা: সমনুবর্ৎস্যন্তি ॥ ৫৯
আয়ুস্তত্র চ মর্ত্যানাং পরং ত্রিংশদ্ভবিষ্যতি।
তুর্যলা বিবরস্থানা বহুসা সমভিপ্লুতা: ॥ ৪০
ভবিষ্যন্তি তদা স্ত্রেয়: রোমৈরিশ্রিয়সংজ্ঞকৈ:।
আয়ু:প্রজ্ঞসমারোধাদ্ বিনাশ: প্রভবিষ্যতি ॥ ৪১
শুশ্রূষবো ভবিষ্যন্তি সাধূনাং বর্ত্মনি রতা:।
সন্তশ্চ প্রতিপৎস্যন্তি ব্যবহারোপসংক্ষয়াৎ ॥ ৪২
ভবিষ্যন্তি চ কামানামলাভাদ্ধর্ম্মশীলিন:।
ক্ষয়িষ্যন্তি চ সন্তোষাৎ পরস্পরবিহিংসয়া: ॥ ৪৩
এবং কৃচ্ছ্রগতে লোকে সংক্ষয়াভিমুখে
চতুষ্পাদ: প্রকৃতস্থ: ধর্ম্ম: লোকানভিবর্ধয়ন্তে ॥ ৪৪

মনুষ্যগণ জীবিকার জন্য সহ্য, কলিঙ্গ, কাশ্মীর, কেরল এবং ত্বরিতাগামি সেনাসমূহের সঙ্গে চলিয়া যাইবে ও পর্ব্বতের ওহা প্রভৃতিতে আশ্রয় করিবে। ৫১

সেই সময়ের মানুষেরা ভ্লেচ্ছগণের সহিত সমুদ্রতীরবর্তী পার্শ্বভাগে, লবণ সমুদ্রের তীরে সেই বনসমূহে বাস করিবে। ৫২

পৃথিবী না পুত্রযুক্তা হইবে এবং না পুত্রযুক্তা থাকিবে। হস্তে অস্ত্রধারণ করিয়া রক্ষা করিলে নিয়ত পুরুষেরা কাহাকেও রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। ৫৩

কলিযুগে ধর্ম্মত্রষ্ট মনুষ্যগণ ঘৃত, মধু, পক্ষী, হিংস্র জন্তু, সর্প, কীট, মধু, শাক, ফল ও মূলসমূহের দ্বারা জীবননির্ব্বাহ করিবে। ৫৪

প্রায় সকল মানুষ মুনিগণদিগের ন্যায় চীর। বল্কলও।, পত্র, বল্কল, তৃণচর্ম্ম ও নিজেদের দ্বারা প্রস্তুত অন্য বহুসমূহ পরিধান করিবে। ৫৫

যত মানুষ পর্ব্বতের কন্দর প্রভৃতি নিম্নস্থানসমূহে থাকিবে। প্রাচীন ও নবীন বীজসমূহ (আমাজ) প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতে থাকিবে। কাঠ-সদৃ (বৃষ্টি)। সকলে ছাগল ও ভেঁড়া এবং কাশ্মীরাদি অন্য স্থানবাসী মানুষেরা ঘোড়া ও উট প্রভৃতি বীমিয়া যত্নসহকারে তাহাদের পালন করিবে। ৫৬

কলিযুগের মানুষেরা জলের জন্য তীরে আসিয়া নদীর প্রবাহ রুদ্ধ করিবে। তাহারা পরস্পর পরস্পর অন্ন আমান-প্রদানরূপ ব্যবসা করিবে। যেরূপ নিজের সহোদরজাত সন্তানদিগের জন্য মানুষ পরস্পর কলহ করে, সেইরূপ মূলধনের সহিত সুদকে দেখিয়া কবিরা নিত্য পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে সকল মানুষ পরস্পর আদান-প্রদানের ব্যবসা করিবে। ৫৭।

সেই সময় কালের দ্বারা দেখিত হইয়া কিন্তু মানুষ বহু সন্তান লাভ করিবে এবং অল্পের মানুষের একটীও সন্তান হইবে না। এইরূপে প্রায় সকল মানুষ কুলোচিত ৩৬ লক্ষণ বর্জ্জিত হইয়া পড়িবে। ৫৮।

সেই সময়ের শুদ্রগণ তীন হইতেও হীন ধর্ম্মের অনুসরণ করিবে এবং সেই সময়ে মনুষ্যগণের আয়ু সর্ব্বাধিক ত্রিশ বৎসর হইবে। ৫৯।

সকল মানুষ দুর্বল, নিয়ত ভোগে বহু থাকায় কৃশ এবং রজোগুণে পরিব্যাপ্ত হইবে। সেই সময় রোগের জন্য তাহাদের ইন্দ্রিয়সকল হীন হইয়া যাইবে, আয়ুর অল্প ও নিরোধে তাহাদের মনে বিষাদ উৎপন্ন হইবে। ৬০ ৬১

তারপর তাহারা ধর্ম্মাচরণে অনিচ্ছা বাসনা লইয়া সাধু পুরুষগণের দর্শনে রত থাকিবে এবং ব্যবহার বা ব্যবসায় হীন হইয়া যাওয়ায় তাহারা সন্তোষে আশ্রয় করিবে। ৬২

কামনাসমূহের প্রাপ্তি না হওয়ায় তাহারা ধর্ম্মশীল হইবে এবং ছলনের বিনাশে পীড়িত হইয়া পরাচারকে সঙ্কুচিত করিবে। ৬৩

এইরূপ শুশ্রূষা, দান, সত্য ও শৌচ রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া অহিংসা, তপ, দান। দয়া ও সত্য এই চতুষ্পাদবিশিষ্ট ধর্ম্ম লোকপ্রাপ্তি করাইবেন। ৬৪

ত্রেতা-লক্ষ্মণমানানাং শুক্লে পরিবর্ত্তনম্
ধাতু কিং বিত্তি বিজ্ঞাস্য ধর্ম্ম এব বর্ধিষ্যতি ॥ ৪৪
যথা হানিঃ ক্রমাৎ প্রাপ্তা তথা বৃদ্ধিঃ ক্রমাদমতা।
প্রসৃষ্টীতে যতো ধর্ম্মে প্রলংকল্পি কৃতঃ যুগম ॥ ৪৬
সাধু বৃত্তং কৃতযুগে কথায়ে দানিরুচ্যতে।
এক এব তু কালঃ স হীনবর্ণো যথা দশী ॥ ৪৭
হ্রস্বো হি তমসা সোমো যথা কলিযুগে তথা
পূর্ণশ্চ তমসা হীনো যথা কৃতযুগে তথা ॥ ৪৮
অর্ব্বাদ্ধে পরঃ ব্রহ্ম বেদার্থ ইতি তং বিদুঃ
অনিরিক্তমবিজ্ঞাতং নায়াস্তমিব ধীগতে ॥ ৪৯
ইষ্টবাদ্যস্তপো নাম তপো হি দ্বাবরঃ কৃতম্

এইভাবে যে শ্রেষ্ঠতম পুরুষ অবতারের দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের জন্য আসিতে পারিতেছে এবং সজাতি বিবাহসমূহে রত থাকে, তাহার পক্ষে কোন বস্তু জানিতে বা বুঝিতে—বিষয়-সমূহে ক্রমশ বা বর্দ্ধনশীল হওয়ার, এই সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়া তত্ত্ব নিশ্চয় করত সৎপুরুষ এই রূপ বলেন। ৫১

যেরূপ ক্রমশঃ ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবে কারণ, ধর্ম্মকে পূর্ব্বরূপে প্রবর্ত্ত করিলে মানুষ সত্যযুগ প্রাপ্ত হইবে। ৪৫

সত্যযুগে সকলের আচরণ উত্তম হয় এবং কলিযুগে সদাচারের হানি হয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যেরূপ একই চন্দ্র কখনও কাহিনীর ও কখনও কাহিতে পূর্ণ থাকে, সেইরূপ একই কাল কখনও কৃতযুগ সত্যযুগ এবং কখনও কলিযুগরূপে সৃষ্টি হয়। ৫৭

যেরূপ চন্দ্র অমাবস্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ কলিযুগে ধর্ম্ম কদাচারে বা অধর্ম্মে আচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং যেরূপ পূর্ণিমাতে পরিপূর্ণ চন্দ্র অন্ধকারহীন হয়, সেইরূপ সত্যযুগে পূর্ব্বোক্ত চতুষ্পাদবিশিষ্ট ধর্ম্ম পরিপূর্ণভাবে সর্ব্বথা প্রকাশিত হয়। ৪৮

যিনি পরব্রহ্ম পরমাত্মা, তিনিই বৃত্তার্থবাদ সত্যস্বরূপ রূপে বেদের সত্য অর্থেরই প্রতিপাদন হইয়াছে। এবং বিদ্বান্ পুরুষগণ ইঁহাকেই বেদের মুখ্য অর্থও মনে করেন। (যদি ইহাই হয়, তবে সেই সর্ব্বব্যাপী নিত্যসিদ্ধ পরমাত্মা সকলকে প্রাপ্ত হন নাই কেন? ইহার উত্তরে বলা যায়—) যেরূপ দৈবকৃত সম্পত্তিরূপে প্রাপ্ত মলিন সুবর্ণখণ্ড যতক্ষণ না তাহার মল দূর হয়, ততক্ষণ সে প্রজার অবস্থাই ধারণ করে এবং তাদৃশ সুবর্ণ-

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কলিযুগের

গুণৈঃ কর্ম্মাভিনির্বৃত্তিঃ প্রাপ্তানাং কর্ম্মণা। ৫০
আশীস্ত পুরুষং দৃষ্ট্বা বেদকালানুরূপিণী।
যুগে যুগে যথাকালমুষিভিঃ সমুদাহৃতা ॥ ৫১
ইহ ধর্ম্মার্থকামানাং বেদবাদাঃ প্রতিক্রিয়া।
আশিষশ্চ শুভাঃ পুণ্যাস্তথৈবাদ্যুগে যুগে ॥ ৫২
যথা যুগানাং পরিবর্ত্তনানি
চিরং প্রবৃত্তানি বিবিক্তভাবাৎ।
অথং ন সন্তিষ্ঠতি জীবলোকঃ
ক্ষয়োদয়াভ্যাং পরিবর্ত্তমানঃ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি কলিযুগবর্ণনে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

যত প্রাপ্ত হইয়াও মানুষ নিজেকে কৃতিত্ব বলিয়াই মনে করে, সেইরূপ অন্তঃকরণ মলিন থাকায় পরমাত্মা তাহাকে অজ্ঞাত রূপেই ধারণ করিয়া থাকেন যখন অন্তঃকরণ জ্ঞান-তপস্যাদির দ্বারা শুদ্ধ হয়, তখন তিনি তাঁর আত্মা হইতে অভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়া উঠেন এবং তাঁহার প্রাপ্তির ভ্রম দূর হইয়া যায়। ৪৯

তপ (বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম) দ্বারাই অভীষ্ট ফলসমূহের প্রতিপাদক, তপ দ্বারা অনাদি অর্থাৎ অনেক ফলের সাধক, এরূপই শাস্ত্রে নিশ্চয় করা হইয়াছে। তপসমূহ যেহ ইষ্টিপ্রাপ্তি) হইতে কর্ম্মের সিদ্ধি হয় এবং যথার্থ কর্ম্ম হইতে তপসমূহের (যেহ-ইষ্টিপ্রাপ্তির) প্রাপ্তি হয়। অতএব এই শরীর ও কর্ম্ম প্রভৃতির বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের জন্য পরমাত্মারই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য) ॥ ৫০

ভবিষ্যৎ পুরুষের যোগ্যতাকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক যুগে যথাসময়ে আশীর্বাদ (কর্ম্মফলের প্রাপ্তির) প্রতিপাদন করিয়াছেন; কারণ, ইহা দেশকালের সর্ব্বথা অনুসরণ করিয়া থাকে। ৫১

এই মর্ত্যলোকে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামসম্বন্ধী ফল, যেরূপ বাক্যের ফল, শুভ ও পুণ্য আশীর্বাদসমূহ এবং আয়ু প্রত্যেক যুগে মনুষ্য-স্বভাবের প্রকৃত ভাবতত্ত্ব অনুসারেই হইয়া থাকে। ৫২

যেরূপ বিধাতা কর্ত্তৃক নিয়ত ভাবে অনুসারে চিরকাল হইতে যুগসকলের পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে, সেইরূপ এই জীবসমূহ হ্রাস ও বৃদ্ধির সহিত নিয়তের পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কখনও ক্ষণকালের জন্যও স্থির হইয়া বিদ্যমান নাই ॥ ৫৩

বর্ণনবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্যাসাদীনাং গমনম্, জনমেজয়স্যাশ্বমেধ-যজ্ঞে ইন্দ্রস্য বিঘ্নসৃষ্টিঃ, জনমেজয়েনেন্দ্রায়াভিপালনম্, ব্রাহ্মণানাং নির্বাসনম্, স্বপত্নীং প্রতি তর্কসনা, বিদ্বাবসুনা জনমেজয়ায় প্রবোধনঞ্চ।]

সূত উবাচ।

ইত্যেবমাত্মসম্ভূতো রাজ্ঞাং জনমেজয়ম্।
অতীতানাগতং বাক্যমুবাচ পরিষদ্ গতম্ ॥ ১

অমৃতস্যেব সংঘাতঃ প্রভা চন্দ্রমসো যথা।
অতঃপরন্তু তচ্ছ্রোত্রং মহর্ষেরাত্মযোনেঃ রসঃ ॥ ২

ধর্ম্যকামার্থসংযুক্তং করুণং বীররঞ্জনম্।
রমণীয়ং তদাখ্যানং কৃৎস্নং পরিষদা শ্রুতম্ ॥ ৩

কেচিদগ্র্যমি মুমুচুঃ শ্রুত্বা সদ্যস্তথাপরে।
ইতিহাসং তমুষিণা পাণাবিব নিদর্শিতম্ ॥ ৪

সমস্তান্ সোঽভ্যনুজ্ঞায় কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
পুনর্জগ্রাম ইত্যুক্ত্বা জগাম ভগবানৃষিঃ ॥ ৫

অনুজগ্মুস্তদা সর্বে প্রয়ান্তমৃষিসত্তমম্
লোকে প্রবৃত্তাং শ্রেষ্ঠঃ যে বিশিষ্টাস্তপোধনাঃ ॥ ৬

পঞ্চম অধ্যায়।

[ব্যাসাদির গমন, জনমেজয়ের অশ্বমেধ-যজ্ঞে ইন্দ্রের বিঘ্ন সৃষ্টি, জনমেজয় কর্তৃক ইন্দ্রকে অভিশাপদান, ব্রাহ্মণগণের নির্ব্বাসন এবং নিজ পত্নীকে তর্কনা ও বিদ্বাবসু কর্তৃক জনমেজয়কে প্রবোধ দান।]

সূত বলিলেন,—শৌনক! এইরূপে রাজা জনমেজয়কে আত্মাসম্ভবকারী মহর্ষি বেদব্যাসের এই ভূত ও ভবিষ্যদ্দর্শী রাজা রাজসভায় অবস্থিত সকল সদস্যই শ্রবণ করিলেন। ১

মহর্ষি ব্যাসদেবের এই বাক্যের রস যেন অমৃতের প্রভা ছিল, চন্দ্রের প্রভার ন্যায় আহ্লাদকারক ছিল। ইহা সকলেরই কর্ণকে তৃপ্ত করিয়াছিল। ২

ধর্ম্য, কাম ও অর্থসংযুক্ত, করুণাপূর্ণ এবং বীরোচিত উৎসাহ-বর্দ্ধনকারী এই সম্পূর্ণ রমণীয় উপাখ্যান সেস্থানে সমস্ত সদস্যগণ শ্রবণ করিলেন। ৩

তখন কিছু মানুষ অঙ্গ প্রবাহিত করিতে লাগিলেন, অত বহু মানুষ ইহা শ্রবণ করত ধ্যানমগ্ন হইয়া গেলেন। মহর্ষি ব্যাসদেব এই ইতিহাসকে হস্তে রাখিয়াই যেন সকলকে বর্ণন করাইলেন। ৪

তারপর এই মহর্ষি ভগবান ব্যাসদেব সদস্যগণের অনুমতি লইয়া তাঁহাদের সকলকে প্রদক্ষিণ করত 'আমরা পুনরায় মিলিত হইব' এই কথা বলিয়া সেস্থান হইতে গমন করিলেন। ৫

যাতে ভগবতি ব্যাসে তদা ব্রহ্মর্ষিভিঃ সহ।
অথিতঃ পার্থিবশ্চৈব প্রতিজগ্রাহ তদ্বচঃ ॥ ৭

পরমান্নং সুঘোরান্নং কৃতান্নং বৈতসাতনাৎ।
জগাম রোষমুৎসৃজ্য রাজা বিধমিবোরগঃ ॥ ৮

হোত্রাগ্নিশীলশিরসং পরিত্রাণ্ চ তক্ষকম্
আস্তীকোঽথাস্ত্রনপঃ জগাম স মহামুনিঃ ॥ ৯

রাজাপি ভ্রাতৃনিপুত্রঃ জগাম স্বজনাবৃতঃ।
অথশাসচ্চ মুদিতস্তদা প্রমুদিতাঃ প্রজাঃ ॥ ১০

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য স রাজা জনমেজয়ঃ।
দীক্ষিতো বাজিমেধেন বিধিবৎ ভূরিদক্ষিণঃ ॥ ১১

সংজ্ঞপ্তমধ্বা তত্রাস্য দেবো কাশ্যপপুষ্টিমা
সংবিবেশোপগম্যাথ বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ১২

সেই সময় সেস্থানে যে সব শ্রেষ্ঠ তপোধন মুনি ছিলেন, তাঁহারা সকলে ভগবতে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মণদের মধ্যে মুখ্য মুনিবর ব্যাসদেবকে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। ৬

ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত ভগবান ব্যাসদেব চলিয়া যাইলে পর সেই সময় যে সব অতিথিগণ ও রাজারা ছিলেন, তাঁহারাও যেরূপে আসিয়াছিলেন সেইরূপে ফিরিয়া যাইলেন। ৭

অত্যন্ত তরান্বিত সদস্যদের অত্যন্তর প্রতিরোধ শ্রবণ করত রাজা জনমেজয় বিষ তাপকারী সর্পের ন্যায় রোষ পরিত্যাগ করত সেস্থান হইতে নিজ নগরে গমন করিলেন। ৮

হোমের অগ্নিতে ইঁহার তক্ষক প্রদীপ্ত হইয়াছিল, সেই তক্ষকের প্রাণ রক্ষা করিয়া মহামুনি আস্তীকও নিজ আশ্রমে গমন করিলেন। ৯

রাজা জনমেজয়ও বন্ধুগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সেস্থান হইতে হস্তিনাপুরে গমন করিলেন এবং সানন্দে অবস্থান করত সদা আনন্দিত প্রজাগণের শাসন ও সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন। ১০

কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর যজ্ঞে প্রভূত দক্ষিণাদান-কারী রাজা জনমেজয় বিধি অনুসারে অশ্বমেধ-যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ১১

সেই যজ্ঞে যে অশ্বকে নিহত করা হইয়াছিল, তাহার নিকট যাইয়া কাশ্যিপজকদ্রু মহারাণী বপুষ্টমা শাস্ত্রীয় বিধিঅনুসারে শয়ন করিলেন। ১২

তাং তু সর্ব্বানবদ্যাঙ্গীং চকমে বাসবস্তদা
সংজ্ঞেয়মস্বমাবিশ্ত তয়া মিশ্রীবভূব সঃ। ১৩
তস্মিন্ বিকারে জনিতে বিদিত্বা তত্ত্বতস্তু তৎ।
অসংজ্ঞয়োঽয়মস্ত্বেতি ঋষেস্তোজগৃহুমব্রবীৎ। ১৪
অথার্ষ্টিষেণসম্পন্নস্তদিন্দ্রস্য বিচেষ্টিতম্
ক্ষত্রবান্ধব রাজর্ষেঃ শশাপ স পুরন্দরম্। ১৫

জনমেজয় উবাচ

যস্যন্তি মে যজ্ঞফলং তপো বা রক্ষতঃ প্রজাঃ।
ফলেনানেন সর্ব্বেণ ত্বমীশ ভ্রষ্টতামিয়ম্। ১৬
অন্তঃপ্রবৃত্তি বেবেদ্যমভিত্তেভিঃস্থিরমস্থিরম্।
ক্ষত্রিয়া বাজিমেধেন ন যক্ষান্তীতি শৌনক। ১৭
ঋত্বিজস্তাব্রবীৎ ক্রুদ্ধঃ স রাজা জনমেজয়ঃ
দৌর্ব্বল্যাৎ ভবতামেতদ্ বলস্থ ইতি ক্রুটুঃ। ১৮
বিবরে মে ন বস্তব্যং গচ্ছধ্বং সহ বান্ধবৈঃ।
ইত্যুক্তাস্তত্যজুর্বিপ্রাস্তে নৃপং ভ্রাতরস্ত্যজ। ১৯

জমর্ষাদ্বদ্ধমাসঞ্চ পত্নীশালাগতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
রাজা পরমধর্ম্মজ্ঞস্তামসেধী জনমেজয়ঃ। ২০
জসতীঃ বসুষ্টমামেতাঃ নির্যাতয়ত মে পুরাৎ।
বরা মে চরণৌ মূর্দ্ধি পাতিতৌ রেণুগুণ্ঠিতৌ। ২১
শৌণ্ডীর্য্যাৎ মেঽবরা ভ্রাতঃ যশো মানঞ্চ দুষিতঃ।
ন চৈনাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি পরিক্লিষ্টামিব প্রজম্। ২২
ন খাদ্য সোঽশ্নাতি নরঃ সুখং স্বপিতি বা গৃহে।
অন্যান্তে যঃ প্রিয়াং তার্য্যাং পরেণ মৃদিতামিব।
পুনর্নৈবোপভুঞ্জন্তি শ্বাবলীঢ়ং হবির্যথা। ২৩
এবমুক্তৈঃ প্রভাষন্তঃ ক্রুদ্ধাঃ পারীক্ষিতং নৃপম্।
গন্ধর্ব্বরাজঃ প্রোবাচ বিশ্বাবসুরিদং বচঃ। ২৪

বিশ্বাবসুরুবাচ

ত্রিষপ্তশতযজ্ঞানাং বাসবস্তুং ন মুষ্যতে।
অপরাত্তেন পত্নী তে বিহিংসেঃ বসুষ্টমা। ২৫

সেই সময় এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীকে দেবরাজ ইন্দ্র লাভ করিতে অভিলাষী হইলেন। তিনি সেই নিজের অঙ্গে আবিষ্ট হইয়া রাণী বসুষ্টমার সহিত সংযুক্ত হইয়া যাইলেন। ১৩

সেই অঙ্গে বিকার উৎপন্ন হইলে পর যথার্থরূপে সেই বিষয় জানিয়া রাজা জনমেজয় অঙ্গর্ষিকে বলিলেন—অহো! তোমার আশ্রম ধন্যক দেখ, তোমার এই অঙ্গ এখনও বিনষ্ট হয় নাই। ১৪

অঙ্গর্ষী বিশেষ জ্ঞানী ছিলেন, তিনি রাজর্ষি জনমেজয়কে ইন্দ্রের অংকালীন কুচেষ্টার কথা বলিলেন। তখন রাজা ইন্দ্রকে শাপ দিতে দিতে বলিলেন। ১৫

জনমেজয় বলিলেন,—যদি আমার কিছু যজ্ঞফল থাকে অথবা প্রজাগণকে রক্ষা করিয়া আমার কিছু তপোবল সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে সেই সবের ফলে আমার কথিত বাক্য সত্য হউক। আমি সেই কথা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। ১৬

'আজ হইতে ক্ষত্রিয়গণ এই অভিতেজিস্বী ও চঞ্চল দেবরাজ ইন্দ্রকে অশ্বমেধ-যজ্ঞের দ্বারা, যজন করিবেন না'। শৌনক! এইজন্যই তিনি ইন্দ্রকে শাপদান করিলেন। ১৭

জনমেজয় ক্রুদ্ধ রাজা জনমেজয় ঋত্বিগ্‌গণকে বলিলেন,—ইহা আপনাদেরই দুর্বলতা, যাহার জন্য আমার এই যজ্ঞ বিঘ্ন হইল। ১৮

এখন আপনারা আমার এই রাজ্যে আর বাস করিবেন না, আপনারা নিজ নিজ বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত চলিয়া যান। এই কথা বলিলে পর সেই ঋত্বিগ্‌গণ কুপিত হইলেন এবং রাজাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন। ১৯

যদিও এই রাজা জনমেজয় অতিশয় ধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন, তথাপি তিনি জমর্ষে বশীভূত হইয়া বসুষ্টমার ভর্তা পরীক্ষিতের অবর্তমান স্ত্রীবিষয়ে এই আদেশ করিলেন। ২০

এই বসুষ্টমা অসতী (কুলটা), ইহাকে আমার গৃহ হইতে বহিষ্কার করিয়া দাও। সে এই কুকৃত্যের দ্বারা আমার মস্তকে নিজের ধূলিধূসরিত দুই চরণ পাতিত করিয়াছে। ২১

এই পাপিনী আমার মস্তক নষ্ট করিয়া দিয়াছে, আমার যশ ও মানকে দূষিত করিয়াছে; অত্যন্ত ম্লান পুষ্পমালার ন্যায় অপবিত্র এই নারীকে আর এখন দেখিতেও ইচ্ছা করি না। ২২

যে ব্যক্তি পরপুরুষের দ্বারা ধর্ষিতা নিজের প্রিয়া পত্নীর সহিত বাস করে, সেই ব্যক্তি না স্বাধিষ্ট অন্ন খাইতে পারে এবং না একাকে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে। তাহার উচিত হইল যে, কুকুরের দ্বারা লীঢ় (চাটা) হবিষ্যের ন্যায় পরপুরুষের সম্বাধনে কলঙ্কিত সেই ভার্য্যাকে কখনও আর উপভোগ না করা। ২৩

এইরূপ ক্রোধ সংকারে উচ্চৈঃস্বরে বাক্যভাষী রাজা জনমেজয়কে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু এই কথা বলিলেন। ২৪

বিশ্বাবসু বলিলেন,—রাজন্! আপনি তিন শত করিয়াছেন, সেইজন্য ইন্দ্র আপনার এই ইষ্টকর্ম নষ্ট করিতে

রম্ভানামাপ্সরা দেবী কাশিরাজসুতা সতী।
সৈষা যোষিদ্বরা রাজন্ রম্ভত্বাদুদ্ভবোত্তমা। ১৮
যজ্ঞে বিবরমাসাদ্য বিঘ্নমিন্দ্রেণ তে কৃতম্।
যজ্ঞা ত্বসি কুরুশ্রেষ্ঠ সমুদ্ভা বাসবোপমঃ। ১৯
বিতত্যাভিচবাদ্ধক্তস্তব ক্রুদ্ধৈনৃপ
তস্মাদাবর্ত্তিতশ্চৈব ক্রুদ্ধবিঘ্নেণ তে বিভো। ২৮
মাদ্রৈষা বাসবেনেহ প্রযুক্তা বিঘ্নমিচ্ছতা
ক্রতোর্বিবরমাসাদ্য সংজ্ঞপ্তঃ পশুর্ন বাজিনম্। ২৯
রক্তমিশ্রেণ রক্তায়াং মজ্জসে যা বপুষ্টমাম্
অথ তে গুরুঃ শপ্তাস্ত্রিয়জ্ঞশতযাজিনঃ। ৩০
ভ্রংশিতশ্চক্র বিপ্রাণ্ড বলাদিন্দ্রসমাদ্রি
তস্তস্যৈব মুহূর্ত্তার্ধং ত্রিয়জ্ঞশতযাজিনঃ। ৩১
বিতেতি হি সদা ক্রতো ব্রাহ্মণেভ্যোঽপি বাসবঃ
একেন বৈ তত্তস্তস্য ভীর্ণঃ ক্রতেন মায়য়া। ৩২
স এষ সুমহাংস্তেজা বিভির্ত্তিষ্ঠুঃ পুরন্দরঃ।
কথমন্যৈরনাচীর্ণং নন্থ তারানভিক্রমেৎ। ৩৩

বিশ্বাবসুরুবাচ

যথৈব হি পরা বৃদ্ধিঃ পরো ধর্ম্মঃ পরো দমঃ।
যথৈব পরমৈশ্বর্য্যং কীর্ত্তিতঃ হরিবাহনে।
তথৈব ত্বয়ি দুর্দ্ধর্ষে ত্রিয়জ্ঞশতযাজিনি। ৩৪
মা বাজ্ঞবং মা চ গুরুমাজ্ঞানং বা বপুষ্টমাম্।
গচ্ছ দোষেণ কালো হি সর্ব্বথা দুরতিক্রমঃ। ৩৫
ঐশ্বর্য্যোপাত্তমাবিশ্য দেবেন্দ্রলক্ষ্মি রোহিতঃ
আত্মকুলোন দেবস্য বর্দ্ধিতব্যা সুখার্থিনা। ৩৬
দুস্তরং প্রতিকূলা হি প্রতিস্রোত ইবাম্ভসঃ।
স্ত্রীরত্নমুপভুঞ্জেমানপাপ্যা বিগতজ্বরঃ। ৩৭

পারেন নাই; সেইহেতু তিনি এক অপ্সরাকে আপনার এই পত্নী বপুষ্টমার রূপে পরিণত করিয়া দিয়াছিলেন। ২৫

যাঁহাকে আপনি কাশিরাজের কন্যা রাণী বপুষ্টমা বলিয়া মনে করেন, তিনি রম্ভানাম্নী অপ্সরা ছিলেন, রাজন্! অতএব নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই বপুষ্টমা রমণীয়া, আপনি ইহাকে উপভোগ করুন। ২৬

এই যজ্ঞে কোনও ছিদ্র পাইয়া ইন্দ্র আপনার বিঘ্নসৃষ্টি করিয়াছেন। কুরুশ্রেষ্ঠ! আপনি যজ্ঞকর্ত্তা এবং সমৃদ্ধিতে আপনি দেবরাজ ইন্দ্রের সমান। নৃপ! আপনার যজ্ঞফল-সমূহের দ্বারা ইন্দ্রের যাহাতে পরাভব না হয়, এই চিন্তা করিয়া তিনি আপনাকে ভয় করেন। প্রভো! সেইজন্য ইন্দ্র আপনার এই যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। ২৭-২৮

যজ্ঞে কোনও ত্রুটি অথবা ছিদ্র পাওয়ায় বিঘ্নসৃষ্টি করিতে ইন্দ্রই এই মায়ার প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি অন্যকে নিহত দেখিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করত রক্তার সহিত রমণ করিয়াছেন, যাহাকে আপনি বপুষ্টমা বলিয়া মনে করেন। ২৯;

অন্যদিকে আপনি এই গুরুতনয়দিগকে শাপদান করিয়াছেন, যাঁহারা আপনাকে তিন শত যজ্ঞ করাইয়াছেন। আপনি এবং আপনার এই ব্রাহ্মণগণ এখানে ইন্দ্রের সমান বল হইতে ভ্রংশিত হইয়াছেন। ৩০;

আপনি তিন শত যজ্ঞকারী অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ বীর ছিলেন, সেইজন্য ইন্দ্র আপনার নিকট হইতে ও সেই ব্রাহ্মণগণ হইতেও সদা ভীত হইতেন; অতএব তিনি একাকীই মায়ার প্রয়োগ দ্বারা সেই উভয় প্রকার ভয় হইতেই উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। ৩১-৩২

বিভুত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক সেই মহাতেজস্বী ইন্দ্র (যাহা অন্যে কখনও করে নাই, এরূপ পাপকর্ম্ম কিভাবে করিতে পারেন? নিজের নক্তন্ত্র ইন্দ্রের পুত্র অর্জুন, অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু, অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ এবং পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, সেইজন্য ইন্দ্রের নক্ত হইলেন জনমেজয়।) পত্নীর উপর বলাৎকার করা (উহাও মায়ার দ্বারা ইন্দ্রের দ্বারা) কিভাবে সম্ভব হইতে পারে? ৩৩

হরিবাহন ইন্দ্রে যেরূপ উত্তম বুদ্ধি, উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়-সংযম ও পরম ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়া বর্ণিত হয়, সেইরূপ তিন শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী দুর্দ্ধর্ষ বীর আপনার মধ্যেও তদসমস্তই রহিয়াছে। ৩৪

অতএব আপনি ইন্দ্রে, গুরু ও পুরোহিতে, নিজের মধ্যে ও রাণী বপুষ্টমাতে দোষদৃষ্টি করিবেন না; কারণ, কাল সর্ব্বথা দুর্লঙ্ঘ্য। ৩৫

দেবেন্দ্র নিজের ঐশ্বর্য্য-শক্তিতে সদ্যে প্রবেশ করত আপনার হৃদয়ে রোষ উৎপন্ন করিয়া দিয়াছেন, অতএব সুখার্থী মানুষের সদা দেবতার অনুকূল আচরণ করা কর্ত্তব্য। ৩৬

যেরূপ জলের প্রবাহের প্রতিকূলে সন্তরণ করা কঠিন হয়, সেইরূপ প্রতিকূল দেবতা হইতে উত্তীর্ণ পাওয়া অতিশয় কঠিন। আপনার পত্নী বপুষ্টমা নিষ্পাপ ও রমণীগণের মধ্যে রত্নস্বরূপ, অতএব আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া ইঁহাকে উপভোগ করুন। ৩৭

অপাপাস্তাজ্যমানা বৈ তাজেয়ুরপি যোষিতঃ
অহষ্টাস্তু স্ত্রিয়ো রাজন্ দিব্যাস্তু সবিশেষতঃ। ৫৮
তাসাং প্রভা শিখা বহ্নের্বেদী যজ্ঞে তথাহুতিঃ।
পরাবৃষ্টাপ্যসংস্কা নোপদুষ্যন্তি যোষিতঃ। ৫৯

রাজন্! যদি নিরপরাধ স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করা হয়, তবে তাঁহারাও নিষ্পাপ পতিদিগকে পরিত্যাগ করিতে থাকিবেন। স্ত্রীগণ প্রায়শঃ অল্প দোষদুষ্ট হন, ইঁহারা বিশেষতঃ দিব্যভাব-সম্পন্না হইয়া থাকেন। ৫৮

যেরূপ সূর্যের প্রভা, অগ্নির শিখা, যজ্ঞের বেদী ও হোমের আহুতি অন্যের স্পর্শে দূষিত হয় না, সেইরূপ স্ত্রীগণও যদি

গ্রাম্যা লালপিতব্যাশ্চ পূজ্যাশ্চ সততং বুধৈঃ
শীলবত্যো নমস্কার্য্যাঃ পূজ্যাঃ শ্রিয় ইব স্ত্রিয়ঃ। ৪০
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বিদ্যাবসুবাক্যো পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। ৫ ॥

পরপুরুষে অনাসক্তা হন, ঐরূপস্থিলে মনঃপূর্ব্বক কৃত স্পর্শে তাঁহারা কলঙ্কিত হন না। ৫৯

শীলবতী স্ত্রীগণ বিদ্বান্ পুরুষদিগের পক্ষেও লক্ষ্মীর সমান গ্রাহ্য, লালন-পালনযোগ্য, সতত আদরণীয়, নমস্কার ও পূজনীয় হন। ৬০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বিদ্যাবসু-বাক্যবিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[সন্তোষঃ প্রাপ্নুবতো জনমেজয়স্য রাজ্যশাসনম্, অস্য গ্রন্থস্য পাঠ-শ্রবণয়োর্মাহাত্ম্যকথনঞ্চ]

সৌতিরুবাচ

এবং স বিদ্যাবসুনানুনীতঃ
প্রসাদমাগম্য বপুষ্টমায়াঃ।
চকার মিথ্যা বাহিণিকিতাত্মা
শাস্তিঃ পরাং মানবধর্ম্মহৃষ্টাম্। ১

শ্রমমভিবিনির্ব্বর্ত্য মানসং স
সমর্চ্চিতস্যজনমেজয়ো যশঃ স্বম্
বিষয়মনুশশাস ধর্ম্মবুদ্ধি-
র্মুদিতমনা রমনে বপুষ্টমাং তাম্। ২

ন হি বিরমতি বিপ্রপূজনা-
দ্ব চ বিনিবর্ত্ততি যজ্ঞদানশীলাৎ

ন বিষয়পরিরক্ষণাচ্চতোঽস্য
দ্ব চ পরিগর্হতি তাং বপুষ্টমাঞ্চ। ৩

বিধিবিহিতমখক্রিয়মনুষ্ঠা হি কর্ত্তুং
মুনিষু চিরচিন্তয়া পুরাব্রবীৎ সঃ।
ইতি স নৃপতিরাত্মবংশতন্ত্রং
তদনু বিচিন্ত্য বভূব বীতমন্যুঃ। ৪

ইহ মহাকাব্যমুদারধর্ম্মবন্ধুঃ
পঠতি শৃণোতি পূজ্যতামো ভবেন্নরঃ।
প্রকৃষ্টমায়ুঃ সমবাপ্য দুর্লভং
লভেচ্চ সর্ব্বফলঞ্চ কেশবম্। ৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

[সন্তুষ্ট হইয়া জনমেজয়ের রাজ্যশাসন এবং এই গ্রন্থের পাঠ ও শ্রবণের মহিমা কথন।]

সৌতি বলিলেন,—অকাতরে যাঁহার মনে সন্তোষ উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই রাজা জনমেজয়কে যখন বিদ্যাবসু অনুনয় পূর্ব্বক বুঝাইলেন, তখন তিনি রাণী বপুষ্টমার উপর প্রসন্ন হইলেন এবং তিনি মানব ধর্ম্মের আচরণে হৃষ্ট-পুষ্ট পরম শান্ত ভাব ধারণ করিলেন। ১

এই রাজা জনমেজয় মানসিক শ্রম দূর করিয়া নিজের গুরু উত্তম যশ অভিলাষ করত ধর্ম্মবুদ্ধিতে রাজ্যশাসন এবং প্রসন্নচিত্ত হইয়া বপুষ্টমার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ২

ব্রাহ্মণদিগের পূজা ও দানশীল হইতে কখনও বিরত হইতেন না, যজ্ঞ ও দানশীল হইতে কখনও নিবৃত্ত হইতেন না, রাজ্যরক্ষারূপ কর্ম্ম হইতে চ্যুত হইতেন না এবং নিজের পত্নী বপুষ্টমার কখনও নিন্দা করিতেন না। ৩

'বিধাতার বিধানকে অতিক্রম করা সর্ব্বথা অসঙ্গত' এই কথা অতিচিরন্তন তপস্বী মহর্ষি ব্যাসদেব যে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাঁহার সেই কথার উপর মনস্বী নরপতি বারংবার স্থির করিতে লাগিলেন, ইহাতে তাঁহার রোষ ও দ্বেষ চলিয়া যাইল। ৪

মহাত্মা মহর্ষি ব্যাসদেবের এই মহাকাব্য পাঠকারী মানুষ মনুষ্যগণের মধ্যে পরম পূজনীয় হইয়া যান। তিনি অত্যুত্তম দুর্লভ আয়ু প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞতারূপ ফল এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন। ৫

শতক্রতোঃ কলুষবিপ্রমোক্ষণং
পঠন্তিমং মুচ্যতি কলুষাদ্নরঃ।
তথৈব কামান্ বিবিধান্ সমশ্নুতে
শ্রবাপ্তকামশ্চ চিরায় নন্দতি ॥ ৬

যথা হি পুষ্পপ্রভবং ফলং দ্রুমাঃ
ফলাৎ প্রজায়ন্তি পুনশ্চ পাদপাঃ।
তথা মহর্ষিপ্রভবা ইমাঃ গিরঃ
প্রবর্দ্ধয়ন্তে তমৃষিং প্রবর্দ্ধিতাঃ ॥ ৭

পুত্রানপুত্রো লভতে সুবর্চসঃ
শ্রুতঃ পুনর্বিন্দতি চাক্ষুষঃ স্থিতিম্।
ব্যাধির্ন চাপ্নোতি চিরং স বন্ধনং
ক্রিয়াঞ্চ পুণ্যাং লভতে গুণান্বিতঃ ॥ ৮

পতিমভিলভতে চ সৎসু কন্যা
শ্রবণমুপেত্য শুভা মুনেস্তু বাচঃ
জনয়তি চ সুতান্ গুণৈরুপেতান্
রিপুজনমর্দনযোধাংশ্চিরজীবিনশ্চ ॥ ৯

বিভয়ন্তি দুষ্টাংশ্চ সাজ্ঞপ্তয়ি-
র্ধনমতুলং লভতে বিষক্ষয়ে।
বিপুলমণি ধনং লভেচ্ছ বৈশ্যঃ
সুগতিমিহাপ্নুয়াচ্ছ শূদ্রজাতিঃ ॥১০

পুরাণমেতচ্চরিতং মহাত্মনা-
মধীত্য বুদ্ধিং লভতে চ নৈষ্ঠিকীম্।
বিহায় দুঃখানি বিমুক্তসঙ্গঃ
স বীতরাগো বিচরেচ্চ বসুন্ধরাম্ ॥ ১১

ইত্যেতদাখ্যানমৃষেরুদারং বৈ
প্রতিস্মরন্ত্যো দ্বিজমণ্ডলেষু
স্ত্রৈর্যোগৈ র্যৈর্যোগ পুনঃ সুবস্ত্রঃ
সুখং ভবন্তো ঽনুচরন্ত লোকম্ ॥ ১২

ইতি চরিতমিদং মহাত্মনা-
মৃষিকৃতসূতবীর্যকীর্তনাম্
কথিতমিহ হি সমাসবিস্তরৈঃ
কিমপরমিচ্ছসি কিং ব্রবীমি তে ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি ভবিষ্যানুগ্রহপ্রকাশো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রের পাপমোচনকারী এই কথা পাঠ করিয়া মানুষ তাহার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান এবং নানাপ্রকার মনোবাঞ্ছিত কামনাসমূহ উপলোগ করেন ও আপ্তকাম হইয়া চিরকাল আনন্দময় থাকেন। ৬

যেরূপ বর্দ্ধিত বৃক্ষসকল বিভেদের পুষ্পসমূহ হইতে ফল উৎপন্ন করে এবং সেই ফল হইতে পুনরায় বৃক্ষ উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ মহর্ষি ব্যাসদেব হইতে উদ্ভূত তাঁহার এই বাণী বক্তাগণের দ্বারা বর্দ্ধিত—নানাভাবে ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত হইলে পর সেই মহর্ষির মহত্ত্ব বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। ৭

এই গ্রন্থের পাঠ অথবা শ্রবণকারী গুণবান্ পুরুষ যদি পুত্রহীন হন, তবে তিনি পরম তেজস্বী পুত্র লাভ করেন, তিনি যদি ধন, ধর্ম্ম ও মন্ত্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও তিনি পুনরায় সেই পূর্ব্বস্থিতি প্রাপ্ত হন, তাঁহার কোনও রোগ হইবে না, তিনি চিরকাল বন্ধনে থাকিবেন না এবং পুণ্য কর্ম্মের ফল লাভ করিবেন। ৮

মহর্ষি ব্যাসদেবের এই মঙ্গলময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া কুমারী কন্যা শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের মধ্যে কাঁহাকেও অভীষ্ট পতিরূপে লাভ করেন এবং তিনি উত্তম গুণসম্পন্ন, শত্রুমর্দ্দনকারী ও পরাক্রমে

মুনোক্তিত অনেক পুত্রের জন্মদান করেন। ৯

ক্ষত্রিয়-কৃতি অবলম্বনকারী মানুষ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে ও শ্রবণ করিলে পৃথিবীকে জয় করিতে পারিবেন, অতুল ধন-সম্পদ লাভ করিবেন এবং শত্রুদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন। বৈশ্য প্রভূত ধনলাভ করিবেন এবং শূদ্রজাতি মানুষ ইহার শ্রবণে উত্তম গতি প্রাপ্ত হইবেন। ১০

মহাত্মা পুরুষগণের চরিতপূর্ণ এই পুরাণ অধ্যয়ন করিয়া মানুষ নৈষ্ঠিকী বুদ্ধি লাভ করেন এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া তিনি আসক্তিশূন্য ও বীতরাগ হইয়া ভূমণ্ডলে বিচরণ করেন। ১১

আমার দ্বারা কথিত এই আখ্যান ব্রাহ্মণগণের সমাজে চিন্তন ও প্রবচন করিতে করিতে আপনারা দ্বিজত্ব ও বীরত্ব পূর্ব্বক ইহাকে বারংবার স্মরণ করিতে করিতে সংসারে সুখ পূর্ব্বক বিচরণ করুন। ১২

অদ্ভুত বল-পরাক্রমশালী মহাত্মাগণের এই চরিত, যাহা মহর্ষি ব্যাসদেব প্রথমাবধি রচনা করিয়াছেন, আমি সংক্ষেপ ও বিস্তারের সহিত বলিলাম। শৌনক! এখন আপনি আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? আমি আপনাকে কি বলিব? ১৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে ভবিষ্যান্ত্র-গ্রন্থের অর্থপ্রকাশ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[পুষ্কর-প্রাদুর্ভাববিষয়ে জনমেজয়ের প্রশ্নঃ, বৈশম্পায়নকর্তৃক উত্তরদান, ভগবতো নারায়ণস্য মহিমপ্রতিপাদন।]

জনমেজয় উবাচ

প্রভাবঃ পদ্মনাভস্য শ্রুতঃ সাগরসঙ্গমে।
পুষ্করে বৈ যথোদ্ভূতা দেবাঃ সর্ষিগণাঃ পুরা ॥ ১
এতদধ্যাত্মং নিখিলং যোগঃ যোগবিদাম্পতে।
শ্রুতস্তস্য মে কীর্তিঃ ন তৃপ্তিরভিজায়তে ॥ ২
কিয়ন্তং চৈব কালং বৈ স্থিতা পুরুষোত্তমঃ।
কিমর্থঞ্চ তথা খেতে কল্প কালস্য সম্ভবঃ ॥ ৩
কিয়তা চৈব কালেন প্রবুধ্যতি সুরারিপঃ
কথমুত্থায় ভগবানসৃজন্নিখিলং জগৎ ॥ ৪
কে প্রজাপতয়স্তত্র আসন পূর্বং মহামুনে।
কথং নির্মিতবাংশ্চৈব চিত্রং লোকং সনাতনঃ ॥ ৫
কথমেকার্ণবে ঘোরে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে
নষ্টে দেবাসুরগণে প্রণষ্টোরগরাক্ষসে ॥ ৬

নষ্টানলানিলে লোকে নষ্টাকাশমহীতলে।
কেবলং গহনীভূতে মহাভূতবিপর্যয়ে ॥ ৭
প্রভুর্যথাভূতপতির্মহাত্মেতো মহাকৃতিঃ।
আস্তে সুরগুরুস্তেষাং বিধিমাদায় কং মুনে ॥ ৮
তন্মে ভৃগুপ্রধানস্য ব্রহ্মন্নেতদসংশয়ম্
বক্তুমর্হসি ধর্মিষ্ঠ যশো নারায়ণাত্মকম্ ॥ ৯
প্রাদুর্ভাবা পুরকৃতা হৃতঃ তবাং মহাত্মনঃ।
শ্রাদ্ধানামুপবিষ্টানাং ভগবন্ বক্তুমর্হসি ॥ ১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নারায়ণবশোজ্ঞানে যা তবেদ্ভবতঃ স্পৃহা।
তদ্বধানব পুত্রস্য কার্যাং কৃষ্ণকুলর্ষভ ॥ ১১
শৃণুষাদিপুরাণেভ্যো দেবতাভ্যো যথাশ্রুতি।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ বদতাং শ্রুতোঽস্মাভির্মহাত্মনাম্ ॥ ১২

সপ্তম অধ্যায়।

[পুষ্কর-প্রাদুর্ভাবের বিষয়ে জনমেজয়ের প্রশ্ন ও বৈশম্পায়নের উত্তরদান এবং ভগবান নারায়ণের মহিমা প্রতিপাদন।]

জনমেজয় বলিলেন,—যোগবিদ্‌গণের পতি বৈশম্পায়ন। আপনি সমুদ্রের তীরে শয়নকারী ভগবান পদ্মনাভের প্রভাব বর্ণনা করুন। এই সঙ্গে ইহাও বলুন যে, পুষ্করে—শ্রীভগবানের নাভিকমলে পূর্বে দেবগণ ও ঋষিগণের উদ্ভব কিভাবে হইয়াছিল? এই সম্পূর্ণ রহস্য আপনি ব্যাখ্যা করিয়া বলুন; কারণ, ভগবান শ্রীহরির কীর্তি শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না (উত্তরোত্তর শ্রবণের ইচ্ছা বর্ধিত হইতেছে)। ১-২

ভগবান পুরুষোত্তম কতকাল সময় পর্যন্ত এবং কি নিমিত্ত একার্ণব জলে শয়ন করেন ও তাঁহার উৎপত্তির কারণ কি? ৩

সুরেশ্বর বিষ্ণু কত কাল জাগরিত থাকেন এবং সেই যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া সেই ভগবান কিভাবে সম্পূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করেন? ৪

তাত! মহামুনে! পুরাকালে তাঁহারা প্রজাপতি ছিলেন এবং সনাতন শ্রীহরি এই বিচিত্র জগতের সৃষ্টি কিরূপে করিয়াছিলেন? ৫

মুনে! সেই প্রলয়ের একার্ণবে, যখন সমস্ত চরাচর প্রাণী নষ্ট হইয়া যায়, দেবতা ও অসুরগণও থাকেন না, নাগ ও রাক্ষস-সকলও কালকবলিত হয়, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও ভূতলেও কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, মহাভূতগণের মধ্যে মহাবিপর্যয় উপস্থিত হয় এবং জগৎ-সংসার এক গহন গুহার সমান প্রতীত হয়, তখন মহাভূতগণের অধিপতি, মহান কর্মকারী ও মহাদেবতা সুরগুরুদেবই ভগবান নারায়ণ কিরূপে ও কোন্ বিধি আশ্রয় করিয়া বিরাজমান থাকেন? ৬-৮

ব্রহ্মন্! ধর্মিষ্ঠ মহর্ষে! আমি শিষ্যরূপে আপনার শরণাগত হইয়াছি, আপনি আমার নিকট ভগবান নারায়ণের যশ এইরূপে বর্ণন করুন, যাহাতে আমার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। ৯

ভগবন্! আমরা প্রস্তাবকালে আপনার কথা শুনিবার জন্য উপবিষ্ট রহিয়াছি, আপনি আমাদের সম্মুখে মহাত্মা শ্রীহরির ভূত ও ভবিষ্যতের অবতারসকলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার সুযশ বর্ণন করুন। ১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নিষ্পাপ কুরুকুলশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! ভগবান নারায়ণের যশের জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার জন্য যে তোমার স্পৃহা উদিত হইয়াছে, ইহা তোমার কুলেরই অনুরূপ; এরূপ স্পৃহার উদয় হওয়া পুণ্য কর্মকারী কুল। ১১

আমরা পূর্বে পুরাতন দেবগণ ও প্রবচনকারী মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে শ্রুতি অনুসারে ভগবান পদ্মনাভের প্রভাবের বর্ণনা যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১২

যথা চ তপসা দৃষ্টো ভূতভব্যভবদ্ভাবিঃ
পারাশর্য্যস্ততঃ শ্রীমান্ গুরুর্মে পায়নোঽব্রবীৎ ॥ ১৩
তত্তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি যথাপ্রজ্ঞং যথাশ্রুতম্
ন বিজ্ঞাতুং মমা শক্যমবিমাত্রেণ ভারত ॥ ১৪
কঃ সমুৎসহতে জ্ঞাতুং পরং নারায়ণাত্মকম্
বিধাস্যন্নোঽয়ং ব্রহ্মাদি ন বেদয়তি তত্ত্বতঃ ॥ ১৫
শ্রুতা মে বিশ্বদেবানাং যদ্বরস্তুং মহর্ষিণাম্
তদিদং সর্ব্বদেবানাং তত্ত্বতত্ত্ববরাদিনাম্ ॥ ১৬
তদধ্যাত্মবিদাং চিন্ত্যং কারণং চৈব কর্ম্মিণাম্
অবিদৈবক্ষ বদ্বেদ্যং তদ্বৈবমিতি সংজ্ঞিতম্ ॥ ১৭
বহুতত্ত্বমধিকৃত্য যৎ পরক্ষ মহর্ষিণাম্
যৎ সত্যং বেদদৃষ্টক যত্তৎ বেদবিদো বিদুঃ ॥ ১৮
যঃ কর্ত্তা কারকো বুদ্ধির্মনঃ ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ।
প্রধানং পুরুষঃ শাস্তা একস্তদভিধীয়তে ॥ ১৯
কালঃ কালা স্বপয়িতৃ ভ্রষ্টা স্বাধীন এব চ।
প্রাণঃ পঞ্চবিধৈশ্চৈব ধ্রুবমক্ষয় এব চ ॥ ২০
উচ্যতে বিবিধৈর্ভাবৈস্তদ্বৈতাদ্বৈতলক্ষণৈঃ
স এব ভগবান সর্ব্বং করোতি বিকরোতি চ ॥ ২১
যোঽস্মান্ কারয়তে কর্ম্ম তেনাস্ম ব্যাকুলীকৃতাঃ।
যজামহে তমেবেশং তমেবেচ্ছাম নির্বৃতাঃ ॥ ২২
যো বক্তা বক্ত্র বক্তব্যো বাক্যাঃ যদ্ভ্রাবী বঃ।
ইহং শৃণুতে যচ্ছ্রুত্বো সচ্চাস্তৎ পরিগৃহ্যতাম ॥ ২৩
যাঃ কথাশ্চৈব বর্ত্তন্তে শ্রুতয়ো বাথ গুহ্যকাঃ।
বিদ্যঃ বিদ্যপতির্দেবোঃ সর্ব্বাঃ নারায়ণাত্মকম্ ॥ ২৪
যৎ সত্যং যদ্ভূতমাদিমক্ষরং বৈ
যদ্ভূতং ভবতি নিত্যং যদ্ভবিষ্যম্।
যৎ কিঞ্চিচ্চরমচরাচরাত্রিলোকে
তৎসর্ব্বং পুরুষবরঃ প্রসূর্বরিষ্ঠঃ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি পুষ্করপ্রাদুর্ভাবে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

ভারত! যিনি যাঁর তপে বলে দর্শন করিয়াছেন, সেই বৃহস্পতিপুত্র তেজস্বী শ্রীমান্ গুরুদেব পরাশরনন্দন বৈশম্পায়ন ব্যাসদেব এবিষয়ে যেরূপ আমাকে উপদেশ করিয়াছেন এবং যেরূপ আমি শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই আমি নিজ বুদ্ধি অনুসারে বর্ণনা করিতেছি। কেবল আমি হওয়াতেই যে তাঁহার কথিত বিষয় তাঁহারই ন্যায় যথাযথভাবে বুঝিতে পারা আমার পক্ষেও সম্ভব হয় নাই। ১৩-১৪

যাঁহাকে ব্রহ্মাও যথাযথভাবে জানিতে পারেন না, সেই বিধাতা নারায়ণাত্মক পরম তত্ত্বকে অন্য কে জানিতে সমর্থ হইবে? ১৫

যাঁহাদের সৃষ্টিতে সব কিছুই নারায়ণ দেব এবং যাঁহারা তত্ত্ববিদ্ পরম তত্ত্বের প্রতিপাদনকারী, সেই বিশ্বেদেবগণ ও মহর্ষিদিগের নিকট হইতে আমি যে গোপনীয় রহস্য শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বাস্তবে এই নারায়ণেরই যশ। ১৬

এই নারায়ণ-তত্ত্বই অধ্যাত্মবিদ্ পুরুষদিগের চিন্তনীয় বস্তু, তাহাই কর্ম্মপরায়ণ পুরুষদিগের কারণ-তত্ত্ব, তাহাই অধিদৈব ও দৈব এবং তাহাকেই প্রাকৃত যা তাথা মাত্র বেদ্য হইয়াছে। ১৭

যাহা ভূত ও অধিভূত, যাহা মহর্ষিগণের পরম জ্ঞেয় বস্তু, যাহা সত্য ও যাহাকে বেদের দ্বারা বেদ্য বা জানা যায়, সেই পরমাত্ম-তত্ত্বকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই বেদবিদ্ ॥১৮

যিনি কর্ত্তা, কারক, বুদ্ধি, মন, ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রধান, পুরুষ ও শাস্তা, যিনি একাকীই এই সব শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হন, সেই একমাত্র পরমাত্মাই ভগবান্ নারায়ণ। ১৯

যিনি কাল হইয়া কালকেও নিদ্রিত করান অর্থাৎ কালেরও কাল তিনি, তিনি সকলের স্রষ্টা ও সর্ব্বাধীন স্বতন্ত্র, পঞ্চবিধ প্রাণও তিনিই, তিনি ধ্রুব চির সত্য এবং অক্ষয় ব্রহ্ম। ২০

অনন্য তাঁহার উপদেশের তত্ত্বের সাধক মহাপুরুষগণ বিবিধ ভাবে তাঁহার প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। সেই ভগবানই সকলকে সৃষ্টি করেন এবং সংহার করেন। ২১

যিনি আমাদের কর্ম্ম করান, তিনিই আমাদিগকে নানা বিধি-নিষেধের বন্ধনে বাঁধিয়া ব্যাকুল করিয়াছেন। আমরা সেই ঈশ্বরকেই যজ্ঞসমূহের দ্বারা যজন করি এবং শান্তভাবে তাঁহাকেই লাভ করিতে ইচ্ছা করি। ২২

যিনি বক্তা (বাণীর প্রবর্তক) যিনি বক্তব্য বিষয় এবং যিনি বক্তৃতার অভিমানকারী জীবাত্মা আমারও রূপে বিদ্যমান, তাঁহার স্বরূপ আমি তোমার সম্মুখে প্রতিপাদন করিতেছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর। যিনি মুখ্য জ্ঞেয় (মোক্ষ) এবং তোমরা যাঁহাকে ধর্ম্মীয় অঙ্গ জ্ঞেয় রূপে চর্চা কর, যে সমস্ত নানা কথা (আখ্যান) আছে ও যে সব গহন শ্রুতিসমূহ আছে, তৎসমস্তই ভগবান্ নারায়ণেরই স্বরূপ। এই বিশ্ব, এই বিশ্বের পালক এবং যেসকল সবই নারায়ণ-স্বরূপ। ২৩-২৪

যাহা সত্য, যাহা অসত্য, যাহা কারণ ও কার্য্য, যাহা ভূত, যাহা পরম্পরা পরম্পরের জনক বীজ-বৃক্ষাদি, যাহা ভবিষ্যৎ এবং তিন লোকে যাহা কিছু চর-অচর ও বৃহত্তম বস্তু আছে, তৎ সমস্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রবর ভগবান্ নারায়ণই। ২৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুষ্কর-প্রাদুর্ভাববিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

[সত্যযুগাদীনাং পরিমাণবর্ণনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

চত্বার্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাং তু কৃতং যুগম্ ।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা বিগুণা তনমেভয় ॥ ১
তস্য ধর্মশ্চতুষ্পাদো হ্যধর্মঃ পাদবিগ্রহঃ ।
ধর্মনিরতাঃ সত্ত্বা যজন্তে চৈব মানবাঃ ॥ ২
দ্বিজা ধর্মপরা বিপ্রা রাজন্যতো দ্বিজা নৃপাঃ ।
কৃষ্যাবণিতরো বন্যাঃ শূদ্রাঃ শুশ্রূষবস্তথা ॥ ৩
সর্বা মন্ত্যাঃ তপল্কৈব ধর্মস্কৈব বিবর্ধতে ।
সদ্ধিরাচরিতঃ যজ্ঞ ক্রিয়তে খ্যায়তে চ যৎ ॥ ৪
এতৎ কৃতযুগে বৃত্তং সর্বাবামেব ভারত
প্রাণিনাং ধর্মবৃত্তানামপি চেষ্টাচ্যবানিনাম্ ॥ ৫
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি ত্রেতাযুগমিহোচ্যতে
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা বিগুণা পরিকীর্তিতা ॥ ৬

ত্র্যাস্যধর্মঃ পাদাভ্যাং ত্রিভির্ধর্মো ব্যবস্থিতঃ ।
তত্র সত্যক্ সত্রক কৃতে সর্বঃ প্রবর্ততে ॥ ৭
ত্রেতায়াং বিকৃতিঃ যান্তি বর্ণা লোলোন সংযুতাঃ ।
চাতুর্বর্ণ্যস্য বৈকৃত্যাদ্ যান্তি দৌর্বল্যমাশ্রিতাঃ ॥ ৮
এষ ত্রেতাযুগবিধিবিহিতো দেবনির্মিতঃ ।
দ্বাপরস্যাপি বা চেষ্টা তামপি শ্রোতুমর্হসি ॥ ৯
দ্বাপরং যে সহস্রং তু বর্ষাণাং কুরুসত্তম
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা বিগুণা পরিকীর্তিতা ॥ ১০
তত্রাপ্যর্ধপরা বিপ্রা জ্ঞানিনো সত্যসংযুতাঃ ।
শঠা নৈষ্কৃতিকাঃ ক্ষুদ্রা জায়ন্তে কুরুসত্তম ॥ ১১
দ্বাভ্যাং ধর্মঃ স্থিতঃ পদ্ভ্যামর্ধস্ত্রিভিরুপস্থিতঃ ।
বিপর্যয়ং শনৈর্যান্তি কৃতে যুগ ধর্মস্তেতঃ ॥ ১২

অষ্টম অধ্যায়।

[সত্যযুগাদির পরিমাণ বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তনমেজয়! বিদ্বান্ পুরুষগণ সত্যযুগের আয়ুর পরিমাণ চারি হাজার দিব্য বর্ষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহার সন্ধ্যাংশ কাল হইল—ইহার বিগুণ শত বৎসর অর্থাৎ আট শত বৎসর। ১

এই সত্যযুগে ধর্ম নিজ চারি পদ (তপ, শৌচ, দান ও সত্য অথবা অহিংসা, তপ, দান ও সত্য) চরণের পূর্ণ থাকেন। অধর্মের সম্পর্ক সর্বত্র একই চরণে স্থিত থাকে। সেই সময় নিজ ধর্মে উৎসর্গ সাধু পুরুষগণ প্রায়শঃ যজ্ঞসমূহের দ্বারা ভগবানের যজন করেন। ২

ব্রাহ্মণগণ ধর্মপালনে তৎপর থাকেন, ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তিতে অবস্থিত থাকেন, বৈশ্যগণ কৃষি-কর্মে নিরত থাকেন এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সেবাকর্মে তৎপর থাকেন। ৩

এই যুগে সত্য, তপ ও ধর্মের সদাই বৃদ্ধি হইতে থাকে। সত্যপূতজন দ্বারা আচরণ করেন, তাহাই অন্যকে উপদেশ করিয়া থাকেন। ৪

ভারত! সত্যযুগে নষ্টচেতনা বা নীচকুলে উৎপন্ন হইলেও সমস্ত ধর্মবৃত্তি প্রাণিগণেরই এইরূপ আচরণই হয়। ৫

এ জগতে তিন হাজার দিব্য বর্ষপরিমাণ 'ত্রেতাযুগ' বলিয়া কথিত হয়। ইহার সন্ধ্যাকাল তাহা হইতে বিগুণ শত বৎসর অর্থাৎ ছয় শত বৎসর বলিয়া অভিহিত হয়। ৬

এই যুগে ধর্ম তিন পাদে এবং অধর্ম এক পাদে অবস্থিত থাকে। সত্যযুগে সত্য ও সত্রক্ষণ সব অবিকলরূপে বিদ্যমান থাকে। ৭

কিন্তু ত্রেতাযুগে লোলুপতা কর্মফলের স্পৃহায়) যুক্ত থাকায় সকল বর্ণই বিকার প্রাপ্ত হয় এবং চার বর্ণে বিকৃতি আসায় সকল লোক দুর্বল হইয়া যায়। ৮

ইহাই ত্রেতাযুগের স্থিতি কথিত হইয়াছে, যাহার নির্মাণ সাক্ষাৎ ভগবানই করিয়াছেন। এখন দ্বাপরের যে চেষ্টা, তাহাও তোমার শ্রবণ করা আবশ্যক। ৯

কুরুশ্রেষ্ঠ! দ্বাপর যুগ দুই হাজার দিব্য বর্ষে হইয়া থাকে এবং তাহার সন্ধ্যা চার শত বৎসর বলিয়া কথিত হয়। ১০

কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই যুগেও অর্ধপরায়ণ, জ্ঞানী, সত্যোচ্চারণে আসক্ত, শঠ, ক্ষুদ্রস্বভাবী ও ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণাদি উৎপন্ন হন। ১১

সেই সময় ধর্ম দুই পদে অবস্থান করে, কিন্তু অধর্ম তিন পদে অবস্থিত থাকিয়া ক্রমশঃ উত্থান প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে ধর্মের যে মর্যাদা স্থাপিত হইয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে এই যুগে বিপর্যস্ত হইয়া যায়। ১২

ব্রাহ্মণাভাবা নশ্যন্তি তথাস্তিক্যং বিনশ্যতে
ব্রতোপবাসাস্তাস্ত্যন্তে দ্বাপরে যুগপর্য্যয়ে ॥ ১৩
তথা বর্ষসহস্রে তু বর্ষাণাং যে শতে তথা।
সন্ধ্যয়া সহ সংখ্যাতং কৃতং কলিযুগং স্মৃতম্ ॥ ১৪
তত্রাধর্ম্মস্তুতুষ্পাদঃ শ্বাভর্ম্মঃ পাদবিগ্রহঃ।
কামনিষ্ঠস্তদা ধর্ম্মো জায়তে তত্র মানবঃ ॥ ১৫
নৈবোপবাসকৃৎ কশ্চিন্ন চ সাধুর্ন সত্যবাক্।
আস্তিকো ব্রহ্মবক্তা বা নরো ভবতি বৈ তদা ॥১৬
অহঙ্কারবৃতাস্তাস্ত প্রক্ষীণস্নেহবান্ধবাঃ
বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ শূদ্রাশ্চাচারলক্ষণাঃ ॥ ১৭
ধূমকাশ্চাগ্রমাণাশ্চ বর্ষাণাং চৈব সম্ভবাঃ।
অগম্যাশ্চাস্তিরস্তেষু বর্ত্তন্তেঽব্দাঃ কলৌ যুগে ॥ ১৮
এবং দ্বাদশসাহস্রং তদেকং যুগমুচ্যতে।
তদেকসপ্ততিগুণং মন্বন্তরমিহোচ্যতে ॥ ১৯

ত্রয্যাং চৈব ন সন্দেহো যুগান্তে সমুপস্থিতে।
দিব্যং দ্বাদশসাহস্রং যুগং তু কবয়ো বিদুঃ।
এতৎসহস্রপর্য্যন্তং তদহো ব্রাহ্মমুচ্যতে ॥ ২০
ততোঽহনি গতে তস্মিন্ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
শরীরনির্ব্বৃতির্দৃষ্টা লোকসংহারবুদ্ধিমান্ ॥ ২১
দেবতানাঞ্চ সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণানাং মহীপতে।
দৈত্যানাং মানবানাঞ্চ যক্ষ-গন্ধর্ব-রক্ষসাম্ ॥ ২২
দেবর্ষীণাং ব্রহ্মর্ষীণাং তথা রাজর্ষিণামপি।
কিন্নরাণামপ্সরসাং ভূতজ্ঞানাং তথৈব চ ॥ ২৩
পর্ব্বতানাং নদীনাঞ্চ পশূনাং চৈব ভারত।
তির্য্যগ্যোনিগতানাঞ্চ সত্ত্বানাং মৃগপক্ষিণাম্ ॥ ২৪
মহাভূতপতির্দেবঃ পঞ্চভূতানি ভূতকৃৎ।
জগৎসংহরণার্থায় কুরুতে বৈশসং মহৎ ॥ ২৫

ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্ম নষ্ট হইয়া যায়, আস্তিকতা ক্ষীণ হইয়া যায়, দ্বাপর-যুগের অন্তে কলি-ধর্ম্মের সম্মিলন হওয়ায় মনুষ্যগণ ব্রত ও উপবাস পরিত্যাগ করিবে। ১৩

কৃত কলিযুগ নিজের ১৪ শত বর্ষের সন্ধ্যার সহিত এক হাজার দিব্য বর্ষপরিমাণ বলিয়া কথিত হয়। ১৪

এই কলিযুগে অধর্ম্ম নিজের চার পদে অবস্থিত থাকে এবং ধর্ম্ম এক পদে অবস্থান করে। এই যুগের মানুষ প্রায়শঃ কাম-পরায়ণ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়। ১৫

কলিকালে প্রায় কোনও মানুষ উপবাসকারী, সাধু, সত্য-বাদী, আস্তিক ও ব্রহ্মজ্ঞ বেদ উপদেশকারী হইবে না। ১৬

কলিযুগের ব্রাহ্মণেরা অহঙ্কারের বশীভূত ও স্নেহবন্ধনমুক্ত হইয়া, শূদ্রতুল্য আচারপরায়ণ হইবেন এবং শূদ্রগণ সদাচার পালন করিবেন। ১৭

প্রায় সকল মানুষই আশ্রমসমূহকে কলঙ্কিত করিবে, বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া অবশ্য। স্ত্রীগণের সহিত ভ্রমণ করিবে, কলিযুগে প্রায় সকল মানুষেরই এরূপ আচরণ হইবে। ১৮

এইরূপ বার হাজার দিব্য বর্ষে এক চতুর্যুগ কথিত হয়। এরূপভাবে এইরূপ একাত্তর চতুর্যুগে এক 'মন্বন্তর' হয় বলিয়া অভিহিত হয়। (এই একাত্তর চতুর্যুগের পর এক মনু নষ্ট হইয়া যান।) ১৯

অনন্তরের। যুগান্তে প্রলয় কালে সমস্ত চরাচর জগৎ নষ্ট হইয়া যায়,—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তিন বেদেও ইহার বর্ণনা পাওয়া যায়। জ্ঞানী পুরুষগণ বার হাজার দিব্য বর্ষে এক চতুর্যুগ হয় বলিয়া মনে করেন। এই চতুর্যুগের যখন এক সহস্র বার আবৃত্তি হইয়া যায়, তখন তাহাকে ব্রহ্মার এক দিন বলা হয়। ২০

তৃপাল! তদনন্তর ব্রহ্মার সেই দিন অতিবাহিত হইলে পর সমস্ত দেহধারীদিগের শারীরিক সুখে আসক্তি দেখিয়া সংহার-কুশল ভগবান সমস্ত দেবতা, ব্রাহ্মণ, দৈত্য, মনুষ্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, কিন্নর, অপ্সরা, সর্প, পর্ব্বত, নদী, পশু, তির্য্যক্-যোনিজাত প্রাণী, মৃগ ও পক্ষিসমেতও সর্ব্বাত্মক সংহার করেন। মহাভূতগণের পতি ও ভূতস্রষ্টা এই ভগবান্ সম্পূর্ণ ভূত ও জগৎকে সংহার করিবার জন্যই তাহাদের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ২১-২৫

নিজের দিনের (এক সহস্র চতুর্যুগের) শেষে রুদ্ররূপ ভগবান্ ব্রহ্মা সূর্য্য হইয়া সমস্ত লোকগুলিকে নেত্র (দর্শন শক্তি) হরণ করিয়া থাকেন, বায়ু হইয়া সমস্ত প্রাণিবর্গের প্রাণ অপহরণ করেন, অগ্নি হইয়া সমস্ত লোকসমূহ দগ্ধ করেন এবং

ভূত্বা সূর্য্যশ্চকুথী চাদধানো
ভূত্বা বায়ুঃ সংহরন্ প্রাণিজাতম্।
ভূত্বা বহ্নির্দহতে সর্ব্বলোকা-
ন্মেঘো ভূত্বা ভূয় এবাভ্যবর্ষৎ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশে খিলভাগে ভবিষ্যপর্ব্বণি পুষ্করপ্রাদুর্ভাবে কৃতাদিযুগপরিমানবর্ণনে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

যেন হইয়া পুনরায় প্রবল বর্ষণ করিতে থাকেন (যাহাতে সব কিছুই একার্ণবে নিমগ্ন হইয়া যায়।) ॥ ২৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুষ্করপ্রাদুর্ভাব-প্রসঙ্গে সত্যযুগাদির পরিমানবর্ণনবিষয়ক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রলয়ান্তে পরমেকার্ণব-জলে ভগবান্ নারায়ণের শয়ন]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ভূত্বা নারায়ণো যোগী সপ্তমূর্ত্তিবিভাবসুঃ।
গভস্তিভিঃ প্রদীপ্তাভিঃ সংশোষয়তি সাগরান্ ॥ ১
পীত্বার্ণবাংশ্চ সর্ব্বান্ স নদীঃ কূপাংশ্চ সর্ব্বশঃ।
পর্ব্বতানাংশ্চ সলিলং সর্ব্বং পীত্বা চ রশ্মিভিঃ ॥ ২
ত্রিভা সহস্রশৈলেন মহীং নৌত্বা রসাতলম্।
রসাতলজলং কৃৎস্নং পিবতে রসমুত্তমম্ ॥ ৩
অপ্সু সৃজন্ ক্লেদমন্ত্রুদাভি প্রাণিনাং ধ্রুবম্।
তৎসর্ব্বময়বিশ্বাংশ্চ আদত্তে পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪
বায়ুশ্চ বলবান্ ভূত্বা স বিধূয়াখিলং জগৎ।

প্রাণোদয়ঃ সুবাংশ্চ বায়ুনা কুরুতে হরিঃ
ততো দেহগণানাংশ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্ ॥ ৫
যে চেন্দ্রিয়গণাঃ সর্ব্বে যে চান্যে চ যতোদ্ভবাঃ।
পুনঃ প্রাণঃ শরীরঞ্চ পৃথিব্যামাশ্রিতা গুণাঃ ॥ ৬
জিহ্বা রসশ্চ ক্লেদশ্চ সংশ্রিতাঃ সলিলে গুণাঃ
রূপং চক্ষুর্বিপাংশ্চ জ্যোতিষ্যেবাশ্রিতা গুণাঃ ॥ ৭
স্পর্শঃ প্রাণশ্চ চেষ্টা চ পবনং সংশ্রিতা গুণাঃ।
পরমেষ্ঠিনং বরেণ্যাংশ্চ ভুবীকেশং সমাশ্রিতাঃ ॥৮
সত্তো ভগবতা তত্র রশ্মিভিঃ পরিবারিতাঃ
বায়ুনা কৃত্স্নমাংশ্চ রূপাণ্যোজসমাশ্রয়ং ॥ ৯

নবম অধ্যায়

[প্রলয়ের পর একার্ণব-জলে ভগবান্ নারায়ণের শয়ন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যোগেশ্বর ভগবান্ নারায়ণ সাত মূর্ত্তি (শিখা-বিশিষ্ট অগ্নিদেবের রূপ ধারণ করত নিজের প্রজ্বলিত কিরণসমূহের দ্বারা সমস্ত সাগরের জল শোষণ করিয়া থাকেন। ১

সমস্ত সমুদ্র, নদী, কূপ ও পর্ব্বতসকলের সম্পূর্ণ জল তীব্র কিরণসমূহের দ্বারা পান করত পৃথিবীকে সহস্র খণ্ড করিয়া তাহাকে রসাতলে লইয়া গমন করত রসাতলেরও উত্তম রস পান করেন। ২-৩

জলে ক্লেদ সৃষ্টি করিতে করিতে তিনি প্রাণিবর্গকে নিশ্চিত রূপে অন্ত দ্বারা ভিন্ন প্রদান করেন, তৎসমস্ত প্রলয়কালে সেই কমলনয়ন পুরুষোত্তম তাঁহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৪

এই শ্রীহরি বলবান্ বায়ু হইয়া সম্পূর্ণ জগৎকে কম্পিত করিতে করিতে সেই বায়ুর দ্বারাই দেহগণের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেন। ৫

তদনন্তর দেবগণের ও সমস্ত দেহধারীদিগের যে সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ এবং যে সব অন্য বিষয় আছে, তাহাদের যেস্থান হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার সেই সব কারণ-তত্ত্বে লীন হইয়া যায়। পরে, প্রাণেন্দ্রিয় ও শরীর—এই তিনটী গুণ পৃথিবীর আশ্রিত। ৬

জিহ্বা, রস ও ক্লেদ—এই তিনটি জলের আশ্রিত গুণ। রূপ, নেত্র ও পাক—এই তিনটি অগ্নির আশ্রিত গুণ। ৭

স্পর্শ, প্রাণ ও চেষ্টা—এই তিনটি বায়ুর আশ্রিত গুণ (এবং শব্দ, শ্রবণেন্দ্রিয় ও আকাশ—এই তিনটি শব্দের আশ্রিত গুণ।) এ সমস্তই পরমেষ্ঠী এবং বরণীয় ভগবান্ হৃষীকেশকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত থাকে। ৮

ভাস্করূপ ভগবানের কিরণরাশি তাঁহারই কিরণসমূহে আবেষ্টিত হইয়া সেই দেবগণ, ইন্দ্রিয় সমূহাদি বায়ুর দ্বারা আকর্ষিত হইতে থাকিয়া পরস্পরের আশ্রিত গুণের পরস্পর সম্মেলনে প্রবৃত্ত হয়। ৯

তেষাং সঙ্কর্ষজোদ্ভূতঃ পাবকঃ শতহা জ্বলন্
অনন্তরিবিলাল্লোকাংস্ত্রীন্ সংবর্তকোঽনলঃ ॥ ১০

সপর্বতান্তরুন্ কৃৎস্নান্ তাবন্মাত্রাণি চ
বিমানানি চ দিব্যানি পুরাণি বিবিধানি চ ॥ ১১

আব্রহ্মস্থাংশ্চ তথা পুণ্যান্ দিব্যান্যায়তনানি চ
যানি চান্যানি তানি সর্বাণি সোঽদহৎ ॥ ১২

ভস্মীভূতাংস্ততঃ সর্বাল্লোকাল্লোকগুরুর্হরিঃ।
ভূত্বা নির্মাপয়ামাস জলমুক্তেন কর্ম্মণা ॥ ১৩

সহস্রদৃঙ্ মহাতেজা ভূত্বা কৃত্তো নভোঘনঃ।
দিব্যাভোরেন হবিষা তর্পয়ামাস মেদিনীম্ ॥ ১৪

ততঃ ক্ষীরনিকাশেন স্বাদুনা পরমাম্ভসা।
শিবেন পুণ্যেন মহী নির্মলসমম্বয় পরম ॥ ১৫

তে নদ্যা জলসংভগ্না পয়সা সর্বতোধারা:
একার্ণবজলা কৃত্বা সর্বমদ্যবিবর্জিতা: ॥ ১৬

মহাভূতান্যপি চ তা প্রবিষ্টান্যমিতৌজসম্।
নষ্টাকপবনাকাশে সূক্ষ্মে জনবিবর্জিতে ॥ ১৭

সংশোষয়িত্বা পীত্বা চ বসন্তোকঃ সনাতনঃ
পৌরাণঃ রূপমাস্থায় কিমপাম্ভিতবুদ্ধিমান্ ॥ ১৮

একার্ণবজলে স্থাসীদ্ যোগী যোগসমাগতঃ।
অযুতানাং সহস্রাণি গতাস্তেকার্ণবেঽহসি ॥ ১৯

ন চৈনং কশ্চিদব্যক্তং বেদিতুমর্হতি ॥ ১৯

জনমেজয় উবাচ।

একার্ণববিধিঃ কোঽয়ং যস্ত্বৈব পরিকীর্তিতঃ
ক এষ পুরুষো নাম কিং যোগঃ কস্ত যোগবান্ ॥ ২০

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতাবদ্ভবতশ্চো কালমেকার্ণবিধিং প্রতি।
করিষ্যতীমং ভগবানিতি কশ্চিন্ন বুধ্যতে ॥ ২১

ন বৈ মাতা ন চ স্রষ্টা ন স্রষ্টাতা নৈব পার্থগঃ।
ন স্বাবজ্ঞাহতে কশ্চিদ্যতে তং দেবমীশ্বরম্ ॥ ২২

তাহাদের সম্বর্ষণ হইতে অগ্নি শত শত স্থানে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং মহাভূতের সংবর্তক অগ্নিরূপে উদ্ভাসিত হইতে থাকে। এই সংবর্তক অগ্নি তখন সম্পূর্ণ লোকসমূহকে প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মীভূত করে। ১০

সেই সংবর্তক অগ্নি পর্বত, বৃক্ষ, ওষধি লতা, বল্লী, তৃণ বিবা বিমান, নানাপ্রকার নগর, পুণ্য আশ্রম, দিব্য লোকায়তনসমূহ মন্দির ও অন্য যে সমস্ত আশ্রয় গ্রহণযোগ্য স্থান আছে—সেই সমস্তই দগ্ধ করে। ১১-১২

তাহার পর জগদ্গুরু শ্রীহরি ভস্মীভূত সেই সমস্ত লোক-সমূহকে পুনরায় জলের সাহায্যকারী উপায়ে নির্মাণিত করেন। ১৩

সহস্র নেত্রবিশিষ্ট সেই মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ মহামেঘ-রূপ ধারণ করত জলরূপী হবিষের দ্বারা পৃথিবীকে তৃপ্ত করেন। ১৪

বৃহজ্জলা স্বাদিষ্ট, উত্তম কল্যাণকারী ও পবিত্র সেই জলের দ্বারা এই প্রজ্বলিতা পৃথিবী পূর্ণরূপে শান্ত হইয়া যায়। ১৫

সেই পর্বত ও বৃক্ষাদি জলে আপ্লাবিত হইয়া সর্বদিকে কেবল জলই ধারণ করিয়া থাকে এবং একার্ণব জলে বিলীন হইয়া সর্বপ্রকার প্রাণিশূন্য হইয়া যায়। ১৬

পঞ্চ মহাভূতও সেই অমিততেজস্বী ভগবান্ বিষ্ণুতে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। তখন সূর্য, বায়ু ও আকাশেরও সূক্ষ্ম পরমাণু-রূপে লয় হইয়া যায়, জীব-জন্তুগণের সর্বথা অভাব হইয়া যায়, তখন সেই একার্ণব অমিত বৃদ্ধিমান্ সনাতন পুরুষ শ্রীহরি নিজের কোনও এক অনির্বচনীয় পুরাতন রূপের আশ্রয় লইয়া প্রথমে জলকে শোষণ ও পান করত সেই দিব্য একার্ণবের জলে নিবাস করিতে থাকেন। ১৭-১৮

সেই যোগী শ্রীহরি যোগের আশ্রয় লইয়া একার্ণবের জলে অবস্থান করেন। সেখানে অবস্থান করিতে করিতে তাঁহার সহস্র অযুতবর্ষ অতীত হইয়া যায়। এই অবাক্ত পরমেশ্বরকে কেহই ব্যক্তরূপে জানিতে সমর্থ হয় না। ১৯

জনমেজয় বলিলেন,—যাহার এস্থানে বর্ণনা করিলেন, সেই একার্ণবের বিধি (অর্থাৎ বিধি) কি? অর্থাৎ ভগবান্ এইভাবে কতকাল নিবাস করেন? কে এই পুরুষ? তাঁহার যোগের স্বরূপ কি? এবং যোগবান্ (যোগেশ্বর) কে? ২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই ভগবান্ এতকাল পর্যন্ত একার্ণব বিধি পালন করিবেন অর্থাৎ এতকাল পর্যন্ত একার্ণব-জলে অবস্থান করিবেন, ইহা কেহই জানেন না। ২১

(এই পুরুষ অনির্বচনীয়। সুতরাং) না তিনি প্রভাতা, না স্রষ্টা, না জ্ঞাতা ও না তটস্থ, পরন্তু তিনি এ সব হইতেই বিলক্ষণ। ইঁহাকে সেই পরমেশ্বরের যাতীত অন্য কেহই জানিতে সমর্থ হন না। সেইজন্য তাঁহার যোগও অনির্বচনীয়। ২২

নষ্টঃ ক্ষিতং পবনমথ প্রকাশয়ন
প্রজাপতিঃ ভুবনচয়ঃ পুরেশ্বরম্।
পিতামহঃ শ্রুতিনিলয়ঃ মহামুনিঃ
শশাস তু শরণমরোচয়ৎ প্রভুঃ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি পুরুরপ্রাদুর্ভাবে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

যিনি আকাশ, পৃথিবী ও বায়ুকে প্রকাশিত করিতে করিতে সমস্ত ভুবনময়ে বিচরণকারী, সুরেশ্বর, প্রজাপতি ও বেদনিধি মহামুনি পিতামহ ব্রহ্মাকেও জ্ঞানের উপদেশ করেন, তিনিই সকলের উৎপত্তির কারণভূত ভগবান্ (যোগেশ্বর), তিনিই একার্ণব-জলে শয়ন করা ভালবাসেন ॥ ২৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুরুরপ্রাদুর্ভাববিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

[একার্ণবে ভগবতঃ, মার্কণ্ডেয়স্য চ সংশেষবর্ণনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমেকার্ণবীভূতে শ্লোকে মহাত্মাতি:
প্রচ্ছান্ত সলিলা সর্ব্বাঃ হরিনারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ১
নহুতো বজ্রসো মধ্যে মহার্ণবমস্ত বৈ
বিরজস্কো মহাবাহুরুরুঃ ব্রহ্ম যঃ বিদুঃ ॥ ২
আত্মরূপপ্রকাশনে তপসা সংবৃতঃ প্রভুঃ।
ত্রিকমাত্মায় কালং তু ততঃ সুষাপ সোঽব্যয়ঃ ॥ ৩
পুরুষো যজ্ঞ ইত্যেবং যৎপরং পরিকীর্ত্তিতম্
যজ্ঞাক্ষুপ্ত পুরুষাখ্যাঃ স্যাৎ সর্ব্বং তৎ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪
যে চ যজ্ঞপরা বিপ্রা ঋষিণা ইতি সংজ্ঞিতাঃ

আত্মদেহাৎ পুরা সৃষ্টা যজ্ঞেভ্যঃ শ্রুয়তাং তথা ॥ ৫
ব্রহ্মাণা পরমং বক্ত্রাদ্দণ্ডাত্মাত্মক সামগম্।
হোতারমথ চাধ্বর্য্যুং বাহুভ্যামসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ৬
ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণশ্চাজ্ঞ সপ্রস্তারক সর্ব্বশঃ।
তস্মিন্নঃ বরুণং সৃষ্ট্বা প্রতিষ্ঠাত্তারমেব চ ॥ ৭
উদরাৎ প্রতিহর্ত্তারং পোতারঞ্চৈব ভারত।
অচ্ছাবাকং মনোস্তাত্যাং নেষ্টারঞ্চৈব ভারত ॥ ৮
পাণিভ্যামথ চাগ্নীধ্রং শুভ্রস্থানক যজ্ঞিয়ম্
প্রাবাণমথ বাহুভ্যাং দুদ্রুতারক যজ্ঞিয়ম্ ॥ ৯

দশম অধ্যায়।

[একার্ণবে ভগবান ও মার্কণ্ডেয়ের সংবাদ বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! আত্মস্বরূপকে প্রকাশিতকারী, জগৎসম্পন্ন, সর্ব্বসমর্থ, অক্ষয়ক্ষরহিত, মহাতেজস্বী, মহাবাহু ও অবিনাশী ভগবান্ নারায়ণ শ্রীহরি এইভাবে সম্পূর্ণ জগৎ একার্ণবময় হইয়া যাইলে পর সম্পূর্ণ জগতে আচ্ছাদিত করিয়া উহাতে শয়ন করেন। তিনিই সেই ভগবান্, যাঁহাকে বিদ্বান্ পুরুষগণ অবিনাশী ব্রহ্মের রূপে জানেন। তিনি ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান—এই তিন কালের আত্মরূপ লইয়া সেখানে শয়ন করিয়া থাকেন ॥ ১-৩

যে পরম তত্ত্বকে যজ্ঞপুরুষ নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং পুরুষ নামে প্রসিদ্ধ আছে যে সমস্ত বস্তু আছে, তাহারাই পুরুষোত্তম শ্রীহরি ॥ ৪

যজ্ঞপরায়ণ যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ঋষিরূপে কথিত হন, তাঁহারা পূর্ব্বকালে পরমাত্মা শ্রীহরির শ্রীবিগ্রহ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। সেই সময় তিনি কিভাবে ইঁহাদের উৎপন্ন করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৫

সেই ভগবান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম ও সামগানকারী উদ্গাতাকে নিজের মুখ হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন এবং হোতা ও অধ্বর্য্যুকে নিজের দুই বাহু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৬

ব্রহ্মযোনি বরাহরূপী নারায়ণিক ব্রাহ্মণ তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি প্রস্তোতা ও ব্রহ্মাবরুণ নামক প্রশাস্তার সৃষ্টি করিয়া প্রতিপ্রস্থাতাকে সৃজন করেন ॥ ৭

ভারত! সেই ভগবান্ যাঁর উদর হইতে প্রতিহর্ত্তা ও পোতার সৃষ্টি করিয়াছেন। ভরতবংশধর! তিনি মন ও উরু হইতে অচ্ছাবাক্ এবং নেষ্টাকে উৎপন্ন করিয়াছেন ॥ ৮

তিনি দুই হস্ত হইতে আগ্নীধ্র ও যজ্ঞসম্বন্ধী শুভ্রস্থানকে উৎপন্ন করিয়াছেন। দুই বাহু হইতে গ্রাবোদ্গাতা এবং যজ্ঞসম্বন্ধী উন্নেতাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৯

এবমেবৈষ ভগবান্ সোঽনীশস্তান্ জগৎপতিঃ।
প্রবক্ষ্যন্ সর্ব্বযজ্ঞানাম্ঋিত্বোঽসৃজত্তত্তমান্ ॥ ১০
তস্যেষ বৈ বেদময়ঃ পুরুষো যজ্ঞসম্মিতঃ।
বেদাশ্চ তস্যাঃ সর্ব্বে সাঙ্গোপনিষদক্রিয়াঃ ॥ ১১
ঋষিভ্যোঽর্থবৈ চৈব যথাবচ্চ্যবনাদৃতে তথা
শ্রুয়তে তদ্ যথাবৃত্তং মার্কণ্ডেয়ো বনদ্রুমে ॥ ১২
জীর্ণো ভগবতস্তস্য কৃষ্ণাবেব মহামুনিঃ।
বহুবর্ষসহস্রায়ুস্তস্যৈব বরতেজসা ॥ ১৩
ইতি তীর্থপ্রসঙ্গেন পৃথিবীতীর্থগোচরঃ।
আশ্রমানপি পুণ্যাংশ্চ তীর্থান্যায়তনানি চ ॥ ১৪
দেশান্ রাষ্ট্রাণি চিত্রাণি পুরাণি বিবিধানি চ।
জপহোমরতঃ ক্ষান্তস্তপো ঘোরং সমাশ্রিতঃ ॥ ১৫
মার্কণ্ডেয়স্তত্তস্তত্র শনৈর্বক্ত্রাদ্ বিনিঃসৃতঃ।
নিষ্ক্রামন্তং ন চাত্মানং জনীতে বেদমাতরম্ ॥ ১৬
নিষ্ক্রান্তস্তস্য বদনাদেকার্ণবমথো গতঃ
সর্ব্বতত্ত্বময়াজ্ঞানঃ মার্কণ্ডেয়ো নিরীক্ষতে ॥ ১৭
তস্যোৎপন্নঃ ভয়ঃ তীব্রঃ সংশয়শ্চাত্মজীবিতে।
বেদদর্শনসম্ভ্রান্তো বিস্ময়ঃ চাসমং পরম্ ॥ ১৮
সঞ্চিন্তয়তি মধ্যাহ্নো মার্কণ্ডেয়োঽভিশঙ্কিতঃ।
কিং বিদ্ধ্যবেদিয়ঃ চিন্তা মোহঃ স্বপ্নোঽথবা মৃষা ॥ ১৯
ব্যক্তমন্যতমো ভাবো হ্যেতেষাং ভবিতা মম
ন হীদৃশমসংক্লিষ্টমমুক্তং সম্ভবেদিতি ॥ ২০
নষ্টচন্দ্রার্কপবনে হ্রদপর্ব্বতভূতলে
কতমঃ স্যাদয়ং লোক ইতি চিন্তাব্যবস্থিতঃ ॥ ২১
অপশ্যচ্চাপি পুরুষং মহান্তং পর্ব্বতোপমম্।
তোয়াচ্চাম্বি ভীমূতং মধ্যে মগ্নং মহার্ণবে ॥ ২২

এইভাবে সেই জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীহরি সম্পূর্ণ যজ্ঞকর্ম-সমূহের উপদেশকারী বেদ তন উত্তম অগ্নিকে সৃষ্টি করেন। ১০

সেইহেতু তিনিই বেদময় ও যজ্ঞসম্মিত পুরুষ। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয় অঙ্গ, উপনিষদসমূহ এবং কর্মকাণ্ডসহ সম্পূর্ণ বেদও তাঁহারই স্বরূপ। ১১

যখন তিনি একার্ণব-জলে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময় যে আশ্চর্য্যজনক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা মুনিবর মার্কণ্ডেয় যথাযথভাবে অনুভব করিয়াছিলেন—এরূপ কথা শুনা যায়। ১২

মহামুনি মার্কণ্ডেয় সেই ভগবান্ শ্রীহরির উদরেই মৃত্যুর হইতে মুক্ত হইয়া বিরাজিলেন। সেই শ্রীভগবানেরই উত্তম তেজে মার্কণ্ডেয়ের অনেক সহস্র বৎসর আয়ু লাভ হইয়াছিল। ১৩

এইভাবে তিনি তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ভগবানের উদরেই ভূমণ্ডলের তীর্থসমূহে বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি সেখানে পবিত্র আশ্রম, তীর্থ, দেবালয়, দেশ, বিভিন্ন রাষ্ট্র ও নানাপ্রকার নগরসমূহ দর্শন করেন। তাহার পর তিনি ঘোর তপশ্চর্যার আশ্রয় লইয়া জপ এবং হোমে নিরত থাকিয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া যান। ১৪-১৬

ইহার পর একদিন মার্কণ্ডেয় ধীরে ধীরে ভগবানের মুখ বিবর বাহির হইয়া আসেন। দেবমাতার গোপিত হইয়া তিনি নিজের এই নির্গমন জানিতে পারেন নাই। ১৬

ভগবানের মুখ হইতে নির্গত হইয়া মার্কণ্ডেয় একার্ণবের জলে আসিয়া পড়িলেন। তখন তিনি নিজেকে নিয়ে সর্ব্বদিকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখিলেন। ১৭

ইহাতে তাঁহার মনে তীব্র ভয় হইল এবং তাঁহার নিজের জীবনেরও সংশয় উপস্থিত হইল। কিন্তু এই সময়ে ভগবানের দর্শনে তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি তখন অতিশয় বিস্মিত হইয়া যাইলেন। ১৮

এই মার্কণ্ডেয় মুনি অত্যন্ত পণ্ডিত হইয়া মধ্যাহ্নের প্রায় এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন—আমার এই চিন্তা কি হইতে পারে? আমার মধ্যে কি মোহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে বা স্বপ্নের অনুভব হইতেছে? ১৯

নিশ্চয়ই আমার এই ভাব চিন্তা, মোহ ও স্বপ্নের মধ্যে যাহা কিছু এক হইবে; কারণ, এরূপ অসম্ভব ও অমুক্ত বিষয় কখনও সত্য হইতে পারে না। ২০

যেখানে চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু দেখা যায় না এবং পর্ব্বত ও ভূতল আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, এরূপ ইহা কোন্ লোক? এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে তিনি সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২১

সেখানে তিনি মহাসাগরের মধ্যে মগ্ন হইয়া শয়নকারী এক পর্ব্বতাকার পুরুষকেও দর্শন করিলেন, যিনি সজল জলধরের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিলেন। ২২

তপন্তমিব তেজোভির্ভাস্বন্তমিব বর্চসা।
জাগ্রন্তমিব মান্ধাত্র্যাদ্যাজ্ঞসন্তমিব পল্বলম্ ॥ ১৩
স বেদা প্রচুমাচাতি কো ওবানিতি বিস্ময়াৎ
তস্যৈব চ শনৈর্মূর্ত্যা মুনিঃ কুক্ষিঃ প্রবেশিতঃ ॥ ১৪
স প্রবিষ্টঃ পুনঃ কুক্ষৌ মার্কণ্ডেয়ঃ পুনিশ্চিতঃ।
তস্যৈব চরতস্তত্র বিজ্ঞানং স্বয়মর্দনম্ ॥ ১৫
স তস্যৈব বযাপূর্ণঃ পৃথিবীমটতে পুনঃ।
পুণ্যতীর্থানি পুতানি নিরৈক্ষদ্ধিবি ভূতলে ॥ ১৬
ক্রতুভির্বাজপেয়াদ্যৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ।
পজতে যেবকুক্ষিস্থান যজ্ঞিয়ান্ভতশো দ্বিজান ॥ ১৭
সবৃত্তমাশ্রিতাঃ সর্বে বর্ণা ব্রাহ্মণপূর্বকাঃ।
চত্বারস্চাশ্রমাঃ সম্যগ্ যথোদ্দিষ্টপদানুগাঃ ॥ ১৮
বর্ষাণাং শতমাত্রস্তু মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ।

বিচরন পৃথিবীঃ কৃৎস্নাঃ ন চ কুক্ষাবমৈক্ষত ॥ ১৯
ততঃ কদাচিদথ বৈ পুনর্ব্রহ্মাদ্ বিনিঃসৃতঃ।
সুপ্তাং স্তম্ভোদ্ধনাধারাং বালমেকং নিরীক্ষতে ॥ ৩০
যথা চৈকার্ণবজলে নীহারেণ বৃতাস্তরে।
অবাক্তভীষণে লোকে সর্বস্মিন্ভূতবিবর্জিতে ॥ ৩১
স তূতো বিস্ময়াবিষ্টঃ কৌতূহলসমন্বিতঃ।
বালমালিত্যসঙ্কাশং ন শক্নোত্যুপসর্পিতুম্ ॥ ৩২
সোঽচিন্তয়দথৈবান্তে স্থিত্বা সলিলসন্নিধৌ।
পূর্বদৃষ্টমিদং নেতি শঙ্কিতো দেবমায়য়া ॥ ৩৩
অম্ভাথে সলিলস্তস্মে মার্কণ্ডেয়ঃ প্রবন্ধুনিঃ
ন শান্তিং লভতে তত্র শ্রান্তঃ সন্তস্থিবাংস্তদা ॥ ৩৪
তস্যৈব ভগবান্ হংসো গতো যোগেন বালতাম্।
বভাষে মেঘতুলোন স্বরেণ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩৫

এই পুরুষ যাঁর ভেতে যেন স্থাপিত করিতেছিলেন, নিজ দীপ্তিতে যেন উদ্ভাসিত হইতেছিলেন, গম্ভীরতায় তিনি যেন ভাবান্বিত হইতেছিলেন এবং সর্পের ন্যায় শ্বাস গ্রহণ করিতেছিলেন ॥ ২৩

সেই মুনি তখন বিস্ময়বশতঃ যেই জিজ্ঞাসা করিবার জন্য শ্রীভগবানের নিকট আসিলেন যে আপনি কে ? সেই সময়েই পুনরায় তাঁহাকে ধীরে ধীরে ভগবানের উদরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন ॥ ২৪

তাঁহার উদরে পুনরায় প্রবেশ করিবার পর মার্কণ্ডেয় মুনির ভ্রম হইলেন। তিনি একার্ণবের সেই বটবৃক্ষকে বহু যত্ন ভাবিতে ভাবিতে পুনঃ চতুর্দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

তিনি পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং ভূতল ও স্বর্গের পুণ্য তীর্থসমূহ দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

তিনি শ্রীভগবানের উদরে অবস্থান করত যাজিক ব্রাহ্মণবর্গ এবং উত্তম দক্ষিণার সহিত সমাপনীয় যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠানে নিরত যজ্ঞবাবন্ধিকের দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের মনুষ্যগণ সদাচার পালন করিতেছিলেন। ব্রহ্মচর্য্যাদি চার আশ্রম উত্তম রীতিতে শাস্ত্রোক্ত মর্য্যাদার অনুসরণ করিতেছিল ॥ ২৮

মহামুনি মার্কণ্ডেয় এক শত বর্ষ পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি কোথাও শ্রীভগবানের উদরের অন্ত দেখিতে পাইলেন না ॥ ২৯

তদনন্তর কোনও একদিন তিনি পুনরায় শ্রীভগবানের মুখ দিয়া বহির্গত হইলেন। সেখানে অব্যক্ত, ভীষণ ও সর্ব্ব প্রাণিহীন জগতে, যে জগৎ তখন একার্ণব জলে পূর্ণ ছিল এবং যাহার মধ্যভাগ কুয়াসায় আচ্ছন্ন ছিল, সেই জগতে অক্ষয়বটের শাখায় এক বালককে নিদ্রিত অবস্থায় তিনি দর্শন করিলেন ॥ ৩০-৩১

তখন তিনি পুনরায় বিস্ময়াবিষ্ট ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াও সেই নবোদিত সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বালকের নিকট যাইতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৩২

তিনি জলের নিকট একাকী অবস্থান করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি পূর্ব্বে কখনও এরূপ আশ্চর্য্য বস্তু দেখি নাই। এই চিন্তা আসিতেই তিনি দেবমায়া দ্বারা ভীত হইয়া পড়িলেন ॥ ৩৩

অম্ভাথ ও মৃত্তির জলমুক্ত একার্ণবে সন্তরণ করিতে করিতে মার্কণ্ডেয় মুনি পরিশ্রমবশতঃ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, তিনি তখন কোনরূপেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না ॥ ৩৪

এই সময়েই যোগে বালকরূপধারী হংসস্বরূপ ভগবান্ পুরুষোত্তম মেঘসদৃশ গম্ভীর স্বরে বলিলেন ॥ ৩৫

শ্রীভগবানুবাচ।

মা ভৈর্বৎস ন তেঽত্রাস্মিন্বেত্যাদি চান্তিকম্।
মার্কণ্ডেয় মুনে ধীর বালত্বঃ শ্রমপীড়িতঃ ॥ ৩৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কো মাং নাম্না কীর্তয়তে তপঃ পরিতপন্তম।
বহুবর্ষসহস্রায়ুর্বরশ্চৈব মে বরঃ ॥ ৩৭
ন হ্যেষু সমুদাচারো দেবেষপি সমাহিতঃ
মাং ব্রহ্মাপি স বিশ্বেশো দীর্ঘায়ুরিতি ভাষতে ॥ ৩৮
কস্তপো ঘোরশিরসো মমান্ত ত্যক্তজীবিতঃ।
মার্কণ্ডেয়েতি মাং প্রোক্ত্বা মৃত্যুমীক্ষিতুমিচ্ছতি ॥ ৩৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমাভাষতে ক্রোধান্মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ
অথৈনং ভগবান্ ভূয়ো বভাষে তৎপরায়ণম্ ॥ ৪০

শ্রীভগবানুবাচ

অহং তে জনকো বৎস ত্বমাত্মৈকঃ সুপুত্রকঃ
আয়ুঃপ্রদাতা পৌরাণঃ কিমর্থং নোপসর্পতি ॥ ৪১
মাং পুত্রকামঃ প্রথমং পিতা তে ভক্তিতো মুনিঃ।
পূর্বমারাধয়ামাস তপস্তীব্রমুপাশ্রিতঃ।
ততস্তং ঘোরশিরসং দহনোপমতেজসম্।
দত্তবানহমুগ্রেষ্টং মহাবিষমিতায়ুষম্ ॥ ৪৩
তত্র নোৎসহতে চাত্মা যো ন ভূতো মমাত্মজঃ।
দ্রষ্টুমেকার্ণবস্তস্মাৎ ক্রীড়ন্তং যোগমব্যয়ম্ ॥ ৪৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ প্রসন্নবদনো বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ।
মূর্ধ্নি বদ্ধাঞ্জলিপুটো মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ ॥ ৪৫
নামগোত্রে ততঃ শ্রুত্বা দীর্ঘায়ুর্লক্ষণপূজিতঃ।
অথাকরোন্নমস্কারং প্রথমং শিরসা প্রভুম্ ॥ ৪৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইচ্ছেয়ং তনুতো মায়াদিমাং জ্ঞাতুং ভবানিব
যদেকার্ণব ধাস্তে লেখে ত্বং বালরূপধৃক্ ॥ ৪৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—বৎস! ভীত হইও না। তুমি করিবার আবশ্যকতা নাই; এস্থানে আমার নিকটে এস। ধীর মুনে মার্কণ্ডেয়! তুমি বালক, শৈশবজনিত শ্রমে পীড়িত হইতেছ ॥ ৩৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—আমার তপস্যা ও অনেক সহস্রবর্ষ আয়ুযুক্ত বরসকল বিস্তার করিতে করিতে কে আমার নাম করিয়া আহ্বান করিতেছেন? ৩৭

দেবগণের মধ্যেও এই আচার দৃষ্টিগোচর নাই; সাক্ষাৎ লোকনাথ ব্রহ্মাও আমাকে দীর্ঘায়ু বলেন। তিনি আমার নাম উল্লেখ করেন না।) ॥ ৩৮

কে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি ঘোরমস্তক আমার তপস্যাকে বিস্তার করিতে করিতে আমাকে মার্কণ্ডেয় বলিয়া নিজের মৃত্যু দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ৩৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যখন মহামুনি মার্কণ্ডেয় ক্রোধসহকারে এরূপ কথা বলিলেন, তখন শ্রীভগবান্ পুনরায় নিজের শরণাগত ভক্ত মহর্ষিকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪০

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—বৎস! আমি তোমার জন্মদাতা পিতা ও গুরু হইতেছি। তোমাকে দীর্ঘায়ু প্রদানকারী পুরাতন পুরুষ আমি। তুমি আমার নিকটে কেন আসিতেছ না? ৪১

পুরাকালে পুত্রকামনাকারী তোমার পিতা ভক্তিমান্ মুনি তীব্র তপস্যা অবলম্বন করত সর্বপ্রথম আমারই আরাধনা করিয়াছিল ॥ ৪২

তখন আমি অগ্নিসদৃশ তেজস্বী, অনপরিমিত আয়ুবিশিষ্ট, নিজের পরম প্রিয়, মহর্ষি ঘোরশিরা তোমাকে পুত্ররূপে তাহাকে প্রদান করিয়াছিলাম ॥ ৪৩

অতএব এই পরিস্থিতিতে যে আমা হইতে অভিন্ন নয়, এরূপ অন্য কোন্ ভূত অচেতন বলিয়া একার্ণব জলে থাকিয়া ক্রীড়াকারী, যোগবলী পরমাত্মা আমাকে দর্শন করিবার সাহস করিতে পারে? ৪৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ইহা শ্রবণ করত মহাতপস্বী মার্কণ্ডেয়ের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, নেত্র বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া যাইল এবং তিনি নিজ মস্তকে হস্তযুগল অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া ধারণ করত প্রণাম করিলেন ॥ ৪৫

সেই লোকপূজিত দীর্ঘায়ু ঋষি শ্রীভগবানের মুখ হইতে নিজের নাম ও ঘোর প্রলয় করিয়া তাঁহার চরণে মস্তক নত করিলেন এবং সেই প্রভুকে নমস্কার করিলেন ॥ ৪৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনঘ! আপনি এই একার্ণবের মধ্যে যে বালরূপ ধারণ করত শয়ন করিয়া আছেন, আপনার এই মায়াকে আমি যথাযথভাবে জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪৭

কিংমাংসঃ কল্প ভগবাল্লোকে বিজ্ঞাহসেঽনঘ
তর্করে দ্বাঃ মহাভূতং ন দৃষ্টপূর্বি তিষ্ঠতি ॥ ৪৮

শ্রীভগবানুবাচ

অহং নারায়ণো ব্রহ্মা সম্ভবঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
সর্ব্বভূতোদ্ভবকরঃ সর্ব্বভূতবিনাশনঃ ॥ ৪৯

অহমৈন্দ্রে পদে শক্র ভভূনামপি বৎসরঃ।
অহং যুগে যুগাক্ষশ্চ যুগসংবর্ত্ত এব চ ॥ ৫০

অহং সর্ব্বাণি সত্ত্বানি দৈবতান্যখিলানি চ।
ভূজঙ্গানামহং শেষস্তার্ক্ষ্যোঽহং সর্ব্বপক্ষিণাম্ ॥ ৫১

অহং সহস্রশীর্ষা ভৌমঃ পঞ্চৈশ্বভিঃসংবৃতঃ।
আদিত্যো বহ্নিপুরুষো দেবো যজ্ঞময়ো মখঃ।
অহমগ্নিরবাবাহো বাহ্যসাঃ পতিরবাহঃ ॥ ৫২

যৎপৃথিব্যাং দ্বিজেশ্রাণাং তপসা ভাবিতাত্মনাম্
বহুজন্মনিরুদ্ধা ব্রাহ্মণো যতিকুচাতে ॥ ৫৩

জ্ঞানবান্ দৃষ্টবিদ্যাত্মা যোগিনাং যোগবিত্তমঃ।
কৃতান্তঃ সর্ব্বভূতানাং বিশ্বেষাং কালসাজিতঃ ॥ ৫৪

অহং কর্ম্ম ক্রিয়া জীবঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মদর্শনঃ
নিষ্ক্রিয়ঃ সর্ব্বভূতেষু স্বাত্মজ্যোতিঃ সনাতনঃ ॥ ৫৫

প্রধানঃ পুরুষো দেবোঽহমাদ্যন্তশ্চক্ষয়োঽব্যয়ঃ।
অহং ধর্ম্মস্তপশ্চাহং সর্ব্বাশ্রমনিবাসিনাম্ ॥ ৫৬

অহং হয়শিরো দেব ক্ষীরোদে যো মহার্ণবে।
ভক্তা সত্যাক্ষ পরমমহমেকঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৫৭

অহং সাঙ্খ্যময়ং যোগময়ং তং পরমং পদম্।
অহমিজ্যো ভবচ্ছাত্রময়ঃ বিদ্যাশিপঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৮

অহং জ্যোতিময়ঃ বায়ুময়ঃ ভূমিময়ঃ নভঃ।
অহমাপঃ সমুদ্রাশ্চ নক্ষত্রাণি দিশো দশ
অহং বর্ষময়ঃ সোমঃ পর্ব্বভ্যাত্মময়ঃ রবিঃ ॥ ৫৯

ক্ষীরোদঃ সাগরশ্চাহং সমুদ্রো বড়বামুখঃ।
বহ্নিঃ সম্বর্ত্তকো দ্বাত্মা পিবাম্যোষময়ঃ রবিঃ ॥ ৬০

নিষ্পাপ পরমেশ্বর! সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য, বর্ম, যশ ও শ্রীসম্পন্ন আপনি কে? এবং কোন্ নামে লোকে আপনাকে জানা যায়? আমি অনুমান করিতেছি যে, আপনি কোনও মহাভূত; কারণ, কোনও সাধারণ ভূত এস্থানে থাকিতে পারে না ॥ ৪৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন, মুনে আমি নারায়ণ সমস্ত দেহধারিগণের উৎপত্তির কারণভূত ব্রহ্মা, সম্পূর্ণ ভূতবর্গের উদ্ভবকারী ও সমস্ত ভূতগণের সংহারকারী রুদ্র ॥ ৪৯

আমি শক্ররূপে ঐন্দ্র পদে এবং উত্তমপদে অভিষ্ঠিত ছিলাম, আমিই ভভূতলের পতি সংবৎসর এবং আমিই প্রত্যেক যুগে যুগাক্ষ ও যুগাবর্ত্ত নামে কথিত হই ॥ ৫০

আমিই সকল প্রাণী, সমস্ত দেবতা, সর্পগণের মধ্যে শেষ নাগ ও সম্পূর্ণ পক্ষিকুলের মধ্যে গরুড়ও আমিই ॥ ৫১

আমি সহস্র মস্তকবিশিষ্ট বিরাট্ পুরুষ। আমিই এই আকাশ বা স্বর্গ, যাহা আমার চরণ ছিলসমূহে ব্যাপ্ত আছে। আমিই সূর্য্যদেব, যজ্ঞপুরুষ এবং অগ্নিদেব, যোগমজ্ঞাদি অনেক প্রকার যজ্ঞসমূহে সম্পন্ন মখ (মহাযজ্ঞ)। আমিই দেবগণের হবিঃবহনকারী অগ্নিদেব এবং জলজন্তুগণের পালনকারী বরুণও আমিই ॥ ৫২

ভূমণ্ডলে স্বর্গপ্রাপ্তির-উপযোগী তপস্যার দ্বারা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট পুরুষগণের মধ্যে যে অনেক জন্ম পর্য্যন্ত চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগ সাধনাকারী ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী, সেই সন্ন্যাসী যে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করেন, সেই ব্রহ্মও আমিই ॥ ৫৩

যিনি বিদ্যাত্মাকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, সেই জ্ঞানীও আমিই। যোগিগণের মধ্যে পরম যোগবিৎ আমিই সমস্ত প্রাণিগণের অন্তঃকরণ কৃতান্ত এবং সমস্ত লোকসকলেরই কাল ॥ ৫৪

আমিই কর্ম, ক্রিয়া, জীব ও সকলের ধর্ম্মের স্বরূপ বা জগতের ধর্মনকারী। আমিই সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে অন্তর্যামী রূপে স্থিত, নিষ্ক্রিয় (সাক্ষী) এবং আত্মজ্যোতিতে প্রকাশিত সনাতন পরমাত্মা ॥ ৫৫

আমিই প্রকৃতি, পুরুষ ও দেবতা। আমিই সকলের আদিকারণ, অন্ত ও অবধি পরমেশ্বর। আমিই সমস্ত আশ্রমসমূহে নিবাসকারী পুরুষগণের ধর্ম্ম ও তপ ॥ ৫৬

যিনি হয়গ্রীব রূপ ধারণ করিয়া ক্ষীরসাগরে বেদসমূহকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ হয়গ্রীব আমিই। ভক্ত ও পরম সত্যও আমিই। একমাত্র আমিই প্রজাপতি ॥ ৫৭

আমি সাঙ্খ্য, আমি যোগ ও আমিই পরম পদ। আমি পূজনীয়, আমি গুরু (শিক্ষা) ও আমিই বিদ্যাসমূহের অধিপতি ॥ ৫৮

আমি অগ্নি, আমি বায়ু, আমি ভূমি ও আমিই আকাশ। জল, সমুদ্র, নক্ষত্র ও দশ দিক্‌সমূহও আমিই। আমি বর্ষ, আমি সোম, আমি মেরু ও আমি সূর্য্য ॥ ৫৯

আমি ক্ষীরসাগর সমূহ এবং বড়বামুখ অগ্নি আমিই সংবর্ত্তক অগ্নি হইয়া জগতের জলরূপী হবিঃ পান করি ॥ ৬০

অহং পুরাণং পরমঃ ভবিষ্যেচ্চ পরায়ণম্
অহং কৃতঞ্চ ভব্যঞ্চ বর্তমানঞ্চ সম্ভবঃ ॥ ৬১
যৎকিঞ্চিৎ পঞ্চমে চৈব যচ্চান্যেষ্বপি চ ক্ষিতৌ।
যচ্চাস্তুতরে লোকে তৎসর্বং মামকং স্মৃতম্ ॥ ৬২
বিদ্ধা স্রষ্টা ময়া পূর্বং সৃজেয়ং চাদ্য পশ্য মাম্।
যুগে যুগে চ স্রক্ষ্যামি মার্কণ্ডেয়াখিলং জগৎ ॥ ৬৩
তদেতদখিলং সর্বং মার্কণ্ডেয়াবধারয়।
শুশ্রূষুর্মম ধর্মেণ্ড্যঃ কৃষ্ণো ত্বং সুখী ভব ॥ ৬৪
মম ব্রহ্মা শরীরস্থো দেবাশ্চ ঋষিভিঃ সহ।
ব্যক্তমব্যক্তযোগাশ্চ মামবগচ্ছাপরাজিতম্ ॥ ৬৫
অহমেবাক্ষরো মন্ত্রস্ত্বাক্ষরস্তৈব সর্বশঃ
ত্রিপদস্তৈব পরমস্ত্রিবর্গার্থনিদর্শনঃ ॥ ৬৬

আমি পরম পুরাতন ব্রহ্ম। আমিই এস্থানে সকলের পরম আশ্রয়। আমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জগতের উৎপত্তির কারণ ॥ ৬১

তুমি এই লোকে যাহা কিছু দেখিতেছ, যাহা কিছু শুনিতেছ ও যাহা কিছু অনুভব করিতেছ, তৎসমস্তই আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে ॥ ৬২

পুরাকালে আমিই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং অদ্যও আমিই সব সৃষ্টি করিয়া। তুমি আমাকে দর্শন কর। মার্কণ্ডেয়! প্রত্যেক যুগে (কল্পে) সম্পূর্ণ জগতের সৃষ্টি আমিই করিয়া ॥ ৬৩

মার্কণ্ডেয়! এই নিখিল জগৎ সম্পূর্ণরূপে আমারই স্বরূপ—ইহা স্থির জানিও। এখন তুমি ধর্মোপদেশ শুনিবার ইচ্ছা পোষণ করত আমার ধর্মপ্রাপ্তির জন্য ইচ্ছুক (উৎসুক) হইয়া আমার উপরে বিচরণ কর এবং সুখী হও ॥ ৬৪

ব্রহ্মা আমারই শরীরে অবস্থান করিতেছে। ঋষিগণ সহ দেবতারাও আমার শরীরেই বিদ্যমান আছে। তুমি আমাকে ব্যক্ত অব্যক্তরূপ ও অব্যক্ত যোগরূপ পরমাত্মা এবং সকলেরই অপরাজিত বিষ্ণু বলিয়া জানিও ॥ ৬৫

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমেতৎ পুরাণেষু বেদান্তে চ মহামুনিঃ।
যদ্ভূ ব্যাহৃতবানাত্ত মার্কণ্ডেয়ঃ মহামুনিম্।
প্রবেশয়ামাস ততো জঠরং বিশ্বরূপধৃক্ ॥ ৬৭
ততো ভগবতঃ কৃষ্ণাৎ প্রবিষ্টো মুনিসত্তমঃ।
রমাং সুখমবাপাশু শুশ্রূষুর্ঋষিসত্তমঃ ॥ ৬৮
তদক্ষরং বিবিধমাশ্রিতো বপু-
র্মহার্ণবে বাপগতচ্ছদস্তাক্ষরে।
শনৈশ্চরন্ প্রভুরপি হংসসংজ্ঞিতোঽ-
সৃজচ্চরাচরং বিসসর্জ কালপর্যায়ে ॥৬৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি পৌষ্করে মার্কণ্ডেয়কর্তৃক ভগবদ্দর্শনে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

আমি একাক্ষর মন্ত্র ওঁকার, ত্র্যক্ষর মন্ত্র প্রণব ও ত্রিপদ মন্ত্র গায়ত্রী। আমিই ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ প্রাপ্তিকারক (ও যোক্ষপ্রদ) পরমাত্মা ॥ ৬৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপে মহামুনি ব্যাসদেব এই বেদান্তপ্রসিদ্ধ পরমতত্ত্ব পুরাণসমূহে বর্ণনা করিয়াছেন। বিশ্বরূপধারী ভগবান্ বাসুদেব মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে নিজ মুখে প্রবিষ্ট করাইবার জন্য তাঁহাকে সম্মুখ নিজ পার্শ্বে আসিতে আহ্বান করিলেন এবং তাহার পর তাঁহাকে হাঁ উদরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন ॥ ৬৭

তদনন্তর শ্রীভগবানের উদরে প্রবিষ্ট হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় হংসস্বরূপ অবিনাশী পরমাত্মার আরাধনা করিবার ইচ্ছা করত সুখে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮

চন্দ্র ও সূর্য্যরহিত সেই একার্ণব জলে অনেক প্রকার স্বরূপ আশ্রয়কারী, হংসনামধারী অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীভগবান্ যে যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তারপর সৃষ্টিকাল আসিলে তিনিই জগৎ সৃষ্টি করিলেন এবং বিবিধ ভৌতিক বস্তুসমূহের তিনিই সৃষ্টি করিতে থাকিলেন ॥ ৬৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে পুত্রার্থীব্রতপ্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয় কর্তৃক শ্রীভগবদ্দর্শনবিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[পরমাত্মনা কৃতানাং সৃষ্টিঃ, ব্রহ্মণা প্রকটিতুং তস্য নাভিত একস্য মহতঃ পদ্মস্য প্রাদুর্ভাবশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

আপশ্চঃ স বিভূর্ভূত্বা কায়রূপমাস বৈ তপঃ।
তাদরিত্বাত্মনো দেবমাত্মনা কৃতসম্ভবঃ ॥ ১
ততো মহাত্মাত্ত্ববিদো মতিং লোকস্য সর্জনে।
মহতাং পঞ্চভূতানাং বিধভূতো যাচিস্তবৎ ॥ ২
তস্য চিন্তয়তস্তত্র তপসা ভাবিতাত্মনঃ।
নিরাকাশে ভোয়মধ্যে শুশ্রে জগতি গহ্বরে ॥ ৩
ঈষৎ সংক্ষোভয়ামাস সোঽর্ণবং সলিলে স্থিতঃ
সোঽনন্তরোস্মিনা শুষ্কমথ স্থিতমভূৎ তদা ॥ ৪
তস্য শব্দমভির্ভূয়া মারুতস্তবসম্ভবঃ।
স লব্ধান্তরমক্ষোভ্যো ব্যবর্ধত সমীরণঃ ॥ ৫
বিবর্ধতা বলবতা তেন সংক্ষোভিতোঽর্ণবঃ।
অক্ষোভ্যবেগাভিহতা মমর্দুশ্চোর্ণয়ো ভৃশম্ ॥ ৬
মহার্ণবস্য ক্ষুব্ধস্য তস্মিন্নম্ভসি মধ্যতি
কৃষ্ণবর্ত্মা সমভবৎ প্রভূর্বৈধাংনরোঽচ্ছিমান্ ॥ ৭
তস্য সংশোষয়ামাস পাবকঃ সলিলং বহু।
কণাঞ্জলনিঘেস্কিষ্টমম্ভবদ্ভিঃসৃতঃ নভঃ ॥ ৮
আম্ভস্তোভোদ্ভবাঃ পুণ্যা আপোঽমৃতরসোপমাঃ।
আকাশং ছিদ্রসম্ভূতং বায়ুবাকাশসম্ভবম্ ॥ ৯
আকাশমর্ণবোদ্ভূতং পাবকঃ সাঞ্জসম্ভবম্।
দৃষ্ট্বা প্রীতিমুতো দেবো মহাংস্তানিদমব্রবীৎ ॥ ১০
দৃষ্ট্বা ভূতানি তগবাংল্লোকস্রষ্টার্থতত্ত্ববিৎ
ব্রহ্মণো তস্য স বিত্তং বহুরূপো বিধিষ্যতি ॥ ১১

একাদশ অধ্যায়।

[পরমাত্মা কর্তৃক কৃতগণের সৃষ্টি এবং ব্রহ্মাকে প্রকটিত করিবার জন্য তাঁহার নাভি হইতে এক মহান্ পদ্মের প্রাদুর্ভাব।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই হংসনামক পরমাত্মা কৃতযোনি ব্রহ্মর্ষি বন্দিত হইয়া নিজের কৃতসন্নিধ দেহকে বীয় আত্মার (সমষ্টি অভিমানী চেতনের) দ্বারা আত্মাবিত করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ১

সেই সময় সেই অত্যন্ত শক্তিশালী বিশ্বরূপ মহান্ ভৌতিক জগৎ এবং তাহার উপাদান কৃত পঞ্চমহাভূতকে সৃষ্টি করিবার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২

আকাশাদিহিত জলস্বরূপ দৃশ্য ওঁহার তপঃ লীন হইয়া যাইলে পর সেখানে সেই সময় তপস্যায় তাবিত অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট এই পরমেশ্বর যখন এইরূপ চিন্তা করিতে ছিলেন, তখন জলরাশিতে স্থিত তিনি সেই একার্ণবে কিছু ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়া দিলেন। তাহার পর তাঁহার মনে সৃষ্টিবিষয়ক যে দ্বিতীয় তত্ত্ব উদিত হইল, তাহাতে সেই জলে শুষ্ক স্থিত (আকাশ বা অবকাশ) প্রকটিত হইয়া যাইল। ৩-৪

জলসত্ত্বের সম্বন্ধের যে পুনরায় তৃতীয় তত্ত্ব উঠিল, উহা হইতে সেই আকাশে শব্দের গতি হইল অর্থাৎ সেই ঈশ্বরই সেখানে শব্দরূপে পরিণীল হইলেন। তাঁহার এই পরিণাম হওয়াতে বায়ুর যেই কারণ ছিল। যদি বলা হয়, সেই সময় সেখানে বায়ু কোথায় ছিল, তাহা হইলে উহার উত্তর এবম্ প্রকার—এই ঈশ্বর সেই ছিদ্র বা অবকাশ পাইয়াই অক্ষোভ্য হইয়াও তার বায়ুরূপে প্রকটিত হইয়া সেখানে পরিণত হইতে লাগিলেন। (তাৎপর্য্য এই- আকাশের পর উৎপন্ন বায়ু শব্দ ও গতির অতিরিক্তে বায়ু হইল।) । ৫

সেই পরিবর্দ্ধমান প্রবল বায়ুর দ্বারা এই একার্ণবের জল সর্বতোভাবে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। উহাতে বহু তরঙ্গ উত্থিত হইয়া পরস্পরকে সবেগে আঘাত করিতে করিতে সেই মহাসাগরকে মথিত করিতে লাগিল। ৬

সেই ক্ষুব্ধ মহাসাগরের জল যখন এইভাবে মথিত হইতে লাগিল, তখন তাহা হইতে দিবারাত্রে পরিব্যাপ্ত শক্তিশালী কৃষ্ণবর্ণ অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইল। ৭

সেই অগ্নি সেখানে বিস্তারলাভ করত অথাধ জলরাশিকে শোষণ করিয়া ফেলিল। সেই জলরাশির ফল হওয়ায় সেখানে শূন্যতার সৃষ্টি হইল এবং আকাশ নির্গত হইয়া আসিল। ৮

অন্তঃকরণের সদৃশ মধুর ও পবিত্র জল পরমাত্মার তেজ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সেই জলে যে ছিদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল, উহা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে এবং আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। ৯

ভূতভূতা ভগবান যে জল, উহার পারমার্থিক সম্বন্ধে পৃথিবীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই পৃথিবী বা পার্থিব শরীরে জঠরানল উৎপন্ন হইয়াছে, যার পরস্পরাক্রমে জল হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। ইহাকে দেখিয়া মহাভূতগণের আশ্রিতই পরমাত্মাদেব অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। ১০

লোকসৃষ্টির প্রয়োজন ও তত্ত্বসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অনেক

চতুর্যুগাদিসংখ্যান্তে সহস্রযুগপর্যয়ে
যং পৃথিব্যাং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ তপসা ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ১১
বহুজন্মনিরুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণো যতিরুত্তমঃ।
জানবান্ দৃষ্টবিদ্যাত্মা যোগিনাং যোগবিত্তমঃ ॥ ১৩
তং যোগবন্তো বিদ্বেয়ঃ সম্পূর্ণৈশ্বর্যবিক্রমম্।
যেন ব্রহ্মাণি বিশ্বে চ নিবোঢ়ব্যতি যোগবিৎ ॥ ১৪
ততস্তস্মিন্ মহাভোগে হরিষ্যে হরিরচ্যুতঃ।
স্বপন্ ক্রীড়ংশ্চ বিবিধৈঃ মোদতে চৈব পার্থিবৈঃ ॥ ১৫

পদ্মঃ নাভ্যুদ্ভবঃ শ্রীমান্ সমুৎপাদিতবান্ প্রভুঃ
সহস্রপত্রং বিরজো ভাস্বরাভং হিরণ্ময়ম্ ॥ ১৬
হুতাশনসমিতবিদ্যোজ্জ্বলপ্রভঃ
পুরস্তিনঃ শরদমলার্কতেজসম্।
বিরাজতে কমলমুদারবর্চসঃ
মহাত্মনস্তমুরুচারুদর্শনম্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি পৌষ্করে মহাপদ্মোৎপত্তৌ একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

তপস্বারী সেই ভগবান্ প্রত্যেক কল্পে এইভাবে মৃতসমূহের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া সৃষ্টিবিস্তারের জন্য চিন্তকর ব্রহ্মার জন্মের চিন্তা করেন অর্থাৎ মানসিক সঙ্কল্পের দ্বারা ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করেন। ১১

এক সহস্র চতুর্যুগ অতিক্রান্ত হইলে পর ব্রহ্মার একদিন হয় (এবং এই দিনানুসারে তিনি শত বৎসর জীবিত থাকেন।) এই ব্রহ্মা পৃথিবীতে তপস্যার দ্বারা অন্তঃকরণবিশিষ্ট দ্বিজেন্দ্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মের উপাসক, মহাশীল, অনেক জন্ম পর্যন্ত চিত্তবৃত্তিনিরোধকারী, জ্ঞানবান, সিদ্ধান্তের সাক্ষাৎকারকারী এবং যোগিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগবিৎ হইয়া থাকেন। ১২-১৩

যোগবিৎ বিদ্বেয়রদেব এই যোগবান্, সকলেরই উপাস্য এবং সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য ও বিক্রমসম্পন্ন ব্রহ্মাকে বেদ এবং জগতের পরম্পরাকে সৃষ্টি করিয়া রাখিবার কার্যে অর্থাৎ সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত করেন। ১৪

ব্রহ্মাকে নিযুক্ত করিবার পর ভগবান্ শ্রীহরি নিজের স্বরূপভূত সেই মহাতলে একার্ণবে। অদ্ভুতরূপে অবস্থান করেন এবং সেই নিযুক্ত বৈভব ব্রহ্মা প্রাণিগণের কর্মফলতঃ তাহাদের কর্মসমূহ হইতে উপরত হইলে পর শয়ন করেন ও সকলের কর্মসমূহের উদ্ভব হইলে পর নানাপ্রকারে ক্রীড়া করিতে করিতে আনন্দমগ্ন হন। ১৫

সেই সময় যখন কি ব্রহ্মার জন্মের সময় উপস্থিত হইল, ভগবান শ্রীহরি তখন নিজ নাভি হইতে এক সহস্রদল কমল প্রকটিত করিলেন, যাহা হতাশন বা রক্তরহিত সূর্যমণ্ডল তেজস্বী এবং সুবর্ণবর্ণ ছিল। ১৬

মহাত্মা শ্রীহরির শরীর হইতে প্রকটিত হইয়া অত্যন্ত মনোহরদর্শন সেই অতিশয় কান্তিমান্ সুশোভিত কমল অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল। এই কমল অগ্নির প্রজ্বলিত শিখার সদৃশ নিজের উজ্জ্বল প্রভায় প্রকাশিত হইতেছিল। ইহার তেজ শরৎকালের নির্মল সূর্যের ন্যায় উদ্ভাসিত হইতেছিল। ১৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে পুষ্করপ্রাদুর্ভাব প্রসঙ্গে মহাপদ্মের উৎপত্তিবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

[নারায়ণস্য নাভিকমলস্য দলসমূহেষু সর্ব্বেষামেব লোকানাং কল্পনা ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অথ যোগবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বভূতমনোময়ম্ ।
স্রষ্টারং সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাণং সর্ব্বতোমুখম্ ॥ ১

তস্মিন্ হিরণ্ময়ে পদ্মে বহুযোজনবিস্তৃতে ।
সর্ব্বজ্ঞেজোগুণময়ে পার্থিবৈর্ব্বলিভির্বৃতে ॥ ২

তচ্চ পদ্মং পুরাণজ্ঞাঃ পৃথিবীরূপমুত্তমম্ ।
নারায়ণাঙ্গসম্ভূতং প্রবদন্তি মহর্ষয়ঃ ॥ ৩

যা তু পদ্মাসনা দেবী পৃথিবী তাং প্রচক্ষতে ।
যে গর্ভসারাম্বুতস্তান্ দিব্যান্ পর্ব্বতান্ বিদুঃ ॥ ৪

হিমবন্তশ্চ মেরুশ্চ নীলঃ শ্বেতশ্চ পর্ব্বতঃ ।
কৈলাসঃ মুঞ্জবন্তশ্চ ওষধিঃ গন্ধমাদনঃ ॥ ৫

পুণ্যা ত্রিশিখরঃ চৈব কাঞ্চনঃ মন্দরশ্চ যঃ ।
ঊর্দ্ধরুক্ কন্দরঃ চৈব বিদ্যুন্মণ্ডল পর্ব্বতম্ ॥ ৬

এতে দেবগণানাঞ্চ সিদ্ধানাঞ্চ মহাত্মনাম্ ।
আশ্রমাঃ পুণ্যশীলানাং সর্ব্বকামবৃতাস্তুতঃ ॥ ৭

এতেষামিতরো দেশো জম্বুদ্বীপ ইতি স্মৃতঃ ।
জম্বুদ্বীপস্য সংস্থানং বাজিভিঃ যত্র চক্রিরে ॥ ৮

গর্ভাদ্ যৎ স্রবতে তোয়ং দেবানামুত্তরোপমম্ ।
দিব্যতীর্থশতাপাদ্যন্তা দিব্যাঃ সরিতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯

বাজ্যেতানি তু পদ্মস্য কেসরাণি সমন্ততঃ ।
অসংখ্যাতাঃ পৃথিব্যাং তু বিশ্রে তে ধাতুপর্ব্বতাঃ ॥ ১০

যানি পদ্মস্য পত্রাণি তৃতীয়ার্দ্ধং নরাধিপ ।
তে দুর্গমাঃ শৈলচিতা ম্লেচ্ছদেশা বিকল্পিতাঃ ॥ ১১

যান্যস্য পদ্মপত্রাণি বাসার্থং তানি ভাগশঃ ।
দৈত্যানামুরগানাঞ্চ পাতালঃ তস্য সংস্থিতঃ ॥ ১২

তেষামধ্যেগতঃ যত্তদ্বৃষকেতোর্ভিসংজ্ঞিতম্ ।
মহাপাশুপতকর্ম্মাণো মজ্জন্তে যত্র মানবাঃ ॥১৩

দেবতা, সিদ্ধ ও পুণ্যশীল মহাত্মাগণের আশ্রম । ৭

ইহাদের মহাভারতোক্ত দেশ জম্বুদ্বীপ বলিয়া খ্যাত । যেস্থানে যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞ করিয়াছেন, সেই প্রদেশেরই জম্বুদ্বীপ সংজ্ঞা বা খ্যাতি লাভ হইয়াছে । ৮

সেই কমলের গর্ভ হইতে দেবগণের অমৃতস্রবের ন্যায় যে জল নির্গত হইতেছে, সেই জল প্রণাত্রিতকারিণীদিগকে দিব্য সরিৎ (নদী) বলা হয় । শত দিব্য তীর্থ ইহাদের আশ্রয় । ৯

সেই কমলের কাঞ্জিকে কেসরবৃত্তি আছে, তাহারাই ভূমণ্ডলের সমস্ত ধাতুপর্ব্বত, যাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব । ১০

নরনাথ ! সেই কমলের যে বহুসংখ্যক উর্দ্ধগামী পত্র আছে, তাহারাই পর্ব্বতসমূহে পরিপূর্ণ দুর্গম ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া কথিত হইয়াছে । ১১

সেই কমলের যে সব নিম্নগামী পত্র আছে, তাহারা পৃথক্ পৃথক্ বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে । এই সব মহাত্মা দৈত্য ও সর্পগণের বাসস্থান পাতাল বলিয়া কথিত হয় । ১২

এই পদ্মপত্রসমূহের নীচেতে যে 'উদক'* নামক স্থান, উহাতে মহাপাশুপত কর্ম্মকারী মানবগণ নিমগ্ন হয় । ১৩

---

* 'উং উৎকৃষ্টম্ অকং দুঃখং যত্র, তৎ উদকম্' অর্থাৎ যেস্থানে মহাদুঃখ লাভ হয়, সেই স্থানকে উদক বলে । এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে নরককেই উদক বলা হয় ।

পদ্মস্যান্তে কৃতং যত্তদেকার্ণবজলং মহৎ
প্রোক্তান্তে দিক্ষু সর্ব্বাস্তাস্তোয়ারো জলসাগরাঃ ॥ ১৪
অথৈনারায়ণস্যাঙ্গাৎ মহাপুষ্করসম্ভবঃ।
প্রাদুর্ভাবোঽভবত্তস্য তস্মান্নাম্না পুষ্করসম্ভবঃ ॥ ১৫
এতস্মাৎ কারণাজ্জাতৈঃ পুরাণৈঃ পরমর্ষিভিঃ।
যজ্ঞিয়ৈর্বেদদৃষ্টৈর্যৈর্যজ্ঞে পদ্মচিতী কৃতঃ ॥ ১৬
এবং ভগবতা পদ্মে বিধিস্তু পরমো বিধিঃ।

এই পদ্মের অন্তে চারিদিকে যে কৃত অর্থাৎ জল আছে, তাহাই একার্ণবের অনন্ত জলরাশি। ইহার চারিদিকে যে চারি ভাগ জল সঞ্জিত আছে, ইহারাই জলের সাগর বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৪

নারায়ণ ঋষির নাভি হইতে এই মহাপদ্ম উদ্‌ভূত হইয়াছে, সেইজন্য এই প্রাদুর্ভাবকে পুষ্করসম্ভব (পুষ্করপ্রাদুর্ভাব নামে আখ্যা দেওয়া হইয়াছে ॥ ১৫

এই কারণেই এই পদ্মসম্বন্ধে অভিজ্ঞ, যজ্ঞসম্পাদন বেদার্থবিৎ শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুষ্কর-প্রাদুর্ভাবপ্রসঙ্গে সম্পূর্ণ কৃতাকৃতের উৎপত্তিবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পর্ব্বতানাং নদীনাঞ্চ দেশানাঞ্চ বিনির্ম্মিতঃ ॥ ১৭
বিভূতির্যৈবাপ্রতিমপ্রভাবঃ
প্রভাকরো বৈ ভগবান্মহাত্মা।
স্বয়ং স্বয়ম্ভূঃ শরনেঽম্বুতল্পা
জগস্বয়ঃ পদ্মবিধিং মহার্থবে ॥ ১৮
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌষ্করে সর্ব্বভূতোৎপত্তৌ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ও পুরাতন ঋষিগণ যজ্ঞে পদ্মের আকারে যজ্ঞ-কুণ্ড নির্ম্মাণ করেন ॥ ১৬

এইভাবে ভগবান্ শ্রীহরি সেই একমেবাদ্বিতীয় বিশ্বের ব্যবহারিক সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পর্ব্বত, নদী ও বিভিন্ন দেশসমূহেরও রচনা করিয়াছেন ॥ ১৭

অপ্রতিম প্রভাবশালী, সর্ব্বব্যাপী, প্রভাকর, ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, মহাত্মা, স্বয়ম্ভূ ভগবান্ নারায়ণ সেই মহার্ণবের মধ্যে শয়ন করিয়া থাকিবার সময় স্বয়ংই এই জগতের পদ্মবিধির সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ১৮

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রহ্মার সহ মধু-কৈটভয়োঃ সংলাপঃ, ভগবতো বিষ্ণুনা তয়োর্বিনাশশ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

চতুর্যুগাদিসম্ভূতো মহাপ্রলয়কারকঃ।
বিষ্ণুতমসি সম্ভূতো মধুর্নাম মহাসুরঃ ॥ ১
তস্যৈব চ সহায়োঽন্যো ভূতো রজসি কৈটভঃ।
তৌ রজস্তমসাবিষ্টৌ সম্ভূতৌ কামরূপিণৌ ॥ ২

একার্ণবজলং সর্ব্বং ক্ষোভয়ন্তৌ মহাসুরৌ।
কৃষ্ণরক্তাম্বরধরৌ শ্বেতমৌল্যুগ্রদীপ্তিণৌ ॥ ৩
উভৌ মন্দরকোদগ্রৌ কেয়ূরবলয়োজ্জ্বলৌ।
মহাবিকৃততাম্রাক্ষৌ শীঘ্রোদ্যন্তৌ মহাভুজৌ ॥ ৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[ব্রহ্মার সহিত মধু ও কৈটভের সংলাপ এবং ভগবান্ বিষ্ণু-কর্ত্তৃক তাহাদের বিনাশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতবংশজ। সহস্রযুগের ব্রহ্মার রাত্রি অতিবাহিত হইলে পর চারযুগের আদি যে সত্যযুগ আসিল, উহাতে সত্তার সৃষ্টির কার্য্যে বিঘ্নসৃষ্টিকারী এক অতি অসুর উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার নাম মধু। সে তমোগুণ হইতে উদ্‌ভূত হইয়াছিল ॥ ১

তাহার সহায়ক এক অন্য অসুর উৎপন্ন হইল, যে রজোগুণ হইতে সম্ভূত হইয়াছিল; তাহার নাম কৈটভ। ইহারা উভয়েই ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী এবং রজোগুণ ও তমোগুণে আবিষ্ট ছিল ॥ ২

এই দুই মহাসুর সম্পূর্ণ একার্ণবজলে ক্ষোভ উৎপন্ন করিতেছিল এবং কৃষ্ণবর্ণ ও রক্তবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল। ইহাদের উভয়েরই ভয়ঙ্কর সুন্দরমুখ শ্বেতবর্ণ ও প্রদীপ্ত ছিল ॥ ৩

ইহারা উভয়ে অতি উচ্চ (উন্নত) এবং উন্নত ছিল। কেয়ূর ও বলয়—এই দুই বাহুভূষণে ভূষিত থাকায় তাহারা দেদীপ্যমান ছিল। ইহাদের রক্তবর্ণ নয়নদ্বয় অতিশয় বিকরাল, বক্ষঃস্থল মাংসপূর্ণ এবং বাহুদ্বয় দীর্ঘ ছিল ॥ ৪

মহচ্ছিরঃসংঘনেনৈ ভগবানিব পর্বতৈঃ।
নীলমেঘাভ্রসঙ্কাশাবাদিত্যাপ্রতিমাননৌ ॥ ৫
বিদ্যাসম্ভোদসম্ভাভ্যাং করাভ্যামতিভীষণৌ।
পাষসঙ্কারবেগাভ্যামুৎক্ষিপন্তাবিবার্ণবম্ ॥ ৬
কম্পয়ন্তাবিব হরিং শত্রানরতিদুর্দমম্।
তৌ তত্র বিবরন্তৌ স পুরুষৌ বিশ্বতোমুখম্ ॥ ৭
পশ্যতাং দীপ্তবপুষাং যোগিনাং শ্রেষ্ঠসূত্তমম্।
নারায়ণসমাজ্ঞপ্তং সৃজন্তমখিলাঃ প্রজাঃ।
দৈবতানি চ বিশ্বানি মানসাংশ্চ সুতানৃষীন্ ॥ ৮
ততস্তাবুচতুস্তত্র ব্রহ্মাণমমরোত্তমৌ
দৃপ্তৌ মুহুঃসকৌ ক্রুদ্ধৌ রোষসংরক্তলোচনৌ ॥ ৯
দৃষ্ট্বা পুরুষমাদ্যঞ্চ সিতোষ্ণীষস্তচুর্মুখঃ
আবামগ্রজমাত্মানং ত্বং বিদ্ধ্যমর ॥ ১০
এত্যাবরোধাদ্বহুধা প্রবৃদ্ধ কমলোদ্ভব
আবাভ্যামভিবীতাভ্যাং ন শঙ্কা স্যাদুমাদ্রবে ॥ ১১

ইহাদের হস্তক ও শরীর বিশাল ছিল। ইহারা উভয়ে ২টি চলমান পর্বতের ন্যায় ছিল। ইহাদের অঙ্গকান্তি নীলবর্ণ মেঘের ন্যায় কালবর্ণ ছিল এবং ইহাদের মুখ সূর্যতুল্য তেজস্বী ছিল। ৫

বিদ্যুৎসহ মেঘতুল্য ভয়ঙ্কর ২টি হস্তের দ্বারা ইহারা অতিশয় ভীষণ দেখাইতেছিল এবং নিজেদের পরাক্রমের দ্বারা দেই মহাসাগরকে তাহারা যেন উৎক্ষেপ করিতেছিল। ৬

তখন পরাক্রান্ত শত্রুদমন ইন্দ্রকে কম্পিত করিতে করিতে সেই দুই অসুর সেখানে বিচরণ করিতেছিল। ইহারা চারিদিকে মুখবিশিষ্ট, তেজস্বী শরীরধারী ও জ্যোতিষ্মানের ন্যায় শ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম ব্রহ্মাকে কমলের উপরে দেখিল, যিনি ভগবান্ নারায়ণের আজ্ঞায় সমস্ত প্রজাগণকে, সমস্ত দেবগণকে এবং নিজের মানস-পুত্রগণকে সৃষ্টি করিতেছিলেন। ৭-৮

তখনত এই দুই অসুরশ্রেষ্ঠ নিজেদের বলের গর্বে পরিপূর্ণ হইয়া এবং মুখের জন্য উদ্যুক্ত হইয়া রোষে চক্ষু রক্তবর্ণ করত সেখানে ব্রহ্মাকে বলিল। ৯

আরে! তুমি কে? মোহবশতঃ আমাদের উভয়কে কোনও কিছু বলা না করিয়া শ্বেতবর্ণের উষ্ণীষ (পাগড়ী) ও চারিটি মুখ ধারণ করত এই কমলের মধ্যভাগে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিয়াছ? ১০

কমলোদ্ভব পুরুষ! তুমি এস, আমাদিগকে বাহুযুদ্ধ প্রদান কর। আমরা দুইজনে অত্যন্ত বীর। আমাদের সহিত যুদ্ধে তুমি অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না। ১১

কস্ত্বং কচ্চোদ্ভবস্তভ্যং কেন বাসীহ চোদিতঃ।
কঃ স্রষ্টা কচ্চ বৈ গোপ্তা কেন নাম্নাভিধীয়তে ॥ ১২

ব্রহ্মোবাচ।

যঃ ক ইত্যুচ্যতে লোকে ভবিষ্যজ্জাতঃ সনাতনঃ।
তৎসম্ভবা যোগবলাঃ কিং মাং নাভ্যবজানথ ॥ ১৩

মধু-কৈটভাবূচতুঃ।

নাবয়োঃ পরমা লোকে কিঞ্চিদস্তি মহামতে।
আবাভ্যাং ছাদ্যতে বিশ্বং তমসা রজসা তথা ॥ ১৪
রজস্তমোময়াবাবাং মতীনাং দুঃখলক্ষণৌ।
হলকৌ ধর্মশীলানাং দুস্তরৌ সর্বদেহিনাম্ ॥ ১৫
আবাভ্যাং মুহ্যতে লোক উচ্ছ্রিতাভ্যাং যুগে যুগে।
আবাময়ঞ্চ কামঞ্চ যজ্ঞাঃ সর্বপরিগ্রহাঃ ॥ ১৬
শ্রুবং যত্র মুদা যত্র সত্র শ্রীঃ সম্প্রতিষ্ঠতে।
এবাং যৎ কাঙ্ক্ষিতঞ্চৈব তত্তদাবাং বিচিন্তয় ॥ ১৭

তুমি কে? তোমাকে কে উৎপন্ন করিয়াছে? কে তোমাকে এই সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত করিয়াছে? তোমার রক্ষা কে এবং তোমাকে কে রক্ষা করিতেছে? তুমি কি নামে অভিহিত হও অর্থাৎ তোমার নাম কি? ১২

ব্রহ্মা বলিলেন,—যিনি লোকে ভগতে 'কঃ' নামে কথিত হন, যাঁহাকে সহস্র সহস্র প্রণাম করিয়া কেহ পূর্ণরূপে জানিতে পারে না, আমি সেই পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন এবং যোগশক্তি-সম্পন্ন। তোমরা দুইজনে কি আমাকে জানিতে পারিতেছ না? ১৩

মধু ও কৈটভ বলিল,—মহামতে! সংসারে আমাদের দুই জন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোনও বস্তু নাই। (এই বিশ্বকে আচ্ছাদিত-কারী রজোগুণ ও তমোগুণ হইতে আমরা দুইজনে উদ্ভূত হইয়াছি; অতএব) আমরা দুইজনে নিজ স্বরূপভূত তমোগুণ ও রজোগুণের দ্বারা এই বিশ্বকে আচ্ছাদিত করিয়া আছি। ১৪

আমরা দুইজনে ক্রমশঃ রজোময় ও তমোময়। মহাপরাক্রম সাধকগণকে দুঃখদান করা আমাদের কার্য। আমরা ধর্মশীল পুরুষগণকে ছলনা করি। আমাদিগকে লঙ্ঘন করিয়া যাওয়া সমস্ত দেহধারীদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। ১৫

আমরা প্রত্যেক যুগে উন্নত হইয়া সারা সংসারকে মোহগ্রস্ত করি। অর্থ, কাম, যজ্ঞ ও সমস্ত পরিগ্রহ আমরা দুইজনই। ১৬

যেখানে সুখ, আনন্দ, যেখানে শ্রী, সম্পত্তি ও নয় এবং এই সবের দ্বারা যাহা যাহা অভিলষিত বস্তু, সেই সব বস্তুই আমরা দুইজনই। তুমি এরূপ চিন্তা কর। ১৭

ব্রহ্মোবাচ।

যত্তদ্ যোগবতাং শ্রেষ্ঠং যচ্চ সর্বং ময়াচ্চিতম্।
তৎ সমাধায় গুপ্তাত্মা সংযতে চাস্মি প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৮

যৎ পরং যোগযুক্তানামক্ষরং সর্বমেব চ
রজসত্ত্বসঙ্গৈশ্চ যৎ শ্রেষ্ঠা ভাবসম্ভবঃ ॥ ১৯

যতো ভূতানি জায়ন্তে সাত্ত্বিকানীতরাণি চ।
স এষ মুক্তো সমরে বধী বাং শমমিষ্যতি ॥ ১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ শয়ানং শ্রীমন্তং বহুযোজনবিস্তৃতম্
পদ্মনাভং হৃষীকেশং প্রণম্যোবাচ তাবুভৌ ॥ ১১

জানীবস্ত্বাং বিশ্বযোনিমেকং পুরুষসত্তমম্
ত্বত্তোপাসনহেতোর্বৈ নৌ বিদ্ধি কারণম্ ॥ ১২

অযোঘদর্শনং সত্যং ভবন্তং বিদ্মনীশ্বরম্।
ততস্ত্বামভিতো দেব কাঙ্ক্ষাবঃ প্রতিবীক্ষিতুম্ ॥ ১৩

তন্নিচ্ছাবো বরং দত্তং বৃণা হ্যাবামরিন্দম
অমোঘং দর্শনং দেব নমস্তেঽস্ত্বচ্যুতোত্তম ॥ ১৪

শ্রীভগবানুবাচ

কামিচ্ছতো দ্রুতং ব্রূত বরানসুরসত্তমৌ।
দত্তাদ্বৌ মত্তো দুষ্প্রাপ্যং ত্রৈবিষ্টপমিচ্ছতঃ ॥ ১৫

তস্মাদ্ যদ্বো বরং দদ্মস্তৎ প্রাপ্নুতং মহাবলৌ।
বধো ভবন্তৌ তু হ্যাভ্যাং তাভ্যোবাচাবরীন্তরিঃ।
উভাবপি মহাত্মানাবুক্তিতৌ কৃতবজ্জিতৌ ॥ ১৬

মধু-কৈটভাবূচতুঃ

যস্মিন্ কস্মিংস্তবাস্তস্মিন্ দেশে বিভো বধম্।
ইচ্ছাবঃ পুত্রতাং যাতু তব চৈব মুরারিপ ॥ ১৭

শ্রীভগবানুবাচ

বাঢ়ং মুক্তৌ মে প্রসাদৌ ভবিষ্যো কল্পসম্ভবে
ভবিষ্যথো ন সন্দেহঃ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি বাম্ ॥ ১৮

ব্রহ্মা বলিলেন,—যিনি যোগযুক্ত পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং যাঁহাকে আমি পূর্বে আরাধনা করিয়াছি, সেই পরমাত্মাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমি সমস্তগুণে প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি গুণবান্,—সৃষ্টির সাধনভূত ত্রিগুণাত্মক ধনুষ্মত্র আমার নিকট সংগৃহীত আছে। ১৮

যিনি যোগিগণের পরম তত্ত্ব, অবিনাশী সত্ত্ব, রজোগুণ ও তমোগুণের স্রষ্টা এবং জীবগণের উৎপত্তির কারণ, যাঁহা হইতে সাত্ত্বিক ও অসাত্ত্বিক সমস্ত ভূতগণ উৎপন্ন হয়, সেই সকলকে বশীভূতকারী পরমাত্মাই সমরাঙ্গনে যুদ্ধ করিয়া তোমাদের দুই জনকে শান্ত করিয়া দিবেন। ১১-২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর সেস্থানে অনেক যোজনবিস্তৃত শরীর ধারণ করত শয়ান, সকল ইন্দ্রিয়-গণের প্রেরক শ্রীমান্ ভগবান্ পদ্মনাভকে প্রণাম করিয়া সেই দুই মধু ও কৈটভ তাঁহাকে এইরূপ বলিল। ২১

প্রভো! আমরা আপনাকে জানি, আপনি সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তির একমাত্র স্থান ও পুরুষোত্তম। আমাদের দুইজনের যে এই সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাকে আপনি নিজের উপাসনার জন্য জানিবেন। ২২

দেব! জ্ঞানী পুরুষগণ আপনার দর্শন অমোঘ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন, আপনাকে সত্যস্বরূপ ঈশ্বর বলিয়া জানেন, সেইজন্য আমরা দুইজনে নিকটে আসিয়া আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। ২৩

শত্রুদমন! আমরা দুইজনে আপনার প্রদত্ত বরের কামনা করি। যে কাহাকেও দ্বারা কখনও পরাজিত হয় নাই, তাহাকেও জয়কারী দেব। আপনার দর্শন অমোঘ, আপনাকে নমস্কার ২৪

শ্রীভগবান বলিলেন,—অসুরশ্রেষ্ঠদ্বয়! সত্বর বল, তোমরা কোন্ কোন্ বর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর? অহো! আমি তোমাদের দুইজনকে যত আয়ু প্রদান করিয়াছি, তাহা হইতেও অধিককাল পর্যন্ত ত্রৈবিষ্টপ হইতে বাসনা করিতেছ? আশ্চর্য! ২৫

অতএব তোমরা উভয়ে যে এই প্রকার করিয়াছ, তোমরা দুই মহাবল অসুর তাহার ফল লাভ কর। তোমরা দুইজনে আমার বধ্য হও। শ্রীহরি এইভাবে তাহাদের দুইজনকে বলিলেন। তখন সেই দুই আমরণরহিত মহাবলশালী মহাকায় অসুর উঁহাকে বলিল। ২৬

মধু ও কৈটভ বলিল,—প্রভো! সুরেশ্বর! যে যেখানে এতাবৎ-কাল কেহ মরে নাই, সেই দেশে আপনি আমাদের বধ করুন, ইহাই আমাদের উভয়ের ইচ্ছা। আর আমরা উভয়ে আপনার পুত্র হইতে বাসনা করি। ২৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হইবে। তোমরা দুইজনে চিরকালেও আমার শ্রেষ্ঠ পুত্র হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। এই সত্য কথা আমি তোমাদের দুইজনকে বলিলাম। ২৮

বৈশম্পায়ন উবাচ

বরং প্রদায়াথ মহাসুরাজ্যা
সনাতনো বিশ্ববরেণ্যমো বিভুঃ।
রজস্তমোভ্যাং ভবভাবনোপমৌ
মমন্থ তাবুরুতলে মুরারিহা ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি মধুকৈটভবরপ্রদানে ত্রয়োদশাঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দেবশ্রেষ্ঠদিগের বরদাতা এবং বিশ্বে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বব্যাপী সনাতন পুরুষ নারায়ণদেব রজোগুণ ও তমোগুণের মূর্ত্তিমান্ স্বরূপ সেই দুই মহাসুরকে এরূপ বরদান করিবার পর তাহাদিগকে তাঁহার জঙ্ঘার উপরে রাখিয়া মথিত করিলেন। এই দুই অসুর বিশ্বধিষ্ঠাতা ব্রহ্মার সমানই শক্তিশালী ছিল ॥ ২১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে মধু ও কৈটভকে বরদানবিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মপুত্রগণাদি পুত্রাদ্যাঃ পরমপদপ্রাপ্তিঃ, তেন বৈষ্ণবনক্ষত্রৈস্তারাঃ, শুক্রকৃতনামানঃ সপ্তর্ষিবর্ণনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

দ্বিধা তস্মিংস্তু কমলে ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ
ঊর্দ্ধবাহুর্মহাবাহুস্তপো ঘোরং সমাশ্রিতঃ ॥ ১
অলম্বিব চ তেজস্বী ভাতিঃ স্বাভিস্তমোনুদঃ
যজ্ঞাসে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ সহস্রাংশুরিবাংশুমান্ ॥ ২
অথাজ্ঞয়া স্বয়ম্ভূবঃ শম্ভুর্নীলবাহনোঽব্যয়ঃ
দ্বিধা কৃত্বাত্মনাঽঽত্মানমচিন্ত্যাত্মা সনাতনঃ ॥ ৩
আজগ্মাম মহাত্মেতৌ যোগাচার্য্যৌ মহাবলৌ।
সাংখ্যাচার্য্যশ্চ নস্তিমান্ কপিলো ব্রাহ্মণো বরঃ ॥ ৪

দেবর্ষিভিস্তু তাবেতৌ ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং বরৌ
উভাবপি মহাত্মানাবৃষ্ভিস্তে ক্ষেত্রমৎপতে ॥ ৫
তৌ প্রাপ্তাবৃচতুস্তত্র ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্
পরাবরবিশেষজ্ঞৌ পৃচ্ছিতৌ পরমর্ষিভিঃ ॥ ৬
বহুরাত্মচ্ছপাদস্ত বিশ্বস্থা কুতঃ স্থিতিঃ।
গ্রামণীঃ সর্ব্বলোকানাং ব্রহ্মা লোকগুরুর্ভবঃ ॥ ৭
তয়োস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা স্রিগ্ধো বাক্যমুবাচ হ
ত্রীনিমান্ কৃতবান্ পূর্ব্বান্ যথাহং ব্রাহ্মণী শ্রুতিঃ ॥ ৮
পুত্রং চুম্বংস্তদা চৈব সমুৎপাদিতবান্ প্রভুঃ।
ভবোঽগ্রে তমসস্তস্মাৎ ব্রহ্মা মানসসংযমম্ ॥ ৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই সময় ব্রহ্মজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবাহু ব্রহ্মা সেই কমলের উপর বর্ত্তমান হইয়া দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করত কঠোর তপস্যায় নিরত হইলেন ॥ ১

তখন তিনি তাঁর তেজে যেন প্রজ্বলিত হইতেছিলেন এবং নিজের প্রভাসমূহে অন্ধকার নিবারণ করিতেছিলেন। সর্ব্ব-ধর্ম্মের জ্ঞাতা ব্রহ্মা সেই সময় সহস্র কিরণবিশিষ্ট জাজ্বল্যমান সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিলেন ॥ ২

অনন্তর কল্যাণকারী ও অবিনাশী অচিন্ত্যস্বরূপ সনাতনদেব ভগবান্ নারায়ণ অঙ্গ ত্যাগ করত নিজেকে নিজে দুই স্বরূপে ব্যক্ত করিয়া মহাতেজস্বী, মহাবলশালী ও যোগাচার্য্য নারায়ণ এবং পরম মূর্ত্তিমান্ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সাংখ্যাচার্য্য কপিলরূপে সেখানে উপস্থিত হইলেন। এই দুই মহান্ ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শক্তিশালী ও ক্ষেত্রের (দেহের বা অধ্যাত্মতত্ত্বের) চিন্তার উৎপত্তি ছিলেন। দেবর্ষিগণ ইঁহাদের স্তুতি করিতেছিলেন। সেখানে আসিয়া ইঁহারা উভয়ে অমিততেজস্বী ব্রহ্মাকে ব্রহ্মের উপদেশ করিলেন। ইঁহারা উভয়েই পর ও অবর, পুরুষ ও প্রকৃতি অথবা কারণ ও কার্য্যের বিশেষজ্ঞ। (অন্বয়) জানিতেন। মহর্ষিগণ ইঁহাদের পূজা করিলেন ॥ ৩-৬

তাঁহারা এইরূপ বলিলেন,—লোক বহু, অতএব সেই সমস্ত লোকসমূহের নেতা ও গুরু ব্রহ্মা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইনিই সম্পূর্ণ বিশ্বের জ্ঞাতা ও জগতের প্রতিষ্ঠা। ইঁহার বিষ্ণু, ত্রৈলোক্য, প্রাজ্ঞ ও ভূতাত্মা নামক পাদ ত্রয়ও ॥ ৭

এই উত্তরের এই কথা শ্রবণ করত ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিন ব্যাহৃতি জপ করিতে করিতে ব্রহ্মা এই তিন লোক সৃষ্টি করিলেন, যেরূপ ব্রহ্ম-প্রতিপাদনকারিণী শ্রুতি বলিয়াছেন ॥ ৮

তাহার পর ভগবান্ ব্রহ্মা প্রথমে ভূনামক মানস-পুত্রকে উৎপন্ন করিলেন, যিনি অব্যয় (বিকারশূন্য) ছিলেন। তাঁহার মনে এই পুত্রের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ ছিল ॥ ৯

সোঽপশ্যৎপুরস্তাত্রে ব্রহ্মাণমমুমানসঃ সুতঃ।
করোমি কিং তে সাধ্যমিতি ব্রবীতু ভগবানিতি ॥ ১০

ব্রহ্মোবাচ।

য এষ কপিলো নাম ব্রহ্মা নারায়ণস্তথা
যদতে বরয়ত্যাত্মা তু তৎকুরুষ মহামতে ॥ ১১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ব্রহ্মণোক্তো তথা তৃষ্ণঃ সংশয়ং সমুপস্থিতঃ।
ঊর্ধ্বমুদ্বীক্ষ্য মুনয়ঃ কিং কৃর্মীতি কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১২
পরমেশ্বরমাবৃণ্বন্ঃ
যৎ সত্যমৃজ্বং ব্রহ্ম তুষ্টাবাদিনিধিং স্তুতম্।
যৎ সত্যমমৃতং চৈব পরং তৎ সমুপস্থিত ॥ ১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতদ্ বচো নিশম্যাথ স যযৌ নিলমমুত্তমম্

গত্বা চ তত্র ব্রহ্মত্বমগমদ্ ব্রহ্মজ্ঞানকৃৎ ॥ ১৪
ততো ব্রহ্মা তুষ্টবর্নাম বিতীয়ং পুত্রমীশ্বরম্।
সমুদ্ভূয়িত্বা চ পুনর্মনসৈব মহামনাঃ ॥ ১৫
তমুবাচ সোঽপ্যব্রবীন্ বাক্যং কিং কৃর্মীতি পিতামহম্।
পিতামহসমাজ্ঞপ্তো ব্রহ্মাণং সমুপস্থিতঃ ॥ ১৬
ব্রহ্মভ্যাং সহিতঃ সোঽথ ভূয়ো ভাগবতীং গতিম্।
প্রাপ্তশ্চ পরমং স্থানং স তু যোগঃ পারমগতঃ ॥ ১৭
তস্মিন্নপি গতে পুত্রঃ তৃতীয়মসৃজৎ প্রভুঃ।
ক্রোধোপায়েতি কুলজং কৃর্দুর্বর্নাম তং বিভুং ॥ ১৮
আসসাদ স তদ্ধর্ম্যং তস্যোদ্বেগমজনয়ত্তিম্।
এবং পুত্রাণুযোঽপ্যেতে উক্তাঃ শাস্ত্রেষ্বনাদৃতাঃ ॥ ১৯
তান্ গৃহীত্বা কৃতাংস্তত্র প্রসাদো স্বাং গতিং তথা
নারায়ণোঽথ ভগবান্ কপিলশ্চ সতীশ্বরঃ ॥ ২০

প্রথমে উৎপন্ন সেই মানসিক পুত্র ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তথন্। যথা—আমি আপনার কি সহায়তা করিব ? ১০

ব্রহ্মা বলিলেন,—মহামতে ! এই যে কপিলনামক ব্রহ্মা ও বরদায়ক নারায়ণ রহিয়াছেন, ইহাঁর তোমাকে যাহা কিছু বলিবেন, তুমি তাহাই কর ? ১১

বৈশম্পায়ন বলিলেন জনমেজয় ! সেই সময় ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে পর তুল্যনাম পুত্রের এই সংশয় হইল যে, আমার পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কে আছেন ? তথাপি তিনি তাঁহাদের উভয়ের নিকট যাইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিলেন,—আমি আপনাদের উভয়ের সেবক, বলুন আমি আপনাদের কি সেবা করিব ? ১২

সেই দুই পরমেশ্বর বলিলেন,—যিনি সত্য ও অবিনাশী ব্রহ্ম, তাঁহার আঠারটি পর্ব কথিত আছে। (সেই সব পর্ব হইতে মুক্ত হইবার জন্য) যাহা সৎ এবং অমৃত পরম তত্ত্ব, তাহা তুমি নিয়ত চিন্তা কর। ১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! তাঁহাদের এই কথা শ্রবণ করত ব্রহ্মার সেই তুল্যনাম মানস পুত্র উত্তর দিকে চলিয়া যাইলেন, সেস্থানে যাইয়া তিনি জ্ঞানদৃষ্টিতে বিচার করত ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলেন। ১৪

তখন মহামনস্বী ভগবান্ ব্রহ্মা পুনরায় মনেরই দ্বারা সঙ্কল্প করিয়া 'ভূয়ঃ' নামক দ্বিতীয় পুত্রকে সৃষ্টি করিলেন। ১৫

তাহাতে ঈশ্বর সেই পিতামহ ব্রহ্মাকে সেই কথাই বলিলেন যে, আমি আপনার কি সেবা করিব ? তখন ব্রহ্মার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পূর্বোক্ত দুই ব্রহ্মার (কপিল ও নারায়ণের) সেবায় উপস্থিত হইলেন। ১৬

তাঁহাদের উভয়ের সাথে এ স্থিত তিনি পুনরায় দুই ব্রহ্মার সহিতই ভাগবতী গতি পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন। ১৭

ইনিও চলিয়া যাইলে পর প্রভাবশালী ভগবান্ ব্রহ্মা 'কৃর্দুর্বর' নামক তৃতীয় পুত্রকে উৎপন্ন করিলেন, যিনি ক্রোধসাধনে অত্যন্ত কুশল ছিলেন। ১৮

ইনিও নিজের পূর্বজদেরই ধর্ম প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহাদেরই গতি লাভ করিলেন এইরূপে ব্রহ্মার তিন মানসপুত্রকে সেই কর্মাধিকারী হয়ে কপিল ও নারায়ণ উপদেশ ও মুক্ত) করিয়াছিলেন। ১৯

ব্রহ্মার এই তিন মানস-পুত্রগণকে সঙ্গে লইয়া সেই ভগবান্

ও এস্থলে সাংখ্যাচার্যগণের মতে আটটি পাশ এবং যোগাচার্যগণের মতে দশটি পাশ একত্রে করিয়া আঠারটি পাশ গণনা করা হইয়াছে। সাংখ্যাচার্যগণের মতে আটটি পাশ যথা—১। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), ২। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা), ৩। অন্তঃকরণ চতুষ্টয় (মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার), ৪। পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ), ৫। পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান), ৬। কাম, ৭। কর্ম এবং ৮। অবিদ্যা। এই সকলকে পূর্বাষ্টকও বলা হয়। যোগাচার্যগণের মতে দশটি পাশ যথা—১। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, ২। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৩। অন্তঃকরণ চতুষ্টয়, ৪। পঞ্চ প্রাণ, ৫। পঞ্চ মহাভূত, ৬। কাম, ৭। কর্ম, ৮। প্রকৃতি, ১। পুরুষ এবং ১০। ঈশ্বর। উভয় মতে সর্বসমেত মূলে আঠারটি পাশ।

যং কালং তৌ গতৌ মুক্তৌ ব্রহ্মা তৎকালমেব তু
জেপে ঘোরতরং ঘোরঃ স তপঃ সংশিতব্রতঃ ॥ ২১
ন যযাম ততো ব্রহ্মা প্রভূতেরুক্তপস্তপন্।
শরীরার্দ্ধময়ো ভার্য্যাং সমুৎপাদিতবান্ প্রভূঃ ॥ ২২
তপসা তেজসা চৈব বর্চসা নিয়মেন চ।
সমৃদ্ধীমাত্মনো ভার্য্যাং সমর্থাং লোকসর্জ্জনে ॥ ২৩
তয়া সহ ততস্তত্র রেমে ব্রহ্মা তপোময়ঃ।
সৃজন্ প্রজাপতীন্ সর্ব্বান্ সাগরান্ সরিতস্তথা ॥ ২৪
ততোঽসৃজদ্ বৈ ত্রিপদা গায়ত্রীং বেদমাতরম্।
অকরোচ্চৈব চত্বারো বেদান্ গায়ত্রিসম্ভবান্ ॥ ২৫
আত্মার্থে চাসৃজৎ পুত্রান্ রোকেকর্তৃন্ পিতামহঃ।
বিশ্বে প্রজানাং পতয়ো যেভ্যো লোকা বিনিঃসৃতাঃ ॥ ২৬
বিশ্বেশং প্রথমং নাম মহাতপসমাবৃতম্
সর্ব্বাশ্রমতমং পুণ্যং নান্না ধর্ম্মং স সৃষ্টবান্ ॥ ২৭

নারায়ণ এবং মহাদেব কশিল নিজের রূপ প্রাপ্ত করিয়া ছিলেন। ২০

যে সময় সেই কশিল ও নারায়ণ নিজের রূপ প্রাপ্ত ও যুক্ত হইলেন, সেই সময় কাষ্ঠ ও রূপধারণকারী ব্রহ্মা পুনরায় ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিয়া ছিলেন। ২১

সেই সময় একাকী তপস্যা করিতে করিতে ভগবান্ ব্রহ্মা যখন রমণ করিতে (আনন্দ লাভ করিতে) পারিলেন না, তখন তিনি এক শুভ লক্ষণা ভার্য্যাকে উৎপন্ন করিলেন, যিনি তাঁহার শরীরের অর্দ্ধভাগ ছিলেন। ২২

তপ, তেজ, কান্তি ও নিয়মের দৃষ্টিতে তিনি সর্ব্বথা নিজের অনুরূপ ভার্য্যাকে সৃষ্টি করিলেন, যিনি লোকসমূহ সৃষ্টি করিতে সমর্থ ছিলেন। ২৩

তখন তপোময় জীবন নির্ব্বাহকারী ব্রহ্মা সেখানে তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন, সেই সময় তিনি সমস্ত প্রজাপতি, সাগর ও সরিৎ (নদী)-সকলকে সৃষ্টি করিলেন। ২৪

তাহার পর ব্রহ্মা বেদমাতা ত্রিপদা গায়ত্রীকে সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর এই গায়ত্রী হইতে প্রকটিত চার বেদকে সঞ্চালন করিলেন। ২৫

ইহার পর ব্রহ্মা নিজের জন্যও লোককর্ত্তা বহু পুত্র উৎপন্ন করিলেন। ইহারা সকলেই প্রজাপতি ছিলেন, যাঁহাদের নিকট হইতে সমস্ত লোকসকলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ২৬

দক্ষঃ মরীচিমত্রিঞ্চ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
বসিষ্ঠং গৌতমং চৈব ভৃগুমঙ্গিরসং মনুম্ ॥ ২৮
অথর্ব্বাণমৃতা ইত্যেতে খ্যাতা ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ।
ত্রয়োদশসুতানাং বৈ যে বংশা বৈ মহর্ষিণাম্ ॥ ২৯
অদিতিদিতির্দনুঃ কালা দনায়ুঃ সিংহিকা মুনিঃ।
প্রবোধা সুরসা ক্রোধা বিনতা কদ্রুরেব চ ॥ ৩০
দক্ষস্তৈতা দুহিতরঃ কন্যা দ্বাদশ ভারত।
নক্ষত্রাণি চ তাসাং তে সপ্তবিংশতিরুদ্ভিতাঃ ॥ ৩১
মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রস্তপসা নির্ম্মিতঃ প্রভুঃ।
তস্যৈতা কন্যা দ্বাদশৈমা দক্ষস্য অন্বমন্যত ॥ ৩২
নক্ষত্রাখ্যানি সোমায় বরমেব দত্তবানৃষিঃ।
রোহিণ্যাদীনি সর্ব্বাণি পুণ্যানি জনমেজয় ॥ ৩৩
লক্ষ্মীঃ কীর্ত্তিস্তথা ধাত্রী বিধা কান্যানুগা দ্যুতা।
দেবী মরুদ্বতী চৈব ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা পুরা ॥ ৩৪

ইহাদের মধ্যে প্রথম পুত্রের নাম ছিল বিশ্বেশ। ইনি মহাতপস্বী ছিলেন। তারপর তিনি ধর্ম্ম নামক দ্বিতীয় পুত্রকে সৃষ্টি করিলেন, যিনি সমস্ত আশ্রমসমূহের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র ছিলেন। ২৭

তদনন্তর ব্রহ্মা দক্ষ, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরা ও মনুকে উৎপন্ন করিলেন। ২৮

এই ব্রহ্মর্ষিগণ অথর্ব্ববেদরূপ সরিতা বিখ্যাত ছিলেন। ব্রহ্মার এই তের জন পুত্রই মহর্ষি ছিলেন। ইহাদের যে সব বংশ, তাহাদেরই বর্ণনা করিতেছি। ২৯

তত্তত্ত্ববাদের জনমেজয়! তোমার কল্যাণ হউক। অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, মুনি, প্রবোধা, সুরসা, ক্রোধা, বিনতা ও কদ্রু—এই যাঁর জন দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ছিলেন। রোহিণী প্রভৃতি যে সাতাশটি জ্যোতী নক্ষত্র, ইহারাও দক্ষেরই কন্যা ছিলেন। ৩০-৩১

মরীচির প্রভাবশালী পুত্র কশ্যপ তপস্যার দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছিলেন। দক্ষ নিজের পূর্ব্বোক্ত অদিতি প্রভৃতি বার কন্যাকে এই কশ্যপের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। ৩২

জনমেজয়! রোহিণী আদি যে সমস্ত পুণ্য নক্ষত্ররূপা কন্যা ছিলেন, তাঁহাদিগকে মহর্ষি দক্ষ সোমনামক মনুকে প্রদান করিয়াছিলেন। ৩৩

লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, ধাত্রী, ইচ্ছানুসারে বিচরণকারিণী শুভলক্ষণা

এতাঃ পঞ্চ বহ্নিষ্ঠা বৈ সুরশ্রেষ্ঠাঃ ভারত
দত্তা ধর্ম্মায় তৈঃ তে ব্রহ্মণা সৃষ্টধর্ম্মণা ॥ ৩৫
যা ব্রহ্মার্থময়ী পত্নী ব্রহ্মণঃ কামরূপিণী।
মূরতিঃ সা তু গৌর্ত্বা ব্রহ্মাণং সমুপস্থিতা ॥ ৩৬
ততস্তামগমদ্ব্রহ্ম মৈথুনে লোকপূজিতঃ।
লোকসর্জ্জনহেতুজ্ঞো ভবায়র্থায় ভারত ॥ ৩৭
জজ্ঞে চৈকাদশ সুতান্ বিপুলান্ ধর্ম্মসংস্থিতান্।
রক্তসন্ত্যাশ্রসম্পন্নান্ দহনোপমতেজসঃ ॥ ৩৮
তে রুদন্তো দ্রবন্তশ্চ ভগবন্তং পিতামহম্।
রোদনাদ্ ধাবণাচ্চৈব তস্তো রুদ্রা ইতি স্মৃতাঃ ॥ ৩৯
নির্ঋতিশ্চৈব সর্পশ্চ তৃতীয়ো রুদ্র একপাৎ
মৃগব্যাধঃ পিনাকী চ দহনোঽপরাজিতঃ ॥ ৪০
অহির্বুধ্ন্যশ্চ ভগবান্ কপালী চাপরাজিতঃ
সেনানীশ্চ মহাতেজা রুদ্রা একাদশ স্মৃতাঃ ॥ ৪১
তস্মাদেব সুরভ্যাং তু জজ্ঞে গোমিথুনং তথা।
আকৃষ্টাশ্চ তথা মাত্রা সিক্তাঃ প্রস্রবোঽক্ষতাঃ ॥ ৪১

অজাশ্চৈবৈকপাদাশ্চ তথৈবাহির্বুধ্ন্যমুত্তমম্।
ওষধ্যঃ প্রবরা বাক্ষ সুরভ্যাস্তাঃ সমুত্থিতাঃ ॥ ৪৩
ধর্ম্মাদ্রক্ষাদ্ভবঃ কামঃ সাধ্যা সাধ্যান্ ব্যজায়ত।
ভবশ্চ প্রভবঃ চৈবমীশানঃ সুরভী তথা ॥ ৪৪
অরুন্ধত্যাকৃতী চৈব বিশ্বাধস্যবলপ্রবৌ।
মহিষশ্চ তনূজশ্চ বিজ্ঞাতমনসাবপি ॥ ৪৫
মৎসরশ্চ বিভূতিশ্চ সর্পাঃ সুরভিসূনবঃ।
সুপর্ণত্বঃ বিষং নাগাঃ সাধ্যা লোকনমস্কৃতা ॥ ৪৬
বাসবাদ্বসুতা দেবী জনয়ামাস বৈ সুতান্।
বসবৈ প্রথমং দেবাঃ বিত্তায় ধ্রুববর্চসম্ ॥ ৪৭
বিধাবসুশ্চ তৃতীয়শ্চ চতুর্থো সোমমীশ্বরম্
পঞ্চমঃ পর্ব্বতঃ চৈব যোগেশঃ তনয়স্তথা ॥ ৪৮
সপ্তমশ্চ স্মৃতো বায়ুরষ্টমং নির্ঋতিং বসুম্।
ধর্ম্মপত্ন্যামিতৌজায়াং সুতভাঃ সমজায়ত ॥ ৪৯
বিশ্বেদেব্যাস্তু বিশ্বাধাঃ ধর্ম্মাজ্জাতা ইতি শ্রুতিঃ।
সুধর্ম্মা চ মহাবাহুঃ সত্যপাচ্চ মহাবলঃ ॥ ৫০

বিদ্যা ও দেবী মরুদ্বতী—এই পঞ্চ কন্যাকে সৃষ্টাকালে ব্রহ্মা (পঞ্চপ্রজাপতি) উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ৩৫

ভারত। তোমার কল্যাণ হউক। ধর্ম্মপত্নী ব্রহ্মা (পঞ্চ) এই পঞ্চ শ্রেষ্ঠ কন্যাকে সুরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকে প্রদান করিয়াছিলেন। ৩৫

ব্রহ্মার যে ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণকারিণী অর্দ্ধাঙ্গরূপা পত্নী ছিলেন, তাঁহার নাম মূরতি। তিনি গাভীর রূপ ধারণ করত ব্রহ্মার সেবায় উপস্থিত হন। ৩৬

ভারত। তখন লোকসৃষ্টির হেতুসম্ভূত অতিশয় লোক-পূজিত ব্রহ্মা যোনিরূপ উৎপত্তির জন্য মূরতির সহিত মৈথুন করিয়াছিলেন। ৩৭

ইহাতে তাঁহার (মূরতির) গর্ভ হইতে তিনি (ব্রহ্মা) একাদশ পুত্র উৎপন্ন করিলেন, যাঁহারা ছষ্ট-পুষ্ট, ধর্ম্মপরায়ণ, সন্ধ্যাকালের মেঘের ন্যায় কান্তিমান ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী ছিলেন। ৩৮

ইহারা রোদন করিতে করিতে ও দৌড়াইতে দৌড়াইতে ভগবান্ ব্রহ্মার নিকটে যাইলেন। রোদন করিতে ও দৌড়াইতে (বা পশ্চ করিতে) থাকায় ইঁহারা 'রুদ্র' বলিয়া অভিহিত হইলেন। ৩৯

তাঁহাদের নাম হইল—নির্ঋতি, সর্প, তৃতীয় অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন্য, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, অপরাজিত ও মহাতেজস্বী সেনানী। এই একাদশ রুদ্র বলিয়া কথিত হন। ৪০-৪১

এই মূরতির গর্ভ হইতে গোমিথুনের (ষাঁড়ের) জন্ম হয়। কর্ষণ ও রোপণ না করিয়াই উৎপন্ন শস্য (আনাজ), মাষ, তিলক (লোমশাক শ্রেণি শস্যবিশেষ জাতক (ধান, যবাদি), ছাগল, বরস, উত্তম অশ্বত এবং শ্রেষ্ঠ ওষধিসমূহ—এই সবের উৎপত্তি মূরতি হইতে হইল। ৪২-৪৩

ধর্ম্ম হইতে লক্ষ্যর গর্ভে কামের উৎপত্তি হইল। সাধ্যা সাধ্যদেবগণকে জন্মদান করিলেন। ব্রহ্মার পত্নী মূরতী ভব, প্রভব ও ঈশানকে উৎপন্ন করিলেন। অরুন্ধতী, আকৃতী, বিশ্বাধস্যু, বলপ্রব, বিজ্ঞাতমনস মহিষ ও তনূজ, মৎসর এবং বিভূতি—ইহারা সকলে মূরতির সন্তান ছিলেন। ৪৪-৪৬

বিশ্বধন্যিতা দেবী সাধ্যা ইন্দ্রের অনুসরণ করিয়া সুপর্ণত্ব, বিষ ও নাগ নামক পুত্রগণকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ৪৬

(ধর্ম্মের এক পত্নীর নাম ছিল মূরতি।) সেই মূরতি প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় অবিনাশী ধ্রুব, তৃতীয় বিধাবসু, চতুর্থ সোমেশ্বর, পঞ্চম পর্ব্বত, ষষ্ঠ যোগেশ্বর, সপ্তম বায়ু এবং অষ্টমে নির্ঋতি নামক বসুকে উৎপন্ন করেন। এই ভাবে মূরতি হইতে ধর্ম্মের সন্তানগণ জন্মগ্রহণ করেন। ৪৭-৪৯

ওষা বায়ু, ধর্ম্ম হইতে বিশ্বার গর্ভে বিশ্বেদেবগণ উৎপন্ন

ভক্তশ্চৈব মহাবাহুর্বপুষ্মাংশ্চ তথৈব চ ৮
চাক্ষুষস্য মনোরেতে তথানন্তময়ীরণৌ ॥ ৫১
বিশ্বাবসুস্তপর্ণ্যাংশ্চ বিষ্টব্ধস্ত মহাবলঃ।
রুরুশ্চ ঋষিপুত্রো বৈ ভাস্করপ্রতিমদ্যুতিঃ ॥ ৫২
বিশ্বেদেবান্ দেববাতা বিশ্বেশান্ জনয়ৎ সুতান্।
মরুদ্বতী মরুত্তস্তো দেবানজনয়চ্ছুভান্ ॥ ৫৩
অশ্বিন্যন্তু হবির্ভোজিঃ সাবিত্রঃ মিত্রমেব চ।
অনয়ঃ পরয়ন্নিশ্চ সাক্ষাচ্চ মহাভূজম্ ॥ ৫৪
বিরজং চৈব শুক্রঞ্চ বিশ্বাবসুমিভাবসুঃ।
অসুতন্তু চিত্ররশ্মিঞ্চ তথা নিষুপিতং নৃপম্ ॥ ৫৫
দুষ্মানঞ্চ দ্যুতিঞ্চ চারিত্রঃ বহুপ্রজম্।
বৃষন্তঞ্চ বৃহদ্ভানুঃ তথৈব পরতাপনম্ ॥ ৫৬
মরুত্বত্যাঃ পুত্রা ধর্ম্মাজ্জজ্ঞে পুত্রত্রয়ঃ শুভম্।
অধিত্যাঃ জজ্ঞিরে বাজ্রাদিত্যাঃ কক্ষপাধ্বগ।
ইন্দ্রো বিষ্ণুর্ভগস্ত্বষ্টা বরুণোঽর্য্যোঽর্য্যমা রবিঃ ॥ ৫৭
পূষা মিত্রশ্চ বরুণো মনুঃ পঞ্চদশ এব চ ৯

ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যা বরিষ্ঠা ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ৫৮
আদিত্যাস্তু সরস্বত্যাং জজ্ঞে পুত্রত্রয়ং শুভম্।
রূপজ্যেষ্ঠং বলজ্যেষ্ঠং ত্রিদিবে রূপিণাং বরম্ ॥ ৫৯
দনুস্তু দানবান্ জজ্ঞে দিতির্দৈত্যান্ ব্যজায়ত।
কালানুকালকেয়াংশ্চ সুপুরান্ রাক্ষসাংস্তথা ॥ ৬০
দনায়ুষায়াস্তনয়া ব্যাখ্যাতাবয়ুতথা।
সিংহিকা গ্রহমাতা চ গন্ধর্ব্বজননী মুনিঃ ॥ ৬১
প্রবোধাপরসাঃ মাতা সুরসায়াঃ সরীসৃপাঃ।
ক্রোধায়াঃ সর্ব্বভূতানি শিশাচাশ্চৈব ভারত ॥ ৬২
তথা যক্ষগণাশ্চৈব গুহ্যকাশ্চ বিশাম্পতে।
চতুষ্পদানি সর্ব্বাণি ঋতে গাবস্তু সৌরভ্যাঃ ॥ ৬৩
অরুণো গরুড়শ্চৈব বিনতায়াঃ ব্যজায়ত।
মহীধরান্ সর্পনাগান দেবী কদ্রর্বাজায়ত ॥ ৬৪
এবং বিবৃদ্ধিমগমন্ বিশ্বেলোকাঃ পরস্পরম্।
তদা পৌষকরে রাজন্ প্রাদুর্ভাবে মহাত্মনঃ ॥ ৬৫
পুরাণে পৌষকরঃ চৈব মহা বৈপোরনাচ্ছ্রুতম্।
কবিতং তেন পূর্ব্বেণ যৎ কৃতঃ পরমর্ষিতিঃ ॥ ৬৬

হইয়াছিলেন। মহাবাহু সুবর্ণা, মহাবল ভক্তশাখ, মহাবাহু ধনু, বপুষ্মান্, অনঘ ও মহাবল—ইহারা চাক্ষুষ মনুর পুত্র। (যাঁহারা বিশ্বেদেব হইয়া উৎপন্ন হন।) ৫০-৫১

ইহারা ব্যতীত বিশ্বাবসু, তৃপর্ণা, মহাবলশালী বিষ্টব্ধ ও সূর্য্য-তুল্য তেজস্বী ঋষিপুত্র রুরুও বিশ্বেদেব হইয়াছিলেন। ৫২

এই সাতটীকালে বিশ্বেদেবগণকে দেববাতা বিশ্বা পুত্ররূপে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। মরুত্বতী মরুত্তনামক ভগ্নীদ্বয় দেবতাগণকে জন্মদান করেন। ৫৩

তাঁহাদের নাম—অবি, চক্ষু, রবি, জ্যোতি, সাবিত্র, মিত্র, অমর, পরয়ন্তি, মহাবাহু সংক্ষর, বিরজ, শুক্র, বিশ্বাবসু, বিভাবসু, অসুত, চিত্ররশ্মি, রাজা নিষুপিত, দুষ্মান, দ্যুতি, চারিত্র, বহু-প্রজ, বৃহদ্ভানু, বৃষরুক্ত ও পরতাপন। ৫৪-৫৬

পুরাকালে ধর্ম্ম হইতে মরুত্বতীর গর্ভে আরও দুইজন পুত্র হইয়াছিলেন। রাজন্! কক্ষপ হইতে অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য উৎপন্ন হন, যাঁহাদের নাম হইল—ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভগ, ত্বষ্টা, অরুণ, অংশ, অর্য্যমা, রবি, পূষা, মিত্র, বরুণাত্মক মনু এবং পর্জন্য—এই দ্বাদশ আদিত্য শ্রেষ্ঠ দেবতা। ৫৭-৫৮

আদিত্যের সরস্বতীর গর্ভ হইতে অতিশয় দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহারা রূপে ও বলে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং স্বর্গের রূপবান্ পুরুষগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ছিলেন। ৫৯

দনু দানবগণকে জন্ম দিয়াছিলেন। দিতি দৈত্যদিগকে উৎপন্ন করেন। কালা কালকেয়গণকে, অসুর ও রাক্ষসদিগকে জন্মদান করিয়াছিলেন। ৬০

দনুর পুত্র আয়ি ও ব্যাখ্যিকল। সিংহিকা গ্রহগণের মাতা এবং মুনি গন্ধর্ব্বগণের জননী ছিলেন। ৬১

ভারত! প্রবোধা অপ্সরাদিগের মাতা। সুরসার গর্ভ হইতে সর্পগণ উৎপন্ন হন। ক্রোধা হইতে সম্পূর্ণ ভূতগণ ও পিশাচগণ উৎপন্ন হন। ৬২

প্রজানাথ! যক্ষগণ, গুহ্যক এবং সমস্ত চতুষ্পদগণও ক্রোধারই পুত্র। কিন্তু সুরভির সন্তান গোগণকে এই ক্রোধার পুত্রদিগের মধ্যে গণনা করা চলিবে না। ৬৩

অরুণ ও গরুড় বিনতার গর্ভ হইতে উৎপন্ন হন। দেবী কদ্রু পৃথিবীধারণকারী সর্প ও নাগগণকে জন্মদান করেন। ৬৪

রাজন্! মহাত্মা শ্রীহরির সেই পুরুষপ্রাধান্যের সময়-এই ভাবে সমস্ত লোক পরস্পরের সহযোগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৬৫

আমি গুরুদেব বৈপায়নের নিকট হইতে পুরাণে এই পুরুষ-প্রাধান্যের প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়াছি। পূর্ব্বে মহর্ষিগণ যাহা কিছু করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন। ৬৬

যশ্চেমমগ্র্যং প্রথমং পুরাণং
সদাপ্রমত্তঃ পঠতে মহাত্মা।
অবাপ্য কামানিহ লোকতশ্চ
পরত্র স স্বর্গফলানি ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌষ্করে সর্ব্বভূতোৎপত্তৌ চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

যে মহাত্মা পুরুষ সাবধান হইয়া এই শ্রেষ্ঠ ও প্রথম পুরাণ সদা পাঠ করেন, তিনি এই জগতে সমস্ত মনোবাঞ্ছিত কামসমূহ লাভ করত লোকত্রয়ে পূজিত হইয়া পরলোকে স্বর্গীয় ফলসমূহ উপভোগ করিয়া থাকেন। ৬৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুরুষপ্রাদুর্ভাবপ্রসঙ্গে সমস্ত ভূতগণের উৎপত্তিবিষয়ক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[জনমেজয়ের মহাভারত বর্ণিত-চরিত্রস্তু প্রশংসা]

জনমেজয় উবাচ।

শ্রুতং নঃ পরমং ব্রহ্মন্ স্বয়ম্ভূচরিতং মহৎ।
দিব্যমানুষসম্ভূতং নানিত্যং বহুভির্গুণৈঃ ॥ ১
ঋদ্ধোতির্বৃত্তসঙ্ঘাতৈঃ সমাসৈশ্চ সবিস্তরৈঃ।
লঘুভির্মধুরাক্ষরৈর্বৈশ্চিতং পরমর্ষিভিঃ ॥ ২
ত্রিবর্গেণাভিসম্পন্নং ধর্ম্মেণার্থেন ভোগিনাম্।
কামেন বহুরূপেণ শরীরানুগতেন চ ॥ ৩
ব্রাহ্মণানাং প্রভাবৈশ্চ যোধানাঞ্চ পরাক্রমৈঃ
বৈরনির্য্যাতনৈশ্চৈব প্রতিজ্ঞানাঞ্চ পারগৈঃ ॥ ৪
ত্রিপুরুষবসুসম্পন্নৈর্নৃবরৈঃ প্রবিচোদিতঃ

বংশস্যোদ্বিনিবাণায় নৃপেণ দ্বিজবিগ্রহাৎ ॥ ৫
যে চ তস্মিন্মহারৌদ্রে সংগ্রামে নিহতা নৃপাঃ।
তেষাং সর্ব্বাণি রাষ্ট্রাণি পুত্রাঃ সর্ব্বে প্রপেদিরে ॥ ৬
কৌরবঃ প্রথিতো রাজা ভগবচ্ছমনাগুগঃ।
ধর্ম্মঞ্চ বহুধা প্রোক্তবান্যাণাং বর্ণসম্পদাম্।
পুরাণামপি বিখ্যাতঃ স্বর্গহেতুর্বিগর্হতঃ ॥ ৭
অনুগ্রহার্থং ভূতানাং নোৎসেকাদ্য কথঞ্চন।
চতুর্ণাং বর্ণসংজ্ঞানাং পৃথক্ পৃথগনেকধা ॥ ৮
গর্ভবাসং পতন্তঞ্চ ভূতানাং সম্প্রবোধিতাঃ
পৃচ্ছন্তো দেবশর্ম্মাণং ক্ষীণে পুণ্যে চ কর্ম্মণি ॥ ৯

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[জনমেজয় কর্ত্তৃক মহাভারত-বর্ণিত চরিত্রের প্রশংসা।]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি আমাদের বীজ বংশের উদ্ভব, মহান্ ও দিব্য চরিত্রের বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছি, যাহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের পরস্পর সহযোগে সম্ভব হইয়াছিল। এই চরিত্র অনেক গুণসমূহে সমন্বিত। ১

এই চরিত্র ঋদ্ধ্যোদ্যোক্ত গুণসমূহে সংক্ষেপে ও সবিস্তরে কুদ্র কুদ্র পদসকলের দ্বারা মধুর ভাষায় গ্রথিত করা হইয়াছে। ২

ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ ও ভোগী পুরুষগণের শরীরের মধ্যে অনেকরূপে নিবাসকারী কামনামক ত্রিবর্গেরও বর্ণনা রহিয়াছে। ৩

এই চরিত্রে ব্রাহ্মণগণের প্রভাব, যোদ্ধাদিগের পরাক্রম, বৈর প্রতিশোধের ঘটনা এবং প্রতিজ্ঞার পারঙ্গামী পুরুষগণের জন্মরূপ বৃত্তান্তসমূহেরও উল্লেখ রহিয়াছে। ৪

ব্রহ্মন্! যাঁহাদের পরাক্রান্ত গুণ করিয়াছে, এরূপ বীর পুরুষগণের চরিত্রসমূহ হইতে বর্ণিত হইয়াছে। রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের সহিত বিদ্বেষ ভাব করিয়া যে প্রেমপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে দেন নাই, তাহা ই এই উভয় কুলের বিনাশের কারণ হইয়াছে। ৫

সেই মহাভয়ঙ্কর সংগ্রামে যে সব রাজা নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সমস্ত রাজ্যই তাঁহাদের পুত্রগণই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৬

বিদ্বজ্জেষ্ঠ! কুরুবংশের সুবিখ্যাত রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীভগবানের আজ্ঞার অনুকূলে চলিতেন। তিনি ভিন্ন বর্ণের জন্য বারবার ধর্ম্মের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি শৌর্য্যশালী বীরগণকে স্বর্গপ্রাপ্তি করাইতে প্রধান হেতুরূপে বিখ্যাত ছিলেন। ৭

তিনি কোনও রূপে অহঙ্কার প্রকাশ করিবার জন্য নহে, সমস্ত প্রাণিসমূহের প্রতি কৃপা করিবার জন্যই চারি বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ অনেক ধর্ম্ম অভিহিত করিয়াছেন। ৮

প্রাণিসমূহের মধ্যে যাহারা গর্ভবাস হইতে পতিত হইতেছিল এবং পুণ্যকর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া যাইলে পর পুনরায় দেবলোকে প্রবেশ করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছিল, ইহাদের সকলের জন্যই তিনি পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের উপদেশ করিয়াছেন। ৯

দানে যদ্যপি সংযোগঃ স চাপি বহুধা কৃতঃ
ত্বয়োঃ সংযোগবিত্তিঃ মধু বাপ্নুবনং ত্বয়োঃ ॥ ১০
ন তদ্ভক্ষ্যা মহাযাত্রা ভারতাখ্যানমেব চ
একত্রেণ মহান্ ব্রহ্মরাশি দিবোন চক্ষুষা ॥ ১১

দানকার্যে। যিনি যজ্ঞ নিত্য থাকেন এবং অন্য ব্যক্তিগণকেও যিনি দানকার্যে ব্রতী করান, এই সব কার্যও তিনি বহু বার করিয়াছেন। যখন শান্তনুপুত্র ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ের সংবাদ হইল, তখন তাঁহাদের মধ্যে অতিশয় মধুর বার্তালাপ (সংঘটন) আরম্ভ হইয়া যাইত। ১০

মহান্ ব্রাহ্মণসেবন। মহাভারতের যে বিশাল অধ্যয়ন, তাহার

ব্রহ্মণোঽকৃতস্য বিস্তারং সংক্ষেপঞ্চ সুসংগ্রহম্
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্মহৎ কৌতূহলং হি মে ॥ ১২
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
পুরূরবে জনমেজয়বাক্যে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

একদিনে দিবা-দৃষ্টিতেও বহুত বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ১১

ভগবন্। আমি ব্রহ্মার দিনের। বা যজ্ঞের। বিস্তার, সংক্ষেপ ও উত্তম সংগ্রহ শুনিতে ইচ্ছা করি। ইহার জন্য আমার হৃদয়ে অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। ১২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগ হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে পুরূরবা-প্রাদুর্ভাবপ্রসঙ্গে জনমেজয়ের বাক্যবিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

[সৃষ্টিবিষয়কবর্ণনপ্রসঙ্গেন জ্ঞান-যোগয়োর্বিচারঃ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

শৃণুষ্বৈকমনা রাজন পঞ্চেন্দ্রিয়সমান্বিতঃ।
কথাং কথয়তো রাজন্নিবোধাবেত চেতসা ॥ ১
ব্রহ্মসদ্ভসদ্ভবঃ কর্মভির্নৃপ
পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম সম্প্রাপ্ত তক্ষণো বদনক্ষিণম্ ॥ ২
অব্যক্তঃ কারণং যত্তদ্বিত্তাং সদসদাত্মকম্।
নিত্যঃ পুরুষস্তস্মাৎ সম্ভূবাক্তযোনিজঃ ॥ ৩
দিব্যো দিব্যেন বপুষা সর্বভূতপতির্বিভূঃ।
অচিন্ত্যশ্চাব্যয়শ্চৈব যুগাদাঃ প্রভবোঽব্যয়ঃ ॥ ৪

অভূতশ্চাপ্যজাতশ্চ সর্বত্র সমতাং গতঃ।
অব্যক্তাৎ পরমং যত্তদ্ব্রাহ্মণবিদো বিদুঃ ॥ ৫
সর্বতঃ পাণিপাদং ত্ত সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ৬
অসত্তশ্চ সতশ্চৈব বিদ্ধ্যেনং তত্ত্ব কারণম্।
অব্যক্তো ব্যক্তরূপস্তুক্ষরূপি ন দৃশ্যতে ॥ ৭
বিকারপুরুষোঽব্যক্তো দ্বিত্তীয়ো রূপমাশ্রিতঃ।
চরত্যচিন্ত্যঃ সর্বেষু পুরোঽগ্নিরিব দারুষু ॥ ৮

এই ব্রহ্মা যখন দিবা এবং দিব্য দেহে সংযুক্ত। ইনি সমস্ত প্রাণিগণের পালক, প্রভু, অচিন্ত্য, নির্বিকার, বুদ্ধিমত্তের উৎপত্তির কারণ এবং ইঁহার জ্ঞান সর্বত্র সমান। যিনি অব্যক্ত হইতেও পরে পরমাত্মতত্ত্বরূপ, সেই নারায়ণের স্বরূপ যাঁহারা জানেন, তাঁহারা সেই উপাসকগণই তাঁহাকে জানিতে পারেন। ৫

তাঁহার সর্বদিকেই হস্ত ও পদ, সর্বদিকে নেত্র, মস্তক ও মুখ এবং তাঁহার সর্বদিকে কর্ণ আছে, তিনি লোকে (প্রকাশমান জগতে) সমস্তকে ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান আছেন। ৬

তাঁহার জগৎ ও সত্তের কারণ জানা আবশ্যক, তিনি অব্যক্ত, ব্যক্তরূপে অবস্থান করত বিচরণ করিলেও তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। (যাঁহাকে তিনি দিব্য দৃষ্টি দান করেন, কেবল সেই ভাগ্যবান্ পুরুষই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন।) ৭

বিকারযুক্ত অর্থাৎ জড় পুরুষ একপাদ হন, অব্যক্ত ও রূপহীন

তৃতভব্যোদ্ভবো নাথঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ
প্রভুঃ সর্বস্য লোকস্য নাম চাস্যেতি তত্ততঃ ॥ ৯
অপগাত্তু পদো জাতস্তস্মান্নারায়ণোঽভবৎ।
অব্যক্তো ব্যক্তিমাপন্নো ব্রহ্মযোনের কামতঃ ॥ ১০
ব্রহ্মভাবে চ তং বিদ্ধি সনাথং লব্ধবান্ প্রভুঃ
প্রভুঃ সর্বস্য লোকস্য স্বাবরস্যেতরস্য চ ॥ ১১
অহং স্রিষ্টি স যোবাচ প্রজাঃ স্রক্ষ্যামি ভারত।
প্রভবঃ সর্বভূতানাং যস্য ত্বত্রিমাঃ প্রজাঃ ॥ ১২
স্বভাবাজ্জায়তে সর্বং স্বভাবাচ্চ তথাভবৎ।
অবস্থানাৎ স্বভাবাচ্চ তথা সর্বমিদং জগৎ ॥ ১৩
সর্বব্যাপী নিরালম্বো হ্যপ্রাহ্যোঽথ জন্তো ধ্রুবঃ।
এষো ব্রহ্মময়ো জ্যোতির্ব্রহ্মজন্মেন শব্দিতঃ ॥ ১৪

অব্যক্তো ব্যক্তিমাপন্নঃ পঞ্চধাত্মকতাং গতঃ
ধারয়ন্ ব্রহ্মণো ব্যক্তং বিবিধং চিন্তিতং বহুন্ ॥ ১৫
অম মূর্তিং সমাধায় স্বভাবাদ্ ব্রহ্মচোদিতঃ।
সসর্জ সলিলং ব্রহ্মা যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ১৬
বায়ুং পূর্বমথো সৃষ্টা যো ধারয়তি সর্বতঃ।
ধারণাদ্ভূতসঙ্ঘস্য লভতে লোকসংজ্ঞিতম্ ॥ ১৭
তস্যেতদ্বায়ুসংভূতং কৃৎস্নং জগদবৃতং পুরা।
এতচ্ছৈবেরতিক্রান্তং পূর্বমেব সরস্বতি ॥ ১৮
পৃথক্কৃতং গমিতং তোয়ং পৃথিবীপর্বমিচ্ছতা।
ঘনত্বাচ্চ স্বভাবাচ্চ নিধিলেনোপলভ্যতে ॥ ১৯
ফলত্বাৎ সীদমানা চ সলিলে সলিলোদ্ভবা।
ব্যাজহার শুভা বাণী সমস্যাং পুরয়ন্নিব ॥ ১০

চিন্তায় পুরুষ পরমাত্মা তাঁহারই রূপ আশ্রয় করেন অর্থাৎ তর পুরুষের মধ্যেই সেই অজর পরমাত্মা বিরাজমান থাকেন। যেরূপ কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ এই অচিন্ত্য পরমাত্মা সমস্ত ভূতসমূহে গূঢ়ভাবে অবস্থান বিচরণ করেন ॥ ৮

তিনিই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের উৎপত্তির কারণ, সকলের প্রভু ও সংরক্ষক, পরমেষ্ঠী প্রজাপতি ও সর্বলোকপ্রভু ইত্যাদি ইঁহার যথার্থ নাম ॥ ৯

অপদ অর্থাৎ নির্গুণ নিরাকার হইতে পদ অর্থাৎ সগুণ সাকাররূপে প্রকটিত এই পরমাত্মা নার অর্থাৎ জলকে অয়ন অর্থাৎ নিবাসস্থান করায় নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ হন। যিনি প্রথমে অব্যক্ত ছিলেন, তিনিই পুনরায় ব্রহ্মযোনে ইচ্ছানুসারে সমস্ত জগৎ ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হন ॥ ১০

তাঁহাকে ব্রহ্মরূপে স্থিত বলিয়া তুমি জানিও। সেই প্রভুই ব্রহ্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনিই স্থাবর-জঙ্গমরূপ সমস্ত লোকের প্রভু ॥ ১১

ভারত। তিনি প্রথমে এই সমস্ত প্রাকাশ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে, আমি প্রজাগণকে সৃষ্টি করিব, অতএব তিনিই সমস্ত ভূতগণের উৎপত্তির কারণ। এই সকল প্রজাই তাঁহার সন্তান ॥ ১২

স্বভাব হইতেই সকলের উৎপত্তি হয়, স্বভাব হইতেই পরমাত্মা পূর্বোক্তরূপে প্রকটিত হইয়াছেন, স্বভাব হইতেই অহঙ্কার এবং সম্পূর্ণ জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১৩

এই সর্বব্যাপী, আলম্বরহিত, ইন্দ্রিয়াতীত, জন্মরহিত, অবিনাশী জ্যোতির্ময় ব্রহ্মজন্ম পরমাত্মাই ব্রহ্মনামে প্রতিপাদিত হন ॥ ১৪

তিনি স্বরূপতঃ অব্যক্ত হইলেও সহজ হইতে প্রকটিত পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতরূপ উপাদিসমূহে ব্যক্তভাব পুরুষ শরীর) প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বেদ হইতে জ্ঞাত বিবিধ সঙ্কল্পিত জগৎকে জগতে ধারণ করত উহা সৃষ্টি করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া উঠিলেন ॥ ১৫

যিনি সম্পূর্ণ জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, সেই ব্রহ্ম ও স্বভাব হইতে প্রেরিত হইয়া শরীর ধারণ করত ব্রহ্মা জলের সৃষ্টি করিলেন ॥ ১৬

জলের সৃষ্টির পূর্বে বায়ুকে অবস্থিত দেখিয়া জগদ্ধাতা পরমেষ্ঠীর অধীনে স্থিত যে মরীচি প্রভৃতি ধাতা, উঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা সকলকে ধারণ করিয়া থাকায় লোকপ্রসিদ্ধ ধাতা নাম ব্যাপ্ত হইলেন ॥ ১৭

এইরূপে এই সম্পূর্ণ জগৎ পূর্বে বায়ু হইতেই প্রকটিত হয় এবং পূর্ব হইতেই সমুদ্রে অবস্থান করে, সেরূপ ইহাকে অতিক্রম করিয়া উপরে উত্থিত হন ॥ ১৮

পৃথিবী পর্বের বাচ্যার্থ ভূমির (তাহার উপর সম্পূর্ণ জগতের স্থিতির জন্য) অভিলাষকারী ব্রহ্মা জলকে তাহা হইতে ভিন্ন অবস্থায় উপস্থিত করিয়া দিলেন। এক (জল) দ্রব পদার্থ হওয়ায় এবং দ্বিতীয় (পৃথিবী) ঘনীভূত হওয়ায় উভয়ের ভেদ স্পষ্ট হইয়া যাইল। পৃথিবী ও জলের এই পার্থক্যকে প্রত্যক্ষ দেখা যায় ॥ ১৯

জল হইতে হইতে উৎপন্ন পৃথিবী ইহার জল-সা কার্যাত্মক

ঊর্দ্ধেঽহং স্থাস্যামিহানি সংশোষয়ামুদ্ধরন্ত মাম্
গম্ভীরে জোয়বিবরে মৃত্তিবিক্ষোভিতান্তরম্ ॥ ২১
ততো মৃত্তিরসা দেবী সর্বভূতপ্ররোহিণী।
যথাযোগেন সম্ভূতা সর্বত্র বিবরৈরিহি ॥ ২২
শ্রুত্বা চ গদিতং তস্যা স্বিরং তাক্ষ সুভাষিতম্।
বরাহরূপধারায় বিপদাত মহার্ণবে ॥ ২৩
উদ্ধৃত্য সোঽথনিঃ জোয়ং কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্।
সমাধৌ প্রলয়ং কৃত্বা প্রলীনো ন চ দৃশ্যতে ॥ ২৪
যত্তদ্ ব্রহ্মময়ং জ্যোতিরাকাশমিতি সংজ্ঞিতম্।
তত্র ব্রহ্মা সমুদ্ভূতঃ সর্বভূতপিতামহঃ ॥ ২৫
অদ্যাপি মমতা যাত্রা বার্ধাতে সর্বযোনিষা।
জ্ঞানযোগেন সূক্ষ্মেণ [illegible] ॥ ২৬

স্থিত্বা তু পৃথিবীমধ্যমুপধাতি সমুদ্ভবম্।
তপনর্ভূষ্ণাভিষ্টন্ রশ্মিভিঃ স রসন্নিধ ॥ ২৭
তস্য মণ্ডলমধ্যাত্তু নিঃসৃতং সোমমণ্ডলম্।
স সনাতনজো ব্রহ্মা সোম্যং সোমময়ং গাঃ ॥ ২৮
সোমমণ্ডলপর্যায়াৎ পবনঃ সমজায়ত।
তদ্ভস্মময় জ্যোতিস্তেজোভিরতিবর্ধতম্ ॥ ২৯
স তু যোগময়াজ্ জ্ঞানাৎ স্বভাবাদ্ ব্রহ্মসম্ভবাৎ।
সৃজতে পুরুষং দিব্যং ব্রহ্মযোনিং সনাতনম্ ॥ ৩০
তৃবা যৎ সলিলং তস্য ঘনং যৎ পৃথিবী ভবৎ।
দ্বিত্রা যচ্চ তদাকাশং জ্যোতির্যচ্চক্ষুষের তৎ ॥ ৩১
বায়ুনা স্পন্দতে তৈস্ত সভ্যাতাজ্যোতিসম্ভবঃ।
পুরুষাৎ পুরুষো ভাবঃ পঞ্চভূতময়ো মহান্ ॥ ৩২

হওয়ায় নিজের কারণভূত জলে যখন নিমজ্জিত ও প্লাবিত হইয়া যাইতে লাগিল, তখন তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সহদিকে আকাশকে যেন মূর্তিত করিতে করিতেই এই শব্দগুলি বলিলেন ॥ ২০

অহো! জলের এই বর্ধমান তাড়ে আমি নিমজ্জিত হইয়া পলিয়া যাইতেছি। নিজের শরীরে কোন্ স্তরের বা গুরুত্বভার আমার অঙ্গকরণ এত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, অতএব আমি উপরে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কেহ আসিয়া আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ২১

তখনকার সমস্ত ভূতগণকে প্রভবিত্রকারিণী পৃথিবীদেবী মূর্তিমতী হইয়া প্রকটিত হইলেন এবং নিজের অবস্থানের জন্য স্থান কামনা করিতে করিতে পূর্বোক্ত কারণে সর্বদিকে মুখ করিয়া নিজের রক্ষার জন্য বলিতে লাগিলেন ॥ ২২

তাঁহার মুখ হইতে নির্গত এই সুভাষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীহরি বরাহরূপ ধারণ করত সেই মহাসাগরে লম্ফপ্রদান পূর্বক পতিত হইলেন ॥ ২৩

জল হইতে পৃথিবীকে উপরে উত্তোলিত করিয়া এই অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম করত সেই ভগবান্ সমাধিতে লয়প্রাপ্ত অথবা লীন হইয়া অদৃশ্য হইয়া যাইলেন—নিজের মূল স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইলেন ॥ ২৪

শ্রীহরির এই স্বরূপ পরব্রহ্ম এবং চিন্ময় প্রকাশস্বরূপ, জগতে ইহার 'আকাশ' নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাতেই সম্পূর্ণ ভূতগণের পিতামহ ব্রহ্মার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে ॥ ২৫

আজও সকলের উৎপত্তির স্থানভূত এই ভগবান্ার পরমেশ্বর প্রজাপতির হিরণ্যগর্ভ সূক্ষ্ম জ্ঞানযোগের দ্বারা মনে (সেব, সূর্যাগ্নিরূপে) এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন ॥ ২৬

ঊর্দ্ধে থাকিয়া তাপসনিকরে সূর্যদেব নিজের সর্বদিক্-প্রসারী কিরণসমূহের দ্বারা যেন হাস্য করিতে করিতে পৃথিবীর মহাভাগ ভেদ করত উহার উপরিভাগ জলের নিম্নে পর্যন্ত খনন করিয়াছেন ॥ ২৭

এইরূপ অত্যন্ত তাপের দ্বারা সূর্যমণ্ডলের মহাভাগ হইতে সোমমণ্ডলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সনাতন পরব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন এই সোম-মণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী চেতন রূপের সৌম্যভাব ও সোমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২৮

উক্ত সোম-মণ্ডলের মধ্য হইতে যে বিশেষ বায়ু প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাই জগৎকে স্নেহময় জ্যোতি দ্বারা নিজ জীবের প্রকাশের দ্বারা সমস্ত ভূতের বৃদ্ধি প্রবং স্থিতির বিস্তার করিতে সমস্ত ঊর্ধ্বসমূহের সঞ্চালক হইয়াছে ॥ ২৯

সেই স্রষ্টা পুরুষ যোগময় জ্ঞান ও স্বভাবনিত্য হওয়ায় হইতে সনাতন ব্রহ্মযোনিরূপ দিব্য পুরুষকে সৃষ্টি করেন ॥ ৩০

সেই পুরুষের যে দ্রব অংশ, তাহাই জল। তাহার ঘনীভূত অংশই পৃথিবীরূপে পরিণত হয়। তাহার যে ছিদ্র, তাহাই আকাশ এবং যাহা চক্ষু, তাহাই তেজ ॥ ৩১

পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত যে সূক্ষ্মভাব (চৈতন্য), তাহাই বায়ুর সংযোগে এই শরীরকে চেষ্টাশীল করে। এইভাবে পঞ্চভূতের সঙ্ঘাতরূপ শরীরকে প্রাপ্ত হইয়া যখন জীব এখানে নিবাস করে, তখন সেই সেই চিন্ময়রূপী জ্যোতি ও অন্তরাত্মার প্রাকট্য হয়। পঞ্চভূতদ্বারা নির্মিত যে বিরাট্ শরীর, তাহাতেও সেই অন্তর্যামী ভূতাত্মা নিবাস করেন। বিভিন্ন প্রকারের ছোট শরীর, তার সমস্তই ইহার পক্ষে সমভাবেই এই সনাতন পরব্রহ্মা

কৃত্যাত্মা বৈ সমে তস্মিংস্তস্মিন্ দেহে সনাতনঃ
ওঙ্কারাং নিহিতা জ্ঞানং যোগাদ্ যজ্ঞঃ সনাতনঃ ॥ ৪৩
তপনস্তৈব তত্ত্বানাং যোঽহির্বসতি দেহিনাম্।
শরীরে নিত্যাশো যুক্তে ধাতুভিঃ সহ সঙ্গতঃ ॥ ৪৪
স্বভাবাৎ ক্ষয়মায়ান্তি স্বভাবাদ্ভবমেতি চ।
স্বভাবাদ্ বিন্দতে শান্তিং স্বভাবাচ্চ ন বিন্দতি ॥ ৪৫
ইন্দ্রিয়ৈরভিমূঢ়াত্মা মোহিতো ব্রহ্মণঃ পদে।
সম্ভবং নিধনং চৈব কর্ম্মভিঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ৪৬
যাবজ্জ্ঞ ব্রহ্মবিষয়ং নোপযাত্যাত্মবৈ তবতঃ।
তাবৎ সংসারমাপ্নোতি সম্ভবাংশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৭
ইন্দ্রিয়ৈর্ব্যতিরিক্তো বৈ যদা ভবতি যোগবিৎ।
তদা ব্রহ্মত্বমাপন্নঃ প্রলয়াগ্রে প্রতিষ্ঠতি ॥ ৮

প্রতিবিদ্ধমমুং লোকং ব্রহ্মবান্ ন ভবত্যুত
ন চ রাগদ্বয়ৈর্যাতি ন চ সজ্জতি কর্হিচিৎ ॥ ৪৯
আগতিঞ্চ গতিং চৈব নিধনং সম্ভবং তথা।
ভূতেভ্যো বেত্তি সর্ব্বজ্ঞঃ পরাং সিদ্ধিমুপাগতঃ ॥ ৪০
আত্মনো গন্তব্যস্তৈব তথা বিবরগোচরম্।
পুরস্তাৎ কর্ম্মনির্বৃত্তে পদে ব্রহ্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৪১
চিত্রগ্রহীন্দ্র মনসা রুদ্ধ্যাং পূর্ব্বান্ বাতনাঃ।
ক্ষিপ্যমানাঃ প্রলোভেন বায়ুভিরিবার্ণবম্ ॥ ৪২
পচ্যন্তে জ্বলনৈঃ নীলঃ পরেভ্যো জ্ঞানচক্ষুষা।
ব্রহ্মপ্রোক্তমিবাত্মা বৈ বিমুক্তো দেহবন্ধনাৎ ॥ ৪৩
সূক্ষ্মেণাপি পরং লোকং সংস্তরেদপি বিদ্বত্তম।
তেজোমূর্ত্তিরিবাবিদ্ধমিং লোকঞ্চ সংসৃজেৎ ॥ ৪৪

সেই সবের মধ্যে অনাদিকাল হইতেই নিত্যভাবে আছেন। এই জ্ঞানরূপ ব্রহ্ম সকলেরই বৃদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থিত এবং এই সনাতন পরব্রহ্মই যোগবলে নিজের স্বরূপভূত সেই জ্ঞানের সাক্ষাৎকারকারী। ৩১-৩৮

দেহধারিগণের দেহে যে অগ্নি বাস, সেই অগ্নি সূর্য্যেরই স্বরূপ। এইভাবে পঞ্চভূতসমূহে সদা সংযুক্ত শরীরে সেই ভূতগণের সহিত মিলিত যে জীবাত্মা, তিনি সেই সনাতন পরমাত্মারই অংশ। ৩৯

এই জীবাত্মা অনলশীল বায়ুসমূহের সহিত সঙ্গত, অতএব নিজের স্বরূপকে বিস্মৃত হইয়া সেই মোহকর স্বভাববশতই ক্ষয় প্রাপ্ত হন (তিনি নিত্য অক্ষয় হইলেও অজ্ঞতাবশতঃ দেহের ক্ষয়ে নিজেকে ক্ষয়শীল মনে করেন।) এই স্বভাববশতই তিনি নিজের স্বরূপ ও ঐশ্বর্য্যের নাশের ভয় প্রাপ্ত হন। স্বভাববশতই তিনি শরীরের দুঃখের শান্তি অনুভব করেন এবং ঐরূপ অবস্থার স্বভাবতই তিনি শান্তিলাভ করেন না। ৪৫

ইন্দ্রিয়গণের বেগে অত্যন্ত মূঢ়চিত্ত মানব ব্রহ্মপদ (পরমাত্মার স্বরূপ) সম্বন্ধে মোহিত (জ্ঞানশূন্য) হইয়া যায় এবং কর্ম্মসমূহে বদ্ধ থাকিয়া জন্ম-মরণ লাভ করিতে থাকে। ৪৬

যতকাল না তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সেই মানব ব্রহ্মানন্দের সাক্ষাৎকার উপস্থিত হয়, ততকাল তাহার সংসার ও তাহার মধ্যে বারম্বার জন্ম-মরণ প্রাপ্তি হইতে থাকে। ৪৭

যখন যোগবেত্তা পুরুষ যোগবলে নিজেকে ইন্দ্রিয়গণ হইতে পৃথক্ উহাদের নিয়ন্তাকে বুঝিতে পারেন, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া নিজের স্বরূপভূত জ্ঞানেতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যান। ৪৮

সেই পুরুষ যখন পরলোকেরও মূল পরিত্যাগ করত ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া যান, তখনই তিনি রাগ দ্বেষাদির কারণ দ্বন্দ্বভাব প্রাপ্ত হন না এবং না তখনও কোনও বিষয়ে আসক্তি হন। ৪৯

তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত প্রাণিগণের প্রাণ-মনোগমন যাতায়াত ভূত-সমূহকে জানিতে পারেন; কিন্তু নিজে সেই চক্রে পতিত হন না। ৫০

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নিজের পরিত্রাণরূপ মুক্তির উপায়সমূহ, এবং মৃত্যু, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়সমূহও জানিতে পারেন। তাঁহার কর্ম্মসমূহের দ্বারা তদনুরূপফল হইতে নিবৃত্তি হইয়া যাওয়ায় পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যান। ৫১

অতএব বিবেকী পুরুষের কর্ত্তব্য হইল—তিনি চিত্তকে বন্ধনকারী কামাদি দোষসকল ও শ্রবণ লোভে অনেক শাখা-সমূহে বিস্তৃত সেই পূর্ব্ববাসনাসমূহকেও নিরোধ করিবেন, যাহা বায়ুতে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় মনুষ্যকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে। ৫২

এইভাবে বাসনাসমূহের নিরোধকারী পুরুষের কামাদি দোষসমূহে মজ্জিত বুদ্ধি আবাহিতে তপ্ত হইয়া শুষ্ক হইয়া যায়। এই জ্ঞান বেদে কথিত হইয়াছে। যাহার দ্বারা জীবাত্মা এই শরীরে থাকিয়াও উহার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যান। ৫৩

তেজোমূর্ত্তি যোগী যাতিয়নী পুরুষের ন্যায় যোগবিদ্যার প্রভাবে দ্বিতীয় লোকের সৃষ্টি ও সংহারও করিতে পারেন। তিনি বিশ্বামিত্র প্রভৃতির ন্যায় এই লোককেও পূর্ব্বকালে সৃজন করিতে পারেন। ৫৪

ত্রিযাগযোনৌ গত্বাঽঽত্মৈব কর্ম্মভিরুপোদয়ৈঃ
তাভ্যশ্চ প্রতিমুচ্যেত ব্রহ্মযুক্তেন চেতসা ॥ ৪৫
অক্ষয়ঞ্চ ভবেত্তস্য যোগকর্ম্মাভিরিচ্যতে।

ন ক্ষয়ঃ বিদ্যতে তত্র যত্র ব্রহ্ম কর্ম্মভির্ভবম্ ॥ ৪৬
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি পৌরুরে যোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

এই যোনী বেষ্টনের ন্যায় বন্ধনকর কর্ম্মসমূহের দ্বারা পশু-পক্ষী প্রভৃতি যোনিসমূহে পতিত জীবগণকেও ব্রহ্মে সংলগ্ন নিজের চিত্তের সত্ত্বগুণাশ্রয়ে যুক্ত করিতে পারেন এবং সেই সব কর্ম্মসমূহের বন্ধনও মুক্ত করিয়া দিতে পারেন। ৪৫

যোগসাধক সাধনা করে ও অক্ষয় (ভোগ ও মোক্ষ) উভয়কে প্রাপ্ত করিয়া অবস্থিত অর্থাৎ যোগীর ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই সুলভ হয়। কিন্তু যিনি অবিনাশী ব্রহ্ম, তাঁহাকে কর্ম্ম-সমূহের দ্বারা উপলব্ধি করেন। অনন্তস্বরূপ অক্ষয় ও ঐশ্বর্য ভোগের) সত্তা নাই। ৪৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুরুরূ-প্রাদুর্ভাববিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

[মৈনাকপর্ব্বতস্থ স্থিতিঃ, মেরুপৃষ্ঠোপরি পরমাত্মনো ব্রহ্মণঃ প্রাদুর্ভাবঃ, মেরুপর্ব্বতস্থ বিশালতা, ব্রহ্মণা সৃষ্টিঃ, ব্রহ্মণো ব্রহ্মণস্য স্বরূপবর্ণনম্, পঞ্চাগ্নেঃ প্রাদুর্ভাবঃ, সোমস্যোৎপত্তিঃ, ধর্ম্মস্য পাদঃ, যোগ-সাধনা, ঐশ্বর্যাণ্যস্য হানিঃ, বেদানামাবির্ভাবঃ, যজ্ঞপুরুষস্য বর্ণনম্, যোগবিদো মহিমা, চিত্তস্যোপলব্ধৌ কারণম্, মোক্ষসম্বন্ধিকর্ম্মকরণস্য বিধানম্, কর্ম্মফলত্যাগে মুক্তিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

পৃথিব্যাঃ যৎ কৃতং ত্রিভিঃ তৎসর্বেন বিসর্জিতা
তস্মিন্নাস্তোঽথ মৈনাকঃ স্বভাবাবিহিতোঽচলঃ ॥ ১
পর্ব্বভিঃ পর্ব্বতত্বঞ্চ লব্ধবান্ নাম সাঞ্জিতম্
অচলাদচলত্বঞ্চ স্বভাবাদেবমেব সঃ ॥ ২
তস্য পৃষ্ঠে পৃথিব্যাংশে নগাস্তে সুমহদ্ধিনাম
তস্মিংস্তু পুরুষো বাক্যো বসতি জ্যোতিসম্ভবঃ
বিহিতশ্চ স্বভাবেন তেনৈব পরমাত্মনা ॥৩

যত্তদ্ ব্রহ্মময়ং তেজো নিহিতং শিরসোঽন্তরে।
তস্য জ্যোতির্ম্ময়ঃ রূপং লোকঃ পুরুষবিগ্রহম্ ॥ ৪
বদনাদভিনিষ্ক্রান্তং জলমুদ্ভিদ তেজসা
চতুর্ভির্বদনৈর্যুক্তং চতুর্দ্দিক্ বিলোকয়ৈঃ ॥ ৫
বক্ত্রং ব্রহ্মসমুদ্ভূতং ব্রহ্মা ব্রাহ্মণপুরুষঃ
তদেব তস্যবক্ত্রভূতং পুনর্বীরত্বমাগতম্ ॥ ৬
উদ্ভূতা পৃথিবী দেবী পুরস্তাৎ সলিলাশয়াৎ।
ব্রহ্মণঃ ব্রহ্মণঃ স্থানাল্লোকতাং গতঃ ॥ ৭

সপ্তম অধ্যায়।

[মৈনাক পর্ব্বতের স্থিতি, মেরুপৃষ্ঠের উপর পরমাত্মা হইতে ব্রহ্মার প্রাদুর্ভাব, মেরুপর্ব্বতের বিশালতা ব্রহ্মাকর্তৃক সৃষ্টি, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মার স্বরূপ বর্ণন, পঞ্চাগ্নির প্রাদুর্ভাব, সোমের উৎপত্তি, ধর্ম্মের পাদ, যোগ সাধনা, ঐশ্বর্য্য হইতে হানি, বেদসমূহের আবির্ভাব, যজ্ঞপুরুষের বর্ণন, যোগবিদের মহিমা, চিত্তের উপলব্ধিতে কারণ মোক্ষসম্বন্ধী কর্ম্ম করিবার বিধান এবং কর্ম্ম ফল ত্যাগে মুক্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! পরিবর্ত্তমান সূর্য্য পৃথিবীতে যে ছিদ্র করিয়া দিয়াছিলেন, উহাতেই স্বভাবতঃ নির্দ্দিষ্ট মৈনাক পর্ব্বতকে স্থাপিত করা হয়। ১

উহার উপর বহু পর্ব্ব (কামনা পূরক 'চিতাবলি' ফলপ্রদ ও কামনেত্র প্রভৃতি) আছে, সেইজন্য এই মৈনাক 'পর্ব্বত' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই মৈনাক অচিল হওয়ায় 'অচল' নামেও অভিহিত হয় এবং স্বভাবতই মেরুর সমান অবস্থিত। ২

এই পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে এক মহান্ সমৃদ্ধিশালী, বাক্যকর্ত্তা পুরুষ নিবাস করেন, যিনি জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বর হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই পরমাত্মা স্বভাবতই এই পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৩

মস্তকবর্ত্তী সহস্রার চক্রে যে ব্রহ্মময় তেজ বিরাজমান আছেন অথবা বেদান্তে যে ব্রহ্মময় তেজকে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাঁহারই জ্যোতির্ম্ময়স্বরূপ এই পুরুষের রূপে প্রকটিত হইয়া প্রকাশিত হন। ৪

সেই পুরুষের মুখ হইতে চারমুখযুক্ত ও চার হাত হাতে ব্রাহ্মণের সহিত ব্রহ্মার প্রাদুর্ভাব হয়, যিনি তাঁর তেজে যেন ঐশ্বর্যশালি আছেন। ৫

তাঁহার মুখ বেদ, যিনি পরমাত্মার নিঃশ্বাসরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। ব্রহ্মা সেই বেদধারণকারী ব্রাহ্মণশিরোমণি। এইভাবে সেই মহাভূত পুনরায় পূজ্যত্বলাভ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৬

যিনি পূরাকালে মহাসাগরের মধ্য হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তিনিই এই মহাভূত, তিনি ব্রহ্মার স্থান মেরু-

পদসঙ্ঘো ব্রহ্মলোকঃ শৃঙ্গং মেরোস্তদাভবৎ
উদ্ধ্রিতং যোজনশতং সহস্রশতমেব চ ॥ ৮
এবমেব চ বিস্তারঃ চতুর্ভির্ণিত ওচ্যতে।
অথবা নৈব সংখ্যাতুং শক্যঃ কৃতেন কেনচিৎ।
সমাঃ সহস্রৈর্বহুভিরপি দিব্যেন তেজসা ॥ ৯
চতুর্ভিঃ পার্শ্ববিস্তারৈঃ শিলাভিরভিসংবৃতৈঃ।
নগস্য তস্য রাজেন্দ্র বিস্তারৈঃ শতযোজনৈঃ ॥ ১০
কোটিকোটিশতগুণৈর্ণিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ।
যোগযুক্তৈঃ সদা সিদ্ধৈর্নিত্যং ব্রহ্মপরায়ণৈঃ ॥ ১১
মরুদ্ভিঃ সহ দেবেন্দ্র কৃতৈর্বৈশ্বভিরেব চ।
আদিত্যৈর্বিশ্বসহিতৈ রক্ষস্ত বসুধাধিপান ॥ ১২
রক্ষস্ত পৃথিবীং চৈব ভগবান্ বিষ্ণুনা সহ।
বিবস্বদ্-বরুণাদ্যাশ্চ সঙ্ঘাস্তং গন্তিতং নৃপ ॥ ১৩

তেন ব্রাহ্মেণ বপুষা ব্রহ্মপ্রাপ্তেন ভাবত।
যত্তদ্ বিষ্ণুময়ং তেজঃ সর্বত্র সমতাং গতম্ ॥ ১৪
যত্তদ্ব্রহ্মেতি বৈ প্রোক্তং ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ।
নিয়তৈর্বহ্নিঃ প্রাপ্তৈঃ সত্যব্রতপরায়ণৈঃ ॥ ১৫
এবমেতে ত্রয়ো লোকা ব্রাহ্মেঽহনি সমাহিতাঃ।
অনন্তে ব্রহ্ম চাব্যক্তং বাক্তং প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৬
ব্রহ্মণো নিয়তং কর্ম প্রভাবেন প্রচোদিতম্।
প্রবর্ত্তমানং ভাবেন শশ্বদ্ধ্রুবমবিনাশি ॥ ১৭
এতদ্ভিত্তমিতি প্রোক্তং ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ।
যদেকং ব্রহ্মণঃ পাদং দিষ্ট্যা গমিতং পরম্ ॥ ১৮
বহুত্বাদ্ বিপ্রভাবানাং বিবস্বৎপ্রমুক্তাতে।
ব্রাহ্মণৈর্ঋক্ষুতাস্তা সত্যব্রতপরায়ণৈঃ ॥ ১৯

পৃষ্ঠে যাইয়া চতুর্মুখ ব্রহ্মারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, যিনি বরাহরূপে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া অনুগত হইয়া দিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ পুনরায় ব্রহ্মার রূপে সৃষ্টিযোগের হইলেন। ৭

সেই সময় এই ভগবানের হই চরণের সন্ধি স্থানে যে মেরু-পর্ব্বতের শিখর ছিল, তাহাই ব্রহ্মলোক হইল। ইহার উচ্চতা এক লক্ষ একশত যোজন। এইরূপে ইহার বিস্তারও ইহা হইতে চতুর্গুণ পরিমিত। ৮

অথবা কোনও প্রাণী কয়েক সহস্র বর্ষে দিব্য জ্ঞানের দ্বারাও ইহার বিস্তার গণনা করিতে সমর্থ হন না। ৯

রাজেন্দ্র! তাহার চার ধারে চার শত শত শিলা আছে, যাহাদের দ্বারা ইহার বিস্তৃত পার্শ্বভাগ পরিবৃত রহিয়াছে। এই সব শিলার বিস্তার শত যোজন। মেরুপর্ব্বতের বিস্তার এই সব হইতে কোটি কোটি শত গুণ অধিক—এইরূপই বিজ্ঞাসিদ্ধ, নিত্যব্রহ্মপরায়ণ, যোগযুক্ত ব্রহ্মবাদী পুরুষগণ নির্ণয় করিয়াছেন। ১০-১১

নৃপ! ভগবান্ বিষ্ণু এবং মরুদ্গণ, দেবেন্দ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, বিশ্বেদেবগণ, বিবস্বান্ ও বরুণের সহিত থাকিয়া ওষধীগণ ব্রহ্মা সেই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত ব্রাহ্ম শরীরের দ্বারা পৃথিবী ও পৃথিবীপতিগণকে রক্ষা করেন। ১২-১৩½

ব্রহ্মা যে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ব্রহ্ম সর্বত্র তেজোরূপে অবস্থিত এবং বিষ্ণুময় তেজরূপে প্রকাশমান। যে নিয়মসমূহ যাঁহাদিগকে অনুগত করিয়া লইয়াছিল, যাঁহারা সত্যভাষণ ও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতপালনে তৎপর, সেই বেদপারগামী

বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে 'ব্রহ্মা' নামে অভিহিত করিয়াছেন ও জানিয়াছেন, তিনিই সেই ব্রহ্ম। ১৪-১৫

এইরূপ এই তিন লোক ব্রহ্মার দিনে অবস্থান করে। অব্যক্ত ব্রহ্মও সেই দিনে প্রাণরূপ শরীরের মধ্যে জীবাত্মারূপে ব্যক্ত ও প্রতিষ্ঠিত হন। ১৬

পরব্রহ্ম পরমাত্মার প্রভাবে নিয়োজকগণ বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত যে নিয়ত নিত্য কর্ম, তাহা বল কলপ্রদাতারূপে বাক্যার্থী পুরুষগণের দ্বারা যদি নিরন্তর শুদ্ধভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তবে উহা হিতকারক হইয়া থাকে। ১৭

বেদের পারগত বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ এইরূপে নিত্যভাবে কৃত কর্মকেই হিতকারক বলিয়াছেন, যে পক্ষে দিষ্ট—প্রারব্ধ বা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল বলা হইয়াছে, সেই বিশ্ব ব্রহ্মের (পরমাত্মার) এক পাদ (লেশমাত্র)। ১৮

বিশ্বকে যাঁহার এক পাদ বলা হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম সম্পূর্ণ ঋতুগণের নিত্যসিদ্ধ আত্মা। তাঁহাকে সকাম কর্ম্মসমূহের দ্বারা লাভ করা যায় না। তথাপি বেদত্যাগী বিপ্রগণের ভাবসমূহের বিধিবদ্ধতার জন্য সত্যব্রতে তৎপর ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণাদি সমস্ত দেবতা যাঁহার মধ্যে বাচকরূপে প্রতিষ্ঠিত, সেই বিশ্বরূপ যজ্ঞ-সমূহে বিনিয়োগ করেন। * সেই সকাম যজ্ঞসমূহের দ্বারা ইত্যাদি লোকসকলই লাভ হয়, যাহা মোক্ষ বা ভগবৎপ্রাপ্তির

---

* শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, 'পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি' ইত্যাদি। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভূত বা সমস্ত ভৌতিক জগৎ এই পরমাত্মার এক পাদ (সমৃতম অংশ)।

বিশ্বরূপঃ মনোরূপঃ বুদ্ধিরূপশ্চ মানদঃ
এবং ত্বত্বং স ভগবান্ প্রথমঃ পিতৃণাং সৃজৎ। ২০
স এব ভগবান্ বিষ্ণো দেব্যা সহ সনাতনঃ
বিধায় বিপুলান্ লোকান্ ব্রহ্মা চরতি সাত্বতঃ। ২১
স এব ভগবান্ ব্রহ্মা নিত্যঃ ব্রহ্মবিদাং বরঃ।
নির্ব্যাপদমস্তু নামকিঞ্চনপথৈষিণাম্। ২২
সোমাৎ সোমঃ সমুৎপন্নো ধারাসলিলবিগ্রহাৎ।
যজ্ঞাভিষিক্তো ভূতানামাধিপত্যে মহেশ্বরঃ। ২৩
অভিষিচ্য চ ভূতেশং কৃত্বা কর্ম স্বভাবতঃ।
নদতি স্ম তদা নাদং তেন সা হ্যাহ্বতে নদী। ২৪
সা ব্রহ্মলোকাৎ সম্ভাবা অভিভূত্য মহপ্রভা।
গাং গতা গগনাদ্দেবী সপুত্রা প্রসসার চ। ২৫
সহস্রধা চ রাজেন্দ্র বিসৃতা চ পুনঃ পুনঃ।
ইমং লোকমুং চৈব ভাবয়ন্ কৃৎস্নসম্ভবম্। ২৬
ততো ভূতানি রোধন্তি মহাভূতকৃতানি চ।
ততঃ সর্বে ক্রিয়ারম্ভাঃ প্রবর্ত্তন্তে মনীষিণাম্। ২৭
চতুর্ভির্বদনৈস্তস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা।
তদাক্ষরময়ী সিদ্ধির্নিশ্চরঃ সমুপাগতা। ২৮
তস্য জ্ঞানময়ঃ পুণ্যঃ চতুষ্পাদঃ সনাতনঃ।
পতিত্বেনাভবদ্ধেবো ব্রহ্মা চাত্র পিতামহঃ। ২৯
পাদা বর্ণাস্ত চত্বারো বৈরিণঃ বার্য্যতে জগৎ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ বাক্যেন গৃহস্থেন চ পাবনে। ৩০

নিকট বিতাড়িত হইল। অতএব মৃত্যুর পুরুষগণের নিরাস কর্ম-সমূহের দ্বারাই পরমাত্মার আরাধনা করা কর্তব্য। ১৯

বিষ্ণুরূপ (স্থূল) ও মনোরূপ (সূক্ষ্ম)—এই উভয়ই কেবল বৃদ্ধিমাত্ররূপ। এরূপ জানিয়াই সেই ভগবান্ ব্রহ্মা প্রথমে স্ত্রী-পুরুষরূপ যুগলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ২০

সেই বিষ্ণুরূপ সনাতন ভগবান্ ব্রহ্মা ঘীয় শক্তিরূপা দেবীর সহিত বিপুল লোকসমূহ রচনা করত নিজের অনুগামী কল্পনাদির সহিত সেই সব আশ্রয়ে উপস্থান করিতে লাগিলেন। ২১

অক্ষিজল-পথে। সন্ন্যাস-ধর্মে যাহাতে মুক্তি হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মবিদ্গণের পক্ষে যিনি সদা বরণীয় পরমাত্মা, তিনিই এই ভগবান্ ব্রহ্মা। ২২

অমৃত জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর হইতে ওষধিসমূহের পতি সোম উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই সময় এই সোমের উৎপাদক সেই পরমেশ্বরের স্বরূপ ঊর্দ্ধলোক হইতে নিঃসৃত জলধারাই ছিল, যাহার দ্বারা ভগবান্ মহেশের ভূতনাথের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ২৩

এই জলধারা সেই সময় যাবতীয়কর্তায় ভূতনাথ মহেশ্বরকে অভিষিক্ত করিয়া সেই মহৎ কর্ম সম্পাদন করিবার পর কলকলনাদ করিতে লাগিলেন, সেইজন্য তিনি 'নদী' নামে কথিত হন। ২৪

ব্রহ্মলোকের মহত্ত্ব বর্দ্ধিত করিয়া পথচারিকারী পর্বত-সমূহকে সহস্রধাতে খণ্ডিত করিয়া সেই দেবী যখন হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। অতএব 'গাং গতা' এই বুৎপত্তি অনুসারে তাঁহার নাম 'গঙ্গা' হইল। তিনি তখন গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, ইরাবতী, সরযূ, গোমতী ও গণ্ডকী—এই সপ্ত ধারায় বিভক্ত হইয়া সর্বদিকে প্রসারিতা হইলেন। ২৫

রাজেন্দ্র! এই ভগবতী গঙ্গা অনেক নদী ও তীর্থরূপে সহস্র সংখ্যায় বিভক্তা হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ বিভূতিভেদে অনেক রূপ ধারণ করিলেন। এই গঙ্গা হইতেই উৎপন্ন সোমদেব অন্নাদি ওষধিসমূহ বর্দ্ধিত করিয়া এই চৌদ্দভুবন লোককে এবং নিজের সুধাময়ী কিরণধারার দ্বারা পরলোককেও পুষ্টি এবং রক্ষা করিতে লাগিলেন। ২৬

এই লোকের বৃদ্ধি ওষধ্যন্নাদি প্রাণিগণও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পৃথিবী, জল ও তেজ—এই তিন মহাভূত ও এই মহাভূতত্রয়ের যে রীতি প্রভৃতি ফলসমূহ, তাহারাও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইল। তারপর এই রীতি প্রভৃতি ফলসমূহ ও অন্নাদি প্রাণিদেহের দ্বারা মনীষী পুরুষদিগের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ যজ্ঞ যোগ আরম্ভ হইল। ২৭

সেই পরমেশ্বরের মুখারবিন্দ হইতে যে চার বেদরূপ অক্ষর ব্রহ্মময়ী সিদ্ধি প্রকটিতা হইল, তাহাই উপদেশভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকিল। ২৮

সেই পরমাত্মার যে চিন্ময়, পুণ্যজনক, (ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা ও অধ্বর্যু)—এই চার পাদযুক্ত এবং সনাতন (অগ্নি)-রূপ যজ্ঞ, তাঁহার অধিপতিরূপে এখানে পিতামহ ব্রহ্মাই প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ২৯

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার আশ্রম ধর্মের চার পাদ। যাহাদের দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ বৃত আছে। যাযাবররূপে যাহা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের দ্বারা ধর্মের এক পাদ পূর্ণ হয়। পবিত্র গৃহকে আশ্রয় করিয়া পালিত গৃহস্থাশ্রমের দ্বারা ধর্মের দ্বিতীয় পাদ পরিপুষ্ট হয়। ৩০

গুরুভাবেন বাকোন শুদ্ধযোমিনগামিনা
ইত্যেতে ধর্ম্মপালাঃ স্যুঃ স্বর্গদ্বারোদ্ঘাটাঃ প্রচোদিতাঃ ॥ ৩১
ত্রায়ান্তর্ধর্ম্মগুহ্যেন সোমো বর্দ্ধতি মণ্ডলে
ব্রহ্মণো ব্রহ্মচরণাদ্ বেদা বর্দ্ধন্তি শাশ্বতাঃ ॥ ৩২
গৃহস্থানন্তি বাকোন তৃপ্যন্তি পিতরস্তথা
ধ্রুবয়োঽপি চ ধর্ম্মেণ নমস্তু শিরসি স্থিতাঃ ॥ ৩৩
নমস্ত তস্য সম্পশ্য মেরোঃ শিখরমুত্তমম্ ।
পদ্ভ্যাং সংপীড্য বৃষণাবুবিভিত্তৈবিচার্য্যতে ॥ ৩৪
শ্রোত্রৌ নিগৃহ্য পৃষ্ঠঞ্চ বিনাম্য প্রহসন্নিব ।
নাভিদেশে করৌ ন্যস্য সর্পাংশ্চ্ছানি সংক্ষিপন্ ॥ ৩৫

মূর্দ্ধি ব্রহ্ম সমুৎক্ষিপ্য মনসাপি পিতামহঃ
অনন্তনলনা বিষ্ণুঃ যোগাদ্ যোগেশ্বরস্ত চ ॥৩৬
ব্যতিরিক্তেন্দ্রিয়ো বিষ্ণুর্বিষাদ বিশ্বমিবোদ্ধৃতঃ ।
তেজোমূর্ত্তিধরো দেবো নভশ্চক্ষুরিবোদিতঃ ॥ ৩৭
বরাজ ব্রহ্মযোগেন সতত্রাঃ গুরিবাপরঃ ।
বিরাজন্তসো মধ্যে প্রভাভিরতুলঃ প্রভুঃ ॥ ৩৮
নোপলভ্যন্তি মূঢ়ানাং প্রভাভঃ ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ।
ললাটমধ্যে তিষ্ঠন্তঃ দ্বিধাভূতাঃ ক্রিয়াঃ প্রতি ॥ ৩৯
জ্যোতিশ্চক্ষুষি সম্ভূতঃ বিষ্ণুঃ ভাস্কর-সোময়োঃ ।
বৃদ্ধ্যা পূর্ব্বং তু পশ্যন্তি অধ্যাত্মবিষয়ে রতাঃ ॥ ৪০

উপস্থার ভারে পৌরবাধিত বানপ্রস্থাশ্রমের দ্বারা ধর্ম্মের তৃতীয় পাদের পুষ্টি হয় এবং আত্মতত্ত্বের প্রতিপাদক ও মুক্তি প্রদের প্রাপ্তিকারক 'তত্ত্বমসি' আদি মহাবাক্যের বিচারে যুক্ত সন্ন্যাস-আশ্রমের দ্বারা ধর্ম্মের চতুর্থপাদ পুষ্ট হয়। ইহাই হইল—ধর্ম্মের চার পাদ, যাহা ধর্ম (ত্রিবর্গ ও মোক্ষ) প্রাপ্তির জন্য লাভের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৩১

ত্রায়ানুসারে গুহ্য-ধর্ম্মের পালনে সোম। সোমাধিষ্ঠিত মন ব্রহ্মমণ্ডলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং বিশ্বের অভিমান ত্যাগ করিয়া সমষ্টির অভিমানসম্পন্ন হয়। বেদের উপদেশানুসারে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের পালন ও ত্রায়ীতত্ত্বের দ্বারা সনাতন বেদ সদা বর্দ্ধমান থাকেন। ৩২

যোগেশ্বর ধর্ম্মপালন-রত গৃহস্থজনকে দেখিয়া মেরুপর্ব্বতের শিখরে অবস্থিত সিদ্ধগণ ও ঋষিগণও তাঁহাদের ধর্ম্মে তৃপ্তিলাভ করেন। ৩৩

সেই মেরু-পর্ব্বতের উত্তম শিখরকে (যাঁহাকে ব্রহ্মলোক বলা হইয়াছে) দর্শন কর—তাঁহার প্রাপ্তির জন্য প্রযত্ন কর। (কিভাবে প্রযত্ন করিবে, তাহা বলিতেছেন—) ঋষিগণ দুই পদের দ্বারা অণ্ডকোষদ্বয়কে চাপ দিয়া সিদ্ধাসনে অবস্থান করত তাঁহার (ব্রহ্মলোকের) চিন্তা করেন। ৩৪

শ্রোত্রকে মুদ্রিত দুই বাহুর মধ্যভাগের সন্ধিস্থলে যোজিত করিবে এবং পৃষ্ঠকে এইভাবে ভিতরের দিকে নত করিবে, যাহাতে বক্ষঃস্থল কিছু উঁচিয়া থাকে। তারপর হাসরত পুরুষের ন্যায় মুখ করত শরীরকে পরস্পর স্পর্শ হইতে দিবে না। দুই হস্তকে নাভিদেশে রাখিয়া অঞ্জলি মুদ্রা করিবে অর্থাৎ বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত রাখিবে। তারপর সর্ব্বদিক্ হইতে নিজের অন্তঃকরণকে সংযত রাখিয়া ধ্যান করিবে। ৩৫

এইভাবে ধ্যান করিতে করিতে ঋষিরাজ পিতামহ মনঃপ্রধান প্রাণের দ্বারা ব্রহ্ম অর্থাৎ নিজের জীবত্বকে মূর্দ্ধায় (ভ্রূদ্বয় ও নাসিকার মধ্যভাগে সহস্র বাইরা) মানসিক সঙ্কল্পের দ্বারা বিষ্ণুকে অর্থাৎ বিশ্বরূপকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐরূপে তিনি যোগেশ্বরের যোগ হইতে কৃত (চিত্তবৃত্তি-নিরোধকে যোগ বলে। ইহা প্রাণায়ামের বা প্রাণায়ামের অধীন। অতএব ইনিই যোগেশ্বর।) সেই প্রাণায়ামের যোগ অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা তিনি পূর্ব্বোক্ত রীতিতে জীবকে মূর্দ্ধায় স্থাপিত করত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন যাহার দ্বারা তিনি সম্পূর্ণ জগতের রক্ষায় সক্ষম হন। ৩৬

প্রত্যাহারের সাধনার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সমূহ হইতে পৃথক্ হইয়া, পিতামহ, সেই যোগী পিতামহ পরিচ্ছিন্নতার মণ্ডল হইতে মুক্ত এবং ব্যাপক বিষ্ণুরূপ হইয়া বিশ্ব হইতে প্রকটিত বিশ্বের ন্যায় নিজের স্বরূপ হইতেই তেজোমূর্ত্তিধারী নারায়ণদেবরূপে প্রকটিত হইলেন এবং আকাশে উদিত সূর্য্যের সদৃশ প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। ৩৭

তিনি আকাশের মধ্যভাগে নিজের প্রভাসমূহে অনুপম শোভাসম্পন্ন দ্বিতীয় ভগবান্ সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মযোগে (চৈতন্য-জ্যোতির সংযোগে) উদ্ভাসিত হইতে লাগিলেন। ৩৮

মূঢ়চিত্ত পুরুষ প্রত্যেক ক্রিয়ার নিয়ন্তা ও নিয়ামকরূপে দুই রূপে স্থিত এবং ললাটের মধ্যভাগে বিরাজমান সনাতন ব্রহ্মকে (বিষ্ণুকে) সাক্ষাৎকার করিতে পারে না। ৩৯

সূর্য্য ও চন্দ্র যাহাদের দেবতা, সেই ইড়া ও পিঙ্গলানামক দুই নাড়ীর মধ্যে বিস্তৃত যে চৈতন্য জ্যোতি আছে, তাহার

• অন্যত্র সিদ্ধাসনের লক্ষণ এইরূপ দেখা যায়—"মেঢ্রোপরি বিন্যস্য সব্যং গুল্ফং তথোপরি। গুল্ফান্তরঞ্চ বিন্যস্য সিদ্ধাসনমিদং ভবেৎ"। অর্থাৎ বামপদের গুল্ফ (গোড়ালি) লিঙ্গের উপরে রাখিয়া তাহার উপরে দক্ষিণ পদের গুল্ফ রাখিয়া বসিলে 'সিদ্ধাসন' হয়।

ব্রাহ্মণা বেদবিধ্যাঙ্গঃ সত্ত্বাত্তত্বপরাবণাঃ।
নেত্রতো জাতু পশ্যন্তি অধ্যাত্মং নাববুধ্যতে ॥ ৪১
হিংসাযোগৈরযোগাত্মা সর্বপ্রাণচয়ৈরুপ।
কৃতরো ভুবি কৃত্তেশো মোঃপ্রাপ্তেন চেতসা ॥ ৪২
কর্মাঙ্গৈঃ কৃৎসিতৈস্তস্যৈঃ সর্বপ্রাণিবধৈষিণাম্।
নরাণাং যোগমার্গাণাং যেষু মাত্রেষু তাবত ॥ ৪৩
সম্যাহিতমনা ব্রহ্মন যোক্তপ্রাপ্তেন হেতুনা।
চন্দ্রমণ্ডলসংস্থানাজ্যোতিশ্চাদ্রং মহত্তরা ॥ ৪৪
প্রবিশ্য হৃদয়ং ক্ষিপ্রং গাত্রাত্ত্যো নরনান্তরে।
গর্ভস্থ সম্ভবো যস্ত চতুর্থো পুরুষাত্মকঃ ॥ ৪৫
ব্রহ্মতেজোময়ো বৃক্তঃ শাশ্বতোঽথ ধ্রুবোঽব্যয়ঃ।
ন চেন্দ্রিয়গুণৈর্যুক্তো যুক্তস্তেজোগুণেন চ ॥ ৪৬

ধারণা করা আবশ্যক। ইহ নেত্রেন্দ্রিয়ে প্রতিনিবিষ্ট হয় (ইহার দ্বারা নেত্রে রূপকে প্রকাশিত করিবার শক্তি লাভ হয়)। প্রথমে অধ্যাত্মবিষয়ক চিন্তাশীল সত্ত্বাত্তত্বপরায়ণ বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা ইহাকে সাক্ষাৎকার করেন। অন্য ব্যক্তিগণ কদাপি ইহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। অন্য ব্যক্তিগণের ত' কথাই নাই বেদের জ্ঞান হয় না। রূপ বোধ ও' দূরের কথা। ৩০ ৬;

রূপ জন্মেজয়! যিনি চক্ষুতে যোগনিষ্ঠ ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত প্রাণিগণকে নিত্য ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ, সেই যোগী যদি নিজের চিত্তকে মোহবশতঃ যোগে নিযুক্ত করিয়া না রাখেন, তবে সেই ঈশ্বর তাঁহাকে সমস্ত প্রাণিগণের সংহারকারী হিংসাযোগে ব্যাপৃত রাখিয়া পরাভূত করিয়া দেন ৩১

তত্ত্বজ্ঞগণ! সেই সব বিভূতি, ঈশ্বরী) সমস্ত প্রাণিগণের বধকারী মনুষ্যদিগকে নিজেদের ভোগ বিষয়ের জন্য অতি কুৎসিত কর্মে আসক্ত রাখিয়া তাহাদিগকে বিনাশের মধ্যে পাতিত করে ৩৩

সেইজন্য যোগপ্রাপ্তির নিমিত্ত পরব্রহ্ম পরমাত্মার চিন্তায় চিত্তকে পূর্ণরূপে নিরত রাখ। চন্দ্রমণ্ডল অর্থাৎ মনের সংস্থান-(ঈশানচিত্ত)-কে পরিত্যাগ করিয়া মহান চান্দ্র জ্যোতিতে, যাহার স্থান হৃদয়, প্রবেশ কর। শীঘ্র নিজ আত্মিবার আনন্দায় গাত্রাদী অর্থাৎ সকল ব্রহ্মের নেত্রের তায় প্রকাশক বিশুদ্ধ তেজের মধ্যে অবস্থান কর, যাহা কি অবাক্তের উৎপত্তি স্থান। ইনি অকার, উকার, মকার ও অর্দ্ধমাত্রাত্মক অথবা বিন্দু, ত্রৈতন, প্রাজ্ঞ এবং তুরীয়রূপে চার ভেদে বিভক্ত পুরুষরূপ ৩৪-৩৬

এই পুরুষ ব্রহ্ম ত্রৈতনময়, অবাক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি

চক্ষুরাদিবিলপ্রখ্যো ব্রাহ্মিকুর্বর্ণসংস্থিতঃ।
নেত্রাত্তাঃ জনয়ন্নেত্রো রূপং গচ্ছতি সর্ব ॥ ৪৭
সামবেদক জিহ্বাগ্রাদৃগ্বেদাদক মূর্দ্ধতঃ
ভাত্তমাত্তাস্ত তে বেদাঃ ক্ষেত্র বিশন্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৪৮
তেন বেদত্বমাপন্না যস্মাদ্ বিশন্তি তৎপদম্।
তে সৃজন্তি তদা বেদা ব্রহ্ম পূর্বং সনাতনম্ ॥ ৪৯
পুরুষঃ দিব্যরূপাঙঃ বৈঃ বৈর্তাবৈর্বেদতৈবৈঃ।
অথর্বণস্তু যো যোগঃ শীর্ষং যজ্ঞস্য তং পুরুষম্ ॥ ৫০
শ্রীবা বাহ্বন্তরঃ চৈব ঋগ্ভাগঃ স ভবেত্তস্তঃ।
হৃদয়ঃ চৈব পার্শ্বক সামভাগস্তু নির্মিতঃ ॥ ৫১
বস্তিবীর্যঃ কটীদেশঃ ভাগো যজুরুদরৈঃ সহ।
এবমেষ যজুর্ভাগঃ সম্ভূতো যজ্ঞকল্পিতঃ।
পুরুষো দিব্যরূপস্তু সম্ভূতো গুহ্যসংজ্ঞকঃ পদাৎ ॥ ৫২

প্রভৃতির অবিষয়, নিত্য, দৃষ্টির ও অন্য বিকাররহিত), ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা গ্রহণযোগ্য, কপালি গুণসমূহরহিত ও তেজোযুক্ত তিনি সদা সংস্থরূপে প্রকাশমান এবং নরীরাকারে পরিণত হইয়া লোহিত শুক্ল প্রভৃতি বর্ণসমূহে আবির্ভূত হইয়া অবস্থিত ৪১;

সেই প্রকাশমান দেবতা নিজের নেত্রেন্দ্রিয় হইতে অগ্নিবর্ণ ও যজুর্বেদকে প্রকটিত করিয়াছেন। জিহ্বার অগ্রভাগ হইতে সামবেদকে এবং মূর্দ্ধা (ললাট তাল হইতে অথর্ববেদকে প্রকটিত করিয়াছেন। ৫৭;

এই সব বেদ প্রকটিত হইয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রকে তত্ত্বতঃ বেদন (উপলব্ধি) করিলেন সেইজন্য ইহারা 'বেদ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। ইহার সেই ব্রহ্মপদকে বেদন লাভ) করেন, সেই জন্যও 'বেদ' বলিয়া ইহারা অভিহিত হন ৪৮;

সেই সমস্ত এই বেদসকল পূর্বে সনাতন ব্রহ্মকেই নিজ নিজ মানসিক ভাবনমুহূর্মসারে দিব্যরূপ ও প্রভার যুক্ত দিব্য, ত্রৈতন, প্রাজ্ঞ এবং তুরীয় পুরুষ অথবা যজ্ঞপুরুষরূপে প্রকটিত করিয়াছেন ৪৯;

অথর্ববেদের যে যোগ, তাহা যজ্ঞপুরুষের মস্তক বলিয়া কথিত হয়। ঋগ্বেদের ভাগ, তাহা ইহার গ্রীবা ও বাহুদ্বয়ের মধ্যভাগের অঙ্গ। সামবেদের ভাগের দ্বারা সেই যজ্ঞপুরুষের হৃদয় ও পার্শ্বভাগ নির্মিত হইয়াছে। এইরূপ এই যে যজুর্বেদ ভাগ, ইহার দ্বারা যজ্ঞপুরুষের বস্তি (বস্তি) ও তাহার উদরভাগ কটি প্রদেশ, উরু, জঙ্ঘা এবং চরণের সহিত অবশিষ্ট শরীর কল্পিত হইয়াছে। সেই দিব্য রূপ ও মায়াযুক্ত পুরুষ অয়ং—অশ্বিনীকুমার তুরীয় পদ হইতে প্রকটিত হইয়াছেন। ৫০-৫২

স হি বেদময়ো যজ্ঞঃ সর্বকৃত্তন্তুসাবহঃ।
উত্তরোর্দোকিরোত্তাত হিংসাবর্জঃ সনাতনঃ ॥ ৪৩

যোগারব্ধস্তু কর্মাদ্যাং ব্রহ্মচর্যাং সনাতনম্।
প্রভবঃ সর্বকৃতানাং যো বিদ্যাত স বেদবিৎ ॥ ৪৪

স সিদ্ধঃ প্রোচ্যতে লোকে সিদ্ধিস্তেষ ন সংশয়ঃ।
নির্মুক্তৈঃ সর্বকর্মভ্যো মুনিভির্বেদপারগৈঃ ॥ ৪৫

বৈষ্ণবং যজ্ঞমিত্যেবং ক্রবতে বেদপারগাঃ।
ব্রাহ্মণা নিয়তাত্মানো যোগাগমিষদে পদে ॥ ৪৬

জনমেজয় উবাচ।

চেতসত্যুপলব্ধে যি মনোগ্রাহ্যস্তু কামতঃ।
কারণং শ্রোতুমিচ্ছামি যথা তু মন্ত্রসে মুনে ॥ ৪৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ন হ্যস্তু কারণং কিঞ্চিদ্ যদ্যদ্ বক্ষ্যতি ভারত
অন্তর্গতং কারণং তু শারীরং মানসং নৃপ ॥ ৪৮

যেন বেদ্যঃ বিচর্তব্যা ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ
অবেদ্যমপি বেদ্যঞ্চ শক্যা বেত্তুং ন কর্মণা ॥ ৪৯

ব্রাহ্মণেন বিনীতেন সদা ব্রহ্মনিবেষিণা।
সদা বিদিতভত্তেন সিদ্ধিরেতেন্নগীপতে ॥ ৫০

সদা চৈব শুচির্দান্তো নিয়তো ব্রহ্মকর্মণা।
উপতিষ্ঠেত স গুরুং বদ্ধাঞ্জলিপুটো দ্বিজঃ ॥ ৫১

সায়ং প্রাতশ্চ তত্ত্বজ্ঞো মোক্ষকর্মাণি কারয়েৎ।
বিনীতো ব্রহ্মভাবেন সমাহিতমতির্মুনিঃ ॥ ৫২

সম্প্রপন্নেন মনসা বৈষ্ণবং পদমুত্তমম্।
ধ্যায়তেন প্রসীদেত্ত সমাহিতমতির্দ্বিজঃ ॥ ৫৩

গচ্ছন্তে পরমং ব্রহ্ম নির্বিকারেণ চেতসা।
অপুনর্ভবভাবজ্ঞো নির্মমো ভববন্ধনাৎ ॥ ৫৪

ভাত! এই হিংসাবর্জিত সনাতন বেদময় যজ্ঞ ইহলোক ও পরলোকে সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষেই সুখপ্রদ হইয়া থাকে। ৪৩

যোগের আরম্ভ মনঃসংযমরূপ কর্মের দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে ইহাই সনাতন ব্রহ্মচর্য। যিনি ইহা জানেন, তিনি সমস্ত প্রাণিগণের উৎপত্তির কারণ এবং বেদবিৎ। ৪৪

সমস্ত কর্মবন্ধনের বন্ধন হইতে মুক্ত বেদপারগত মুনিগণ জগতে তাঁহাকে সিদ্ধ বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহার সিদ্ধি লাভ অবশ্যই হইয়া থাকে—ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৪৫

বেদপারগত যে সব ব্রাহ্মণ এই মনোনিগ্রহরূপ নিয়ম পালন (অভ্যাস) করিতে করিতে প্রাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে বেদোপনিষদের (ব্রহ্মবিদ্যার) দ্বারা অবিহত হইবার যোগ দ্বারাও পদ প্রাপ্তির জন্য এইরূপ বৈষ্ণব যজ্ঞের (যোগের) আবশ্যকতা আছে বলিয়া বলিয়াছেন। ৪৬

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে! যারা ইচ্ছানুসারে মনের দ্বারা গ্রাহ্য অর্থাৎ কাজ করা হইয়া যাইবার পর অন্তির ভাব যারা রয়েছে যতই শান্ত হইয়া যাইবার যোগ্য, সেই চিত্তের উপলব্ধিতে কি কারণ আছে, ইহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি; এবিষয়ে আপনি কি মনে করেন, তাহাই বলুন। ৪৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতবংশধর নৃপ জনমেজয়! ইহার কোনও বাহ্য কারণ নাই। ইহার কারণ নিজের মধ্যেই আছে। শরীরের দ্বারা কৃত যে কর্ম, ইহাই মনে সংস্কার রূপে থাকিয়া ইহার উপলব্ধির কারণ হয় (সেই চিত্তের উপলব্ধিতে কারণ হইয়া থাকে)। ৪৮

কঠোর ব্রত-পালনকারী ব্রহ্মজ্ঞ মনুষ্যগণ যে বৈষ্ণবযজ্ঞের দ্বারা সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুকে জানেন তাহা অতি দুষ্কর হইলেও অবেদ্য, অপ্রাপ্য ও অজ্ঞাতের উপলব্ধি পরে লক্ষণের দ্বারা তাঁহারা জানা হয়; কিন্তু কর্মের দ্বারা কোনরূপে তাঁহাকে জানা যায় না। ৪৯

নৃপতে! বেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণের কর্তব্য হইল, তিনি মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য বিনয় অবলম্বন করিয়া বিনীতভাবে থাকিবেন সদা ব্রহ্ম-যজ্ঞের দ্বারা তাহার সেবা করিবেন এবং প্রতিদিন প্রাতঃ ও সায়ংকালে উপলব্ধি-মূলক ভাবে ও অন্যান্যকে জানিবার চেষ্টা করিবেন। ৫১

সদা পবিত্র থাকিয়া ব্রহ্মার্পণরূপে কর্ম করিতে করিতে নিয়ম পূর্বক শম-দমাদির সাধনে রত থাকিবেন। এইভাবে দ্বিজ হাত জোড় করিয়া শ্রীগুরুর সেবায় উপস্থিত হইবেন। ৫১

গুরুগৃহের আশ্রয় লইয়া প্রতিদিন সায়ং ও প্রাতঃকালে মোক্ষসম্বন্ধী কর্ম (আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান ও ধারণা) করিবেন, মনে মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত গর্ব আসিতে না দিয়া বিনম্রশীল থাকিবেন, নিরন্তর ব্রহ্ম ভাবনা করিতে করিতে মনকে একাগ্র রাখিবেন এবং মৌন থাকিবেন। ৫২

স্থির মনে মনে উত্তম বৈষ্ণব পদের (শুদ্ধ ব্রহ্মের) চিন্তা করিবেন। এইরূপ একাগ্রচিত্ত দ্বিজ ধ্যানপরায়ণ হইয়া প্রসন্ন থাকিবেন। ৫৩

যোগের রক্তপরিষ্কার মমতারহিত এই পুরুষ চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করত বিকারহীন চিত্তে পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। ৫৪

তদেষাক্ষরমিত্যাহুর্যৎ তদ্ব্রহ্ম সনাতনম্
তহি তৎ কর্মযোগেন বিদ্যাযোগেন বা পুনঃ ॥ ৬৫
ব্রাহ্মণানাং বিনীতানাং বৈফবে পদসঞ্চয়ে।
সর্বদ্রব্যাতিরিক্তানাং কামযোগবিগর্হিণাম্ ॥ ৬৬
অপুনর্ভাবিনাং লোকাঃ কর্মযোগপ্রতিষ্ঠিতাঃ।
অনাবানে মনসা রাজন্ কর্মণি কর্মণি ॥ ৬৭

আদানাদ্ যথাতে জন্তুর্নিধানাৎ প্রসূচ্যতে।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ ক্রিয়াবাপ্তির্ভ্যস্তঃ পূর্বাজ্ঞনাধিপ ॥ ৬৮
মুক্তকেন্দ্রিয়বন্ধেন প্রাপ্তব্যং পরমং পদম্।
ন ভূয়ঃ পুনরায়াতি মানুষং দেহবিগ্রহম্ ॥ ৬৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
পৌষ্করে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

এই যে সনাতন ব্রহ্ম, তাঁহাকে অক্ষর বলে। ইহাকে পাইতে নিষ্কাম কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের দ্বারা সাক্ষাৎকার করান হইয়াছে ॥ ৬৫

যাঁহারা বৈষ্ণব পদ প্রাপ্তির তত্ত্ব সর্বস্ব পরিত্যাগ করত কাম-যোগের (স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গের) নিন্দা করেন, সেই বিনম্রশীল ব্রাহ্মণগণের সেই অক্ষর ব্রহ্মের জ্ঞান হয় ॥ ৬৬

রাজন্! যাঁহারা প্রতি কর্মে মনের দ্বারা কর্মের ফল গ্রহণ না করিয়া পুনর্জন্মের বন্ধন হইতে উপরে উঠিয়া বিরাজেন, তাঁহাদের লোক নিষ্কাম কর্মযোগে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৬৭

সংসারে। কর্মের ফল গ্রহণ করিলে জীব বদ্ধ হয় এবং ফল ত্যাগ করিলে মুক্ত হইয়া যায়। জীবের পূর্বজন্মের সংস্কার-বশতঃ ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ হইতে ক্রিয়াসমূহের প্রাপ্তি হয় ॥ ৬৮

ফল পরিত্যাগকারী পুরুষ ইন্দ্রিয়গণের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম-পদ প্রাপ্ত হন। তিনি পুনরায় এই মানব শরীরে আসেন না ॥ ৬৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে পুষ্কর প্রাদুর্ভাব বিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[যোগসন্ন্যাসপর্বকথনম্, যোগিনো বিকুব্বণেন স্থিতিঃ, কর্মফলমুক্তিঃ, সকামকর্মিণাং ধূমমার্গেণ গতিঃ পুনরাবৃত্তিশ্চ, যোগিনস্তত্ত্বসাক্ষাৎকারঃ, ব্রহ্মস্তুবর্ণনঞ্চ]

জনমেজয় উবাচ

উপসর্গঞ্চ যোগস্য দীপ্তাস্যা চৈব যৎ পদম্
সিদ্ধিং সিদ্ধিগুণাংশ্চৈব ব্রূহি মে ভগবন্ ভবান্ ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ

শৃণু বিস্তরতঃ সর্বং যৎ পৃচ্ছসি মহেশ্বরম্।
উপসর্গান্ মনসা ব্রহ্মণামনেকধা ॥ ২

পঞ্চ সিদ্ধিগুণাংস্তাক্ত্বা পঞ্চত্বং তত্ত্বগো নৃপ।
যোগযুক্তেন মনসা পঞ্চেন্দ্রিয়নিবাসিনঃ ॥ ৩
ব্রহ্মণশ্চিন্তয়ানস্য ব্রহ্মযজ্ঞং সনাতনম্।
বহ্বন্তরায়নৈর্ঘাংশ্চ প্রবর্ত্তন্তি সিদ্ধয়োনয় ॥ ৪
পঞ্চেন্দ্রিয়স্য গ্রামস্য নবদ্বারস্য ভারত
কামক্রোধস্য লোভস্য সন্নিরুদ্ধস্য মেধয়া ॥৫

তুমি বুদ্ধিযুক্ত মনে বিস্তার সহকারে শ্রবণ কর ॥ ২

মূল জনমেজয়। দূর শ্রবণাদি যে পঞ্চ-সিদ্ধি, তাহাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ময়ী বাসনারূপী যে শব্দাদি বিষয়, তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদর্শী ব্রাহ্মণ যখন যোগযুক্ত মনে সনাতন ব্রহ্মরূপ যজ্ঞের চিন্তা করিতে থাকেন, তখন তাঁহার মধ্যে পঞ্চ-বৈরাগ্য, বলের অভাব হওয়ায় তাঁহার সম্মুখে অনেক রূপে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে আরম্ভ করে ॥ ৩-৪

ভারত। যাহার মধ্যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রধানতা, সেই নবদ্বার-বিশিষ্ট দেহেন্দ্রিয়-প্রাণসমাকুলিত গ্রামের এবং কাম, ক্রোধ ও লোভের বৃদ্ধির দ্বারা বিরোধ হইয়া যাইলে পরও যখন যোগী ব্রহ্ম ও নাড়িকার মধ্যভাগে স্থাপিত তেজ অর্থাৎ দেহ প্রাণি-ধানের দ্বারা চিত্তকে কোনও আধারে সংযুক্ত করিয়া স্থিত তখন তাঁহার সম্মুখে বিবিধ বিঘ্ন উত্থিত হইতে থাকে ॥ ৫।

তেজসা মূর্ত্তি চাধায় ধূমো দোধূয়তে মহান্
নীললোহিতবর্ণাভৈঃ পীতৈঃ শ্বেতৈশ্চ ধাতুভিঃ ॥ ৬
মাঞ্জিষ্ঠরাগবর্ণাভৈঃ কপোতসদৃশৈস্তথা।
শুক্লবৈদূর্য্যবর্ণাভৈঃ পদ্মরাগসমপ্রভৈঃ ॥ ৭
স্ফাটিকৈর্গন্ধিবর্ণাভৈর্নাগেন্দ্রসদৃশৈস্তথা।।
ইন্দ্রগোপকবর্ণাভৈশ্চন্দ্রাংশুসলিলপ্রভৈঃ ॥ ৮
বহ্বর্চিঃ সুমনৌবৈস্ত্রায়ুবসমপ্রভৈঃ।
সম্পতদ্ভিশ্চ মুসলসন্নৈরিব সমাগমে।
নিরুধ্যন্ত ইবাকাশে পঞ্চবদ্ধিরিবাদ্রিভিঃ ॥ ৯
তে ধূমবর্ণাঃ সঞ্জাতা ঘনাঃ সলিলধারিণঃ
নির্বেমুশ্চৈব তোয়োঘান্ বিবিধৈর্বপুষাতলে ॥ ১০
মূর্ত্তি চৈবমবানস্থির্মানসো ধূয়তে প্রভুঃ
যুক্তঃ পরমযোগেন শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১১
তস্যার্চ্চেবিপুলিঙ্গানাং সহস্রাণি শতানি চ

বিসৃজ্যন্ত সর্ব্বগাত্রেভ্যো মুসলৈর যুগায়ুধঃ ॥ ১১
সাবর্ত্তো বর্ষবাহশ্চ তাবর্ত্তোঽথ সংবর্ত্তকো বলশ্চ চ।
সমেঘুর্বারিধারাভিবিপুলে বসুধাতলে ॥ ১২
বর্ণাভ্যাং যুক্তমানস্তু বায়ুর্দৌধূয়তে মহান্
দিব্যাসিদ্ধগুণোদ্ভূতঃ সুমহাপ্রাণবিবর্দ্ধনঃ ॥ ১৩
বেগবান্ ভীমনির্ঘোষো বলবান্ প্রাণসোচরঃ।
তৈরেব চাগ্নিসঞ্জাতৈর্বৃত্তিঃ সহ সমন্ততঃ ॥ ১৪
সহস্রশোঽথ শতশো মূর্ত্তিং কৃত্বা পৃথগ্বিধাম্।
অগ্নির্বায়ুর্জলং ভূমির্ভাতবো ব্রহ্মচোদিতাঃ ॥ ১৬
সমবায়ত্বমাপন্না বীজভূতা মহীপতে
সঞ্জাতাঃ ব্রহ্মবেগেন ধাতবো গমিতা নৃপ ॥ ১৭
যদ্ ব্রহ্ম চক্ষুষোর্ম্মধ্যে স সৃষ্টঃ পুরুষো বিরাট্।
তস্যোরুস্থান বহূন্ সৃষ্টান্ সংসজে পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮

নীল, লোহিত। পীত, শুভ্র ধাতুসকলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, মঞ্জিষ্ঠারঙ্গের ন্যায় কান্তিমান্, কপোত (পায়রা)-সদৃশ ধূসরবর্ণ, শুভ্র বৈদূর্য্যমণির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, পদ্মরাগমণির ন্যায় আভাযুক্ত, স্ফটিকমণিতুল্য উজ্জ্বল বর্ণ, গন্ধরাজসদৃশ কান্তিবর্ণ, ইন্দ্রগোপকীট (বাললোক)-তুল্য রক্তবর্ণ, চন্দ্রকিরণ ও জলের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, বহুরঙ্গের মৃদুমসৃণ, বায়ু ইন্দ্রধনুসদৃশ প্রতীত হয়, একই সময়ে মেঘমণ্ডলের ন্যায় একত্র হইয়া সর্ব্বদিকে উত্থিত থাকে, সেই সময় সায়ং আকাশ পক্ষধারী পর্ব্বতসমূহের ন্যায় সেই ধূমসমূহে যেন অবরুদ্ধ হইয়া যায়। ৫-৯

তদনন্তর এই ধূম্রবর্ণ সঞ্জাতসমূহ জলবাহনকারী মেঘরূপে পরিণত হইয়া জলধারা বর্ষণ করিতে থাকে এবং মনুষ্যরূপে (যোগীর শরীরে) বিলীন হইয়া যায়। ১০

তাঁহার মস্তকেও মন হইতে উৎপন্ন বিশাল অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, উহা দগ্ধ করিতে সমর্থ, উত্তম যোগশক্তিসম্পন্ন এবং শত শত শিখায় আবৃত থাকে। ১১

এই শিখা হইতে শত শত, সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে। সেই যোগীর সকল অঙ্গ হইতে প্রলয়াগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত অগ্নিসমূহ নিঃসৃত হইতে থাকে। ১২

বর্ষাকের সময় জলের দ্বারা পতিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, এই অগ্নির শিখাও তদ্রূপ বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। তাঁহারা বিকৃত রূপেতে সেই জলধারার সহিত মিশিয়া যায়। ১৩

জল ও অগ্নির বর্ণ শ্বেত এবং লোহিত রঙ্গে সংযুক্ত চিতে যখন সহস্র ঔঘের বৃষ্টি হইতে থাকে, তখন উহাতে রূপরহিত বায়ুরূপ ভাবকে প্রাপ্ত হয়। উহা দিবা ও অনাদি জ্ঞান-সম্ভূতসমূহ হইতে উৎপন্ন বিশাল বায়ু (যাহা মূল বায়ু হইতে ভিন্ন প্রবাহিত করিতে থাকে এবং সৃষ্ম প্রাণ (সূত্রাত্মা)-কে প্রকাশিত করে। ১৪

অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া সেই পৃথিবী ও জলনায়ক বায়ুসমূহে সংযুক্ত বায়ু প্রাণবেগের ন্যায় সঞ্চরণশীল। সূত্রাত্মা হইয়া যায়। এই প্রাণ বা সূত্রাত্মা অতিশয় বেগবান্; কারণ, ইহা মনকেও উৎপন্ন করে। ইহা হইতে অতিশয় ভয়ঙ্কর ধ্বনি প্রকটিত হইতে থাকে, যেহেতু ইহা মূল আকাশেরও জনক এবং অত্যন্ত বলবান্; কারণ, ইহার মধ্যে ব্রহ্মওকেও ভেদ করিবার শক্তি আছে। ১৫

তদনন্তর ব্রহ্মা (যোনী) কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অগ্নি, বায়ু, জল ও পৃথিবীনায়ক ধাতুসমূহ পৃথক্ পৃথক্ শত শত ও সহস্র সহস্র মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করত অবস্থান করে। ১৬

হে নৃপাল! নৃপ জনমেজয়! ব্রহ্মের বেগে অর্থাৎ চৈতন্যশক্তির অনুপ্রবেশে সঞ্জাত মূর্ত্তিভাব প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবী-জলাদি ধাতুসকল পরস্পর মিলিত হইয়া বীজভূত হয় অর্থাৎ ভাবী সৃষ্টিরূপ কার্য্যের কারণ হইয়া যায়। ১৭

যিনি চক্ষুর মধ্যভাগে বারম্বার বিষয়ভূত যে ব্রহ্ম, তিনিই সৃষ্ম এবং তিনিই বিরাট্ পুরুষ। এই ব্রহ্মাত্মক পুরুষোত্তম যোগী এই সৃষ্ম ও বিরাট্ হইতে ভিন্ন এবং [illegible] বহু পুরুষকে সৃষ্টি করেন। ১৮

স এব ভগবান্ বিষ্ণুর্যঃ ক্রব্যাদঃ সনাতনঃ
আধারঃ সর্ববিদ্যানাং প্রলয়ে প্রলয়ান্তকৃৎ ॥ ১৯
তং মূর্দ্নি ধাতুভির্দ্বন্দ্ব বিশন্তি রক্তচোষিতাঃ
তেনৈতত্তা পুরুষাঃ সর্বে জ্ঞাতারঃ সুখ-দুঃখয়োঃ ॥ ২০
অথ চেষ্টিতুমারব্ধা মূর্দ্ধ্নো ব্রহ্মসম্ভিতাঃ।
ভিত্ত্বা চ ধরণীং দেবীং প্রাপ্নুবন্তি দিশো দশ ॥ ২১
ইত্যেতে পার্থিবাঃ সর্গে ত্বয়ঃ ব্রহ্মনিশ্চিতাঃ
তত্রৈব প্রলয়ং যান্তি ভূমিমুপযান্তি চ ॥ ২২
কর্ম্মক্ষয়াদ্ বিযুজ্যন্তে ধাতুভিঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
কর্ম্মক্ষয়াদ্ বিমুক্তাস্তিস্রিয়ামাদ্য বন্ধনাৎ ॥ ২৩
তামেব প্রকৃতিং যান্তি অজ্ঞাতাঃ কর্ম্মগৌরবৈঃ।
ক্রব্যাদ্ মুক্তাঃ চৈব অগ্নিসর্গাস্তুরূপেণ ময়াঃ ॥ ২৪

এই ব্রহ্মীভূত যোগী ভগবান বিষ্ণুর রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। এই বিষ্ণুই বাক্যাবাক্যরূপ সনাতন পুরুষ। ইনিই সমস্ত বিদ্যাসমূহের আধার। প্রলয়কালে ইঁহারই দ্বারা সবের প্রলয় এবং বিনাশকার্য্য সম্পন্ন হয়। ১৯

মস্তক অর্থাৎ ভ্রূদ্বয় ও নাসিকার মধ্যভাগে সূত্রাত্মারূপে স্থিত সেই যোগীতে পরমেশ্বরের সেবনার্থ সুখ ও দুঃখের অনুভবকারী অত্ত সব জীবগণ প্রবেশ করে। ২০

তদনন্তর স্থূল দেহ ত্যাগ করত পরমেশ্বরের সমতা প্রাপ্ত হইয়া এই মূর্দ্ধন্যনাড়ী যখন চেষ্টা করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা পৃথিবীদেহকে ভেদ করত দশ দিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২১

এইরূপে স্থূল কৃতঘন হইতে উৎপন্ন সমস্ত ভবিষ্যৎ (ব্যাবহারিক পদার্থ), যাঁহাদের নির্ম্মাণ সেই যোগীরই দ্বারা হইয়াছে, তাঁহাতেই লীন হইয়া নিজ উপাদান-কারণে সেইভাবে স্থিত হয়, যেরূপ মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট ভগ্ন হইয়া নিজের উপাদান কারণ মৃত্তিকাতেই মিশিয়া যায়। ২২

কর্ম্মসমূহের ক্ষয় হইলে পর জীবগণ কর্ম্মবন্ধনরূপ বায়ুসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। কর্ম্মের ক্ষয়ে বায়ুবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করায় তাহারা ইন্দ্রিয়বন্ধন হইতেও মুক্ত হইয়া যায়। ২৩

কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত জীবগণ নিজেদের সেই প্রকৃতিকে (মূলস্থান পরব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হয়, যাহা কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ পুরুষগণের অনুভবের অতীত বস্তু। যে ব্যক্তি সকাম কর্ম্মসমূহে উৎসক্ত থাকে, সেই ব্যক্তি বাসনাযুক্ত কর্ম্ম করায় ধূমাদি পথ দিয়া অন্যস্থান প্রাপ্ত হয় যেস্থান হইতে পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী)। এই সব সকাম কর্ম্মিগণের মধ্যেও তাঁহারাই এই

যেন তন্ত্রবিবাহ্যন্তো ভাবাভাবং প্রপদ্যতে।
ধূমাদ্যন্তাস্তু সম্ভূতা অন্ত্যত্রোষং পুনর্ম্মলম্ ॥ ২৫
ভগতী ভলাস্তু, সম্ভূতা ভগভোব চ যং ভলম্।
ভলাদ্ রসস্তু সজ্জেত রসাৎ প্রাণস্তু দেহিনাম্ ॥ ২৬
রসস্তু ত্বয়ং ভজ্ঞে যতদ্ব্রহ্ম সনাতনম্।
প্রধানং ব্রহ্ম চোক্তিঃ বর্ততি কারণান্তরৈঃ।
ব্রাহ্মণৈস্তপসি প্রাপ্তৈঃ সত্যাব্রতপরায়ণৈঃ ॥ ২৭
অব্যক্তাদ্ ব্যক্তিমাপন্নং যেন ভাবেন ভারত।
অন্তঃস্থাঃ সর্ব্বভূতেষু চরন্তঃ বিদুষা সহ ॥ ২৮
কর্ম্ম কর্ত্তেতি রাজেন্দ্র বিদ্যয়স্তমনেকধা
নোপলভ্যেত চক্ষুর্ভ্যাং তপসা সঙ্কচিত্তৈঃ ॥ ২৯

ধূমমার্গ প্রাপ্ত হন, ইঁহারা পরলোকে অগ্নিহোত্র ও কৃষ্ণ রাত্রাদ্যাভিমানিনী ভগবতীর অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ২৭

যে কর্ম্মের দ্বারা অবিশুদ্ধ তত্ত্বের কৃত্ত সদসদ্রূপ সংসার প্রাপ্তি হয়, সেই সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী মানুষ ধূমমার্গই প্রাপ্ত হয়। ধূমাদি মার্গে পিতৃলোকে গত জীব কর্ম্মক্ষয়ের পর সেস্থান হইতে ভষ্ট হইয়া আকাশাদি ক্রমে বৃষ্টিভাব লাভ করত বৃষ্টি হইতে মেঘ এবং মেঘ হইতে অত্যন্ত নির্ম্মল জলধারারূপে পৃথিবীতে আসিয়া অন্ন ও বীর্য্যের রূপে পরিণত হইয়া পুনরায় জন্মধারণ করে। ২৪

পৃথিবী জলকে প্রাপ্ত হইয়া জলের দ্বারা সংযুক্ত হয়, তাহার ব্রীহি প্রভৃতি রূপ পৃথিবীরূপই। রস হইতে রস উৎপন্ন হয় এবং রস হইতে দেহধারীদিগের প্রাণের পুষ্টি হয়। ২৬

রস রেতঃরূপ, যাহা চৈতন্যযুক্ত হইয়া প্রকটিত হইয়াছে; যাঁহাকে সনাতন ব্রহ্ম বলা হয়, তিনিই এই চৈতন্য। তপস্যার দ্বারা থাকিয়া কষ্ট সহকারী সত্যব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ বহু অন্য কারণসমূহের (মৃত্তিসমূহের) দ্বারা একমাত্র ব্রহ্মকেই প্রধান বলিয়াছেন অর্থাৎ ব্রহ্মধারীই দেহধারীদিগের মধ্যে চৈতন্য আনে। ২৭

ভারত! এই ব্রহ্ম নিজের সংযোগেরই দ্বারা অব্যক্ত হইতে ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হন্। ইনিই সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে অন্তর্যামী রূপে বিদ্যমান আছেন এবং বিদ্বান দ্বারা প্রকাশিত হন, ইহা জানিও। ২৮

রাজেন্দ্র! কর্ম্ম (সৃষ্টি) ও কর্ত্তা (সাংখ্যের অহঙ্কার)—এই দুইটি বিষয়কোটির অন্তর্গত (বিষয়াতীত চিদাত্মাকে নহে)। সৃষ্টি অনেকরূপে বিদ্যমান হইলেও মায়াবশীর ন্যায় বাস্তবে সেই

উপলভ্যেত ঽকুর্ত্তাঃ জ্ঞানিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ
নিস্পৃহস্তু ভবোর্বাদ্যাস্তেষামুক্ত ইবাংশুমান্ ॥ ৩০
চরন্তি পক্ষিবল্লোকে নির্ব্বৈশ্মিন্পরিগ্রহৈঃ।
যোগধর্ম্মেণ কৌরব্য ধ্রুবমাসাদ্যতে ফলম্ ॥ ৩১
প্রাদুর্ভাবো জয়া চৈব কৃতস্য নিধনং তথা
বিদ্যতে শতশো ব্রহ্মন্ সংক্ষয়ে চ ভবেত্তদা ॥ ৩২
কর্ম্মণঃ কর্ম্ম-যোগজ্ঞো দুর্জ্ঞেয়ো নাত্র সংশয়ঃ।
অবিনাশায় লোকস্য ধর্ম্মস্যাপ্যায়নেন চ ॥ ৩৩

অন্যের দ্বারা উপলব্ধ হয় না, তপস্যার দ্বারা যাঁহাদের পাপ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই ব্রহ্মবাদী জ্ঞানী পুরুষগণেরই ইহার যাথার্থিক স্বরূপের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ তাঁহারা ইহা জানিতে পারেন যে, যেরূপ সূর্য্যই কুণ্ডলাদি রূপে প্রতীত হন, সেইরূপ ব্রহ্মই কর্ত্তা-কর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ রূপে প্রকাশিত হন। যেরূপ মেঘের আবরণ হইতে মুক্ত হইলেই সূর্য্য প্রকাশিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ মোহ-বন্ধনের অবসানে সংসারাসক্তি দূরীভূত করিয়া ধ্যান করিলে পর এই ব্রহ্ম সেস্থানে আবির্ভূত হইয়া থাকেন ॥ ২৯-৩০

কৃষ্ণবচন। যে ব্যক্তি জগতে পক্ষীর ন্যায় অনঘ, নির্ব্বন্ধ ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই এই যোগধর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মদর্শনরূপ অবিনাশী ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৩১

এই ব্রহ্মজ পুরুষ সৃষ্টি ও সংহারের সময় শত শত বার সমস্ত প্রাণিসমূহের উৎপত্তি, তাহাদিগকে ঈশ্বর্য্য প্রদান এবং তাহাদের সংহার করেন ॥ ৩২

যোগজ পুরুষ প্রাণীদিগকে যোগাদি কর্ম্মের ফল (সুখ) যুগং দ্বাদশসাহস্রং সহস্রযুগসংস্তিম।
এতদ্ ব্রহ্মযুগং নাম যুগানাং প্রথমং যুগম্ ॥ ৩৪
সহস্রযুগপর্য্যন্তে সংহারঃ প্রলয়াত্মকঃ।
সূক্ষ্মাঃ ভবন্তি লোকানাং নির্ব্বিকারমচেতনম্ ॥ ৩৫
তথা প্রলয়মাপন্নং জগৎ সর্ব্বং সনাতনম্।
ব্রহ্ম সম্পাদ্যতে সূক্ষ্মং নিমিত্তং কারণৈশ্চ তৈঃ ॥৩৬
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌত্রকে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

প্রদান করেন—ইহাতে সন্দেহ নাই। তিনি ধর্ম্মের পোষণ করত জগতের রক্ষার জন্যই এরূপ করেন। ইহার তাৎপর্য্য হইল এই যে,—এই ব্রহ্মীভূত যোগীর প্রীতির জন্যই যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয় এবং তিনি প্রসন্ন হইয়া জগৎকে রক্ষা করেন ॥ ৩৩

বার হাজার চিরাবর্ত্তে এই চতুর্যুগ হয়। এইরূপ সহস্র চতুর্যুগের যে সময়, তাহার নাম ব্রহ্মযুগ যাহা যুগসমূহের মধ্যে প্রথম যুগ (কল্প) বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৩৪

এক সহস্র যুগের শেষে ব্রহ্মার দিনের সমাপ্তি হয়, যাহাতে সংহার (কল্পের অন্ত) হয় এবং অন্য সহস্র যুগের অন্তে তাহার রাত্রির অবসান হয়, যাহা প্রলয়ের অন্য অবার কল্পের আরম্ভ-কারী। সংহারকালে লোকসকলের যখন সূক্ষ্ম, নির্ব্বিকার ও অচেতন হয় ॥ ৩৫

কারণভূত সনাতন জগৎসমূহের দ্বারা নিমিত্ত এই সমাজন সম্পূর্ণ জগৎ প্রলয় প্রাপ্ত হইলে পর সূক্ষ্মরূপ হইয়া ব্রহ্মে অবস্থান করে ॥ ৩৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পৌত্র-প্রাদুর্ভাববিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যোগিনঃ স্থিতিঃ, তৎসমীপে আগমনযোগ্য-বিষ্ণুরূপৈশ্বর্য্যাণাং বর্ণনঞ্চ]

জনমেজয় উবাচ।

প্রাব্রাহ্মণ্যে জ্ঞোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ মহামুনে
আত্মযোনের্যুগাদৌ ত্বং ব্রহ্মপ্রাপ্তস্য সর্ব্বশঃ ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণু বিস্তরশঃ সর্ব্বং যন্মাঃ পৃচ্ছসি মেধাবী।
উপপন্নেন মনসা দৈবপ্রত্যয়সাধিনা ॥ ২

একোনবিংশ অধ্যায়।

[যোগীর স্থিতি এবং তাঁহার সমীপে আগমনযোগ্য বিষ্ণুরূপ ঐশ্বর্য্যসমূহের বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! মহামুনে! আমি শুনিতে ইচ্ছা করি যে, ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত যোগী ব্রহ্মার প্রথমে যে কার্য্যসম্ভতি ছিল, তাহা আদি পূর্ব্বরূপে নিস্তারের সহিত শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! তুমি বুদ্ধিপূর্ব্বক আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, তৎ সমস্তই দিব্য জ্ঞানপ্রাপ্তির সাধনায় রত নিজের যোগযুক্ত মনের দ্বারা সবিস্তরে স্মরণ কর ॥ ২

ঋদ্ধিঃ প্রাপ্তস্ত ভগবান যোগাত্মা ব্রহ্মসম্ভবঃ।
ভূতানাং বহুলত্বক চকারেশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ২
স্থিতো ব্রহ্মাসনে ব্রহ্মা বিশিষ্টঃ সহসা প্রভুঃ।
অচলেনৈব ভাবেন স্বাত্মভূতেন ভারত ॥ ৪
ব্রহ্মণ্ড মোক্ষবিষয়ে স চ জ্ঞানময়ে পথে।
ঋষ্যাৎ পরমধ্যাপি প্রতবন্তি ভবন্তি চ ॥ ৫
ব্রহ্মযজ্ঞাস্তু যজ্ঞস্তে যোগাদ্ বেদাস্তকাঃ সদা।
ব্রহ্মণো বিপুলং জ্ঞানমৈশ্বর্যাঞ্চ প্রবর্ত্ততে ॥ ৬
ততঃ প্রথমমৈশ্বর্য্যং মুক্তানেন প্রবর্ত্তিতম্।
ব্রহ্মণা ব্রহ্মভূতেন ভূতানাং হিতমিচ্ছতা ॥ ৭
তদা স্বাকাশমৈশ্বর্য্যং মুক্তানস্তু প্রবর্ত্ততে
ব্রহ্মণো ব্রহ্মভূতস্ত নির্বিকারেণ কর্ম্মণা ॥ ৮
তদাস্তরিক্ষং সম্প্রাপ্তঃ নির্ম্মলং ব্রহ্ম চাব্যয়ম্
সংহারঃ সর্ব্বভূতানাং নরাণাং ব্রহ্মবাদিনাম্।

ধ্রুবমৈশ্বর্য্যমোহানাং প্রতিপত্তন্তি দেহিনঃ ॥ ৯
আকাশমৈশ্বর্য্যভূতেন সংমুগ্ধে ব্রহ্মবাদিনা।
প্রবর্ত্তমানমৈশ্বর্য্যং বায়ুভূতঃ করোতি চ ॥
বিকারৈর্বহুভিঃ প্রাপ্তৈঃ সম্পত্তন্তির্মহাবলৈঃ ॥ ১০
এতৈর্বিকারৈঃ সংবৃত্তৈর্নিরুদ্বৈগৈঃ সমন্বিতঃ।
ধ্রুবমৈশ্বর্য্যমাপন্নঃ সিদ্ধো ভবতি ব্রাহ্মণঃ ॥ ১১
শরীরানভিনিক্রম্য আকাশেন প্রধাবতি।
নিরালম্বো নিরালম্বানালম্ব্য মনসা স্তুতঃ ॥ ১২
ঐশ্বর্য্যভূতো ভূতাত্মা চরন্ বিধি ন পশ্যতে।
চক্ষুর্ভির্বহুভির্লোকৈঃ পুরুষর্ষভসত্তমৈর্ষি ॥ ১৩
ওঁকারাং যে বষট্যাস্তু মনসা ব্রহ্মসম্মতাঃ।
বিভক্তাঃ সর্ব্বকর্ম্মাণ্ডে যে পশ্যন্তি সাধবঃ ॥ ১৪
এতদ্ধি পরমং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণানাং মনীষিণাম্।
অন্তশ্চরতি ভূতানাং বিদ্ধি তেষ্বনঘা সদা ॥ ১৫

ভারত। তাঁহার মন যোগে আসক্ত, যিনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার কবিত্বশক্তি কবিত্বও অন্যের কবিত্বের শক্তি বিলক্ষণ আছে এবং যিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী, সেই ভগবান্ ব্রহ্মা মনন সহায়ে লাভ করত স্বাত্মভূত ভাব অক্ষিপ্তভাবে ব্রহ্মাসনে বিরাজমান ছিলেন, তখন সহসা ব্রহ্মোদ্ভব তাঁহাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল। অতএব তিনি সৃষ্টিরচনার দ্বারা এখানে ভূতগ্রামের বাহুল্য বিস্তার করিলেন। ১-৩

তিনি মোক্ষই যাহার লক্ষ্য, সেই জ্ঞানময় পথে অনুরক্ত ছিলেন, যাহা হইতে সত্ত্ব সাম্প্রদায়ী পথ উৎপন্ন হইল। (যেরূপ দৈত্যেরা ও কর্দম ঋষি নিজেদের যোগশক্তির প্রভাবে অনেক বস্তু রচনা করিয়াছিলেন।) ৪-৫

ব্রহ্মা যোগযুক্ত হইয়া সদা বেদান্তক ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন (অথবা বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মরূপ যজ্ঞ বিষ্ণুর যজ্ঞ-রূপিত্ব সাধিলেন), সেইজন্য সেই যোগ ও যজ্ঞনের প্রভাবে তিনি বিপুল জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেন। ৬

ভগবান যোগযুক্ত ও ব্রহ্মভূত ব্রহ্মা সমস্ত প্রাণিগণের হিত কামনা করিয়া সেই প্রথম প্রাপ্ত ঐশ্বর্য্যকে তাহাদের মঙ্গলের জন্য উপযোগ করিলেন। ৭

সেই নির্বিকার (পরম ভব) কর্ম্মের দ্বারা যোগপরায়ণ ব্রহ্মীভূত ব্রহ্মার সেই সহ আকাশরূপ (অব্যাকৃত) ঐশ্বর্য্য লাভ হইল। ৮

সেই সময় তাঁহার দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ আকাশ নির্ম্মল ও অবিনাশী ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইল। এই অবস্থায় সমস্ত জ্ঞানবান্ মনুষ্যই জানিতে পারিলেন যে, চরম প্রাণী, মনুষ্য ও ঐশ্বর্যমূলক ব্রহ্মবাদী যোগিসমূহের লয় স্থান কূটস্থ ব্রহ্মই। ১

সেই যোগযজ্ঞে সংস্কৃত হইয়া আকাশরূপ অথবা অব্যাকৃত ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মার রূপে প্রবৃত্তিপ্রকাশ হইয়া ব্রহ্ম সর্ব্বদিকে আসিয়া প্রাণা বহুসংখ্যক মহাবল বিকারসমূহের সহিত বায়ুরূপ অথবা প্রাকৃত ঐশ্বর্য্যকে প্রকটিত করেন। ১০

এই প্রাণা সমস্ত বিকারসমূহে সর্ব্বদিকে আবদ্ধ হইয়া থাকিলে পর সিদ্ধ ব্রহ্মজ যোগী ধ্রুব ঐশ্বর্য্যকে (কূটস্থ ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১১

এই সিদ্ধ যোগী শরীর হইতে নির্গত হইয়া কোনও অবলম্বন যাচ্ঞাতেই আকাশে ধাবিত হন এবং বহুদর্শন মনঃকল্পিত নিরালম্ব ভাবসমূহ আশ্রয় করত সেখানে বিচরণ করেন। ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন সেই ভূতাত্মা যোগীর আকাশে বিচরণ করিবার সময় ঊর্দ্ধস্থিত লোকসকলও নিজেদের বহুসংখ্যক নয়নের দ্বারা দেখিতে পায় না। ১২-১৩

যে ব্রাহ্মণেরা সাধু মনের দ্বারা ওঁকারকে চিন্তা করেন, তাঁহারাই সমস্ত কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সেই (ব্রহ্মীভূত আকাশচারী) যোগীর দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। ১৪

রাজন্! এই ওঙ্কার প্রণবসংজ্ঞক পরব্রহ্ম, যিনি মনীষী পুরুষগণেরই চিন্তনের বিষয়। এই প্রণবধারী পরব্রহ্ম পরমাত্মা

এষ শব্দো মহানাদঃ পুরাণো ব্রহ্মসম্ভবঃ।
বাঙ্ময়ত্বাচ্চ ভূতানাং প্রাপ্তো বন্দ্যত্বমেব হি ॥ ১৬
অরূপী রূপসম্পন্নো ধাতুভিঃ সহ সম্ভতঃ।
অক্ষরশ্চরতি পূর্ত্তেষু কামকারকরো বশী ॥ ১৭
এতৎ পূর্ব্ববদুদ্যাস্য মনসাপুরুষত্রিধা।
বেদাত্মকং তদা যজ্ঞং চিন্তয়ন্তো মনীষিণঃ ॥ ১৮
ব্রাহ্মণাঃ শুচয়ো দান্তা ধর্ম্মেষূদ্যুক্তমানসাঃ।
ব্রহ্মলোকং কালরূপাণা বৈষ্ণবং পদমুত্তমম্ ॥ ১৯
পরমেষ্ঠ্যাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কৃর্ব্বন্তি বিগতজ্বরাঃ।
ন ক্ষেত্তে প্রসবাদানে ভবনিষ্ক্রান্তি তাসু তু ॥ ১০
ত্রিভির্যাজ্ঞৈঃ পরৈস্তু প্রতিযাজৈশ্চ বৈ দ্বিজাঃ।
যজন্তি পরমাত্মানং বিষ্ণুং সর্ব্বপরায়ণম্ ॥ ১১
যজনং বিক্রমঃ চৈব তস্যপূর্ব্বাঃ প্রচক্রিরে।
ব্রহ্মাপি বৈষ্ণবং তেজো বেদোক্তৈর্ম্মন্ত্রকর্ম্মভিঃ ॥ ২২
ব্রাহ্মণৈস্ত্রিঋষিভিস্তু ব্রহ্মজৈস্ত্রিঃ ক্রমাদিভিঃ।
শুচিভিঃ কর্ম্মনির্ম্মৈঃ সত্যব্রতপরায়ণৈঃ ॥ ২৩
ধাতুভির্মোক্ষকালে চ মহাত্মা সম্প্রযুজ্যতে।
তদেব পরমং ব্রহ্ম বৈষ্ণবং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ২৪
রসাত্মকং তদৈশ্বর্য্যং বিকারান্তে প্রযুজ্যতে।
যোগরূপা বিকারান্তে ব্যাখ্যান্তি মহাস্মৃতম্ ॥ ২৫
সপ্তাষ্টাতীব ভোগেন ক্ষুভাত্মানো বিচেতনঃ।
উন্মিভিশ্ছাদ্যতে চৈব শীতোষ্ণাভির্বিকারতঃ ॥ ২৬

সমস্ত প্রাণিগণের অন্তরে তাঁহাদের চেতনার সহিত বিচরণ করেন, তুমি ইহা জানিও। ১৫

এই ওঙ্কার সমস্ত বর্ণসমূহের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা মহানাদ, পুরাণ অর্থাৎ নিত্য এবং ইঁহার অবলম্বনে সাধকের ব্রহ্মের সহিত একতা হইয়া যায়। তিনি ধাতুযুক্ত হইয়া অক্ষরভাবে প্রাণ হইয়াছেন—এইরূপ বিজ্ঞানবিৎ ব্রাহ্মণগণ বলেন। ১৬

এই প্রণব রূপরহিত হইয়াও ভেজ, জল ও অন্ন—এই তিন ধাতুতে সংযুক্ত হইয়া৹ ওষধিসমূহ অর্থাৎ বৈশ্বরী বাণীরূপে প্রকটিত হন। তিনি ঔঙ্কারাকারে সমস্ত প্রাণিগণের অন্তরে বিচরণ করেন, ইচ্ছানুসারে কার্য্য করেন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিজের বশীভূত করিয়া রাখেন। ১৭

পুরাকালে এই প্রণবের সাহায্যে ও আচার্য্যের নির্দ্দেশে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ইঁহার নিরন্তর চিন্তা পূর্ব্বক বেদাত্মক যজ্ঞের (যোগের) ভাবনা করিতে করিতে মনীষী পুরুষগণ নিজেদের মনের দ্বারা সকলকে ব্যাপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮

ঐশ্বরূপ ব্রহ্মে যুক্ত ও সেই ব্রহ্ম হইতেই প্রকটিত পবিত্র জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মলোক ও উত্তম বৈষ্ণবপদ আকাঙ্ক্ষা করত সেই পদপ্রাপ্তির জন্যই নিশ্চিত ভাবে সমস্ত ক্রিয়া করেন। তাহারা ইঁহারা পুনর্জন্ম গ্রহণের জন্য সংসারের আসিতে ইচ্ছা করেন না, যত্ন জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্যই তপশ্চরণ করিতে যাজনা করেন। ১৯-২০

এই ত্রিগুণ (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে) তিন বার যাজ্ঞোপচার সমর্পণ এবং প্রতিপাদের দ্বারা সেই সত্যপরায়ণ পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর যজন করেন। ২১

পূর্ণ জ্ঞানলেশ। ব্রহ্মের প্রথমে প্রণাম মাত্রায় এই ব্রহ্মবিৎ যোগিগণ যজন। যোগাঙ্গের ৩ বিক্রম যোগৈশ্বর্য্যলাভ করিয়াছেন। বেদোক্ত৹ মন্ত্রানুসারে ব্রহ্মজ্ঞ যোগীও বৈষ্ণব তেজঃ (ব্রহ্ম)। ২২

তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্ (বেদজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মবাদী কর্ম্মসমূহের যজন হইতে মুক্ত, পবিত্র এবং সত্যব্রত-পরায়ণ ব্রাহ্মণ, তাঁহারাই তেজ, জল ও অন্নরূপ ধাতুসমূহের দ্বারা মোক্ষকালে সেই পরমাত্মাস্বরূপ মহাত্মাকে দর্শন লাভ করেন। ২৩-২৪

এই পরমাত্মাই পরব্রহ্ম, তিনিই পরম অদ্ভুত বৈষ্ণব তেজ এবং তিনি রসাত্মক (পরম আনন্দস্বরূপ) ঐশ্বর্য্য। পূর্ব্বোক্ত বিকারসমূহের লয় হইয়া যাইলে পরই তাঁহার দর্শনলাভ হয়। ২৫।

তদ্ভিন্ন রূপবিশিষ্ট যে সব তামস বিকার আছে, তাহারা সেই মহাত্মা যোগীকে বাধিত করে। এই বিকারসমূহ তাঁহাকে জলে যেন অত্যন্ত আচ্ছাদিত করিয়া দেয়, তখন তিনি ক্ষুব্ধ হন এবং চেতনাহীন হইয়া যান। বহু তরঙ্গমালাও তাঁহাকে আচ্ছাদিত করে, সেই সব তরঙ্গের মধ্যে কিছু শীতল ও কিছু উষ্ণ তরঙ্গ থাকে; এইভাবে তিনি বিকারগ্রস্ত হইয়া যান। ২৫-২৬

• শ্রুতি বলেন,—"অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাক্"। অর্থাৎ মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময়ী। ইহা দ্বারাই "মনঃ কারণমিচ্ছতি স হেয়তি মারুতম্" ইত্যাদি শিক্ষাগ্রন্থের বাক্যে মনের উৎপত্তিতে মন ও প্রাণেরও সংযোগ অপেক্ষিত। অতএব তেজ, জল এবং অন্ন—এই তিন ধাতুর সংযোগেই শব্দ উত্থিত হয়।

•"ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ব্রহ্মজ্ঞ যোগী ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এই সব বাক্যই ব্রহ্মজ্ঞের ব্রহ্মস্বরূপ হইবার পক্ষে প্রমাণ।

মহার্ণবসমস্তস্থে দহ্যতে ন চ সজ্জতে ।
মন্থনৈশ্চৈব মহানদ্যঃ সলিলে নৈব সীদতি ॥ ২৭
সীদমানস্ত সলিলে স শীতে পাত্যতে বলাৎ ।
আসনাচ্ছাদনাচ্ছৈব মৃত্যমানো বিচেতনঃ ॥ ২৮
স্বপ্নে প্রপাতমানস্ত তোয়েন পরিচাল্যতে ।
শুক্লবর্ণেন বহুনা স্রোতসা মুহি সর্বশঃ ॥ ২৯
উর্দ্ধঃ জ্যোতিরবেক্ষন্ত ওষ্ঠৈঃ শীতৈশ্চ বাধ্যতে ।
বারিপূর্ণৈঃ সুসম্ভারৈর্বিদ্যাদ্বিদ্বিব তাসিতৈঃ ॥ ৩০
এতৈর্বিকারৈঃ সংযুক্তৈর্নিকৈশ্চৈব সর্বশঃ ।
ঐশ্বর্যমার্যমাপ্নোতি সিদ্ধো ভবতি ব্রাহ্মণঃ ॥ ৩১
রসাত্মকঃ তত্রৈশ্বর্যাঃ ক্রিয়াস্রোতোভিনিঃসৃতম্ ।
সহস্রধারঃ বিততং মেঘস্থ সদৃশাগতম্ ॥ ৩২
রসাংশ্চ বিবিধান যোগাং সংসিদ্ধঃ সৃজতে প্রভুঃ ।
ধারণ্যঃ সর্বভূতানাং যোগপ্রাপ্তেন হেতুনা ॥ ৩৩

তিনি সেই মহাসাগরে পতিত হইয়া মগ্ন হইতে থাকেন, কিন্তু উহাতে নিমজ্জিত হন না। কখনও কখনও মহানদীর জলে নিমগ্ন হইয়া যান, পরন্তু জলের মধ্যে তিনি অধিক কষ্ট পান না এবং কখনও কখনও যখন তিনি জলে মগ্ন হন, তখন তাঁহাকে বলপূর্বক অধিক শীতল জলে পাতিত করিয়া দেওয়া হয়। আসন এবং আচ্ছাদন হইতে বঞ্চিত হইয়া তিনি তখন যেন অচেতন হইয়া যান ॥ ২৭-২৮

কখনও স্বপ্নে পতিত হইয়া জলের দ্বারা তিনি হৃতা হইয়া যান। তাঁহার মস্তকের উপর চারিদিক দিয়া জলের বহু শ্বেতপ্রবাহ পতিত হইতে থাকে ॥ ২৯

তিনি উপরের দিকে জ্যোতি দর্শন করেন এবং জলে পূর্ণ অত্যন্ত গম্ভীর এবং বিদ্যুতে উদ্ভাসিত শ্বেত ও পতাকাবর্ণের মেঘমণ্ডলের দ্বারা পদে পদে বাধা পাইতে থাকেন ॥ ৩০

বিকারসমূহ প্রাপ্ত হইলে এবং সর্বপ্রকারে উহার নিবৃত্তি হইলে পর অক্ষয় ঐশ্বর্যলাভ করত সেই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ যোগী) সিদ্ধ হইয়া যান ॥ ৩১

তাঁহার রসাগারে অনেক প্রকার রসাত্মক ঐশ্বর্য প্রকটিত হয়, যাহা সহস্র ধারায় বিস্তৃত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হইয়া যায় ॥৩২

সেই সার্বভৌমী সিদ্ধ যোগী যোগের দ্বারা নানাপ্রকার রসসমূহের সৃষ্টি করেন এবং যোগপ্রাপ্ত হেতুর দ্বারা সমস্ত প্রাণিগণের পরীরের উপযোগের জন্য বিবিধ ঐশ্বর্যের সৃষ্টি (প্রকট) করেন ॥৩৩

ব্রহ্মজ্ঞ যোগীর যোগ-সাধনযোগে তাঁহার দেহ আত্মার সমস্ত বিঘ্ন উপস্থিত করিবার জন্য দৈবতম ঐশ্বর্য প্রকটিত হইয়া

তেজসো রূপমৈশ্বর্যাং বিকারৈঃ সহ বর্ধতে ।
আত্মনো বিঘ্নজননং স্বস্থো ব্রাহ্মণকারণে ॥ ৩৪
উগ্ররূপৈরিয়ৈশ্চণ্ডৈ রুদ্যতে রুদ্রপাণিভিঃ ।
ঘোররূপৈঃ সুসম্ভারৈঃ শিলাশৈলৈর্নগৈরিবৈঃ ॥ ৩৫
নেত্রৈঃ সমুদ্ধরন্ ভীমঃ জিহ্বাস্ত্রাঃ চাস্ত বিদ্যতি ।
নদন্তি মুগপদ্রাবাঃ ভূত্তমাণাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৬
পুনরেব তদা ভূত্বা বহুরূপাস্তদাভবন্
নৃত্যমানাঃ প্রগায়ন্তি তর্পয়ন্তো বিশেষতঃ ॥ ৩৭
স্ত্রীভূতাশ্চ তত্ত সর্বে যুক্তামাশ্চাবলম্বিরে ।
কণ্ঠেষ্বসা বহুরূপাশ্চ বিস্ফোটৈরেব প্রলোভয়ন্ ॥৩৮
মধুরৈরতিবাক্যৈশ্চ বাধন্তি ন ভীতবৎ ।
পতন্তি মুগপৎ সর্বে পাদয়োর্মূর্ধভির্ভুতাঃ ॥৩৯
প্রসাদং কাঙ্ক্ষমাণাশ্চ যোগস্যান্তরবিস্মতঃ
বহুপ্রকারাঃ কথয়ন্ত্যাস্তি চ তত্রস্তি চ ॥ ৪০

বিভবের বিকারসমূহের সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৪

উগ্র, ঘোর ও বিকরাল রূপধারিণী পরমেশ্বর এবং শিবলনয়ন নরাকার প্রাণীরা তাহে বড় লইয়া সেই যোগীকে প্রহার করিতে থাকে ॥ ৩৫

কোন ভয়ানক পুরুষ তাঁহার নেত্র উৎপাটিত করিতে থাকে, কোনও পুরুষ তাঁহার জিহ্বাকে বড় বড় করিতে থাকে এবং বহুভাবে বিকারী অনেক পুরুষ বারংবার রূপ ধারণ করিতে করিতে একসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিতে থাকে ॥৩৬

পুনরায় সেই সময় তাহারা বহু রূপ ধারণ করিয়া থাকে এবং সেই যোগী পুরুষকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিবার জন্য নৃত্য-গীত করিতে থাকে ॥ ৩৭

তাহার পর তাহারা সকলে স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া যোগীর সহিত সম্বন্ধ হইয়া যায় এবং তাঁহার কণ্ঠে ধরিয়া অবস্থান করিতে থাকে। তাহারা বহু রূপ ধারণ করায় তাঁহাকে নানা বিঘ্নসমূহের দ্বারা প্রলোভিত করে ॥ ৩৮

এই স্ত্রীরূপধারী বিঘ্ন যেন নির্ভয় হইয়া মধুর বাক্যে লাভ করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতে থাকে এবং সকলে একসঙ্গে যোগীর চরণে মস্তকের দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করে ॥৩৯

তাহারা যোগে বিঘ্ন জানিবার জন্যই সেই যোগীর কৃপা-প্রসাদ কামনা করিতে থাকে। তাঁহার সহিত বহু প্রকারের কথা বলেন এবং নৃত্য করিতে থাকে। এরূপ করিয়া তাহারা কখনও কখনও যোগীকে ভয় করিতেও পারে ॥ ৪০

এতৈর্বিকারৈঃ সাধ্যৈস্তৈর্নিকৈস্তৈশ্চৈব সর্বশঃ।
ক্রমমৈশ্বর্য্যমাসাদ্য সিদ্ধো ভবতি ব্রাহ্মণঃ ॥ ৪১

তদগ্নিব ইবাগ্নেয়া আদিত্যাস্তেব রশ্ময়ঃ।
তেজোরূপকমৈশ্বর্য্যং জনিতাস্তেজসস্তবিন্দবঃ ॥ ৪২

জ্যোতীংষি চৈব সর্বাণি তস্যাকাশে গুণসংবৃতাঃ।
চরন্তি লোকে সততং সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্গতিম্ ॥ ৪৩

চন্দ্রসূর্য্যাত্মকং দিব্যং জ্যোতিঃ সদনমুত্তমম্।
এতদ্ বিভ্রাজতে লোকে কালচক্রং ধ্রুবং বয়ম্ ॥ ৪৪

অর্দ্ধমাসাংশ্চ মাসাংশ্চ ঋতু-সংবৎসরাণ্যথ।
ক্ষণা লবা মুহূর্তাংশ্চ কলাঃ কাষ্ঠাস্তথৈব চ ॥ ৪৫

অহোরাত্রপ্রমাণঞ্চ নিমিষোন্মেষণং তথা
তারাণাং গতয়শ্চৈব গ্রহাণাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৪৬

অথ পার্থিবমৈশ্বর্য্যং বিকারগ্রহসম্ভবম্।
যোগযুক্তাত্মভিস্তত্ত্বা যান্ত্যন্তে শুচলাসনাৎ ॥ ৪৭

অলোভাদ্ভিদ্যতে সদ্যো বেগমানোঽপ্যুদাহৃতঃ।
সীদতে বসুধামধ্যে ভিদ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৮

কৃতাভাবাঃ বহুরূপৈশ্চ অক্লেদ্যৈ জলবাসিভিঃ।
বিবর্ষৈর্যুজ্যতে ক্ষিপ্রং সংক্ষেপাৎ সর্ববরুদ্ধতে ॥ ৪৯

ততঃ পার্থিবমৈশ্বর্য্যং সেবমানস্ত সর্বতঃ।
মৃত্তিমদ্ভিশ্চ বহুধা ধাতুভিঃ স চ রুদ্ধ্যতে ॥ ৫০

শক্তিতোমরনির্ঘাতৈর্গদাভিস্তাপনেকধা।
অসিভিঃ পাত্যতে চৈব ক্ষুরধারৈঃ সহস্রশঃ ॥ ৫১

ভিদ্যতে চৈব বাণাগ্রৈঃ শ্রুতীর্ঘৈর্মর্মভেদিভিঃ।
এতিবিকারৈর্নির্ঘাতৈর্নিকৈস্তৈশ্চৈব সর্বশঃ ॥ ৫২

ক্রমমৈশ্বর্য্যমাপন্নঃ সিদ্ধো ভবতি ব্রাহ্মণঃ
ততঃ পার্থিবমৈশ্বর্য্যং নির্মুক্তঃ বিকারতঃ ॥ ৫৩

প্রাদুর্ভবতি সপ্তানাং সমাধৌ তলয়ং গতে।
দিব্যং গন্ধং সমাশ্রয়ে দিব্যার্থাংস্তান্ শৃণোতি চ ॥ ৫৪

এই সব বিকার প্রাপ্ত হইলে এবং তৎসমস্ত পূর্বরূপে নিরুদ্ধ হইলে পর অক্ষয় ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়া সেই ব্রহ্মজ্ঞ যোগী সিদ্ধ হইয়া যান ॥ ৪১

তদনন্তর অগ্নির শিখা ও সূর্যের কিরণের সমান তেজস্বী ঐশ্বর্য তাঁহার লাভ হয়। তখন তাঁহার সকীয় হইতে তেজোবিন্দু উৎপন্ন হইতে থাকে ॥ ৪২

সন্ধ্যাদি গুণসমূহে পরিবৃত এই যোগী আকাশে জ্যোতির রূপ ধারণ করত এই লোকে প্রকাশিত হইতে থাকেন ॥ ৪৩

চন্দ্র-সূর্য রূপ ধারণ করত এই লোকে প্রকাশিত হইতে থাকেন ॥ ৪৪

এই যোগীই পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর, ক্ষণ, লব, মুহূর্ত, কলা, কাষ্ঠা, দিন-রাত্রির প্রমাণ, নিমেষ, উন্মেষ, তারাসমূহ এবং বিশেষতঃ গ্রহসকলের গতি ইত্যাদি সব কিছুই হইয়া যান ॥ ৪৫-৪৬

তদনন্তর বিকারসমূহ ধ্বংস করিয়া সততায় যোগীর পার্থিব ঐশ্বর্য লাভ হয় এবং তাঁহার দ্বারা প্রযুক্ত যোগীকে তখন সিদ্ধির অধিষ্ঠিত সিংহাসন হইতে পাতিত করা হয় ॥ ৪৭

কিন্তু লোভ ত্যাগ করিলে পর এই বিদ্যুতরূপ ঐশ্বর্য তৎক্ষণাৎ ভিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়। বিঘ্নের দ্বারা কম্পিত ও ভীত যোগী তখনও নিন্দনীয় হন। তিনি কৃতবো পুনঃ পুনঃ বিঘ্নসমূহে আহত হইয়া কষ্ট পাইতে থাকেন ॥ ৪৮

তাপিগণের বহুবিধ রূপ ও কৃতঘ্নবাসী অক্ষ বিষয়সমূহের সহিত তিনি সম্বন্ধ স্থাপিত করেন এবং সেই সবের দ্বারা বিক্ষেপে পতিত হইয়া তাঁহার প্রগতি রুদ্ধ হইয়া যায় ॥ ৪৯

তদনন্তর পার্থিব ঐশ্বর্য ভোগ করিতে করিতে সেই যোগী পুরুষ সর্বদিক্ দিয়া মূর্তিমান্ পার্থিব ধাতুসমূহের দ্বারা বারংবার হত হইতে থাকেন ॥ ৫০

শক্তি, তোমর, বজ্র, গদা ও ক্ষুরধার তরবারিসমূহের দ্বারা তাঁহাকে সহস্র সহস্র বার পাতিত করা হয় ॥ ৫১

অন্যান্য তীক্ষ্ণ মর্মভেদী বাণসমূহের অগ্রভাগের দ্বারা বিদীর্ণ হইতে থাকেন। কিন্তু এই সব বিকার প্রাপ্ত হইলে ও তাহারা পূর্বরূপে নিরুদ্ধ হইলে পর অক্ষয় ঐশ্বর্য লাভ করত ব্রাহ্মণ (ভাবপ্রাপ্ত) যোগী সিদ্ধ হইয়া যান ॥ ৫২।

ত হার পর বিকারযুক্ত সেই যোগীর সমক্ষে পার্থিব ঐশ্বর্য উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় যখন সমাধি উৎপন্ন হয় এবং বিকারসমূহ ক্ষীণ হইয়া যায়, তখন তিনি দিব্য গন্ধ আঘ্রাণ করত দিব্য লোকসমূহের কথাও শুনিতে পান ॥ ৫৩-৫৪

দিবারাত্রৈশ্চ পুরুষৈর্ছিদ্যতে ন চ ছিদ্যতে
গচ্ছন্ যুক্তস্তিনাং চান্তঃ প্রধানাত্মা জনার্দন ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি পৌত্তরে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

তিনি যেন থাকা পর্যন্ত দিবা পুরুষগণ হইতে ভিন্ন থাকেন এবং যেখানে হইলে পর সর্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইলে তিনি সেই সব হইতে অভিন্ন হইয়া যান। অন্তর্গতে গমনকারী এই যোগী পরিণামপ্রাপ্ত হবাদের ন্যায় পুণ্যাত্মাগণের অন্তঃকরণেও প্রবেশ করেন ॥ ৫৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে সূতত্ব-প্রাদুর্ভাববিষয়ক একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মণা যোগধারণাপূর্বক-কৃত-মানসিক-সৃষ্টের্বর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততোঽচিন্তয়ং ধারণাং গত্বা মনসা স পিতামহঃ
ব্রহ্মকর্মসমারম্ভং নির্মুক্তেনান্তরাত্মনা ॥ ১
সর্বাত্মধারণাং কৃত্বা মনসা প্রপ্রসর্পিব।
ব্রহ্মযোগেন চ ব্রহ্মা সৃজতে মনসা প্রজাঃ ॥ ২
চক্ষুষো রূপসম্পন্না গুণবন্তঃ সৃজতে প্রভুঃ।
নাসিকাগ্রাচ্চ গন্ধর্বান্ সুচিত্রাম্বরসঃ সমঃ ॥ ৩
তুম্বুরুপ্রমুখান্ সপ্তাঞ্জগৃহুর্গীতমেব সত্রশ্রম।
নৃত্যবাদিত্রকুশলান্ কুশলান্ সমন্ততঃ ॥ ৪
ব্রহ্মযোগেন যোগাত্মা স্বয়ংমূর্তিধরান্ প্রভুঃ।
চারুনেত্রাং শুভকেশান্তাং সুভগাং চারুনিতম্বিনীম্ ॥ ৫

পদ্মেন শতপত্রেণ চারুণা সুবিরাজিতাম্
বক্ষসা শুচিগিরং দেব্যাং ব্রাহ্মীং মূর্তিমতীং শ্রিয়ম্ ॥ ৬
সসৃজে মনসা ব্রহ্মা সমাক্ প্রোক্তেন চেতসা।
ভাবযোগেন কৃতাত্মা সর্বপ্রাণিকৃতাং নৃপ ॥ ৭
চক্ষুষো রূপসম্পন্নাঃ সৃজন্ দেবোঽপ্সরসঃ প্রভুঃ
নাসিকাগ্রাচ্চ গন্ধর্বান্ সুবর্ণাঃ সুপ্রবাদিতান্ ॥ ৮
গানপ্রভাবাঃ সঙ্কল্পে গন্ধর্বাধানমেব তঃ
অঙ্গেভ্যাং চৈব বিপ্রাণাং গানং ব্রহ্মপ্রভাষিতম্ ॥ ৯
পদ্ভ্যাং সৃজতি কৃতানি গন্ধিন্যস্ত্রি ধ্রুবাণি চ।
নর-কিন্নর-যক্ষাংশ্চ পিশাচোরগ-রক্ষসাম্ ॥ ১০

বিংশ অধ্যায়

[ব্রহ্মা কর্তৃক যোগধারণ পূর্বক কৃত মানসিক সৃষ্টির বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর যোগযুক্ত পিতামহ ব্রহ্মা মনের দ্বারা অন্ত ধারণা প্রাপ্ত হইয়া বিকারযুক্ত অন্তঃকরণে ব্রহ্মের প্রাপ্তিকারক কর্ম আরম্ভ করিলেন ॥ ১

ব্রহ্মা মনের দ্বারা সর্বাত্ম ধারণা করত যেন হাত করিতে করিতেই ব্রহ্মযোগে যুক্ত হইয়া মানসিক সঙ্কল্পের দ্বারা প্রজাগণকে সৃষ্টি করিলেন ॥ ২

এই সর্বাত্মধারণাশালী ব্রহ্ম চক্ষু হইতে রূপবতী অপ্সরাদিগকে সৃষ্টি করিলেন এবং নাসিকার অগ্রভাগ হইতে বিচিত্র বস্ত্রধারী গন্ধর্বগণকে সৃজন করিলেন ॥ ৩

তুম্বুরপ্রমুখ সেই সপ্ত ও সহস্র সহস্র গন্ধর্ব সকলেই নৃত্য এবং বাদ্যে কুশল ও সামগানে নিপুণ ছিলেন ॥ ৪

তদনন্তর যোগজ ও সর্বাত্মস্বরূপ, ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মযোগের দ্বারা দিব্য নেত্রবিশিষ্ট, পবিত্র, দ্বিজগণের দ্বারা সেবনীয়া, মূর্তিমতী, দেবীপ্রতিমা লক্ষ্মীকে প্রকটিত করিলেন, যাঁহার নেত্র অতিশয় মনোহর, কেশগুলাগ সুন্দর, জঘন মনোহর ও মুখের শ্রী কমনীয় করিতে প্রকাশিত হইতে ছিল এক হস্তে পরম সুন্দর শতদল পদ্ম ধারণ করিয়া তিনি শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৫-৬

নৃপ জনমেজয়! কৃতাত্মা ব্রহ্মা সমস্ত প্রাণিগণের ভাবযোগ (অন্তঃকরণের বাসনা) অনুসারে ঈশ্বরপ্রেরিত চিত্তের দ্বারা মানসিক সঙ্কল্পেই তাঁহাকে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৭

এই প্রভু চক্ষু হইতে সৌন্দর্যশালিনী অপ্সরাগণকে এবং নাসিকার অগ্রভাগ হইতে সুন্দর বস্ত্রধারী ও বাক্যকুশল গন্ধর্বদিগকে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৮

তিনি সমস্ত গন্ধর্বগণের জন্য গন্ধর্বশাস্ত্র এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের জন্য সামবেদের বিধানে রচনা করিলেন ॥ ৯

ঘাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রাণিগণকে তিনি নিজের চরণ হইতে উৎপন্ন করিলেন, যাহাদের নাম এইরূপ—মনুষ্য, কিন্নর, যক্ষ, পিশাচ, নাগ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, সিংহ, ব্যাঘ্র, সহস্র প্রকারের মৃগ (পশু), নানাপ্রকারের তৃণজাতি এবং বহু চতুষ্পদ প্রাণি—

গজান্ সিংহান্ ব্যাঘ্রাংশ্চ মৃগাংশ্চৈব সহস্রশঃ।
তৃণজাতীশ্চ বহুধা ভাবদ্বৈতোঽন্তুপান্ ॥ ১১
যে তু যজ্ঞাহ্বিষাদন্তি কর্ম্মপ্রাপ্তেন হেতুনা।
হন্তেভ্যঃ কর্ম্ম সম্ভূতে মন্তব্যা মনসা তথা ॥ ১২
বায়ুনা স বিসর্গশ্চ তৃতানাং পুষমিচ্ছতা।
উপতত্থে তদাত্মস্থ পঞ্চেন্দ্রিয়সমাধিনা ॥ ১৩
হৃদয়াদস্জদ্ গাবো বাহুভ্যাং পক্ষিণস্তথা।
অন্যানি চৈব সত্ত্বানি দৈতেরৈবৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ ॥ ১৪
ঋষিং ঋক্সিরসং চৈব মুনিং অত্রিতভেজসম্।
ব্রহ্মবর্ধনকরং দিব্যং বাতিসিক্তমভিদ্রিয়ম্ ॥ ১৫
ভ্রুবোঽস্তুরাদজনয়দ্ যোগাদ্ যোগেশ্বরঃ প্রভুঃ।
ব্রহ্মবর্ধনকরং দিব্যং ভৃগুং পরমধামিকম্ ॥ ১৬
ললাটমধ্যাদ্ভূতাদঃ প্রিবিধ্রুগম্
সনৎকুমারং মুর্দ্ধ্নঃ মহাযোগী পিতামহঃ ॥ ১৭

অতিবিক্তং তু দোষক যৌবরাজ্যে পিতামহঃ।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ রাজানং শাশ্বতং বরুনীশ্বরম্ ॥ ১৮
তপসা মহতা যুক্তো ব্রহ্মৈঃ সহ নিশাকরঃ।
ষষ্ঠার বরসো মধ্যে প্রভাভির্ভাসয়ন্ জগৎ ॥ ১৯
স গাত্রৈর্ভগবান্ যোগাত্মনসা সিদ্ধিমাগতঃ।
সসৃজে সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ২০
তত্র স্থানানি ভূতানাং যোগাংশ্চৈব পৃথগ্বিধান্।
ব্যধত্ত শতশো ব্রহ্মা সর্ব্বং সম্পিণ্ডামহঃ ॥ ২১
এষ ব্রহ্মময়ো যজ্ঞো যোগঃ সাংখ্যশ্চ তত্ত্বতঃ।
বিজ্ঞানঞ্চ স্বভাবশ্চ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ ॥ ২২
একত্বঞ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ সম্ভবো নিধনং তথা
কালঃ কালফলৈশ্চৈব ভোক্তা বিজ্ঞানমেব চ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌষ্করে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

এই সকলকেই তিনি ইঁহাদের পূর্ব্বজন্মের আন্তরিক বাসনা অনুসারে উৎপন্ন করিলেন। ১০-১১

প্রাণিগণের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত কারণের (অদৃষ্টের) বিচার করত ব্রহ্মা পূর্ব্বোক্ত ছয়টির ঔষসকলকে সৃষ্টি করিলেন এবং এরূপ ঔষধসকলকে উৎপন্ন করিলেন, যাহারা হন্তে বস্তু সইয়া ভক্ষণ করে, বিধাতা হস্তসকল হইতে কর্ম্মের এবং মন হইতে মন্তব্যের সৃষ্টি করিলেন। ১২

প্রাণিগণের সুখ কামনা করিয়া ব্রহ্মা প্রাণাদি রূপে তাহাদের অন্ত প্রাণাদি বিবিধ কার্য্যের সৃষ্টি করিলেন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নিরোধের দ্বারা পরমাত্মস্বরূপ পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার সাযীপ্যপ্রাপ্ত হইলেন। ১৩

তিনি হৃদয় হইতে যোগধকে, বাহুদ্বয় হইতে পক্ষিসকলকে এবং ভিন্ন ভিন্ন বেশসমূহ হইতে অন্যান্য জন্তুদিগকে সৃজন করিলেন। ১৪

প্রবর্দ্ধিত তেজোযুক্ত, মনসহ পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে নিজের বশীভূতকারী, ব্রহ্মবর্ধনপ্রবর্ত্তক দিব্য ঋষি মুনিবর অত্রিরাকে যোগধের ওষধান্ ব্রহ্মা যোগবলের দ্বারা নিজের দুই ভ্রূ মধ্যভাগ হইতে উৎপন্ন করিলেন। ১৫;

ব্রহ্মবর্দ্ধনকারক পরম ধর্ম্মাত্মা দিব্য ঋষি ভৃগুকে তিনি ললাটের মধ্যভাগ হইতে সৃষ্টি করিলেন এবং এই মহাযোগী পিতামহ কলহপ্রিয় নারদ ও মুখ্য পরিবারকে সনৎকুমারকে নিজের মস্তক হইতে উৎপন্ন করিলেন। ১৬-১৭

পিতামহ সেই দোষকেও সৃষ্টি করিলেন, যিনি যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন বরুনীপতি সোম (চন্দ্র)। ব্রাহ্মণধর্ম্মের সনাতন রাজা। ১৮

মহাতপোযুক্ত ষষ্ঠ নিজের অঙ্গ সমূহের দ্বারা জগৎকে প্রকাশিত করিতে করিতে অন্য গ্রহগণের সহিত আকাশমণ্ডলে বিচরণ করেন। ১৯

যোগের দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত ভগবান্ ব্রহ্মা মানসিক সঙ্কল্পে নিজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গসমূহের দ্বারা সমস্ত চরাচর প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিলেন। ২০

সমস্ত ভূতগণের পিতামহ ব্রহ্মা এই ভূতবর্গের জন্য বহু স্থান ও তাহাদের যোনিভেদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের শত শত উপায় উদ্ভাবন করিলেন। ২১

ইহা ব্রহ্মময় যজ্ঞ। জ্ঞানযজ্ঞ বলিয়া কথিত হয়; ইহাই যোগ ও বাস্তবিক সাংখ্য। বিজ্ঞান, স্বভাব, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, একত্ব, নানাত্ব, জন্ম ও মৃত্যু, কাল, যেখানে কালেরও জয় হইয়া যায়, সেই জ্ঞান এবং বিজ্ঞান (আত্মানুভব)-ও জানিবার যোগ্য। ২২-২৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পৌষ্কর-প্রাদুর্ভাববিষয়ক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ক্ষত্রযুগস্য প্রসঙ্গেন জ্ঞানসিদ্ধানাং ব্রাহ্মণানাং বর্ণনম্, প্রজাপতি-দক্ষেণ প্রাণিনাং চতুর্ণাং বর্ণানাং সৃষ্টিঃ, তস্য স্বপুত্রেভ্যো যাত্রায় অন্তং জ্ঞাতুমাদেশদানঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

শ্রুতং ব্রহ্মযুগং ব্রহ্মন্ যুগানাং প্রথমং যুগম্।
ক্ষত্রস্যাপি যুগং ব্রহ্মন্ শ্রোতুমিচ্ছামহে প্রভো ॥ ১
সসঙ্ক্ষেপং সবিস্তরং নিয়তৈর্মহদ্ভিশ্চিন্তম্।
উপায়ৈশ্চ কথিতা ক্রতুভিশ্চৈব শোভিতম্ ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতত্তে কথয়িষ্যামি যজ্ঞকর্মভিরন্বিতম্
দানধর্মৈশ্চ বিবিধৈঃ প্রজাভিরুপশোভিতম্ ॥ ৩
তেষ্বেষ্বন্তরমাত্রা মুনয় আদন্তাঃ পৃথগ্বিধিতিঃ।
মোক্ষপ্রাপ্তেন বিধিনা নিত্যাধ্যেন কর্মণা ॥ ৪
প্রবৃত্তে চাপ্রবৃত্তে চ নিত্যাঃ ব্রহ্মপরায়ণাঃ।
পরায়ণস্য সঙ্গমা ব্রহ্মণস্তু মহীপতে ॥ ৫
শ্রীমন্তাঃ পাবনাশ্চৈব ব্রাহ্মণাশ্চ মহীপতে।
চরিতব্রহ্মচর্য্যাশ্চ ব্রহ্মজ্ঞানবিবোধিতাঃ ॥ ৬
পূর্ণে যুগসহস্রান্তে প্রপ্লাবে প্রলয়ং গতাঃ।
ব্রাহ্মণা বিত্তসম্পন্না জ্ঞানসিদ্ধাঃ সমাধিতাঃ ॥ ৭
বাতিরিক্তেন্দ্রিয়ে বিষ্ণুর্যোগাত্মা ব্রহ্মসম্ভবঃ।
দক্ষঃ প্রজাপতির্ভূত্বা সৃজতে বিপুলাঃ প্রজাঃ ॥ ৮
অক্ষরাদ্ ব্রাহ্মণাঃ সৌম্যাঃ ক্ষরাৎ ক্ষত্রিয়বান্ধবাঃ।
বৈশ্যা বিকারতস্তেষ্ব শূদ্রা যুগবিকারতঃ ॥ ৯
শ্বেতলোহিতকৈর্বর্ণৈঃ পীতৈর্নীলৈশ্চ ব্রাহ্মণাঃ।
অভিনির্বর্ত্তিতা বর্ণাস্তিস্রস্ত্যানেন বিষ্ণুনা ॥ ১০
ততো বর্ণত্রয়োপন্নাঃ প্রজা লোকে চতুর্বিধাঃ
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব মহীপতে ॥ ১১

একবিংশ অধ্যায়

[ক্ষত্রযুগের প্রসঙ্গে জ্ঞানসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের বর্ণন, প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক প্রাণিগণের ৪ টার বর্ণের সৃষ্টি এবং তাঁহার নিজ পুত্রগণকে যাত্রার জন্য জানিবার জন্য আদেশদান।]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি যুগসকলের প্রথম যুগ এবং যাহাকে ব্রহ্মযুগ বলে, তাহার বর্ণন শ্রবণ করিয়াছি। প্রভো! এখন আমি ঔপায়নির পুত্রগণের দ্বারা কথিত, যজ্ঞসমূহে সুশোভিত এবং বহুসংখ্যক নিয়ম-সকলে সুসম্পন্ন ক্ষত্রযুগের বর্ণন সংক্ষেপে অথচ বিস্তারের সহিত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজন্! এই ক্ষত্রিয়-যুগ আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিব। এই যুগ যজ্ঞকর্মসমূহে পূর্ণিত, নানাবিধ দান-ধর্মসকলে সম্পন্নিত এবং বহুসংখ্যক প্রজাবর্গে সুশোভিত। ৩

সেই প্রসিদ্ধ অদ্বৈতমাত্রপ্রধান মুনিগণ, যাঁহারা মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন, বিবিধ কর্মের দ্বারা প্রভাবে সূর্য্যের কিরণাবলির দ্বারা পূরীত অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত, যাঁহারা যজ্ঞাদি প্রবৃত্তি-কর্ম্মে ও শমাদি নিবৃত্তি-কর্ম্মে তৎপর থাকিয়া নিত্য ব্রহ্মপরায়ণ, হে নৃপতে! যাঁহারা সকলের আত্মভূত ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া পরমাত্মার পরমতত্ত্বের উদ্দেশে বেদোক্ত কর্ম্মে সদা রত থাকেন, যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যপালন করিয়াছেন, যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানরূপ জ্যোতিতে প্রকাশিত হইয়া শ্রীমন্ত ও পবিত্র হইয়া বিরাজমান এবং যাঁহারা পূর্ব্বকল্পে সহস্র চতুর্যুগ পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে থাকিয়া তাহার অন্তে সেখানে প্রলয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহারাই এই তাবৎ কল্পে একাগ্রচিত্ত, সমাহিতসম্পন্ন ও জ্ঞানসিদ্ধ ব্রাহ্মণ হন। ৪-৭

সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একজন হইলেন ব্রহ্মপুত্র প্রজাপতি দক্ষ। যিনি ইন্দ্রিয়রহিত ও তাঁহাদের বিষ্ণুসমূহ হইতে অসঙ্গ থাকিয়া যোগযুক্ত চিত্তে বহুসংখ্যক প্রজাগণের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যিনি ভগবান বিষ্ণুকে নিজের আত্মা বলিয়া মনে করায় 'বিষ্ণু' বলিয়া কথিত হইতেন। ৮

অক্ষর (ভর্গ সত্ত্বময় নিত্যান বর্ণ, যাঁহার বর্ণ সুবার ন্যায় শুভ্র) হইতে সৌম্য ব্রাহ্মণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি হইয়াছে। ক্ষর (রজ-রজোময় মিশ্র বর্ণ, যাঁহার বর্ণ রক্ত—লাল) হইতে ক্ষত্রিয়-বন্ধুগণের উদ্ভব হইয়াছে। বিকার (রজোময় সকাম বর্ণ, যাঁহার বর্ণ হরিদ্রার ন্যায় পীত) হইতে বৈশ্যগণ উৎপন্ন হইয়াছে এবং যুগ-বিকার (তমোময় বর্ণ, যাঁহার বর্ণ ঘুমের ন্যায় কাল) হইতে শূদ্রসকল জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ৯

এইভাবে সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তাশীল বিষ্ণুরূপ প্রজাপতি শ্বেত, রক্ত, পীত ও নীল বর্ণবিশিষ্ট বিভিন্ন বর্ণসমূহের দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকলের সৃষ্টি করিলেন। ১০

এইরূপে বিভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণ এই লোকে চার ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইল। নৃপতে! এই চার বর্ণের নামসমূহ ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া অভিহিত হয়। ১১

একলিঙ্গাঃ পৃথগ্ধর্মা দ্বিপদাঃ পরমদ্যুতাঃ। যাতনায়াস্বিদশ্চাপি গতিজ্ঞাঃ সর্বকর্মসু ॥ ১১
ত্রয়াণাং বর্ণজাতানাং বেদপ্রোক্তা ক্রিয়াঃ স্মৃতাঃ। তেন ব্রাহ্মণযোগেন বৈষ্ণবেন মহীয়তে ॥ ১৩
প্রজ্ঞয়া তেজসা যোগাত্তস্মাৎ প্রাচেতসঃ প্রভুঃ। বিষ্ণুরেব মহাযোগী কর্মণামন্তর গতঃ ॥ ১৪
ততো নির্মাণসম্ভূতাঃ পুত্রাঃ কর্মবিবর্জিতাঃ। তস্মান্নার্হন্তি সংস্কারং ন ক্ষত্র ব্রহ্ম বিদ্যতে ॥ ১৫
যথাগ্নৌ ধূমসম্ভূতো ন্যুব্জগা মন্দমানসা। প্রাদুর্ভূতো বিসর্পন্ বৈ নোপযুজ্যতি কর্মণা ॥ ১৬
এবং পুত্রা বিসর্পন্তো ভূবি কার্যেষ্বনা জনা। নাসংস্কৃতেন ধর্মেণ বেদপ্রোক্তেন কর্মণা ॥ ১৭
ততোঽহংস্তে দক্ষপুত্রাশ্চ সম্ভূতা ব্রহ্মযোনয়ঃ।

বলবন্তো মহোৎসাহা মহাবীর্যা মহৌজসঃ ॥ ১৮
পিত্রা প্রোক্তা মহাত্মানো নপিনা যজ্ঞকর্মণা।
অন্তর্মিত্তানমঃ শ্রোতুং ধাত্রাঃ পুত্রা বলো জ্বয়ম্ ॥১৯
ততো বিবাংশে তত্রজ্ঞাঃ প্রজানাং বিপুলা বলম্।
বিপুলাদ্ধি ক্ষেত্রাণাং সমাপি বিপুলাঃ প্রজাঃ ॥ ২০
ন তেষাং দর্শয়ন্দেবো ঢক্ষুষা রূপমাত্মনঃ।
প্রজাপতিসুতানাং বৈ বিপুলানাং মিচ্ছতাম্ ॥ ২১
আত্মনো ভাবমিচ্ছন্তি তেঽপি কৃতযুগে স্ত্রিয়া।
জনিত্রী সর্বভূতানাং মনুষ্যাণাং সুতা ॥ ২২
সংবেদজননী ধাত্রী চেষ্টিতা মাত্রা প্রচোদিতা।
অণুস্তাঃ তনুতাঃ চৈব ক্ষুদ্রাঃ কমঠোগিনাম্ ॥ ২৩
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
পৌষ্করে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

ইহাদের সকলেরই আকৃতি এক রূপ; কিন্তু বর্ণ পৃথক্ পৃথক্, এই সব দুই পদবিশিষ্ট জীব (মানুষ) অতিশয় দ্যুতিমান্। কর্মফলের ভোগের জন্য ইহারা পৃথক্ পৃথক্ বর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের সমস্ত কর্মসমূহের গতির জ্ঞান (তাহাদের শুভাশুভ ফলসমূহের উপর নির্ভর করে। ১২

রাজন্! ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণে উৎপন্ন মনুষ্যগণেরই সমস্ত ক্রিয়া বেদোক্ত বিধির দ্বারা সম্পন্ন হইবার যোগ্য বলিয়া কথিত হয়। এই কারণে তোমাদের যে তিন বর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, ইহাদেরই ভগবান্ বিষ্ণুর কৃপায় বেদাধ্যয়নের অধিকার সুলভ হয়। ১৩

প্রজ্ঞা ও তেজের যোগে যুক্ত এই সামর্থ্যশালী মহাযোগী প্রাচেতস দক্ষনায়ক বিষ্ণুই 'প্রজাপতি'র অধিকারগ্রহণ কর্মসমূহে (সৃষ্টি আদিতে) জন্মগ্রহণ করিলেন। ১৪

অতএব নিম্নকর্ম ও বৈষয়িকগণের সেবা করিবার জন্য উৎপন্ন পুরুষগণ বৈদিক কর্মের অধিকার-রহিত হইল। সেইজন্য তাহারা উপনয়নাদি সংস্কারের যোগ্য নহে; কারণ, তাহাদের বেদাধ্যয়নের অধিকার নাই। ১৫

যেরূপ অগ্নি মন্থন করিলে উদ্ভূত অগ্নিতে ধূমরাশি উৎপন্ন হইয়া বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তথাপি অগ্নিহোত্রী (যজ্ঞকারী) কিন্তু যজ্ঞকর্মে সেই ধূমের উপযোগ করেন না, সেইরূপ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্বরূপে সর্বদিকে বিস্তৃত পুরুষগণ সংস্কার-হীন হওয়ায় বেদোক্ত ধর্ম-কর্মের উপযোগে আসিবার যোগ্য হয় না। ১৬-১৭

তদনন্তর দক্ষের আরও ষষ্ঠ পুত্র হয়, তাঁহারা বেদের জ্ঞানযুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহারা বলবান্, অতিশয় উৎসাহসম্পন্ন, মহাপরাক্রমশালী ও মহাতেজস্বী ছিলেন ১৮

এই সামর্থ্যশালী মহাত্মা পুত্রগণকে যজ্ঞকর্মপরায়ণ পিতা দক্ষ বলিলেন,—পুত্রগণ! আমি তোমাদের নিকট হইতে যাত্রীর (পৃথিবীর) অন্ত গুনিতে ইচ্ছা করি, ও হন, আমি বলবান্ (অতএব যাত্রীর অন্ত জানি। ১৯

তদুত্তরে পুত্রগণ! তোমাদের নিকট হইতে যাত্রীর অন্ত শ্রবণ করিয়া তোমাদের বলের জ্ঞানলাভ করিলে পর আমি প্রজাবর্গের জন্য বিপুল বলের সৃষ্টি করিব করণ, ক্ষেত্রসমূহের (নারীসমূহের) বিশালতাহেতু আমার প্রজাগণ অধিক বলশালী হইতে পারিবে। ২০

বিশাল পৃথিবীর অন্ত জানিতে ইচ্ছুক এই প্রজাপতিপুত্রকে পৃথিবীদেবী নিজের আধিদৈবিক রূপের প্রত্যক্ষ দর্শন করাইলেন না। ২১

তদনন্তর যখন ভবাবসিত কৃতযুগ (বিশুদ্ধ সত্ত্বময় ভাব) আসিল, তখন (সেই প্রজাপতিপুত্রগণের নিজেদের অভিপ্রায়ের সিদ্ধি হইয়া যাইলে পর) প্রমাতা ক্ষেত্রজ্ঞ (পরমাত্মা বিষ্ণু) দ্বারা প্রেরিত হইয়া যাত্রী যাঁর সচ্চিদানন্দ স্বরূপের দ্বারা সমাগ্ জ্ঞানের জননী এবং সমস্ত প্রাণিগণের জন্মদায়িনী হইলেন। তিনি অণ্ডজ ও স্বেদজ প্রাণিবর্গকে উৎপন্ন করিলেন এবং তিনি কর্মফলভোগকারী প্রাণিবর্গের শরীরসকলের লঘু, সূক্ষ্ম ও বিশাল রূপ প্রদান করিলেন। ২২-২৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে পুরুরপ্রাদুর্ভাববিষয়ক একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ৪

[স্বীয় অঙ্গজাত ব্রাহ্মণপরায়ণা দক্ষের কন্যাদানমুৎপাদনম্, তাভ্যঃ ধর্ম্মায়, কশ্যপায়, সোমায় চ প্রদানম্, দক্ষ-কন্যানাং সন্তানানাং বর্ণনম্, তেভ্যঃ দেবলোকে উচ্চবংশমর্য্যাদকথনঞ্চ]

জনমেজয় উবাচ

সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্রেতায়াঃ ব্রহ্মণোত্তম
যজ্ঞভাগা সর্ব্ববিদ্যানাং পরং পশ্যেয়মব্যয়ম্ ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দক্ষস্তু পুনরালভ্য স্ত্রীভাবং পুরুষোত্তমঃ।
যোগাদ্ যোগেশ্বরাত্মানং নিয়ম্যো গিরিমূর্দ্ধনি ॥ ২
পুজাভূঃ স্ত্রীনজঘনা শুভ্রঃ পদ্মনিভাননা।
রক্তান্তনয়না কান্তা সর্ব্বদুস্তনয়োরমা ॥ ৩
দক্ষঃ প্রাচেতসস্তস্যাঃ কন্যায়াঃ জনয়ৎ প্রভুঃ।
দেহার্দ্ধযোগবিধিনা কন্যাঃ পদ্মনিভাননাঃ ॥ ৪
দক্ষঃ পুরুষরূপেণ স্ত্রীরূপলবণায় বৈ
দর্শনে সর্ব্বভূতানাং কান্তঃ কান্ততরোঽভবৎ ॥ ৫

তাঃ কন্যাঃ প্রদদৌ দক্ষঃ স্বয়ং প্রাচেতসঃ প্রভুঃ।
ব্রহ্মদেয়েন বিধিনা ব্রহ্মপ্রাপ্তেন ভারত ॥ ৬
প্রদদৌ দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
সপ্তবিংশতি সোমায় পত্নীত্বেতাঃ সমাহিতঃ ॥ ৭
দক্ষো দত্ত্বাথ তাঃ কন্যা ব্রহ্মক্ষেত্রঃ প্রপদ্য চ।
ব্রহ্মণাধ্যুষিতঃ পুণ্যাঃ সমাহিতমনা মুনিঃ ॥ ৮
তপ্যমানো মৃগৈঃ সার্দ্ধং ষষ্টিং বর্ষসহস্রকং বৃপ।
তৃণমূলফলৈর্বৃদ্ধো বৃক্ষস্ত তপসাসকৃৎ ॥ ৯
মৃগাস্তস্য মোদন্তি ফলাঃ মোদন্তি বৃক্ষগাঃ।
দীক্ষিতঃ পুণ্যকর্ম্মাণস্তপসা দগ্ধকিল্বিষাঃ ॥ ১০
সংগ্রামকালে কালজ্ঞঃ শরীরাণিপরিমুনিঃ
কর্ম্মযজ্ঞকৃতাঃ তত্র সিদ্ধিং পশ্যতি লক্ষণাম্ ॥ ১১

দ্বাবিংশ অধ্যায়

[দক্ষের স্ত্রীর অঙ্গ জাত হইতে স্ত্রীরূপ হইয়া বহু কন্যার উৎপাদন এবং তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম, কশ্যপ ও সোমকে প্রদান, দক্ষ-কন্যাদিগের সন্তানগণের বর্ণন তাঁহাদের দেবলোকে উৎপন্ন হইবার যোগ্যতাকথন।]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! ত্রেতাযুগের প্রবৃত্তিকাল (যজ্ঞাদি) ধর্ম্মে যাহা সনাতন তত্ত্ব, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, যাহা জানিয়া এবং আচরণ করিয়া আমি সমস্ত বিদ্যা-সমূহের লক্ষ্য অধিনায়ী ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করিতে পারি। ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! পুরুষোত্তম দক্ষ যোগবলে স্ত্রী-দেহ প্রাপ্ত হইলেন। এই স্ত্রী-দেহ সেই যোগেশ্বর দক্ষের বিভেদেই উদ্ভব ছিল। সেই উদ্ভব অবলম্বন করিয়া তিনি এক পর্ব্বতের শিখরে উপবিষ্ট ছিলেন। ২

সেই স্ত্রীর জানু জঘন, জঘনপ্রদেশ স্থূল, উরুদ্বয় মনোহর, মুখ প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় কান্তিমান্ এবং দুই নয়নের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ ছিল। সমস্ত স্তনদ্বয়ের মনোমোহিনী এই নারী কমনীয় কান্তিমতী ছিলেন। ৩

তখবান্ প্রাচেতস দক্ষ দেহার্দ্ধ সংযোগের বিধি অনুসারে সেই অর্দ্ধাঙ্গজনিত নারীর গর্ভ হইতে প্রফুল্ল কমলের ন্যায় মনোহর মুখবিশিষ্ট বহু কন্যা উৎপন্ন করিলেন। ৪

তাহার পর সেই স্ত্রীরূপ ত্যাগ করত দক্ষ পুনরায় পুরুষরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময় তিনি সমস্ত প্রাণিগণের দৃষ্টিতে পরম কান্তিমান্ ও কমনীয় প্রভীত হইতেছিলেন। ৫

তাহার পর প্রাচেতস তখবান্ দক্ষ সেই কন্যা-দিগকে যেমোক্ত ব্রাহ্মবিধি অনুসারে বিবাহে দান করিলেন। ৬

তিনি একাগ্রচিত্তে ধর্ম্মকে দশ, কশ্যপকে তের এবং সোমকে (চন্দ্রকে) সাতাশ কন্যা এইরূপ দান করিলেন যে, তাঁহারা এই কন্যাগণকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন। ৭

সেই কন্যাদিগকে দান করিবার পর দক্ষমুনি ব্রহ্মার ক্ষেত্র প্রয়াগে আসিলেন, যেখানে ব্রহ্মা পূর্ব্বে বাস করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য যাহা পরম পুণ্যপ্রদ তীর্থ হইয়া বিরাজিত। সেখানে আসিয়া তিনি মনকে একাগ্র করত পরমাত্মার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৮

নৃপ জনমেজয়! তখনতর দক্ষ তপস্যায় রত হইয়া মৃগগণের সহিত পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি তৃণ ও ফল-মূলের দ্বারাই নিজের শরীরের পোষণ করিতেছিলেন। এইভাবে তাঁহার তপস্যার বিস্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ৯

তাঁহার তপস্যার প্রভাবে মৃগগণ অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল (কারণ, তাঁহার তপস্যায় সর্ব্বত্র অহিংসাভাব প্রসারিত হইয়া উঠিল)। বৃক্ষে দীক্ষিত হইয়া পুণ্যকর্ম্মকারী ও তপস্যার দ্বারা নিজের পাপসমূহ দগ্ধকারী ব্রাহ্মণ দক্ষ সেই অহিংসাপ্রধান তপস্যার বৈভবাগমন ফল প্রত্যক্ষ দেখিয়া আনন্দে মগ্ন হইয়া যাইলেন। ১০

নিজের চিত্তের উপর জয়লাভ করিবার জন্য যে সংগ্রাম (রজ-বিক্ষেপাত্মক তপশ্চরণতাপূর্ণ সাধন) যোগীকে করিতে হয়, তাহার সময় আসিলে পর কালের গতিবিধি এবং শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-

দানমানপ্রধাবাদ্ধ নিরুদ্বেগা নিরাশিষঃ।
মুনেঃ সত্ত্ব ভবা যান্তি সপত্নীকাঃ সুপুত্রিণঃ ॥ ১১
ব্রাহ্মণাঃ স্তোত্রসংসিদ্ধা জনিত্রে প্রথমে পদে
ব্রহ্মসাধ্যায়িতত্বাচ্চ ব্রহ্মক্ষেত্রমিতোচ্যতে ॥ ১৩
যতিভিঃ কর্মভিস্তৈস্তৈস্তত্রোদ্বৈজিতজৈস্তিঃ।
চরদ্ভির্বশুধাং বিপ্রৈরকিঞ্চনপরৈর্মিতিঃ ॥ ১৪
যা প্রজা পূর্বমারূঢ়া মানসী ব্রহ্মচারিণী।
সৈবৈষা ব্যক্তিমাপন্না স্বভাবচরতিক্রমা ॥ ১৫
অব্যক্তা ব্যক্তমাপন্না স্বভাবাদ্ বৃত্তিক্রমা।
ব্যক্তাব্যক্তগতিশ্চৈষা কালধর্ম্মাশ্রয়াপতে ॥ ১৬
স্থাবরা জঙ্গমাশ্চৈব স্থূলসূক্ষ্মাশ্চ ভারত
কালযোগেন কালজ্ঞা ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥ ১৭
এতাশ্চৈতাঃ প্রজাঃ সর্বা দক্ষকন্যাসু ভক্তিরে।
কল্পোপনাবারেণেহ সংযুক্তাঃ কালধর্মণা ॥ ১৮
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদ্গণাঃ।
নাগাশ্চাপ্যনেকশিরসঃ সাধ্যা বৈ পরমাস্তথা ॥ ১৯
গন্ধর্বাঃ কিন্নরা যক্ষা স্তথাপ্সরসি চাপরে।
গরুত্মান্ সহ সংক্ষেপ্ত কিন্নরাশ্চ সুবাসসঃ ॥ ২০
গাবঃ পশুগণৈঃ সার্দ্ধং নরাশ্চ বসুধাধিপ।
চরাচরাশ্চ বসুধা ধর্ত্রীবন্ত ইহাভবাঃ ॥ ২১
গজাঃ সিংহাশ্চ ব্যাঘ্রাশ্চ হয়া পঞ্চদরাস্তথা।
খড়্গা বিষাণিনশ্চৈব বৃষভাশ্চ মৃগাস্তথা ॥ ২১
চতুর্বিষাণা গাবেন্দ্রা পদ্মাভা বর্ণতঃ শুভাঃ
সর্বলক্ষণসম্পন্নাঃ প্রাণিনঃ কানকাপিচ ॥ ২৩
তেষাং রূপৈস্তথা গাত্রৈস্তৈঃ শীলৈস্তৈঃ পরাক্রমৈঃ।
মুনয়ঃ পুনরুদ্ভূতা ধর্ম্মক্ষেত্রে সনাতনে ॥ ২৪

দিগকে দাসত্বকারী মুনিবর দক্ষ কন্যাদিগের সিদ্ধি প্রভাব দেখিতে পাইলেন; কারণ, তাঁহার নিকট সিদ্ধিসূচক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ১১

যাঁহারা অপরকে দান মান দান করিতে প্রধান বীর, যাঁহাদের উদ্বেগ শান্ত হইয়া গিয়াছে, যাঁহারা আমিষাদি ভোগ-সমূহ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং যাঁহারা শ্রেষ্ঠ পুত্রগণের পিতা, এরূপ বৃহদ্ব্রত বিজগণ নিজ নিজ পত্নীর সহিত সেই বনে যাইয়া তৃণমূলের সহিত বৃত্তাবস্থা প্রাপ্ত হন ॥ ১২

বেদাধ্যয়নে সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ সেস্থানে সকলের উৎপাদক প্রথম পদ—পরব্রহ্ম পরমাত্মার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মা সেস্থানে বাস করিয়াছিলেন, সেইজন্য সেস্থানে প্রজাগণকে ব্রহ্মক্ষেত্র বলা হয় (আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মের উপলব্ধির স্থান বলিয়া এই শরীরই ব্রহ্মক্ষেত্র) ॥ ১৩

যাঁহারা কর্মসকল (কর্মবন্ধন) হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ক্রোধকে জয় করিয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়াছেন, সেই অকিঞ্চন (পরিগ্রহশূন্য) পথে চলিতে ইচ্ছুক ও পৃথিবীতে বিচরণকারী সেই সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণগণ এই ক্ষেত্রকে (প্রজাগণ বা শরীরকে) ব্রহ্মক্ষেত্র বলেন ॥ ১৪

যে প্রজা (সৃষ্টি) জগদারম্ভকালে হিত সর্বাত্মরূপ ব্রহ্মে আরূঢ় ছিলেন, ব্রহ্মেই বিচরণ করায় ব্রহ্মচারিণী বলিয়া কথিতা হইতেন এবং মানসিক সঙ্কল্পে অবস্থান করায় মানসী বলিয়াও কথিতা হইতেন, এই সেই তিনিই স্বভাবে সংস্কার বা প্রারব্ধে) দুর্লভা হইয়া অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৫

যিনি অব্যক্তা ছিলেন, তিনি স্বভাবে দুর্লভা হইয়া ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থিয়াছেন। রাজন! কালধর্মে এই সমস্ত প্রজা ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে পরিণত হইতেছে ॥ ১৬

ভারত! কালযোগে স্থাবর-জঙ্গম, স্থূল ও সূক্ষ্ম সকল প্রাণী যোগজ্ঞ হয়, আবার যোগজ্ঞ হয়ও না ॥ ১৭

এই সমস্ত প্রজাই সৃষ্টির কল্পের দ্বারা দক্ষকন্যাগণের গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই কালরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট অক্ষয়-স্বভাবে সংযুক্ত ॥ ১৮

রাজন! আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বেদেব, মরুদ্গণ, অনেক মস্তকবিশিষ্ট নাগ, সাধ্য, সর্প, গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, সুপর্ণ, গরুড়, সুন্দর বস্ত্রধারী কিন্নর, অন্যান্য পশুসমূহের সহিত গো, মনুষ্য, চরাচর প্রাণী, পৃথিবীধারণকারী পর্ব্বত, হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র, পঞ্চনখী অশ্ব, গর্দ্দভ, খড়্গধারী বৃষভ ও মৃগ, চার দন্তযুক্ত ও পদ্মতুল্য কান্তিমান্ শুভলক্ষণ গজরাজ এবং সমস্ত লক্ষণসমূহে সম্পন্ন ও ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণকারী অন্যান্য প্রাণী—এই সকলেরই উৎপত্তি মহর্ষি কশ্যপ ও তাঁহার পত্নী দক্ষকন্যাগণ হইতেই হইয়াছে ॥ ১৯-২৩

ধর্ম্মের সনাতন প্রসবভূমি ভারতবর্ষে যে সব মুনিগণ পুনরায় উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা পূর্বকল্পের ঋষি-মুনিগণের রূপ, শরীর, শীল ও পরাক্রমসম্পন্ন ছিলেন ॥ ২৪

ক্ষেত্রজ্ঞা মানসে লোকে ধর্ম্মিণো বেদগোচরাঃ।
যজ্ঞোদ্ভূতাঃ সুরাঃ সর্ব্বে দিবি লোকে প্রতিষ্ঠিতাঃ ১৫
যে চাত্তে তপসা সিদ্ধা গৃহস্থা মনুজাধিপ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ সংসিদ্ধাঃ পরিচর্য্যা সতা গুরোঃ ॥ ১৬
যে চ যোগগতিং প্রাপ্তাঃ সিদ্ধিহেতোর্মহীপতে।
ক্লেশাধিকৈঃ কর্ম্মভিস্তৈস্তৈঃ লব্ধান্তি বৈ দ্বিজাঃ ॥১৭
শিলোঞ্ছবৃত্তয়ঃ খ্যাতাঃ সপত্নীকা দৃঢ়ব্রতাঃ।
সর্ব্বে তেতে দিবিচরা ভবন্তি চরিতব্রতাঃ ॥ ১৮
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌত্তরে ত্রাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

বেদোক্ত পথে গমনকারী ধর্ম্মাত্মা ক্ষেত্রজ (আত্মনিষ্ঠ) পুরুষগণ মানসলোকে (মনঃকল্পিত বাহ্য বা অতীন্দ্রিয় ভবনে) দেবতারূপে প্রকটিত হন এবং ইঁহারা সকলে দিবা লোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন ॥ ১৫

নরপতে! অন্য যে সব পুরুষ তপস্যায় সিদ্ধ হন অথবা যে সব ব্রহ্মচারী গুরুর সেবা করিয়া ব্রহ্মচর্য্যপালনের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেন; পৃথ্বীনাথ! যাঁহারা সিদ্ধির জন্য যোগপথ অবলম্বন করিয়াছেন, যে ত্রিগুণ সংকর্ম্মের জন্য অধিক ক্লেশ সহ্য করত জীবিকা প্রাপ্ত হন, যাঁহারা অগ্নিতে পতিত শস্যাদি সংগ্রহ বা হাটে বাজারে পতিত শস্যাদি সংগ্রহ করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করেন বলিয়া বিখ্যাত এবং পত্নীর সহিত অবস্থান করত দৃঢ়ভাবে ধর্ম্মপালনে রত আছেন, ইঁহার সকলেই উত্তম ব্রতপালনকারী এবং ইঁহারা সকলেই আকাশচারী দেবতা হন ॥ ১৬-১৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুত্রোৎপ্রাদুর্ভাব বিষয়ক বাকিল অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রাহ্মণো মহাযজ্ঞবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

পিতামহং পুরস্কৃত্য মেরুপৃষ্ঠে সনাতিতাঃ।
জটাজিনধরা বিপ্রাস্ত্যক্তক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১
পর্ব্বতান্তরসংসিদ্ধে বহুপাদপসংকুলে
ধাতুসংরঞ্জিতশিলে সমে নিষ্ণকণ্টকে ॥ ২
ত্রয়াণাং ব্রহ্মবেদানাং পরস্পরবিরাজিতে
মন্ত্রব্রহ্মপরা নিত্যং নিত্যং ব্রতহিতে রতাঃ ॥ ৩

একমেবাগ্নিমাধায় সর্ব্বে ব্রাহ্মণপুঙ্গবাঃ
বিভিন্নমন্ত্রবিষয়ৈঃ পৃথগাহিতমানসাঃ ॥ ৪
ত্রিধা প্রণীতো অনলো মুনিভির্বেদপারগৈঃ।
অতস্তে তস্যমাপন্না যদেকস্ত্রিবিধঃ কৃতঃ ॥৫
একমেব মহানগ্নির্হবিঃ সংপ্রবর্ত্ততে।
স্বধাকারেণ ধর্ম্মজ্ঞ মন্ত্রাণাং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ৬

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[ব্রহ্মার মহাযজ্ঞ বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মেরুপর্ব্বতের পৃষ্ঠে (শিখরে) পিতামহ ব্রহ্মাকে অগ্রে করত একাগ্রচিত্ত বহু ব্রাহ্মণ অবস্থান করিতেছিলেন। ইঁহারা সকলেই জটা ও মৃগচর্ম্ম ধারণ করিয়াছিলেন, ক্রোধকে ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং চিত্তেন্দ্রিয়কে জয় করিয়াছিলেন ॥ ১

পর্ব্বতের এই শিখর অন্য পর্ব্বতসমূহে পরিবৃত ছিল। সেখানে বহু বৃক্ষ শোভা পাইতেছিল। এখানে শিলাসমূহ অনেকপ্রকার ধাতুতে রঞ্জিত ছিল। সেই সমতল প্রদেশে তৃণ ও কণ্টক ছিল না। ব্রহ্মের জ্ঞানরূপক তিন বেদের পদ (উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, একশ্রুতি ও প্রচয়) দ্বারা এই পর্ব্বতশিখরের অভিনয় শোভা হইতেছিল। সেই স্থানে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রজপরূপী যজ্ঞে সদা তৎপর ছিলেন। ব্রতপালনে ও পরহিতসাধনে সতত ইঁহাদের প্রবৃত্তি ছিল ॥ ২-৩

এই সব ব্রাহ্মণপ্রবরগণ সেস্থানে একই অগ্নি স্থাপন করত একাগ্রচিত্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছিলেন। ইঁহারা যজ্ঞপ্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেই অগ্নিকে অনেক ভাগে বিভক্ত করিলেন ॥ ৪

বেদজ্ঞানবতী বিদ্বান্ মুনিগণ সেই অগ্নিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া স্থাপিত করিলেন। (সেই তিন অগ্নির নাম আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণ।) ইঁহাদের দ্বারা একই অগ্নির তিন রূপে অভিব্যক্তি হইল, সেইজন্য তাঁহারা তত্ত্বের বোধ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫

ধর্ম্মজ্ঞ জনমেজয়! একই অগ্নি মন্ত্রোক্ত কার্য্যের সিদ্ধির জন্য স্বধারূপ হবিষ্যের সেবনে মহান্ হইয়া সমাকৃরূপে প্রজ্বলিত হইলেন ॥ ৬

স্বরূক স্রুক্ সংপ্রাপ্তো ভগবান্ ভূতসংকৃতঃ।
ব্রহ্মা ব্রহ্মাণনির্মাতা সর্ব্বভূতপিতামহঃ ॥ ৭
ধন্বী চর্ম্মী শরী খড়্গী শিখী পদ্মনিভাননঃ।
অজবাস্ত্রসন্তাপো জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮
যজতে পুষ্করে ব্রহ্মা মেধ্যয়া সহ সঙ্গতঃ।
ইজ্যপ্রোক্তানি সামানি গীয়ন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৯
ঘৃতং ক্ষীরং যবা ব্রীহিঃ সর্ব্বং পরমকং হবিঃ।
বেদপ্রোক্তং মখে হুক্তং কল্পিতং ব্রহ্মণঃ পদে ॥ ১০
নির্মথ্যারণিমাত্রেণ শমীগর্ভসমুত্থিতাম্।
স ব্রহ্মা প্রথমঃ তস্মিন্নগ্নিমগ্র্যং প্রবর্ত্তয়ং ॥ ১১
ন হ্যন্যং বিদিতং ত্বগ্র্যং যথাগ্নির্ব্রহ্মকর্মণি।
প্রবর্ত্তয়েদ্ বিভাগৈর্যো হুতহব্যমমন্ত্রং বলম্ ॥ ১২
ফলানি তৈঃ প্রযুক্তানি হবীংষি বিততেঽধ্বরে।
প্রযুঞ্জতে প্রয়োগজ্ঞা মুনয়ঃ ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১৩
যস্মাসাংস্তুতুরো বেদান সমভাষে বৃহস্পতিঃ।
ব্রহ্মণো বিততে যজ্ঞে পরমা ব্রহ্মসম্পদা ॥ ১৪
শিক্ষাক্ষরসমেতাভা মধুরাভাঃ সমন্ততঃ।
সাদ্ভুতরিতমায়াভাঃ সরবত্যাঃ প্রভাবতঃ ॥ ১৫
তেন ব্রাহ্মণশব্দেন ব্রহ্মপ্রোক্তেন ভারত।
বিভাতি স মখো ব্যক্তং ব্রহ্মলোক ইবাপরঃ ॥ ১৬
মখো ব্রহ্মমুখোদ্গীর্ণো ব্রহ্মণৈস্তেনানলৈঃ।
প্রয়োগৈঃ সম্প্রযুক্তস্তু ভস্মনীব বিবর্ত্ততে ॥ ১৭
সমিদ্ভিঃ সোমকলসৈঃ পাত্রৈশ্চৈব বলিশ্চরৈঃ।
ঋত্বৈর্ভীভিরাক্তৈশ্চ পূর্ণৈশ্চ ফলভাজনৈঃ ॥ ১৮
কর্ম্মপ্রাপ্তৈশ্চ পশুভিঃ কর্মভিশ্চাপরাজিতৈঃ।
গোভিঃ পয়স্বিনীভিশ্চ পরিবৃংহৈশ্চ কোমলৈঃ ॥ ১৯

সমস্ত প্রাণিগণের দ্বারা সম্মানিত স্বয়ং ভগবান্ ভক্ত সেই ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হইলেন, যিনি ব্রাহ্মণগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সকল ভূতের পিতামহ ॥ ৭

তিনি ধনু, বর্ম্ম, ঢাল ও তরবারি—এই সব অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন এবং শিখা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ কমলের ন্যায় কান্তিমান্ ছিল। তিনি সন্তাপ-রহিত, ক্রোধজয়ী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন ॥ ৮

সেস্থানে পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মা মেধার সহিত উপবিষ্ট হইয়া যজ্ঞ করিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মবাদী ঋত্বিগ্‌গণ যজ্ঞ-কর্ম্মিত সামমন্ত্র-সমূহ গান করিতে লাগিলেন ॥ ৯

সেই যজ্ঞে ঘৃত, ক্ষীর, যব, তণ্ডুলাদি সব উত্তমোত্তম যেকবিধ হবিঃ ব্রহ্মার নিকটে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল ॥ ১০

শমীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন অগ্নিসম্পর্কযুক্ত অরণী মন্থন করিয়া ব্রহ্মা সেই যজ্ঞে অন্য এক প্রধান অগ্নিকে প্রকটিত করিলেন ॥ ১১

যেরূপ যজ্ঞকর্ম্মে মন্থন করিয়া উদ্ভূত অগ্নিদ্বারা স্থাপিত করিয়া তাঁহাকেই হব্যবাহ পদার্থসমূহের আহুতি দান করিবার বিধান আছে, সেইরূপ এস্থানে অন্য দ্রব্য দানের বিধি নাই। যজ্ঞকারী পুরুষের কর্ত্তব্য হইল যে, তিনি হুত দ্রব্যসমূহ মন্ত্রকে বিভাগ পূর্ব্বক প্রকটিত করিবেন ॥ ১২

সেই বিশাল যজ্ঞে যে সব বিহিত হবিদানসমূহের উপযোগ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা উহার যথাযোগ্য ফলও প্রকাশিত হইয়া থাকে, প্রয়োগবিৎ ব্রহ্মবাদী মুনিগণ সেই সব হবিদ্রব্যের প্রয়োগ করিতে ছিলেন ॥ ১৩

উহাতে ব্রহ্মসম্পদে যুক্ত ব্রহ্মার সেই বিস্তৃত যজ্ঞে যেকালে বৃহস্পতি ঐ যজ্ঞ সহায় চার বেদের প্রচলন করিয়াছিলেন ॥ ১৪

তিনি উপনিষদ ও কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা অত্যন্ত রমণীয় এবং শিক্ষার অক্ষরসমূহে যুক্ত মধুর বেদবাণীর সর্ব্বাধিকৃষ্ট প্রচলন করিতেছিলেন ॥ ১৫

তাহাতে ব্রাহ্মণ-শব্দসমূহের পাঠে ও বেদের সেই প্রচলনে এই বিশাল যজ্ঞমণ্ডপ নিশ্চয়ই অপর ব্রহ্মলোকের ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥ ১৬

ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রকটিত অথবা ব্রহ্মার প্রধানতায় সম্পাদিত এই যজ্ঞ অনাময় অগ্নিসমূহের আলম্বনযুক্ত। বেদের মন্ত্র সকল ও শ্রুতি অনুসারে বিনিযুক্ত (প্রযুক্ত) যজ্ঞ-সমূহের দ্বারা সম্পাদনে অনুষ্ঠিত হইয়া আলোচনা করিতে করিতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ১৭

সেই যজ্ঞে সমিধ, সোমরস রাখিবার কলস, স্রুক্, স্রুবা প্রভৃতি যজ্ঞপাত্র, বাজপাত্র, যব, ব্রীহি, ঘৃত ও ফলপূর্ণ বহুপাত্র সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল, এই সবের দ্বারা সেই যজ্ঞের অতিশয় শোভা হইতেছিল ॥ ১৮

সর্ব্ব দিক্ হইতে প্রাপ্ত মুখ্যাদি ঋত্বিগ্‌সমূহ, পরমাত্মাকে সমর্পণ করিয়া ঘৃত ইষ্টি প্রভৃতি কর্ম্মময়, যজ্ঞের দ্বারা আনীত হব্যবাহী পাত্রীসমূহ এবং তাহাদের কোমল বৎসযুক্ত দুগ্ধোপহিত সেই যজ্ঞ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ১৯

ব্রহ্মবৃদ্ধো ধরোবৃদ্ধস্তপোবৃদ্ধশ্চ ভারত
ব্রহ্মজ্ঞানদয়ো দেবা বিদ্ধযা সহ সঙ্গতাঃ ॥ ২০
যানৈশ্চ ক্রিয়ামুদ্ভির্ধৈ চ তৃতাঃ স্বয়ং নৃপ।
ব্রহ্মা জুহোতি তাংস্তত্র সারুক্তিঃ সহিতস্তদা ॥ ২১
তেজোবৃদ্ধিকরৈ রূপৈর্ন তৎকর্মণাস্পৃশৎ।
বেদপ্রোক্তেন বিধিনা সর্বপ্রাণভৃতাং বর ॥ ২২
নির্বর্ত্যাগ্নিমাত্রেয়ৈঃ শনীগর্ভসমুদ্ভিতাম্।
ক্রুত্নুনা যজতে পূর্বমিষ্টিয়ৈনেন স প্রভুঃ ॥ ২৩
সদস্তৈস্তৎসদো বাক্যৈ শুশুতে যজ্ঞকর্মণি।
জুহ্বতি মধুরা বাচঃ সাধুসারাঃ ক্রিয়াস্তথা ॥ ২৪
কর্মভিস্তে তপোযুক্তৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ।
সূর্যোন্দুসদৃশৈ রাজন্ বিরাজন্ মহাক্রতুঃ ॥ ২৫
ব্রহ্মণ্যেষেণ মহতা ব্রহ্মবাস ইবাপরঃ

বসুধামিব সম্প্রাপ্তৈঃ সর্বৈরেব দিবৌকসৈঃ ॥ ২৬
বেদবেদাঙ্গবিদ্ভিশ্চ বিনীতৈর্ঋষিসত্তমৈঃ
সত্রাগতৈস্তপঃপ্রাপ্তৈঃ সর্বলোকে মহীয়তে ॥ ২৭
অলঙ্কৃতৈব বিপ্রেন্দ্রৈস্ত্রিভিরেবাধ্বরেঽগ্নিভিঃ।
ব্রহ্মলোক ইবাভাতি ব্রহ্মণঃ স মহাক্রতুঃ ॥ ২৮
ইন্দ্রপ্রোক্তানি সামানি গায়ন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ।
বচনানি প্রযুক্তানি যজ্ঞাদি বিততেঽধ্বরে ॥ ২৯
তপঃশান্তা ব্রহ্মপরাঃ সত্যব্রতসমাহিতাঃ।
আষয়ুর্মুনয়ঃ সর্বে মনোভিঃ শ্রোত্রবাদিভিঃ ॥ ৩০
হোতা চৈবাভবত্ তত্র ব্রহ্মত্বে চ বৃহস্পতিঃ।
সর্ববর্ষবিদাং শ্রেষ্ঠঃ পুরাণো ব্রহ্মসম্ভবঃ ॥ ৩১
যজমানস্ত যজ্ঞান্তে বিপ্রেভ্যঃ পূজাং প্রযুজ্য চ।
অদিত্যাঃ পশ্চিমে গর্ভে তপসা সম্ভবিষ্যতে নৃপ ॥ ৩২

ভারত। বেদমন্ত্রসমূহের ধ্বনি, ক্ষত্রিয়গণের বচন ও তপস্যার প্রভাবে। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই ব্রহ্মজ্ঞ নরত্র যজ্ঞদেব বিস্তার (যজ্ঞ কর্মের অঙ্গভূত ইষ্টপশ্বাদির উপাসনার)। দ্বারা সংযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন ॥ ২০

নৃপ জনমেজয়! সেই সময় যজ্ঞস্থলে বক্তা মন্ত্রগণের সহিত অবস্থান করত মনঃকল্পিত ঋত্বিগাদি উপকরণসমূহে যুক্ত যাজ্ঞ দ্বারা তাঁহারই দ্বারা প্রকল্পিত মৃত্তিকাদি নির্মিত পশ্বাদিসকল ভিন্ন, তাহাদিগকে অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন ॥ ২১

নৃপ! বেদোক্ত বিধি অনুসারে কৃত ও তেজোময় (ক্ষিপ্রতর) বৃদ্ধি বায়ুকারী ব্রহ্মা-বেদবাদি যাবদ্বেদজ্ঞ তপঃসমূহে যুক্ত ব্রহ্মার এই যজ্ঞ সমস্ত প্রাণিগণের কর্মের দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া যাইল অর্থাৎ ব্রহ্মার যজ্ঞ সকল প্রাণিকৃত যজ্ঞ হইতে উৎকৃষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইল ॥ ২২

এই ভগবান্ ব্রহ্মা শমীগর্ভ। অগ্নি হইতে উৎপন্ন অগ্নি সম্পর্কিতা অরণী মন্থন করিয়া। (উৎপন্ন অগ্নিতেই) অগ্নিহোত্র যাগের দ্বারা পূর্ব বিধির সহিত যজ্ঞ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

সেই যজ্ঞকর্মের সম্পাদনকালে সদস্যগণে পূর্ণ এই যজ্ঞসভার মণ্ডপ অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। সেখানে সকলেই মধুর কথাবার্তা বলিতেছিলেন এবং সভাস্থ কর্মসহ সমস্ত ক্রিয়াই সম্পন্ন হইতেছিল ॥ ২৪

রাজন্! এই মহাযজ্ঞ বেদ-বেদাঙ্গ পারদর্শী বিদ্বান্ ও সূর্য এবং চন্দ্রতুল্য তেজস্বী ব্রাহ্মণগণের দ্বারা কৃত তপোযুক্ত কর্ম-সমূহের দ্বারা অতিশয় শে ভা পাইতেছিল ॥ ২৫

বেদসকলের মহান্ অঙ্গে এই যজ্ঞাগ বিস্তীর্ণ ব্রহ্মলোকের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। সেই সময় সমস্ত দেবগণ যেন ভূতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৬

বেদ-বেদাঙ্গবিদ্, বিনয়শীল, ব্রহ্মবাদী ও তপঃসিদ্ধিপ্রাপ্ত ঋষিগণকে যাজ্ঞাস্থলে আকৃষ্ট করিতে যেন যাইতেছিল। ইহার দ্বারা এই যজ্ঞ এরূপ লোভা পাইতেছিল যেন স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ২৭

ব্রহ্মার এই মহাযজ্ঞ তেজস্বী ব্রাহ্মণগণ ও যজ্ঞস্থলে প্রজ্বলিত ত্রিবিধ অগ্নির দ্বারা ব্রহ্মলোকের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ২৮

এই বিস্তৃত যজ্ঞে ব্রহ্মবাদী মুনিগণ ইন্দ্রকথিত সামযজ্ঞসমূহের গান করিতেছিলেন এবং যজুর্বেদের বাক্যসমূহ পাঠ করিতেছিলেন ॥ ২৯

সেস্থানে তপস্যায় শান্ত, ব্রহ্মপরায়ণ ও সত্যব্রতপালনে তৎপর সমস্ত মুনিগণ দ্রুত বাক্যের অনুসরণকারী মানসিক সঙ্কল্পের দ্বারা আসিয়া উপস্থিত হইতেছিলেন ॥ ৩০

রাজন্! সেই যজ্ঞে সমস্ত বর্ষজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ব্রহ্মপুত্র অঙ্গিরার পুত্র পুরাতন ঋষি বৃহস্পতি হোতা ছিলেন এবং তাঁহাই ব্রহ্মার পদেও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ॥ ৩১

নৃপ জনমেজয়! যজ্ঞের শেষে ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করিয়া যজমান ব্রহ্মা তপস্যার পুণ্ড অদিতিদেবীর পশ্চিম গর্ভে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৩২

পদং বিষ্ণুজ্ঞো ব্রহ্ম নির্দ্বন্দ্বং নিষ্পরিগ্রহম্
যতঃ পদমভ্রাণি ভবিষ্যন্ত্যনুবন্তি চ ॥ ৪

অবস্থাং চাপ্রমেয়ঞ্চ ব্যতিরিক্তং কর্ম্মভিঃ
আপ্নোতি যত্র মুনয়ো ভবন্তি নিষ্পরিগ্রহাঃ । ৩৪

পরিগ্রহাস্তু বিষয়া দোষপ্রাপ্তা মহীপতে
দোষাস্তু মূলতঃ সর্ব্বে জায়ন্তে মনো বলাৎ ॥ ৩৫

ইন্দ্রিয়গ্রামরিষয়ে পরক্তো নিষ্পরিগ্রহাঃ ।
পরিগ্রহং তু কুর্ব্বন্তি লক্ষণং বিদ্ধি ॥ ৩৬

বিদ্যালক্ষণসংযোগান্ন মনস্তাপ্যতে নৃপ ।
যদি তেষুনিশঙ্কেন গৃহ্যতে তত্ত্বমাদিভিঃ ॥ ৩৭

বেদবিদ্যাব্রতস্নাতৈর্নিষ্ঠিতঃ কুরুসত্তম
বিধিং লোকাঃ সতাং স্থানং লোকানাং লোক উচ্যতে ॥৩৮

যত্র দেবা ন ম্রিয়ন্তে ন ক্ষয়ো যস্মিন্ ভারত
যজমানস্ত ভোগৈঃ স্বৈঃ কর্ম্মপ্রাপ্তোপিতে পদে ।
মোদতে সহ পত্নীভিরিন্দ্রো বসুষাধিপ ॥ ৩৯

যজ্ঞাবসানে শৈলেন্দ্র বিজেভ্যঃ প্রদদৌ প্রভুঃ ।
দয়য়া সর্ব্বভূতানাং নির্ম্মলেনান্তরাত্মনা ॥ ৪০

তা শৈলাঃ সর্ব্বগাত্রাণি পরস্পরবিশেষিণঃ ।
ন শেকুঃ প্রবিভাগার্থং ভেত্তুং সর্ব্বোঽপ্যয়ৈরপি ॥ ৪১

ততস্তে ব্রাহ্মণগণা নিঃসেহুর্দগ্ধপাদপে
ভ্রমেণাভিহতাঃ সর্ব্বে বিষণ্ণবদনা নৃপ ॥ ৪২

নৃপার্থো গিরিমুখ্যস্ত বাগ্ভিরিষ্টাভিরীড়িতা
অব্রবীৎ প্রণতঃ সর্ব্বান্ বিনয়াভ্যান্ দ্বিজোত্তমান্ ॥ ৪৩

ন হি শক্যো বলাদ্ভেত্তুং মূর্খাভিরসুসঙ্গিভিঃ ।
অপি বর্ষশতৈর্দ্বিজৈঃ পরস্পরবিরোধিভিঃ ॥৪৪

পরম পদ বিষ্ণু। অতএব এরূপ সেই বিষ্ণুসংজ্ঞক নির্দ্বন্দ্ব ও পরিগ্রহশূন্য পদ প্রাপ্ত হইলেন, ইঁহা হইতে সমস্ত ইহাদি পদ প্রকটিত হয় এবং প্রকটিত হইবে। ৩৩

এই বিষ্ণুপদ অবক্ত অব ং ইঁহার প্রাপ্তিতে সমস্ত কর্ম্মের ফল লাভ হইয়া থাকে। ইহা অপ্রমেয় অনন্ত। ও কর্ম্মসমূহে অসঙ্গ। পরিগ্রহশূন্য মুনিগণ এই বিষ্ণুপদের আশ্রয় হন। ৩৪

কুপতে! সর্ব্বাত্মকারে স্বেচ্ছাকৃত রূপাদি বিষয় রাগাদি দোষসমূহের দ্বারাই প্রাপ্ত হয় সমস্ত পূর্ব্বপরম্পরার বলে মনকে আক্রান্তিত করে। ৩৫

মুনিগণ ইন্দ্রিয়গণের বিষয়সমূহে বিচরণ করিতে করিতেও পরিগ্রহশূন্য হন অর্থাৎ বিষয়সমূহে কখনও আসক্ত হন না। জ্ঞানী পুরুষ বেদবেদোক্ত ধর্ম্মকে ৩৬ বলিয়া মনে করেন, কিন্তু পরিগ্রহকে অবিদ্যা। অজ্ঞানের। লক্ষণ বলিয়া জানেন। ৩৬

নৃপ জনমেজয়! যদি ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষগণ মুনিত্ব প্রাপ্তি-কারক পথে ("তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য প্রবণ প্রণবের উপদেশে) সাধককে অনুগৃহীত করিয়া থাকেন, তবে (উঁহার মননে তত্ত্ব জ্ঞানী হইয়া যান, এই অবস্থায়) বিদ্যার লক্ষণে সাযুক্ত হওয়ায় সাধকের মনকে রাগাদি দোষ আক্রান্তিত করিতে পারে না। ৩৭

কুরুশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা বেদবিদ্যা ও ব্রহ্মচর্য্যব্রত পূর্ণ করিয়া স্নাতকে নিষ্ণাত হইয়াছেন এবং লোক সতোঽমি নিয়মসমূহের পালনে তৎপর থাকেন, সেই কর্ম্মই পুরুষগণ ধর্ম্মে সংযুক্তমিগের যে স্থান, তাঁহাদেরও সেই স্থান। লোক। বলিয়া অভিহিত করেন ৩৮

তাহাতে! সেই লোক হইল, যেখানে হইতে সৃষ্টি দেবগণ কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হন না। কুপতে! যজ্ঞকারী যজমানও সেখানে কামনানুসারে প্রাপ্ত ও সেইস্থানের অধিকারিগণের দ্বারা অনুমোদিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজের জন্য নিয়ত ভোগসমূহ এবং পত্নীগণের সহিত মিলিত হইয়া সুখভোগ করেন এবং আনন্দে মগ্ন থাকেন। ৩৯

যজ্ঞের শেষে মানবাধিপতি ভগবান ব্রহ্মা নিজের নির্ম্মল অন্তঃকরণের দ্বারা সমস্ত প্রাণিদের উপর দয়া করিয়া সেই শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত দ্বিজগণকে প্রদান করিলেন। ৪০

পরস্পর পরস্পর আপেক্ষ বিশিষ্ট ভোগাত্মাসম্পন্ন সেই ব্রাহ্মণগণ পরস্পর বিভাগ করিয়া লইবার জন্য সেই পর্ব্বতের সকল অঙ্গকে ভেদ করিতে উদ্যত হইলেন ; কিন্তু সর্ব্বপ্রকার উদ্যোগ করিয়াও উঁহাকে বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ৪১

নৃপ জনমেজয়! তখন পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সেই সব ব্রাহ্মণগণ বিষণ্ণবদনে কুরুলে বসিয়া পড়িলেন। ৪২

তখন পর্ব্বতসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মধুরভাষী নৃপার্থ সেই সব দ্বিজোত্তমদিগকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করত বলিলেন। ৪৩

ব্রাহ্মণগণ! আপনারা প্রাণে (ইন্দ্রিয়গণে। আসক্ত, অতএব পরস্পরের বিরোধী। আপনাদের ন্যায় ব্যক্তিগণ শত দিবা বৎসরকাল ধরিয়া যদিও প্রযত্ন করেন, তাহা হইলেও এই পর্ব্বতকে বলপূর্ব্বক ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন না। ৪৪

একীভূতাঃ যদা সর্বে ভবিষ্যথ সমাহিতাঃ
অবিরোধেন যুগপদ্ বিভজিষ্যথ নির্ব্যথাঃ ॥ ৪৫
তদা হি রাগদ্বেষাভ্যাং বর্জিতে ব্রহ্মসত্তমাঃ।
বিমুক্তা রাগদোষাভ্যাং ব্রহ্ম বর্দ্ধতি শাশ্বতম্ ॥ ৪৬
ন্যাহং ভেত্স্যিন্তামি ধর্ম্মভিন্নৈঃ শিলাশতৈঃ।
ধাতুভিস্তি বিসর্পন্তি শিখরৈশ্চাপ্যপাতিভিঃ ॥ ৪৭

যখন আপনারা সকলে একীভূত ও একাগ্রচিত্ত হইতে পারিবেন এবং পরস্পর বিরোধ ত্যাগ করিয়া একসঙ্গে প্রযত্ন করিবেন, তখন আপনার সুখের সহিত এই পর্ব্বতকে বিভাগ করিতে সমর্থ হইবেন। ৪৫

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! রাগ ও দ্বেষ বলের নাশ হয়; কিন্তু যদি নিজের চিত্ত রাগ ও দ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়া যায়, তবে সনাতন ব্রহ্মের প্রতি সাধকের নিষ্ঠা বর্দ্ধিত হয়। ৪৬

যখন আমি এই পর্ব্বতের উপরে শয়নকারী বহুসংখ্যক হিংস্রক জন্তু—ব্যাঘ্র, সিংহ ও সর্পাদির দ্বারা প্রেরিত হইয়া আপনাদিগকে এই পর্ব্বত ছেদ করিতে নিযুক্ত করিব, তখনই আপনারা এই পর্ব্বতকে ছেদ করিতে সমর্থ হইবেন। সেই সময় ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া ইহার শত শত শিলা বিকীর্ণ হইয়া

বিশীর্ণৈঃ পার্শ্ববিবরৈর্নানাগৈল্ক গলিতৈর্ভুবি।
বহুভির্ব্যালসঙ্ঘৈশ্চ চোপশায়িনো গুহাশয়ৈঃ ॥ ৪৮
প্রতিযুদ্ধ চ তদ্ বাক্যং বৈখেলস্রক্ত সুভাষিতম্।
কৃত্বা বভূবুস্তে সর্ব্বে তদা ব্রাহ্মণসত্তমাঃ ॥৪৯
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌরুষে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

যাইবে। ক্রমান্বয়ে পতিত শিখরসমূহের সহিত বিসর্পিত (সর্পিল গতিতে পতনোন্মুখ) ধাতুসকলও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। ভীষণ ভীষণ পার্শ্বগত বিবরসমূহের সহিত তাহাদের মধ্যে স্থিত নানাজাতীয়কেও কৃতলে পতিত হইতে দেখা যাইবে। (আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ইহার ব্যাখ্যা হইল—এই মুলাধার পর্ব্বত হইলেন সদ্গুরু, যাহাকে ভেদ করিতে হইবে, সেই পর্ব্বত হইল অবিদ্যান; আর এই ব্রাহ্মণগণ হইলেন জ্ঞানদ্বেষী সাধক এবং পর্ব্বতের ওপরে শয়নকারী হিংস্রক জন্তুগণ হইল অন্তঃকরণে সঞ্চিত নানা প্রকারের পশু সংস্কার)। ৭৭ ৭৮

পর্ব্বতরাজ মুলাধারের কথিত এই উত্তম বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ সন্তুষ্ট হইয়া যাইলেন। ৪৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে পুরুর-প্রাদুর্ভাববিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[চতুর্বাহ্মণেষু স্থিতানাং ব্রাহ্মণানাং ব্রহ্মণো যজ্ঞস্থলস্য পুণ্যপ্রদেশে বাসং কর্ত্তুমিচ্ছাপ্রকাশঃ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বলির্হোমান্ বহুন্ হুত্বা অজস্রশঃ ভারত।
দ্বিজানাং তপসাঢ্যানাং গৃহধর্ম্মেষু তিষ্ঠতাম্ ॥ ১
দেবতাশ্চাপ্ত পূজ্যন্তে তদা প্রভৃতি ভারত।
তেষাং ব্রহ্মবিদাং তাত্ত্ব পৃথিব্যাং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২

তত্রৈব ব্রহ্মসদনে সমে নিম্নকটকে
প্রাজোদ্ভবনকূলে দেশে পুণ্যে পর্ব্বতরোধসি ॥ ৩
বাসং বয় প্রকুর্ব্বন্তি দৃষ্ট্বা ভগবতঃ ক্রিয়াম্।
তপোঽধিনো মহাভাগা ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতাঃ ॥ ৪
গৃহস্থধর্ম্মনিরতা দানপ্রেপ্সু তেজসা।
যজতশ্চাপি কাল্পন্তি ধর্ম্মেণৈব বিকাল্পিনঃ ॥ ৫

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

[চার জায়গায় স্থিত ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মার যজ্ঞস্থলের পুণ্য-প্রদেশে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতনন্দন! সেই সময় হইতেই সেই তপোধন ব্রহ্মজ্ঞ দ্বিজগণ গৃহস্থ-ধর্ম্মে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গৃহে প্রতিদিন বলিবৈশ্বদেব ও হোমাদি কর্ম্মসমূহ অহিত হইতে লাগিল। রাজন্! সেই সময় হইতেই এই ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ কৃতলে দেবতাদিগের পূজাও করিতে লাগিলেন। ১-২

ব্রহ্মার নিবাসস্থানভূত সেই পুণ্যপ্রদেশেই পূর্ব্বোক্ত তৃণ ও কণ্টকহীন পর্ব্বতের সমতল তটে, সেখানে উদুম্বর (ডুমুর) ও বাসাদি প্রভৃতি পরিবারে পরিবৃত হইয়া যাইত, তথাবান্ ব্রহ্মার সেই যজ্ঞকর্ম্ম দেখিয়া তপস্যাভিলাষী মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনে তৎপর থাকিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যজ্ঞ ব্রাহ্মণ উচিতরূপে গৃহস্থ-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন এবং আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগকারী যতিদিগের মতোই সেখানে ধর্ম্মানুসারে বাস করিতে লাগিলেন। ৩-৫

বীতাঃ কর্ম্মফলৈশ্চৈব তত্র ব্রাহ্মণপুঙ্গবাঃ।
অগ্নিহোত্রব্রতস্নাতা ছিন্নদ্বৈধাঃ সমাহিতাঃ ॥ ৬
বৈখসৃক্তেন বা যুক্তাঃ কর্ম্মণা তন্ত্রসম্মতাঃ।
চীরবল্কলসংবীতা নিয়তা নিয়তেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৭
চরন্তো ব্রহ্মচর্য্যাঙ্গ ব্রতমগ্র্যাঙ্গ দারুণম্।
অনেন বিধিনা রাজন ক্রমপ্রাপ্তেন সর্ব্বশঃ ॥ ৮
ক্রমাদ্ যে বেদসংস্কারং পুণ্যং প্রাপ্তাঃ সনাতনম
পূর্ব্বৈর্ঋষিচরিতং রাজন মুনিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৯
নাবেদবিদ্যাগচ্ছেয়াপি বৌদ্ধং ব্রতং চরেৎ
ন চ ত্যাগেন গচ্ছেত বৃত্তধর্ম্মং ন চ ত্যজেৎ ॥ ১০
নৈবং গচ্ছেত্ত ক্রমান্নমপ্রাপ্তো বেদসঙ্গমম

অচল্ল সঙ্গমঃ পূর্ব্বং সামগানাঞ্চ ভারত ॥ ১১
যে চাপি পুত্রিণো ন স্যুঃ শ্রুতাপি প্রাপ্নুয়ুঃ ফলম্।
ব্রাহ্মণাস্তপসা শ্রান্তা গুরোস্তু পরিচর্য্যয়া ॥ ১২
যস্য নৈষ শ্রুতঃ ব্রহ্ম ন গৃহীতঃ বিশাম্পতে।
কামং তং ধার্ম্মিকো রাজা ভৃতকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥১৩
অথবা নৈব বিদ্যেত যদ্যত্র নাহিতেদ্ধিতঃ।
ত্রাতাং তু শ্রোত্রবিদ্যেষু মনঃ পূর্ব্বং সমাহিতম্ ॥ ১৪
এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়ারম্ভান্ বেদপূর্ব্বেণ সমাচরেৎ।
ব্রাহ্মণো ভৃতসম্পন্নো ন ইচ্ছেদ্বৃত্তিমাত্মনঃ ॥ ১৫
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌষ্করে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

যাঁহারা বনজাত-ফল-মূলে জীবননির্ব্বাহ করিতে করিতে বানপ্রস্থোচিত কর্ম্ম করিতেছিলেন, অগ্নিহোত্রের নিয়মে নিজাত ছিলেন, ক্রোধকে জয় করিয়া চিত্তকে একাগ্র করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণও সেখানে বাস করিবার বাসনা করিলেন ॥ ৬

যাঁহারা বৈখসূক্ত (বিনা প্রার্থনায় সংগৃহীত। অথবা যাচ্ঞা করিয়া প্রাপ্ত অন্নেই জীবন-নির্ব্বাহ করিতেন, চীর ও বল্কল পরিধান করিতেন এবং নিয়মপরায়ণ হইয়া ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া রাখিতেন, সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণও সেখানেই বাস করিবার ইচ্ছা করিলেন। যাঁহারা কঠোর ব্রত আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছিলেন, তাঁহারাও সেখানে বাস করিতে অভিলাষী হইলেন ॥ ৭৫

রাজন্! এই বিধি অনুসারে ক্রমশঃ প্রাপ্ত আশ্রমধর্ম্ম পূর্ব্বরূপে পালন করিতে করিতে যে ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন ব্রহ্মবাদী মুনিগণের দ্বারা আচরিত পবিত্র সনাতন বেদ-সংস্কারকে ক্রমশঃ উপলব্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এখানে বাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন ॥ ৮-৯

সম্পূর্ণ বেদের জ্ঞান লাভ না করিয়া মানুষের ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতে গৃহস্থাশ্রমে আসা উচিত নয়। তিনি কঠোর ব্রত (বানপ্রস্থোচিত তপ) করিবেন না। সন্ন্যাস পথও অবলম্বন করিবেন না এবং গৃহস্থ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না। (বেদের জ্ঞান লাভের পর বিবেকানুসারে এক আশ্রম ত্যাগ করত অন্য আশ্রম গ্রহণ করিতে হয়) ॥ ১০

ভারত! বৈদিক জ্ঞানলাভে বঞ্চিত না করিয়া বেদানে স্থির থাকা কঠিন, সেই চতুর্থ আশ্রমে যাওয়াও উচিত নয়। ঋগ্বেদ, সামগ ও যজুর্বেদীয়গণদের প্রথমে ঋক্‌সংহিতার জ্ঞান সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য ॥ ১১

যাঁহারা পুত্রবান্ নহেন অথবা যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন নাই, যাঁহারা বেদাদি গ্রন্থ পড়িয়াও তাহার ফলস্বরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। তপস্যা ও শ্রীগুরুসেবার ব্রত স্বীকার করিয়া তাহার ফলস্বরূপ জ্ঞান ব্রাহ্মণগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১২

প্রজানাথ! যে ব্রাহ্মণ শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে বেদ শ্রবণ ও তাহার জ্ঞান শ্রবণ করেন নাই, সেই ব্রাহ্মণকে দিয়া ধর্ম্মাত্মা রাজা নিজের ইচ্ছানুসারে দূতোচিত কর্ম্ম করাইবেন ॥ ১৩

অথবা যদি দ্বিজ ব্রাহ্মণ হইয়াও বেদের সমাদর না করেন, তবে তাঁহার মধ্যে ব্রাহ্মণত্বই থাকে না। যিনি ব্রহ্মচর্য্য ও পার্থিব উভয় অবস্থাতেই শ্রবণযোগ্য ধর্ম্ম এবং ব্রহ্মে প্রথম হইতেই (অন্যান্যাবাপনা সময় হইতেই) মনকে একাগ্র করিয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ (অতএব রাজার তাঁহাকে অবহেলা করা উচিত নয়) ॥ ১৪

অতএব যে বৈতবসম্পন্ন ব্রাহ্মণ নিজের কল্যাণ কামনা করেন, তিনি এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা আরম্ভ করিবার যোগ্য কার্য্যসকল বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক নিষ্পাদন করিবেন ॥ ১৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুষ্করপ্রাদুর্ভাববিষয়ক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[নারদপ্রভৃতিভির্ঋষিভিঃ ব্রহ্মণশ্চ সংস্কারঃ, যজ্ঞঃ কর্ত্তুং কল্পায় ব্রহ্মণ আদেশদানম্, দেব দানবানাং যুদ্ধম্, ভগবতা বিষ্ণুনা মধুদৈত্যস্য পরাভবশ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

তে তু সোত্রাহ্মণা নাগাশ্চস্রাদিত্যাপুরস্কৃতাঃ।
ব্রাহ্মণান্ পূজয়ন্ দেবান বসূন্রুদ্রসঙ্গতৈঃ ॥ ১

নারদপ্রমুখাশ্চৈব গন্ধর্ব্বা ঋষয়ো নৃপ
কুর্ব্বন্তি সততং যজ্ঞে ক্রমপ্রাপ্তং পিতামহম্ ॥ ২

যচোক্তির্মধুরাভাষৈঃ পঞ্চেন্দ্রিয়নিবাসিভিঃ।
সর্ব্বকৃত্তপ্রিয়করৈঃ সর্ব্বকৃত্তহিতৈর্গিভিঃ ॥ ৩

তূয়মানস্তু যজ্ঞান্তে পঞ্চেন্দ্রিয়সমাহিতৈঃ।
প্রোবাচ ভগবান্ ব্রহ্মা দিষ্টাদিষ্টেতি ভারত ॥ ৪

ততঃ কল্পমাভাষ্য প্রোবাচ ভগবান প্রভুঃ
ভবানপি সুতৈঃ সার্দ্ধং যজতাং বসুধাতলে ॥ ৫

ক্রুদ্ধৈঃ পরমদুষ্প্রৈঃ সম্পূর্ণবদনক্ষিতৈঃ
যজ্ঞাঃ সুরাস্তে সর্ব্বে যজ্ঞা প্রতিগুণৈঃ প্রভো ॥ ৬

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

[নারদ প্রভৃতির দ্বারা ব্রহ্মণের ও যজ্ঞের সংস্কার, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কল্পকে যজ্ঞ করিবার জন্য আদেশদান, দেব দানবের যুদ্ধ এবং ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক মধুর পরাভব]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! হে ৫ সূর্য্যকে অগ্রে করিয়া উপস্থিত নাগ, হে ৫ ব্রাহ্মণগণ রুদ্রসঙ্গতির দ্বারা দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিলেন ॥ ১

নৃপ! সেই যজ্ঞে নারদাদি গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ সদা ব্রাহ্মণ-পূজার ক্রমে প্রাপ্ত ব্রহ্মাকে পূজা করিলেন ॥ ২

ভারত! যজ্ঞের শেষে পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে বশীভূতকারী, সমস্ত প্রাণিগণের প্রিয়কারী, সমস্ত কৃতিগণের হিতকারী ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে একাগ্র করত যোগযুক্ত মধুরভাষী ব্রাহ্মণগণের বাক্যে প্রশংসিত হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মা বলিলেন,—অহো! ভাগ্য! অহো! ভাগ্য ॥ ৩-৪

অনন্তর সামর্থ্যশালী ভগবান ব্রহ্মা কল্পকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—তুমিও নিজের পুত্রগণের সহিত ভূতলে পূর্ব ও উত্তম দক্ষিণাবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৫

প্রভো! সেই সমস্ত যজ্ঞ ও সমস্ত দেবতারা পরস্পর বিরোধী ভগবদ্বাক্যে প্রেরিত হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন, প্রথমে আমরা যজ্ঞ করিব, প্রথমে আমরা যজ্ঞ করিব। এইভাবে পরস্পরের প্রতি রোষবশতঃ তাঁহারা বলের দর্পে উন্মত্ত হইয়া যাইলেন ॥ ৬-৭

দৈত্য ও দেবতাগণ তখন পরস্পরকে জয় করিবার ইচ্ছায় নিজেদের বিশাল বাহু উত্তোলিত করিয়া যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত করিলেন ॥ ৮

তদনন্তর যাঁহাদের পাপ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই ঋষিগণ এবং বেদ-বেদাঙ্গের পারগামী বিদ্বান অন্যান্য বহু ব্রাহ্মণগণ নিষেধ করিলে পরও তাঁহারা রোষাবেশে পরস্পর মিলিত যুদ্ধ-বিদের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই যুদ্ধের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পরস্পরের প্রাণ লইবার জন্য উদ্যত হইলেন ॥ ৯-১০

সকল প্রাণীর সাক্ষীভূত তাঁহারা যুদ্ধার রাজো উপস্থিত হইলেন। তারপর মহাসিংহনাদ করিয়া সেই মহাবল দেবতা ও দানবগণ পরস্পর কুপিত হইয়া পক্ষধারী পক্ষীদিগের ন্যায় নিজেদের বাহুর দ্বারা পরস্পরকে জয় করিতে লাগিলেন ॥ ১১

তখন রোষপূর্ণ সেই যোদ্ধাগণের পদের দ্বারা আক্রান্তা হইয়া পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল। যেরূপ বহুসংখ্যক পুরুষের ভারে জলমগ্নিত নৌকা পত্নীর জলে টলমল করিতে থাকে, সেইরূপ দশা পৃথিবীরও হইল ॥ ১২

টীৎকারকারী হস্তিগণের ন্যায় শব্দের সহিত পর্ব্বত-

চুক্ষুভুস্তে মহানদ্রস্তাড়িতা মাতরিশ্বনা
ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং মধোর্বিষ্ণোশ্চ ভারত ॥ ১৪
যুগান্তকরণং ঘোরং সর্বপ্রাণিভয়ঙ্করম্।
প্রযযৌ মধোর্বিষ্ণুঃ সমগ্রং বলপৌরুষম্ ॥ ১৫

বজ্রেরিব বলং ঘোরং পরমর্ত্যুমুখৈ র্যথা
তথা প্রপতিতস্তেন প্রভূতা তাপকারিণা ॥ ১৬
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
পৌণ্ডরে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

সকল দিশি হইয়া ঘাইতে লাগিল। বায়ুর তাড়ায় মহানদী-সমূহ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ॥ ১৩।

ভারত! তখন মধু ও বিষ্ণুর মধ্যে যুগান্তকারী ঘোর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, যাহা সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষেই ভয়ঙ্করহিল ॥১৪।

তখবান্ বিষ্ণু এই সমস্ত মধুর সমস্ত বলপৌরুষকে মথিত করিয়া দিলেন। যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নির তেজস্বিনী ধারা জলের দ্বারা নাশ হইয়া যায়, সেই সকলের উপকারকারী ভগবান্ বিষ্ণু মধুর বল-পরাক্রমকে নাশ করিয়া দিলেন ॥ ১৫-১৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে পুরুরবঃপ্রভৃতীতিবিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[মধোর্বিষ্ণোশ্চ ঘোরং যুদ্ধম্, দেবৈর্মহর্ষিভিশ্চ শ্রীবিষ্ণোঃ স্তুতিঃ, হয়গ্রীবরূপধারিণা বিষ্ণুনা মহাসুরং, পৃথিব্যা মেদিনীনামপ্রাপ্তিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

বলবান্ স তু দৈত্যেয়ো মধুর্ভীমপরাক্রমঃ
বরদ পাশৈরিশিতৈর্বলেন্দ্রঃ পর্বতান্তরে ॥ ১
ততঃ বৈ প্রহ্লাদবচনাদ্বজ্রনির্ভিন্নতশ্চ ভারত।
ঐশ্বর্যমৈন্দ্রমাকাঙ্ক্ষন্ ভবিষ্যং বুদ্ধিমাস্থায় ॥ ২
বদ্ধবেন্দ্রঃ সহসা মধো পাশৈঃ সর্বাবিভিত্তৈঃ
আয়সৈর্বহুভিশ্চিত্রৈর্বলবদ্ধবিমোক্ষণৈঃ ॥ ৩
বিষ্ণুসেবাগ্রণী রুক্তমাস্থরে যুদ্ধকোবিদঃ।
মধো গণানাং সর্বেষাং কালস্য বশমাগতঃ ॥ ৪
স্বৈরীকৃতাঃ কাঙ্ক্ষপেয়া মহর্ষেরমুমাগতাঃ।

যুদ্ধার্থমভ্যধাবন্ত প্রযুক্ত বিপুলা গদাঃ ॥ ৫
গন্ধর্বাঃ কিন্নরাশ্চৈব রাক্ষসা যক্ষতে চ কোবিদাঃ।
প্রনৃত্তাস্ত্রি প্রগায়ন্তি প্রহসন্তি চ সর্বশঃ ॥ ৬
তন্ত্রীভিঃ সুপ্রযুক্তাভিমধুরাভিঃ সুভাষতঃ
মনো মহোর্বিধুন্বি মৃদুমানস্য গায়িনঃ ॥ ৭
মহোর্বলার্থং মধুনো নিঘ্নতাং পদ্মযোনিনঃ।
এতান্ বিকারান্ কুর্বন্তি গন্ধর্বাঃ সপ্তবাধিনঃ ॥ ৮
তত্র শক্রো ত্রি গন্ধর্বে তস্মিন্ শব্দে মধুর্মনঃ
দানবাস্ত্রানুগ চৈব প্রভাবাঃ যান্তি প্রাণদম্ ॥ ৯

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

[মধু ও বিষ্ণুর ঘোর যুদ্ধ, দেবতা ও ঋষিগণের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর স্তুতি, হয়গ্রীবরূপধারী বিষ্ণু কর্তৃক মধুর বধ এবং পৃথিবীর মেদিনী নাম প্রাপ্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর পরাক্রমশালী বলবান্ মধু দৈত্য প্রহ্লাদের বাক্যে দেবরাজ ইন্দ্রকে পর্বতের মধ্যে তীক্ষ্ণ পাশসমূহের দ্বারা বন্ধন করিলেন। ভারত! তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য জানিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; সেইজন্য তিনি ভবিষ্যতে ইন্দ্রের ঐশ্বর্যের অভিলাষী হইয়া তাঁহাকে বন্ধন করিয়াছিলেন ॥ ১-২

সৌহনির্মিত বহুসংখ্যক বিচিত্র, প্রবল ও বিশীর্ণকারী মর্মস্থিত পাশসমূহের দ্বারা ইন্দ্রের কোমরে সহসা বন্ধন করিয়া দৈত্যগণের অগ্রগামী নেতা যুদ্ধকুশল ও কালের বশীভূত মধু যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলেন ॥ ৩-৪

কঙ্কপের পুত্রগণ ইহাতে বিচলিত হইয়া ও মধুর বশীভূত হইয়া বিশাল গদা হস্তে গ্রহণ করত দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন ॥ ৫

তখন বাদ্য ও গীতে কুশল গন্ধর্ব এবং কিন্নরগণ সর্বতোভাবে নৃত্য করিতে, গান করিতে ও হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৬

ভভাবঃ মধুর ও সুন্দর রীতিতে বাদিত বীণার তারসমূহের মোহনকর ধ্বনি উৎপন্ন করিয়া তাঁহারা যুদ্ধরত রাক্ষস মধুর মনকে বিচলিত করিতে লাগিলেন ॥ ৭

তমঃপ্রধান মধুর মনকে ক্ষীণ করিয়া দিবার জন্য পদ্মযোনি ব্রহ্মার আদেশে সপ্তবাধী গন্ধর্বগণ এই বিকার উৎপন্ন করিতেছিলেন ॥ ৮

শক্তিশালী দানব দেই মন্ত্রের শব্দে মনঃসংযোগ করিলেন।

মধোশ্চ মন আক্ষিপ্য পদ্মন ত্বাংগেন চক্ষুষা
মন্দরং প্রস্থতে বিষ্ণুর্দোভ্যাগিরির দারুণ ॥ ১০
জ্বলতো তীব্রতেজসঃ কিঞ্চিদ্ বাধিতমানসাঃ।
পিতামহং পুরস্কৃত্য অন্যেনান্তরধীয়ত ॥ ১১
বিষ্ণুঃ সোঽস্তরাত্মনং ক্রুদ্ধো মধুমধুনিসেবনঃ।
ভুজেন শঙ্খবেগান্তে ন চকম্পে পদাৎ পদম্ ॥১২
বিষ্ণুশ্চাভ্যাহনদ্বৈত্যং করাগ্রেণ স্তনান্তরে।
স পপাত মহীং তূর্ণং ভ্রাতৃভ্যাঃ রুধিরং বমন্ ॥ ১৩
ন চৈনা পতিতং হন্তি বিষ্ণুর্ভবিধারণঃ।
বাহুযুদ্ধে হি সমস্তং নরাচিন্ত্যপরাক্রমঃ ॥ ১৪
ইন্দ্রজজ্ঞ ইবোত্তিষ্ঠন্ ভ্রাতৃভ্যাঃ স মহাতলাৎ।
মধু রোষপরীতাত্মা নির্দহন্নিব চক্ষুষা ॥ ১৫
পরুষাভিস্ততো বাগ্ভিরেজোক্রমভিগর্জতুঃ।

তখন ধাবক ও অনুধাবক তাঁহার সম্মুখে সংঘটিত এবং গর্জন করিতেছিল। ১৯

এইভাবে মধুর মনকে বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করত যোগযুক্তিতে দর্শনকারী ভগবান্ বিষ্ণু সহসা মন্দরাচলের দিকে যখন করিলেন, উহাতে মনে হইল অগ্নি কাষ্ঠে আরোপণ করিয়াছে। ১০

সেই সময় ভবিষ্যৎ মনে মনে চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা সন্তপ্তচিত্ত পিতামহ ব্রহ্মাকে অগ্রে করত ভগবানের মধ্যে সেস্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ১১

এদিকে ক্রুদ্ধ ও মধুর ন্যায় পিঙ্গলনয়ন মধু ভগবান বিষ্ণুর নিকটে যাইয়া নিজের হস্ত তাঁহার কর্ণপটহে প্রহার করিলেন; কিন্তু ইহাতে তিনি একপদও বিচলিত হইলেন না। ১২

তাহার পর ভগবান বিষ্ণুও নিজের হস্তের অগ্রভাগের দ্বারা সেই দৈত্যের বক্ষে আঘাত করিলেন তখন মধু রক্ত বমন করিতে করিতে ছিন্ন তরুর (উঁচুর) ন্যায় সত্বর ভূতলে পতিত হইলেন। ১৩

অচিন্ত্যপরাক্রমী যুদ্ধবিশারদ ভগবান্ বিষ্ণু বাহুযুদ্ধের সময় উপস্থিত জানিয়া পৃথিবীতে পতিত সেই দৈত্যকে আঘাত করিলেন। ১৪

ভগবানের রোষপূর্ণচিত্ত মধু ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে ইন্দ্রজয়ের ন্যায় উত্থিত হইলেন। এই সময় তিনি নীলিমার দিকে এইভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন, যেন নিজের চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে দগ্ধ করিবেন। ১৫

তারপর তাঁহারা পরস্পর কঠোর বাক্যের দ্বারা গর্জন করিতে

সমীহতুর্বাহুযুদ্ধে পরস্পরবৈরিণৌ ॥ ১৬
উভৌ তৌ বাহুবলিনাবুভৌ সত্যপরাক্রমৌ ॥ ১৭
কৃতপ্রযত্নিণৌ বীরাবন্যোন্যং বিচকর্ষতুঃ
শৈলেন্দ্রাবিব বৃধ্যন্তৌ পক্ষৈঃ পাষাণসন্নিভৈঃ ॥ ১৮
বিকর্ষন্তৌ বমন্তৌ চ অন্যোন্যং বসুধাতলে।
গজাবিব বিষাণাগ্রৈর্নখাগ্রৈশ্চ বিচেরতুঃ ॥ ১৯
ততো ব্রণমুখৈস্তৈব স্রুস্রাব রুধিরং বহু।
গ্রীষ্মান্তে ধাতুসংসৃষ্টৈঃ শৈলেভ্যা ইব কাঞ্চনম্ ॥ ২০
সংসিক্তৌ রুধিরৌঘৈস্তৌ স্রবদ্ভিঃ সমরস্থিতৌ।
অযোধ্যতাং পদাগ্রৈশ্চ তৌ বাদারতয়া মহীম্ ॥ ২১
অভিহত্য তু তৌ বীরৌ পরস্পরমনেকধা।
পতত্রাবিব যুধ্যন্তৌ পক্ষাভ্যাং মাংসগৃধ্নিনৌ ॥ ২২

লাগিলেন এবং পরস্পরকে বহু করিবার ইচ্ছায় বাহুযুদ্ধে মিলিত হইলেন। ইঁহারা উভয়েই বাহুবলশালী ও যুদ্ধবিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। উভয়েই তপস্যার প্রভাবে শক্তিশালী হইয়া বিরাজিলেন এবং উভয়েই যথাযথভাবে পরাক্রম প্রকাশ করিতেছিলেন। ১৬-১৭

দৃঢ়তা সহকারে চেষ্টাকারী এই দুই বীর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, উহাতে মনে হইল পাষাণসদৃশ পক্ষযুক্ত দুই পর্বতরাজ পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে। ১৮

যেরূপ দুইটি হস্তী নিজেদের বল ও নখসমূহের অগ্রভাগের দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে বিচরণ করে, সেইরূপ এই দুই বীর মধু ও শ্রীবিষ্ণু পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে করিতে ও রক্তবমন করিতে করিতে ভূতলে বিচরণ করিতেছিলেন। ১৯

তখনকার পরস্পরের প্রহারে যে ব্রণ (ঘা) হইয়া বিরাজিল, তাহার মুখসমূহ হইতে বহু রক্ত সেইভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল, যেরূপ বর্ষাকালে পর্বতসকল হইতে ধৈতিক ধাতুমিশ্রিত কাঞ্চনরস নির্গত হইয়া থাকে। ২০

ইহারা উভয়ে নির্গত রক্তের প্রবাহে আর্দ্র হইয়া সমানরূপে রক্তলিপ্ত হইয়া বিরাজিলেন। তারপর উভয়েই উত্থান-পতনকালে পদসমূহের অগ্রভাগে সেস্থানের ভূমিকে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। ২১

পরস্পর পরস্পরকে বারংবার আঘাত করত এই দুই বীর পক্ষসমূহের দ্বারা যুদ্ধকারী দুইটি মাংসলোলুপ পক্ষীর ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২২

ওঙ্কারপুরোত্তরিক্ষেঽথ সর্বভূতানি পুষ্করে।
সিদ্ধানাং বদনেঽযুক্তাঃ পরয়া বর্ণসম্পদা ॥ ১৩
স্তুতয়ো বিষ্ণুসংযুক্তাঃ সত্তাঃ সত্যপরাক্রমে।
শরীরা ধাতুসংযুক্তাঃ সংযুক্তঃ ছেদনেন চ ॥ ১৪
তদ্ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ৈর্যুক্তঃ ভেজোভূতা সনাতনম্।
এবং স্থিতিস্তি ভূতানে শুক্লে প্রলয়তাং গতে ॥ ১৫
পুনশ্চোদ্ভবতে সৃষ্টঃ বহুরূপমনেকধা।
প্রবোধ্য তাবৎ ভূতানাং ত্রিষু লোকেষু কামদঃ ॥ ১৬
শুক্লরূপো বহুরূপাংস্তাংল্লোকান্ সঙ্গরতে বশী।
মানসীং তনুমাস্থায় বহুত্বে কারণান্তরৈঃ ॥ ১৭
যোগাত্মা ধারয়ন্ বীরঃ নাগাস্তানং দিবঙ্করঃ।

ব্রহ্ম ভূতং পরং চৈব সূক্ষ্মেণাত্মানমীশ্বরঃ ॥ ১৮
ব্রাহ্মণে বিপ্রান্ বসতি যুক্তৈনৈব চ ক্ষত্রিয়ান্।
প্রদানকর্মণা বৈশ্যান্ শূদ্রান্ পরিচরেণ চ ॥ ১৯
গাবঃ ক্ষীরপ্রদানেন অথান্ যজ্ঞেষু প্রোক্ষণৈঃ।
পিতরশ্চোদ্ধদৈবেহ হবির্ভাগেন দেবতাঃ ॥ ৩০
চতুর্ভির্বিংশিতিভৈস্ত্রিভিরস্তৈশ্চ ধাতুভিঃ।
সপ্তভিঃ পিতৃভির্নিত্যৈর্যোগৈঃ কান্ পরিতপ্যতি ॥ ৩১
চন্দ্রসূর্য্যাত্মকং নিত্যং তদ্ভূতপনিতন্ত্রাত্মকম্
প্রকাশং চাপ্রকাশঞ্চ নিগূঢ়ং স্বেন তেজসা ॥ ৩২
ত্রয়স্ত পিতরো নিত্যং বর্ধয়ন্তি দিবাকরম্।
চতুর্ভিঃ পিতৃভিশ্চৈব চন্দ্রো বর্ধতি মণ্ডলে ॥ ৩৩

এই সমস্ত পুষ্করের আকাশে সমস্ত কৃতগণ ভগবান্ বিষ্ণুর সত্যকৃত স্তুতিসমূহ শ্রবণ করিল, যাহা সেই সত্যপরাক্রমী ভগবানে যথার্থরূপে সংঘটিত হইতেছিল। সেই স্তুতিসকল সিদ্ধগণের মুখ হইতে নির্গত হইতেছিল এবং উত্তমোত্তমবর্ণ-সম্পদে সুশোভিত ছিল। ২৮।

এই শরীর ভেজ, জল ও অন্ন—এই তিন ধাতুর অথবা রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—এই সপ্ত ধাতুর সংযোগ-রূপ। ইহা ছেদনে সংযুক্ত। এই ছেদন ভেজোভূত সনাতন ব্রহ্মই। যাঁহাকে ইন্দ্রিয়বর্গে যুক্ত ভাব বলিয়া অভিহিত করা হয়। ২৯।

শরীরের ধারণকারী এই ভূতকৃতগণ প্রলয়ের অধিষ্ঠানভাব প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্ম-কারণে নিদ্রায় অবস্থান করে। পুনরায় সেই সৃষ্টাই অনেক রূপ ধারণ করত প্রকটিত হয়। ১৫।

সকলের কামনাপূর্ণকারী ও সকলকে বশীভূতকারী জগৎ পরমাত্মা তিন লোকেই কৃতগণকে তাঁহাদের স্বরূপ বোধ করাইয়া তাহা সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়া সেই অনেক রূপবিশিষ্ট লোকসমূহে বিচরণ করেন। ১৬।

যিনি দেবলোককে ধারণ করেন, সেই যোগাত্মা ঈশ্বর সূক্ষ্মরূপে নিজেকে দেব নামকরণে প্রকটিত করিয়া পৃথিবীকে ধারণ করিতে করিতে বিচরণ করেন। তিনি দুষ্টনিগ্রহ ও সাধু-সংরক্ষণাদি অনেক কারণসমূহে মানসশরীর—দেব, কূর্মাকৃতিরূপ ধারণ করত জগৎকে রক্ষা করেন। তিনিই যেব, ভরাম্বুজ, অশ্বত্থ, বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চারিপ্রকার প্রাণিবর্গ এবং অন্য অন্য ভূতগণকে ধারণ করেন। ১৭-১৯

এই ভগবান্ দেবস্বরূপে ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় লইয়া অবস্থান করেন, যুদ্ধরূপে ক্ষত্রিয়ে অবস্থান করেন, ধনধর্ম প্রভৃতি বস্তু-সমূহের আদান-প্রদানকারী বণিজ্য কর্মরূপে বৈশ্যগণে এবং ত্রৈবর্ণিকদিগের সেবারূপে শূদ্রগণকে আশ্রয় করত বাস করেন। ২০

তিনি ক্ষীরপ্রদানের আশ্রয় লইয়া গোপ্রদানের দ্বারা তোমাদের সকলকে রক্ষা করেন। যজ্ঞসমূহে অশ্বত্থকে (যজ্ঞ-সম্বন্ধী উপকরণসমূহকে আশ্রয় করিয়া প্রোক্ষণের (জলরূপ অস্ত্রের অভিষেকের দ্বারা তোমাদিগকে রক্ষা করেন। পক্ষ হবিষ্যের উপভোগের ভাগের দ্বারা পিতৃগণকে এবং যজ্ঞে হবিষ্যদান অর্পণ করিয়া দেবতাদিগকে তৃপ্ত করেন। ৩০

পৃথক্ পৃথক্ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ধাতুর (ধর্ম, সৌম্যধাম, পিতৃযজ্ঞ সাধারণ চারিটক ও অগ্নের) ৪ ও এই অন্য তিন ধাতুর (মন, বাক্ ও প্রাণ ৭ ও—এইরূপে সাত প্রকারের নিত্য তর্পণ করিবার যোগ আশ্রয় করে সেই ভগবান্ বিষ্ণু পিতৃগণ-সহ তিন লোককে রক্ষা করেন অথবা উক্ত অগ্নি এবং কব্যবাহ অনল, যম, সোম, অর্য্যমা, অগ্নিষ্বাত্ত, সোমপ এবং বর্হিষদ্—এই সাত প্রকারের নিত্য তর্পণীয় পিতৃগণের দ্বারা তিনি তিন লোককে রক্ষা করেন।

এই সপ্তসমূদায় চন্দ্র-সূর্যাত্মক জগৎ ইহাদের মধ্যে তিন সূর্যাত্মরূপ এবং চার চন্দ্রস্বরূপ। ইহা যথাযোগ্য প্রকাশ (শুক্ল-ভাগ) এবং অপ্রকাশ (কৃষ্ণ-ভাগ) রূপ এবং ইহা কর্তৃশক্তির তেজের দ্বারা পরীক্ষে সম্যক্ প্রকারে ব্যাপ্ত আছে। ৩২

তিন পিতৃগণ সদা সর্বদাকে বৃদ্ধি করেন এবং চার পিতৃগণ সহ চন্দ্র নিজ মণ্ডলে বর্ধিত হন

ত্রয়ঃ পিতৃগণা নিত্যাঃ পিতরঃ পঞ্চাঙ্কদন্তি তে
চত্বারোঽন্যে পিতৃগণাঃ সিদ্ধাঃ পঞ্চ চ আনন্দে ॥ ৩৪
ত্বমেব পঞ্চ তান্ বর্ষ্মাস্ত্বমেবাপঞ্চ তান্ বিভো।
সনাতনস্থঃ শিবাঃ শাশ্বতো ব্রহ্মনস্তবঃ ॥ ৩৫
তস্মাত্তেজঃ আদত্তে অগ্নির্যাদ্যুক্ত সংশ্রয়ঃ
অতস্ত্বং কর্ম্মণা তেন আদিত্যঃ সমপদ্যতে ॥ ৩৬
যদাবৎসি জগৎ সর্ব্বং রশ্মিভিঃ প্রদহন্নিব।
যুগান্তকালে সম্প্রাপ্তে পরাঃ সিদ্ধিমুপাগতঃ ॥ ৩৭
পঞ্চসন্ধ্যবমাখ্যাস্ত লোকাঃ ত্বয়ি মাগতম্
অধিভিঃ সহ গৃহ্যন্তে সূর্য্যেন্দুবসুসম্ভবৈঃ ॥ ৩৮
সকলং কর্ম কুর্বাণং যজন্তাঃ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ
হেতুনামবিকারায় মা ভূং কর্ম্মবিপর্যয়ঃ ॥ ৩৯
বনস্পতোঽথবীরুদ্ধে বৃক্ষপত্রে প্রতিপদ্যসে
বালতায়ায় বসুধাং পক্ষে পক্ষে অনিত্যব ॥ ৪০
তৃতানাং ভূমি ভূতেশ ভাবার্থং বসুধাতলে।
বসু বসুবি কিঞ্চিত্ত সর্বং তত্ত্বময়ং বিভো ॥ ৪১
ত্বমেব বিবিধঃ বর্ষ্মা খাশতঃ বসুধাতলে
দেবযজ্ঞঃ মনুষ্যাণামাত্মযজ্ঞস্তথা সনাতনম্ ॥ ৪২
বিবিধঃ বর্ষ্মমার্গশ্চ সূর্য্যশ্চন্দ্রস্তথা নিশ্চলঃ।
চন্দ্রমাঃ পিতৃযানস্ত দেবযানস্তু ভাস্করঃ ॥ ৪৩
ত্বমেব বসুধামুক্তা বিশ্বং চরসি সীমযা।
একীকৃত্য গণান সর্বান্ সংক্ষিপ্যামৃত সম্ভবঃ ॥ ৪৪
একত্বমসি সম্ভূতঃ পুরাণপুরুষো বিরাট্
অক্ষরশ্চাপ্রমেয়শ্চ কর্ম্মকৃৎকরো বশী ॥ ৪৫
মূর্দ্ধস্তেজসি সম্ভূতো বায়ুঃ প্রাণেতি যেচরঃ
সপ্তধা রূপমাস্থায়ৈনিত্যমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ৪৬

তিন পিতৃবর্গ সহ তুমিতে দেব পর পিতৃকে (মূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরকে)। সংসার করেন এবং চার প্রকার পিতৃবর্গ সিদ্ধরূপ হইয়া পঞ্চবিধরূপে হইয়া থাকেন, ইঁহাদিগকে যজমান প্রজাপতি টীকায় করিয়া লইয়াছেন। ৩৩

প্রভো! আপনিই সেই পঞ্চ বর্গকে (পঞ্চীকৃত ভূতবর্গকে) এবং আপনিই অপঞ্চীকৃত ভূতবর্গকে প্রকটিত করেন। আপনি সনাতনস্থ, শিবা, শাশ্বত এবং বেদের অধিষ্ঠানের স্থান। ৩৫

অগ্নি এবং বায়ুও সকলেই তাহার আপনারই তেজকে আদান (গ্রহণ) করেন, সেইজন্য এই আদান-রূপ কর্ম্মের দ্বারা আপনি 'আদিত্য' বলিয়া অভিহিত হন। আপনিই সকলের প্রকাশক বলিয়া প্রকাশমান। ৩৬

যুগান্তকাল আসিলে পর আপনি স্বীয় কিরণসমূহে সম্পূর্ণ জগতকে দগ্ধ করিতে করিতেই যেন তাহাকে আদান (গ্রহণ) করেন, সেইজন্যও আপনি 'আদিত্য' বলিয়া অভিহিত হন। আপনি সদা পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৩৭

আপনি আপনার তেজকে আবৃত করিয়া (গোপন করিয়া) সূর্য্য, চন্দ্র ও বসুধন হইতে উৎপন্ন অধিদিগের সহিত পূর্ণিমা ও অমাবস্যাকে (পূর্ণমাস ও দর্শনামক যোগসমূহকে) গ্রহণ করিবার জন্য অম্বরলোকে বিচরণ করেন। ৩৮

আপনি সকল কর্ম্মকারী যজমানগণের পুষ্টি (সুখ-সমৃদ্ধি)-বর্দ্ধনকারী। কর্ম্মসাধনভূত যে সব কর্ম আছে, তাহাতে যেন বিকৃতি না আসে—সেই সব যেন ব্যর্থ হইয়া না যায় এবং কালক্রমে কর্ম্মসমূহ কৃতাকৃতের হাতাতে লোপ না হয়, তরসমস্তই পর্যাবেক্ষণ করিবার ভার আপনি মনুষ্যলোকে বিচরণ করেন। ৩৯

আপনিই অমাবস্যার চতুর্থপে একই সঙ্গে বনস্পতি, ওষধি ও বসুধায় বাস করেন। পুনরায় বালরূপে উৎপন্ন হইবার জন্য আপনি এরূপ করেন। প্রত্যেক পক্ষকে আপনার নূতন জন্ম হয়। ৪০

ভূতেশ্বর বিভো! এই ভূতলে ভূত ও ওষধি প্রাণিগণের পুষ্টির জন্য যাহা কিছু ধন সঞ্চিত আছে, তৎসমস্তই আপনার স্বরূপ। ৪১

আপনিই ভূতলে নানা প্রকার সনাতনধর্ম্মসম্বন্ধী কর্ম্ম এবং আপনিই দেবযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, আত্মযজ্ঞ ও এই সবের অধিকারী মনুষ্য। ৪২

আপনিই ধর্মলোকের বিবিধ মার্গ নির্মল সূর্য্য ও চন্দ্র। এই দুই মার্গের মধ্যে চন্দ্র পিতৃযান (ধূমমার্গ) এবং সূর্য্য দেবযান (শুক্লমার্গ)। ৪৩

আপনিই ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত গণকে এক করুন—দেহযাত্রারূপে সঙ্কীর্ণ করুন ভূমিবাসী প্রাণিবর্গের রূপে বসুধার দ্বারা সংযুক্ত হইয়া বিশ্বে বিচরণ করেন এবং মর্য্যাদাপূর্ব্বক এগ্রামের বিষয়-সমূহ ভোগ করেন। পরলোকেও আপনিই বিবিধ রূপে প্রকটিত হন। ৪৪

একমাত্র পুরাণপুরুষ আপনিই বিরাটরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। আপনি অবিনাশী, অপ্রমেয়, সকলকে বশীভূত-কারী এবং নানাপ্রকারের লীলাকর্ম্মকারী। ৪৫

সাধনে চাপি নির্ব্বাণে সংহারে প্রলয়ে তথা।
ধাতা ধারণকালে চ দিশন্‌চক্রুশি বারিণি ॥ ৪৭
সেব্যমানো মুনিগণৈর্নিত্যং বিগতকিল্বিষৈঃ।
কর্ম্মভিঃ সত্যযাগাদ্যৈঃ সম্প্রাপ্তৈর্দেবতেজিতৈঃ ॥ ৪৮
তুরয়ণাদ্যৈর্বিবুধৈঃ সিদ্ধৈর্মুনিবরৈস্তথা
সম্যক্ বিপুলং দেহং হরির্দধ্যৌ শিরো মহান্ ॥ ৪৯
কৃত্বা বেদময়ং রূপং সর্ব্বদেবময়ং বপুঃ
শিরোমধ্যে মহাদেবো ব্রহ্মা তু হৃদয়ে স্থিতঃ ॥ ৫০
আদিত্যা রশ্ময়ো বালাশ্চক্ষুষী শশি-ভাস্করৌ।
জজ্ঞে তু বদনং সাধ্যাঃ সর্ব্বসন্ধিষু দেবতাঃ ॥ ৫১

জিহ্বা বৈশ্বানরো দেবঃ সত্যা দেবী সরস্বতী।
মরুতো বরুণশ্চৈব জানুদেশে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫২
এবং কৃত্বা তথা রূপং যুগধারণমুত্তমং মহৎ।
অসুরং পীড়য়ামাস ক্রোধাদ্ রক্তান্তলোচনঃ ॥ ৫৩
মধ্যোর্দ্ধমেদোঽবসুপূর্ণা চ পৃথিবী সমুদস্কৃত।
প্রমেদেব যদা চৈষ শুক্লাঃ শুক্লনিবাসিনী ॥ ৫৪
মেদিনীত্যেব শব্দশ্চ লব্ধঃ পৃথ্যা নরোত্তম
নামানুপ্রসহস্রেণ ধরণ্যাঃ সম্প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৫৫
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌষ্করে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

আপনিই তেজস্তত্ত্বে 'তপ' হইয়া প্রকটিত হইয়াছেন। সেই তপ তৈজস দেহের দ্বারা রূপের গ্রহণ হয়। আপনিই বায়ু হইয়া আকাশে সর্ব্বদিকে বিচরণ করেন। যজ্ঞ, অহঙ্কার ও পঞ্চ ভন্মাত্র—এই সমস্ত রূপ সংস্থানের দ্বারা আপনি সর্ব্ব সব কিছুই ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। ৪৬

সাধনকালে ভৌতরূপে, নির্ব্বাণের (কৈবল্য মোক্ষের) অবস্থায় শুদ্ধরূপে, নৈমিত্তিক ও প্রাকৃত প্রলয়ে রুদ্ররূপে এবং ধারণ-(পোষণ)-কালে ধাতা (পালক) বিষ্ণুরূপে আপনিই বিরাজমান আছেন। দিক্‌সমূহ—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদাসকল আপনিই বিষয়সমূহধারণকারী নেত্রাদি ইন্দ্রিয়রূপে ইহাদের অধিষ্ঠান ক্ষেত্ররূপে অবস্থিত। ৪৭

এইরূপ নিত্যপ্রসন্নরহিত, ত্রিতেন্দ্রিয়, পক্ষ ও মিত্রের প্রতি সমানভাবে স্নেহসম্পন্ন এবং সৎকর্ম্মসমূহের দ্বারা সত্যকে প্রাপ্ত মুনিগণ যখন শ্রীহরির সেবা করিতেছিলেন ও দেবতা এবং মহর্ষিগণ তাঁহার স্তুতি করিতে ছিলেন, সেই সময় মহান্ দেব শ্রীহরি নিজের হরগ্রীবাময়ক বিশাল শরীরের স্মরণ করিলেন। ৪৮-৪৯

সর্ব্বদেবময় দেবময় রূপ ধারণ করত ভগবান্ শ্রীহরি সেস্থানে শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকে মহাদেব শিব এবং হৃদয়ে ব্রহ্মা বিরাজমান ছিলেন। ৫০

সূর্য্যের কিরণাবলি তাঁহার রোমশ্রেণী ছিল। চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নেত্রস্থানে প্রকাশিত হইতেছিলেন। তাঁহার দুই জঙ্ঘায় বসুগণ ও সাধ্যগণ বিরাজমান ছিলেন এবং সমস্ত সন্ধিস্থানে দেবতারা বাস করিতেছিলেন। ৫১

জিহ্বায় অগ্নিদেব ছিলেন। সত্যা (দেববাণীরূপা) দেবী সরস্বতী তাঁহার বাণী ছিলেন। মরুদ্‌গণ ও বরুণদেব তাঁহার জানুদেশে ছিলেন। ৫২

এইরূপ সর্ব্বদেবময় মহান্ ও অদ্ভুত রূপ ধারণ করত যাঁহার নয়নের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ ছিল, সেই ভগবান হরগ্রীব ক্রোধে পূর্ব্বকে সেই অসুর মধুকে সবলে চূর্ণ করিতে লাগিলেন (ইহাতে মধুর মেদ বাহির হইয়া আসিল)। ৫৩

সেই সময় মধুর মেদরূপী জলে আপ্লাবিত হইয়া এই সম্পূর্ণ পৃথিবী গুরুত্ব যুক্ত হইতে লাগিল, যেন কোনও শুচি-শুভ্রা যুবতী স্নেহবর্দ্ধের দ্বারা পরিধান করিয়া শোভা পাইতেছে। ৫৪

নরশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! এই মেদের কারণেই পৃথিবীদেবী 'মেদিনী' নাম প্রাপ্ত হইলেন। সহস্র অসুরের দ্বারা এই নাম ভূতলে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হইয়া যাইল। ৫৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পৌষ্করপ্রাদুর্ভাববিষয়ক ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[মধোঃ পতনেন সর্বেষাং প্রাণিনাং হর্ষঃ, তত্র সমবেতানাং পর্বতানাং বসন্ত-বর্ণনম্, মধুবাহিন্যা নদ্যা উৎপত্তিঃ সৌরীসিন্ধায়া মাহাত্ম্যম্—কথনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

মধোর্নিপতনাৎ পৃষ্ঠা সর্বভূতানি পুষ্করে ।
প্রহৃষ্টানি প্রগায়ন্তি প্রনৃত্যন্তি চ সর্বশঃ ॥ ১

সুপার্শ্বো গিরিমুখ্যস্তু কাঞ্চনৈঃ শিখরোত্তমৈঃ ।
বহুধাতুবিচিত্রৈশ্চ যঃ শিখরিষু চাবভৌ ॥ ২

শিরঃস্থাভিশ্চোত্তভে ধাতুভিঃ সমলঙ্কৃতাঃ ।
প্রাংশুভিঃ শিখরাগ্রৈশ্চ সবিদ্যুদ্ভ ইবাম্বুদাঃ ॥ ৩

পঞ্চবাতোদ্ধতৈ রেণুস্তুরৈঃ সাঞ্জনবালুকৈঃ ।
ছাদয়ন্ পর্বতাগ্রাণি মহামেঘ ইবাবভৌ ॥ ৪

মেঘসংলিষ্টশিখরাঃ পঙ্কবিক্ষিপ্তপাদপাঃ ।
কাঞ্চনোদ্ভেদবহুলাঃ খে তিষ্ঠন্ত্যব পর্বতাঃ ॥ ৫

পঞ্চবন্তঃ শশিখরা হেমধাতুবিভূষিতাঃ ।
পবনেন সমুদ্ধূতৈস্তূর্যসঙ্ঘৈরিবোদ্যতাঃ ॥ ৬

কাঞ্চনাঃ পর্বতাঃ সর্বে স্ফাটিকৈর্মণিভিশ্চিতাঃ ।
সূর্যাকাস্তৈশ্চ বহ্নিভস্প্রকাশৈশ্চ নির্মলাঃ ॥ ৭

হিমবাংস্তু মহাশৈলঃ শ্বেতৈর্ধাতুভিরাচিতঃ ।
কাঞ্চনৈঃ শিখরাগ্রৈশ্চ সূর্যপাণ্ডুপ্রকাশিতৈঃ ॥ ৮

মণিভিশ্চ প্রকাশদ্ভিঃ পঙ্কজান্তরবিনিঃসৃতৈঃ ।
তাম্রপুষ্পৈশ্চ শিখরৈর্দীপ্যমানৈঃ স্বতেজসা ॥ ৯

মন্দরশ্চোত্তমশিখরঃ স্ফাটিকৈর্মণিচিত্রিতঃ ।
বজ্রসর্গো নিরালম্বৈঃ স্বর্গোপম ইবাবভৌ ॥ ১০

মহাশৃঙ্গঃ কৈলাসঃ শিলাধাতুবিভূষিতঃ ।
তোরদৈশ্চৈব নিবিড়ৈঃ প্রাংশুভিশ্চৈব পাদপৈঃ ॥ ১১

প্রবাদদ্ভির্গন্ধর্বৈঃ কিন্নরৈশ্চ প্রশোভিতঃ ।
দেবকন্যাচরাগ্রৈশ্চ ক্রীড়াভূমিরিবাবভৌ ॥ ১২

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[মধুর পতনে সমস্ত প্রাণিগণের হর্ষ, সেখানে সমবেত পর্বতসকল ও বসন্ত ঋতুর বর্ণন, মধুবাহিনী নদীর উৎপত্তি এবং সৌরীসিন্ধুর মাহাত্ম্যকথন

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মধুর পতন হইতে দেখিয়া পুষ্করে সমস্ত প্রাণীরা অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে এবং নৃত্য করিতে লাগিলেন। ১

পর্বতসকলের মধ্যে সুপার্শ্ব নামক শ্রেষ্ঠ শিখরসমূহ আকাশে যেন বেগে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রতীত হইতেছিলেন। তাঁহার সেই সব শিখর ধাতুসমূহে অতিশয় বিচিত্র দেখাইতেছিল। ২

অন্য বহু পর্বতও নানাপ্রকার ধাতুতে রঞ্জিত হইয়া নিজেদের উচ্চ শিখরসমূহে বিদ্যুৎসহিত মেঘমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ৩

পঞ্চসমূহের বায়ুর দ্বারা উপরে উত্থিত ধূলিরাশি অঞ্জন (কজ্জলচূর্ণ) ও বালুকাসহ চূর্ণের সহিত পর্বতসকলের শিখর-সমূহকে আবৃত করত মহামেঘমণ্ডলের ন্যায় মনে হইতেছিল। ৪

ইহাদের সমস্ত শিখরই মেঘে আশ্লিষ্ট ছিল। ইহারা নিজেদের পঞ্চসমূহের বায়ুর দ্বারা বৃক্ষসমূহকে বিক্ষেপ করিতেছিল এবং ইহার মধ্যে স্বর্ণের বহু খনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। এইভাবে এই পর্বতসকল আকাশেই যেন অবস্থান করিতে লাগিল। ৫

পঞ্চ ও শিখরসমূহের দ্বারা সুশোভিত, সর্বদাই ধাতুসমূহে বিশেষভাবে রঞ্জিত ও মধুর বেগে যেন প্রস্তাবিত হইয়া এই সব পর্বত আকাশচারী পক্ষিসকলকে শ্রেষ্ঠ করিতেছিল। ৬

সেখানে সমস্ত পর্বতই সুবর্ণময় ছিল। স্ফটিক মণির রাশি সঞ্চিত ছিল এবং এই সব পর্বতই বহুসংখ্যক সূর্যকান্তমণি ও চন্দ্রকান্তমণির দ্বারা নির্মল প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছিল। ৭

মহাপর্বত হিমবান্ শ্বেতবর্ণের ধাতুসমূহে ব্যাপ্ত ছিলেন। তাঁহার শিখরসমূহের অগ্রভাগ সূর্যের কিরণমালাতে প্রকাশিত হইয়া সুবর্ণময় দেখাইতেছিল। তাঁহার পঙ্কসমূহের মধ্যভাগ হইতে উদ্ভূত প্রকাশমান মণিসকল তাঁহার শোভাবর্ধন করিতেছিল। ৮-৯

তাহার শিখরবিশিষ্ট মন্দরাচল স্ফটিকমণিরাশিতে পরিপূর্ণ ছিল। উহার মধ্যে বজ্রমণি (হীরক) ছিল। এই পর্বত (মন্দরাচল) নিরালম্ব শিখরসমূহে স্বর্গের সদৃশ সুশোভিত হইতেছিল। ১০

শিলা ও ধাতুসমূহে বিভূষিত মহান্ শিখরবিশিষ্ট কৈলাস পর্বত তোরণের সমান উচ্চ ও ঘন বৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত হইতেছিল। ১১

বিবিধ বাদ্যবাদনকারী গন্ধর্বগণ, মধুর গীতকারী কিন্নরগণ ও দেবকন্যাগণের অবস্থানসমূহে সুশোভিত কৈলাস পর্বত ক্রীড়াপর্বতের ন্যায় শোভিত হইতেছিল। ১২

মধুরৈর্বাদ্যগীতৈশ্চ নৃত্তৈশ্চাভিনয়োদ্গতৈঃ
শৃঙ্গারৈঃ সাদরৈশ্চক্রে কৈলাসো মদনাশ্রয়ঃ ॥ ১৩
আদিত্যাভাসিভিঃ শৃঙ্গৈর্ভিন্নাঞ্জনচয়োপমৈঃ।
বিদ্যোৎ নীলাম্বুদশ্যামো বিভিন্ন ইব তোয়দঃ ॥ ১৪
ধাতুর্ধ্বং সর্বধাতূনাং মেরুপৃষ্ঠে মহাবলে।
নির্ব্যূঢ়মিব নীলং তোয়ং মেঘজালৈরিবোত্থিতৈঃ ॥ ১৫
শিলাভির্বিচিত্রাভির্ধাতুভির্বহুরূপিভিঃ।
প্রস্রবদ্ভিশ্চ তোয়ানাং সলিলং স্ফটিকপ্রভম্ ॥ ১৬
গ্রীষ্মান্তে বায়ুসংঘৃষ্টা ঘনা ইব সবিদ্যুতঃ।
চিত্রৈঃ পুষ্পৈস্তরুগণাঃ শোভন্তে ইব চূম্বিতাঃ ॥ ১৭
নাগাঃ কনকসঙ্কাশৈর্বিচিত্রৈশ্চিত্রিতা ইব।
বিহঙ্গমাভিলীনাশ্চ লতাস্তরুসমাশ্রিতাঃ ॥ ১৮
বিলম্বন্তাঃ সপুষ্পাশ্চ নৃত্যন্ত্যে বায়ুচোদিতাঃ।
পবনেন সমুদ্ধূতা মত্তা মাধবেয়নিঃ ॥ ১৯

মধুর বাদ্যযুক্ত গীত, অভিনয়সমৃদ্ধ নৃত্য, শৃঙ্গারময়ী ক্রীড়া এবং নৃত্যকালে কৃত অবশ্যকৈশসমূহের দ্বারা কৈলাস পর্ব্বত মূর্ত্তিমান্ কামদেবের ন্যায় রসের উদ্দীপক হইয়াছিল ॥ ১৩

ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে তপনের কিরণরাশি, বিদ্যুৎ ও সূর্য্যের কিরণাবলিতে প্রকাশিত শিখরযুক্ত বিদ্যুৎপর্ব্বত নীল মেঘের ন্যায় শ্যামকান্তি ধারণ করিয়া থাকিত মেঘের সমান প্রতীত হইতেছিল ॥ ১৪

সমস্ত প্রাণিগণের জীবন ধারণের জন্য এই পর্ব্বত মহাশক্তিশালী মেরুপৃষ্ঠের উপর উত্তর মেঘমণ্ডলের সদৃশ নির্ম্মল জলবর্ষণ করিতেছিল ॥ ১৫

বহু বিচিত্র শিলা, অনেক রূপবিশিষ্ট ধাতু ও স্ফটিক মণির সদৃশ নির্ম্মল জলের স্রোত প্রবাহিতকারী ঝরণারসমূহে এই পর্ব্বতের অভিনয় শোভা হইতেছিল ॥ ১৬

বিচিত্র পুষ্পসমূহে বিভূষিত বৃক্ষগণ বর্ষাঋতুতে বায়ুর দ্বারা আন্দোলিত বিদ্যোৎপরিযুক্ত মেঘমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল অথবা স্বর্গের বিচিত্র অলঙ্কারসমূহে অলঙ্কৃত হস্তিগণের তুল্য সুশোভিত হইতেছিল ॥ ১৭।

যাহাদের মধ্যে পক্ষীরা বাস করিতেছিল, সেই সব বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া বিস্তৃত ও লম্বমান (ঝুলন) পুষ্পিত লতাসমূহ বায়ুর তাড়না পাইয়া যেন নৃত্য করিতেছিল ॥ ১৮।

বৈশাখ মাসের দিনে প্রবল বায়ুর দ্বারা কম্পিত হইয়া এই লতাসমূহ সেইভাবে পুষ্পরাশি বর্ষণ করিতে লাগিল, যেরূপ

বমুঃ পুষ্পসহস্রাণ্যস্তোয়ং বেলেব বর্ষতি।
ফলবদ্ভিশ্চ বিপুলৈঃ শাখাস্কন্ধাববোধিভিঃ
পাদপৈর্বর্ণবহুলৈর্দ্রিয়ন্তে চ বনস্থলী ॥ ২০
মধুপ্রিয়া মধুকরা মধুমত্তা বিহঙ্গমাঃ
ঘোষয়ন্তীব গায়ন্তঃ কানন্তাগমসম্ভবম্ ॥ ২১
বিকুর্ব্বণোনিহন্তা চ চকার মধুবালিনীম্।
নদীং প্রস্রবনির্ভেদাঃ সুতীর্থাং বহুলোদকাম্ ॥ ২২
অঙ্গারবর্ণসিকতাং মধুতীর্থাং মনোরমাম্
বিমলৈরম্বুভিঃ পূর্ণাং পুষ্পসঙ্কববাহিনীম্ ॥ ২৩
বিবেশ পুষ্করং সা তু ব্রহ্মণো বাক্যচোদিতা।
ঋষিভিশ্চানুচরিতা ব্রহ্মস্থানৈর্যেবিভিঃ ॥ ২৪
ধাত্রী কপিলরূপেণ গৌর্ভূত্বা ক্ষরতে পয়ঃ।
মধুরং বিততে যজ্ঞে ব্রহ্মণো বাক্যচোদিতা ॥ ২৫
শিরশ্চ পৃথিবীভূতং সঙ্কটাৎ প্রাণ্যবাপ্তবীম্।
গুহ্যঞ্চ তস্যতে লোকাঃ শাশ্বতং পরমাসুতম্ ॥ ২৬

তরঙ্গের আঘাতে সমুদ্রের তটভূমি জলবিন্দু বিকীরণ করে ॥ ১৯।

যাহাদের মধ্যে বহু শাখা স্কন্ধ ও অবরোহ (জটা) লোভ পাইতেছিল, এরূপ বহু বর্ণবিশিষ্ট, বিশাল এবং ফলশালী বৃক্ষসকল যেন বনস্থলীকে ধরিয়া রাখিতেছিল ॥ ২০

মধু-মত্ততা হাতের শিষ্য সেই মত্তমত্ত মধুকরগণ গুঞ্জরণ করিতে করিতে কামদেবের আগমনের ঘোষণা করিতে ছিল ॥ ২১

মধুদৈত্যের বিনাশক ভগবান বিষ্ণু সেখানে মধুবাহিনী নাম্নী এক নদীর সৃষ্টি করিলেন, যাহার স্রোত বেগ করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। উত্তম তীর্থযুক্তা এই নদী প্রভূত (অথাধ) জলে পূর্ণ ছিল। উহার বালুকা অঙ্গারের তুল্য কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট ছিল। এই মধুতীর্থবতী নদী মনোরমা ও নির্ম্মল জলে পূর্ণা ছিল এবং রাশি রাশি পুষ্প বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল ॥ ২২-২৩

ব্রহ্মার বাক্যে প্রেরিতা হইয়া এই নদী পুষ্করে প্রবেশ করিল। ব্রহ্মতত্ত্বসেবী ঋষিগণ উহার অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

তদনন্তর মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইলে পর ব্রহ্মার বাক্যে পৃথিবী গাভীরূপ ধারণ করত মধুর দুগ্ধ প্রবাহিত করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

সেই দুগ্ধে যে সরোবর পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহা পৃথিবী-স্বরূপ ছিল। এই সরোবর প্রাণিসমূহকে ধারণ করিবার জন্য ভূতলে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল এবং নিজের পরম অদ্ভুত ও শাশ্বত স্বরূপও ধারণ করিল ॥ ২৬

সরস্বত্যাঃ সমুদ্ভূতঃ ব্রহ্মক্ষেত্রে তমোনুদম্ ।
মরুতীর্থমতিক্রম্য পুষ্করেষু বিসর্পতি ॥ ১৭
সুচারুরূপা ধর্ম্যা চ অক্ষারূপেণ ভাসতে ।
রূপং কনকবর্ণাভং তপোযুক্তেন তেজসা ॥ ১৮
অক্ষগন্ধবতোদ্ভূতঃ সম্ভূতঃ পর্ব্বতো মহান্ ।
গুরুদ্বারগুণপ্রাপ্তঃ শাশ্বতঃ সিদ্ধসেবিতঃ ॥ ১৯
বেদিকাভিঃ সুচিত্রাভিঃ কাঞ্চনাভিরিবাচিতঃ ।
পুষ্করাণি পবিত্রাণি দৃষ্ট্বা বিপুলদক্ষিণ ॥ ৫০
মহামেরোর্যথা রূপং পঞ্চধাতুবিভূষিতঃ
চেতনা যাতিসম্পন্নো রূপেণাদ্ভুতদর্শনঃ ॥ ৫১
করিষ্যামহমপ্যেতন্মনসা ধর্ম্যমিত্যপি
রূপং বহুবিধং লোকে পার্থিবৈঃ চেতনাঃ তথা ॥ ৫২

ত্রীংল্লোকান্ প্রলম্ভেন পঞ্চভির্ধাতুলক্ষণৈঃ ।
যত্নেন চ সমর্জ্জেদং মনসা ধর্ম্যচারিণম্ ॥ ৫৩
সজেষু তাব মোহাদ্যাঃ পশ্যন্তি চ সমুদ্ভবঃ
বিমুক্তাঃ সর্ব্বসজেভ্যো ধারয়ন্তি পরিগ্রহান্ ॥ ৫৪
ন চ বিদ্যেত মাং কশ্চিন্মনসা কামরূপিণম্ ।
পঞ্চধাতুনিবদ্ধঞ্চ নানাভাবিতচোদনঃ ॥ ৫৫
যে চ বিষ্ণুমধীয়ন্তে বহুধা কামরূপিণঃ ।
যে মাং পশ্যন্ত্যুবাচ্যং তপসা দগ্ধকিল্বিষাঃ ॥ ৫৬
যে চ মামভিরোচেয়ুর্নরা ধর্ম্মপথে স্থিতাঃ ।
তেঽপি স্বর্গজিতঃ সন্তঃ পশ্যেয়ুর্মাং গতক্লমাঃ ॥ ৫৭
যত্রৈব পর্ব্বতঃ প্রাংশুর্মেরুপৃষ্ঠে ব্যবস্থিতঃ ।
এতন্মারুহ্য বৃক্ষেষু প্রাণত্যাগেষু নির্ম্মলাঃ ॥ ৫৮

সরস্বতী হইতে উৎপন্ন হইয়া তম ও অন্ধকারনাশকারী পুণ্যতীর্থ মরুতীর্থকে অতিক্রম করিয়া ইহা ব্রহ্ম ও ক্ষেত্রভূত পুষ্করতীর্থে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ১৭

পরম মনোরম গুণবিশিষ্ট ধর্ম্মজ্ঞা অক্ষা সরস্বতী মাহাত্ম্যরূপে এই তীর্থকে সুবর্ণরেণুর বিন্যাসরূপে আস্বাদিত করিলেন। তপোযুক্ত (আলোচনাযুক্ত চিত্তের দ্বারাই ইহার যথার্থরূপ চিন্তায় ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়। ১৮

সেস্থানে এক বিশাল পর্ব্বত উৎপন্ন হইল, যাহা স্বাভাবিক সুখদে পূর্ণ ও চন্দনে ভরা ছিল। ইহা ব্রহ্মার অতিশয় বিশাল ছিল এবং তাহাই তাহার প্রাণ ছিল। (অথবা ওঙ্কই এই অক্ষারূপী পর্ব্বতে আরোহণ করিবার দ্বার এবং চন্দনাদি তিন গুণ তাহার জীবন।) ইহা অনাদি বলিয়া সনাতন বলা হয় এবং নিত্য পুষ্করও ইহার সেবা করেন; সুতরাং মৃঢ় ব্যক্তিগণের আর কি বলিবার আছে? ২১

প্রভূত দক্ষিণাদানকারী জনমেজয়! সুবর্ণময়ী বিচিত্র বেদিকাসমূহের দ্বারা এই পর্ব্বত সুশোভিত আছে। পুষ্করতীর্থ বিচিত্র গুণকর্ম নির্ম্মাণকারী শিল্পী ব্রহ্মার দ্বারা (অথবা পরমেশ্বরের দ্বারা) ব্যাপ্ত আছে। ৫০

যেরূপ মহামেরুগিরির রূপ পঞ্চ ধাতুসমূহের দ্বারা পরিপূর্ণ আছে, সেইরূপ এই পর্ব্বত পঞ্চ ধাতুসমূহের (বৃক্ষগণের) দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। রূপে এই পর্ব্বত অদ্ভুতদর্শন ছিল এবং যাহা সুচিন্তিত চেতনা, তাহার দ্বারা ইহা সম্পন্ন মনে হইতেছিল। ৫১

(এখন নিজেকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন মনে করিয়া 'আমিই সব কিছু করিতেছি' এইভাবে ভক্তের নিরূপণ করিতেছেন।) আমিই ধর্ম্মাচরণকারী এই শরীরকে মানসিক সঙ্কল্পের দ্বারা নির্ম্মাণ করিতেছি। লোকে যে নানাপ্রকার রূপ দেখা যায়, তাহারও সৃষ্টি আমিই নিজের দ্বারা করি। এই পার্থিব শরীরে যে চেতনা, তাহাকেও আমিই অভিব্যক্ত করি। ৫২

আমি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা তিন লোকের বিষয় জানিতে পারি। মন ইন্দ্রিয় মনের দ্বারা ধর্ম্মচারিণী বুদ্ধিকে সৃষ্টি করি। ৫৩

যে সঙ্ঘবিশালী পুরুষ সঙ্ঘভিসমূহের সঙ্গ প্রাপ্ত হইলে পর ভাব ও মোহের দ্বারা (সঙ্গরাগ ও ভ্রমরূপে) ঐহিকের দর্শন করেন এবং সর্ব্বপ্রকার আসক্তিসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া বিষয় সংগ্রহকারী মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনিই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হন। ৫৪

প্রায় সকল মানুষ পঞ্চভৌতিক শরীরে বদ্ধ থাকিয়া নানা প্রকার ফলের প্রকটনকারী বেদবাক্যের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সকাম কর্মসমূহে রত থাকে; অতএব কেহই মনের দ্বারা ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণকারী পরমাত্মা আমাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। ৫৫

যাহারা ইচ্ছানুসারে গৃহীত শ্রীরাম-কৃষ্ণাদি বিগ্রহসমূহে উপলব্ধিত ভগবান্ বিষ্ণুনাম কীর্ত্তনাদির দ্বারা বারংবার স্মরণ করে, এই উপচার দ্বারা নিজেদের পাপসকলকে দগ্ধকারী উপাসকগণ অব্যক্ত পরমাত্মা আমাকে সাক্ষাৎকার করিতে পারে। ৫৬

অপ্সরোভিঃ সমাগম্য বিচরেদ্‌মনোভবঃ
নন্দনং বনমাসাদ্য কামাকল্প মহদ্ বনম্ ॥ ৩৯
ইষ্বাং বিদ্যাং সমাস্থায় মন্ত্রকাঃ পুরুষেষিষ
শরীরং ক্ষপয়িত্বাস্তি ব্রতৈর্বহুবিধৈঃ কৃতৈঃ ॥ ৪০
সিদ্ধিং প্রাপ্য ক্রমেণৈতে কামৈর্বহুবিধৈর্নরাঃ।
ইমং লোকমমুষ্মৈব সম্পতেয়ুর্যথাক্রমম্ ॥ ৪১
সৌরী সিদ্ধেতি বাখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা
প্রভাবং তপসা বৃত্তং দর্শয়ন্তী সমাহিতাঃ ॥ ৪২
যস্যাং জ্ঞানাভিসন্ধানাদভিজ্ঞানাং সমাগ্রহাঃ
ভবেয়ুস্তে নিরাবস্থা ধাতুনির্মুক্তবন্ধনাঃ ॥ ৪৩
সহস্রগুণমব্যক্তা দত্ত্বা দানফলানিব।

অধিষ্ঠানেন বিপ্রাণাং মনঃশুদ্ধেন কর্ম্মণা ॥ ৪৪
সর্ব্বত্রৈবাপ্রমেয়েণ অভ্যস্তং ফলমাপ্নুয়ুঃ।
অমুষ্মিন্নৈব লোকে বৈ সর্ব্বজ্ঞাঃ সহ সর্ব্বলোকৈশ্চ ॥ ৪৫
যেষামিহ চ সান্নিধ্যং যজ্ঞে ব্রাহ্মণসঙ্গমে।
তে তূষ্ণীং যজমানাস্তা অভিষিক্তা পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৬
তথা তাঃ মন্ত্রসে গৌরীঃ মনসা ধর্ম্মচারিণীম্।
অমুগ্রহায় ভূতানাং তমুমাত্রে তপোধনে ॥ ৪৭
সত্তা এষ পরোঽবিদ্যে ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ।
নাফলো বিদ্যতে ধর্ম্মশ্চরিতো ধর্ম্মচারিণা ॥ ৪৮
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌষ্করে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

যে সব মানুষ বর্ষশতেই থাকিয়া উচ্চ সাধন-সোপানের দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মরূপী মন্ত্রর গাত্রমাঝে ত্র রোহণ করে, সেই সংপুরুষ-গণও পাপ-তাপরহিত হইয়া স্বর্গলোক ভয় করে এবং আমার সাক্ষাৎকার লাভ করে। ৩৭

যেরূপথে যে উচ্চ পর্যন্ত আছে তাহাতে আরোহণ করত নির্মল অন্তঃকরণবিশিষ্ট পুরুষগণ শরীর (ইন্দ্রিয়গণের) আসক্তি ত্যাগ করিবার জন্য ব্রত—সকল অর্থাৎ উহা সাধন করিতে থাকে। ৩৮

সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধকগণ ক্রমের সরল রেখাগামী হইয়া নন্দনবন ও বিশাল কামাকবনে উপস্থিত হইয়া অপ্সরাদিগের সহিত মিলিত হয় এবং তাহাদের সহিত বিহার করে। ৩৯

আমার ভক্ত এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া পুরুষগণেরা নানাপ্রকার ব্রতের অনুষ্ঠান করত নিজের শরীরকে ক্ষীণ করিবে। ৪০

সেই মনুষ্যগণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ও নানাপ্রকার কামনাসমূহে সম্পন্ন হইয়া ক্রমশ উপরে উঠিতে থাকে এবং আনন্দ-সহকারে ইহলোক এবং পরলোকে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। ৪১

যখন একাগ্রচিত্ত যোগীর তপস্যার প্রাপ্ত পূর্ব্বোক্ত প্রভাব দেখেন, তখন বিদ্যার (যাহা ও আচার্য্যের উপদেশপ্রাপ্ত জ্ঞানের) দ্বারা সিদ্ধা যোগীদেবী দর্শনদান করেন : যিনি তিন লোকে 'সিদ্ধা' নামেই বিখ্যাত। ৪২

কর্ম্মাঙ্গ, বাক্ত ও অব্যক্তার ক্রমে তথবস্তুতির দুই প্রতীক, বিদ্যাই, সূত্রাত্মা ও অন্তর্য্যামী এই সব মিলিয়া হয় জ্ঞানাভিসন্ধি (সন্ধেতের স্থান)। ইহাদের যে সম্পূর্ণরূপে অনুভব, তাহার প্রয়োজনের অভাব হইয়া যাওয়ায় সাধকগণের অন্তর যোগৈশ্বর্য্য লাভ হয়। তাহারা তখন আর কোনও কার্য্য আরম্ভ করে না এবং পাঞ্চভৌতিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৪৩

যেরূপ কোনও অপরাধী রাজাকে হত্যা করিয়া সেই করণের ফলে রাজার পরাক্রান্ত করত অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া যায়, সেইরূপ ধর্ম্মজ পুরুষগণ সর্ব্বই অসুষ্ঠিতভাবে ব্রাহ্মণ গণের সম্মান ও শুদ্ধভাবে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং দান করত নিজেদের সমস্ত পূর্ব্বাঞ্জ পুণ্যফলের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া আত্যন্তিক দুঃখের নিবারণকারী অক্ষয় ফল লাভ করিয়া থাকে। ৪৪-৪৫

যে যজমান ও অধিগমনের ব্রাহ্মণগণে পূর্ব যজ্ঞে সান্নিধ্য হইয়াছে :- যে (যজ্ঞাঙ্গ দেবতাদিতে চিত্তের একাগ্রতা আসিয়াছে), সেই যজমানাদি পুরুষগণ বারবার বহু যজ্ঞে অবভৃথ (যজ্ঞান্ত) স্নান করিয়া পুনরায় পূর্বোক্ত ফলদাতা করিয়া থাকে। ৪৬

রাজন্! তুমি মনে ও যজ্ঞের সম্পত্তিকে যেরূপ আমার সম্বন্ধে উপস্থিত মনে কর, তবে এখন হইতে আর সেরূপ মনে করিও না ; কারণ, এই যোগীদেবী সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য নিয়তর ধর্ম্মে আচরণ করেন (এই বাহ্য সম্পত্তি ও পরিমিত ; কিন্তু তিনি আত্যন্তিক জ্ঞান সম্পত্তি হওয়ায় অনন্ত)।৪৭

এই আত্মা অবশ্যই সত্তা ; কিন্তু বিদ্যারহিত পুরুষ হইতে বহু দূরে থাকেন। ইহাতে কোনও সংশয় নাই। নিষ্ফল ধর্ম্মের আচরণকারী পুরুষের দ্বারা আচরিত ধর্ম্ম কখনও নিষ্ফল হয় না (অতএব ধর্ম্ম হইতেও চিত্তশুদ্ধির দ্বারা আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইতে পারে)। ৪৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে পুষ্কর-প্রাদুর্ভাববিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পুরুরে শ্রীবিষ্ণু – প্রভৃতীনাং তপস্যা, তস্যাঃ প্রভাববর্ণনঞ্চ

বৈশম্পায়ন উবাচ

দিশং ত্রিরমিদুর্দিব্যামুত্তরাং সত্যসাধনঃ
তথা স বাতুলিচরেয়ু পুণ্যো পর্ব্বততোবসি ॥ ১
বিষ্ণুঃ পরমধর্ম্মাত্মা একপাদেন তিষ্ঠতি।
দশবর্ষসহস্রাণি পুষ্করে পুষ্করেক্ষণঃ ॥ ২
আত্মভাত্মানমাধায় তপসা ব্রহ্মসম্ভবঃ।
ঘটতে কর্ম্মযোগেণ লোকমুখানকারণাৎ ॥ ৩
তামুরো তস্যনাচ্ছান্ত গাত্রাণি ধর্ম্মাত্মনঃ
অষ্টৌ বর্ষসহস্রাণি সংপ্রক্ত স্তপোধনঃ ॥ ৪
তেজসা তেন জ্যোতীংসি বিভাবা প্রজ্বলর্ষভঃ।
তিষ্ঠতে নভসো মধ্যে যোগাত্মা ভাবয়ন জগৎ ॥ ৫
সোমো বিবয়নাক্ষিপ্য মনসা ধারয়ন মনঃ।
যুক্তঃ পরমধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মী সিদ্ধিমুপাগতঃ ॥ ৬
সম্প্রসৃষ্টস্তত সর্ব্বত্র দিবি ভূবান্তরে তথা।
জ্যোতিষ্কর্ম কর্ম্ম কুর্ব্বাণো বরূপঃ স সম্পদা ॥ ৭
মহেশ্বরোঽভিপূজ্যো বৃষরূপেণ তিষ্ঠতি।
উদ্ভূতা দক্ষিণং পাদং বায়ুভক্তঃ সমাহিতঃ ॥ ৮
অষ্টৌ বর্ষসহস্রাণি সংপ্রলম্বতমেব চ
মহাযোগী মহাদেবো নিয়মাত্ম ব্রহ্মসম্ভবঃ ॥ ৯
অথ বায়ুর্ঘনীভূতো অন্তে চরতি গোপতেঃ।
ফেনীভূতঃ সমুদ্রপারৈঃ পবনঃ নিঃসৃতমুখাৎ ॥ ১০
স নিষ্ক্রান্তস্ততো বক্ত্রাৎ প্রাণেন পরনাত্মবান্
নির্য্যাসভূতঃ পতিতো নৈষাবৈর্ত্তো নৈষ পার্থিবঃ ॥ ১১

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

[পুরুরে শ্রীবিষ্ণু প্রভৃতির তপস্যা এবং তাহার প্রভাব বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সত্যই যাঁহার সাধন, সেই পরম ধর্ম্মাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু উত্তর দিকে যাইবার জন্য ঊর্দ্ধে সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা মোক্ষকে লাভ করিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন। এই কমললোচন শ্রীহরি পুষ্করতীর্থে বায়ুভক্ষণে নিরত পরিপূর্ণ এক পর্ব্বতের পবিত্র তীরে একপদে দশ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান রহিলেন। ১-২

ব্রহ্মার জন্মদাতা এই ভগবান্ বিষ্ণু নিজের চিত্তকে বিশুদ্ধ আত্মাতে স্থির দ্বারা বিলীন করত ঈশানের। মোক্ষের জন্য উগ্র কর্ম্ম (ঘোর তপস্যা) করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইয়াও জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য এরূপ করিলেন। ৩

এই প্রকাশবান সোমও যদিও নিজের অঙ্গসমূহ তপে আত্মাবিত করিয়া আট হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যারূপী ধন সঞ্চয় নিরত রহিলেন। ৪

তপস্যার দ্বারা প্রাপ্ত সেই প্রদিপ্ত তেজে সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলকে ভিতরকে করিয়া যোগাত্মা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সোম সম্পূর্ণ জগৎকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে আকাশের মধ্যভাগে প্রকাশিত রহিলেন। ৫

পরম ধর্ম্মাত্মা সোম বৃত্তির দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া সমস্ত বিষয়কে অধিকার করত যোগযুক্ত হইয়া তিনি ব্রাহ্মী সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। ৬

তিনি প্রকাশশিখার কান্তি বিতরণ করিতে করিতে স্বর্গ, পৃথিবী ও উহাদের মধ্যভাগ জগতিকে সকল দৃষ্টি হইতে লাগিলেন এবং নিজের যোগপ্রভাবে নানা প্রকার বরূপ বহু রূপ ধারণ করিলেন। ৭

নিজের স্বরূপকে অত্যন্ত যোগপরায়ণ ভগবান্ মহেশ্বর বৃষরূপে তপস্যা করিবার জন্য নিজের দক্ষিণ চরণ উত্তোলিত করিয়া বহু হাজার একশত বৎসর পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান রহিলেন। সেই সময় তিনি কেবল বায়ুর আহার করিলেন। তিনি মনকে ঘোর বহুতে নিরন্তর একাগ্র করিয়া রাখিলেন। ব্রহ্মার উৎপত্তিস্থান মহাযোগী মহাদেব নিয়মপূর্ব্বক তপস্যায় রত রহিলেন। ৮-৯

অনন্তর একদিন ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক ভগবান্ মহেশ্বরের নিকট ঘনীভূত বায়ু বিচরণ করিতে লাগিল। সেই সময় বৃষরূপধারী মহাদেব নিজের উপস্থারসমূহের দ্বারা ফেনরূপ পরিণত সেই বায়ুকে অন্তরে আকর্ষণ করত পুনরায় মুখ দিয়া বাহিরে নিঃসারিত করিয়া দিলেন। ১০

উপস্থার বায়ুর সহিত ঈশ্বরের মুখ হইতে নিঃসৃত বায়ু রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষের রসের সমান নিম্নে পতিত হইল। সেই সময় উহা না আর্দ্র (ভিজা), ছিল এবং না পার্থিব পাথরাদির ন্যায় শুষ্ক ছিল। ১১

স ফেনো বারিণাবিদ্ধ ৬৬ার বসুধাতলে
নৈবাম্ভো নৈব শুষ্কাঙ্গো বায়ুসন্ত্বাত্তমাসতঃ ॥ ১১
তৎকালে ফেনমুৎক্ষিপ্তা পবনঃ সঽ বারিণা।
নিরালম্বে নিরালম্বত্বভ্রাণি সনশুস্তত ॥ ১৩
তে ক্ষিপন্তি পরো ভূমাবাত্মানং স্বেন বহ্নিতাঃ।
নীলমেঘারুণপ্রখ্যা নৈবাম্ভো নৈব পার্থিবাঃ ॥ ১৪
ব্রাহ্মীং মূর্ত্তিং সমাধায় বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো বশী।
সমাঃ সহস্রং সম্পূর্ণা ৬৬ার বিপুলং তপঃ ॥ ১৫
বহির্বিধুন্বতী চীরবল্কলাবসৃতং।
তপস্তপ্যদনাহারো মৌনমাস্থায় পৌষ্করে ॥ ১৬
বর্ষাণাঞ্চ সহস্রাণি ত্রীণি ত্রৈলক্য ঈশ্বরঃ
তস্যাগ্নেস্তেজঃসম্ভূতো মহানগ্নিঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ১৭

স্বর্গপ্রকাশং কৃত্বা চ স্বর্গবাসী তনোদ্ভবঃ ॥
দিবি ভূতপ্রকাশাখ্যস্তপসা ব্রহ্মসম্ভবঃ ॥ ১৮
তস্মিন্ ভূমি রাজেন্দ্র মাত্যসেমু প্রতিষ্ঠিতম্।
ভাস্করস্তেজঃসংহারস্ততো ভবতি সম্ভবঃ ॥ ১৯
মর্ত্ত্যানাং সর্ব্বভূতানাং তেজ আক্ষিপ্য বর্ত্ততে।
ন তু যোগবলে রাজন্ ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ ॥ ২০
তস্মিন্ নাশয়েদ্ রাজো নাশায়ো ভবিতাধ্বরম্।
পুষ্পমিত্রো মহাতেজা যজ্ঞঃ সর্ব্বত্রগো বশী।
তপশ্চরতি ধর্ম্মাত্মা পুষ্করেষু সমাহিতঃ ॥ ২১
মহেন্দ্রশিখরাদ্ভ্রাতা যাবন্তং যান্তি মেদিনীম্।
তাবৎ স্বরূপনাস্থায় তিষ্ঠন্তে নিখিলাঃ সমাঃ ॥ ২২
তাদ্ভূতাঃ পতিতো ভাগো জ্যোতির্ভিরপি পদ্যতে।
সমাঃ সহস্রং নিখিলং মৌনব্রতিনি বর্ত্ততে ॥ ২৩

বায়ুর সেই রূপ ফেনের ন্যায় পতিত হইল। এই ফেন জলে আবিষ্ট হইয়া ভূতলের সর্ব্বদিক্ আবরিত করিতে লাগিল। ইহা ন জল কি ন স্থল ছিল ইহা বায়ুরই ঘনীভূত রূপ প্রাপ্ত হইল ॥ ১১

সেই সময় জলময় ফেনকে উপরে উৎক্ষিপ্ত করিয়া নিরাধার আকাশে নিরাধার জল এই সমুদ্রের মধ্যগতরূপে পরিণত হইয়া যাইল ॥ ১৩

তাহারা ওলের সমান নিজেরই স্বরূপে ঘনীভূত প্রাপ্ত হইয়া নীল মেঘরূপ ধারণ করত নিজের আভা জলকেই ভূতলে বর্ষণ করিতে লাগিল। সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত রক্তবর্ণের কান্তি পতিত হওয়ায় উহারা তখন রক্তবর্ণেরও দেখাইতেছিল। ইহারাও না আর্দ্র ছিল এবং না শুষ্কিকাদির ন্যায় শুষ্ক ছিল ॥ ১৪

তদনন্তর সর্ব্বত্র বিচরণকারী বায়ুদেব ব্রাহ্মণ শরীর ধারণ করত মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত রাখিয়া পূর্ণ এক সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করিলেন ॥ ১৫

অগ্নিদেবও বল্কল পরিধারণ করত চীর ও বল্কল পরিধান পূর্ব্বক জলাহারে থাকিয়া মৌন অবলম্বন করত পুষ্করতীর্থে চার হাজার বৎসর পর্য্যন্ত যত্নসহকারে তপস্যায় রত রহিলেন ॥ ১৬।

এই অগ্নির তেজে অন্য এক মহান্ অগ্নির প্রাদুর্ভাব হইল, তিনি সূর্য্যকে প্রকাশিত করিয়া সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন এবং স্বর্গের অন্ধকার অপসারিত করিয়া দিলেন। (ইনিই সূর্য্যাধিপতি প্রসিদ্ধ। এই ব্রাহ্মণ অগ্নি নিজের তপস্যার প্রভাবে স্বর্গে দিবাপ্রকাশ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন ॥ ১৭-১৮

রাজেন্দ্র! জল হইতে বিনির্গত সেই অন্ধকার তখন ভূতলে মনুষ্যলোকে প্রতিষ্ঠিত হইল। স্থলে অন্ধকার শব্দের অর্থ ভূমি এবং উহারই দ্বারা উপলক্ষিত হয় বলিয়া যাহা বর্ষাঋতুগামী মনুষ্যগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে তেজঃপুঞ্জ সূর্য্য সেই পূর্ব্ব অগ্নি অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট ॥ ১৯

রাজন্! যোগবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণ সূর্য্যলোকের অন্ত সমস্ত প্রাণিদিগের তেজকে তিরস্কৃত করিয়া থাকেন অথবা হরণ করেন। কিন্তু রাজার তেজকে তিনি সংহার করেন না। তাঁহার উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেন। তিনি সূর্য্যদেবের উপাসক, তাঁহার তেজ দ্বারা তিনি রাত্রিতেও বাস করিয়া যেন অর্থাৎ সূর্য্যোপাসকের রাত্রিতে মৃত্যু হইলেও তাঁহার অর্চ্চি আদি মার্গ লাভ হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি সকাম কর্ম্মসমূহে রত থাকে, তাহার যদি দিনেও মৃত্যু হয়, তবে সেই দিন তাহার অভয় (মোক্ষ) পদ প্রাপ্তিকারক হয় না ॥ ২০

সর্ব্বত্র যাইতে সমর্থ ও জিতেন্দ্রিয় যজ্ঞ মহাতেজস্বী বর্ষাত্মা পুষ্পমিত্র একাগ্রচিত্ত হইয়া পুষ্করে তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥২১

মহেন্দ্রপর্ব্বতের শিখর হইতে জলের যত ধারা পৃথিবীতে পতন করে, তত বৎসর যাবৎ করত তিনি পূর্ব বৎসর ধরিয়া তপস্যায় রত রহিলেন ॥ ২২

তিনি যে জল দ্বারা পতিত হইলেন অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলের ঘনাভাগে যে আকাশের ন্যায় প্রকাশিত হয়, উহাতে তিনি

নেত্রাগ্নি বহ্বয়ো তস্য নেত্রোদ্ভববিনিঃসৃতাঃ।
মধ্যাহ্নিকরবে প্রাপ্তে রশ্মিবান্ সপরিগ্রহে ॥ ১৪
তে রুদ্রাঃ প্রতানেত্রৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
রত্নাক্ত রেতঃসংঘোগাদ্ বিষদ্ধিরিব পাবকঃ ॥ ১৫
স বিষ্ণুলিঙ্গৈর্নেত্রোত্থৈর্লিঙ্গামমুবর্ত্ততে।
কর্ম্মণোঽন্তে যুগান্তে বা জগতো বহুরূপিণঃ ॥ ১৬
বহুতাপঃ পুনর্ভূত্বা নিবহো বসুধাতলে।
স বো রশ্মিষু সম্পূর্ণো তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥ ১৭
নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো ভূত্বা অপ্সরোভির্বিলালিত ঃ।
মেরোঃ শিখরমাসাদ্য কাম্যং কামেন নির্ব্বমন্ ॥ ১৮
তপস্কামঃ স বক্ষস্ত কুবেরো নরবাহনঃ।
বিষ্ণুরেব তপোঽধ্যক্ষস্তেজসোঽন্তে বিভূস্তুতি ॥ ১৯
নহি কশ্চিৎ পুমানস্তি য এবং তপ আচরেৎ।

ত্রিষু লোকেষু রাজেন্দ্র ঋতে বিষ্ণুঃ সনাতনম্ ॥ ৩০
বাসুকির্বহুশীর্ষস্তু নাগেন্দ্রো মৌনমাস্থিতঃ।
তপ আচরতে সম্যক্ নিয়ম্য মনসা মনঃ ॥ ৩১
নেত্রঃ সত্যধৃতির্নাগো বলবান্ ব্রহ্মসম্মতঃ।
বৃক্ষমারুহ্য ঘর্ম্মার্ত্তো অবাক্‌শীর্ষোঽবলম্বতে ॥ ৩২
জিহ্বাভিলেলিহানোঽভির্গাত্রজং বিষমুৎসৃজন্।
সমাঃ সপ্তত্রঃ সম্পূর্ণ নিরাহারস্তপোধনঃ ॥ ৩৩
কালকূটং বিষং তস্য মুখাদ্ বমতি নিত্যশঃ।
যেন লোকা হতিক্রান্তা ন সুখং বিন্দতে নৃপ ॥ ৩৪
সর্ব্বত্রাগুগতং তীক্ষ্ণং ভুজঙ্গেষু মহীপতে।
জন্তবঃ স্থাবরাশ্চৈব সর্ব্বত্রাগুগতং বিষম্ ॥ ৩৫
পরস্পরবিবৃদ্ধেন হিংসাযুক্তেন ভারত
নাশয়ত্যাত্মনোঽঙ্গানি তেন তীক্ষ্ণেন ভারত ॥ ৩৬

অনিমেষ নয়নে তিনি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ জগৎকে দেখিতে লাগিলেন। ১৩

সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে দুই নিবদ্ধ করিলে পর অন্তর্ধানী সূর্য্য পরিবেষের পরিমণ্ডলের ন্যায় প্রতীত হন এবং মহাভাগে খোল বর্ণত্বের তুল্য দৃষ্ট হন। যখন পুণ্ডরিকের নেত্রপ্রান্ত সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হয়, তখন সূর্য্যের প্রভাব দ্বারা নিঃসৃত নেত্রের সহিত এই মুক্তমিশ্র সূর্য্যকিরণসমূহ চক্ষুর মধ্য হইতে নির্গত হইয়া উপর দিয়ে এদিক্ ওদিক্ সর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়া যায় এবং সূর্য্যের রক্ষণকারী সেই যক্ষরাজের পক্ষে বহু সংখ্যক—শত শত ও সহস্র সহস্র নেত্র হইয়া যায়। এই সব অনেক ভেজে সংযুক্ত হইয়া তিনি এরূপ শোভা পাইতে থাকেন, যেরূপ বিধান্ অগ্নিসমূহে পরিবৃত হইয়া অগ্নিদেব সুশোভিত হন। ১৪-১৫

যখন নেত্ররন্ধ্রের কর্ম্মসমূহের শেষ হইয়া যায় অথবা অনেক রূপবিশিষ্ট জগতের প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, সেই সময় এই পুণ্ডরিক অথবা ভাবী কুবের অগ্নির স্ফুলিঙ্গসমূহের সদৃশ প্রকাশিত নেত্রকোণসমূহের দ্বারা সূর্য্যদেবের অনুবর্ত্তন করেন ১৬

নিজের তপস্যার প্রভাব অধিক বর্দ্ধিত হইলে পর তিনি পৃথিবীতলে উপস্থিত হইলেন এবং ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া পূর্ণ এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পুনরায় অত্যন্ত দারুণ তপস্যা করিতে লাগিলেন। তারপর মেরুপর্ব্বতের শিখরে গমন করত ভোগের দ্বারাই কামকে পরিত্যাগ করিতে করিতে তিনি অপ্সরাগণের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ১৭-১৮

তপস্যাকামী সেই পুণ্ডরিক যক্ষই নরবাহন কুবের হইলেন। তাঁহার রূপে তপস্যার অধ্যক্ষ স্বয়ং বিষ্ণুই ছিলেন, তিনি তপস্যার অন্তে তেজোবৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। ১৯

রাজেন্দ্র! তিন লোকে সনাতন বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষ এরূপ নাই, যিনি এরূপ কঠোর তপস্যা করিতে পারেন ৩০

বহু মস্তকবিশিষ্ট নাগরাজ বাসুকিও মৌন অবলম্বন করত বুদ্ধির দ্বারা মনকে সম্যক্‌রূপে রুদ্ধ করিয়া তপস্যা আচরণ করিতে লাগিলেন। ৩১

সত্যকে ধারণকারী ব্রহ্মসম্মত বলবান্ নাগ নেত্র ঘর্ম্মার্ত্ত হইয়া এক বৃক্ষে আরোহণ করত নীচের দিকে মস্তক করিয়া ঝুলিতে লাগিলেন এবং লেলিহান জিহ্বাসমূহের দ্বারা নিজের শরীরের বিষ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তপোধন নেত্র পূর্ণ এক সহস্র বৎসর নিরাহার হইয়া অতিবাহিত করিলেন ৩২-৩৩

তাঁহার দ্বারা পরিত্যক্ত বিষই মহান্ কালকূট নামক বিষ হইল। নৃপ জনমেজয়! সেই বিষে গ্রস্ত হইয়া কোনও লোকই সুখলাভ করিতে পারিবে না। ৩৪

নৃপতে! এই তীক্ষ্ণ বিষ সর্পগণের মধ্যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া যাইল। এই বিষ স্থাবর ও জঙ্গম সকল প্রাণীর মধ্যেই অনুগত হইল ৩৫

ভারত! পরস্পরের প্রতি বর্দ্ধিত হিংসাভাববুক্ত তীব্র ক্রোধে পরিণত তপ তাহাদের নিজেরই অঙ্গসমূহকে নাশ করিয়া দেয়। ৩৬

অথ ব্রহ্মা মহাভাগো ভূতানাং হিতকাম্যয়া।
মন্ত্রং বিসৃজতে রাজন্ ব্রহ্মাক্ষরনৃসিংহকম্ ॥ ৫৭
পঞ্চভ্যস্তান্ বিভক্তৈঃ পঞ্চৈর্মন্ত্রৈঃ সলিলং মন্ত্রীম্

রাজন্! হিংসক বিশ্বের উৎপত্তির পর মহাভাগ ব্রহ্মা সম্পূর্ণ ভূতগ্রামের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মাক্ষরনৃসিংহনামক বিদ্যাময় মন্ত্রের সৃষ্টি করিলেন, যাহা ব্রাহ্মমন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ৫৭

পঞ্চম বিভক্তে বিভক্ত পঞ্চমন্ত্র, মন্ত্রাভিমন্ত্র। পঞ্চাক্ষর এবং স্থূলত বিশ্বের অন্তরাত্মার ন্যায় জল। জীবন) ও পৃথ্বীকে (পৃথ্বীরূপে। পূর্ণ সমস্ত বন্দের পরাক্ত রক্ষা করেন ॥ ৫৮

---

* এখানে মূলে ("এ শ্লোকের শেষ চরণে মন্ত্রের বিশেষণ 'ব্রহ্মাক্ষরনৃসিংহকম্' আছে। উহার মধ্যে ব্রহ্মশব্দে প্রণব (ওঁ) গ্রহণ করা হইয়াছে। 'অক্ষিসক্থ অক্ষর' হইতে অন্তরবীজ 'য' গ্রহণ করা হইয়াছে। এই বীজকে বিস্তৃতপক্ষ অর্থাৎ বৌজ বলা হয়। উহার পর 'পঞ্চভ্যস্তান' পদ গ্রহণ করিতে হইবে। উহার উপরোক্ত মহাবিধি ব্যবহার) পঞ্চস্থানাদিতে করিতে হয়। যথা—'ওঁ নমঃ পঞ্চ ন হৃদয়ায় নমঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং'—এই মন্ত্র বলিয়া দুই হাতের তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা দুই অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলিতে স্পর্শ করিবে। ওঁ পঞ্চমান শিরসে স্বাহা তর্জনীভ্যাং'—এই মন্ত্র বলিয়া দুই হাতের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলিদ্বারা দুই মধ্যমা অঙ্গুলি স্পর্শ করিবে। 'ওঁ যূ পঞ্চমান্ শিখায়ৈ বষট্ মধ্যমাভ্যাং'—এই মন্ত্র বলিয়া দুই হাতের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা দুই মধ্যমা অঙ্গুলি স্পর্শ করিবে 'ওঁ বৈ পঞ্চমান্ কবচায় হুম্ অনামিকাভ্যাং'—এই মন্ত্র বলিয়া পৃষ্ঠাদির দুই অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির দ্বারা দুই অনামিকা অঙ্গুলি স্পর্শ করিবে। 'ওঁ বৌং পঞ্চমান্ নেত্রত্রায় বৌষট্ কনিষ্ঠাভ্যাং'—এই মন্ত্র বলিয়া দুই অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির দ্বারা দুই কনিষ্ঠাঅঙ্গুলি স্পর্শ করিবে। 'ওঁ যঃ পঞ্চমান্ অস্ত্রায় ফট্ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং' এই মন্ত্র বলিয়া বামকরতলের উপর দক্ষিণ করের পৃষ্ঠভাগ স্পর্শ করিবে। ইহাই হইল করন্যাস। অঙ্গন্যাসও এই মন্ত্রেই হইবে। যথা ১। ওঁ নমঃ পঞ্চমান্ হৃদয়ায় নমঃ, ২। ওঁ যৌ পঞ্চমান্ শিরসে স্বাহা, ৩। ওঁ যূ পঞ্চমান্ শিখায়ৈ বষট্, ৪। ওঁ বৈঃ পঞ্চমান্ কবচায় হুম্, ৫। ওঁ বৌং পঞ্চমান্ নেত্রত্রায় বৌষট্, ৬। ওঁ যঃ পঞ্চমান্ অস্ত্রায় ফট্। এই অঙ্গন্যাসের অনুলিবিধি—অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলিকে বাদ দিয়া অন্য অঙ্গুলি গুলির দ্বারা হৃদয় ও মস্তক স্পর্শ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলিকে ভিতরে রাখিয়া মুষ্টিবদ্ধ করত শিখা স্পর্শ করিবে। (কাহারও মতে কেবল অঙ্গুষ্ঠের দ্বারাই

সনাঃ সপ্তভ্রঃ সম্পূর্ণঃ চূলাগ্রৈর বলম্বিনা ॥ ৫৮
পর্বভিশ্চৈব বিকটৈর্বিস্তীর্ণৈর্ধরণীতলে।
বরাজ বসুধা চৈব পর্বৈর্বিচিত্রিতৈঃ ॥ ৫৯

এই পঞ্চম বিভক্ত বিকৃত ও বিকসিত পঞ্চমন্ত্রসমূহের দ্বারে পৃথিবী এবং আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত, এই ভূতলে (এবং পরীরেও অন্তর্যামিরূপে বিরাজমান আছেন; তাঁহার বহুসংখ্যক বিচিত্র পঞ্চমন্ত্রে পৃথিবীর অতিসুন্দর শোভা হইতেছে। ইহা পঞ্চমের জ্ঞান ॥ ৫৯

শিখা স্পর্শ করিতে হয়। (কাহারও মতে—দক্ষিণ হস্তের সমস্ত অঙ্গুলির দ্বারা বাম হস্তের মূল স্পর্শ এবং বাম হস্তের সমস্ত অঙ্গুলির দ্বারা দক্ষিণ হাতের মূল স্পর্শ করিবে। দুই নেত্র মধ্যস্থিত তৃতীয় নেত্র ললাটে আছে মনে করিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনী অঙ্গুলি ও অনামিকা অঙ্গুলির দ্বারা দুই চক্ষু এবং মধ্যমাঅঙ্গুলির দ্বারা ললাটস্থিত নেত্রকে এক সঙ্গে এই তিন অঙ্গুলির দ্বারা স্পর্শ করিবে। ৮। সন্ধ্যাকর্ম করিলে অঘ নাশ হয়। দক্ষিণ হস্তকে বাহ্যিক ক্রিয়া সকলের উপর হইতে ঘুরাইয়া আনিয়া বাম হস্তের তালির উপর দক্ষিণ করতলে বাম করিবে। কাহারও মতে এই অঙ্গন্যাস হইল নাভি চতুষ্পার্শ্বে দুই হাতকে উপরে তুলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর দ্বারা মস্তকের চারিদিকে লক্ষ করা।

৩৮ শ্লোকে "সলিলং মন্ত্রীম্" হইতে আরম্ভ করিয়া "... বলম্বিনা" পর্যন্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মূল মন্ত্র বর্ণিত আছে। মহাভারতের ও মহাভারতের অন্তর্গত এই হরিবংশের প্রখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠ তাহার উদ্ধার করিয়া পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের এই রূপ নির্ণয় করিয়াছেন—"নং রুদ্রং নং বষট্"। এই মন্ত্রের বিনিয়োগ এইরূপ "ওঁ অস্য শ্রীপঞ্চবক্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রী ছন্দঃ পঞ্চমান দেবতা বং বীজং রুদ্রঃ শক্তিঃ নং কীলকং বিন্যাসনে বিনিয়োগঃ"। এই মন্ত্রে বিনিয়োগ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ন্যাস করিতে হয়।

"পর্বভিশ্চৈব বিকটৈর্বিস্তীর্ণৈর্ধরণীতলে। বরাজ বসুধা চৈব পর্বৈর্বিচিত্রিতৈঃ ॥" মহাশ্লোক—যিনি বিকৃত ও বিকসিত পঞ্চমন্ত্রসমূহের দ্বারে সম্পূর্ণ পৃথিবী এবং আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত, যিনি ভূতলে (পরীরের মধ্যেও অন্তর্যামিরূপে বিদ্যমান এবং যাঁহার বহুবিচিত্র পঞ্চমন্ত্রে পৃথিবীর অতিসুন্দর শোভা হইতেছে সেই পঞ্চম থেকে আমি ধ্যান করিতেছি)। এই মন্ত্রের দ্বারা ধ্যান করিয়া "নং রুদ্রং নং বষট্" এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের পাঁচ লক্ষ রূপ করিলে এই মন্ত্র সিদ্ধ হইবে।

যেন বৃত্তেন জীবেয়ুঃ সর্বভূতানি ভারত
ইহলোকে মনুষ্যেন্দ্র দেবলোকে চ ভারত
জ্যোরিয়াচিত্তনক্ষত্রা মহীমণ্ডলবিমণ্ডিতঃ ॥ ৪০
হিমবান্ হিমসম্পাতে ভবতোকচরো বশী
পুরুরাত্মসি ধর্ম্যাত্মা মংস্যোল্লিখিতমূর্দ্ধজঃ ॥ ৪১
অথ খরলাক্রমা পৃথিবীঃ প্রাংশুদেহিনীম্।
তপশ্চরতি ধর্ম্যাত্মা বাহুমুদ্যম্য দক্ষিণম্ ॥ ৪২
সাগ্রং বর্ষসহস্রক শতমেকঞ্চ সুব্রত।
তপশ্চরতি সংযোগাদ্ বায়ুভক্ষঃ সমাহিতঃ ॥ ৪৩
সমাধিযোগাৎ সঙ্গাদ্ বা ব্রহ্মযোগমৃতং ভারত
যেনেহ পৃথিবী রাজন্ ধার্য্যতে ব্রহ্মযোনিনা ॥ ৪৪
অনাদ্যন্তেন নিত্যেন সর্বত্র বিধিযৈধিনা।
যেনঽসৌ বিষ্ণুরগাধাত্মা পরমাত্মা নিরাকৃতিঃ ॥৪৫

দিনে নিষণ্ণো ভবতি রাত্রৌ ভবতি বৈ স্থিরঃ
সত্যসন্ধঃ স ধর্ম্যাত্মা কালকারকরো ভবেৎ ॥ ৪৬
তস্য যঃ সোমতঃ পাণিঃ পৃথিব্যাঃ পৃথিবীসহঃ।
রাত্রৌ স তপনো ভবতি মণ্ডলঃ বিপুলঃ নক্তং ॥ ৪৭
স ঽস্ত্রবিবরঃ রাজন্যামাস কণ্ডতি।
গ্রহাণাং গতয়শ্চৈব তারাণাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৪৮
তাং ছায়ামাক্ষপন্ সোমাং প্রবাহুর্বলেন বৈ।
পৃথিব্যাং দক্ষিণো হস্তো মহাযোগী মহামনাঃ ॥ ৪৯
মৈথা ছায়া মহী ভূত্বা শশিনমণ্ডলমাবিশৎ।
অলিক্ষা পৃথিবীলিঙ্গাদ্ভুতাকৃত্যা দিবি ॥ ৫০
অঙ্গাঙ্গাদ্ভূতপৃষ্ঠেষু তপশ্চরতি নিশ্চয়াৎ।
প্রোক্ষ্য পাণৌ তু সতলে পৃথিবী তপসি স্থিতা ॥৫১

(এখন মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বলিতেছেন,— ভারত। নরেন্দ্র যজ্ঞ-মহোৎসবে ইহলোক এবং পরলোকের সকল প্রাণী জীবিত হইতে পারে। নিম্নলোকে অসংখ্য প্রাণিসমূহ (ও ইন্দ্রিয়াদি) সহিত এই পৃথিবী এবং সেই হিমবানও হইয়া নক্ষত্র সমূহে ব্যাপ্ত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে থাকে। ৩৯

ধর্ম্যাত্মা হিমবান্ হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে পুষ্করের জলে অবস্থান করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন, সেই সময় সহোদরের বধ মনে উঁহার হৃদয়ের কোমলাংশে ভ্রান্তি নাশ করিতে ছিল। তিনি মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া একাকীই সেস্থানে বিচরণ করিতেছিলেন। ৪১

এই ধর্ম্যাত্মা হিমবান্ যাঁর বলে উক্ত সরোবরিশিষ্টা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া দক্ষিণ বাহুকে উপরে উত্তোলিত করত তপস্যায় রত রহিলেন। ৪২

সুব্রত! কেবল বায়ুভোজী হইয়া একাগ্রচিত্তে উত্তম যোগ অবলম্বন করত হিমবান্ একশত বৎসর ধরিয়া তপস্যা করিলেন। ৪৩

ভারত! রাজন্! তিনি ব্রহ্মার উৎপত্তি স্থান, অনাদি, অনন্ত ও নিত্য এবং জীবকুলে সর্ব্বত্র বিহরের অনুমতাবকারী, তিনি সমাধিযোগ অথবা প্রণবের জপ ও চিন্তনে নিরত হইয়া এই সমস্ত পৃথিবীকে ধারণ করেন, তিনি সাক্ষাৎ পরমাত্মা বিষ্ণু। (ইনিই সূর্য্যাদিরূপে এই বসুধাকে ধারণ করেন।) ইঁহার স্বরূপ অথাধ এবং ইনি নিরাকার ব্রহ্ম। ৪৪-৪৫

তিনি দিনে উপবিষ্ট থাকেন অর্থাৎ বিশ্রাম দ্বারা প্রাণা হন এবং রাত্রিতে দণ্ডায়মান থাকেন অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা উপরে উত্থিত হইয়া থাকেন। এই সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্যাত্মা শ্রীহরি ইচ্ছানুসারে (লীলাপূর্ব্বক) কার্য্য করেন। ৪৬

এই ভগবান্ বিষ্ণুর যে বাম হস্তস্বরূপ উঁহার কতিপয় জন্য উপাত্ত রহিয়াছেন, তিনিই এই ভূতলে ধর্ম্য বলিয়া অভিহিত হন। পৃথিবীর ন্যায় এই হস্ত সকলের ধারণকারী। উনি রাত্রিতে (অধিষ্ঠাতে) প্রকাশ বা বিবেক) প্রদান করেন এবং উনি বিশাল আকাশমণ্ডলে ব্যাপ্ত রহ। ৪৭

রাজন্! এই ধর্ম্য ৬ষ্ঠ অর্থাৎ মনকে নিয়ন্ত্রণকারী রাশাদি যোগসমূহকে প্রাপ্ত করেন এবং ক্ষুদ্র গ্রহ ও তারাসকলের গতি যে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়সকল, তাহাদের বিষয়সমূহের দিকে ধাবিত হইবার শক্তিকে রুদ্ধ করেন। ৪৮

পৃথিবীতে শ্রীভগবানের যে দক্ষিণ হস্ত ধর্ম্য, তিনি চন্দ্র হইতে নির্গতা গঙ্গার ধারাসমূহ ও চন্দ্রমণ্ডলের দ্বারা অধিষ্ঠানের বাধা করিতে করিতে সাধককে মহাযোগী এবং মহামনা করিয়া থাকেন। (ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ যে, গঙ্গার দেবতা এবং চন্দ্রের কৃষ্ণ ধারবার দ্বারা অধিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণ হয় ও ধর্ম্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলে জ্ঞান ও যোগশক্তির সহিত মোক্ষও লাভ করা যায়।) ৪৯

এই অধিষ্ঠাত্রী রাত্রিরূপা ছায়া নিজরহিত (প্রকাশশূন্য—মিথ্যা)। ইহা অদ্ভুত পৃথিবীরূপ শরীর ধারণ করত মূর্ত্তির একাগ্রতার প্রভাবরূপ হইয়া আকাশস্থ চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করে। মিথ্যা বলিয়া ইহা অলক্ষ্য (চক্ষুরাদির সংযোগের স্থান রহিত।) ৫০

এই পৃথিবীতলস্থ দুই পদ যৌত করিয়া অর্থাৎ বিবিধ

সূর্য্যাভিস্তিঃ পীয়মানাবাক্ষিপ্তা মহী তলে
মহীমিবাম্বুবসনাং মুগয়ন্তে বিষ্ণুতেজসা ॥ ৫১
বরাজ সূর্য্যরশ্মিভির্ব্যাত্তিরিকা মহানলী।
স্ফাটিকেব গুণা সৈষা কাঞ্চনৈর্ধাতুভির্যুতা ॥ ৫৩
আদিত্যেন সমাদত্তা রশ্মিভেজোঽভিসম্ভবৈঃ।
মণ্ডলান্তর্গতা দেবী চক্ষুষা নোপলভ্যতে ॥ ৫৪
রশ্মিভিঃ পুনরুত্তীর্ণা ততো যোগেন ধারিতা
আকাশগঙ্গা সংযুক্তা বিপুলৈরম্বুবিপ্রুষৈঃ ॥ ৫৫
শীতচ্ছায়ৈশ্চ তরুভির্লতাভিশ্চ সুগন্ধিভিঃ।
পল্লবৈশ্চ বিবিধৈঃ শুশুভে দিব্যগন্ধিভিঃ ॥ ৫৬
কাঞ্চনাদ্রিতটপ্রখ্যা স্ফাটিকাম্বরমেখলা।
পল্বলেষুসিতা পীতা চক্রবাকাবতংসিকা ॥ ৫৭

নীলগর্ভমুকোন্মাদ্যা পুষ্পস্তবকসঙ্কুলা
শোভতে বিপ্রসর্পন্তী প্রনদেব বিভূষিতা ॥ ৫৮
সৈষা গঙ্গা ফলং লেভে পুষ্করেণ সমাহিতা।
তপসা চন্দ্রবিখ্যাতা লোকানাং ধারণে রতা ॥ ৫৯
সরস্বতী স্বরৈর্বৈক্লৈরর্থবতে স্তন্ধবাদিনী।
পৃষ্ঠাং প্রয়াতা শৈলেন্দ্র মন্দরে মন্দমালিনী ॥ ৬০
ঊর্ধ্বয়াশ্চতুরো বেদান্ পাদৈশ্চতুর্ভিরাবৃতান্।
যজুর্ভিঃ সামভিশ্চৈব প্রমিতাক্ষিভা তদা ॥ ৬১
ঋষিভির্মন্দনপ্রখ্যৈস্তপসা দগ্ধকিল্বিষৈঃ।
সুপার্শ্বস্য গিরেঃ পার্শ্বে পরিবার্যৈঃ সুলাবৃতৈঃ ॥ ৬২
নিঃস্বনং সর্ব্বভূতানি নিরীক্ষন্তে ন শৃণ্বতে
মন্দরাগ্রে বিসর্পন্তং তপসং কৃৎস্নতীন্দ্রিয়ম্ ॥ ৬৩

তীর্থে স্নান করিয়া সম্পূর্ণ জগৎকে সন্তুষ্টিত করত অর্থাৎ বিষয়-সমূহ হইতে নিবৃত্ত করত দৃঢ় নিশ্চয়ের সহিত তপস্যা করিতে লাগিলেন এবং দীর্ঘকাল তাঁহাতে স্থির রহিলেন। (এই তপস্যার প্রভাবে জলের বনীভাবরূপ দোষের আকারে পরিণত হইয়া পৃথিবী চন্দ্রমণ্ডলে পরিষ্কৃত হইলেন।) ॥ ৫১

তারপর সূর্য্যের কিরণসমূহের দ্বারা পীত জলের সহিত পৃথিবীও সেইভাবে তাঁহার নিকটে আকৃষ্টা হইয়া যাইলেন, যেরূপ মুগাভাবকালে রমণীগণের মধ্যে নিমজ্জিতা সলিলবসনা পৃথিবীকে বরাহরূপধারী ভগবান বিষ্ণু তাঁর তেজে উপরে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন ॥ ৫২

সূর্য্যের কিরণসমূহের সহিত মিশ্রিতা হইয়া পৃথিবী এক মহানদীর রূপে পরিণতা হইলেন। সেই সময় তিনি সুবর্ণময় ধাতুসমূহে পরিবৃত স্বচ্ছ স্ফটিকশিলার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫৩

সূর্য্যের দ্বারা গৃহীতা হইলে পর কিরণসমূহের তেজে একীভাব প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে স্থিতা পৃথিবীদেবী চক্ষুর অগ্রাহ্য হইয়া যাইলেন ॥ ৫৪

সূর্য্যকিরণসমূহ হইতে পুনরায় উত্তীর্ণ হইয়া অথাৎ জলরূপ বিন্দুর ধারণ করত তিনি আকাশগঙ্গা হইয়া যাইলেন এবং সেস্থান হইতে সংযোগ ধারিত হইলেন ॥ ৫৫

পথে শীতল ছায়াযুক্ত বৃক্ষ, লতা, সুগন্ধিত পুষ্প ও দিব্য গন্ধপূর্ণ বিবিধ পল্লবসমূহের দ্বারা তিনি অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫৬

এই মহানদী অগ্রগমনরতা বস্ত্রাভরণে বিভূষিতা যুবতী স্ত্রীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সুবর্ণময় কমল তাঁহার কটিদেশের আভরণ ছিল, স্ফটিকশিলাসমূহ মেখলার ন্যায় শোভা দান করিতেছিল, পদ্মসমূহের অভাব ধারণ করায় তাঁহার কান্তি শ্বেত ও পীত দেখাইতেছিল, চক্রবাকপক্ষী তাঁহার কর্ণের আভরণ ছিল, জলের মধ্যভাগ হইতে উত্থিত নীলকমলসমূহ তাঁহার সুন্দর কেশকলাপ ছিল এবং রাশি রাশি পুষ্পসমূহে তিনি ব্যাপ্ত ছিলেন ॥ ৫৭-৫৮

এই সেই সম্পূর্ণ লোকধারিণী পৃথিবী উগ্র তপস্যা করিয়া প্রথমে চন্দ্রমণ্ডলে পরিণত হইলেন, তারপর পরমাত্মার ধ্যানে একত্রিত হইয়া উৎকৃষ্ট তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫৯

লোকধাত্রী পৃথিবী পরমাত্মা প্রাপ্ত হইয়া এবং পুষ্করে সরস্বতী হইয়া বাক্ যারে বেদপাঠ করিতে করিতে ব্রাহ্মণের তপস্যার স্থানে রহিলেন। এই সরস্বতী মেরুপৃষ্ঠে মন্দরগিরিতে চলিতে চলিতে বিচিত্রাক্ষ মন্দরাচলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৬০

সেই সময় তিনি ঋষিগণের সহিত শিক্ষার দ্বারা প্রথিত, চার পাদযুক্ত, ঊর্ধ্বপ্রবাহ ও যজুঃ এবং সামমন্ত্রসমূহে যুক্ত চার বেদ স্পষ্টরূপে পাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ৬১

যে ঋষিগণের সহিত সরস্বতী বেদ পাঠ করিতেছিলেন, তাঁহারা অতিকুলা ভেজস্বী ছিলেন। তপস্যার তাঁহাদের সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা সুপার্শ্বপর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্বে বসিয়া শিষ্যগণকে ব্রহ্মের উপদেশ করিতেছিলেন এবং অন্য ব্যক্তিগণকে উদ্ধার করিতে সমর্থ ছিলেন ॥ ৬২

সরস্বতীর এই ব্রহ্মঘোষ (বেদধ্বনি) সমস্ত প্রাণীরা নিয়ম-পূর্ব্বকও শ্রবণ করিতে পারিত না কারণ, তাহা ইন্দ্রিয়াতীত

বিরামনিয়মে প্রাপ্তে তূষ্ণীভূতা বভূব হ
ন বাচমীরয়েদ্দেবী নিয়মাৎ সত্যবাদিনী ॥ ৬৪
অথ ভূতানি সর্বাণি তূষ্ণীভূতানি সর্বশঃ।
ন শেকুস্তত্রিধানার্থং ব্যাহর্তুং বদনৈর্বলাৎ ॥ ৬৫
বিভজ্য যোগং মনসা সর্বভূতেষ্বনুস্মরম্।
সরস্বতী তীরযুতা ব্যাজহার মহাস্বনম্ ॥ ৬৬
সরস্বত্যা সমাযুক্তাং শিক্ষাং গৃহ্ণন্তি দেহিনঃ।
তস্মিন্নেবাথ তে সর্বে গানং গায়ন্তি শিক্ষয়া ॥ ৬৭
আদিত্যা বসবো রুদ্রা মরুতশ্চাশ্বিভিঃ সহ।
জটিলাশ্চীরবসনা মুঞ্জমেখলধারিণঃ ॥ ৬৮
গন্ধর্বাঃ কিন্নরাশ্চৈব সনাগাঃ সহ চাপ্সরঃ।
তপশ্চরন্তি সহিতাঃ পুষ্করেষু মনীষিণঃ ॥ ৬৯

অপি কীটপতঙ্গৈস্তু সহ সর্বৈঃ সরীসৃপৈঃ।
শোষয়ন্তি শরীরাণি তপঃসাগ্রেণ যত্নতঃ ॥ ৭০
বিষ্ণুর্বিষ্ণুত্বমাপন্নো দেহান্তরবিসৃষ্টবান্।
রক্ষতি মহাযোগী সর্বানস্তান্ সহচারিণঃ ॥ ৭১
পুষ্করে রমতে বিষ্ণুর্বিষ্ণুত্বেন স্থিতা কৃতঃ।
দীপ্যমানঃ স্বতেজোভির্বিধূম ইব পাবকঃ ॥ ৭২
সোঽগ্নির্গগনমাসৃত্য পৃথিব্যাঃ তাপয়ন্নিব
প্রধাবতি সমং তেন মণ্ডলং রশ্মিযোজনম্ ॥ ৭৩
বিরাজাচ্চিভির্দীপ্তৈঃ পৃক্তস্তাবলম্বিভিঃ।
বিস্ফীর্ণপাখিবিভবৈর্মযূখৈরিব দীপিতঃ ॥ ৭৪
তস্যাস্ত্রৈবিকুলিঙ্গানাং ন শেকুর্জ্বলনে রতাঃ।
বিপ্রকীর্ণস্তু বসুধামর্যাদামিব ভাস্করম্ ॥ ৭৫

ছিল। মন্বন্তরাবসানের অগ্রে বিস্তৃতপ্রাপ্ত এই পর্ব সম্পূর্ণ জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ইহা বৈধর্ম্য সঙ্কট ছিল, কিন্তু সৃষ্ট বলিয়া গুরুত্বে ছিল। ॥ ৬৩

বিরামের নিয়ম প্রাপ্ত হইলে পর বাগ্‌দেবী নীরব হইলেন। এই অবস্থায় সেই সত্যবাদিনী দেবী নিয়মতঃ বাণী উচ্চারণ করিলেন না। (তৃতীয় রত্নখণ্ড নিরূপণ করিবার সময় "যজ্ঞো বাচো বিবক্ষতে" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যানুসারে বাগ্‌দেবীর যৌন অবলম্বন করা উচিত হইয়াছিল। ॥ ৬৪

তদনন্তর সকল প্রাণী সর্বতোভাবে নীরব হইয়া গেল। তাহারা নিজ নিজ মুখ দিয়া বলপূর্বক কিছুই বলিতে সমর্থ হইল না ॥৬৫

তখন সমস্ত প্রাণীর উপর অনুগ্রহ করিবার জন্য মনের দ্বারা যোগ বিভাজন করিয়া তাঁহার উপর মধ্যমানা সরস্বতীদেবী পুনরায় মহাশব্দ উচ্চারণ করিলেন। (ইহার তাৎপর্য্য হইল, ব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রতিপাদন করিতে অসমর্থ হইলেও বাগ্‌দেবী তটস্থ লক্ষণের দ্বারা তাঁহার তত্ত্বের নিরূপণ করিতে পারেন) ॥৬৬

সরস্বতী কর্তৃক প্রদত্তা শিক্ষাকে অন্য দেহধারীরাও গ্রহণ করে। তাহারা সকলে সেই পথে স্থিত হইয়াই শিক্ষা অনুসারে মন্ত্রসমূহের গান করে ॥ ৬৭

আদিত্য, বসু, রুদ্র ও মরুদ্‌গণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়—ইঁহারা সকলে জটাধারণ, চীরবস্ত্রপরিধান ও মুঞ্জমেখলা ধারণ করত সেই শিক্ষা অনুসারে মন্ত্রসমূহ গান করেন ॥ ৬৮

গন্ধর্ব, কিন্নর ও নাগগণ এবং অপ্সরাও সেই শিক্ষা অনুসারে মন্ত্রসমূহ গান করেন। এই সব মনীষী পুষ্করগণ একসঙ্গে থাকিয়া পুষ্করে তপস্যা করিতেছিলেন ॥ ৬৯

এবং সেই উগ্র তপস্যার দ্বারা মহাপুরুষ কীট-পতঙ্গ ও সমস্ত সর্প-বিদ্যা প্রভৃতির সহিত নিজেদের শরীরকে শুষ্ক করিতে লাগিলেন ॥ ৭০

পরমাত্মা বিষ্ণু ব্যাপক স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও দ্বিতীয় ঈশ্বর বিগ্রহে (চতুর্ভুজ-স্বরূপে যুক্ত হন। এই স্বরূপে সেই মহাযোগী বিষ্ণু সেই সহচারিগণকে (আদিত্যাদি দেবগণকে) সর্বতোভাবে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৭১

পুষ্কর অর্থাৎ সম্পূর্ণ কর্মাত্মক জগতে ব্যাপ্ত ভগবান্ বিষ্ণুই নরনারায়ণাদি রূপে এক হইতে দুই হইয়া বিরাজিলেন এবং ধূমহীন অগ্নির ন্যায় তীব্র তেজে দেদীপ্যমান হইয়া তপআদির লীলা করেন। ॥ ৭২

এই বিষ্ণুই মনঃকল্পিত গায়ত্র্যাদি অগ্নিরূপ হইয়া পৃথিবীর অভিমানী দেবতাকে তাপ দান করিতে করিতে (তাপ দান করিয়া সুবর্ণের ন্যায় শুদ্ধ করিতে করিতে) তাহার সহিত দশ যোজন ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে ধাবিত হন। অর্থাৎ তাহার কর্মফলের ফলদান করিবার জন্য তাহার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করেন) ॥ ৭৩

যিনি দেহাত্মবাদীর সামর্থ্যকে নষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই অগ্র-পশ্চাৎ সর্বদিকে বিস্তৃত ও ঊর্ধ্বগত শিখাসমূহ অথবা কিরণ-সমূহে প্রকাশিত হইতে হইতে অগ্নিদেব অভিন্ন শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৭৪

যেরূপ বিষয়াসক্ত মনুষ্যগণ পৃথিবীর মর্যাদানির্দিষ্ট—উহার পরিচ্ছেদকারী সূর্যদেবকে লঙ্ঘন করিতে পারে না, সেইরূপ এই সর্বদিকে প্রসারিত অগ্নিস্বরূপ বিষ্ণুর স্ফুলিঙ্গসমূহের তুল্য যে ব্রহ্মাণ্ডিগণ আছেন, তাঁহাদিগকেও কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না ॥ ৭৫

সোঽগ্নিলীলা বিভজ্যাংশূন্ বিধূম ইব পাবকঃ
অগ্নির্ভিত্ত্বা লনপ্রৌঘৈর্বিতস্থৌ ঈবাম্বরে ॥ ৭৬
সোঽগ্নির্বিবৃদ্ধতত্তত্ত্ব ছিত্বরে বিপুলা স্তদা
যাবদ্ বিক্রমঃ প্রাপ্তো নিমন্ত্রণ সমাপনং ॥ ৭৭
রক্ষণং কৃত্বা স্থিতঃ বিভাব বিক্রবিক্রমপরাক্রমঃ
কৃত্বা শতশরীরো বৈ নাগো বালাহকোদ্ভবং ॥ ৭৮
তমগ্নিমাদ্ভসংস্রষ্টং লেলিহানং মহামতিম্
প্রতিপ্রবৃত্তং তেজোভির্ভূতানাং হিতকামদা ॥ ৭৯
বারিণা সুখশীতেন প্রাণিনাং প্রাণবর্দ্ধনঃ
স্থবিরুদ্ধহনো তত্র নাগো বালাহকস্তদা ॥ ৮০
ততঃ সিদ্ধগণৈর্জুষ্টঃ পুষ্করে তপ্যতে তপঃ
সংস্তুত্য মনসাত্মানং মহাযোগী মহাবলঃ ॥ ৮১
পাদযুগ্মাণি সংস্তুত্য মনো মূর্ত্তি বিধারহন্

অচলং স্থানমাসাদ্য তূষ্ণীম্ভূতো বভূব হ ॥ ৮২
এষ ধর্ম্মো হি ধর্ম্মাণাং নোপধাবিকল্পিতঃ
স্থিতঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ইত শ্চামুত্র চোভয়োঃ ॥ ৮৩
অথ দৈত্যা স্তত্তত্ত্ব সমাগম্যোদ্যতায়ুধাঃ
মায়াপ্রাবৈর্বহুবিধৈগরৈরভিসংবৃতাঃ ॥ ৮৪
অগ্নিঃ দৈত্যাঃ পর্ব্বতাগ্রৈরভিঘ্নন্তি পরন্তপ।
জ্বলন্তং জ্বলনপ্রখ্যা মহাকায়া মহাবলাঃ ॥ ৮৫
মেঘীকৃত্যান্ত মায়াভির্বর্ষধন্তি বলদর্পিতাঃ।
তস্মিন্নেবাভিজ্বলতে সমন্তাত্ত মহাবলম্ ॥ ৮৬
তে শৈলাস্তূচ্ছিয়া দগ্ধাঃ পতন্তো ঽথ সহস্রশঃ
যুগান্তে প্রভুবাদিত্যাঃ প্রভা ইব দিবচ্যুতাঃ ॥ ৮৭
ন শেকুস্তত্র সৈন্যান্তে মায়াভির্মুখমুদ্যতম্।
আদিত্যা ইব লীলাংশূন্ ততঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥ ৮৮

এই অগ্নিদেব উত্তীর্ণ হইয়া নিজের কিরণসমূহকে বহুরূপে বিভক্ত করিয়া ধূমকেন পাবকরূপে অবস্থান করত অগ্নিমূলা তেজস্বী অগ্নিস্বরূপের দ্বারা সর্ব্বে বিবিধপ্রকারে বিস্তৃত হইয়া যান। (দোষরূপ বিস্তারকারী সোমের রূপে ইহার বিস্তৃত হইয়া থাকে।) ৭৬

এই বিক্রমশীল ধৃষ্টকেন অগ্নিদেব সেই যজ্ঞে যতক্ষণ তাহার সমাপ্তি না হয়, ততক্ষণ স্বয়া দেবতাদি বিপুলরূপে প্রকাশিত হন। তাহাদের এই অগ্নিদেব জলরূপ সেই স্থান পর্য্যন্ত উপস্থিত হন, যেখানে পর্য্যন্ত (যজ্ঞমানস্থানে নিমন্ত্রিত দেবতা ও ভগবান্ বিষ্ণুর তিন পদ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ৭৭

সকলকে রক্ষা করিয়া অবস্থিত সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে তাহা উঠিত। এই ব্যাপক পরাক্রমশালী ভগবান্ বিষ্ণু (ঐশ্বর্য্যযোগে) শত শরীরে প্রকটিত হইয়া বালাহক নাম (মেঘমণ্ডলোদ্ভবকারী ঐরাবত হস্তী) হইলেন। ৭৮

শরীরের মধ্যে অন্তর্নালরূপে স্থিত সেই বিষ্ণুরূপ অগ্নিদেব, যিনি স্বীয় লেলিহান শিখার দ্বারা সকলকে লেহন করিতে সমর্থ, মহামতি (বিদ্যা জ্ঞানরূপ) এবং সমস্ত ভূতগণের হিতকামনায় তেজস্বী রূপ ধারণ করত প্রবৃত্ত কর্মে হইয়াছিলেন; প্রাণিগণের পুষ্টিকারক বালাহক নাম সেই সময় সেস্থানে সুখ শীতলজলে সেই অগ্নিদেবকে অভিষিক্ত করিল। ৭৯-৮০

তদনন্তর সিদ্ধগণের দ্বারা সেবিত এই মহাযোগী মহাশক্তিমান (বা মহাবৈরাগ্যবান্) অগ্নিদেব মনের (বুদ্ধির) দ্বারা মনকে নিজের মধ্যে বিলীন করিয়া পুষ্করে তপস্য করিতে লাগিলেন ৮১

তিনি বীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে উদরের অঙ্গসমূহে লয় করিতে করিতে মনকে মূর্ত্তির (শরীরাবয়বে স্থাপিত করিয়া অবিচল স্থান। ব্রহ্মরূপ। লাভ করত মৌনী হইয়া যাইলেন। ৮২

ইহাই সমস্ত ধর্ম্মের ধর্ম্ম। ইহাতে উপাধিবিনিত বিকল্প নাই। ইহা ইহলোক ও পরলোক—উভয় লোকেই সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষে হিতকর। ৮৩

তদনন্তর যে সব দৈত্যগণ পূর্ব্বে পরাস্ত হইয়া পরাজিত হইয়াছিল, তাহারা পুনরায় অস্ত্র উদ্যোলিত করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা নানাপ্রকার মায়াময় অস্ত্রসমূহে পরিবৃত ছিল। ৮৪

শত্রুতাপন জনমেজয়! সেই অগ্নিতুল্য তেজস্বী, মহাকায় ও মহাবল দৈত্যগণ তেজে প্রজ্বলিত অগ্নিদেবকে পর্ব্বতশিখর-সমূহের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। ৮৫

তাহারা এই সঙ্কল্পে বলদর্পে দর্পিত হইয়া মেঘরূপ ধারণ করত মায়ার দ্বারা মেঘরূপধারী সহিত মহাবল অগ্নিদেবের উপর প্রস্তর বর্ষণ করিতে লাগিল। ৮৬

কিন্তু যেরূপ ভগবান্ সূর্য্য প্রলয়কালে সমস্ত প্রজাবর্গকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, সেইরূপ সেই অগ্নিদেবের তেজে সেই সময় দৈত্যগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শত শত ও সহস্র সহস্র পর্ব্বতখণ্ড দগ্ধ হইয়া যাইল। ৮৭

যেরূপ মধ্যেও নামক রাক্ষসসকল সূর্য্যোদয়কালে আকাশকে প্রকাশিতকারী সূর্য্যদেবকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না, সেইরূপ দেবগণের মুখরূপ উদীপ্ত সেই অগ্নিদেবকে

বিহিতৈরুত্তমৈঃ সর্বৈর্দৈত্যা ভগ্নপরাক্রমাঃ।
গন্তুমাধনমাসাদ্য নিষন্নাঃ নগমূর্দ্ধনি ॥ ৮৯
স চাপ্তিবৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ কৈবিহ্যাদ্ভিঃ সহ সঙ্গতঃ
অন্তরিক্ষচরান্ দৈত্যান্নির্দগ্ধুম্ ব্যচরদ্ দিবি ॥ ৯০
নাগো বালাহকস্তৈস্ত মেঘসঙ্ঘাতমাগতঃ।
মুমোচ সলিলং ভূমৌ পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান ॥ ৯১
মন্ত্রৈঃ সংস্তোয়িতো নাগো বিজেতোঃ বধমোদতে।
মুমোচ তোয়সঙ্ঘাতং মারুতম্ বিপ্রজং জলম্ ॥ ৯২
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
পৌষ্করে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

এই দৈত্যেরা নিজ মায়ার দ্বারা পরাজিত করিতে পারিল না। ৮৮

নানাপ্রকার উপায় করিয়াও সমস্ত দৈত্যগণের পরাক্রম বিফল হইয়া গেল। তাহারা তখন হতাশ হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতের শিখরে যাইয়া উপবিষ্ট হইল। ৮৯

সেই অগ্নিদেব বৈষ্ণবমন্ত্র ও বিদ্যুতের সহিত মিলিত হইয়া অন্তরিক্ষচারী দৈত্যদিগকে দগ্ধ করিতে করিতে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৯০

সেই সময় মেঘমণ্ডলের সহিত সঙ্গতভাব প্রাপ্ত হইয়া বালাহক নাগ (ঐরাবত হস্তী) বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় ভূতলে জল বর্ষণ করিতে লাগিল। ৯১

ব্রাহ্মণগণের মুখ হইতে উচ্চারিত মন্ত্রসমূহের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সেই নাগ ব্রাহ্মণ সন্তানদিগকে সম্মান করিতে করিতে সেই স্থানে জলধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। ৯২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুষ্করপ্রাদুর্ভাব বিষয়ক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[তপঃপ্রভাবেন দেবানামুৎকর্ষবর্ণনম্।]

জনমেজয় উবাচ।
সংযুক্তা তপসা দেবাঃ কিমকুর্বংস্ততঃ পরম্
নহি তদ্ বিদ্যতে লোকে তপসা যন্ন লভ্যতে ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অথ দীক্ষাং সমাস্থায় সর্বে বিষ্ণুময়া গণাঃ।
পুষ্করাদগ্নিমুৎক্রান্তং প্রাপ্য চ যথাবিধি ॥ ২
জুহুবুর্বৈষ্ণবিধিনা ব্রহ্মণা সমুচোদিতাঃ
হবিষা মন্ত্রপূতেন যথা বৈ বিধিরেব চ ॥ ৩
স চাগ্নির্বিধিবত্তত্র বর্দ্ধতে ব্রহ্মতেজসা।
তেজোভির্বহুলীকৃতঃ প্রভুঃ পুরুষবিগ্রহঃ ॥ ৪
ব্রহ্মণ্ড ইতি খ্যাতো বপুষা নির্দ্দহন্নিব
দিবাস্রগপ্রতরণো হ্যসিতর্ষভদুন্দুভঃ ॥ ৫
সগদো আঙ্গলী চক্রী শরী চর্ম্মী পরশ্বধী।
শূলী বজ্রী বরাপাণিঃ শক্তিমান বরকার্ম্মুকঃ ॥ ৬
বিষ্কুস্কন্ধবরঃ খড়্গী মুসলী লাঙ্গলায়ুধঃ
নরো লাঙ্গলমস্যস্য মুসলঞ্চ মহাবলঃ ॥ ৭
বজ্রমিন্দ্রস্তপোযোগাদ্ভক্তপর্ব্বাণমক্ষিপৎ।
কৃতঃ শূলঃ পিনাকস্য মনসাধারয়ত্ প্রভুঃ ॥ ৮

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[তপস্যার প্রভাবে দেবগণের উৎকর্ষ বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে! তদনন্তর দেবগণ তপস্যা-সংযুক্ত হইয়া কি করিলেন? সংসারে এরূপ কোনও বস্তু নাই, যাহা তপস্যার দ্বারা লাভ করা না যায়। ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন! তদনন্তর সমস্ত বিষ্ণুস্বরূপ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করত পুষ্কর হইতে অগ্নিদেবকে উত্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে বিধি অনুসারে স্থাপিত করিবার পর বেদাজ্ঞায় প্রেরিত হইয়া মন্ত্রপূত বিধিতে মন্ত্রপূত হবিষ্যের দ্বারা বৈষ্ণব বিধান যাহে, সেই রূপে হোম করিলেন। ২-৩

সেই অগ্নিদেব হোমস্থানে ব্রহ্মতেজে সম্পন্ন হইয়া বিধি অনুসারে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। মহাতেজোরাশিতে সমৃদ্ধ হইয়া সেই প্রভু অগ্নিদেব পুরুষরূপে প্রকটিত হইলেন। ৪

সেই সময় তিনি "ব্রহ্মণ্ড" এই নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং নিজের তেজসী শরীরে যেন অন্যকে দগ্ধ করিতে ছিলেন। তাঁহার স্রগ্ ও আভরণ সবই দিব্য ছিল। তিনি ধনুঃ, তরবারি ও খড়্গ এবং খড়্গ ও খেটক ধারণ করিয়াছিলেন। ৫

গদা, হল, চক্র, বাণ, চর্ম্ম, পরশু, শূল, বজ্র, পদ্ম, শক্তি, শ্রেষ্ঠ ধনু, মুসল ও লাঙ্গল—এই সব অস্ত্র নারায়ণ ধারণ করিয়াছিলেন। মহাবল নর হল ও মুসল গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬-৭

দেবরাজ ইন্দ্র তপস্যার প্রভাবে পরশুরূপী বজ্র প্রাপ্ত

মৃত্যুদণ্ডং পাশমাপঃ কালঃ শক্তিমনুত্তমাম্ ।
জগ্রাহ পরশুং ষষ্ঠী কুবেরশ্চ পরশ্বধম্ ॥ ৯
নির্বিকারৈঃ সমাযুক্তাঃ শস্ত্রযোধৈশ্চ সপ্রভৈঃ ।
বিশ্বকর্মা চ ষষ্ঠী চ চক্রাণ্যেতে প্রচক্রুরে বহু ॥ ১০
ইন্দ্রায়াগ্নেয়মথ প্রাদাৎ সূর্যায় চ প্রতাপিনে ।
পরমাত্মা দদৌ কৃষ্ণো রুদ্রায় চ মহাত্মনে ॥ ১১
ব্রহ্মোজিরেব ষষ্ঠী চ স চকারাথ বাহিনীম্ ।
বিশ্বকর্মা বিমানানি চকার বহুভিঃ ক্রমৈঃ ॥ ১২
শরীরাণ্যথ সমূহুতা বিষ্ণুঃ সত্ত্বাপরাক্রমঃ ।
পুত্রার্থং পর্বণি ঘনাৎ পুত্রনার্থং প্রবর্তয়ন্ ॥ ১৩
তাভ্যৈব সর্বকল্পাভ্যো বাচা বৈ সমকল্পয়ৎ
যথা স পূজ্যঃ সংগ্রামে শত্রুভির্বিজিতে রণে ॥ ১৪
স তং দণ্ডং সমূহিতা নির্বিকারং সমাহিতম্
ব্রহ্মা জগ্রাহ বিধিনা মন্ত্রবদ্ভাগতঃ প্রভুঃ ॥ ১৫

হইয়াছিলেন। তিনি তখন ইহার প্রয়োগও করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদেব ভূতলে কেবল গদা ও শিখাই ধারণ করিয়া ছিলেন ॥ ৮

ষষ্ঠী দণ্ড, বরুণ পাশ এবং কাল শক্তি অস্ত্র গ্রহণ করিয়া ছিলেন। ষষ্ঠী পরশু ও কুবের পরশ্বধ (কুঠার) গ্রহণ করিয়া ছিলেন ॥ ৯

এইভাবে সকল দেবতাই দণ্ড ও সহস্র সহস্র নির্বিকার (নির্দোষ) অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন। বিশ্বকর্মা ও ষষ্ঠী ইহারা উভয়েই দেবগণের জন্য বহু অস্ত্র নির্মাণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০

পরমাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু ইন্দ্রকে, প্রভ প্রণালী সূর্যকে এবং মহাত্মা রুদ্রকে অগ্নিময় রথ প্রদান করিলেন ॥ ১১

ষষ্ঠী ব্রহ্মোজ শক্তিতেই বাহিনীকে নির্মাণ করিলেন এবং বিশ্বকর্মা অনেক ক্রমসমূহের দ্বারা বহু বিমান প্রস্তুত করিলেন ॥ ১২

সত্ত্বাপরাক্রমী ভগবান্ বিষ্ণু পর্বদিনে পূরক বল হইতে নিজের শরীরেরই অংশ নিঃসারিত করিলেন এবং তাঁহাকে সেনা সৃষ্টি করিবার জন্য প্রেরণাদান করিলেন ॥ ১৩

সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রসমূহের স্থিতির জন্য ভগবান্ বাক্যের দ্বারা দ্যুলোক রচনা করিলেন। যাহাতে সেই দ্যুলোকে থাকিয়া দেবপূজ্য ইন্দ্র সংগ্রামে নিজের শত্রুদিগকে বিধ্বস্ত করিতে পারেন ॥ ১৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে পূরক প্রাকৃতিসৃষ্টি নামক একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

তৈঃ প্রভাবৈশ্চ বিধিনা সোঽনুগ্রামং চতুর্বিধম্ ।
ঐন্দ্রমাগ্নেয়বায়বং রৌদ্রং রৌদ্রেণ বর্চসা ॥ ১৬
এতিবিকারৈঃ সংযুক্তা দিতেঃ পুত্রা মহাবলাঃ ।
তপসা শিক্ষয়া চৈব স্বাভ্রৈঃ প্রহরণৈরপি ॥ ১৭
বলেন চতুরঙ্গেণ বীর্যেণ যুদ্ধসাহিত্যাঃ ।
অপ্রধৃষ্যা রণে সর্বে সমপদ্যন্ত বৈ তদা ॥ ১৮
তে বিধায় গুহামধ্যে সত্ত্বাত্মোপস্করে রথে ।
মন্দরস্য গিরেঃ পার্শ্বে বিশ্বকর্মবিভাবিতে ॥ ১৯
চতুরঙ্গং বলং সর্বং সংস্থাপ্য তমসঃ প্রভুঃ ।
বিষ্ণুরেব মহাযোগাশ্চচার বসুধাতলে ॥ ২০
তূর্যোঽস্তমিতে আদিত্যে সন্ধ্যাকালে তু সপ্তমে ।
তৈস্তে সর্বৈঃ সুরগণৈর্যুধ্যন্তে নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি পৌষ্করে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মাকর্তৃক প্রকটিত তখন বিষ্ণু ইন্দ্র কর্তৃক অনুরক্ষণের উপর নিক্ষিপ্ত সেই দণ্ডকে উচিত ও নির্দিষ্ট অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে বিধি অনুসারে গ্রহণ করিলেন এবং সেখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইলেন ॥ ১৫

তিনি ইন্দ্র প্রভাবে চারপ্রকার অস্ত্রসমূহের—ঐন্দ্র, আগ্নেয়, বায়ব্য ও তদ্রূপ ভেদোদ্যুক্ত রৌদ্র অস্ত্র সৃষ্টি করিলেন ॥ ১৬

দিতির মহাবল পুত্রগণও তপস্যা, শিক্ষা এবং নিজেদের অস্ত্র-সমূহে যুক্ত থাকিলেও এই কয়টি বিকারসমূহের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ১৭

ইহারাও সকলে সেই সমস্ত চতুরঙ্গিণী সেনা ও পরাক্রমে সংযুক্ত হইয়া রণাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া ছিলেন ॥ ১৮

ইহারা গুহার মধ্যভাগে স্থান করিয়া নানা ব্যবসায়শ্রীতে পূর্ণ রথে উপবেশন করত মন্দরাচলের উপত্যকায় ভূতলেই বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ১৯

তখন তমোগুণের কার্যীভূত অনুরক্ষণের সেই চতুরঙ্গিণী সৈন্যবাহিনীকে সংস্থার করিয়া প্রভাবশালী ভগবান্ বিষ্ণুই ভূতলে মহাযোগসমূহ আচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২০

ভাস্করের অস্তগমন ও চারিদণ্ড রাত্রি পরিবানকারী ব্রাহ্মমুহূর্ত এবং দেবতাগণের সহিত বিচরণ করিতে করিতে অসুরেরা অস্ত্র তপস্যা করিতে লাগিল ॥ ২১

প্রাকৃতসৃষ্টিবিষয়ক একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[পৃথো রাজ্যাভিষেকঃ, দেবৈর্দৈত্যৈশ্চ মন্দরাচলেন মন্থন-পণ্ডং কৃত্বা তেন সমুদ্রস্য মন্থনম্, সমুদ্রতো নানারত্ন-সহিতস্যামৃতস্যোদ্ভবঃ, রাজ্ঞঃ শিরশ্ছেদবর্ধনঞ্চ]

জনমেজয় উবাচ ।

ব্রহ্মন্ বিধে বর্তমানে নির্ব্যাদে মহাগ্রহে ।
অধিবাসে চ ভূতানাং কথমাসন্ প্রজাস্তদা ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ

অভাষিতং পৃথুঃ বৈন্যঃ পূর্বা রাজো প্রজাপতিঃ ।
রাজ্যায় অধিভিঃ সার্দ্ধং প্রজাবর্গপরাবণঃ ॥ ২

এষ নঃ পরমো রাজা সাধুরাগ্নেরজায়ত
ত্রেতায়াং সম্প্রবৃত্তায়ামক্ষোভ্যমনুভদ্বিরে ॥ ৩

এষ নো বৃত্তিদাতা চ বিপ্রাণাঞ্চ প্রবর্তিতা
নির্মাতা সর্বভূতানাং সত্যপ্রাপ্তেন কর্মণা ॥ ৪

এতস্মিন্নন্তরং দেবা গন্ধর্বা বরুণাস্তথা
বহুভির্নিয়মৈঃ প্রাপ্তা নিয়তা গিরিমাগমন্ ॥ ৫

অথ গন্ধর্বা সমাসাদ্য সমস্তাদ্দেবদানবাঃ ।
মাধবে সময়ং প্রাপ্তে তেন গন্ধেন হর্ষিতাঃ ॥ ৬

পুষ্পমাত্রস্য যদ্ বীর্য্যাঃ মারুতেন বিসর্পিতম্ ।
মনোগ্রাহি সুখং সর্ব্বে প্রাবিশন্ গন্ধমুত্তমম্ ॥ ৭

তে দৈত্যাস্তেন গন্ধেন কিঞ্চিদ্ বিস্ময়মাগতাঃ ।
প্রসন্ননয়নো ভূত্বা পরং সৌখ্যমুপাগতাঃ ॥ ৮

উচুশ্চ সহিতাঃ সর্বে তেন গন্ধেন হর্ষিতাঃ ।
পুষ্পমাত্রস্য যদ্ বীর্য্যাঃ কিং তস্য ফলতো ভবেৎ ॥ ৯

অনুমানেন বিজ্ঞেয়া বিবিধাঃ কর্মবৃত্তয়ঃ ।
শুভাশৈবাশুভাশ্চৈব বৃত্তিপ্রাপ্তেন দেহিনাম্ ॥ ১০

তস্মাদ্ বয়ং পয়োমন্থং শ্রেয়স্কা নির্মথামহে ।
মন্দরেণ বিশালেন বলিনা কামরূপিণা ॥ ১১

ত্রিংশ অধ্যায় ।

[পৃথুর রাজ্যাভিষেক, দেবতা ও দৈত্যগণ কর্তৃক মন্দরাচলকে মন্থন দণ্ড করিয়া ও হার বার সমুদ্র মন্থন, সমুদ্র হইতে অন্য রত্ন সমূহের সহিত অমৃতের উদ্ভব এবং রাজার শিরশ্ছেদ বর্ধন ।

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! মথন লোকের বিলয় কাল উপস্থিত হইলে দেবতা উৎপত্তিকারী, মহাভূতের মহাগ্রহ (অজ্ঞান) বিদ্যমান ছিল এবং প্রাণিগণের মোক্ষের কোনও সম্ভাবনাই ছিল না, সেই সময় সমস্ত প্রজারা কিরূপে ছিল ? ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! পূর্বাকালে প্রজাপালনরূপ ধর্মপালনে তৎপর প্রজাপতি অধিদিগের সহিত বেণপুত্র পৃথুকে প্রজাগণের রাজো রাজোচিত কর্ম করিবার জন্য অভিষিক্ত করিয়াছিলেন । ২

সেই সময় সত্যযুগ সমাপ্ত হইয়া ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইয়াছিল । এমন সময় পৃথুকে নিজেদের সংরক্ষক পাইয়া সমস্ত প্রজারাই পরস্পর বলিতে লাগিল—ইনিই আমাদের উপর ইহার বিশেষ অনুরাগ থাকায় ইনি আমাদের রাজা হইয়াছেন । আমাদের জীবিকাবৃত্তিদায়কারী ইনিই । ইনি অনেক প্রকার শিল্পকর্মের প্রবর্তক হইয়াছেন । নিজের সত্যপ্রাপ্ত (ভবনবন্দিত) কর্মের দ্বারা ইনি সমস্ত প্রাণিগণের জীবন নির্মাতা হইবেন । ৩-৪

এই সময়েই অনেক প্রকার নিয়মসমূহের পালনে পরিশ্রান্ত দেবগণ গন্ধমাদন পর্বতের নিকরসমূহে উপবিষ্ট ছিলেন । ৫

এই সময় বৈশাখমাস এবং বসন্ত ঋতুর সমস্ত উপস্থিত হইয়াছিল । সে স্থানে উপবিষ্ট দেবতা ও দানবগণ চারিদিক্ বিভা এক দিব্য সুগন্ধ অনুভব করিলেন । তাঁহারা সেই গন্ধে মনমত্ত হইয়া উঠিলেন । ৬

ইহা কোন পুষ্পসারেরই প্রবল গন্ধ ছিল, যাহা বায়ুর দ্বারা বিস্তার লাভ করিয়াছিল । এই গন্ধ মনকে সর্বতোভাবে আকর্ষণ করিতে ছিল এবং পূর্বতঃ সুখদায়ক ছিল । ইহা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গন্ধ ছিল । ৭

এই সুগন্ধের দ্বারা দৈত্যগণ সকলেই বিস্মিত হইয়াছিল । ইহাতে তাহাদের মন প্রসন্ন হইয়া বিরাজিল এবং তাহারা বিশেষ সুখ লাভ করিল । ৮

সেই গন্ধে উন্মত্ত হইয়া তাহারা সকলে একসঙ্গে বলিল,—যাহার পুষ্পমাত্রের এরূপ শক্তি, তাহার ফল না জানি কিরূপ হইবে । ৯

কর্মবিষয়ক বৃত্তি নানাপ্রকার হইয়া থাকে । সেই সব অনুমানের দ্বারাই জানিতে হয় । উহাদের মধ্যে কিছু শুভ (মোক্ষদায়ক) হয় এবং কিছু অশুভ (ভোগদায়ক) হয় । দেহধারী প্রাণিগণের বুদ্ধিলাভানুসারে সেই সব বৃত্তিতে হইবে । ১০

অতএব আমরা সমুদ্রের জলের মধ্যে ওষধিসমূহ নিক্ষেপ করিয়া ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী, বিশাল ও বলবান্ মন্দরাচলের দ্বারা উহাকে (সমুদ্রকে) মন্থন করিব । ১১

সমুদ্রমভিসংরভ্য মথ্যাম্যঃ সোমজং ফলম্ ।
ঔষধীশ্চ সহিতাঃ সর্বে প্রক্ষিপ্তাঃ কামরূপিণঃ ॥ ১২

বিষ্ণুরেবাগ্রণীস্তেষাং ভবিষ্যতি মহাবলঃ ।
বিবক্ষু বসুধামেকাং লোকানাং সহ শক্রভিঃ ১৩

সমূলপত্রশাখাশ্চ সপুষ্পাঃ ফলশালিনঃ ।
সর্বে প্রধ্বংক্ষ্যন্তি সুধাং বসুধাতলে ॥ ১৪

উদ্ধৃত্য গিরিপাদেভ্যো গন্ধমাদনসানুজান্ ।
প্রক্ষাস্যন্তি বচনং দৈত্যা মন্দরস্য প্রকম্পনে ॥ ১৫

সমুদ্ধর্তুং প্রধাবন্তু কম্পয়ন্তি স্ম মেদিনীম্ ।
নিষ্ক্রয়েণ মহাবীর্যা বাহুভিঃ পরিঘোপমৈঃ ॥ ১৬

ন শক্নুবন্তে সমুদ্ধর্তুং শৈলেন্দ্রং দনুবংশজাঃ ।
নিপেতুর্ভূতলে ভূষ্টা বিপুলে পর্বতান্তরে ॥ ১৭

সমাধায়াত্মনাত্মানং তপসা দগ্ধকিল্বিষাঃ ।
পিতামহং প্রপদ্যন্তে শিরোভিঃ কামরূপিণঃ ॥ ১৮

তেষাং মনোঽভিলষিতং ব্রহ্মা সর্বজ্ঞগো বশী ।
জ্ঞাত্বা বহুবিধৈর্বাক্যৈর্ব্যাজহার সরস্বতীম্ ॥ ১৯

অশরীরাং শরীরস্থঃ পরয়া বর্ণসম্পদা ।
সর্বলোকমভিব্রহ্মা লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥২০

আদিত্যৈর্বসুভিশ্চৈব রুদ্রৈশ্চ সমরুদ্গণৈঃ ।
দেবৈর্যক্ষৈঃ সগন্ধর্বৈঃ কিন্নরৈশ্চ প্রগায়িভিঃ ॥২১

সমেত্য সহিতৈঃ সর্বৈঃ শক্যা ঊঢ়ুমিতুং গিরিঃ ।
অমৃতার্থে মহাতেজা ধাতুভিঃ সমরঞ্জিতঃ ॥ ২২

সুরাসুরগণাঃ সর্বে সমুৎপাট্য মহাগিরিম্ ।
হস্তারম্ভাঃ প্রপদ্যন্তি বীক্ষন্তো দিনবদ্রসম্ ॥২৩

এতচ্ছ্রুত্বা চ বচনং সর্বেষামস্মিতে ক্ষণে
দৈত্যেন্দ্রো বাহুবলিনো মনোভির্বাগভিরেব চ ॥ ২৪

বিক্রীড়ভূতা বহুধা বভূবুর্বলবান্ধবাঃ
ততঃ শুক্লবিবস্ত্রাঃ সহিতৈর্দৈত্যবান্ধবৈঃ ॥ ২৫

আমরা সকলে এক সঙ্গে অমৃতপ্রাপ্তির জন্য উদ্যমশীল হইব এবং উৎসাহ সহকারে সমুদ্রকে মন্থন করিব। ইহার দ্বারা আমাদের সোমজ ফল অর্থাৎ অমৃত প্রাপ্তি হইবে, যাহা পান করত আমরা ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে সমর্থ (এবং অমর) হইব ॥ ১১

মহাবল বিষ্ণুই সেই দেবগণের অগ্রগামী নেতা হইবেন। আমরা (অমৃত পান করত অমর হইয়া) নিজেদের শত্রুগণের (দেবগণের) সহিত স্বর্গ ও ভূতলে সুখভোগ করিব ॥ ১৩

মূল (পিতা), পত্র (ভার্যা), শাখা (ভ্রাতা) ও পুষ্প (সন্তান) প্রভৃতি সমস্ত পরিবারবর্গের সহিত আমরা সকলে অভীষ্ট ফলভাগী হইব। এই ভূতলেই আমরা সুধাপান করিব এবং গ্রহনক্ষত্রকে (নিজেদের তাপসমূহকে) গ্রহণ করিব ॥ ১৪

এইরূপে সেই মহাশরীরধারী দৈত্যগণ মন্দরাচলকে উৎপাটিত করিবার কথাবার্তা বলিয়া পার্শ্ববর্তী পর্বতসকল হইতে এবং গন্ধমাদন পর্বতের শিখরসমূহে উৎপন্ন বৃক্ষসকলকে উৎপাটিত করিয়া নিজেদের বিশাল বাহুসমূহের দ্বারা মন্দর-পর্বতকে নিশ্চিতরূপে উত্তোলিত করিবার জন্য ধাবিত হইল এবং পৃথিবীকে কম্পিত করিতে লাগিল ॥ ১৫-১৬

কিন্তু এই দানবগণ কোনরূপেই গিরিরাজ মন্দরকে উৎপাটিত করিতে পারিল না। তাহাদের জানুসকল অবিরত যাইল এবং তাহারা সেই বিশাল পর্বতের মধ্যে পতিত হইল ॥ ১৭

তপস্যার দ্বারা ইহাদের পাপ নষ্ট হইয়াছিল। তাহারা নিজেরাই নিজেদের মনকে সংযত করিয়া নিজেদের নিজ মস্তক ব্রহ্মার চরণে নত করত ইঁহার শরণাপন্ন হইল ॥ ১৮

ব্রহ্মা সর্বজ্ঞ মননকারী ও সকলকে নিজের বশীভূত করিয়া রাখিতে সমর্থ ছিলেন। ইঁহার বুদ্ধি সমস্ত লোকসকলের চিত্তচরিত্র জ্ঞাত ছিল। তিনি সেই দৈত্য গণের মনোরথ জানিয়া লোকহিত কামনা নামক প্রকার বাক্যে ও উত্তম বর্ণ সম্পত্তি-যুক্ত বাণীতে এই কথা বলিলেন। দানবীর হইয়াও তিনি তখন অসহায় বাক্য প্রয়োগ করিলেন ॥ ১৯-২০

তিনি বলিলেন,—আদিত্য, বসু, রুদ্র ও মরুদ্গণ, দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব এবং সকলেতে মিলিত কিন্নরগণ—এই সকলে এক সঙ্গে মিলিত হইয়া যদি অমৃতের জন্য প্রযত্ন করে, তাহা হইলে বিবিধ ধাতুসমূহে রঞ্জিত এই মহাবেগবতী পর্বতকে উত্তোলিত করিতে পারিবে। সমস্ত দেবতা ও অসুরগণ সেই মহাপর্বতকে উৎপাটিত করিয়া হিমবান্ পর্বতের সারভূত রসকে লতা-বল্লী রূপে নিজেদের হস্তগত বলিয়াই দেখিতে পাইবে ॥ ২১-২৩

সেই সময় সকলের নিকটে অবস্থিত বাহুবলশালী দৈত্যগণ ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া মন ও বাক্যের দ্বারা সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইল। যেখানে একত্রে সবল বান্ধবগণের দ্বারা সেই মন্থনদণ্ড নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই লবণ-সমুদ্রের ইঁহারা তখন ক্রীড়াকারী হইয়া দাঁড়াইলেন ॥ ইঁহার সকলের দ্বারা তাঁহারা বারংবার আন্দোলিত হইতে লাগিলেন ॥ ২৪-২৫

সুরাসুরগণাঃ সর্বে সহিতা লবণাম্ভসঃ।
মন্দরং পুষ্করং কৃত্বা নেত্রং বাসুকিমেব চ ॥ ২৬
সমাং সমুদ্রং মথিতং জলমৌর্বাগ্নিভিঃ সহ
ক্ষীরভূতং মহাযোগাদমৃতং সমপদ্যত ॥ ২৭
তজ্জহ্নুরসুরাঃ পূর্বমাক্রান্তা লোভমর্ছনা।
বরুত্রিতা যতঃ শ্রীশ্চৈবী কৌস্তুভো মণিঃ ॥ ২৮
শশাঙ্কো বিমলশ্চাপি সমুত্তস্থুঃ সমন্ততঃ।
উচ্চৈঃশ্রবা হয়ো রম্যঃ শীঘ্রং তদমন্থনম্ ॥ ২৯

পশ্চাদ্দেবাস্তদাদাতুমুদ্যতা রাহুমব্রুবন্।
ন তু কেচিৎ পিবন্তি স্ম দৈত্যা নৈব চ দানবাঃ ॥ ৩০
চিহ্নেনাথ হরিঃ সংখ্যে রাহোশ্ছেত্রেণ কং তদা
অনির্মুক্তং পিতৃসখৈর্নিষ্কিপ্তং সনাতনৈঃ ॥ ৩১
তমিন্দ্রস্তদাদায়ামৃতং তরসা পৃথিবীং যযৌ।
তমাদায়ামৃতং দেবী ব্রহ্মবাক্যপ্রচোদিতা ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
পৌণ্ড্রকে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০

সমস্ত দেবতা ও অসুরগণ একসঙ্গে লবণ-সমুদ্রের জলে মন্দরাচলকে মন্থনদণ্ডরূপে নিক্ষেপ করত বাসুকি নাগকে মন্থন-রজ্জু করিলেন এবং ওষধিসমূহের সহিত সমুদ্রের জলকে এক সহস্র বৎসর পর্যন্ত মন্থন করিলেন। ওষধিসমূহের সংযোগে সেস্থানের জল দুগ্ধরূপ হইয়া অমৃতে পরিণত হইল। ২৬-২৭

(ফলসমূহে সহিত) সেই অমৃতকে প্রথমে অসুরগণ হরণ করিল; কারণ, ইহার তখন লোভ ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমে সঞ্জাত করিয়া সেই সমুদ্রের জল হইতে বরুত্রি, মদ্য, শ্রীদেবী, কৌস্তুভমণি ও নির্মল চন্দ্র উত্থিত হইলেন। ইহার পর পরম সুন্দর উচ্চৈঃশ্রবানামক অশ্ব উদ্ভূত হইল। তাহার পর অমৃতের প্রাদুর্ভাব হইল। ২৮-২৯

(যখন দৈত্যগণ এই অমৃতকে নিজেদের অধিকারে লইয়া যাইল,) তখন দেবতারা উহা গ্রহণ করিবার জন্য রাহুর নিকটে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, কোনও দৈত্য ও দানব এখন অমৃত পান করিতেছে না। কিন্তু এই রাহু তাহা পান করিবার চেষ্টা করিতেছে। ৩০

তখন শ্রীহরি যুদ্ধে নিজের চক্রের দ্বারা তৎকালে রাহুর শিরশ্ছেদ করিলেন। সনাতন মুনিগণ ও পিতৃগণ সেই অমৃতকে তখন ছাড়িয়া দেন নাই। ইহার পরে বরং পৃথিবীদেবী ব্রহ্মার আদেশ পাইয়া ইন্দ্রের হস্ত হইতে সেই অমৃতকে লইয়া যাইলেন। ইনি ব্রহ্মার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অমৃত গ্রহণের পর তিনি চলিয়া যাইলেন। ৩১-৩২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে পুণ্ডরপ্রাহুর্ভাববিষয়ক ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[বলেরযজ্ঞে বামনদেবের ত্রিলোক্য রাজ্যগ্রহণম্, সমস্তান্তর প্রাপ্য দেবেরের বলে রাজ্যাভিষেকঃ]

জনমেজয় উবাচ।

নিহতে দৈত্যসঙ্ঘাতে বিষ্ণোশ্চাক্রিপরাক্রমে
দৈত্যা দানবাশ্চ কিমিচ্ছন্তি পরাক্রমাৎ ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দানবা রাজ্যমিচ্ছন্তি পরাক্রম্য মহাবলাঃ।
তপ ইচ্ছন্তি সহিতা দেবাঃ সত্যপরাক্রমাঃ ॥ ২

জনমেজয় উবাচ।

কথং কালস্য মহতো ত্রিদশাকশিপুস্তনা।
যজতে ব্রহ্মণঃ ক্ষেত্রে প্রাগ্বৈশ্বংসঃ স কামদঃ ॥ ৩

একত্রিংশ অধ্যায়।

[বলির যজ্ঞে বামনদেব কর্তৃক ত্রিলোকের রাজ্য গ্রহণ এবং সমস্তান্তর দেবেন্দ্র কর্তৃক বলির রাজ্যাভিষেক।]

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে! যখন দৈত্যগণ নিহত হইল (নিজেদের প্রয়াসে বিফল হইল) এবং ভগবান্ বিষ্ণুর অতিশয় পরাক্রম বিজয়ী (সফল) হইল, তখন দৈত্য ও দানবগণ পরাক্রমের দ্বারা কি পাইতে ইচ্ছা করিল? ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! মহাবল দানবগণ পরাক্রম করিয়া (তিন লোকের) রাজ্য পাইতে ইচ্ছা করিল এবং সত্যপরাক্রমী দেবতারা একসঙ্গে তপস্যা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ২

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! সেই সমস্ত হিরণ্যকশিপু (বংশীয় রাজা বলি ত মহৈশ্বর্যশালী ছিল, সে অজস্র অভীষ্ট বস্তুদান করিতে সমর্থ ছিল। এরূপ অবস্থায় সে

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ঈজে বহুসুবর্ণেন রাজসূয়েন পার্থিবঃ।
অনুনা দানবশ্রেষ্ঠো বসুধাধাঃ মহাবলঃ ॥ ৪
গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যে যদ্‌ভূদ্ বিপুলং তপঃ
সমেযুক্তত্র সহিতা যজ্ঞমানে মহামুনে ॥ ৫
ব্রহ্মণা বেদবিদ্বাংসো মহাব্রতপরায়ণাঃ।
যজনস্থাপরে সিদ্ধা যোগধর্ম্মেণ ভারত ॥ ৬
মুনয়ো বালখিল্যাশ্চ যজ্ঞা ধর্ম্মেণ শোভিতাঃ।
যবয়ো হি দ্বিজা মুখ্যা নিত্যধর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ৭
তত্রযজ্ঞে মহাভাগা বিপ্রৈঃ পূজ্যাঃ সহস্রশঃ।
বিপুলৈরন্ন বিভবৈর্দ্বিরমাণৈস্ততস্ততঃ ॥ ৮
শুক্রস্তু সহ পুত্রেণ দৈত্যা যাজ্যস্তে প্রভুঃ।
হিরণ্যকশিপুঃ মধ্যে গণানাং ভূলনপ্রভঃ ॥ ৯
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব ব্যাজহার সরস্বতীম্।
কামাদ্ বরং দদাতীতি তদ্ বৈ সম্প্রতিপদ্যতাম্ ॥১০

বিষ্ণুর্বামনরূপেণ ভিক্ষাং ত্বাং প্রতিগৃহ্নতি।
হিরণ্যকশিপোর্হস্তাদ্দে পদে পদমেব চ ॥ ১১
ততঃ ক্রমিষ্যতি বিষ্ণুঃ সত্যাপরাক্রমঃ।
ত্রীল্লোকান্ মুনিভিঃ ক্রান্তৈর্দিব্যাঃ বসুরথায়ন ॥১২
হৃতরাজ্যান্ত দৈত্যেয়াঃ পাতালবিবরং যযুঃ।
সবৈশ্বগণসংবন্ধাঃ সপ্রাসাঃ সাসিতোমরাঃ ॥ ১৩
সমন্ত্রমগুড়াশ্চৈব সপতাকারথধ্বজাঃ।
সচর্ম্মবর্ম্মকোষাশ্চ সায়ুধাঃ সপরশ্বধাঃ ॥ ১৪
তমেন্দ্রবিষ্ণু সহিতাঃ সন্তস্তেহভূদ্বিত্তা গণাঃ।
অত্যধিকং প্রমুদিতা লোকানামধিপে সুরাঃ ॥ ১৫
স তান্ স্বধামৃতেনাও পিতৃংশ্চ সমতর্পয়ৎ।
ব্রহ্মা তদমৃতং দিব্যং মহেন্দ্রায় প্রযচ্ছতি।
অক্ষরশ্চাব্যয়শ্চৈব সংবৃতস্তেন কর্ম্মণা ॥ ১৬
ততঃ শঙ্খমুপাধ্মাথৌদ্বিষতাং লোমহর্ষণম্।
পিতামহকরোদ্ভূতঃ ধ্বনিঃ প্রথমে পদে ॥ ১৭

ব্রহ্মার ক্ষেত্রে (প্রশ্নার্থে) দীর্ঘকাল ধরিয়া কেন যজ্ঞ করিয়াছিল ? ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! মহাবলশালী দানবশ্রেষ্ঠ রাজা বলি পৃথিবীতে বহু সুবর্ণরাশি দক্ষিণাযুক্ত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৪

ভারত! যেস্থানে তপস্যা করিলে তাহা বহু ভাবে বর্দ্ধিত হয়, সেই গঙ্গা-যমুনার মধ্যভাগে যখন মহাসুর বলি যজ্ঞ করিতে ছিলেন, তখন সেস্থানে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, মহাব্রতপরায়ণ যতিগণ এবং যোগধর্ম্মে সিদ্ধ অন্যান্য মহাত্মাগণ এক সঙ্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ৫-৬

ধর্ম্মে সুশোভিত বহু বালখিল্য মুনিগণ, সদা ধর্ম্মপরায়ণ বহু শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ ও ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা পূজনীয় সহস্র সহস্র মহাত্মাগণও উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেস্থানে নানাভাবে উপহাররূপে প্রদত্ত বিপুল বৈভব একত্রে সংগৃহীত হইয়াছিল ॥ ৭-৮

যিনি অগ্নিস্থলা ভোজ্যী ছিলেন, সেই প্রভাবশালী মহাত্মা শুক্রাচার্য্য পুত্রের সহিত নরপতিগণের মধ্যে সেই দৈত্যরাজকে যজ্ঞ করাইতেছিলেন ॥ ৯

সেই সময় হিরণ্যকশিপু অর্থাৎ বলি যাচকগণকে এই কথা বলিতেছিল—এই যজ্ঞমান আপনাদের ইচ্ছানুসারে বর দান করিতেছে, আপনারা ইহা গ্রহণ করুন ॥ ১০

তখন সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপে উপস্থিত হইয়া রাজা বলির নিকট হইতে তিন পদ ভূমির ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন ॥ ১১

তখন সত্যপরাক্রমী ভগবান বিষ্ণু নিজের বিক্রমণের দ্বারা (পাদবিক্ষেপের দ্বারা) মুনিদের প্রার্থনীয় তিন লোককে আক্রান্ত করিতে মাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় তিনি বিরাট্‌রূপ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১২

রাজা অপহৃত হইলে পর দৈত্যেরা সৈন্যবাহিনীতে পরিবৃত হইয়া প্রাস, অসি, তোমর, যষ্টি, লগুড়, পতাকা, রথ, ধ্বজ, ঢাল, কবচ, কোষ, আয়ুধ ও পরশ্বধ—এই সব জিনিষ গ্রহণ করত পাতাল-গুহায় চলিয়া যাইল ॥ ১৩-১৪

তদনন্তর কিছুকাল পরে ইন্দ্র ও বিষ্ণুর সহিত দেবগণ পুনরায় সেস্থান হইতে নীরবে উত্থিত হইলেন। সেই সময় দেবগণ আনন্দিত হইয়া বলিকে ত্রিলোকের পরে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ১৫

বলি সেই দেবতাগণকে পিতৃগণে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদিগকে সত্বর স্বধামৃত অমৃতের দ্বারা তৃপ্ত করিল। ব্রহ্মা সেই দিব্য অক্ষর ও অবিকারী অমৃত মহেন্দ্রকে প্রদান করিলেন। বলির সেই কর্ম্মের দ্বারা দেবেন্দ্র সুরক্ষিত হইয়া যাইলেন ॥ ১৬

তদনন্তর ইন্দ্র ব্রহ্মার হস্ত হইতে উৎপন্ন, প্রথম পদে

তং স্তুত্বা শঙ্খনাদং তু ত্রয়ো লোকাঃ সমাহিতাঃ।
নিবৃত্তিং পরমাং প্রাপ্তা ইন্দ্রশ্চাথমবাপ চ ॥ ১৮
সর্বৈঃ প্রহরণৈশ্চৈব সংযুক্তা বহ্নিসম্ভবৈঃ

মন্দরাগ্রেষু বিহিতৈস্তত্র লাঙ্গলিরে পাবকৈঃ ॥ ১৯
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
পৌণ্ড্রকে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

প্রতিষ্ঠিতকারী ও শত্রুগণের রোমহর্ষণকর বিবা শঙ্খ বাদ্য করিলেন ॥ ১৭

সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিন লোকের প্রাণিগণের মন একাগ্র হইয়া যাইল। তাহারা ইন্দ্রকে নিজেদের রক্ষক পাইয়া

পরমানন্দে নিমগ্ন হইল। অগ্নি হইতে উৎপন্ন ও প্রজলিত পাবকসদৃশ প্রকাশিত যে সমস্ত অস্ত্র মন্দরাচলের শিখরে বিদ্যমান ছিল, তাহাদের দ্বারা সংযুক্ত হইয়া তিন লোক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল ॥ ১৮-১৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে পৌণ্ড্রক প্রাদুর্ভাববিষয়ক একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশাঽধ্যায়ঃ ॥

[কৃষ্ণযজ্ঞধ্বংসবর্ণনম]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততো মহতি বৃত্তান্তে স্থিতে রাজ্ঞো মহোদয়ে।
দেবতানাং মনুষ্যাণাং সংবাসোঽভবত্তদা ॥ ১
একতঃ সমবীয়ন্তি সহিতাঃ প্রকৃতন্তি চ।
বভূব ভাগঃ সৃষ্টস্য যজ্ঞকর্মণি ভারত ॥ ২
প্রাচেতসং ততো দক্ষং দীক্ষিতা বৈ বৃহস্পতিঃ।
বাজিমেধেষু ভগবানৃষিভিঃ পরিবারিতঃ। ৩
তস্মিন্ মাহাত্মকে যজ্ঞে দক্ষস্য বিদিতাত্মনঃ
শামিত্রমকরোদ্ রুদ্রো ভাগার্থে সত্র নাস্মিনা ॥ ৪

কৃষ্ণস্যৈব হি তত্রস্থাঃ স্থিরাভূতা তদীজ্যয়া
জাতঃ পরমবর্ষ্মাত্মা নন্দীপুরুষবিগ্রহঃ ॥ ৫
তেন যোগেন রাজেন্দ্র বভূব ব্রহ্ম সনাতনম্।
বিহিতং সত্ত্বাবচনৈস্তেনৈব পরমাত্মনা ॥ ৬
যজ্ঞৈশ্চালাব্লপৈশ্চ বিস্তপাক্ষৈশ্চ বৈরৈঃ।
ঊর্দ্ধনেত্রৈর্দ্বাকাচৈবিকৃতৈর্বামনৈস্তথা ॥ ৭
শিখিভিশ্চটিভিশ্চৈব ত্রাকৈশ্চ লম্বকর্ণিভিঃ।
চারিভিশ্চর্ম্মিভিশ্চৈব কুটমুদ্গরপাণিভিঃ ॥ ৮
সঙ্কটাধারিভিশ্চৈব মুক্তমেখলধারিভিঃ
সন্তক্তকটকৈশ্চৈব স্বর্ণকুণ্ডলধারিভিঃ ॥ ৯

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

[যজ্ঞযজ্ঞ ধ্বংস বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর পূর্বোক্ত মহান্ বৃত্তান্ত সংঘটিত হইলে পর যখন পরম অদ্ভুতকারী রাজা প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন দেবতা ও মনুষ্যগণ পরস্পর একসঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১

তাহাতে এই দেবতা ও মনুষ্যগণ একসঙ্গে যাবাযাত্র করিতে এবং পরস্পর প্রেমবশতঃ এক সঙ্গে ভোজন করিতে লাগিলেন। যজ্ঞকর্মে মনুষ্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত ভাগ দেবতারা গ্রহণ আসিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন ॥ ২

সেই সময় প্রাচেতস দক্ষকে ভগবান বৃহস্পতি দীক্ষা দান করিয়া। ভগবান্ বৃহস্পতি ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন ॥ ৩

আত্মজ্ঞানপূত মাহাত্মা দক্ষের সেই যজ্ঞে নন্দীসহ ভগবান্ রুদ্র নিজের ভাগের জন্য শামিত্র কর্ম (পশুহত্যা কার্য্য) করিলেন ॥ ৪

যজ্ঞ ভগবান্ রুদ্রের বিস্তার হল, যিনি তাঁহারই ইচ্ছায় পরম বর্ষাত্মা পুরুষ শরীরে উৎপন্ন হইয়াছেন ॥ ৫

রাজেন্দ্র! পূর্বোক্ত যোগের প্রভাবে সেই যে প্রসিদ্ধ সনাতন ব্রহ্ম, তাঁহাকেই এই পরমাত্মা রুদ্রই বেদ-বাক্যসমূহের দ্বারা সেই রূপে প্রকাশিত করিয়াছিলেন ॥ ৬

ভগবান্ রুদ্রের যখসমূহের মধ্যে অনেকে ভগবান্ ছিলেন এবং অনেকে আবার ভগহীন ছিলেন। বহুর নেত্র বিকরাল ভগবিশিষ্ট ছিল। অনেকে অষ্টোদর (পাকস্থলী উদরবিশিষ্ট) ছিলেন। বহুগণের নেত্র উপরে (মস্তকে) ছিল। অনেকে বিশালদেহ, অনেকে আবার বামন ছিলেন, অনেকে বিকটাকার ছিলেন। বহুর মস্তকে শিখা ছিল, অনেকে জটাধারণ করিয়াছিলেন, অনেকে ত্রিনয়ন ছিলেন এবং বহুর কর্ণ লম্বমান (ঝুলান) ভাবে ছিল। কেহ কেহ চীর (জীর্ণ বস্ত্র) পরিধান করিয়া আছেন, কেহ কেহ চর্ম্ম (ব্যাঘ্রাদির) পরিধান করিয়াছেন। অনেকের হস্তে বৃহৎ ও মুদ্গর ও শোভা পাইতেছিল।

সতিত্তিমৈঃ সতেরীকৈঃ সমৃদ্ধৈঃ সবেণুভিঃ।
এতৈঃ পরিবৃতো দেবো মখং তং সমুপাক্রমৎ ॥ ১০

সলম্বমুরুভিশ্চাপি সস্থালকলপাণিভিঃ।
ঊর্ধ্বাযুধধরো দেবঃ পিনাক ইবাদ্রিকঃ ॥ ১১

বিরজাজ্জিভির্ণীপৈস্তমখে মখবত্তমঃ বরঃ।
কালাগ্নিরিব দীপ্তাচ্চির্জ্জগদ্ধক্ষ্যন্নিবোদ্যতঃ ॥ ১২

নন্দী পিনাকপাণিশ্চ ভগ্নদন্তমখদ্রুহম্
মৃগরাজ ইব কালাগ্নিঃ ক্ষিপ্রং দক্ষুমিবোদ্যতঃ ॥ ১৩

মৃগমুৎক্ষিপ্য বাহাভ্যাং নিশাচরগণাগ্রণীঃ।
ত্রাসয়ন্ মুনিসঙ্ঘাংশ্চ চীরচর্ম্মনিবাসিনঃ ॥ ১৪

হবীংষ্যন্তে পিবন্ত্যেব ভিন্নবাক্তাস্তমালোচনাঃ।

ভক্ষয়ন্তি পশূনন্যে রসনাস্যবলম্বিভিঃ ॥ ১৫

মুমুচুশ্চাপরে মূলান্ ফলবঃ প্রচরন্তি চ
বহ্নিমধ্যে প্রসিক্ষন্তি বারিভিঃ প্রণদন্তি চ ॥ ১৬

সোমমন্যে জহুঃ কেচিন্নরাস্তত্রাস্তদোপমৈঃ।
দর্ভান্ কেচিদ্ বিলুম্পন্তি হরন্তঃ পদ্মদলপ্রভৈঃ ॥ ১৭

বভঞ্জিরে চ মূলাগ্রান্ ফলসাঙ্গাণি চিক্ষিপুঃ।
চিক্ষিপুঃ কাঞ্চনান্ কৃষ্ণান্ শোভার্থমুপকল্পিতান্ ॥ ১৮

বিভিত্তশ্চৈব বাসোভ্যো মুমুক্ষুন্ চিরপ্রথান্
লুলুপুশ্চৈব গাত্রাণি নমন্তঃ স্রুচাবদীনপি ॥ ১৯

অরুরুক্ষংশ্চৈব প্রারুরুক্ষুঃ লুলুপুশ্চ সমাহিতাঃ।
চখাদিরে পুরোডাশাংস্তথাত্রৈব চকম্পিরে ॥ ২০

কেহ যষ্টী ধারণ করিয়াছিলেন এবং কেহ মৃগচর্ম্মের পরিধান করিয়াছিলেন। বহুর হস্তে কটক ও কর্ণে মর্ণের কুণ্ডল শোভা পাইতেছিল। কেহ তিতিড়ি, ভেড়া, বাদ্য করিতেছিলেন, কেহ ভেরী (ঢাক) বাদ্য করিতেছিলেন। কেহ মৃদঙ্গ ও কেহ বেণু বাজাইতেছিলেন। এবম্প্রকারসমূহে পরিবৃত হইয়া মহাদেব দক্ষের সেই যজ্ঞকে ধ্বংস করিতে গিয়াছিলেন। ৭-১০

অনেকে শঙ্খ ও অনেকে মৃদঙ্গ বাজাইতেছিলেন। কেহ কেহ হস্তে তালফল ধারণ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত ভয়ঙ্কর অনুচরগণ ও পিনাকধারী মহাদেব যজ্ঞস্থলে ঠাহার ন্যায় প্রস্তুত হইতেছিলেন। ১১

অগ্নিশিখার ন্যায় উদ্দীপ্ত সেই যজ্ঞস্থলে যজ্ঞধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ রুদ্র সমস্ত ভগবৎকে বদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া প্রজ্বলিত শিখাযুক্ত প্রলয়াগ্নির ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। ১২

নন্দী ও পিনাকধারী মহাদেব ইঁহারা উভয়ে সেই উত্তম যজ্ঞকে ধ্বংস করিতেছিলেন। এই সমস্ত ভগবান্ রুদ্র সম্পূর্ণ সংসারকে বদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া যেন অগ্নিসেবকুলা প্রতীয়মান হইতেছিলেন। ১৩

চীর ও চর্ম্ম পরিধানকারী নিশাচরগণ মুনিসঙ্ঘকে ত্রাসিত করিতে করিতে মৃগ উৎক্ষেপ করত দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। ১৪

ভাস্করবর্ণ নেত্রবিশিষ্ট কতকগুলি নিশাচরগণ জিহ্বাসমূহের দ্বারা হবিষ্যসমূহ পান করিতে লাগিলেন। অন্য অনেকে সেস্থানে পশুদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সেই সব পশু তখন ঠাঁহাদের জিহ্বার অগ্রভাগে ঝুলিতেছিল। ১৫

অন্য কতকগুলি মূলফলকে তুলিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং অনেকে পশুদিগকে হত্যা করিতে লাগিলেন। অনেকে আবার যজ্ঞকুণ্ডে জল ছিটিয়া দিতে লাগিলেন, যাহাতে সেস্থানে প্রজ্বলিত অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। ১৬

কেহ কেহ তাঁহা ও তথাপুষ্পতুল্য রক্তবর্ণবিশিষ্ট নয়নে দর্শন করিতে করিতে সোমকে নষ্ট করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বিকসিত কমলদলতুল্য কান্তিমান্ তৃণসমূহের দ্বারা সেস্থানে পতিত বিধান কুশফলকে অপহরণ করিতে লাগিলেন। ১৭

কেহ কেহ বৃক্ষসকল ভাঙ্গিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ফলসমূহকে তুলিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং কিছু পর সেস্থানে শোভার জন্য নিহিত সুবর্ণময় বৃক্ষসমূহকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দিলেন। ১৮

কিছু পর বাসসমূহের দ্বারা সুবর্ণ বৃক্ষসমূহকে বিবাস করিয়া দিলেন এবং সেই সবের উপর সুবর্ণময় নিক্ষেপ করিলেন। অনেকে যজ্ঞপাত্রসমূহ ভগ্ন করিলেন এবং অনেকে অগ্নীকে মথিত করিলেন। ১৯

অনেকে পত্নীগণসমূহকে পীড়িত করিলেন এবং সেস্থানে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী অপহরণ করিলেন। এই সব কার্য্য ঠাঁহারা অভিলষিত সাধনসম্ভার সহিত করিলেন। ঠাঁহারা পুরোডাশ ভক্ষণ করিলেন এবং পুরোডাশ-ভক্ষকদিগকে নখাগ্রভাগের দ্বারা যেন বধ করিলেন। ২০

এবং দিবা চ রাত্রৌ চ ত্রিদ্যমানো মহামখঃ।
চুক্রোশ চ মহানাদান্ ত্রিদ্যমান ইবার্ণবঃ ॥ ২১
বহ্নঃ সপরমাণায় পূর্বদত্তং বরত্রয়ম্।
কৃত্তং কীচকবেণুভ্যাং সমরে সুমহারবঃ ॥ ২২
প্রতিগৃহ্য মহাদেবঃ স শরৈঃ সমযোজয়ৎ।
বহুবিগৃহ্য জানুভ্যাং জঘান স মহাক্রতুম্ ॥ ২৩
স বিদ্ধস্তেন বাণেন ঘং সমুৎপতিতঃ ক্রতুঃ।
মৃগো ভূত্বা বর্ধমানো উল্কাপাণুপধাবতি ॥ ২৪
শরেণাভিহতস্ত্রাণ ন লেভে প্রশমং ভৃশম্
শরণার্থী ভৃশং প্রাগুঃ শরেণান্তর্গতেন চ ॥ ২৫
তমুবাচ মৃগং ব্রহ্মা শুভং সানুনয়ং বচঃ।
ঘরেণোত্তমবীর্যোগ গন্ধর্বত্বেন সুভাষিণা ॥ ২৬
এবং রূপো নভসি ত্বং ভবিষ্যসি মহামৃগঃ
বিজিতস্ত্র ত্রিপর্বেণ শরেণানতপর্বণা ॥ ২৭
তিষ্ঠরক্ষত্রাশিরসি সহ রুদ্রেণ নিত্যশঃ

সোমেন সহ সংযুক্তো হুতবহোবায়েন চ ॥ ২৮
দিবি সঞ্চারভূতো বৈ তারাভিঃ সহ সঙ্গতঃ।
জ্যোতির্ভূতো জ্যোতিষাং ত্বা ধ্রুবস্তেব মহাক্রতু ॥ ২৯
যচ্চেতদ্ ঋষিরা দিব্যাঃ কৃত্তজাদভিনিঃসৃতম্।
নভস্যুৎপত্তিতং চৈব প্রবেগেন প্রধাবতঃ ॥ ৩০
কৃত্তজাং বহুবর্ণক ক্ষেত্রং মণ্ডলসংজ্ঞিতম্।
নিমিত্তভূতং ভূতানাং বর্ষে বর্ষপ্রদং তথা ॥ ৩১
পুথং দুঃখক ভূতানাং দর্শনে সম্প্রবর্ততে।
ইন্দ্রিয়প্রবণাচ্চৈব নভসীত্রায়ুধোহভবৎ ॥ ৩২
চক্ষুষী মানুষে রাজন্ বিস্ময়াৎ সমবৈক্ষত।
অদ্ভুতং বহুচিত্রক মনসা সম্প্রকল্পিতম্ ॥ ৩৩
ন তু রাত্রৌ প্রদৃশ্যেত যে সত্রঋষি সংজ্ঞিতম্।
দিবস্তৈব সদা ত্বত্রে মহৎকার্যাং প্রদৃশ্যতে ॥ ৩৪
কৃমাবেব সমুদ্বিদ্ধোকাশে তু বিলীয়তে।
শতশশ্চ সমং সর্বে প্রধাবন্তি প্রচেতসঃ।

এইভাবে যখন দিবসে ও রাত্রিতেও দীক্ষিত হইতে লাগিলেন, তখন সেই মহাযজ্ঞ মন্থিত সমুদ্রের ন্যায় প্রচণ্ড ঘোর আর্তনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ২১

অতঃপর মহাবলী মহাদেব দুই তূণীর ভরে পরিমাণ এক পরশু নামক বাণের দ্বারা নির্মিত ধনুকে হাত গ্রহণ করত নত হইয়া তাহার উপর বাণসন্ধান করিলেন এবং সেই মহাযজ্ঞকে বাণের লক্ষ্য স্থির করিলেন। ২২-২৩

সেই বাণে আহত হইয়া এই যজ্ঞ আকাশে উঠিয়া যাইলেন এবং মৃগ হইয়া আর্তনাদ করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট বাধিত হইলেন। ২৪

সেই বাণে আহত হইয়া মহাযজ্ঞ পৃথিবীতে তাঁহার কোনও রক্ষক না পাওয়ায় চিত্তে শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। অতএব তিনি পরশার্থী হইয়া শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট বাণের সহিতই ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। ২৫

ব্রহ্মা সেই মৃগরূপধারী যজ্ঞকে উত্তম বলযুক্ত, গম্ভীর ও সুন্দর ভাষাপূর্ণ স্বরে এই শুভ এবং অনুনয়যুক্ত বাক্য বলিলেন। ২৬

মহাযজ্ঞ! তুমি আনতপর্ব ও ভিন পর্বযুক্ত বাণে পরাজিত হইয়া এই ভাবে মহান্ মৃগরূপে আকাশেই স্থিত থাকিবে। ২৭

তুমি নক্ষত্রের মস্তকে থাকিয়া 'মৃগশিরা' নামে অভিহিত হইবে এবং রুদ্রের (আর্দ্রার) সহিত তোমার সখ্য সাধিয়া থাকিবে। তুমি অশ্ব অথবা সোমের সহিত সংযুক্ত রহিবে (সোমই তোমার দেবতা হইবে)। ২৮

আকাশে তোমার সঞ্চার শান্তি হইবে এবং তারাসমূহের সহিত তুমি মিলিত থাকিবে। তুমি জ্যোতিষমণ্ডলের মধ্যে জ্যোতির্ময় হইয়া প্রকাশিত হইবে ও 'ধ্রুব' এবং 'মহাক্রতু' হইবে। ২৯

তোমার শরীরে যে বাণের আঘাতে ক্ষত (যা) হইয়াছে এবং তাহা হইতে এই যে দিব্য রক্ত নিঃসৃত হইয়াছে, সর্বপ্রথম বাধিত হইয়া এই যে তোমার আকাশে উচ্চতন এবং তুমি যে এই অবেক রঙ্গে পরিণত হইয়া বিরাজ; অতএব ইহা 'মণ্ডল' নামে প্রসিদ্ধ ক্ষেত্র হইবে এবং বর্ষা অনুভূত প্রাণিসমূহের জন্য নিমিত্ত (বর্ষাসূচক লক্ষণ) হইয়া বৃষ্টি-প্রদানকারী হইবে ৩০-৩১

ইহার দর্শনে প্রাণিসমূহের সুখ ও দুঃখ হয়। ইহা নেত্রেন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়া তথা যায়, অতএব ইহা জগতে ইন্দ্রায়ুধ (ইন্দ্রধনু) নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ৩২

প্রথমে ইহা যখন প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন মানুষের নয়ন অতিশয় বিস্ময় সহকারে ইহাকে দেখিত। ইহা অদ্ভুত, বিচিত্র ও ব্রহ্মার মনের দ্বারা কল্পিত। ৩৩

ইহা রাত্রিকালে দেখা যায় না। আকাশে যতক্ষণ সূর্যরশ্মি

তয়াদ্ রুদ্রস্য মহতো ধনিনো বাণপাণয়ঃ । ৩৫
নন্দী রুদ্রগণৈঃ সার্দ্ধং পিনাকী সমতিষ্ঠত ।
যুগান্তকালে অলিতো ব্রহ্মণ্ড ইবোদ্যতঃ ॥ ৩৬
বিষ্ণুঃ শৃঙ্গসমুদ্ভূতঃ প্রগৃহ্য বিপুলং ধনুঃ ।
প্রাতিষ্ঠত মহাবাহুঃ পাণিনা চক্রমাযবং ॥ ৩৭
গদাং সমক্ষমাদায় খড়্গমাদায় পাণিনা ।
প্রগৃহ্য সোঽপ্রতোঽতিষ্ঠদ্ রুদ্রারোদ্যতপাণয়ে ॥ ৩৮
ততঃ শৃঙ্গাগ্রসম্ভূতঃ প্রগৃহ্য বিপুলং ধনুঃ
শঙ্খং চাপ্রতিমং লোকে শরাংশ্চানতপর্ব্বণঃ ॥ ৩৯
বিষ্ণুরগ্রস্থিতো ভাতি সবলঃ সংহতাঞ্জলিঃ ।
বজ্রসোদায়ুলিত্রাণঃ সংশ্রু ইব তোয়দঃ ॥ ৪০
আদিত্যা বসবশ্চৈব বিশ্বে। প্রস্রষ্টরৌদ্র সহ
বিষ্ণুমেবাভিতঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি স্মলপ্রভাঃ ॥ ৪১

মরুতশ্চৈব বিশ্বে চ রুদ্রমেবাভিপেদিরে
গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাশ্চৈব নাগা যক্ষাঃ সপন্নগাঃ ॥ ৪২
ঋষয়ো স্তুতয়শ্চাস্য উভয়োঃ পক্ষয়োস্থিতাঃ ।
জপন্তি শান্তয়ে নিত্যং লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৪৩
রুদ্রঃ শরেণাভ্যহনদ্ বিষ্ণুমেবাগ্রগী রণে ।
হৃদি সর্ব্বাঙ্গসন্ধীষু তীক্ষ্ণাগ্রেণ সুখিনা ॥ ৪৪
ন চক্ষম্পে তদা বিষ্ণুঃ সর্ব্বাত্মা ব্রহ্মসম্ভবঃ ।
ন চ রোষমনা নিত্যং বৃতঃ সর্বৈঃ ষড়িন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৪৫
বিষ্ণুশ্চ ধনুরানম্য শরেণ প্রহরোদ্যতং
ভক্তদেশে মুমোচাশু ব্রহ্মরুদ্রমিবোদ্যতম্ ॥ ৪৬
স বিদ্ধস্তেন বাণেন মহাদেবো ন কম্পতে ।
বজ্রেণ চ মহাসত্ত্বির্মন্দরস্ত ন চালিতঃ ॥ ৪৭
ততঃ প্রসন্নমাপন্নো রুদ্রঃ বিষ্ণুং সনাতনম্ ।
কণ্ঠে জগ্রাহ ভগবাংশ্চীলকণ্ঠস্তদাভবৎ ॥ ৪৮

ব্রহ্মগণ এবং বিশ্বে দেবগণ রুদ্রদেবের পক্ষে রহিলেন। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগ, যক্ষ, পন্নগ ও স্তুতিকারী ঋষিগণ—উভয় পক্ষের দ্বিতীয় ছিলেন, ইঁহারা শান্তির নিমিত্ত ও লোকহিত কামনায় মন্ত্র-জপ করিতে লাগিলেন। ৩১-৪৩

অগ্রগামী রুদ্র রণভূমিতে নিজের বাণের দ্বারা প্রথমে ভগবান্ বিষ্ণুরই বক্ষঃস্থলে ও সমস্ত অঙ্গের সন্ধি-স্থানসমূহে আঘাত করিলেন। এই বাণের অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও উত্তম যত্নযুক্ত ছিল ॥ ৪৪

কিন্তু ব্রহ্মার জন্মদাতা ও সকলের আত্মা ভগবান্ বিষ্ণু সেই আঘাতে কম্পিত হইলেন না এবং মনে মনেও অল্পও কষ্ট হইলেন না এবং ছয় ইন্দ্রিয় তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক বরণ করিল অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ই তখন তাঁহার বশীভূত রহিল ॥ ৪৫

তাহার পর ভগবান্ বিষ্ণু নিজের ধনু নত করিয়া উহাতে বাণ সন্ধান করিলেন এবং উহার ব্রহ্মদণ্ডের সদৃশ সেই বাণকে ভগবান্ শিবের কণ্ঠদেশে সত্বর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৬

সেই বাণে বিদ্ধ হইয়াও মহাদেব সেইরূপ বিচলিত হইলেন না, যেরূপ বজ্রের প্রহারে মন্দরাচলের মহাসত্ত্বি চালিত হয় না ॥ ৪৭

তখন নীলবর্ণ ভগবান্ বিষ্ণু হঠাৎ উঠিয়া আদিত্য সনাতনদেব রুদ্রের কণ্ঠ ধারণ করিলেন, ইহাতে মহাদেব 'নীলকণ্ঠ' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তারপর বিষ্ণু বলিলেন,—অনাদি অনন্তদেব

থাকে, ততক্ষণই উঁহার মৃত্যু থাকে। এই মন্ত্র কার্য্য সদা দিনের অন্তেই (কেবল দিবসেই) দৃষ্টগোচর হয় ॥ ৩৪

ইহা ভূতলেই উঁহার জন্ম এবং আকাশেই বিলীন হইয়া যায়। সেই যজ্ঞস্থলে পরম উৎসাহী ও বাণধারী যে সব বীরপুরুষ শত শত সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই মহাবলবান্ রুদ্রের ভয়ে চারিদিকে পালাইয়া যাইলেন ॥ ৩৭

প্রলয়কালে প্রজ্বলিত ব্রহ্মদণ্ডতুল্য উদ্যত পিনাকধারী নন্দী সেস্থানে রুদ্রগণকে সঙ্গে লইয়া বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

অন্য দিকে মহাবাহু ভগবান্ বিষ্ণু শৃঙ্গনির্ম্মিত বিশাল শার্ঙ্গ-ধনু ও চক্র হাতে লইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন ॥ ৩৭

তিনি অন্য এক হাতে খড়্গযুক্ত গদা ও অপর হাতে নমক খড়্গ লইয়া উদ্যতবাহু রুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য যুদ্ধের অগ্র-ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

সেই সময় বিশাল শার্ঙ্গধনু, জগতের অনুপম বস্তু পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসকল লইয়া সংহত অঞ্জলিযুক্ত শক্তি-শালী ভগবান্ বিষ্ণু হাতে মোহা চর্ম্মনির্ম্মিত দস্তানা বাঁধিয়া সংগ্রাম ভূমিতে অগ্রে বর্ত্তমান হইয়া চন্দ্রসহ মেঘের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন ॥ ৩৯-৪০

অগ্নিতুল্য তেজস্বী আদিত্য ও বসুগণ সকলে নিজ নিজ বিশ্বা অস্ত্র লইয়া ভগবান্ বিষ্ণুরই পার্শ্বে এই দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪১

অনাদিনিধনো দেবঃ কর্মতাঃ হি ভবান্নম।
সর্বকৃতাগমনাচার্যামঙ্গলবাঞ্ছ কর্মণাম্ ॥ ৪৯
কর্ম্মণা চৈব কর্তা চ বিকর্তা চৈব ভারত।
অশেষবাঞ্ছ ভূতানাং সর্বভূতেষু গোপ্তনঃ ॥ ৫০
যদ্যমেব হি যং কর্ম বিদধাতে কর্ম্মযোনিষু।
তত্রো ভূতভমো রাজন্ যদ্যমেব তথাকরোৎ ॥ ৫১
অন্তরিক্ষাচ্ছু ভা বাচঃ শ্রূয়ন্তে পরমাদ্ভুতাঃ।
সিদ্ধানাং বদনোদ্গীতাঃ সনাতন নমোঽস্তু তে ॥ ৫২

নদ্যা পিনাকমুদ্দিশ্য বলবান্ ক্রতুসম্ভবঃ
মূর্চ্ছন্তিষ্ঠতি ভানাক্তো বিষ্ণুঃ ক্রোধেন মূর্চ্ছিতঃ ॥ ৫৩
ততঃ প্রসিস্তো বিষ্ণুর্নদীং দৃষ্ট্বা সুরোত্তমঃ।
তত্রন্তরাস ভগবান্ সর্বভূতহিতৈষিঃ ॥ ৫৪
বিষ্ণুর্ব্রহ্মসমো ভূত্বা তেজসা প্রজ্বলন্নিব।
জন্মন্ চ সনাযুক্তঃ স্থিতঃ স্থাণুবিবাচলঃ ॥ ৫৫

অচিন্ত্যাত্মা প্রমেয়শ্চ ত্রৈলোক্যপ্রাণিসম্ভবঃ।
যুগান্তাগ্নিসমো ভূত্বা শান্ত্যাত্মা হরিরব্যয়ঃ ॥ ৫৬
প্রসন্নঃ কল্পয়ামাস ভাগং রুদ্রায় ধীমতে।
বিষ্ণুর্ধর্ম্মপরো নিত্যো ভক্তকামঃ সুরোত্তমঃ ॥ ৫৭
বিষ্ণুনা চৈব রাজেন্দ্র স যজ্ঞঃ সন্ধিতঃ পুনঃ
যথাপক্ষ তে সর্বে গণাস্ত্বাসন্ মহীপতে।
তস্মিন্ যুদ্ধে মহাঘোরে বিষ্ণু রুদ্রস্য চৈব হ ॥ ৫৮
যথাপক্ষং তথা যুক্তঃ দক্ষযজ্ঞবিনাশনে।
বিনাশস্তৈব যজ্ঞস্য তদা লোকে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৫৯
সর্বভূতেষু যাদ্ভেদ্য স্থিতো যজ্ঞঃ সনাতনঃ
যজ্ঞো যজ্ঞফলৈশ্চব প্রাপ্তবান্ স প্রজাপতিঃ ॥ ৬০
ইমাং চোদাহৃতাং দিব্যাং কথামিতি স বুদ্ধিমান্।
শ্রাবয়েদ্ যস্তু বিপ্রেভ্যঃ শুচিঃ প্রযতমানসঃ ॥ ৬১
অধীত্য সর্বমধ্যায়ং দেবলোকে মহীয়তে।
এষ পৌষ্করকো নাম প্রাগুক্তো মহাঋষিঃ ॥ ৬২

কল্প! আপনি আমাকে কর্ম করুন, আমি ইহা জানিয়াছি যে, আপনি সমস্ত কৃত ও অকৃতসমূহের আচার্য। কর্ম জন্য, অতএব ইহা চিরন্তন পরমাত্মা আপনাকে প্রকাশিত করিতে পারে না। ৪৯-৫১

ভারত! ভগবান্ বিশ্বই সর্বপ্রাণীর রক্ষার কর্মসমূহের কর্তা ও বিকর্তা। তিনি কৃতধর্মের ক্ষেত্র, ভক্ত, নেতৃত্ব, সেবা ও ভক্তদের প্রাপ্তিস্থানের মধ্যে উত্তম। ৫০

রাজন্! যাহারা কর্মযোনিসমূহের মধ্যে নানাপ্রকার শরীর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া স্থিত হইয়া তিনি যেরূপ কর্ম করেন (কর্মে প্রেরণা দান করেন।) কর্তা ও প্রয়োজক—এই উভয় হইতে ভিন্ন যে ভূতভম (বিশ্বভূত) পরমাত্মা, তিনিই এরূপ বিধান করিয়াছেন। ৫১

তদনন্তর অন্তরিক্ষ হইতে দিব্যগণের মুখনিঃসৃত এই পরম অদ্ভুত ও শুভ বাক্য শুনা যাইতে লাগিল—সনাতন পরমেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। ৫২

এই সময়ে রুদ্র হইতে উৎপন্ন বলবান্ নদী ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পিনাক উদ্দেশ করত যুদ্ধে ভগবান্ বিষ্ণুর যজ্ঞকে প্রহার করিলেন। ৫৩

তখন সম্পূর্ণ ভূতগণের পরিত্রাণকর সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বিষ্ণু নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করত উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি নদীকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন। ৫৪

ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মসমান হইয়া তেজে যেন প্রজ্বলিত হইতেছিলেন। তিনি জন্মাবধি যুক্ত হইয়া স্থাণুর (ঠুঁটা কাষ্ঠের) ন্যায় অচিন্তনীয় ও প্রমেয় কার্য করিতে লাগিলেন। ৫৫

অচিন্ত্য, অপ্রমেয়, অক্ষয়, শরীরধারণ করিতে সমর্থ এবং প্রলয়াগ্নিতুল্য তেজস্বী হইয়াও অবিনাশী হরিনি সেই সময় নিজের চিত্তকে শান্ত করিয়া রাখিলেন। ৫৬

মহা কীর্তনসম্পন্ন পবিত্রাত্মকারী ধর্মপরায়ণ সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া সেই যজ্ঞে বুদ্ধিমান্ রুদ্রদেবের জন্য ভাগের কল্পনা (ব্যবস্থা) করিলেন। ৫৭

রাজেন্দ্র! যাহাকে রুদ্রদেব ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞকে পুনরায় ভগবান্ বিষ্ণু বিধি অনুসারে সম্পন্ন করাইলেন। তখনে! সেই সময় ভগবান্ বিষ্ণু ও রুদ্রের ঘোর যুদ্ধে সকল গণ যথাযোগ্য পক্ষে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ৫৮

দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের সময় যাঁহারা যাঁহার পক্ষে ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে সেই সমস্ত যজ্ঞের বিনাশী প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইল। ৫৯

রাজেন্দ্র! কিন্তু যজ্ঞ সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষে স্থিতকর ও সনাতন। সেইজন্য প্রজাপতি দক্ষ সেই যজ্ঞের পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইলেন। ৬০

যে পবিত্র, সংযতচিত্ত ও বুদ্ধিমান্ পুরুষ এখানে কথিত এই দিব্য কথা ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করাইবেন, তিনি সমস্ত অধ্যায় পাঠ অবধান করত দেবলোকে পূজিত হন। ৬১

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"যিনি কূপ হ'তে জল তুলে রেখে জলসত্র খুলে বসে জলদান করেন, তাঁর কাছে পিপাসিত হ'য়ে যে ছুটে যায়, সেই জলপান ক'রে কৃতার্থ হয়। পিপাসা দূর হ'য়ে যায়। শান্ত হয়। সেইরূপ সিদ্ধগুরু নিজে সাধনা ক'রে সিদ্ধিলাভের পর করুণাপরবশ হয়ে সংসার তাপদগ্ধ মানবগণকে উদ্ধার করবার জন্য শিষ্যের উপর শক্তি সঞ্চার করেন। শিষ্য সেই শক্তিপ্রভাবে অনায়াসে ঈপ্সিত লাভ করে।"

(২)

"শুদ্ধ আচার সদাচার, যথাকালে উপাসনা সংসঙ্গ করলে মানুষ অবশ্য কৃতার্থ হ'তে পারে। সর্ব্বদা নাম ও লীলাচিন্তা করিব বদ্ধপরায়। লেখে লীলাচিন্তাই রূপ আসেনা ভাবের ভিতর দিয়া ভাষা দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ ক'রে স্থির করে দেয়।"

(৩)

"না, শাস্ত্রবাণী কখনও মিথ্যা হ'তে পারেনা। সমুদ্রের বেলাতিক্রম, মেরুর চলন, চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহদের কক্ষত্যাগ কখন সম্ভব হ'তেও পারে কিন্তু শাস্ত্রবাণী মিথ্যা হ'তে পারেনা পারেনা। শাস্ত্রপথ প্রঃবীবেষ্টিত নিরাপদ রাজপথ। এ পথ একান্তভাবে যে আশ্রয় করে, সে নিশ্চয় জীবনে হাসতে হাসতে সেই অনাময় অকূল রাজার রাজ্যে পৌঁছে যায়।"

—:০:—

Magh 1383 B S. Regd No. W B NC 57 Mahabharata 104 105
Falguo 1383 B S
Aryashastra Jan.—Mar. 1977

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"গঙ্গায় একটি কলসী চুবিয়ে রেখে দিলে, কলসীর জলে গঙ্গা-জলে কোন ভেদ না থাকলেও যেমন কলসীর ব্যবধানের জন্য, কলসীর জল গঙ্গায় মিলতে পারেনা। কলসী ভেঙ্গে গেলে তবে মেলে, সেইরকম জীব ভগবৎ-সাগরে ডুবে থেকেও দেহ-ঘট উপাধির জন্য পৃথক হ'য়ে থাকে। গুরুকৃপায় যখন বিরজিনী ভেদে উঠেন তখন এরে এরে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—এই তিনটী দেহরূপ ঘট ভেঙ্গে তবে তাতে মিলতে পারেন।"

(২)

"যতক্ষণ বলবার ভাষা আছে বা মনন করবার মন আছে ততক্ষণ আমি তোমার-পুরুষোত্তম' এই মন্ত্রমূর্তি ধরে থাকতে হবে বাস্—এতেই সব ঠিক হয়ে যাবে। মানুষ নিভয় হ'য়ে যায় একটা অন্তর্দৃষ্টি তার প্রসে উপস্থিত হয়। সবই আনন্দময় হ'য়ে যায়

—০—

শ্রীরাধারঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি ভরিউ ডি রোড, কলি—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শান্তভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ভরিউ ডি রোড কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

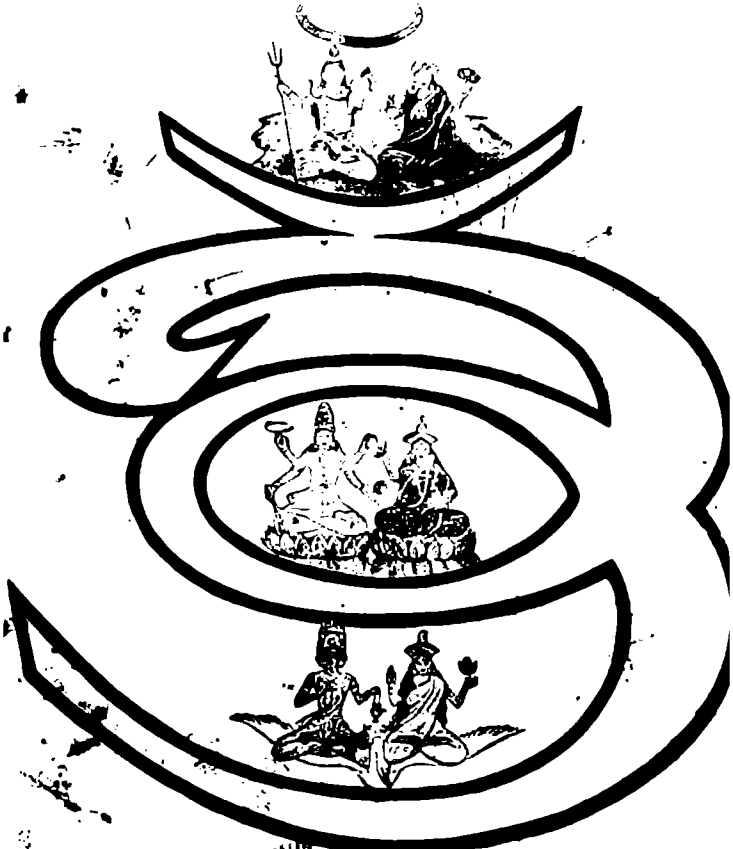

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

CALCUTTA UNIVERSITY

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

আমিকে ধরতে হলে 'আমার' শেষ করে দিতে হ'বে। 'সব আমার'—এর মূল হ'ল "আমার দেহ"। নমঃ—ন "মম", নম—একটি মকার লোপ হয়ে গেছে—এ দেহ ন মম আমার নয়। দেহটাকে উৎসর্গ করবার জন্য এতো নমো নমঃ। দেহটাকে তোমার করে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত, এই দেহটাকে নিবেদন করবার জন্যই নমঃ নমঃ করবার কথা শাস্ত্র বলেছেন"।

(২)

"কলিচক্রে এখনকার বহির্মুখ লোকের বর্ণাশ্রম মানেনি, বর্ণাশ্রমধর্ম স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে সমতা-উদারতা দেখাতে গিয়ে বেচারাদের দুর্গতি সীমা নাই। রোগে-শোকে অভাবে জ্বালা যন্ত্রণায় পারিবারিক অশান্তিতে মনের উদ্ভ্রান্ত হতে বেচারারা ছুটে বেড়াচ্ছে। আরে যে শাস্ত্রকে উপেক্ষা করে, তাকে শান্তি দেবে কে—সে শান্তি পেতে পারেনা—পারেনা!"

(৩)

"শুদ্ধ আহার, সৎসঙ্গ সন্ধ্যা গায়ত্রী করে থাকলেও মূলকেন্দ্রে পহুঁছিতে দেরী হবেনা সকল সাধনার সার কর্ত্তব্য, সেটি প্রাণপণে রক্ষা করবার চেষ্টা করতে হবে, 'রাম রাম রাম রাম'।"

—০—

১৫শ বর্ষ, চৈত্র-বৈশাখ, ১৩৮৩৮৪

দশম সংখ্যা মদনভস্মিকা যাত্রা
একাদশ সংখ্যা— চান্দনী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতঃ—

হরিবংশঃ

শ্রীশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।

যুগ্ম-সম্পাদক
শ্রীশ্রীভীষ্মাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, বি-এল্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদকবৃন্দ
শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যারত্ন
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরতন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

ব্যবস্থাপিকা :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মসচিবদ্বয় :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ, ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ (ফোন : ৫৮-২৭৩১)
সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ । ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য মডাক ১৮·· টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৭১ টাকা।

নিয়মাবলী

১। আর্যাশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·· টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ ন· পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·· টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক,—'আর্যাশাস্ত্র', ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিবংশ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্যাশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ-পত্রাদি "সম্পাদক, আর্যাশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭/৭ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন ফোন নং ৫৮-২৭৩১। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ব্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্যাশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পরবর্ত্তী ডাকবারী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্যাশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্যাশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

পুরাণে পৌষরে চৈব মহা বৈপায়নেরিতঃ
যথাবদনুপূর্ব্বেণ সংকৃতঃ পরমর্ষিভিঃ ॥ ৬০
অষ্টোনবত্যাঃ পুরুষঃ পুরাবৎ
সদাপ্রমত্তঃ শৃণুয়াদ্ যথোক্তম্ ।

অথাপ্য কামানিহ বীতশোকঃ
পরত্র চ স্বর্গফলানি ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৬৪
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌষরে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

বৈপায়ন ব্যাসদেব-কথিত পরমার্ষির এই পুরুষনামক প্রাদুর্ভাব আমি এই পুরাণে পুরুষ-প্রাদুর্ভাবপ্রসঙ্গে ক্রমশঃ যথাযথরূপে বর্ণন করিলাম। মহর্ষিগণ ইহার সংস্কার করিয়াছেন ॥ ৬১-৬৩

যে পুরুষ সদা সাবধান থাকিয়া এই শ্রেষ্ঠ পুরাণ যথাযথরূপে শ্রবণ করেন, তিনি ইহলোকে সমস্ত কামনাসমূহ লাভ করত বীতশোক হইয়া পরলোকে স্বর্গীয় ফলসমূহ উপভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৬৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুরুষ-প্রাদুর্ভাববিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

বারাহাবতারস্যোপক্রমঃ ।

জনমেজয় উবাচ

প্রাদুর্ভাবঃ পুরাণেষু বিষ্ণোরমিততেজসঃ
সত্তাং কথয়তাং বিপ্র বারাহং ইতি নঃ শ্রুতঃ ॥ ১
ন জানতেঽস্য চরিতং ন বিধিং নৈব বিস্তরম্
ন কর্ম্ম গুণবদ্ভাবং ন হেতুং ন মনীষিতম্ ॥ ২
কিমাত্মকো বরাহোঽসৌ কা মূর্ত্তিঃ কান্ত দেবতা
কিমাচারঃ কিম্প্রভাবঃ কিং বা তেন পুরা কৃতম্ ॥ ৩
এতন্মে সংশয়ত্বেন বারাহং শ্রুতিবিস্তরম্
বক্তুমর্হসি সমেতানাং দ্বিজাতীনাং মহাত্মনাম্ ॥ ৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতত্তে কথয়িষ্যামি পুরাবৃত্তং দ্বিজর্ষভম্
নানাশ্রুতিসমাযুক্তং কৃষ্ণদ্বৈপায়নেরিতম্ ।
মহাবরাহচরিতং কৃষ্ণস্যামিতকর্ম্মণঃ ॥ ৫
যথা নারায়ণো রাজন্ বরাহঃ বপুরাস্থিতঃ ।
দংষ্ট্রয়া গাং সমুত্তস্থামুজ্জহারাম্ভসস্তলম্ ॥ ৬
হ্রাদসীভিরদারাভিঃ শ্রুতিভিঃ সমলঙ্কৃতঃ
ওঙ্কারঃ প্রহ্বত্বান্ ভূত্বা নিবোধ জনমেজয় ॥ ৭
ইদং পুরাণং পরমং পুণ্যং বৈস্রংসি সম্মিতম্ ।
নানাশ্রুতিসমাযুক্তং নাস্তিকায় ন কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৮

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[বারাহাবতারের উপক্রম।]

জনমেজয় বলিলেন,—দ্বিজবর। আমি সংপুরুষগণের মুখ হইতে পুরাণসমূহে অমিততেজস্বী ভগবান্ বিষ্ণুর 'বারাহ' নামক অবতারের কথা শুনিয়াছি ॥ ১

অধিকাংশ মানুষই ভগবান্ বরাহের চরিত্র জানে না, তাঁহার বিধি ও বিস্তারও জানে না, তাঁহার কর্ম্ম ও গুণবত্তাও জানে না এবং সেই অবতারের হেতু ও তাঁহার মনোগত বিচারও অনেকে জানে না ॥ ২

সেই বরাহের স্বরূপ কি? তাঁহার মূর্ত্তি কিরূপ? তাঁহার দেবতা কে? তাঁহার আচার ও প্রভাব কিরূপ? অথবা তিনি পুরাকালে কোন্ কার্য্য করিয়াছিলেন? ৩

ইহাই আমার সংশয়রূপে প্রশ্ন। যজ্ঞের জন্য সমবেত এই মহাত্মা ব্রাহ্মণদিগেরও বরাহ-অবতারসম্বন্ধী কথা সবিস্তরে শ্রবণ মঙ্গলকর হইবে। অতএব আপনি ইহা বর্ণনা করুন।) ৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! অমৃতকর্ম্মা ভগবান্ বিষ্ণুর এই মহাবরাহচরিত পুরাণকথিত এবং বেদতুল্য আদরণীয়। নানা শ্রুতিসমূহের দ্বারা যুক্ত (অনুমোদিত) এবং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত। আমি ইহা তোমার নিকট বর্ণনা করিব ॥ ৫

রাজা জনমেজয়! শত্রুসূদন ভগবান্ নারায়ণ বরাহরূপ ধারণ করত উহার বৈষিক শ্রুতিসমূহে অলঙ্কৃত, পক্ষিরূপ ও প্রযত্নশীল হইয়া যেভাবে একার্ণবের জলে নিমগ্না পৃথিবীকে নিজের এক দন্তের দ্বারা উত্তার করিয়াছিলেন, সেই সব চরিত্র শ্রবণ কর ॥ ৬-৭

এই পরম পবিত্র, পুরাতন, বেদতুল্য প্রামাণিক ও নানা শ্রুতিসমূহের দ্বারা অনুমোদিত চরিত্রের বর্ণনা কোন নাস্তিকের নিকট করিবে না ॥ ৮

পুরাণমেতদখিলং সাংখ্যং যোগং তথৈব চ।
কার্ৎস্ন্যেন বিধিনা প্রোক্তং যোঽন্যথার্থং জ্ঞাস্যতে পুমান্ ॥৯
বিধেয়েষাত্তথা,সাধ্যা ,রুদ্রাস্ত্রিতাস্তথাবিনৌ।
প্রজানাং পতয়শ্চৈব সপ্ত চৈব মহর্ষয়ঃ ॥ ১০
মনসশ্চতুরান্তৈব পূর্বজাশ্চ মহর্ষয়ঃ।
যমবোঽনলশ্চৈব গন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসাঃ ॥ ১১
দৈত্যাঃ পিশাচা নাগাশ্চ ভূতানিবিধানি চ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা ম্লেচ্ছাদয়ো ভুবি ॥ ১২
চতুষ্পদানি সর্বাণি তির্যগ্যোনিগতানি চ
জঙ্গমানি চ সর্বাণি যচ্চান্যজ্জীবসংজ্ঞিতম্ ॥ ১৩
পূর্ণে যুগসহস্রান্তে ব্রাহ্মেঽহনি তথাগতে।
নির্বাণে সর্বভূতানাং সংঘাৎপাতসমুদ্ভবে ॥ ১৪
বিংশত্যেরত্রিশিখতস্তো ভূত্বা বৃষাকপিঃ।
শিখাভিবিধিবাল্লোকান্ সংশোষয়তি বৈভিন্নঃ ॥ ১৫
দহ্যমানাস্ততস্তস্য তেজোরাশিভিরগ্রতঃ।
বিবর্ণবর্ণা মহাভা ভবাচ্ছিন্নরশ্মিভানৈঃ ॥ ১৬
সাঙ্গোপনিষদা বেদা ইতিহাসপুরোগমাঃ।
সর্ববিদ্যাপ্রস্রষ্টারশ্চৈব সত্যধর্মপরায়ণাঃ ॥ ১৭
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা ভস্মসাদ্ভূতা শিখাতোমুখম্।
সর্বে দেবগণাশ্চৈব ঋষয়শ্চিরজীবিনঃ ॥১৮
তস্মিন্নহনি সম্প্রাপ্তে তং তংসং মহদক্ষরম্।
প্রবিশন্তি মহাযোগাঃ ঋষিং নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ১৯
তেষাং ভূয়ঃ প্রবিষ্টানাং নিধনোৎপত্তিরুচ্যতে।
যথা সূর্যস্য সততমুদয়াস্তময়াবিহ ॥ ২০
পূর্ণে যুগসহস্রান্তে কাল্পা নিত্যেষ উচ্যতে।
তস্মিন্ জীবকৃতঃ সর্গঃ নিঃশেষমবতিষ্ঠতে ॥ ২১
সংহৃত্য লোকান্ সর্বান্ স দেবাসুরমানুষান্।
কৃত্বাত্মসর্গে ভগবানাস্তে একো জগদ্গুরুঃ ॥ ২২
যঃ স্রষ্টা সর্বভূতানাং কল্পান্তেষু পুনঃ পুনঃ।
অব্যক্তঃ শাশ্বতো দেবস্তন্ত সর্বমিদং জগৎ ॥ ২৩

এই সম্পূর্ণ পুরাণ সাংখ্য-যোগময়। যে বিধান্ পুরুষ ইহার অর্থ যথাযথভাবে বুঝিতে পারিবেন, তাঁহার তত্ত্বই ইহাতে পূর্ণরূপে বিধিপূর্বক সাংখ্য-যোগের বর্ণনা আছে ॥ ৯

বিশ্বেদেব, সাধ্য, রুদ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়, প্রজাপতি, সপ্ত মহর্ষি, ব্রহ্মার মানসসন্তানের দ্বারা উৎপন্ন পূর্বজ মহর্ষিগণ, যম, অপ্সরা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, দৈত্য, পিশাচ, নাগ, নানাপ্রকার ভূতসঙ্ঘ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছবাসী, ম্লেচ্ছপ্রভৃতিরা, সমস্ত চতুষ্পদ, তির্যগ্‌যোনির জীবগণ, জঙ্গমমাত্র জীবগণ এবং অন্যান্য জীবনাধারী কৃতযুগ—ইহারা সকলেই ভগবান্ বরাহের (বিষ্ণুর) তনু ॥ ১০-১৩

এক সহস্র চতুর্যুগ পূর্ণ হইলে পর শেষে যখন ব্রহ্মার দিন সমাপ্ত হয় এবং সর্বপ্রকার উৎপাতসমূহের দ্বারা সকল প্রাণীর সংহার হইতে থাকে, সেই সময় অগ্নি, বায়ু ও সূর্যরূপ তিন শিখাবিশিষ্ট প্রলয়ঙ্কর অগ্নিদেব প্রকটিত হন, যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবস্বরূপ। তিনি নিজের শিখাসমূহের দ্বারা বিবিধ লোকসকল ও সমস্ত দেহধারীদিগকে শোষণ করিয়া থাকেন ॥ ১৪-১৫

এই অগ্নির জ্বালাময় মুখসমূহ ও তেজোরাশির দ্বারা অঙ্গ দগ্ধ হইয়া যাওয়ায় শ্রীহীন যজ্ঞ বেদ, উপনিষদ ও ইতিহাসাদি, যাঁহারা সমস্ত বিদ্যার আশ্রয় এবং সত্যধর্মপরায়ণ ছিলেন, ইঁহারা ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছায় সকলদিকে মুখবিশিষ্ট পরমাত্মায় প্রবিষ্ট হইয়া যাইবেন। এই দিন উপস্থিত হইলে পর তেত্রিশ কোটি সংখ্যাবিশিষ্ট সমস্ত দেবতাগণও মহান্, অবিনাশী, হৃষীকেশ, মহাযোগী ও প্রভু নারায়ণ শ্রীহরিতে প্রবেশ করিয়া থাকেন ॥ ১৬-১৯

যেরূপ এই জগতে সর্বদাই সূর্যদেবের উদয় ও অস্ত হইতেই থাকে অর্থাৎ একদেশে বিদ্যমান সূর্য যখন অন্য দেশে দৃষ্ট হন না, তখন সেই দেশের লোকসকল তাঁহাকে অস্তমিত বলিয়া থাকে এবং যখন তিনি দৃষ্ট হইতে থাকেন, তখন তাঁহার উদয় হইয়াছে বলিয়া মনে করে, সেইরূপ ভগবান্ নারায়ণে বারংবার প্রবিষ্ট জীবগণের সংহার ও প্রলয় সর্বদাই হইতে থাকে। ইহার তাৎপর্য এই—ব্রহ্মার দিনের শেষে যখন সারা জগৎ নারায়ণে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, তখন উহা প্রলয় হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়; কারণ, প্রলয়াবস্থায় মহামুনি মার্কণ্ডেয় নারায়ণের উদরে পুনর্বার জগৎকে দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ২০

সহস্র চতুর্যুগ পূর্ণ হইয়া যাইলে পর এক কল্পের সংহার হইয়া যায়। তখন ঐহাতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই অবস্থায় জীবের কৃত সব কিছুই নষ্ট হইয়া যায় ॥ ২১

দেবতা, অসুর ও নরাদিসমস্ত লোকসকলকে সংহার করিয়া তাহাদিগকে নিজের উদরের মধ্যে স্থাপিত করত একমাত্র জগদ্‌গুরু ভগবান্ শ্রীহরিই অবশিষ্ট থাকেন ॥ ২২

যিনি কল্পান্তে বারংবার সমস্ত প্রাণিগণকে সৃষ্টি করেন,

নষ্টার্কিরণে লোকে চন্দ্রস্যশ্রিবিবর্জিতে
ত্যক্তভূতাগ্নিপবনে কীর্ণসজ্জবহাচ্ছিন্নে ॥ ১৪
অপক্ষিগণসঙ্ঘাতে সর্বপ্রাণ্যচরে পথি।
অমর্যাদাকুলে লোকে হোতে সর্বতস্তমসা বৃতে ॥ ১৫
অদৃশ্যে সর্বলোকেঽস্মিন্নব্যাবে সর্বকর্মণাম্।
প্রশান্তে সর্বসম্পাতে নষ্টে বৈরপরিগ্রহে ॥ ১৬
গতে স্বভাবসংস্থানে লোকে নারায়ণাত্মকে।
পরমেষ্ঠী প্রভবোঽশঃ পরনারায়ণাচ্চক্রমে ॥ ১৭
শীতবাসা লোহিতাক্ষঃ কৃষ্ণঃ ভীমভূতশ্রিতঃ।
শিখাসহস্রপ্রবিকচঃ জটাভারঃ সমুদ্বহন ॥ ১৮
শ্রীবৎসকলিলঃ পুণ্যঃ রুক্মপদ্মনিভেক্ষণ।
বজ্রো বিভ্রন্মহাবাহুঃ সবিদ্যুদ্বি তোয়দঃ ॥ ১৯
পুণ্ডরীকসহস্রেণ মালাশ্ব শুশুভে তলা।
পদ্মী চৈব স্বয়ং লক্ষ্মীর্দেবমাতৃতা তিষ্ঠতি ॥ ২০

তিনিই এই অব্যক্ত সনাতন দেব ঐহরি, তাঁহারই এই সম্পূর্ণ জগৎ ॥ ২৩

যখন জগৎ হইতে সূর্যের কিরণ লোপ হইয়া যায়, চন্দ্রেরও রশ্মি আর থাকে না, অগ্নি ও পবনও পরিত্যক্ত হইয়া যান, যজ্ঞ ও বষট্কারের ক্রিয়াসমূহ সর্বথা লুপ্ত হইয়া যায়, পক্ষি-সকলেরও গতি অবলম্বিত থাকে না, পথে পথে সমস্ত প্রাণিগণের গমনাগমন বন্ধ হইয়া যায়, যখন এই জগৎ মর্যাদাবহির্ভূত, চরাচর ও সর্বদিকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, যখন ইহাতে সকল লোকই অদৃশ্য হইয়া যায়, সমস্ত কর্মের অভাব হয়, সর্বদিকে শান্তি বিরাজ করে, সকলের অন্ত হইয়া যায়, বৈর-বিরোধ নষ্ট হইয়া যায়, সকল লোক নিজেদের স্বাভাবিক স্থিতি প্রাপ্ত হয় এবং সারা বিশ্ব নারায়ণময় হইয়া যায়, সেই সময় পরমেষ্ঠী ভগবান্ হৃষীকেশ নয়নের অন্ত উপক্রম করেন ॥ ২৪-২৭

সেই সময় পীতবস্ত্রধারী তাঁহার নয়ন ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং অঙ্গ-কান্তি মেঘের সমান শ্যামবর্ণ থাকে। তিনি মস্তকে সহস্র শিখায় বিকসিত জটাভার বহন করেন ॥ ২৮

তাঁহার রক্তকমলে বিভূষিত পবিত্র বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস-শোভায় সমুজ্জ্বল থাকে। এই শোভা ধারণ করিয়া মহাবাহু শ্রীহরি বিদ্যুৎসহ মেঘের নূতন শোভা প্রাপ্ত হন ॥ ২৯

সেই সময় তাঁহার বদনে সহস্র কমলের মালা শোভা পাইতে থাকে। তাঁর বামপার্শ্বে লক্ষ্মী তাঁহার সম্পূর্ণ শরীরকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করেন ॥ ৩০

ততঃ স্থপিতি বর্ষাত্মা সর্বলোকপিতামহঃ।
কিমপ্যমিতবিক্রান্তো নিদ্রাযোগমুপাগতঃ ॥ ৩১
ততো বর্ষসহস্রে তু পূর্ণে স পুরুষোত্তমঃ।
স্বয়মেব বিভূর্বুদ্ধ্যা বুধ্যতে বিবুধাধিপঃ ॥ ৩২
ততশ্চিন্তয়তে ভূতঃ সৃষ্টিং লোকস্য লোককৃৎ।
পিতৃদেবাসুরনরান্ পারমেষ্ঠ্যেন কর্মণা ॥ ৩৩
ততশ্চিন্তয়তঃ কার্যং দেবেষু সন্নিবিষ্টয়ঃ
সম্ভবং সর্বলোকস্য বিদধাতি স বাক্পতিঃ ॥ ৩৪
কর্তা চৈব বিকর্তা চ সংহর্তা চ প্রজাপতিঃ।
ধাতা বিধাতা চ তথা সংযমো নিয়মো যমঃ ॥ ৩৫
নারায়ণপরা দেবা নারায়ণপরাঃ ক্রিয়াঃ।
নারায়ণপরো বেদো নারায়ণপরা স্তুতিঃ ॥ ৩৬
নারায়ণপরো যোগো নারায়ণপরা গতিঃ।
নারায়ণপরো ধর্মো নারায়ণপরঃ ক্রতুঃ ॥ ৩৭

তারপর সমস্ত লোকস্রষ্টাদের পিতামহ ও অমিতপরাক্রমী এই বর্ষাত্মা নারায়ণ নিদ্রাযোগ অবলম্বন করত কোনও এক অনির্বচনীয় স্থিতিতে শয়ন করেন ॥ ৩১

তদনন্তর সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে পর এই সর্বব্যাপী দেবেশ্বর পুরুষোত্তম স্বয়ং জাগরিত হন। প্রত্যেক কল্পের শেষে তিনি এইভাবে শয়ন করেন এবং জাগরিত হন ॥ ৩২

তাহার পর এই লোককর্তা ভগবান্ বিষ্ণু পুনরায় লোক-সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করেন। ব্রহ্মোচিত কর্মের দ্বারা পিতৃগণ ও দেবতা, অসুর এবং মনুষ্যদিগের উৎপত্তির বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকেন ॥ ৩৩

তদনন্তর এই ভূতধিকর্তা ও বাণীর অধিপতি ভগবান্ নারায়ণ দেবতাদের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করিতে এবং সম্পূর্ণ জগৎকে সৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

ইনিই ভূতগণের স্রষ্টা ও ভৌতিক বস্তুসমূহে বিধি রূপে উৎপন্নকারী। ইনিই সংহারকারী ও প্রজাপালক। ধাতা, বিধাতা, সংযম, নিয়ম ও যম ইনিই ॥ ৩৫

সমস্ত দেবতাগণ নারায়ণেরই উপাসক। সকল ক্রিয়া নারায়ণকেই প্রাপ্ত হয়। বেদের পরম আশ্রয় নারায়ণই এবং স্তুতিসমূহের পরম প্রতিপাদ্য তত্ত্বও নারায়ণই ॥ ৩৬

যোগের পরাকাষ্ঠা নারায়ণই। সর্বোত্তম গতি নারায়ণ। ধর্মের পরম লক্ষ্য নারায়ণই এবং যজ্ঞও নারায়ণেরই প্রসন্নতার জন্য ॥ ৩৭

নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপরং তপঃ
নারায়ণপরং সত্যং নারায়ণপরং পদম্ ।
নারায়ণপরো দেবো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ৩৮
ধরুত্তুরিতি বিজ্ঞেয়ঃ স ব্রহ্মা ভুবনাধিপঃ ।
স বায়ুরিতি বিজ্ঞেয় এষ যজ্ঞঃ সনাতনঃ ॥ ৩৯
সদসচ্চ স বিজ্ঞেয়ঃ স যজ্ঞঃ স প্রজাকরঃ ।
যদ্‌বেদিতব্যং ত্রিদশৈস্তদেষ পরিবিশ্যতি ॥ ৪০
যজ্ঞ বেত্তং তপবতো দেবা অপি ন তত্ত্ব বিদুঃ ।
প্রজানাং পততঃ সপ্ত ভবন্তে সপ্তরশ্ময়ঃ ॥ ৪১
নাস্যান্তমধিগচ্ছন্তি তত্তোঽনন্ত ইতি শ্রুতিঃ ।
যদস্য পরমং রূপং তত্র পশ্যন্তি দেবতাঃ ॥ ৪২
প্রাদুর্ভাবেষু সম্ভূতঃ যতদর্চন্তি দেবতাঃ
যত্র দর্শিতবান্ দেবঃ কর্তুমেষ্টুমর্হতি ॥ ৪৩
গ্রামণীঃ সর্বভূতানামসিমাকুত্তরোর্গতিঃ ।
তেজসস্তপসশ্চৈব নিধানমমৃতস্য চ ॥ ৪৪
চতুরাশ্রমবর্ণেষু চাতুর্হোত্রফলাশনঃ ।
চতুঃসাগরপর্যান্তচতুর্মূর্তিবর্তকঃ ॥ ৪৫
তমেব সংস্তুতা জগৎ কৃত্বা গর্ভমাত্মনঃ
মুমোচাণ্ডং মহাযোগী বৃতঃ বর্ষসহস্রিকম্ ॥ ৪৬
সুরাসুরবিজৃম্ভণগান্ধারোগশৈলৈ-
র্মহৌঘদিগ্বিতিধরবজ্রগুল্মকৈঃ
প্রজাপতিঃ শ্রুতিধর রক্ষসাং কুলং
তদাসৃজদ্ভগবানিদমাত্মনা প্রভুঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
বারাহে প্রাদুর্ভাবে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

জানের উৎকৃষ্ট তপ নারায়ণ। তপস্যাধার পরম প্রাপ্য বস্তু নারায়ণই। সত্যও নারায়ণেরই প্রাপ্তির সাধন এবং পরমপদও নারায়ণই। নারায়ণ হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও দেবতা হন নাই ও হইবেও না। ৩৮

ইঁহাকে সমস্ত ভুবনের অধিপতি ধরত্বু ব্রহ্মা বলিয়া জানিবে। ইঁহাকে বায়ু বলিয়াও জানিবে এবং ইনিই সনাতন যজ্ঞ। ৩৯

ইঁহাকে সৎ ও অসৎ বলিয়াও জানিবে। ইনিই যজ্ঞ এবং প্রজাবর্গের স্রষ্টা। দেবতাগণের দ্বারা যাহা কিছু প্রাপ্তব্য বস্তু আছে, সেই সবেরই প্রাপ্তি ইনিই করাইয়া থাকেন। ৪০

শ্রীভগবানের যে বেদ তত্ত্ব, তাহা দেবগণও জানেন না। দেবগণসহ প্রজাপতি ও সপ্তর্ষিগণও তাঁহার তত্ত্ব জানেন না, সেইজন্য 'অজ' নামে তাঁহার প্রসিদ্ধি। ৪১।

ইঁহার যে পরম উৎকৃষ্ট রূপ, তাহা দেবলোকে দেবতারা দর্শন করেন। অবতারসমূহে তাঁহার যে রূপ প্রকটিত হয়, দেবগণ তাঁহার পূজা করেন। যাহাকে স্বয়ং ভগবান্ না দর্শন করান, তাহার আহরণ কে করিতে পারে? ৪২-৪৩

তিনি সমস্ত প্রাণিগণের নেতা, ভূতানল ও প্রাণের গতি এবং তপ, তেজ ও অমৃতের নিধি। ৪৪

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার আশ্রম এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণে চাতুর্হোত্র যজ্ঞের ফলভোগী এবং সেই ফলের প্রাপ্তিকারক ইনিই। ইনি চার সমুদ্র পর্যন্ত ব্যাপ্ত এবং চার যুগের বিবর্তক অর্থাৎ আবর্তনকারী। ৪৫

এই মহাযোগী শ্রীহরি সম্পূর্ণ জগৎকে সংহার করিয়া তাহাকে নিজ গর্ভে (উদরে) স্থাপিত করত সহস্রবর্ষ পর্যন্ত ধারণ করিবার পর অণ্ডরূপে (ব্রহ্মাণ্ডের) রূপে প্রকটিত করিয়াছেন। ৪৬

ক্ষতিয়র ভগবেতর। সেই সময় এই ভগবান্ প্রজাপতি দেবতা, অসুর, যক্ষ, নাগ, অপ্সরা, মহৌষধি, পর্বত, যক্ষ ও গুহ্যকগণের সহিত রাক্ষসকুলকেও নিজের রূপের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৪৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বারাহাবতারবিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতা বজ্রধরাহেণ পৃথিব্যা উদ্ধারঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

জগদণ্ডমিদং পূর্ব্বমাসীৎ সর্ব্বং হিরণ্ময়ম্।
প্রজাপতের্মুখিমত্রিরেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ॥ ১
ততো বর্ষসহস্রান্তে বিভেদোর্দ্ধমুখং বিভুঃ
লোকসর্জ্জনার্থায় বিভেদাধঃ পুনঃ পুনঃ॥ ২
ভূয়োঽধস্তা বিভেদাণ্ডং প্রভুর্বৈ লোকযোনিকৃৎ।
চকার জগতস্তাত্র বিভাগং সর্ব্বভাগবিৎ॥ ৩
যদ্বিদ্ধমূর্দ্ধ্বমাকাশং পরা গুরুতিনাং গতিঃ
বিহিতং বিশ্বযোনেন যদধস্তদ্ রসাতলম্॥ ৪
যদণ্ডমকরোৎ পূর্ব্বং লোকানামিসসৃক্ষয়া।
সমন্তাদ্বেষ্টয়া যানি ছিদ্রাণি কৃতবান্ প্রভুঃ॥ ৫
বিদিশশ্চা দিশঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বৈরেব করোদ্বিধা
নানারাগবিরাগাণি সাম্যপ্রকরণানি বৈ॥ ৬
বহুবর্ণধরাশ্চিত্রা বহুরূপা বলাহকাঃ।
যদণ্ডমধ্যে স্থরাঃ তদ্ভূতমাসীৎ সমাহিতম্॥ ৭
জাতরূপং ততস্তস্মাৎ সর্ব্বং পৃথিবীতলে
তস্য ক্রেদার্দ্রবীর্য্যেন প্রাচ্ছাদ্যত সমন্ততঃ॥ ৮
পৃথিবী নিখিলা রাজন্ যুগান্তে সাগরৈরিব॥ ৯
যচ্চাণ্ডমকরোৎ পূর্ব্বং লেলোকচিকীর্ষয়া।
তত্র তৎ সলিলং স্থরং সোঽভবৎ কাঞ্চনো গিরিঃ॥ ১০
তেনাস্তসা প্লুতাঃ সর্ব্বাঃ শিলাস্তোঽপনিস্তথা
অন্তরিক্ষক নাকঞ্চ মহ্যাংশ্চ কিঞ্চিদন্তরম্॥ ১১
যত্র যত্র জলং স্থরং তত্র তত্র স্থিতো গিরিঃ
শৈলৈঃ সমন্তৈর্গগনং বিমলং তেনিমৌ ভবৎ॥ ১২
তৈঃ সপর্ব্বতজালৌঘৈর্বহ্যমানবিসৃষ্টৈঃ
পীড়িতা গুরুভিস্তৈস্তে পৃথিবী বাধিতাভবৎ॥ ১৩

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

[ভগবান্ বজ্রধরকর্ত্তৃক পৃথিবীকে উদ্ধার।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বৈদিকী শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন যে, প্রজাপতির স্বরূপভূত এই সারা উপর পূর্ব্বে সুবর্ণময় অণ্ডের রূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। ১

তারপর সহস্র বৎসরের শেষে সেই সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ ঈশ্বর অণ্ডের উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া দিলেন। পুনরায় সমস্ত লোকের উৎপত্তির জন্য তিনি সেই অণ্ডে। নিম্নভাগে) আর একটি ছিদ্রও করিলেন। ২

সমস্ত লোকসমূহের জন্মদাতা সর্ব্বজ্ঞানী ভগবান্ পুনরায় সেই অণ্ডে আটটি ছিদ্র করিলেন। সর্ব্ব প্রকার ভাগ-বিভাগে অভিজ্ঞ শ্রীহরি এস্থানে জগতের বিভাগ করিলেন। ৩

সেই অণ্ডের উপরে যে ছেদ করিয়াছিলেন, তাহা আকাশ হইল, যাহা পুণ্যাত্মা পুরুষদিগের গতি। এই সম্পূর্ণ বিশ্ব যাঁহার যোনি, সেই পরমাত্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের যে নিম্নভাগে ছেদ করিয়াছিলেন, তাহা রসাতল হইল। ৪

যেলোক-সৃষ্টির ইচ্ছায় ভগবান্ পূর্ব্বে যে অণ্ড উৎপন্ন করিয়াছিলেন এবং তাহার চারিদিকে তিনি যে আটটি ছিদ্র করিয়াছিলেন, সেই সমস্তই ভিন্ন ও বিভিন্ন হইল। তিনি সবের দ্বারাই সেই সমস্তকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। সেই অণ্ডের যে নানা রঙ্গ-বিরঙ্গের বস্তুসকল ছিল, তাহারাই বহু বর্ণধারী ও বিচিত্র মেঘসমূহ হইল। ৫-৬

সেই অণ্ডের মধ্যভাগে স্থলিত যে দ্রব্য পদার্থ ছিল, যাহাকে জল বলা হয়, তাহা নানারূপে বিস্তৃত হইয়া গেল এবং তাহাই এই পৃথিবীতে জাতরূপ (স্বর্ণ) হইল। ৭)

রাজন্! যেরূপ প্রলয়কালে সারা পৃথিবী সমস্ত সাগরের দ্বারা সর্ব্বদিকে আচ্ছাদিত হইয়া যায়, সেইরূপ সেই ক্রেদরূপ জলের প্রবাহ দ্বারাও সকলদিকে আচ্ছাদিত করিল। ৮-৯

ভগবান্ যেলোক-সৃষ্টির ইচ্ছায় পূর্ব্বে যে অণ্ড উৎপন্ন করিয়াছিলেন, উহাতে স্থানে স্থানে সেই জল স্থলিত হইয়া পতিত হইল, উহাই সুবর্ণময় পর্ব্বত হইয়া যায়। ১০

সেই জল সমস্ত দিক্ ও উপদিক্‌সমূহকে আপ্লাবিত করিল। অন্তরিক্ষ, স্বর্গ ও ইহাদের উভয়ের মধ্যভাগে অন্য যে সব স্থান ছিল, সেই সবের মধ্যে যে যে স্থানে সেই জল পতিত হইল, সেই সেই স্থানে এক পর্ব্বত হইয়া যায়। ১১।

সেই সমস্ত পর্ব্বতসমূহে অবরুদ্ধ হইয়া এই পৃথিবী বহন ও বিষম হইয়া যায়। অনেক যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত সেই ভারী পর্ব্বতসমূহে অবনত হইয়া পৃথিবীদেবী পীড়ায় বাধিত হইলেন। ১২-১৩

মহীতলে হরি জলং শিবাং নারায়ণাত্মকম
হিরণ্ময়ং সমুদ্ভিদ্যং তেজো বিমলরূপিতম্ ॥ ১৪
অপশ্যন্ত বৈ বারয়িতুমঘং সা প্রবিবেশ হ
পীড়্যমানা ভগবতস্তেজসা তেন সা ক্ষিতিঃ ॥ ১৫
পৃথিব্যাঃ বিলতাঃ দৃষ্ট্বা তামধো মধুসূদনঃ
উদ্ধারার্থং মনশ্চক্রে লোকানাং হিতকাম্যয়া ১৬

শ্রীভগবানুবাচ

মত্তেজ এব বলবৎ সমাশ্রিত্য তপস্বিনী।
রসাতলং বিশেদ্দেবী পঙ্কে লৌহীব দুর্বলা ॥ ১৭

হয়গ্রীবাঃ

ত্রিবিক্রমাখ্যামিতবিক্রমাং
মহানসিঃ চাপ চতুর্ভুজাং
শ্রীবার্ষ্ণেয়ীমাসিতরক্তবাসসং
নমেঽস্তু তস্যৈ পুরুষোত্তমায় ॥ ১৮

ত্বয়াস্মনা ধার্যতে বৈ জগৎ সর্বং চরিষ্ণু স্থাণু চ যদ্ধি তদ্ধসি ভূতানাং ভুবনং যা বিভর্ষি ॥ ১৯

বরয়া ধার্যতে কিন্তিত্তেঽসা চ বলেন চ
ততস্তব প্রসাদেন ময়া পঞ্চাস্তু ধার্যতে ॥ ২০
ত্বয়া ধৃতং বারয়ামি নান্যতঃ বারয়াম্যহম্।
ন হি তদ্ বিদ্যতে রূপং বরয়া ন তু ধার্যতে ॥ ২১
ত্বমেব পুরুষো বীর নারায়ণ যুগে যুগে।
মম স্তাবয়তস্তবং জগতো হিতকাময়া ॥ ২২
ত্বমেব তেজসা ক্রান্তাং রসাতলতলং গতাম্
ত্রায়স্ব মাং সুরশ্রেষ্ঠ ত্বামেব শরণং গতাম্ ॥ ২৩
যানৈঃ পীড়্যমানা হং রাক্ষসৈশ্চ দুরাত্মভিঃ।
ত্বামেব শরণং নিত্যমুপযামি সনাতনম্ ॥ ২৪
তাবন্মেদ্বন্তি ভয়ং ভূতো যাবন্ন ত্বাং ককুদ্মিনম্।
শরণং যামি মনসা শতযোঽপ্যুপলক্ষ্যতে ॥ ২৫

শ্রীভগবানুবাচ।

মা ভৈর্বসুধে কল্যাণি ধার্যিষ্যে ত্বাং সমাহিতা।
এষ ত্বামুদ্ধিতঃ স্থানমানয়ামি মনীষিতম্ ॥ ২৬

পৃথিবীর উপর নির্বল তেজওতল সুরমন্ত্র যে নারায়ণাত্মক দিব্য জল অধিকমাত্রায় সঞ্চিত হইল, উহা ধারণ করিতে অসমর্থা হইয়া পৃথিবী নিম্নে রসাতল হইতেও অধিক নিম্নাভিমুখে প্রবেশ করিতে লাগিলেন; কারণ ভগবৎ তেজ সেই তেজে এই পৃথিবী অত্যন্ত পীড়িত হইতেছিলেন। ১৩-১৫

পৃথিবীকে নিম্নে হইতে নিম্নে দেখিয়া ভগবান মধুসূদন সমস্ত লোকসকলের হিত-কামনায় উঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য মনস্থির করিলেন। ১৬

শ্রীভগবান্ মনে মনে বলিলেন,—এই তপস্বিনী পৃথিবীদেবী আমার প্রবল তেজের আশ্রয় লইয়া পঙ্কে প্রবিষ্ট দুর্বল পাত্রীর ন্যায় রসাতলে নিম্নে প্রবিষ্ট হইয়া যাইবে, এরূপ মনে হইতেছে। ১৭

(সেই সময় ভগবানের স্তুতি করিতে করিতে) পৃথিবী বলিলেন,—তিন লোককে নিজের তিন চরণের দ্বারা আক্রান্ত করিবার পর যিনি 'ত্রিবিক্রম' নামে অভিহিত হন, যাঁহার পরাক্রমকে কেহই পরিমাপ করিতে পারে না এবং যিনি নিজের চারি হস্তে পার্ষ্ণধনু, সুদর্শন চক্র, নন্দক খড়্গ ও কৌমোদকী গদা ধারণ করেন, সেই মহাবৃদ্ধিশ্রী, তাঁর কৃষ্ণবাসুদেবকে আমার নমস্কার। ১৮

ভগবন্! আপনিই নীয় শক্তির দ্বারা এই জগৎকে ধারণ করেন এবং আপনারই দ্বারা ইহার সংহার হয়। আপনি সমস্ত প্রাণিবর্গের কৃপাকে ধারণ করেন এবং পোষণ করেন। ১৯

আপনি নিজ তেজ ও বলের দ্বারা যাহা কিছু ধারণ করেন, তার সংহারও আমি পরে আপনারই কৃপায় ধারণ করিয়া থাকি। ২০

আপনার দ্বারা ধৃতকেই আমি ধারণ করি। আপনি যাহা ধারণ করেন নাই, এরূপ কোন কিছুই আমি ধারণ করি না। এরূপ কোনও রূপ নাই, যাহা আপনার দ্বারা ধৃত হয় নাই। ২১

বীর! নারায়ণ! এ পর্যন্ত জগতের হিত-কামনায় যুগে যুগে (অবতার গ্রহণ করত) আমার ভার অবতরণ করেন। ২২

সুরশ্রেষ্ঠ! আমি আপনারই তেজে। একটির পর একটি সপ্তলোকসমূহের দ্বারা) আক্রান্ত হইয়া রসাতল হইতেও নিম্নে চলিয়া যাইতেছি এবং আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ২৩

দুরাত্মা যানবধন ও রাক্ষসগণের দ্বারা পীড়িত হইয়া আমি সদা সনাতন পরমেশ্বর আপনার শরণগ্রহণ করিয়া থাকি। ২৪

আমি শত শত বার উহা দেখিয়াছি যে, ততক্ষণ মা আমি বিশাল বৃক্ষের তলের ন্যায় পুষ্ট ভয়বিশিষ্ট ভগবান্ আপনার শরণগ্রহণ করি, ততক্ষণই আমার অধিক ভয় প্রাপ্ত হয়। ২৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—বসুধে! ভীত হইও না। কল্যাণি! মনকে একাগ্র করিয়া শান্তি লাভ কর। এই আমি এখনই তোমাকে উচিত ও মনোবাঞ্ছিত স্থানে লইয়া আসিতেছি। ২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততো মহাত্মা মনসা দিব্যং রূপমচিন্তয়ৎ।
কিং নু রূপময়ং কৃত্বা উদ্ধরামি বসুন্ধরাম্ ॥ ১৭
জলে নিমগ্না বসতী ধেনবঃ বৈ সমুদ্ধরে
ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা তু দেবস্তৎসরণে মতিম্ ॥ ১৮
জলক্রীড়ারুচিত্বাদ্ বারাহং রূপমস্মরৎ
হরিরুদ্ধরণে যুক্তস্তথাভূদ্ভূমিকৃৎ ॥ ১৯
অভূত্বা সর্বভূতানাং বাধ্যঃ ব্রহ্মসম্মিতম্
দশযোজনবিস্তারমুচ্ছ্রিতং শতযোজনম্ ॥ ২০
নীলমেঘপ্রতীকাশং মেঘস্তনিতনিঃস্বনম্
মহাদংষ্ট্রৈঃ সংবৃতং শ্বেতদীপ্তাগ্রদংষ্ট্রিণম্ ॥ ২১
বিদ্যুদগ্নিপ্রতীকাশমাদিত্যসমতেজসম্
পীনবৃত্তায়তস্কন্ধং পৃথুলাংশ্চূলসান্নিভম্ ॥ ২২

পীনোন্নতকটীদেশং বৃষলক্ষণপূজিতম্।
রূপমাস্থায় বিপুলং বারাহমমিতং হরিঃ ॥ ২৩
পৃথিব্যুদ্ধরণার্থায় প্রবিবেশ রসাতলম্।
বেদপাদো যূপদংষ্ট্রঃ ক্রতুদন্তশ্চিতীমুখঃ ॥ ২৪
অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ
অহোরাত্রেক্ষণধরো বেদাঙ্গশ্রুতিভূষণঃ ॥ ২৫
আজ্ঞানাসঃ স্রুবস্তুণ্ডঃ সামঘোষস্বরো মহান্
সত্যধর্মময়ঃ শ্রীমান্ ক্রতুবিক্রমসংকৃতঃ ॥ ২৬
ক্রিয়াসত্রমহাঘোণঃ পত্নীত্বগ্দর্ভসংস্তরিঃ
উদ্গাত্রান্ত্রো হোমজিহ্বো বাঙ্মনোঽধিষবণাংসভৃৎ ॥ ২৭
বায়ুস্বরাত্মা মনসস্পৃক্ বিক্রমঃ সোমশোণিতঃ।
বেদস্কন্ধো দর্ভলোমা হব্যকব্যাতিবেগবান্ ॥ ২৮

বিশাল ও দৃঢ় এবং করত ইতি পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য রসাতলে প্রবিষ্ট হইলেন

ঐ স্বরূপ ধারণ করায় তাঁহার বেদ ছিলেন। যূপ তাঁহার দাঁত ছিল। ক্রুচ্ তাঁহার নাক ছিল ও চিতি (ইষ্টকাচয়ন) তাঁহার মুখ ছিল অগ্নি তাঁহার জিহ্বা, কুশসকল তাঁহার রোমাবলি এবং ব্রহ্ম তাঁহার মস্তক ছিল। তিনি মহাতপস্বী ছিলেন দিবস ও রাত্রিকে তিনি দুই নয়নরূপে ধারণ করিয়াছিলেন। বেদের ছয় অঙ্গ তাঁহার কর্ণের কুণ্ডল ছিল ॥ ২৫-২৬

স্রুক তাঁহার নাসিকা, স্রুবা তাঁহার মুখ (মুখুনী) এবং সামবেদের স্বরই তাঁহার উচ্চৈঃস্বর ছিল। তাঁহার সহীত ছিল বিশাল এবং তাঁহার বিক্রম সত্য-ধর্মময় ছিল। তিনি অলৌকিক শোভাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ক্রম, পত্নি ও বিক্রম (পরাক্রম, উচ্চস্বরে সম্পাদিত ছিলেন অথবা বেদের ক্রমপাঠ ও বৃদ্ধক্রমপাঠও এস্থলে ক্রম বিক্রম, যাহার দ্বারা তখনকার যজ্ঞবাহাদি সংকৃত ছিলেন ॥ ২৮

ক্রিয়াসত্র তাঁহার বড় নাসিকা ছিল। পত্ন তাঁহার জানু ও যজ্ঞই তাঁহার আকৃতি ছিল। উদ্গাত্রা তাঁহার অন্ত্র (ভীত এবং হোমরূপ কর্ম তাঁহার জিহ্ব ছিল। পীত ও ওষধিসমূহ তাঁহার স্কন্ধ প্রদেশ স্থান ছিল ॥ ২৭

বায়ু তাঁহার অন্তরাত্মা ও মনু নিত্য ছিল। তিনি বিক্রমস্বরূপ ছিলেন। সোমরস তাঁহার রক্ত ছিল। যজ্ঞের বেদি তাঁহার ছত্র, হবিঃ সমূহ এবং কব্য-কব্যাদি তাঁহার অতিশয় বেগ ছিল ॥ ২৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ এই কথা বলিয়া মহাত্মা ঐহরি মনে মনে কোনও দিব্য রূপের বিষয়ে চিন্তা করিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন,—আমি কোন রূপ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিব সেইরূপ ধারণ করা উচিত, যাহার দ্বারা জলে আমি নিমগ্ন পৃথিবীকে উপরে উত্তোলিত করিতে পারি ॥ ২৭

এরূপ চিন্তা করিতে করিতে তখনই সেই রূপ ধারণ করিবার বিষয়ে বুদ্ধি স্থির করিলেন। সেই সময় জলে ক্রীড়া করিবার জন্য তাঁহার রুচি হইল; অতএব তিনি বরাহ-রূপ স্মরণ করিলেন। পৃথিবীকে ধারণকারী ঐহরি তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। সেই সময় তাঁহার রূপ দশ যোজন বিস্তৃত ও শত যোজন উচ্চ হইল। বেদমূলা সনাতন ওষধিবনের সেই বায়ুময়-স্বরূপ সমস্ত পাপিগণেরই অজ্ঞেয় ছিল ॥ ২৯-৩০

তাঁহার অঙ্গকান্তি নীলমেঘতুল্য শ্যামবর্ণ ছিল। তাঁহার শব্দ মেঘের গম্ভীর শব্দেরই অনুরূপ ছিল (অথবা মেঘের গম্ভীর গর্জনকেও তিরস্কার করিতেছিল) শ্রীভগবানের এই বিগ্রহ বিশাল পর্বতের আকৃতির সদৃশ ছিল। তাঁহার দন্ত শ্বেত, দীপ্ত ও তীক্ষ্ণতর ছিল ॥ ৩১

তাঁহার শ্বেত বিদ্যুৎ ও অগ্নির সমান ছিল। তাঁহার প্রভা ছিল সূর্য-সদৃশ। তিনি নিজ বলের দর্পে দর্পিত সিংহের ন্যায় গমন করিতেছিলেন। তাঁহার কটিদেশ উচ্চ ও মাংসল ছিল। তিনি বৃষের লক্ষণসমূহে পূজিত ছিলেন এরূপ অমিত ও বিপুল রূপ ধারণ করিয়া বরাহরূপী হরি ॥ ৩৩

পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য রসাতলে প্রবিষ্ট হইলেন।
বেদপাদো যূপদংষ্ট্রঃ ক্রতুদন্তশ্চিতীমুখঃ ॥ ৩৪
অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ
অহোরাত্রেক্ষণধরো বেদাঙ্গশ্রুতিভূষণঃ ॥ ৩৫
আজ্ঞানাসঃ স্রুবস্তুণ্ডঃ সামঘোষস্বরো মহান্
সত্যধর্মময়ঃ শ্রীমান্ ক্রতুবিক্রমসংকৃতঃ ॥ ৩৬
ক্রিয়াসত্রমহাঘোণঃ পত্নীত্বগ্দর্ভসংস্তরিঃ
উদ্গাত্রান্ত্রো হোমজিহ্বো বাঙ্মনোঽধিষবণাংসভৃৎ ॥ ৩৭
বায়ুস্বরাত্মা মনসস্পৃক্ বিক্রমঃ সোমশোণিতঃ।
বেদস্কন্ধো দর্ভলোমা হব্যকব্যাতিবেগবান্ ॥ ৩৮

প্রাগ্রীবকায়ো ভ্রাতিমান্নানাবীজাভিরঞ্জিতঃ
দক্ষিণাস্তদয়ো যোনী মহাসত্রময়ো মহান্ । ৩৯
উপাকর্ণোষ্ঠচুবুকঃ প্রবর্গ্যাবর্তভূষণঃ ।
নানাছন্দোগতিপথো গুহ্যোপনিষদাসনঃ । ৪০
দ্রাঘাপত্নীসহায়ো বৈ মণিপুত্র ইবেজ্যতে ।
তূষ্ণী যজ্ঞবরাহোঽসৌ মুদাপং প্রাবিশদ্ গুরুঃ । ৪১
অদ্রিঃ সংস্থাবিতামূর্বীং স তামাদ্ধ্যং প্রজাপতিঃ ।
রসাতলতলে মগ্নাং পাতালান্তরসংস্থিতাম্ । ৪২
প্রভুর্লোকহিতার্থায় দংষ্ট্রাগ্রেণোজ্জহার তাম্
ততঃ স্বস্থানমানীয় পৃথিবীং পৃথিবীধরঃ । ৪৩
মুমোচ পূর্বং সহসা বারাহিং বরাহরূঃ
ততো জগাম নির্বাণং মেদিনী তস্য বারসাৎ । ৪৪

চকার চ নমস্কারং তস্মৈ দেবায় শম্ভবে
এবং যজ্ঞবরায়েণ ভূতা ভূতহিতায়িনা । ৪৫
উদ্ধৃতা পৃথিবী দেবী লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
অথোদ্ধৃতা ক্ষিতিং দেবো জগতঃ স্থাপনেচ্ছয়া । ৪৬
পৃথিবীপ্রবিভাগায় মনশ্চক্রেঽম্বুজেক্ষণঃ ।
রসাতলগতামেবং বিচিন্ত্য স সুরোত্তমঃ । ৪৭
ততো বিভুঃ প্রবরবরাহরূপধৃগ্
স্বয়াকৃতিঃ প্রসভমথৈকদাদ্ভুবা ।
সমুদ্ধরন্তরবিমতুলাবিবিক্রমো
মহাবলঃ সকলজিতার্থসঞ্চয়ঃ । ৪৮
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
বারাহে পৃথিব্যুদ্ধরণে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ । ৫৪ ॥

প্রাগ্রীবকায়ঃ (পাঠান্তরে বা হরিবংশে) গ্রীবার পূর্বভাগ ছিল। তিনি ভেজস্বী ও নানাপ্রকার বীজাভিমুখে পূজিত ছিলেন। দক্ষিণা তাঁহার জঘন ছিল। তিনি মহান্ বিরাট্, যোনী ও মহাসত্রময় ছিলেন। ৩৯

উপাকর্ণ তাঁহার কর্ণের মূল ছিল এবং প্রবর্গ্যকর্ম তাঁহার নাভিকে ভূষিত করিয়াছিল। নানাপ্রকার ছন্দ তাঁহার চলিবার মার্গ ছিল এবং গুহ্য উপনিষদ্ তাঁহার আসন ছিল। ৪০

জলে পতিত হায়। (পাঠান্তরে) পত্নীর সহ তাঁহার সহায়িকা ছিল। তিনি মণিময় পর্ণকুণ্ডলিধারণের উচ্চ ছিলেন। এইরূপ যজ্ঞরূপ বারাহরূপ ধারণ করত সেই ভগবান্ পৃথিবীর রসাতলে থাকার সহিতই ঘনরূপ মেঘস্থানে প্রবিষ্ট হইলেন। ৪১

জলে আপ্লাবিত ও রসাতলে নিমগ্ন হইয়া অতি পাতালে উপস্থিত সেই পৃথিবীর পার্শ্বে সেই ভগবান্ প্রজাপতি ঘনরূপ যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ৪২

পৃথিবীকে ধারণকারী সেই গুরু লোকহিতের জন্য নিজের দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা পৃথিবীকে উপরে উত্থাপিত করিলেন এবং তাহার পর তাঁহাকে স্থানে আনিয়া স্থাপিত করিলেন। ৪৩

বরাহাকৃতি ভগবান্ বারাহ পূর্বে পৃথিবীকে ধরা ধারণ করিয়া তাঁহাকে সলিল জলের উপর স্থাপিত ছিলেন। তাঁহার দ্বারাই পৃথিবী অতিশয় শান্তি লাভ করিয়াছিল। তখন তিনি সেই কল্যাণকারী দেব যজ্ঞ বারাহকে নমস্কার করিলেন। ৪৪-৪৫

এইভাবে সমস্ত প্রাণিদেবের হিতকামনায় ভগবান্ যজ্ঞ-বারাহ হইয়া লোকসকলের হিতকামনায় পৃথিবীদেবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ৪৬।

ভগবান্ কমলনয়ন সুরশ্রেষ্ঠদেব ইহাই এইভাবে রসাতলগত পৃথিবীর বিষয়ে চিন্তা করিয়া জগতকে স্থাপিত করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে উপরে উত্থাপিত করিলেন এবং তাঁহাকে বিভাগ করিবার জন্য মনস্থির করিলেন। ৪৬-৪৭

তাহার পর সেই দেব বরাহরূপ ধারণ করত সর্বব্যাপী ইন্দ্রিয়রূপ অতুলিত পরাক্রমশালী মহাবলী অন্যান্য সকলের হিতের জন্য পৃথিবীকে বলপূর্বক এক দন্তের দ্বারা উপরে উত্তোলন করিয়া আনিয়া ছিলেন। ৪৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বারাহবতারপ্রসঙ্গে পৃথিবীর উদ্ধারবিষয়ক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ভগবতা বারাহেণ নানাদিক্ষু পর্ব্বতানাং নদীনাঞ্চ সৃষ্টিঃ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অম্ভোপরি তলোদ্ভূতা মহতী নৌরিব স্থিতা ।
বিততত্বাত্তু দেহস্য ন দ্যাবো সংপ্রবং মহী ॥ ১
ততঃ স চিন্তয়ামাস প্রবিভাগং ত্রিতেবিভুঃ ।
সমুদ্ভবঞ্চ সর্ব্বেষাং পর্ব্বতানাং নদীষু চ ॥ ২
বিশেষনং প্রমাণঞ্চ গতিং প্রস্রবমেব চ ।
মাহাত্ম্যঞ্চ বিশেষঞ্চ নদীনামন্বচিন্তয়ৎ ॥ ৩
চতুরন্তাং ধরাং কৃত্বা তথা চৈব মহার্ণবম্ ।
মধ্যে পৃথিব্যাঃ সৌবর্ণমুত্তরোমেরুপর্ব্বতম্ ॥ ৪
প্রাচীং দিশমথো গত্বা চকারোদয়পর্ব্বতম্ ।
শতযোজনবিস্তারং মহাব্রহ্ম সমুচ্ছ্রয়ম্ ॥ ৫
জাতরূপময়ৈঃ শৃঙ্গৈস্তরুণাদিত্যসন্নিভৈঃ ।
আত্মতেজোগুণময়ৈর্বৈদ্যুতাভোগকল্পিতৈঃ ॥ ৬
বিবিধাংশ্চ মহাবৃক্ষান্ কাঞ্চনান্ পুষ্করেক্ষণঃ ।
নিত্যপুষ্পফলান্ বৃক্ষান্ কৃতবাংস্তত্র পর্ব্বতে ॥ ৭
শতযোজনবিস্তারং ততস্ত্রিগুণমায়তম্ ।
চকার স মহাদেবঃ পুনঃ সৌমনসং গিরিম্ ॥ ৮
নানারত্নময়ত্রাণাং কৃত্বা তত্র সুসঙ্কয়ম্ ।
বেদিকাং বহুবর্ণাঞ্চ সন্ধ্যাভ্রাভাময়ন্তথা ॥ ৯
সহস্রশৃঙ্গং গিরিং নানাশিলাতলম্ ।
কৃতবান্ বৃক্ষগহনং যষ্টিযোজনমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ১০
আসনং তত্র পরমং সর্ব্বরত্নময়ং কৃতম্ ।
কৃতবানাত্মনঃ স্থানং বিশ্বকর্ম্মা প্রজাপতিঃ ॥ ১১
শিশিরঞ্চ মহাশৈলং তুষারচয়সন্নিভম্
চকার ভূগণগহনং কন্দরাম্ভঃসুশোভিতম্ ॥ ১২

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

[ভগবান্ বারাহ কর্ত্তৃক বিভিন্ন দিকে পর্ব্বত ও নদীসকলের সৃষ্টি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জন্মেজয়! সেই জলরাশির উপরে বিশাল নৌকার ন্যায় পৃথিবী স্থিত হইলেন। ইঁহার (পৃথিবীর) আকার বিশাল ছিল বলিয়া পৃথিবী জলে ডুবিয়া যাইলেন না॥১

ভগবান্ ভগবান্ পৃথিবীর বিস্তারের চিন্তা করিতে লাগিলেন, সমস্ত পর্ব্বতসমূহের উদ্ভব, নদী-সকলে পথসূচিকা রেখা, তাহাদের কতদূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইবে—ইহার প্রমাণ, তাহাদের গতি পূর্ব্ব দিকে হইবে বা দক্ষিণ দিকে হইবে ইহার নিশ্চয়, তাহাদের প্রবাহ এবং বিশেষতঃ সেই নদীসমূহের মাহাত্ম্যবিষয়ে তিনি বারম্বার চিন্তা করিতেছিলেন। ২-৩

চার সমুদ্র যাঁহার অংশে (অথবা যিনি চতুর্ণব সত্তাকৃতি), সেই পৃথিবীকে এইভাবে স্থাপিত করিয়া তিনি মহাসাগরকেও সৃষ্টি করিলেন। তারপর পৃথিবীর মধ্যভাগে সুবর্ণময় মেরু-পর্ব্বতকে স্থাপিত করিলেন। ৪

ইহার পর পূর্ব্বদিকে যাইয়া তিনি উদয়াচলের সৃষ্টি করিলেন, তাহার বিস্তার শত যোজন এবং উচ্চতা সহস্র যোজন। ৫

এই পর্ব্বত সুবর্ণময় শিখরসমূহে সুশোভিত এবং এই সব শিখর প্রাতঃকালে সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী (অথবা রক্তবর্ণাভ) ছিল। ইহারা নিজেদেরই তেজোময় গুণসমূহে উদ্ভাসিত হইতেছিল।

এই পর্ব্বতের নির্ম্মাণ এইরূপে হইয়াছিল, যেন কোন বিশাল নৌকা নির্ম্মিত হইয়াছে॥ ৬

কমলনয়ন ঈশ্বর সেই পর্ব্বতের উপরে বহু বহু উত্তবিশিষ্ট নানাপ্রকার সুবর্ণময় বৃক্ষও নির্ম্মাণ করিলেন, যাহারা সতত পুষ্প ও ফলসমূহে সম্পন্ন ছিল॥ ৭

ইহার পর সেই মহাদেব ঈশ্বর সৌমনস পর্ব্বতকে নির্ম্মাণ করিলেন, যাহার বিস্তার শত যোজন ও লম্বায় তিন শত যোজন ছিল॥ ৮

সেখানে নানাপ্রকার সহস্র রত্ন সঞ্চয় করিয়া অনেক রঙের বেদিকা নির্ম্মাণ করিলেন, যাহা সন্ধ্যাকালের মেঘের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল॥ ৯

তাহারপর ভগবান্ সহস্রশৃঙ্গনামক পর্ব্বত সৃষ্টি করিলেন, যে পর্ব্বত নানাপ্রকার বর্ণিমযুক্ত শিলাসমূহে অলঙ্কৃত ছিল। ঘন বৃক্ষশ্রেণীর বন ইহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। এই পর্ব্বত ষাট যোজন উচ্চ ছিল॥ ১০

সম্পূর্ণ বিশ্বই যাঁহার কর্ম্ম, সেই প্রজাপালক শ্রীঈশ্বর সেখানে নিজের জন্য এক স্থান নির্ম্মাণ করিলেন, যাহা সমস্ত প্রাণিগণের দ্বারা সম্ভাবিত ঔহার উত্তম আসন ছিল॥ ১১

ভগবান্ ভগবান্ হিমরাশিসদৃশ মহাপর্ব্বত হিমালয়কে সৃষ্টি করিলেন, যাহা দুর্গম ও গহন ছিল। ইহা বহু কন্দর (গুহা)-সমূহে অলঙ্কৃত আছে॥ ১২

শিশিরপ্রভবাং চৈব নদীং বিদ্যুৎপ্রভামৃতাম্
চকার পুলিনোপেতাং বসুধারাভিধাং শুভাম্ ॥ ১৩
সা নদী নির্মিলা প্রাচ্যাং পুণ্যা বৃষভসৈন্ধিতাম্।
শোভয়ন্ত্যবৃক্ষপ্রবৈর্মুক্তাশঙ্খবিভূষিতৈঃ ॥ ১৪
নিত্যপুষ্পফলোপেতৈস্ত্বাদবদ্ভিঃ সুশংবৃতৈঃ
ভূষিতাভ্যধিকৈঃ কান্তৈঃ সা নদী তীরজৈর্দ্রুমৈঃ ॥১৫
কৃত্বা প্রাচীবিভাগঞ্চ দক্ষিণায়ান্বয়ো দিশি
চকার পর্বতং দিব্যং সর্বকাঞ্চনরাজতম্ ॥ ১৬
একতঃ সূর্যসঙ্কাশমেকতঃ শশিসন্নিভম্।
স বিদ্যুদ্ভূতয়ে তস্থৌ দ্বৌ বর্ণৌ পর্বতোত্তমঃ। ১৭
তেজসা যুগপদ্ ব্যাপ্তঃ সূর্যাচন্দ্রমসাবিব
বসুধন্বন্তরো তত্র তাপয়ন্তৌ মহাগিরিম্ ॥ ১৮
সর্বকামফলৈর্বৃক্ষৈর্নত্যুপৈরুপশোভিতম্

চকার কুজরং চৈব কুজরপ্রতিমাকৃতিম্ ॥ ১৯
সর্বতঃ কাঞ্চনগুহং বহ্বাকাঞ্চনবিস্তৃতম্
ভবতপ্রতিমং চৈব ভবতঃ নাম পর্বতম্ ॥ ২০
হেমকাঞ্চনবৃক্ষাঢ্যং পুষ্পবাসঃ স সৃষ্টবান্।
মহেন্দ্রমথ শৈলেন্দ্রং সতাকাঞ্চনমুদ্ভিতম্ ॥ ২১
জাতরূপশয়ৈঃ শুভৈঃ সপুষ্পিতমহাদ্রুমম্।
মেদিন্যাং কৃতবান্ দেবঃ প্রতিস্বাভিমিবাচলম্ ॥ ২২
নানারত্নসমাকীর্ণং সূর্যোদয়সমপ্রভম্
চকার মলয়ং চাপি চিত্রপুষ্পিতপাদপম্ ॥ ২৩
মৈনাকং মহাশৈলং শিলাজালসমাবৃতম্
দক্ষিণস্যাং দিশি শুভং চকারাচলসত্তমম্ ॥ ২৪
সহস্রশিরসং বিন্ধ্যং নানাবৃক্ষলতাকুলম্
নদীশ্চ বিপুলাবর্তাঃ পুলিনৈরুপশিভিতাঃ ॥ ২৫

তিনি হিমালয় হইতে উৎপন্ন এক দিব্য নদীর সৃষ্টি করিলেন, যাঁহার নাম বসুধারা। (গঙ্গ অসংখ্য ছিদ্র ইহার সেবা করেন। ইহার তট বিশাল। ১৩

এই নদী সম্পূর্ণ পুণ্যময়ী পূর্ব দিকে নিজের পত্র স্রোতের দ্বারা ব্যাপ্ত করত তাহার দেহ বর্ধন করিতেছে। তাহার এই স্রোত মুক্তা ও শঙ্খসমূহ উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল এবং অদ্ভুত কুলা মধুর জলে পরিপূর্ণ আছে। ১৫

এই নদী নিজের তীরে উৎপন্ন অধিক কান্তিযুক্ত বৃক্ষসমূহে বিভূষিত আছে। এই সব বৃক্ষ সর্বদা পুষ্প ও ফলসমূহে সম্পন্ন রহিয়াছে এবং সঘন ও দূর পর্যন্ত বিস্তৃত তাহার শোভিত আছে ॥ ১৬

এইভাবে পূর্ব দিককে বিভাগ করিয়া তিনি দক্ষিণদিকে এক দিব্য পর্বতের সৃষ্টি করিলেন, যাহার সর্বাঙ্গে সুবর্ণময় ও রজতময় বলিয়া প্রতীত হইতেছিল ॥ ১৭

এই পর্বতের এক দিকে সূর্যসদৃশ স্বর্ণপ্রভার প্রকাশিত ও অন্যদিকে চন্দ্রসদৃশ রজতকান্তিতে সুশোভিত। এইরূপে দুই দিকে দুই বর্ণ ধারণ করিয়া সেই শ্রেষ্ঠ পর্বত অতিশয় শোভা পাইতেছে ॥ ১৭

এই পর্বতে একই সাথে বিদ্যুৎ স্রোত ব্যাপ্ত হইয়া একদিকে সন্তপ্ত সূর্য ও চন্দ্রকুলা প্রতীত হইতেছে। এই মহাপর্বতে মূর্তিমান সূর্যাচন্দ্রসদৃশ ছিল। উহা মনোরঞ্জিত ফলসমূহে যুক্ত, উন্নত এবং মনোরম বৃক্ষশ্রেণীতে পরিবৃত ছিল ॥ ১৮

ইহার পর ভবনান্ ঋতিকূল আকৃতিবিশিষ্ট এক পর্বতের সৃষ্টি করিলেন, ইহা বহুকাঞ্চনে বিভূত ছিল। ইহাতে সর্বদিকে সুবর্ণময়ী গুহা শোভা পাইতেছিল ॥ ১৯-২০

তাহার পর তিনি বৃষভসদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট ভবতনামক পর্বতের নির্মাণ করিলেন, যাহা সুবর্ণ ও কাঞ্চনময় বৃক্ষসমূহে পূর্ণ ছিল। এই সব বৃক্ষে পুষ্প বিকশিত থাকায় এই পর্বতকে যেন হাস্য করিতেছে ॥ ২১

তদনন্তর ভবনান্ বিরাট ও মহেন্দ্রকে নির্মাণ করিলেন। এই পর্বতদ্বয়ও সত্য যোজন উচ্চ সুবর্ণময় শিখরসমূহে সুশোভিত ছিল। উহা বিশাল বৃক্ষশ্রেণী সমূহ পুষ্পে পরিপূর্ণ ছিল। এই পর্বতে পৃথিবীতে মূর্তিমান প্রতিকোচের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ২১-২২

তদনন্তর শ্রীহরি নানাপ্রকার রত্নসমূহে ব্যাপ্ত ও সূর্য-চন্দ্রসদৃশ কান্তিমান্ মলয়নামক পর্বতকে সৃষ্টি করিলেন, যে পর্বতে বিচিত্র পুষ্পসমূহে পূর্ণ বহু বৃক্ষ আছে ॥ ২৩

ইহার পর তিনি দক্ষিণ দিকে এক সুন্দর ও বিস্তৃত পর্বত মহান্ মৈনাককে রচনা করিলেন, যাহা শিলাসমূহে ব্যাপ্ত ছিল ॥ ২৪

তাহার পর নানাপ্রকার বৃক্ষ ও লতাসমূহে ব্যাপ্ত সহস্র শিখরবিশিষ্ট বিন্ধ্য পর্বতকে সৃষ্টি করিলেন, সেই স্থান সেখান হইতে উৎপন্ন এক নদীও নির্মাণ করিলেন, যে নদী তটরূপী নিতম্বভাগে বিভূষিত ছিল। ইহাতে বড় বড় আবর্ত (ঘূর্ণী) উঠিতেছিল। ইহার জল হংসের ন্যায় শুভ্র ছিল, এই নদী পয়োধরা। নর্মদা নামে বিখ্যাত হইল। অনেক পূর্ব

ক্ষীরসন্ত্রাশসলিলাঃ পয়োধরামিতি শ্রুতিঃ
সুরম্যাং তোয়কলিলাং বিভিন্নাং দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ১৬
দিব্যাং ভীর্থশতোপেতাং প্লাবয়ন্তী শুভাম্ভসা
দিশং যাম্যাং প্রতিষ্ঠাপ্য প্রতীচীং বিশ্বগাময়ৎ ॥ ১৭
অক্ষয়োত্তম শৈলেন্দ্রা শতনে জনমুচ্ছ্রিতম্
শোভিতা শিখরৈশ্চিত্রৈঃ সুপ্রবৃদ্ধৈরিবাম্বুদৈঃ ॥ ১৮
কাঞ্চনৈস্তিঃ শিলাভিশ্চ গুহাভিশ্চ বিভূষিতম্
সমাকুলা সূর্য্যনিভৈঃ শালৈস্তালৈশ্চ ভাস্বরৈঃ ॥ ১৯
শুশুভে ভাস্করপশ্চ শ্রীমদ্ভিশ্চিত্রবেদিকৈঃ।
ষষ্টিঃ গিরিসহস্রাণি তত্রাসৌ সন্নিবেশয়ৎ ॥ ২০
মেরুপ্রতিমমন্যানি বপুষা প্রভয়া সহ
সহস্রশিখরাণ্যত্র পর্ব্বতঃ মেরুমন্নিভম্ ॥ ২১
পুণ্যাতীর্থগুণোপেতঃ ভগবান্ সন্নিবেশয়ৎ
ষষ্টিযোজনবিস্তারঃ তাবদেব সমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ২২
আত্মস্রোপেলম্ তত্র বারাঃ নাম নামতঃ
নিবেশয়ামাস গিরিং দিব্যাং বৈদূর্য্যপর্ব্বতম্ ॥ ২৩
রাজতাঃ কাঞ্চনাশ্চৈব তত্র দিব্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ।
তত্রৈব চক্রসদৃশঃ চক্রবন্তু মহাবলম্ ॥ ২৪
সংপ্রকৃষ্টঃ বিপুলঃ ভগবান সন্নিবেশয়ৎ
শঙ্খপ্রতিমরূপঞ্চ রাজতং পর্ব্বতোত্তমম্ ॥ ২৫
সিতচক্রসমাকীর্ণঃ শঙ্খঃ নামাম্বুদৈরিব
সুবর্ণঃ রত্নসম্ভূতঃ পারিভাত্রঃ মহাদ্রুমম্ ॥ ২৬
মহতঃ পর্ব্বতস্যাগ্রে পুষ্পবন্তম্ ন্যবেশয়ৎ
শুভাম্ভিরসাঃ চৈব দৃতধারাদিতি শ্রুতিঃ ॥ ২৭
বরাহঃ সহিতঃ পুণ্যাং প্রতাচ্যামকরোৎ প্রভুঃ।
প্রতীচ্যাং সংবিধিং কৃত্বা পর্ব্বতান্ কাঞ্চনোজ্জ্বলান্ ॥ ২৮
গুণোত্তরান্তুত্তরস্যাং সন্নিবেশয়ৎপ্রভুঃ।
তত্রঃ সৌম্যগিরিঃ সৌম্যমন্তরিক্ষপ্রমাণতঃ ॥ ২৯
রুক্মধাতুপ্রতিচ্ছন্নমকচ্ছ ইব পাদপম
স তু দেশো বিপুর্য্যেচপি যস্য ভাসা প্রকাশতে ॥ ৪০

এই দিশা ও ব্রহ্মর নদী শত শত তীর্থসমূহে সুশোভিত ছিল এবং মঙ্গলকারী জলের দ্বারা দক্ষিণ দিককে পবিত্র এবং আপ্লাবিত করিতেছিল। ১৬-১৭।

এইরূপে দক্ষিণ দিক্‌কে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভগবান পশ্চিম দিকে চলিয়া আসিলেন। সেখানে তিনি শতযোজন উচ্চ শৈলরাজ অক্ষয়োত্তমকে নির্ম্মাণ করিলেন, যাহা বহু বর্ণের (বহু বিচিত্র ও সুবর্ণময় শিখরসমূহে সুশোভিত ছিল। ১৭-১৮

স্বর্ণ শিলা ও গুহাসকলের দ্বারা ইহা বিভূষিত ছিল। সূর্য্যসদৃশ প্রকাশিত শাল ও তাল বৃক্ষসমূহ সেখানে সর্ব্বদিকে বিস্তৃত ছিল। ১৯

শোভাশালী বিচিত্র বেদিকাসমূহে যুক্ত সুবর্ণময় শিখর ইহার শ্রীবৃদ্ধি করিতেছিল। সেখানে ভগবান্ ষাট হাজার পর্ব্বত স্থাপিত করিলেন, যাহারা বিভবের সহিত ও কান্তিতে মেরুপর্ব্বতের সমানতা করিতেছিল। ২০।

তদনন্তর ভগবান্ তাহার সহস্র ধারা প্রবাহিতকারী এক মেরুসদৃশ পর্ব্বতকে স্থাপিত করিলেন, যাহা পুণ্যতীর্থের গুণসমূহে সম্পন্ন ছিল, যাঁহার বিস্তার ষাট যোজন ছিল, ইহার উচ্চতাও তত পরিমাণই ছিল। ২১-২২

সেস্থানে তিনি নিজের রূপের সমান যাহারনামক দিব্য পর্ব্বত স্থাপিত করিলেন, যাহা বৈদূর্য্যমণিতে সম্পন্ন ছিল। ২৩

সেই পর্ব্বতের উপর চন্দ্র সদৃশ বহুতের দিব্য শিলাসমূহ ছিল সেখানে ভগবান চক্রসদৃশ মহাবল চক্রবন্তু গিরিকে স্থাপিত করিলেন, যাহা সহস্র শিখরসমূহে সম্পন্ন ও বিশাল ছিল। ২৪।

ইহা রাজতাঃ তিনি সেই যে যে রূপতম শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতকে স্থাপিত করিলেন, যাহার তথা শঙ্খের সমান ছিল শ্বেতবর্ণ ইহার নাম শঙ্খ রাখিলেন। ইহা শ্বেত বর্ণের বৃক্ষসমূহে ব্যাপ্ত ছিল। ২৫।

সেই মহান্ পর্ব্বতের অগ্রভাগে তিনি রত্নসম্ভূত সুবর্ণ ও পুষ্পময় পারিভদ্রক নামক বিশাল বৃক্ষকে স্থাপিত করিলেন। ২৬।

পশ্চিম দিকে ভগবান বারাহ অত্যন্ত জলে পরিপূর্ণ এক শুভ ও পুণ্যময়ী নদীরও সৃষ্টি করিলেন, যে নদী ঘৃতধারা নামে বিখ্যাত হইল। ২৭।

এইভাবে পশ্চিম দিকে পর্ব্বতসমূহের বিস্তার করিয়া তিনি উত্তর দিকে সুবর্ণকূলা কাঞ্চিমান বহু পর্ব্বত স্থাপিত করিলেন, যাহারা গুণসমূহে উৎকৃষ্ট ছিল। ২৮।

তাহার পর তিনি সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী ও সুবর্ণময় ধাতুসমূহে আবৃত সৌম্য গিরিকে সৃষ্টি করিলেন, যাহা আকাশের সমান উচ্চ ও সৌম্য ছিল। ২৯।

সেই দেশ সূর্য্যের প্রকাশ না থাকিলেও এই পর্ব্বতের প্রভায় প্রকাশিত হইতেছিল। এই পর্ব্বতের শোভা গুণসমূহের সূর্য্যের দ্বারা আরও অধিক উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। ৩০।

তস্য লক্ষ্যাধিকঃ ভাতি তপসা রবিনা যথা।
সুস্থলক্ষ্যধিক্ষেত্রস্তপতীব দিবাকরঃ ॥ ৪১
সহস্রশিখরং চৈব নানাতীর্থসমাকুলম্
চকার রত্নসঙ্কীর্ণং চূড়োহন্তং নাম পর্ব্বতম্ ॥ ৪২
মনোহরগুণোপেতং মন্দরং চাচলোত্তমম্
উদ্ভাসপুষ্পসঙ্কল্প পর্ব্বতং গন্ধমাদনম্ ॥ ৪৩
চকার তস্য শৃঙ্গেষু সুবর্ণরসসম্ভবম্
জম্বুং জাম্বুনদময়ীমনন্তাদ্ভুতদর্শনাম্ ॥ ৪৪
গিরিং ত্রিশিখরং চৈব তথা পুষ্করপর্ব্বতম্
ওঙ্কারং পাণ্ডুরমেঘাভং কৈলাসক মনোত্তমম্ ॥ ৪৫
হিমবন্তক শৈলেন্দ্রং দিব্যধাতুবিভূষিতম্
নিবেশয়ামাস হরিরাধারাণীহ তপ্তনাস্তিতঃ ॥ ৪৬

নদীং সর্ব্বগুণোপেতামুত্তরস্যাং দিশি প্রভুঃ।
মধুধারাং স কৃতবান্ দিব্যামুদ্বিগতাকুলাম্ ॥ ৪৭
সর্ব্বে চৈব ভিত্তিধরাঃ সপক্ষাঃ কামরূপিণঃ।
তস্যা কৃত্বা তদা তস্যাঃ বিচিত্রাঃ পরমেষ্ঠিনা ॥ ৪৮
স কৃত্বা প্রবিভাগাংস্তু পৃথিব্যা লোকভাবনঃ।
দেবাসুরাণামুৎপত্তৌ কৃতবান্ বুদ্ধিমক্ষয়াম্ ॥ ৪৯
সর্ব্বাসু দিক্ষু ক্ষতজোপমাক্ষ-
শ্চকার শৈলান্ বিবিধাভিধানান্।
দ্বিতায় লোকস্য স লোকনাথঃ
পুণ্যা নদীশ্চাপি সলিলোপপূর্ণাঃ ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
ধারাদ্রে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

যেরূপ মধ্যাহ্নকালের সূর্য্যের সংস্পর্শে শ্রীহীন চন্দ্রকে অতিশয় সুন্দররূপে দেখা যায়, সেইরূপ এই পর্ব্বতের সম্মুখে তাপদানকারী সূর্য্যও শ্রীহীন হইয়া সুন্দরভাবে লক্ষিত হন—এরূপ জানিও ॥ ৪১

ইহার পর তিনি সহস্রশিখরে সুশোভিত ও নানাপ্রকার তীর্থসমূহে ব্যাপ্ত রত্নপূর্ণ অন্তশ্চল পর্ব্বতকে পুনর্নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ৪২

তদনন্তর মনোহর গুণ সমূহে সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মন্দরাচলকে এবং উদ্ভাস পুষ্পসঙ্কল্প পূর্ণ গন্ধমাদন পর্ব্বতকে নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ৪৩

গন্ধমাদনের শিখরসমূহের উপরে সুবর্ণরস উৎপাদনকারী জম্বুবৃক্ষকে রচনা করিলেন, যাহা জাম্বুনদময় (সুবর্ণময়), অনন্ত ও অদ্ভুত দেখাইতেছিল ॥ ৪৪

ইহার পর তিন শিখরবিশিষ্ট "ত্রিকূট" পর্ব্বত, 'পুষ্কর' পর্ব্বত এবং শ্বেতবর্ণ মেঘসদৃশ উজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট গিরিশ্রেষ্ঠ 'কৈলাস' পর্ব্বতকে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪৫

তদনন্তর ধারাগ্রহণধারণকারী শ্রীহরি দিব্য ধাতুসমূহে বিভূষিত গিরিরাজ হিমবানকে স্থাপিত করিলেন ॥ ৪৬

ইহা ব্যতীত সেই ভগবান্ উত্তর দিকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন দিব্য নদী মধুধারাকে সৃষ্টি করিলেন, যাহা পর পর ভবিষ্যতের ধারা দেখিবে ॥ ৪৭

সেই সময় পরমেষ্ঠী ভগবান শ্রীহরি সমস্ত পর্ব্বতকে পক্ষযুক্ত, ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিবার সামর্থ্যসম্পন্ন ও বিচিত্র করিয়া নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ৪৮

এইভাবে লোকভাবন ভগবান্ পৃথিবীকে বিভাগ করিয়া দেবতা ও অসুরগণের উৎপত্তির জন্য নিজের অক্ষয় বুদ্ধি প্রয়োগ করিলেন ॥ ৪৯

রক্তবর্ণসদৃশ রক্তবর্ণনয়ন লোকনাথ ভগবান্ নারায়ণ সমস্ত জগতের হিতের জন্য সকল দিকে নানাবিধ নামধারী পর্ব্বতসমূহ ও জলে পরিপূর্ণ পবিত্র নদীসমূহকে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৫০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে ধারাদ্বারাবতারবিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[জগতঃ সৃষ্টিবর্ণনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

জগৎ প্রভূমনা দেবশ্চিন্তয়ামাস পূর্বজঃ ।
তস্য চিন্তয়তো বক্ত্রান্নিঃসৃতঃ পুরুষঃ কিল ॥ ১
ততঃ স পুরুষো দেবং কিং করোমীত্যপস্থিতঃ
প্রত্যুবাচ স্থিতং কৃত্বা দেবদেবো জগৎপতিঃ ॥ ২
বিভজাত্মানমিত্যুক্তঃ গতোঽন্তর্ধানমীশ্বরঃ ।
অন্তর্হিতস্য দেবস্য সশরীরস্য ভারত ॥ ৩
প্রশান্তস্যেব দীপস্য গতিস্তস্য ন বিদ্যতে ।
ততস্তেনেরিতাঃ বাহ্যাঃ সোঽহচিন্তয়ত প্রভুঃ ॥ ৪
হিরণ্যগর্ভো ভগবান য এষ ছন্দসি শ্রুতঃ ।
এষ প্রজাপতিঃ পুরুষঃ সভূর্ভুবনাধিপঃ ॥ ৫
তদা প্রভৃতি তস্যাস্যো যজ্ঞভাগো বিধীয়তে

প্রজাপতিরুবাচ

বিভজাত্মানমিত্যুক্তস্তেনাপি পুনরাত্মনা ॥ ৬
কথমাত্মা বিভজ্যঃ স্যাৎ সংশয়ো মম মে মহান্ ।
ইতি চিন্তয়তস্তস্য খমিত্যেবাথিতঃ স্বরঃ ॥ ৭
স তূষ্ণীমবতস্থেঽগ্নিঃ চ নাকে চ কৃতবাংস্ততঃ ।
তং চৈবাভাসয়ত্তস্য মনঃসারময়ঃ পুনঃ ॥ ৮
স্তনয়ন্নাম্বুদেবেদং বসুধাকারঃ সমুত্থিতঃ
ভূমান্তরিক্ষকানাঞ্চ ভুবঃস্বঃস্বরাত্মিকাঃ
মহাব্যাহৃতিমুখ্যাঃ পুণ্যা সত্যান্তাশ্চতুরোঽভবন্ ॥ ৯
ছন্দসাং প্রবরা দেবী সচতুর্বিংশ কলাবরা
তৎপরং সাম্নাং নিধনং চকারোৎকরোৎ প্রভুঃ ॥ ১০
ঋক্‌সামাথর্ববহুস্তুত্যো বেদান্ প্রভুঃ
চকার নিখিলান্ বেদান ব্রহ্মযুক্তেন কর্মণা ॥ ১১

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

জগতের সৃষ্টি বর্ণন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর সকলের পূর্বজ ভগবান্ নারায়ণ জগৎকে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় মনে মনে কিছু চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সময় চিন্তাপরায়ণ তাঁহার মুখ হইতে এক পুরুষ নির্গত হইলেন।

সেই পুরুষ ভগবানের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো! আমি আপনার কি সেবা করিব? তখন দেবাধিদেব জগদীশ্বর উঁহার কার্য নির্দেশ করিয়া এইরূপ উত্তরদান করিলেন ॥ ১-২

'তুমি নিজের স্বরূপকে বিভাগ কর' এই কথা বলিয়া সেই ভগবান্ দেহাদেহে অন্তর্হিত হইলেন। তারত! যেরূপ দীপ নির্বাপিত হইলে সেই স্থানে প্রজ্বলিত অগ্নির গতি বুঝা যায় না, সেইরূপ সশরীরে অন্তর্হিত সেই ভগবানের গতি ছিল না অর্থাৎ তাঁহার গতিও বুঝা যাইল না ॥ ৩।

তদনন্তর ভগবানের মুখ হইতে আবির্ভূত প্রভাবশালী পুরুষ ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ, যাঁহার নাম বেদমন্ত্রসমূহে শুনা যায়, শ্রীভগবান্ কর্তৃক কথিত পূর্বোক্ত বাণী বারংবার চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪।

সমস্ত ভুবনের অধিপতি এই প্রজাপতি সর্বপ্রথম উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব সেই সময় হইতে যজ্ঞের প্রথম ভাগ তাঁহাকেই প্রদান করিবার বিধান আছে ॥ ৫।

প্রজাপতি মনে মনে বলিলেন,—সেই পরমাত্মা আমাকে বলিয়াছেন যে, তুমি নিজের স্বরূপকে বিভাগ কর; কিন্তু আমাকে নিজের স্বরূপের বিভাগ কিরূপে করিতে হইবে, এবিষয়ে আমার অতিশয় সন্দেহ হইতেছে ॥ ৬।

এরূপ চিন্তাপরায়ণ তাঁহার মুখ হইতে 'খ' এই স্বর উচ্চারিত হইল। তিনি সেই শব্দকে মূর্তিরূপ, অবধিরূপ ও স্বর্গ—এই তিন লোকে উচ্চারণ করিলেন ॥ ৭।

ইহার পর 'খ'কার উপকারী সেই দেবাধিদেব প্রজাপতির জন্য হইতে পুনরায় তাঁহার মনের সারভূত 'বহ্নিরূপ' উত্থিত হইলেন ॥ ৮।

ইহার পর ভূমি, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গের সারভূত 'ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ'—এই তিন পবিত্র মহাব্যাহৃতি প্রকটিত হইলেন, যাঁহারা মহাশক্তিশালী ছিলেন ॥ ৯

তদনন্তর বেদসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠদেবী গায়ত্রী প্রাদুর্ভূতা হইলেন, ইনি চব্বিশ অক্ষরযুক্তা ছিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই পদকে স্মরণ করিয়া দিব্য সাবিত্রী মন্ত্রকে প্রকটিত করিলেন ॥ ১০

তারপর প্রভাবশালী ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মযুক্ত কর্মের দ্বারা ঋক্, সাম, অথর্ব ও যজুঃ—এই চার বেদকে পূর্বরূপে প্রাদুর্ভূত করিলেন ॥ ১১

তত্তস্তস্যৈব মনসঃ সনঃ সনক এব চ।
সনাতনশ্চ ভগবান্ বভূবুঃ সনন্দনঃ ॥ ১২
সনৎসুধাংশ্চ বিভূতয় ব্রহ্মে সনাতনঃ।
মানসাস্তেন পূর্বাস্তা ইত্যেতে ব্রহ্মবর্ষয়ঃ ॥ ১৩
ব্রহ্মাণং কপিলং চৈব ষড়েতাংস্তৈব যোগিনঃ
ষড়রো যোগতন্ত্রেষু যান্ স্তবন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৪
ততো মরীচিমত্রিঞ্চ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
ভৃগুমঙ্গিরসং চৈব মনুং চৈব প্রজাপতিম্ ॥ ১৫
পিতৃংশ্চ সর্বভূতানাং দেবতাসুররক্ষসাম্।
মহর্ষীনপ্সরঃসঙ্ঘগুহ্যকৌরগরাক্ষসান্ ॥ ১৬
এতে যুগসহস্রান্তে যাস্যন্তি প্রলয়ং প্রজাঃ
কল্পে বিশ্বেশ্বরমুক্তে তু তাতঃ গচ্ছন্তি নির্বৃতিম্ ॥ ১৭
ভূয়ো বর্ষশতান্তে উৎপদ্যন্তি বিশেষতে
এতেষাংবৈ দেবানাং প্রভাবকর্তৃষু বৈ তথা ॥ ১৮
কিং তু কর্মবিশেষেণ দেবত্বমুপযুগে যুগে
নামজন্মবিশেষাশ্চ তেষাং যুগপর্যয়ে ॥ ১৯

অথর্বাঙ্গিরসশ্চাপি উৎপন্নো ভগবানৃষিঃ।
তস্যৈব তু পুনর্ভার্যা বামাথর্বাঙ্গিরায়ত ॥ ২০
তত্র তত্রাভবন্ কন্যা বিভক্তা লোকমাতরঃ।
ধাতির্ধাতাপ্রভূত্রে লোকাঃ প্রজাভির্যুজাবিশ ॥ ২১
অদিতিঞ্চ দিতিং কালামনায়ুং সিংহিকাং মুনিম্।
প্রাধাং ক্রোধাঞ্চ সুরভিং বিনতাং সুরসাং তথা ॥ ২২
দনুং কদ্রুঞ্চ দুহিতৃঃ প্রজাসর্গস্য তু।
প্রজাঃ সৃষ্টিন্তা মনসা গতিস্তেষ্বনাবৃতাস্তথা ॥ ২৩
অরুন্ধতীং বসুং যামীং লম্বাং ভানুং মরুত্বতীম্।
সঙ্কল্পাঞ্চ মুহূর্তাঞ্চ সাধ্যাং বিশ্বঞ্চ ভারত ॥ ২৪
মনবে ব্রহ্মপুত্রায় কন্যা দদ্যো দদৌ দশ
ততঃ সর্বানবদ্যাঙ্গাঃ কন্যাঃ কমললোচনাঃ ॥ ২৫
পুণ্যস্ত্রীজনবিদ্যা গন্ধর্বাণাং মনোরমাঃ
কীর্তিঃ লক্ষ্মীর্ধৃতিঃ পুষ্টিঃ বুদ্ধিঃ মেধা ক্ষমাঃ তথা। ২৬
মতি লজ্জা বসুঃ চৈব সপ্তৈতা ধর্মপত্নয়ো বৈ দদৌ
আত্রেয়স্য ততো ভূতস্তন্তু যোগাভূতঃ শশী ॥ ২৭

ভগবতের ঔরসের মন হইতে সন, সনক, সনাতন, বরদাতক ভগবান্ সনন্দন, ঐশ্বর্যশালী সনৎকুমার ও (বিতীয়) সনাতন প্রকটিত হইলেন। এই ছয় মহর্ষি সর্বপ্রথম উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মার মানস পুত্র ছিলেন। ১২-১৩

যোগী ও মতি ব্রাহ্মণগণ যোগতন্ত্রসমূহে ব্রহ্মা, কপিল এবং এই ছয় মহর্ষি সন-সনকাদির স্তুতি করেন। ১৪

তাহার পর কল্যাণকারী ভগবান্ ব্রহ্মা মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, অঙ্গিরা ও প্রজাপতি মনু এই আট মানস পুত্র মহর্ষিকে সৃষ্টি করিলেন। ইহারাই সম্পূর্ণ ভূত, দেবতা, অসুর ও রাক্ষসগণের পিতা ছিলেন। ১৫-১৬

সহস্র যুগ বাতীত হইলে পর ইঁহারা এবং ইঁহাদের যে সব প্রজা (সন্তান) হইয়াছিলেন, তাঁহারাও সকলে কল্প পূর্বরূপে সমাপ্ত হইলে পর নির্বৃতি (পরমানন্দময় মোক্ষ) প্রাপ্ত হন। ১৭

পুনরায় সহস্র বর্ষের পর ইঁহাদের দেব-সন্তানগণের সৃষ্টির জন্য উৎপত্তি হয়। ১৮

কিন্তু প্রত্যেক কল্পে যুগের পরিবর্তন হইলে পর কর্ম-বিশেষে এই দেবতাগণের নাম ও জন্মে কিছু পার্থক্য আসিয়া যায়। ১৯

ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে ভগবান্ দক্ষ ও বাঁ উৎপন্ন হন এবং তাঁহার বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে পুনরায় দক্ষের পত্নী অসুনীতা জন্মগ্রহণ করেন। ২০

নরনাথ! দক্ষের সেই ধর্মপত্নীর গর্ভ হইতে বিধাতার বহু কন্যা উৎপন্ন হইলেন, যাঁহারা লোকসকলের জননী ছিলেন। উঁহাদেরই প্রজাগণের সন্তান সন্ততিগণের দ্বারা ভিন্ন লোক ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ২১

দক্ষ নিজের কন্যা অদিতি, দিতি, কালা, অনায়ু, সিংহিকা, মুনি, প্রাধা, ক্রোধা, সুরভি, বিনতা, সুরসা, মনু ও কদ্রু—এই দশ কন্যার বিবাহ মহর্ষি কশ্যপের সহিত দিয়াছিলেন। ২২-২৪

ভারত! কালের গতি-বিষয়ে অতিজ্ঞ নিজের অন্তরাত্মা এবং মনের দ্বারা প্রজাসর্গের চিন্ত করিয়া দক্ষ অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা—এই দশ কন্যা ব্রহ্মপুত্র মনুকে প্রদান করিলেন। ২৩-২৪

তদনন্তর যাঁহাদের সর্বাঙ্গ নির্দোষ, নেত্র কমলদল-সদৃশ প্রফুল্ল এবং মুখ পূর্ণচন্দ্রতুল্য আহ্লাদজনক, দেহ দিব্য, মনোহর ও উত্তম গন্ধযুক্ত কীর্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, বুদ্ধি, মেধা, ক্ষমা, মতি, লজ্জা ও বসু—এই সাত কন্যাকে ধর্ম পত্নীরূপে প্রদান করিলেন। ২৫-২৬।

মহর্ষি অত্রির এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন যাঁহার তেজঃ

পুত্রো গ্রহাণামধিপঃ সপ্তস্রাংশুস্তমিস্রহা
তস্যৈ নক্ষত্রযোগিন্যঃ সপ্তবিংশতিরুত্তমাঃ ॥ ২৮
রোহিণীপ্রমুখাঃ কন্যা দক্ষঃ প্রাচেতসো দদৌ
এতাসাং পুত্রপৌত্রাঞ্চ প্রোচ্যমানান্ ময়া শৃণু ॥ ২৯
কশ্যপস্য মনোস্তৈব ধর্মস্য শশিনস্তথা
অর্যমা বরুণো মিত্রঃ পূষা ধাতা পুরন্দরঃ ॥ ৩০
ত্বষ্টা ভগোঽংশুঃ সবিতা পর্জন্যস্তেঽতি বিশ্রুতাঃ।
অদিত্যাঃ ভজিরে দেবাঃ কশ্যপাল্লোকভাবনাঃ ॥ ৩১
দিত্যাঃ পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে কশ্যপাদিতি নঃ শ্রুতম্।
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব হিরণ্যাক্ষশ্চ বীর্যবান্।
ঘোরাভ্যামবিক্রান্তৌ তপসা কশ্যপোপমৌ ॥ ৩২
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাঃ পঞ্চৈব সুমহাবলাঃ
প্রহ্লাদশ্চৈব সংহ্লাদস্তথানুহ্লাদ এব চ ॥ ৩৩
ঘৃণিস্তথা কপিশশ্চ চতুর্দন্তস্তথা পরঃ ॥ ৩৪

প্রহ্লাদস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বিক্রান্তাঃ সুমহাবলাঃ।
বিরোচনস্য তস্যাপি মৃগস্তস্যেতি বিশ্রুতাঃ ॥ ৩৫
বলিবিরোচনসুতো বলে একো বলে সুতঃ
বাণস্য চেশ্বরসমঃ পুত্রঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ৩৬
বলেঃ পুত্রাস্তু বহবো বাণে ধাতা মহাসুরাঃ।
বিপ্রচিত্তিঃ প্রধানস্তেষাং রাজা বভূব হ ॥ ৩৭
গণঃ প্রজজ্ঞে ক্রোধায়াঃ পুত্রপৌত্রশতানুগঃ।
রৌদ্রাঃ ক্রোধবশা নাম ক্রূরকর্মাণ এব চ ॥ ৩৮
সিংহিকা সুষুবে রাহুং গ্রহংশ্চন্দ্রার্কমর্দনম্
প্রজ্ঞায়াং চৈব চন্দ্রস্য সূর্যস্য চ বিনাশনম্ ॥ ৩৯
কালায়াঃ কালকল্পস্য পরস্য দারুণাঃ।
অভবন্দৌসূর্যাকো নীলনন্দনপ্রভঃ ॥ ৪০
সপ্তপ্রধীর্যা দেবেন্দ্র বাসুকিস্তক্ষকস্তথা
বহবো নাগকন্যাসুতা প্রাধান্যমাগতাঃ ॥ ৪১

ভগের তিন এবং তাঁহার নাম চন্দ্র। এই ১৩ প্রজাপতির পত্নি, সহস্র কিরণে সুশোভিত এবং অতুল বলবীর্যশালী ছিলেন ॥ ২৭।

প্রাচেতস দক্ষ তাঁহাকে রোহিণী প্রভৃতি উত্তম সাতাশ কন্যা প্রদান করেন, ইঁহারা সকলেই নক্ষত্রযোগ নামে অভিহিত হন ॥ ২৮।

কশ্যপ, মনু, ধর্ম ও চন্দ্রের দ্বারা ইঁহাদের গর্ভ হইতে উৎপন্ন পুত্র-পৌত্রগণের নাম আমি বলিতেছি তুমি শ্রবণ কর ॥ ২৯।

অর্যমা, বরুণ, মিত্র, পূষা, ধাতা, ইন্দ্র, ত্বষ্টা, ভগ, অংশু, সবিতা ও পর্জন্য—এই এগার জন লোকভাবন দেবতা কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে উৎপন্ন হন। (ইঁহারাই দ্বাদশ আদিত্য নামে অভিহিত হন।) ॥ ৩০-৩১

আমরা শুনিয়াছি যে, কশ্যপ কর্তৃক দিতির গর্ভে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের নাম—হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ। ইঁহারা উভয়েই অমিত পরাক্রমশালী ও তপস্যায় কশ্যপেরই তুল্য ছিলেন ॥ ৩২

হিরণ্যকশিপুর পাঁচ মহাবল পুত্র হয়। তাহাদের নাম—প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, পরাক্রমী হ্লাদ ও পঞ্চমে অনুহ্লাদ। ইঁহাদের মধ্যে প্রহ্লাদ বড় ছিলেন এবং অনুহ্লাদ ছোট ছিলেন ॥ ৩৩-৩৪

প্রহ্লাদের বিরোচন, ভদ্র ও সুভদ্র—এই তিন পরাক্রমশালী, অতিশয় বলবান ও সুবিখ্যাত পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ৩৫

বিরোচনের পুত্র বলি এবং বলির একমাত্র পুত্র বাণাসুর ছিলেন। বাণেরও একই পুত্র হয়, তাঁহার নাম ছিল ইন্দ্রদমন। এই ইন্দ্রদমন শত্রুদমনবিজয়ী বীর ছিলেন ॥ ৩৬

বলির বহু পুত্র হইয়াছিল, তাঁহারা নিজ বংশের বিখ্যাত মহাসুর ছিলেন। তাঁহাদের সকলের মধ্যে বিপ্রচিত্তি প্রথমে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনিই রাজা হন ॥ ৩৭

ক্রোধা হইতে এক গণ (সমূদায়) উৎপন্ন হয়, যাঁহার পুত্র-পৌত্রের সংখ্যা অনন্ত। এই গণ ক্রোধবশ নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই ক্রোধবশনামক তনয়ের অনুচরগণ ক্রূরকর্মকারী ছিল ॥ ৩৮

সিংহিকা চন্দ্র ও সূর্যমর্দনকারী রাহুপ্রভৃতি গ্রহগণকে জন্মদান করেন। এই গ্রহ গ্রহণের দ্বারা চন্দ্রকে গ্রাস করে এবং সূর্যকেও অভিভূত করিয়া থাকে ॥ ৩৯

কালা হইতে কালসদৃশ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এক উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে 'কালেয়' বলা হয়। ইঁহাদের বর্ণ সূর্যাদয়ের ভেজস্বী ও অঞ্জনরাশি নীলমেঘের ন্যায় কালবর্ণ ॥ ৪০

কদ্রুর বহু পুত্র হয়, তাহাদের মধ্যে সপ্তফণাযুক্ত শেষ নাগ, বাসুকি ও তক্ষক—ইঁহারা প্রধান বলিয়া কথিত হন ॥ ৪১

ধর্ম্মাত্মানো বেদবিদঃ সদা প্রাণিহিতে রতাঃ।
লোকত্রয়বরাশ্চৈব বরদাঃ কামরূপিণঃ ॥ ৪১
তাক্ষ্যাশ্চারিষ্টনেমিশ্চ গরুড়শ্চ মহাবলঃ।
অরুণশ্চারুণিশ্চৈব বিনতায়াঃ সুতাঃ স্মৃতাঃ ॥৪২
ইয়াঞ্চাপ্সরসঃ পুণ্যা বিবিধাঃ পুণ্যলক্ষণাঃ।
মুনয়োঽষ্টৌ মহাভাগা প্রাধা দেবর্ষিপূজিতা ॥ ৪৩
অনবদ্যাং মনুঃ বংশানমুনামরুণপ্রিয়াম্
অনুগ্রাং সুভগাং ভাসীং স্ত্রিয়ঃ প্রাধা বাজায়ত ॥ ৪৪
অলম্বুষা মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকা বিলোত্তমা
সুরসা লক্ষনা ক্ষেমা তথা রম্ভা সুরাবরা ॥ ৪৬
অদিতা চ সুত হৃদ্ধ সুরভা সুমুখী তথা।
সুপ্রিয়া চ সুগন্ধা চ সুরসা চ প্রমাথিনী ॥ ৪৭
কাম্যা শারদ্বতী চৈব নৌনেতাপ্সরসঃ স্মৃতাঃ
বিশ্বাবসুর্ভরদ্বাজ গন্ধর্বাশ্চৈব বিশ্রুতাঃ ॥ ৪৮
মেনকা সহজন্যা চ পর্ণিকা পুঞ্জিকস্থলা
কৃতস্থলা ঘৃতাচী চ বিশ্বাচী চোর্ব্বশী তথা ॥ ৪৯
অনুম্লোচেত্যভিখ্যাতা প্রম্লোচেতি চ তা দশ।
মনোবতী চাপি তথা বৈশ্বিকোঽপ্সরসস্তথা ॥ ৫০
প্রজাপতেস্তু সম্ভূতাঃ সম্ভূতা ভুবনপ্রিয়াঃ।
অমৃতং ব্রাহ্মণা গাবো রুদ্রাশ্চৈতে চতুষ্টয়ম্ ॥ ৫১
দুরত্যয়াত্তামিস্রাত্তৎ পুত্রাশে নিষ্কৃতো মহান্।
এতদ্ বৈ কল্পপাপত্যা মনোর্বংশঃ নিবোধ মে ॥ ৫২
সঙ্ক্ষেপেণৈষ তৎ সর্গঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি তেঽনঘ।
বিশ্বেদেবাস্তু বিশ্বায়াঃ সাধ্যা সাধ্যান্ বাজায়ত ॥ ৫৩
মরুত্বত্যাঃ মরুদ্ভস্তা বসোস্তু বসবঃ স্মৃতাঃ।
ভানোস্তু ভানবস্তাত মুহূর্ত্তাশ্চ মুহূর্ত্তজাঃ ॥ ৫৪
লম্বা ঘোষা বিজুজ্জেঽথ নাগবীথী চ জামিজা
পৃথিব্যাঃ বিষয়ঃ সর্ব্বং মরুত্বত্যামজায়ত ॥৫৫
সঙ্কল্প ইতি কৌরব্য যজ্ঞে সঙ্কল্প এব চ।
ধর্ম্মস্য পুত্রো লম্বায়াস্তু কালো ভজ্জে জগৎপ্রভুঃ ॥ ৫৬
যশো হর্ষস্তু কামশ্চ সন্ত্যাঃ পুত্রাঃ স্মৃতম্।
দোষস্তু পুত্রো রোচিষ্যাঃ ভজ্জে বর্ত্মা মহাপ্রভঃ ॥ ৫৭

ইহারা ধর্ম্মাত্মা, বেদবিদ্ ও প্রাণিমাত্রের হিতে নিরত ছিলেন। ইহারা লোকত্রয়বরপ্রদাতা, বহু রূপ ও ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে সমর্থ ছিলেন ॥ ৪১

তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, মহাবল গরুড়, অরুণ ও আরুণি—ইহারা বিনতার পুত্র বলিয়া অভিহিত হন ॥ ৪২

দেবর্ষিগণের দ্বারা সম্মানিত মহাভাগা প্রাধা অধিক, নানা প্রকার রূপ-বর্ণবিশিষ্টা ও পুণ্যময় লক্ষণসমূহে যুক্তা বিস্তৃলিখিত আট অপ্সরাকে জন্মদান করেন ॥ ৪৩

অনবদ্যা, মনু, ভাসী, অনুনা, অরুণপ্রিয়া, অনুগা, সুভগা ও ভাসী—এই আট কন্যাকে অপ্সরাকে। প্রাধা উৎপন্ন করেন ॥ ৪৪

অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা, বিলোত্তমা, সুরতা, লক্ষনা, ক্ষেমা, রম্ভা, মনোরমা, অদিতা, সুরভ, সুরসা, সুমুখী, সুপ্রিয়া, সুগন্ধা, সুরসা, প্রমাথিনী, কাম্যা ও শারদ্বতী—এই অপ্সরাগণ মুনির কন্যা বলিয়া কথিত হন। বিশ্বা, মনু, ভানবীজাতা অপ্সরাগণ এবং মুহূর্ত্তাখ্য গন্ধর্ব্বগণও মুনিরই সন্তান ছিলেন ॥ ৪৬-৪৮

মেনকা, সহজন্যা, পর্ণিকা, পুঞ্জিকস্থলা, কৃতস্থলা, বিশ্বাচী, চোর্ব্বশী, অনুম্লোচা ও প্রম্লোচা—এই দশ অপ্সরা মনোবতী এবং অন্য দেববন্দিত অপ্সরাগণ প্রজাপতির সম্ভব হইতে উৎপন্না হইয়াছেন; ইহারা সকলেই ভুবনে সকল প্রাণীরই প্রিয় ছিলেন ॥ ৪৯-৫০

অমৃত, ব্রাহ্মণ, গো ও রুদ্রগণ—এই চার সুরভির সন্তান। এই সন্তানগণ পুরাণে মহান্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এই পর্য্যন্ত কল্পের সন্তানগণের বর্ণনা করা হইল। এখন আমার নিকট হইতে মনুর বংশের বর্ণনা শ্রবণ কর ॥ ৫১-৫২

নিষ্পাপ নরেন! আমি সংক্ষেপে সেই সব বর্ণনা করিব। বিশ্বেদেবগণ বিশ্বার সন্তান এবং সাধ্যদেবী 'সাধ্যা' নামক দেবকন্যাকে জন্মদান করেন ॥ ৫৩

মরুত্বতীর গর্ভে মরুদ্গণের উৎপত্তি হয় ও বসুর পুত্রগণ 'বসু' নামে অভিহিত হন। ভানুর পুত্রগণ 'ভানব' এবং মুহূর্ত্তার পুত্রগণ 'মুহূর্ত্ত' বলিয়া কথিত হন ॥ ৫৪

লম্বা যোষাকে জন্মদান করেন, জামি হইতে নাগবীথী উৎপন্ন হয় এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু বিষয় আছে, তৎ সমস্তই মরুত্বতী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ॥ ৫৫

কুরুনন্দন! সঙ্কল্পার গর্ভ হইতে সঙ্কল্পাত্মক পুত্রই জন্ম গ্রহণ করে। ধর্ম্ম ও তাঁহার পত্নী লম্বা হইতে কালরূপী পুত্রের জন্ম হয়, যিনি সম্পূর্ণ জগতের মধ্যে নিজের প্রভুত্ব স্থাপিত করিয়াছেন ॥ ৫৬

কাম ও তাঁহার পত্নী বৃত্তি হইতে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়,

ঊষ্মণস্তেব ভগবান্ বর্চস্বী যেন জায়তে
পুত্রস্তথাস্ত ভগবান্ত্বষ্টর্বৈ যেন বৃদ্ধতে। ৫৮
এবং পুত্রসহস্রাণি স্ত্রীণাঞ্চৈব পরস্পরম্
এতাবত্ত্বু জগন্মূলং যত্র লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। ৫৯
প্রজাপতিস্তু ভগবান্ শ্রুত্বাঃ প্রেক্ষ্য চেহিনঃ।
আবিশত্তাসু যুক্তেষু নিয়োক্তৃত্বে যোগবিৎ। ৬০

দিশো যশ ক্ষিতিমুখতোঽর্ণবাংশ্চান্
ক্রমেণাধীকরণসহিংশ্বরান্ত্বরান্।
প্রজাপতির্ভূবনভৃতো নভো ভুবঃ
ক্রিয়াঃ যথানব কৃতবান্ সিরীন্দ্র সঃ ৬১
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
বারাহে ভগবৎসর্গে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩৬

তাহাদের নাম—যশ ও হর্ষ। মোহের পত্নী রোচিষ্মতীর গর্ভে অতিমন্যু কান্তিমান্ 'ষষ্ঠী' নামক পুত্রের জন্ম হয়। ৫৭

এই ষষ্ঠী উদ্ভিত হইলেই ভগবান্ মোহ ষষ্ঠেয়ী (ভেজঃপুঞ্জে পরিপূর্ণ) হইয়া যান। এই ষষ্ঠী বা ধৃতি হইতে ঐশ্বর্যশালী পুত্রত্রয়ের জন্ম হয়, যাঁহার সহিত ঈর্ষাদি প্রেমসম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছিলেন। ৫৮

এইরূপে স্ত্রী ও পুরুষগণের পরস্পর সংযোগে সহস্র পুত্র এবং কন্যা উৎপন্ন হইয়াছে। এই পদার্থই হইল জগতের মূল, যেখানে সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৫৯

যোগবিৎ ভগবান্ প্রজাপতি শুদ্ধের দৃষ্টির দ্বারা সমস্ত দেহধারিগণের ইন্দ্রিয় সৃষ্টিপাত করত তাঁহাদের সকলকে মথাযোগ্য প্রকৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ৬০

এই প্রজাপতি দশদিক্, পৃথিবী, ঋষি, সমুদ্র, পর্বত, বৃক্ষ, ওষধি, সর্প, নদী, দেবতা, অসুর, লোকরক্ষক মরীচি প্রভৃতি, আকাশ, তূর্যোক, ক্রিয়া, যজ্ঞ ও পশুসমালা—এই সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন। ৬১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বারাহাবতার-প্রসঙ্গে জগতের সৃষ্টিবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মণা বিভিন্ন-বর্ণাশ্রমাধিপতীনাং নিযুক্তিঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ত্রয়াণামপি লোকানামাদিত্যানাঞ্চ ভারত।
চক্রায় শক্রং রাজানমাদিত্যমমেতেজসম্। ১
স বভূবে কবচী বিষ্ণুরদিত্যামিতবিক্রমঃ
দ্যুতেঃ সবাহো ছাতিমান্ যথা সোঽজয়ুর্যুতিঃ স্মৃতঃ। ২
জাতমাত্রোঽথ ভগবান্ স কৃত্যৈস্ত্রাঙ্কৈর্ধৈর্যুতঃ।
তদা প্রভৃতি দেবেশঃ কৌশিকত্বমুপাগতঃ। ৩

অভিষিচ্যাধিরাজ্যে তু সহস্রাক্ষং পুরন্দরম্।
ব্রহ্মা ক্রমেণ রাজানি ব্যাদেষ্টুমুপচক্রমে। ৪
যজ্ঞানাং তপসাং চৈব সর্বনক্ষত্রতারয়োঃ।
দ্বিজানামৌষধীনাঞ্চ সোমং রাজেঽভ্যষেচয়ৎ। ৫
যক্ষং প্রজাপতীনাঞ্চ বরুণং পতিম্।
পিতৃণাং সর্বনিধয়ঃ কালং বৈশ্বানরং প্রভুম্। ৬

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[ব্রহ্মা কর্তৃক বিভিন্ন বর্ণের অধিপতিপদের নিযুক্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতবংশের জনমেজয়! ব্রহ্মা সূর্যতুল্য তেজস্বী ইন্দ্রকে তিন লোকের এবং আদিত্যগণের রাজা করিলেন। ১

এই বিক্রমশীল ইন্দ্র অদিতি দেবীর গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি হস্তে বজ্র এবং অঙ্গে কবচ ধারণ করিয়া থাকেন। ইনি দ্যুতির সহায়ক, কান্তিমান্ ও অজয়্যবীর্য (অমিতবিক্রমশালিনী) কর্তৃক স্তুত। ২

এই ভগবান্ ইন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করিলেন, সেই সময় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে কুশসমূহের দ্বারা ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই দেবেশের ইন্দ্র 'কৌশিক' বলিয়া অভিহিত হইতে লাগিলেন। ৩

সহস্রলোচন ইন্দ্রকে ত্রিলোকের রাজাই পদে অভিষিক্ত করিয়া ব্রহ্মা ক্রমশঃ বিভিন্ন বর্ণের রাজাসমূহকে বিভাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪

তিনি যজ্ঞ, তপ, ব্রত, নক্ষত্র, দ্বিজ ও ওষধিসকলের রাজা সোমকে অভিষিক্ত করিলেন। ৫

যক্ষকে প্রজাপতিগণের, বরুণকে জলের এবং সকলকে বিনাশকারী অগ্নিতুল্য তেজস্বী কালকে (যমরাজকে) পিতৃগণের অধিপতি করিলেন। ৬

গন্ধানাং চৈব সর্বেষাং ভূতানাঞ্চ শরীরিণাম্ ।
শব্দাকাশস্বলানাঞ্চ বায়ুরীশত্বমা কৃতঃ ॥ ৭

সর্বেষাং ভূতশিশাচানাং মৃতূনাঞ্চ সবা তথা ।
উৎপাতজ্বরোগাণাং ব্যাধীনাঞ্চাধীতানাং তথা ।
ব্রতানাং চৈব সর্বেষাং মহাদেবঃ কৃতঃ প্রভুঃ ॥ ৮

যক্ষাণাং রাক্ষসানাঞ্চ গুহ্যকানাং ধনস্য চ ।

রত্নানাং চৈব সর্বেষাং ভূতো বৈশ্রবণঃ প্রভুঃ ॥ ৯

সর্বেষাং যক্ষিণাং শ্রেষ্ঠো নাগানামথ বাসুকিঃ ।

সরীসৃপানাং সর্বেষাং প্রভুর্বৈ তক্ষকঃ কৃতঃ ॥ ১০

সাগরাণাং নদীনাঞ্চ মেঘানাং বর্ষণস্য চ
আদিত্যানামবরজঃ পর্জন্যোঽধিপতিঃ কৃতঃ ॥ ১১

গন্ধর্বাণামধিপতিস্তথা চিত্ররথঃ কৃতঃ ।
সর্বাপ্সরোগণানাঞ্চ কামদেবঃ প্রভুঃ কৃতঃ ॥ ১২

চতুষ্পদানাং সর্বেষাং বাজিনানাঞ্চ সর্বশঃ ।

মহেশ্বরস্তবঃ শ্রীমান্ গোবৃষেঽধিপতিঃ কৃতঃ ॥ ১৩

দৈত্যানাঞ্চ মহাতেজা হিরণ্যাক্ষঃ প্রভুঃ কৃতঃ ।

সেই সমস্ত সম্পূর্ণ গন্ধ, দেবতারা কুবেরকে, পক্ষ, আকাশ এবং বলের রাজারূপে বায়ুদেবকে স্থাপিত করিলেন । ৭

সমস্ত ভূত, পিশাচ, মৃতূ, সো, উৎপাত, জ্বর, রোগ, ব্যাধি, ঔষি (অতিরিক্ত জন বৃদ্ধি প্রকৃতি ভয় প্রভৃতি) এবং সর্বপ্রকার ব্রতসমূহের অধিপতিরূপে মহাদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । ৮

যক্ষ, রাক্ষস ও গুহ্যকগণের এবং ধন ও রত্নসমূহের অধিপতি বৈশ্রবণপুত্র কুবেরকে স্থাপিত করিলেন । ৯

যত যত ধরণারী সর্পগণের রাজা-রূপে নেমকে, নাগগণের রাজা-রূপে বাসুকিকে এবং সমস্ত সরীসৃপগণের রাজা-রূপে তক্ষককে অভিষিক্ত করিলেন । ১০

আদিত্যগণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পর্জন্যকে তিনি সাগর, নদ-নদী এবং মেঘসমূহের ও বর্ষারও অধিপতি করিলেন । ১১

রম্ভা চিত্ররথকে গন্ধর্বগণের এবং কামদেবকে সমস্ত অপ্সরাদিগের রাজা করিলেন । ১২

মহাদেবের আজ্ঞাবহ যে বৃষভবাহনা শ্রীমান্ নন্দী, তাঁহাকে তিনি সমস্ত চতুষ্পদ প্রাণী ও বাহনসকলের অধিপতি করিলেন । ১৩

মহাতেজস্বী হিরণ্যাক্ষকে দৈত্যগণের রাজা করিলেন এবং

হিরণ্যকশিপুশ্চৈব যৌবরাজ্যেঽভিষেচিতঃ ॥ ১৪

যমানাং কালকেয়ানাং মহাকালঃ প্রভুঃ কৃতঃ ।
দনায়ুষ্যাঃ পুত্রাণাং বৃত্রো রাজা তদা কৃতঃ ॥ ১৫

সিংহিকাজনয়ো যস্তু রাহুর্নাম মহাসুরঃ ।
উৎপাতানামনেকানামগুতানাং প্রভুঃ কৃতঃ ॥ ১৬

ঋতূনামথ সর্বেষাং যুগানাং চৈব ভারত ।
পক্ষাণাঞ্চৈব মাসানাং ঋষৈব তিথিপর্বণাম্ ॥ ১৭

কলাকাষ্ঠামুহূর্তানাং গতেরয়নযোস্তথা ।
কৃতঃ সাবৎসরো রাজা যোগস্য গণিতস্য চ ॥ ১৮

পক্ষিণাঞ্চৈব সর্বেষাং চক্ষুষ্মাঞ্চ মহাবলঃ ।
সুপর্ণো তোগিনাঞ্চৈব গরুড়োঽধিপতিঃ কৃতঃ ॥ ১৯

অরুণো গরুড়ভ্রাতা তপাপুষ্পাচরপ্রভঃ ।
যোগানাঞ্চৈব সর্বেষাং সাধ্যানামধিপঃ কৃতঃ ॥ ২০

পুত্রোঽস্য বিশ্বো নাম কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ ।
রাজা প্রাচ্যাং দিশি তথা বাসবেনাধিপঃ কৃতঃ ॥ ২১

আদিত্যস্য বিভোঃ পুত্রো ধর্মরাজো মহাযশাঃ ।
দক্ষিণস্যাং দিশি যমো মহেন্দ্রেণৈব সংকৃতঃ ॥ ২২

হিরণ্যকশিপুকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিলেন । ১৪

মহাকালকে কালকেয়নামক যমের পতি করিলেন । ইহাদের মধ্যে দনায়ুর পুত্র বিল, তাহাদের রাজা তিনি বৃত্রাসুরকে করিলেন । ১৫

সিংহিকার পুত্র রাহুনামক যে মহাসুর ছিল, তাহাকে তিনি অনেক উৎপাত ও অশুভসমূহের পতি করিলেন । ১৬

ভারত ! সমস্ত ঋতু, যুগ, পক্ষ, মাস, তিথি, পর্ব, কলা কাষ্ঠা ও মুহূর্ত এবং উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের পতির রাজা তিনি সংবৎসরকে করিলেন । এই সংবৎসর যোগ ও গণিতেরও রাজা হইলেন । ১৭-১৮

সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট মহাবল গরুড়কে তিনি সমস্ত পক্ষী, সুর পর্যন্ত সৃষ্টিপাত করিতে সমস্ত প্রাণী ও বিদ্যাধরের অধিপতি করিলেন । ১৯

জবাপুষ্পরাশি-সদৃশ রক্তবর্ণ গরুড়ের ভ্রাতা অরুণকে তিনি সমস্ত যোগ ও সাধ্যগণের অধিপতি করিলেন । ২০

প্রজাপতি কশ্যপের যে বিশ্বনামক পুত্র ছিলেন, তাঁহাকে দেবরাজ ইন্দ্র পূর্বদিকের রাজা ও অধিপতি করিলেন । ২১

ভগবান্ আদিত্যের পুত্র মহাযশস্বী ধর্মরাজ যমকে দক্ষিণ-

কন্যাপত্নীরম: পুত্র: সলিলাদ্গর্ভত: সদা
অমুরাজ ইতি খ্যাত: প্রতীচ্যাং দিশি পার্থিব: ॥ ১৩
পুলস্ত্যপুত্র্যো ছাত্তিমান্মহেন্দ্রপ্রতিম: প্রভু:।
একাক্ষ: পিঙ্গলো নাম সৌম্যায়াং দিশি পার্থিব: ॥ ১৪
এবং বিভজ্য রাজ্যানি স্বয়ম্ভুর্লোকভাবন:।
লোকান্তে ত্রিদিবে দিব্যানদদৎ স পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৫
কস্যচিৎ সূর্যসঙ্কাশান্ কস্যচিদ্ বহ্নিসন্নিভান্
কস্যচিৎ সুষুবিভোতান্ কস্যচিচ্চন্দ্রনির্মলান্ ॥ ১৬
নানাবর্ণান্ কামগমানেকরূপতনো জনান্
স তান্ সুকৃতিনা: লোকান্ পাপদুষ্কৃতিদুর্লভান্ ॥ ১৭
যেষাং ভাসো বিভাত্যগ্রে সৌম্যায়াস্তারাগণা ইব।
এতে সুকৃতিনা: লোকা যে জাতা: পুণ্যকর্মিণ: ॥ ১৮
যে যজন্তি মখৈ: পুণ্যৈ: সমাপ্তবরদক্ষিণৈ:।

ঋষয়ো নিয়তা: ক্ষান্তা ঋজব: সত্যবাদিন: ॥ ১৯
দানযজ্ঞব্রতকর্ত্তারো ব্রহ্মণ্যা লোভবর্জিতা:
সন্তাক্তরভস: সন্তো যান্তি তত্র তপোবলা: ॥ ২০
এবং বিযুক্তা তনয়ান্ স্বয়ং লোকপিতামহ:।
পুনরু: ব্রহ্মসদনমাকুরোহ প্রজাপতি: ॥ ২১
সর্বে স্বয়ম্ভুদত্তেষু পালনেষু নিবেকয়ন্
রেমিরে স্বেষু লোকেষু মহেন্দ্রোপাতিপালিতা: ॥ ২২
স্বয়ম্ভুবা শ্রুতপুরঃসরা: সুরা:
কৃতা যথার্হ: প্রতিপালনেষু তে।
যশো দিবঞ্চ প্রতিপেদিরে শুভ
মুদঞ্চ ভগ্নুর্মখভাগভোজিন: ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি বারাহেঽধিপত্তিস্থাপনে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়: ॥ ৩৭ ॥

দিকে যমলোকের রাজা করিয়া নরেন্দ্রই তাঁহার সংকার করিয়াছিলেন। ২১

যিনি সদা জলের মধ্যেই বাস করেন এবং অমুরাজ নামে যিনি বিখ্যাত, সেই কন্যাদেব ঔরসজাত পুত্র বরুণকে পশ্চিম দিকের রাজা করিলেন। ২২

যিনি দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য প্রতাপশালী এবং এক চক্ষুবিশিষ্ট, পুলস্ত্যমুনির সেই তেজস্বী পুত্র পিঙ্গলকে উত্তর দিকের রাজা করিলেন। ২৪

এইরূপে লোকস্রষ্টা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বিভিন্ন রাজ্যসকলকে বিভাগ করিয়া সেই রাজ্যের ভক্ত ঋষিগণ পৃথক্ পৃথক্ দিবা লোকসকল দান করিলেন। ২৫

কাঁহাকেও সূর্যতুল্য তেজস্বী লোক এবং কাঁহাকেও অগ্নিতুল্য তেজস্বী লোক প্রদান করিলেন। কাঁহাকেও বিদ্যুৎসদৃশ উজ্জ্বল রূপে প্রকাশমান ও কাঁহাকেও চন্দ্রসদৃশ নির্মল কান্তিমান্ লোক প্রদান করিলেন। ২৬

এই সব লোক নানাপ্রকার বর্ণবিশিষ্ট এবং ইচ্ছানুসারে যথায়থরূপ ধারণ করিতে সমর্থ ছিল। সেই সব স্থানে নানা নানা ব্যক্তি বাস করিতেছিলেন এবং এই সব স্থান সৎকর্মকারী পুণ্যাত্মাগণের লোক ছিল। পাপী ও দুষ্কর্মকারীদিগের পক্ষে এই সব লোক দুর্লভ ছিল। ২৭

এই যে সম্মুখে তারাগণের ন্যায় সৌম্য প্রকাশ দেখা যাইতেছে, এই সবই সেই পুণ্যকর্মাদিগের লোক, পুণ্যকর্মকারী পুরুষদিগের জন্যই এই সবের সৃষ্টি হইয়াছে। ২৮

যাঁহারা পর্যাপ্ত উত্তম দক্ষিণাযুক্ত পবিত্র (নিত্য) যজ্ঞসমূহের দ্বারা শ্রীভগবানের আরাধন করেন, নিজেরই স্ত্রীতে অনুরক্ত থাকেন এবং যাঁহারা শান্ত, সরল, সত্যবাদী, দীন দুঃখীদিগের প্রতি অনুগ্রহকারী, রাগদ্বেষশূন্য, লোভহীন, মদোদ্ধত্যরহিত ও নির্মল তপস্যার ফল সেই সব সৎপুরুষগণই এই সব লোকে গমন করেন। ২৯-৩০

সাক্ষাৎ লোকপিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপে নিজের পুত্রগণকে বিভিন্ন রাজ্যে নিযুক্ত করিয়া পুত্রগণাদর ব্রহ্মধামে গমন করিলেন। ৩১

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদত্ত নিজ নিজ পালনীয় লোকসমূহে অবস্থান করত দেবেন্দ্রের ন্যায় সৃষ্টিতে রহিয়া সমস্ত দেবতাগণ সেখানে সানন্দে বাস করিতে লাগিলেন। ৩২

যজ্ঞভাগভোজনকারী ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতাগণ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকর্তৃক যথাযোগ্য পালন-কার্যে নিযুক্ত হইয়া অভিলষিত প্রদত্ত হইলেন। ইঁহারা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিতে করিতে শুভ যশ ও স্বর্গলোক লাভ করিলেন। ৩৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বারাহাবতারপ্রসঙ্গে অধিপতিগণের স্থাপনবিষয়ক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দেবাসুর-সংগ্রামবর্ণনম্, হিরণ্যাক্ষেণ দেবরাজস্যেন্দ্রস্য স্তম্ভনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

কদাচিত্তু সমাপ্তে পর্ব্বণি বরবীরহাঃ।
প্রস্থিতা বরবীঃ তাক্ত্বা নরাঃ তত্রৈব নারয়া ॥ ১
তদাসুরাণাং নিলয়ং হিরণ্যাক্ষেণ পালিতম্
দিশং প্রতীচীমাগম্য হ্রদেঽমজ্জন যথা গজাঃ ॥ ২
তত্রাসুরেভ্যঃ শংসন্তু আধিপত্যাঃ সুরাস্তদম্।
তচ্ছ্রুত্বাথাসুরাঃ সর্ব্বে চক্রুরুদ্যোগমুত্তমম্ ॥ ৩
ক্রুরাঞ্চ বুদ্ধিমতুলাঃ পৃথিবীতলবাসিনঃ
আয়ুধানি চ সর্ব্বাণি গৃহতশ্চাবিক্রমাঃ ॥ ৪
চক্রাপবীতৃত্বা খড়্গান্ ভুশুণ্ডীশ্চ ধনূংষি চ
প্রাসান্ পাশাংশ্চ শক্তীশ্চ মুসলানি পরশ্বধান্ ॥ ৫
কেচিৎ কবচিনঃ সজ্জা মন্তনাগাংস্তথাপরে।
কেচিদ্বরথবান্ যুক্তা অপরেঽশ্বাংস্তথাসুরাঃ ॥ ৬
কেচিচ্ছট্টাংস্তথা খড়্গান্ষ্টিবান গর্দভানপি
অন্যান্ হরবলমাস্থায় কেচিচ্চাপি পদাতয়ঃ ॥ ৭
পরিঘার্থা হিরণ্যাক্ষং তলবন্ধাঃ কলাশিনঃ।
ইত্যেতেঽন্ত নিঃশেষক্ষত্রাষ্টাঃ সর্ব্বে যুযুৎসবঃ ॥ ৮
ততো দেবগণাঃ পশ্চাৎ পুরন্দরপুরোগমাঃ।
বৈতানাং বিধিতোঽগাচ্চক্রুস্তেষাগমুত্তমম্ ॥ ৯
মন্ত্রতা চতুরঙ্গেণ বলেন সুসমাহিতাঃ
বজ্রগোধাঙ্গুলিত্রাণাযুধবন্তঃ সমার্পণাঃ ॥ ১০
ঊগ্রায়ুধধরা দেবাঃ স্বেষনীকেষবস্থিতাঃ
ঐরাবতগতঃ শক্রমন্বগচ্ছন্ত পৃষ্ঠতঃ ॥ ১১
ততস্তূর্য্যনিনাদেন ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনৈঃ।
অভ্যুদ্যতধ্বিরণ্যাক্ষো দেবরাজঃ পুরন্দরম্ ॥ ১২

কেহ কেহ কবচধারণ করত যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইল। অনেকে মত্ত হস্তীদিগের উপর আরোহণ করিল। বহু অসুর অশ্বযুক্ত রথসকলে আরোহণ করিল। অন্য মহাসুরগণ বহু অশ্বের উপর আরূঢ় হইল। ১

কত অসুর ষষ্টি, শতঘ্নী, মহিষ খাদানকলের উপর আরোহণ করিল। কত অসুর নিজেদের বাহনে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইল। ৭

ইহারা সকলেই হস্তে বন্ধন বন্ধন করিয়া ও কবচধারণ করিয়া অতিশয় যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া এদিক্ সেদিকে নির্গত হইল এবং হিরণ্যাক্ষকে পরিবৃত করিয়া চলিতে লাগিল। ৮

তাহার পর দৈত্যগণের এই যুদ্ধবিষয়ক উদ্যোগের সংবাদ জানিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণও যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতে উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। ৯

এই দেবগণ অতিশয় সাবধানতার সহিত বিধান অনুসারিণী সৈন্যব্যূহিনীকে সঙ্গে লইয়া ঘোর-চর্ম-নিশ্মিত দস্তাণ্ডাদিবিধান পূর্ব্বক বাণপূর্ণ তূণীর বন্ধন করিলেন, তদন্তর অস্ত্রধারণ করত নিজ নিজ বলে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং ঐরাবতে আরূঢ় দেবরাজ ইন্দ্রের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন। ১০-১১

তদনন্তর বাদ্যসমূহের শব্দ ও ভেরীসমূহের গম্ভীর

তীক্ষ্ণৈঃ পরশুনিস্ত্রিংশৈর্গদাতোমরশক্তিভিঃ।
মুসলৈঃ পট্টিশৈশ্চৈবদ্রাদয়ামাস বাসবম্ ॥ ১৩
ততোঽসুরবলবেগেন সাচ্ছিদ্যতা: সুরারুণাঃ।
ঘোররূপা মহাবেগা নিপেতুর্বাসবরূইঃ ॥ ১৪
শিতাংশ্চ দৈত্যা বলিনঃ শিতধারৈঃ পরশ্বধৈঃ।
পরিঘৈরায়তৈঃ খড়্গৈঃ ক্ষেপণীয়ৈশ্চ মুসলৈঃ ॥ ১৫
গণ্ডশৈলৈশ্চ বিবিধৈঃ প্রাসিভিশ্চাসিভিস্তথা।
ঘাতনীভিশ্চ শুলীভিঃ শতঘ্নীভিস্তথৈব চ ॥ ১৬
মুদ্গরৈশ্চক্র নির্মুক্তৈর্গদাভিশ্চ ঘিরং রবৈঃ
সর্ব্বান্ দেবগণ ন্ দৈত্যাঃ সস্রিজমুঃ সবাসবান্ ॥ ১৭
ধূম্রকেশঃ হরিশ্মশ্রু নানাপ্রহরণায়ুধম্
রক্তসন্ধ্যাভ্রসঙ্কাশ: কিরীটোত্তমধারিণম্ ॥ ১৮
নীলপীতাম্বরধরং শিতরক্তৈশ্চ ধারিণম্
আজানুবাহুং হর্ষাক্ষং দৈত্যযোদ্ধরোত্তমম্ ॥ ১৯

সমুদ্ভতাযুধং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে দেবগণাস্তদা
তে হিরণ্যাক্ষমসুরং দৈত্যানামগ্রতঃ স্থিতম্ ॥ ২০
যুগান্তসময়ে ভীমং স্থিতং মৃত্যুমিবাগ্রতঃ
প্রবিব্যথুঃ সুরাঃ সর্ব্বে তদা শত্রুপুরোগমাঃ ॥ ২১
দৃষ্ট্বায়ান্তং হিরণ্যাক্ষং মহাদ্রিমিব জঙ্গমম্।
দেবাঃ সংবিগ্নমনসঃ প্রদুদ্রুতমহাসনাঃ।
সমরাক্ষং পুরস্কৃত্য তদুঃ সংগ্রামমূর্দ্ধনি ॥ ২২
সা চ দৈত্যচমূ রেজে গিরণ্যকবচোজ্জ্বলা
প্রবৃদ্ধনক্রচক্রেণ সাগরস্য যথোর্ম্মিমালা ॥ ২৩
তেঽস্ত্রোক্তমপি সম্প্রেক্ষ্য পাতয়ন্তঃ পরস্পরম্
বহুমুর্দ্ধাবভিহতা দ্রুতমুদ্ধমনোরথাঃ ॥ ২৪
গদাশিলাভৈর্ভগ্নাস্তা বাল্পৈশ্চ বাধিতোরসঃ
বিনিপেতুঃ পৃথক্কেচিদ্বিমুক্তাভরণস্রজঃ বিজজ্ঞিরে ॥ ২৫
বভঞ্জিরে রথান্ কেচিৎ কেচিৎ সম্ভগ্নিতা রথৈঃ।

সমরের সহিত হিরণ্যাক্ষ দেবরাজ ইন্দ্রের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১২

তিনি তীক্ষ্ণ পরশু, তরবারি, গদা, তোমর, শক্তি, মুসল ও পট্টিশসমূহের দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ১৩

তাহার পর তাঁহার অসুর বল ও বেগে অতিশয়যুক্ত, অত্যন্ত ভীষণ, ঘোর ও মহাবেগযুক্ত বহুপর্ব্বত ইন্দ্রের উপর পতিত হইতে লাগিল ॥ ১৪

অবশিষ্ট দৈত্যগণ শ্বেতবর্ণ ধারাল পরশু, লৌহনির্ম্মিত পরিঘ, তরবারি, ক্ষেপণীয় অস্ত্র, মুসলর, ক্ষেত্রোদ্ভব ও পর্ব্বতসদৃশ নানাবিধ পর্ব্বতশিখর, গদা আঘাতকারী তীক্ষ্ণ শক্তি, মুদ্গরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অস্ত্র, নির্মুক্ত যন্ত্র ও বিশীর্ণকারী অর্দ্ধচন্দ্রসমূহের দ্বারা ইত্যাদি দেবতাগণকে প্রহার করিতে ও আহত করিতে লাগিল ॥ ১৫-১৭

দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষের কেশ ধূম্রবর্ণ ছিল। শ্মশ্রু (গোঁফ ও দাড়ি) হরিতবর্ণ ছিল। ইনি নানাপ্রকার প্রহরণশীল অস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন। ইঁহার অঙ্গকান্তি সন্ধ্যাকালের মেঘের ন্যায় রক্তবর্ণ ছিল। ইনি নিজ মস্তকে উত্তম কিরীট ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহার বেশে নীল ও পীত বর্ণের বস্ত্র পরিচ্ছিত ছিল। ইঁহার মুখে উপরে উত্থিত তীক্ষ্ণ দন্ত ছিল এবং বাহুদ্বয় জানু পর্য্যন্ত লম্বা ছিল। ইনি বৈদূর্য্যমণি-নির্ম্মিত আভরণসমূহে উদ্ভাসিত হইতেছিলেন। এরূপ হিরণ্যাক্ষকে দূরে অসুর সৈন্যগণের দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া দেবগণ ইন্দ্রের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১৮-১৯

দৈত্যগণের অগ্রে অবস্থিত অসুর হিরণ্যাক্ষ এই সময় সম্মুখে অবস্থিত ভয়ঙ্কর যুগান্ত কাল ও সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়াছিলেন। এই ইত্যাদি দেবগণ সেই সময় তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিলেন ॥ ২০-২১

গমনকারী মহাপর্ব্বতসদৃশ দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষকে আসিতে দেখিয়া সমস্ত দেবগণের চিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তাঁহারা তখন বহু দেবগণকে অগ্রে করিয়া সহসা ইন্দ্রকে অগ্রে করিয়া যুদ্ধের সম্মুখভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২২

স্বর্ণনির্ম্মিত কবচের দ্বারা উদ্ভাসিত দৈত্যগণের সেই সৈন্যবাহিনী নক্রসমূহে পূর্ণ সমুদ্রতরঙ্গের নির্ম্মল আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥ ২৩

এই দেবতা ও দৈত্যগণ পরস্পরকে পাতিত করিতে করিতে পতিত হইতে লাগিলেন। যুদ্ধাভিলাষী অন্য বীরগণ নিজেদের বাহুর দ্বারা শত্রুপক্ষের সৈন্যদের বাহুসমূহ ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিলেন ॥ ২৪

বহু যোদ্ধার অঙ্গ গদার আঘাতে ভাঙ্গিয়া যাইল। বাণসমূহের আঘাতে অনেকের বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত পীড়া হইতে লাগিল। কত যোদ্ধা যুদ্ধস্থলে পৃথক্‌ভাবে পতিত হইল এবং অন্য যোদ্ধারাও নিহত হইতে লাগিল ॥ ২৫

অনেক সৈন্য রথসকলকে ভাঙ্গিয়া দিল, অনেকে আবার

সম্বাধনস্থে সম্প্রাপ্তা ন শেকুশ্চলিতুং রথাৎ ॥ ২৬

দানবেন্দ্রবলং তত্র দেবানাঞ্চ মহদ্ বলম্

অন্যোন্যবধবর্ষেণ যুদ্ধযজ্ঞমবাবৃতো ॥ ২৭

হিরণ্যাক্ষস্তু বলবান্ ক্রুদ্ধঃ স তিতিরুনিভঃ

ব্যবর্ষত মহাতেজাঃ সমুদ্র ইব পর্বণি ॥ ২৮

তস্য ক্রুদ্ধস্য সহসা মুখান্নিশ্চেরুরর্চিষঃ

সাগ্নিধূমস্য পবনো বলেন মহতা সমীরিতঃ ॥ ২৯

শস্ত্রজালৈর্মহাবিদ্যৈর্ধূমজ্যোতিঃ পরিষ্টরৈঃ।

সর্বমাকাশমাবব্রে পর্বতৈরুল্কিভিরিব ॥ ৩০

বহ্নিভিঃ শস্ত্রনির্ঘাতৈশ্চিন্নভিন্নশিরোরুহম্

ন শেকুশ্চলিতুং দেবা হিরণ্যাক্ষাদ্ভিতা যুধি ॥ ৩১

সর্বে বিত্রাসিতা দেবা হিরণ্যাক্ষেণ সংযুগে।

ন শেকুর্যুদ্ধমুৎসৃজ্য কর্তুং বিচেতসঃ ॥ ৩২

তেন শক্রঃ সহস্রাক্ষঃ স্তম্ভিতোঽস্ত্রেণ বীর্যতা।

ঐরাবতস্থতঃ সাধো নাশকচ্চলিতুং তদা ॥ ৩৩

সর্বাংস্তে দেবানখিলান্ স পরাজিত্য দানবঃ।

তস্তম্ভিত্বা চ দেবেশমাক্রন্দ মনুতে জগৎ ॥ ৩৪

সম্ভোয়মেঘপ্রতিমোগ্রনিঃস্বন-

প্রতিস্বনাতঙ্কবিলাসবিগ্রহঃ।

বপুর্বিধুন্বন্নুদয়াবভাসবা-

ত্তথাসুরেন্দ্রঃ পুনরুত্থিতঃ সুরাঃ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি বারাহে শক্রস্তম্ভনে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

শত্রুপক্ষের রথসমূহের ধ্বজ নিশ্চেষ্টই স্তম্ভিত হইয়া যাইল। অন্য বড় যোদ্ধা চারিদিকে একপ্রভাবে আবৃত হইল যে, তাহারা তখন রথ হইতে চলিতেও পারিল না। ২৬

সেখানে একদিকে দানবরাজ হিরণ্যাক্ষের সৈন্যবাহিনী ছিল এবং অন্যদিকে দেবতাগণের বিশাল বাহিনী অবস্থান করিতেছিল। উভয় দিক হইতেই পরস্পরের উপর বাণবর্ষণ হইতেছিল। ইহাতে সেই সমর যুদ্ধের এক দৃশ্যের আসিয়া উপস্থিত হইল। ২৭

তিতিরুনিভ হিরণ্যাক্ষ মহাতেজস্বী ও বলবান্ ছিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সেইভাবে বর্ষিত হইলেন, যেরূপ পর্বতকালে (পূর্ণিমা ও অমাবস্যায়) সমুদ্র বর্ষিত হয়। ২৮

ক্রুদ্ধ হিরণ্যাক্ষের মুখ হইতে তখন সহসা অগ্নির শিখা নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার নিকটে অগ্নি ও ধূমযুক্ত প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ২৯

তিনি নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহ, বহু ও পরিঘসমূহের দ্বারা সেইভাবে আকাশকে আবৃত করিলেন, যেরূপ উল্কিত পর্বত-সকলের দ্বারা আকাশ আবৃত হইয়া যায়। ৩০

মুণ্ডে অস্ত্র এবং তরবারিসমূহের দ্বারা দেবতাগণের মস্তক ও বক্ষস্থল ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তাঁহারা হিরণ্যাক্ষের ভয়ে একান্ত পীড়িত হইয়া যাইলেন যে, তখন যেরূপ চলিতেও সমর্থ রহিলেন না। ৩১-৩২

সেই যুদ্ধস্থলে হিরণ্যাক্ষ সকল যোদ্ধাগণকে এরূপ ভীত করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সকলে অচৈতন্য হইয়া যাইলেন এবং তাঁহারা যুদ্ধস্থল হইতেও কোন যত্ন করিতে পারিলেন না। ৩১

এই বুদ্ধিমান দৈত্য হিরণ্যাক্ষ নিজের অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধস্থলে ঐরাবতের উপরে স্থিত সহস্রলোচন ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন, যাহাতে তিনি পরবলহ: পলায়ন করিতেও অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। ৩২

সমস্ত দেবগণকে পূর্বেকার পরাজিত করিয়া এবং দেবরাজ ইন্দ্রকেও স্তম্ভিত করিয়া দিয়া এই দানব হিরণ্যাক্ষ সারা জগৎকে নিজেরই অধীন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ৩৪

তিনি তখন সজল জলধরের ন্যায় ভয়ানক গর্জন করিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীর মেঘের ন্যায় প্রবাহিতকারী হস্তীর তুল্য বিলাসযুক্ত মনে হইতেছিল, সেই সময় সেখানে অবস্থিত দেবতাগণ উনার তেজস্বী অসুরেন্দ্র হিরণ্যাক্ষকে বারংবার ধনু উদ্যত করিতে ও টঙ্কার আদি করিতে দেখিলেন। ৩৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বারাহাবতারপ্রসঙ্গে উত্তের স্তম্ভনবিষয়ক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতা নারায়ণেন হিরণ্যাক্ষস্য বধঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নিগৃহ্যমাণে সুরপক্ষে বধ্যমানেষু সুব্রতে ৬।
হিরণ্যাক্ষবধে বুদ্ধিং চক্রে চক্রগদাধরঃ ॥ ১
বারাহং পর্বতো নাম যঃ পূর্বং সমুদাহৃতঃ।
স এব কৃত্বা ভগবানাত্মমায়ামুপাস্তকৃৎ ॥ ২
ততশ্চন্দ্রপ্রতীকাশমগৃহ্লাদ্ধনুরুত্তমম্।
সহস্রারঞ্চ তচ্চক্রং চক্রপর্বসমন্বিতম্ ॥ ৩
মহাদেবো মহাবুদ্ধির্মহাত্মা মন্যুরেব চ।
পঞ্চাত্তে যোঽমরৈঃ সর্বৈর্গুহ্যৈর্নামভিরন্বয়ঃ ॥ ৪
সদসচ্চাত্মনি শ্রেষ্ঠঃ সদ্ভির্যঃ সেব্যতে সদা
ইজ্যতে যঃ পুরা দৈত্যৈস্ত্রিলোকে লোকভাবনঃ ॥ ৫
যো বৈকুণ্ঠঃ সুরেন্দ্রাণামনন্তো ভোগিনামপি
বিকুর্বো যোগবিদ্বদ্ভির্যো যজ্ঞো যজ্ঞকর্মণাম্ ॥ ৬
যস্মে যজ্ঞ প্রযাদেন ভুবনস্থা নিবৌকসঃ।
আজ্যাঃ মহর্ষিভির্দত্তমগ্নয়ঃ শ্রিয়া হুতম্ ॥ ৭
যো গতির্দেবদৈত্যানাং যঃ সুরাণাং পরা গতিঃ।
যঃ পবিত্রং পবিত্রাণাং বরমুত্তমবাহনঃ বিকুঃ ॥ ৮
যস্য চক্রপ্রবিষ্টানি দানবানাং যুগে যুগে।
কুলান্যাকুলতাং যান্তি যানি দৃষ্টানি যাত্যতঃ ॥ ৯
ততো দৈত্যাস্তবকরঃ পৌরাণঃ শঙ্খমুত্তমম্।
দমন বক্ত্রেণ বলবানাপিপৈত্তাজীবিতম্ ॥ ১০
ক্রুদ্ধো শঙ্খধ্বনং ঘোরমনুধ্বনং চ ভয়াবহম্।
কুর্বিতা দানবাঃ সর্বে বিশ্বা দশ বালোকয়ন্ ॥ ১১
ততঃ সংকুলবংশো হিরণ্যাক্ষো মহাসুরঃ
কোপেরমিত্যুবাচ রোষসংরাগলোহিতমুনৈক্ষত ॥ ১২

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

[ভগবান নারায়ণ কর্তৃক হিরণ্যাক্ষ বধ

বৈশম্পায়ন বলিলেন, যখন দেবতারা ঐরূপ নিতান্ত নিপীড়িত হইতে লাগিলেন, তখন ভক্ত দেবতাদের পরাজিত হইতে দেখিয়া ভগবান বিষ্ণু তাহাদের হিরণ্যাক্ষকে বধ করিবার বুদ্ধি করিলেন। ১

পূর্বে যে পর্বতাকার যজ্ঞবারাহের বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই অসুরবিনাশকারী ভগবান শ্রীহরি এই বারাহ-রূপে প্রকটিত হইয়া সেস্থানে আসিলেন। ২

তদনন্তর তিনি চন্দ্রকলা উজ্জ্বল ও উত্তম শঙ্খ ধারণ করিলেন এবং অন্য হস্তে চক্রপর্বসমন্বিত বিশাল ও সহস্র অরযুক্ত সুপ্রসিদ্ধ সুদর্শন চক্র ধারণ করিলেন। ৩

এই অবিনাশী শ্রীহরিকে সমস্ত দেবতাগণ মহাদেব, মহাবুদ্ধি, মহাযোগী ও মন্যুদেব প্রভৃতি গুহ্য নামসমূহের দ্বারা কীর্তন করেন। ৪

সৎপুরুষগণ সদা বিশ্বের হৃদয়ে যে সদসৎস্বরূপ শ্রেষ্ঠ পরমাত্মাকে সেবন করেন এবং তিন লোকে যে লোকভাবন পুরাণ পুরুষের পূজা করা হয়। ৫

যিনি দেবেশ্বরগণের নিকট বৈকুণ্ঠ, সর্পগণের নিকট অনন্ত, যিনি যোগবিদগণের নিকট বিষ্ণু এবং যিনি যজ্ঞকর্মকারিগণের নিকট যজ্ঞ-স্বরূপ বলিয়া পরিচিত আছেন। ৬

যাঁহার কৃপাপ্রসাদে নিজ নিজ ভুবনে থাকিয়াই দেবগণ যজ্ঞে ঋষিদিগের দ্বারা প্রদত্ত এবং হুতভুক্ বৃহদ্ভান্ত ও প্রভূত নামক ত্রিবিধ রোমে আহুতিরূপে প্রদত্ত ঘৃত ভোজন করেন। ৭

যিনি দেবতা ও দৈত্যগণেরও আশ্রয়, দেবতাদিগের পরম গতি, যিনি পবিত্রকেরও পবিত্র করেন, যিনি শ্রেষ্ঠতম, অবিনাশী এবং ব্যাপক। ৮

প্রত্যেক যুগে নিজেদের বলের উপর গর্বপ্রকাশকারী দানবগণের কত কুলসমূহ যাঁহার চক্রাঘাতে প্রবিষ্ট হইয়া সেস্থানে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সেই ভগবানই এস্থানে উপস্থিত হইলেন। ৯

তদনন্তর বলবান ভগবান বারাহ দৈত্যগণের ভয়বর্ধক বিশ্বের উত্তম ও পুরাতন শঙ্খকে মুখে বাজ করিতে করিতে বহু দৈত্যের প্রাণহরণ করিলেন। ১০

অসুরগণের ভয়কারক সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া সমস্ত দানবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং দশদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ১১

তাহাদের ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া মহাসুর হিরণ্যাক্ষ বলিলেন,—ইনি কে? অনন্তর রোষসহকারে নারায়ণকে দেখিতে লাগিলেন। ১২

বারাহরূপিণং দেবং সাত্বিতাং পুরুষোত্তমম্।
শঙ্খচক্রোদ্যতকরং দেবানামগ্রিমং শনম্ ॥ ১৩
ররাজ শঙ্খচক্রাভ্যাং তাভ্যামমরসূদনঃ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্মধ্যে যথা নীলপয়োধরঃ ॥ ১৪
ততোঽসুরগণাঃ সর্বে হিরণ্যাক্ষপুরোগমাঃ।
উদ্যতায়ুধনিস্ত্রিংশা দৃষ্ট্বা দেবমুপাদ্রবন্ ॥ ১৫
শীত্যমানোঽথিলিভির্দৈত্যৈঃ সর্বায়ুধোদ্যতৈঃ।
ন চচাল হরির্মেরুঃ কম্পমান ইবাচলঃ ॥ ১৬
ততঃ প্রজ্বলিতাঃ শক্তিঃ বারাহোঽসি দানবঃ
হিরণ্যাক্ষো মহাতেজাঃ শাতয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥ ১৭
তস্যাঃ শক্ত্যাঃ প্রভাবেণ ব্রহ্মা বিস্ময়মাগতঃ
সমীপমাগতাং দৃষ্ট্বা মহাশক্তিং মহাবলঃ ॥ ১৮
হুঙ্কারেণৈব নির্দগ্ধং শাতয়ামাস ভূতলে
তস্যাঃ প্রভিন্নতায়াস্তু ব্রহ্মা সাশ্রিত্য চাস্ত্রবীৎ ॥ ১৯

যঃ প্রভুঃ সর্ব্বভূতানাং বারাহস্তেন তাড়িতঃ।
ততো ভগবতা চক্রমাবিদ্যাসংজ্ঞিতমস্ত্র ॥ ২০
পাতিতং দানবেন্দ্রস্য শিরস্ত্বাত্তমকর্ণথা।
ততঃ ক্ষিতৌ তৈব শিরস্তস্য ভূমৌ পপাত হ।
হিরণ্যরত্ন মুকুটং মেরুসানুমিবোত্তমম্ ॥ ২১
হিরণ্যাক্ষে হতে দৈত্যে শেষা যে তত্র দানবাঃ।
সর্বে তস্য ভয়ত্রস্তা জগ্মুর্দশো দিশো দশ ॥ ২২
স সর্বলোকাপ্রতিমোগ্রচক্রঃ
মহাবরাহপ্রতিমোগ্রচক্রঃ
যজ্ঞো বরাহো বৃষি চক্রপাণিঃ
কালো বৃণাস্তেষিব দণ্ডপাণিঃ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি বারাহে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

এই বারাহরূপধারী ভগবান পুরুষে সব দেবতাগণের পরম নায়ক ছিলেন, অতএব তিনি হস্তে শঙ্খ ও চক্র ধারণ করত সেস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৩

অসুরসূদন শ্রীহরি সেই শঙ্খ-চক্রে এরূপ শোভা পাইতে ছিলেন; যেন নীল মেঘ সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যভাগে সুশোভিত হইতেছে। ১৪

সেই সময় বলবদ্ধিত হিরণ্যাক্ষকর্তৃক অসুরগণ বারাহির অস্ত্র ও অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া সেস্থানে ভগবান বারাহের দিকে ধাবিত হইল। ১৫

সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র উদ্যত করিয়া অত্যন্ত বলশালী দৈত্যগণের দ্বারা পীড়িত হইতে থাকিলেও ভগবান শ্রীহরি সেই যুদ্ধে বিচলিত হইলেন না, তিনি পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিতভাবে বর্ত্তমান রহিলেন। ১৬

তাহার মহাতেজস্বী ও শক্তিশালী দানব হিরণ্যাক্ষ ভগবান্ বারাহের বক্ষে এক অত্যন্ত প্রজ্বলিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ১৭

সেই শক্তির প্রভাবে ব্রহ্মা বিস্মিত হইলেন। সেই মহাশক্তিকে নিকটে আসিতে দেখিয়া মহাবল ভগবান বারাহ হুঙ্কারের দ্বারাই তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। সেই শক্তি প্রতিহত হইলে পর ব্রহ্মা শ্রীভগবানকে সাদুবাদ প্রদান করিলেন। ১৮-১৯

যিনি সমস্ত প্রাণিগণের প্রভু ছিলেন সেই ভগবান্ বারাহকে যখন সেই দৈত্য পুনরায় আঘাত করিলেন, তখন উগ্র কর্মকারী ভগবান্ও নিজের সুদীপ্ত তেজস্বী সুদর্শন চক্রকে ঘুরাইয়া বারবার হিরণ্যাক্ষের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। ২০।

তখন সেস্থানে ঘটমান অবস্থাতেই সেই হিরণ্যাক্ষের মস্তক ভূতলে পতিত হইল। তাহাতে মনে হইল—মেরুপর্ব্বতের এক সুন্দর ও স্বর্ণময় শিখর বজ্রে আহত হইয়া ধরাশায়ী হইল। ২১

দৈত্য হিরণ্যাক্ষ নিহত হইলে পর সেস্থানে যে সব দানবগণ অবশিষ্ট ছিল, তাহারা সকলেই ভগবানের ভয়ে ভয়ত্রস্ত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল। ২২

যাঁহার চক্রের আঘাত সমস্ত লোকসমূহে কোথাও প্রতিহত হয় না, যাঁহার ভয়ঙ্কর চক্র মহাবরাহদেহের বিজয় কোনও ভুলনা রাখেন না অর্থাৎ তুলনীয় হইয়া উঠেন, সেই চক্রপাণি ভগবান্ বারাহ সেই সময় ভূতলে হস্তে দণ্ড লইয়া অবস্থিত প্রলয়কালের মৃত্যুদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ২৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বারাহোপাখ্যানবিষয়ক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[দেবতানাং স্বকীয়-প্রভুত্বপ্রাপ্তিঃ সমস্ত-লোকানামাধিপত্যে দেবরাজেন্দ্রস্য প্রতিষ্ঠা, সদসৎপুরুষাণাং যথোচিত গতিমাদিশন্ শ্রীভগবতোঽন্তর্ধানম্, দেবেন্দ্রেণ পর্ব্বতানাং পঙ্‌ক্তেশ্ছেদনঞ্চ।

বৈশম্পায়ন উবাচ

বিজায্য তু রণে সর্ব্বানসুরান্ পুরুষোত্তমঃ
মুমোচ তত্র বজ্রাস্ত্রান পৃতনাসূদয়ন্ সুরান ॥১

ততঃ প্রকৃতিমাপন্নাঃ সর্ব্বে দেবগণাস্তদা
পুরন্দরং পুরস্কৃত্য নারায়ণমুপস্থিতাঃ ॥ ২

দেবা উচুঃ

ত্বৎপ্রসাদেন ভগবন্ত্বত বাহুবলেন চ
জীবামোঽদ্য মহাবাহো নিষ্কণ্টকাশ্চ কৃতাননাঃ ॥ ৩

যজ্ঞাসনাদি ভগবন কিং কৃর্ব্বন্ত্বদিতঃ সুরাঃ
ইচ্ছামঃ পাহ্যতঃ ত্বত্ত কর্ত্তুং সনাতন ॥ ৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং পৃথুবীক্ষনিভেক্ষণঃ
উবাচ বচনং দেবান্ মৃদু যুক্তং হৃতদ্বিষঃ ॥ ৫

শ্রীভগবানুবাচ।

যো যস্য ভাবতো লোকো মহৈব বিহিতঃ পুরা।
পালনীয়াঃ স তু যত্নেন নিয়োগশ্চ কচিৎ কচিৎ ॥ ৬

ঐশ্বর্য্যং প্রতিপন্নাঃ স্থ ক্রতুভাগপুরস্কৃতম্।
ময়ৈব পূর্ব্বং নির্দ্দিষ্টো নিয়োগঃ প্রতিপালনাস্তাম্ ॥ ৭

শক্র চোবাচ ভগবান বচনং হৃষ্টমীশ্বরঃ
ইদং যথাবৎ কর্ত্তব্যং সংস্থং চাপ্যংস্থ চ ত্বয়া ॥ ৮

গচ্ছন্তু তপসা স্বর্গং মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ।
তব লোকং সুরশ্রেষ্ঠ সম্প্রকাশয়তু স্বয়া ॥ ৯

যাবদ্ভূলোকে যে কেচিৎ সাঙ্কল্যাঃ ক্ষত্রিয়া বিশঃ
তেষাং কামদুঘা লোকাঃ স্বর্গাদিনিলয়োদয়াঃ
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা যাযজুকৈঃ ফলং যে প্রাপ্নুবন্তি চ ॥ ১০
তাবঃ সদ্ধর্ম্মশীলানামস্তাং পাপকর্ম্মণাম্
সন্তঃ স্বর্গজিতঃ সদ্ভ সপ্তাশ্রমনিবাসিনঃ ॥ ১১

চত্বারিংশ অধ্যায়।

[দেবতাগণের নিজেদের প্রভুত্ব প্রাপ্তি, সমস্ত লোকসমূহের আধিপত্যে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতিষ্ঠা, সৎ-অসৎ পুরুষগণের যথোচিত গতির আদেশদান করিয়া শ্রীভগবানের অন্তর্ধান এবং দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক পর্ব্বতসকলের পঙ্‌ক্তেছেদন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ব্রহ্মাসনে সেই সব অসুরবিজয়ী বিভাবিত করিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম সেখানে বজ্র ইত্যাদি দেবগণকে বহন হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন ॥১

তদনন্তর প্রকৃতিস্থ হইয়া সমস্ত দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে অগ্রে করত ভগবান্ নারায়ণের নিকট গমন করিলেন (এবং তাঁহাকে বলিলেন।) ॥ ২

দেবগণ বলিলেন—ভগবন্! মহাবাহো। আপনার কৃপা ও বাহুবলে আজ আমরা মৃত্যুর মুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিয়াছি এবং আমরা জীবনলাভ করিয়াছি ॥ ৩

ভগবন্! আপনার আজ্ঞায় এই অমিততেজীর পুত্রগণ এক্ষণে কি করিবে? সনাতন দেব! আমরা আপনার চরণ সেবা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দেবতাগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কমললোচন শ্রীহরি বীতাদের পক্ষ নিহত হইয়াছে, সেই দেবগণকে এ সকল কথা বলিলেন ॥ ৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—দেব গণে আমিই তাদানুসারে যাহার যত যে লোক নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছি, সে সেই লোক পালন করুক এবং কখনও কখনও বেদের আজ্ঞানুসারে পালন-বিষয়ে যত্ন দেওয়া আবশ্যক ॥ ৬

এখন তোমাদের যজ্ঞভাগের সহিত নিজেদের ঐশ্বর্য্যও লাভ হইয়াছে, অতএব এখন তোমাদের সেই দেবাজ্ঞাও পালন করা কর্ত্তব্য যাহা আমি পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি ॥ ৭

দেবগণকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ হৃষিকেশ গম্ভীর বাণীতে ইন্দ্রকে এই কথা বলিলেন,—দেবেন্দ্র! সজ্জন ও অসজ্জনগণের প্রতি এই নিম্নলিখিত আচরণ তোমার অবশ্যই কর্ত্তব্য ॥ ৮

সুরশ্রেষ্ঠ! উত্তম ব্রতপালনকারী মুনিগণ তপস্যার দ্বারা তোমার সেই স্বর্গলোকে গমন করুন, যাহা সমস্ত সময় কামনাসমূহ প্রদান করে ॥ ৯

যে কেহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যজ্ঞকারী হইবে, তাহ দের মনোবাঞ্ছিত কামনাসমূহ প্রদানকারী স্বর্গাদি মনোরম লোক প্রাপ্ত হউক, যজ্ঞপরায়ণ পুরুষগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তোমার দ্বারা স্বর্গাদি ফল লাভ করুক ॥ ১০

সদ্ধর্ম্ম আচরণ করা যাহাদের স্বভাব, এরূপ পুরুষগণের

সত্যশূরা রণে শূরা দানশূরাশ্চ যে নরাঃ।
তে নরাঃ স্বর্গমস্তন্তু সদা যে চানশূরবঃ। ১১
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ কামিনোঽর্থপরাঃ শঠাঃ।
অশ্রদ্ধেয়া নাস্তিকাশ্চ নরকং যান্তু মানবাঃ। ১২
এতাবৎ ক্রিয়তাং বাক্যং ময়োক্তং ত্রিদশেশ্বরাঃ।
ততো মরি স্থিতে সর্বান বাধিষ্যন্তে ন চারয়ঃ। ১৪
ইত্যুক্ত্বা স্তম্ভিতো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
দেবতানাঞ্চ সর্ব্বেষামন্তর্ধান বিধত্তে মহান্। ১৫
একদত্তাদ্ভুতং দৃষ্ট্বা বারাহচরিতং সুরাঃ
নমস্কৃত্বা বরাহায় নাকপৃষ্ঠনিতো গতাঃ। ১৬
ততঃ স্বাস্থাধিপত্যানি প্রতিপন্নানি দৈবতৈঃ
সর্ব্বলোকাধিপত্যে চ প্রতিষ্ঠিতঃ বাসবো গতঃ। ১৭
বিমুক্তা দানবগণৈঃ বসুধিতি ধরণী গতা
কৈর্ব্যাহতোর্ধ্বদণ্ডাস্তু ভারা চাগস্তুতান গিরীন্। ১৮

শ্বেতু কানেষু সংব্যাপা পরভাগাঃ পুনঃপুনঃ।
চিক্ষেপ ভগবান পশ্চাৎ বজ্রেণ শতপর্ব্বণা। ১৯
সর্ব্বেষামেব পক্ষা বৈ ছিন্না শক্রেণ বীর্যতা।
এক: সপক্ষো মৈনাক: সুরৈস্তুৎসময়: কৃত:। ২০
এষ নারায়ণস্যায়: প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ।
যারাহ ইতি বিপ্রেন্দ্রৈঃ পুরাণে পরিকীর্ত্তিতঃ। ২১
কৃষ্ণদ্বৈপায়নমতং নানাশ্রুতিসমাহিতম্।
নাগুচের্ন কৃতঘ্নায় ন নৃশংসায় কীর্ত্তয়েৎ। ২২
ন ক্ষুদ্রায় ন নীচায় ন গুরুদ্বেষকারিণে।
নাস্তিক্যায় তথা রাজন্ন কৃতঘ্নায় চৈব হি। ২৩
আঢ্যকামৈর্যশঃকামৈর্ব্রাহ্মণৈশ্চ মানবৈঃ
ভক্তৈর্বিভিশ্চ শ্রোতব্যো দেবানামেষ বৈ ভবঃ। ২৪
পুরাণবেদসম্বন্ধঃ শিবঃ স্বস্ত্যয়নো মহান্
পাবনঃ সর্ব্বসত্ত্বানাং ভবকালবিভবপ্রদঃ। ২৫

সংসারে বৃদ্ধি হউক এবং পাপকর্ম্মকারীদিগের অভাব হউক। সমস্ত আশ্রমসমূহে বাসকারী সংকর্মবশে ত্রিলোক ভয় করুক। ১১

যাহারা সত্য কথা বলিতে ও আচরণ করিতে শৌর্য্যসম্পন্ন, যুদ্ধে যাহারা বীরত্ব প্রকাশ করে এবং দানেও শৌর্য্যের পরিচয় দান করে এবং যাহারা অন্যের দোষ কখনও গণনা করে না, এরূপ মনুষ্যগণ স্বর্গভোগ করুক। ১২

যে সব মনুষ্য প্রমাণীন কথা বা অবগণনাকে সত্য, ব্রাহ্মণদ্রোহী ও নাস্তিক, তাহারা নরকে গমন করুক। ১৩

দেবেশ্বরগণ! আমার দ্বারা কথিত এই ব্রত তোমরা পালন কর, তাহা হইলে আমি অন্যত্রে তোমাদের সকলকে শত্রুগণ বাধাদান করিতে পারিবে না। ১৪

এই কথা বলিয়া শঙ্খ, চক্র ও গদাধারণকারী ভগবান্ নারায়ণদেব অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ভগবান্ বারাহের এই অদ্ভুত চরিত্র দেখিয়া সমস্ত দেবগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা ভগবান্ বারাহকে নমস্কার করিয়া সেস্থান হইতে স্বর্গলোকে চলিয়া যাইলেন। ১৫-১৬

অনন্তর দেবগণ সকলেই নিজেদের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন এবং সর্ব্বলোকের আধিপত্যে দেবরাজ ইন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ১৭

দানবগণের নিকট হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়া পৃথিবী প্রভৃতি (জল) হইলেন। পৃথিবীকে স্থির রাখিবার বিষয়ে পর্ব্বতসকলকে অপরাধী জানিয়া ভগবান্ দেবরাজ ইন্দ্র তাহাদিগকে নিজ নিজ স্থানে স্থাপিত করিয়া সব পর্ব্বতের বজ্রের দ্বারা তাহাদের সকলের পক্ষ ছেদন করিয়া দিলেন। ১৮-১৯

বুদ্ধিমান ইন্দ্র সেই সময় সমস্ত পর্ব্বতেরই পক্ষ ছেদন করিলেন, একমাত্র মৈনাক পর্ব্বতই পক্ষধারী রহিল। দেবগণ তাহার সহিত এই সর্ত্ত করিলেন যে, সে যদি সমুদ্রে অবস্থান করে, তাহা হইলে তাহার পক্ষ ছেদন করা হইবে না। ২০

মহাত্মা নারায়ণের এই বারাহনামক প্রাদুর্ভাব (অবতার) শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। ২১

নানা শ্রুতিসমূহের দ্বারা অনুমোদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের এই অভিমত যে, এই বারাহতত্ত্ব অশুচি, কৃতঘ্ন ও নৃশংস পুরুষের নিকট বর্ণনা করিবে না। ২২

যা ক্ষুদ্র, যা নীচ, যা গুরুদ্রোহী, যা অস্থির এবং যা কৃতঘ্ন ব্যক্তিকে এই তত্ত্বের উপদেশ করিবে। ২৩

যে ব্রাহ্মণগণ আয়ু, যশ, ভূমি এবং জয়লাভ করিতে অভিলাষী, তাহাদের দেবগণের এই বিজয়-প্রসঙ্গ অবশ্যই শ্রবণ করা উচিত। ২৪

এই প্রসঙ্গ পুরাণ ও বেদসকলের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, ইহা কল্যাণকারী ও মহান্ মঙ্গলপ্রদ এবং সমস্ত প্রাণিগণের পবিত্রকারক ও তৎকালে বিজয় প্রদানকারী। ২৫

এষ কৌষবা তবেন কথিতস্তপুপর্বসঃ
বারাহঃ নৃপশ্রেষ্ঠ প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ। ১৬
যে যজন্তি মখৈঃ পুণ্যৈর্দেবতানি পিতৃনপি
আত্মানমাত্মনা নিত্যং বিষ্ণুং যে যজন্তি তে ॥ ১৭

লোকাধ্বনায় ত্রিদশ হনায়
ব্রহ্মাদিনাভাস্তবাহনায়।
নারায়ণায়াত্মহিতায়নায়
মহাবরাহায় নমস্করুষ ॥ ১৮
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
বারাহপ্রাদুর্ভাবে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

নৃপশ্রেষ্ঠ! কৃতযুগের প্রারম্ভে বারাহের প্রাদুর্ভাবের এই কথা আমি ক্রমানুসারে ও যথাযথভাবে বর্ণনা করিলাম। ১৫

যাঁহারা পবিত্র যজ্ঞসমূহের দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের যজন করেন এবং প্রতিদিন কীর্তন দ্বারা আত্মার স্তুতি করেন, তাঁহারা ভগবান্ বিষ্ণুরই আরাধনা করিয়া থাকেন। ১৬

রাজন্! যিনি সম্পূর্ণ লোকসমূহের পতি, দেবতাগণের আশ্রয়, বেদসকলের প্রাদুর্ভাবের স্থান আত্মযোনি ব্রহ্মারও আত্মা এবং নিজের হিতের স্থান, সেই মহাবারাহরূপধারী ভগবান্‌কে তুমি নমস্কার কর। ১৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বারাহাবতারবিষয়ক চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[হিরণ্যকশিপোস্তপস্যা, বরপ্রাপ্তি, অত্যাচার, দেবতাদের ব্রহ্মার আশ্রয়গ্রহণ, নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর হিরণ্যকশিপুকে বধ, হিরণ্যকশিপুর সভার বর্ণন এবং ব্রহ্মার সভায় গমন, তথা সভার বর্ণন]

বৈশম্পায়ন উবাচ

বারাহ এষ কথিতো নারসিংহমতঃ শৃণু
যত্র ভূত্বা মৃগেন্দ্রেণ হিরণ্যকশিপুর্হতঃ। ১
পুরা কৃতযুগে রাজন্ হিরণ্যকশিপুঃ প্রভুঃ
দৈত্যানামাদিপুরুষস্তপ আতেপে তপঃ। ২
দশ বর্ষসহস্রাণি জলবাসী সমাহিতঃ
জলবাসী সমভবৎ স্থানমেবং প্রচক্রিরে। ৩
ততঃ শয়নমাস্থায় ব্রহ্মচর্যেণ বৈ দিবি
ব্রহ্মা প্রীতোঽভবত্তস্য তপসা নিয়মেন চ ॥ ৪

ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ স্বয়মেনমুপাগমৎ
বিমানেনার্কবর্ণেন হংসযুক্তেন ভাস্বতা ॥ ৫
আদিত্যৈর্বসুভিঃ সাধ্যৈর্মরুদ্ভির্দেবতৈঃ সহ
রুদ্রৈর্বিশ্বসহায়ৈশ্চ যক্ষরাক্ষসকিন্নরৈঃ। ৬
সিদ্ধৈশ্চ বিবিধৈর্জুষ্টো নদীভিঃ সাগরৈস্তথা
নক্ষত্রৈশ্চ মুহূর্তৈশ্চ ঋতুভিশ্চ মহাব্রতৈঃ ॥ ৭
দেবৈর্ঋষিভিঃ সাঙ্ঘ্যৈঃ সিদ্ধৈঃ সপ্তর্ষিভিস্তথা
রাজর্ষিভিঃ পুণ্যকৃদ্ভির্দেবযজ্ঞযোগৈঃ ॥ ৮
চরাচরগুরুঃ শ্রীমান্ বৃতো বেদগণৈঃ সহ।
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো দৈত্যং বচনমব্রবীৎ ॥ ৯

তখনকার তাঁহার শরীর মনোনিগ্রহ দ্বারা ঐশ্বিক সংযম ব্রহ্মচর্য, তপ ও নিয়মে ব্রহ্ম অভিনব প্রসন্ন হইলেন। ৪

সমস্ত চরাচর প্রাণিগণের গুরু, ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শ্রীসম্পন্ন, স্বয়ম্ভু ভগবান্ ব্রহ্মা মূর্তিমান্ বর্ষবিশিষ্ট হংসযুক্ত তেজস্বী বিমানের দ্বারা আদিত্য, বসু, সাধ্য, মরুদ্গণ, দেবতা, বিঘ্ননাশক রুদ্র, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণ, সিদ্ধু ও বিবিধ্‌সকল, নদী, সমুদ্র ও নক্ষত্রসকল, মুহূর্তের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ, আকাশচারী মহাব্রতসকল, দেব, ঋষিগণ, সিদ্ধ, সপ্তর্ষি, পুণ্যকর্মা রাজর্ষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা এবং অন্যান্য দেবগণদের সহিত তাঁহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে এই কথা বলিলেন। ৫-৯

ব্রহ্মোবাচ

প্রীতোঽস্মি তব ভক্তস্য তপসানেন সুব্রত
বরং বরয় ভদ্রং তে যথেষ্টং কামমাপ্নুহি ॥ ১০

ততো হিরণ্যকশিপুঃ প্রীতাত্মা দানবোত্তমঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটঃ শ্রীমান বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ১১

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

ন দেবাসুরসঙ্কাশা ন যক্ষোরগরাক্ষসাঃ
ন মানুষাঃ পিশাচাশ্চ নিহন্যুর্মাং কথঞ্চন ॥ ১২

ঋষয়ো নৈব মাং ক্রুদ্ধাঃ সর্বলোকপিতামহ
শপেয়ুস্তপসা যুক্তা বর এষ বৃতো ময়া ॥ ১৩

ন শস্ত্রেণ ন চাস্ত্রেণ গিরিণা পাদপেন চ।
ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ স্যাদ্ব ধ্যো মে বরঃ ॥ ১৪

ন স্বর্গেঽপাথ পাতালে নাকাশে নাবনিস্থলে
ন চাভ্যন্তরতো রাত্রাহ্নোর্ন চাপ্যহ্নে মে বধঃ ॥ ১৫

পার্থিবৈরথবৈকৈক সদৃত্যবলবাহনম্।
যো মাং নাশয়িতা শত্রুঃ স মে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ১৬

ব্রহ্মা বলিলেন,—উত্তম ব্রতপালনকারী বৈরাজ। তুমি আমার ভক্ত, তোমার এই তপস্যায় আমি প্রসন্ন হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হউক, তুমি কোনও বর প্রার্থনা কর এবং মনোবাঞ্ছিত বস্তু লাভ কর। ১০

এই কথা শ্রবণ করিয়া দানবরাজ শ্রীমান্ হিরণ্যকশিপু ভয়ে ভীতিলাভ করিলেন, তিনি তখন করজোরে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া এই কথা বলিলেন। ১১

হিরণ্যকশিপু বলিলেন,—ভগবন্! দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস, মনুষ্য ও পিশাচ—ইহাদের মধ্যে কেহই যেন আমাকে বধ করিতে না পারে। ১২

সর্বলোকপিতামহ! ঋষিগণ কুপিত হইয়া আমাকে যেন শাপদান করিতে না পারেন, এই বর আমি প্রার্থনা করিলাম। ১৩

না শস্ত্রে, না অস্ত্রে, না পর্বতে, না বৃক্ষে, না শুষ্কে, না আর্দ্রে (গলিত পদার্থে) এবং না কোন অস্ত্র অস্ত্রে যেন আমার মৃত্যু হয়। ১৪

না স্বর্গে, না পাতালে, না আকাশে, না ভূমিতে, না রাত্রিতে, না দিবসে এবং না কোন অস্ত্র নিমিত্তে যেন আমার বধ হয়। ১৫

যিনি মৃত্যু সৈন্য ও বাহনসকলের সহিত আমাকে এক দণ্ড

ভবেরমহমেবার্কঃ সোমো বায়ুর্হুতাশনঃ।
সলিলং চান্তরিক্ষঞ্চ নক্ষত্রাণি দিশো দশ ॥ ১৭

অহং ক্রোধশ্চ কামশ্চ বরুণো বাসবো যমঃ।
ধনঞ্চ ধনাধ্যক্ষো যক্ষঃ কিম্পুরুষাধিপঃ ॥ ১৮

মৃত্যুমন্তি চ দিব্যানি মমাস্ত্রাণি মহাধবে।
উপতিষ্ঠন্তু দেবেশ সর্বলোকপিতামহ ॥ ১৯

পিতামহ উবাচ

এতে দিব্যা বরাস্তাত ময়া দত্তাস্তবাসুতাঃ।
সর্বকামপ্রদা বৎস দুর্লভাস্ত্রিদমেষ্বপি ॥
সর্বান্ কামানবাপ্স্যাসি প্রাপ্স্যসি ত্বং ন সংশয়ঃ ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্ত্বা স ভগবান্ জগন্মাতামহো মম চ।
বৈরাজং ব্রহ্মসদনং ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ২১

ততো দেবাশ্চ নাগাশ্চ গন্ধর্বা মুনিভিঃ সহ
বরপ্রদানং শ্রুত্বৈব পিতামহমুপস্থিতাঃ ॥ ২২

দেবা ঊচুঃ

বরেণানেন ভগবন বর্ধিষ্যতি স নোঽসুরঃ।
তৎ প্রসীদস্ব ভগবন্ বধোঽস্যান্তু বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ২৩

প্রহারের অর্থাৎ আঘাতের দ্বারা আমাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই যেন আমার মৃত্যু-স্বরূপ হন। ১৬

আমিই সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, জল, আকাশ, নক্ষত্র ও দশ দিক্ হইতে পারি। ১৭

আমিই কাম, ক্রোধ, বরুণ, যম, ইন্দ্র, ধনাধ্যক্ষ কুবের, যক্ষ ও কিম্পুরুষগণের অধিপতি হইতে পারি। ১৮

সর্বলোকপিতামহ! দেবেশ্বর! মহাসমরে দিব্য অস্ত্রসমূহ মূর্তিমান্ হইয়া আমার নিকট বরাবর আসিয়া উপস্থিত হউক। ১৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—তাত! এই সব দিব্য ও অদ্ভুত বর আমি তোমাকে প্রদান করিলাম। বৎস! সমস্ত কামনাপ্রদানকারী এই সব দুর্লভ বর মানব-লোকের পক্ষে অলভ্য (কিন্তু অশোভন তোমার প্রাপ্তি হইল।) অতএব নিশ্চয়ই তুমি সমস্ত কামনা লাভ করিতে সমর্থ হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপ কথা বলিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা আকাশে ব্রহ্মর্ষিগণ-সেবিত তাঁহার বৈরাজ নামক ব্রহ্মধামে গমন করিলেন ॥ ২১

হিরণ্যকশিপুর বরদান লাভের সংবাদ শুনিয়াই দেবতা, নাগ, গন্ধর্ব ও মুনিগণ ব্রহ্মার সেবায় উপস্থিত হইলেন ॥ ২২

দেবগণ বলিলেন,—ভগবন্! এই বরের প্রভাবে উদ্ধত

ভবান্ হি সর্ব্বভূতানামাদিকর্ত্তা স্বয়ম্প্রভুঃ।
স্রষ্টা চ ত্বব্যক্তযানাং সবাক্প্রকৃতির্জ্জগৎ ॥ ১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সর্ব্বলোকহিতং বাক্যং শ্রুত্বা দেবঃ প্রজাপতিঃ
আশ্বাসয়ামাস সুরান্ স শীতৈর্বচনাবৃত্তিঃ। ১৫
অযজ্ঞং ত্রিদশাস্তেন প্রাপ্তুধ্বং তপসঃ ফলম্।
তপসোঽন্তে স তপবান্ বধং বিষ্ণুঃ করিষ্যতি ॥ ১৬

এতচ্ছ্রুত্বা সুরাঃ সর্ব্বে বাক্যং পদ্মজজন্মনঃ।
স্বানি স্বানানি দিব্যানি প্রতিজগ্মুর্মুদান্বিতাঃ ॥ ১৭

লব্ধমাত্রে বরে তস্মিন সর্ব্বঃ সোঽথবাদত প্রজাঃ
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো বরদানেন গর্ব্বিতঃ ॥ ১৮

আশ্রমেষু মুনীন্ সর্ব্বান ব্রাহ্মণান সংশিতব্রতান্
সত্যধর্ম্মরতান্ দান্তান্ ধর্ম্মবাসান দীর্ঘধান ॥ ১৯

দেবাংস্ত্রিভুবনস্থাংশ্চ পরাজিত্য মহাসুরঃ
ত্রৈলোক্যং বশমানীয় স্বর্গে বসতি সাম্প্রতং ॥ ২০

যদা বরমদোন্মত্তশ্চলতি দ্বিজ কালধর্ম্মণা
যজ্ঞিয়ানকরোদ্দৈত্যান দৈবতানপাবজ্জিতান্ ॥ ২১

তদাদিত্যাশ্চ সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ বসবস্তথা।
রুদ্রা দেবগণা যক্ষা দেবর্ষিগমহর্ষয়ঃ ॥ ২২

শরণ্যং শরণং বিষ্ণুমুপতস্থুর্বলাবলম্।
দেবং দেবময়ং যজ্ঞং ব্রহ্মণ্যং সনাতনম্ ॥ ২৩

ভূতং ভবাং ভবিষ্যঞ্চ প্রজালোকনমস্কৃতম্।

দেবা ঊচুঃ

নারায়ণ মহাভাগ দেব ত্রাহি শরণং গতাঃ ॥ ২৪
ত্বং হি নঃ পরমো ধাতা ত্বং হি নঃ পরমো গুরুঃ।
ত্বং হি নঃ পরমো দেবো ব্রহ্মণ্যানাং ত্বুরোত্তম ॥ ২৫
ত্বং পদ্মামলপত্রাক্ষ শত্রুপক্ষভয়াবহ
ত্রাহি নিত্যবিপন্নানাং ত্বমু নঃ প্রভো ॥ ২৬
ত্রাহ্যদ্য ত্বাং দৈত্যেন্দ্রাদ্ হিরণ্যকশিপোঃ প্রভো
বিষ্ণুকর্ম্মন্।
ভয়াং ত্রাজ্ঞয়মানানাং ত্রাহি নো দমনাদিহ ॥ ২৭
ত্বমৈব ত্রিদিবং দেবাঃ প্রতিষ্ঠাপয়িতা পুনঃ
এষ ত্বাং প্রণতা দৈত্যা বদন নেন লপিতাঃ ॥ ২৮
অবধ্যমমরেন্দ্রাণাং দানবেন্দ্রং নিহন্তুমম্

হইয়া এই অসুর হিরণ্যকশিপু আমাদিগকে অত্যন্ত কষ্টদান করিবে; অতএব আমাদের উপর পদ্ম হইল এবং তাহার বধের কোন উপায় চিন্তা করুন, কারণ আপনিই সমস্ত কৃতযুগের আদিকর্ত্তা, ত্বয়ং প্রভাবশালী, ত্রিলোকের নির্ম্মাতা এবং অব্যক্ত প্রকৃতি ও ত্রবরূপ। ২৩-২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দেবতাগণের এই লোকহিতকারী বাক্য শ্রবণ করিয়া তখবান্ প্রজাপতি মৃদু সুশীতল অমৃতস্পন্দনযুক্ত বাক্য দ্বারা সেই সব দেবতাগিকে আশ্বাসদান করিতে করিতে বলিলেন। ২৫

দেবগণ। সেই অসুরের তপস্যার ফল অবশ্যই লাভ হইবে। ফলভোগের দ্বারা যখন তপস্যা শেষ হইয়া যাইবে, তখন সাক্ষাৎ তবখান্ বিষ্ণু এই দৈত্যকে বধ করিবেন। ২৬

তবখান্ নারায়ণের নাভিকমল হইতে জন্মগ্রহণকারী ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত দেবগণ প্রসন্ন হইয়া নিজ নিজ দিব্য স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ২৭

সেই বরলাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দৈত্য হিরণ্যকশিপু সমস্ত প্রজাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার বরদানে তাহার দর্প বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। ২৮

এই পরাক্রমী দৈত্য বিপ্রচিত্তি অ প্রমমুখে যাইয়া কঠোর ব্রহ্মপালনকারী, দ্বিজশ্রেষ্ঠ ও সত্যধর্ম্মপরায়ণ সমস্ত ঋষি ও ব্রাহ্মণদিগকে ভয়ঙ্কর ভিতাড়ন করিতে লাগিলেন। ২১

ত্রিভুবনে বাসকারী সমস্ত দেবতাগণকে পরাজিত করিয়া ত্রিলোকের রাজ্য নিজের অধিকারে আনিয়া এই মহাসুর দানবরাজ হিরণ্যকশিপু স্বর্গলোকে বাস করিতে লাগিলেন। ২০

যখন বরের মদে উন্মত্ত হইয়া ও কাল সংযোগে প্রেরিত হইয়া অসুর হিরণ্যকশিপু দৈত্যগণকে যজ্ঞভাগের অধিকারী করিয়া দিলেন এবং দেবতাগিকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলেন, তখন আদিত্য, সাধ্য, বিশ্বেদেব, বসু, রুদ্র, দেবগণ, যক্ষ, দেবতা, দ্বিজ ও মহর্ষিগণ শরণ গ্রহণযোগ্য সেই মহান্ তবখান্ বিষ্ণুর শরণগ্রহণ করিলেন। যিনি দেব। প্রকাশময় দিব্য বিগ্রহধারী। সর্ব্বদেবস্বরূপ, যজ্ঞপুরুষ, সনাতন ব্রহ্মদেব, ভূত, ভবিষ্যৎ ও ভবিষ্যদ্রূপ এবং প্রজাগণের দ্বারা অভিবন্দিত। ৩১-৩৩।

দেবগণ বলিলেন,—হে ত্রাণ নারায়ণদেব! আমরা আপনার শরণগ্রহণ করিয়াছি। আপনিই আমাদের পরম ধাতা (রক্ষণপোষণকারী) এবং আপনিই আমাদের পরম গুরু। সুরশ্রেষ্ঠ! আপনিই ব্রহ্মণ্যি দেবতা আমাদেরও পরম দেবতা। ৩৪-৩৫

নির্ম্মল পদ্মদল-সদৃশ নয়নবিশিষ্ট নারায়ণ! আপনি শত্রুপক্ষের ভয়দায়ক। প্রভো! আপনি দৈত্যবাদের বিনাশ

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্ত্বা স ভগবান্ বিষ্ণুস্ত্রিবিক্রমঃ। ৩৯
যযৌ সহস্রহরিতা তু হিরণ্যাক্ষনিপোঃ প্রভুঃ।
সোঽচিরেণৈব কালেন হিমবৎপার্শ্বমাগতঃ। ৪০
কিং নু রূপং সমাস্থায় নিহন্যোনং মহাসুরম্।
যৎসিদ্ধিকরমাশু স্যাদ্ যথা বিবুধযিঃ। ৪১
অনুরূপস্তু তস্যেহ সোঽচিন্তয়ত রূপমাস্থিতঃ।
নারসিংহমনায়ুষ্যং দৈত্যানামবরক্ষসাম্। ৪২
সহাস্যস্তু মহাবাহুর্দ্রাংষ্ট্রোদ্ধারমবেষ্য চ
অথোদ্ধারসহায়োঽথো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ। ৪৩
হিরণ্যকশিপোঃ স্থানং জগাম প্রভুরীশ্বরঃ
তেজসা ভাস্করাকারঃ কাস্ত্যা চন্দ্র ইবাপরঃ। ৪৪
নরত্বং কৃত্বাঽঽত্মনঃ সিংহত্বাঙ্কিতমুং বিভুঃ
নারসিংহেন বপুষা পাণিং সংস্পৃশ্য পাণিনা। ৪৫

ও আমাদের রক্ষার জন্য সত্বর উদ্যত হউন। ৩৮অর্ধ। আপনি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করুন এবং তাঁহার অন্য ভাই হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৩৮।

ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন,—অমরগণ! তোমরা ভয় ত্যাগ কর, আমি তোমাদের অভয়দান করিতেছি। দেবগণ! তোমরা পুনরায় শীঘ্রই পূর্বের ন্যায় স্বর্গলোকে অধিকার প্রাপ্ত হইবে। ৩৭।

এই আমি বরাহদেহ পরিত্যাগ করিয়া, দেবেশ্বরগণের অধ্যক্ষ ও বামন রূপ সেই হিরণ্যকশিপুকে তাঁহার সহায়কগণের সহিত বধ করিব। ৩৮।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এরূপ কথা বলিয়া সর্বদেবার্থ ভগবান্ বিষ্ণু দেবেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া (বিরাট মূর্তি) এবং হরি হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার সঙ্কল্প করিয়া অল্পকালের মধ্যেই হিমালয় পর্বতের পার্শ্বে আগমন করিলেন। ৩৯-৪০

সেখানে আসিয়া তিনি চিন্তা করিলেন—আমি কি রূপ ধারণ করিয়া সেই মহাসুরকে বধ করিব, যাহা এই দেবদ্রোহীর বধের সিদ্ধিকারক হইবে? ৪১

তদনন্তর তিনি পূর্বে যাহা উৎপন্ন হয় নাই, এরূপ অত্যন্ত বিশাল নরসিংহরূপ ধারণ করিলেন। এই রূপ দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণের পক্ষে অত্যন্ত ভয়। ৪২

উহার পর মহাবাহু শ্রীহরি ওঙ্কারকে নিজের সহায়ক করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন। ওঙ্কারসহায় হইয়া এই সর্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর স্থানে গমন করিলেন। ৪৩

তিনি তেজে সূর্যের সদৃশ ও কান্তিতে দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন। ৪৪

এই সর্বব্যাপী পরমেশ্বর অর্ধ নরীর মনুষ্যের এবং অর্ধ শরীর সিংহের সদৃশ করিয়া এক হস্তের দ্বারা অন্য হস্ত স্পর্শ করত (অথবা বরদাহস্তে স্থাপিত)। নরসিংহ শরীরে যুক্ত হইয়া হিরণ্যকশিপুর সেই বিস্তৃত, রমণীয়, মনোরম, সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ভোগসমূহে যুক্ত ও পবন উদ্ভাসিত দিব্য সভা দেখিতে পাইলেন। ৪৫-৪৮

সেই সভা-ভবন লম্বায় বেত্র যোজন এবং চওড়ায় এক শত যোজন ছিল। উহার উচ্চতা পাঁচ যোজন ছিল। উহা আকাশেই স্থিত ছিল এবং সভাসদ্‌গণের ইচ্ছানুসারে যত ইচ্ছা গমন করিত। ৪৯

ইহার মধ্যে বার্ধক্য, শোক ও ক্লান্তি—এই সব দোষের প্রবেশ ছিল না। ইহা অবিচল, শিব (সুখ) ও সুরভি ছিল। ইহার মধ্যে যত সুন্দর আসন সজ্জিত ছিল। এই রমণীয় সভা নিজ তেজে অগ্নির সমান প্রজ্বলিত হইতেছিল। ৪৮

ইহার মধ্যে জলাশয় নির্মিত ছিল। সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মা এই সভা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা জল-পুষ্পপ্রভা দ্বারা চতুরস্র কমলসমূহে সুশোভিত ছিল। ৪৯

ইহার অভ্যন্তরভাগে বিতানে ঢাকোয়ার নীল, পীত, রক্ত শ্বেত ও কেশরের ও পর লাগান ছিল এবং উহাতে

ন ক্ষুৎপিপাসে ন গ্লানিঃ প্রাপ্যা তাঃ প্রাপ্নুবন্তি বৈ
নানারূপৈর্বিরচিতা বিচিত্রৈরভিতাশ্চরৈঃ ॥ ৪৩
তস্তৈর্মণিময়ৈর্দিব্যৈঃ শ্বভ্রা চাক্তা চ সা
অভিচক্রুঃ সূর্যাক্ষ পাণ্ডরাভ্রপ্রভা ॥ ৪৪
দীপ্যতে নাকপৃষ্ঠস্থা তদ্দিবসমেব ভাস্করম্।
সর্বে চ কামাঃ প্রচুরা যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ ॥ ৪৫
রসবন্তঃ প্রভূতাশ্চ তস্যাস্তোজাঃ সুখাক্ষয়ম্।
পুণ্যগন্ধাঃ প্রজস্তত্র নিত্যপুষ্পফলক্রমাঃ ॥ ৪৬
উক্তে শীতানি তোয়ানি শীতে চোষ্ণানি সন্তি বৈ
পুষ্পিতাগ্র্যাম্রবাণাখ্যান্ প্রবালাঙ্কুরধারিণঃ ॥ ৪৭
লতাবিতানসংছন্নান্ সহিতেষু চ সর্বতঃ
মনোহরাংশ্চ বিবিধান্ দদর্শ স তদা প্রভুঃ ॥ ৪৮
ক্রমান্ বহুবিধাংস্তত্র মৃগেন্দ্রো দদৃশে ক্রতম্।

গন্ধবন্তি চ পুষ্পাণি রসবন্তি ফলানি চ ॥ ৪৯
তানি শীতানি ভোজ্যানি তত্র তত্র সরাংসি চ।
অপশ্যৎ সর্বতীর্থানি সভায়াং শঙ্খভো বিভুঃ ॥ ৫০
নলিনৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ শতপত্রৈঃ সুপুষ্কলৈঃ।
রক্তৈঃ কুবলয়ৈর্নীলৈঃ কুমুদৈঃ সংবৃতানি চ ॥ ৫১
সরাংস্যৈর্ত্তরাষ্ট্রেণ দদৃশুস্তৈঃ সুপুষ্কলৈঃ।
কাদম্বৈশ্চক্রবাকৈশ্চ সারসৈঃ কুররৈরপি ॥ ৫২
বিবলম্বটিকাভানি পাণ্ডুরাষ্টবলানি চ।
কলহংসোপগীতানি সারিকাভিস্তথা চ ॥ ৫৩
গন্ধবন্তঃ শুভা স্তত্র পুষ্পাঢ্যাস্তরিদারিণীঃ
দদৃশুবান পানপাত্রেষু নানাপুষ্পধরা লতাঃ ॥ ৫৪
কেতকাশোকসরলাঃ পুন্নাগাতিমুক্তকার্জুনাঃ।
চূতা নীপা নাগপুষ্পাঃ কদম্ববকুলা ধবাঃ ॥ ৫৫

ওম (ওঙ্) তুলান ছিল। উহার সহিত পর পর মন্ত্রগুলি উত্তান ছিল ॥ ৫০

বহুমূল আসনসমূহে বৃক্ষ এবং স্তম্ভে যেন প্রজ্বলিত এই সভা আকাশে শ্বেতবর্ণের মেঘের ন্যায় দেখাইতেছিল ও জলে সন্তরণকারী বিশাল নৌকার ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ৫১

এই সভা বিশেষ সৌন্দর্যে সুশোভিতা ছিল এবং অতিশয় দীপ্তিতে প্রকাশিতা হইতেছিল, নিজের দিব্য সুরভে মনকে মোহিত করিতেছিল। এখানে না দুঃখ ছিল ও না দুঃখের ছিল এবং এখানে না শীত অনুভব হইত ও না উষ্ণতা বশত ঘর্ম হইত। ৫২

এই সভায় উপস্থিত হইয়া সদস্যগণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও গ্লানির অনুভব করিতেন না। উহা নানারূপবিশিষ্ট, বিচিত্র, অন্যান্য প্রকাশমান ও দিব্য মণিময় স্তম্ভসমূহে নির্মিত চইয়াছিল, দীর্ঘকালস্থায়িনী ও সুদৃঢ়া ছিল। চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি হইতেও অধিক তেজোরাশিতে যুক্ত ছিল এবং নিজের প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছিল ॥ ৫৩-৫৪

ঊর্ধ্বে পৃষ্ঠভাগে স্থিত হইয়া এই সভা সূর্যদেবকে যেন চিরন্তন করিতে করিতে ইহা নীতিতে প্রকাশিত হইতেছিল, এবং দিব্য ও মানব সর্বপ্রকার ভোগই সেখানে প্রচুর মাত্রায় সুলভ হইত ॥ ৫৫

রসাল পদার্থ অধিক মাত্রায় সুলভ ছিল। অক্ষয় তক্তা ও ভোজ্য পদার্থ সেখানে সদা প্রস্তুত থাকিত। পবিত্র গন্ধযুক্ত পুষ্পভার সেখানে সতত বিরাজমান থাকিত এবং নিত্য পুষ্প ও ফলের বৃক্ষসমূহ সেখানে সদা বিরাজমান ছিল ॥ ৫৬

সেখানে গ্রীষ্মকালে শীতল জল ও শীতকালে গরম জল সদা সুলভ ছিল। সেই সভা পরমবীর বৃষ্ণিবীর দেখিলেন যে, সেখানে নদী ও সরোবরসমূহের তীরে বিবিধ প্রকার মনোহর বহু বৃক্ষ শোভা পাইতেছে, উহাদের শাখাসমূহের অগ্রভাগ ফলসমূহের ভারে অবনত হইয়া রহিয়াছে। এই সব বৃক্ষ বিশাল পাদপসমূহে সুশোভিত ছিল, সব সব পল্লব অঙ্কুরিত ছিল এবং বিস্তৃত লতা-বল্লরি বিস্তারে আচ্ছাদিত ছিল। উহাদের পুষ্পে মনোহর গন্ধ ও ফলে রাশিক রস ছিল ॥ ৫৭-৫১

এই সভায় ভগবান্ হরি সব পর পর শীতল জল, সরোবর এবং সমস্ত তীর্থসকল দর্শন করিলেন ॥ ৫০

এই সব সরোবর নলিন, পুণ্ডরীক ও শতদলনামক সুবিকশিত পদ্মসমূহে সুশোভিত ছিল, রক্ত ও নীল পদ্ম এবং কুমুদসমূহে এই সব সরোবর পূর্ণ ছিল ॥ ৫১

এই সব সরোবরে নিত্য নিত্য প্রিয়তমার সহিত বার্তারাষ্ট্র-নামক দেবশ্রেষ্ঠ হংস, কারণ্ড, কলহংস চক্রবাক, সারস ও কুররাদি পক্ষীরা কলরব করিতেছে ॥ ৫২

এই সব সরোবর নির্মল স্ফটিক মণি-সদৃশ জলে পূর্ণ ছিল। এই সবে শ্বেতবর্ণ অষ্টদল পদ্ম শোভা পাইতেছে। কলহংসগণের গীত ও সারিকাগণের কলরব সেখানে শুশ্রূষিত হইতেছিল ॥ ৫৩

সেখানে বৃক্ষসকলের শাখাসমূহে ও পীঠসমূহে ভগবান্ নানাপ্রকার পুষ্প এবং সুগন্ধযুক্ত সুন্দর সুবিকশিত লতা-সমূহ বিস্তৃত থাকিতে দর্শন করিলেন ॥ ৫৪

এই সভাবনে কেতক, অশোক, সরল, পুন্নাগ (নাগকেশর), তিলক, অর্জুন, আম্র, নীপ, নাগপুষ্প, কদম্ব, বকুল, ধব

প্রিয়ঙ্গুপাটলীবৃক্ষাঃ শাল্মলাঃ সরিতটকাঃ।
শালতালাঃ প্রিয়ালাশ্চ চম্পকাশ্চ মনোরমাঃ ॥৬৬
তথা চান্যে বরাজস্ত্র সভায়াং পুষ্পিতা দ্রুমাঃ।
বৈদ্যমাশ্চ দ্রুমাশোকা দাবাগ্নিদগ্ধিতপ্রভাঃ ॥ ৬৭
তরুবরাঃ সুখাশ্চাশ্চ বহুতালসমুচ্ছ্রয়াঃ।
অজমাংশোরবর্ণাভা ভাস্তি বহুলকা দ্রুমাঃ ॥ ৬৮
বরণা বৎসনাভাশ্চ পনসাশ্চন্দনৈঃ সহ
নীলাঃ সুমনসশ্চৈব শীতাদ্যাশ্বত্থবিল্বকাঃ ॥ ৬৯
প্রাচীনামলকা লোধ্রা মল্লিকা ভল্লতাবৃতাঃ
আম্রাতকাস্তথা জম্বুলকুচাঃ শৈলবালুকাঃ ॥ ৭০
সর্জ্জার্জ্জুনাঃ কন্দুরবাঃ পত্রঙ্গাঃ কুটজাস্তথা
রক্তাঃ কুরবকাশ্চৈব নীপাশ্চ গবয়ৈঃ সহ ॥ ৭১
কদম্বাশ্চৈব তথাশ্চ বাডিমীবীজপূরকাঃ
কালীয়কা দ্রুকুলাশ্চ হিজ্বংত্তেলপর্ণিকাঃ ॥ ৭২
খর্জ্জুরা নারিকেলাশ্চ পূগবৃক্ষা ধ্রুবাস্তথা।
মধূকাঃ সপ্তপর্ণাশ্চ বিধাঃ পারাবতাস্তথা ॥৭৩
পনসাশ্চ তথালাশ্চ নানাগুল্মলতাবৃতাঃ
লতাশ্চ বিবিধাকারাঃ পত্রপুষ্পফলোপগাঃ ॥ ৭৪
এতে চান্যে চ বহবস্তত্র কাননজা দ্রুমাঃ।
নানাপুষ্পফলোপেতা বাজন্ত্র সমন্ততঃ ॥ ৭৫
চকোরাঃ শতপত্রাশ্চ মত্তকোকিলনাদিকাঃ।
পুলিন্দাশ্চ ফলিতাশ্চাশ্চ সম্পতন্তি মহাদ্রুমান্ ॥ ৭৬
রক্তশীর্ষাস্তরুশান্তত্র পাদপাগ্রনিবাসিনো বিহগাঃ
পরস্পরমবৈক্ষন্ত প্রহৃষ্টা জীবজীবকাঃ ॥ ৭৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
নরসিংহোৎপত্তিবর্ণনে
একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

[প্রিয়ঙ্গু, পাটল, শাল্মলী, সরিতট, শাল, তাল, প্রিয়াল, চম্পক ও অন্য মনোরম পুষ্পিত বৃক্ষসকল শোভা পাইতেছিল। ৬৬-৬৮]

বৃক্ষরাজ বৃক্ষসমূহ নিজেদের অঙ্গ-কান্তিতে এরূপ মনে হইতেছিল, যেন দাবানলের শিখা জ্বলিতেছে। বৃক্ষের ভগ্ন ও শাখাবিশিষ্ট বহুসংখ্যক বৃক্ষসকল সেখানে শোভা পাইতেছে। এই সব বৃক্ষের উচ্চতা বহু তাল বৃক্ষের সমান ছিল। ইহাদের আভা অঞ্জন ও মেঘের সমান প্রতীত হইতেছিল ॥৬৭-৬৮

বরুণ, বৎসনাভ, তাঁঠাল, চন্দন, বীল, সুমনা, পীত, অশ্বত্থ, বিল্বতরু, প্রাচীন আমলক, লোধ্র, মল্লিকা, ভল্লতরু, আম্রাতক (আমড়া), জম্বু, লকুচ, শৈলবালুক, সর্জ (রাল), অর্জুন, কন্দুরুক, পত্রঙ্গ, কুটজ, রক্ত কুরবক, নীপ, অম্বক, কদম্ব, ভব্য, দাড়িম, বীজপূরক (লেবু), কালীয়ক, দ্রুকুল, হিজ্বু, তৈলপর্ণিক, খর্জ্জুর, নারিকেল, ধ্রুবাখ্য পূগবৃক্ষ, মধূক, সপ্তপর্ণ, বিধ, পারাবত, তাঁঠাল, নানাগুল্মের ভগ্ন ও লতাসমূহে পরিবৃত তথাল, পনস পুষ্প ও ফলসমূহে বৃক্ষ বিবিধ বল্লরী —এই সব বৃক্ষ এবং আরও নানাবিধ ফল ও পুষ্পসমূহে পূর্ণ নানাপ্রকারের বহু বনজ বৃক্ষ সেখানে সর্বদিকে শোভা পাইতেছে ॥ ৬৯-৭৫

সেখানে পুষ্পিত ও ফলযুক্ত নানাবেশধারিত বিশাল বৃক্ষসকলের উপর চকোর, শতপত্র, মত্ত কোকিল ও সারিকাদি পক্ষীরা দলে দলে উড়িয়া আসিয়া বসিতেছিল ॥ ৭৬

বৃক্ষসমূহের অগ্রভাগে উপবিষ্ট রক্ত, পীত ও অঞ্জন বর্ণের পক্ষিগণ এবং জীবজীবক পক্ষিগণ সেখানে কৌতুকে পরস্পরকে দেখিতেছিল ॥ ৭৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে নরসিংহোৎপত্তিপ্রসঙ্গে হিরণ্যকশিপুর সভাবর্ণনবিষয়ক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ভগবতা নরসিংহেন দেব-গন্ধর্ব্বাপ্সরো-দৈত্যৈঃ সেবিতস্য হিরণ্যকশিপোর্নিরীক্ষণম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

তস্যাং সভায়াং দৈত্যেন্দ্রো হিরণ্যকশিপুঃ প্রভুঃ।
আসীন আসনে দিব্যে নবমাত্রে প্রমাণতঃ ॥ ১

দিব্যাস্তরণসংবীতে দিব্যাস্তরণসংবৃতে
বরাজ সুচিরং রাজন্ অলংকারকৃতোল্লসঃ ॥ ২

তস্য দৈত্যপতের্মন্দং বিরজস্তঃ সমন্ততঃ
দিব্যগন্ধবহস্তত্র মারুতঃ সুমুখো ববৌ ॥ ৩

তত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা গীতৈরুল্লসমা স্থিতাঃ
দিব্যতালৈন দিব্যানি জগুর্গীতানি গায়নাঃ ॥ ৪

বিদ্যাচী সহজ্ঞা চ প্রহ্লাদেনাভিবিশ্রুতা
দিব্যা চ সৌরভেয়া চ সমীচী পুঞ্জিকস্থলা ॥ ৫

মিশ্রকেশী চ রম্ভা চ চিত্রসেনা শুচিস্মিতা
চারুনেত্রা ঘৃতাচী চ মেনকা চোর্ব্বশী তথা ॥ ৬

এতাঃ সহস্রশঙ্খ্যাশ্চ নৃত্যাসক্তবিশারদাঃ
উপতিষ্ঠন্তি রাজানং হিরণ্যকশিপুং তদা ॥ ৭

হিরণ্যকশিপুস্তত্র বিচিত্রাভরণাম্বরঃ।
শ্রীসহস্রৈঃ পরিবৃতস্তেজো ললিতকুণ্ডলঃ ॥ ৮

তত্রাসীনং মহাবাহুং হিরণ্যকশিপুং প্রভুম্।
উপাসন্তি দিতেঃ পুত্রাঃ সর্ব্বে লব্ধবরাঃ পুরা ॥ ৯

বলির্বৈরোচনস্তত্র নরকঃ পৃথিবীসুতঃ
প্রহ্লাদো বিপ্রচিত্তিশ্চ শতবিঘ্নঃ মহাসুরঃ ॥ ১০

চন্দ্রহন্তা ক্রোধহন্তা পুলমাঃ সুমতিঃ খরঃ।
ঘটোদরো মহাপার্শ্বঃ ক্রথনঃ পিঠরস্তথা ॥ ১১

বিবরূপশ্চ রূপশ্চ বিরূপশ্চ মহাদ্যুতিঃ
বলগ্রীবশ্চ বালী চ মেঘবাসা মহাবলঃ ॥ ১২

কটাভো বিকটাভশ্চ সংহ্রাদশ্চন্দ্রতাপনঃ
দৈত্যদানবসঙ্ঘাশ্চ সর্ব্বে ললিতকুণ্ডলাঃ ॥ ১৩

প্রবিষ্টা বাপ্পিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বে শুচিতেজসঃ।
সর্ব্বে লব্ধবরাঃ পূর্বা সর্ব্বে বিগতমৃত্যবঃ ॥ ১৪

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

[ভগবান্ নরসিংহকর্তৃক দেবতা গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও দৈত্যগণ কর্তৃক সেবিত হিরণ্যকশিপুকে নিরীক্ষণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই সভায় প্রভাবশালী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু চারিদণ্ড পরিমিত লম্বা এক দিব্য সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন ॥ ১

রাজন্! এই রমণীয় সিংহাসন সূর্য্যসদৃশ বীর প্রভায় উদ্ভাসিত ছিল এবং দিব্য আস্তরণে আবৃত ছিল। উহাতে বীর্যকাল বলিয়া উপবিষ্ট হিরণ্যকশিপু অতিশয় শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহার কর্ণযুগে তখন বর্ণের দুইটি কুণ্ডল নিজ দীপ্তিতে যেন উদ্দীপিত হইতেছিল ॥ ২

দিব্য গন্ধবাহী বায়ু সেখানে সর্ব্বদিক্ দিয়া দৈত্যরাজের সম্মুখে আসিয়া মন্দ গতিতে প্রবাহিত হইতেছিল। ইহাতে অন্যথাত্ত্ব ঘটিবার ছিল না ॥ ৩

সেখানে দেবতা ও অপ্সরাদিগের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গন্ধর্ব্বগণ গায়কদলে দিব্য তালের সহিত দিব্য গীতসমূহ গান করিতেছিলেন ॥ ৪

বিদ্যাচী, সহজ্ঞা, প্রহ্লাদেনা, দিব্যা, সৌরভেয়ী, সমীচী, পুঞ্জিকস্থলা, মিশ্রকেশী, রম্ভা, চিত্রসেনা, শুচিস্মিতা, চারুনেত্রা, ঘৃতাচী, মেনকা ও উর্ব্বশী—ইঁহারা এবং নৃত্যগীতে কুশল সহস্র সহস্র অন্য অপ্সরাগণ সেই সময় রাজা হিরণ্যকশিপুর সেবায় উপস্থিত ছিলেন ॥ ৫-৭

সেই সভায় বিচিত্র বস্ত্রাভরণে বিভূষিত, উজ্জ্বল কুণ্ডলে মণ্ডিত এবং সহস্র শ্রীদেবীতে পরিবেষ্টিত হিরণ্যকশিপু অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ৮

সেখানে উপবিষ্ট প্রভাবশালী মহাবাহু হিরণ্যকশিপুর সেবায় সেই সব দৈত্যগণ উপস্থিত ছিল, যাহারা পূর্ব্বেই বরলাভ করিয়াছিল ॥ ৯

বিরোচনপুত্র বলি, পৃথিবীবিজয়ী নরক, প্রহ্লাদ, বিপ্রচিত্তি, মহাসুর শতবিঘ্ন, চন্দ্রহন্তা, ক্রোধহন্তা, পুলমা, সুমতি, খর, ঘটোদর, মহাপার্শ্ব, ক্রথন, পিঠর, বিবরূপ, রূপ, মহাদ্যুতিবিরূপ, বলগ্রীব, বালী, মেঘবাসা, মহাবল, কটাভ, বিকটাভ, সংহ্লাদ ও চন্দ্রতাপনাদি দৈত্যগণ এবং দানবদিগের সেই সমস্ত সমূদায়; যে সব দানব প্রজ্বলিত কাঞ্চিবিশিষ্ট কুণ্ডলসমূহে অলঙ্কৃত, পুষ্পমালাধারী, উত্তম বক্ষঃস্থলযুক্ত, যাহারা সকলেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছে, বরপ্রাপ্ত হইয়াছে, মৃত্যুভয়শূন্য হইয়াছে এবং যাহারা মৃত্যুকে নিবারণ করিয়াছিল ইঁহারা ও অন্যান্য

এতে চান্যে চ বহবো হিরণ্যকশিপুং প্রভুম্।
উপাসন্তে মহাত্মানঃ সর্বে দিব্যপরিচ্ছদাঃ ॥ ১৫
বিমানৈর্বিবিধৈরুদ্যৈর্ভাস্বরৈরিষ্টচিন্তিতৈঃ।
প্রবিশো ভূষণবরা যান্তি চায়ান্তি বেলয়া ॥ ১৬
বিচিত্রাম্বরসংবীতো বিচিত্রবসনাস্তথা।
বিচিত্রশস্ত্রকবচা বিচিত্রাঙ্গবিধানাঃ ॥ ১৭
মহেন্দ্রচাপসঙ্কাশৈর্বিচিত্রৈরঙ্গবর্চসৈঃ
ভূষিতাভা দিতেঃ পুত্রাস্তুমুপাসন্তি নিত্যশঃ ॥ ১৮
তস্যাং সভায়াং দিব্যায়ামনুস্তাঃ পর্ববতোপমাঃ।
হিরণ্যমুকুটাঃ সর্বে দিবাকরসমপ্রভাঃ ॥ ১৯
কনকমণিবিচিত্রবেদিকায়া-
মুপরিতরুসমস্তরৌধিকায়াম্।
স দদর্শ মৃগাধিপঃ সভায়াঃ
সুরুচিরমদ্ভুতবাঙ্ময়াবৃতায়াম্ ॥ ২০
কনকবিমলহারভূষিতাঙ্গঃ
স্থিতিতনয়ঃ স মৃগাধিপো দদর্শ।
দিনকরকরপ্রভঃ অনন্ত-
মনুসমস্তপ্রসৈনিকৈরুপাস্যমানম্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
নারসিংহে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২

যত্র দৈত্যা বীরবর্ম দিব্যা পরিচ্ছদৈঃ যুক্ত ওইঃ প্রত্যহমাদৌ মহাত্মা হিরণ্যকশিপুর উপাসনা করিতেছিল। ২০-২১

ইহারা নানাপ্রকার স্নেহ ও শ্রীর প্রভায় প্রকাশিত বিমান-সমূহের দ্বারা অবলীলাক্রমে যাতায়াত করিতেছিল এবং সুন্দর বস্ত্র ও আভূষণ ধারণ করত সুন্দর চিত্ত ছিল ॥ ১৬

ইহারা বিচিত্র অ ত্বরণ ও বিচিত্র বস্ত্র ধারণ করিয়াছিল এবং বিচিত্র শস্ত্র, কবচ, অঙ্গ ও বাহন সকলে সুশোভিত ছিল ॥ ১৭

ইন্দ্রধনুসদৃশ বিচিত্র বর্ণযুক্ত দেহ অঙ্গসমূহে নিত্যের বাহনগুলি বিভূষিত করিয়া উপস্থিত দৈত্যদল প্রতিদিন হিরণ্য-কশিপুর উপাসনা করিতেছিল ॥ ১৮

সেই দিব্য সভায় উপস্থিত সেই সব পর্বতাকার অনুচরগণ

যজ্ঞকে বর্ণের মুকুট ধারণ করিয়া সূর্যের সমান প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ১৯

যেখানে বর্ণ ও মণিসমূহের বিচিত্র বহু বেদী নির্মিত ছিল, যাহার প্রতি কীর্তিস্তম্ভ, অলি বলিতে সমস্ত বহু সম্পত্তি ছিল এবং যাহা অতিশয় রমণীয় রত্নখচিত নির্মিত দেয়াল (জানালা)-সমূহে আবৃত ছিল, এরূপ সভায় ভগবান্ নরসিংহদেব হীহার অঙ্গ বর্ণের নির্মল হারে বিভূষিত ছিল, হীহার প্রভা সূর্যকিরণ-তুল্য উদ্ভাসিত হইতেছিল, হীহাকে প্রহ্লাদ বলিয়া মনে হইতেছিল এবং হীহাকে সমস্ত অনুচরগণ সেবা করিতেছিল, সেই নিত্যনন্দন হিরণ্যকশিপুকে নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ২০-২১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে নরসিংহাবতার প্রসঙ্গে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[নরসিংহবিগ্রহে প্রহ্লাদেন সম্পূর্ণত্রিলোক্যা দর্শনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো দৃষ্ট্বা মহাবাহুঃ কালচক্রনিবাসতম্।
নারসিংহবপুশ্ছন্নং ভগবন্তমমিতানলম্ ॥ ১
বিকৃষ্টিতসটং তস্য নারসিংহস্য ভারত।
রূপৌষাধ্যং ততো তত্র সংপ্রদর্শিতমদ্ভুতম্ ॥ ২

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

[নরসিংহ-বিগ্রহে প্রহ্লাদ কর্তৃক সম্পূর্ণ ত্রিলোকের দর্শন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তদনন্তর। তদনন্তর তস্মাজ্জাত অগ্নির ন্যায় নরসিংহ শরীরে আচ্ছাদিত মহাবাহু ভগবান্ বিষ্ণুকে সেস্থানে কালচক্রের সদন উপস্থিত দেখিয়া সমস্ত দানবগণ ও হিরণ্যকশিপু পরস্পর বলিতে লাগিলেন অহো! পদ্ম, বৃক্ষ

অহো রূপমিদং চিত্রং পদ্মবৃক্ষেণসন্নিভম্।
অব্রুবন্ দানবাঃ সর্বে হিরণ্যকশিপুস্তদ ॥ ৩
এবং বি ব্রুবতাং তেষাং নির্দহ্যমানাঃ মহাত্মনাম্।
নারসিংহেন চক্ষুর্ভ্যাং চোদিতঃ কালধর্ষণা ॥ ৪

ও চন্দ্রসদৃশ বিচিত্র এবং মনোরম এক রূপ দেখা যাইতেছে। তারত। ভগবান্ নরসিংহের মুখের ও কণ্ঠের রোমাবলি বিশেষভাবে কুঞ্চিত ছিল। ইহার রূপ সৌন্দর্য্য সহস্র চন্দ্রসূর্য প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ১-৩

ভগবান্ নরসিংহরূপী মৃত্যুর দ্বারা প্রেরিত ও তাঁহার নেত্রাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইতে হইতে সেই বিশালকায় দানবগণ

হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রঃ প্রহ্লাদো নাম বীর্যবান্
দিব্যেন চক্ষুষা সিংহমপশ্যদ্দেবসাগতম্ ॥ ২
তং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণশৈলাভমপূর্বাং তনুমাস্থিতম্
বিস্মিতা দানবাঃ সর্বে হিরণ্যকশিপুস্তু সঃ ॥ ৬

প্রহ্লাদ উবাচ

মহারাজ মহাবাহো দৈত্যানামাধিসম্ভব
ন শ্রুতা নৈব দৃষ্টশ্চ নারসিংহমিদং বপুঃ ॥ ৭
অব্যক্তপ্রভবং দিব্যং কিমিদং রূপমদ্ভুতম্।
দৈত্যান্তকরণং ঘোরং ত্রাসয়ত্যেব মনাংসি নঃ ॥ ৮
অস্য দেবাঃ শরীরস্থাঃ সাগরাঃ সরিতস্তথা
হিমবান্ পারিযাত্রশ্চ যে চান্যে কুলপর্বতাঃ ॥ ৯
চন্দ্রমাঃ সহ নক্ষত্রৈরাদিত্যাশ্চাগ্নিনৌ তথা
ধনদো বরুণশ্চৈব যমঃ শক্রঃ শচীপতিঃ ॥ ১০
মরুতো দেবগন্ধর্বা যুনশ্চ তপোধনাঃ।
নাগা যক্ষাঃ পিশাচাশ্চ রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ ॥ ১১
ব্রহ্মদেহঃ পশুপতির্ললাটস্থা বিভান্তি বৈ
স্থাবরাণি চ ভূতানি জঙ্গমানি তথৈব চ ॥ ১২
তথাংশ্চ সহিতোঽস্যাহং সর্বৈর্দৈত্যগণৈর্বৃতঃ।

বিমানলক্ষসঙ্কীর্ণা তথা লক্ষভুজা সভা ॥ ১৩
সর্বাঃ ত্রিভুবনং ব্যাপ্য লোকবর্ণস্য শাশ্বতঃ।
দৃশ্যতে নারসিংহেঽস্মিন্ সংক্ষেপো বিশ্বজা জগৎ ॥ ১৪
প্রজাপতিশ্চতুর্বক্ত্রো
ব্রহ্মাণ্ডং সোপাণ্ড নহী নভশ্চ।
উৎপাতকালশ্চ মৃতিঃ স্মৃতিশ্চ
বজ্রশ্চ সত্যশ্চ তপো দমশ্চ ॥ ১৫
সনৎকুমারশ্চ নরাগ্রজাতো
বিশ্বে চ দেবাস্তপসশ্চ সর্বাঃ
ক্রোধশ্চ কামশ্চ তথৈব হর্ষো
দর্পশ্চ মোহঃ পিতরশ্চ সর্বে ॥ ১৬
ইত্যেবমুক্ত্বা স চ দৈত্যরাজ
হিরণ্যনাভনবিস্ফুরেন।
দধ্মৌ চ দৈত্যেশ্বরপুত্র উগ্রং
মহামতিঃ কিঞ্জিদধোমুখঃ প্রাক্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি প্রহ্লাদবাক্যে নারসিংহে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

যখন পরমেশ্বর পূর্বোক্ত তথা বর্ণিতেছিল, সেই সময় হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদনামক পরাক্রমশালী দৈত্য সেস্থানে উপস্থিত নরসিংহরূপধারীকে দিব্য দৃষ্টিতে দর্শন করিলেন ॥ ৪-৫

তখন পর্বতের ন্যায় অপূর্ব নবীন ধারণকারী ভগবান নরসিংহকে দর্শন করিয়া সমস্ত দানবগণ ও হিরণ্যকশিপু বিস্মিত হইলেন ॥ ৬

সেই সময় প্রহ্লাদ বলিলেন,—মহারাজ! মহাবাহো! দৈত্যগণের আদিসম্ভব! পূর্বপুরুষ!! আমি এরূপ নরসিংহ রূপ কখনও দেখি নাই এবং শুনিও নাই ॥ ৭

আমার উৎপত্তির কারণ অথবা, এতাদৃশ এই দিব্য অদ্ভুত রূপ কি? আমার মন যেন এরূপ বলিতেছে, ইনি দৈত্যগণের বিনাশকারী কোনও ভয়ঙ্কর ভূত হইবেন ॥৮

ইহার শরীরে সমস্ত দেবতা, সমুদ্র ও নদীসকলকে দেখা যাইতেছে এবং হিমবান্, পারিযাত্র ও অন্যান্য যে সব কুল পর্বত আছে, এসমস্তও ইহার মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইতেছে ॥ ৯

নক্ষত্রসমূহের সহিত চন্দ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, কুবের, বরুণ, যম, শচীপতি ইন্দ্র, মরুদ্গণ দেবতা, গন্ধর্ব, তপোধন মুনি, নাগ, যক্ষ, পিশাচ ও ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী রাক্ষসগণ, ব্রহ্মা এবং ভগবান পশুপতি। শিব।—ইঁহারা সকলে ইহার ললাটে অবস্থান করিতেছেন, ইহা দেখা যাইতেছে ॥ ১০-১২।

স্থাবর ও জঙ্গম ভূতগণ, সমস্ত দৈত্যদিগের দ্বারা পরিবৃত আমাদের সহিত আপনি সত্য সত্যই এখানে পরিপূর্ণ আমাদের এই আভ্যন্তরিক সভা, সমস্ত ত্রিভুবন এবং সনাতন লোক বর্গ—এ সমস্তই এই নরসিংহ-বিগ্রহে সেই ভাবে দেখা যাইতেছে, যেরূপ মহান্ বর্গদের সময় নিখিল চন্দ্রমণ্ডলে বৃষ্টিপাত করিলে এই সম্পূর্ণ জগৎ বৃষ্টিগোচর হয় ॥ ১৩-১৪

এই নরসিংহ-বিগ্রহে প্রজাপতি, চতুর্মুখ ব্রহ্মা, মনু, ব্রহ্ম, রোধ, পৃথিবী, আকাশ, উৎপাতকাল, মৃতি, স্মৃতি, বজ্রোত্তম, সত্যগুণ, তপ এবং ইন্দ্রিয়সংযম—এ সমস্তই দেখা যাইতেছে ॥১৫

মহাযুতেজ সনৎকুমার, বিশ্বে দেবগণ, সমস্ত অপ্সরাগণ, কাম, ক্রোধ, হর্ষ, দর্প, মোহ ও সমস্ত পিতৃগণও ইহার মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইতেছেন ॥ ১৬

দৈত্যরাজের পুত্র পরম বুদ্ধিমান্ প্রহ্লাদ কোনরূপ বিস্মিত না হইয়াই সেই উগ্র দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে এই কথা বলিয়া নিজের মুখ কিন্তু অধোগামী করত পূর্বদিকে ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে নরসিংহাবতারপ্রসঙ্গে প্রহ্লাদের বাক্যবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দৈত্যৌদ্বিরণ্যকশিপুনা চ ভগবতো নরসিংহস্যোপরি নানাবিধানামস্ত্রাণাং নিক্ষেপঃ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

প্রহ্লাদস্য চ তচ্ছ্রুত্বা হিরণ্যকশিপুর্বচঃ।
উবাচ দানবান্ সর্বান্ সমগাংশ্চ গণাধিপঃ ॥ ১

যুগেন্দ্রো যুদ্ধতাং শীঘ্রমসুরাঃ তদুমাদ্বিতঃ।
যদি বা সংশয়ঃ কশ্চিদ্ভবদ্ধাতাং বনগোচরঃ ॥ ২

তচ্ছ্রুত্বা দানবাঃ সর্বে যুগেন্দ্রস্য ভীমবিক্রমম্
পরিক্ষিপন্তো মুদিতাস্ত্রাসয়ানাসুরোজসা ॥ ৩

সিংহনাদং নদিত্বা তু পুনঃ সিংহো মহাবলঃ।
বভঞ্জ তাঃ সভাঃ বলাঃ ব্যাদিতাস্ত্র ইবাণ্ডকঃ ॥ ৪

সভায়াং ভজ্যমানায়াং হিরণ্যকশিপুঃ স্বয়ম্
চিক্ষেপাস্ত্রাণি সিংহস্য রোষব্যাকুললোচনঃ ॥ ৫

সর্বাস্ত্রাণাময় শ্রেষ্ঠং বধ্যমস্য সুভৈরবম্
কালচক্রং তথাস্ত্রাগ্রং বিষ্ণুচক্রং তথৈব চ ॥ ৬

বর্ষচক্রং মহচ্চক্রমভিচার নাম নামতঃ
চক্রমৈন্দ্রং তথা ঘোরমগ্নিচক্রং তথৈব চ ॥ ৭

পৈত্তামস্ত্রং তথা চক্রং ত্রৈলোক্যমহিতঞ্জনম্।
বিচিত্রামশনীঃ চৈব তথাস্ত্রং চাশনিস্বরম্ ॥ ৮

রৌদ্রং তদুগ্রং মূলঞ্চ কঙ্কালং মুসলং তথা।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরশ্চৈব ব্রাহ্মমস্ত্রং তথৈব চ ॥ ৯

ঐষীকমস্ত্রমৈন্দ্রঞ্চ আগ্নেয়ং শৈশিরং তথা।
বায়ব্যং নথনং নাম কাপালমথ কিঙ্করম্ ॥ ১০

তথা চাপ্রতিমাং শক্তিং ক্রৌঞ্চমস্ত্রং তথৈব চ।
অস্ত্রং হয়শিরশ্চৈব সৌম্যমস্ত্রং তথৈব চ ॥ ১১

পৈশাচমস্ত্রমনিত্যং দার্শনমস্ত্রং তথাদ্ভুতম্
মোহনং শোষণং চৈব সন্তাপনবিলাপনে ॥ ১২

জৃম্ভণং প্রাপণং চৈব ত্বাষ্ট্রং চৈব পুরাকৃতম্
কালমুদ্গরমস্ত্রঞ্চোত্তা ক্ষোভণং তু মহাবলম্ ॥ ১৩

সংবর্তনং মোহনঞ্চ তথা নাহাবরং পরম্।
গান্ধর্বমস্ত্রং দয়িতমসিতঞ্চ নন্দকম্ ॥ ১৪

প্রস্বাপনং প্রমথনং বারুণং চাপ্যুত্তমম্
অস্ত্রং পাশুপতঞ্চ যস্যা প্রতিহতা গতিঃ ॥ ১৫

সভাভবন তত্র ভাঙ্গিলে হিরণ্যকশিপুর নয়ন রোষে রাঙ্গুল হইয়া উঠিল, অতএব তিনি স্বয়ং সেই অলৌকিক সিংহের উপর নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫

সমস্ত অস্ত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বধাস্ত্র, তাহাও নিক্ষেপ করিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি অত্যন্ত উগ্র কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, বর্ষচক্র, মহাচক্র, অভিচারচক্র ঘোর ঐন্দ্রচক্র, অগ্নিচক্র, ব্রহ্মচক্র, যাহার নাম শ্রবণ করিলে লোকেই ভয়ে ভীত হইয়া প্রণত হয়, সেই, বিচিত্র অশনি, উগ্র ও আর্দ্র দুই প্রকার অশনি, ভয়ানক রৌদ্রাস্ত্র—মূল, কঙ্কাল, মুসল, ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, ঐষীকাস্ত্র, ঐন্দ্রাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, শৈশিরাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, নথনাস্ত্র, কপালাস্ত্র, কিঙ্করাস্ত্র, অপ্রতিম শক্তি, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, হয়শিরাস্ত্র, সৌম্যাস্ত্র, অনুপম পৈশাচাস্ত্র, অদ্ভুত দার্শনাস্ত্র, মোহনাস্ত্র, যে যথার্থ, সন্তাপন ও বিলাপনাস্ত্র, জৃম্ভণাস্ত্র, প্রাপণাস্ত্র, অত্যন্ত ভীষণ ত্বাষ্ট্রাস্ত্র, অক্ষোভ্য কালমুদ্গর, মহাবল ক্ষোভণাস্ত্র, সংবর্তনাস্ত্র, সম্মোহনাস্ত্র, নাহাবরাস্ত্র, প্রিয় গান্ধর্বাস্ত্র, অসিতাস্ত্র নন্দক, প্রস্বাপনাস্ত্র, প্রমথনাস্ত্র, উত্তম বারুণাস্ত্র এবং যাহার গতি কোথাও প্রতিহত হয় না, এরূপ পাশুপতাস্ত্র—এই সব অস্ত্র সেই সময় হিরণ্যকশিপু ভগবান নরসিংহের উপর

এতাস্ত্রাণি সর্বাণি হিরণ্যকশিপুস্তদা
চিক্ষেপ নারসিংহস্য দীপ্তাস্যাগ্নের্যথাহুতিঃ ॥ ১৬
অস্ত্রৈঃ প্রজ্বলিতৈঃ সিংহমাবৃণোদসুরাধিপঃ।
বিবস্বান্ বর্ষসময়ে রশ্মিবস্তুমিবাংশুভিঃ ॥ ১৭
স জ্বলন্নিলোদ্ধূতো দৈত্যানাং সৈন্যসাগরঃ
ক্ষণেন গ্রাবয়ন্ সিংহং মৈনাকমিব সাগরঃ ॥ ১৮
প্রাসৈঃ পাশৈস্তথা শূলৈর্গদাভির্মুসলৈস্তথা
যষ্টিভিশ্চনিকৈশ্চক্রৈ শিলাভিশ্চ মহাদ্রুমৈঃ ॥ ১৯
মুদ্গরৈঃ কূটপাশৈশ্চ শূলোলূখলপর্বতৈঃ।
শতঘ্নীভিশ্চ দীপ্তাভির্দ্বিপৈরপি সুদারুণৈঃ ॥ ২০
পরিবার্য্য সমন্তাত্তু নিঘ্নন্তস্তৈর্হরিং তদা
বজ্রপাতান্ন ক্ষুভ্যন্তি তস্য মহাত্মনঃ ॥ ২১
তে দানবাঃ পাশমুক্তাস্তদা
মহেন্দ্রবজ্রাশনিতুল্যবেগাঃ
সমন্ততোঽভূদ্ভুতবাহশস্ত্রঃ
স্থিতস্ত্রিলোক্যা ইব পরমাস্ত্রঃ ॥ ২২

সুবর্ণমালাকুলভূষিতাঙ্গা
নানামদাঘোষগণিতগাত্রাঃ।
যুক্তাবলীদামবিভূষিতাঙ্গা
হংসা ইবাভান্তি বিশালপক্ষাঃ ॥ ২৩
ত্যক্ত্বা তু বায়ুপ্রতিমৌজসাং বৈ
কেয়ূরমালাবলয়োৎকটানি
তাম্র্যাত্তমাল্যাঙ্গদভূষিতো বিভাতি
প্রভাতসূর্য্যোঽসমপ্রভাবি ॥ ২৪
তৈঃ প্রক্ষিপদ্ভির্মহিতাবলোপৈ-
র্মহাদ্রুপূগৈঃ স সমাবৃতো বভৌ।
গিরির্যথা সন্ততবর্ষিভিস্তৈঃ
কৃতাঙ্কুরাগোঽভ্যুত্তকন্দরদ্রুমঃ ॥ ২৫
তৈর্হন্যমানোঽপি মহাসুরৈঃ
সংবৃণ্বদ্ভস্তা বৈতাগণৈঃ সমেতৈঃ
নাকম্পতাঽথো ভগবান্ প্রতাপবান্
স্থিতঃ প্রকৃত্যা গিরিবান্নিবাচলঃ ॥ ২৬

পর্যায়ক্রমে নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে মনে হইল—তিনি যেন প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দান করিতেছেন। ১৫-১৬

অসুরেশ্বর হিরণ্যকশিপু তখন প্রজ্বলিত অস্ত্রসমূহের দ্বারা সেইভাবে ভগবান নরসিংহকে আচ্ছাদিত করিলেন, যেরূপ গ্রীষ্মকালে ভগবান সূর্য্যদেব নিজ কিরণসমূহে হিমালয়কে আচ্ছাদিত করিয়া থাকেন। ১৭

দৈত্যগণের সৈন্যরূপী সমুদ্র রোষরূপী বায়ুর বেগে উদ্বেলিত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যেই ভগবান নরসিংহকে দৈত্যভাবে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল, যেরূপ সাগর মৈনাকপর্ব্বতকে নিজ জলে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। ১৮

প্রাস, পাশ, শূল, গদা, মুষল, যষ্টি, অশনি, শিলা, বড় বড় বৃক্ষ, মুদ্গর, কূটপাশ, শূল, উদূখল, পর্ব্বত, প্রজ্বলিত শতঘ্নী ও অন্যান্য ভয়ঙ্কর হাতিরা অসুরসমূহের দ্বারা দৈত্যগণ তাঁহাকে সর্ব্বদিকে পরিবৃত করিয়া প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু সেই সমস্ত সেই তেজস্বী মহাত্মা নরসিংহের শরীরের অতি অল্পমাত্রও ক্ষত-বিক্ষত হইল না। ১৯-২১

সেই দানবগণ নিজেদের হাতে পাশ ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহাদের সকলের বেগ ইন্দ্রের বজ্র ও অশনির তুল্য ছিল। ইহারা সকলে চারিদিকে অস্ত্র ধারণ করত ত্রিলোকের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেইজন্য ইহার তিনটি জগদ্বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতের ন্যায় মনে হইতেছিল। ২২

ইহাদের অঙ্গ স্বর্ণমালাসমূহে বিভূষিত ছিল, নানাপ্রকারের অলঙ্কারে আভরণসকল ইহাদের বিভিন্ন অঙ্গে সজ্জিত ছিল এবং মুক্তাবলিদ্বারা ইহাদের সমস্ত অঙ্গের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। এরূপ অবস্থায় এই দৈত্যগণ বিশাল পক্ষযুক্ত হংসদলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ২৩

বায়ুতুল্য বলশালী এই সব দৈত্যগণের উত্তম অঙ্গ কেয়ূর, হার ও বলয়াদি নানা আভরণে অলঙ্কৃত থাকিয়া প্রভাতকালের সূর্য্যের কিরণ-সমূহ কাঙ্ক্ষিত ও শোভাসম্পন্ন হইতেছিল। ২৪

যেরূপ নিরন্তর বর্ষণশীল মেঘমণ্ডলের দ্বারা পর্ব্বত অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং তাহার গুহা ও বৃক্ষসকল আর্দ্র ভাব ধারণ করে, সেইরূপ নিজের উপর নিক্ষিপ্ত প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ তেজস্বী মহাস্ত্রসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া ভগবান নরসিংহ অন্ধকারাবৃত ও আহত প্রতীত হইতে হইতে লাগিলেন। ২৫

সেই সমস্ত সমস্ত দৈত্যগণ একত্র হইয়া মহাস্ত্রসমূহের দ্বারা তাঁহার উপর আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু এই প্রতাপশালী ভগবান নরসিংহ তথাপি সেই বৃষ্টিতে কম্পিত হইলেন না। তিনি স্বভাবতই হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিতভাবে স্থির হইয়া রহিলেন। ২৬

সন্তাপিতাস্তে নরসিংহরূপিণা
দিতেঃ সুতাঃ পঞ্চকদীপ্তয়স্তদা।
ভয়াদ্ বিচেলুঃ পবনোদ্ধতা যথা
মহাম্বুধেঃ সাগরবাসিসত্ত্বাঃ ॥ ১৭

শতৈর্বৃতিঃ সুমহাভিবেগা
যুগান্তকালপ্রতিমাঙ্গরোষান্।
একায়নস্থা মুমুচুর্নিসিংহে
মহাসুরাঃ ক্রোধবিদীপিতাত্মানঃ ॥ ১৮
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে খিলভাগে ভবিষ্যপর্ব্বণি
নারসিংহে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

নৃসিংহরূপধারী ভগবানের তেজ অগ্নির ন্যায় জ্বলন্ত হইতেছিল, ইহার দ্বারা সন্তাপিত দৈত্যগণ বায়ুর তাড়নায় মহাসাগরের জলে বড় বড় তরঙ্গসকল উঠিতেছে। ১৭

এই মহাসুরগণ অত্যন্ত বেগশালী ছিল, ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে যেন জ্বলিতেছিল, অতএব ইহারা শত বজ্রপ্রায় মূর্ত্তে একস্থানে অবস্থানকারী সেই নৃসিংহদেবের উপর প্রলয়কালের অগ্নিসদৃশ তেজস্বী বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ১৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে ভবিষ্যপর্ব্বে ভবিষ্যপর্ব্বে নরসিংহাবতারবিষয়ক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

দৈত্যৈঃ কৃতস্য প্রহারস্য প্রযুক্তবাহ্যাভ্যন্তরনিষ্ফলতাবর্ণনম্

বৈশম্পায়ন উবাচ।
খরাঃ খরমুখাশ্চৈব মকরাক্ষীবিমাননাঃ।
ঔষ্ট্রমৃগমুখাশ্চান্যে বরাহমুখনাসিনঃ ॥ ১
বালসূর্য্যমুখাশ্চৈব ধূম্রকেতুমুখাস্তথা।
চন্দ্রার্দ্ধচন্দ্রবক্ত্রাশ্চ প্রদীপ্তস্নিগ্ধমূর্দ্ধজাঃ ॥ ২
হংসকুটবক্ত্রাশ্চ ব্যাত্তিতাস্যা ভয়ঙ্করাঃ।
পঞ্চাস্যা লেলিহানাশ্চ কাকতুণ্ডমুখাস্তথা ॥ ৩
বিদ্যুজ্জিহ্বাস্ত্রিশীর্ষাশ্চ তথোল্কাসদৃশাননাঃ

মহাগ্রহনিভাশ্চান্যে দানবা বলদর্পিতাঃ ॥ ৪
কৈলাসবপুষস্তত্র শতশো ঽভবন্নৃষ্টয়ঃ
অবধ্যস্য মৃগেন্দ্রস্য ন বাধাং চক্রুরাহবে ॥ ৫
এবং তৈস্তৈঃপ্রকারৈশ্চ ঘোরানস্তান দানবান্ শরান্।
মৃগেন্দ্রস্যোরসি ক্ষিপ্তা নিষ্পেতুর্ন ইবোরগাঃ ॥ ৬
তে দানবশরা ঘোরা মৃগেন্দ্রাস্য সমীহিতাঃ।
বিলয়ং জগ্মুরাকাশে খদ্যোতা ইব পর্ব্বতে ॥ ৭

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

দৈত্যগণের দ্বারা কৃত অস্ত্রপ্রহার ও শ্রীনৃসিংহদেবের নিষ্ফলত্ব বর্ণন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই দানবগণের মধ্যে কাহার মূর্ত্তিমান্ গর্দ্দভ ছিল এবং কাহার মুখ গর্দ্দভের মুখের তুল্য ছিল। কাহার মুখ মকর ও কাহার মুখ বিকট সর্পসদৃশ ছিল। কাহার মুখ বৃক এবং কাহার মুখ শূকরতুল্য ছিল। ১

কাহারও মুখ প্রাতঃকালের সূর্য্যের ন্যায় অরুণ কান্তিতে সুশোভিত ছিল। কাহার মুখমণ্ডল সদৃশ মুখবিশিষ্ট ছিল। কাহার মুখ পূর্ণচন্দ্রতুল্য, কাহার মুখ অর্দ্ধচন্দ্রতুল্য এবং কাহার মুখ ছত্রিতুল্য ছিল। ২

কাহারও মুখ হংসসদৃশ ও কাহারও মুখ কুক্কুটসদৃশ ছিল। যত দৈত্যের মুখ ব্যাদিত বিস্তারিত ছিল বলিয়া তাহাদের মুখ ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। কাহারও মুখ কাঁকের ন্যায় ছিল এবং কাহার মুখ কাক ও শকুনির মুখের তুল্য ছিল। ৩

কাহারও জিহ্বা বিদ্যুতের ন্যায় চমকাইতেছিল। কাহারও তিনটি মস্তক ছিল। কাহারও মুখ বিদ্যুতের ন্যায় ভয়ঙ্কর ছিল এবং বলদর্পে মত্ত দানব মহাগ্রহ বিশাল ছিল। ৪

ভগবান্ নরসিংহের শ্রীবিগ্রহ কৈলাসপর্ব্বতের সদৃশ উন্নত ছিল। তিনি সর্ব্বথা অবধ্য ছিলেন, অতএব তাঁহার সহিত দৈত্যগণকর্ত্তৃক যাবদ্যুদ্ধ অল্পমাত্রও পীড়া উৎপন্ন করিতে পারিত না। ৫

এইভাবে ত্রাসদাতাগণের সর্পগণের ন্যায় ক্রুদ্ধ দানবেরা ভগবান্ নরসিংহের বক্ষে পুনঃপুনঃ অস্ত্র ভয়ঙ্কর বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ৬

ভগবান্ নরসিংহের উপর নিক্ষিপ্ত দানবগণের সেই সব ভয়ঙ্কর বাণসমূহ পর্ব্বতে অদৃষ্টপূর্ব্ব জোনাকী পোকাসমূহের ন্যায় আকাশেই বিলীন হইয়া যাইত। ৭

তত্তশ্চক্রাণি দিব্যানি দৈত্যাঃ ক্রোধসমন্বিতাঃ
মৃগেন্দ্রায়াক্ষিপন্ত্যাশু প্রজ্বলন্ত্যাঃ সমন্ততঃ ॥ ৮
দৈত্যাসৃঙ্ মগনঃ চক্রৈঃ সম্পতদ্ভিঃ সমাবৃতম্ ।
যুগান্তে সম্প্রকাশদ্ভিরুল্কাপ্রতিমৈরিব ॥ ৯
তানি চক্রাণি বদনং প্রবিশন্তি বিভান্তি বৈ
মেঘোদরদরীঃ ঘোরাঃ চন্দ্রসূর্য্যপ্রভা ইব ॥ ১০
তানি চক্রাণি সর্ব্বাণি মৃগেন্দ্রেণ মহাত্মনা ।
নির্গীর্ণানি প্রতীতানি পাবকাচ্ছিখসেবানি বৈ ॥ ১১
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো ভূয়ঃ প্রাদ্রজদুদ্যতাম্ ।
শক্তিং প্রজ্বলিতাং ঘোরাং হুতাশনসমপ্রভাম্ ॥ ১২
তামাপতন্তীং সম্প্রেক্ষ্য মৃগেন্দ্রঃ শক্তিমুত্তমাম্
হুঙ্কারেণৈব রৌদ্রেণ বভঞ্জ তদবাঙ্মুখীম্ ॥ ১৩
ররাজ ভগ্না সা শক্তির্মৃগেন্দ্রেণ মহীতলে
সবিস্ফুলিঙ্গা জ্বলিতা মহোল্কেব নভশ্চ্যুতা ॥ ১৪

বারাণস্যঃ ক্ষিতিং সিংহস্তু সৃষ্টো ব্রজে বিদূরতঃ ।
নীলোৎপলপলাশাভান্যালেখোজ্জ্বলদর্শনা ॥ ১৫
গর্জ্জিত্বা তু যথাকামং বিক্রম্য চ যথাসুখম্ ।
তং সৈন্যসুসারিতবায়ুস্খলাগ্রাণীব মারুতঃ ॥ ১৬
ততোঽম্বরং দৈত্যেন্দ্রা বাসজন্তু নভোগতাঃ ।
নরসাটৈঃ শিলাখণ্ডৈর্গিরিকূটৈর্গ্রহৈরিব ॥ ১৭
তদস্যূর্ধ্বং সিংহস্তু গাত্রে নিপতিতং নভঃ
দিশো দশ প্রকীর্ণং বি বল্মীকাৎপ্রকরো যথা ॥ ১৮
তদশ্মৌঘৈর্বিতিমুক্তাস্তু সিংহনরিন্দমম্ ।
প্রাচ্ছাদয়ন যথা মেঘা ধারাভিরিব পর্ব্বতম্ ॥ ১৯
ন চ তং চালয়ামাসুর্দৈত্যৌঘা বেগবান্বিতম্
ভীমবেগা বলশ্রেষ্ঠা সমুদ্রা ইব পর্ব্বতম্ ॥ ২০
ততোঽম্বরার্দ্ধ নিঃসৃত্য তলবদমনস্তরম্
ধারাভিরক্ষনাভাভিঃ প্রাদ্রবদ্বারি সমন্ততঃ ॥ ২১

তখন ক্রোধসহকারে দৈত্যগণ সেই নরসিংহদেবের উপর অতিসত্বর দিব্য চক্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল, যে সব চক্র তখন সর্ব্বদিকেই প্রজ্বলিত ছিল । ৮

নিক্ষিপ্ত সেই সব চক্রের দ্বারা পরিবৃত হইয়া আকাশ প্রলয়কালে প্রকাশিত বহু চন্দ্র ও সূর্য্যদিগ্রসমূহে ব্যাপ্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল । ৯

সেই চক্রসকল ভগবান্ নরসিংহের মুখে প্রবিষ্ট হইয়া যাইল এবং সেই সমস্ত মেঘমণ্ডলের উদরতুল্য ভয়ঙ্কর গুহায় প্রবিষ্ট চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় বিশেষভাবে দেখা যাইতে লাগিল । ১০

মহাত্মা নরসিংহ তাঁহাদের অগ্নিশিখাসদৃশ প্রজ্বলিত সেই সব চক্রকে গিলিয়া ফেলিলেন । ১১

তখন দৈত্য হিরণ্যকশিপু পুনরায় প্রজ্বলিত অগ্নিমূলা প্রভাযুক্ত এক প্রবল ও ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন । ১২

সেই উদ্যত শক্তিকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া ভগবান্ নরসিংহ ভয়ঙ্কর হুঙ্কার দ্বারাই তাহাকে তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন । ১৩

ভগবান্ নরসিংহ কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত সেই শক্তি আকাশ হইতে পতিত স্ফুলিঙ্গের সহিত প্রজ্বলিত বিশাল উল্কার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । ১৪

নরসিংহদেবকে লক্ষ্য করিয়া দূর হইতে নিক্ষিপ্ত নারাচ বাণবিশেষের ন্যায় নীলপদ্মদলের উজ্জ্বল মালার সদৃশ শোভা পাইতে লাগিল । ১৫

তখন ভগবান্ নরসিংহ উচ্চ সুরে গর্জন করিয়া ও সুখের সহিত উদ্যতভাবে বিক্রম করিয়া দৈত্যগণের সেই সৈন্যবাহিনীকে সেইভাবে উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন, যেরূপ বায়ু তৃণসমূহের অগ্রভাগকে উৎপীড়িত করিয়া থাকে । ১৬

তখন আকাশে স্থিত সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠগণ পর্ব্বতখণ্ড নিক্ষেপ করিতে লাগিল । তাহাদের এক একটি শিলাখণ্ড বৃক্ষসমন্বিত ছিল । তাহারা উল্কা প্রভৃতিসহ পর্ব্বত-শিখরসমূহের দ্বারা আঘাত করিতেছিল । ১৭

ভগবান্ নরসিংহের গাত্রে পতিত প্রস্তরসমূহের সেই প্রভূত বর্ষণ জ্যোতিষ্কলোকমণ্ডলের ন্যায় দশদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল । ১৮

যেরূপ মেঘমণ্ডল নিজের জলধারায় পর্ব্বতকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ এই দৈত্যগণ প্রস্তরসমূহের বর্ষণের দ্বারা পরমেশ্বর নরসিংহকে আচ্ছাদিত করিয়া দিল । ১৯

যেরূপ ভয়ঙ্কর বেগশালী সমুদ্র নিজের বলে বলবান্ পর্ব্বতকে বিচলিত করিতে পারে না, সেইরূপ এই দৈত্যগণ সেস্থানে বর্ত্তমান নরসিংহদেবকে বিচলিত করিতে পারিল না । ২০

তদনন্তর প্রস্তরবর্ষণ বর্ষণ বন্ধ হইয়া যাইলে পর জলবর্ষণ আরম্ভ হইল, তাঁহাদিকে জলবাহিনী মেঘ ধারার সহিত ঘোর জল বর্ষণ করিতে লাগিল । ২১

নভঃ প্রচ্ছাদয়ন্ধারাস্তিস্রোবেগাঃ সমন্ততঃ।
আবৃণ্বন্ সর্ব্বতো ব্যোম দিশশ্চোপদিশস্তথা ॥ ২১
ধারাণাং সন্নিপাতেন বায়োর্বিক্ষুব্ধিতেন চ
বর্দ্ধতা চৈব বর্ষেণ ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ২২
ধারা দিবি চ সংসক্তা বসুধায়াঞ্চ সর্ব্বশঃ
ন স্পৃশন্তি স্ম তা ভূমিং নিপতন্ত্যোঽনিলাঃ যুধি ॥২৪
বায়ুভো বর্ষতে বর্ষং নোপরিষ্টাত্তু তোয়দঃ
বৃণেদ্রপ্রতিমস্যাস্য স্তিমিতস্য যুধি ময়তা ॥ ২৫
হতেঽম্বুবর্ষে তুমুলে জলবর্ষে চ শোভিতে।
সমুদ্ভূপানবা মায়ানস্ত্রিঃ বায়ুঃ সর্ব্বশঃ ॥ ২৬
নভসঃ প্রচ্ছাদনস্তস্য বেগঃ সমন্ততঃ
জ্বালামালী মহাবোগ্রো দীপ্তস্তেজাঃ সমন্ততঃ ॥ ২৭

আকাশ হইতে শতশত বেগশালী, জ্বালামালাযুক্ত, ভয়ঙ্কর তেজঃ সমন্ত দিক্ হইতে পতিত হইতে লাগিল। তাহারা আকাশ, নিম্ন বিদিক্‌সমূহও সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া ফেলিল ॥ ২১

জলের ধারা সমূহের পতনে, শতশত বায়ুর সংঘর্ষে বর্ষণে এবং বর্ষার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে তখন কোনও কিছুই বুঝা যাইল না ॥২২

জলের ধারা আকাশ হইতে বহুল ভাবে অবিচ্ছিন্ন ধারায় পতিত হইতেছিল এবং তাহা সর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ফলে নিরন্তর জলধারা পতিত হইতে থাকিলেও সেই সব ধারা সেখানে নৃসিংহদেবকে স্পর্শ করিতে পারিল না ॥২৪

সেই ভূমেন্দ্রপ্রতিমধারী ভগবান বিষ্ণু নিজের মায়ার দ্বারা যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময় বায়ুভরা জলবর্ষণ হইতে থাকিলেও মেঘ তাঁহার উপর জল বর্ষণ করিতেছিল না ॥ ২৫

যখন তাদৃশ প্রস্তরবর্ষণ ব্যর্থ হইয়া যাইল এবং জলবর্ষণও শুরু হইয়া যাইল, তখন ধনদবন্ধু সর্ব্বদিকে মায়াময় অগ্নি এবং বায়ু সৃষ্টি করিল ॥ ২৬

আকাশ হইতে চারিদিকে প্রচণ্ড বেগশালী, জ্বালামালাযুক্ত,

স সৃষ্টঃ পাবকস্তেন দৈত্যেন্দ্রেণ মহাত্মনা।
ন শশাক মহাতেজা বহ্নু প্রতিমোজসম্ ॥ ২৮
তমিন্দ্রজোয়ৈঃ সাঙ্কঃ সহস্রাক্ষোঽমিতদ্যুতিঃ
মহতা তোয়বর্ষেণ শময়ামাস পাবকম্ ॥ ২৯
তস্যাং প্রতিহতায়াং তু ধারায়াং যুধি দানবাঃ
সমুদ্ভূধোরসঙ্কাশাঃ তমন্তীব্রঃ সমন্ততঃ ॥ ৩০
তমসা সংবৃতে লোকে দৈত্যেন্দ্রাস্তান্ত্রযুধ্যত বৈ।
শ্বেতেভ্যস্তা পরিবৃতো দিবাকর ইবাংশুভী ॥ ৩১
ত্রিশিখাঃ ভ্রুকুটীঃ চাস্য দদৃশুর্দানবা রণে।
ললাটস্থাঃ ত্রিকূটস্থাঃ সন্ধ্যাঃ ত্রিপথগামিব ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
নারসিংহে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

মহাতেজস্ক ও প্রজ্বলিত তেজে যুক্ত অগ্নিবর্ষণ হইতে লাগিল ॥ ২৭

সেই মহান্ দৈত্যরাজ কর্তৃক উৎসৃষ্ট সেই মহাতেজস্ক পাবক (অগ্নি) অনুপম শক্তিশালী নরসিংহদেবকে দগ্ধ করিতে পারিল না ॥ ২৮

অমিততেজস্বী সহস্রলোচন ইন্দ্র মেঘমণ্ডলের সহিত আসিয়া বিপুল জলবর্ষণ করত সেই অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়া দিলেন ॥ ২৯

সেই অগ্নিদগ্ধ দ্বারা প্রতিহত হইয়া যাইলে পর দানবগণ যুদ্ধস্থলে চারিদিকে ঘোর ও তীব্র অন্ধকার সৃষ্টি করিল ॥ ৩০

যখন সম্পূর্ণ জগৎ সেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইল এবং দৈত্যগণ তাহে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইল; তখন ভগবান্ নরসিংহ তাঁর তেজে সূর্য্যদেবের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৩১

সেই সময় দানবগণ দেখিতে পাইল ভগবান্ নরসিংহদেবের ললাটে তিন শিখাযুক্ত ভ্রূকুটী যখন করিতে লাগিল, যাহা ত্রিকূট পর্ব্বতের উপর স্থিত ত্রিপথগা গঙ্গার ন্যায় শুভ্রশোভিত হইতেছিল ॥ ৩২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে নরসিংহাবতারবিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দৈত্যানাং বিনাশসূচক-মহোৎপাতানাং বর্ণনম্, সর্বাং দৃষ্ট্বা হিরণ্যকশিপোর্ধাবনম্, তস্য পাতালেন পৃথিব্যাঃ পর্ব্বতানাম্, নদীনাম্, দেশানাঞ্চ কম্পনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ সর্ব্বাসু মায়াসু হতাসু দিতিনন্দনাঃ।
হিরণ্যকশিপুং সর্ব্বে বিবৃতাঃ শরণং গতাঃ ॥ ১

ততঃ প্রজ্বলিতঃ ক্রোধাৎ প্রদহন্নিব তেজসা
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যান্দালয়ামাস মেদিনীম্ ॥ ২

ততঃ প্রক্ষুভিতাঃ সর্ব্বে সাগরাঃ সলিলাকরাঃ।
চলিতা গিরয়ঃ সর্ব্বে সকাননবনদ্রুমাঃ ॥ ৩

তস্মিন্ ক্রুদ্ধে তু দৈত্যেন্দ্রে তমোভূতমভূজ্জগৎ
তমসা সমবৃচ্ছন্নাঃ ন প্রাজ্ঞায়ন্ত কিঞ্চন ॥ ৪

আবহঃ প্রবহশ্চৈব বিবহশ্চ মহাবলঃ।
পরাবহঃ সংবহশ্চ উদ্বহশ্চ মহাবলঃ ॥ ৫

তথা পরিবহঃ শ্রীমান্মারুতো ভগবাংসিনঃ।
ইত্যেতে ক্ষুভিতাঃ সপ্ত মারুতা গগনেচরাঃ ॥ ৬

যে গ্রহাঃ সর্ব্বলোকস্য হৃদয়ে প্রাণকর্ত্তবন্তি বৈ।
তে গ্রহা গগনে সৃষ্টা বিচরন্তি যথাসুখম্ ॥ ৭

অথোগতশ্চাত্তচরন্ যোগং দিবি নিশাকরঃ
সগ্রহঃ সহনক্ষত্রঃ প্রজজ্বাল নভো নৃপ ॥ ৮

বিবর্ণশ্চ ভগবান্ গতো দিবি দিবাকরঃ।
কৃষ্ণঃ কবন্ধশ্চ মহাঁল্লম্বতে চ নভস্তলে ॥ ৯

অমুঞ্চন্সিতাং সূর্য্যো ঘূর্ণমন্তি ভয়াবহাম্।
গগনস্থশ্চ ভগবানগ্নীঞ্চ পরিতপ্যতে ॥ ১০

সপ্তধূমবিলা ঘোরাঃ সূর্য্যা দিবি সমুত্থিতাঃ।
সোমস্য গগনস্থস্য গ্রহাস্তিষ্ঠন্তি শৃঙ্গগাঃ ॥ ১১

বামে চ দক্ষিণে চৈব স্থিতৌ তস্য বৃহস্পতী।
শনৈশ্চরো লোহিতাঙ্গো লোহিতার্কসমদ্যুতিঃ ॥ ১২

সমঃ সমভিরোহন্তি দুর্গাণি গগনেচরাঃ
শৃঙ্গাণি ধনকৈঘোরা যুগান্তাবর্ত্তকা গ্রহাঃ ॥ ১৩

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

[দৈত্যবধের বিমানসূচক মহোৎপাতসমূহের বর্ণন, তথা লইয়া হিরণ্যকশিপুর ধাবন এবং তাঁহার পাতালদ্বারা পৃথিবী, পর্ব্বত, নদী ও দেশসকলের কম্পন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যখন দৈত্যগণের সমস্ত মায়া নষ্ট হইয়া গেল, তখন তাহারা সকলে বিষণ্ণ হইয়া হিরণ্যকশিপুর শরণাপন্ন হইল ॥ ১

তাহাতে দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপু ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া পৃথিবীকে বীর তেজে যেন দগ্ধ করিতে করিতে তাহাকে কম্পিত করিলেন ॥ ২

তাহার পর সমস্ত সাগর ও অন্যান্য জলাশয়সমূহ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বন, কানন ও বৃক্ষসকলের সহিত সমস্ত পর্ব্বত বিচলিত হইল ॥ ৩

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইলে পর সারা জগৎ অন্ধকারময় হইয়া গেল। অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাওয়ায় তখন কোনও কিছুই বুঝা যাইতেছিল না ॥ ৪

আবহ, প্রবহ, বিবহ, পরাবহ, সংবহ, মহাবল উদ্বহ ও শ্রীমান্ পরিবহ—এই সপ্তবিধ আকাশচারী বায়ু ক্ষুব্ধ হইয়া তাহার সূচনা দান করিতে লাগিল ॥ ৫-৮

যে সব গ্রহ সম্পূর্ণ জগতের জন্তুর সমস্ত প্রাণকর্ত্তৃত্ব করে, তাহারাই সেই সময় আকাশে উদিত হইয়া অতিশয় ঘূর্ণন সহকারে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৭

চন্দ্র আকাশে নিশ্চিত যোগ অতিক্রমপূর্ব্বক সুদূরবর্তী নক্ষত্রসকলের সহিত সংযুক্ত হইতে লাগিল। হে নৃপ জনমেজয়! গ্রহ ও নক্ষত্রসকলের সহিত আকাশ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ॥ ৮

ভগবান সূর্য্যদেব আকাশে বিবর্ণ (শ্রীহীন) হইয়া যাইলেন। ব্যোমমণ্ডলে কালবর্ণের এক বিশাল কবন্ধ যেন দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৯

সূর্য্যদেব কালবর্ণের ভয়ঙ্কর ধূমবর্ত্তি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং আকাশে থাকিয়াই ভগবান সূর্য্য অধিক তপ্ত হইতে ও তাপদান করিতে লাগিলেন ॥ ১০

ধূম্রবর্ণবিশিষ্ট সাত ভয়ঙ্কর সূর্য্য আকাশে উদিত হইল এবং ব্যোমমণ্ডলে স্থিত সোমের শৃঙ্গের উপর সাত গ্রহ অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১১

সোমের বামভাগে শুক্র ও দক্ষিণ ভাগে বৃহস্পতি অবস্থান করিতে লাগিলেন। শনৈশ্চর এবং প্রাতঃকালের অরুণবর্ণবিশিষ্ট সূর্য্যের সমান কান্তিমান্ মঙ্গল ক্রমশঃ বামভাগে এবং দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত হইল ॥ ১২

প্রলয়কালের আকৃতিকারী ভয়ঙ্কর আকাশচারী গ্রহসকল

চন্দ্রমাঃ সহ নক্ষত্রৈশ্চ রৈঃ সপ্তভিরাবৃতঃ।
চরাচরবিনাশার্থং রোহিণীং নাভ্যনন্দত ॥ ১৪

দৃষ্টাতো রাহুণা চন্দ্র উল্কাভিরতিহিংস্রকৈঃ।
উল্কাঃ প্রজ্বলিতাশ্চন্দ্রে প্রচেলুর্ঘোরদর্শনাঃ ॥ ১৫

দেবানামপি যো দেবঃ সোঽভ্যবর্ত্ত শোণিতম্।
অপতন্ গগনাদ্ভূমা বিদ্যুদ্বজ্রপাঃ সনির্ঘরাঃ ॥ ১৬

অকালে পাদপাঃ সর্ব্বে পুষ্পন্তি চ ফলন্তি চ।
লতাশ্চ সকলাঃ সর্ব্বা প্রাহুর্দৈত্যানাশনম্ ॥ ১৭

ফলে ফলান্যজায়ন্ত পুষ্পে পুষ্পং তথৈব চ।
উন্মীলন্তি নিমীলন্তি হসন্তি চ রুদন্তি চ ॥ ১৮

বিক্ষোটন্তি চ গন্ধীরং ধূময়ন্তি জ্বলন্তি চ।
প্রতিমাঃ সর্ব্বদেবানাং কথয়ন্তি মৃগক্ষয়ম্ ॥ ১৯

আরণ্যৈঃ সহ সংসৃষ্টা গ্রাম্যাশ্চ মৃগপক্ষিণঃ
চুক্রুশুর্ভৈরবং তত্র মুহূর্ত্তে সমুপস্থিতে ॥ ২০

নক্ষত্রাণ্ড প্রতিলোমা হি বভূবুঃ কলুষোদকাঃ।
অপরাহ্ণগতে সূর্য্যে লোকানাং ভয়কারকে ॥ ২১

ন প্রকাশন্তি চ দিশো রক্তরেণুসমাকুলাঃ।
বাদিত্রাণ্যপি ন পূজ্যন্তে পূজনার্হাণি কথঞ্চন ॥ ২২

বায়ুবেগেন চক্রন্তে ভিদ্যন্তে প্রপতন্তি চ।
তদা চ সর্ব্বভূতানাং ছায়া ন পরিবর্ত্ততে ॥ ২৩

অপরাহ্ণগতে সূর্য্যে লোকানাঞ্চ ভয়ঙ্করে।
তদা হিরণ্যকশিপোর্দৈত্যেন্দ্রোপরি বেশ্মনঃ ॥ ২৪

তাতাগারাদ্বুধাগারে নিবিষ্টমভবন্মধু
তথৈব চাদ্বুধাগারে ঘৃতং জিবদ্ভুতম্ ॥ ২৫

স চ দৃষ্ট্বা মহোৎপাতান্ হিরণ্যকশিপুস্তদা।
পুরোহিতং তদা শুক্রং বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ২৬

কিমর্থং ভগবন্নেতে মহোৎপাতাঃ সমুত্থিতাঃ
শ্রোতুমিচ্ছামি ভবতঃ পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ২৭

মেরুপর্ব্বতের মূর্ধনির্দ্বিত ২৫শ স্থিরসূত্রের উপর একসঙ্গে আরোহণ করিতে লাগিল। ১৫

নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত চন্দ্র সাত গ্রহের দ্বারা আবৃত হইয়া চরাচর প্রাণিগণের বিনাশের জন্য রোহিণীকে আর অভিনন্দন করিলেন না। ১৪

রাহুর দ্বারা গ্রস্ত হইয়া চন্দ্র উল্ক সমূহে আবৃত হইতে লাগিলেন। দেখিতে ভয়ঙ্কর প্রজ্বলিত উল্কাসমূহ চন্দ্রমণ্ডলের দিকে যাইতে লাগিল। ১৫

যিনি দেবগণেরও দেবতা সেই উগ্র রক্ত বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। আকাশ হইতে প্রস্তর শব্দের সহিত বিদ্যুদ্গর্ভ মহা উল্কা পতিত হইতে লাগিল। ১৬

সমস্ত বৃক্ষই অসময়ে পুষ্প ও ফললাভী হইয়া উঠিল। সমস্ত লতাসমূহও ফলযুক্ত হইল, যাহারা দৈত্যগণের বিনাশের সূচনা করিতেছিল। ১৭

ফলে যহ ফল এবং পুষ্পে পুষ্প উৎপন্ন হইতে লাগিল। সমস্ত দেবতাগণের প্রতিমাসকল চক্ষু উন্মীলন ও নিমীলন করিতে লাগিলেন, হাস্য ও রোদন করিতে লাগিলেন, ঘণ্টার ন্যায় ভীষণ ঝঙ্কার করিতে লাগিলেন, কখনও ধূম নিঃসারণ করিতে লাগিলেন এবং কখনও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন,—এইভাবে তাঁহারা প্রলয়ের সূচনা করিতেছিলেন। ১৮-১৯

গ্রাম্য পশু-পক্ষীরা বনজাত পশু-পক্ষিগণের সহিত সংসর্গ মৈথুন করিতে লাগিল। সেই সময় ভয়ানক নরসিংহের উপস্থিতি হইলে পর সেই সব পশু-পক্ষীরা ভৈরবরবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ২০

নদীসকল বিপরীত (উল্টা) দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহাদের জল মলপূর্ণ (ঘোলাটে) হইয়া যাইল। সেই সময় লোকসমূহের বিনাশের সূচনা করিতে করিতে সূর্য্যদেব অপরাহ্ণকালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২১

দিঙ্মণ্ডল রক্তবর্ণের ধূলিতে পূর্ণ হইয়া যাওয়ায় প্রকাশিত হইতে পারিল না। পূজনীয় বনস্পতিসকলকে (চৈত্যবৃক্ষসকলকে) কোনপেই কেহ পূজা করিতেছিল না। ২২

এই সব চৈত্যবৃক্ষ বায়ুর বেগে ভিন্ন-ভিন্ন ও কম্পিত হইতেছিল। সেই সময় সূর্য্যদেব অপরাহ্ণকালে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং লোকসকলের যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছিল। সেই অবস্থায় সূর্য্যের প্রভা হীন হইয়া যাওয়ায় সমস্ত প্রাণিগণের ছায়া পড়িতেছিল না। ২৩;

হিরণ্যকশিপুদৈত্যের প্রাসাদের উপর ও তাঁহার জাতঘরে এবং অন্যাগারে মধুসঞ্চিতারা (মৌমাছিরা) মধুর ছাতা (মৌচাক) নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। ২৪;

সেইভাবে তাঁহার অন্যাগারে ঘৃতরূপী ঔষধি দেখা যাইল। হিরণ্যকশিপু সেই সময় এই সব উৎপাত দেখিয়া নিজের পুরোহিত শুক্রাচার্য্যকে এই কথা বলিলেন। ২৫-২৬

ভগবন্! এই সব মহোৎপাত কিজন্য উদিত হইতেছে? আমি ইহার কারণ যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি এবং ইহার জন্য আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। ২৭

শুক্র উবাচ

শৃণু রাজন্‌যথিতো বচনং মে মহাসুর।
যদর্থমিহ দৃশ্যন্তে মহোৎপাতা মহাভয়াঃ ॥ ১৮
যস্যৈতে সম্প্রদৃশ্যন্তে রাজ্ঞো রাষ্ট্রে মহাসুর।
দেশো বা দ্বিষতে তস্য রাজা বা বধমর্হতি ॥ ১৯
অতো বৃদ্ধা সমীক্ষস্ব যথা সর্বং প্রবর্ত্ততি।
বৃহদ্ভয়ং হি নচিরাদ্বিদ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২০
এতাবদুক্ত্বা শুক্রস্তু হিরণ্যকশিপুং তদা।
যযৌ তূষ্ণীং তু দৈত্যেন্দ্রো জগাম স্বং নিবেশনম্ ॥ ২১
তস্মিন্ গতে স দৈত্যেন্দ্রো ধ্যাতবান্ শুচিরং তদা
আসাদ্যক্রে মুনীনাঞ্চা তক্ষকাকামমুত্তমম্ ॥ ২২
অসুরাণাং বিনাশায় সুরাণাং বিজয়ায় চ।
দৃশ্যন্তে বিবিধোৎপাতা ঘোরা ঘোরনিদর্শনাঃ ॥ ২৩
এতে চান্যে চ বহবো ঘোরা ভাবোপাতদর্শনাঃ।

দৈত্যেন্দ্রাণাং বিনাশায় দৃশ্যন্তে কালনির্ম্মিতাঃ ॥ ২৪
ততো হিরণ্যকশিপুর্গম্ভীরামাবাহ্য সত্তমম্
অভ্যাত্তবত্ত বেগেন হবনীয়মুদ্ধতম্ ॥ ২৫
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো পত্নী সংস্পৃষ্টবান্মতীম্।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটঃ ক্রোধাদ্ বভাষ ইদ পূর্ব্বতঃ ॥ ২৬
মেদিন্যাঃ কম্পনাদ্যায়াঃ দৈত্যেন্দ্রেণ মহাত্মনা।
মহীধরেন্দ্রা নাগেন্দ্রা বিশেষুর্ভরবিক্লবাঃ ॥ ২৭
বিষজ্বালাকুলৈর্বক্ত্রৈ বিমুঞ্চন্তো হুতাশনম্।
চতুঃশীর্ষাঃ পঞ্চশীর্ষাঃ সপ্তশীর্ষাংশ্চ পন্নগাঃ ॥ ২৮
বাসুকিস্তক্ষকশ্চৈব কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ
এলাপত্রশ্চ কালীয়ো মহাপদ্মশ্চ বীর্য্যবান্।
সহস্রশীর্ষবক্ত্রাণো ভেমস্তালধ্বজঃ প্রভুঃ ॥ ২৯
যেনোঽধনস্থা মহীপালো গুপ্তকল্পঃ প্রকল্পিতঃ।
যীত্রাসস্তর্জলস্থানি পৃথিবীবরধারিণঃ চ ॥ ৪০

শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—রাজন্ মহাসুর! তুমি সাবধান হইয়া আমার কথা শ্রবণ কর। মহাভয়ঙ্কর এই সব মহোৎপাত এখানে যে জন্য দেখা যাইতেছে, তাহা বলিতেছি ॥ ১৮

মহাসুর! যে রাজার রাজ্যে এই সব উৎপাত দেখা যায়, সেই রাজার রাজ্য অচিরাৎ হয় অথবা সেই রাজারই মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ১৯

অতএব তুমি নিজ বুদ্ধির দ্বারা ইহা ভালরূপে বিচার কর, যাহাতে এই সব উৎপাত নষ্ট হইয়া যায়। অন্যথায় নিশ্চয়ই মহাভয় প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২০

সেই সময় দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া শুক্রাচার্য্য 'তোমার কল্যাণ হউক' এই কথা বলিতে বলিতে নিজ গৃহে চলিয়া যাইলেন ॥ ২১

তিনি চলিয়া যাইলে পর দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বহুকাল ধরিয়া এই বিষয়ে চিন্তা করিলেন। সেই ব্রাহ্মণের বাক্য স্মরণ করিতে করিতে মনে মনে অত্যন্ত ভিন্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন ॥ ২২

অসুরগণের বিনাশ ও দেবতাদিগের বিজয়ের জন্য যে সব নানাপ্রকার উৎপাত দেখা যাইতেছিল, সেই সব উৎপাত অত্যন্ত ও ভয়ানক ছিল ॥ ২৩

এই সব উৎপাত এবং ইহার আরও বহু উৎপাত যাহারা দৈত্যদিগের বিনাশের জন্য কালনির্ম্মিত ছিল ॥ ২৪

তখন হিরণ্যকশিপু অতি উত্তম হবন দ্রব্য লইয়া পৃথিবীকে বারম্বার কম্পিত করিতে করিতে বেগ সহকারে ধাবিত হইলেন ॥ ২৫

দৈত্য হিরণ্যকশিপু ক্রোধবশতঃ দন্তের দ্বারা ওষ্ঠকে দংশন করিয়া ভয়ঙ্কর ভাবে বার বার চারি দিক্ পানে যখন পৃথিবীকে স্পর্শ করিলেন। তখন পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিলেন ॥ ২৬

সেই মহাত্মা দৈত্যরাজের দ্বারা যখন বারম্বার পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিলেন, তখন ভয়ে ব্যাকুল বহু নাগরাজ পর্ব্বতসমূহ হইতে পতিত হইলেন ॥ ২৭

তাঁহারা বিষের জ্বালায় ব্যাপ্ত মুখসমূহ দিয়া অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের চার, অনেকের পাঁচ ও অনেকের সাতটি ফণা ছিল ॥ ২৮

বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, এলাপত্র, কালিয়, পদ্মরাজপ্রধানী মহাপদ্ম এবং সহস্র ফণাধারী, সুবর্ণধ্বজ তালধ্বজে সুশোভিত, সর্ব্বসমর্থ, পৃথিবীপালক ভগবান্ অনন্ত শেষ নাগও যাঁহাকে কম্পিত করা অত্যন্ত কঠিন ছিল, তিনিও কম্পিত হইয়া উঠিলেন ॥ ২৯।

জলের মধ্যে অবস্থিত যে সব ভেকাদি ক্ষুদ্র (বিষহীনজাতি ছিল, তাহাদিগকেও সেই সময় ক্ষুব্ধ দৈত্য হিরণ্যকশিপু সর্ব্বদিকে কম্পিত করিলেন ॥ ৪০।

তদা ক্রুদ্ধেন দৈত্যেন কল্পিতানি মহন্তত:
পাতালতলচারিণো নাদতোয়েশ্বরা: শিবা: ॥ ৪১
আপঙ্ক সহসা ক্রুদ্ধা প্রস্রবন্ত্যপ্সরস: শুভা:।
নদী ভাগীরথী চৈব সরযূ: কৌশিকী তথা ॥ ৪২
যমুনা চৈব কাবেরী কৃষ্ণা বেণা তথৈব চ
সুবেণা চ মহাভাগা নদী গোদাবরী তথা ॥ ৪৩
চর্ম্মণ্বতী চ সিন্ধুশ্চ তথা নলনদীপতি:
মেকলপ্রভবশ্চৈব লোণা মণিনিভোদক: ॥ ৪৪
সুস্রোতা নর্ম্মদা চৈব তথা বেত্রবতী নদী।
গোমতী গোকুলাকীর্ণা তথা পূর্ণা সরস্বতী ॥ ৪৫
মহী কালনদী চৈব তমসা পুণ্যবাহিনী
সীতা চেক্ষুমতী চৈব বেদিকা চ মহানদী ॥ ৪৬
জম্বুদ্বীপা রত্নবন্ত: সর্ব্বরত্নোপশোভিতম্।
সুবর্ণকূটকং চৈব সুবর্ণাকরমণ্ডিতম্ ॥ ৪৭
মহানদশ্চ লৌহিত্য: শৈলকাননশোভিত:
পত্তনং কৌশিকারণ্য: রবিড়: রত্নতাকরম্ ॥ ৪৮

পাতালতলে বিচরণকারী, নাদতলের ঈশ্বরকারী এবং কল্যাণকর সুন্দর দৃশ্য: জল, যাহাকে কল্পিত করা হইল, সেই জলও সহসা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৪১

ভাগীরথী নদী, সরযূ, কৌশিকী (কোশী), যমুনা, কাবেরী, কৃষ্ণা, বেণা, মহাভাগা, সুবেণা, চর্ম্মণ্বতী নদী, চর্ম্মরতী, সিন্ধু, নল নদীপতি সমূহ, মেকল পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন ও মণিসদৃশ বর্ণ জলপূর্ণ লোণাম্বু, সুন্দর স্রোতোযুক্তা নর্ম্মদা নদী, ঘোষণে ব্যাপ্তা ঘোষবতী নদী, বেত্রবতী নদী, জলপূর্ণা সরস্বতী নদী, মহী কালনদী, পবিত্র জলবাহিনী তমসা, সীতা, ইক্ষুমতী, বেদিকা এবং মহানদী—এই সকলেও সেই দৈত্য ভিন্নভাবকল্পিপু বিক্ষুব্ধ করিয়া দিলেন ॥ ৪১-৪৮

সর্ব্বপ্রকার রত্নে সুশোভিত রত্নবান্ জম্বুদ্বীপকে এবং বর্ণের খনিযুক্ত সুবর্ণকূটক দেশকেও ভিন্নভাবকল্পিপু কল্পিত করিলেন ॥ ৪৯

পত্তন ও কাননসমূহে সুশোভিত লৌহিত্য নামক মহানদ, কৌশিকারণ্য নামক পত্তন (নগর বা প্রান্ত), রত্নখনিযুক্ত রবিড় দেশ, বড় বড় গ্রামে পূর্ণ মগধ দেশ, অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, মল্ল, বিদেহ, মালব, কাশী ও কোশল দেশকে এবং যাহাকে বিষ্ণুকর্ম্ম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ও যাহা কৈলাস

মাগধাংশ্চ মহাগ্রামানঙ্গান বঙ্গাংস্তথৈব চ
সুহ্মান্মল্লান বিদেহাংশ্চ মালবান্ কাশিকোশলান্ ॥৪৯
ভুবনং বৈষ্ণবেয়ন্তু সুবর্ণস্য চ কল্পিতম্।
কৈলাসশিখরাকারং যৎকৃতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৫০
রক্তকোষ্ঠো ভীমবেগো লৌহিত্যো নাম সাগর:।
শুভ: পাণ্ডুরমেঘাভ: ক্ষীরোদশ্চৈব সাগর:॥ ৫১
উদয়শ্চৈব রাজেন্দ্র উল্লিখিত: শতযোজনম্
সুপর্ণবেদিক: শ্রীমান্নাগপক্ষিনিষেবিত: ॥ ৫২
ভ্রাজমানোঽর্কসদৃশৈর্জ্জাতরূপময়ৈর্দ্রুমৈ:।
শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ কর্ণিকারৈশ্চ পুষ্পিতৈ: ॥ ৫৩
অরোমুখশ্চ বিপুল: সর্ব্বতো ধাতুমণ্ডিত:।
তমালবনগন্ধশ্চ পর্ব্বতো মলয়: শুভ: ॥ ৫৪
সুরাষ্ট্রাংশ্চ সুহ্মাংশ্চ সুরাভীরাংস্তথৈব চ।
ভোজা: পাণ্ড্যাংশ্চ বঙ্গাংশ্চ কলিঙ্গাস্তাম্রলিপ্তকা: ॥ ৫৫
তথৈবান্ধ্রাংশ্চ পুণ্ড্রাংশ্চ বামচূড়া: সকেরলা:
ক্ষোভিতাস্তেন দৈত্যেন সর্ব্বা: সাগরাগণা: ॥ ৫৬

পর্ব্বতের শিখরের ন্যায় মূলে স্থিত, বর্ণতুল্য সেই সুবর্ণনির্ম্মিত ভবনকেও দৈত্যরাজ ভিন্নভাবকল্পিপু কল্পিত করিয়া দিলেন ॥ ৪৮-৫০

যাহার জল রক্তবর্ণ ও বেগ ভয়ঙ্কর ছিল, সেই লৌহিত্য-নামক সাগরকে এবং শ্বেতবর্ণের মেঘসদৃশ সুন্দর ও মস্ত ক্ষীর সাগরকেও তিনি বিক্ষিপ্ত করিলেন ॥ ৫১

রাজেন্দ্র! উদয়গিরি শত যোজন উচ্চ ও সুবর্ণনির্ম্মিত বেদিসমূহে ভূষিত ছিল, এই শোভাশালী পর্ব্বত নাগবৃন্দ এবং পক্ষিগণের দ্বারা সেবিত। সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বর্ণময় বৃক্ষ সাল, তাল ও তমালাদি সদা পুষ্পশোভায় অবনত ছিল, ইহারা সেই উদয়গিরির শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। কর্ণিকারসমূহ সেই পর্ব্বতের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছিল (এরূপ উদয়গিরিকেও দৈত্যরাজ কম্পিত করিয়া দিলেন) ॥ ৫২-৫৩

সর্ব্বদিকে ধাতুসমূহে অলঙ্কৃত বিশাল অরোমুখ পর্ব্বত এবং তমাল বন ও চন্দনের সুগন্ধে পরিপূর্ণ সুন্দর মলয়গিরিকে সেই সময় বিক্ষিপ্ত করিয়া উঠিল ॥ ৫৪

সুরাষ্ট্র, সুবাহ্লীক, সুহ্ম, আভীর, ভোজ, পাণ্ড্য, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, আন্ধ্র পুণ্ড্র, বামচূড় ও কেরলনামক দেশসমূহকে এবং সেতুবন্ধের দেবগণ ও অন্যরাজগিরিকেও দৈত্যপতি ভিন্নভাবকল্পিপু ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিলেন ॥ ৫৫-৫৬

অমৃতিভূষনঃ চৈব যবগ্রামঃ পুরা কৃতম্।
সিদ্ধচারণসঙ্ঘৈশ্চ সেবিতঃ সুমনোহরম্ ॥ ৫৭
বিচিত্রনাগবিটপং সুপুষ্পিতলতাদ্রুমম্।
জাতরূপময়ৈঃ শৃঙ্গৈরপ্সরোগণসেবিতম্ ॥ ৫৮
গিরিঃ পুষ্পিতকশ্চৈব লম্বীবান্ প্রিয়দর্শনঃ।
উত্থিতঃ সাগরং ভিত্ত্বা বরুণস্যাত্মসম্ভবঃ ॥ ৫৯
বরাহ সুমহাশৃঙ্গৈর্গগনং বিলিখন্নিব।
সূর্য্যচন্দ্রাংশুসঙ্কাশৈঃ সাগরাম্বুসমাবৃতঃ ॥ ৬০
বিদ্রাবান্ পর্ব্বতঃ শ্রীমান্যাতঃ শতযোজনম্।
বিদ্রাবাং যত্র সম্পাতা নিশাতাস্তু নগোত্তমে ॥ ৬১
অবতঃ পর্ব্বতশ্চৈব শ্রীমান্নুন্নতসানুতঃ।
কুজরঃ পর্ব্বতশ্চৈব যত্র সম্ভাপুরং মহৎ ॥ ৬২
বিশাখযূপা দুর্দ্ধর্ষা সর্ব্বপাপাহরা পুরী।
তথা ভোগবতী চাপি বৈরাজ্ঞেনাভিকল্পিতা ॥ ৬৩
মহামেঘগিরিশ্চৈব পারিযাত্রশ্চ পর্ব্বতঃ।

চক্রবাল্কে গিরিঃ শ্রেষ্ঠো বারাহশ্চৈব পর্ব্বতঃ ॥ ৬৪
প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং চৈব ভাতরূপময়ং শুভম্।
যস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ ॥ ৬৫
মেরুশ্চ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠো মেঘসঙ্ঘাতনিঃস্বনঃ।
যষ্টিঃ তত্র সহস্রাণি পর্ব্বতানাং বিশাম্পতে ॥ ৬৬
তরুণাদিত্যসঙ্কাশো মণ্ডেশ্চক্র মহাগিরিঃ।
দেবাবাসঃ শুভঃ পুণ্যো গিরিরাজো দিবং গতঃ ॥ ৬৭
হেমশৃঙ্গো মহাশৈলস্তথা মেঘসখো গিরিঃ।
কৈলাসশ্চাপি দুষ্প্রাপো রাবণেনাপ্রধৃষ্যতে ॥ ৬৮
যক্ষরাক্ষসসঙ্ঘৈর্নিত্যং সেবিতকন্দরঃ
শ্রীমান্মনোহরশ্চৈব নিত্যং পুষ্পিতপাদপঃ ॥ ৬৯
হেমপুষ্করসংছন্নস্তেন বৈশ্রবণঃ সরঃ
কল্পিতঃ মানসং চৈব রাজহংসনিষেবিতম্ ॥ ৭০
বিপুলঃ পর্ব্বতশ্চৈব কুমারো নাম সরিদ্বরা
তুষারচয়সঙ্কাশো মন্দরশ্চৈব পর্ব্বতঃ ॥ ৭১

নিম্ন ও চারণগণের সমূহের দ্বারা সেবিত মহর্ষি অগস্ত্যের নিবাসভূত 'অগস্ত্যভুবন' নামক পর্ব্বত পূর্ব্বকালে অত্যন্ত অধম্য করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং অতিশয় মনোহর ছিল। এখানের নাগ ও লতাগুল্ম বিচিত্র ছিল। লতা ও বৃক্ষসকল পুষ্পে পরিপূর্ণ ছিল। ইহা স্বর্ণময় শিখরসমূহে সুশোভিত ও অপ্সরাগণের দ্বারা সেবিত ছিল। এই পর্ব্বতকেও হিরণ্যকশিপু বিভূষিত করিলেন। ॥ ৫২-৫৮

পুষ্পিতকনামক পর্ব্বত উত্তম লোধ্রসমূহ ও প্রিয়দর্শন ছিল। এই পর্ব্বত সমুদ্রকে ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়াছে এবং নিজের শিখরের উপর চন্দ্র ও সূর্য্যকে বিশ্রাম দান করে বলিয়া ইহাদের উত্তরের প্রিয় সখা। সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণসমূহে উদ্ভাসিত নিজের বহু বহু শিখরের দ্বারা এই পর্ব্বত আকাশে কেন লেখা অঙ্কিত করিয়া সুশোভিত হইতেছে। ইহার নিম্নভাগ সর্ব্বদিকেই সমুদ্রের জলে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। এই পর্ব্বতও হিরণ্যকশিপুর দ্বারা কল্পিত হইয়া উঠিল। ॥ ৫৯-৬০

লোধ্রাবলী বিদ্রাবাননামক পর্ব্বত শত যোজন লম্বা। এই শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতের উপর সদা বিদ্যোৎপাত হইতে থাকে। ইহা বাস্তবিক বৃষভাকারে স্থিত একটি পর্ব্বত, যেখানে অসংখ্য মুনির বিশাল ভবন আছে, সেই কুঞ্জর পর্ব্বত, সর্পগণের নিবাস স্থান দুর্জ্জয় বিশাখযূপা নাম্নী পুরী ও সেইখানে ভোগবতী পুরীকেও বৈরাজ্ঞ হিরণ্যকশিপু কল্পিত করিয়া দিলেন। ॥ ৬১-৬৩

প্রধানাঙ্গ। মহামেঘগিরি পারিযাত্র পর্ব্বত, শ্রেষ্ঠ চক্রবাল গিরি, বারাহ পর্ব্বত, যাহাতে নরকনামক দুষ্টাত্মা দানব বাস করে, সেই স্বর্ণময় সুন্দর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নগর এবং মেঘের গম্ভীর গর্জ্জনযুক্ত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মেরু, যে পর্ব্বতে ষাট্ হাজার অন্য পর্ব্বতের নিবাস, এই মেরুপর্ব্বতকেও হৈরাজ্ঞ কল্পিত করিলেন। ॥ ৬৪-৬৬

যাহা দেবগণের সুখের নিবাসস্থান, বালসূর্য্যসদৃশ অরুণকান্তিতে প্রকাশিত সেই মহাগিরি, ঘিরিরাজ ও পবিত্র মহেন্দ্র স্বর্গলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহাকেও হিরণ্যকশিপু বিভূষিত করিলেন। ॥ ৬৭

মহাশৈল হেমশৃঙ্গ, মেঘসখনামক পর্ব্বত ও যাহাকে কল্পিত করা কঠিন, সেই কৈলাস পর্ব্বতকেও ধনরাজ কল্পিত করিলেন। ॥ ৬৮

এই কৈলাস পর্ব্বতের কন্দরসমূহকে সদা যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বগণ সতত সেবা করেন। ইহার বৃক্ষসকল সদা পুষ্পপরিপূর্ণ থাকে এবং এই পর্ব্বতে সুন্দর লোধ্রসমূহ ও মনোহর। ॥ ৬৯

স্বর্ণময় পদ্মসমূহে আচ্ছাদিত বৈশ্রবস সরোবর এবং রাজহংসগণের দ্বারা সেবিত মানস সরোবরকেও হিরণ্যকশিপু কল্পিত করিয়া দিলেন। ॥ ৭০

বিপুল পর্ব্বত, নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুমারী নদী [illegible] পর্ব্বত, ঘিরিরাজ

উশীরবীজঞ্চ গিরী ক্রৌঞ্চেশ্চাপ্যন্তরাগিরাট্
প্রজাপতেশ্চ নিলয়স্তথা পুষ্করপর্ব্বতঃ ॥ ৭১
দেবানাং পর্ব্বতশ্চৈব তথা বৈ বালুকো গিরিঃ
ক্রৌঞ্চঃ সপ্তর্ষিশৈলশ্চ ধূম্রবর্ণশ্চ পর্ব্বতঃ ॥ ৭২
এতে চাক্ষে চ গিরয়ো দেশাঃ ভুবনপালিতা
নক্তঞ্চ সাগরাশ্চৈব দানবেন্দ্রৈঃ কম্পিতাঃ ॥ ৭৩

কপিলশ্চ মহীপুত্রো ব্যাঘ্রাক্ষঃ ক্ষিতিকম্পনঃ।
খেচরাশ্চ নিশাপুত্রাঃ পাতালতলবাসিনঃ ॥ ৭৪
গণাস্তথাপরে রৌদ্রা মেঘনামানুষাধুধাঃ।
উর্দ্ধগো ভীমবেগশ্চ সর্ব্ব এতাস্তিকম্পিতাঃ ॥ ৭৬
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
নারসিংহে ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

ক্রৌঞ্চপর্ব্ব এবং প্রজাপতি ব্রহ্মার নিবাসস্থান পুষ্কর পর্ব্বত—এই সকলকেও দৈত্যরাজ কম্পিত করিলেন ॥ ৭১-৭২

দেবগিরি পর্ব্বত, বালুকগিরি, ক্রৌঞ্চগিরি, সপ্তর্ষিশৈল এবং ধূম্রবর্ণ পর্ব্বত—এই সব এবং আরও যে সব পর্ব্বত, বেণু, ভুবনপাল, নদী ও সমুদ্র ছিল, সেই সমস্তই দানবরাজ হিরণ্যকশিপু কম্পিত করিলেন ॥ ৭৩-৭৬

কেবল ইহাই নহে, আকাশে বিচরণ করিবার সামর্থ্যসম্পন্ন পাতালনিবাসী যে সব নিশাচরপুত্র ছিল, সেই মহীপুত্র কপিল, ব্যাঘ্রাক্ষ, ক্ষিতিকম্পন ও অন্য খেচরের অনুচরগণ—মেঘনাদ, অনুপানুষ, উর্দ্ধগ এবং ভীমবেগাদি—ইহারা সকলেই তখন কম্পিত হইয়া উঠিল ॥ ৭৪-৭৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে নরসিংহাবতারবিষয়ক ষট্ চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দেবানামনুরোধেন ভগবতা নরসিংহেন হিরণ্যকশিপোর্বধঃ, দৈবেন্দ্রস্তুতা চ তস্য স্তুতিশ্চ

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তত্রাদিত্যাশ্চ সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ মরুতস্তথা
রুদ্রা দেবা মহাত্মানো বসবশ্চ মহাবলাঃ ॥ ১
আগম্য তে মৃগেন্দ্রস্য সকাশং সূর্য্যবর্চ্চসঃ
ঊচুঃ সন্ত্রস্তমনসো দেবা লোকভয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ২
জহি দেব দিতেঃ পুত্রং দানবং লোকনাশনম্।
দুর্ব্বৃত্তমসদাচারং সহ সর্ব্বৈর্মহাসুরৈঃ ॥ ৩
ত্বং হ্যেষামন্তকৃদ্রাজন্ দৈত্যানাং দৈত্যনাশন।

তত্রাশ্বস্য চিতার্থায় লোকানাং স্বস্তি বৈ কুরু ॥ ৪
ত্বং গুরুঃ সর্ব্বলোকানাং ত্বমিন্দ্রস্ত্বং পিতামহঃ।
ঋতে ত্বদক্ষরং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ৫
তচ্ছ্রুত্বা বচনং দেবো দেবানামাদিসম্ভবঃ।
ননাদ সুমহানাদমতিগম্ভীরনিঃস্বনম্ ॥ ৬
পাটিতাস্যস্তুতেস্তাবাৎ মৃগেন্দ্রেণ মহাত্মনা।
সিংহনাদেন মহতা হৃদয়ানি মনাংসি চ ॥ ৭
সপ্তঃ ক্রোধবশো নাম কালকেয়স্তথা পরঃ।
বেগস্তং বৈগলেয়শ্চ সৈংহিকেয়শ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৮

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

[দেবগণের অনুরোধে ভগবান্ নরসিংহ কর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপু বধ এবং দেবগণ ও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক তাঁহার স্তুতি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! লোকসংহারের আশঙ্কায় পীড়িত ও ভয়তাড়িত সূর্য্যতুল্য তেজস্বী দেবতাগণ—আদিত্য, সাধ্য, বিশ্বেদেব ও মরুদ্গণ, মহাবল রুদ্রগণ এবং মহাবল বসুগণ দেখানে ভগবান্ নরসিংহের নিকট আসিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১-২

দেব! আপনি সম্পূর্ণ জগতের বিনাশকারী, চরাচর ও চরাচরের ধারক বিতিপুত্র হিরণ্যকশিপুকে সমস্ত মহাসুরগণের সহিত বিনাশ করুন ॥ ৩

দৈত্যনাশন! আপনিই এই দৈত্যাধিপকে বিনাশ করিতে পারেন, অন্য কেহ নহে। অতএব আপনি লোকসকলের হিতের জন্য এই দৈত্যগণের নাশ ও সকল লোকের কল্যাণ করুন ॥ ৪

আপনিই সমস্ত লোকসকলের গুরু, আপনি ইন্দ্র ও আপনি পিতামহ, আপনি ব্যতীত অন্য আর কেহ না এই জগতের পরমধাতা হইয়াছে এবং না ভবিষ্যতে হইবে ॥ ৫

দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলের আদিকারণ ভগবান্ নরসিংহ অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে প্রচণ্ড সিংহনাদ করিলেন ॥ ৬

এই মহাত্মা তখনও নিজের মহাসিংহনাদে সমস্ত অসুরেন্দ্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন এবং মনে ক্ষোভ উৎপন্ন করিলেন ॥ ৭

দৈত্যাধিপের ক্রোধবশনামক গণ, অন্য কালকেয়নামক গণ,

সংহ্লাদীরো মহানাদো মহাবেগস্তথা পরঃ
কপিলশ্চ মহীপুত্রো ব্যাঘ্রাক্ষঃ ক্ষিতিকম্পনঃ ॥ ৯
ঘেচরান্ত নিশাপুত্রাঃ পাতালতলচারিণঃ
গগনস্থাপরো রৌদ্রো মেঘনাদোঽম্বুশায়ুধঃ ॥ ১০
ঊর্দ্ধগো ভীমবেগশ্চ ভীমকর্ম্মাঽর্কলোচনঃ।
বজ্রী শূলী করালশ্চ বিরূপাক্ষপিণ্ডতঃ ॥ ১১
জীমূতঘনসঙ্কাশো জীমূত ইতি বেগবান্।
জীমূতঘনসঙ্কাশো জীমূতসদৃশদ্যুতিঃ ॥১২
দেবারিদিবিজো দৃপ্তো নৃসিংহং সমুপাদ্রবৎ ॥ ১৩
সমুৎপত্য ততস্তীক্ষ্ণৈর্নখৈশ্চেন্দ্রেণ মহাত্মনা
তত্রোদ্ধারসহায়েন বিধার্য্য নিহতো মৃধি ॥ ১৪
মহী চ লোকশ্চ শশী নভশ্চ
গ্রহাশ্চ সূর্য্যশ্চ দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
নভশ্চ শৈলাশ্চ মহার্ণবাশ্চ
গতাঃ প্রকাশং দিতিপুত্রনাশাৎ ॥ ১৫
ততঃ প্রমুদিতা দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ

দেব, দৈত্যলোক, পরাক্রান্তশালী দৈত্যকিরণ (সিংহিকাপুত্র রাহু), সংহ্লাদীর, মহানাদ, মহাবেগ, মহীপুত্র কপিল, ব্যাঘ্রাক্ষ, ক্ষিতি-কম্পনাদি আকাশ ও পাতালে বিচরণকারী বিশেষ চরবলসম্পন্ন এবং অন্য উচ্চতর দৈত্যগণ—মেঘনাদ, অম্বুশায়ুধ, ঊর্দ্ধগ, ভীম-বেগ, ভীমকর্ম্মা, অর্কলোচন, বজ্রী, শূলী ও করাল—ইহাদের সকলের সহিত মেঘতুল্য তনুবান্, মেঘস্বরূপ বেগবান্, মেঘের সমান বর্ণবিশিষ্ট এবং মেঘেরই সদৃশ কান্তিমান্ বলাভিমানী দেবদ্রোহী দৈত্য বিরূপাক্ষপিণ্ড ভগবান্ নরসিংহের উপর আক্রমণ করিলেন। ৮-১০

তখন যুদ্ধস্থলে ঐকারসহিত ভগবান্ নরসিংহ উড়িয়া গিয়া নিজের তীক্ষ্ণ ও বড় বড় নখসমূহের দ্বারা সেই অসুর বিরূপাক্ষপিণ্ড বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করত তাহাকে বধ করিলেন। ১৪

সেই দৈত্যের বিনাশে পৃথিবী, লোক, চন্দ্র, আকাশ, গ্রহ, সূর্য্য, সমস্ত দিক্, নদী, পর্ব্বত ও মহাসাগর—এই সবই প্রকাশিত (উদ্ভাসিত) হইয়া উঠিল। ১৫

তখন অত্যন্ত আনন্দিত দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ নানা প্রকার স্তোত্রের দ্বারা সনাতন আদিদেব ভগবান্ নরসিংহের স্তুতি করিতে লাগিলেন। ১৬

দেবগণ বলিলেন,—দেব! আপনি যে এই নরসিংহ-রূপ ধারণ করিয়াছেন, আপনার এই রূপের কার্য্য ও কারণ অথবা

বৃত্ত ও বর্ত্তমান বিষয়ে অভিজ্ঞ বিধান পুরুষগণ আরাধনা করিবেন। ১৭

প্রভো! সমস্ত লোকসমূহে অথবা সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে আপনার এই মূর্ত্তিরূপ বিখ্যাত হইবে। মুনিগণও সদা 'মূর্ত্তেস্ত' বলিয়া আপনার স্তবগান করিবেন। প্রভো! আপনার কৃপায় আমরা সকলে নিজেদের অনুদ্বিগ্ন স্থান পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম। ১৮

দেবসমূহের এই কথা বলিলে পর মহাত্মনী নরসিংহ অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার পর ব্রহ্মাও অভিলষিত হর্ষের সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর স্তুতি করিলেন। ১৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবন্! আপনি অবিনাশী, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, ষোগেশ্বর পরম তত্ত্ব ও কূটস্থ। আপনার কেহ কর্ত্তা নাই। আপনি স্বয়ংই সকলের কর্ত্তা। আপনিই রোদ্ধ-লোক-রহিত সনাতন ব্রহ্ম। ২০

সাংখ্যযোগে যে তত্ত্বার্থনিষ্ঠ বুদ্ধি, তাহাকে আপনি জানেন। আপনি জ্ঞানস্বরূপ অমূর্ত্তমাত্মা সনাতন এবং ধ্রুব পরমাত্মা। ২১

আপনিই বাক্ত অব্যক্ত ও অব্যক্ত কারণ। আপনার স্তবন হইলেই এই সম্পূর্ণ জগতের পূজা হইয়া যায়। দেব! আমরা

চতুর্ব্বিভক্তমূর্ত্তিস্থঃ সর্ব্বলোকবিভূষ্ণুরুঃ।
চতুর্মুখসহস্রেশ সর্ব্বলোকস্তুতাস্তুতঃ ॥ ১৩
প্রতিষ্ঠা সর্ব্বভূতানামনন্তবলপৌরুষঃ।
কপিলশ্চন্তরাত্মা চ যতীনাং পরমা গতিঃ ॥ ১৪
অনাদিরাদিরনিধনঃ সর্ব্বাত্মা পুরুষোত্তমঃ।
স্রষ্টা ত্বং ভূক্ত সংহর্ত্তা ত্বমেকো লোকভাবনঃ ॥ ১৫
ভবান্ ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ মহেন্দ্রো বরুণো যমঃ।
ভবান্ কর্ত্তা বিকর্ত্তা চ লোকানাং প্রভুরব্যয়ঃ ॥ ১৬
পরাক সিদ্ধির পরমক দেবঃ
পরক মন্ত্র পরমঃ যমশ্চ
পরক ধর্ম্মঃ পরমঃ বলশ্চ
ত্বামাহুরগ্র্যাঃ পুরুষং পুরাণম্ ॥ ১৭
পরক সত্যং পরমঃ রবিশ্চ
পরং পবিত্রং পরমক মার্গম্।
পরক হোত্রং পরমক যজ্ঞঃ
ত্বামাহুরগ্র্যাঃ পুরুষং পুরাণম্ ॥ ১৮
পরাং শক্তীরঃ পরমক ধাম
পরক যোগঃ পরমাক যাশ্চ

আপনারই স্বরূপ। আপনিই আমাদের সকলের আত্মা এবং আপনিই আমাদের সকলের প্রভু। ১১

আপনার মূর্ত্তি বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয়—এই চার ভাগে বিভক্ত। আপনি সমস্ত জগতে ব্যাপক ও সকলের গুরু। এক সহস্র চতুর্মুখ ধারণ করিলে পর আপনিই সমস্ত লোক-সকলের অন্তকারী কর্ত্তা ও কারী বলিয়া জানা যান। ১৩

আপনিই সমস্ত ভূতগণের প্রতিষ্ঠা (আধার)। আপনার বল ও পৌরুষ অনন্ত। কপিলাদি যতিগণের (সাধনা যোগিগণের) পরম গতি ও পনিই। ১৪

আপনি আদি, মধ্য ও অন্তরহিত সর্ব্বাত্মা পুরুষোত্তম। একমাত্র আপনিই সৃষ্টি, সংহার এবং জগতের পালনকারী। ১৫

আপনিই ব্রহ্মা, রুদ্র, মহেন্দ্র, বরুণ ও যম। আপনিই কর্ত্তা ও বিকর্ত্তা (সংহর্ত্তা)। সমস্ত লোকসকলের প্রভুও আপনিই। ১৬

বিদ্বান্ পুরুষগণ আপনাকেই পরম সিদ্ধি, পরম দেবতা, পরম মন্ত্র পরম যম, পরম ধর্ম্ম, পরম বল এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ বলেন। ১৭

জ্ঞানী পুরুষগণ আপনাকেই পরম সত্য, উৎকৃষ্ট রবিস্ব,

পরং রহস্যং পরমাং গতিঞ্চ
ত্বামাহুরগ্র্যাঃ পুরুষং পুরাণম্ ॥ ১৯
পরং পরস্তাপি পরঞ্চ ব্রহ্ম পরং
পরং পরস্তাপি পরঞ্চ দেবম্।
পরং পরস্তাপি পরং প্রভুঞ্চ
ত্বামাহুরগ্র্যাঃ পুরুষং পুরাণম্ ॥ ৩০
পরং পরস্তাপি পরং প্রধানং
পরং পরস্তাপি পরঞ্চ তত্ত্বম্।
পরং পরস্তাপি পরঞ্চ ধাতা
ত্বামাহুরগ্র্যাঃ পুরুষং পুরাণম্ ॥ ৩১
পরং পরস্তাপি পরং হরিঞ্চ
পরং পরস্তাপি পরং পরং ব্রহ্ম।
পরং পরস্তাপি পরং তমশ্চ যৎ
ত্বামাহুরগ্র্যাঃ পুরুষং পুরাণম্ ॥ ৩২
পরং পরস্তাপি পরং পরায়ণং
পরঞ্চ শুক্লঞ্চ পরঞ্চ ধাম
পরঞ্চ যোগং পরমং প্রভুঞ্চ
ত্বামাহুরগ্র্যাঃ পুরুষং পুরাণম্ ॥ ৩৩

পরম পবিত্র সর্ব্বোত্তম মার্গ (গতিবা পথ), উত্তম অগ্নিহোত্র, পরম যজ্ঞ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ বলেন। ১৮

বিদ্বান্ পুরুষগণ পরম শক্তীর, পরম ধাম, পরম যোগ, সর্ব্বোত্তম বাণী, পরম রহস্য, পরম গতি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ। ১৯

পর হইতেও পর যে পরাৎপর তত্ত্ব, পর হইতেও যে পরম দেবতা এবং পর হইতেও যে পরম প্রভু, তাহা আপনিই। জ্ঞানী পুরুষগণ আপনাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ বলেন। ৩০

পর হইতেও পর যে পরাৎপর তত্ত্ব, পর হইতেও পর যে পরম উত্তম এবং পর হইতেও পর যে পরম ধাতা, তাহা আপনিই। বিদ্বান্ পুরুষগণ আপনাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ বলেন। ৩১

পর হইতেও পর যে পরম হরিঃ, পর হইতেও পর যে পরাৎপর ব্রহ্ম এবং পর হইতেও পর যে পরম তম, তাহা আপনিই। আপনাকেই ঋষি-মুনিগণ শ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ বলিয়া অভিহিত করেন। ৩২

পর হইতেও পর যে পরম পরায়ণ (উৎকৃষ্ট আশ্রয়দাতা), তাহা আপনিই। জ্ঞানী পুরুষগণ ও আপনাকেই পরম শুক্ল,

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্ত্বা স ভগবান্ সর্বলোকপিতামহঃ।
স্তুত্বা নারায়ণং দেবং ব্রহ্মলোকং গতঃ প্রভুঃ ॥ ৩৪
ততো নবঘনশ্যামো নৃত্যন্তীষ্বপ্সরাসু চ।
ক্ষীরোদস্যোত্তরং কূলং জগাম প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ৩৫
নারসিংহীং তনুং ত্যক্ত্বা স্বাপগিত্বা চ তদ্বপুঃ।
পৌরাণং রূপমাস্থায় যযৌ স গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৩৬

অষ্টচক্রেণ যানেন ত্রিসপ্তকুল শোভিনা।
অব্যক্তপ্রকৃতির্দেবঃ খস্থানমগমৎ প্রভুঃ ॥ ৩৭
এবং মহাত্মনা তেন নৃসিংহবপুষা তথা।
দেবেন নিহতঃ পূর্বং হিরণ্যকশিপুস্তদা ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
নারসিংহপ্রাদুর্ভাবে হিরণ্যকশিপুবধকথনে
সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

পরম ধাম, পরম যোগ, পরম প্রভু এবং শ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ বলেন। ৩৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপ বলিয়া ও নারায়ণদেবের স্তুতি করিয়া সর্বলোকপিতামহ সর্বসমর্থ ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ৩৪

তদনন্তর যখন বাদ্যসমূহ বাজিতে লাগিল এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন সকলের প্রভু ভগবান্ শ্রীহরি ক্ষীরসাগরের উত্তর তীরে চলিয়া যাইলেন। ৩৫

নরসিংহ-রূপ ত্যাগ করত তাঁহার প্রতিমাস্বরূপ নিজ করিয়া ভগবান্ গরুড়ধ্বজ পুরাণপ্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ রূপ অবলম্বন করত নিজ ধামে গমন করিলেন। ৩৬

সর্বসমর্থ ভগবান শ্রীহরি অষ্টক প্রকৃতিবিশিষ্ট। তিনি পঞ্চভূতনিশ্চিত অথবা ঐশ্বর্যযুক্ত, অষ্ট চক্রযুক্ত ও সোতাগ্যশালী রথের দ্বারা নিজের স্থানে গমন করিলেন। ৩৭

এইরূপে সেই মহান নরসিংহরূপধারী সেই পরমাত্মা ভগবান বিষ্ণু পূর্বকালে হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন। ৩৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে নরসিংহাবতারপ্রসঙ্গে হিরণ্যকশিপু বধবর্ণনবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[বামনাবতার বর্ণনোপক্রম; বলির অভিষেক; ত্রৈলোক্যরাজ্যায় বলিং প্রতি দৈত্যানামনুরোধোক্তি।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

নৃসিংহ এষ কথিতো ভূয়োঽয়ং বামনোঽপরঃ।
যত্র বামনমাস্থায় রূপং রূপবিদাং বরঃ ॥ ১
বলের্বলবতো যজ্ঞে বলিনা বিষ্ণুনা পুরা।
ত্রিভির্মৈত্রিভিরাক্রম্য ত্রৈলোক্যমখিলং হৃতম্ ॥ ২
সমুদ্রবসনা চোর্ব্বী নানানগবিভূষিতা।

ক্রান্তা দত্তা সুরেন্দ্রায় শক্রায় প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৩

জনমেজয় উবাচ।

অত্র মে সংশয়ো ব্রহ্মন্নত্র কৌতূহলং মহৎ।
কথং নারায়ণো দেবো বামনত্বমুপাগতঃ ॥ ৪
যঃ পুরাণে পুরাণাত্মা ভূতা নারায়ণঃ প্রভুঃ।
পদ্মনাভো মহাবাহুর্লোকানাং প্রকৃতিশ্চ যঃ ॥ ৫

তিনি নিজের তিন পদের বিক্রমের দ্বারা যথাক্রম পদের পরিমাণ অনুসারে মাপ করত স্বাপনের দ্বারা সম্পূর্ণ ত্রিলোকের রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন। ২

প্রভাবশালী শ্রীহরি নানাপ্রকার পর্বতসমূহে বিভূষিত ও সমুদ্রবসনা যজ্ঞে আহূতাদি পৃথিবীকে বলির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। ৩

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! এবিষয়ে আমার যেমন সন্দেহ হইতেছে, সেরূপ অত্যন্ত কৌতূহলও হইতেছে। ভগবান্ নারায়ণদেব কেন বামন-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন? ৪

যাঁহাকে পুরাণে পুরাণাত্মা। পুরাতন পুরুষ ও অধ্যাত্মী

অনাদিমধ্যনিধনস্ত্রৈলোক্যাদিঃ সনাতনঃ
দেবদেবঃ সুরাধ্যক্ষঃ কৃষ্ণো লোকনমস্কৃতঃ ॥ ৬
হয়াকব্যবহঃ শ্রীমান্ হয়াকব্যভুগব্যয়ঃ
অদিত্যাং দেবমাতৃষ্যাং কথং গর্ভত্বমেষ্যতি প্রভুঃ।
স্রষ্টা যো বাসবস্যাপি স কথং বাসবানুজঃ ॥ ৭
প্রসূতো দেবদেবেশঃ বিষ্ণুরাত্মা প্রভুর্যান্ কথম্।
এতদাচক্ষ্ব নো বিপ্র প্রাচুর্ভূতং মহাত্মনঃ ॥ ৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণু রাজন্ কথাং দিব্যামৃষিভিঃ পুরুষৈর্বৈঃ।
পুরাণৈঃ কবিভিঃ প্রোক্তাং ব্রহ্মোক্তাং ব্রাহ্মণেরিতাম্ ॥৯
মারীচস্তু সুতশ্চক্রে কশ্যপস্তু প্রজাপতেঃ।
অদিতিদিতির্দ্বে ভার্যে তস্যাস্তু জনমেজয় ॥ ১০
অদিত্যাং জজ্ঞিরে দেবাঃ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
ধাতার্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশো ভগস্তথা ॥ ১১
ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ পর্জন্যস্তো দশস্তথা।
তথৈকাদশমস্তষ্টা দ্বাদশো বিষ্ণুরুচ্যতে ॥ ১২
দিত্যাং জাতৌ হি বলবান্ হিরণ্যকশিপুঃ প্রভুঃ।
তস্যানুজস্তু দৈত্যেন্দ্রো হিরণ্যাক্ষঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৩
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাঃ পঞ্চ ঘোরপরাক্রমাঃ।
প্রহ্লাদশ্চৈব সংহ্লাদস্তথানুহ্লাদ এব চ।
হ্রদশ্চৈব তু ক্ষিত্তশ্চ পঞ্চমোঽনুহ্লাদতস্তথা ॥ ১৪
বিরোচনস্তু প্রাহ্লাদিস্তস্য পুত্রো বলিঃ স্মৃতঃ।
পুত্র-পৌত্রেষু বলবাংস্তস্যাঙ্কগতবায়ুঃ ॥ ১৫
তেজস্বিনাং সুরারীণাং দৈত্যেন্দ্রাণাং মনস্বিনাম্।
গণাঃ সুবহুশো রাজন্ দেশে কোশে সংস্থিতাঃ ॥ ১৬
তে দৃষ্ট্বা নারসিংহেন হিরণ্যকশিপুং হতম্।
দৈত্যা দেববধার্থায় বলিমিন্দ্রং প্রচক্রিরে ॥ ১৭
দৃষ্ট্বা ধর্মপরং নিত্যং সত্যবাক্যং জিতেন্দ্রিয়ম্।
সৌর্যাধারনসম্পন্নং সর্বজ্ঞানবিশারদম্ ॥ ১৮

ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ পর্জন্যস্তো দশস্তথা। তথৈকাদশমস্তষ্টা দ্বাদশো বিষ্ণুরুচ্যতে ॥ ১২ দিত্যাং জাতৌ হি বলবান্ হিরণ্যকশিপুঃ প্রভুঃ। তস্যানুজস্তু দৈত্যেন্দ্রো হিরণ্যাক্ষঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৩ হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাঃ পঞ্চ ঘোরপরাক্রমাঃ। প্রহ্লাদশ্চৈব সংহ্লাদস্তথানুহ্লাদ এব চ। হ্রদশ্চৈব তু ক্ষিত্তশ্চ পঞ্চমোঽনুহ্লাদতস্তথা ॥ ১৪ বিরোচনস্তু প্রাহ্লাদিস্তস্য পুত্রো বলিঃ স্মৃতঃ। পুত্র-পৌত্রেষু বলবাংস্তস্যাঙ্কগতবায়ুঃ ॥ ১৫ তেজস্বিনাং সুরারীণাং দৈত্যেন্দ্রাণাং মনস্বিনাম্। গণাঃ সুবহুশো রাজন্ দেশে কোশে সংস্থিতাঃ ॥ ১৬ তে দৃষ্ট্বা নারসিংহেন হিরণ্যকশিপুং হতম্। দৈত্যা দেববধার্থায় বলিমিন্দ্রং প্রচক্রিরে ॥ ১৭ দৃষ্ট্বা ধর্মপরং নিত্যং সত্যবাক্যং জিতেন্দ্রিয়ম্। সৌর্যাধারনসম্পন্নং সর্বজ্ঞানবিশারদম্ ॥ ১৮

আত্মা) বলা হইয়াছে যিনি সর্বদেবার্থ হইতেও এক পৃথক জনে নারায়ণরূপে গণন করেন, যাঁহার নাভি হইতে ব্রহ্মাণ্ড-কমল প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, যিনি সমস্ত লোকসকলের প্রকৃতি (উপাদান কারণ), যিনি ব্রহ্ম (নিত্য), যিনি জ্যোতি, যজ্ঞ ও অন্নস্বরূপ, যিনি তিন লোকের আদি কারণ, সনাতন, দেবাদিদেব, সুরাধ্যক্ষ, সচ্চিদানন্দঘনরূপ, বিশ্বপালিত হব্য ও কব্যবহনকারী, শ্রীসম্পন্ন, যজ্ঞ ও হাবের ভোক্তা এবং অবিনাশী পরমাত্মা, সেই সর্বব্যাপী ভগবান বিষ্ণু দেবমাতা অদিতির গর্ভে কেন আসিলেন? যিনি ইন্দ্রেরও স্রষ্টা, তিনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেন হইলেন? যদি সেই দেবদেবেশের অদিতির গর্ভ হইতে উৎপত্তি হইয়া থাকেন, তবে সেই যাবতলোকের বিভুত্ব (স্বাধীনত্ব) কিরূপে লাভ হইল? আমার এই প্রশ্নের উত্তর দান করিতে করিতে আপনি পরমাত্মা নারায়ণদেবের বামনাবতারের কথা আমাকে বলুন ॥ ৫-৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এই দিব্য কথা শ্রেষ্ঠ ঋষিগণের দ্বারা পূর্বিত, পুরাণসকল ও ব্রিকালদর্শী বিদ্বানগণের দ্বারা বর্ণিত, বেদমন্ত্রসমূহের দ্বারা প্রতিপাদিত এবং ব্রাহ্মণগণের দ্বারা কথিত। তুমি ইহা (সাবধানে) শ্রবণ কর ॥ ৯

জনমেজয়! মরীচিপুত্র দেবেশ্বর প্রজাপতি কশ্যপের ভার্যাগণের মধ্যে দুই জন প্রধান ছিলেন—অদিতি ও দিতি। ইহাঁরা উভয়ে সহোদরা ভগিনী ছিলেন ॥ ১০

মহাত্মা কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্ পূষা, বলবান্ পর্জন্য, একাদশে দ্রষ্টা ও দ্বাদশে বিষ্ণু বলিয়া কথিত হন ॥ ১১-১২

(কশ্যপের ঔরসে) দিতির গর্ভ হইতে বলবান্ ও সার্বভৌমশালী হিরণ্যকশিপু এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপশালী দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ এই দুই পুত্র উৎপন্ন হয় ॥ ১৩

হিরণ্যকশিপুর ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী পাঁচ পুত্র হয়। তাহাদের নাম—প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ, হ্রদ, পঞ্চমে পরাক্রমশালী ক্ষিত্ত ও পঞ্চমে অনুহ্লাদ ॥ ১৪

প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন ও বিরোচনের পুত্র বলি। ইহাদের সকলের পুত্র-পৌত্রগণ অত্যন্ত বলবান, অক্ষয় ও অবিনাশী পরম্পরাবিশিষ্ট ছিল ॥ ১৫

রাজন্! এই তেজস্বী ও মনস্বী দেবদ্রোহী দৈত্যরাজগণের সহস্র সহস্র সন্তান দেশে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ১৬

ভগবান্ নরসিংহ কর্তৃক হিরণ্যকশিপুকে নিহত হইতে দেখিয়া দৈত্যগণ দেবতাদিগকে বধ করিবার জন্য রাজা বলিকে নির্বাচনের ইচ্ছা করিল ॥ ১৭

বলি সদা ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সৌর্যশালী, ধারণাসম্পন্ন, সর্বজ্ঞানবিশারদ, পরাক্রম জগতের জ্ঞাতা, তত্ত্বজ্ঞানী, অবিনাশী, তেজস্বী ও হিরণ্যকশিপুরই তুল্য শক্তিশালী দৈত্য

পরাবরজ্ঞস্ত্রীলোকং তত্ত্বদর্শিনমব্যয়ম্
তেজস্বিনং সুরারিঘ্নং হিরণ্যকশিপুং প্রভো ॥ ১৯

অভিষেকেণ দিব্যেন বলিং বৈরোচনিং তথা
দৈত্যাধিপত্যে দিতিজাস্তদা সর্বেঽভ্যষেচয়ন্ ॥ ১০

অভিষিক্তস্তদা দৈত্যৈর্বলির্বলবতাং বরঃ
ব্রহ্মণা চৈব তুষ্টেন হিরণ্যকশিপোঃ পদে ॥ ১১

অভিষিক্তোঽসুরগণৈর্বলির্বৈরোচনিস্তদা।
কাঞ্চনৈঃ কলসৈঃ স্ফীতৈঃ সর্বতীর্থাম্বুসংবৃতৈঃ ॥ ১২

জয়শব্দাস্তদোচ্চক্রুরভিষিক্তস্য দানবাঃ।
বলেরভুলবীর্যস্য সিংহাসনগতস্য বৈ ॥ ১৩

কৃতেন্দ্রা দানবাঃ সর্বে বলিং বলবতাং বরম্
তুষ্টো বিজ্ঞাপয়ামাসুঃ শিরোভিঃ পতিতাঃ ক্ষিতৌ ॥ ১৪

ছিলেন, তাঁহার এই সব ৩৭ দেখিয়া সেই সময় সমস্ত দৈত্যগণ বিরোচন-পুত্র বলিকে দিয়া অভিষেকের দ্বারা দৈত্যেন্দ্র-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পূজা করিল। ১৮-২০

দৈত্যগণের দ্বারা বলবানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলি অভিষিক্ত হইলে পর সত্বর ব্রহ্মাও অসুরগণের সহিত সমস্ত তীর্থের জলে পূর্ণ স্বর্ণের বহু বহু কলসের দ্বারা বিরোচনকুমার বলিকে হিরণ্যকশিপুর রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ২১-২২

অভিষিক্ত হইয়া যখন অনুপম পরাক্রমশালী বলি সিংহাসনে আসীন হইলেন, তখন সমস্ত দানবগণ তাঁহার জয়জয়কার করিতে লাগিল। ২৩

বলবানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিকে ইন্দ্র করিয়া সমস্ত দানবগণ ভূতলে মস্তক রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং এইরূপ নিবেদনের অভিপ্রায় নিবেদন করিল। ২৪

দৈত্যগণ বলিল,—দৈত্যেন্দ্র। আপনার ইহা নিশ্চয়ই জানা আছে যে, পূর্বে চরাচর ত্রাণিগণের সহিত এই সারা

দৈত্যা ঊচুঃ

বিদিতং তব দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপোর্যথা।
ত্রৈলোক্যমাসীদখিলং তপসা স্বাবরজঙ্গমম্ ॥ ১৫
পিতামহং তু ভূত্বা তে সুরশ্রেষ্ঠনিষূদন।
হৃতং তদেব ত্রৈলোক্যং শক্রত্বেনাভিবেষ্টিতম্ ॥ ১৬
তৎ পিতামহরাজ্যং স্বং প্রত্যাহর্তুমিহার্হসি
অস্মাভিঃ সহিতো নাথ ত্রৈলোক্যামিদমব্যয়ম্ ॥ ১৭
প্রত্যানয়স্ব ভদ্রং তে রাজ্যং শৈত্যামহং প্রভো ॥ ১৮

অসুরগণসঙ্ঘসংবৃতস্ত-

স্য নিবি দেবগণান মহাসুতাবান
অমিতবলপরাক্রমোঽসি রাজ-
ন্নভিসরসে স্বগুণৈঃ পিতামহং স্বম ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি বামনে বলেরভিষেকো নামাষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

ত্রিভুবন হিরণ্যকশিপুর অধিকারে ছিল। ১৫

সুরেশ্বরনিষূদন! দেবতাগণ আপনার পিতামহ (প্রপিতামহ) হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া সেই সময়েই তিন লোকের রাজ্য হরণ করে এবং ইন্দ্রকে তাহার রাজপদে অভিষিক্ত করে। ১৬

নাথ! অতএব এখন আপনি আমাদের সহিত যাইয়া নিজের পিতামহের রাজ্য যাহা পরম্পরাক্রমে সত্য অক্ষয়, সেই ত্রিভুবনকে ফিরাইয়া আনুন। প্রভো! আপনার কল্যাণ হউক; আপনি নিজের পিতামহের রাজ্যকে পুনরায় অধিকার করুন। ১৭-১৮

রাজন্! আপনি অনন্ত বল-পরাক্রমশালী এবং নিজের গুণসমূহে পিতামহ হিরণ্যকশিপু হইতেও শ্রেষ্ঠ; অতএব সহস্র সহস্র অসুরগণে পরিবৃত হইয়া আপনি দেবলোকে গমন করুন মহাসুতাব দেবতাদিগকে জয় করুন। ১৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বামনাবতার-প্রসঙ্গে বলির অভিষেকনামক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[দেবৈঃ সহ যুদ্ধঃ কর্তুং দৈত্যানামুদ্যোগঃ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

নিশম্য তেষাং বচনং মহামতি-
র্বলিস্তদা প্রীতমনা মহাবলঃ
আজ্ঞাপয়ামাস স দৈত্যকোটিং
ত্রৈলোক্যমন্থৈব তরাম সর্বম্ ॥ ১

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বলের্বৈরোচনস্য তু ।
উদ্যোগং পরমং চক্রুর্দানবা যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥ ২

মহাপদ্মো নিকুম্ভশ্চ কুঞ্জরশ্চ বীর্যবান্ ।
কাঞ্চনাক্ষঃ কপিস্কন্ধো মৈনাকঃ ক্ষিতিকম্পনঃ ॥ ৩

শিতকেশোর্ধ্বকুম্ভশ্চ বহুনাডঃ শিখী জটী ।
সহস্রবাহুবিকটো ব্যাঘ্রাক্ষঃ শিতদর্শনঃ ॥ ৪

একাক্ষ একপাদশ্চ বিদ্যুজ্জিহ্বশ্চতুর্ভুজঃ
গজোদরো গজশিরা গজস্কন্ধো গজেন্দ্রপ ॥ ৫

অষ্টদংষ্ট্রশ্চতুর্বক্ত্রো মেঘনাদী জলন্ধরঃ
করালো ঘণ্টালিজিহ্বাস্তাম্রাক্ষঃ শতলোচনঃ ॥ ৬

সহস্রপাদঃ সুমুখঃ কৃষ্ণশ্চৈব মহাসুরঃ ।
রণোৎকটো দানপতিঃ শৈলকম্পী কুলাকুলিঃ ॥ ৭

সমুদ্রো রত্নসংকটো ঘৃষ্টশ্চৈব মহাসুরঃ ।
গোত্রজো গোক্ষুরো রৌদ্রো গোপস্তু খড়্গিকো ধ্রুবঃ ॥ ৮

মাংসলো মাংসভক্ষশ্চ বেগবান্ কেতুমালিকি ।
পদ্মদিগ্ধশরীরশ্চ বৃহৎকীর্তির্মহাদ্যুতিঃ ॥ ৯

সমপ্রভো বিভুস্তাণ্ডো বিরূপাক্ষো মহোদরঃ ।
শ্বেতশীর্ষশ্চন্দ্রহনুশ্চন্দ্রতাপনঃ ॥ ১০

বিস্তরো দীর্ঘবাহুশ্চ নন্দপো নাকতাপনঃ ।
তালজঙ্ঘো মহাজাগ্রঃ সরভঃ শলভঃ ক্রুধঃ ॥ ১১

সমুদ্রমথনো নাদী বিততশ্চ মহাবলঃ
প্রলম্বো নরকো ব্যালী মেঘুকঃ কাললোচনঃ ॥ ১২

বসিষ্ঠশ্চ গরিষ্ঠশ্চ বৃত্তলোমা তলা বিধুঃ ।
চন্দ্রসাদঃ কিরীটী চ সূচীবক্ত্রো মহাসুরঃ ॥ ১৩

সুবাহুঃ কঙ্কবাহুশ্চ করণঃ কলসোদরঃ ।
সোমপো দেববাহী চ প্রবরো বীরমর্দনঃ ॥ ১৪

সুপথঃ খণ্ডমুক্তিশ্চ শিখিনেত্রঃ শিখিধ্বজঃ ।
যথাস্মৃতি ময়া প্রোক্তা নরীচেঃ কীর্তিবর্ধনাঃ ॥ ১৫

এতে চান্যে চ বহবো নানাচূর্ণবিভূষিতাঃ
রথৈর্বৈহসমাযুক্তৈর্যযুর্যোদ্ধুমহর্নিশম্ ॥ ১৬

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দৈত্যদিগের উদ্যোগ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই দৈত্যগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল ও মহামতি বলি সেই সময় মনে মনে প্রসন্ন হইলেন। তিনি কোটি দৈত্যকে আজ্ঞা করিলেন—আমরা সাত্রা ত্রৈলোক্যজয়ের উদ্যোগ কর ॥ ১

বিরোচন-পুত্র বলির এই ইসমাদৃশক বাক্য শ্রবণ করিয়া দানবগণ হাষ্টমনে বিশেষভাবে উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া দিল ॥ ২

মহাপদ্ম, নিকুম্ভ, পরাক্রমশালী কুঞ্জরকর্ণ, কাঞ্চনাক্ষ, মৈনাক, ভিত্তিকম্পন, শিতকেশ, ঊর্ধ্বকুম্ভ, বহুনাড, শিখী, জটী, সহস্রবাহু, বিকট, ব্যাঘ্রাক্ষ, তীক্ষ্ণদর্শন, একাক্ষ, একপাদ, বৃত্ত, বিদ্যুজ্জিহ্ব, চতুর্ভুজ, গজোদর, গজশিরা, গজস্কন্ধ, গজেন্দ্র, অষ্টদংষ্ট্র, চতুর্বক্ত্র, মেঘনাদী, জলন্ধর, করাল, ঘণ্টালিজিহ্বাক্ষ, তাম্রাক্ষ, শতলোচন, সহস্রপাদ, সুমুখ, মহাসুর কৃষ্ণ, রণোৎকট, দানপতি, শৈলকম্পী, কুলাকুলি, সমুদ্র, রত্নসংকট, ঘৃষ্ট, মহাসুর বৃত্ত, গোত্রজ, গোক্ষুর, রৌদ্র, গোপস্তু, খড়্গিক, ধ্রুব, মাংসল, মাংসভক্ষক, বেগবান্, কেতুমান্, শিখি, পিঙ্গদিগ্ধশরীর, বৃহৎ-কীর্তি, মহাদ্যুতি, সমপ্রভ, বিভুস্তাণ্ড, বিরূপাক্ষ, মহোদর, শ্বেতশীর্ষ, চন্দ্রহনু, চন্দ্রতাপন, বিস্তর, দীর্ঘবাহু, নন্দপ, নাকতাপন, তালজঙ্ঘ, মহাজাগ্র, সরভ, শলভ, ক্রুধ, সমুদ্রমথন, নাদী, মহাবল বিততক, প্রলম্ব, নরক, ব্যালী, মেঘুক, কাললোচন, বসিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, বৃত্তলোমা, বিধু, চন্দ্রসাদ, কিরীটী, মহাসুর সূচীবক্ত্র, সুবাহু, কঙ্কবাহু, করণ, কলসোদর, সোমপ, দেববাহী, প্রবর, বীরমর্দন, সুপথ, খণ্ডমুক্তি, শিখিনেত্র ও শিখিধ্বজ—এই মরীচির বংশের কীর্তিবর্ধক দৈত্যগণ আমি নিজের স্মরণশক্তি অনুসারে এখানে বলিলাম। ইহারা এবং আরও বহুসংখ্যক শত্রুকর্দনকারী দৈত্যবীরগণ নানাবিধ আভরণে বিভূষিত হইয়া কয়েক সহস্র রথসমূহের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল ॥ ৩-১৬

বিদ্যাধরধরা দৈত্যা দিব্যমাল্যানুলেপনাঃ।
দিব্যৈশ্চন্দ্র কবচৈশ্চন্দ্রা দিব্যৈশ্চোচ্ছ্রিতৈর্ধ্বজৈঃ ॥ ১৭
বিদ্যাযুদ্ধধরা দৈত্যা গর্জন্তো বলদর্পিতাঃ।
বৃষদ্ধ্বজবধোদ্যুক্তা চালয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ১৮
মহাবলা দিব্যবলাস্ত্রধারিণো
ভুজঙ্গভোগপ্রতিমৈর্মহাভুজৈঃ।
সুদুর্জয়া দৈত্যবৃষাঃ সুদারুণো
বিভিদ্রিয়া লোহিতলোহিতেক্ষণাঃ ॥ ১৯
তে জগ্মুরর্কজ্বলনেন্দ্রযোগিনা
মহেন্দ্রবজ্রাশনিতুল্যবেগাঃ।
বিবৃত্তদংষ্ট্রা ধ্বজিনীমুখেষ্বথা
বিবর্ধমানাঃ শরদীব মেঘাঃ ॥ ২০
সমস্তবাহুর্বধান্ত বলঃ পুরো মহাবলঃ
বধাস্তিরথকোটযা বৈ সমন্তস্য মহাবলঃ ॥ ২১

সমস্ত দৈত্যবধূই দিব্য বস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, দিব্য মালা ও অনুলেপনে বিভূষিত ছিল, দিব্য কবচসমূহ অঙ্গে ধারণ করিয়াছিল এবং তাহাদের দিব্য ও উচ্চ ধ্বজ সকল উচ্ছ্রিত ছিল। ১৭

সমস্ত দৈত্যবধূই দিব্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, মেঘের সদৃশ গর্জন করিতেছিল এবং বলসহকারে পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে যাইতে লাগিল। ১৮

এই মহাবল দৈত্যবধূ দিব্যাস্ত্রশিক্ষাসম্পন্ন অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, এবং সর্প-শরীরতুল্য মাংসল (মোটা) ও বিশাল বাহুসমূহের দ্বারা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ছিল। দেবপক্ষ এই দৈত্যদের বধকল্পে বিভিন্ন প্রিয় পুত্র ছিল। ইহাদের সকলেরই নেত্র লোহিত হইতেও যে লোহিতবর্ণ (রক্তবর্ণ) ছিল। ১৯

ইহারা সূর্য, অগ্নি ও ইন্দ্রের সদৃশ পরাক্রমশালী ছিল। ইন্দ্রের বজ্র ও অশনিতুল্য ইহাদের বেগ ছিল। ইহারা নিজেদের বলসমূহ সদা উদ্যুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ইহাদের কেশরাশি স্নিগ্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ ছিল। ইহারা সমরকালের মেঘের সমান নিনাদ বর্ধিত হইতেছিল। ২০

অতি মহাবল পুত্র সমস্তবধূ বাণাসুর কোটি রথী ও অক্ষৌহিণী বীর বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধের জন্য কবচ ধারণ করত প্রস্তুত হইল। ২১

সকল দৈত্যই সমস্ত বাহনকে রণে (সাজাইয়া) ছিল। সকলেই বিদ্যাযুদ্ধসমূহের দ্বারা যুদ্ধ করিতে সক্ষম ছিল। সকলেই বলের মদে উন্মত্ত ছিল এবং সকলেই পূর্বের বর লাভ করিয়াছিল। ২২

সকলের শরীর রক্তের সমান লাল ছিল। সকলেই রেশমী পীতবস্ত্র পরিধান করিয়াছিল। সকলের ধ্বজাকের উপর কিরীট, পাগড়ী ও মুকুট শোভা পাইতেছিল এবং সকলেই দিব্য আভরণসমূহে বিভূষিত ছিল। ২৩

সকলের কবচ ও অঙ্গ সমস্তবধূসমূহ স্বর্ণময় ছিল। রথের উপর উপবিষ্ট হইয়া যে সৈন্যা বাহনের সমকালের আকাশে-প্রকাশমান গ্রহসকলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ২৪

ইহাদের রথে স্বর্ণনির্মিত সুন্দর পতাকাসমূহ অগ্নির জ্বালার ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। এই সব পতাকে বৃষিত সেই রথী বীরগণ স্বর্ণময় পর্ব্বতের শিখরে স্থিত পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষসকলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ২৫

ইহাদের সকলের মধ্যভাগে বাণাসুর বর্ষাকালে উন্নত (পরিপূর্ণ) মেঘের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। এই বাণাসুর বার হাত লম্বা এবং উনবিংশ ছিল এবং তাহার হস্তে অষ্টি ও খড়্গ শোভা পাইতেছিল। ২৬

তাহার রথে যে সব অস্ত্র, অঙ্গ ও যুধ ছিল তৎসমস্তই বিচিত্র শোভাসম্পন্ন ছিল। এই সব বিচিত্র প্রকারের চিত্রসমূহে সুশোভিত ছিল এবং এই রথ খড়্গ ও পরিঘাদি অস্ত্রসমূহে পূর্ণ ছিল এবং সর্বকালে বিভূষিত ছিল। ২৭

যেরূপ সূর্যদেবের গমনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বালখিল্য মুনিগণ গমন করেন, সেইরূপ সকল দৈত্যই বাণ সুরের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল। এই দৈত্যগণ নানা প্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত

পঞ্চ তস্য মহাবীর্য্যা দানবা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
রত্নকূ রথমধ্যস্থা ব্যাদিতাস্যা ভয়াবহাঃ ॥ ২৯
সুবাহুর্মেঘনাদশ্চ ভীমগর্জশ্চ বীর্য্যবান্।
তথা কনকমূর্দ্ধা চ বেগবান্ কেতুমানিতি ॥ ৩০
কনকরজতভক্তিচিত্রপার্শ্বে
পতদমপতিপ্রতিমে রথে স্থিতোঽভূৎ।
জলধরনিনদতুলানেমিঘোষে
সুরগণসৈন্যবধায় দানবেন্দ্রঃ ॥ ৩১
বলাসুরায়াঃ পুত্রস্য বলো নাম মহাসুরঃ।
হৃতঃ শতসহস্রেণ রথানাং ভীমবর্চ্চসাম্ ॥ ৩২
মুক্তাযুক্তসহস্রেণ রথমাস্থায় বীর্য্যবান্
নীলায়সময়ং ঘোরং বাহুসাক্ষং দুরুজ্জয়ম্ ॥ ৩৩
নীলাম্বরধরঃ শ্রীমান্ বৈদূর্য্যাচলসন্নিভঃ।
মহত্যা রথবেগেন প্রযযৌ দানবস্তদা ॥ ৩৪

তত্রৈকার্ণবসঙ্কাশে সৈন্যমধ্যে ব্যবস্থিতে।
প্রভাতসময়ে শ্রীমান্ সমুদ্রস্য ইবাংশুমান্ ॥ ৩৫
সুতপ্তজাম্বুনদচূলাবর্চ্ছসা
নিশাকরাকারতড়িদ্বিপাণ্ডরঃ।
কিরীটযুগ্যেন বিভাতি শোভিনা
যথা গিরিঃ শৃঙ্গবরেণ ভাস্বতা ॥ ৩৬
যষ্টী রথসহস্রাণি নমুচেঃসুরস্য বৈ।
ধ্বজযুক্তানি সর্ব্বাণি নেমিতুলারবাণি চ ॥ ৩৭
নানাপ্রহরণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে তে চিত্রযোধিনঃ।
মহাভ্রঘনসঙ্কাশা বেগবন্তো মহাবলাঃ ॥ ৩৮
রথো ব্যাঘ্রসহস্রেণ যুক্তঃ পরমবীর্য্যবান্
নমুচেঃসুপ্রযুক্তস্য সর্ব্বশস্ত্রবিচূর্ণিতঃ ॥ ৩৯
শার্দ্দূলচিহ্নঃ শুশুভে তস্য কেতুর্হিরণ্ময়ঃ
রথমধ্যেঽসুরেন্দ্রস্য মহাস্থিনদবির্ষণঃ ॥ ৪০

ওহার ছিল এবং তীক্ষ্ণ দন্তযুক্ত সর্পমুখের ন্যায় মনে হইতেছিল। ১৮

মহাপরাক্রমশালী পাঁচ জন দানবপতি দানব সামন্তিত হইয়া বাণাসুরের রথ রক্ষা করিতেছিল। এই পাঁচ জনের মুখ ব্যাদিত করিয়া থাকার অভিনয় করিলে প্রকৃত হইতেছিল। ১৯

এই পাঁচ দানবের নাম হইল—সুবাহু মেঘনাদ, সগর্জ্জমশালী ভীমবর্চ্চ, কনকমূর্দ্ধা ও বেগবানী কেতুমান্। ৩০

দেবগণের সৈন্যসিকে বধ করিবার জন্য দানবরাজ বলি যে রথের উপর বসিয়াছিলেন, তাহা সন্ধিযুক্ত বজ্রের সমান ছিল। ইহার পার্শ্বভাগে বিভাগ পূর্ব্বক স্বর্ণ ও রজতের চিত্র অঙ্কিত ছিল এবং এই রথের চক্রসমূহের ধ্বনি পক্ষ মেঘের গম্ভীর গর্জ্জনের ন্যায় শুনা যাইতেছিল। ৩১

বলাসুরের পুত্র বল নামক মহাসুর ওহরের ন্যায় এক লক্ষ রথী সৈন্যে পরিবৃত ছিল। ৩২

এই মহাবলশালী দৈত্য এক সহস্র মুক্তাযুক্ত রথে আরোহণ করত যুদ্ধের জন্য নির্গত হইয়াছিল। কাল লৌহনির্ম্মিত তাহার এই ওহরের রথ অন্যান্য রথের ন্যায় ছিল। ইহার উপর কাকচিহ্নযুক্ত ধ্বজ উড়িতেছিল। ৩৩

এই কান্তিমান্ দানব নীল বস্ত্রধারণ করিয়া বৈদূর্য্যমণির পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ইহার রথের বেগ অতিশয় তীব্র ছিল এবং এরূপ বলে করিয়াই বলাসুর যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করিল। ৩৪

ইহার সৈন্যের মধ্যভাগে যে বীরের সমান মনে হইতেছিল, এরূপ সৈন্যদলে সেই রাত্রি-শেষ ভাগের প্রভাতকালে সমুদ্রের মধ্যভাগে স্থিত সূর্য্যদেবের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ৩৫

ইহার সেই কিরীট অতিশয় তপ্ত জাম্বুনদ নামক সুবর্ণের সমূহ উজ্জ্বল ছিল এবং এই দানব রাত্রি চন্দ্রের সমান আকার ও বিদ্যুতের সমান প্রকাশশালি তপ্তসুবর্ণে সম্পন্ন ছিল। সেই শোভাশালী কিরীটের দ্বারা ওহার সেইরূপই শোভা হইতেছিল, যেরূপ কোনও পর্ব্বত নিজের সৌন্দর্য্যময় শৃঙ্গের শিখরের দ্বারা শোভা পাইতে থাকে। ৩৬

নমুচিনামক অসুরের অধিকারে ষাট হাজার রথ ছিল। সেই সব রথে যারা যোদ্ধারা ছিল তারা সকল রথই মেঘের তুল্য গম্ভীর শব্দ করিতেছিল। ৩৭

সেই সব রথ ও রথী নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ছিল এবং তাহারা বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিতে সমর্থ ছিল। ইহারা দেখিতে মহাদেবের ধনুষ্টঙ্কার ন্যায় ছিল এবং ইহারা বেগবান্ ও মহাবলশালী ছিল। ৩৮

অসুররাজ নমুচির রথ অন্যান্য বেগশালী ছিল এবং ইহাতে এক হাজার ব্যাঘ্র যোজিত ছিল। এই রথ সর্ব্বপ্রকার শস্ত্রসমূহে বিভূষিত ছিল। ৩৯

ইহার অগ্রে ব্যাঘ্রের চিহ্ন অঙ্কিত ছিল, ইহার দ্বারা সেই রথমধ্য অগ্র অতিশয় শোভা পাইতেছিল। অসুররাজ নমুচির যুদ্ধে এই অগ্র মধ্যাহ্নকালের সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। ৪০

স তীব্রবেগশ্চ মহাবলশ্চ
প্রগৃহ্য চাপং হিমবানিব স্থিতঃ
নীলাম্বরঃ ঝাঞ্জনপট্টনদ্ধো
দিবাগজেন্দ্রো যদুনচ্ছেত্তরুক্ষঃ ॥ ৪১

কিঙ্কিণীজালনির্ঘোষং তপনীয়বিভূষিতম্।
সপতাকধ্বজোপেতং সসজ্জামিব তোয়দম্ ॥ ৪২

চক্রেস্তুতিঃ সংযুক্তমষ্টনথায়তাস্তরম্
হেমজালাকুলঃ শ্রীমঃ কালচক্রমিবোদিতম্ ॥ ৪৩

নানাযুধধরঃ ঘোরঃ ব্যাঘ্রচর্মপরিচ্ছদম্।
ঐরাবতগণৈঃ কীর্ণং চিত্রভক্তিবিরাজিতম্ ॥ ৪৪

তূণীরশরসম্পূর্ণং শক্তিতোমরসঙ্কুলম্।
গদামুষলসংঘাতং চাপশরবিভূষিতম্ ॥ ৪৫

যুক্তমুক্তসহস্রেণ লম্বকেসরবর্চসা
রাজতেন বিকীর্ণেন শোভিতং সিংহকেতুনা ॥ ৪৬

স তেন শুশুভে দৈত্যো মহো মায়াবিসর্পিণা।
রথরত্নে স্থিতঃ শ্রীমান্ সুরত্নস্থ ইবাংশুমান্ ॥ ৪৭

বিমলরক্তবিধূতোভিতাঙ্গঃ
মণিকনকোজ্জলচারুভক্তিচিত্রম্।
অমৃতশরসংপ্রমুক্তিধানাঃ
সহসমুপাতি তদা মহাধ্বানাম্ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
বামনপ্রাদুর্ভাবে মহাসুরবৃদ্ধাভিগমনে একোন-
পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

নবতি বেগ অতিবল ও তরুণ ছিল। নীল বস্ত্র পরিধানকারী এই মহাবল দৈত্য ধর্মজ্ঞ কণ্ঠ ধনন করিয়া ও হস্তে ধনু গ্রহণ করিয়া হিমবান পর্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতেছিল। ইহাতে মনে হইতে লাগিল—যেন কোন বিশ্বজ্ঞ রজ্জুর দ্বারা দৃঢ়ভাবেই বদ্ধ হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে। ৪১

মহাসুরের রথ বর্ণে বিভূষিত ছিল। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসমূহে যুক্ত জাল ও লম্বা সাজান ছিল এবং তাহা হইতে সুমধুর ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। অভ্র-পতাকাসমূহে যুক্ত এই রথ সন্ধ্যাকালের মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ৪২

ইহাতে চারিটি চক্র সংযুক্ত ছিল। ইহার অভ্যন্তরভাগ বহুল হাত বিস্তৃত ছিল। এই রথের উপর বর্ণের জাল লাগান ছিল। এই তীব্রতেজা রথ উদিত কালচক্রের সমান শোভিত ছিল। ৪৩

নানাপ্রকার অস্ত্রপূর্ণ এই ভয়ঙ্কর রথ ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত ছিল। ইহার মধ্যে স্তম্ভের জন্য কৃত্রিম হস্তিগণকে সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল এবং বিভিন্ন প্রকারের চিত্র অঙ্কিত থাকিয়া ইহার শোভা বর্ধন করিতেছিল। ৪৪

এই রথ বাণ ও তূণীরে পূর্ণ ছিল, শক্তি ও তোমরসমূহে ব্যাপ্ত ছিল, গদা ও মুষলসমূহে ইহার স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং বহু ধনুরত্নের দ্বারা ইহা বিভূষিত ছিল। ৪৫

লম্বা কেসরের ন্যায় যুক্ত এক সহস্র মুক্তা এই রথে যোজিত ছিল। সিংহের চিহ্নযুক্ত ও উজ্জ্বলতম রজতময় ধ্বজের দ্বারা এই রথের অতিশয় শোভা হইতেছিল। ৪৬

মায়াবিস্তারকারী এই রথের দ্বারা ও এই রত্নস্বরূপ রথে উপবিষ্ট মহাদৈত্য উদয়াচলের শিখরে স্থিত তেজস্বী সূর্যদেবের ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল। ৪৭

মহাসুরের প্রত্যেক অঙ্গ নির্মল রক্তবিন্দুসমূহে শোভিত ছিল। ইহাতে মণি ও স্বর্ণের সংযোগে উজ্জ্বল এবং মনোহর চিত্রভক্তি রচিত হইয়াছিল। সেই সময় এক অত্যন্ত তেজস্বী মহাবলী বীর মহাদানবের অনুধাবন করিতে লাগিল। ৪৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বামনাবতারপ্রস্তাবে মহাসুরের যুদ্ধে প্রস্থানবিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[পুলোমা, হরগ্রীব, প্রহ্লাদ, শম্বরাসুরস্কন্ধেতোদ্যোগ। যুদ্ধায়োদ্যোগঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

পুলোমা তু মহাদৈত্যস্তিমিরাকারসন্নিভম্।
আরুরোহাশ্মসঃ ঘোরং রথং পরবলার্দনম্ ॥ ১

উৎকীর্ণপর্ব্বতাকারং লোহজালানুসংবৃতম্।
নেমিঘোষেণ মহতা ক্ষুভয়ন্তমিব সাগরম্ ॥ ২

গদাপরিঘনিস্ত্রিংশৈঃ সংতোমরপরশ্বধৈঃ।
শক্তিমুদ্গরসন্নদ্ধৈঃ শতঘ্নীমিব তোয়দম্ ॥ ৩

রথমুদ্ভ্রময়ন্ত্রেণ সংযুক্তং বায়ুবেগিনা।
পুলোমাসুরু যুদ্ধায় প্রস্থিতো যুদ্ধদুর্মদঃ ॥ ৪

মহীং রথসহস্রাণি পুলোমানং মহাবলম্।
অন্বয়ুঃ সূর্যবর্ণানি প্রলীপ্তানীব তেজসা ॥ ৫

খড়্গাস্ত্রজ্ঞেন মহতা তপনস্যেবমর্চিষা।
ভ্রাজতে রথমধ্যস্থঃ পর্বতস্থ ইবাংশুমান্ ॥ ৬

মুদ্গরাকৃতিভীমাস্যৈঃ শূলাসিকরপট্টিশৈঃ।
মহাগদাঃ কালনিভাঃ সংবৃতঃ।
প্রগৃহ্য বজ্রাণ্ড স শত্রুবধে
কার্ষ্ণায়সীং কেতুরিবাস্থিতোর্ধ্ব্যায় ॥ ৭

হরগ্রীবস্তু বলবান্ হরগ্রীবৈর্মহাসুরৈঃ।
বৃতঃ শতসহস্রেণ রথানাং রথিসত্তমঃ ॥ ৮

ধবাধবনিভাকারঃ সপতাকীকমর্দ্ধনম্।
ক্ষুভয়ন্ ভীমমাস্থায় যুদ্ধায়াভিমুখঃ স্থিতঃ ॥ ৯

শ্বেতশৈলপ্রতীকাশং শ্বেতকুণ্ডলভূষণঃ।
শুশুভে রথমধ্যস্থঃ শ্বেতশৃঙ্গ ইবাচলঃ ॥ ১০

মহতা সপ্তশীর্ষেণ শ্যেতিতো নাগকেতুনা
বৈদূর্যমণিচিত্রেণ প্রবালকুতচোদিনা ॥ ১১

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[পুলোমা, হরগ্রীব, প্রহ্লাদ ও শম্বরাসুরের যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমেজয়! পুলোমানামক মহাদৈত্য ঘনীভূত অন্ধকারের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট লৌহনির্ম্মিত ভয়ঙ্কর রথে আরোহণ করিল। এই রথ শত্রুপক্ষের রথসকলকে নষ্ট করিয়া দিতে সমর্থ ছিল। ১

শক্তিত হইয়া ক্ষুভিত পর্ব্বতের ন্যায় ইহার বিশাল আকার ছিল। ইহার অঙ্গসকল তীক্ষ্ণ লৌহজালে আবৃত ছিল এবং নিজের চক্রসকলের প্রচণ্ড শব্দে সমুদ্রকেও ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়া দিত। ২

গদা, পরিঘ, খড়্গ, তোমর, পরশু, শক্তি ও মুদ্গরাদি অস্ত্রসমূহে পূর্ণ থাকায় এই রথ সজল জলধরের সমান প্রতীত হইতেছিল। ৩

ইহাতে বায়ুতুল্য বেগশালী এক সহস্র অশ্ব যোজিত ছিল। রথারূঢ় পুলোমা এরূপ রথে আরোহণ করত যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইল। ৪

যাঁহার তেজে সূর্য্যের সদৃশ উদ্ভাসিত যাহা ছায়ার রথ রথী বীরগণ মহারথী পুলোমার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল। ৫

পুলোমার রথ তপ্ত সূর্য্য সদৃশ কান্তিমান্ খড়্গচিহ্নযুক্ত বিশাল ধ্বজে শোভিত ছিল। এই রথের মধ্যে উপবিষ্ট পুলোমা উদয়গিরিস্থিত দ্বিতীয় অংশুমালী সূর্য্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ৬

এই মহাবল যোদ্ধা সেনাগণে শত্রুপক্ষের মধ্যে কাললোহনির্ম্মিতা ও সাক্ষাৎ কালসদৃশা এক বিশাল গদা হাতে লইয়া পৃথিবীতে উদ্যাপিত ধ্বজের সমান শোভা পাইতেছিল। তাহার এই গদা মুদ্গর মুষলের ন্যায় শত্রুতে পরিপূর্ণ ছিল। ৭

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলবান্ হরগ্রীব অযুতসংখ্য গ্রীবাবিশিষ্ট মহাসুরগণের সহিত একলক্ষ রথী বীর যোদ্ধাগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইল। ৮

ইহার রথের আকার পর্ব্বতের ন্যায় বিশাল ছিল এবং এই রথ পতাকাসমন্বিতকে মর্দ্দিত করিতে সমর্থ ছিল। এরূপ ভয়ঙ্কর রথে আরোহণ করিয়া হরগ্রীব যুদ্ধের জন্য সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিল। ৯

এই হরগ্রীব শ্বেতপর্ব্বত-সদৃশ কান্তিমান্ ও শ্বেত কুণ্ডলে বিভূষিত হইয়া রথের মধ্যে উপবেশন করত পর্ব্বতশিখরে বিদ্রুমবিশিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ১০

সাতটী ফণাযুক্ত সর্পচিহ্নিত ও বৈদূর্য্যমণি চিত্রিত থাকায় বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট ধ্বজের দ্বারা এবং নব নব পল্লবের অঙ্কুরসমূহের শোভার দ্বারা হরগ্রীবের রথ শোভিত ছিল। ১১

অমিতবলপরাক্রমাকৃতীনাং
বরবরিণাময়ুতপ্রকৃষ্টিতানাম্।
অনুসরণপথাতিগচ্ছমানঃ
ত্রিদশগণা ইব বাসবঃ প্রহ্লাদম্ ॥ ১১

প্রহ্লাদস্তু মহাপ্রাজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
সর্ব্বমায়াধরঃ শ্রীমান্ ষষ্ঠো ক্রতুরুতেরপি ॥ ১৩
সমনহুত তেজস্বী পাবকার্চ্চিঃসমপ্রভঃ।
রথানীকেন মহতা দুর্দ্দিনান্ধোদনাদিনা ॥ ১৪
শূরেণামিতবীর্য্যেণ ক্রমকুণ্ডলধারিণা
বৃতো দৈত্যসহস্রেণ দেবৈরিব পিতামহঃ ॥ ১৫
ঋবীর্য্যাদগ্রণীর্ব্বৃদ্ধো মহারথবরিষ্ঠবান্।
মুরুসৈন্যস্য সর্ব্বস্য প্রতিঘোষ ইব স্থিতঃ ॥ ১৬
ঋবীর্য্যোদ্গদবেল্লাঃ প্রদীপ্তাগ্নিরিব জ্বলন্।
তেজসা ভাস্করাকারঃ ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ ॥ ১৭
তালস্কন্ধেন দীপ্তেন রথেনাতিবিরাজতা।

তং যান্তমনুযান্তি স্ম দানবাঃ শতসঙ্ঘশঃ ॥ ১৮
সর্ব্বে হিরণ্যকবচাঃ সর্ব্বে রত্নবিভূষিতাঃ।
দিব্যাস্ত্রবরাগতরণাঃ সমরেষ্বনিবর্ত্তিনঃ ॥ ১৯
জাম্বূনদবিচিত্রাঙ্গা বৈদূর্য্যবিকৃতাস্ত্রয়াঃ।
দিব্যাস্ত্রুস্তনমধ্যস্থা ধন্বা ইব মহাগ্রহাঃ ॥ ২০
আচারবাংশ্চৈব ক্ষিতেন্দ্রিয়শ্চ
ধর্ম্মে রতঃ সত্যপরাক্রমশ্চ।
ক্ষিতোঽক্ষিতোঽযুযুবাযুযুৎসূন্
ক্রমী যথা সর্ব্বতরঃ কৃতান্তঃ ॥ ২১

শস্ত্রস্তু মহাবাহো বধসূর্য্যপ্রভঃ
আকর্ণরোষ বধঃ শিবাঃ সর্ব্বমৃকবিশারদঃ ॥ ২২
লোহিতাক্ষো মহাবাহুঃ প্রতপ্তাঙ্গদকুণ্ডলঃ
জীমূতঘনসঙ্কাশো শিবাস্ত্রগুণলেপনঃ ॥ ২৩
বিদ্যুজ্জ্যোতিরিবোল্কেন মুকুটেনাতিবর্চ্চসা।
মণিরত্নবিচিত্রেণ বৈদূর্য্যবরশোভিনা ॥ ২৪

যেরূপ যখন করিবার সময় ইন্দ্রের পশ্চাতে পশ্চাতে দেবগণ গমন করেন, সেইরূপ বৃত্রের ভক্ত গমনকারী দনুজীবের পশ্চাতে পশ্চাতে অনন্ত বল পরাক্রমসম্পন্ন সহস্রশঃ বীর তেজস্বী শ্রেষ্ঠ রথী বীর অনুসরণ করত শত শত সংখ্যায় গমন করিতে লাগিল ॥ ১২

মহামতি ও সর্ব্বমায়াজ্ঞ পারদর্শী শ্রীমান প্রহ্লাদ সমস্ত মায়াধারী ছিলেন এবং শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানও করিয়াছিলেন ॥১৩

ইহার কান্তি অগ্নির জ্বালার ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। এই তেজস্বী প্রহ্লাদ বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী বিশাল রথ-সৈন্যের সহিত যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইলেন ॥১৪

দেবগণের দ্বারা পরিবৃত ব্রহ্মার ন্যায় এই প্রহ্লাদ স্বর্ণকুণ্ডলধারী, অমিত পরাক্রমশালী ও বীর দৈত্যগণে পরিবৃত ছিলেন ॥ ১৫

নিজের পরাক্রমে প্রহ্লাদ সকলের অগ্রগামী নেতা ছিলেন এবং নিজের বলে তাঁহার অভিমান গর্ব্ব ছিল। তিনি মমতশূন্য ব্যক্তির ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন। সমস্ত দেবসৈন্যের সম্মুখে প্রহ্লাদ মূর্ত্তিমান ক্রোধের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৬

নিজের অসীম বলে প্রহ্লাদ সমুদ্রতুল্য ছিলেন, কান্তিতে প্রজ্বলিত অগ্নির সদৃশ প্রকাশিত হইতেছিলেন, তেজে সূর্য্যের সমান ছিল এবং ক্ষমায় পৃথিবীর সমকক্ষ ছিলেন ॥১৭

দীপ্তিমান তালস্কন্ধে অত্যন্ত সুশোভিত রথের দ্বারা গমনকারী প্রহ্লাদের পশ্চাতে পশ্চাতে শত শত সঙ্ঘবদ্ধ দানবগণও যাইতে লাগিল ॥ ১৮

ইহারা সকলেই সুবর্ণময় কবচে বৃক্ত এবং রত্নসমূহের আভরণে বিভূষিত ছিল। ইহাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আভরণ দিব্য ছিল এবং ইহারা সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধ হইতে কখনও নিবৃত্ত হইত না ॥ ১৯

জাম্বুনদ নামক স্বর্ণের ইহাদের অঙ্গসমূহের বিচিত্র শোভা হইতেছিল। ইহারা বৈদূর্য্যবিনির্ম্মিত অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল এবং দিব্য রথের মধ্যে উপবেশন করত ইহারা আকাশে স্থিত মহাগ্রহসকলের ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল ॥ ২০

প্রহ্লাদ আচারবান, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মরত, সত্যপরাক্রম ও যোদ্ধৃনির্ব্বিশেষে ছিলেন এবং অগ্নি, জল, মেঘ ও বায়ুর সমান শক্তিশালী ছিলেন। তিনি মূর্ত্তিমান সর্ব্বসংহারকারী কালের ন্যায় সেনাদের যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২১

মহাবাহুবী শস্ত্র বধসূর্য্যসদৃশদেবও বৃষপর্ব্বি ছিল এবং সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধেই বিশেষ পারদর্শী ছিল। সেও দিব্য রথে আরোহণ করিল ॥ ২২

তাহার নয়ন রক্তবর্ণ ছিল, বাহু বিশাল ছিল, কর্ণদ্বয়ে সুন্দর বর্ণের উত্তম কুণ্ডল শোভা পাইতেছিল। তাহার কান্তি মেঘের ন্যায় ঘন শ্যামবর্ণ ছিল এবং সে দিব্য মালা ও দিব্য অনুলেপন ধারণ করিয়াছিল ॥ ২৩

তাহার মস্তকে বিদ্যুতের জ্যোতি ও সূর্য্যের তেজের ন্যায় প্রকাশমান মুকুট ছিল, ইহার দ্বারা এবং মণি ও রত্নসমূহে

তপনীয়েন মহতা করেণেব বিবস্বতা
সন্ধ্যাম্ভ্রেণেব সংছন্নঃ শ্রীমানস্তগিরোচ্চয়ঃ ॥ ১৫

ত্রিশৈক্ষতসহস্রাণি বৈভ্রাণাং চিত্রযোধিনাম্
বলিনাং কালকল্পানামযুতং শপ্ততা তদা ॥ ১৬

যুক্তং হয়সহস্রেণ তত্রৈকং বর্ণতো রথম্।
কৌক্ষেয়কেন দীপ্তেন বর্ণেনাম্বরশোভিনা ॥ ১৭

ব্যাসক্তবৈদূর্যমণিপ্রবর্ণকাল-
নানাবিধৈকেশরি ভক্তিচিত্রম্।
বিদ্যুৎপ্রভং তোমরবৎ সুবেগং
রথং সমাকুল্য ররাজ তস্যাঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
বামনপ্রাদুর্ভাবে শম্বরাদিদৈত্যসম্ভবনে
পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

তাহার মুখ বৈদূর্যমণির দ্বারা সুশোভিত এবং সুবর্ণখচিত সোভাশালী বিশাল কবচে আবৃত শম্বরাসুর সন্ধ্যাকালের রক্তবর্ণ মেঘে আচ্ছাদিত শ্রীমান্ অস্তাচলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল ॥ ১৫-১৬

সেই সময় বিচিত্র বীরিতে যুদ্ধকারী ও কালতুল্য বলবান্ ত্রিশ লক্ষ দৈত্য শম্বরাসুরের সম্মুখে পশ্চাতে যাইতে লাগিল ॥ ১৬

ইহার রথে শ্বেতবর্ণের এক হাজার অশ্ব যোজিত ছিল।

যুদ্ধে শোভাশালী এই রথ কৌক্ষের ছিন্নযুক্ত বিশাল আকাশে সুশোভিত ছিল। এরূপ রথে করিয়া শম্বরাসুর যুদ্ধের জন্য বহির্গত হইল ॥ ১৭

এই রথে বৈদূর্যমণি ও সুবর্ণের ও লতাপাতা ছিল, নানাপ্রকার পক্ষীর পৃথক্ পৃথক্ চিত্র অঙ্কিত ছিল, এই রথ বিদ্যুতের সমান কান্তিমান্ ছিল এবং তাহার শব্দ করিতেছিল। এই অতিবেগবান্ রথে আরোহণ করিয়া দৈত্য শম্বর অন্যান্য যোদ্ধা পাইতে লাগিল ॥ ১৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বামনাবতার-প্রসঙ্গে শম্বরাদিদৈত্যবধের যুদ্ধের পরিবিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[অনুহ্লাদঃ, বিরোচনঃ, কৃতঘ্নঃ, অনিলোমা, ক্রূর, একচক্র, কৃতঘ্নাত্মা, রাহু, বিপ্রচিত্তি, কেশী, বৃষপর্বা, বলিশ্চেতোভবাঃ যুদ্ধায় সন্নদ্ধাগ্রতঃ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অনুহ্লাদস্তু তত্রৈব দৈত্যঃ পরমদুর্জয়ঃ।
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রঃ প্রথমো যুদ্ধলালসঃ ॥ ১

চতুর্ভিশ্চক্রেণ যানেন হিরণ্যপ্রতিমেন তু
যুক্তেনাষ্টৈর্বরাহাণাং সিংহবক্ত্রৈরুপস্কৃতৈঃ ॥ ২

ভীমসত্ত্বোরনাদেন নেমিঘোষেণ বীর্যবান্

চালয়ন বসুধাং সর্বাং সৈন্যেনাকম্পনেনাম্ ॥ ৩

বিনর্দন্তো দৈত্যেন্দ্রা অনুহ্লাদং যযুস্তদা
শতং শতসহস্রাণাং বৃতা নানাং হেমমালিনাম্ ॥ ৪

পরিঘৈস্ত্রিশিখাশৈলৈঃ ভল্লৈঃ পাশৈঃ পরশ্বধৈঃ।
বিবিধায়ুধহস্তাস্তে শূলমুদ্গরপাণয়ঃ ॥ ৫

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[অনুহ্লাদ, বিরোচন, কৃতঘ্ন, অনিলোমা, ক্রূর, একচক্র, কৃতঘ্নাত্মা, রাহু, বিপ্রচিত্তি, কেশী, বৃষপর্বা ও বলির যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া অগ্রসর।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! হিরণ্যকশিপুর পুত্র পরম দুর্জয় অনুহ্লাদও দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় উপস্থিত হইল ॥ ১

যে রথে করিয়া সে গমন করিল, সেই রথের চারিটি চক্র ছিল, তাহার উচ্চতা ছিল ৮ হাত এবং এই রথে সিংহমুখ-সদৃশ মুখযুক্ত ও সরলপাতী অশ্বগণ যোজিত ছিল ॥ ২

এই রথের চক্রসকলের শব্দ অতিশয় গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর ছিল। পরাক্রমশালী অনুহ্লাদ এই রথের দ্বারা পর্বত, বন ও কাননসমূহ সম্পূর্ণ পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল ॥ ৩

অনুহ্লাদের পশ্চাতে পশ্চাতে সুন্দর দৈত্যসমূহ গর্জন করিতে করিতে যাইতে লাগিল। সুবর্ণমালায় অলঙ্কৃত এক কোটি রথী বীর ইহার সহিত ছিল ॥ ৪

তাহাদের হস্তে পরিঘ, ত্রিশিখশাল, ভল্ল, পাশ, পরশু প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র ছিল। তাহারা হস্তে শূল ও মুদ্গরও ধারণ করিয়াছিল ॥ ৫

সুবর্ণজালনির্মুক্তৈর্বৈদ্রুমৈঃ সমলঙ্কৃতাঃ
রথৈশ্চিত্রৈশ্চ কবচৈঃ সজ্জমানা মহাসুরাঃ ॥ ৬
তদা বিশালোল্লিখিতশৈলরূপে
যত্তৌ রথে কাঞ্চনচিত্রিতাঙ্গে
দৈত্যাধিপঃ সত্ত্ববলানুরূপে
সমান্বিতস্বপ্রতিমে সুরূপে ॥ ৭
বিরোচনস্তু বলবান্ বৈশ্বানরসমদ্যুতিঃ
মহতা রথবংশেন সর্ব্বানুকূলঃ কৃচিঃ ॥ ৮
ব্যূহানাং বিনিয়োগজ্ঞো জ্ঞানবিজ্ঞানতত্ত্ববিৎ।
বলৈঃ পিতানুরূপঃ সুরানিব বাসবঃ ॥ ৯
সর্ব্বাযুধসমোপেতঃ কিঙ্কিণীজালভূষিতম্
যুক্তানাং বাজিমুখ্যানাং সপ্তরেখাগুগামিনাম্ ॥ ১০
রথমারুহ্য দৈত্যেন্দ্রো বভৌ মেরুরিবাপরঃ
কিঙ্কিণীজালপর্য্যন্তং গন্ধেন্দ্রলঘুশোভিতম্
সন্ধ্যাভ্রসমবর্ণাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ১১

প্রবালজাম্বুনদচিত্রচিত্রং
বালেন্দুমুক্তাকলবিভূষিতঙ্গ।
রথঃ সমাকৃষ্ট কিরীটমালী
যযৌ স যুক্তাশ্ব শতাঙ্গযুক্তেন ॥ ১২
বিরোচনানুজশ্চৈব কৃতজ্ঞস্ত্বা নাম দানবঃ।
কুলৈর্বৈহায়সাঽস্ত্রৈশ্চ নিকাঞ্চনবিভূষিতৈঃ ॥ ১৩
কৃতো মদ্ধবলোৎসিক্তৈরবিভিরবিভূষিতঃ
প্রাস-পাশ-গদা-হস্তৈর্দানবৈর্যুদ্ধকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥১৪
স পর্ব্বতনিভাকারো ভিন্নাঞ্জনচয়প্রভঃ
মহতা ভ্রাজমানেন কিরীটেন সুবর্চ্চসা ॥ ১৫
সর্ব্বরত্নবিচিত্রেণ কবচেন চ সংবৃতঃ
মহতা দীপ্তবপুষা বপুষেন্দুরিবোত্তমান ॥ ১৬
লাঙ্গলেনাস্তু মহতা তালবৃক্ষেণ কেতুনা
বরাহ্ণ রথমধ্যস্থো মেরুস্থ ইব ভাস্করঃ ॥ ১৭

চিত্রযুক্ত অঙ্গে এই রথ শোভিত ছিল এবং সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বহু পতাকায় ইহা অলঙ্কৃত ছিল ॥ ১১

এই মহাসুরথকে দেখিয়া বিরোচন-অনুজ সুবর্ণের চিত্রযুক্তি-সমূহে সুশোভিত ও স্বর্ণকিঙ্কিণীতে কূবর ঘণ্টার ন্যায়-সুরে বিভূষিত রথে আরোহণ পূর্বক মস্তকে কিরীট ধারণ করত যুদ্ধের জন্য গমন করিল ॥ ১২

বিরোচনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃতজ্ঞনামক দানব কয়েক সহস্র মণি ও সুবর্ণে বিভূষিত রথসমূহে পরিবৃত ছিল। বলের অভিমানে মত্ত যেবগোদ্ধী দৈত্যগণ ইহাকে আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছিল। এই সব দৈত্যগণের হস্তে প্রাস, পাশ ও গদাদি অস্ত্রসকল ন্যস্ত ছিল এবং এই সব দানবই যুদ্ধের অভিলাষী ছিল। ইহাদের দ্বারা পরিবৃত কৃতজ্ঞ শত্রুদিগকে দমন করিতে সমর্থ ছিল ॥ ১৩-১৪

ইহার আকার পর্ব্বতের সমান বিশাল ছিল, যদি ইহাকে কাটিয়া আনিয়া রাশিকৃত করা যায় তাহার ন্যায় কাল ছিল, ইহার মস্তকে অত্যন্ত তেজস্বী ও কান্তিমান্ বিশাল মুকুট শোভা পাইতেছিল, এই মুকুটে ও সর্ব্বশরীর বিচিত্র কবচে আচ্ছাদিত হইয়া কৃতজ্ঞ নিজের মহাতেজস্বী রূপের দ্বারা মেরুকিরণাবলির দ্বারা শোভিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৫-১৬

তালবৃক্ষ চিহ্নযুক্ত বর্ণবিশিষ্ট বিশাল ধ্বজের দ্বারা উপলক্ষিত রথের মধ্যে উপবিষ্ট এই দৈত্য মেরুপর্ব্বতের শিখরে বিরাজমান সূর্য্যদেবের ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥ ১৭

এই মহাসুরথ যথাসময়ে বলবান্ মণিসমূহে (হীরকে) অলঙ্কৃত ছিল। বিচিত্র রথ ও কবচ ইহাদের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল ॥ ৫

সেই সময় যাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুবর্ণে চিত্রিত ছিল, যাহা বিশাল ও উচ্চ পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল এবং যাহা নিজের সত্ত্ব ও বলের অনুরূপ ছিল, সেই অনুপম ও সুন্দর রথে উপবিষ্ট হইয়া দৈত্যরাজ অনুরূপ অভিনয় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৭

অগ্রিপুত্র তেজস্বী ও বলবান্ বিরোচনও যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়া সেস্থানে আসিল। তাহার সহিত বিশাল রথসৈন্য ছিল। বিরোচন সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রের প্রয়োগে কুশল ছিল এবং তাহার ধ্বজও উচ্চ ছিল ॥ ৮

কোন্ ব্যূহ কোথায় প্রয়োগ করিতে হইবে, এবিষয়ে তাহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব বিষয়েও তাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। বলির পিতা বিরোচন যেরূপ সমস্ত দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র যেরূপ শ্রেষ্ঠ গণিত, সেইরূপ অসুরদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল ॥ ৯

ইহার রথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাযুক্ত জালে (বালরে) সুশোভিত ছিল। ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রই সংরক্ষিত ছিল এবং এই রথ এক হাজার ক্রতগামী অশ্বে যোজিত ছিল ॥ ১০

এই রথের উপর পর্য্যন্ত (চারে চারে—কিম্বারায় কিম্বারায়) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাযুক্ত জালে সংশোভিত ছিল। গন্ধরাজের

রণপটুরতিবীর্যাসত্ত্ববৃদ্ধঃ
সুরসমরাভিমুখঃ প্রযাতি তূর্ণম
অসুরগণসমাবৃতঃ কুজস্ত-
ত্রিদশগণৈরিব বৃত্রহামরেন্দ্রঃ ॥ ১৮

অসিলোমা চ তত্রৈব দানবঃ পর্বতায়ুধঃ
দারুণং বপুরাস্থায় দারুণো দারুণাননঃ ॥ ১৯
রৌদ্রঃ শকটচক্রাক্ষো মহাকায়ো মহাবলঃ
কৃষ্ণবাসা মহাদংষ্ট্রঃ কিরীটী লোহিতাননঃ ॥২০
বৃতো দৈত্যসহস্রৌঘৈর্গিরিশৃঙ্গশরোদ্যতৈঃ
নানারূপধরৈস্তৈস্তৈর্দৈত্যৈস্ত্রিদশশত্রুভিঃ ॥ ২১
তে দুলহস্তা গগনে চতস্র
ইতস্ততস্তোয়দবৃন্দতুল্যাঃ।
খা ছাদয়ন্তস্তপনীয়নিভা
যথোদ্যতাঃ প্রাবৃষি কালমেঘাঃ ॥ ২২

ধনায়ুষায়াঃ পুত্রস্তু বৃত্রো নাম মহাসুরঃ।

দেবশত্রুর্মহাকায়স্তাম্রাক্ষো নির্নতোদরঃ ॥ ১৩
দীপ্তজিহ্বো হরিশ্মশ্রুর্হরিরোমা মহাহনুঃ
নীলাঙ্গো লোহিতমুখঃ কিরীটী লোহিতাম্বরঃ ॥ ১৪
আজানুবাহুবিকৃতঃ শ্বেতদংষ্ট্রো বিভীষণঃ।
মহাযায়াধরো ভীমো হেমকেয়ূরভূষণঃ ॥ ১৫
মহতা মণিচিত্রেণ কবচেন তু সংবৃতঃ।
হেমমালাধরো রৌক্মশ্চক্রকেতুরমর্ষণঃ ॥ ১৬
কিঙ্কিণীশতসঙ্ঘুষ্টঃ তপনীয়বিভূষিতম্।
যুক্তং রথসহস্রেণ রক্তাজতপতাকিনম্ ॥ ১৭
রথানীকেন মহতা যুদ্ধায়াভিমুখো যযৌ
দিব্যং স্কন্দনমাস্থায় দৈত্যানাং নন্দিবর্ধনঃ ॥ ১৮
তপিতকনকবিন্দুপিঞ্জলাক্ষো
নিতিতনয়োঽসুরসৈন্যবৃন্দনেতা।
বিকসিতকমলাভচারুচক্ষুঃ
সিতদশনঃ শুশুভে যথাসনস্থঃ ॥ ১৯

বেতস বৃত্রাসুরের ন্যায় দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণে পরিবৃত হইয়া গমন করেন, সেইরূপ যুদ্ধকুশল, অস্ত্রিশয় বীর্য, সত্ত্ব ও বৃদ্ধিযুক্ত কুজও অসুরগণে পরিবৃত হইয়া দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সত্বর প্রস্থিত হইল ॥ ১৮

সেখানেই অসিলোমানামক দানবও উপস্থিত ছিল, সে পর্বতকেই উৎপাটিত করিয়া অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিত। এই ভয়ঙ্করস্বভাব দানব ভীষণ শরীর ধারণ করিয়া আসিয়াছিল এবং ইহার মুখও অতিশয় ভীষণ হইয়াছিল ॥ ১৯

এই বিশালদেহ মহাবল দানব দেখিতে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল। ইহার চক্ষু গাড়ীর চাকার সমান গোলাকার ও বিশাল ছিল। কালবস্ত্রধারী এই দানবের শরীরও বড় বড় ছিল, মস্তকে কিরীট ছিল এবং মুখ রক্তবর্ণ ছিল ॥ ২০

পর্বত ও বৃক্ষ লইয়া যুদ্ধকারী, নানাস্ত্রধারী, বলাভিমানী ও ও দেবদ্রোহী সহস্র দৈত্য ইহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল ॥ ২১

এই সব দৈত্য হস্তে ত্রিশূল লইয়া মেঘস্পর্শীচূড়া আকাশে চারিদিকে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। ইহাদের কণ্ঠে স্বর্ণের পদক প্রকাশিত হইতেছিল; অতএব বর্ষাকালে উদিত (বিদ্যুৎসহ) কৃষ্ণবর্ণের মেঘমণ্ডলের ন্যায় ইহারা আকাশকে আচ্ছাদিত করিল ॥ ২২

ধনায়ুষার পুত্র বৃত্রনামক মহাসুরও সেখানে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত ছিল। এই বিশালদেহ দৈত্যের মুখ তামার ন্যায় লাল ছিল এবং পেট সিতবর্ণের দিকে নত ছিল ॥ ১৩

ইহার জিহ্বা অগ্নির সমান তপ্ত ছিল, শ্মশ্রু (দাড়ী-গোঁফ) নীলবর্ণ ছিল, মুখ রক্তবর্ণ ছিল, মস্তক রক্তবর্ণ ছিল, মস্তকে কিরীট ছিল, বাহু দুইটি জানু পর্যন্ত লম্বা ছিল, দন্তগুলি শ্বেতবর্ণ ছিল এবং আকৃতি ছিল অত্যন্ত ভীষণ। এই ভয়ঙ্কর দানব মহামায়াধারী ছিল এবং স্বর্ণের কেয়ূরে ভূষিত ছিল ॥ ১৪-১৫

মণিচিত্রিত বিশাল কবচে আচ্ছাদিত ও অমর্ষশীল এই ভয়ঙ্কর দৈত্য কণ্ঠে স্বর্ণের মালা ধারণ করিয়াছিল এবং ইহার ধ্বজে চক্রের চিহ্ন ছিল ॥ ১৬

ইহার রথে যে শত শত ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সংযোজিত ছিল, সেই সব হইতে মধুর শব্দ উত্থিত হইতেছিল। এই রথ সুবর্ণে ভূষিত ছিল, রক্তস্বর্ণের ধ্বজ ও পতাকাসমূহে ইহা অলঙ্কৃত ছিল এবং ইহাতে এক হাজার অশ্ব যোজিত ছিল ॥ ১৭

দৈত্যগণের আনন্দবর্ধনকারী বৃত্র সেই দিব্য রথে আরোহণ করত বিশাল রথসৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধের জন্য সম্মুখভাগে অগ্রসর হইতে লাগিল ॥ ১৮

ইহার নয়ন তপ্ত সুবর্ণের বিন্দুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ছিল। এই বৃত্র অসুরসৈন্যগণের যুদ্ধের নেতা ছিল। ইহার নেত্র প্রফুল্ল পদ্মপত্রের ন্যায় মনোহর ছিল। ইহার দন্ত শুভ্র ছিল। রথের

একচক্রস্তত্রৈব সূর্য্যচক্র ইবোদিতঃ।
কালচক্রসমো রৌদ্রশ্চক্রায়ুধ ইবোদ্যতঃ ॥ ৩০

সর্ব্বায়সময়ং দিব্যং রথমাস্থায় তাদৃশম্।
বৃতো দৈত্যসৈন্যৈস্তৈঃ কালরাত্রসমিভায়ুধৈঃ ॥ ৩১

তস্তাশীতিসহস্রাণি রথিনাং চিত্রযোধিনাম্।
সর্ব্বে কালান্তকপ্রখ্যা ক্রূরিয়াস্তা মহাবলাঃ।
আরৈঃ কাঞ্চনচিত্রৈশ্চ সন্নদ্ধা বরবর্ম্মিনঃ ॥ ৩২

ব্যরাজন্তাস্তরিক্ষস্থা নীলা ইব পয়োধরাঃ।
সর্ব্বে কালান্তকপ্রখ্যা বীরাঃ সমরদুর্জ্জয়াঃ ॥ ৩৩

নাগযোধরগস্তীরা নীলবক্ত্রা দৃঢ়াসনাঃ
রেজুর্ব্যাত্তোঽম্বরবরা যেলাতীতা ইবার্ণবাঃ ॥ ৩৪

তে ভীমবাহাঃ সুমনস্কবাহাঃ
কিরীটিনঃ কাঞ্চনভূষিতাঙ্গাঃ।
যমুদ্যতা ঘাযুধদীপ্তহস্তা
নভঃ সপক্ষা ইব পর্ব্বতেন্দ্রাঃ ॥ ৩৫

সন্ধিষ্টো বলিপুত্রেণ বৃত্রভ্রাতা মহাসুরঃ
যযায় সুরসৈন্যস্য সমন্তাদ্বেতি বীর্য্যবান্ ॥ ৩৬
হেমমালী মহাবাহুঃ প্রথী রুচিরকুণ্ডলঃ
রক্তমাল্যাম্বরধরস্তপ্তঃ সমরদুর্জ্জয়ঃ ॥ ৩৭
সুমহাবর্ত্তনয়নঃ স কিরীটী বৃষধ্বজঃ।
প্রভিন্ন ইব মাতঙ্গঃ শার্দ্দূলসমবিক্রমঃ ॥ ৩৮
মহাতালনিভং চাপং তথা রুচিরসায়কম্
বিস্ফারয়ন্ মহাবেগং বজ্রনিষ্পেষনিঃস্বনম্ ॥ ৩৯
রথেন খরযুক্তেন ধ্বজেন বৃষভেণ চ
শুশুভে শুম্ভনশ্চক্র সংগ্রামগত ইব স্বয়ম্ ॥ ৪০

আসনে বসিয়া এই সিদ্ধিলক্ষণ অভিনয় দেখিতে পাইতে লাগিল ॥ ২৯

একচক্র নামক দৈত্যও সেখানে উদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় উপস্থিত ছিল। সে কালচক্রের সমান ভয়ঙ্কর এবং চক্রধারী শ্রীহরির ন্যায় যুদ্ধের জন্য উদ্যত ছিল ॥ ৩০

সম্পূর্ণ লৌহনির্ম্মিত দিব্য ও তেজস্বী রথে আরোহণ করত এই দৈত্য লৌহ এবং শিলাখণ্ডকে অস্ত্ররূপে ধারণ করত বলবিক্রমী দৈত্যগণে পরিবৃত ছিল ॥ ৩১

ইহার সহিত বিচিত্র যুদ্ধকারী আশী হাজার রথী যোদ্ধা ছিল। ইহারা সকলেই কাল ও অন্তকের সমান প্রভাবশালী এবং মহাবল ছিল। ইহাদের নেত্র লাল ছিল, ইহারা লৌহ ও স্বর্ণনির্ম্মিত কবচসমূহে সুসজ্জিত ছিল এবং দেখিতে সুন্দর ছিল ॥ ৩২

আকাশে স্থিত সেই দৈত্যগণ নীল মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ইহারা সকলে কাল ও অন্তকের সমান ভয়ঙ্কর, বীর ও রণদুর্জ্জয় ছিল ॥ ৩৩

ইহারা সমুদ্রের উদরের সমান গম্ভীর ছিল। ইহাদের বস্ত্র নীল বর্ণ ছিল এবং ইহাদিগকে জয় করা দুঃসাধ্য ছিল। এই সেনা অসুরগণ যুদ্ধের জন্য যখন রথারোহণ করিয়া যে ভূমিতে যাত্রা করিতেছিল ॥ ৩৪

ইহাদের বাহু ভয়ঙ্কর ছিল ও দেহ হৃষ্ট-পুষ্ট ছিল। ইহাদের মস্তকে কিরীট ছিল এবং সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণের নানা আভরণে ভূষিত ছিল। ইহাদের হস্ত নিজ নিজ অস্ত্রসমূহে যেন প্রদীপ্ত ছিল। এই সব দৈত্যগণ তখন পক্ষযুক্ত পর্ব্বতরাজসকলের ন্যায় আকাশে উড়িয়া যাইতে লাগিল ॥ ৩৫

বলিপুত্র বাণাসুর বৃত্রাসুরের এক ভ্রাতা মহাসুরকে এই সংবাদ জানাইল যে, তুমি দেবসৈন্যকে বধ করিবার জন্য কবচ ধারণ কর। এই সংবাদ পাইয়া সেই পরাক্রমশালী দৈত্য সুবর্ণের মালা, পুষ্পের মালা ও বস্ত্রের কুণ্ডলে বিভূষিত হইল। ইহার দন্ত বড় বড় ছিল, সে রক্তবর্ণ পুষ্পের মালা এবং রক্তবর্ণের বস্ত্র ধারণ করিয়াছিল সে অত্যন্ত তেজী ছিল ও যুদ্ধে দুর্জ্জয় ছিল (ইহার নাম সম্ভবতঃ বীর বা বিক্রম ছিল।) ॥ ৩৬-৩৭

ইহার নেত্র অতিশয় বৃহৎ ও গোলাকার ছিল। সে মস্তকে বৃষচিহ্ন ও হস্তে ধনুর্ধারণ করিয়াছিল এবং দেখিতে মদধারাবাহী মদমত্ত হস্তীর তুল্য ছিল ও তাহার পরাক্রম সিংহের সমান ছিল ॥ ৩৮

সে অতিশয় লম্বা তালবৃক্ষের ন্যায় বিশাল ছিল এবং মহাবেগশালী সুদৃঢ় বাসযুক্ত ধনুকে বারম্বার বিস্ফারিত করিতেছিল। ইহাতে তাহার ধনু হইতে যে টঙ্কারধ্বনি উত্থিত হইতে ছিল, তাহার মেঘের শব্দ অপেক্ষা ভয়ঙ্কর ছিল ॥ ৩৯

ইহার রথে খর যোজিত ছিল এবং সেই রথের উপর সপ্ত চিহ্নযুক্ত ধ্বজ উত্তিতেছিল। এই রথে বসিয়া সেই শম্ভুর সংহার কালের সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪০

রথৈস্তু বহুসাহস্রৈর্হেমপট্টবিভূষিতৈঃ।
স বৈতোত্রোঽভিচক্রাম তস্মিন্ যুদ্ধ উপস্থিতে ॥ ৪১

পবনসমগতিবিশালরংহা
বিকসিতপদ্মচারুগর্ভগৌরঃ।
প্রবরগণগতো যযৌ স তূর্ণং
ত্রিদশগণৈরভিলক্ষিতপ্রভাবঃ ॥ ৪২

সিংহিকাতনয়স্তৈব রাহুর্নাম মহাসুরঃ।
বিকটঃ পর্ব্বতকায়ঃ শস্ত্রশীর্ষা মহোদরঃ ॥ ৪৩

পীতমাল্যাম্বরধরো ভাস্বদ্বলবিভূষিতঃ।
স্নিগ্ধবৈদূর্য্যসঙ্কাশঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণঃ ॥ ৪৪

সর্ব্বকাঞ্চনসংবৃতং মণিজালপরিচ্ছদম্
পতাকাশতসঙ্কীর্ণং যুক্তং পবনরংহিভিঃ ॥ ৪৫

আরুরোহ রথং দিব্যং দৈত্যঃ পরমবীর্য্যবান্
ননাদ চ মহানাদং কম্পয়ন্ বসুধাতলম্ ॥ ৪৬

সেই বৃহৎ উপস্থিত হইলে পর সেই দৈত্যরাজ স্বর্ণপট্টে বিভূষিত এবং বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী যুক্ত কয়েক সহস্র রথের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সব রথ তখন জলপূর্ণ মেঘমণ্ডলের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ৪০

বায়ুর সমান তাহার গতি ছিল, বক্ষঃস্থল বিশাল ছিল এবং প্রফুল্ল কমলের মধ্যের অভ্যন্তরের সমান তাহার গৌর কান্তি ছিল, দৈত্যরাজ সেই শ্রেষ্ঠ রথে বসিয়া সত্বর যুদ্ধের জন্য গমিত হইল। দেবগণ উহার তেজঃ অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ৪১

সিংহিকার পুত্র রাহুনামক মহাসুরও যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইল। ইহার আকৃতি ছিল বিকট, আকারে পর্ব্বততুল্য বিশাল, ইহার মস্তক ছিল শস্ত্র ও উদরও ছিল লম্বসংখ্যক। ৪৩

এই মহাসুর পীতবর্ণের পুষ্পমালা ও পীতবর্ণের বস্ত্রধারণ করিয়াছিল এবং জাম্বুনদনামক বর্ণের আড়ম্বরে বিভূষিত ছিল। স্নিগ্ধ বৈদূর্য্যমণির সদৃশ তাহার কান্তিকান্তি ছিল ও কমলদলতুল্য সুন্দর নেত্র ছিল। ৪৪

ইহার রথ পূর্ণতঃ সুবর্ণে মুক্ত ছিল। মণিময় জালে (কালরে) ইহা সজ্জিত ছিল। ইহা শত পতাকায় ব্যাপ্ত ছিল এবং উত্তম অশ্বগণ ইহাতে যোজিত ছিল। ৪৫

সেই পরম পরাক্রমশালী দৈত্য এই দিব্য রথে আরোহণ করিল এবং পৃথিবীতলকে কম্পিত করিতে করিতে অতিশয় গর্জন করিতে লাগিল। ৪৬

মনের বিধিতো দিব্যস্তস্য কেতুরিবোচ্ছ্রিতঃ।
মযূরপক্ষসঙ্কাশঃ কবচঃ চাস্য মহৎ। ৪৭

তীব্রবেগরবৈস্তীক্ষ্ণৈঃ রথৈর্দ্বিগুণসূতবৈঃ।
নানাপ্রহরণাকীর্ণৈঃ সেব্যমানো মহাবলঃ ॥ ৪৮

অসুরগণপতির্দিগ্রেভ্রগামী
অতিরভসগতির্মহাসুরাণাম্।
অরিগণমভিতো বিভুঃ প্রয়াতো
গিরিবরমম্বুমিবাংশুমান্ সুদীপ্তঃ ॥ ৪৯

বিপ্রচিত্তিস্তু তত্রৈব দনোর্দ্দনবিবর্দ্ধনঃ
কল্পপক্ষাম্বুজঃ শ্রীমান্ তক্ষণস্তেজসা সমঃ ॥ ৫০

ষষ্ট্যা ক্রতুসহস্রাণাং বেদবিত্তৎপরায়ণঃ
স্বয়ম্ভুবা দত্তবরো বরবন্ত স্বয়ম্ভুবঃ

ঈশিতৃত্বং মনুষ্যত্বং বলিত্বঞ্চ মহাত্মতাম্।
ঐশ্বর্য্যগুণসম্পন্নো ব্রহ্মেব স্বয়মুচ্ছ্রিতঃ

সার্দ্ধং পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ সমন্বিতো মহাবলঃ ॥ ৫১

মহাসুর তাহার জন্য দিব্য সুবর্ণের ধ্বজ নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং ময়ূরপক্ষসদৃশ বিচিত্র ও বিশাল লৌহময় এক কবচও নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ৪৭

এই মহাবল দানবের দেহের চতুর্দ্দিক বেগ ও শব্দযুক্ত অশ্ব যুক্ত দিব্য এবং তেজস্বী রথও উপস্থিত ছিল, যে সব রথ নানা-প্রকার অস্ত্রসমূহে পূর্ণ ছিল। ৪৮

অসুরগণের পতি রাহু গজরাজের ন্যায় বীর ও শক্তিসম্পন্ন ছিল। সেই মহাসুরগণের পতি অতিশয় তেজস্বী ছিল। এই প্রতিবলশালী যোদ্ধা গজদলের দিকে সেইভাবে যাইত, যেরূপ অত্যন্ত তীক্ষ্ণতেজা সূর্য্য অস্তাচলের নিকটে গমন করেন। ৪৯

দানবরাজের বুদ্ধিকারী বিপ্রচিত্তিও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই কান্তিমান্ দানব সাক্ষাৎ কমলের পুত্র ও ব্রহ্মার সদৃশ তেজস্বী ছিল। ৫০

এই দানব সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী, বেদজ্ঞ ও তপস্বী ছিল। ব্রহ্মা ইহাকে বরদান করিয়াছিলেন এবং এই দানব স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে বরদান করিতে সমর্থ ছিল। এই মহাতেজস্বী বিপ্রচিত্তির ঈশিত্ব, মনুষ্যত্ব (মহিমা) ও বলিত্বাদি সিদ্ধিসমূহের উপলব্ধি হইয়াছিল ৫১

এই দানব স্বয়ং ব্রহ্মার তুল্য ঐশ্বর্য্যগুণসম্পন্ন ও তেজস্বী ছিল। এই মহাবল দানব নিজের পুত্র ও পৌত্রগণের সহিত একত্রগমন করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। ৫২

সর্বে মায়াধরাঃ শূরাঃ কৃতাস্ত্রা রণহর্ষজাঃ।
সর্বে কমলবর্ণাভা হেমকূটোচ্ছ্রয়োচ্ছ্রয়াঃ ॥ ৫৩
সর্বে রজতসঙ্কাশাঃ কৈলাসশিখরোপমাঃ।
যত্নেন নির্মিতাস্তেষাং সর্বে মায়াময়া রথাঃ ॥৫৪
বিচরন্তো ব্যরাজন্ত শারদা ইব তোয়দাঃ।
সর্বে হংসধ্বজাঃ শ্বেতা শ্বেতবর্ণসমুচ্ছ্রয়াঃ ॥ ৫৫
শ্বেতাশ্ববন্তো বৈতাঃ শ্বেতমাল্যবিভূষিতাঃ।
শ্বেতাতপত্রাঃ সর্বে তে শ্বেতকুণ্ডলমণ্ডিতাঃ ॥ ৫৬
মুক্তাহারবৃতোরস্কা ভান্তি নাকেশ্বরা ইব
মহাপ্রমাণনিভাকারাঃ শত্রূণাং লোমহর্ষণাঃ ॥৫৭
রক্তচিত্রাম্বরধরাশ্চিত্রাভরণভূষিতাঃ
ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম রথমাস্থায় বীর্যবান্
কৈলাসশিখরাকারমইনদ্বারতোরণম্ ॥ ৫৮

ইহারা সকলে মায়াবী, পৌর্যশালী বীর, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ও যুদ্ধে হৃষ্ট ছিল। ইহাদের সকলের কান্তি কমলের ন্যায় মনোহর ছিল এবং ইহারা হেমকূট পর্বতের শিখরের সমান উচ্চ ছিল ॥ ৫৩

ইহারা সকলেই রূপ-রঙ্গে ও বেশভূষায় রজততুল্য শ্বেতবর্ণ ছিল এবং কৈলাসপর্বতের শিখরের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ময়দানব ইহাদের সকলের জন্য মায়াময় রথ নির্মাণ করিয়াছিল ॥ ৫৪

ইহাদের সকলের রথের উপর হংসচিহ্নিত শ্বেত ধ্বজ উড়িতেছিল এবং এই উন্নত শ্বেত রথের জন্য ইহাদের রথের উচ্চতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই সব রথ শরৎকালীন শ্বেত মেঘের ন্যায় আকাশে বিচরণ করিতে করিতে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৫৫

এই বৈতাগণ শ্বেতবস্ত্র ধারণ করিয়াছিল এবং শ্বেত পুষ্পের মালায় বিভূষিত ছিল। ইহাদের সকলের অশ্ব শ্বেতবর্ণ ছিল ও ইহাদের কর্ণে শ্বেতকুণ্ডল শোভিত ছিল ॥ ৫৬

ইহাদের বক্ষঃস্থল মুক্তার হারে অলঙ্কৃত ছিল। ইহারা যেন স্বর্গলোকের অধীশ্বর ছিল। ইহাদের আকার মহাগ্রহের ন্যায় ভয়ঙ্কর ছিল এবং শত্রুদলের লোমহর্ষকারী ছিল ॥ ৫৭

ইহাদের সকলে বহু দানব আকার রক্তবর্ণের বিচিত্র বস্ত্র ধারণ করিয়াছিল ও বিচিত্র আভরণসমূহে বিভূষিত ছিল। পরাক্রমশালী বিজয়ীরা 'ত্রৈলোক্যবিজয়' নামক রথে বসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এই রথের আকার কৈলাসশিখরসদৃশ উচ্চ ও

যুক্তং বাজিসহস্রেণ দিব্যেন সিতবর্চসা
পতাকাশতসংছন্নং নানাযুধবিকল্পিতম্ ॥ ৫৯
হিমাংশুকুন্দপ্রতিমং বিশালং
সিতাতপত্রং মধুভেশ্বরস্য।
বিভাতি তস্যোপরি যাদবানাং
শ্বেতাভিমুখ্যোপগতং শশাঙ্কম্ ॥ ৬০
কেশী দানবমুখ্যস্তু ত্রিলক্ষস্তাম্রলোচনঃ।
নীলমেঘসমপ্রখ্যঃ কালঃ পুরুষবিগ্রহঃ ॥ ৬১
মহাগ্রহনিভাকারঃ শত্রূণাং লোমহর্ষণঃ।
চিত্রমাল্যাম্বরধরো বভূ ভরণভূষিতঃ ॥ ৬২
শঙ্খাঃ শতবাহুশ্চ চণ্ডিলঞ্জরাবলঃ
পঞ্চকূর্চো মহানাদো বপুষা খোরদর্শনঃ ॥ ৬৩
যুক্তং মহিষকৈলিখৈরাস্তৈঃ কোটিকৃতব্রণম্
মহাবিহগসংকাশমাস্থায় রথমুত্তমম্ ॥ ৬৪

বিশাল ছিল। ইহার অশ্ব-সকল বর্ণচিহ্ন দ্বারা লক্ষ্য ছিল ॥ ৫৮

এই রথে শ্বেতকায়িত এক হাজার শ্বেত অশ্ব যোজিত ছিল। ইহা বহু পতাকায় আচ্ছাদিত ছিল এবং ইহার মধ্যভাগে নানাপ্রকার যুদ্ধের অস্ত্র নানা রূপে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল ॥ ৫৯

এই রথের উপরিভাগে মধুভেশ্বরের শ্বেতছত্র শোভা পাইতেছিল। ইহা বহু পতাকার আচ্ছাদিত ছিল এবং ইহার মধ্যভাগে নানাপ্রকার যুদ্ধের অস্ত্র নানা রূপে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল ॥ ৫৯

এই রথে শ্বেতকায়িত এক হাজার শ্বেত অশ্ব যোজিত ছিল। ইহা বহু পতাকায় আচ্ছাদিত ছিল এবং ইহার মধ্যভাগে নানাপ্রকার যুদ্ধের অস্ত্র নানা রূপে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল ॥ ৫৯

হিমাংশুকুন্দপ্রতিমং বিশালং
সিতাতপত্রং মধুভেশ্বরস্য।
বিভাতি তস্যোপরি যাদবানাং
শ্বেতাভিমুখ্যোপগতং শশাঙ্কম্ ॥ ৬০

কেশী দানবমুখ্যস্তু ত্রিলক্ষস্তাম্রলোচনঃ।
নীলমেঘসমপ্রখ্যঃ কালঃ পুরুষবিগ্রহঃ ॥ ৬১
মহাগ্রহনিভাকারঃ শত্রূণাং লোমহর্ষণঃ।
চিত্রমাল্যাম্বরধরো বভূ ভরণভূষিতঃ ॥ ৬২
শঙ্খাঃ শতবাহুশ্চ চণ্ডিলঞ্জরাবলঃ
পঞ্চকূর্চো মহানাদো বপুষা খোরদর্শনঃ ॥ ৬৩
যুক্তং মহিষকৈলিখৈরাস্তৈঃ কোটিকৃতব্রণম্
মহাবিহগসংকাশমাস্থায় রথমুত্তমম্ ॥ ৬৪

কেশী দানবমুখ্য ত্রিলক্ষ তাম্রলোচন। নীলমেঘসদৃশ কাল পুরুষবিগ্রহ ॥ ৬১
মহাগ্রহসদৃশ ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ। চিত্রমাল্য ও বস্ত্র ভূষণে ভূষিত ॥ ৬২
শঙ্খ, শতবাহু, চণ্ডিলঞ্জরাবল, পঞ্চকূর্চ মহানাদ ও ভীষণদর্শন ॥ ৬৩
কোটি ক্ষুদ্র ব্রণিকার অঙ্কিত মহিষচিহ্নিত অশ্বে যুক্ত এবং বিহগ সদৃশ এই দিব্য রথে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিল ॥ ৬৪

ধ্বজেনোদ্ধেন মহতা নীলকেসরবর্চসা
নানারাগবিচিত্রাভিঃ পতাকাভিরিবৃতিত্বম্ ॥ ৬৫

দ্বিপঞ্চাশৎসহস্রাণি রথানামুগ্রবর্চসাম্।
যযুস্তমনুরেন্দ্রস্য প্রয়াতস্য সুরান্ প্রতি ॥ ৬৬

তান্তি তিত্রাজনিভাঃ প্রয়াতস্য মহাত্মনঃ
দংষ্ট্রার্ষ্টপ্রবদনা সবলাকাঃ উদায়ুধাঃ ॥ ৬৭

তত্তস্য বৈদূর্যমণিপ্রকাশং
বিদ্যুৎপ্রভং ভাস্করতুল্যমুদ্যতম্
কিরীটমাস্থায় তদাসুরেন্দ্রস্য
সারথিস্তূর্ণং জিষয়ৌ রথান্তরে ॥ ৬৮

বৃষপর্বাসুরস্যৈষ শ্রীমান্ শুক্রপুরঃসরঃ
আরুরোহ রথং দিব্যং হেমভূমিমিবোদ্যতম্ ॥ ৬৯

প্রবলজ্বলনচিহ্নকুবরং
মহাপথং ভাস্করতুল্যমাস্থিতম্
ধ্বজস্তুতঃ রাজতহেমকুণ্ডলঃ
গভস্তিমন্তং তরণিং বিরোচনম্ ॥ ৭০

কেতুস্তমুক্তাজালনদ্ধবাতঃ
সমস্তরাত্রেণ চ চন্দ্রশুভ্রঃ
সাংগ্রামিকৈরাভরণৈশ্চ চিত্রৈঃ
মৃধাদ্ভুতার্থা প্রতিরোজো বভূব ॥ ৭১

মহাবলো বজ্রকলাদ্রিলিঙ্গো
বলোৎকটঃ কিংশুকলোহিতাক্ষঃ।
প্রসৃক্ত চামীকরচারুচিত্র-
চ্ছদঃ স্থিতো বৃত্তবিশালনেত্রঃ ॥ ৭২

মহাসুরেন্দ্রস্য মহাসুরৈস্তৈঃ
বলিস্তদা সুন্দরনামকোহভূৎ।
বৈদূর্যহেমোপচিতো বিশাল-
বিদ্যুৎপ্রভো মোদনবর্ধমাত্মম ॥ ৭৩

মুক্তা সরশ্রেণ শিরঃ সুভাসং
গন্ধায়মানাং বিকৃতাকৃতীনাম্
চামীকরোরঃস্থলদুন্নিতানং
প্রনর্দতাং প্রাণভৃতাং চ সুখ্যম ॥ ৭৪

এই রথ নীল কেশরযুক্ত কার্তিকের ও উষ্ট্রচিহ্নিত বিশাল অঙ্কে এবং নানারঙ্গে বৈচিত্র্যে বিচিত্র পতাকসমূহে অলঙ্কৃত ছিল ॥ ৬৫

দেবগণের দিকে ধাবমানকালে সেই অসুরের কেশীর সহিত বাকার হাজার ভয়ঙ্কর তেজসী রথী যোদ্ধারাও যাইতে লাগিল ॥ ৬৬

যুদ্ধে যাত্রা করিবার সময় দেবগণ করত এরূপে রাশিকৃত করায় সমূহ কাল ও বজ্রসমূহের ন্যায় অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রস্তুত এই সব মহাকায় যানবাহনের মুখ বক্রদন্তবিকৃত মেঘমণ্ডলের ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ৬৭

অসুরশ্রেষ্ঠ কেশীর কিরীট বৈদূর্যমণি ও সুবর্ণের সংযোগে বিচিত্র শোভা পাইতেছিল, বিদ্যুতের প্রভার ন্যায় প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছিল এবং সূর্যের কিরণসমূহের সমূহ দেহীপামান হইতেছিল। ইহার দ্বারা কেশীর মস্তক ধারণকালে প্রদীপ্ত পর্ব্বতশিখরসমূহ প্রস্তুত হইতে লাগিল ॥ ৬৮

দেবদ্রোহকারী তেজসী অসুর বৃষপর্ব্বা নিজের দিব্য রথে সেইভাবে আরোহণ করিল, যেরূপ আকাশগামী সূর্যদেব মেরু-পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করেন ॥ ৬৯

ইহার বিশাল রথের কূবর (চক্রের সহিত সংযোগরক্ষাকার-রথের কাষ্ঠবিশেষ) মুক্তা এবং সূর্যের সমূহ আকার বিচিত্র শোভা পাইতেছিল। এই বহুমূল্য রথ তার সমূহ করিতে সমর্থ ছিল। ইহার চক্রের নেমি (কিনারা) রত্নতে সংযুক্ত (মোড়া) ছিল এই রথ উষ্ট্রচিহ্নে সজ্জিত করা হইয়াছিল। ইহা সূর্যের কিরণ, নক্ষত্র ও বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল বৃষপর্ব্ব নিজ বাহনরূপে কেতুযুক্ত অসুর বাহন করিয়াছিল। সে সমস্ত তারকাচিহ্নযুক্ত চাল এবং সুশোভনযোগী বিচিত্র আভরণসমূহে বিভূষিত হইয়া মহাকলকালের সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইতেছিল ॥ ৭০-৭১

এই মহাবল দৈত্য নিজের ধ্বজ হইতে সন্ধ্যার ন্যায় রক্তিমা বিকীর্ণ করিতেছিল এবং নিজ বলে যেন উদ্ধত ছিল। ইহার চক্ষু পলাশপুষ্পের সমূহ রক্তবর্ণ ছিল। সুবর্ণমণ্ডিত বাকার মনোহর ও চিত্র বস্ত্র ধারণ করিয়া খোলাকার এবং বিশাল নেত্রসম্পন্ন এই দৈত্য অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৭২

তদনন্তর মহাসুরগণে পরিবৃত হইয়া মহাসুররাজ বলি রথে আরোহণ করিলেন। তাহার এই বিশাল রথ বৈদূর্যমণি ও সুবর্ণে মণ্ডিত ছিল, বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল এবং ইহা লম্বায় চৌষট্টি হাত ছিল ॥ ৭৩

এই রথে ত্রিসমূহযুক্তা মূর্ধবিশিষ্ট ও বিকটাকৃতি এক হাজার দৈত্য যোজিত ছিল। ইহাদের সকলের বক্ষঃস্থল সুবর্ণে বিভূষিত ছিল এবং ইহারা বর্ষাকালের মেঘের সমূহ ভয়ঙ্কর গর্জন করিতেছিল ॥ ৭৪

মহারথং দেবরথপ্রকাশং
সহস্রমায়েন মনসেন সৃষ্টম্
ঈষাযুগাক্ষীড়িতচক্রচিত্রং
দিব্যং রথং দিব্যরথাধ্বাতম্ ॥ ৭৫
সকিঙ্কিণীকং বিমলং সুবিস্তৃতং
হিরণ্ময়ৈঃ পঙ্কজতোরলঙ্কৃতম্ ।
অভ্যাদধে বৈজয়িকীং তথার
স্রজং বলিঃ স্বর্গবিচিত্রপুষ্পাম্ ॥ ৭৬
আবধ্য মালাং প্রভয়া বিচিত্রা
বলিস্তদা ভাতি ভুবৈকবিম্বালৈঃ
বরাজ তৈঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিযুক্তৈ-
র্মথাচ্ছিখা পূর্ণা ইবাধ্বরস্থঃ ॥ ৭৭
স্রজং তদা বধ্যতি চাস্য দুর্গা
সর্ব্বাসুরাণামিব হারভূতাম্
বৈরোচনিঃ সর্ব্বশ্রিয়াভিপুষ্টৈঃ
বিভ্রাজতেঽসৌ শরদীব চন্দ্রঃ ॥ ৭৮
যেরোত্তটে বা অলনপ্রকাশে
জ্বালিতাসাংযুক্তনিবাভ্রকালম্

এই মহারথ দেবরথের (বিমানের) ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। সহস্রমায়াবিদ মহাসুর এই বিশাল রথ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ইহার মধ্যভাগে ঈষাযুগ ও ক্রীড়াযুগের মধ্যে চিত্রিত চিত্র অঙ্কিত ছিল, ইহাতে এই দিব্য রথের অঙ্কিতের শোভা হইতেছিল। এই রথের পশ্চাতে পশ্চাতে বহু অন্য দিব্য রথও যাইতেছিল ॥ ৭৫

এই মহারথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘন্টিকা সংযোজিত ছিল। এই বিমল ও সুবিস্তৃত রথ স্বর্ণময় কমলে অলঙ্কৃত ছিল। ইহাতে আরোহণ করিয়া বলি বিজয়ের জন্য বৈজয়ন্তীমালা গ্রহণ করিলেন, যে মালা স্বর্গময় পুষ্প গ্রথিত ছিল ॥ ৭৬

সেই সময় রাজা বলি দিব্য প্রভাযুক্ত মালা ধারণ করত সর্ব্বসমৃদ্ধিযুক্ত বিভবের বিশাল বাহুদ্বয়ের দ্বারা সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ আকাশে স্থিত সূর্যদেব তীব্র মহাপ্রভায় সজ্জিত উদ্ভাসিত হইতে থাকেন ॥ ৭৭

সেই সময় সাক্ষাৎ দুর্গাদেবী সমস্ত অসুরগণের পক্ষে হারস্বরূপ এই পুষ্পমালা বলির কণ্ঠে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। এই হার ধারণ করত সর্ব্বপ্রকার শোভাসম্পদসেবিত বিরোচনসুত বলি শরদৃতুকুর চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন ॥ ৭৮

প্রাসান্ শাশ্চাক্ষ তিরশ্চাবদ্ধা
বর্ম্মাণি খড়্গাংশ্চ পরশ্বধাংশ্চ ॥ ৭৯
ধনূংষি বজ্রাণ্যুরুসপ্রভাণি
দিব্যা গদা বজ্রমুখাশ্চ শক্ত্যঃ ।
দিব্যাশ্চ খড়্গা বিশিখাংশ্চ দীপ্তা
নানাচপূর্ণা বিবিধাংশ্চ তূণাঃ ॥ ৮০
যুতা রথে দৈত্যবরস্য তস্য
চক্রাশিরে প্রজ্বলিতা যথোক্তাঃ
তং চামরাশীর্ভরাঃ সুবর্ণৈঃ
সুবর্ণমুক্তামণিচেমচিত্রাঃ ॥ ৮১
বীজন্তি বালব্যজনৈর্বিনীতা
মহাসুরাঃ শুম্ভনবেরিকাস্যাঃ ।
অয়ঃশিরা অর্দ্ধশিরা দৃঢ়াংসঃ
শিবিমস্তকাশ্চ বিশিরাঃ শতাক্ষঃ ॥ ৮২
অরো নিকুম্ভঃ কৃথনশ্চ দানবৌ
রথক্ষিতৌ তে দশ দানবাধিপম্ ।
পুরন্দরাস্ত্রৈব সংপ্রমোহসুরাঃ
পরাবরো বানবরাজরক্ষিণঃ ॥ ৮৩

অথবা অগ্নিস্ফুরণ প্রকাশমান মেরুপর্ব্বতের উচ্চতায় সূর্য্যসমৃদ্ধ মেঘমণ্ডলের যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপ শোভাই এই সময় রাজা বলির হইতেছিল। এই দৈত্যপ্রবর বলির রথে বহু প্রাস, সুবর্ণখচিত পাশ, তূণীর, বর্ম্ম, পরশু, বজ্রতুল্য প্রকাশিত ধনু, দিব্য গদা, বজ্রমুখী শক্তি, দিব্য খড়্গ, প্রজ্বলিত বাণ এবং বাণে পরিপূর্ণ নানাপ্রকার তূণীর রাখা ছিল, এই সব অস্ত্র প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ৭৯-৮০;

রথে চামর ও মস্তকে শ্বেতছত্র ধারণ করত সুবর্ণ, মুক্ত মণি ও হেমনির্ম্মিত বিচিত্র আভরণসমূহে বিভূষিত, সুন্দর বস্ত্রযুক্ত এবং বিনয়শীল মহাসুরগণ সেই রথের বেদিকার উপর বর্ত্তমান হইয়া বালব্যজনের (চামরের) দ্বারা রাজা বলিকে বাতাস করিতে লাগিল ॥ ৮১;

অয়ঃশিরা, অর্দ্ধশিরা, দৃঢ়াংস, শিবি, মস্তক, বিশিরা, শতাক্ষ, অরু, নিকুম্ভ ও কৃথ—এই সব দানবগণ দানবরাজ বলিকে রক্ষা করিতে লাগিল ॥ ৮২;

দানবরাজ বলির রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হাজার হাজার পদাতিক অসুর তাহার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। ইহারা সকলে

শতঘ্নিচক্রাশনিশক্তিপাণয়ঃ
প্রভঞ্জনব্রহ্মনিলতুলাবেগিনঃ
ধ্বজাঃ সুবর্ণাঙ্গদনীহবন্ধা
আড়ম্বরা গর্জয়ন্তিব মেঘাঃ ॥ ৮৬

মহারথা দৃঢ়ধনুষ্কলেষু
রথপ্রযাণে দিগিভেষ্বরস্ত
অস্ত্রোদ্যতঃ কাঞ্চনবেদিকাভো
হিরণ্ময়ো দিব্যমহাপতাকঃ ॥ ৮৭

মহাজবো বৈ তপনীয়নদ্ধো
বরাজ বীরস্য যথা বিবস্বান্
সমুচ্ছ্রিতঃ কাঞ্চনমাত্তপত্রঃ
ব্রহ্মস্বনী বক্ষসি চাস্য ভাতি ॥ ৮৮

সমস্তশস্ত্রাস্ত্রবরাঙ্গদস্থি
দৈত্যার্হঃ প্রাঞ্জলয়ো জয়ন্তি
পুরোহিতাঃ শক্রবধে সমাহিতা
স্তথৈব চাস্যে স্রুতশীলবৃদ্ধাঃ ॥ ৮৭

ভূপৈশ্চ মন্ত্রৈশ্চ তথৌষধিভিঃ
র্রক্ষাস্থনঃ স্বস্তয়নং প্রচক্রুঃ।
স তত্র বস্ত্রাণি শুভাশ্চ গাবঃ
ফলানি পুষ্পাণি তথৈব নিষ্কান্ ॥ ৮৮

বলিদ্বিভেভ্যঃ প্রযতঃ প্রযচ্ছন্
বিরাজতেঽতীব যথা ধনেশঃ
সহস্রসূর্য্যো বহুকিঙ্কিণীকঃ
পরার্দ্ধ্যজাম্বূনদহেমচিত্রঃ ॥ ৮৯

সহস্রচন্দ্রায়ুততারকশ্চ
রথো বলেরদ্রিরিবাবভাতি।
তমাস্থিতো দানবসংবৃতোঽসৌ
মহাবলঃ কার্ষ্ণ্যকৃষ্ণক সবাণঃ ॥ ৯০

উদ্বর্ত্তয়িত্বাদ্রিসমেঽন্তরেণা-
মতীব রৌদ্রঃ স বিভর্ত্তি রূপম্।
স বেগবান্ বীরবরৌঘসঙ্কুলঃ
প্রযাতি বেলাং প্রতি দৈত্যসাগরঃ ॥ ৯১

পতাকা, চক্র, অশনি ও শক্তি ধারণ করিয়া বায়ুতুল্য বেগে অস্ত্রে অস্ত্রে যাইতে লাগিল। ৮৫।

দৈত্যরাজ বলির রথ যখন প্রস্তুত হইল, সেই সময় সুবর্ণজড়িত ধ্বজাসকল মধুর শব্দে আমন্ত্রিত হইতে লাগিল। ঘুঙ্গী, ঘর্ঘর (প্রাচীনকালের বাদ্যবিশেষ), মৃদঙ্গ ও মহানকধারী সৈন্যগণ মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। ৮৬।

বীর রাজা বলির সুবর্ণখচিত ও বিশেষতঃ স্বর্ণেরই নির্ম্মিত বিশাল ধ্বজ উপরে উত্থিত ছিল, ইহার দিব্য পতাকা অতিশয় বৃহৎ ও সুবর্ণময় কোষেতে সংবৃত ছিল। এই বিশাল ধ্বজ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। ৮৭।

রাজা বলির উপর স্বর্ণের ছত্র ছত্র বিলম্বিত ছিল এবং তাহার বক্ষঃস্থলে সুবর্ণময়ী মালা শোভা পাইতেছিল। ইহার চারিদিকে বহু অসুর স্তবন করিতেছিল এবং দৈত্য ও অধিপগণ (অথবা দৈত্যবংশজাত অধিপগণ) কৃতাঞ্জলি হইয়া ইহার জয়গান করিতেছিল। ৮৮।

রাজা বলির পুরোহিত এবং বেদ ও শীলে পরিণতবুদ্ধি অন্য ব্রাহ্মণগণ রাজার শত্রুদিগের বধের উদ্দেশে একাগ্রচিত্ত হইয়া মন্ত্রজল, বেদপাঠ এবং ওষধিমূলের প্রয়োগের দ্বারা এই মহাত্মা দৈত্যরাজের জন্য স্বস্তিবাচন করিতে লাগিলেন। ৮৭।

রাজা বলি নিজের মনকে সংযত রাখিয়া দেবতাদিগকে ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র, সুবর্ণ গো, ফল-পুষ্প ও পক্ক প্রভৃতি পরিমাণে দান করিতে করিতে ধনাধ্যক্ষ কুবেরের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৮৮।

বলির রথ সহস্র সূর্য্যের ন্যায় শোভিত ছিল, ইহাতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ঝুলান ছিল, বহুমূল্য জাম্বুনদ নামক স্বর্ণ ও অন্যান্য সুবর্ণখচিত ছিল—ইহাতে তাহার বিচিত্র শোভা হইয়াছিল। সহস্র চন্দ্র ও দশ হাজার তারকাখচিত বলির এই রথ অদ্রির সদৃশ উদ্ভাসিত হইতেছিল। ৮৯।

এই রথের রশ্মি এক দানব গ্রহণ করিয়াছিল। মহাবল বলি এই রথে আরোহণ করত ধনু ও বাণ গ্রহণ করিয়া অন্যান্য অসুরের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তাহাকে দেখিয়া এরূপ মনে হইতেছিল, যেন একাকীই যেবরাজ ইন্দ্রের দৈত্যদিগকে সংহার করিবেন। ৯০।

বীর রথী যোদ্ধাগণের প্রবাহে ব্যাপ্ত এই বেগশালী দৈত্যসাগর দেবগণের দিকে সেইভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল, যেরূপ প্রলয়কালে জলের প্রবাহ ও উত্তাল তরঙ্গমালায় পরিব্যাপ্ত মহাসাগর সমস্ত ত্রিভুবনকে নিমজ্জিত করিবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে। ৯১।

মহার্ণবো বীচিতরঙ্গসঙ্কুলো
যথা জলৌঘৈর্মুগসাঙ্কতে তথা
ত্রৈলোক্যবিদ্রাবসকৈর্বপুর্ভি-
স্তান্যুদ্রতো যান্তি বলে রথস্য ॥ ৯২

মহাবলাস্ত্রাক্ষিতকার্মুকাণি
সপর্ব্বতানীব বনানি রাজন্ ॥ ৯৩
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বলেরুদ্যোগো নামৈকপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

রাজন্! বলির রথের অগ্রে অগ্রে তাঁহার প্রধান সৈন্যগণ বহু উচ্চোলন করত ত্রিলোকের ভয়াবহ সহীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহারা সেই সময় পর্ব্বতসহ বনসমূহের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ৯১-৯৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে বলির যুদ্ধোদ্যোগবিষয়ক একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

ইন্দ্রাদিদেবানাং লোকপালানাঞ্চ যুদ্ধায়োদ্যোগম্, প্রস্থানঞ্চ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রুতস্তে দৈত্যসৈন্যস্য বিস্তরো জনমেজয়
তৃতস্ত্রিদশসৈন্যস্য শৃণু বিস্তরমাদিতঃ ॥ ১
সুরাধিপস্তু ভগবানাজ্ঞাপয়ত বৈ সুরান্
মরুদ্গণাংস্তথাদিত্যান্ বিশ্বান্ দেবাংশ্চ বাসবঃ ॥ ২
বসূনরৌ রুদ্রাঃ সর্ব্বান্ যক্ষরক্ষোমহোরগান্।
বিদ্যাধরগণান্ সর্ব্বান্ গন্ধর্ব্বাংশ্চ মহাবলান ॥ ৩
মহার্ণবাংশ্চ শৈলাংশ্চ তথা কুবেরমেব চ
যম-বৈশ্রবণৌ চোভৌ বরুণঞ্চ জলাধিপম ॥ ৪
যে তু সিদ্ধা মহাত্মানঃ পিতরশ্চ মনস্বিনঃ
রাজর্ষয়শ্চ শতশো যোগসিদ্ধাস্তথৈব চ ॥ ৫

ত্রিদশাজ্ঞাপকঃ শক্রঃ আজ্ঞাপয়তি বীর্য্যবান্
ভবন্তো দৈত্যানাশায় সন্নহ্যন্ত্বমিতি প্রভুঃ ॥ ৬
শক্রস্য বচনং শ্রুত্বা ততঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ।
সন্নহন্ত মহাত্মানঃ শক্রস্য সমবিক্রমাঃ ॥ ৭
নানারূপধরাঃ সর্ব্বে বিচিত্রকবচোজ্জ্বলাঃ।
নানাবূঢ়োদ্যতকরা মত্তা ইব মহাগজাঃ ॥ ৮
কেচিদাকল্পবর্ষাগ্রান্ কেচিদ্ধ্বজবরর্ষভান্।
কেচিদাকল্পনাগাংশ্চ কেচিদাকল্পবর্ষ্মণঃ ॥ ৯
ত্রিনেত্রো হরিদশ্রুক্তৈর্দেবৈঃ সংবৃতঃ প্রভুঃ।
বৃষং হরিহরৈর্যুক্তং স প্রাহাগ্নং সমং প্রতি ॥ ১০

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

(ইন্দ্রাদি দেবগণের ও লোকপালগণের যুদ্ধের জন্য আয়োজন ও প্রস্থান।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়। তুমি দৈত্যসৈন্যের বিষয়ে বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছ; অতএব পুনরায় দেবসৈন্যের বিস্তার আদি হইতে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ১

দেবগণের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্র সমস্ত দেবতা, মরুদ্গণ, আদিত্য, বিশ্বেদেব, অশ্বিনীকুমার, যক্ষ, রাক্ষস, মহানাগ এবং সমস্ত বিদ্যাধরগণ, মহাবল গন্ধর্ব্বগণ, মহাসাগর, পর্ব্বত, মহাতেজস্বী রুদ্র, যম, কুবের এবং রাজা বরুণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আজ্ঞাদান করিলেন ॥ ২-৬

তাঁহার আদেশের যোগ্য এইরূপ ছিল—যাঁহারা সিদ্ধ মহাত্মা মনস্বী পিতৃগণ, রাজর্ষিগণ, শত শত যোগসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, এই সকলকে সর্ব্বসমর্থ, দেবনায়ক, পরাক্রমশালী ইন্দ্র আজ্ঞা করিতেছেন যে, আপনারা সকলে দৈত্যগণকে বিনাশ করিবার জন্য কবচবন্ধন করত প্রস্তুত হউন ॥ ৭

দেবরাজ ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারই তুল্য পরাক্রমশালী সমস্ত মহাত্মা ধর্ম্মবান্ দেবগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন ॥ ৭

তাঁহারা সকলে নানাপ্রকার কবচ ধারণ করিলেন। ইহাদের কবচ ও অঙ্গ বিচিত্র ছিল। ইহারা নিজ নিজ হস্তে নানাপ্রকার অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সমস্ত গজরাজের ন্যায় যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইলেন ॥ ৮

ইহাদের মধ্যে অনেকে ব্যাঘ্রের উপর আরোহণ করিলেন, অনেকে হস্তীর উপর আরোহণ করিলেন, কেহ কেহ নাগের উপর আরোহণ করিলেন ও তাঁহারা আবার বৃষভকলের উপর আরোহণ করিলেন ॥ ৯

ইন্দ্রের নয়ন সিংহের নয়নসদৃশ দীপ্যমান ছিল, তাঁহার অঙ্গ (কান্তি) কাঞ্চনতুল্য ছিল, ইহার গজ ঐরাবত হস্তীর চিহ্নে চিহ্নিত, ইহার রথে হরিহরের অশ্বগণ যোজিত আছে। তিনি এরূপ রথে আরোহণ করত যুদ্ধের দিকে প্রস্থিত হইলেন ॥ ১০

আদিত্যবর্ণঃ বিরজঃ সুধৌতঃ
যন্ত্রী স্বয়ং নির্মিতমীশ্বরার্থম্
জাম্বূনদৈকক্তিচিত্রৈ-
রলঙ্কৃতঃ কাঞ্চনদামভিশ্চ ॥ ১১

সকূবরোপস্করবন্ধুরেষঃ
বিদ্যুৎপ্রভাতিঃ কৃতমাতিতাম্রম্ ।
কৈলাসশৃঙ্গোপমনিস্বনযানঃ
সুচারুচারু প্রতিচক্রচক্রম্ ॥ ১২

তারাসহস্রৈঃ খচিতঃ সলক্ষ্মি-
র্ধৈবাইমালাঞ্চিতসর্ব্বদেহম্
সমুচ্ছ্রিতশ্রীধ্বজমক্ষরাঙ্কঃ
প্রমালামানঃ পুরুষোত্তমেন ॥ ১৩

আত্মায় তঃ ভাস্করমাশুবেগঃ
শচীপতির্লোকপতিঃ সুরেশঃ
বজ্রস্তু বর্ত্তী ভুবনস্য গোপ্তা
যযৌ মহাত্মা ভগবান্ মহেন্দ্রঃ ॥ ১৪

আয়ুচ্য বর্ম্মাথ মহাপ্রভাবঃ
হুতাশনাদিত্যসমপ্রভাবম্

এই রথের কান্তি সূর্য্যের সমান ছিল। ইহা নির্ম্মল ও উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পরিষ্কৃত ছিল। স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। স্বর্ণের জাল (ঝালর) ও জাম্বুনদনামক সুবর্ণের চিত্রগুলি এবং স্বর্ণরজ্জু-সমূহে ইহা অলঙ্কৃত ছিল ॥ ১১

সুন্দর, অতি উৎকৃষ্ট ও মনোহর উষাবর্ণসদৃশ এই রথ বিদ্যুৎ-প্রভায় তাম্রবর্ণের হইয়া বিরাজিল। এই ইন্দ্রযান কৈলাস-শিখরের সমান বেগাটোপিত এবং মনোহর হইয়াও মনোহর ও শব্দমঞ্জরীর শাসনকারী ছিল ॥ ১২

ইহাতে সহস্র প্রকাশমান তারকা খচিত ছিল। এই রথের সম্পূর্ণ অঙ্গ দেবোচিত মালাসমূহে পূরিত ছিল। ইহার উপর শোভাসম্বিত উচ্চধ্বজ উড়িতেছিল। ইহার অক্ষ (ধুরা) কখনও ক্ষীণ হইত না। পুরুষোত্তম ইন্দ্রের কান্তিতে এই রথ আরও উদ্ভাসিত হইতেছিল ॥ ১৩

তাদৃশরথে গমনকারী এই তেজস্বী রথে আরোহণ করত তিনলোকের অধিপতি দেবরাজ, ভুবনরক্ষক, শচীপতি ও মহাত্মা ভগবান্ মহেন্দ্র যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন ॥ ১৪

তিনি অগ্নি ও সূর্য্যসদৃশ প্রভাপূর্ণে পরিপূর্ণ সহস্র তারকা-

সূর্য্যপ্রভঃ চামুমুচে কিরীটঃ
মালাঞ্চ জাম্বূনদবৈকক্ষীম্ ॥ ১৫

যন্ত্রী কৃতঃ ভাস্করশিল্পিনীতঃ
সুতীক্ষ্ণযোরামলতীব্রবাহম্ ।
মহাসুরাণাং ক্ষয়িরার্ত্তমুগ্র-
প্রগৃহ্য বজ্রঃ শতপর্ব্ব ভীমম্ ॥ ১৬

মহাশনী যে চ মহাপ্রভাবে
দীপ্তামমোঘাঞ্চ স শক্তিমুগ্রাম্ ।
চক্রঃ ভবৈন্দ্রঃ মুমহৎপ্রতাপঃ
প্রগৃহ্য শক্রঃ প্রযযৌ রথায় ॥ ১৭

মহেন্দ্রমুখ্য ভূতপতিঃ সনাতন:
সনাতনানামপি যঃ সনাতন:
খড়্গাঞ্চ দেবাধিপতির্ব্যগৃহ্য
বৈয়াঘ্রমাদায় চ চর্ম্ম চিত্রম্ ॥ ১৮

ক্ষীরোদধিক্ষোভসমুদ্ভিতানি
পূতামৃতাচ্ছুরনূষণানি ।
দেবাসুরাণাং শ্রমনির্জ্জিতানি
সোমাগ্নিসূর্য্যপ্রতিমপ্রভাণি ॥ ১৯

বিনির্ম্মিত কবচ ধারণ করত মস্তকে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী মুকুট ধারণ করিলেন এবং কণ্ঠে। (পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) জাম্বুনদবর্ণনির্ম্মিতা বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিলেন ॥ ১৫

ইহার পর সত্য পরাক্রম ভরত সেই যন্ত্র গ্রহণ করিলেন, যাহা মহাসুরগণের রক্তে আর্দ্র (ভিজা) ছিল। সূর্য্যতুল্য-সদৃশ উদ্দীপ্ত এই উগ্র যন্ত্রকে সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার ধার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ঘোর, নির্ম্মল ও তীব্র ছিল ॥ ১৬

মহাপ্রভাবসম্পন্ন প্রতাপযুক্ত ইন্দ্রই অশনি, শতগ্রন্থি ও অমোঘ উগ্রশক্তি এবং মহাপ্রভাবশালী ঐন্দ্র-চক্র হস্তে গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন ॥ ১৭

সহস্র দেবতারা ইন্দ্র সমস্ত ভূতগণের সনাতন পতি (পালক) ছিলেন। ইনি সনাতনগণেরও সনাতন, দেবতাদিগেরও অধিপতি ও মহাত্মা ছিলেন। ইনি সেই সময় ব্যাঘ্রচর্ম্মনির্ম্মিত বিচিত্র ঢাল ও একটি তরবারি লইয়া রণভূমিতে গমন করিলেন ॥ ১৮

পূর্ব্বকালে ক্ষীরসাগর মন্থন করিয়া যাহাদের উদ্ভব হইয়াছিল, যাহারা অমৃত হইতে নির্গত হইয়াছিল এবং দেবতা ও অসুরগণ উভয়েরই পরিশ্রমে উপলব্ধ হইয়াছিল, যাহাদের প্রভা চন্দ্র, সূর্য্য, অনল ও বিদ্যুতের সমান ছিল এবং যাহারা দিকে

দত্তাস্ত্রিভিস্ত্রা মণিকুণ্ডলানি
যুদ্ধে প্রযাতস্য সুরেশ্বরস্য
ভৈর্ভূষিতো ভাতি সহস্রচক্ষুঃ
রুদ্রোত্তরং বৈ বিবিধৈঃ বিশস্ত্র ॥২০

ধনুঃ প্রকুর্বন্নসমপ্রচিত্রা
বিভাতি যুদ্ধাভিমুখঃ সুরেন্দ্রঃ
যথা সিতঃ শারদমভ্রকল্পঃ
নভস্তলং শ্লাঘ্যসমপ্রচিত্রম্ । ২১

স্তবন্তি যান্তং বিপুলৈর্বচোভি-
র্ভৃগ্বাদিবা চোচ্ছ্রিতসত্ত্ববীর্যম্ ।
অত্রির্বসিষ্ঠো জমদগ্নিরত্রের্
বৃহস্পতির্নারদ-পর্বতৌ চ ॥২২

তমন্বয়ুর্দেবগণা মহেন্দ্র
প্রযান্তমাদিত্যসমানবর্চসম্
বিশ্বে চ দেবা মরুতস্তথৈব
সাধ্যাস্তথাশ্বিভাগবাশ্চ সর্বে ॥ ২৩

তে দেবরাজস্য পুরঃসরস্য
হ্রাদাংশ্চ যে মাতলিসংগৃহীতাঃ
প্রযান্তি দেবেন্দ্রমুদ্বহন্তো
নভস্তলং পক্ষিগিবাক্ষিপন্তঃ ॥ ২৪

ব্রহ্মর্ষয়শ্চৈব মহর্ষয়শ্চ
রাজর্ষয়শ্চাক্ষয়পুণ্যলোকাঃ ।
সর্বেঽনুজগ্মুঃ সহসা জলন্তঃ
তেজোঽন্বিতঃ শক্রমিত্রসাহ্যম্ ॥ ২৫

প্রসৃজ্য শূলাংশ্চ পরশ্বধাংশ্চ
দীপ্তানি চাপ্যুগ্রশনীবিচিত্রাঃ ।
বর্ষাণি চামুচ্য চিরন্তনানি
প্রযান্তি সূর্যাঃ শুভসত্ত্বভাসি ॥ ২৬

তথা কুবেরোঽথ সহস্রযুক্ত
শ্রেষ্ঠং রথং সংপ্রথমং মহার্হম্
দিব্যং সমারুহ্য সদাপ্রযাতং
ধনেশ্বরো দৈত্যগণাগ্রহস্তঃ ॥ ২৭

নিশাচরাঃ পাংশুধূমকাশা
ভৃঙ্গৈরিবাঃ কৃষ্ণসমশ্চ তস্য
বিশালনানায়ুধদীপ্তহস্তা
যান্তাগ্রতো বৈশ্রবণস্য রাজ্ঞঃ ॥২৮

সর্বোত্তম দ্রুম বলিয়া অভিহিত করা হয়, সেই মন্দির কুণ্ডল-সকল (কুণ্ডলদ্বয়) অভিষেকে যুদ্ধের জন্য পরিধান দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। ইন্দ্রের দ্বারা ভূষিত হইয়া সহস্র-লোচন ইন্দ্র দিক্ ও বিদিকসমূহ প্রকাশিত করিতে করিতে অভিনব শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৯-২০

সর্বসমর্থ দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধাভিমুখী হইয়া সহস্র নয়নের দ্বারা বিচিত্র শোভা ধারণ করত সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ শরৎকালের মেঘহীন শুভ্র আকাশ সহস্র নক্ষত্রে চিত্রিত হইয়া শোভা পাইতে থাকে। ২১

বর্দ্ধিত বর্ম ও বলসমূহসমন্বিত ইন্দ্র যখন যুদ্ধের জন্য যখন করিতেছিলেন, তখন অত্রি, বসিষ্ঠ, জমদগ্নি, ঔর্ব, বৃহস্পতি, নারদ ও পর্বত—এই ঋষিগণ নিজেদের সর্বোত্তম বাক্যসমূহের দ্বারা তাঁহাকে শুভলাভের জন্য আশীর্বাদ দান করিতে করিতে স্তুতি করিতে লাগিলেন। ২২

সূর্যসদৃশ তেজস্বী মহেন্দ্রকে যখন করিতে দেখিয়া তাঁহার সম্মানে বিশ্বেদেবগণ মরুদ্গণ, সাধ্য ও অশ্বিভাগণ এবং অন্যান্য দেবতারাও যখন করিতে লাগিলেন। ২৩

যাঁহাদের রশ্মি মাতলি ধারণ করিয়া ছিলেন সেই দেবরাজ ইন্দ্রের অনুগমন দেবেন্দ্রকে বহন করিতে করিতে আকাশকে নিজেদের পদসমূহে যেন চিরতরে করিতে করিতে তাঁর অভিমুখে যাইতে লাগিল। ২৪

অক্ষয় পুণ্যলোকসমূহে বাসকারী ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ—ইঁহারা সকলে সহসা তেজে পরিপূর্ণ ও শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ (অথবা শত্রুগণের আঘাত সহ্য করিতে সমর্থ) তেজস্বী ইন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ২৫

ইঁহারা হাতে শূল, পরশু, প্রদীপ্ত বজ্র ও বিচিত্র অশনি লইয়া সূর্যসদৃশ তেজস্বী শুভবর্ণময় কবচ ধারণ করত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ২৬

এইরূপ ধনেশ্বর কুবের সহস্র অশ্বযোজিত, সব কিছুই সহ্য করিতে সমর্থ, বহুমূল্য ও দিব্য রথে আরোহণ করত যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন। তখন তাঁহার হস্তের অস্ত্রভাগে প্রদীপ্ত খড়্গ শোভা পাইতেছিল। ২৭

বিস্তৃতবর্ণ পুত্র ও কজ্জলের সমান রঙ-কুবেরের অস্ত্রে অস্ত্রে নানাপ্রকার বিশাল আয়ুধসমূহে প্রদীপ্ত হস্তযুক্ত বহু নিশাচরী রাক্ষসসৈন্যগণ যাইতে লাগিল। ইহাদের সকলের সম্মুখের কান্তি অগ্নি ও ধূম্রবর্ণ ছিল। ২৮

তে লোহিতাক্ষাঃ পরিবার্য্য দেবং
ব্রজন্তি তিগ্মাজনচূর্ণবর্ণাঃ।
ভক্ষোত্তমা যক্ষপতিং ধনেশং
রক্ষন্তি বৈ পাশবরাসিহস্তাঃ ॥ ২৯

পুনঃ প্রভুঃ প্রাণপতিস্তিতাত্মা
বৈবস্বতো ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
তস্যিন্দনাস্তাঃ শতবাজিযুক্তং
রথং সমারোহত সূর্য্যকল্পম্ ॥ ৩০

তং লোকপালাঃ পিতরোঽনুজগ্মু-
র্বিবিক্তপাপা মলিতাস্তপোভিঃ
সর্ব্বে চ ভূতা ভুবনপ্রধানা
নানাযুধাঃ প্রকৃতাঃ সুতীমাঃ ॥ ৩১

তত্ত মহাত্মা পরিপূর্ণ্য লোকা-
লোকাকৃশং নিগ্রহনিশ্চিতার্থম্।
হিরণ্ময়ানাং কমলোৎপলানা-
মালাং মনোজ্ঞামবসজ্য কণ্ঠে ॥ ৩২

স্থিতোঽস্তিমেদাশিলাং বিভার্ত্তঃ
সর্ব্বাসুরাণাং নিধনং বিরূপম্।
তেজোময়ঃ মৃদলমুগ্ররূপং
বিনর্দয়ামোঽরিপুমুগ্রনেত্রঃ ॥ ৩৩

সমর্দ্ধিতো ব্যাধিশতৈরনেকৈ-
র্ঘনো দরিদ্রঃ ক্রুরসারসত্ত্বঃ।
মহাসুরাণাং নিধনায় বুদ্ধি-
চক্রে তদা ব্যাধিপতিঃ কৃতান্তঃ ॥ ৩৪

ততস্ত্রিশীর্ষৈর্ভুজৈর্দশার্দ্ধৈ-
র্যুক্তঃ রথং হেমচিতা মহাত্মা।
আস্থায় কুণ্ডেন্দুনিভং জগাম
যত্রো দনাস্তাসুরসর্দ্দনস্থা ॥ ৩৫

বৈদূর্য্যমুক্তামণিবিদ্রুমাঙ্গ-
স্তেজোময়ঃ পাশবরাসিহস্তঃ।
মহাসুরাণাং নিধনায় দেবঃ
প্রযাতি রূপাজ্জবদন্তবাহুঃ ॥ ৩৬

অথাত্তমানো জলদেন্দ্রবাতি-
র্মিষেষাণাং জলজৈস্তু সর্বৈঃ।
সংভূয়মানস্তু মহাভুজৈঃ ॥ ৩৭

সম্পূজ্যমানস্তু মহাভুজৈঃ ॥ ৩৭

যাহাদের শরীরের কান্তি নবীন করিয়া একত্র রাশিকৃত করিলে চূর্ণের ন্যায় কালবর্ণ হইত সেই রক্তবর্ণ নয়নযুক্ত ভেজোময় যমদণ্ড হস্তে পাশ, খড়্গ ও তরবারি লইয়া যক্ষরাজ ধনেশের কুবেরকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥২৯

বিশ্বের মনকে বশীভূতকারী, প্রাণিমাত্রেরই প্রাণের অধিপতি, ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যাত্মা প্রভু সূর্য্যপুত্র যম শত অশ্ববোজিত, বিশালতেজে প্রকাশিত এবং সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৩০

তদনন্তর প্রজলিত ও পাপরহিত পিতৃগণ এই লোকপাল যমের অনুগমন করিলেন। তিনি লোকে প্রধান প্রধান যে সব ভয়ঙ্কর ভূত ছিল, তাহারা সকলে রথে নানাপ্রকার অস্ত্র গ্রহণ করত তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল ॥ ৩১

শত্রুসমূহকে যে নিশ্চিতরূপে নিগ্রহ করিতে পারিত এবং সমস্ত জগতের উপর নিজের অঙ্কুশ (নিয়ন্ত্রণ) রাখিতে যে সমর্থ ছিল, সেই শুভদায়ক মহাত্মাকে রথে গ্রহণ করিয়া যমরাজ নিজ কণ্ঠে সুবর্ণময় কমল ও উৎপলের মনোহর মালা ধারণ করিলেন ॥ ৩২

ইঁহার বেশ অরুণ ও বৃহদ্বর্ণের ছিল। তিনি রথে বসিয়া নিজের সেই তেজোময় গদাস্থ ও বিকট মুদ্গর ধারণ করিয়া রহিলেন, যে মুদ্গর সমস্ত অসুরগণের পক্ষে কালস্বরূপ ছিল এবং তাহাদেরই মেদ, মাংস, অস্থি ও রক্তে আর্দ্র ছিল ॥ ৩৩

ইঁহার শত্রু (ব্যাধি) কালবর্ণ ও নীলবর্ণ ছিল এবং অত্যন্তক্রুর স্বভাব ছিল। রোগ-ব্যাধিসমূহের অধিপতি সেই যমরাজ মানা প্রকারের শত শত ব্যাধিকে সঙ্গে লইয়া মহাসুরগণকে বিনাশ করিবার জন্য চিন্তা করিলেন ॥ ৩৪

তদনন্তর অসুরগণের দর্পহর্তা জলদসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ ও চন্দ্রসদৃশ উজ্জ্বল, সুবর্ণখচিত এবং তিন মস্তকযুক্ত বিলাসকার দর্পণযোজিত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন ॥ ৩৫

ইঁহার অঙ্গ বৈদূর্য্য, মুক্তা ও মণিসদৃশ বিভূষিত ছিল। ইঁহার বাহুদ্বয়ে রক্তাদিচিত্রিত অস্ত্র সব ছিল এবং ইনি হস্তে পাশ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই তেজস্বী যমরাজ মহাসুরগণকে বিনাশ করিবার জন্য প্রস্থিত হইলেন ॥ ৩৬

সেই সময় জলাধিপতি দেবগণ তাঁহার অনুগমন করিলেন। জলজন্তুরা অস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক ইঁহার সেবা করিতে লাগিল। মহাত্মা ইঁহার গুণগান করিতেছিলেন এবং মহাসর্পগণ ইঁহার স্তুতি করিতেছিলেন ॥ ৩৭

কৈলাসশৃঙ্গপ্রতিমো হেমপ্রেষঃ
সমুন্নতাংসো হমৃতপো মহাত্মা।
মনোজবৈঃ বৈষ্ণবনৈঃ সুযুক্তো
যযৌ সবেগার্কসমপ্রভেণ ॥ ৩৮

যুক্তায় তং যান্তমদীনসত্ত্বং
নভস্তলে চন্দ্রমিবাতিকান্তম্
পশ্যন্তি কৃত্যানি মহাদ্ভুতানি
সংস্থাইরোমাণি কৃতাঞ্জলীনি ॥ ৩৯

ধাতার্যমাংশোঽথ ভগো বিবস্বান্
পর্জন্যমিত্রৌ চ শশী চ দেবঃ
ষষ্ঠা তথৈবোক্ষিতবিশ্বকর্মা
পূষা চ সাক্ষাদ্দিবি দেবরাজঃ ॥ ৪০

সোবর্ণশুভৈঃ সজ্জকিঙ্কিণীকৈঃ
বৈদূর্যনিষ্কেক্ষিতরেমকৈশ্চ
হরৈর্বরৈঃ শক্রসমপ্রকাশৈঃ
যুক্তেন রথ্যাকরসূঃ সুরাস্তে ॥ ৪১

দিবাকরাকারনিভানি কেচি-
চ্ছুতাশনার্চিঃপ্রতিমানি কেচিৎ।
নিশাকরাংশুপ্রতিমানি কেচিৎ
তড়িদ্বপুর্দ্যোদ্যুতিনিভানি কেচিৎ ॥ ৪২

নীলাংশুমেঘপ্রতিমানি কেচিৎ
কাঞ্চ্যাভসাকারনিভানি কেচিৎ।
বর্ষাণি দিব্যানি মহাপ্রভাণি
বস্ত্রাণি কৃত্যাগ্র্যমতাম্যুমন্তি ॥ ৪৩

আযুচ্য মালাশ্চ সুবর্ণপুষ্পাঃ
প্রযান্তি তোয়ানিলতুলাবেগাঃ।
যাবদ্বিনৌ চৈব মহাদ্ভুতৌ তৌ
রূপোত্তমৌ বর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠৌ ॥ ৪৪

রথং সমাকৃষ্য সুবর্ণচিত্রং
রথং গতৌ কাঞ্চনতুলাবর্ণৌ
মনোঃ সুতা বৈ বলবন্ত সর্বে
বলে স্থিতা দৈত্যবধায় দেবাঃ ॥ ৪৫

যথাশ্চ নাগাশ্চ মহাপ্রমাণা
নাস্যন্ত ভন্তুঃ সুতভাতুহন্তাঃ
কক্ষাশ্চ সর্বেঽকণধূম্রবর্ণাঃ
শ্বেতৈর্মুখৈঃ পতিভিস্ত্বাহৃতিঃ ॥ ৪৬

মনুস্তপতি অমৃতপায়ী মহাত্মা নরুণ কৈলাসশিখরসদৃশ শ্বেতবর্ণ ছিলেন। ইঁহার অস্ত্রমের শক্তি ছিল। ইঁহার নিজ পুত্রগণ ও মহাত্মাগণ ইঁহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী রথে করিয়া তিনি গমন করিলেন ॥ ৩৮

চন্দ্রসদৃশ অজস্র কান্তিমান্ এবং উদারহৃদয় মহাদ্ভুতাত্মা নরুণ যখন যুদ্ধের জন্য গমন করিতেছিলেন, সেই সময় আকাশে সমস্ত প্রাণীরা পুলকিত-শরীরে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

ধাতা, অর্য্যমা, ভগ, ভব, বিবস্বান্, পর্জন্য, মিত্র, চন্দ্রদেব, ত্বষ্টা, তেজস্বী বিশ্বকর্ম্মা, পূষা ও সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্র—এই সব দেবগণ আকাশে উত্তম অশ্বগণে যোজিত রথে আরূঢ় ছিলেন। সেই সব অস্ত্র নরুণকে আজ্ঞাবিষ্কারী করচে যুক্ত ছিল। ইঁহাদের রথে বৈদূর্য্যমণির পতাক ও ঘর্ঘর ধ্বনি শোভা পাইতেছিল। এই অশ্বগণ অজ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষিকায় যুক্ত ছিল। এই সব অশ্বের বর্ণ সেরূপ ছিল, যেরূপ ইন্দ্রের রথে যোজিত অশ্বগণের বর্ণ ছিল। (ইন্দ্রের রথে হরিতবর্ণের অশ্ব যোজিত ছিল।) ॥ ৪০-৪১

কিছু দেবতা সূর্য্যমণ্ডলসদৃশ, অনেকে অগ্নিজ্বালাতুল্য, অনেকে চন্দ্রকিরণসদৃশ কিছু দেবতা বিদ্যুতের প্রভার মতন, কিছু দেবতা কালমেঘসদৃশ মহাপ্রভাপুঞ্জযুক্ত এবং কিছু দেবতা উত্তম কিরণে উদ্ভাসিত দিব্য কবচ ধারণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কবচই বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যাহাদের মধ্যে সুবর্ণময় পুষ্প-গ্রথিত করা ছিল, এরূপ মালাসমূহ ধারণ করিয়া জল ও বায়ুতুল্য তীব্র বেগশালী এই দেবগণ রণভূমির দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪২-৪৩॥

উত্তম রূপবান্ ও ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাদ্ভুতাত্মা দুই অশ্বিনীকুমারও সুবর্ণ-খচিত রথে আরোহণ করিয়া রণভূমিতে যাইলেন। ইঁহাদের উভয়ের শরীরের কান্তি সুবর্ণতুল্য ছিল ॥ ৪৪॥

মনুর পুত্রগণ ও সমস্ত মনুদেবতারা ইন্দ্রকে বলশালী ছিলেন। ইঁহারাও হস্তে উত্তম অস্ত্র ধারণ করিয়া বহু বহু রথ ও হস্তীতে আরোহণ করত দৈত্যদিগকে বধ করিবার জন্যগমন করিলেন ॥৪৫॥

অরুণ ও ধূম্রবর্ণ, মহাবল, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, লৌহিত্যশরীরধারী এবং নিজ প্রভায় উজ্জ্বলিত সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ বেতবর্ণ বিশাল

অতৌজসঃ সর্বগুণোপপন্না
দীপ্তাস্যনো ভাতিরিব জলন্তঃ।
নানাযুধব্যগ্রকরৈর্ভুতেস্তে-
লোকান্ সমস্তানিব নির্দহন্তঃ ॥৪৭

যতু সসৈন্যাস্তপনীয়বর্ণা
সবিদ্যুতস্তোয়ধরা যথৈব
বিধে চ দেবাস্তপসা জলন্তো
বীর্যোত্তমাঃ সূর্যসমাতিবর্চসঃ ॥ ৪৮

যতু সসৈন্যা মুনি ভূনিবর্ণা
বলোৎকটাঃ পন্নগভোগমালাঃ।
রথৈঃ সুযুক্তৈস্তপনীয়বর্ণৈ-
র্বৈদূর্যমুক্তাময়চিত্রিতৈঃ ॥ ৪৯

নানাবিধাকারসমাকুলাস্তে
প বিপ্রবৈস্তৈর মিতাস্তপদ্ভৈঃ
তেজোময়ৈঃ কাঞ্চনচারুচিত্রৈঃ
স্বনিস্বনৈঃ পাবকসন্নিভাস্তে ॥৫০

সোরস্থলৈঃ সজ্জকিকিণীকৈ-
র্হয়ৈশ্চ যাহৈঃ সমবেতবন্ধিঃ।
দিশাং সঙ্ঘৈশ্চৈব মহাবলৈস্তৈঃ
কৈলাসশৃঙ্গপ্রতিমৈর্যতন্তিঃ ॥ ৫১

প্রজজ্বলুস্তপ্তাযুধচারুহস্তা-
শ্চতুর্গণা স্তে অলিতা ইবৌজাঃ
সাধ্যাস্ত দেবাঃ সুমহাপ্রভাবাঃ
স্বাধ্যায়চক্ষুঃ প্রতিভাস্থবক্ত্রাঃ ॥৫২

প্রয়ান্তি তানুনতভূষিতাঙ্গা
গাঙ্গেয়মাল্যৈর্গগনৈর্বলাঢ্যৈঃ
বিদ্যোতয়ন্তো বিবিধৈঃ কিরীটৈ-
র্মহাবলাস্তে ভুবনে প্রতিষ্ঠাঃ ॥ ৫৩

বরিষ্ঠপুষ্টাঃ সুভুজাঃ সুপুত্রা
বৈশ্বানরার্কপ্রতিমপ্রভাবাঃ
তে ব্রহ্মবিদ্ভিশ্চ নমস্যমানাঃ
সম্পূজ্যমানাশ্চ সুরৈঃ সলোকৈঃ ॥ ৫৪

বৃষগণের দ্বারা বৃহদ্ভূমিতে যাইবেন। ইঁহার হস্তে নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র শোভা পাইতেছিল। ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া যেন সমস্ত লোকসকলকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ৪৪-৪৭

সূর্যবর্ণ কবচ ধারণ করিয়া যখন ইঁহারা সৈন্যের সহিত অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন বিদ্যুৎযুক্ত মেঘমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সুবর্ণকিরণ-সদৃশ কান্তিমান্, উত্তম বলশালী এবং তপস্যার তেজে দেদীপ্যমান বিপ্রদেবগণ সৈন্যের সহিত গমন করিলেন। যুদ্ধে ইঁহাদের বেগ শত্রুরা নিবারণ করিতে পারে না; ইঁহারা অতিশয় বলশালী ও সহস্র কমলমালায় বিভূষিত ছিলেন। ৪৮;

সুবর্ণসদৃশ কান্তিমান্ এবং বৈদূর্য, মুক্তা ও মণিসমূহের দ্বারা (রচিত) বিচিত্র শোভাসম্পন্ন এবং উত্তমরূপে যোজিত রথসমূহে ইঁহারা সকলে রণভূমির দিকে গমন করিলেন। ইঁহারা নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন। ইঁহাদের উপরে সুবর্ণনির্মিত, মনোহর, বিচিত্র, অত্যন্ত নির্মল, তেজস্বী এবং সর্বদিকে ঘুরাইবার যোগ্য বহু শ্বেতচ্ছত্র বিস্তৃত ছিল। এই সব রথের দ্বারা তাঁহারা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিলেন। ৪৯-৫০

অশ্ব, অস্ত্র ও ক্ষুর ক্ষুর ঘণ্টিকা পূর্ণ, যুদ্ধ বায়ুতুল্য বেগবান্ অশ্বগণ এবং কৈলাসগিরির সদৃশ উচ্চতর, বিশালকায় এবং মহাবল দিগ্‌গজগণের দ্বারা ইঁহারা যাত্রা করিলেন। ইঁহাদের হস্তে তপ্তকর বহু ছিল, ইঁহারা অগ্নি ও সূর্যসদৃশ প্রভাবশালী। যুদ্ধাবস্থায় প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন। ৫১;

মহাপ্রভাবশালী সাধ্য দেবগণ সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে নিজেদের অধীনে রাখিয়া যুদ্ধের জন্য যাত্রা করিলেন। ইঁহাদের মুখ বিদ্যা দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইতেছিল। নিজেদের অঙ্গে আভূষণ স্বর্ণনির্মিত আভরণে বিভূষিত ছিলেন। ইঁহাদের সহিত গজার জলপ্রবাহ ও আকাশের সমান অনন্ত এবং অসংখ্য সৈন্য ছিল। বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই মহাবল সাধ্যগণ নিজেদের তেজে সমস্ত দিক্ ও বিদিক্‌সমূহকে প্রকাশিত করিতেছিলেন। ৫২-৫৩

ইঁহাদের শ্রেষ্ঠ ও পুষ্ট আটটি করিয়া বাহু ছিল। নিজ বলে গর্বিত এই সাধ্যদেবগণ অগ্নি ও সূর্যসদৃশ প্রভাবশালী ছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ ইঁহাদের নমস্কার করিতেছিলেন। ইঁহাদের সমস্ত দেবতাগণ ইঁহাদের পূজা করিতেছিলেন। অসুর-পতিদিগকে বধ করিবার জন্য গমনকারী এই সাধ্যগণের পশ্চাতে পশ্চাতে পঙ্‌ক্তিসমূহও যাইতে লাগিলেন। ৫৪।

সঙ্কর্ষসঞ্জৈরনুগম্যমানা
বধায় তেষামসুরাধিপানাম্
বৈদূর্য্যবজ্রস্ফটিকাগ্রচিত্রৈ-
র্ঘণ্টৈঃ সুবর্ণৈশ্চ পরিষ্কৃতানাম্ ॥ ৫৫

রূপং বভৌ চোৎকটভূষণানাং
দৈত্যোদ্বহানাং বিভূষিতানাম্
আত্মপ্রভাভিশ্চ রণোৎকটাভি-
র্বর্ম্মপ্রভাভিশ্চ তমোনুদাভিঃ ॥ ৫৬

ধ্বজোত্তমাভিঃ স্বপতাকাভিশ্চ
মহাপ্রভাভিশ্চ মহোজ্জ্বলাভিঃ
বিভান্তি তে দেববরাঃ সমাধাঃ
প্রস্রাবিতশ্বাপদসিংহনাদাঃ ॥ ৫৭

মহারথাস্ত্রিদিবৌকসস্তে
মহাবলাঃ শত্রুবলং প্রয়ান্তি
মহাস্ত্রবন্তো বহুরূপকায়া
মহাসুরাণাং নিধনায় দেবাঃ ॥ ৫৮

তথৈব সর্ব্বে মরুতোঽতিবীর্য্যা
বলোৎকটাস্তে সমরং প্রতীতাঃ।
বর্ষুর্মহামেঘসমানবর্ণা-
শ্চক্রায়ুধাস্তোয়দনাদনাদাঃ ॥ ৫৯

মহেন্দ্রকেতুপ্রতিমা মহাবলাঃ
প্রগৃহ্য সর্ব্বাসুরসূদনাঃ গদাম্
রণোৎকটা লোহিতচন্দনাক্তাঃ
সহেমমালাস্থিরবৃষ্টিমাল্যাঃ ॥ ৬০

তে যুদ্ধশৌণ্ডাঃ সুকৃতপ্রবীণ্যা
বলোৎকটাঃ ক্রোধবিলোহিতাক্ষাঃ।
বহুঃ সভাষ্যনরপদ্মমালা
সংহৃষ্টনানাবিধকামরূপাঃ ॥ ৬১

বলপ্রভাস্যামলিতাঃসপীঠাঃ
পুরন্দরং বৈ পরিবার্য্য দেবাঃ
বৈদূর্য্যচামীকরতারকল্পা-
ব্যায়ধা গাত্রেষু মহাপ্রভাণি ॥ ৬২

বৈদূর্য্য, হীরক ও স্ফটিকমণিখচিত থাকায় বিচিত্র শোভা-সম্পন্ন অস্ত্র এবং সূর্যসদৃশ অভ্যন্তরস্থ তেজে যাঁহাদের মুখের শোভা হইতেছিল, যাঁহারা উৎকট ভূষণ ধারণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা দৈত্যাভিমুখিনকে বিনাশ করিবার জন্য নিজেদের বিভূষিত করিয়াছিলেন, সেই সাধ্য দেবগণের রূপ অদ্ভুত শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৫৫-৫৬

যুদ্ধের জন্য উৎকট বৃদ্ধিকারী নিজেদের শরীরের প্রভা, অন্ধকার নাশকারী কবচসমূহের প্রভা, অস্ত্র হইতে উত্থিত প্রভা এবং নিজেদের বাণসমূহ হইতে উদ্গত অধিক প্রভা—এই সব প্রভার সংযোগে প্রকাশিত অত্যুজ্জ্বল মহাপ্রভাপুঞ্জের দ্বারা এই সাধ্যগণসহ শ্রেষ্ঠ দেবতারাও অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই সব মহাবল দেবগণ নিজ নিজ বিশাল রথে উপবিষ্ট হইয়া পদ্মজনি ও সিংহনাদ করিতে করিতে শত্রুসৈন্যদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইঁহাদের হস্তে মহাস্ত্র ছিল। ইঁহাদের শরীর তখন ওজস্বর দেখাইতেছিল। এই দেবগণ মহাসুরবিগণকে বধ করিবার জন্য গমন করিলেন ॥ ৫৭-৫৮

এইরূপ অত্যন্ত পরাক্রমশালী, উৎকট বলশালী, মহামেঘসদৃশ শ্যামবর্ণ ও চক্রধারী মরুদ্গণ মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে অস্ত্র-বিসর্গে দৃঢ় বিশারদ হইয়া সমর অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৫৯

ইঁহারা ইন্দ্রের অজস্রকল ঐরাবত হস্তীর ন্যায় মহাবলবান্ ছিলেন এবং যুদ্ধে উদ্যত হইয়া সংগ্রাম করেন। ইঁহাদের সর্বাঙ্গ রক্তচন্দনে চর্চিত ছিল এবং বর্ষাকালে জলধারা পতনের ন্যায় পুষ্পসমূহে আচ্ছাদিত ছিল। ইঁহারা সমস্ত অসুরগণের সংহারকারিণী গদা লইয়া যুদ্ধের জন্য যাত্রা করিলেন ॥ ৬০

ইঁহারা সকলেই যুদ্ধে নিপুণ ছিলেন। ইঁহাদের বাহুবল ও অস্ত্রবল উভয় বলই ছিল। ইঁহারা উৎকট বলশালী ছিলেন এবং ক্রোধে ইঁহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এই সব দেবগণ সুবর্ণ ও কমলের মালা ধারণ করিয়া ইচ্ছানুসারে নানাপ্রকার রূপ ধারণ করত দেবরাজ ইন্দ্রকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া রণভূমির দিকে যাইতে লাগিলেন। ইঁহাদের অঙ্গ ও পৃষ্ঠ বর্মের প্রভায় যেন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল ॥ ৬১

শত্রুদের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ এই দেবগণ নিজেদের অঙ্গে বৈদূর্য্য ও সুবর্ণখচিত থাকায় মনোহর রূপবিশিষ্ট, পরমকান্তিমান্ এবং দৈত্যদের অস্ত্র নিবারণকারী কবচ ধারণ করিয়া যুদ্ধের জন্য গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৬২

বর্ম্মাণি দৈত্যাস্ত্রনিবারণানি
প্রয়ান্তি যুদ্ধায় সপত্নসাহাঃ।
ভৈরুণ্ডিকৈঃ কাঞ্চনবেদিকাভৈ-
র্বরূথভৈর্ভাস্করতুল্যবর্চৈঃ ॥ ৬০
যযৌ সুরাণাং পৃতনোগ্রতাসা
সমুদ্যতস্তী যুধি সিংহনাদান্।

ইত্যেবমুক্তং ত্রিদিবেশ্বরস্তু
সৈন্যং তদাসীৎ সুমহৎপ্রভাবম্ ॥ ৬৪
যুদ্ধায় প্রয়াতস্য জয়াবহস্য
বধায় তেষামসুরাধিপানাম্ ॥ ৬৫
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বামনপ্রাদুর্ভাবে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২

ধর্ম্মবেদিকাযুক্ত, সূর্য্যকিরণ-সদৃশ কান্তিমান্ ও উচ্চশিখে উদ্যিত জয়সমূহে উপলক্ষিত দেবগণের এই অত্যন্ত সৈন্যযাত্রিণী যুদ্ধের জন্য উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে করিতে যাইতে লাগিল ॥ ৬৩।

এইরূপে সেই অসুরপতিগণের বধের জন্য যুদ্ধস্থলের দিকে প্রস্থিত বিজয়শীল দেবেন্দ্রের ইন্দ্রের এই সৈন্যবাহিনী অতিশয় প্রভাবশালী ছিল। যাহার বর্ণনা এইভাবে করা হইল ॥ ৬৪-৬৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[দেবানামসুরাণাঞ্চ যুদ্ধযুদ্ধম্, ভীষণোৎপাতানাং বর্ণনম্, যুদ্ধদর্শনায় ব্রহ্মণস্তথা সনকাদিযোগেশ্বরাণামাগমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ প্রবৃত্তোঽসুরদেববিগ্রহ-
স্তদদ্ভুতো ভাতি সুরাসুরাকুলঃ
বেলাসতিক্রম্য যুগান্তকালে
মহার্ণবাঙ্কোদ্ভমিবাশ্রয়ন্তঃ ॥ ১
নানাযুধোদ্ভাতবিদীপিতাস্যা
মহাবলা ব্যাহতকার্ম্মুকাস্তে
রণোৎসুকা বারণবৃংহিতাস্তাঃ
শুশ্রুর্জ্যাস্তোয়দনাদনাদাঃ ॥ ২

বিস্ফারয়ন্তঃ সহসা ধনূংষি
চক্রাণি চাদিত্যসমপ্রভাণি।
সমুৎক্ষিপন্তো দ্রুঘনাংশ্চ ঘোরান্
খড়্গাংশ্চ তে বজ্রমুখাংশ্চ শক্তীঃ ॥ ৩
মহাগদাঃ কাঞ্চনপট্টনদ্ধা-
স্তথাঽসান্ কার্ষ্ণ্যকুদণ্ডরাংশ্চ।
শূলাংশ্চ বৃক্ষাংশ্চ বিসৃজ্য দীপ্তা-
ন্দদন্তি শূরাঃ শতশো রণস্থাঃ ॥ ৪
এতস্মিন্নন্তরে তেষামসুরাণামভিনিঘ্নতাম্।
যুদ্ধযুদ্ধাদ্ভবর্ত্তন্ত দেবানাং দানবৈঃ সহ ॥ ৫

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[দেবগণ ও অসুরগণের যুদ্ধযুদ্ধ, ভীষণ উৎপাত সমূহের বর্ণন এবং যুদ্ধ বর্ণন করিবার জন্য ব্রহ্মা ও সনকাদি যোগেশ্বরগণের আগমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর দেবতা ও অসুরগণের যুদ্ধযুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেবতা ও অসুরগণের দ্বারা ব্যাপ্ত থাকায় ইহার অদ্ভুত শোভা হইতেছিল। যেরূপ প্রলয়-কালে চারিদিকে মহাসাগর নিজ নিজ সীমা লঙ্ঘন করিয়া পরস্পর মিলিত হয়, (সেইরূপ দেবতা ও দৈত্যগণ এই যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া পরস্পরের মধ্যে মিশিয়া যাইলেন।) ॥ ১

এই মহাবল যোদ্ধাগণ ধনুষ্টঙ্কার বিস্ফারিত করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ইঁহাদের মুখ নানাপ্রকার অস্ত্রের প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছিল। ইঁহাদের হস্ত হস্তিশুণ্ডতুল্য (মোটা) ছিল। ইঁহারা অত্যন্ত দৃঢ়কায় বীর ছিলেন এবং ইঁহাদের গর্জ্জন মেঘ-গর্জ্জন-তুল্য গম্ভীর ছিল। ২

ইঁহারা সহসা ধনু বিস্ফারিত করিয়া টঙ্কারধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী চক্র, তরবারি, খড়্গ ও বজ্রমুখী শক্তিসমূহ যুদ্ধস্থলে ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩

রণাঙ্গনে অবস্থিত শত শত সৈন্যশালী বীর যোদ্ধা সুবর্ণ-পরশুশোভিত বিশাল গদা, লৌহনির্ম্মিত ধনু, মুষুণ্ডর, প্রাসসমূহ, ত্রিশূল ও বৃক্ষসকল হস্তে লইয়া সেস্থানে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৪

এই সময়ে পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে সেই সৈন্য-গণের সহিত দেবতাদিগের দানবগণের সহিত যুদ্ধযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল ॥ ৫

মরুত্বাং পঞ্চমো যস্তু স বাণেনাভ্যযুধ্যত ।
মহাবলঃ সুরবরঃ সাবিত্র ইতি যঃ বিদুঃ ॥ ৬
ধনাধ্যুষ্যায়াঃ পুত্রস্তু বলো নাম মহাসুরঃ
সোঽভ্যযুধ্যত রণেঽত্যুগ্রো দ্রুবেণ বসুনা সহ ॥ ৭
নমুচিস্তাসুরশ্রেষ্ঠো বরেণ সহ যুধ্যত ।
প্রবরৌ বিশ্বকর্মাণৌ খ্যাতৌ দেবাসুরেশ্বরৌ ॥ ৮
পুলোমা তু মহাদৈত্যো বায়ুনা সহ যুধ্যত ।
সসৈন্যঃ পর্বতাকারো রণেঽভ্যযুধ্যত দংশিতঃ ॥ ৯
বৃত্রশ্চৈবস্তু গিরিজঃ সহ পূষ্ণা ত্বযুধ্যত
সূরেণামিতবীর্যেণ ভাস্করাকারবর্চসা ॥ ১০
শম্বরস্তু মহাদৈত্যো মহামায়ো মহাসুরঃ
অসেনাভ্যযুধ্যত তদা সহিতো বৃত্রদুর্মদঃ ॥ ১১
শরভঃ শলভশ্চৈব দৈত্যানাং চন্দ্র-ভাস্করৌ ।
প্রযুদ্ধৌ সহ সোমেন শৈশিরাগ্রেণ ধীমতা ॥ ১২
বিরোচনস্তু বলবান্ বলের্বলবতঃ পিতা ।
বিশ্বকৃসেনেন সাধ্যেন দেবেন চ স যুযুধ্যত ॥ ১৩

কুজৃম্ভস্তু মহাতেজা হিরণ্যকশিপোঃ সুতঃ ।
আংশেনাভ্যযুধ্যত তদা প্রাংশুপ্রহরণেন বৈ ॥ ১৪
অসিলোমা তু বলিনা মারুতেন সমা বিভো ।
তদাভ্যযুধ্যত দীপ্তাস্যো বিকৃতঃ পর্বতাত্মবৎ ॥ ১৫
ধনাধ্যুষ্যায়াঃ পুত্রস্তু বৃত্রো নাম মহাসুরঃ ।
অশ্বিভ্যাং দেববৈদ্যাভ্যাং সহাভ্যযুধ্যত সংযুগে ॥ ১৬
একচক্রস্তু গিরিজশ্চক্রহস্তো দুরাসদঃ
সহাভ্যযুধ্যত দেবেন সাধ্যেন গিরিচারিণা ॥ ১৭
বলস্তু মধুপিঙ্গাক্ষো বৃত্রভ্রাতা মহাসুরঃ ।
মৃগব্যাধেন রুদ্রেণ সহাভ্যযুধ্যত বীর্যবান্ ॥ ১৮
রাহুস্তু বিকৃতাকারঃ শতশীর্ষো মহোদরঃ ।
অনেকপাশনে রণে সহাভ্যযুধ্যত দংশিতঃ ॥ ১৯
কেশী তু দানবশ্রেষ্ঠঃ প্রাংশুশ্চকালাম্বুদপ্রভঃ ।
ধনেশ্বরেণ ভীমেন সহাভ্যযুধ্যত সংযুগে ॥ ২০
বৃষপর্বা তু বলিনা নিকৃত্তেন মহারণে ।
বিশ্বেদেবেন বিক্রান্তঃ সহাভ্যযুধ্যত বীর্যবান্ ॥ ২১

হিরণ্যকশিপুর পৌত্র হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের পুত্র কুজৃম্ভ, বিরোচনের ঔরসে তাঁহার দ্বিতীয়া কুজৃম্ভ সেই সময় প্রাংশুধারী অংশের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল । ১৪

প্রহ্লাদের প্রপৌত্রস্থ বিকৃতাস্য দৈত্য অসিলোমা পর্বতসদৃশ-কায় অস্ত্র লইয়া সেই সময় বলনাম মারুতের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । ১৫

ধনাধ্যুষার পুত্র মহাসুর বৃত্র যুদ্ধস্থলে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল । ১৬

হস্তে চক্র লইয়া একচক্র নামক হৃদয় দৈত্য দৈবতপের সহিত সাধ্যদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । ১৭

কৃজৃম্ভের ভ্রাতা, মধুসদৃশ পিঙ্গলনয়ন ও পরাক্রমশালী মহাসুর বল মৃগব্যাধনামক রুদ্রের সহিত যুদ্ধরত হইল । ১৮

শতমস্তকবিশিষ্ট, বিশাল উদরযুক্ত ও বিকৃতাকার দৈত্য রাহু কল্প ধারণ করত রণাঙ্গনে অনেকপাশনামক রুদ্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল । ১৯

বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় কালবর্ণ দানবশ্রেষ্ঠ কেশী যুদ্ধস্থলে ধনেশ্বর ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । ২০

পরাক্রমশালী ও অসুরের নায়ক বৃষপর্বা সেই মহাসমরে পাবন নামক বলবান বিশ্বদেবের সহিত যুদ্ধরত হইল । ২১

প্রহ্লাদস্তু মহাবীর্যো বীরৈঃ স্বৈস্তনয়ৈর্বৃতঃ।
যুযুধে সহ কালেন রণে কাল ইবাপরঃ ॥ ১১
অনুহ্লাদঃ সুবেরেণ ধনদেন মহারণে।
সমাহতেন যুযুধে ক্রোধনেন রিপুঘাতিনা ॥ ১২
বিপ্রচিত্তিস্তু দৈত্যেন্দ্রো বরুণেন মহাত্মনা।
প্রবৃত্তো বৈ রণং কর্তুং দৈত্যানাং নন্দিবর্ধনঃ ॥১৩
বলিস্তু সহ শক্রেণ সুরাসুরপতির্বলী।
যুযুধে দেবরাজেন বলিনা বলবান্ রণে ॥ ১৪
শেষা দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ ক্ষুব্ধাস্তস্মান্মহার্ণবে
বিনর্দন্তো মহানাদান্ প্রাণ মিশ্রৈঃ প্রকম্পিতৈঃ ॥ ১৬
অদৃশ্যন্ত মহোৎপাতা যে প্রোক্তা জগতঃ ক্ষয়ে
মারুতাঃ সপ্ত তে ক্ষুব্ধা বান্তি স্ম সহসা ভৃশম্ ॥ ১৭
সপ্ত চৈবোত্থিতাঃ সূর্যাঃ সোদয়ন্তো মহার্ণবান্
বহ্বনাদিষ্টয়া ধারা বায়ুনা সহিতা যথা ॥ ১৮
ব্যুত্থিতাশ্চ মহামেঘাঃ সপ্তচাপোপরিস্থিতাঃ
প্রবেষ্টঃ সর্বভূতানি সপ্তধা সপ্তিভির্হিতাঃ ॥ ১৯

নিজের বীর পুত্রদের পরিবৃত হইয়া মহাসত্ত্বশালী প্রহ্লাদ রণাঙ্গনে বিষ্ণুর ও দেবতার সহিত কালের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ১১

অনুহ্লাদ শত্রুসৈন্যদিগকে ক্ষুব্ধ করিতে করিতে সেই সময়ে ধনাধ্যক্ষ ধনদ ও কুবেরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ১২

দৈত্যগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী বিপ্রচিত্তিনামক দৈত্য মহাত্মা বরুণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইল। ১৩

সেই রণাঙ্গনে বলবান্ দৈত্যেন্দ্র বলি মহাবল দেবরাজ শক্রের মহান্ বজ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৪

অবশিষ্ট দেবতা ও দৈত্যগণ যুদ্ধস্থলে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে করিতে প্রাস, শক্তি, বাণ ও শক্তিসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ১৬

সেই সময় এরূপ মহোৎপাতসমূহ দেখা যাইতে লাগিল, যাহারা প্রলয়কালেই একত্রিত হয় বলিয়া কথিত আছে। প্রবাহাদি সপ্তবিধ বায়ু সেই সময় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। পর্বতসকল যুগপৎ দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। ১৭

মহাসাগরসকলকে শোষণ করিতে করিতে সপ্ত সূর্য্য উদিত হইলেন। ১৮তে বায়ু এই পৃথিবীকে শোষণ করিয়া বিদীর্ণ করিল, যেন এই পৃথিবীকে তখন মথিত করা হইয়াছে। ১৮

আকাশে মহামেঘ-গণ চারিদিকে প্রাদুর্ভূত হইল। ইহাদের মধ্যভাগে তখন ইন্দ্রধনু অঙ্কিত হইয়া বিরাজিত। সমস্ত প্রাণিগণ

দেবানামভবো ঘোরো দৃশ্যতে কালনিশ্চিতঃ।
ঘোরোৎপাতঃ সমুদ্ভূতো যুগান্তসময়ে যথা ॥১৩০
ন জ্যোতিরিক্ষং ন দিশো ন ভূমি-
র্নাভাস্করোঽদৃশ্যত রেণুজালৈঃ।
বভূব বাত্যাস্তুমুলাঃ সুঘোরা
দিগন্ত সর্ব্বাস্তিমিরোপপন্নাঃ ॥ ৩১
এতে চাঙ্গে চ বহবো দৃশ্যন্তে দেবনিশ্চিতাঃ
ভূমৌ তথান্তরিক্ষে চ মহোৎপাতাঃ সমন্ততঃ ॥ ৩২
তদ্ যুদ্ধং দেবদৈত্যানাং ভীমানাং ভীমদর্শনম্।
অপশ্যত শুক্রস্তস্থা সর্বৈরেব সুরৈঃ সহ ॥ ৩৩
বৈদেহস্তুতিঃ সাদ্বৈস্ত বিদ্যাভিশ্চ সমান্বিতঃ।
পদ্মযোনির্বিভূতিঃ শ্রীমান্ সিদ্ধৈশ্চ পরমর্ষিভিঃ ॥ ৩৪
নানামণিস্তম্ভসংপ্রচিত্র-
মারুহ্য যানং বপুষা বরেণ্যঃ
সুভাস্বরং কৃতসংপ্রযুক্ত-
প্রদীপ্যমানং বপুষা বরেণ ॥ ৩৫

আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং বিষ্ণুসমূহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইল। ১৯

কালের প্রেরণায় দেবগণের ঘোর সমাজন্ন দেখা যাইতে লাগিল। যেরূপ প্রলয়কালে ভয়ঙ্কর উৎপাতসমূহ উদ্ভূত হয়, সেইরূপ ভয়ঙ্কর উৎপাতসমূহ প্রাদুর্ভূত হইল। ৩০

সেই সময় না অন্তরিক্ষ, না দিক্, না ভূমি এবং না সূর্য্য দেখা যাইল। সব কিছু ধূলিজালে আবৃত হইয়া যাইল। ঘূর্ণবাত্যা প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং সমস্ত দিক্‌সমূহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইল। ৩১

এই সব এবং আরও বহু দেবনিশ্চিত মহোৎপাতসমূহ পৃথিবী ও আকাশে সর্ব্বদিকে দেখা যাইতে লাগিল। ৩২

ভীষণ দেবতা ও দৈত্যগণের এই যুদ্ধ দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। লোকগুরু ব্রহ্মা সমস্ত দেবগণের সহিতই এই যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। ৩৩

সিদ্ধাদি ঋষি সহস্র চার বেদ এবং চার বিদ্যার পরিবৃত সনাতন পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ চারিদিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৩৪

নানাপ্রকারের সহস্র মণিময় স্তম্ভসমূহে বিচিত্র শোভাসম্পন্ন এবং সহস্র ভূতগণে শোভিত তেজস্বী বিমানে আরোহণ করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা যাঁর শ্রেষ্ঠ শরীরে দেদীপ্যমান দেবাঙ্গদোজ্জ্বলিত ॥ ৩৫

পুত্তপুজ্যাদুনদতক্তিচিত্র-
মানন্দতেজীশতসম্প্রণাদম্।
নক্ষত্রচণ্ডাংশুতিরংশুমন্তঃ
বৈদূর্য্যসোমার্কবিভূষিতাঙ্গম্ ॥ ৩৬
তমাস্থিতা বৈ পুলহঃ পুলস্ত্য-
স্তথা মরীচির্ভৃগুরঙ্গিরাশ্চ।
ঋক্সামভিঃ সম্যগভিষ্টুবন্তঃ
সেবন্তি দেবং বরদং বিমানে ॥ ৩৭
তং পাবকা লোকগুরুং স্বয়ম্ভুবং
সাঙ্গাশ্চ বেদা মখদেবতাশ্চ
সেবন্তি দেবং ভুবনেশ্বরেশং
ভূতানি চাত্মানি মহাদ্ভুতানম্ ॥ ৩৮

ইহার বিমান তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় বিচিত্র চিত্র দ্বারা চিত্রিত হইয়া সুশোভিত ছিল। ইহাতে সহস্র ভেরীনিনাদের আনন্দজনক শব্দ উত্থিত হইতেছিল। নক্ষত্র ও সূর্য্যের তেজোময়ী মূর্ত্তির ন্যায় ইহা কিরণসমূহের প্রভায় পরিপূর্ণ ছিল। বৈদূর্য্যমণি এবং চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত মণিসমূহে এই বিমানের প্রত্যেক অঙ্গ বিভূষিত ছিল ॥ ৩৬

সেই সমস্ত বিমানে উপবিষ্ট বরদায়ক দেবতা ব্রহ্মাকে তাঁহার পুত্রগণ—পুলহ, পুলস্ত্য, মরীচী, ভৃগু ও অঙ্গিরা ঋষি ঋক্-বেদ এবং সাংবেদের মন্ত্রসমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার সেবায় তৎপর ছিলেন ॥ ৩৭

এই লোকগুরু, মহাদ্ভুতাত্মা, ভুবনেশ্বরেশ্বর দেবতা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার সেবায় অগ্নিগণ, সাঙ্গ বেদসকল, যজ্ঞদেবতাগণ এবং অন্যান্য ভূতগণও নিযুক্ত ছিলেন ॥ ৩৮

মহর্ষিগণের সমুদায়, বৈদ্যাদেবগণ, অগ্নি হইতে উৎপন্ন ঋষিগণ এবং বহুবৃক্ষ মহর্ষিসঙ্ঘ।
বৈশ্বানরা: পাবকযোনয়শ্চ।
সর্ব্বে বয়ূর্দ্ধপুরোহিতাশ্চ
যুদ্ধংপুরা: সম্প্রসুরাসুরাণাম্ ॥ ৩৯
যোগেশ্বরাঃ ষট্ চ বিবাদকর্তা
বিভূষিতৈর্ভূষিতসর্ব্বদেবাঃ।
অন্তর্হিতা বৈ বহুভর্ত্তৃসংস্থা
নারায়ণাস্ত্রেণ নরস্ত্র দেবাঃ ॥ ৪০
বক্ত্রৈশ্চতুর্ব্বেদবরৈশ্চতুর্ভি:
সম্পূর্ণচন্দ্রপ্রতিমৈঃ সুকান্তৈঃ।
সর্ব্বা দিশো নির্ম্মিতমিন্দ্রকল্পং
নরো দিশে চক্রে সরশ্চ শক্রঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
দেবাসুরযুদ্ধে ব্রহ্মদিবিসমাগমে নাম
ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

ও দেবতাদিগের পূর্ব্বে স্থিতগণ ইঁহার সকলে দেবতা ও অসুরদিগের সেই যুদ্ধ দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়া সেখানে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৯

ইঁহারা সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী ছিলেন এবং ইঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ উত্তম আভরণসমূহে বিভূষিত ছিল, সেই হয় যোগেশ্বর (সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার, ঔ সপ্ত ও বৈশ্বানর,) অদৃশ্যভাবে আকাশে থাকিয়া এই যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ নারায়ণ, নর ও কপিলের অস্ত্র দেবতারা অদৃশ্যভাবে অবস্থান করত এই যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

নরকর্তৃক নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় ব্রহ্মা পূর্ব্বদিগমণ্ডল-সদৃশ পরম মনোহর কান্তিযুক্ত ও চার বেদধারণকারী নিজ চার মুখের দ্বারা সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে অন্ধকার রহিত করিয়া দিলেন ॥ ৪১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে দেবাসুরযুদ্ধে সনকাদির আগমননামক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[দেবাসুরযোধাঃ যুদ্ধস্য যজ্ঞরূপেণ বর্ণনম্, উভয়সৈন্যানাং তুমুলং যুদ্ধম্, ঐন্দ্রস্য পরাজয়শ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

উভয়োঃ সেনয়ো রাজন্ তুমুলো যুদ্ধমবর্ত্তত
নাদেন সর্ব্বলোকানাং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ॥ ১
মোমুহ্যমাত্তরাণাঞ্চ ভেরীণাং মুহুরুচ্চকৈঃ
বল্গনীতিস্তিমানাঞ্চ বাজ্যমন্ত্র মাস্বনাঃ ॥ ২
প্রবৃত্তো যুদ্ধযজ্ঞস্য তুমুলো লোমহর্ষণঃ
রণমধ্যে মহানাদঃ স্বর্গীয়ঃ শ্রূয়তে স্ম হ ॥ ৩
যুদ্ধযজ্ঞস্য নেতারৌ প্রহ্লাদো বৈরোচনস্তথা
বিরোচনসুতাধ্বর্য্যু ঋত্বিগ্যজ্ঞপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ৪
হোতা চৈবাত্র নমুচির্ব্রহ্মত্বং স্তোত্রকল্পকঃ
যজ্ঞা বৈতাঃ সমখ্যাতা যজ্ঞকর্ম্মণি তত্র বৈ ॥ ৫
অসুরাস্তস্য পিতরঃ ঋষিকা বা পরাক্রমৈঃ
যষ্টা তত্রাভবদ্ বাণঃ সংযাগ শোপশিক্ষিতঃ ॥ ৬
ঐন্দ্রং পাশুপতং ব্রহ্ম কৃষ্ণাকর্ণং তুরুর্ব্বসম্
মহাস্ত্রাণ্যাবর্ত্তন্ত স মহর্ত্বিগ্বরোভিতঃ ॥ ৭

উদগাত্তা ৬ মহঃ শ্রীমান্ বিত্তঃ শক্রতরুস্তথা ।
বিনদন্ বিজিগীষুস্তে দেবানীকং বাদারয়ৎ ॥ ৮
বলিস্তু রাজা দাত্যিমান্ স্বয়ং তত্র মহাসুরঃ ।
জাপৈর্হোমৈস্তু সংযুক্তো ব্রহ্মত্বমকরোৎ প্রভুঃ ॥ ৯
রণার্থিভির্বিতো যোগো বৈরোচনসমীরিতঃ ।
যুযুধে ত্বসুরৈস্তত্র দেবো বিষ্ণুঃ সুরৈঃ সহ ॥ ১০
শঙ্খধ্বনৈঃ সুতুমুলৈর্ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনৈঃ ।
উদ্ঘুষ্টঃ বিমলঃ চৈব যুদ্ধকর্ম্মণি প্রভুস্তদা ॥ ১১
বলশ্চ বলকশ্চৈব পুলোমা চ মহাসুরঃ
প্রশস্তক সমং কৃত্বা মন্ত্রং সমাক্ প্রচক্রিরে ॥ ১২
কল্পাবদাতা বিমলা বিপুলা বহুপঙ্কৃতয়ঃ
যূপাশ্চ সমকল্পন্ত যুদ্ধযজ্ঞে মহাকলে ॥ ১৩
কবিনালীকনারাচা বৎসদন্তোপবৃংহিকাঃ
তোমরাঃ সোমকলসা বিচিত্রাণি ধনূংষি চ ॥ ১৪

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[দেবতা ও অসুরগণের যুদ্ধকে যজ্ঞরূপে বর্ণন, উভয় সৈন্যের তুমুল যুদ্ধ এবং দাধিচ ও ঐন্দ্রের পরাজয় ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পুনরায় উভয় সৈন্যের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। ভেরীর আওয়াজ, ঘোড়া, যুবক, ঘাঁড় ও নাগড়া—এই সব বাদ্যের মহানাদ শুনা যাইত। এই সব বাদ্য নিজেদের তুমুল ধ্বনিতে তিন লোককে যেন বিচলিত করিতেছিল ॥ ১-২

সেস্থানে লোমহর্ষণকর ব্যাপার যুদ্ধযজ্ঞ চলিতে লাগিল, যাহা স্বর্গতলী ফলপ্রাপ্তিকারক ছিল। এই সংগ্রামে দৌর্য্যশালী বীরগণের অভিমত মহাসিংহনাদ এবং আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল ॥ ৩

এই যুদ্ধযজ্ঞের নেতা হইলেন দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ। তাঁহার পুত্র বিরোচন এই যুদ্ধ-যজ্ঞের পরমঋত্বিক হইলেন ॥ ৪

ইহাতে নমুচি হোতা ও বৃত্রাসুর স্তোতা হইল। এই যুদ্ধ-যজ্ঞে দৈত্যগণই যজ্ঞ বলিয়া কথিত হইল ॥ ৫

যে পিতৃদের পরাক্রমের দ্বারা শিষ্ট বলিয়া অসুরগণ কথিতেছিল অথবা পিতৃ বলি গুণেও অধিক পরাক্রমশালী ছিল, সেই বাণাসুর এই যুদ্ধযজ্ঞের যজমান হইল এবং যুদ্ধফলে সব সময় উপস্থিত রহিল ॥ ৬

অসুরদের দ্বারা উত্তমরূপে শুরক ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম ও অন্যান্য তুর্ণ কর্ণ নামক অস্ত্রসকল এস্থানে মন্ত্র ছিল ॥ ৭

শক্রগণের তরফে শ্রীমান্ বিত্তসুর সেস্থানে ঋত্বিগ্‌রূপে হইয়া অবস্থান করিতেছিল। এই সৈন্যশ্রেষ্ঠ বীর যজ্ঞ বিস্তারপূর্বক করিতে দেবসৈন্যদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিল ॥ ৮

দাদর্ষ্যশালী তেজস্বী মহাসুর রাজা বলি তথায় সেস্থানে জপ-হোমাদিতে যুক্ত হইয়া ব্রহ্মার কার্য্য করিতে লাগিলেন ॥ ৯

বৈরজনী উদ্যমে / কাজে / উদ্যোগ হইয়া সেস্থানে ঘোর অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। অসুরগণ দেবতাদিগের সহিত আসিয়া সেই অগ্নিতে আহুতিদান করিতে লাগিল। এই আহুতি তথায় বিষ্ণুর তুষ্টির জন্য করা হইতেছিল ॥ ১০

শঙ্খধ্বনিসকল তুমুলধ্বনি ও ভেরীসমূহের মহাস্বর দ্বারা সেস্থানে 'যুদ্ধযজ্ঞ'—উহার বিমল উদ্ঘোষ হইতেছিল ॥ ১১

বল, বলক ও পুলোমানামক এই তিন মহাসুর সেস্থানে প্রশস্ত ও সম কর্ম্ম করিয়া সমাক্‌রূপে মন্ত্রের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল ॥ ১২

এই মহাফলপ্রদ যুদ্ধযজ্ঞে বিচিত্র উদ্যতগুণোত্তিত, নির্ম্মল ও বিপুল যজ্ঞদক্ষিণা যুপসমূহের রূপে কল্পিত হইল ॥ ১৩

কবি, নালীকা নারাচ, বৎসদন্ত, উপবৃংহিকা, তোমর ও বিচিত্র ধনু—এই সমস্ত সেই যজ্ঞে সোমকলস ছিল ॥ ১৪

অস্থীক্ষ্ণ কপালানি পুরোডাশাঃ শিরাংসি চ
আজ্যঞ্চ রৌদ্রং রুধিরং তস্মিন্ যজ্ঞেঽভিদুদ্রুবে ॥১৪
ইন্দ্রাঃ পশিবরস্তত্র প্রস্তাবা বিপুলা গদাঃ
হয়গ্রীবোঽসিলোমা চ রাহুঃ কেশী চ দানবঃ ॥ ১৬
বিরোচনস্তু দুর্বুদ্ধে কৃতঘ্নস্তু মহাবলঃ
সমস্তাস্তত্র তু মখে বিপ্রচিত্তিস্তু বীর্যবান্ ॥ ১৭
ইষবস্তু স্রুবাস্তত্র রথাঙ্গসদৃশাঃ শুভাঃ
বহুভোজ্যো বহুদ্রব্যস্তু স্রুবস্তত্র মহামখে ॥ ১৮
প্রতিপ্রস্থানিকং কর্ম যদপর্বণীকরোদিহ ।
দীক্ষিতস্তত্র তু বলিস্তস্য পত্নী মহাঽভবৎ ॥১৯
পশুস্তত্র শমিত্রমকরে ক্ষিতিলম্বনঃ ।
অতিরাত্রে মহাবাহুর্বিততে যজ্ঞকর্মণি ॥ ২০
দক্ষিণাস্তস্য যজ্ঞস্য কালনেমির্মহাসুরঃ
দৈত্যানে কর্মণি দ্বিজো যঃ খ্যাতো হরাদ্ভির্ব ॥ ২১
ত্রিয়ম্বানাং তু সৈন্যস্য সহায়ৈর্বহুভির্বৃতঃ ।

তস্মিন্ যজ্ঞে তু সবনং বহুতে দৈত্যনিশ্চিতম্ ॥২২
দেবানাং রুধিরং সংখ্যে পশুকল্পা দিতেঃ সুতাঃ ।
নর্দমানাঃ প্রমুদিতা সোমপানা রণান্তরে ॥ ২৩
যদা বলির্মহাদৈত্যো বিজেতা সমরে সুরান্ ।
তদা হ্রস্বকৃথো যজ্ঞে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৪
মহাসুরেন্দ্রপত্নযো যজ্ঞানো ভূরিদক্ষিণাঃ ।
দেবযজ্ঞো বৃত্তবন্তঃ সুরাঃ সর্বে তমুদ্যতাঃ ॥২৫
ত্রৈলোক্যহরণে সক্তা যুদ্ধসজ্জায় দীক্ষিতাঃ ।
বদ্ধকক্ষাজিনাঃ সর্বে প্রহিনো যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥২৬
একনিশ্চয়কার্যার্থাস্ত্রৈলোক্যক্ষয়কাঙ্ক্ষিণঃ ।
পুরস্কারমহৈতায়ানাং শব্দঃ সমুদবর্তত ॥ ২৭
নানাযুদ্ধবিধস্তজ্ঞাঃ প্রবিনাঃ প্রহারণাম্
ক্ষেড়িতে ধনুষ্টঙ্কারৈর্নির্ঘোষৈশ্চ তলস্বনৈঃ ॥ ২৮
রথনেমিস্বনৈর্ঘোরৈঃ সৈন্যমূলঃ সমাকুলোঽভবৎ ।
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্ঘোরনিস্বনৈঃ ॥ ২৯

অস্থিমযুক্ত কপাল, মজ্জকসকল পুরোডাশ এবং তাহার রুধিরই ঘৃত ছিল ও এই সব সেই যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইতেছিল ॥ ১৫

সবনপাত্রই, ইষ ও স্রুব ছিল বড় পরিধি ছিল। হয়গ্রীব, অসিলোম, রাহু, দানব কেশী বিরোচন, কৃতঘ্ন, মহাবল কৃতঘ্ন এবং পরাক্রমশালী বিপ্রচিত্তি—ইহারা সকলে যজ্ঞে সদস্য ছিল ॥ ১৬-১৭

রথের অক্ষদণ্ডস্থল ও সূক্ষ্ম যাদৃশ এই যজ্ঞে স্রুবা ছিল। বহুল ভোজ্য ও বহুল দ্রব্যসম্ভার সেই মহাযজ্ঞে স্রুব ছিল ॥ ১৮

দৃষ্টপর্বা এই যজ্ঞে প্রতিপ্রস্থাতার কার্য্য করিতে লাগিল। রাজা বলি এই যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণকারী যজমান ছিলেন এবং তাঁহার বিশাল দৈত্যবাহিনীই তাঁহার পত্নী ছিল ॥১৯

মহাবাহু বিততনয় শমন দেবালয়ে প্রচলিত সেই অতিরাত্র-নামক যজ্ঞকর্মে শামিত্র কর্ম করিতে লাগিল ॥ ২০

সেই যজ্ঞের দক্ষিণাস্থলে মহাসুর কালনেমি উপস্থিত ছিল, যে নিজের পতি বলির যজ্ঞকর্মে অগ্নির সমান বিখ্যাত ছিল ॥ ২১

দেবগণের সৈন্যবাহিনীর নিষ্পাপ নরীরসমূহের দ্বারা সেই যজ্ঞে ইন্দ্রস্বরূপ কর্তৃক কৃত সবনকর্ম উত্তোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ২২

এই যুদ্ধযজ্ঞে যে সব তরুণ দৈত্য দেবগণের রক্তপান করিতেছিল, ইহারা তাহাদের সোমপান ছিল। তাহারা আনন্দিত চিত্তে

গর্জন করিতে করিতে প্রবল সোমপান করিতে লাগিল ॥ ২৩

যখন মহা দৈত্য বলি সমরে দেবতা শিবকে জয় করিবেন, তখন এই যজ্ঞের সমাপ্তির অবশ্যম্ভাবী স্থান হইবে—ইহাতে সংশয় নাই ॥ ২৪

মহাসুরেন্দ্রগণ প্রচুর দক্ষিণাসম্ভার, যজ্ঞকর্তা, যোদ্ধা, সমাকারী ও পুরস্কার ছিল এবং ইহারা সকলেই যুদ্ধে দেহের মায়া ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ২৫

ইহারা সকলে ত্রিলোকের জয় করিতে উদ্যত হইয়া সেই যুদ্ধযজ্ঞে যজ্ঞ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। সকলে নিজেদের শরীরে কালকর্ম বিনিযুক্ত করিল এবং সকলে যুদ্ধ-যোগ্য বাহন করত রণস্থলে যাইতে লাগিল ॥ ২৬

একই নিশ্চিত উদ্দেশ্য লইয়া ইহারা সকলে যুদ্ধতৎপর কার্যে ব্যাপৃত ছিল। সকলের মনে এই ইচ্ছা ছিল যে, ত্রিলোকের রাজ্য প্রাপ্তিতে আমাদের জয় হউক।

নানাপ্রকার অস্ত্র হাতে লইয়া ধ্বজাসমূহের ভীষণভাবে ঘাবিত হইতে হইতে যোদ্ধা, বাহন ও দৈত্যগণের এস্থানে প্রভূত কোলাহল হইতে লাগিল ॥২৭।

যোদ্ধাগণের সিংহনাদ, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার, গর্জন, ধনুষ্টঙ্কার জনি এবং রথের চক্রশব্দের সহিত সৈন্যমূলের ঘোর কোলাহলে সেস্থানে চারিদিকে তুমুল নিনাদ হইতে লাগিল ॥ ২৮।

শঙ্খ ও দুন্দুভিসমূহের গম্ভীর শব্দ, অশ্বগণের ঘ্রেষারব ঘ্রেষারবকারী অশ্বগণ ও গর্জনকারী মানবগণের সিংহনাদে

হয়ানাং হেষমাণানাং দানবানাঞ্চ গর্জতাম্।
ক্ষেড়িতোৎক্রুষ্টনিনদৈঃ পাণিপাদরবৈস্তথা ॥ ৩০
দানবানাং পরেষাঞ্চ শস্ত্রবৃষ্টি মহাত্মনি চ।
সমরে তীব্রকর্মাণি সৈন্যানি প্রচকাশিরে ॥ ৩১
ততো নাগা রথাংস্তৈর ভাঙ্গয়ন্তো বিচুক্রুশুঃ।
ভ্রাজমানা যথাজস্রং মেঘা ইব সবিদ্যুতঃ ॥ ৩২
অষ্টিখড়্গগদাহস্তাস্তথা শূলশক্তিপরশ্বধাঃ।
চারু বিভ্রাজিরে তত্র হেমবর্মসু তা নরাঃ ॥ ৩৩
রথা বহুবিধাকারাঃ শক্তয়োঽথ সহস্রশঃ।
হেমপ্রচ্ছদনিষঙ্গা হ্যলঙ্কৃত ইব পাবকাঃ
দানবানাং সুরাণাঞ্চ চমূমালোক্য চৈনিকাঃ।
কাঞ্চনৈঃ কবচৈঃ সর্বৈ র্জ্বলিতার্কসমপ্রভৈঃ ॥ ৩৫
সন্নদ্ধাঃ সমসজ্জন্ত জ্যোতীংষি গগনে যথা
উদ্ভাসয়ন্তো বপুর্ভিস্তে তত্রস্থা লক্ষিতাস্তদা ॥ ৩৬
রথবরাঙ্কাঃ সুরসৈন্যমুদ্বহন্তো বভূ:

ন নাদবর্ণাঃ পতাকাশ্চ রথস্থানাঞ্চ সাধুবে ॥ ৩৭
যুধ্যতাং রথনৌতাবাদীয়ন্তাসাস মারুতঃ।
বজ্রালঙ্কারবস্ত্রাণি কবচানি চ রশ্মিভিঃ ॥৩৮
ভাসয়ামাস সর্ব্বাণি রশ্মিবর্ণানি রশ্মিবান্।
সর্ব্বেষামপ্রমেয়াণাং বলানাং পাণ্ডবারিণাম্ ॥ ৩৯
রজঃ প্রজ্ঞাময়ামাস পত্ত্যোর্ণঃ পাণ্ডুরা বিভূঃ।
দিব্যাস্ত্রবিদ্বরাঃ সর্ব্বে দীপ্তাস্ত্রপরিচ্ছদাঃ ॥ ৪০
প্রতিতস্থুস্তিরেহন্যোন্যমনীকং প্রত্যনীকতঃ।
গিরিষ্বিব দ্রুমাঃ সর্ব্বে তদা তে দেবদানবাঃ ॥ ৪১
অক্ষৌহিণীভিরিদ্ধাস্তা রন্ধাভিঃ শ্বাপদাকুলাঃ।
বাণৈঃ সুকৃত্তৈরস্তীক্ষ্ণৈঃ পত্রবাজৈস্তথা নরৈঃ ৪২
দৃপ্তৈরেমূর্ষুভিঃ শূরৈঃ স্তীক্ষ্ণলুব্ধলৈঃ
বজ্রপ্রমাণিকাস্পর্শৈঃ খড়্গপট্টাদিভিস্তথা ॥ ৪৩
তথা প্রবৃত্তিতে তেষাং বিনাশায় সুরক্ষয়ে
সাধিতেষু বধং প্রেপ্সুর্বাক্যং ভগ্রাহ কার্ষ্ণিকম্ ॥ ৪৪

বর্ণনে ও চীৎকারে এবং তাহাদের বস্ত্র ও অঙ্গের আস্ফালনের শব্দেও সেস্থানে মহাকোলাহল হইতে লাগিল। ২৯-৩০

দানব ও দেবতা দিগের বিপক্ষ সৈন্যরাজিও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সমরাঙ্গনে চতুরঙ্গ কর্ম করিতে করিতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ৩১

সেই সময় সেস্থানে মুহুর্মুহু বিদ্যুতিত হস্তী ও রথসকল বিদ্যুতের মেঘমণ্ডলের ন্যায় উদ্ভাসিত হইতে হইতে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। ৩২

এই সৈন্যদলের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ ঋষ্টি, খড়্গ, গদা, তীক্ষ্ণ শূল, শক্তি ও পরশু অস্ত্রসকল দেদীপ্যমান হইতেছিল, তাহা তখন অনলের দেদীপ্যমান হইতেছিল। ৩৩

নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট, উপরিভাগে ধ্বজদণ্ডে আরূঢ় শত শত ও সহস্র সহস্র রথ প্রকাশিত অগ্নিজ্বালা প্রকাশিত হইতেছিল। ৩৪

দীপ্তিমান্ সূর্য্যসদৃশ প্রকাশিত সুবর্ণবর্ম কবচসমূহে সুসজ্জিত দানব ও দেবতাদিগের সমস্ত সৈন্যগণ আকাশে তারা-মণ্ডলের ন্যায় দেখাইতেছিল। ৩৫

হস্তে ধনুষ্কা ধারণ করিয়া ও পৃষ্ঠে তূণীর ধারণ করিয়া বৃহৎবৃহৎ-তুল্য বৃহৎ বৃহৎ নয়নশোভিত দেবগণ সৈন্যদের সম্মুখভাগে আসিয়া উপরে উত্থাপিত বিচিত্র অস্ত্রসমূহের দ্বারা অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩৬

সমরাঙ্গনে বৃহদ্রথ রথিনিগণ ঘোড়াগণের বহু বর্ণের পতাকা-সমূহ ও অঙ্গরক্ষকদিগকে বারু কম্পিত করিতে লাগিল। ৩৭

সৈন্যদের ধ্বজ, আভরণ, বস্ত্র ও কবচসমূহ—এই সমস্ত বস্তুকেই সূর্য্যদেব নিজের কিরণমালির দ্বারা তাহাদিগের সমান ভাস্বিমান্ করত প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। ৩৮

উভয় পক্ষের অসংখ্য সমস্ত মহাত্রিসৈন্যগণের পাদ-সঞ্চারণে উত্থিত ঘোর রেণুময় পটের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ধূলি সমস্ত দিক্‌সমূহকে আচ্ছাদিত করিয়া দিল। ৩৯

সকলে দিব্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল এবং সকলেরই অস্ত্র ও যন্ত্রাভরণাদি প্রভাযুক্ত অত্যুজ্জ্বল ছিল। ইহারা পরস্পর এক পক্ষের সৈন্যগণ অন্য পক্ষের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া যাইতে লাগিল অর্থাৎ তাহাদের অগ্রসর হইতে দিল না। ৪০-৪১

পর্ব্বতসদৃশ উচ্চ শরীরধারী সেই সমস্ত দেবতা ও দানবগণ সেই সমস্ত রথাদিতে অবস্থান করত পরস্পরকে প্রত্যাঘাত করিতে করিতে বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৪২-৪৩

পক্ষসমূহে কেবলমাত্র ইহারা দুর্জ্জয়, তীক্ষ্ণ ও পরম যুদ্ধের বাণ, মুদ্গর, মুসল, শূল, অয়স্তণ্ড (লৌহমুখ), উপলখণ্ড, অশনিমূলা অস্ত্র, খড়্গ এবং ঋষ্টিসমূহ দ্বারা অস্ত্রের পরাক্রম প্রকাশ করিতে সেই যোদ্ধাগণের মধ্যে যখন ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছিল, সেই সময় সাধিদিগকে বধ করিবার জন্য বাসুদেব বহু শ্রবণ করিল। ৪৪-৪৬

শরজালেন দিব্যেন ছাদয়ানঃ সুরোত্তমম্
সংরেজুশ্চ ইবাত্যুগ্রান্ সপ্তঋষভজাল তেজসা ॥৫৫
সাগরাভ্যাং মহাসেনঃ দেবানাং দৈত্যপূজকঃ
সাংগ্রামযতি বাণৌঘৈরর্কাংশুভিরিবার্ণবম্ ॥ ৪৬
মারুতঃ সুমহাবেগঃ সাবিত্রঃ শক্তিমুত্তমাম্
চিক্ষেপ বলিপুত্রায় শক্রোদ্বেগনিমিত্তজম্ ॥ ৪৭
আপতন্তী চ সা শক্তির্দহন্তী জ্বলিতা ইব
ছিত্বা ছিত্বা ক্ষুরপ্রেণ বাণেনাসুরকর্তৃণা ॥৪৮
হতাচ্ছাম্য শক্ত্যাং তু সাবিত্রো দেবসত্তমঃ
বিশ্বকর্মকৃতং দিব্যং সুতীক্ষ্ণং জ্ঞানবার্দ্ধনম্ ॥ ৪৯
সুপ্রীনবাহুঃ বিমলঃ বিপুলঃ চক্রবর্চসম্
অসৃগ্বিগ্নিশিতং ষড়গমাশীবিষমিবোরগম্ ॥ ৫০
তং গৃহীত্বা রণমুখে প্রজ্বলন্তং মহাপ্রভম্
বাণাত্যাসে মহতেজাঃ ষড়গপাণিরবস্থিতঃ ॥ ৫১

নিজের দিব্য বাণসমূহের জালে সুরশ্রেষ্ঠ সাবিত্রকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে বাণাসুর মরুদ্গণের দ্বারা ঘৃতাহুতি পাইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিদেবের ন্যায় তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ৫৪

দেবতাগণের বিপক্ষ দৈত্যবাহিনী সমুদ্রের ন্যায় ছিল। দৈত্যশ্রেষ্ঠ বাণ সূর্য নিজের বাণসমূহের দ্বারা সূর্যদেব যেরূপ নিজের কিরণাবলির দ্বারা সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাহাদিগকে শুষ্ক করিতে লাগিল। ৫৬

তখন মহাবেগশালী সাবিত্রনামক মারুত ইন্দ্র যেরূপ পর্বতের উপর বজ্র নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ বলিপুত্র বাণাসুরের উপর উত্তম শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ৪৭

কিন্তু অসুর কর্তনকারী বাণ সূর নিজের দিকে প্রজ্বলিত বিশাল উল্কার ন্যায় আগত সেই শক্তিকে এক ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা দুই খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিল। ৪৮

সেই শক্তি খণ্ডিত হইয়া যাইলে পর দেবশ্রেষ্ঠ সাবিত্র বিশ্বকর্মার দ্বারা নির্মিত, বিষধর সর্পকুলা তরঙ্গের এবং দানবগণনাশকারী এক দিব্য খড়্গ গ্রহণ করিলেন। ইহার বাহু অত্যন্ত দীর্ঘ ছিল ও পুষ্ট ছিল। এই নির্মল এবং বিশাল খড়্গ তেজস্বী সর্পরাজ তক্ষকের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তিতে প্রকাশিত হইতে ছিল। ৪৯-৫০

যুদ্ধের সম্মুখভাগে সেই প্রজ্বলিত মহাপ্রভাযুক্ত খড়্গকে হস্তে লইয়া মহাতেজস্বী সাবিত্র বাণাসুরের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫১

স তং স্থিতমবাল্ক্ষ্য সাবিত্রং বলিনন্দনঃ।
লোহিতাক্ষো মহাকায়ঃ চিক্ষেপ চ ননাদ চ ॥ ৫২
ততোঽর্কশিতধারানলনিপ্রভিমাস্থিতান্।
সন্ধধে চাশু বাণৌঘানাশীবিষবিষোপমান্ ॥ ৫৩
রুদ্রমুখান্ প্রদীপ্তাগ্র্যান্ রুদ্রবেগানলদ্যুতান্।
আকর্ণপূর্ণান্ চিক্ষেপ শরানুগ্রান্ সমন্ততঃ। ৫৪
দৃঢ়চাপপ্রযুক্তাস্তে শরা বৈশ্বানরপ্রভাঃ।
সাবিত্রং ছাদয়ামাসুঃ কৈলাসমিব তোয়দাঃ ॥ ৫৫
সংছাদ্যমানঃ শস্ত্রৌঘৈর্বলিনা বলিপুত্রনা।
পরাঙ্মুখঃ সুরবরঃ প্রহাতঃ সরথধ্বজঃ ॥ ৫৬
পরাজিত্য স সাবিত্রঃ বাণঃ পরমদুর্মতিঃ।
প্রযুক্ত কার্ত্মুকঃ ঘোরঃ গতঃ শক্রবধং প্রতি ॥ ৫৭
বলক্ষ্যাপুত্রশ্রেষ্ঠঃ প্রযুক্ত মহতীং গদাম্
ধ্রুবায় বসবে মূর্ধ্নি রৌদ্রায় চিক্ষেপ বানবঃ ॥ ৫৮

সাবিত্রদেবের চক্ষু তখন ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং দেহও বিশাল ছিল। তাঁহাকে এইভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া বাণাসুর তাঁহাকে অক্ষেপ—তিরস্কার করিতে লাগিল ও সিংহনাদ করিতে লাগিল। ৫২

তাহাপর বাণাসুর সূর্যকিরণতুল্য তেজস্বী, অনলিসদৃশ তীক্ষ্ণ এবং বিষধর সর্পের সমান বিষাক্ত শরসমূহ সত্বর সন্ধান—ধনুকে যোজনা করিল। ৫৩

এই সব বাণের পক্ষ স্বর্ণের ছিল। উহাদের অগ্রভাগ প্রদীপ্ত ছিল। উহা রুদ্রের বেগশালী ও অলঙ্কৃত ছিল। বাণাসুর এই সব উগ্র বাণকে ধনুকে যুক্ত করিয়া কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করত চারিদিকে নিক্ষেপ করিল। ৫৪

এই সব অগ্নিতুল্য তেজস্বী বাণ সুদৃঢ় ধনুর দ্বারা নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। তাহারা সাবিত্রকে সেইভাবে আচ্ছাদিত করিয়া দিল, যেরূপ মেঘমণ্ডল কৈলাসপর্বতকে জলবর্ষণে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। ৫৫

বলিপুত্র বাণাসুরের অস্ত্রসমূহের দ্বারা এইভাবে আচ্ছাদিত হইতে হইতে সুরশ্রেষ্ঠ সাবিত্র যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া রথ ও ধ্বজ সহ সেস্থান হইতে প্রস্থিত হইলেন। ৫৬

সাবিত্রকে পরাজিত করিয়া সেই বাণাসুর অত্যন্ত দুষ্ট হইল এবং তাহার বধ গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের বধের দিকে গমন করিল। ৫৭

অন্যদিকে অসুরশ্রেষ্ঠ বলনামক দানব বিশাল ও ভয়ঙ্কর ধ্রুব,

তত্র নির্ম্মথিতং তূণে ভেদিভিশ্চক্র বর্ম্ম বৈ।
গদাবেগেন ভীমেন ক্রান্তং সমরে তদা ॥ ৫৯
শেষাংশ্চ বসবঃ সর্ব্বে দিব্যাস্ত্রৈর্ঘোরদর্শনৈঃ।
প্রাজ্ঞাপয়ন্ রণে দৈত্যান্ দিত্যামিব তোহদাঃ ॥ ৬০
ততঃ সম্মথিতো বাহৈর্বলো দানবসত্তমঃ।
অবাতরদ্ রথাত্তস্মাদ্ গদামুদ্যম্য বেগবান্ ॥ ৬১
পাতয়ামাস শক্রাণাং সপ্তবিংশা মহাসুরঃ।
দিশঃ প্রাদ্রাবয়ৎ সর্ব্বাংস্ত্রিদশান্ স মহাগদা ॥ ৬২
ইন্দ্রঃ শচিরিবেন্দ্রেণ প্রবৃদ্ধঃ সুমহাবনঃ।
তস্যাঃ সবিস্ফারমুখো ব্যাত্তাস্যেন শব্দেন বেপিতাঃ ॥ ৬৩
ব্যাত্তবক্ত্র পরিশ্রান্তো রথেভ্যো রথিনস্তদা।
তত্রদীর্ণাঃ রথানীকাঃ সূর্য্যাভাঃ মেঘনিঃস্বনম্ ॥ ৬৪
দেবানাং সহসা রাত্রিঃ সমন্তাদভ্যবর্ত্তত।

ক্ষুরপ্রৈর্বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈর্বৎসদন্তৈঃ শিলীমুখৈঃ ॥ ৬৫
মুহুর্মুহুর্মহাদেত্যঃ প্রত্যবিধ্যন্মহাসুরঃ।
বলাকস্তু গদাপাণির্দ্যোতিতাস্য ইবাম্ভদঃ ॥ ৬৬
তড়িদ্বৃন্দপরীতসুদেশো বৈশ্বানর ইবাপরঃ।
পিবন্নিব শরৌঘাংস্তান্ দেবচাপসমুজ্জ্বলান্ ॥ ৬৭
অভ্যাদ্রবত দৈত্যেন্দ্রো মহার্ণব ইবাপরঃ।
অবধূন্বন্ দিশঃ সর্ব্বাঃ স্বেন বীর্য্যেণ দানবঃ ॥ ৬৮
অরুণৎ ত্রিদশান্ দৈত্যঃ শিখিবেগমরুগ্গা ইব।
সমুদ্যতরসা দেবান্ বায়ুর্বৃক্ষানিবোজসা ॥ ৬৯
দময়ংশ্চ মহেষ্বাসান্ বসূন্যাঃ সমসজ্জত
আপস্তোষাগ্নিসঙ্কাশ্চ বরর্ষুস্তরসিনো মো ॥ ৭০
শরবর্ষাণি দীপ্তানি মেঘাবিব পরন্তপো।
ভিন্দ্যাত্তান্ বিশিখান্ দীপ্তানন্তরিক্ষে স চিচ্ছিদে ॥ ৭১

হাতে লইয়া তাহাকে ভ্রূকুটিযুক্ত বদন মণ্ডলের উপর নিক্ষেপ করিল ॥ ৫৮

সেই সময় সংগ্রামে সেই গদার ভয়ঙ্কর বেগে ক্রবের ললাটের উপরিস্থিত মুকুটখচিত বিচিত্র কবচ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইল ॥ ৫৯

তখন অবশিষ্ট সমস্ত বসুগণ ভয়ঙ্কর দিব্যাস্ত্রসমূহের দ্বারা রণাঙ্গনে সেই দৈত্য বলকে চতুর্দ্দিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ মেঘমণ্ডল সূর্য্যদেবকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে ॥ ৬০

তারপর সেই সব বাণে বিমর্দ্দিত হইয়া দানবশ্রেষ্ঠ বল গদা উত্তোলন করত নিজের সেই রথ হইতে সবেগে নামিয়া আসিল ॥ ৬১

সেই মহাসুর বল গদাকে ঘুরাইয়া নিজের শত্রুদের উপর পাতিত করিল। তখন সেই বিশাল গদা সমস্ত দেবগণকে সেই সমস্ত নাসাধিকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিল অথবা চারিদিকে বিতাড়িত করিল ॥ ৬২

যেরূপ ইন্দ্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত তাঁহার অশনি ভীষণবেগে অগ্রসর হইয়া প্রচণ্ড শব্দ করিতে থাকে, সেইরূপ এই গদাও বলাসুরের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রচণ্ড শব্দ উৎপন্ন করিতে লাগিল। বিদ্যুতের ন্যায় শব্দ উৎপন্নকারী এই গদার শব্দে কম্পিত হইয়া সেই সময় দেবসৈন্যের রথী যোদ্ধারা বিভেদের রথ হইতে অন্যত্রগমন করত পলাইয়া যাইলেন ॥ ৬৩;

তখন সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ও মেঘগর্জ্জন গর্জ্জনকারী দেবসৈন্যদের সেই প্রচণ্ড রথ-সৈন্যগণের উপর বলাসুর চারিদিকে বাণধারা বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৬৪;

এই মহাতেজস্বী মহাসুর বল দেবগণকে ক্ষুরপ্র, বিশিখ, ভল্ল, বৎসদন্ত ও শিলীমুখনামক বাণসমূহের দ্বারা বারংবার বিদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৬৫;

বলাক নামক দৈত্য হস্তে গদা লইয়া মুখবিস্তারকারী কালের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল সে বিদ্যুৎ ও সূর্য্যের সমান তেজস্বী ছিল এবং দ্বিতীয় বৈশ্বানরের (অগ্নির) ন্যায় প্রকাশিত হইতে ছিল ॥ ৬৬;

এই দৈত্যরাজ দেবগণের বনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহকে যেন পান করিতে করিতেই তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইল। তখন সে দ্বিতীয় মহাসাগরের ন্যায় বেগশালী বলিয়া মনে হইতে ছিল ॥ ৬৭;

যেরূপ পর্ব্বত সমূহের বেগকে প্রতিহত করিয়া দেয়, সেইরূপ দানব দৈত্য বলাক নিজের গর্জ্জনের দ্বারা সমস্ত দিক্‌সমূহকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে নিজের বল-পরাক্রমে সমস্ত দেবতাদিগের অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া দিল ॥ ৬৮;

বায়ু যেরূপ নিজের বলে বৃক্ষসমূহকে উৎপাটিত করিয়া থাকে, সেইরূপ মহাসুরনামক দৈত্য নিজ বেগে মহাবলবান্ দেবতাদিগকে দমন করিতে করিতে আগ ও অনিল নামে দুই বসুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৬৯;

শত্রুদমনকারী পরন্তপ আগ ও অনিল এই দুই বসু দুই দেবের ন্যায় তেজস্বী বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই দৈত্য বীরদের নিক্ষিপ্ত তেজস্বী বাণসমূহকে আকাশেই ছেদন করিয়া দিল ॥ ৭০-৭১

অমুঞ্চমাণস্তং কর্ণং ক্রব্যন্নমভিচক্রমে
তৌ পৃথক্ শরবর্ষাভ্যামন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ। ৭১
উত্তমাভিজনৌ শূরৌ দেবদৈত্যৌ বলোদ্ধতৌ।
তৌ নখৈরিব শার্দূলৌ দন্তৈরিব মহাদ্বিপৌ। ৭২
রথশক্তিভিরন্যোন্যং বিশিখৈশ্চাপাকৃন্ততাম্।
নিষ্ঠিন্দন্তৌ চ গাত্রাণি বিলিখন্তৌ চ সায়কৈঃ। ৭৩
তুল্যরন্ধ্রৌ চ বলিনৌ প্রভুদন্তৌ স্থিতৌ রণে।
চরন্তৌ বিবিধান্মার্গান্মণ্ডলানি চ তাদৃশ। ৭৪
মুক্তসৈর্দ্ধনুঃ ক্রুদ্ধাবন্যোন্যমভিবাদিনৌ।
অসিত্রাণঃ চর্মণী দিব্যে বিপুলে চ শরাসনে। ৭৫
নিকৃত্তাঞ্চলসন্ধানৌ বাহুযুদ্ধং প্রচক্রতুঃ

বৃত্তোদ্বেল্লৌ দীর্ঘভুজৌ নিযুদ্ধকুশলাবুভৌ। ৭৬
বাহুভ্যাং সমমজ্জেতামন্যোন্যং পরিষৈরিব
তয়োরাসীদ্ভুজাঘাতৈর্নিগ্রহঃ প্রগ্রহস্তথা। ৭৭
অভীব তীব্রঃ সংঘ্রাদো বজ্রপর্বতয়োরিব।
দ্বিপাবিব বিষাণাগ্রৈঃ ভূঙ্গৈরিব মহাদ্রুমৌ। ৭৯
অন্যোন্যমভিসংরব্ধৌ মুহুর্তং পর্যকর্ষতাম্। ৮০
ততঃ পরাজিতো দেবো বলাকেন তথা ক্রমঃ।
রথং ত্যক্ত্বা তদাবৃত্ত প্রনষ্টঃ প্রাঙ্মুখো বলুঃ। ৮১
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
বামনপ্রাদুর্ভাবে দেবাসুরযুদ্ধ
চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ। ৮৪

এই কর্মকে ক্রব সহ্য করিতে পারিলেন না; অতএব তিনি সেই বৈত্যের দিকে ধাবিত হইলেন। তখন এই দুই বীর পৃথক্ পৃথক্ বাণ বর্ষণ করত পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ৭১

এই দেব ক্রব এবং বৈত্য সমুদয় উত্তরে পুরুবীর, উত্তম কুলে উৎপন্ন এবং বলবান্ ছিলেন। সেজন্য দুইটি বাহু নবসমূহের দ্বারা এবং দুইটি গজরাজ দন্তসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, সেইরূপ এই দুই বীর রথ-শক্তি ও বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন। ইঁহারা নিজ নিজ বাণসমূহের দ্বারা প্রতিপক্ষের অঙ্গকে বিদীর্ণ ও আহত করিতে থাকিলেন। ৭২-৭৪

উভয়েই বলবান্ ছিলেন, অতএব উভয়েই রণভূমিতে থাকিয়া পরস্পরকে অগ্রগমন হইতে প্রতিরোধ করিতে করিতে ও পীড়িত করিতে করিতে যুদ্ধের বিবিধ মার্গে বিচরণ করিতে থাকিয়া পৃথক্ পৃথক্ যুদ্ধপদ্ধতি দেখাইতে লাগিলেন। ৭৫

ইহার পর দুই অভিমানী বীর ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে মুষ্টিপ্রহার দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। উভয়েই তখনকার বাহু দ্বারা উভয়ের দিব্য ঢাল ও বিশাল ধনুক টানা দিয়া পর্বতের সমান অবস্থান করত পরস্পর বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৭৬।

উভয়েরই বক্ষ বিশাল ও বাহু দীর্ঘ ছিল। উভয়ে মল্লযুদ্ধে নিপুণ ছিলেন, অতএব কৌশলিপ্রিয় পরিষের সমান স্থূল (মোটা) ও বলিষ্ঠ দুই বাহুর দ্বারা ইঁহারা একে অন্যের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়া যাইতেন। ৭৭।

এই উভয়ের মধ্যে তখন বাহুর আঘাতে নিগ্রহ ও প্রগ্রহরূপ কৌশল প্রদর্শন চলিতে লাগিল। সেই সময় বজ্র ও পর্বতের আঘাতের ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। ৭৮।

যেরূপ দুইটি হস্তী নিজেদের দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা এবং দুইটি বড় বড় বৃক্ষ নিজেদের শৃঙ্গের দ্বারা প্রহার করিতে করিতে যুদ্ধ করে, সেইরূপ এই দুই বীর অত্যন্ত ক্রোধসহকারে মুহূর্তকাল ধরিয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে এবং ধাক্কা দিতে লাগিলেন। ৭৯-৮০

তখনকার যুদ্ধে ক্রব বলাকনামক বৈত্যের দ্বারা পরাজিত হইয়া ভয়ে রথ ত্যাগ করত পূর্বদিকে অমুখ হইয়া যাইলেন। ৮১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে দেবতা ও অসুরগণের যুদ্ধবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[নমুচিনা বরুনাময়কঃ বসোঃ, মহাসুরেণ বৃষ্টেঃ, বায়ুদেবেন পুলোমঃ, হয়গ্রীবেণ পুষ্কঃ, শম্বরাসুরেণ ভগস্য, চন্দ্রদেবেন চ মরুত্তৈত্যসৈন্যানাং পরাজয়ঃ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

পুনরেব তু তত্রাসীন্মহাযুদ্ধং সুদারুণম্
ক্রুদ্ধস্য নমুচেস্তৈব বরুণস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ১

সংরম্ভো চ মহাবাহু মহেষ্বাসাবরিন্দমৌ।
পরস্পরমুদৈক্ষেতাং রুষিতাবিব লোহিতৈঃ ॥ ২

বিস্ফার্য্য চ মহাচাপং ভেমপৃষ্ঠং দৃঢ়াসনম্
সংসন্ধায় স বজ্রপ্রতীকাংস্তু প্রাণানমুঞ্চত ॥ ৩

স সায়কবরৈর্ঘোরৈর্বরুণো দৈত্যমর্দ্দনঃ প্রতি
ছাদয়দ্বৃষ্টিঃ শিলাবৃষ্টৈর্দ্যৌরিবাম্বুধরৈর্নভঃ প্রভাম ॥ ৪

ততঃ প্রহস্য নমুচির্বিদ্ধ্য চ শিলাশিতান্
অন্তরস্থঃ সায়কান্ বীর্য্যবান্ ঘোরবেগান্ দৃঢ়াসনাৎ ॥ ৫

মহাতেজা মহাবাহুর্মহাবেগো মহাবলঃ
বিব্যাধাতিবলো দৈত্যো নবভিঃশিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৬

স তোয়ধারিণং মাতঙ্গো বারুণাণ্ড পতৎত্রিভিঃ।
অভ্যাঘাতঞ্চ সংক্রুদ্ধো নমুচিঃ বসুদত্তমঃ ॥ ৭

তমাপতন্তং বেগেন সংরম্ভাদমুচী রণে
দৈত্যঃ প্রত্যসরদ্ধেবঃ মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্ ॥ ৮

ততঃ প্রাক্কাপরন্ধ্যঃ তেরীশতনিনাদিতম্
বিক্ষোভো তদ্ বলং ঘোরমুভয়োরপি সৈন্যয়োঃ ॥ ৯

অথানুক্রমমর্থজ্ঞান্ ভাসমর্থৈঃ সুবাভিভিঃ
মিশ্রয়ন্ সমরে দৈত্যো বসুঃ প্রাক্ষ দৃচ্ছরৈঃ ॥ ১০

সমাশ্লিষ্টাবথান্যোন্যং বসু দানবরাজ তথৌ
দৃষ্টা প্রাকম্পত মুহুস্ত্রিদশানাং মহৎ বলম্ ॥ ১১

ক্রোধসংরক্ততাম্রাক্ষৌ প্রেক্ষমাণৌ মুহুর্মুহুঃ।
গর্জ্জন্তাবিব শার্দ্দূলৌ প্রচিন্নাবিব বারণৌ ॥ ১২

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

নমুচির দ্বারা বরুণাত্মক বসুর, মহাসুরের দ্বারা বৃষ্টির, বায়ুদেবের দ্বারা পুলোমার, হয়গ্রীবের দ্বারা পুষ্কর, শম্বর সুরের দ্বারা ভগের এবং চন্দ্রদেবের দ্বারা মরুত দৈত্য-সৈন্যদের পরাজয়।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেখানে পুনরায় ক্রুদ্ধ নমুচি ও মহাত্মা বরুণ মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ১

উভয়েই মহাবাহু, মহাধনুর্দ্ধর ও সঙ্কল্পন বীর ছিলেন। ইঁহারা উভয়ে পরস্পরের দিকে সেইভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যেন রক্তনয়না দুই কুপিত দ্বিপ ॥ ২

বসুশ্রেষ্ঠ বরুণ তাঁহার পৃষ্ঠভাগে বর্ম্ম মণ্ডিত আছে, সেই দৃঢ় ও বিশাল ধনু বিস্ফারিত করিয়া এবং প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া ক্রোধবশত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩

বরুণ বিশালাসনি ভেজস্বী বাসবসদৃশ তাল পাতিত করিয়া দৈত্য নমুচির বক্ষকে এবং সূর্য্যের প্রভাকেও আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ৪

তখন নমুচি হাস্য করত বরুণের উপরও ভয়ঙ্কর বেগশালী দৃঢ়তর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল। এই সব বাণ শিলা-নাশিত ও তেজস্বী ছিল ॥ ৫

মহাতেজস্বী, মহাবেগশালী, মহাবলী ও অত্যন্ত বলশালী মহাবীর দৈত্য নমুচি নয়টি তীক্ষ্ণবাণে বরুণকে বিদ্ধ করিল ॥ ৬

যেরূপ অঙ্কুশের দ্বারা হস্তীর প্রতি রুষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ বাসবসূদনের দ্বারা রুষ্ট বসুশ্রেষ্ঠও বর অত্যন্ত কুপিত হইয়া নমুচির দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৭

তাঁহাকে ক্রোধসহকারে সবেগে আসিতে দেখিয়া রণাঙ্গনে দৈত্য নমুচি যেরূপ এক মদমত্ত হস্তী অন্য মদমত্ত হস্তীর দিকে যুদ্ধের জন্য ধাবিত হয়, সেইরূপ বসুদেব বরুণের দিকে অগ্রসর হইল ॥ ৮

তদনন্তর দৈত্য নমুচি নভ ভেরীর ন্যায় হস্তীর শব্দকারী নিজের শঙ্খ বাজাইল। সে হর্ষবশত সমুদ্রতুল্য বিশাল দৈত্যসৈন্য-দিগকে বিক্ষোভিত করিয়া তীব্র মহাধ্বনিযুক্ত সর্ব্ববিশিষ্ট অস্ত্রশিক্ষক বরের রংমূলা বর্ণবিশিষ্ট অশ্বগণের সহিত মিলিত করিতে করিতে সমরাঙ্গণে বাণসমূহের দ্বারা বসু বরুণকে আচ্ছাদিত করিয়া দিল ॥ ৯-১০

বসু বর ও বাসব নমুচির রথবরকে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া যাইতে দেখিয়া দেবগণের বিশাল সৈন্যবাহিনী বারংবার কম্পিত হইতে লাগিল ॥ ১১

ইঁহাদের উভয়েরই চক্ষু তখন ক্রোধে তাম্রবর্ণ (লাল) হইয়া গিয়াছিল। ইঁহারা উভয়ে দুইটি ব্যাঘ্র ও মদবারিবাহী দুইটি হস্তীর ন্যায় পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১২

যদবরাট্টৌপয়ং চৌত্রমাদায়োদ্যম্য তত্রোঃ
রথাশ্বধ্বজসন্নাহং শস্ত্রবাহনসঙ্কুলম্ ॥ ১০
সমাজমিব তং দৃষ্ট্বা প্রেক্ষমাণা মহারথাঃ
আশংসন্তো জয়ং তাভ্যাং যোধা নৈকত্রসংস্থিতাঃ ॥ ১৯
তয়োঃ প্রৈক্ষন্ত সংরম্ভাঃ সহিতাঃ সহ মন্ত্রিভিঃ
সিদ্ধসঙ্কর্ষণৌ দেবদানবযোস্তদা ॥ ১৫
তৌ জ্বাদয়ন্তাবন্যোন্যং সমরে নিশিতৈঃ শরৈঃ।
শরজালাবৃতং ব্যোম চক্রতুস্তৌ মহাবলৌ ॥ ১৬
তাবন্যোন্যং জিঘাংসন্তৌ শরৈস্তৈর্ম্মর্মঘাতিভিঃ
প্রেক্ষণীয়তমাবাস্তাং বৃষ্টিমন্ত্যাবিব সূর্য্যৌ ॥ ১৭
সুবর্ণবিকৃতান্ বাণান্ প্রমুঞ্চন্তাবহিন্মুখৌ।
তাম্ররাজ্ঞ উদাকাশমমৃক্ষাভিরিব চক্রতুঃ ॥ ১৮
তয়োঃ শরাঃ প্রকাশন্তে দেব-দানবযোস্তদা
পতন্ত্যঃ শরদি ব্যোম্নীবাকাশাদিবাম্বুদে ॥ ১৯

ইন্দ্রদেব উত্তরের তরফের বৃদ্ধ মন্ত্রণাতার সঙ্গে প্রস্তুত হইতে ছিল। সেই মুষলধর রথ, অস্ত্র এবং সমুদ্রপথে পূর্ব্ব ও মত্ত হস্তিসমূহ আনা ছিল ॥ ১৩

ইন্দ্রদেব উত্তরের বৃদ্ধ মন্ত্রীদের রক্ষণাবেক্ষণে অনুষ্ঠিত ক্রীড়ায়) তাঁর দর্শনীয় হইয়া উঠিল। ইন্দ্র দেখিতে পাইলেন উভয় পক্ষের মহারথী যোদ্ধারা ইন্দ্রদের উত্তরের মধ্যে একের জয় কামনা করিতে লাগিলেন। দেবতারা রুদ্রের এবং দৈত্যদানব দৈত্য নমুচির জয় কামনা করিতে ছিলেন ॥ ১৪

সেই মহাশ্বধারী দেব ও দানব উভয়েরই নিকটে ক্রোধ সহকৃত হইয়া সংগ্রাম শিখ, গরুড় এবং মুনিগণ দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

এই দুই মহাবল যোদ্ধা সমরাঙ্গনে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাতিত করিতে করিতে আকাশকে বাণজালে আবৃত করিয়া দিলেন ॥ ১৬

তীক্ষ্ণ বাণসমূহে পরস্পরকে বধ করিতে উদ্যুক্ত এই দুই মহারথী বীর জলবর্ষণকারী মেঘের ন্যায় দর্শনীয় হইয়া উঠিলেন ॥ ১৭

সুবর্ণখচিত বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে এই দুই পরাক্রমশীল বীর সেই সময় আকাশকে সূর্য্যের সমান প্রকাশমান এবং উল্কা-সমূহে যেন পরিব্যাপ্ত করিয়া দিলেন ॥ ১৮

বসুদেব বধ ও দানব নমুচি এই উভয়ের বাণসমূহ সেই সময়

ত্রিদশাবগজানাং হি শস্ত্রৌঘৈর্গতজীবিতৈঃ।
জগৎ সংবৃতা ভূমির্নিশ্চেষ্টেষিব নভস্তলম্ ॥ ১০
ততঃ সুধায়ঃ শ্লক্ষ্ণিতঃ সূর্য্যমণ্ডলসন্নিভম্
বরায় বসবে মুক্তং চক্রং নমুচিনা রণে ॥ ২১
পতত্তা যেন চক্রেণ ধ্বস্তং সুমহদাস্তরম্।
সজ্জনঃ সাধুঃ সাধ্বো দণ্ডোঽকরিবপ্রভঃ ॥ ২২
স তাক্তা ক্ষুব্ধনঃ দেবঃ প্রবীপুঃ চক্রতেজসা।
তয়াস্তত্তাম্বুরস্তস্ত গতঃ বসুনমুত্তমম্ ॥ ২৩
পরাজিত্য সুরা দৈত্যো নমুচির্বলসন্বিতঃ।
প্রয়াতঃ যেন সৈন্যেন দূরং সুরভয়ং প্রতি ॥ ২৪
যৌ তৌ মহেন্দ্র দৃষ্টা চ দেবদৈত্যেষু বিশ্রুতৌ।
প্রবরৌ বিশ্বকর্ম্মাণৌ ... রথৌ ॥ ২৫
যোধতুরোঃ সম্প্রহারঃ ... দৃষ্ট্বা সুর কুলঃ।
অন্যোন্যক্ষতবিন্যস্তং চিত্রং ... বৃত্তি সংযুগে ॥ ২৬
দৃষ্টা তু নিশিতৈর্বাণৈর্বলং ... বলপিতম্

আকাশে এইরূপ পরাক্রান্ত হইতেছিল যেন শরৎকালে মত্ত সারসশ্রেণী উড়িয়া যাইতেছে ॥ ২১

যেরূপ মেঘ আকাশকে জড় করে, সেইরূপ দেবতাগণের জয় ও হস্তিসকলের নিনাদ শরৎসময়ে সেস্থানে ভূমি জল কালের মতো আবৃত হইয়া উঠিল ॥ ২০

তদনন্তর রণ জনে নমুচি সূর্য্যমণ্ডলতুল্য পলিত ও উল্কাধার একটি চক্রকে ধবল মেঘকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল ॥ ২১

পতিত হইবার সময় সেই চক্র ধরের সূর্য্যকিরণসদৃশ প্রকাশমান উত্তম রথকে অশ্ব, অস্ত্র ও অস্ত্রসকলের সহিত প্রজ্বলিত করিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিল ॥ ২২

চক্রের তেজে প্রজ্বলিত সেই রথকে ত্যাগ করিয়া বসুদেব বর অসুরেশ্বর নমুচির ভয়ে নিজের উত্তম পুরে পলায়ন করিলেন ॥ ২৩

এইরূপে বসুদেবকে পরাজিত করিয়া বলগর্বিত দৈত্য নমুচি পুনরায় নিজ দৈত্যবাহিনীর সহিত দেবসৈন্যদিগের দিকে ধাবন করিল ॥ ২৪

দেবতা ও দৈত্যগণের মধ্যে বিখ্যাত দুই ও দুষ্টা এই উভয়েই প্রধান বিশ্বকর্ম্মা ছিলেন। ইন্দ্রের উত্তরের পক্ষ নষ্ট মায়াসমূহে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইন্দ্রদের উত্তরের মধ্যে সেস্থানে অত্যন্ত ভীষণ ও ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধে পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য করিতে ... ২৫-২৬

পরাক্রান্তং পরাক্রম্য বিব্যাধ ত্রিংশতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৭
মহন্তং প্রতিবিব্যাধ ষষ্ট্যাঃ নিশিতৈঃ শরৈঃ
ধ্বজাতৈঃ সুপ্রযত্নাগ্রৈঃ শাতকুম্ভবিভূষিতৈঃ
নবাভ্যঃ দিতিজশ্রেষ্ঠো ভগবদ্ভ্যঃ শরৈর্মহঃ ॥ ১৮
সংক্রুদ্ধো দৈত্যদৈত্যস্তু বিচিত্রদ্বিয় জীবিতম্
শক্তিং কনকবৈদূর্যবিচিত্রাং ॥ মহাপ্রভাম্ ॥ ১৯
বেগেন মহতা সমরে দৈত্যেন্দ্রঃ সমপাতয়ৎ
তীব্রাং সর্বায়সীং দৃষ্ট্বা পুরুষং ইবাশনিম্ ॥ ৩০
তাং বহ্নির্ভূতনির্মুক্তামকৈবৈধব্যপ্রভাম্
মহাশ্চিচ্ছেদ তীক্ষ্ণাগ্রৈঃ ষড়ভিরাশুগৈঃ ॥ ৩১
ততঃ ক্রুদ্ধস্য প্রাণান্ত্বষ্ট্বঃ কোপাদ্মহাত্মনঃ
শ্রেষ্ঠলোকাস্ত সম্ভূতঃ শরঃ ন বহিসম প্রভঃ ॥ ৩২
চিচ্ছেদ বাণান্ত্বষ্ট্বা তান্ সপ্তভির্নতপর্বভিঃ
দৈত্যস্তু ক্রুদ্ধাবৈরো ক্রুদ্ধাবৈরিকৃতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩৩

তো বৃত্রাবিব সঙ্ক্রুদ্ধৌ বলিনৌ বাসিতাসুতে ।
শার্দূলাবিব চাক্রন্দ্য প্রক্রুদ্ধাবভিজঘ্নতুঃ ॥ ৩৪
অন্যোন্যং প্রতিযুধ্যন্তাবন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণৌ ।
অন্যোন্যমভিবীক্ষন্তৌ ক্রুদ্ধাবৌ বীরাবিব ॥ ৩৫
মহাগজাবিবাসাদ্য বিষাণাগ্রৈঃ পরস্পরম্
শরৈঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈরন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ ॥ ৩৬
ততঃ সুবিপুলাং দীপ্তাং মহেন্দ্রো ক্রুদ্ধ ভগবান্
সৃষ্টিং প্রাবিশোৎ ক্রুদ্ধঃ সর্বপ্রাণহরাং ঘোরাং ॥ ৩৭
তয়া তমাবিশতস্তূষ্ণীং ক্রুদ্ধমাজিষু বাজিনঃ
গদয়া দানবঃ ক্রুদ্ধো বাসুদেবস্ত ইবাচলান্ ॥ ৩৮
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাতেজাঃ ক্ষুরপ্রাভ্যাম সংযুগে ।
পুনর্দ্বাভ্যাং শরাভ্যাং তু নিশিতাভ্যাং শরাসনে ॥ ৩৯
ধ্বজং তস্যৈব চিচ্ছেদ সূতং নিহত্য সায়কৈঃ ।
মহাবল শরাসনং সন্ধায় গদহারিনং ॥ ৪০

ছুটী বলবদ্ধিত পরাক্রমশালী দৈত্য ২৯কে পরাক্রম পূর্বক ত্রিশবজ্র দ্বারা বিদ্ধ করিলেন । ১৭

তখন মহত্ত ছুটীকে নিশিত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিল । মহাসুরের সেই সব বাণ উত্তমরূপে আঘাতকারী ও বর্ণের ন্যায় বিচ্ছুরিত ছিল । ইহাদের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ ও প্রশস্ত ছিল । পুনরায় ছুটী ৯ বাণসমূহে আহত দৈত্যশ্রেষ্ঠ মহ সিংহনাদ করিতে লাগিল । ২৮

ইহা দেখিয়া ছুটী, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং দৈত্যরাজের প্রাণকে যেন আহরণ করিতে লাগিলেন । তিনি সুবর্ণ ও বৈদূর্যমণ্ডিতে ভূষিত বিচিত্র বজ্রনির্মিত, অত্যন্ত তেজঃ পরিপূর্ণ শক্তি গ্রহণ করত তাহা সমরাঙ্গণে দৈত্যরাজ মহের উপর নিক্ষেপ করিলেন । ২৯।

এই ভয়ঙ্কর শক্তি সম্পূর্ণ লৌহনির্মিত ছিল । যেরূপ মেঘরাজ ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ ছুটীর হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত সূর্য ও অগ্নিসমূহ তুল্যবলশালী সেই শক্তিকে জানিতে দেখিয়া মহাসুর তীক্ষ্ণ অগ্রভাগযুক্ত সাতটী শীঘ্রগামী বাণের দ্বারা অতি সত্বর তাহাকে যেমন করিয়া দিল ॥ ৩০ ৩১

তারপর ক্রোধবশতঃ মহাসুর মহ যেন ছুটীর প্রাণ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহার উপর রোমহর্ষকারক মৃত্যুসদৃশ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল । ৩২

কিন্তু ছুটী সুবর্ণনির্মিত, আকাশসদৃশ, প্রজ্বলিত ও মহাবেগশালী বাণসমূহের দ্বারা দৈত্যের সেই বাণকে যেমন করিয়া দিলেন । ৩৩

এই দুই বলবান্ বীর দৈত্যদানবিনী খ্যাতীর ন্যায় পরস্পর সঙ্ঘর্ষকারী ও গর্জনকারী দুইটী বৃষের ন্যায় এবং পরস্পর সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত দুইটী ব্যাঘ্রের ন্যায় পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন । ৩৪

ইঁহারা পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় বৃদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং ক্রুদ্ধ দুইটী বিষধর সর্পের ন্যায় পরস্পরকে দেখিতে ছিলেন । ৩৫

যেরূপ দুইটী বিশাল হস্তী পরস্পর সঙ্ঘর্ষে মিলিত হইয়া নিজ নিজ দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, সেইরূপ এই দুই বীর বদ্ধকে পূর্ণভাবে আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥৩৬

তারপর ক্রুদ্ধনিক্ষিপ্ত অস্ত্রধারী মহাসুর কুপিত হইয়া রণাঙ্গনে সকলের প্রাণহরণকারিণী এক বিশালাকৃতি ও ভীতিময়ী মায়া ছুটীর উপর নিক্ষেপ করিল । ৩৭

ক্রুদ্ধ অভিযোধী বীর যে মন মহ সেই মায়ার দ্বারা ইন্দ্র যেরূপ বজ্রের দ্বারা পর্বতসমূহকে পাতিত করেন, সেইরূপ ছুটীর উত্তম অস্ত্রসমূহ বধ করত পাতিত করিলেন । ৩৮

ইহার পর কুপিত ছুটী সেই মহাদৈত্য মহ মহাসমরে পুনরায় দুইটী তীক্ষ্ণধার ক্ষুরনামক বাণের দ্বারা ছুটীর ধ্বজা যেমন করত তাঁহার সারথিকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ও তাঁহার মহাবল ও মহ বেগশালী উত্তম অস্ত্রসমূহকে তাঁ পূর্বেই মহ খণ্ডার দ্বারা বিনাশ করিয়াছিল । ৩৯-৪০

দৃষ্ট্বা ত্বষ্টা হতঃ সূনুমথাস্ত্রং বিনিপাতিতান্।
হতাবরং রথমুৎসৃজ্য সূতঞ্চ পতিতং ভুবি ॥ ৮১
বিস্ফারয়ন্মহাচাপং স্থিত্বা ভূনাবিবাচলঃ।
হতাবশেষঃ বিরথঃ দৃষ্ট্বা ত্রিদশবন্দিতম্ ॥ ৪১
জগ্রাহ্য সেবামানো লীলায়ান ইবানলঃ।
মন্ত্রঃ কালান্তকপ্রখ্যান্চাপপাণিরদূষ্যত ॥ ৪৩
প্রাগদহদ্ধেবসৈন্যানি দাবাগ্নিরিব কাননম্।
দৃষ্ট্বঃ সোঽক্ষিপতাত্মাত্মাগ্রান্নারাচাংস্তিগ্মতেজসঃ ॥৪৪
চতুর্দ্দশ শিলাধৌতান্ সায়কান্ বিবিধাকৃতীন্।
তে পপুস্তস্য সৈনাস্য শোণিতং কৃষ্ণভূষণাঃ ॥ ৪৫
আশীবিষা ইব ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গাঃ কালচোদিতাঃ
তে ক্ষিতিং সমবর্তন্ত শোভন্তে কপিরোক্ষিতাঃ। ॥ ৪৬
অর্দ্ধপ্রবিষ্টাঃ সংরব্ধা বিলানীব মহোরগাঃ।
তং প্রত্যাবিধ্যং দৃষ্ট্বা তু ভাস্বদনবিভূষিতৈঃ ॥ ৪৭
চতুর্দ্দশভিরত্যুগ্রৈর্নারাচৈরশনিপ্রভৈঃ রণে
তে তস্য দৈত্যরাজস্য ভুজঙ্গ সবাং নিভিন্ন পত্রিণঃ ॥ ৪৮
বিদার্য্য বিবিশুর্ভূমিং পন্নগা ইব বেগতঃ।
তে প্রকম্পন্ত নারাচাঃ প্রবিশন্তো বসুন্ধরাম ॥ ৪৯
অন্তঃ গচ্ছন্তমাত্মানং প্রবিশন্ত ইবাশনেঃ।
ময়স্ত্রিভিরথানর্দ্দৎ ত্বষ্টারং তু পঞ্চভিস্ত্রিভিঃ ॥ ৫০
সুপর্ণপক্ষৈরবিকৃত্তৈর্নতপর্বভিঃ প্রাণনাশনৈঃ।
ত্বষ্টাপ মন্ত্রনির্ভূক্তং সায়কৈরর্দ্দিতঃ প্রভুঃ ॥ ৫১
প্রপদ্যতো রণং ত্যক্ত্বা ত্রীঁশ্চতুরঃ শিখমন্বিতঃ।
তং তত্র হতসূতঞ্চ ভুজঙ্গ ইব নির্বিষম্ ॥ ৫২
ত্বষ্টারং বিরথং কৃত্বা মুহূর্ত্তাৎ স তু দানবঃ।
বিস্ফার্য্যমাণো ধনুষা চাপং কৃষ্ণাক্ষরং দৃঢ়ম্ ॥ ৫৩
রণে বাহিষ্ঠকৈস্তোত্রৈ স্তুয়মানো মরুদ্গণৈঃ স্তুতাশনঃ।
পুলোমা তু বলশ্লাঘী দৃষ্ট্বা দানবসত্তমঃ ॥ ৫৪

সায়কিকে নিহত ও অশ্বগণকে নিপাতিত হইতে দেখিয়া ত্বষ্টা সেই অশ্বহীন রথ এবং নিহত সূতকে পরিত্যাগ করিয়া সেখানে ত্যাগ করিয়া নিজের বিশাল ধনুকে বিস্ফারিত করিতে করিতে ধরণীতে অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪১[১]

অগ্নিসম ও সায়কি নিহত হইলে পর রথহীন শত্রুকে রণভূমিতে অবস্থান করিতে দেখিয়া নিজতেজস্বীতে সেবিত ও অগ্নির সমান দীপ্তিমান্ মহাসুর হস্তে ধনু গ্রহণ করত কাল ও অন্তকের সদৃশ সেখানে দৃষ্ট হইলে লাগিল। ৪২-৪৩

যেরূপ দাবানল বনকে দগ্ধ করে, সেইরূপ মন্ত্র দেবসৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিল এবং ত্বষ্টার উপর অতিশয় উগ্র নারাচ-সমূহ নিক্ষেপ করিল। তারপর শিলাধৌত ও বিভিন্ন আকার বিশিষ্ট চৌদ্দটি বাণ নিক্ষেপ করিল। ৪৪।

যেরূপ কালের দ্বারা প্রেরিত হইয়া বিষধর সর্পগণ কাহারও রক্ত পান করে, সেইরূপ সেই সব সুবর্ণখচিত বাণ তাঁহার (ত্বষ্টার) সৈন্যদের রক্ত পান করিতে লাগিল। ৪৫।

রক্তলিপ্ত সেই সব বাণ ভূতলে পতিত হইয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া যাইল এবং গর্ত্তের দ্বারে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট ও রোষপূর্ণ বিষধরগণের সমান শোভা পাইতে লাগিল। ৪৬।

তখন ত্বষ্টা সুবর্ণখচিত ও অগ্নির তীব্র চৌদ্দটি নারাচের দ্বারা মহাসুরকে বিরথ করিতে করিতে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া প্রতিরোধ প্রদান করিলেন। ৪৭-[১]

এই সব পক্ষযুক্ত বাণ সেই দৈত্যের গাত্র বাহু বিদীর্ণ করত সর্পগণের ন্যায় বেগে ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। ৪৮।

ভূতলে প্রবিষ্ট হইতে হইতে এই সব নারাচ অত্যন্তবেগে ধনুষ্কারী মূর্ত্তিদেবে প্রবিষ্ট কিরণসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৪৯।

তদনন্তর মন্ত্র শত্রুসদৃশ বেগশালী, বিকরাল, প্রকাণ্ডবান ও প্রাণনাশক তিনটি বাণের দ্বারা ত্বষ্টাকে বিদ্ধ করিয়া পীড়িত করিল। ৫০।

ময়বিদ্ধিত সেই সব বাণে পীড়িত হইয়া প্রভাবশালী ত্বষ্টা অত্যন্ত লজ্জাবশতঃ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ৫১।

ত্বষ্টার সায়কিকে নিহত করিয়া তাঁহাকে রথহীন ও বিষ-রহিত সর্পের ন্যায় শক্তিশূন্য করিয়া দিয়া দানব মন্ত্র অত্যন্ত আনন্দিত হইল। ৫২।

তখন হলয়ে বিস্ফারিত, সত্বর ও মুদ্গর ধনু বিস্ফারিত করিতে করিতে সেই দৈত্যরাজ মন্ত্র রণাঙ্গনে প্রজ্বলিত অগ্নির সমান অবস্থান করিতে লাগিল। ৫৩।

অন্যদিকে নিজের বলের প্রশংসাকারী পক্ষিসদৃশ বাজিযুক্ত পুলোমা রথে উপবিষ্ট শ্বেত অশ্ববিশিষ্ট বায়ুদেবের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। ৫৪।

রথে শ্বেতহয়েনেহ সার্দ্ধং যুধাতি বায়ুনা।
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং[১] প্রাণঃ কথ্যতে দ্বিজৈঃ ॥৫৫
বলিনা কালরূপেন বায়ুনা সহ সঙ্গতঃ।
পুলোমাস্তত্র পবনঃ ক্রুদ্ধো জ্যাতলনিঃস্বনম্ ॥ ৫৬
বায়ুস্তস্য যথা মন্যো গুরুঃ প্রতিগজস্বনম্
দৈত্যশ্চাপচ্যুতৈর্বাণৈঃ প্রাচ্ছাদয়ত দিশো দশ ॥ ৫৭
রশ্মিজালৈরিবার্কস্তু বিততঃ সাম্বরং জগৎ
স তান্নিরস্য ক্রুদ্ধঃ খগ্রসন্নিব মহোরগঃ ॥ ৫৮
বৃতো দৈত্যশতৈর্বীরৈঃ রশ্মিবানিব ভাস্করঃ
দৈত্যশ্চাপচ্যুতোৎসৃষ্টৈঃ শরা বর্ষিণবাসসঃ ॥ ৫৯
রুদ্ধপুঙ্খাঃ প্রকাশন্তে ধারাঃ শ্রেণীকৃতা ইব।
চাপচ্যুতশতাস্তাস্তু শরা দৈত্যধনুষ্মতাঃ ॥ ৬০
প্রপতন্তঃ স্ম বৃক্ষন্তে দৈত্যান্তপতত শরাঃ।
এবং স্তুতীক্ষ্ণান্ খড়্গাস্যান্নিশি পাবকে। ৬১

সুবর্ণবিকৃতাশ্চিত্রাস্তমোঘ্নে দিতিজঃ শরান্।
তমস্তুকমিব ক্রুদ্ধমাপতন্তং স মারুতঃ ॥ ৬২
ত্যক্ত্বা প্রাণানতিক্রম্য বিব্যাধ নবভিঃ শরৈঃ।
তস্য বেগসহার্য্যাং দৃষ্ট্বা বায়ুঃ সনাতনঃ ॥ ৬৩
উত্তরং ভবনাস্থায় বাধনং সায়কত্রয়ান্।
তেভো বিধ্যন্ বলবাঞ্ছরজালানি মারুতঃ ॥ ৬৪
বিব্যাধ দৈত্যং বিংশত্যা বিশিখৈর্নতপর্ব্বভিঃ।
মরুদ্গণানাং প্রবরো দশ বিব্যাধ মহোরসঃ ॥ ৬৫
সাধু সাধ্বিতি বেগেন সিংহনাদং প্রচক্রিরে।
তস্মিন্ সমুত্থিতে শব্দে তুমুলে লোমহর্ষণে ॥ ৬৬
অভ্যাধাবন্ত দিতিজাঃ পৌলোমাঃ ক্রোধমুচ্ছ্রিতাঃ।
তে সমাসাদ্য পবনং সমাহতমহৌজসম্ ॥ ৬৭
পর্ব্বতং বারিদা রাত্রিঃ প্রাবৃষীব বলাহকাঃ।
তে পীড়য়ন্তঃ পবনং ক্রুদ্ধাঃ ১পু মহাবলাঃ ॥ ৬৮

ক্রুদ্ধ মরুদ্রাজের সদৃশ এই দৈত্যকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বায়ুদেব প্রথমে মেঘ ও পরে ক্রমশ তাহাকে নষ্টদৃষ্টি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৬২॥

পুলোমার বেগকে অতিবাহিত দেখিয়া সনাতন বায়ুদেব উত্তম বেগ অবলম্বন করত তাহার সমস্ত বাণশ্রেণীকে বিফল করিয়া দিলেন ॥ ৬৩॥

তাহার ভেজ ও বাণসমূহকে নষ্ট করিয়া দিয়া বলবান্ বায়ুদেব সেই দৈত্য পুলোমাকে আনতপর্ব্বযুক্ত বিশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৬৪॥

ইহা দেখিয়া মরুদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে বল জন্য দিব্য মহাতেজস্বী পুরুষ ছিলেন, তাঁহারা 'সাধু সাধু' বলিয়া সাধুবাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫॥

সেই রোমাঞ্চকারী তাঁহাদের সিংহনাদ উত্থিত হইতে থাকিলে পৌলোমাখ্যনামক দৈত্যগণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া ধাবিত হইল ॥ ৬৬॥

তাহারা বায়ুর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজেদের উত্তম বাণসমূহের দ্বারা সেইরূপে আবৃত করিল, যেরূপ বর্ষা-ঋতুতে মেঘমণ্ডল তীব্র জলধারাবর্ষণে পর্ব্বতকে আচ্ছাদিত করিতে থাকে ॥ ৬৭॥

ক্রুদ্ধ সপ্ত পৌলোম-মহারথী বীরগণ বায়ুদেবকে সেইরূপে পীড়িত করিতে লাগিল, যেরূপ সংহারকালে সপ্ত ভাস্কর এক সোমকে পীড়িত করিয়া থাকে ॥ ৬৮॥

প্রজাসংহরণে ঘোরঃ সোমঃ সপ্তম এব তু
ততো দক্ষিণনক্ষোত্তাং নামাস্ত্রবিদুষিম্ ॥ ৬৯
করঃ গজকরাকারমুদ্যম্য মূর্ধি মারুতঃ
তেষাং মূর্ধন্ন দৈত্যানাং পাতয়ামাস বীর্যবান্ ॥ ৭০
নিহতা বায়ুবেগেন তেন সপ্ত মহারথাঃ
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ পুলোমা তু বিব্যাধ নবভিঃ শরৈঃ ॥৭১
প্রদর্শিতমসংখ্যেয়ং দৃষ্ট্বা বায়ুঃ সনাতনম্
অসক্তিন্তা সুরোষাংস্তান্ অলিত্যাংশ্চ পুলোমতঃ ॥ ৭২
তেষাং বিদার্য তেজাংসি দানবানাং মহাত্মনাম্
শোণিতস্রিস্রমুকূটা স্বৈরিকাক্তা ইবাহবঃ ॥ ৭৩
তে ভিন্নবর্ম্মাস্ত্রিভুজাঃ পতন্তো ভান্তি দানবাঃ
মাতঙ্গদৃশসঙ্কাশাঃ পুষ্পিতা ইব পাদপাঃ ॥ ৭৪
তেষাং বিনাশিতৈর্বীরৈর্দানবানাং মহাত্মনাম্
ততঃ প্রাবর্তত নদী রৌদ্ররূপা ভয়াবহা ॥ ৭৫

প্রদ্রবন্তী রণে তস্মিন্ ভীরূণাং ভয়বর্দ্ধিনী
দেবদৈত্যগজাখানাং কবিসংঘপরিপ্লুতা
রথকুম্ভিমহাকূল বৌতা তত্র তত্র সংস্রবৈঃ ॥৭৬
সম্ভূতা গতসত্ত্বৈস্তু যজ্ঞকক্ষ্যসমৈর্নরৈঃ
মাতঙ্গৈঃ সপতাকৈশ্চ সোপাসঙ্গরথধ্বজৈঃ ॥ ৭৭
শীর্ণকুম্ভৈস্তথা নাগৈর্গলচ্ছিন্নৈশ্চ বিদ্বিষৈঃ।
সুবর্ণপুঙ্খৈর্শ্মবিভৈরাস্তীর্ণাস্ত্রৈশ্চ সর্বশঃ ॥ ৭৮
দেবদানবনির্মুক্তৈঃ শরৈর্নিশিতসায়কৈঃ
প্রাসতোমরনারাচৈঃ শক্তিখড়্গপরশ্বধৈঃ ॥ ৭৯
সুবর্ণবিকৃতৈশ্চাপি গদাদণ্ডপরশ্বধৈঃ
কনকজ্বলকেয়ূরৈর্নিষ্টিন্নৈশ্চ করৈস্তথা ॥ ৮০
তত্রস্থৈঃ সতলত্রৈশ্চ তারৈর্নিষ্টিন্নৈশ্চ শোভনৈঃ
ছত্রৈশ্চ ছিন্নবিভিন্নৈস্তত্র সুরুচিরপ্রভৈঃ ॥ ৮১
পতিতৈরপি বিদ্বিষ্টৈ শতশোঽথ সহস্রশঃ
নিপাতিতৈশ্চক্ষরথা ততস্তাভিঃ সমন্ততঃ ॥ ৮১

পুরন্দরগণের মনে ভয়বৃদ্ধি করিতেছিল দেব ও দৈত্যগণের হস্তী এবং অশ্বদিগের রক্তের প্রবাহে যত্র তত্র সহস্র সহস্র স্থানে বিমর্দ্দিত হইয়া সেই রণভূমি অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ॥ ৭৬

নির্জীব যন্ত্র, রাক্ষস ও দেবতাগণের দ্বারা এই রণভূমি পূর্ণ ছিল। ইহাদের সেবক, অশ্ব, পতাকা উপাসঙ্গ এবং রথসকলের দ্বারা এই রণভূমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল ॥ ৭৭

ধ্বজায় বিভূষিত রথসমূহের ধ্বজ বরাসাহী হইয়াছিল, তাহাদের কুণ্ডল তখন বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বর্মসমূহ, প্রচণ্ড তেজস্বী ও প্রজ্বলিত বাণসমূহ দেবতা ও দানবগণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া বিষাক্ত সর্পসকলের ন্যায় সেস্থানে পতিত ছিল ॥ ৭৮।

প্রাস, তোমর, নারাচ, শক্তি, পরশু, সুবর্ণনির্মিত গদা, মুসল, পট্টিশ, খড়্গ বলয়, কেয়ূর, মণি, কুণ্ডল, কবচ, যজ্ঞানা, ছত্র, সুন্দর পতাকা, অস্ত্র ও রথহীন হইয়া মৃত দৈত্যগণ এবং আহত হইয়া পতিত শত শত ও সহস্র সহস্র সৈন্যগণের দ্বারা এই রণভূমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল ॥ ৭৯-৮১।

যেস্থানে বহু অশ্ব ও রথ পাতিত করা হইয়াছিল, অশ্ব, হস্তী ও রথী বীরগণকে নিহত করা হইয়াছিল, সেই দেবতা ও দানবদিগের বিমর্দ্দ (সংগ্রাম) তাঁহাদের কর্ণের অনুরূপই প্রতীত হইতে ছিল ॥ ৮২।

এই মহাকায় দানবগণকে বিদারিত করিয়া তাহাদের দেহসমূহের রক্তের এক ভয়ঙ্কর নদী প্রবাহিত হইল, যাহার রূপ অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল ॥ ৭৩

এই নদী রণভূমিতে রক্তের স্রোত বহন করিতে করিতে ভীষণ

বিমর্দ্দো দেববৈত্যানাং সদৃশঃ কর্ম্মণা বলৈঃ।
অথ দৈত্যসহস্রেণ পৌলোমেন মহাসুরঃ ॥ ৮৩
সংবৃতঃ পবনঃ শ্রীমান্ গদামুসলপাণিনা ॥ ৮৪
তে জঘ্নুঃ সভসাহস্রাঃ পবনং দানবোত্তমাঃ।
তৈর্বধ্যমানঃ স বলৈ সমন্তাদপিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৮৫
হস্তাগ্রে তস্য বোধানাং শতানি পবনঃ প্রভুঃ।
কৃত্বা মার্গং সুরশ্রেষ্ঠো নদান্ সুমহারবঃ ॥ ৮৬
অস্তাপি চ সুবিস্তীর্ণঃ পন্থাঃ সংদৃশ্যতে দিবি
যান্ত্রা বায়ুপথো নাম সিদ্ধাঃ পশ্যন্তি তং দিবি ॥ ৮৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

হয়গ্রীবস্তু দিতিজঃ পূর্ব্বাণং প্রতি বীর্য্যবান্
ননাদ সুমহানাদঃ সিংহনাদং মহারবঃ ॥ ৮৮
বিস্ফার্য্য সুমহচ্চাপং হেমজালবিভূষিতম্।
পূর্ব্বাণং দিতিজোঽপশ্যৎ ক্রুদ্ধো ঘোরেণ চক্ষুষা ॥ ৮৯
ভুজাভ্যামাদদানশ্চ সন্ধধানশ্চ বৈ শরান্
মুঞ্চতঃ কর্ষতো বাপি দদৃশুস্তস্য নান্তরম্ ॥ ৯০

অগ্নিচক্রোপমং ভীমং মণ্ডলীকৃতকার্ম্মুকম্
তদাসীদ্ধানবেন্দ্রস্য সদাবিদ্যুদ্ঘনস্যেব ॥ ৯১
কৃষ্ণপূঙ্খৈস্তু তস্যাস্ত্র চাপমুক্তৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
প্রাচ্ছাদয়ত শিলাধৌতৈর্দিশঃ সূর্য্যশ্চ ৬ প্রভাঃ ॥ ৯২
ততঃ কনকপূঙ্খানাং শরাণাং নতপর্ব্বণাম্
নভস্তরাণাং নভসি দৃশ্যন্তে বহবো ব্রজাঃ ॥ ৯৩
গিরিকূটনিভ জ্ঞাপাং প্রস্তবস্তু শরোত্তমাঃ
শ্রেষ্ঠীভূতাঃ প্রকাশন্তে যান্তঃ শ্যেনা ইবাম্বরে ॥ ৯৪
পূর্ণপত্রাঞ্জিলাধৌতান্ কার্ত্তস্বরবিভূষিতান্
মহাবেগান্ প্রশস্তাগ্রাংশ্চুকোচ দিতিজঃ শরান্ ॥ ৯৫
ততস্তাপবলোদ্ভূতাঃ শাতকুম্ভবিভূষিতাঃ
নেহে সমবকীর্য্যন্ত পুঙ্খঃ পরিগতাঃ শরাঃ ॥ ৯৬
তে ব্যোম্নি কৃত্তবিকৃতাঃ সম্প্রকাশন্ত সর্ব্বশঃ।
খদ্যোতা ইব ঘর্ম্মান্তে ঘে চরন্তঃ সমন্ততঃ ॥ ৯৭
শিলাধৌতাঃ প্রসন্নাগ্রাঃ পূর্ণাঃ সিসিচুঃ শরাঃ।

তদনন্তর হস্তে ধনু ও মুসল লইয়া পৌলোমনামক দানবের দানবেন্দ্র দৈত্য শ্রীমান্ মহাবলী পবনদেবকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল ॥ ৮৩-৮৪

সেই লক্ষ শ্রেষ্ঠ দানবগণ পবনদেবকে অস্ত্র প্রহার করিতে লাগিল। ইহারা চারিদিক দিয়া বাণবৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিল। তখন শরীরে প্রবিষ্ট বাণসমূহের দ্বারা পবনদেব অদ্ভুত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮৫

প্রভাবশালী, মহারথী ও সুরশ্রেষ্ঠ পবনদেব সেস্থানে আটশত পৌলোম যোদ্ধাকে বধ করত নিজের গুপ্ত পথ করিয়া লইলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৮৬

অদ্যাপি আকাশে এই সুবিস্তৃত পথ দেখা যায়, যাহা বায়ুপথ নামে প্রসিদ্ধ। সিদ্ধ পুরুষগণ দ্যুলোকে ইহাকে দর্শন করেন ॥ ৮৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! হয়গ্রীবনামক পরাক্রমশালী ও মহারথী দৈত্য পূর্ব্বাকে আক্রমণ করত অভিমুখে প্রতিউত্তর সিংহনাদ করিতে লাগিল ॥ ৮৮

ক্রুদ্ধ এই দৈত্য ঘর্ণাক্ষে বিস্তৃত বিশাল ধনু বিস্ফারিত করিয়া পূর্ব্বার দিকে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল ॥ ৮৯

তারপর সেই দৈত্য দুই হাতে কখন বাণ গ্রহণ করিল, কখন আকর্ষণ করিল এবং সেই বাণ নিক্ষেপ করিল, ইহার অন্তর তখন কেহই দেখিতে পাইল না ॥ ৯০

তাহার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ, স্বর্ণপঙ্খযুক্ত ও শিলাধৌত বাণসমূহ সমস্ত দিককে এবং সূর্য্যের প্রভাকে আচ্ছাদন করিল ॥ ৯২

তদনন্তর স্বর্ণভূষিত ও সুবর্ণপঙ্খযুক্ত আকাশচারী বাণসমূহের বহু শ্রেণী অন্তরিক্ষে দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৯৩

পর্ব্বতশিখরসদৃশ তাহার বিশাল ধনু হইতে উৎপন্ন উত্তম বাণসমূহ আকাশে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উজ্জীয়মান রাজপক্ষিগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৯৪

এই দৈত্য পূর্ণপত্রযুক্ত, শিলাধৌত, সুবর্ণবিভূষিত, মহাবেগশালী ও প্রশস্ত অগ্রভাগবিশিষ্ট বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৯৫

তদনন্তর ধনু হইতে সবলে উত্থিত সুবর্ণভূষিত বাণসমূহ পূর্ব্বার শরীরে পতিত হইতে ও প্রবিষ্ট হইতে লাগিল ॥ ৯৬

যেরূপ বর্ষা ঋতুতে জোনাকীপোকাসকল আকাশে সর্ব্বদিকে বিচরণ করে, সেইরূপ এই সব সুবর্ণবিশিষ্ট বাণ ব্যোমমণ্ডলে সর্ব্বদিকে প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥ ৯৭

যেরূপ বর্ষাকালে মেঘমণ্ডল জলধারায় পর্ব্বতকে সেচন করে সেইরূপ শিলাধৌত ও স্বচ্ছ অগ্রভাগবিশিষ্ট সেই সব বাণ যেন পূর্ব্বাকে সিঞ্চন করিতে লাগিল ॥ ৯৮

পর্বতঃ বারিধারাভির্যথা প্রাবৃষি তোয়দাঃ ॥ ৯৮
ততঃ প্রচ্ছাদয়ামাস পূষাণং শরবৃষ্টিভিঃ।
পর্বতং বারিধারাভিশ্ছাদয়ন্নিব তোয়দঃ ॥ ৯৯
ততঃ সপূষকোঽদেবস্য বলং বীর্যং পরাক্রমম্
ব্যবসায়ং সত্ত্বং শক্তিং ত্রিদশাদ্ভুতম্ ॥ ১০০
তাং সমুত্রাদিবোদ্ভূতাং শরবৃষ্টিং সমুত্থিতাম্।
নাচিন্তয়ত্তদা পূষা দৈতাং চাত্যস্তবদ্ রণে ॥ ১০১
হেমপৃষ্ঠঃ মহানাদঃ পুষ্ক আসীন্মহাধনুঃ
বিকৃতঃ মণ্ডলীভূতঃ শক্রাশনিবিবাপরাঃ ॥ ১০২
ততঃ শরাঃ প্রাদুরাসন্ পূরয়ন্তঃ ইবাম্বরম্ ॥ ১০৩
সুবর্ণপুঙ্খাঃ পুঙ্কস্তে প্রতবন্তঃ শরাসনাৎ।
মালেব রুক্মপুঙ্খানাং বিততা যোদ্ধি পত্রিণাম্ ॥ ১০৪
প্রাদুরাসীন্মহাঘোরা বৃত্রতী পুঙ্কাকার্মুকাৎ।
ততো ব্যোদ্ধি বিতত্তানি শরজালানি সর্বশঃ ॥ ১০৫
আহতানি বাণীয়ন্ত শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।

ততঃ কনকপুঙ্খানাং ছিন্নানাং কঙ্কবাসসাম্ ॥ ১০৬
পততাং পাত্যমানানাং খন্যাশীচ্চাবৃতো রণে।
পূষা প্রাপূরয়দ্ বাণৈর্দেবশ্রীবং শিলাশিতৈঃ ॥ ১০৭
নানাস্তৈরেকসদৃশৈর্দিব্যাস্ত্রেমপরিক্ষতৈঃ
ততো ব্যসৃজচ্ছরাণি শরজালানি দানবঃ ১০৮
অমর্ষী বলবান্ ক্রুদ্ধো দিক্ষক্রিব পাবকঃ।
পুঙ্কস্ত্বাজৌ অজং চৈব পতাকাং বসুরেব চ ॥ ১০৯
রশ্মীন্ যোক্ত্রাণি চাধানাং ত্রিশ্রীবো রথেঽচ্ছিনৎ।
অথাপ্যশ্বান্ পুনর্হয়া চতুর্ভিঃ সায়কোত্তমৈঃ ॥ ১১০
সারথিং সুনঙ্গাত্তেজা রথোপস্থাদপাতয়ৎ
কৃতস্ত্র বিরথঃ পূষা ত্রিশ্রীবেণ মহাত্মনা ॥ ১১১
পূষা তস্য রথাত্যাশাৎ স যযৌ তেন বৈ ভিতঃ।
গতঃ শক্রবধাত্যাশাৎ মুক্তো মৃত্যুমুখাদিব ॥ ১১২
ততাদ্ভুতমিদং ভূয়ো বৃত্রমাশীৎ সুরাকুলম্।
কৃতপ্রতিকৃতং ঘোরং শস্ত্রস্য ত্বস্তুশ্চ ॥ ১১৩

তাহার পর নিজের জলধারাসদৃশ পর্বতকে আচ্ছাদিতকারী মেঘের ন্যায় ত্রিশ্রীব নিজের বাণসমূহের বর্ষণে পূষাকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিল ॥ ৯৯

সেই সময় সমস্ত দেবগণ পূষার সহিত সেই দৈত্যের বল, বীর্য, পরাক্রম, ব্যবসায় ও ধৈর্যকে অদ্ভুতরূপে দেখিতে লাগিলেন ॥ ১০০

তখনকার সমুদ্র হইতে উত্থিত জলধরগণের ন্যায় সেই বাণবর্ষণকে পূষা কোনরূপ চিন্তাই করিলেন না। সেই সময় তিনি রণাঙ্গনে সেই দৈত্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১০১

পূষার বিশাল ধনু প্রকৃত টঙ্কার দ্বারা করে, ইহার পৃষ্ঠভাগ স্বর্ণে মণ্ডিত ছিল এবং আকর্ষণ করিলে পর মণ্ডলাকার হইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্র-বজ্রের ন্যায় হইয়া প্রতীত হইত ॥ ১০২

তাহার পর পূষার ধনু হইতে সুবর্ণপঙ্খযুক্ত বাণসমূহ আকাশকে পূর্ণ করিতে করিতে প্রকটিত হইতে লাগিল। সেই সমস্ত পূষার শরাসন (ধনু) হইতে আকাশে স্বর্ণ-পঙ্খযুক্ত বাণসমূহ মহাঘোর, বিস্তৃত ও বিশাল মালার ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল ॥ ১০৩-১০৪॥

তাহার পর আনত পর্বযুক্ত বাণসমূহে আহত হইয়া সেই দৈত্যের বাণজাল আকাশে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সর্বদিকে পতিত হইতে লাগিল ॥ ১০৫॥

তখনকার স্বর্ণপঙ্খ ও রক্তপঙ্খের শস্ত্রযুক্ত বাণসমূহ ছিন্ন হইয়া পতিত হইতে এবং পাতিত হইতে লাগিল। এই সব বাণের দ্বারা রণভূমির সম্পূর্ণ আকাশ আচ্ছাদিত হইয়া যাইল ॥ ১০৬॥

পূষা বীর নামে চিহ্নিত, সূর্য-তুল্য তেজস্বী, দিব্য সুবর্ণে বিভূষিত ও নিশানাদিত বাণসমূহের দ্বারা ত্রিশ্রীবকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১০৭॥

তখন অমর্ষশীল, বলবান্ এবং দগ্ধ করিতে উদ্যুক্ত অগ্নির সদৃশ তেজস্বী দানব সেখানে তাহার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ১০৮॥

ত্রিশ্রীব রণাঙ্গনে পূষার অজ, পতাকা, ধনু, রশ্মি (বাগডোর) ও যোক্ত্র (অশ্বগণের জোয়াল) ছেদন করিয়া দিল ॥ ১০৯॥

তারপর চারটি উত্তম বাণে তাঁহার অশ্বগণকে নিহত করিয়া সেই মহাতেজস্বী দৈত্য পূষার সারথিকেও রথের আসন হইতে ভূপাতিত করিল ॥ ১১০॥

সেই যুদ্ধস্থলে ত্রিশ্রীব পূষাকে রথহীন করিয়া দিল। পূষা এইভাবে তাহার দ্বারা পরাজিত হইয়া তাহার রথের নিকট হইতে বহুদূরে চলিয়া যাইলেন। তিনি যেন মৃত্যুর মুখ হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্রের রথের নিকটে গমন করিলেন ॥ ১১১-১১২

তখনকার সেখানে পুনরায় শস্ত্রধারী ত্বষ্টা ও ত্বষ্টাদেবের এই অদ্ভুত, ঘোর ও দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যে যুদ্ধে উভয়ের দিক্ হইতে অদ্ভুতরূপে ও তাহার প্রতীকার করা হইতেছিল ॥ ১১৩

সপ্তকিষ্কুপরীণাহঃ দ্বাদশাঙ্গুলিকার্ম্মুকম্
চাপং চাপনিনির্ঘোষং দৃঢ়জ্যং ভারসাধনম্ ॥ ১১৯
বিকিপল্লক্ষমনুধান বাণজ্বং সায়কান্ বহুন্
ক্রোধসংরক্তনয়নঃ শম্বরঃ সর্ব্বযোগবিৎ ॥ ১১৫
তেন বিদ্ধাস্তমানানি দেবসৈন্যানি সর্ব্বশঃ
সমকম্পন্ত ভীতানি সিন্ধোরিব মহোর্ম্ময়ঃ ॥ ১১৬
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য বিরূপাক্ষ বিভীষণম্
ওগঃ প্রকুরুমাণোঽস্ত্রমাণো বাণারবং ॥ ১১৭
ততো ওগো মহোৎসো বিদ্বাং স্ফিস্তাবতন্ বহুঃ
অবাকিরন্ দৈত্যগণাঞ্জকালেন ভাস্বরম্ ॥ ১১৮
তমস্তাগাচ্ছনো দৈত্যাঃ তূর্ণমস্ত্রমন্ত্রিকাৎ
মাতঙ্গমিব মাতঙ্গো দৃষ্ট্বা প্রীতি বৃষো যথা ॥ ১১৯
ততো প্রবুদ্ধ মহাবেগো হনুমান্ ভাসসাধনে
প্রাজ্ঞাস্তহেতোমন্ত্রজ্ঞঃ তক্ষমাণো রণে শত্রৈঃ ॥ ১২০

ততোঃ মূলমূলঃ বৃদ্ধমাসীদ ঘোরঃ মহারণে।
ওগ-শম্বরয়োস্তীমমস্ত্রপ্রেমং মহাত্মনোঃ ॥ ১২১
অথ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈঃ শরৈঃ সপ্ততপর্ব্বভিঃ।
বাদারয়েত্তামস্ত্রোজ্ঞঃ কার্ম্মুকে নিহিতে চর্ম্মণী ॥ ১২২
তৌ তু বিক্ষতসর্ব্বাঙ্গৌ রুধিরেণ সমুক্ষিতৌ
সম্প্রেক্ষমাণৌ রথিনাবুভৌ পরমদুর্ম্মদৌ
তক্ষমাণৌ নিতৈর্ব্বাণৈর্ব্বীক্ষিতুমক্ষমুত্তমম্ ॥১২৩
অথ বিব্যাধ সমরে ত্বরমাণোঽস্মরো ওগম
নারাচৈঃ ক্রোধতাম্রাক্ষঃ কালাস্তকযমোপমঃ ॥ ১২৪
গরুত্মানিব চাকাশে পোথয়ানো মহোরগম্।
নারাচা কুপতন দেহে তূর্ণং শম্বরচোদিতাঃ ॥ ১২৫
তানস্তরিক্ষে নারাচান্ ওগশ্ছিত্ত্বা পত্রিভিঃ।
অলম্বয়চলপ্রেক্ষ্যঃ বৈথানবমস্ত্রবিদ্ ॥ ১২৬

সর্ব্বপ্রকারের বোধ (যা প্রয়োগ। বিষয়ে অভিজ্ঞ শম্বরাসুরের চক্ষু তখন ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ইহার ধনু লম্বায় বার অঙ্গুলি এবং চওড়ায় ১ ½ কিন্তু সে কে তিন হাত / পরিমাণ ছিল। ইহা হইতে যন্ত্রের ঘর্ষণ শব্দের ন্যায় ঘোর টঙ্কার ধ্বনি উত্থিত হইত। ইহার গুণ অতিশয় দৃঢ় ছিল এবং এই ধনু ভারবহন ক্ষমতা ছিল। ক্ষণে ক্ষণে ইহা হইতে তীক্ষ্ণ মোটা বহু বাণ নিক্ষেপ করিত। ১১৫-১১৬

শম্বরাসুরের দ্বারা আহতিত হইয়া সমস্ত দেবসৈন্যগণ ভীতচিত্তে মহাসাগরের বড় বড় তরঙ্গমালার ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। ১১৬

বিরূপ নয়নযুক্ত সেই ওগরূপ দৈত্যকে আসিতে দেখিয়া তখন ওগ প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরাসহকারে নিজের অস্ত্রসমূহের দ্বারা সেই অসুরকে বিদীর্ণ করিলেন। ১১৭

অনন্তর মহাবলবান ওগ নিজের ধনু বিস্ফারিত করিয়া দৈত্যদিগকে বাণজালে আচ্ছাদিত করিতে করিতে তাহাদের উপর বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ১১৮

ক্রমান্বয়ে বাণবর্ষণকারী সেই দৈত্যের নিকটে ওগদেব সহজ সেইভাবে উপস্থিত হইলেন, যেরূপ এক হস্তী অন্য হস্তীর নিকট এবং এক বৃষ অন্য বৃষের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। ১১৯

এই দুই মহাবেগশালী বীর যখন বনে সমর্থ ধনু হস্তে লইয়া রথারূঢ়ে বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন। ১২০

এই মহাসমরে মহাত্মা ওগ ও শম্বরাসুরের মধ্যে অসুদয়, ভীষণ, তুমুল ও ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ১২১

ইহারা পূর্ব্বভাবে বর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ণন করিয়া নিক্ষিপ্ত আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরের দৌড়নিষিদ্ধ চাল হইটিকে বিদীর্ণ করিয়া দিল। ১২২

ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ বিকৃত ও রক্তে আপ্লুত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি এই দুই রথী বীর পরম দুর্ম্মদ (যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত) দেখা যাইতেছিল। ইহারা উভয়ে উৎকৃষ্ট বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছিলেন এবং উভয়ে তখন উভয়কে দেখিতে সমর্থ ছিলেন না। ১২৩

তদনন্তর শম্বরাসুরের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে কাল, অন্তক ও যমের সমান বিকরাল হইয়া গেল। এই শম্বর অতিসত্বর সমরাঙ্গণে বহু নারাচের দ্বারা ওগদেবকে বিদ্ধ করিল। ১২৪

যেরূপ গরুড় আকাশে বিশালদেহ সর্পকে নিজের অধীনে করিয়া পীড়িত করেন, সেইরূপ শম্বরাসুর ওগদেবকে পীড়িত করিল। শম্বরাসুরের দ্বারা নিক্ষিপ্ত নারাচসমূহ ওগের শরীরে তীব্রবেগে পতিত হইতে লাগিল, কিন্তু ওগ অন্তরিক্ষেই নিজের বাণসকলের দ্বারা সেই সমস্ত নারাচকে ছেদন করিয়া দিলেন। ১২৫।

তখন অসুরশ্রেষ্ঠ শম্বর অতিসুদক্ষ বেগশালী ও সর্ব্বতুল্য স্থিরভাবে স্থিত প্রকাশমান ওগদেবকে মহাবেগশালী দুর্ধর্ষ-

ততো ভগঃ চক্রুষষ্ট্যা বিব্যাধাসুরসত্তমঃ
শিলামুষৈর্মহাবেগৈর্জাম্বুনদবিভূষিতৈঃ ॥ ১১৭

তদা তৎ সুচিরং কালং যুদ্ধং সমমিবাভবৎ।
শম্বরস্য চ মায়াভির্নাদৃশ্যন্ত ততোঽম্বরম্ ॥ ১১৮

দোর্ভ্যাং চিক্ষিপতুস্তাপ্যং রণে বিষ্টভ্য তিষ্ঠতঃ
প্রাহরেতাং ধনুষঃ শব্দো বিদ্যুজ্জিতমিবাশনেঃ ॥ ১১৯

স ভগস্য হয়ান্ হত্বা সারথিঞ্চ মহাহবে।
অভ্যবর্ষচ্ছরৈরেনং পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্ ॥ ১২০

ন তস্যাসীদ্বিভিন্নং গাত্রে ছাদ্মনস্তদম্।
ভগদেবস্তু দৈত্যেন শম্বরেণাস্ত্রমায়িনা ॥ ১২১

দেবস্তু চাদ্রুতং দিব্যমস্ত্রমস্ত্রেণ বারয়ন্
মায়ামুদ্ভাব্য মায়াবী শম্বরস্তমযোধয়ৎ ॥ ১২২

অবকীর্য্যন্তমঃ দৈত্যো ন যাতির্দিবমেব চ।
ভগস্তস্য রথং সাশ্বং ধনুশ্চৈবাকিরৎ ॥ ১২৩

সমুদ্রনাথো ছাত্রিংশান্ দেবসেনাং নিপাতয়ন্।

অদৃশ্যন্ত নরৈস্তত্র শস্ত্রাঃ শতশো রণে ॥ ১২৪
অদৃশ্যং পতিতো ভূমৌ গতচেতা ইবাসুরঃ।
অথ স্ম যুধ্যতে ভূয়ঃ শতধা শৈলসন্নিভঃ ॥ ১২৫
দিশাং গজেন্দ্রমাক্রূঢ়ো দৃশ্যতে স পুনর্বলী
প্রাদেশমাত্রস্তস্ত পুনঃ পুনর্ব্যতি শৈলবৎ ॥ ১২৬
মহাম্বেঘ ইব শ্রীমান্ তিরোধৎক্ত সোঽভবৎ।
পুনঃ কৃত্বা বিরূপাণি বিরূপানি চ সর্ব্বশঃ ॥ ১২৭
সর্ব্বাঃ ভীষণরূপেণ দেবানাং ভীমদর্শনঃ।
তে ভীতাঃ প্রপলায়ন্তে দিশঃ দৃষ্ট্বা মুখা যথা ॥ ১২৮
ততঃ সোঽস্ত্রং বধায় দেবঃ কৃত্বা প্রাণ্ডতরং পুনঃ।
গন্ধর্ব্বাঙ্গতিং ঘোরো দিব্যং শতনং পুরন্দরম্ ॥ ১২৯
নভস্তলগতঞ্চাপি বহ্নেঃ বাসরো যথা।
সংবর্ত্তকাম্বুদপ্রখ্যং প্রলয়ে পৃথিবীতলম্ ॥ ১৪০
সংবর্ত্তকোঽনলশ্চৈব হন্তা ভীমপরাক্রমঃ।

ছইতে লাগিল ॥ ১৩৪

এই অসুরকে যখন বৃষ্টিতে যেন অচৈতন্য হইয়া পতিত থাকিতে দেখা যাইল, তখন পুনরায় সে পর্ব্বতাকার শরীর ধারণ করিয়া সে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১৩৫

পুনরায় এই বলবান্ শম্বরাসুরের পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। কখনও সে অদৃশ্য হইয়া যাইল, আবার কখনও সে পর্ব্বতাকার রূপ ধারণ করিল ॥ ১৩৬

এই ভেলকী দৈত্য মহাদেবের ন্যায় কখনও উপরে এবং কখনও এদিক্ ওদিকে ঘনঘটার ন্যায় আসিল। শম্বরাসুর বিকৃত ও বিকরাল রূপ ধারণ করত সেই ভয়ানক অসুর সর্ব্বদিকে দেবসৈন্যদিগকে ভীত করিতে লাগিল যেরূপ সিংহকে দেখিয়া মৃগগণ পলাইয়া যায়, সেইরূপ তাহাকে দেখিয়া দেবতাদের সৈন্য-বাহিনী ভীত হইয়া পল ইয়া যাইল ॥ ১৩৭-১৩৮

তাহাদের এই ঘোর ভেলা পুনরায় দ্বিতীয় ভেদ ও অতিশয় উচ্চ শরীর ধারণ করত উপরের দিকে চলিয়া যাইল, এবং সেখান হইতে ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিয়া দিক্‌সমূহকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল ॥ ১৩৯

আকাশে উপস্থিত হইয়া সংবর্ত্তকনামক মেঘের সমান রূপ ধারণ করত পৃথিবীতলকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে ইন্দ্রের ন্যায় তাহা বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ১৪০

শতবক্ত্রা শতশিখো দ্রবাদ্যঃ শতধারুণঃ । ১৪১
মুহূর্তাচ্চ মহাশৈলঃ শতধীর্ণো গতো দরঃ
অদৃশ্যত দিবস্তস্মাৎ শতশৃঙ্গ ইবাচলঃ । ১৪২
যেঽস্তে দৈত্যাস্তু সাবাদ্যাঃ যে চ বিশ্বে চ দেবতাঃ ।
ক্ষিপন্তস্তানি দিব্যানি তানি সোঽপ্রসদাসুরঃ । ১৪৩
মুখ্যানন্তঃসরে সর্বান্ সোঽসুরোত্তমঃ ।
গন্ধর্বনগরাকারস্তত্রৈবান্তরধীয়ত । ১৪৪
তে ভীতাঃ সমুদীক্ষন্ত ত্রিদশা ভীমবিক্রমাঃ
সরশ্রেষ্ঠাস্তু সরসি শশ্বদ্ চিত্রযোধিনম্ । ১৪৫
স তংগো ভয়সন্তপ্তো দানবেন্দ্রস্য সংযুগে ।
রথং ত্যক্ত্বা মহাভাগো নগেন্দ্রং শরণং গতঃ । ১৪৬
পরাজিত্য তু তান্ দেবান্ দানবেন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ।
গতো যত্র মহাতেজা ঙ ত্রয়বো মহাপ্রভঃ । ১৪৭

সুবরাং এই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী দৈত্য সংবর্তক অগ্নিতুল্য ধারণ করত সব দিগ্বিদিগিকে দগ্ধ করত সব অবলোকন পূর্বক দেবগণকে বারংবার বধ করিতে লাগিল । ১৪৮

আবার মুহূর্ত কালের মধ্যে মহ পর্বতের রূপ ধারণ করিয়া সে সত মস্তক ও সত উদরযুক্ত হইয়া যাইল। অথবা মহাপর্বতের রূপ ধারণ করিয়া সত শিখর ও সত কন্দরসম্পন্ন হইয়া যাইল)। সেই সময় দৈত্য শতসৃঙ্গ পর্বতের ন্যায় রণস্থলকে যেন শুভরূপে সুশোভিত করিল । ১৪১

যে সব অন্য দেবতা, সাধ্যগণ ও বিশ্বদেবগণ তাঁহার উপর অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে ছিলেন, তাঁহাদের সেই সব অস্ত্রকে এই অসুর গ্রাস করিতে লাগিল । ১৪৩

সমরাঙ্গনে যুদ্ধ করিতে করিতে এই অসুরশ্রেষ্ঠ নগর নিজের রথের সহিত গন্ধর্বনগরের ন্যায় সেখানে অন্তর্হিত হইয়া যাইল । ১৪৪

ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী সেই দেবগণ সমরাঙ্গনে বিচিত্ররূপে যুদ্ধকারী ও মস্ত মায়াবারী নগরাসুরকে ভীত হইয়া দেখিতে লাগিলেন । ১৪৫

সেই যুদ্ধস্থলে দানবরাজ নগরাসুরের ভয়ে সন্তপ্ত হইয়া মহাভাগ ত্রয়বের নিকের রথ ত্যাগ করত দেবরাজ ইন্দ্রের শরণ গ্রহণ করিলেন । ১৪৬

ত্রয়বকে পরাজিত করিয়া প্রতাপশালী দানবরাজ নগর সেই স্থানে গমন করিল, যেখানে মহাতেজস্বী ও মহাপ্রতাপশালী পরিপূর্ণ ভাজবেয়া । সর্বজ্ঞ অগ্নিদেব বিরাজমান ছিলেন । ১৪৭

স বহ্নিঃ বাগ্ভিরুগ্রাভিঃ ক্রুদ্ধস্তর্জয়তে বলী
ত্বয়ৈবাহি তে মৃত্যুরিত্যুক্ত্বান্তরধীয়ত । ১৪৮

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতস্মিন্নন্তরে তূষ্ণী ব্রাহ্মণেন্দ্রো মহাবলঃ ।
জঘান সোমঃ শীতাস্ত্রো দানবানাং চমূ রণে । ১৪৯
কৈলাসশিখরাকারো ছাত্তিমদ্ভির্গণৈর্বৃতঃ ।
অবরীদ্ধানবান পৃষ্ঠা দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ । ১৫০
সোঽহয়দ্ রথযুক্তানি বাজিযুক্ত নি বৈ প্রভুঃ ।
দৈত্যেষু বিচরন্ত্রীমান্ যুগান্তে কালবদ্ বলী । ১৫১
সোঽমর্ষাদ্ রথজালানি উৎসাদয়ন্ চন্দ্রমাঃ
দদাহ দানবান্ সর্বান্ দাবাগ্নিরিব চোল্বিতঃ । ১৫২
যুধ্যমন্ রথেভ্যো রথিনো গজেভ্যো গজযোধিনঃ
সাদিনশ্চাশ্বপৃষ্ঠেভ্যো ভূমৌ চাপি পদাতিনঃ । ১৫৩

সেই বলবান্ দৈত্য ক্রুদ্ধিত হইয়া নিজের কণ্ঠের বাক্যসমূহে তর্জন-গর্জন করিতে করিতে অগ্নিদেবকে বলিল—এই আমি তোমার মৃত্যুরূপ হইতেছি এই কথা বলিয়া নগর অন্তর্হিত হইয়া যাইল । ১৪৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয় ! ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ রাজা মহাবল সোম রণাঙ্গনে শীঘ্রগামী লইয়া দানবদিগের সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিতে লাগিলেন । ১৪৯

ইহার আকৃতি কৈলাস শিখরসদৃশ শ্বেতবর্ণ ছিল এবং তিনি ছত্রধারী নক্ষত্রগণে পরিবৃত ছিলেন । এই চন্দ্রদেব দণ্ডধারী যমরাজের ন্যায় দানবগণকে দেখিতে দেখিতে বধ করিতে লাগিলেন । ১৫০

সামর্থশালী ও কান্তিমান্ চন্দ্রদেব প্রলয়কালে প্রাদুর্ভূত ভানুর ন্যায় দৈত্যগণের সৈন্যদলে বিচরণ করিতে করিতে তাহাদের রথসমূহ এবং অশ্বসমূহকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন । ১৫১

চন্দ্রদেব অমর্ষশালী হইয়াছেন দেখিয়া সমস্ত দানবসমূহকে ও তাহাদের রথসমূহকে সেইভাবে ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিলেন, যেরূপ বনে উদ্ভূত দাবানল বনের সব কিছুই ধ্বংস করিয়া থাকে । ১৫২

তিনি রথসমূহ হইতে রথীদিগকে, হস্তিগণ হইতে হস্তারোহী যোদ্ধাগণকে এবং অশ্বপৃষ্ঠে হইতে অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে ও পদাতি সৈন্যদিগকে ভূমিতে পাতিত করিয়া ধ্বংস করিয়াছিলেন । ১৫৩

শ্রীঠাকুরের বাণী

"দুধ থেকে মাখন তুলে নিলে যেমন মাখন আর দুধে মিশেনা, পরশ পাথর ঠেকে লোহা সোনা হলে তাকে ঠাকুরঘরে, আঁস্তাকুড়ে, ছাদের পাদায়, অগ্নিকুণ্ডে, জলের ভিতরে যেখানেই কেন রাখ না, সে যেমন আর লোহা হয় না সোনাই থাকে, যতক্ষণ না লোহা হয় ততক্ষণ গায়ে হয়ত একটু কাদা লেগে থাকে, কিন্তু সে আর লোহা হয় না তেমনি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হলে আর তার পতনের আশঙ্কা থাকেনা

(২)

"যেমন মাছ আর জল এক নয়, যেরূপ ঘট আর ঘটাকাশ আলাদা, যেমন যজ্ঞডুমুর আর মশা পৃথক্ যে প্রকার মানুষ আর তার কাপড় স্বতন্ত্র, তদ্রূপ এ খাঁচা আর আমি।"

(৩)

"মা তোদের পৃথক্ ব্রত তপস্যা কিছু নেই, মাত্র স্বামীসেবা স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা—রাম রাম সীতারাম। সতীগণের পাদপদ্মের ধূলিতে পৃথিবী সদ্য পবিত্রা হন, রাম রাম। যে গৃহে সতী নারী অবস্থান করেন সে গৃহে রোগ শোক অভাব জ্বালা যন্ত্রণা প্রভাব দেখাতে পারে না রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম।"

—:০:—

Chaitra 1383 B. S.
Baisakh 1384 B. S.
Regd. No. W B/NC-57
Aryashastra
Mahabharata 106/107
Mar.—May. 1977

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

১

সৌভরী মুনি সংসারত্যাগ করে জলে বসে তপস্যা করতে করতে মাছের সংসার করা দেখে তাঁর সংসার করতে ইচ্ছা হ'ল রাজা ভরত ধন, জন, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে বনে গিয়ে এক হরিণকে ভালবেসে হরিণ হয়ে গেলেন। বনেও কাক শিয়াল, কাঠবেড়ালী, মানব, হরিণ আছে। শুধু মানুষের সঙ্গ নয় কিন্তু, রাম রাম সীতারাম, হরিণ, মানব, গাছের সঙ্গ করেও মানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়।"

২

"এমন মানব জন্ম যেন ব্যর্থ না হয় আরো ভোগ। কৃকুরজন্মে, শূকরজন্মেও ভোগ পাওয়া যায়। কিন্তু মনুষ্য মিলেনা—মনুষ্য পেয়েও মননাৎ ত্রায়তে। মনন করলেই ত্রাণ। শেষ করে ফেল মনুষ্য শেষ হ'লেই দেখবে তুমি আর সে তুমি নাই তিনজাত খাঁচার, রোগে শোকে, পাপে-তাপে আকুল আপন ভোলা পাখী নও, তুমি সমুদ্রের মত গম্ভীর, আকাশের মত মহান হয়ে গেছে।"

1. 5 DEC 1977

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি রোড, কলি—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শান্তভগবান প্রেস, মজাফিলন ষষ্ঠ, পি. ডব্লিউ. ডি রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত

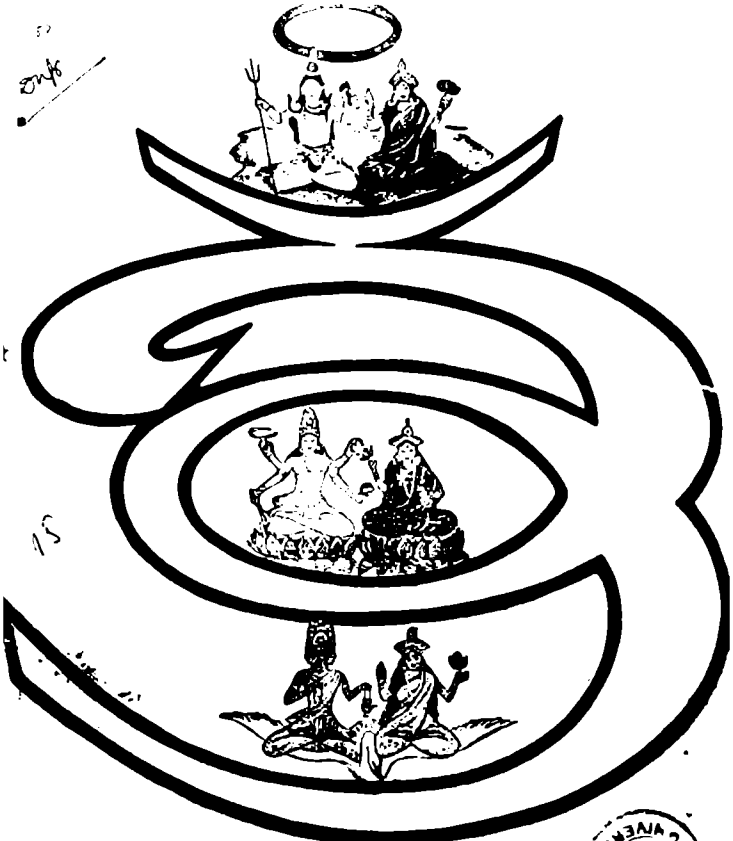

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

আমিকে ধরতে গেলে 'আমার' শেষ করে দিতে হ'বে। 'সব আমার'—এর মূল হ'ল "আমার দেহ"। নমঃ—ন "মম", নম— একটি মকার লোপ হয়ে গেছে—এ দেহ ন মম আমার নয়। দেহটাকে উৎসর্গ করবার জন্য এতো নমো নমঃ। দেহটাকে তোমার করে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত, এই দেহটাকে নিবেদন করবার জন্যই নমঃ নমঃ করবার কথা শাস্ত্র বলেছেন"।

(২)

"কালচক্রে এখনকার বহির্মুখ লোকের বর্ণাশ্রম গলেনি, বর্ণাশ্রমধর্ম স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে সমতা-উদারতা দেখাতে গিয়ে বেচারাদের দুর্গতি সীমা নাই। রোগে-শোকে অভাবে আলা যন্ত্রণার পারিবারিক অশান্তিতে মনের উদ্ভ্রান্ত নুতো বেচারারা ছুটে বেড়াচ্ছে। আরে যে শাস্ত্রকে উপেক্ষা করে, তাকে শান্তি দেবে কে সে শান্তি পেতে পারেনা পারেনা!"

(৩)

"শুদ্ধ আহার, সৎসঙ্গ সন্ধ্যা, গায়ত্রী ধরে থাকলেও মূলকেন্দ্রে পৌঁছিতে যেথা হবেনা সকল সাধনার সার ব্রহ্মচর্য সেটি প্রাণপণে রক্ষা করবার চেষ্টা করতে হবে, রাম রাম রাম রাম।"

—০—

১৫শ বর্ষ, চৈত্র-বৈশাখ, ১৩৮৩।৮৪

দশম সংখ্যা মদনদ্বাদশী যাত্রা
একাদশ সংখ্যা— চান্দনী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতঃ—

হরিবংশঃ

শ্রীশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।

মূল-সম্পূজক
শ্রীশ্রীভীমভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, কি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ
শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীভবতোষ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

তত্ত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

মূল-কর্ম্মাধিকর্ত্তা :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ ৭।৭, সি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-২৫ (ফোন : ৫৮-২৭৩১)
সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাঃ ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১'৭৫ ন: প:; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১৪০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সকলক,-'আর্য্যশাস্ত্র', ৭।৭, পি,ডব্লিউ,ডি,রোড, কলি-৩৫।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু লুপ্ত স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিবংশ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ-পত্রাদি "সকলক, আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭।৭ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি ৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন ফোন নং ৫৮ ১৭৩১। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ব্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পুক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় ৭।২, পি. ডব্লিউ, ডি. রোড, কলিকাতা-৩০ এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা নিশ্চই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রলেখা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পুক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২ পি. ডব্লিউ, ডি. রোড,
কলিকাতা—৩৫

পুরাণে পৌষ্করে চৈব ময়া বৈপায়নেরিতঃ
যথাবদনুপূর্ব্বেণ সংস্কৃতঃ পরমর্ষিভিঃ ॥ ৬৩
যশ্চৈনমব্রণ্যাং পুরুষঃ পুরাণং
সদাপ্রমত্তঃ শৃণুয়াদ্ যথোক্তম্।

অবাপ্য কামানিহ বীতশোকঃ
পতত্র ঃ স্বর্গফলানি ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৬৪
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌষ্করে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

বৈপায়ন ব্যাসদেব-কথিত পরমর্ষিগণ এই পুরুষনামক প্রাদুর্ভাব আমি এই পুরাণে পুষ্কর-প্রাদুর্ভাবপ্রসঙ্গে ক্রমশঃ যথাযথরূপে বর্ণন করিলাম। মহর্ষিগণ ইহাকে সংস্কার করিয়াছেন ॥ ৬২-৬৩

যে পুরুষ সদা সাবধান থাকিয়া এই শ্রেষ্ঠ পুরাণ যথাযথরূপে শ্রবণ করেন, তিনি ইহলোকে সমস্ত কামনাসমূহ লাভ করত বীতশোক হইয়া পরলোকে কেবল স্বর্গীয় ফলসমূহ উপভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৬৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পুষ্কর-প্রাদুর্ভাববিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বারাহাবতারস্যোপক্রমঃ।]

জনমেজয় উবাচ।

প্রাদুর্ভাবঃ পুরাণেষু বিষ্ণোরমিততেজসঃ
সত্যাং কথয়তাং বিপ্র বারাহং ইতি নঃ শ্রুতঃ ॥ ১
ন জানন্তেঽস্য চরিতং ন বিধিং নৈব বিস্তরম্
ন কর্ম্ম গুণবদ্ভাবং ন হেতুং ন মনীষিতম্ ॥ ২
কিমাত্মকো বরাহো ঽসৌ কা মূর্ত্তিঃ কাস্য দেবতা।
কিমাচারঃ কিংপ্রভাবঃ কিং বা তেন পুরা কৃতম্ ॥ ৩
এতন্মে সংশয়ং ব্রহ্মন্ বারাহং শ্রুতিবিস্তরম্
যজ্জার্থক সমেতানাং দ্বিজাতীনাং মহাত্মনাম্ ॥ ৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতত্তে কথয়িষ্যামি পুরাণং বেদসম্মিতম্।
নানাশ্রুতিসমাযুক্তং কৃষ্ণদ্বৈপায়নেরিতম্।
মহাবরাহচরিতং কৃৎস্নমদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥ ৭
যথা নারায়ণো রাজন্ বারাহং বপুরাস্থিতঃ।
সংস্তুতো গাং সমুত্তস্থামুক্তবান্ বিসৃজন্ ॥ ৬
ছান্দসীভিরদীনাত্মা শ্রুতিভিঃ সমলঙ্কৃতঃ
শুচিঃ প্রযতবান্ ভূত্বা নিবোধ গদতো মম ॥ ৭
ইদং পুরাণং পরমং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।
নানাশ্রুতিসমাযুক্তং নাস্তিকে ন কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৮

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[বারাহাবতারের উপক্রম।]

জনমেজয় বলিলেন,—বিপ্রবর! আমি সংপুরুষগণের মুখ হইতে পুরাণসমূহে অমিততেজস্বী ভগবান্ বিষ্ণুর 'বারাহ' নামক অবতারের কথা শুনিয়াছি ॥ ১

অধিকাংশ মানুষই ভগবান্ বরাহের চরিত্র জানে না, তাঁহার বিধি ও বিস্তারও জানে না, তাঁহার কর্ম্ম ও গুণবত্তাও জানে না এবং সেই অবতারের হেতু ও তাঁহার মনোগত বিচারও অনেকে জানে না ॥ ২

সেই বরাহের স্বরূপ কি? তাঁহার মূর্ত্তি কিরূপ? তাঁহার দেবতা কে? তাঁহার আচার ও প্রভাব কিরূপ? অথবা তিনি পুরাকালে কোন্ কার্য্য করিয়াছিলেন? ৩

ইহাই আমার সংশয়রূপে প্রশ্ন। যজ্ঞের জন্য সমবেত এই মহাত্মা ব্রাহ্মণদিগেরও বরাহ-অবতারসম্বন্ধী কথা বিস্তরে শ্রবণ মঙ্গলকর হইবে অতএব আপনি ইহা বর্ণনা করুন।) ॥ ৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ বিষ্ণুর এই মহাবরাহচরিত পুরাণকথিত এবং বেদতুল্য আদরণীয়। নানা শ্রুতিসমূহের দ্বারা যুক্ত (অনুমোদিত) এবং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত। আমি ইহা তোমার নিকট বর্ণনা করিব ॥ ৫

রাজা জনমেজয়! শত্রুসূদন ভগবান্ নারায়ণ বরাহরূপ ধারণ করত উহার বৈদিক শ্রুতিসমূহে অলঙ্কৃত, পবিত্র ও প্রযত্নশীল হইয়া বেতাবে একার্ণবের জলে নিমগ্না পৃথিবীকে নিজের এক দন্তের দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই সব চরিত্র শ্রবণ কর ॥ ৬-৭

এই পরম পবিত্র, পুরাতন, বেদতুল্য প্রামাণিক ও নানা শ্রুতিসমূহের দ্বারা অনুমোদিত চরিত্রের বর্ণনা কোন নাস্তিকের নিকট করিবে না ॥ ৮

পুরাণমেতদখিলং সাংখ্যাঃ যোগঃ তথৈব চ।
কার্ৎস্ন্যেন বিধিনা প্রোক্তং যোঽন্যথা জ্ঞায়তে পুমান্ ॥৯
বিশ্বেদেবাস্তথা সাধ্যা রুদ্রাদিত্যাস্তথাশ্বিনৌ।
প্রজানাং পতয়শ্চৈব সপ্ত চৈব মহর্ষয়ঃ ॥ ১০
মনসস্তদ্ভজাশ্চৈব পূর্বজাশ্চ মহর্ষয়ঃ।
বসবোঽনলশ্চৈব গন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসাঃ ॥ ১১
দৈত্যাঃ পিশাচা নাগাশ্চ ভূতানি বিবিধানি চ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা ম্লেচ্ছাশ্চ যে ভুবি ॥ ১২
চতুষ্পদানি সর্বাণি তির্যগ্‌যোনিগতানি চ
জরায়ূণি চ সর্বাণি যচ্চান্যজ্জীবসংজ্ঞিতম্ ॥ ১৩
পূর্বে যুগসহস্রান্তে ব্রাহ্মেঽহনি তথাগতে।
নির্বাণে সর্বভূতানাং সংপ্রাপ্তে প্রলয়ে চ ॥ ১৪
হিরণ্যরেতাস্ত্রিশিখস্তাতো ভূয়ো বৃষাকপিঃ।
শিখাভিবিবিধৈর্লোকান্ সংশোষয়তি তেজসা ॥ ১৫
দহ্যমানাস্ততস্তস্য তেজোরাশিভিরগ্রতঃ।

বিবর্ণবর্ণা দগ্ধাঙ্গা ভস্মাচ্ছাদিতবাহবানেনঃ ॥ ১৬
সাঙ্গোপনিষদা বেদা ইতিহাসপুরোগমাঃ।
সর্ববিদ্যাশ্রয়াশ্চৈব সভাধর্মপরায়ণাঃ ॥ ১৭
ব্রহ্মণশ্চ ব্রতং কৃত্বা ছন্দতো বিধিতোমুখম্।
সর্বে দেবগণাশ্চৈব ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ কোটয়ঃ ॥ ১৮
তস্মিন্নহনি সম্প্রাপ্তে ত্যক্ত্বা দেহং মহদ্ভয়ম্।
প্রবিশন্তি মহাযোগং হরিং নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ১৯
তেষাং দৃষ্ট্বা প্রবিষ্টানাং নিঃশ্বাসোৎপত্তিরুচ্যতে।
যথা সূর্যস্য সন্তত্তমুদয়ায়াস্তময়াবধি ॥ ২০
পূর্ণে যুগসহস্রান্তে কল্পো নিঃশ্বস উচ্যতে।
তস্মিন্ জীবকৃতঃ সর্বঃ নিঃশেষমবতিষ্ঠতে ॥ ২১
সংস্মৃত্য লোকান্ সর্বান্ স সংহৃত্যাসুরপন্নগান্।
কৃত্বাঽঽত্মগর্ভে ভগবানাস্তে একো জগদ্গুরুঃ ॥ ২২
যঃ স্রষ্টা সর্বভূতানাং কল্পান্তেষু পুনঃ পুনঃ।
অব্যক্তঃ শাশ্বতো দেবস্তস্য সর্বমিদং জগৎ ॥ ২৩

এই সম্পূর্ণ পুরাণ সাংখ্য যোগময়। যে বিদ্বান পুরুষ ইহার অর্থ যথাযথভাবে বুঝিতে পারিবেন, ইহার দ্বারাই ইহাতে পূর্বতনে বিধিপূর্বক সাংখ্য যোগের বর্ণনা আছে ॥ ১

বিশ্বেদেব, সাধ্য, রুদ্র ও আদিত্যগণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়, প্রজাপতি, সপ্ত মহর্ষি, ব্রহ্মার মানসপুত্রদের দ্বারা উৎপন্ন পূর্বজ মহর্ষিগণ, বসু, অনল, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, দৈত্য, পিশাচ, নাগ, নানাপ্রকার ভূতসমূহ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছবাসী, ম্লেচ্ছপ্রকৃতিরা, সমস্ত চতুষ্পদ, তির্যগ্‌যোনির জীবসমূহ, জরায়ুজাত জীবগণ এবং অন্যান্য জীবনাহারী ভূতগণ—ইহারা সকলেই ভগবান্ ব্রহ্মার (বিষ্ণুর) সৃজন ॥ ১০-১৩

এক সহস্র চতুর্যুগ পূর্ব হইলে পর শেষে যখন ব্রহ্মার দিন সমাপ্ত হয় এবং সর্বপ্রকার উৎপাতসমূহের দ্বারা সকল প্রাণীর সংহার হইতে থাকে, সেই সময় অগ্নি, বায়ু ও সূর্যতেজ তিন শিখাবিশিষ্ট প্রলয়ঙ্কর অগ্নিরূপে প্রকটিত হন, যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবস্বরূপ। তিনি নিজের শিখাসমূহের দ্বারা বিবিধ লোকসকল ও সমস্ত দেহধারীদিগকে শোষণ করিয়া থাকেন ॥ ১৪-১৫

এই অগ্নির জ্বালাময় ধূমসমূহ ও তেজোরাশির দ্বারা অগ্রে দগ্ধ হইয়া বাহুদ্বয় শ্রীহীন হয়ত বেদ, উপনিষদ ও ইতিহাসাদি, যাঁহারা সমস্ত বিদ্যার আশ্রয় এবং সত্যধর্মপরায়ণ ছিলেন, ইহারা ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া ইচ্ছার ও ইচ্ছার পরদিকে মুখবিশিষ্ট পরমাত্মার প্রবিষ্ট হইয়া যাইবেন। এই দিন উপস্থিত হইলে পর তেত্রিশ কোটি সংখ্যাবিশিষ্ট সমস্ত দেবতাগণও যজ্ঞান, অবিনাশী, ইন্দ্রস্বরূপ, মহাযোগ ও প্রভু নারায়ণ শ্রীহরিতে প্রবেশ করিয়া থাকেন ॥ ১৬-১৯

যেরূপ এই জগতে সকলেই সূর্যদেবের উদয় ও অস্ত হইতেই থাকে অর্থাৎ একদেশে বিকাশের দ্বারা যখন অস্ত দেখে দৃষ্টি চলে না, তখন সেই দেশের লোকসকল তাঁহাকে অস্তমিত বলিয়া থাকে এবং যখন তিনি দৃষ্টি হইতে থাকেন তখন তাঁহার উদয় হইয়াছে বলিয়া মনে করে, সেইরূপ ভগবান নারায়ণে বারম্বার প্রবিষ্ট জীবসমূহের সংহার ও প্রলয় সর্বদাই হইতে থাকে। ইহার তাৎপর্য এই—ব্রহ্মার দিনের শেষে যখন সারা জগৎ নারায়ণে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, তখন উহা প্রলয় হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়; কারণ, প্রলয়াবস্থায় মহাযুনি মার্কণ্ডেয় নারায়ণের উদরে পূর্ববৎ জগৎকে দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ২০

সহস্র চতুর্যুগ পূর্ব হইয়া যাইলে পর এক কল্পের সংহার হইয়া যায়। তখন উহাতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই অবস্থায় জীবের কৃত সব কিছুই নষ্ট হইয়া যায় ॥ ২১

দেবতা, অসুর ও নাগবংশসহ সম্পূর্ণ লোকসকলকে সংহার করিয়া তাঁহাদিগকে নিজের উদরের মধ্যে স্থাপিত করত একমাত্র জগদ্গুরু ভগবান শ্রীহরি অবশিষ্ট থাকেন ॥ ২২

যিনি কল্পান্তে বারম্বার সমস্ত প্রাণিগণকে সৃষ্টি করেন,

নষ্টার্কিরণে লোকে চন্দ্রস্যেবিবর্জিতে
ত্যক্তচূতাম্বিপবনে কীর্ণযজ্ঞবষট্ক্রিয়ে ॥ ২৬
অপক্ষিগণসঙ্ঘাতে সর্বপ্রাণাচরে পথি।
অমর্যাদাকুলে ঘোরে সর্বতস্তমসা বৃতে ॥ ২৫
অদৃশ্যে সর্বলোকেঽস্মিন্নভাবে সর্বকর্মণাম্।
প্রশান্তে সর্বসম্পাতে নষ্টে বৈরপরিগ্রহে ॥ ২৬
গতে স্বতাবসংস্থানে লোকে নারায়ণাত্মকে।
পরমেষ্ঠী স্বয়ম্ভূকেশঃ শয়নায়োপচক্রমে ॥ ২৭
পীতবাসা লোহিতাক্ষঃ কৃষ্ণো ভীমতনুর্ভবঃ।
শিখাসহস্রবিকচঃ জটাভারঃ সমুদ্বহন্ ॥ ২৮
শ্রীবৎসকলিলঃ পুণ্যঃ রক্তোৎপলনিভেক্ষণঃ।
বক্ষো বিভ্রন্মহাবাহুঃ সবিদ্যাদিব তোয়দঃ ॥ ২৯
পুণ্ডরীকসহস্রস্য মালাস্য শুশুভে তলঃ।
পত্নী চৈব স্বয়ং লক্ষ্মীর্দেবমায়াবৃতা স্থিতা ॥ ৩০

তিনিই এই অব্যক্ত সনাতন দেব শ্রীহরি, তাঁহারই এই সম্পূর্ণ জগৎ ॥ ২৩

যখন জগৎ হইতে সূর্যের কিরণ লোপ হইয়া যায়, চন্দ্রেরও রশ্মি আর থাকে না, অগ্নি ও পবনও পরিত্যক্ত হইয়া যান, যজ্ঞ ও বষট্কারের ক্রিয়াসমূহ সমাপ্ত হইয়া যায়, পক্ষিসকলেরও দল অবশিষ্ট থাকে না, পথে পথে সমস্ত প্রাণিগণের গমনাগমন বন্ধ হইয়া যায়, যখন এই জগৎ মর্যাদারহিত, ভয়ঙ্কর ও সর্বদিকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, যখন ইহাতে সকল লোকই অদৃশ্য হইয়া যায়, সমস্ত কর্মের অভাব হয়, সর্বদিকে শান্তি বিরাজ করে, সকলের অন্ত হইয়া যায়, বৈর-বিগ্রহ নষ্ট হইয়া যায়, সকল লোক নিজেদের স্বাভাবিক স্থিতি প্রাপ্ত হয় এবং সারা বিশ্ব নারায়ণময় হইয়া যায়, সেই সময় পরমেষ্ঠী স্বয়ম্ভূ ভগবান্ হৃষীকেশ শয়নের জন্য উপক্রম করেন ॥ ২৪-২৭

সেই সময় পীতবস্ত্রধারী তাঁহার নয়ন ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং অঙ্গকান্তি মেঘের সমান শ্যামবর্ণ থাকে। তিনি মস্তকে সহস্র শিখায় বিকসিত জটাভার বহন করেন ॥ ২৮

তাঁহার রক্তকমলে বিদ্যুতের ন্যায় পবিত্র যজ্ঞোপবীত শ্রীবৎস-চিহ্নও সমুজ্জ্বল থাকে। এই শোভা ধারণ করিয়া মহাবাহু শ্রীহরি বিদ্যুৎসহ মেঘের সদৃশ শোভা প্রাপ্ত হন ॥ ২৯

সেই সময় তাঁহার গলদেশে সহস্র কমলের মালা শোভা পাইতে থাকে। তাঁহার পত্নী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী তাঁহার সম্পূর্ণ শরীরকে পবিত্র করিয়া অবস্থান করেন ॥ ৩০

ততঃ স্বপিতি ধর্মাত্মা সর্বলোকপিতামহঃ।
কিমপ্যমিতবিক্রান্তো নিদ্রাযোগমুপাগতঃ ॥ ৩১
ততো বর্ষসহস্রে তু পূর্ণে স পুরুষোত্তমঃ।
স্বয়মেব বিভুর্বুদ্ধ্যা বুধ্যতে বিবুধাধিপঃ ॥ ৩২
ততশ্চিন্তয়তে ভূয়ঃ সৃষ্টিং লোকস্য লোককৃৎ।
পিতৃদেবাসুরনরান্ পাতালোত্থান কর্মণা ॥ ৩৩
ততশ্চিন্তয়তঃ কার্যং দেবেষু সমিতিঞ্জয়ঃ।
সম্ভবং সর্বলোকস্য বিদধাতি স বাক্পতিঃ ॥ ৩৪
কর্তা চৈব বিকর্তা চ সংহর্তা চ প্রজাপতিঃ।
ধাতা বিধাতা চ তথা সংযমো নিয়মো যমঃ ॥ ৩৫
নারায়ণপরা দেবা নারায়ণপরাঃ ক্রিয়াঃ।
নারায়ণপরো যজ্ঞো নারায়ণপরা শ্রুতিঃ ॥ ৩৬
নারায়ণপরো মোক্ষো নারায়ণপরা গতিঃ।
নারায়ণপরো ধর্মো নারায়ণপরঃ ক্রতুঃ ॥ ৩৭

তারপর সমস্ত লোকসকলের পিতামহ ও অমিতপরাক্রমী এই ধর্মাত্মা নারায়ণ নিদ্রাযোগ অবলম্বন করত কোনও এক অনির্বচনীয় রীতিতে শয়ন করেন ॥ ৩১

তদনন্তর সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে পর এই সর্বব্যাপী দেবেশ্বর পুরুষোত্তম স্বয়ং বুদ্ধিযুক্ত হন। প্রত্যেক কল্পের শেষে তিনি এইরূপে শয়ন করেন এবং জাগরিত হন ॥ ৩২

তাহার পর এই লোককর্তা ভগবান বিষ্ণু পুনরায় লোকসৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করেন। ব্রহ্মাচরিত কর্মের দ্বারা পিতৃগণ ও দেবতা, অসুর এবং মনুষ্যদিগের উৎপত্তির বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকেন ॥ ৩৩

তদনন্তর এই বৃত্রনিসূদন ও বাগীশ অমিততেজ ভগবান নারায়ণ দেবকার্যের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করিতে এবং সম্পূর্ণ জগৎকে সৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

ইনিই ভূতগণের স্রষ্টা ও লৌকিক বস্তুসমূহকে বিবিধ রূপে উৎপন্নকারী। ইনিই সংহারকারী ও প্রজাপালক। ধাতা, বিধাতা, সংযম, নিয়ম ও যম ইনিই ॥ ৩৫

সমস্ত দেবতাগণ নারায়ণেরই উপাসক। সকল ক্রিয়া নারায়ণকেই প্রাপ্ত হয়। যজ্ঞের পরম আশ্রয় নারায়ণই এবং শ্রুতিসমূহের পরম প্রতিপাদ্য তত্ত্বও নারায়ণই ॥ ৩৬

মোক্ষের পরাকাষ্ঠা নারায়ণই। সর্বোত্তম গতি নারায়ণ। ধর্মের পরম লক্ষ্য নারায়ণই এবং যজ্ঞও নারায়ণেরই প্রশস্ততার জন্য ॥ ৩৭

নারায়ণপরা জ্ঞানা নারায়ণপরং তপঃ।
নারায়ণপরং সত্যং নারায়ণপরং পদম্।
নারায়ণপরো দেবো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ৩৮
ধরণ্ডুরিতি বিজ্ঞেয়ঃ স ত্বষ্টা ভুবনাধিপঃ।
স বায়ুরিতি বিজ্ঞেয় এষ যজ্ঞঃ সনাতনঃ ॥ ৩৯
সদসচ্চ স বিজ্ঞেয়ঃ স যজ্ঞঃ স প্রজাকরঃ।
যদ্‌বেদিতব্যং ত্রিদশৈস্তদেষ পরিবিন্দতি ॥ ৪০
যচ্চ বেদ্যং ভগবতো দেবা অপি ন তদ্ বিদুঃ।
প্রজানাং পততঃ সপ্ত ভবন্তশ্চ সনাতনৈঃ ॥ ৪১
নাস্তান্তমধিগচ্ছন্তি ততোঽনন্ত ইতি শ্রুতিঃ।
যদস্য পরমং রূপং তত্ত্ব পশ্যন্তি দেবতাঃ ॥ ৪২
প্রাদুর্ভাবেষু সম্ভূতং যত্তদর্চন্তি দেবতাঃ
যদ্ব দর্শিতবান্ দেবঃ কস্তদন্বেষ্টুমর্হতি ॥ ৪৩

গ্রামণীঃ সর্বভূতানামগ্নিমারুতয়োর্গতিঃ।
তেজস্তপসশ্চৈব নিধানমমৃতস্য চ ॥ ৪৪
চতুরাশ্রমবর্ণেষু চাতুর্হোত্রফলাশনঃ।
চতুঃসাগরপর্যন্তশ্চতুর্মূর্তিবর্তকঃ ॥ ৪৫
তদেষ সংভৃতা জগৎ কৃত্বা গর্ভমাত্মনঃ।
মুমোচাণ্ডং মহাযোগী ধৃতং বর্ষসহস্রিকম্ ॥ ৪৬
সুরাসুরদ্বিজভুজগাপ্সরোগণৈ-
র্লোকৈর্বিচিত্রিতবয়ভণ্ডকৈঃ।
প্রজাপতিঃ ক্ষুতিবর রক্ষসাং কুলং
তদাসৃজজ্জগদিদমাত্মনা প্রভুঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
বারাহে প্রাদুর্ভাবে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞানের উৎকৃষ্ট রূপ নারায়ণ। তপস্যারও পরম প্রাপ্য বস্তু নারায়ণই। সত্যও নারায়ণেরই প্রাপ্তির সাধন এবং পরমপদও নারায়ণই। নারায়ণ হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও দেবতা হন নাই ও হইবেও না ॥ ৩৮

ইঁহাকে সমস্ত ভুবনের অধিপতি ধরণ্ডু ব্রহ্মা বলিয়া জানিবে। ইঁহাকে বায়ু বলিয়াও জানিবে এবং ইনিই সনাতন যজ্ঞ ॥ ৩৯

ইঁহাকে সৎ ও অসৎ বলিয়াও জানিবে। ইঁনিই যজ্ঞ এবং প্রজাবর্গের স্রষ্টা। দেবতাগণের দ্বারা যাহা কিছু প্রাপ্তব্য বস্তু আছে, সেই সবেরই প্রাপ্তি ইঁনিই করিয়া থাকেন ॥ ৪০

শ্রীভগবানের যে বেদ্য তত্ত্ব, তাহা দেবতাগণ জানেন না। দেবগণসহ প্রজাপতি ও সপ্তবিধগণ তাঁহার তত্ত্ব জানেন না, সেইজন্য 'অনন্ত' নামে তাঁহার প্রসিদ্ধি ॥ ৪১।

ইঁহার যে পরম উৎকৃষ্ট রূপ, তাহা দেবলোকে দেবতারা দর্শন করেন। অবতারসমূহে তাঁহার যে রূপ প্রকটিত হয়, দেবগণ তাঁহারই পূজা করেন। যাহাকে দ্বারা ভগবান্ না দর্শন করান, তাহার অন্বেষণ কে করিতে পারে ? ৪২-৪৩

যিনি সমস্ত প্রাণিগণের নেতা, হবিরানল ও প্রাণের গতি এবং তপ, তেজ ও অমৃতের নিধি ॥ ৪৪

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার আশ্রম এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণে চাতুর্হোত্র যজ্ঞের ফলভোগী এবং সেই ফলের প্রাপ্তিকারক ইনিই। ইনি চার সমুদ্র পর্যন্ত ব্যাপ্ত এবং চার যুগের বিবর্তক অর্থাৎ আবর্তন-কারী ॥ ৪৫

এই মহাযোগী শ্রীহরি সম্পূর্ণ ভবনকে নির্মাণ করিয়া তাহাকে নিজ গর্ভে (উদরে) স্থাপিত করত সহস্রবর্ষ পর্যন্ত ধারণ করিবার পর অন্তরে (ব্রহ্মাণ্ডের) রূপে প্রকটিত করিয়াছেন ॥ ৪৬

ক্ষতিবর জনমেজয় ! সেই সময় এই ভগবান্ প্রজাপতি দেবতা, অসুর, দ্বিজ, নাগ, অপ্সরা, মহোরগ, পর্বত, যক্ষ ও গুহ্যকগণের সহিত রাক্ষসকুলকেও নিজেরই স্বরূপের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৪৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বারাহাবতারবিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতা যজ্ঞবরাহেণ পৃথিব্যা উদ্ধারঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

জগদণ্ডমিদং পূর্ব্বমাসীৎ সর্ব্বং হিরণ্ময়ম্।
প্রজাপতের্মুখাদ্যস্মিন্নোবাং বৈদিকী শ্রুতিঃ॥ ১

ততো বর্ষসহস্রান্তে বিভুরেকোঽনুখং বিভুঃ
লোকসঞ্জননার্থায় বিভেদাণ্ডং পুনঃ পুনঃ॥ ২

ভূরোঽইষা বিভেদাণ্ডং প্রভুর্বৈ লোকযোনিকৃৎ।
চকার জগতশ্চাত্র বিভাগং সর্ব্বভাগবিৎ॥ ৩

যচ্ছিদ্রমুর্দ্ধ্বমাকাশং পরা গুরুত্তিনাং গতিঃ
বিধিতা বিশ্বযোগেন যদন্তস্থ রসাতলম্॥ ৪

যদণ্ডমকরোৎ পূর্ব্বং দেবলোকসিসৃক্ষয়া
সমন্তাদ্ব্যষ্টয়া যানি ছিদ্রাণি কৃতবান্ স্বয়ং॥ ৫

বিদিশস্তা দিশঃ সর্ব্বা মনসৈবসৃজদ্বিধা
নানারূপবিভাগানি যদ্ভূতস্থকলানি বৈ॥ ৬

যদ্বর্ণবরাশ্চিত্রা যদ্বৃত্তে বলাহকাঃ।
যদণ্ডমধ্যে স্কন্ধঃ তদ্ভূতমাসীৎ সমাহিতম্॥ ৭

জাতরূপং তদভবৎ সর্ব্বং পৃথিবীতলে
তস্য ক্লেদার্দ্রবৌঘেন প্রাচ্ছাদ্যন্ত সমন্ততঃ॥ ৮

পৃথিবী নিখিলা রাজন্ যুগান্তে সাগরৈরিব॥ ৯

যচ্চাণ্ডমকরোৎ পূর্ব্বং দেবলোকবিকীর্ষয়া
তত্র তৎ সলিলং স্কন্ধং সে হুতরং কাঞ্চনো গিরিঃ॥ ১০

তেনাম্ভসা প্লুতাঃ সর্ব্বাঃ শিলাশ্চাপিলঙ্ঘথা
অন্তরিক্ষঞ্চ নাকঞ্চ যচ্চাধঃ কিঞ্চিদন্তরম্॥ ১১

যত্র যত্র জলং স্কন্ধং তত্র তত্র স্থিতো গিরিঃ।
শৈলৈঃ সর্ব্বত্রগমনা বিষমা ভূমিরভবৎ॥ ১২

তৈঃ সপর্ব্বতশৃঙ্গৈর্বৈ পৃথিবী সমলঙ্কৃতা
পীড়িতা পুষ্করাঙ্গৈস্তৈ পৃথিবী ব্যথিতা ভবৎ॥ ১৩

যে নানা রঙ্গ-বিরঙ্গের খণ্ডখণ্ড ছিল, তাহারাই বহু বর্ণধারী ও বিচিত্র মেঘসদৃশ হইল। ৩-৭

সেই অণ্ডের মধ্যভাগে স্থিত যে দৃঢ় পদার্থ ছিল, যাহাকে স্কন্ধ বলা হয়, তাহা ঘনীভূতরূপে স্থিত হইয়া যাইল এবং তাহাই এই পৃথিবীতে জাতরূপ, স্বর্ণ হইল। ৭।

রাজন্। যেরূপ প্রলয়কালে সারা পৃথিবী সমুদ্র দ্বারাই সর্ব্বদিকে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ সেই ক্লেদরূপ জলের প্রবাহ স্কন্ধকে সর্ব্বদিকে আচ্ছাদিত করিল। ৮-৯

ভগবান্ দেবলোক-সৃষ্টির ইচ্ছায় পূর্ব্বে যে অণ্ড উৎপন্ন করিয়াছিলেন, উহাতে স্থানে স্থানে সেই জল স্খলিত হইয়া পতিত হইল, উহাই সুবর্ণময় পর্ব্বত হইয়া যাইল। ১০

সেই জল সমস্ত দিক্ ও উপদিক্‌সমূহকে আচ্ছাদিত করিল। অন্তরিক্ষ, স্বর্গ ও উহাদের উভয়ের মধ্যভাগে অন্ধ যে সব স্থান ছিল, সেই সবের মধ্যে যে যে স্থানে সেই জল পতিত হইল, সেই সেই স্থানে এক পর্ব্বত হইয়া যাইল। ১১।

সেই সমস্ত পর্ব্বতসমূহে অবরুদ্ধ হইয়া এই পৃথিবী বহুল ও বিষম হইয়া যাইল। অনেক যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত সেই ভারী পর্ব্বতসমূহে আবৃত হইয়া পৃথিবীদেবী পীড়িত হইলেন। ১২-১৩

মহীতলে পুরি ভূমা বিধা নাথ মধাসুকম্
হিরণ্ময়ং সমুদ্ভিন্নো ভেজো বিমলরূপিতম্ ॥ ১৪
অশক্তা বৈ ধারয়িতুমধঃ সা প্রবিবেশ হ
পীড়্যমানা ভগবতস্তেজসা তেন সা ক্ষিতিঃ ॥ ১৫
পৃথিবীং বিশতীং দৃষ্ট্বা তামধো মধুসূদনঃ
উদ্ধারার্থং মনশ্চক্রে লোকানাং হিতকাম্যয়া ১৬

শ্রীভগবানুবাচ

অস্তেজ এষ বলবং সমাসাদ্য তপস্বিনী।
রসাতলং বিশেদ্ভেদী পঙ্কে গৌরিব দুর্বলা ॥ ১৭

বরাহরূপায়

ত্রিবিক্রমায়ামিতবিক্রমায়
নমো ভূমিষ্ঠায় ভূভৃদ্ভৃতায়
শ্রীশার্ঙ্গচক্রাসিগদাধরায়
নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥ ১৮
ইয়ন্তমন্তং ধারণে বৈ তবাস্মিন্নিয়তে জগৎ
ত্বং ধারয়সি ভূতাত্মন্ ভুবনং যন্নিবিষ্টমি ॥ ১৯

পৃথিবীর উপর নির্ভর তেজঃস্বরূপ ভূবরাহ যে নারায়ণাত্মক দিব্য জল অধিকমাত্র ও পরিত হইল, উহা ধারণ করিতে অসমর্থা হইয়া পৃথিবী নিম্নে রসাতল হইতেও অধিক নিম্নপ্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিলেন; কারণ ভগবান্ যের তেজে এই পৃথিবী অত্যন্ত পীড়িত হইতেছিলেন। ১৩-১৫

পৃথিবীকে নিম্নে যাইতে দেখিয়া ভগবান্ মধুসূদন সমস্ত লোকসকলের হিত-কামনায় তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য মনস্থির করিলেন। ১৬

শ্রীভগবান্ মনে মনে বলিলেন,—এই তপস্বিনী পৃথিবীদেবী আমার প্রবল তেজের ভারপ্রাপ্ত হইয়া পঙ্কে প্রবিষ্ট দুর্বল গাভীর ন্যায় রসাতলের নিম্নে প্রবিষ্ট হইয়া যাইবে, এরূপ মনে হইতেছে ॥ ১৭

(সেই সময় ভগবানের স্তুতি করিতে করিতে) পৃথিবী বলিলেন,—তিন লোককে নিজের তিন চরণের দ্বারা আক্রান্ত করিবার পর যিনি 'ত্রিবিক্রম' নামে অভিহিত হন, যাঁহার পরাক্রমকে কেহই পরিমাণ করিতে পারে না এবং যিনি নিজের হাতি হতে শার্ঙ্গধনু, সুদর্শন চক্র, নন্দক খড়্গ ও কৌমোদকী গদা ধারণ করেন, সেই মহাবরাহ, তাঁর স্বরূপধারী পুরুষোত্তমকে আমার নমস্কার ॥ ১৮

ভগবন্! আপনিই নীয় শক্তির দ্বারা এই জগৎকে ধারণ করেন এবং আপনারই দ্বারা ইহার সংহার হয়। আপনি সমস্ত ভূমণ্ডলের ভূবনের ধারণ করেন এবং লোক ধারণ করেন ॥ ১৯

আপনি নিজ তেজ ও বলের দ্বারা যাহা কিছু ধারণ করেন, তার সংস্পর্শে আমি পরে আপনারই কৃপায় ধারণ করিয়া থাকি ॥ ২০

আপনার দ্বারা ধৃতরূপেই আমি ধারণ করি। আপনি যাহা ধারণ করেন নাই, এরূপ কোন কিছুই আমি ধারণ করি না। এরূপ কোনও রূপ নাই, যাহা আপনার দ্বারা ধৃত হয় নাই ॥ ২১

কৌল! নারায়ণ! ও পরমেশ্বর ভগবানের হিত-কামনায় যুগে যুগে (অবতার গ্রহণ করত আমার ভার অবতরণ করেন ॥ ২২

সুরশ্রেষ্ঠ! আমি আপনারই তেজে প্রকটিত পর্বতসমূহের দ্বারা) আক্রান্ত হইয়া রসাতল হইতেও নিম্নে চলিয়া আসিয়াছি এবং আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন ॥ ২৩

হুঙ্কার-ধ্বনিরূপ ও ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পীড়িত হইয়া আমি সদা সনাতন পরমেশ্বর আপনার শরণগ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ২৪

আমি শত শত বার ইহা দেখিয়াছি যে, যজ্ঞরূপ মা আমি বিশাল মূর্তির ভারের ন্যায় পৃষ্ঠ ভবিষ্যিনিই ভগবান্ আপনার শরণগ্রহণ করি, তত্ত্বতঃই আমার অধিক ভয় প্রাপ্ত হয় ॥ ২৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—বসুধি! ভীত হইও না। কল্যাণিকে মনকে একাগ্র করিয়া শান্তি লাভ কর। এই আমি এখনই তোমাকে উচিত ও মনোবাঞ্ছিত স্থানে লইয়া আসিতেছি ॥ ২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততো মহাত্মা মনসা দিব্যং রূপমচিন্তয়ৎ।
কিং নু রূপমহং কৃত্বা উদ্ধরামি বসুন্ধরাম্ ॥ ১৭
জলে নিমগ্না ধরণী যেনাহং বৈ মহত্তরে
ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা তু দেবস্তত্রকরণে মতিম্ ॥ ১৮
জলক্রীড়াকৃতিত্বাদ্ বারাহং রূপমস্মরৎ
হরিরুদ্ধরণে যুক্তস্তদা ভূমিভৃৎ ॥ ১৯
অনুস্মরং সর্গভৃতাং ধাম্নাং ব্রহ্মসম্মিতম্
দশযোজনবিস্তারমুচ্ছ্রিতং শতযোজনম্ ॥ ২০
নীলমেঘপ্রতীকাশং নেত্রতন্নিভনিঃস্বনম্
মহাগিরেঃ সংহননং শ্বেতদংষ্ট্রোগ্রতুণ্ডিনম্ ॥ ২১
বিদ্যুদগ্নিপ্রতীকাশশ্মশ্রিতাসংহতেক্ষণম্
পীনবৃত্তায়তস্কন্ধং পৃথুলং দীর্ঘলাঙ্গলিনম্ ॥ ২২
পীনোন্নতকটীদেশং বৃষলক্ষণপূজিতম্।
রূপমাস্থায় বিপুলং বারাহমমিতং হরিঃ ॥ ২৩
পৃথিবীমুদ্ধরণার্থায় প্রবিবেশ রসাতলম্।
বেদপাদো যূপদংষ্ট্রঃ ক্রতুদন্তশ্চিতীমুখঃ ॥ ২৪
অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ।
অহোরাত্রেক্ষণধরো বেদাঙ্গশ্রুতিভূষণঃ ॥ ২৫
আজ্যনাসঃ স্রুবতুণ্ডঃ সামঘোষস্বরো মহান্।
সত্যধর্মময়ঃ শ্রীমান্ ক্রতুবিক্রমসংকৃতঃ ॥ ২৬
ক্রিয়াসত্রমহাঘোষঃ পত্নীতনুরমেকৃতিঃ
উদগাত্রোদ্গ্রো রোমলিঙ্গো বীজৌষধিমহাফলঃ ॥২৭
বায়ুস্ত্বাত্মা মনুষ্যশ্চ বিক্রমঃ সোমশোণিতঃ।
বেদৌষ্কারো হবির্দংষ্ট্রো দক্ষাকর্ষাত্রিবেগবান্ ॥ ২৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া মহাত্মা শ্রীহরি মনে মনেই কোনও দিব্য রূপের বিষয়ে চিন্তা করিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন,—আমি কোন রূপ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিব সেইরূপ একটুরূপ ধারণ করা উচিত, যাহার দ্বারা জলে আমি নিমগ্ন পৃথিবীকে উপরে উত্তোলিত করিতে পারি ॥ ১৭;

এরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভগবান সেই রূপ ধারণ করিবার বিষয়ে বুদ্ধি স্থির করিলেন। সেই সময় জলে ক্রীড়া করিবার জন্য তাঁহার রুচি হইল; অতএব তিনি বরাহ-রূপ স্মরণ করিলেন। পৃথিবীকে ধারণকারী হরি তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। সেই সময় তাঁহার রূপ দশ যোজন বিস্তৃত ও শত যোজন উচ্চ হইল। বেদমূল সম্বলিত ওঁকারের সেই বাহ্যমূর্ত্ত-স্বরূপ সমস্ত প্রাণিসমূহের অগ্রজ ছিল ॥ ২৮-৩০

তাঁহার অঙ্গকান্তি নীলমেঘতুল্য শ্যামবর্ণ ছিল। তাঁহার শব্দ মেঘের গম্ভীর গর্জনের ন্যায় ছিল (অথবা মেঘের গম্ভীর গর্জনকেও তিরস্কার করিতেছিল)। শ্রীভগবানের এই বিগ্রহ বিশাল পর্ব্বতের আকৃতির সদৃশ ছিল। তাঁহার দন্ত শ্বেত, দীপ্ত ও তীক্ষ্ণ ছিল ॥ ৩১

তাঁহার তেজ বিদ্যুৎ ও অগ্নির সমান ছিল। তাঁহার শ্মশ্রু ছিল সূর্য্য-সদৃশ। তিনি নিজ বলের দর্পে দলিত শত্রুদের ন্যায় ভয়ঙ্কর করিতেছিলেন। তাঁহার কটিদেশ উচ্চ ও মাংসল ছিল। তিনি জলের মধ্যেই সম্ভালিত ছিলেন। এরূপ অমিত ও বিশাল রূপ ধারণ করত শ্রীহরি পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য রসাতলে প্রবিষ্ট হইলেন ॥

এই ভগবান যজ্ঞ-স্বরূপ ও যজ্ঞ-ক্রতু হইয়া লেজ ছিলেন। যূপ তাঁহার দংষ্ট্রা ছিল ও চিতি (ইষ্টকাচয়ন) তাঁহার মুখ ছিল। অগ্নি তাঁহার জিহ্বা, কুশসকল তাঁহার রোমাবলি এবং ব্রহ্ম (প্রণব) তাঁহার মস্তক ছিল। তিনি সহস্রচক্ষু ছিলেন। দিবস ও রাত্রিকে তিনি দুই নয়নরূপে ধারণ করিয়াছিলেন। বেদের ছয় অঙ্গ তাঁহার কর্ণের ভূষণ ছিল ॥ ৩২-৩৫

ঘৃত তাঁহার নাসিকা, স্রুচা তাঁহার মুখ, মুখমুখী। এবং সামবেদের ধ্বনিই তাঁহার ভীষণ গর্জন ছিল। তাঁহার শরীর ছিল বিশাল এবং তাঁহার বিক্রম সত্য-ধর্ম্মময় ছিল। তিনি অলৌকিক শোভাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ক্রম (ঋষি) ও বিক্রম (পরাক্রম) উভয়েই সম্পন্ন ছিলেন অথবা বেদের ক্রমপাঠ ও বৃদ্ধক্রমপাঠই এস্থলে ক্রম বিক্রম, যাহার দ্বারা ভগবান্ যজ্ঞবারাহ সংকৃত ছিলেন ॥ ৩৬

ক্রিয়াময় সত্র তাঁহার বড় নাসিকা ছিল। পত্নী তাঁহার জানু ও যজ্ঞই তাঁহার আকৃতি ছিল। উদ্গাতারা তাঁহার অঙ্গ (উরু) এবং রোমরূপ কর্ষু তাঁহার লিঙ্গ ছিল। বীজ ও ওষধিসমূহ তাঁহার দ্বারা প্রাপ্ত মহান্ ফল ছিল ॥ ৩৭

বায়ু তাঁহার অন্তরাত্মা ও মনু নিজস্ব ছিল। তিনি বিক্রমস্বরূপ ছিলেন। সোমরস তাঁহার রক্ত ছিল। বেদের বেদি তাঁহার স্কন্ধ দ্বিজ সুদৃঢ় এবং হবি-কার্য্য তাঁহার দংষ্ট্রার বেগ ছিল ॥৩৮

প্রাঞ্চদক্ষারো ছাত্তিমান্নানাদীক্ষাভিরর্চ্চিতঃ
দক্ষিণাস্তদতো যোগী মহাসত্রময়ো মহান্ ॥ ৩৯
উদাকর্ম্মোঽচ্যুতশ্চক্ষঃ প্রবর্গ্যাবর্ত্তভূষণঃ।
নানাছন্দোগতিপথো গুহ্যোপনিষদাসনঃ ॥ ৪০
হায়াপত্নীসহায়ো বৈ মণিশৃঙ্গ ইবোচ্ছ্রিতঃ।
তূষ্ণীং যজ্ঞবরাহোঽসৌ যুগপৎ প্রাবিশদ্ গুরুঃ ॥ ৪১
অদ্ভিঃ সংহ্লাদিতাম্বুর্ব্বীং স তামার্চ্ছৎ প্রজাপতিঃ।
রসাতলতলে মগ্নাং পাতালান্তরসংশ্রয়াম্ ॥ ৪২
প্রভুর্লোকহিতার্থায় দংষ্ট্রাগ্রেণোজ্জহার গাম্
ততঃ খস্থানমানীয় পৃথিবীং পৃথিবীধরঃ ॥ ৪৩
মুমোচ পূর্ব্বং সহসা বারিরিদ্ধা হরাধরঃ
ততো জগাম নির্ব্বাণং মেদিনী তস্য ধারণাৎ ॥ ৪৪

চকার চ নমস্কারং তস্মৈ দেবায় শম্ভবে
এবং যজ্ঞবরাহেণ তূষ্ণা ভূতহিতার্থিনা ॥ ৪৫
উদ্ধৃতা পৃথিবী দেবী লোকানাং হিতকাম্যয়া।
অথোদ্ধৃত্য ক্ষিতিং দেবো জগতঃ স্থাপনেচ্ছয়া ॥ ৪৬
পৃথিব্যপ্রতিমাগ্রায় নমস্কৃত্বেদমুক্তবান্
রসাতলতলাদেবং বিচিত্যা স পুরোত্তমঃ ॥ ৪৭
ততো বিভুঃ প্রহরবরাংশ্চক্রপাণিং
বৃষাকপিঃ প্রমথমথৈকনায়কাং।
সমুদ্ধরন্তরণিমতুলাবিক্রমো
মহাবলঃ সকলহিতার্থমুদ্যতঃ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বারাহে পৃথিব্যুদ্ধরণে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

প্রাঞ্চদক্ষার (পূর্ব্বদিকে যজ্ঞমানরূপ ঔঁহার দক্ষার ছিল। তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ ও নানাপ্রকার দীক্ষামুহে পূজিত হিলেন। দক্ষিণা তাঁহার জঘন ছিল তিনি মহান্ বিরাট্ , যোগী ও মহাসত্রময় হিলেন। ৩৯

উদাকর্ম্ম তাঁহার ওষ্ঠের ভূষণ ছিল এবং প্রবর্গ্যকর্ম্ম তাঁহার নীতিকে ভূষিত করিয়েছিল। নানাপ্রকার ছন্দ তাঁহার চলিবার মার্গ ছিল এবং গুহ্য উপনিষদ্ তাঁহার আসন ছিল। ৪০

জলে পতিত হায় (দক্ষিণাগ্নি) পত্নীর ন্যায় তাঁহার এক সঙ্গ ছিলা ছিল। তিনি মণিময় পর্ব্বতশিখরসদৃশ উচ্চ হিলেন। এইরূপ যজ্ঞবর বারাহরূপ ধারণ করত সেই সময়ে ভগবান্ পৃথিবীর রসাতলে গমনের সহিতই তৎক্ষণাৎ সেখানে প্রবিষ্ট হইলেন। ৪১

জলে আচ্ছাদিত ও রসাতলে নিমগ্ন হইয়া অধঃ পাতালে উপস্থিত সেই পৃথিবীর পার্শ্বে সেই ভগবান্ প্রজাপতি ঘাইয়া উপস্থিত হইলেন। ৪২

পৃথিবীকে ধারণকারী সেই প্রভু লোকহিতের জন্য নিজের দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা পৃথিবীকে উপরে উত্থাপিত করিলেন এবং তাহার পর উঁহাকে ঔঁহার স্থানে আনিয়া স্থাপিত করিলেন। ৪৩

বরাহারী ভগবান্ বারাহ পূর্ব্বে পৃথিবীকে বহন ধারণ করিয়া তাঁহাকে সলিল জলের উপর ভাসিয়া দিলেন। তাঁহার ধারণে পৃথিবী অতিশয় আধি লাভ করিলেন। তখন তিনি সেই কল্যাণকারী দেব যজ্ঞ বারাহকে নমস্কার করিলেন। ৪৪।

এইভাবে সমস্ত প্রাণিগণের হিতকারী ভগবান্ যজ্ঞবারাহ হইয়া লোকসকলের হিতকামনায় পৃথিবীদেবীকে উদ্ধার করিয়া ছিলেন। ৪৫।

তদনন্তর জগদ্গুরুর সুরশ্রেষ্ঠের ইতি এইভাবে রসাতলগত পৃথিবীর বিষয়ে চিন্তা করিয়া জগতকে স্থাপিত করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে উপরে উত্থাপিত করিলে এবং তাঁহাকে বিভাগ করিবার জন্য মনস্থির করিলেন। ৪৬-৪৭

রাজন্! সেই সময় শ্রেষ্ঠ বরপ্রহরণ ধারণ করত সর্ব্বব্যাপী হরিবরূপ অতুলন পরাক্রমশালী মহাবলী জগতের সকলের হিতের জন্য পৃথিবীকে রসমূর্দ্ধক এক বরের দ্বারা উপরে উদ্ধার করিয়া আনিয়া ছিলেন। ৪৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বারাহবরাহপ্রসঙ্গে পৃথিবীর উদ্ধারবিষয়ক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ভগবতা বারাহেণ নানাদিক্ষু পর্ব্বতানাং নদীনাঞ্চ সৃষ্টিঃ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ

তস্যোপরি জলৌঘস্য মহতী নৌরিব স্থিতা ।
বিভক্তত্বাত্তু দেহস্য ন যযৌ সংপ্লবং মহী ॥ ১
ততঃ স চিন্তয়ামাস প্রবিভাগং ক্ষিতেরিভুঃ ।
সমুচ্ছ্রয়ঞ্চ সর্ব্বেষাং পর্ব্বতানাং নদীষু চ ॥ ২
বিশেষনং প্রমাণঞ্চ গতিং প্রস্রবণঞ্চ চ ।
মাহাত্ম্যঞ্চ বিশেষঞ্চ নদীনামন্বচিন্তয়ৎ ॥ ৩
চতুরস্রাং ধরাং কৃত্বা তথা চৈব মহার্ণবম্ ।
মধ্যে পৃথিব্যাঃ সৌবর্ণমুত্তোন্নেরুপর্ব্বতম্ ॥ ৪
প্রাচীং দিশমথো গত্বা চকারোদয়পর্ব্বতম্ ।
শতযোজনবিস্তারং সহস্রঞ্চ সমুচ্ছ্রয়ম্ ॥ ৫
জাতরূপময়ৈঃ শৃঙ্গৈস্তরুণাদিত্যসন্নিভৈঃ ।
আত্মতেজোগুণময়ৈর্লৌকিকাংস্তারকল্পিতম্ ॥ ৬
বিবিধাংশ্চ মহাবৃক্ষান্ কাঞ্চনান্ পুষ্পরেচকঃ ।
নিত্যপুষ্পফলান্ বৃক্ষান্ কৃতবাংস্তত্র পর্ব্বতে ॥ ৭
শতযোজনবিস্তারং তদুচ্ছ্রিতগুণায়তম্ ।
চকার স মহাদেবঃ পুনঃ সৌমনসং গিরিম্ ॥ ৮
নানারত্নসহস্রাণাং কৃত্বা তত্র সুসঞ্চয়ম্ ।
বেদিকাং বহুবর্ণাঞ্চ সন্ধ্যাভ্রাভামকল্পয়ৎ ॥ ৯
সহস্রশৃঙ্গং গিরিং নানাশিলাতলম্ ।
কৃতবান্ বৃক্ষগহনং যষ্টিযোজনমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ১০
আসনং তত্র পরমং সর্ব্বভূতনমস্কৃতম্ ।
কৃতবানাত্মনঃ স্থানং বিশ্বকর্ম্মা প্রজাপতিঃ ॥ ১১
শিশিরঞ্চ মহাশৈলং তুষারচয়সন্নিভম্ ।
চকার দুর্গগহনং কন্দরান্তরসঙ্কটম্ ॥ ১২

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

[ভগবান্ বারাহ কর্ত্তৃক বিভিন্ন দিকে পর্ব্বত ও নদীসকলের সৃষ্টি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই জল-রাশির উপরে বিশাল নৌকার ন্যায় পৃথিবী স্থিত হইলেন। ইঁহার (পৃথিবীর) আকার বিশাল ছিল বলিয়া পৃথিবী জলে ডুবিয়া যাইলেন না ॥১

অনন্তর ভগবান্ পৃথিবীর বিভাগের চিন্তা করিতে লাগিলেন, সমস্ত পর্ব্বতসমূহের উচ্চতা, নদী-সকলে পথসূচিকা রেখা, তদ্দ্বারা কতদূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইবে—ইহার প্রমাণ, তাহাদের গতি পূর্ব্ব দিকে হইবে বা দক্ষিণ দিকে হইবে উহার নিশ্চয়, তাহাদের প্রবাহ এবং বিশেষতঃ সেই নদীসমূহের মাহাত্ম্যবিষয়ে তিনি বারংবার চিন্তা করিলেন ॥২-৩

চার সমূহ ধারার অন্তে (অথবা যিনি চতুর্দ্দল পদ্মাকৃতি), সেই পৃথিবীকে এইভাবে স্থাপিত করিয়া তিনি মহাসাগরকেও সৃষ্টি করিলেন। তারপর পৃথিবীর মধ্যভাগে সুবর্ণময় মেরু-পর্ব্বতকে স্থাপিত করিলেন ॥৪

ইহার পর পূর্ব্বদিকে যাইয়া তিনি উদয়াচলের সৃষ্টি করিলেন, যাহার বিস্তার শত যোজন এবং উচ্চতা সহস্র যোজন ॥৫

এই পর্ব্বত সুবর্ণময় শিখরসমূহে সুশোভিত এবং এই সব শিখর প্রাতঃকালে সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী (অথবা রক্তবর্ণাভ) ছিল। ইহারা নিজেদেরই তেজোময় গুণসমূহে উদ্ভাসিত হইতেছিল।

এই পর্ব্বতের নির্ম্মাণ এইরূপে ॥৬হইয়াছিল, যেন কোন বিশাল বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে ॥৬

কাঞ্চনবন নীহার ঐ পর্ব্বতের উপরে বহু বহু উদ্ভবিশিষ্ট নানাপ্রকার সুবর্ণময় বৃক্ষ নির্ম্মাণ করিলেন, যাহারা সতত পুষ্প ও ফলসমূহে সম্পন্ন ছিল ॥৭

ইহার পর সেই মহাদেব ঐরূপ সৌমনস পর্ব্বতকে নির্ম্মাণ করিলেন, যাহার বিস্তারে শত যোজন ও লম্বায় তিন শত যোজন ছিল ॥৮

সেখানে নানাপ্রকার সহস্র রত্ন সঞ্চয় করিয়া অনেক রঙের বেদিকা নির্ম্মাণ করিলেন, যাহা সন্ধ্যাকালের মেঘের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল ॥৯

তাহারপর ভগবান্ সহস্রশৃঙ্গনামক পর্ব্বত সৃষ্টি করিলেন, যে পর্ব্বত নানাপ্রকার মণিময়ী শিলাসমূহে অলঙ্কৃত ছিল। ঘন বৃক্ষ-শ্রেণীর বন ইহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। এই পর্ব্বত ষাট যোজন উচ্চ ছিল ॥১০

সম্পূর্ণ বিশ্বই যাঁহার কর্ম, সেই প্রজাপালক শ্রীহরি সেখানে নিজের জন্য এক স্থান নির্ম্মাণ করিলেন, যাহা সমস্ত প্রাণিগণের দ্বারা সম্মানিত ঠাঁহার উত্তম আসন ছিল ॥১১

অনন্তর ভগবান্ হিমরাশিসদৃশ মহাপর্ব্বত হিমালয়কে সৃষ্টি করিলেন, যাহা দুর্গম ও গহন ছিল। ইহা বহু কন্দর (গুহা)-সমূহে অলঙ্কৃত আছে ॥১২

বিশিরপ্রভবাং চৈব নদীং বিদ্যুগণাবৃতাম্
চকার পুণ্যিনোপেতাং বসুধারাভিধি শ্রুতিঃ ॥ ১৩
সা নদী বিশিরাং প্রাচীং পুণ্যাং মুখনতৈস্তিতাম্।
শোভয়ত্যাবৃতপ্রবৈর্যুক্তানদ্ধবিচিত্রিতৈঃ ॥ ১৪
নিত্যপুষ্পফলোপেতৈস্তুদ্যদ্ধিঃ পুষ্পসংবৃতৈঃ
বৃক্ষিভাত্যধিকৈঃ কান্তৈঃ সা নদী তীরজৈর্দ্রুমৈঃ ॥১৫
কৃত্বা প্রাচীবিভাগক দক্ষিণায়ানথো দিশি
চকার পর্বতং দিব্যং সর্বকাঞ্চনময়ং শুভম্ ॥ ১৬
একতঃ সূর্যসঙ্কাশমেকতঃ শশিসন্নিভম্।
স বিভ্রাজ্যুতেজোভীর্য যৌ বর্ণৌ পর্বতোত্তমঃ ॥ ১৭
তেজসা যুগপদ্ ব্যাপ্তঃ সূর্যাচন্দ্রমসাবিব
বপুষ্মন্তময়ো তত্র ভাত্যুদয়ঃ মহাগিরিঃ ॥ ১৮
সর্বকামফলৈর্বৃক্ষৈস্তৈঃ তৈরুপশোভিতঃ

চকার কুজরং চৈব কৃতপ্রতিকৃতিং শুভম্ ॥ ১৯
সর্বতঃ কাঞ্চনগুহং বহুযোজনবিস্তৃতম্।
ত্রয়স্তপ্রতিমং চৈব ত্রয়স্তঃ মান পর্বতম্ ॥ ২০
হেমকাঞ্চনবৃক্ষাঢ্যঃ পুষ্পবাসাঃ স সংবৃতঃ।
মন্দরেনব শৈলেন্দ্রঃ সর্বযোজনমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ২১
জাতরূপময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ সপুষ্পিতমহাদ্রুমম্।
মেরিভ্যাং কৃতবান দেবঃ প্রতিস্কোঠমিবাচলম্ ॥ ২২
নানারত্নসমাকীর্ণং সূর্যেন্দুসমদর্শনম্
চকার মলয়ঃ চাত্রিঃ চিত্রপুষ্পিতপাদপম্ ॥ ২৩
মৈনাকক মহাশৈলঃ শিলাজালসমাবৃতম্
দক্ষিণস্যাং দিশি শুভং চকারাচলসত্তমম্ ॥ ২৪
মহাশ্রিয়সং বিদ্ধ্যং নানাদ্রুমলতাকুলম্।
নদীক বিপুলাবর্তাং পুলিনশ্রোণিকৃষিতাম্ ॥ ২৫

তিনি হিমালয় হইতে উৎপন্ন এক দিব্য নদীও সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার নাম বসুধারা (গঙ্গা)। অসংখ্য দিব্য ইহার সেবা করেন। ইহার তট বিশাল ॥ ১৩

এই নদী সম্পূর্ণ পুণ্যময়ী পূর্ব দিকে নিজের পত্ন স্রোতের দ্বারা যাত্রা করত তাহার সেতু বর্ধন করিতেছে। তাহার এই স্রোত মুক্তা ও মহামূল্য উজ্জ্বল আভার অলঙ্কৃত এবং অমৃত-তুল্য মধুর জলে পরিপূর্ণ আছে ॥ ১৫

এই নদী নিজের তীরে উৎপন্ন অধিক কান্তিময় বৃক্ষসমূহে বিভূষিত আছে। এই সব বৃক্ষ সদা পুষ্প ও ফলসমূহে সম্পন্ন রহিয়াছে এবং সমন ও দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছায়ায় শোভিত আছে ॥ ১৫

এইভাবে পূর্ব দিককে বিভাগ করিয়া তিনি দক্ষিণদিকে এক দিব্য পর্বতের সৃষ্টি করিলেন, যাহার সর্বাংগ সুবর্ণময় ও রত্নময় বলিয়া প্রতীত হইতেছিল ॥ ১৬

এই পর্বত এক দিকে সূর্যসদৃশ স্বর্ণপ্রভায় প্রকাশিত ও অন্যদিকে চন্দ্রসদৃশ রজতকান্তিতে সুশোভিত। এইরূপে দুই দিকে দুই বর্ণ ধারণ করিয়া সেই শ্রেষ্ঠ পর্বত অতিশয় শোভা পাইতেছে ॥ ১৭

এই পর্বত একই সঙ্গে তিনি তেজে ব্যাপ্ত হইয়া একত্রে সমবেত সূর্য ও চন্দ্রমূর্তি প্রতীত হইতেছে। এই মহাপর্বত মূর্তিমান সূর্যাচন্দ্রসদৃশ ছিল। ইহা মনোরম ছিল জলসমূহে যুক্ত, রমণীয় এবং মনোরম বৃক্ষশ্রেণীতে পরিবৃত ছিল ॥ ১৮

ইহার পর ভগবান হস্তিমূর্তি আকৃতিবিশিষ্ট এক পর্বত সৃষ্টি করিলেন, ইহা বহুযোজন বিস্তৃত ছিল। ইহাতে সর্বত্র দিকে সুবর্ণময়ী গুহা শোভা পাইতেছিল ॥ ১৯

তাহার পর তিনি ত্রয়ম্বকসদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট ত্রয়ম্বকনামক পর্বত নির্মাণ করিলেন, যাহা সুবর্ণ ও কাঞ্চনময় বৃক্ষসমূহে পূর্ণ ছিল। এই সব বৃক্ষে পুষ্প বিকশিত থাকায় এই পর্বত যেন হাস্য করিতেছে ॥ ২০

তদনন্তর মন্দরনামে গিরিরাজ মহেন্দ্রকে নির্মাণ করিলেন। এই পর্বতোত্তম শত যোজন উচ্চ ও সুবর্ণময় শিখরসমূহে সুশোভিত ছিল। ইহা বিশাল বৃক্ষশ্রেণী সুন্দর পুষ্পে পরিপূর্ণ ছিল। এই পর্বত সৃষ্টিকর্তা মূর্তিমান প্রতিকোষ্ঠের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ২১-২২

তদনন্তর শ্রীহরি নানাপ্রকার রত্নসমূহে ব্যাপ্ত ও সূর্য-চন্দ্র-সদৃশ কান্তিমান মলয়নামক পর্বতকে সৃষ্টি করিলেন, যে পর্বতে বিচিত্র পুষ্পসমূহে পূর্ণ বহু বৃক্ষ আছে ॥ ২৩

ইহার পর তিনি দক্ষিণ দিকে এক সুন্দর ও বিস্তৃত পর্বত মহেন্দ্রসদৃশ মৈনাককে রচনা করিলেন, যাহা শিলাসমূহে ব্যাপ্ত ছিল ॥ ২৪

তাহার পর নানাপ্রকার বৃক্ষ ও লতাসমূহে ব্যাপ্ত মহান শিখরবিশিষ্ট বিন্ধ্য পর্বতকে সৃষ্টি করিলেন, সেই সঙ্গে সেখান হইতে উৎপন্ন এক নদীও নির্মাণ করিলেন, যে নদী তটরূপী নিতম্বভাগে বিভূষিত ছিল। উহাতে বহু বড় আবর্ত (ঘূর্ণী) উঠিতেছিল। উহার জল শ্রোণির ন্যায় রম্য ছিল। এই নদী পয়োষ্ণী (নর্মদা) নামে বিখ্যাত হইল। জলে পূর্ণ

ক্ষীরসঙ্কাশসলিলাঃ পয়োধরামিতি শ্রুতিঃ
সুরম্যাঃ তোয়কলিলাঃ বিধিতাঃ দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ১৬
দিব্যাং তীর্থশতোপেতাং প্লাবয়ন্তীঃ শুভাঙ্গনাঃ
দিশং যাম্যাং প্রতিষ্ঠাপ্য প্রতীচীং দিশমাগমৎ ॥ ১৭
অকরোত্তত্র শৈলেন্দ্রং শতযোজনমুচ্ছ্রিতম্
শোভিতং শিখরৈশ্চিত্রৈঃ সুপ্রবৃদ্ধৈরিবাম্বুদৈঃ ॥ ১৮
কাঞ্চনীভিঃ শিলাভিশ্চ গুহাভিশ্চ বিভূষিতম্
সমাকুলং সূর্যশিখৈঃ শালৈস্তালৈশ্চ ভাস্বরৈঃ ॥ ১৯
শুশুভে ভাস্করশ্চাপি শ্রীমদ্ভিশ্চিত্রবেদিকৈঃ।
যষ্টিঃ সিতসহস্রাণি তত্রাসৌ সন্নিবেশয়ৎ ॥ ২০
মেরুপ্রতিমরূপাণি বপুষা প্রভয়া সহ
সহস্রজলধারাণ পর্বতাঃ মেরুসন্নিভম্ ॥ ২১
পুণ্যাতীর্থগুণোপেতঃ ভগবান্ সন্নিবেশয়ৎ।
যষ্টিযোজনবিস্তারঃ তাবদেব সমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ২২
আম্রজম্বোপমঃ তত্র বারাহঃ নাম নামতঃ।

নিবেশয়ামাস গিরিং নিবাঃ বৈদূর্যপর্বতম্ ॥ ২৩
রাজতাঃ কাঞ্চনাশ্চৈব যত্র নিবাঃ শিলোচ্চয়াঃ।
তত্রৈব চক্রসদৃশঃ চক্রেবন্তঃ মহাবলম্ ॥ ২৪
সংপ্রকৃষ্টং বিপুলং ভগবান সন্নিবেশয়ৎ
শঙ্খপ্রতিমরূপঞ্চ রাজতং পর্বতোত্তমম্ ॥ ২৫
সিতক্রমসমাকীর্ণং শঙ্খং নাম ন্যবেশয়ৎ
সুবর্ণং রত্নসম্ভূতং পারিভাত্তং মহাক্রমম্ ॥ ২৬
মহান্তঃ পর্বতস্যাগ্রে পুষ্পহাসং ন্যবেশয়ৎ
শুক্লাম্বরসমাঃ চৈব দৃতয়ঃ ইতি শ্রুতিঃ ॥ ২৭
বরাহঃ সরিতঃ পুণ্যাঃ প্রতীচ্যামকরোৎ প্রভুঃ।
প্রতীচ্যাং সংবিধিং কৃত্বা পর্বতান্ কাঞ্চনোজ্জ্বলান্ ॥ ২৮
গুণোত্তরানুত্তরস্যাং সন্নিবেশয়ৎ প্রভুঃ।
ততঃ সৌমাগিরিং সৌম্যমুল্লিখন্ প্রণতঃ ॥ ২৯
কৃষ্ণধাতুপ্রতিচ্ছন্নকং দ্বাত্রোপমম্
স তু দেশো বিসূর্যোঽপি তস্য ভাসা প্রকাশতে ॥ ৩০

এই দিবা ও হ্রদপূর্ণ নদী শত শত তীর্থসমূহে সুশোভিত ছিল এবং মঙ্গলকারী জলের দ্বারা দক্ষিণ দিককে পবিত্র এবং আপ্লাবিত করিতেছিল। ১৬-১৮।

এইরূপে দক্ষিণ দিককে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভগবান পশ্চিম দিকে চলিয়া আসিলেন। সেখানে তিনি শতযোজন উচ্চ শৈলরাজ অস্তাচলকে নির্মাণ করিলেন, যাহা বহু বর্ষিত (বহু) বিচিত্র ও মুবর্ণময় শিখরসমূহে সুশোভিত ছিল ॥ ১৭ ২৮

স্বর্ণ শিলা ও গুহাসকলের দ্বারা ইহা বিভূষিত ছিল। সূর্যা-লোক প্রকাশিত শাল ও তাল বৃক্ষসমূহ সেখানে সর্বদিকে বিস্তৃত ছিল ॥ ২৯

শোভাশালী বিচিত্র বেদিকাসমূহে যুক্ত সুবর্ণময় শিখর ইহার শ্রীবৃদ্ধি করিতেছিল। সেখানে ভগবান্ ষাট হাজার পর্বত স্থাপিত করিলেন, যাহারা নিজেদের সত্তার ও কান্তিতে মেরুপর্বতের সমানতা করিতেছিল ॥ ৩০।

তদনন্তর ভগবান্ জলের সহস্র ধার প্রবাহিতকারী এক মেরু-সদৃশ পর্বতকে স্থাপিত করিলেন, যাহা পুণ্যতীর্থের গুণসমূহে সম্পন্ন ছিল, যাঁহার বিস্তার ষাট যোজন ছিল, ইহার উচ্চতাও তত পরিমাণই ছিল ॥ ৩১-৩২

সেখানে তিনি নিজের রূপের সমান বারাহনামক দিব্য পর্বত স্থাপিত করিলেন, যাহা বৈদূর্যমণিতে সম্পন্ন ছিল ॥ ৩৩

সেই পর্বতের উপর স্বর্ণ ও রত্নের দিব্য শিলাসমূহ ছিল, সেস্থানে ভগবান্ চক্রসদৃশ মহা বল চক্রবান্ গিরিকে স্থাপিত করিলেন, যাহা সহস্র শিখরসমূহে সম্পন্ন ও বিশাল ছিল ॥ ৩৪।

ইহা ব্যতীত তিনি সেখানে এক বজ্রতুল্য শ্রেষ্ঠ পর্বতকে স্থাপিত করিলেন, যাহার রঙ শঙ্খের সমান উজ্জ্বল ছিল সেইজন্য ইহার নাম শঙ্খ রাখিলেন। ইহা শ্বেত বর্ণের বৃক্ষ-সমূহে ব্যাপ্ত ছিল ॥ ৩৫।

সেই মহান্ পর্বতের অগ্রভাগে তিনি রত্নসম্ভূত সুবর্ণ ও পুষ্পময় হাস্যসুশোভিত পরিষ্কার নামক বিশাল বৃক্ষকে স্থাপিত করিলেন ॥ ৩৬।

পশ্চিম দিকে ভগবান বারাহ অত্যন্ত জলে পরিপূর্ণ এক শুভ ও পুণ্যময়ী নদীরও সৃষ্টি করিলেন, যে নদী দ্রুতধারা নামে বিখ্যাত হইল ॥ ৩৭।

এইভাবে পশ্চিম দিকে পর্বতসমূহের বিস্তার করিয়া তিনি উত্তর দিকে সুবর্ণকূলা কান্তিমান বহু পর্বত স্থাপিত করিলেন, যাহারা গুণসমূহে উৎকৃষ্ট ছিল ॥ ৩৮।

তাহার পর তিনি সূর্যসদৃশ তেজস্বী ও সুবর্ণময় রাশ্মিসমূহে আবৃত সৌম্য গিরিকে সৃষ্টি করিলেন, যাহা আকাশের সমান উচ্চ ও সৌম্য ছিল ॥ ৩৯।

সেই যেন সূর্যের প্রকাশ না থাকিলেও এই পর্বতের প্রভায় প্রকাশিত হইতেছিল। এই পর্বতের শোভা তাম্রবর্ণকারী সূর্যের দ্বারা আরও অধিক উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল ॥ ৪০।

তস্য লক্ষ্মীকরঃ ভাতি তপসা হবিষা যথা।
পুষ্পলক্ষবিভেদস্তু তপতীব দিবাকরঃ ॥ ৪১
সহস্রশিখরঃ চৈব নানাতীর্থসমাকুলম্
চকার রত্নসঙ্কীর্ণং চূড়োদ্ভেদস্তু নাম পর্ব্বতম্ ॥ ৪২
মনোহরগুণোপেতঃ মন্দরঃ চারুলোমকম্।
উদ্যানপুষ্পসঙ্কল্প পর্ব্বতঃ গন্ধমাদনম্ ॥ ৪৩
চকার তত্র শৃঙ্গেষু সুবর্ণরসসম্ভবম্
জম্বুং জাম্বুনদময়ীমনন্তাদ্ভুতদর্শনাম্ ॥ ৪৪
গিরিং ত্রিশিখরং চৈব তথা শুক্লপর্ব্বতম্
শুক্লং পাণ্ডুরমেঘাভঃ কৈলাসঞ্চ মনোরমম্ ॥ ৪৫
হিমবন্তঞ্চ শৈলেন্দ্রং দিব্যধাতুবিভূষিতম্
নিবেশয়ামাস হরিবাসাদীং তত্রমাস্থিতঃ ॥ ৪৬

নদীঃ সর্ব্বগুণোপেতাস্তত্রস্থাঃ দিশি প্রভুঃ
মধুধারাং স কৃতবান্ দিব্যামুমিস্তাকুলাম্ ॥ ৪৭
সর্ব্বে চৈব ভিত্তিবরাঃ সপক্ষাঃ কামরূপিণঃ।
তদা কৃতা ভগবতা বিচিত্রাঃ পরমেষ্ঠিনা ॥ ৪৮
স কৃত্বা প্রবিভাগং তু পৃথিব্যা লোকভাবনঃ।
দেবাসুরাণামুৎপত্তৌ কৃতবান্ বুদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ৪৯
সর্ব্বাসু দিক্ষু ক্ষতজোপমাক্ষ-
স্তকার শৈলান্ বিবিধাভিধানান্।
বিভাগ লোকস্য স লোকনাথঃ
পুণ্যা নদীশ্চাপি সলিলোপপূর্ণাঃ ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বারাহে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

মেরুর মহাশিখরের সুবর্ণের সংশে শ্রীহীন চন্দ্রকে অভিভূত করিতে দেখা যায়, সেইরূপ এই পর্ব্বতের সমুদয় তাপদান-কারী সূর্য্যও শ্রীহীন হইয়া সুবর্ণময়ে লক্ষিত হন—এরূপ জানিও ॥ ৪১

ইহার পর তিনি সহস্র শিখরে সুশোভিত ও নানাপ্রকার তীর্থ-সমূহে ব্যাপ্ত রত্নপূর্ণ উদ্ভেদ পর্ব্বতকে পুনর্নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ৪২

তদনন্তর মনোহর গুণ সমূহে সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মন্দরাচলকে এবং উদ্যান পুষ্পসঙ্কুল সুন্দর গন্ধমাদন পর্ব্বতকে নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ৪৩

গন্ধমাদনের শিখরসমূহের উপরে সুবর্ণরস উৎপাদনকারী জম্বুবৃক্ষকে রচনা করিলেন, যাহা জাম্বুনদময় (সুবর্ণময়), অনন্ত ও অদ্ভুত দেখাইতেছিল ॥ ৪৪

ইহার পর তিনি শিখরবিশিষ্ট "ত্রিকূট" পর্ব্বত, "শুক্ল" পর্ব্বত এবং শ্বেতবর্ণ মেঘসদৃশ উচ্চতর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বিরিঞ্চের 'কৈলাস' পর্ব্বতকে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪৫

তদনন্তর বারাহরূপধারণকারী শ্রীহরি দিব্য ধাতুসমূহে বিভূষিত হিরিরাজ হিমবানকে স্থাপিত করিলেন ॥ ৪৬

ইহা বলিয়া সেই ভগবান্ উত্তর দিকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন দিব্য নদী মধুধারাকে সৃষ্টি করিলেন, যাহা সত্য সত্য ভবিষ্যতের দ্বারা দেখিত ॥ ৪৭

সেই সময় পরমেষ্ঠী ভগবান্ শ্রীহরি সমস্ত পর্ব্বতকে পক্ষযুক্ত, ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিবার সামর্থ্যসম্পন্ন ও বিচিত্র করিয়া নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ৪৮

এইরূপে লোকভাবন ভগবান্ পৃথিবীকে বিভাগ করিয়া দেবতা ও অসুরগণের উৎপত্তির জন্য নিজের অক্ষয় বুদ্ধি প্রয়োগ করিলেন ॥ ৪৯

রক্তসদৃশ রক্তবর্ণনয়ন লোকনাথ ভগবান্ নারায়ণ সমস্ত জগতের হিতের জন্য সকল দিকে নানাবিধ নামধারী পর্ব্বত-সমূহ ও জলে পরিপূর্ণ পবিত্র নদীসমূহকে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৫০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বরাহাবতারবিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[জগতঃ সৃষ্টিবর্ণনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ

জগৎ স্রষ্টুমনা দেবশ্চিন্তয়ামাস পূর্ব্বজঃ ।
তস্য চিন্তয়তো বক্ত্রান্নিঃসৃতঃ পুরুষঃ কিল ॥ ১
ততঃ স পুরুষো দেবং কিমহং করোমীত্যুপস্থিতঃ
প্রত্যুবাচ স্মিতং কৃত্বা দেবদেবো জগৎপতিঃ ॥ ২
বিভজাত্মানমিত্যুক্ত্বা গতোঽন্তর্ধানমীশ্বরঃ ।
অন্তর্হিতস্য দেবস্য সসর্জাথ ভারত ॥ ৩
প্রশান্তস্যেব দীপস্য গতিস্তস্য ন বিদ্যতে ।
ততস্তেনেরিতা বাণীঃ সোঽর্থচিন্তাপরঃ প্রভুঃ ॥ ৪
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ য এষ ছন্দসি শ্রুতঃ ।
এষ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং তপসাভবদগ্রধীঃ ॥ ৫
তদা প্রভৃতি তস্যাগ্র্যা সর্জ্জাগ্র্যা বিনির্গতাঃ

প্রজাপতিরুবাচ

বিভজাত্মানমিত্যুক্তস্তেনাসি ক্ষুব্ধমানসা ॥ ৬
ক্ষুব্ধমাত্মা বিভক্তঃ স্যাৎ সংশয়ো ন্নত্র মে মহান্ ।
ইতি চিন্তয়তস্তস্য ঔর্ব্বিভোর্বোধিতঃ খরঃ ॥ ৭
স ভূমাবন্তরিক্ষে চ নাকে চ কৃতবাংস্ততঃ ।
তং চৈবাভাসয়ত্তস্য মনসাদরম্ভঃ পুমঃ ॥ ৮
স্তুবন্ত্যাদ্যে দেবস্য বসবঃকাব্য মন্বিতাঃ
তৃতীয়ান্তরিক্ষকল্পাশ্চ তুষিতাস্তুষরাত্মিকাঃ
মহাস্মৃতিময়াঃ পুণ্যা মহাবাহ্যস্তরে চ ভবন্ ॥ ৯
ছন্দসাং প্রবরা দেবী ত্রিষ্টুপ্ তিস্মিন্ জগদ্ভবৎ
তৎপরঃ সংস্তবন্ দিব্যাং বিশ্বেদেবকরোৎ প্রভুঃ ॥ ১০
স্বকামাদ্যর্দ্দয়ন্ত্যস্তু পুরো ভগবান্ প্রভুঃ
চকার নিখিলান্ বেদান্ বহ্বৃক্‌সূক্তকর্ম্মণা ॥ ১১

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

জগতের সৃষ্টি বর্ণন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর সকলের পূর্ব্বজ ভগবান্ নারায়ণ জগৎকে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় মনে মনে কিছু চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সময় চিন্তাপরায়ণ তাঁহার মুখ হইতে এক পুরুষ নির্গত হইলেন।

সেই পুরুষ ভগবানের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো! আমি আপনার কি সেবা করিব? তখন দেবাধিদেব জগদীশ্বর ঈষৎ হাস্য করিয়া এইরূপ উত্তর দান করিলেন। ১-২

'তুমি নিজের স্বরূপকে বিভাগ কর' এই কথা বলিয়া সেই ভগবান্ সেস্থানে অন্তর্হিত হইলেন। ভারত! যেরূপ দীপ নির্ব্বাপিত হইলে সেই স্থানে প্রজ্বলিত অগ্নির গতি বুঝা যায় না, সেইরূপ সসরীরে অন্তর্হিত সেই ভগবানের গতি ছিল না অর্থাৎ তাঁহার গতিও বুঝা যাইল না। ৩।

ভগবন্তর ভগবানের মুখ হইতে আবির্ভূত প্রভাবশালী পুরুষ ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ, তাঁহার নাম বেদমন্ত্রসমূহে শুনা যায়, শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত পূর্ব্বোক্ত বাণী বারম্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৪।

সমস্ত ভুবনের অধিপতি এই প্রজাপতি সর্ব্বপ্রথম উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব সেই সময় হইতে যজ্ঞের প্রথম ভাগ তাঁহাকেই প্রদান করিবার বিধান হইল। ৫

প্রজাপতি মনে মনে চিন্তিলেন, সেই পরমাত্মা আমাকে বলিয়াছেন যে, তুমি নিজের স্বরূপকে বিভাগ কর; কিন্তু আমাকে নিজের স্বরূপের বিভাগ কিরূপে করিতে হইবে, এবিষয়ে আমার অভিলষিত সন্দেহ হইতেছে। ৬।

এরূপ চিন্তাপরায়ণ তাঁহার মুখ হইতে 'ঔ' এই স্বর উচ্চারিত হইল। তিনি সেই শব্দকে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ—এই তিন লোকে উচ্চারণ করিলেন।

উহার পর 'ঔ'কার জগৎকারী সেই দেবাধিদেব প্রজাপতির হৃদয় হইতে পুনরায় তাঁহার মনের সহিত 'বষট্‌কার' উত্থিত হইলেন। ৮।

উহার পর ভূমি, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গের সারভূত 'ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ' —এই তিন পবিত্র মহাব্যাহৃতি প্রকটিত হইলেন, তাঁহারা মহাস্মৃতিময়ী ছিলেন। ৯

তদনন্তর বেদসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠদেবী গায়ত্রী প্রাদুর্ভূতা হইলেন, ইনি চরিশ অক্ষরযুক্তা ছিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই গায়ত্রীকে স্মরণ করিয়া দিব্য সাবিত্রী মন্ত্রকে প্রকটিত করিলেন। ১০

তাহার পর প্রভাবশালী ভগবান্ প্রজাপতি ঋক্‌যুক্ত কর্ম্মের দ্বারা ঋক্, সাম, অথর্ব ও যজুঃ—এই চার বেদকে পূর্ব্বক্রমে প্রাদুর্ভূত করিলেন। ১১

তত্তস্তস্যৈব মনসঃ সনঃ সনক এব চ।
সনাতনশ্চ ভগবান্ বরদশ্চ সনন্দনঃ॥ ১১
সনৎকুমারশ্চ বিভুস্তত্র জজ্ঞে সনাতনঃ।
মানসাস্তস্য পুর্ত্রাস্তা ইত্যেতে ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ১২
ব্রহ্মণা কপিলঃ চৈব ষড়েতাংস্তস্য যোগিনঃ।
বভূবুঃ যোগতন্ত্রেষু যান্ স্তবন্তি দ্বিজাতয়ঃ॥ ১৩
তত্তো মরীচিরত্রিশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুরঙ্গিরসঃ চৈব মনুঃ চৈব প্রজাপতিঃ॥ ১৪
পিতৃংশ্চ সর্ব্বভূতানাং দেবতাসুরবন্দিতাঃ
বর্হিষদস্তজ্জনয়ৎ যাংস্তে সোমপাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ১৫
এতে বৃদ্ধশ্রবাস্তস্য যাংস্তৈস্যাভবন্ প্রজাঃ
কন্যে নিবোধমুক্তে তু স্তবে পঞ্চন্তি নিত্যদা॥ ১৭
তুষ্টো বর্হিষদস্তাসু উৎপাদ্য দ্বিতয়ে দ্বিজাঃ
এতাবামেব দেবানাং প্রজাকর্ত্তৃণু যৈ তথা॥ ১৮
কিং তু কর্ম্মবিভেদেন দেবতানাং যুগে যুগে
নামরূপবিভেদশ্চ তথৈব সুরপর্য্যয়ে॥ ১৯

অমূর্ত্তাঙ্গিরসশ্চক্ষুঃ উৎপন্নো ভগবানৃষিঃ।
তস্যৈব তু পুনর্ব্বার্য্যা বামাঙ্গুষ্ঠাদজায়ত॥ ২০
তস্য তত্রাভবন্ কন্যা বিখ্যাতা লোকমাতরঃ।
যাভির্য্যাত্তারয়ো লোকাঃ প্রজাভির্যশসা তপি॥ ২১
অগ্নিষ্কিত নিতিঃ কালমনাদ্রুঃ সিংহিকা মুনিঃ।
প্রাধা ক্রোধাক্ষ সুরভিঃ বিনতাঃ সুরসা তথা॥ ২২
দনুঃ কন্যক্ষ দুহিতুঃ প্রথমো কন্যকার ভু।
প্রজাঃ সঙ্কিন্তা নবমা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাঞ্চ॥ ২৩
অরুন্ধত্যঃ বসুঃ যামীঃ লম্বাঃ ভানুঃ মরুত্বতীঃ।
সঙ্কল্পাক্ষ মুহূর্ত্তক সাধ্যাঃ বিশ্বক ভারত॥ ২৪
মনবে ব্রহ্মপুত্রায় কন্যা দত্ত্বা দদৌ দশ
ততঃ সর্ব্বানবদ্যাঙ্গ্যঃ কন্যাঃ কমললোচনাঃ॥ ২৫
পূর্ণচন্দ্রাননা দিব্যা গন্ধবত্যো মনোরমাঃ।
কীর্ত্তিঃ লক্ষ্মীঃ ধৃতিঃ পুষ্টিঃ বুদ্ধিঃ মেধা ক্ষমা তথা॥ ২৬
মতি লজ্জাঃ বসুঃ চৈব পত্নীঃ ধর্ম্মস্য বৈ দদৌ
আত্মেবস্তু ততো ভূতস্তস্য লোকসুতাঃ শুভাঃ॥ ২৭

ভগবানের ঔরসজাত মন হইতে সন, সনক, সনাতন, বরদাতা ভগবান্ সনন্দন, ঐশ্বর্য্যশালী সনৎকুমার ও (দ্বিতীয়) সনাতন প্রভৃতি হইলেন। এই ছয় মহর্ষি সর্ব্বপ্রথম উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মার মানস পুত্র ছিলেন। ১১-১২

যোগী ও মুক্তি ব্রাহ্মণগণ যে ষড়ঙ্গযুক্ত ব্রহ্ম, কপিল এবং এই ছয় মহর্ষি সন-সনকাদির স্তুতি করেন। ১৩

তাহার পর কল্যাণকার ভগবান ব্রহ্মা মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, অঙ্গিরা ও প্রজাপতি মনু এই আট মানস পুত্র সৃষ্টি করিলেন। ইঁহারাই সম্পূর্ণ ভৃগু, দেবতা, অসুর ও রাক্ষসগণের পিতা ছিলেন। ১৪-১৬

সত্রযুগ যাবতীত হইলে পর ইঁহারা এবং ইঁহাদের যে সব প্রজা (সন্তান) হইয়াছিলেন, তাঁহারাও সকলে কল্প পূর্ণরূপে সমাপ্ত হইলে পর নির্বৃত্তি (পরমানন্দময় মোক্ষ) প্রাপ্ত হন। ১৭

পুনরায় সত্রযুগ বর্ষের পর ইঁহাদের দেব-সনাতনগণের সৃষ্টির তত্ত্ব উৎপত্তি হয়। ১৮

কিন্তু প্রত্যেক কল্পে যুগের পরিবর্ত্তন হইলে পর কর্ম্ম-বিভেদে এই দেবতাগণের নাম ও তত্ত্বে কিছু পার্থক্য জানিয়া যায়। ১৯

ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের পত্নী প্রসূতির গর্ভে অঙ্গিরা ঋষি উৎপন্ন হন এবং তাঁহার বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে পুনরায় দক্ষের পত্নী উৎপন্ন করেন। ২০

দক্ষের সেই ধর্ম্মপত্নীর গর্ভ হইতে বিখ্যাত বহু কন্যা উৎপন্ন হইলেন। ইঁহারা লোকমাতৃকার তুল্য ছিলেন। ইঁহাদেরই প্রজাগণের সন্তান সন্ততিগণের দ্বারা তিন লোক ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ২১

দক্ষ নিজের কন্যা অগ্নিষ্কিত, নিতি, ক্রোধা, মনায়ু, সিংহিকা, মুনি, প্রাধা, ক্রোধা, সুরভি, বিনতা, সুরসা, দনু ও কদ্রু—এই দশ কন্যার বিবাহ মহর্ষি কশ্যপের সহিত দিয়াছিলেন। ২২।

ভারত! কালের গতি-বিধিতে অগ্নিষ্কিত নিজের ও অন্যান্যা এবং মনের দ্বারা প্রজাবর্গের তিন কন্যা অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা—এই দশ কন্যা ব্রহ্মপুত্র মনুকে প্রদান করিলেন। ২৩-২৪।

তদনন্তর ইঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ নির্দ্দোষ, নেত্র কমলদল-সদৃশ প্রফুল্ল এবং মুখ পূর্ণচন্দ্রতুল্য আহ্লাদজনক, সেই দিব্যা, মনোরমা ও উত্তম গন্ধযুক্ত কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, বুদ্ধি, মেধা, ক্ষমা, মতি, লজ্জা ও বসু—এই দশ কন্যাকে ধর্ম্ম বরণে গ্রহণ করিলেন। ২৫-২৬।

মহর্ষি অত্রির এক পুত্র তত্ত্ব প্রাপ্ত করেন, তাঁহার স্বরূপ

পুত্রো প্রহ্লাদমধিপ: সত্রস্যাংশুসমিদ্ভবা
তস্মৈ নক্তমযোগিন্যঃ সপ্তবিংশতিকন্যকা: ॥ ১৮
রোহিণীপ্রমুখাঃ কন্যা দক্ষ: প্রাচেতসো দদৌ
এতাসাং পুত্রপৌত্রৈস্তু প্রোচ্যমানান্ মযা শৃণু ॥ ১৯
কশ্যপস্তু মরীচৈস্তু ধর্ম্মস্তু শশিনস্তথা
অর্য্যমা বরুণো মিত্র: পূষা ধাতা পুরন্দর: ॥ ৩০
ত্বষ্টা ভগোঽংশুমাংশ্চৈব সবিতা পর্জ্জন্যস্তেতি বিশ্রুতা:
অদিত্যাং তু সমুদ্ভূতা দেবা: কশ্যপসম্ভবনা: ॥ ৩১
দিত্যাং পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে কশ্যপাদিতি নঃ শ্রুতম্।
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব হিরণ্যাক্ষশ্চ বীর্য্যবান্।
ঘাবপ্যাদিত্যবিক্রান্তৌ তপসা কশ্যপোপমৌ ॥ ৩১
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রা: পঞ্চৈব শুমহাবলা:
প্রহ্লাদশ্চৈব সংহ্লাদস্তথাহ্লাদ এব চ ॥ ৩৩
অনুহ্লাদস্তথৈবান্যো ভক্তস্তেষাং পর: ॥ ৩৪

প্রহ্লাদস্য ত্রয়: পুত্রা বিক্রান্তা: শুমহাবলা:।
বিরোচনশ্চ জজ্ঞেঽথ সুধন্বাস্তেতি বিশ্রুতা: ॥ ৩৫
বলিবিরোচনসুতো বাণ একো বলে: সুত:
বাণস্য চেন্দ্রদমনঃ পুত্র: পরপুরঞ্জয়: ॥ ৩৬
দনোঃ পুত্রাস্তু বহবো বংশে খ্যাতা মহাসুরাঃ।
বিপ্রচিত্তি: প্রধানস্তেষাং তাঞ্ছৃণুষ্ব ব্রুবতো ম ॥ ৩৭
গণঃ প্রজজ্ঞে ক্রোধায়াঃ পুত্রপৌত্রমনন্তকম্।।
রৌদ্রাঃ ক্রোধবশা নাম ক্রূরকর্ম্মাণ এব চ ॥ ৩৮
সিংহিকা সুষুবে রাহুং গ্রহংচন্দ্রার্কমর্দ্দনম্
প্রস্তারা চৈব চন্দ্রস্য সূর্য্যস্য চ বিনাশনম্ ॥ ৩৯
কালাত্তা: কালকল্পস্য গণ: পরমদারুণ:
অভযন্ধীপুসূর্য্যাক্ষো নীলমেঘদনপ্রভ: ॥ ৪০
সপ্তশ্রেষ্ঠীর্য্য যেষাঞ্চ বাষুকিস্তক্ষকস্তথা
বহবো: কক্ষপুত্রাণামেতে প্রাধান্যমাগতা: ॥ ৪১

জলময় ছিল এবং তাঁহার নাম চন্দ্র। এই চন্দ্র গ্রহমণ্ডলের পতি, সমস্ত ক্ষিতিমে সুধোতিত এবং অতীব ধনাধিকারী ছিলেন ॥ ২৭॥

প্রাচেতস দক্ষ তাঁহাকে রোহিণী প্রভৃতি উত্তম সাতাশ কন্যা প্রদান করেন, ইঁহারা সকলেই নক্ষত্রযোগ নামে অভিহিত হন ॥ ২৮॥

কশ্যপ, মনু, ধর্ম্ম ও চন্দ্রের দ্বারা ইঁহাদের গর্ভ হইতে উৎপন্ন পুত্র-পৌত্রগণের নাম আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ২৯॥

অর্য্যমা, বরুণ, মিত্র, পূষা, ধাতা, ইন্দ্র, ত্বষ্টা, ভগ, অংশু, সবিতা ও পর্জ্জন্য—এই এগার জন লোকভাবন দেবতা কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে উৎপন্ন হন। (ইঁহারাই ভাবন আদিত্য নামে অভিহিত হন।) ॥ ৩০-৩১

আমরা শুনিয়াছি যে, কশ্যপ কর্ত্তৃক দিতির গর্ভে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের নাম—হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ। ইঁহারা উভয়েই অমিত পরাক্রমশালী ও তপস্যায় কশ্যপেরই তুল্য ছিলেন ॥ ৩২

হিরণ্য কশিপুর পাঁচ মহাবল পুত্র হয়। তাহাদের নাম—প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, পরাক্রমী হ্লাদ ও পঞ্চমে অনুহ্লাদ। ইঁহাদের মধ্যে প্রহ্লাদ বড় ছিলেন এবং অনুহ্লাদ ছোট ছিলেন ॥ ৩৩-৩৪

প্রহ্লাদের বিরোচন, ভক্ত ও সুধন্বা—এই তিন পরাক্রমশালী, অতিশয় বলবান ও সুবিখ্যাত পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ৩৫

বিরোচনের পুত্র বলি এবং বলির একমাত্র পুত্র বাণাসুর ছিলেন। বাণেরও একটী পুত্র হয়, ইঁহার নাম ছিল ইন্দ্রদমন। এই ইন্দ্রদমন পরাক্রমশালিগণের বীর ছিলেন ॥ ৩৬

দনুর বহু পুত্র হইয়াছিল, ইঁহারা নিজ বংশের বিখ্যাত মহাসুর ছিলেন। তাঁহাদের সকলের মধ্যে বিপ্রচিত্তি প্রথমে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনিই রাজা হন ॥ ৩৭

ক্রোধা হইতে এক গণ (সমূহের) উৎপন্ন হয়, ইঁহার পুত্র-পৌত্রের সংখ্যা অনন্ত। এই গণ ক্রোধবশ নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই ক্রোধবশনামক দলের অনুচরগণ ক্রূরকর্ম্মকারী ছিল ॥ ৩৮

সিংহিকা চন্দ্র ও সূর্য্যমর্দ্দনকারী রাহুগ্রহকে জন্মদান করেন। এই গ্রহ গ্রহণের দ্বারা চন্দ্রকে গ্রাস করে এবং সূর্য্যকেও অস্থির করিয়া থাকে ॥ ৩৯

প্রভা হইতে কালদনুর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর গণ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে 'কালেয়' বলা হয়। ইহাদের নাম সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী ও অঞ্জনকান্তি নীলমেঘতুল্য কালবর্ণ ॥ ৪০

কক্ষর বহু পুত্র হয়, তাহাদের মধ্যে সপ্তজনপ্রমুখ শ্রেষ্ঠ নাগ, বাসুকি ও তক্ষক—ইঁহারা প্রধান বলিয়া কথিত হন ॥ ৪১

ধর্ম্মাত্মানো দেবর্ষিবংশ সনা প্রাদিরিতে সুতাঃ
লোকত্রয়হরাশ্চৈব বরদাঃ কামরূপিণঃ ॥ ৪১
ভাস্কর্য্যাত্রিনৈমিত্ত গরুড়স্ত মহাবলঃ।
অরুণিশ্চারুণিশ্চৈব বিনতায়াঃ সুতাঃ স্মৃতাঃ ॥৪৩
ইত্যাপত্যসরঃ পুণ্যা বিবিধাঃ পুণ্যলক্ষণাঃ।
মনুর্বৈবস্বতশ্চৈ মহাভাগা প্রাধা দেববিপূজিতা ॥ ৪৪
অনবদ্যা মনুঃ বংশেমনুনামরুণপ্রিয়ম্
অনুমাং সুতদার ভাসীঃ স্ত্রিয়ঃ প্রাধা বাজারত ॥ ৪৫
অলম্বুষা নিম্রকেশী পুণ্ডরীকা তিলোত্তমা
সুরূপা লক্ষণা ক্ষেমা সুধা রম্ভা মনোরমা ॥ ৪৬
অসিতা চ সুব দক্ষ সুরভী সুমুখী তথা।
সুপ্রিয়া চ সুসহা চ সুবসা চ প্রমাথিনী ॥ ৪৭
কাম্যা শান্তবতী চৈব নৈসর্গেণাপরম: স্মৃতাঃ
বিশ্বাবসুর্ভরদ্বাজ গন্ধর্বাশ্চৈব বিজ্ঞতাঃ ॥ ৪৮
মেনকা সহজন্যা চ পর্ণিকা পুঞ্জিকস্থলা
কৃতস্থলা কৃতচী চ বিশ্বাচী চোর্ব্বশী তথা ॥ ৪৯
অনুস্লোচোত্তোশিথ্যাতা প্রম্লোচেতি চ তা দশ।
মনোরতী চাপি তথা বৈশিক্যোঽপরসস্তথা ॥ ৫০
প্রজাপতেস্তু সম্ভূতাঃ সম্ভূতা ভুবনপ্রিয়াঃ।
অমৃতং ব্রাহ্মণা গাবো রুদ্রাস্তেন্তি চতুষ্টয়ম্ ॥ ৫১
সুবভাপত্যবিভেদেত পুরাণে নিশ্চয়ো মহান্।
এতদ্ বৈ কল্পপাপত্যা মনোর্বংশা নিবোধ মে ॥ ৫২
সঙ্ক্ষেপেণৈব তং সর্বং কীর্ত্তয়িষ্যামি তেঽনঘ।
বিশ্বেদেবাস্তু বিশ্বায়াঃ সাধ্যা সাধ্যান্ বাজারত ॥ ৫৩
মরুত্বত্যাং মরুত্বান্তু বসোস্তু বসবঃ স্মৃতাঃ।
ভানোস্তু ভানবস্তাত মুহূর্ত্তাস্তু মুহূর্ত্তজাঃ ॥ ৫৪
লম্বা ঘোষাং বিজজ্ঞেঽথ নাগবীথী চ জামিজা
পৃথিব্যাং বিষমং সর্ব্বং মরুত্বত্যামজায়ত ॥৫৫
সঙ্কল্প যাস্তু কৌরব্য যজ্ঞ সঙ্কল্প এব চ।
ধর্ম্মস্তু পুত্রো লম্বায়াস্তু কাম্যো জগৎপ্রভুঃ ॥ ৫৬
বশো হর্ষস্তু কামস্তু সত্যাঃ পুত্রাস্তু সুব্রতাঃ।
দোনস্তু পুত্রো রোচিষ্যাং তস্তু বর্জ্যা মহাপ্রভঃ ॥ ৫৭

ইহারা ধর্ম্মাত্মা, দেবর্ষি ও প্রাণিগণের হিতে নিরত ছিলেন। ইহারা লোকত্রয়হারণকারী, বরদাতা ও ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে সমর্থ ছিলেন। ৪২

ভাস্কর্য্য, অরিষ্টনেমি, মহাবল গরুড়, অরুণ ও আরুণি—ইহারা বিনতার পুত্র বলিয়া অভিহিত হন। ৪৩

দেবর্ষিগণের দ্বারা সন্তানিত মহাভাগা প্রাধা পবিত্র, নানা প্রকার রূপ-বর্ণবিশিষ্টা ও পুণ্যময় লক্ষণসমূহে যুক্তা নিম্নলিখিত আট অপ্সরাকে জন্মদান করেন। ৪৪

অনবদ্যা, মনু, বশো, অনুনা, অরুণপ্রিয়া, অনুমা, সুভদ্রা ও ভাসী—এই আট কন্যাকে অপ্সরাকে। প্রাধা উৎপন্ন করেন। ৪৫

অলম্বুষা, নিম্রকেশী, পুণ্ডরীকা, তিলোত্তমা, সুরূপা, লক্ষণা, ক্ষেমা, রম্ভা, মনোরমা, অসিতা, সুব্রতা, সুরতা, সুমুখী, সুপ্রিয়া, সুষহা, সুরসা, প্রমাথিনী, কাম্যা ও শান্তবতী—এই অপ্সরাগণ মুনির কন্যা বলিয়া কথিত হন। বিশ্বা, বসু, ভরদ্বাজ গন্ধর্বাগণ এবং মুনিরাও অন্যান্যগণও মুনিরই সন্তান ছিলেন। ৪৬-৪৯

মেনকা, সহজন্যা, পর্ণিকা, পুঞ্জিকস্থলা, কৃতচী, বিশ্বাচী, উর্ব্বশী, অনুস্লোচা ও প্রম্লোচা—এই দশ অপ্সরা মনোরতী এবং অন্য বৈশ্বানিক অপ্সরাগণ দক্ষপ্রজাপতির সন্তান হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন; ইহারা সকলেই ভুবনে সকল প্রাণীরই প্রিয় ছিলেন। ৪৯-৫০।

অমৃত, ব্রাহ্মণ, গো ও রুদ্রগণ—এই চার সুরভির সন্তান। এই সন্তানগণ পুরাণে মহান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এই পর্য্যন্ত কল্পের সন্তানগণের বর্ণনা করা হইল। এখন আমার নিকট হইতে মনুর বংশের বর্ণনা শ্রবণ কর। ৫১-৫২

নিষ্পাপ নরেন! আমি সংক্ষেপে সেই সব বর্ণনা করিব। বিশ্বেদেবগণ বিশ্বার সন্তান এবং সাধ্যদেবী 'সাধ্যা' নামক দেবগণকে জন্মদান করেন। ৫৩

মরুত্বতীর গর্ভে মরুত্বানগণ উৎপন্ন হন ও বসুর পুত্রগণ 'বসু' নামে অভিহিত হন। ভানু! ভানুর পুত্রগণ 'ভানু' এবং মুহূর্ত্তার পুত্রগণ 'মুহূর্ত্ত' বলিয়া কথিত হন। ৫৪

লম্বা ঘোষকে জন্মদান করেন, তাহা হইতে নাগবীথী উৎপন্ন হন এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু বিষম আছে, তৎ সমস্তই মরুত্বতী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ৫৫

মুক্তনন্দন! সঙ্কল্পার গর্ভ হইতে সঙ্কল্পনামক পুত্রই জন্ম গ্রহণ করে। ধর্ম্ম ও তাঁহার পত্নী লম্বা হইতে কাম নামক পুত্রের জন্ম হয়, যিনি সম্পূর্ণ জগতের মধ্যে নিজের প্রভুত্ব স্থাপিত করিয়াছেন। ৫৬

কাম ও তাঁহার পত্নী রতি হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়,

উদয়ন্নেব ভগবান্ বর্চস্বী যেন জায়তে
পুত্রশ্চাপ্তো ভগবাংস্তেন যুক্তাতে। ৫৮
এবং পুত্রসহস্রাণি ত্রীণ্যাত্মৈব পরস্পরম্
প্রভাবন্তু ভগবান্ মূলং যত্র লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। ৫৯
প্রজাপতিস্তু ভগবান্ গুণতঃ প্রেক্ষ্য দেহিনঃ।
আধিপত্যেষু যুক্তেষু নিয়োক্তব্যতি যোগবিৎ। ৬০

দিশো দশ ভিত্তিমুখাংস্তথাঽন্যান্
ক্রমেণ যথাকরগসংবিপুলানুবাচ।
প্রজাপতির্ভুবনস্রষ্টা নরো ভূয়
ক্রিয়াং যথানয় কৃতবান্ গিরীন্দ্র সঃ ৯৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
বারাহে ভগবৎসর্গে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩৬

তাহাদের নাম—যম ও যমী। সোমের পত্নী রোহিণীর গর্ভে অভিমন্যু কান্তিমান্ 'বর্চা' নামক পুত্রের জন্ম হয়। ৫৭

এই বর্চা উদিত হইলেই ভগবান্ সোম বর্চস্বী। তেজঃপুঞ্জে পরিপূর্ণ) হইয়া যান। এই বর্চা যা বুধ হইতে ঐরবীপালী পুত্রলাভ করে হয়, যাঁহার সহিত উর্বশী প্রেমসম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছিলেন। ৫৮

এইরূপে স্ত্রী ও পুরুষগণের পরস্পর সংযোগে সহস্র পুত্র এবং কন্যা উৎপন্ন হইয়াছে। এই পঞ্চাশই হইল জগতের মূল, যেখানে সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৫৯

যোগবিৎ ভগবান্ প্রজাপতি ভগবান্ দৃষ্টির দ্বারা সমস্ত দেহধারিগণের উপর দৃষ্টিপাত করত তাঁহাদের সকলকে যথাযোগ্য প্রভুত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ৬০

এই প্রজাপতি ভগবান্, পৃথিবী, ঋষি, সমুদ্র, পর্বতসমূহ, বৃক্ষ, ওষধি, সর্প, নদী, দেবতা, অসুর, লোকরক্ষী মরীচি প্রভৃতি, আকাশ, ভূলোক, ক্রিয়া, যজ্ঞ ও পঞ্চতন্মাত্রা—এই সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন। ৬১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে বারাহাবতার-প্রসঙ্গে জগতের সৃষ্টিবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মণা বিভিন্ন-বর্ণানামধিপতীনাং নিযুক্তিঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ত্রয়াণামপি লোকানামাদিত্যানাঞ্চ ভারত।
চক্রে শক্রং রাজানমদিতাসমেতেজসম্। ১
স বজ্রী কবচী বিষ্ণুস্তিতামহিজজিবান্
শ্বেতঃ সধারো ছাত্রিমান্ যথা সোঽহর্ব্যাপ্তিঃ স্মৃতঃ। ২
জাতমাত্রোঽথ ভগবান্ স কৃশৈস্ত্রাস্তৈর্ধৃতঃ
তদা প্রভৃতি দেবেশঃ কৌশিকস্তূপাগতঃ। ৩

অভিষিচ্যাদিত্যাত্তু সহস্রাক্ষং পুরন্দরম্।
ব্রহ্মা ক্রমেণ রাজ্ঞানি বাংশ্চেতুপক্রমে। ৪
যজ্ঞানাং তপসাং চৈব গ্রহনক্ষত্রযোস্তথা।
দ্বিজানামৌষধীনাঞ্চ সোমং রাজানমব্রবীৎ। ৫
দক্ষং প্রজাপতীনান্তু বরুণং পতিমপ্সসাম্
পিতৃণাং সর্বনিধনং কালং বৈবাস্বতং প্রভুম্। ৬

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[ব্রহ্মা কর্তৃক বিভিন্ন বর্ণের অধিপতিগণের নিযুক্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতবংশের জনমেজয়। ব্রহ্মা সূর্যতুল্য তেজস্বী ইন্দ্রকে তিন লোকের এবং আদিত্যগণের রাজা করিলেন। ১

এই বিজয়শীল ইন্দ্র অদিতি দেবীর গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি হস্তে বজ্র এবং অঙ্গে কবচ ধারণ করিয়া থাকেন। ইনি স্মৃতির সহায়ক, কান্তিমান্ ও অন্ধকারগণ (অন্ধকারবাচারিগণ) কর্তৃক স্তুত। ২

এই ভগবান্ ইন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করিলেন, সেই সময়ে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে কুশসমূহের দ্বারা ধারণ করিয়াছিলেন সেই সময় হইতেই দেবেশ ইন্দ্র 'কৌশিক' বলিয়া অভিহিত হইতে লাগিলেন। ৩

সহস্রলোচন ইন্দ্রকে ত্রিলোকের সম্রাট পদে অভিষিক্ত করিয়া ব্রহ্মা ক্রমশঃ বিভিন্ন বর্ণের রাজাসমূহকে বিভাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪

তিনি যজ্ঞ, তপ, গ্রহ, নক্ষত্র, দ্বিজ ও ওষধিসকলের রাজা সোমকে অভিষিক্ত করিলেন। ৫

দক্ষকে প্রজাপতিগণের, বরুণকে জলের এবং সকলকে বিনাশকারী অতিভুলা তেজস্বী কালকে (যমরাজকে) পিতৃগণের অধিপতি করিলেন। ৬

গন্ধানাং চৈব সর্ব্বেষাং ভূতানাঞ্চ শরীরিণাম্ ।
শব্দাকাশবলানাঞ্চ বায়ুরীশত্বমা কৃতঃ ॥ ৭
সর্ব্বভূতপিশাচানাং মৃত্যূনাঞ্চ সবাং তথা ।
উৎপাতজ্বরোগাণাং ব্যাধীনামীশ্বরো তথা ॥ ৮
ব্রতানাং চৈব সর্ব্বেষাং মহাদেবঃ কৃতঃ প্রভুঃ ॥ ৮
যজ্ঞানাং রাক্ষসানাঞ্চ শুষ্কানাং ধনস্য চ ।
রত্নানাং চৈব সর্ব্বেষাং কৃতো বৈশ্রবণঃ প্রভুঃ ॥ ৯
সর্ব্বেষাং দণ্ডিণাং শেষো নাগানামথ বাসুকিঃ
সরীসৃপাণাং সর্ব্বেষাং প্রভুর্বৈ তক্ষকঃ কৃতঃ ॥ ১০
সাগরাণাং নদীনাঞ্চ দেবানাং বরুণস্তথা ৭
আদিত্যানামবরজঃ পর্জ্জন্যোঽধিপতিঃ কৃতঃ ॥ ১১
গন্ধর্ব্বাণামধিপতিস্তথা চিত্ররথঃ কৃতঃ
সর্ব্বাপ্সরোগণানাঞ্চ কামদেবঃ প্রভুঃ কৃতঃ ॥ ১১
চক্ষুষ্মতাঞ্চ সর্ব্বেষাং বাহনানাঞ্চ সর্ব্বশঃ ।
মহেশ্বরসখঃ শ্রীমান্ গোবৃষেণোঽধিপতিঃ কৃতঃ ॥ ১৩
দৈত্যানাঞ্চ মহাভোগো হিরণ্যাক্ষঃ প্রভুঃ কৃতঃ ।
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব যৌবরাজ্যেঽভিষেচিতঃ ॥ ১৪
গণানাং কালকেয়ানাং মহাকালঃ প্রভুঃ কৃতঃ ।
দনায়ুষাঃ পুত্রাণাং বৃত্রো রাজা তথা কৃতঃ ॥ ১৫
সিংহিকাতনয়ো যস্তু রাহুর্নাম মহাসুরঃ ।
উৎপাতানামনেকানামগুতানাং প্রভুঃ কৃতঃ ॥ ১৬
ঋতূনামথ সর্ব্বেষাং যুগানাং চৈব ভারত ।
পক্ষাণাঞ্চৈব মাসানাং ত্বষ্টৈব তিথিপর্ব্বণাম্ ॥ ১৭
কলাকাষ্ঠামুহূর্ত্তানাং সংবৎসরো রাজা যোগস্য গণিতস্য চ ॥ ১৮
কৃতঃ সংবৎসরো রাজা যোগস্য গণিতস্য চ ॥ ১৮
পক্ষিণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং চক্ষুষ্মাঞ্চ মহাবলঃ ।
গৃধ্রশ্চৈব ভোগিনাঞ্চৈব গরুড়োঽধিপতিঃ কৃতঃ ॥ ১৯
অরুণো গরুড়ভ্রাতা জ্বলাপুষ্পনিভপ্রভঃ
যোগানাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং সাধ্যানামধিপঃ কৃতঃ ॥ ২০
পুত্রোঽস্য বিরথো নাম কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ ।
রাজা প্রাচ্যাং দিশি তথা বাসবেনাধিপঃ কৃতঃ ॥ ২১
আদিত্যস্য বিভোঃ পুত্রো ধর্ম্মরাজো মহাবলঃ ।
দক্ষিণস্যাং দিশি যমো মহেন্দ্রেণৈব সংকৃতঃ ॥ ২২

সেই সমস্ত সম্পূর্ণ গন্ধ, দেহধারী ভূতগণ, শব্দ, আকাশ এবং বলের রাজারূপে বায়ুদেবকে স্থাপিত করিলেন। ৭

সমস্ত ভূত, পিশাচ, মৃত্যু, রোগ, উৎপাত, জ্বর, রোগ, ব্যাধি, ঈতি (অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ছয় প্রকার ঈতি।) এবং সর্ব্ববিধ ব্রতসমূহের অধিপতিরূপে মহাদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ৮

যজ্ঞ, রাক্ষস ও শুষ্ককরণের এবং ধন ও রত্নসমূহের আধিপত্যে বিত্তেশপুত্র কুবেরকে স্থাপিত করিলেন। ৯

যত যত দণ্ডধারী সর্পগণের রাজা-রূপে শেষকে, নাগগণের রাজা-রূপে বাসুকিকে এবং সমস্ত সরীসৃপগণের রাজা-রূপে তক্ষককে অভিষিক্ত করিলেন। ১০

আদিত্যগণের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ পর্জ্জন্যকে তিনি সাগর, নদনদী এবং যেঘসমূহের ও বর্ষারও অধিপতি করিলেন। ১১

ব্রহ্মা চিত্ররথকে গন্ধর্ব্বগণের এবং কামদেবকে সমস্ত অপ্সরাগণের রাজা করিলেন। ১১

মহাদেবের অনুচরগণ যে বৃষভধ্বজধারী শ্রীমান্ নন্দী, তাঁহাকে তিনি সমস্ত চক্ষুষ্মন্ত প্রাণী ও বাহনসকলের অধিপতি করিলেন। ১৩

মহাভোগী হিরণ্যাক্ষকে দৈত্যগণের রাজা করিলেন এবং হিরণ্যকশিপুকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। ১৪

মহাকালকে কালকেয়নামক গণের পতি করিলেন। ইহাদের মধ্যে যাহারা দনায়ুর পুত্র ছিল, তাহাদের রাজা তিনি বৃত্রাসুরকে করিলেন। ১৫

সিংহিকার পুত্র রাহুনামক যে মহাসুর ছিল, তাহাকে তিনি অনেক উৎপাত ও অশুভসমূহের পতি করিলেন। ১৬

ভারত। সমস্ত ঋতু, যুগ, পক্ষ, মাস, তিথি, পর্ব্ব, কলা কাষ্ঠা ও মুহূর্ত্ত এবং উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের পতির রাজা তিনি সংবৎসরকে করিলেন। এই সংবৎসর যোগ ও গণিতেরও রাজা হইলেন। ১৭-১৮

সুপর্ণ পক্ষিবিশিষ্ট মহাবল গরুড়কে তিনি সমস্ত পক্ষী, গৃধ্র পর্য্যন্ত সৃষ্টিপাত করিতে সমস্ত প্রাণী ও বিষধরের সর্পগণের অধিপতি করিলেন। ১৯

জবাপুষ্পরাশি-সদৃশ রক্তবর্ণ গরুড়ের ভ্রাতা অরুণকে তিনি সমস্ত যোগ ও সাধ্যগণের অধিপতি করিলেন। ২০

প্রজাপতি কশ্যপের যে বিরথনামক পুত্র ছিলেন, তাঁহাকে দেবরাজ ইন্দ্র পূর্ব্বদিকের রাজা ও অধিপতি করিলেন। ২১

তখবান্ আদিত্যের পুত্র মহাবলী ধর্ম্মরাজ যমকে দক্ষিণ-

কশ্যপস্যৌরসঃ পুত্রঃ সলিলান্তর্গতঃ সদা।
অসুরাজ ইতি খ্যাতঃ প্রতীচ্যাং দিশি পার্থিবঃ ॥ ১৩
পুলস্ত্যপুত্রো দ্যুতিমান্নামেন্দ্রপ্রতিমঃ প্রভুঃ।
একাক্ষঃ পিঙ্গলো নাম সৌম্যায়াং দিশি পার্থিবঃ ॥ ১৪
এবং বিভজ্য রাজ্যানি স্বয়ম্ভূর্লোকভাবনঃ।
লোকাংস্ত্রিদিবে দিব্যানদধৎ স পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৫
কস্যচিৎ সূর্যসঙ্কাশান্ কস্যচিদ্ বহ্নিসন্নিভান্
কস্যচিৎ সুষ্ঠুবিত্তোত্তান্ কস্যচিচ্চন্দ্রনির্মলান্ ॥ ১৬
নানাবর্ণান্ কামগমানেকশতাংশ্চ জনান্
স তান্ সুকৃতিনাং লোকান্ পাপকৃত্তিল্লর্ভান্ ॥ ১৭
যেষাং ভাসো বিভাস্ত্যত্রে সৌম্যাস্তারাগণা ইব।
এতে সুকৃতিনাং লোকা যে ভাতাঃ পুণ্যকর্মিণঃ ॥ ১৮
যে যজন্তি মখৈঃ পুণ্যৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ।
ঋষয়ঃ নিয়তাঃ কান্তা ঋতবঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ১৯
দীনানুগ্রহকর্তারো ব্রহ্মণ্যা লোভবর্জিতাঃ
সন্তুষ্টকরণাঃ সন্তো যান্তি তত্র তপোঽমলাঃ ॥ ২০
এবং বিভক্তা রাজ্যানি স্বয়া লোকপিতামহঃ।
পুষ্করঃ ব্রহ্মসদনমারুরোহ প্রজাপতিঃ ॥ ২১
সর্বে স্বয়ম্ভূদত্তেষু পালনেষু দিবৌকসঃ
রেমিরে স্বেষু লোকেষু মহেন্দ্রেণাভিপালিতাঃ ॥ ২২
স্বয়ম্ভুবা শক্রপুরঃসরাঃ সুরাঃ
কৃতা যথার্হঃ প্রতিপালনেষু তে।
যযৌ দিবঙ্ক প্রতিপেদিরে শুভং
মুদঙ্ক তস্মুর্মখভাগভোজিনঃ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি বারাহেঽধিপতিস্থাপনে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

দিকে মহলোকের রাজা করিয়া মহেন্দ্রই তাঁহার সংকার করিয়াছিলেন। ২২

যিনি সদা জলের মধ্যেই বাস করেন এবং অসুররাজ নামে যিনি বিখ্যাত, সেই কশ্যপের ঔরসজাত পুত্র হরুককে পশ্চিম দিকের রাজা করিলেন। ২৩

যিনি দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী এবং এক চক্ষুবিশিষ্ট, পুলস্ত্যমুনির সেই তেজস্বী পুত্র পিঙ্গলকে উত্তর দিকের রাজা করিলেন। ২৪

এইরূপে লোকস্রষ্টা স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা বিভিন্ন রাজ্যসকলকে বিভাগ করিয়া সেই রাজ্যের ভার দিয়াও পৃথক্ পৃথক্ ভিন্ন লোকসকল দান করিলেন। ২৫

কাঁহাকেও সূর্যতুল্য তেজস্বী লোক এবং কাঁহাকেও অগ্নিতুল্য তেজস্বী লোক প্রদান করিলেন। কাঁহাকেও বিদ্যুৎসদৃশ উজ্জ্বল রূপে প্রকাশমান ও কাঁহাকেও চন্দ্রসদৃশ নির্মল কান্তিমান্ লোক প্রদান করিলেন। ২৬

এই সব লোক নানাপ্রকার বর্ণবিশিষ্ট এবং ইচ্ছানুসারে গমনাগমন করিতে সমর্থ ছিল। সেই সব স্থানে শত শত ব্যক্তি বাস করিতেছিলেন এবং এই সব স্থান সৎকর্মকারী পুণ্যাত্মাগণের লোক ছিল। পাপী ও দুষ্কর্মকারীদিগের পক্ষে এই সব লোক দুর্লভ ছিল। ২৭

এই যে সমুদয় তারাগণের ন্যায় সৌম্য প্রকাশ দেখা যাইতেছে, এই সবই সেই পুণ্য কার্যকারী পুণ্যবানদের লোক। পুণ্যকর্মকারী পুরুষদিগের জন্যই এই সবের সৃষ্টি হইয়াছে। ২৮

যাঁহারা পর্যাপ্ত উত্তম দক্ষিণাযুক্ত পবিত্র (নিষ্কাম) যজ্ঞ সমূহের দ্বারা শ্রীভগবানের আরাধন করেন, নিজেরই স্ত্রীতে অনুরক্ত থাকেন এবং যাঁহারা দান, সরল, সত্যবাদী, দীন দুঃখীদিগের প্রতি অনুগ্রহকারী, ব্রাহ্মণভক্ত, লোভহীন মনোভাবরহিত ও নির্মল চিত্তসম্পন্ন হন সেই সব সৎপুরুষগণই এই সব লোকে গমন করেন। ১৯-২০

সাক্ষাৎ লোকপিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপে নিজের পুত্রগণকে বিভিন্ন রাজ্যে নিযুক্ত করিয়া পুষ্করধামে ব্রহ্মধামে গমন করিলেন। ২১

স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদত্ত নিজ নিজ পালনীয় লোকসমূহে অবস্থান করত দেবেন্দ্রের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া সমস্ত দেবতাগণ সেখানে সানন্দে বাস করিতে লাগিলেন। ২২

যজ্ঞভাগভোজনকারী ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতাগণ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাকর্তৃক যথাযোগ্য পালন-কর্মে নিযুক্ত হইয়া অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। ইঁহারা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিতে করিতে শুভ মন ও স্বর্গলোক লাভ করিলেন। ২৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বারাহাবতারপ্রসঙ্গে অধিপতিগণের স্থাপনবিষয়ক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দেবাসুর-সংগ্রামবর্ণন, হিরণ্যাক্ষের দেবরাজসৈন্যের ভক্ষণ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কদাচিত্তু সপত্নীকে পর্ব্বতে বরুণীসুতাঃ।
প্রস্থিতা বরুণী তাতু। নূনং তত্রৈব মায়য়া ॥ ১

তদাসুরাণাং স্থিতয়ঃ হিরণ্যাক্ষেণ পালিতম্
দিশঃ প্রতীচীমাগম্য মুদেহমজ্জন যথা গজাঃ ॥ ২

তত্রাসুরেতাঃ সংস্থস্য আধিপত্যং পুরাপ্রভম্।
তচ্ছ্রুত্বাথাসুরাঃ সর্ব্বে চক্রুরুদ্যোগমুত্তমম্ ॥ ৩

ক্রুরাঞ্চ বুদ্ধিমতুলাঃ পৃথিবীচরণে রতাঃ
আয়ুধানি চ সর্ব্বাণি জগৃহুর্লীলবিক্রমাঃ ॥ ৪

চক্রশক্তীরথো খড়্গান্ ভুশুণ্ডীশ্চ বলূংষি চ।
প্রাসান্ পাশাংশ্চ শক্তীশ্চ মুসলানি গদাস্তথা ॥ ৫

কেচিৎ কবচিনঃ সজ্জা নরনাগাস্তথাপরে।
কেচিদ্বরথবান্ যুক্তা অপরেঽশ্বসমাসুরাঃ ॥ ৬

কেচিচ্চাস্তথা খড়্গান্মহিষান্ গর্দভানপি
অন্যান্বলমাস্থায় কেচিদ্যাপি পদাতয়ঃ ॥ ৭

পরিবার্য্য হিরণ্যাক্ষং তলবন্তঃ কলাপিনঃ।
ইতস্ততশ্চ নিশ্চেরুস্তূর্ণং সর্ব্বে মুহুৎসবঃ ॥ ৮

ততো দেবগণাঃ পশ্চাৎ পুরন্দরপুরোগমাঃ।
দৈত্যানাং বিদিতোদ্যোগাশ্চক্রুঃ কুদ্যোগমুত্তমম্ ॥ ৯

মহতা চতুরঙ্গেণ বলেন সুসমাহিতাঃ
বজ্রগোবাঙ্গুলিত্রাণভূষবন্তঃ সমার্পণাঃ ॥ ১০

উগ্রায়ুধরা দেবাঃ স্বেষ্বনীকেষ্ববস্থিতাঃ।
ঐরাবতগতঃ শক্রশ্চক্রগন্ধক্ত পৃষ্ঠতঃ ॥ ১১

ততস্তূর্য্যনিনাদেন ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনৈঃ
অভ্যত্রবদ্বিরণ্যাক্ষো দেবরাজং পুরন্দরম্ ॥ ১২

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

[দেবাসুর-সংগ্রামবর্ণন এবং হিরণ্যাক্ষ কর্ত্তৃক দেবরাজ ইন্দ্রের ভক্ষণ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কোনও এক সময়ের কথা, পঞ্চমুক্ত বরুণীর পর্ব্বতসকল এই পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইলেন। নিশ্চয়ই শ্রীভগবানের মায়াতেই তাঁহারা এইরূপ করিলেন। ১

সেই সময় হিরণ্যাক্ষ কর্ত্তৃক পালিত অসুরগণের নিবাসস্থান পশ্চিমদিকে যাইয়া সেখানের বিশাল সরোবরে হস্তিগণের ন্যায় পর্ব্বতসকল নিমজ্জিত হইলেন অর্থাৎ স্নান করিতে লাগিলেন। ২

সেখানে এই পর্ব্বতসকল অসুরগণকে বলিলেন,—দেবতারা তিন লোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন (তাঁহারা কনিষ্ঠ হইয়াও রাজাভাগী হইলেন এবং দৈত্যগণ জ্যেষ্ঠ হইয়াও তাহা লাভ করিতে পারিলেন না।) ইহা শ্রবণ করত সেই অসুরগণ যুদ্ধের জন্য উত্তম উত্তম আয়ুধ গ্রহণ করিল। ৩

তাহারা নিজেদের অনুপম ক্রুর বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া পৃথিবীকে হরণ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল। এই প্রকারে অসুরগণ সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিল। ৪

চক্র, অগ্নি, খড়্গ, ভুশুণ্ডি, বলু, প্রাস, পাশ, শক্তি, মুসল ও গদা প্রভৃতি অস্ত্র গ্রহণ করিল। ৫

কেহ কেহ কবচধারণ করত যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইল। অনেকে মত্ত হস্তীগণের উপর আরোহণ করিল। বহু অসুর অশ্বযুক্ত রথ করিয়া আরোহণ করিল। অন্য মহাসুরগণ বহু অশ্বের উপর আরূঢ় হইল। ৬

কত অসুর উট, গর্দ্দভ, মহিষ ও অন্যান্যকলের উপর আরোহণ করিল। কত অসুর নিজেদের বাহুবলে আশ্রয় করত পদাতি হইয়াই যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইল। ৭

ইহারা সকলেই হস্তে বস্ত্রাদি বন্ধন করিয়া ও কবচধারণ করিয়া শুভচিত্তে যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া এদিক্ সেদিকে নির্গত হইল এবং হিরণ্যাক্ষকে পরিবৃত করিয়া চলিতে লাগিল। ৮

তাহার পর দৈত্যগণের এই বৃত্তবিষয়ক উদ্যোগের সংবাদ জানিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণও যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হইয়া উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। ৯

এই দেবগণ অতিশয় সাবধানতার সহিত বিশাল চতুরঙ্গিণী সৈন্যবাহিনীকে সঙ্গে লইয়া ঘোষার্থে-নির্ম্মিত বজ্রাদি পরিধান পূর্ব্বক বাণপূর্ণ তূণীর বন্ধন করিলেন, তাহার অঙ্গুরীয়ক করত নিজ নিজ বলে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং ঐরাবতে আরূঢ় দেবরাজ ইন্দ্রের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন। ১০-১১

তদনন্তর বাদ্যসমূহের শব্দ ও ভেরীসমূহের গভীর

তীক্ষ্ণৈঃ পরশুনিস্ত্রিংশৈর্গদাতোমরশক্তিভিঃ।
মুসলৈঃ পট্টিশৈশ্চৈব বজ্রাস্ত্রাদাস্ত বাসবম্ ॥ ১৩
ততোঽস্ত্রবলবেগেন সাচিব্যাচ্চ সুরারুণাঃ।
ঘোররূপা মহাবেগা নিপেতুর্বাণবৃষ্টয়ঃ ॥ ১৪
শিতাংশ্চ দৈত্যা বলিনঃ সিতবাহৈঃ পরশ্বধৈঃ।
পরিঘৈরায়সৈঃ খড়্গৈঃ ক্ষেপণীয়ৈশ্চ মুদ্গরৈঃ ॥ ১৫
গণ্ডশৈলৈশ্চ বিবিধৈ র্ভিন্দিপালৈশ্চ সর্ব্বশঃ।
যাতনীভিশ্চ গুর্ব্বীভিঃ শতঘ্নীভিস্তথৈব চ ॥ ১৬
মুশৈর্ঘণ্টৈশ্চ নির্ঘাতৈর্গদৈশ্চ বিদ হেঃ
সর্ব্বান্ দেবগণান্ দৈত্যাঃ সরিজ্জগ্মুঃ সবাসবান্ ॥ ১৭
ধূম্রকেশং হরিশ্মশ্রুং তারাং প্রজ্বলনদ্যুতিম্
রক্তসন্ধ্যাভ্রসঙ্কাশং কিরাতং রক্তমর্দ্দনম্ ॥ ১৮
নীলশীতাম্বরধরং বিদ্যুদ্দংষ্ট্রাঙ্কহারিণম্
আজ্ঞাসুবাহং হর্য্যক্ষং বৈদূর্য্যাতরলপ্রভম্ ॥ ১৯

সমুদ্ভাষ্যুধং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে দেবগণাস্তদা
তে হিরণ্যাক্ষমসুরং দৈত্যানামগ্রতঃ স্থিতম্ ॥ ১০
যুগান্তসময়ে ভীমং স্থিতং মৃত্যুমিবাগ্রতঃ
প্রবিব্যধুঃ সুরাঃ সর্ব্বে তদা শত্রুপুরোগমাঃ ॥ ২১
সৃষ্ট্বাস্ত্রাস্ত্র হিরণ্যাক্ষঃ মহাদ্রিমিব জঙ্গমম্।
দেবাঃ সংবিগ্নমনসঃ প্রসূতস্তরসাননাঃ।
সহস্রাক্ষং পুরস্কৃত্য তস্থুঃ সংগ্রামমূর্দ্ধনি ॥ ২২
সা চ দৈত্যচমূ রেজে হিরণ্যকবচোজ্জ্বলা।
প্রবৃদ্ধনক্রগ্রহণা শারদী সৌরিবার্ণবা ॥ ২৩
তেঽন্যোন্যমপি সম্পেতুঃ পাতয়ন্তঃ পরস্পরম্।
বভঞ্জুর্বাহুভির্বাহূন্ ঊরুভিশ্চ ঊরুষূদরৈঃ ॥ ২৪
গদানিপাতৈর্ভগ্নাঙ্গা বিচেষ্টা বাহিতোরসঃ
বিনিপেতুঃ পৃথক্ কেচিদ্ বিচেষ্টাশ্চেষ্টিতে ঽপরে ॥ ২৫
বভঞ্জিরে তথা কেচিৎ কেচিৎ সম্মুক্তিতা রথৈঃ

সঙ্ঘের সহিত হিরণ্যাক্ষ দেবরাজ ইন্দ্রের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১২

তিনি তীক্ষ্ণ পরশু, তরবারি, গদা, তোমর, শক্তি, মুদ্গল ও পট্টিশসমূহের দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ১৩

তাহার পর তাঁহার অস্ত্রের বল ও বেগে অগ্নিশিখাযুক্ত, অত্যন্ত ভীষণ, ঘোর ও মহাবেগযুক্ত বর্ষণকারী ইন্দ্রের উপর পতিত হইতে লাগিল ॥ ১৪

অবশিষ্ট দৈত্যগণ শ্বেতবর্ণ বাহনে সজ্জিত, লৌহনির্ম্মিত পরিঘ, তরবারি, ক্ষেপণীয় অস্ত্র, মুদ্গর, তেজোযুক্ত ও পর্ব্বতসদৃশ নানাবিধ পর্ব্বতশিখর, তীক্ষ্ণ আঘাতকারী তীক্ষ্ণ শতঘ্নী, বজ্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অস্ত্র, নির্ঘাত যন্ত্র ও বিদীর্ণকারী অর্গলসমূহের দ্বারা ইত্যাদি দেবতাগণকে প্রহার করিতে ও আহত করিতে লাগিল ॥ ১৫-১৭

দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষের কেশ ধূম্রবর্ণ ছিল। শ্মশ্রু (গোঁফ ও দাড়ি) হরিতবর্ণ ছিল। ইনি নানাপ্রকার প্রহরণশীল অস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন। ইহার অঙ্গকান্তি সন্ধ্যাকালের মেঘের ন্যায় রক্তবর্ণ ছিল। ইনি নিজ মস্তকে উত্তম কিরীট ধারণ করিয়াছিলেন। ইহার দেহে নীল ও পীত বর্ণের বস্ত্র পরিচ্ছিন্ন ছিল। ইহার মুখে উপরে উত্থিত তীক্ষ্ণ দন্ত ছিল এবং বাহুদ্বয় জানু পর্য্যন্ত লম্বা ছিল। ইনি বৈদূর্য্যমণি-নির্ম্মিত আভরণসমূহে উদ্ভাসিত হইতেছিলেন। এরূপ হিরণ্যাক্ষকে দৈত্য অসুর লইয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইতে দেখিয়া সমস্ত দেবতাগণ ভয়কালে আক্রান্তচিত্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ১৮-২১

দৈত্যগণের অগ্রে অবস্থিত অসুর হিরণ্যাক্ষ এই সমস্ত সম্মুখে অবস্থিত ভয়ঙ্কর মৃত্যুর ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। এই ইত্যাদি দেবগণ সেই সমস্ত তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিলেন ॥ ২০-২১

যমনকারী মহাপর্ব্বতসদৃশ দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষকে আসিতে দেখিয়া সমস্ত দেবগণের চিত্ত ভীত হইয়া উঠিল। তাঁহারা হস্তে বহু প্রহরণ করত সহস্রলোচন ইন্দ্রকে অগ্রে করিয়া যুদ্ধের সম্মুখভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২২

ধূম্রবর্ণবিশিষ্ট কবচের দ্বারা উদ্ভাসিত দৈত্যগণের সেই সৈন্যবাহিনী নক্রসমূহে পূর্ণ শরৎসময়ের নির্ম্মল আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥ ২৩

এই দেবতা ও দৈত্যগণ পরস্পরকে পাতিত করিতে করিতে পতিত হইতে লাগিলেন। যুদ্ধাভিলাষী অন্য বীরগণ নিজেদের বাহুর দ্বারা শত্রুপক্ষের সৈন্যদের বাহুসমূহ ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিলেন ॥ ২৪

বহু যোদ্ধার অঙ্গ গদার আঘাতে ভাঙ্গিয়া যাইল। বাণসমূহের আঘাতে অনেকের বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত পীড়া হইতে লাগিল। কত যোদ্ধা যুদ্ধস্থলে পৃথক্‌ভাবে পতিত হইল এবং অন্য যোদ্ধারাও নিহত হইতে লাগিল ॥ ২৫

অনেক সৈন্য রথসকলকে ভঙ্গ করিয়া দিল, অনেকে আবার

সম্ভাবয়ন্তে সম্প্রাপ্তা ন শেকুশ্চলিতুং রথাৎ ॥ ২৬
দানবেন্দ্রবলা তত্র দেবানাঞ্চ যতঃ বলম্
অন্যোন্যবাণবর্ষেণ বৃত্তদৃষ্টিনাবৃতৌ ॥ ২৭
হিরণ্যাক্ষস্তু বলবান্ ক্রুদ্ধঃ স দিতিনন্দনঃ
ববর্ষ্ব মহাতেজাঃ সমূহ ইব পর্ব্বণি ॥ ২৮
তস্য ক্রুদ্ধস্য সংসা বুধাগ্নিস্ফেরুরচ্ছিবঃ।
মাগ্নিধূমস্তু পবনো ববৌ তস্য সমীপতঃ ॥ ২৯
শস্ত্রজালৈর্ব্বৃতৈর্ঘোরৈঃ পরিঘৈরপি।
সর্ব্বাকাশমাবৃতে পর্ব্বতৈরুষিভৈরিব ॥ ৩০
বভূবুঃ শস্ত্রনিক্ষিপ্তৈশ্ছিন্নভিন্নশিরোরসঃ
ন শেকুশ্চলিতুং দেবা হিরণ্যাক্ষার্দ্দিতা যুধি ॥ ৩১
সর্ব্বে বিত্রাসিতা দেবা হিরণ্যাক্ষেণ সংযুগে

ন শেকুর্যুদ্ধবত্তোঽপি বদ্ধুং কর্ত্তুং বিচেতসঃ ॥ ৩২
তেন শক্রঃ সহস্রাক্ষ স্তুত্তিতোঽগ্রেণ বীর্য্যতা।
ঐরাবতগতঃ সাংখ্যো নাশকচ্চলিতুং ভয়াৎ ॥ ৩৩
সর্ব্বাংস্তু দেবানধিপান্ স পরাজিত্য দানবঃ।
তত্ত্বস্থিতা চ দেবেশমাস্থিতঃ মরুতো গণং ॥ ৩৪
সন্তোয়মেঘপ্রতিমোগ্রনিস্বন
প্রভিন্নমাতঙ্গবিলাসবিক্রমঃ।
বভূবিধূয়ন্তুমুদাবহ'ন্
তথাসুরেন্দ্রঃ সুমহান্ সুখান্বিতঃ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বারাহে শক্রস্তবস্তুনে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

শক্রপক্ষের রথসমূহের ধ্বজ বিচেতরাই স্থিত হইয়া যাইল। অন্য বহু যোদ্ধা চারিদিকে একপভাবে আবৃত হইল যে, তাহারা তখন রথ হইতে চলিতেও পারিল না। ২৬

সেখানে একদিকে দানবও হিরণ্যাক্ষের সৈন্যবাহিনী ছিল এবং অন্যদিকে দেবতাগণের বিশাল বাহিনী অবস্থান করিতেছিল। উভয় দিক হইতেই পরস্পরের উপর বাণবর্ষণ হইতেছিল। ইহাতে সেই সময় যুদ্ধের এক দৃশ্য জাগিয়া উঠিয়াছিল। ২৭

দিতিনন্দন হিরণ্যাক্ষ মহাতেজস্বী ও বলবান্ ছিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সেইভাবে বর্ষণ করিলেন, যেরূপ পর্ব্বকালে (পূর্ণিমা ও অমাবস্যায়) সমুদ্র বর্ষণ করে। ২৮

ক্রুদ্ধ হিরণ্যাক্ষের মুখ হইতে তখন সহসা অগ্নির শিখা নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার নিকটে অগ্নি ও ধূমযুক্ত প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ২৯

তিনি নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহ, বজ্র ও পরিঘসমূহের দ্বারা সেইভাবে আকাশকে আবৃত করিলেন, যেরূপ ঋষিগণ পর্ব্বত-সকলের দ্বারা আকাশ আবৃত হইয়া যায়। ৩০

যুদ্ধে বহু অস্ত্র এবং তরবারিসমূহের দ্বারা দেবতাগণের মস্তক ও বক্ষস্থল ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইল। তাঁহারা হিরণ্যাক্ষের দ্বারা এরূপ পীড়িত হইয়া ন চলেন যে, তখন দেবগণ চলিতেও সমর্থ রহিলেন না। ৩১

সেই যুদ্ধস্থলে হিরণ্যাক্ষ সমস্ত দেবতাগণকে এরূপ ভীত করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সকলে অচেতনা হইয়া যাইলেন এবং তাঁহারা যুদ্ধস্থল হইতেও কোন যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। ৩২

এই বুদ্ধিমান্ দৈত্য হিরণ্যাক্ষ নিজের অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধস্থলে ঐরাবতের উপরে স্থিত সহস্রলোচন ইন্দ্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া দিলেন, যাহাতে তিনি ভয়বশতঃ পলায়ন করিতেও অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। ৩৩

সমস্ত দেবগণকে পূর্ব্বরূপে পরাজিত করিয়া এবং দেবরাজ ইন্দ্রকেও স্তম্ভিত করিয়া দিয়া এই দানবরাজ সারা জগৎকে নিজেরই অধীন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ৩৪

তিনি যখন সজল জলধরের ন্যায় ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীর মদধারা প্রবাহিতহাতী হস্তীর ন্যায় বিলাসযুক্ত মনে হইতেছিল, সেই সময় সেখানে অবস্থিত দেবতাগণ উহার তেজস্বী অসুররাজ হিরণ্যাক্ষকে বারংবার ধনু কম্পিত করিতে ও টঙ্কার ধ্বনি করিতে দেখিলেন। ৩৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বারাহাখ্যতন্ত্রসম্মত ইন্দ্রের স্তবনবিষয়ক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতা বারাহেণ হিরণ্যাক্ষস্য বধঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নিষ্প্রবৃত্তে মুরগণে বধিতেষু সুরেষু চ।
হিরণ্যাক্ষবধে বুদ্ধিং চক্রে চক্রগদাধরঃ ॥ ১
বারাহং পর্বতো নাম যঃ পূর্বং সমুদাহৃতঃ।
স এব কৃতা ভগবানাজগামাসুরান্তকৃৎ ॥ ২
ততস্তন্ত্র প্রতীকাশমগৃহ্লাচ্ছঙ্খমুত্তমম্।
সহস্রারঞ্চ তচ্চক্রং চক্রপর্বতসন্নিভম্ ॥ ৩
মহাদেবো মহাবুদ্ধির্মহাযোগী মহেশ্বরঃ।
পঠ্যতে যোঽমরৈঃ সর্বৈর্গুহ্যৈর্নামভিরব্যয়ঃ ॥ ৪
সদসচ্চাত্মনি শ্রেষ্ঠঃ সদ্ভির্যঃ সেব্যতে সদা।
ইজ্যতে যঃ পুরাদৈত্যৈ র্ত্রিলোকে লোকভাবনঃ ॥ ৫
যো বৈকুণ্ঠঃ সুরেন্দ্রাণামন্তে ভোগিনামপি।
বিষ্ণুর্যো যোগবিদ্ভ্যাং যো যজ্ঞো যজ্ঞকর্মণাম্ ॥ ৬
মধ্যে যস্য প্রসাদেন ভুবনস্থা দিবৌকসঃ।
আজ্ঞাং মহর্ষিভির্দত্তমনুবর্ত্তি ত্রিধা হুতম্ ॥ ৭
যো গতির্দেবদৈত্যানাং যঃ সুরাণাং পরা গতিঃ।
যঃ পবিত্রং পবিত্রাণাং বরমূত্তমবারণো বিভুঃ ॥ ৮
যস্য চক্রপ্রবিষ্টানি দানবানাং যুগে যুগে।
কুলান্যাকুলতাং যান্তি যানি দৃষ্টানি বীর্য্যতঃ ॥ ৯
ততো দৈত্যেশ্বরকরঃ পৌরাণং শঙ্খমুত্তমম্।
বদন্ বক্ত্রেণ বলবানাক্ষিপদ্দৈত্যজীবিতম্ ॥ ১০
শ্রুত্বা শঙ্খস্বনং ঘোরমসুরাণাং ভয়াবহম্।
কুপিতা দানবাঃ সর্বে নিশ্চেষ্টা দদৃশুর্বলম্ ॥ ১১
ততঃ সাম্বর্তকসমো হিরণ্যাক্ষো মহাসুরঃ।
কোষ্ণহৃদিত্যব্রবীদ্ বো মায়াস্ত্রাণবমুদ্যতম্ ॥ ১২

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

[ভগবান্ বারাহ কর্তৃক হিরণ্যাক্ষ বধ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যখন দেবরাজ ইন্দ্র নিজেই ও সমস্ত দেবতারা পরাজিত হইলেন তখন চক্র ধারণকারী ভগবান বিষ্ণু স্বয়ংই হিরণ্যাক্ষকে বধ করিবার বুদ্ধি করিলেন। ১

পূর্ব্বে যে পর্ব্বতাকার যজ্ঞবরাহের বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই অসুরবিনাশকারী ভগবান শ্রীহরি এই বারাহ-রূপে প্রকটিত হইয়া সেস্থানে আসিলেন। ২

তদনন্তর তিনি চন্দ্রকলা উজ্জ্বল ও উত্তম শঙ্খ হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং অন্য হস্তে চক্রপর্ব্বত-সদৃশ বিশাল ও সহস্র অরযুক্ত সুপ্রসিদ্ধ সুদর্শন চক্র ধারণ করিলেন। ৩

এই অবিনাশী শ্রীহরিকে সমস্ত দেবতাগণ মহাদেব, মহাবুদ্ধি, মহাযোগী ও মহেশ্বর প্রভৃতি গুহ্য নামসমূহের দ্বারা কীর্ত্তন করেন। ৪

সৎপুরুষগণ সদা নিজেদের হৃদয়ে যে সদসৎস্বরূপ শ্রেষ্ঠ পরমাত্মাকে সেবন করেন এবং তিন লোকে যে লোকভাবন পূজার পুরুষের পূজা করা হয়। ৫

তিনি দেবেন্দ্রগণের নিকট বৈকুণ্ঠ, সর্পগণের নিকট অনন্ত, তিনি যোগবিদ্গণের নিকট বিষ্ণু এবং তিনি যজ্ঞকর্ম্ম-কারিগণের নিকট যজ্ঞ-স্বরূপ বলিয়া পরিচিত আছেন। ৬

যাঁহার কৃপাপ্রসাদে নিজ নিজ ভুবনে থাকিয়াই দেবগণ যজ্ঞে ঋষিদিগের দ্বারা প্রদত্ত এবং ত্রিমার্গ ও প্রভূত নামক ত্রিবিধ ভোগে আহুতিরূপে প্রদত্ত ঘৃত ভোজন করেন। ৭

যিনি দেবতা ও দৈত্যগণেরও আশ্রয়, দেবতাদিগের পরম গতি, যিনি পবিত্রগণকেও পবিত্র করেন, যিনি শ্রেষ্ঠ, অবিনাশী এবং ব্যাপক। ৮

প্রত্যেক যুগে নিজেদের বলের উপর গর্ব্বপ্রকাশকারী দানবগণের কত কুলসমূহ যাঁহার চক্রাগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া সেস্থানে বিলীন হইয়া গিয়াছে সেই ভগবানই এস্থানে উপস্থিত হইলেন)। ৯

তদনন্তর বলবান্ ভগবান্ বারাহ দৈত্যগণের ভয়বর্দ্ধক নিজের উত্তম ও পুরাতন শঙ্খকে মুখে যাহা করিতে করিতে বহু দৈত্যের প্রাণহরণ করিলেন। ১০

অসুরগণের ভয়বর্দ্ধক সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া সমস্ত দানবগণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং নিজেদের দুর্দ্ধর্ষতা প্রকাশ করিতে লাগিল। ১১

তারপর ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া মহাসুর হিরণ্যাক্ষ বলিলেন,—ইনি কে? অনন্তর ক্রোধসহকারে নারায়ণকে দেখিতে লাগিলেন। ১২

ধারাবরপিণঃ দেবঃ সংস্তিতঃ পুরুষোত্তমম্ ।
পদ্মচক্রোদ্যতকরঃ দেবানামাত্তিনাশনম্ ॥ ১৩
রবাঙ্গ পদ্মচক্রাভ্যাং তাভ্যামস্বরভূষণঃ ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্মধ্যে যথা নীলপয়োধরঃ ॥ ১৪
ততোঽসুরগণাঃ সর্ব্বে হিরণ্যাক্ষপুরোগমাঃ
উদ্যতায়ুধনিস্ত্রিংশা দৃষ্ট্বা দেবমুপাস্থিতম্ ॥ ১৫
শৈত্যযানোঽথিবিলিভির্দৈত্যৈঃ সর্ব্বায়ুধোদ্যতৈঃ ।
ন চচাল ধরির্দ্ধৈর্য্যেঽকম্পমান ইবাচলঃ ॥ ১৬
ততঃ প্রজ্বলিতাঃ শক্তিঃ বারাহোঽসি দানবঃ
হিরণ্যাক্ষো মহাতেজাঃ পাতয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥ ১৭
তস্যাঃ শক্ত্যাঃ প্রভাবেণ ব্রহ্মা বিস্ময়মাগতঃ
সমীপমাগতাং দৃষ্ট্বা মহাশক্তিং মহাবলঃ ॥ ১৮
হুঙ্কারেণৈব নির্ব্বর্ত্য পাতয়ামাস ভূতলে
তস্যাং প্রতিহতায়াং তু ব্রহ্মা সাশিষমি চাব্রবীৎ ॥ ১৯

যঃ প্রভুঃ সর্ব্বভূতানাং বারাহেণ তাত্মিতঃ
ততো ভগবতা চক্রমাবিদ্ধাশিরসাহরিতম্ ॥ ১০
পাতিতং দানবেন্দ্রস্য শিরস্ত্রাণমকর্ণণা ।
ততঃ স্তিমিতমৈব শিরস্তস্য ভূমৌ পপাত হ ।
হিরণ্যয়ং বজ্রহতং মেরুশৃঙ্গমিবোত্তমম্ ॥ ২১
হিরণ্যাক্ষে হতে দৈত্যে সেবা যে তস্য দানবাঃ ।
সর্ব্বে তস্য সমব্রতা জগ্মুরাশু দিশো দশ ॥ ২২
স সর্ব্বলোকপ্রতিঘাতচক্রো
মহাবরাহপ্রতিমোগ্রচক্রঃ
ধন্যো বরাহো ঋষি চক্রপাণিঃ
কালো যুগান্তেষ্বিব বপ্তপাণিঃ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বারাহে একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

এই বারাহরূপধারী ভগবান্ পুরুষোত্তম দেবতাদের পীড়ানাশক ছিলেন, অতএব তিনি হস্তে পদ্ম ও চক্র ধারণ করত সেস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৩

অম্বরভূষণ শ্রীহরি সেই শঙ্খ-চক্রে যেরূপ শোভা পাইতে ছিলেন; যেন নীল মেঘ সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যভাগে সুশোভিত হইতেছে। ১৪

সেই সময় বলগর্ব্বিত হিরণ্যাক্ষপ্রভৃতি অসুরগণ নানাবিধ অস্ত্র ও ফলা উদ্যত করিয়া সেস্থানে ভগবান্ বারাহের দিকে ধাবিত হইল। ১৫

সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র উদ্যত করিয়া অত্যন্ত বলশালী দৈত্যগণের দ্বারা পীড়িত হইতে থাকিলেও ভগবান্ শ্রীহরি সেই যুদ্ধে নিহত হইলেন না, তিনি পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে বর্ত্তমান রহিলেন। ১৬

তদনন্তর মহাতেজস্বী ও পরাক্রান্ত দানব হিরণ্যাক্ষ ভগবান্ বারাহের প্রতি এক জ্বলন্ত প্রজ্বলিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ১৭

সেই শক্তির প্রভাবে ব্রহ্মা বিস্মিত হইলেন। সেই মহাশক্তিকে নিকটে আসিতে দেখিয়া মহাবল ভগবান্ বারাহ হুঙ্কারের দ্বারাই তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। সেই শক্তি প্রতিহত হইলে পর ব্রহ্মা শ্রীভগবান্‌কে সাদুবাদ প্রদান করিলেন। ১৮-১৯

যিনি সমস্ত প্রাণিগণের প্রভু ছিলেন সেই ভগবান্ বারাহকে যখন সেই দৈত্য পুনরায় আঘাত করিলেন, তখন উত্তম কর্ণকারী ভগবান্‌ও নিজের সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সুবর্ণ চক্রকে ঘুরাইয়া দানববর হিরণ্যাক্ষের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। ২০।

তখন সেস্থানে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই সেই হিরণ্যাক্ষের মস্তক ভূতলে পতিত হইল; তাহাতে মনে হইল—মেরুপর্ব্বতের এক সুন্দর ও স্বর্ণময় শিখর বজ্রে আহত হইয়া ধরাশায়ী হইল। ২১

দৈত্য হিরণ্যাক্ষ নিহত হইলে পর সেস্থানে যে সব দানবগণ অবস্থিত ছিল, তাহারা সকলেই ভগবানের ভয়ে ভয়পরায়ণ হইয়াই পলায়ন করিল। ২২

যাঁহার চক্রের আঘাত সমস্ত লোকসমূহে কোথাও প্রতিহত হয় না, যাঁহার ভয়ঙ্কর চক্র মহাযুদ্ধসমূহে নিজের কোনও তুলনা রাখেন না, অর্থাৎ অতুলনীয় হইয়া উঠেন, সেই চক্রপাণি ভগবান্ বারাহ সেই সময় ভূতলে স্তব্ধ ও নীরব অবস্থিত প্রলয়কালের যমরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ২৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বারাহাবতারবিষয়ক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[দেবতানাং স্বকীয়-প্রভূত্বপ্রাপ্তিঃ ৯মন্ত-লোকানামধিপত্যে দেবরাজস্যেন্দ্রস্য প্রতিষ্ঠা, সদস্যৈঃ পুরুষর্ষাণাং যথোচিত গতিমাশিষ্য শ্রীভগবতোঽন্তর্ধানম্, দেবেন্দ্রেণ পর্ব্বতানাং পঞ্চত্বেগমনঞ্চ।

বৈশম্পায়ন উবাচ

বিজ্ঞায় তু রণে সর্ব্বানসুরান্ পুরুষোত্তমঃ।
সুমোচ তত্র বজ্রাস্ত্রান্ পুরন্দরমুখান্ সুরান্ ॥১

ততঃ প্রকৃতিমাপন্নাঃ সর্ব্বে দেবগণাস্তদা
পুরস্কৃত্য পুরস্কৃতা নারায়ণমুপস্থিতাঃ ॥ ২

দেবা ঊচুঃ

ত্বৎপ্রসাদেন ভগবন্ বরদেন বাহুবলেন চ।
জীবামোঽদ্য মহাবাহো নিষ্ক্রান্তাশ্চান্তকাননাৎ ॥ ৩

যজ্ঞাসনাদ্ধি ভগবন্ কিং কৃত্বাস্মদ্বিধাঃ সুরাঃ।
ইচ্ছামঃ পাদশুশ্রূষাং তব কর্ত্তুং সনাতন ॥ ৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণঃ
উবাচ বচনং দেবান্ মৃদু যুক্তং হৃতদ্বিষঃ ॥ ৫

চত্বারিংশ অধ্যায়।

[দেবতাগণের নিজেদের পূর্ব্ব প্রাপ্তি, সমস্ত লোকসমূহের আধিপত্যে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতিষ্ঠা, সদস্যগণ পুরুষগণের যথোচিত গতির আলোচনা করিয়া শ্রীভগবানের অন্তর্ধান এবং দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক পর্ব্বতগণের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তখনকার সেই সব অসুরবিধ্বংসকে বিস্তারিত করিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম দেবগণের যত ইচ্ছাদি দেবলক্ষণকে বরদ হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন ॥১

তদনন্তর প্রকৃতিস্থ হইয়া সমস্ত দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে অগ্রে করত ভগবান্ নারায়ণের নিকট গমন করিলেন (এবং তাঁহাকে বলিলেন।) ॥২

দেবগণ বলিলেন—ভগবন্! মহাবাহো! আপনার কৃপা ও বাহুবলে আজ আমরা মৃত্যুর মুখ হইতে বিমুক্ত হইয়া আসিয়াছি এবং আমরা জীবনলাভ করিয়াছি ॥৩

ভগবন্! আপনার আজ্ঞায় এই অধিষ্ঠিতদেবীর পূজাও এখন কি করিবে? সনাতন দেব! আমরা আপনার চরণ সেবা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দেবতাগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কমললোচন শ্রীহরি যাঁহাদের শত্রু নিহত হইয়াছে, সেই দেবগণকে এ সকল প্রকারে বলিলেন ॥৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন—পূর্ব্বকালে আপনি তাহাদিগের যাহার জন্য যে লোক নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি, সে সেই লোক পালন করুক এবং কখনও কাহারও দেবের আজ্ঞানুসারে পালন-বিষয়ে যত্ন দেওয়া আবশ্যক ॥৬

এখন তোমাদের যজ্ঞভাগের সহিত নিজেদের ঐশ্বর্য্যও লাভ হইয়াছে, অতএব এখন তোমাদের সেই দেবাজ্ঞাও পালন করা কর্ত্তব্য যাহা আমি পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি ॥৭

দেবগণকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ হৃষীকেশ যজ্ঞীয় বাণীতে ইন্দ্রকে এই কথা বলিলেন,—দেবেন্দ্র! সজ্জন ও অসজ্জনগণের প্রতি এই নিম্নলিখিত আচরণ তোমার অবশ্যই কর্ত্তব্য ॥৮

সুরশ্রেষ্ঠ! উত্তম ব্রতপালনকারী মুনিগণ তপস্যার দ্বারা তোমার সেই স্বর্গলোকে গমন করুন, যাহা সমস্ত সমস্ত কামনাসমূহ প্রদান করে ॥৯

যে কেহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যজ্ঞকারী হইবে, তাহাদের মনোবাঞ্ছিত কামনাসমূহ প্রদানকারী স্বর্গাদি মনোহর লোক প্রাপ্ত হউক, যজ্ঞপরায়ণ পুরুষগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তোমার দ্বারা স্বর্গাদি ফল লাভ করুক ॥১০

সদ্ধর্ম্ম আচরণ করা যাহাদের স্বভাব, এরূপ পুরুষগণের

সত্যপুরা রূপে পূরা দানপূর্ব্বন্ত যে নরা:
তে নরা: স্বর্গমস্তুত্ত সদা যে চানসূয়বঃ ॥ ১১
অরক্তবানা: পুরুষা: কামিনোঽর্থপরাঃ শঠা:।
অরক্তবানা নাস্তিকাশ্চ নরকং যান্তু মানবা: ॥ ১৩
এতাবৎ ক্রিয়তাং বাক্যং মহোক্তং ত্রিদশেশ্বরা:।
ততো মরি স্থিতে সর্ব্বান বাধিষ্যন্তে ন চারয়:॥ ১৪
ইত্যুক্ত্বাত্তিহিতো দেব: শঙ্খচক্রগদাধর:।
দেবতানাঞ্চ সর্ব্বেষামন্তর্দধে বিশ্বয়ো মহান ॥ ১৫
এতত্তস্যাদ্ভুতং দৃষ্ট্বা বারাহংবিগতা সুরা:
নমস্কৃত্বা বরাহায় নাকপৃষ্ঠমিতো গতা: ॥ ১৬
ততঃ স্বাস্তাধিপত্যানি প্রতিপন্নানি সৈবতৈ:।
সর্ব্বলোকাধিপত্যে চ প্রতিষ্ঠা: বাসবো গতঃ ॥ ১৭
বিমুক্তা দানবগণৈঃ প্রকৃতিং হরণী গতা
স্থৈর্য্যায়েতো ধরিত্র্যাস্তু স্থায়ং চাগচ্ছতান গিরীন্ ॥ ১৮

যেষু স্থানেষু সংস্থাপ্য পর্ব্বতানা: পৃথক্পৃথক্।
চিচ্ছেদ ভগবান পক্ষান্ বজ্রেণ শতপর্ব্বণা ॥ ১৯
সর্ব্বেষামেব পক্ষা বৈ ছিন্না: শক্রেণ ধীমতা।
এক: সপক্ষো মৈনাক: সুরৈস্তৎসময়: কৃত: ॥২০
এষ নারায়ণস্যাস্য: প্রাদুর্ভাবো মহাত্মন:
বারাহ ইতি বিপ্রেন্দ্রৈ: পুরাণে পরিকীর্ত্তিত: ॥ ২১
কৃষ্ণদ্বৈপায়নমতং নানাশ্রুতিসমন্বিতম্।
নাগুচের্ন কৃতঘ্নায় ন নৃশংসায় কীর্ত্তয়েৎ ॥ ২২
ন ক্ষুদ্রায় ন নীচায় ন গুরুদ্বেষকারিণে।
নাশিষ্যায় তথা বাচ্যং কৃতঘ্নায় চৈব হি ॥ ২৩
আয়ুষ্কামৈর্যশঃকামৈর্ধীকামৈঃশ্চ মানবৈঃ
ভক্তৈর্বিষ্ণৌ শ্রোতব্যো দেবানামেষ বৈ ভবঃ ॥ ২৪
পুরাণবেদসম্বন্ধঃ শিবঃ স্বস্ত্যয়নো মহান্
পাবনঃ সর্ব্বসত্ত্বানাং তৎকালবিজয়প্রদঃ ॥ ২৫

সংসারে বৃদ্ধি হইবে এবং পাপকর্ম্মকারীদিগের অভাব হইবে। সমস্ত আশ্রমসমূহে বাসকারী মনুষ্যগণ স্বর্গলোকে জয় করুক ॥ ১১

যাহারা সত্য কথা বলিতে ও আচরণ করিতে শৌর্য্যসম্পন্ন, যুদ্ধেও যাহারা বীরত্ব প্রদর্শন করে, দানেও শৌর্য্যের পরিচয় দান করে এবং যাহারা অন্যের দোষ কখনও দর্শন করে না, এরূপ মনুষ্যগণ সুখভোগ করুক ॥ ১২

যে সব মনুষ্য শ্রদ্ধাহীন কামী, ধনপরায়ণ, শঠ, ব্রাহ্মণদ্রোহী ও নাস্তিক, তাহারা নরকে গমন করুক ॥ ১৩

দেবেশ্বরগণ! আমার দ্বারা কথিত এই ব্রত তোমরা পালন কর, তাহা হইলে আমি থাকিতে তোমাদের সকলকে পরাভব বাধাবাধ করিতে পারিবে না ॥ ১৪

এই কথা বলিয়া শঙ্খ, চক্র ও গদাধারণকারী ভগবান্ বারাহরূপের অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ভগবান্ বারাহের এই অদ্ভুত চরিত্র দেখিয়া সমস্ত দেবগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা ভগবান্ বারাহকে নমস্কার করিয়া সেখান হইতে স্বর্গলোকে চলিয়া যাইলেন ॥ ১৫-১৬

অনন্তর দেবগণ সকলেই নিজেদের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন এবং সর্ব্বলোকের আধিপত্যে দেবরাজ ইন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইলেন ॥ ১৭

দানবগণের নিকট হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়া পৃথিবী প্রকৃতিস্থ (সুস্থ) হইলেন। পৃথিবীকে স্থির রাখিবার নিমিত্তে পর্ব্বতসমূহকে অপরাধী না করিয়া ভগবান দেবরাজ ইন্দ্র তাহাদিগকে নিজ নিজ স্থানে স্থাপিত করিয়া শত পর্ব্বযুক্ত বজ্রের দ্বারা তাহাদের সকলের পক্ষ যেন করিয়া দিলেন ॥ ১৮-১৯

বুদ্ধিমান ইন্দ্র যেই সময় সমস্ত পর্ব্বতেরই পক্ষ ছেদন করিলেন, একমাত্র মৈনাক পর্ব্বতই পক্ষধারী রহিল। দেবগণ তাহার সহিত এই শর্ত্ত করিলেন যে, সে যদি সমুদ্রে অবস্থান করে, তাহা হইলে তাহার পক্ষ ছেদন করা হইবে না ॥ ২০

মহাত্মা নারায়ণের এই বারাহনামক প্রাদুর্ভাব (অবতার) শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২১

নানা শ্রুতিসমূহের দ্বারা অনুমোদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের এই অভিমত যে, এই বারাহতত্ত্ব অপবিত্র, কৃতঘ্ন ও নৃশংস পুরুষের নিকট বর্ণনা করিবে না ॥ ২২

না ক্ষুদ্র, না নীচ, না গুরুদ্রোহী, না অশিষ্য এবং না কৃতঘ্ন ব্যক্তিকে এই তত্ত্বের উপদেশ করিবে ॥ ২৩

যে মানবগণ আয়ু, যশ, বুদ্ধি এবং ভগবান্ লাভ করিতে অভিলাষী, তাহাদের দেবগণের এই বিজয়-প্রদ কথা শ্রবণ করা উচিত ॥ ২৪

এই প্রসঙ্গ পুরাণ ও বেদসকলের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, ইহা কল্যাণকারী ও মহান্ মঙ্গলপ্রদ এবং সমস্ত প্রাণিসমূহের পবিত্রকারক ও তৎকালে বিজয় প্রদানকারী ॥ ২৫

এষ কৌনখ্য তবেন কথিতস্তপুপর্বণঃ
বারাহস্তু নৃপশ্রেষ্ঠ প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ ॥ ১৬
যে যজন্তি মখৈঃ পূর্বৈর্দেবতানি পিতৃনপি
আত্মানমাত্মনা নিত্যং বিষ্ণুমেব যজন্তি তে ॥ ১৭

লোকায়নায় ত্রিদশালয়ায়
বক্ষাংসি যাজ্ঞাকৃতবাসনায় ।
নারায়ণায়াত্মবিভিন্নতায়
মহাবরাহায় নমস্করু ॥ ১৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি বারাহপ্রাদুর্ভাবে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

নৃপশ্রেষ্ঠ ! কৌনখ্যনন্দন ! যাহারা বারাহের প্রাদুর্ভাবের এই কথা আমি ক্রমানুসারে ও যথাযথভাবে বর্ণনা করিলাম ॥ ১৬

যাঁহারা পবিত্র যজ্ঞসমূহের দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের যজন করেন এবং প্রতিদিন ইঁহাদের দ্বারা আত্মার চিন্তা করেন, তাঁহারা ভগবান বিষ্ণুরই আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ১৭

রাজন ! যিনি সম্পূর্ণ লোকসমূহের পতি, যেখানে দেবতাগণের আলয়, বেদসকলের প্রাদুর্ভাব স্থান, আকাশেই ব্রহ্মারও আলয় এবং নিজের ভিন্নের স্থান, সেই মহাবারাহরূপধারী ভগবানকে তুমি নমস্কার কর ॥ ১৮

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বারাহাবতারবিষয়ক চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ৷

[হিরণ্যকশিপোস্তপস্যা, বরপ্রাপ্তিঃ, অত্যাচারঃ, দেবেভ্যো ব্রহ্মণ আশ্বাসদানম, নরসিংহরূপং ধৃত্বা ভগবতো বিষ্ণোর্হিরণ্যকশিপোঃ সভায়াং গমনম, তস্য সংহারঃ বর্ণনঞ্চ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ

বারাহ এষ কথিতো নারসিংহমতঃ শৃণু
যত্র হত্বা মৃগেন্দ্রেণ হিরণ্যকশিপুর্হরিঃ ॥ ১
পুরা কৃতযুগে রাজন হিরণ্যকশিপুঃ প্রভুঃ
দৈত্যানামধিপুরুসত্তমঃ সুমহাতপাঃ ॥ ২
দশ বর্ষসহস্রাণি শতানি দশ পঞ্চ চ
জলবাসী সমভবৎ স্থানামৌনব্রতস্থিতঃ ॥ ৩
ততঃ শমদমাভ্যাঞ্চ তস্মাচ্চাপৈব চ
ব্রহ্মা প্রীতোঽভবত্তস্য তপসা নিয়মেন চ ॥ ৪

ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবান স্বয়মাগম্য তত্র চ
বিনায়নোর্কবর্ণেন হংসযুক্তেন ভাস্বতা ॥ ৫
আদিত্যৈর্বসুভিঃ সাধ্যৈরশ্বিভ্যাং দৈবতৈঃ সহ
রুদ্রৈর্বিশ্বসহায়ৈশ্চ যক্ষরক্ষঃকিন্নরৈঃ ॥ ৬
দিগ্ভিশ্চাথ বিদিগ্ভিশ্চ নদীভিঃ সাগরৈস্তথা
নক্ষত্রৈশ্চ মুহূর্তৈশ্চ খেচরৈশ্চ মহাগ্রহৈঃ ॥ ৭
দেবৈর্ঋষিভিঃ সাধ্যৈঃ সিদ্ধৈঃ পুণ্যজনৈস্তথা ।
রাজর্ষিভিঃ পুণ্যকৃদ্ভিঃ পবিত্রৈলোকসংগ্রহৈঃ ॥ ৮
চরাচরগুরুঃ শ্রীমান ব্রুতো দেবগণৈঃ সহ ।
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো দৈত্যায় বরমব্রবীৎ ॥ ৯

একচত্বারিংশ অধ্যায়

[হিরণ্যকশিপুর তপস্যা, বরপ্রাপ্তি ও অত্যাচার, দেবগণকে ব্রহ্মার আশ্বাসদান, নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর হিরণ্যকশিপুর সভায় গমন এবং তাহার সভার বর্ণন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! এই আমি বারাহ অবতারের কথা বলিলাম, এখন নরসিংহ অবতারের চরিত্র শ্রবণ কর, যাহাতে শ্রীভগবান্ (নর ও) সিংহের রূপ ধারণ করত হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ১

রাজন্ ! পূর্বকালে সত্যযুগের এই বৃত্তান্ত, দৈত্যগণের অধিপুরুষ প্রভাবশালী হিরণ্যকশিপু অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ২

তিনি ছাই মৌনব্রত ধারণ করত এগার হাজার পাঁচ শত বৎসর পর্যন্ত জলে বাস করিয়াছিলেন ॥ ৩

তদনন্তর তাঁহার শম (মনোনিগ্রহ), দম (ইন্দ্রিয় সংযম), ব্রহ্মচর্য, তপ ও নিয়মে ব্রহ্মা অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ৪

সমস্ত চরাচর প্রাণিগণের গুরু, ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শ্রীসম্পন্ন, বক্তৃ ভগবান ব্রহ্মা সূর্যতুল্য বর্ণবিশিষ্ট হংসযুক্ত (তেজস্বী বিমানের দ্বারা আদিত্য, বসু, সাধ্য, মরুদ্গণ, যেবতা, বিশ্বসহায়ক রুদ্র, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণ, বিষ্ণু ও বিভিন্নরূপ, নদী, সমুদ্র ও নক্ষত্রসকল, মুহূর্তের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ, আকাশচারী মহাগ্রহসকল, দেব, ব্রহ্মর্ষি, সিদ্ধ, সপ্তর্ষি, পুণ্যকর্মা রাজর্ষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা এবং অন্যান্য দেবসঙ্ঘগণের সহিত উঁহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে এই কথা বলিলেন ॥ ৫-৯

ব্রহ্মোবাচ

প্রীতোঽস্মি তব ভক্তস্য তপসানেন সুব্রত
বরং বরয় ভদ্রং তে যথেষ্টং কামমাপ্নুহি ॥ ১০

ততো হিরণ্যকশিপুঃ প্রীতাত্মা দানবোত্তমঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটঃ শ্রীমান্ বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ১১

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

ন দেবাসুরগন্ধর্বা ন যক্ষোরগরাক্ষসাঃ।
ন মানুষাঃ পিশাচাশ্চ নিঘ্নন্ত্যাং কথঞ্চন ॥ ১২

ঋষয়ো নৈব মাং ক্রুদ্ধাঃ সর্বলোকপিতামহ
শপেযুস্তপসা যুক্তা বর এষ বৃতো ময়া ॥ ১৩

ন শস্ত্রেণ ন চাস্ত্রেণ গিরিণা পাদপেন চ।
ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ স্যাত্ত্বাং চাহং যে বধঃ ॥ ১৪

ন স্বর্গেঽপ্যথ পাতালে নাকাশে নাবনিস্থলে
ন চাভ্যন্তরতো নাত্রাদ্যো চাপ্যন্যে মে বধঃ ॥ ১৫

পাণিপ্রহারযৈকেন সঙ্কৃত্যবলবাহনম্
যো মাং নাশয়িতা শক্তঃ স মে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ১৬

ব্রহ্মা বলিলেন,—ইত্যং ব্রতপালনকারী দৈত্যরাজ! তুমি আমার ভক্ত, তোমার এই তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি তোমার মঙ্গল হউক, তুমি কোনও বর প্রার্থনা কর এবং মনোবাঞ্ছিত বস্তু লাভ কর। ১০

এই কথা শ্রবণ করিয়া দানবরাজ শ্রীমান্ হিরণ্যকশিপু হৃদয়ে প্রীতিলাভ করিলেন, তিনি তখন যুক্তকরে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া এই কথা বলিলেন। ১১

হিরণ্যকশিপু বলিলেন,—ভগবন্! দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস, মনুষ্য ও পিশাচ—ইহাদের মধ্যে কেহই যেন আমাকে বধ করিতে না পারে। ১২

সর্বলোকপিতামহ! তপস্যা দ্বারা কুপিত হইয়া ঋষিগণ যেন আমাকে অভিশাপ প্রদান করিতে না পারেন, এই বর আমি প্রার্থনা করিলাম। ১৩

না শস্ত্রে, না অস্ত্রে, না পর্বতে, না বৃক্ষে, না শুষ্কে, না আর্দ্রে (স্থলিত পদার্থে) এবং না কোন অন্য অস্ত্রে যেন আমার মৃত্যু হয়। ১৪

না স্বর্গে, না পাতালে, না আকাশে, না ভূমিতে, না রাত্রিতে, না দিবসে এবং না কোন অন্য নিমিত্তে যেন আমার বধ হয়। ১৫

যিনি তুমা সৈন্য ও বাহনসকলের সহিত আমাকে এক হস্ত প্রহারের দ্বারা বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই যেন আমার মৃত্যু-স্বরূপ হন। ১৬

আমিই সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, জল, আকাশ, নক্ষত্র ও দশ দিক্ হইতে পারি। ১৭

আমিই কাম, ক্রোধ, যজ্ঞ, ধন, ইন্দ্র, বৈবাস্বত কুবের, যক্ষ ও কিম্পুরুষদের অধিপতি হইতে পারি। ১৮

সর্বলোকপিতামহ! দেবেশ্বর! মহাসমরে দিব্য অস্ত্রসমূহ মূর্তিমান্ হইয়া আমার নিকট যেরূপ আসিয়া উপস্থিত হয়। ১৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—তাত! এই সব দিব্য ও অদ্ভুত বর আমি তোমাকে প্রদান করিলাম। বৎস! সমস্ত কামনাপ্রদানকারী এই সব দুর্লভ বর মানব-লোকের পক্ষে অলভ্য। কিন্তু তপোবলে তোমার প্রাপ্তি হইল। অতএব ইচ্ছানুযায়ী তুমি সমস্ত কাম্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপ কথা বলিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা আজ্ঞানুসারে ব্রহ্মর্ষিগণ-সেবিত তাঁর বৈরাজ নামক ব্রহ্মধামে গমন করিলেন। ২১

হিরণ্যকশিপুর বরদান লাভের সংবাদ শুনিয়াই দেবতা, নাগ, গন্ধর্ব ও মুনিগণ ব্রহ্মার সেবায় উপস্থিত হইলেন। ২২

দেবগণ বলিলেন,—ভগবন্! এই বরের প্রভাবে উদ্ভত

ভবান্ হি সর্বভূতানামাদিকর্তা স্বয়ম্প্রভুঃ।
স্রষ্টা চ ব্যক্তবর্যানামব্যক্তপ্রকৃতির্ভবঃ ॥ ১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সর্বলোকহিতা বাক্যা শ্রুত্বা দেবঃ প্রজাপতিঃ
আশ্বাসয়ামাস সুরান্ স শীতৈর্বচনামৃতৈঃ। ১৫
অবশ্যং ত্রিদশাস্তেন প্রাপ্তব্যং তপসঃ ফলম্।
তপসোঽন্তে স ভগবান্ বধং বিষ্ণুঃ করিষ্যতি ॥ ১৬

এতচ্ছ্রুত্বা সুরাঃ সর্বে বাক্যং পঙ্কজজন্মনঃ।
যানি স্থানানি দিব্যানি প্রতিজগ্মুর্মুদান্বিতাঃ ॥ ১৭

লব্ধমাত্রে বরে তস্মিন সর্গঃ সোঽবর্ধত প্রজাঃ
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো বরদানেন গর্বিতঃ ॥ ১৮

আক্রম্যেমু মুনীন্ সর্বান্ ব্রহ্মণান্ সংশিতব্রতান্
সত্যধর্মরতান্ দান্তান্ বর্ধমানঃ স বীর্যবান্ ॥ ১৯

দেবাংস্ত্রিভুবনস্থাংশ্চ পরাজিত্য মহাসুরঃ
ত্রৈলোক্যং বশমানীয় স্বর্গে বসতি দানবঃ। ৩০
যদা বরমদোন্মত্তঃ স দৈত্যঃ কালধর্মণা
বজ্রিণাবরুরোধৈনান দেবতানপায়জ্যিনঃ ॥ ৩১

তদাদিত্যাশ্চ সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ বসবস্তথা।
রুদ্রা দেবগণা যক্ষা দেবদ্বিজনমস্কৃতঃ ॥ ৩২
শরণ্যং শরণং বিষ্ণুমুপতস্থুর্মহাবলম্
দেবা দেবময়ং যজ্ঞং ব্রহ্মদেবং সনাতনম্ ॥ ৩৩
তুষ্টুবুস্তবাং তথিন্নাং প্রজানোদনমন্ধসম্।

দেবা ঊচুঃ

নারায়ণ মহাভাগ দেব ত্বাং শরণং গতাঃ ॥ ৩৪
ত্বং হি নঃ পরমো ধাতা ত্বং হি নঃ পরমো গুরুঃ
ত্বং হি নঃ পরমো দেবো ব্রহ্মণ্যানাং সুরোত্তম ॥ ৩৫
ত্বং পদ্মনালপত্রাক্ষ শত্রুপক্ষক্ষয়ংকরঃ
ক্ষয়ায় দিতিবংশস্য ত্বমেনং প্রভো নাশয় ॥ ৩৬
ত্রায়স্ব ত্বমি দৈত্যেভ্যস্ত্রিলোকেশিন্ প্রভো
বিষ্ণবেতি।
ভয়াৎ ত্রাতুমমরা ভক্ত্যা ত্বাং বরদেশ্বরম্ ॥ ৩৭
তস্যৈব ত্রিদিবং দেবাঃ পরিত্যজ্য ভয়ং মা চিরম্
এষ তে ভগবান্ দৈত্যো বরদানেন গর্বিতঃ ॥ ৩৮
অবধ্যমমরেন্দ্রাণাং দানবেন্দ্রং নিহন্যতাম্

হইয়া এই অসুর ত্রিলোকপতি আমাদিগকে অত্যন্ত কষ্টদান করিবে; অতএব আমাদের উপর সম্পূর্ণ তুষ্ট এবং তাঁহার বধের কোন উপায় চিন্তা করুন; কারণ, আপনিই সমস্ত ভূতগণের আদিস্রষ্টা, ব্যক্ত প্রভাবশালী, ব্যক্ত-অব্যক্তের নির্ণায়ক এবং অব্যক্ত প্রকৃতি ও প্রভবরূপ ॥ ২৩-২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দেবতাগণের এই লোক-হিতকারী বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ প্রজাপতি তাঁহার সুশীতল অমৃতবচনসমূহের দ্বারা সেই সব দেবতাগণকে আশ্বাসদান করিতে করিতে বলিলেন ॥ ২৫

দেবগণ! সেই অসুরের তপস্যার ফল অবশ্যই লাভ হইবে। ফলভোগের দ্বারা যখন তপস্যা শেষ হইয়া যাইবে, তখন সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু এই দৈত্যকে বধ করিবেন ॥ ২৬

ভগবান্ নারায়ণের নাভিকমল হইতে জন্মগ্রহণকারী ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত দেবগণ প্রসন্ন হইয়া নিজ নিজ দিব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৭

সেই বরলাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দৈত্য হিরণ্যকশিপু সমস্ত প্রজাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার বরলাভে তাঁহার দর্প বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ২৮

এই পরাক্রমী দৈত্য বিভিন্ন আশ্রমসমূহে যাইয়া ঔরোধ ব্রত পালনকারী, জিতেন্দ্রিয় ও সত্য ধর্মের রত সমস্ত ঋষি ও ব্রাহ্মণদিগকে ভয়ঙ্কর ভিরস্কার করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

ত্রিভুবনে বাসকারী সমস্ত দেবতা গণকে পরাজিত করিয়া ত্রিলোকের রাজা নিজের অধিকারে এনিয়া এই মহাসুর দানব রাজ হিরণ্যকশিপু স্বর্গলোকে বাস করিতে লাগিলেন ॥৩০

যখন বরের মদে উন্মত্ত হইয়া ও কাল সংযোগে প্রেরিত হইয়া অসুর হিরণ্যকশিপু দৈত্যগণকে যজ্ঞভাগের অধিকারী করিয়া দিলেন এবং দেবতাদিগকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলেন, তখন আদিত্য, সাধ্য, বিশ্বেদেব, বসু গণ, দেবগণ, যক্ষ, দেবতা, দ্বিজ ও মহর্ষিগণ সকল অমরবৃন্দের সেই মহাবল ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাগ্রহণ করিলেন। যিনি দেবা প্রকাশমান দিব্য বিগ্রহধারী) সর্বদেবস্বরূপ, যজ্ঞপুরুষ, সনাতন ব্রহ্মদেব, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ও ভবিষ্যদ্রূপ এবং প্রজাগণের দ্বারা অভিবন্দিত ॥ ৩১-৩৩॥

দেবগণ বলিলেন,—হে ভক্ত নারায়ণদেব! আমরা আপনার শরণাগ্রহণ করিয়াছি। আপনিই আমাদের পরম ধাতা (ধারণ-পোষণকারী) এবং আপনিই আমাদের পরম গুরু। সুরশ্রেষ্ঠ! আপনিই ব্রহ্মাদি দেবতা আমাদেরও পরম দেবতা ॥ ৩৪-৩৫

নির্মল পদ্মদল-সদৃশ নয়নবিশিষ্ট নারায়ণ! আপনি শত্রুপক্ষের ভয়দায়ক প্রভো! আপনি দৈত্যবংশের বিনাশ

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্ত্বা স ভগবান্ বিসৃজ্য ত্রিদিবৌকসঃ। ৩৯
যযৌ সপ্তপ্রিয়া তু হিরণ্যকশিপোঃ প্রভুঃ।
সোঽচিরেণৈব কালেন হিমবৎপার্শ্বমাগতঃ ॥ ৪০
কিং নু রূপং সমাস্থায় নিহন্যেমং মহাসুরম্।
যৎসিদ্ধিতরয়া স্যাদ্ ধ্রুবায় বিবুধাধিপঃ ॥ ৪১
অনুৎপন্নং ততশ্চক্রে সোঽন্তান্তং রূপমাত্মনঃ।
নারসিংহমনাধৃষ্যং দৈত্যদানবরক্ষসাম্ ॥ ৪২
সহায়ত্বং মহাবাহুর্জগ্রাহোদ্ধারমেব চ
অথোদ্ধারসহায়োঽসৌ ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥ ৪৩
হিরণ্যকশিপোঃ স্থানং জগাম প্রভুরীশ্বরঃ
তেজসা ভাস্করাকারঃ কান্ত্যা চন্দ্র ইবাপরঃ ॥ ৪৪
নরস্য কৃত্বাঽঽত্মভুঃ সিংহস্যাঙ্কত্বমুত্তমম্ বিভুঃ।
নারসিংহেন বপুষা পাণিনা সংস্পৃশন্ পাণিনা ॥ ৪৫

ও আখ্যানের বক্তার জন্য ১৫৯ টীকার ৪টম শ্লোক দ্রষ্টব্য। ভগবন্! আপনি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করুন এবং তাহার অত্যাচার হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৩৯।

ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন,—অমরগণ! তোমরা শীঘ্র স্থান ত্যাগ কর, আমি তোমাদের অভীষ্টসাধন করিতেছি। দেবগণ! তোমরা পুনরায় শীঘ্রই পূর্ব্বের ন্যায় স্বর্গলোকে অধিকার প্রাপ্ত হইবে। ৩৭।

এই আমি বরদানে গর্ব্বিত, দেবেশ্বরগণের অথবা ও মানব ভাবে সেই হিরণ্যকশিপুকে তাহার সহায়কগণের সহিত বধ করিব। ৩৮।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এরূপ কথা বলিয়া সর্ব্বসমর্থ ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া (বিদায় দিয়া) এবং স্বয়ং হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার সঙ্কল্প করিয়া অল্পকালের মধ্যেই হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বে আগমন করিলেন। ৩৯-৪০

সেখানে আসিয়া তিনি চিন্তা করিলেন—আমি কি রূপ ধারণ করিয়া সেই মহাসুরকে বধ করিব, যাহা এই দেবদ্রোহীর বধের সিদ্ধিকারক হইবে? ৪১

ভগবান্ তিনি পূর্ব্বে যাহা উৎপন্ন হয় নাই, এরূপ অত্যন্ত বিলক্ষণ নরসিংহরূপ ধারণ করিলেন। এই রূপ দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণের পক্ষে অজেয় ছিল। ৪২

ইহার পর মহাবাহু শ্রীহরি ওঙ্কারকে নিজের সহায়ক করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন। ওঙ্কারসহায় হইয়া এই সর্ব্বসমর্থ অবিনাশী পরমেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর স্থানে গমন করিলেন। তখন তিনি তেজে সূর্য্যের সদৃশ ও কান্তিতে দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন। ৪৩-৪৪

এই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর অর্দ্ধ নরের মনুষ্যের এবং অর্দ্ধ শরীর সিংহের সদৃশ করিয়া এক হস্তের দ্বারা অন্য হস্ত স্পর্শ করত (অথবা রসাতলে স্থাপিত নরসিংহ নগরের মুক্ত হইয়া হিরণ্যকশিপুর সেই বিষ্ণু, রমণীয়, মনোরম, সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ভোগসমূহে যুক্ত ও পরম উজ্জ্বল দিব্য সভা দেখিতে পাইলেন। ৪৫-৪৮

সেই সভা-ভবন লম্বায় বেত্র শত যোজন এবং চওড়ায় এক শত যোজন ছিল। ইহার উচ্চতা পাঁচ যোজন ছিল। ইহা আকাশেই স্থিত ছিল এবং সভাসদ্‌গণের ইচ্ছানুসারে যত্র তত্র গমন করিত। ৪৭

ইহার মধ্যে বার্দ্ধক্য, শোক ও ক্লান্তি—এই সব দোষের প্রবেশ ছিল না। ইহা অনিল, শিব (সুখ) ও সুস্থর ছিল। ইহার মধ্যে বহু সুন্দর আসন সজ্জিত ছিল। এই রমণীয় সভা নিজ তেজে অগ্নির সমান তপ্তলিত হইতেছিল। ৪৮

ইহার মধ্যে জলাশয় নির্ম্মিত ছিল। সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মা এই সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা জল-পুষ্পপ্রফুল্লা দিব্য রত্নময় বৃক্ষসমূহে সুশোভিত ছিল। ৪৯

ইহার অভ্যন্তরভাগে বিতানে (চাঁদোয়ার) নীল, পীত, কৃষ্ণ, শ্যাম, শ্বেত ও রক্তবর্ণের বস্ত্রের লাগান ছিল এবং উহাতে

ন ক্ষুৎপিপাসে ন গ্লানিং প্রাপ্যা তাং প্রাপ্তবন্তি হি
নানারত্নৈর্বিরচিতা বিচিত্রৈরুত্তিতাম্বরৈঃ ॥ ৪৫
তস্তৈর্মণিময়ৈর্দিব্যৈঃ শাশ্বতী চাক্ষতা চ সা
অতিচক্রুক্ষ সূর্যাক্ষ পাবকক্ষ ব্যরাজত ॥ ৫৪
দীপাতে নাকপৃষ্ঠস্থা তদেপ্সন্তীব ভাস্করম্।
সর্বে চ কামাঃ প্রচুরা যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ ॥ ৫৫
রসবন্তঃ প্রকৃতাস্তত্র উক্তাস্তোজাঃ তথাক্ষয়াঃ।
পুণ্যগন্ধাঃ প্রজন্তত্র নিত্যপুষ্পফলদ্রুমাঃ ॥ ৫৬
উক্তে শীতানি তোয়ানি শীতে চোক্তানি সন্তি যে
পুষ্পিতাগ্র্যলতাশাখান্ প্রবালাকুরধারিণঃ ॥ ৫৭
লতাবিতানসাহস্রান্ সরিৎসু চ সরঃসু চ
মনোহরাংশ্চ বিবিধান্ দদর্শ স তদা প্রভুঃ ॥ ৫৮
দ্রুতান্ বহবিধাংস্তত্র মৃগেন্দ্রো দদৃশে দ্রুতম্

গন্ধবন্তি চ পুষ্পাণি রসবন্তি ফলানি চ ॥ ৫৯
তানি শীতানি তোয়ানি তত্র তত্র সরাংসি চ।
অপশ্যৎ সর্বতীর্থানি সপ্তানাং শতশো বিভুঃ ॥ ৬০
নলিনৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ শতপত্রৈঃ সুপুষ্কিতৈঃ।
হংসৈঃ কুরবরৈর্নীলৈঃ কুররৈশ্চ সসারসৈঃ ॥ ৬১
সকাদম্বৈর্ভরদ্বাজৈশ্চক্রবাকৈঃ সুসংপ্রিয়ৈঃ।
কাদম্বৈশ্চক্রবাকৈশ্চ সারসৈঃ কুররৈরপি ॥ ৬২
বিমলস্ফটিকাভানি পাণ্ডুরাণ্যমলানি চ।
কলহংসোপশোভানি সারিকাস্তিকতানি চ ॥ ৬৩
সন্তবন্তঃ শুভাস্তত্র পুষ্পাভরণধারিণীঃ
দৃষ্টবান্ পারদাগ্র্যেষু নানাপুষ্পধরা লতাঃ ॥ ৬৪
কেতকাগ্রৈঃ কৃতসলাঃ পুন্নাগতিলকাঞ্জনাঃ।
চূতা নীপা নাগপুষ্পাঃ কন্দলকুলবা বরাঃ ॥ ৬৫

ওম্ (ওঙ্)। মুলাদর্শ ছিল। ইহার সহিত সত্ত সত্ত মন্ত্রটিও উদ্ধার ছিল ॥ ৫০

বহুমূল্য আসনসমূহে মুক্ত এবং হেতে যেন গুপ্তলিত এই সভা আকাশে শ্বেতবর্ণের মেঘের ন্যায় দেখাইতেছিল ও জলে সন্তরণকারী বিশাল নৌকার ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ৫২

এই সভা বিশেষ সৌন্দর্যে সুশোভিতা ছিল এবং অতিশয় দীপ্তিতে প্রকাশিতা হইতেছিল, নিজের দিব্য সুগন্ধে মনকে মোহিত করিতেছিল। এখানে না শীত ছিল ও না উষ্ণতা ছিল এবং এখানে না শীত অনুভব হইত ও না উষ্ণতা গরম ভাব জনিত ঘাম বাহির হইত ॥ ৫২

এই সভায় উপস্থিত হইয়া সমস্তগণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও গ্লানির অনুভব করিতেন না। ইহা নানারত্নবিনির্মিত, বিচিত্র, অত্যন্ত প্রকাশমান ও দিব্য মণিময় ভূষণসমূহে নির্মিত হইয়াছিল, সৌন্দর্যশালিনী ও সুন্দরা ছিল। চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি হইতেও অধিক তেজোরাশিতে মুক্ত ছিল এবং নিজের প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছিল ॥ ৫৩-৫৪

স্বর্গের পৃষ্ঠভাগে স্থিত হইয়া এই সভা সূর্যদেবকে যেন তিরস্কৃত করিতে করিতে তীব্র দীপ্তিতে প্রকাশিত হইতেছিল, এবং দিব্য ও মানব সর্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু সেখানে প্রচুর মাত্রায় উপলব্ধ হইত ॥ ৫৫

রসাল পদার্থ অধিক মাত্রায় সুলভ ছিল। অক্ষয় তক্তা ও তোজ্য পদার্থ সেখানে সদা প্রস্তুত থাকিত। পবিত্র গন্ধযুক্ত পুষ্পহার সেখানে সতত বিদ্যমান থাকিত এবং নিত্য পুষ্প ও ফলপ্রদ বৃক্ষসমূহ সেখানে সদা বিরাজমান ছিল ॥ ৫৬

সেখানে গ্রীষ্মকালে শীতল জল ও শীতকালে গরম জল সদা সুলভ ছিল। সেই সময় সভাস্থ সুন্দরী দেখিলেন যে, সেখানে নদী ও সরোবরসমূহের তীরে বিবিধ প্রকার মনোহর বহু বৃক্ষ শোভা পাইতেছে, ইহাদের শাখাসমূহের অগ্রভাগ জলসকলের তীরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। এই সব বৃক্ষ বিশাল শাখাসমূহে সুশোভিত ছিল, সব সময় পল্লব অঙ্কুরিত ছিল এবং বিস্তৃত লতা-বল্লীর বিস্তারে আচ্ছাদিত ছিল। ইহাদের পুষ্পে মনোহর গন্ধ ও ফলে স্বাদিষ্ট রস ছিল ॥ ৫৭-৫১

এই সভায় তখনও যত সত্ত সত্ত শীতল জল, সরোবর এবং সমস্ত তীর্থসকল দর্শন করিলেন ॥ ৬০

এই সব সরোবর নলিন, পুণ্ডরীক ও শতদলনামক সুখস্থিত পদ্মসমূহে সুশোভিত ছিল, রক্ত ও নীল পদ্ম এবং কুমুদসমূহে এই সব সরোবর পূর্ণ ছিল ॥ ৬১

এই সব সরোবরে নিজ নিজ প্রিয়তমার সহিত বার্তালাপ-নিরত দেবপ্রিয় হংস, কারণ্ড, কলহংস, চক্রবাক, সারস ও কুররাদি পক্ষীরা কলরব করিতেছে ॥ ৬২

এই সব সরোবর নির্মল স্ফটিক মণি সদৃশ জলে পূর্ণ ছিল। এই সবে শ্বেতবর্ণ অতিশয় পদ্ম শোভা পাইতেছে। কলহংসগণের শীত ও সারিকাগণের কলরব সেখানে শুরুরিত হইতেছিল ॥ ৬৩

সেখানে বৃক্ষসকলের শাখাসমূহে ও শীর্ষসমূহে শুবর্ণ নানাপ্রকার পুষ্প এবং মঞ্জরীযুক্ত সুন্দর সুস্থিত লতা সমূহ বিস্তৃত থাকিতে দর্শন করিলেন ॥ ৬৪

এই সভাবনে কেতক, মনোরঞ্জক চন্দন, পুন্নাগ, নাগকেশর তিলক, অঞ্জন, জাতি, নীপ, নাগপুষ্প, কন্দল, বকুল এবং

প্রিয়ঙ্গুপাটলীবৃক্ষাঃ শাল্মলাঃ সরিতস্তকাঃ।
শালাস্তালাঃ প্রিয়ালাশ্চ চম্পকাশ্চ মনোরমাঃ ॥৬৬
তথা চাম্রে বারাজন্ত সভায়াং পুষ্পিতা দ্রুমাঃ।
কৈরুমাশ্চ দ্রুমানীকা দাবাগ্নিদলিতপ্রভাঃ ॥ ৬৭
তরুবরাঃ সুশাখাশ্চ বহুতালসমুচ্ছ্রয়াঃ।
অজ্ঞনাশোকবর্ণাভা ভান্তি বহুলকা দ্রুমাঃ ॥ ৬৮
বরণা বৎসনাভাশ্চ পনসাশ্চন্দনৈঃ সহ
নীলাঃ সুরনমশ্চৈব পীতায়াশ্বত্থিন্দুকাঃ ॥ ৬৯
প্রাচীনামলকা লোধ্রা মল্লিকা ভদ্রদারবঃ
আম্রাতকাস্তথা জম্বুলকুচাঃ শৈলবালুকাঃ ॥ ৭০
সর্জার্জুনাঃ কদম্বাশ্চ পতঙ্গাঃ কুটজাস্তথা
রক্তাঃ কুরবকাশ্চৈব নীপাশ্চ শকতিঃ সহ ॥ ৭১
কদম্বাশ্চৈব তথা শ্চ সাড়িমীবীজপূরকাঃ

কালীয়কা দ্রুকূলাশ্চ হিজবস্তৈলপর্ণিকাঃ ॥ ৭২
খর্জুরা নারিকেলাশ্চ পূগরম্ভা হরীতকী।
মধূকাঃ সপ্তপর্ণাশ্চ বিল্বাঃ পারাবতাস্তথা ॥৭৩
পনসাশ্চ তমালাশ্চ নানাগুল্মলতাবৃতাঃ
লতাশ্চ বিবিধাকারাঃ পত্রপুষ্পফলোপগাঃ ॥ ৭৪
এতে চান্যে চ বহবস্তত্র কাননজা দ্রুমাঃ।
নানাপুষ্পফলোপেতা বসন্তস্ত সমন্ততঃ ॥ ৭৫
চকোরাঃ শতপত্রাশ্চ মত্তকোকিলসারিকাঃ।
পুষ্পিতান্ ফলিতাংশ্চাপি সম্পতন্তি মহাদ্রুমান্ ॥ ৭৬
রক্তগ্রীবাস্তথা শুক্লাস্তত্র পারাবতপ্রভা দ্বিজাঃ
পরস্পরমবৈক্ষন্ত প্রহৃষ্টা জীবজীবকাঃ ॥ ৭৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
নরসিংহে। বলকর্মণি —সভাবর্ণনে
একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

প্রিয়ঙ্গু, পাটল, শাল্মলী, সরিতক, শাল, তাল, প্রিয়াল, চম্পক ও অন্য মনোরম পুষ্পিত বৃক্ষসকল শোভা পাইতেছিল ॥ ৬৬-৬৮॥

মুক্তার বৃক্ষসমূহ বিভিন্নের অঙ্গ-কান্তিতে প্রভাত মনে হইতেছিল, যেন দাবানলের শিখা জ্বলিতেছে। মুক্তার ভঙ্গ ও শাখাবিশিষ্ট বহুলসংজ্ঞক বৃক্ষসকল সেস্থানে শোভা পাইতেছে। এই সব বৃক্ষের উচ্চতা বহু তাল বৃক্ষের সমান ছিল। ইহাদের আভা অর্জুন ও অশোকের সমান প্রভাত হইতেছিল ॥৬৭-৬৮

বরণ, বৎসনাভ, কাঁঠাল, চন্দন, নীল, সুরনম, পীত, অশ্ব অশ্বত্থ, ইন্দুক, প্রাচীন আমলক, লোধ্র, মল্লিক, ভদ্রদারু, আম্রাতক (আমড়া), জম্বু, লকুচ, বৈলবালুক, সর্জ (রাল), অর্জুন, কদম্বক, পতঙ্গ, কুটজ, রক্ত কুরবক, নীপ, অযক, কদম্ব, তথা, দাড়িম, মাতুলুঙ্গক (বেল), কালীয়ক, দ্রুকূল, হিন্তু, তৈলপর্ণিক, খর্জুর, নারিকেল, পুগরম্ভা, হরীতকী, মধূক, সপ্তপর্ণ, বিল্ব, পারাবত, কাঁঠাল নারিকেল তুল্য ও লতা-সমূহে পরিবৃত তমাল, পত্র, পুষ্প ও ফলসমূহে বৃক্ষ বিবিধ বল্লরী —এই সব বৃক্ষ এবং আরও নানাবিধ ফল ও পুষ্পসমূহে পূর্ণ বাসন্তপ্রভাবের বহু বনজ বৃক্ষ সেস্থানে সর্বদিকে শোভা পাইতেছে ॥ ৬৯-৭৫

সেস্থানে পুষ্পিত ও ফলযুক্ত নানাশোভিত বিশাল বৃক্ষ-সকলের উপর চকোর, শতপত্র, মত্ত কোকিল ও সারিকাদি পক্ষীরা দলে দলে উড়িয়া আসিয়া বসিতেছিল ॥ ৭৬

বৃক্ষসমূহের অগ্রভাগে উপবিষ্ট রক্ত, শ্বেত ও ধূসর বর্ণের পক্ষিগণ এবং জীবজীবক পক্ষিগণ সেস্থানে হৃষ্টচিত্তে পরস্পরকে দেখিতেছিল ॥ ৭৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে নরসিংহাবতারপ্রসঙ্গে হিরণ্যকশিপুর সভাবর্ণনবিষয়ক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

(ভগবতা নরসিংহেন দেব-গন্ধর্ব্বাপ্সরো-দৈত্যৈঃ সেবিতস্য হিরণ্যকশিপোর্নিরীক্ষণম্ ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ

তস্যাং সভায়াং দৈত্যেন্দ্রো হিরণ্যকশিপুঃ প্রভুঃ।
আসীন আসনে দিব্যে নবদাত্রে প্রমাণতঃ ॥ ১

দিব্যাকরনিভে রম্যে দিব্যাস্তরণসংবৃতে
রত্নাঢ্যে মুহিরং রাজন্ অলংকাঞ্চনকুণ্ডলঃ ॥ ২

তস্য দৈত্যাপতের্মন্দঃ বিরজস্কঃ সমন্ততঃ।
দিব্যগন্ধবহস্তত্র মারুতঃ সুমধো বহৌ ॥ ৩

তত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা গন্ধৈরপ্সরসাং বৃতাঃ
দিব্যতালেন দিব্যানি জগুর্গীতানি গায়নাঃ ॥ ৪

দিব্যাচী সহজন্যা চ প্রহ্লোচেতাভিবিশ্রুতা।
দিব্যা চ সৌরভেয়া চ সমীচী পুঞ্জিকস্থলা ॥ ৫

মিশ্রকেশী চ রম্ভা চ চিত্রসেনা শুচিস্মিতা
চারুনেত্রা বৃতাচী চ মেনকা চোর্ব্বশী তথা ॥ ৬

এতাঃ সর্বপ্রশস্তাস্যা নৃত্তগীতবিশারদাঃ
উপতিষ্ঠন্তি রাজানং হিরণ্যকশিপুং তদা ॥ ৭

হিরণ্যকশিপুস্তত্র বিচিত্রাম্বরধারণঃ।
স্রগ্বিভূষৈঃ পরিবৃতস্তেজো জ্বলিতকুণ্ডলঃ ॥ ৮

তত্রাসীনঃ মহাবাহুঃ হিরণ্যকশিপুঃ প্রভুম্
উপাসন্তি দিতেঃ পুত্রাঃ সর্বে লব্ধবরাঃ পুরা ॥ ৯

বলির্বৈরোচনস্তত্র নরকঃ পৃথিবীজয়ঃ
প্রহ্লাদো বিপ্রচিত্তিশ্চ গবিষ্ঠশ্চ মহাসুরঃ ॥ ১০

চন্দ্রহন্তা ক্রোধহন্তা সুমনাঃ সুমতিঃ ঘৃণিঃ।
ষট্টোদরো মহাপার্শ্বঃ ক্রথনঃ পিঠরস্তথা ॥ ১১

বিশ্বরূপশ্চ রূপশ্চ বিরূপশ্চ মহাহনুঃ
দশগ্রীবশ্চ বালী চ মেঘবাসা মহাবলঃ ॥ ১২

কটাভো বিকটাভশ্চ সংত্রাসশ্চণ্ডতাপনঃ
দৈতাদানবসঙ্ঘাশ্চ সর্বে জ্বলিতকুণ্ডলাঃ ॥ ১৩

প্রত্যেকো বাহ্নিনঃ সর্বে সর্বে শুচিব্রতাস্তাঃ।
সর্বে লব্ধবরাঃ শূরা সর্বে বিগতমন্যবঃ ॥ ১৪

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

(ভগবান্ নরসিংহকর্তৃক দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও দৈত্যগণ কর্তৃক সেবিত হিরণ্যকশিপুকে নিরীক্ষণ।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই সভায় প্রভাবশালী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু চারুরূপ পরিমিত লম্বা এক দিব্য সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন ॥ ১

রাজন্! এই রমণীয় সিংহাসন সূর্য্যসদৃশ তীব্র প্রভায় উদ্ভাসিত ছিল এবং দিব্য আস্তরণে আবৃত ছিল। উহাতে সর্ব্বকাল ধরিয়া উপবিষ্ট হিরণ্যকশিপু অতিশয় শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহার কর্ণযুগে তখন সূর্য্যের ন্যায় দুইটি কুণ্ডল নিজ দীপ্তিতে যেন উদ্ভাসিত হইতেছিল ॥ ২

দিব্য গন্ধবাহী বায়ু সেখানে সর্ব্বদিক্ দিয়া দৈত্যরাজের সম্মুখে আসিয়া মন্দ গতিতে প্রবাহিত হইতেছিল। ইহাতে অগ্নিমাত্রও ধূমিকতা ছিল না ॥ ৩

সেখানে দেবতা ও অপ্সরাগিণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গন্ধর্ব্বগণ গান্ধরূপে দিব্য তালের সহিত দিব্য গীতসমূহ গান করিতে ছিলেন ॥ ৪

দিব্যাচী, সহজন্যা, প্রহ্লোচা, দিব্যা, সৌরভেয়ী, সমীচী, পুঞ্জিকস্থলা, মিশ্রকেশী, রম্ভা, চিত্রসেনা, শুচিস্মিতা, চারুনেত্রা, বৃতাচী, মেনকা ও উর্ব্বশী—ইঁহারা এবং নৃত্য-গীতে কুশল সহস্র সহস্র অন্য অপ্সরাগণ সেই সময় রাজা হিরণ্যকশিপুর সেবায় উপস্থিত ছিলেন ॥ ৫-৭

সেই সভায় বিচিত্র বস্ত্রাভরণে বিভূষিত, উজ্জ্বল কুণ্ডলে মণ্ডিত এবং সপ্ত স্রগ্‌বলে পরিবেষ্টিত হিরণ্যকশিপু অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ৮

সেখানে উপবিষ্ট প্রভাবশালী মহাবাহু হিরণ্যকশিপুর সেবায় সেই সব দৈত্যগণ উপস্থিত ছিল, যাহারা পূর্ব্বেই বরলাভ করিয়াছিল ॥ ৯

বিরোচনপুত্র বলি, পৃথিবীবিজয়ী নরক, প্রহ্লাদ, বিপ্রচিত্তি, মহাসুর গবিষ্ঠ, চন্দ্রহন্তা, ক্রোধহন্তা, সুমনা, সুমতি, ঘৃণি, ষটোদর, মহাপার্শ্ব, ক্রথন, পিঠর, বিশ্বরূপ, রূপ, মহাহনুধারী বিরূপ, দশগ্রীব, বালী, মেঘবাসা, মহাবল, কটাভ, বিকটাভ, সংত্রাস ও ইতরতাপনাদি দৈত্যগণ এবং দানবদিগের সেই সমস্ত সমূহ; যে সব দানব প্রজ্বলিত কান্তিবিশিষ্ট কুণ্ডলসমূহে অলঙ্কৃত, পুষ্পমালাধারী, উত্তম বক্তা, যাহারা সকলেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছে, যত্নবান হইয়াছে, শৌর্য্যশালী বীর ছিল এবং যাহারা বৃত্রাসুর নিবারণ করিয়াছিল ইহারা ও অন্যান্য

এতে চান্যে চ বহবো হিরণ্যকশিপুং প্রভুম্।
উপাসন্তে মহাত্মানং সর্ব্বে দিব্যাপরিচ্ছদাঃ ॥ ১৫
বিদ্যাবৈরিবিরোধ্রৌদ্র্যাজমানৈরিবাচ্ছিতিঃ।
প্রথিতো দৃষ্টবরো য স্তি চাস্যাস্তি হেলয়া ॥ ১৬
বিচিত্রাভরণে.পেতা বিচিত্রবসনাস্তথা।
বিচিত্রশস্ত্রকবচা বিচিত্রঅঙ্গধারণাঃ ॥ ১৭
মহেন্দ্রচাপসঙ্কাশৈবিচিত্রৈরঙ্গদৈর্বরৈঃ
ভূষিতাস্তা দিতেঃ পুত্রাস্তত্রস্থাশ্চন্তি নিত্যশঃ ॥ ১৮
তস্যাং সভায়াং দিব্যায়ামনুয়াঃ পর্ব্বতোপমাঃ।
হিরণ্যমুকুটাঃ সর্ব্বে দিব্যকরমপ্রভাঃ ॥ ১৯

যত্র দৈত্যা বীরবর দিব্য পরিচ্ছদে বৃত হইয়া প্রভাবশালী মহাত্মা হিরণ্যকশিপুর উপাসনা করিতেছিল ॥ ১০-১৫

ইহারা নানাপ্রকার যেই ও যজ্ঞ প্রভাবে প্রকাশিত বিমান-সমূহের দ্বারা অমরলোকে মহাত্মাদের করিতেছিল এবং পুষ্পহার ও আভূষণ ধারণ করত সুখে স্থিত ছিল ॥ ১৬

ইহারা বিচিত্র আভরণ ও বিচিত্র বস্ত্র ধারণ করিয়াছিল এবং বিচিত্র অস্ত্র, কবচ, অঙ্গ ও ধারণ করিয়া সুশোভিত ছিল ॥ ১৭

ইন্দ্রধনুসদৃশ বিচিত্র বর্ণযুক্ত শ্রেষ্ঠ অঙ্গদসমূহে নিজেদের বাহুসকল বিভূষিত করিয়া উপস্থিত দৈত্যগণ প্রতিদিন হিরণ্য-কশিপুর উপাসনা করিতেছিল ॥ ১৮

সেই দিব্য সভায় উপস্থিত সেই সব পর্ব্বতাকার অনুচরগণ

কনকমণিবিচিত্রবেদিকায়া-
মুপরিতরবৃক্ষসংস্তরীষিকায়াম্।
স ন্যষদ মৃগাধিপঃ সভায়াং
সুকৃতিনরত্নগবাক্ষসংবৃতায়াম্ ॥ ২০
কনকবিমলহারভূষিতাঙ্গঃ
দিতিতনয়ঃ স মৃগাধিপো ন্যষদ্।
দিনকরকরপ্রতাপসন্ত-
মনুচরসংপ্রগণৈর্নিষেব্যমাণম্ ॥ ২১
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
নারসিংহে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮২

হস্তকে ধর্ম্মের দ্বারই ধারণ করিয়া সূর্য্যের সমান প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ১৯

যেখানে ধর্ম্ম ও মনিদমূহের বিচিত্র বস্ত্র দেখা নিশ্চিত ছিল, যাহার প্রতি বীথিকায়, অলিন্দগুলিতে সুন্দর বস্ত্র সজ্জিত ছিল এবং যাহা অতিশয় রমণীয় হস্তিদন্তে নির্ম্মিত গবাক্ষ (জানালা)-সমূহে আবৃত ছিল, এরূপ সভাতে ভগবান্ নরসিংহদেব শ্রীহার অঙ্গ ধর্ম্মের নির্ম্মল হারে বিভূষিত ছিল, যাঁহার প্রভা সূর্য্যকিরণ-তুল্য উদ্ভাসিত হইতেছিল, যাঁহাকে প্রজাগণ বেষ্টিত হইয়া মনে হইতেছিল এবং যাঁহাকে সহস্র অনুচরগণ সেবা করিতেছিল, সেই দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপুকে নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ২০-২১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে নরসিংহাবতার প্রসঙ্গে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[নরসিংহবিগ্রহে প্রহ্লাদেন সম্পূর্ণত্রিলোক্যা বর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো দৃষ্ট্বা মহাবাহুঃ কালচক্রমিবাগতম্।
নারসিংহবপুষ্মন্তং তমগ্নিমিবানলম্ ॥ ১
বিকুর্ব্বিতসটং তস্য নারসিংহস্য ভারত।
রূপৌদার্য্যং যতো তত্র সংপ্রশংসিগ্রহিতম্ ॥ ২

অব্রো রূপবিধং চিত্রং শঙ্খচক্রেন্দুসন্নিভম্।
অব্রুবন্ দানবাঃ সর্ব্বে হিরণ্যকশিপুস্তদা সঃ ॥ ৩
এবং হি ব্রুবতাং তেষাং নির্দ্দহন্নাং মহাত্মনাম্।
নারসিংহেন চক্রুর্ত্যাং চোদিতঃ কালবর্ষ্মণা ॥ ৪

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[নরসিংহ-বিগ্রহে প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ ত্রিলোকের বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তখনতর তত্রাত্রাজিত অগ্নির ন্যায় নরসিংহ শরীরে আবির্ভূত মহাবাহু ভগবান্ বিষ্ণুকে সেস্থানে কালচক্রের সদৃশ উপস্থিত দেখিয়া সমস্ত দানবগণ ও হিরণ্যকশিপু সকলকে বলিতে লাগিলেন,—অরে! শঙ্খ, কৃষ্ণ

ও চন্দ্রসদৃশ বিচিত্র এবং মনোহর এক রূপ দেখা যাইতেছে। ভারত! ভগবান্ নরসিংহের মুখের ও কণ্ঠের রোমাবলি বিলক্ষণভাবে কুঞ্চিত ছিল। ইহার রূপ সৌন্দর্য্য সহসা চন্দ্রতুল্য প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ১-৩

ভগবান্ নরসিংহরূপী ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত ও তাঁহার নেত্রাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইতে হইতে সেই বিশালকায় দানবগণ

হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রঃ প্রহ্লাদো নাম বীর্যবান্
দিব্যেন চক্ষুষা সিংহমপশ্যদ্দেবমাগতম্ ॥ ৩

তং দৃষ্ট্বা রুদ্ধমৈলাভমপূর্বং তনুমাস্থিতম্
বিস্মিতা দানবাঃ সর্বে হিরণ্যকশিপুস্তদা ॥ ৬

প্রহ্লাদ উবাচ

মহারাজ মহাবাহো দৈত্যানামাদিসম্ভব।
ন জ্ঞাতা নৈব দৃষ্টেয়ং নারসিংহমিদং বপুঃ ॥ ৭
অব্যক্তপ্রভবা দিব্যা কিমিদং রূপমদ্ভুতম্।
দৈত্যান্তকরণং ঘোরং শংসতীব মনাংসি নঃ ॥ ৮
অন্তঃ দেবাঃ শরীরস্থাঃ সাগরাঃ সরিতস্তথা
হিমবান্ পারিযাত্রশ্চ যে চাত্রে কুলপর্বতাঃ ॥ ৯
চন্দ্রমাঃ সহ নক্ষত্রৈস্তিষ্যাশ্বিন্যৌ তথা
ধনদো বরুণশ্চৈব যমঃ শক্রঃ শচীপতিঃ ॥ ১০
মরুতো দেবগন্ধর্বা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ।
নাগা যক্ষাঃ পিশাচাশ্চ রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ ॥ ১১
রুদ্রদেবঃ পশুপতির্দীপ্তাস্যঃ বিভাতি বৈ।
স্থাবরাণি চ ভূতানি জঙ্গমানি তথৈব চ ॥ ১২
ভবাংশ্চ সহিতো দৈত্যৈঃ সর্বৈরেতৈস্তথৈব তৈঃ।
বিমানশতসঙ্কীর্ণা তথা নাদ্যুরঞ্জসা ॥ ১৩
সর্বং ত্রিভুবনং রাজন্ লোকধর্মশ্চ শাশ্বতঃ।
দৃশ্যতে নারসিংহেঽস্মিন্ সংক্ষেপো বিমলা জগৎ ॥ ১৪
প্রজাপতিশ্চতুর্বক্ত্রো মনুর্বরাঙ্গনা
প্রধানঃ সোমশ্চ মহী নভশ্চ।
উৎপাতকালশ্চ ধৃতিঃ স্মৃতিশ্চ
রজশ্চ সত্ত্বঞ্চ তপো দমশ্চ ॥ ১৫
সনৎকুমারশ্চ মহাদ্যুতাবো
বিশ্বে চ দেবাশ্চসাধ্যাশ্চ সর্বে।
ক্রোধশ্চ কামশ্চ তথৈব হর্ষো
দর্পশ্চ মোহঃ পিতরশ্চ সর্বে ॥ ১৬
ইত্যেবমুক্ত্বা স চ দৈত্যরাজ-
হিরণ্যনামনমবিস্ময়েন।
মহো চ দৈত্যেশ্বরপুত্র উগ্র-
মহামতিঃ কিঞ্চিদধোমুখঃ প্রাক্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি প্রহ্লাদবাক্যে নারসিংহে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

যখন পরমেশ্বর পূর্বোক্ত রূপ ধারণপূর্বক সেই সমস্ত হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদনামক পরাক্রমশালী দৈত্য সেস্থানে উপস্থিত নরসিংহরূপধারীকে দিব্য দৃষ্টিতে দর্শন করিলেন। ৩-৫

তখন পর্বতের ন্যায় অপূর্ব শরীর ধারণকারী ভগবান নরসিংহকে দর্শন করিয়া সমস্ত দানবগণ ও হিরণ্যকশিপু বিস্মিত হইলেন। ৬

সেই সময় প্রহ্লাদ বলিলেন,—মহারাজ! মহাবাহো! দৈত্যগণের আদিসম্ভব (পূর্বপুরুষ)! আমি একণ নরসিংহ রূপ কখনও দেখি নাই এবং শুনিও নাই। ৭

যাহার উৎপত্তির কারণ অব্যক্ত, এতাদৃশ এই দিব্য অদ্ভুত রূপ কি? আমার মন যেন এরূপ বলিতেছে, ইনি দৈত্যগণের বিনাশকারী কোনও ভয়ঙ্কর ভূত হইবেন। ৮

ইহার শরীরে সমস্ত দেবতা, সমুদ্র ও নদীসকলকে দেখা যাইতেছে এবং হিমবান্, পারিযাত্র ও অন্যান্য যে সব কুল পর্বত আছে, এসমস্তও ইহার মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ৯

নক্ষত্রসমূহের সহিত চন্দ্র, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, সূর্য, বরুণ, যম, শচীপতি ইন্দ্র, মরুদ্গণ দেবতা, গন্ধর্ব, উপদেব মুনি, নাগ, যক্ষ, পিশাচ ও ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী রাক্ষসগণ, ব্রহ্মা এবং ভগবান্ পশুপতি (শিব)—ইহারা সকলে ইহার শরীরে দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। ১০-১২

স্থাবর ও জঙ্গম ভূতগণ, সমস্ত দৈত্যদিগের দ্বারা পরিবৃত আপনার সহিত আপনি এই আশ্চর্যময় সমস্ত ত্রিভুবন এবং সনাতন লোক ধর্ম—এ সমুদয়ই এই নরসিংহ-বিগ্রহে যেন এক ভাবে দেখা যাইতেছে, যেরূপ মহান্ দর্পণের সমান নির্মল চন্দ্রমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলে এই সম্পূর্ণ জগৎ দৃষ্টিগোচর হয়। ১৩-১৪

এই নরসিংহ-বিগ্রহে প্রজাপতি, মহাত্মা মনু, ব্রহ্ম, সোম, পৃথিবী, আকাশ, উৎপাতকাল, ধৃতি, স্মৃতি, রজোগুণ, সত্ত্বগুণ এবং ইন্দ্রিয়সংযম—এ সমস্তই দেখা যাইতেছে। ১৫

মহাদ্যুতি সনৎকুমার, বিশ্বে দেবগণ, সমস্ত অপ্সরাগণ, কাম, ক্রোধ, হর্ষ, দর্প, মোহ ও সমস্ত পিতৃগণও ইহার মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। ১৬

দৈত্যরাজের পুত্র পরম বুদ্ধিমান্ প্রহ্লাদ কোনরূপ বিস্মিত না হইয়াই সেই উগ্র দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে এই কথা বলিয়া নিজের মুখ কিছু অধোমুখী করত পূর্বদিকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ১৭

ইহার লক্ষণে অবতার কবিতেছেন ইহা দেখা যাইতেছে। ১০-১১;

স্থাবর ও জঙ্গম ভূতগণ, সমস্ত দৈত্যদিগের দ্বারা পরিবৃত আমাদের সহিত আপনি এই আশ্চর্যময় সমস্ত ত্রিভুবন এবং সনাতন লোক ধর্ম—এ সমুদয়ই এই নরসিংহ-বিগ্রহে সেই ভাবে দেখা যাইতেছে, যেরূপ মহান্ দর্পণের সমান নির্মল চন্দ্রমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলে এই সম্পূর্ণ জগৎ দৃষ্টিগোচর হয়। ১৩-১৪

এই নরসিংহ-বিগ্রহে প্রজাপতি, মহাত্মা মনু, ব্রহ্ম, সোম, পৃথিবী, আকাশ, উৎপাতকাল, ধৃতি, স্মৃতি, রজোগুণ, সত্ত্বগুণ এবং ইন্দ্রিয়সংযম—এ সমুদয়ই দেখা যাইতেছে। ১৫

মহাদ্যুতি সনৎকুমার, বিশ্বে দেবগণ, সমস্ত অপ্সরাগণ, কাম, ক্রোধ, হর্ষ, দর্প, মোহ ও সমস্ত পিতৃগণও ইহার মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। ১৬

দৈত্যরাজের পুত্র পরম বুদ্ধিমান্ প্রহ্লাদ কোনরূপ বিস্মিত না হইয়াই সেই উগ্র দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে এই কথা বলিয়া নিজের মুখ কিছু অধোমুখী করত পূর্বদিকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ১৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে নরসিংহাবতারপ্রসঙ্গে প্রহ্লাদের বাক্যবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দৈত্যৈর্হিরণ্যকশিপুনা চ ভগবতো নরসিংহস্যোপরি নানাবিধানাময়াণাং নিক্ষেপঃ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

প্রহ্লাদস্য চ তদ্ভক্ত্যা হিরণ্যকশিপুর্নৃপঃ।
উবাচ দানবান্ সর্ব্বান্ সমাহূয় গণাধিপঃ ॥ ১

মৃগেন্দ্রো নৃহতাং শীঘ্রমপূর্ব্বাং তনুমাস্থিতঃ।
যদি বা সংশয়ঃ কশ্চিদ্‌দ্রবধ্বাতাঃ বনগোচরঃ ॥ ২

তদ্ভূত্বা দানবাঃ সর্ব্বে মৃগেন্দ্রং ভীমবিক্রমম্।
পরিক্ষিপন্তো মুদিতাস্ত্রাসয়ামাসুরোজসা ॥ ৩

সিংহনাদং নদিত্বা তু পুনঃ সিংহো মহাবলঃ।
বভঞ্জ তাং সভাং তস্যাঃ ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ ॥ ৪

সভায়াং ভজ্যমানায়াং হিরণ্যকশিপুঃ স্বয়ম্
চিক্ষেপাস্ত্রাণি সিংহস্য রোষব্যাকুললোচনঃ ॥ ৫

সর্ব্বাস্ত্রাণাময় শ্রেষ্ঠঃ দণ্ডাস্ত্রঃ সুভৈরবম্
কালচক্রং তথাত্যুগ্রং বিষ্ণুচক্রং তথৈব চ ॥ ৬

ধর্ম্মচক্রং মহাচক্রমতিঃ নাম নামতঃ
চক্রনেমিস্তথা ঘোরমৃষিচক্রং তথৈব চ ॥ ৭

পৈত্তাস্ত্রং তথা চক্রং ত্রৈলোক্যমহিতঞ্চনম্।
বিচিত্রমশনীং চৈব শুষ্কার্দ্রং চাশনিদ্বয়ম্ ॥ ৮

রৌদ্রং তদুগ্রং শূলঞ্চ কঙ্কালং মুসলং তথা।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরশ্চৈব ব্রাহ্মমস্ত্রং তথৈব চ ॥ ৯

ঐষীকমস্ত্রমৈন্দ্রঞ্চ আগ্নেয়ং শৈশিরং তথা।
বায়ব্যং মথনং নাম কাপালমথ কিঙ্করম্ ॥ ১০

তথা চাপ্রতিমাং শক্তিং কৌমোদস্ত্রং তথৈব চ।
অস্ত্রং হয়শিরশ্চৈব সৌম্যমস্ত্রং তথৈব চ ॥ ১১

পৈশাচমস্ত্রমমিতং সার্পাস্ত্রং তথাদ্ভুতম্।
মোহনং শোষণং চৈব সন্তাপনবিলাপনে ॥ ১২

জৃম্ভণং প্রাপণং চৈব স্বাপ্তং চৈব সুদারুণম্।
কালমুদ্গরমস্ত্রঞ্চোগ্রং ক্রোধনং তু মহাবলম্ ॥ ১৩

সংবর্ত্তনং নোহনঞ্চ তথা মাদাবং পরম্।
গান্ধর্ব্বমস্ত্রং দয়িতমসিতস্তম্ভনং তথা ॥ ১৪

প্রস্বাপনং প্রমথনং বারুণং চাসুমুত্তমম্
অস্ত্রং পাশুপতং চৈব যস্যাপ্রতিহতা গতিঃ ॥ ১৫

দৈত্যগণ ও হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক ভগবান নরসিংহের উপর নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! প্রহ্লাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া, দৈত্যগণের অধিপতি হিরণ্যকশিপু বলসমূহের সহিত সমস্ত দানবগণকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

দৈত্যগণ! অপূর্ব্ব শরীর ধারণ করিয়া, উপস্থিত এই ভয়ঙ্করী মৃগেন্দ্র (সিংহ)-কে শীঘ্র তোমরা ধর অথবা যদি কোনও সংশয় (প্রাণসঙ্কট) উপস্থিত হয়, তবে ইহাকে বধ কর ॥ ২

এই আদেশ শ্রবণ করিয়া, আনন্দিত সেই সমস্ত দানবগণ সেই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী মৃগেন্দ্রের উপর নানাপ্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সন্ত্রাসিত করিতে লাগিল ॥ ৩

তখন সেই মহাবল সিংহ মুখবিস্তারকারী কালের ন্যায় বারম্বার সিংহনাদ করত সেই রমণীয় সভাভবনকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ॥ ৪

সভাভবন ভগ্ন হইতে থাকিলে হিরণ্যকশিপুর নয়ন রোষে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, অতএব তিনি মহান্ সিংহের উপর নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫

সমস্ত অস্ত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে দণ্ডাস্ত্র ভয়ঙ্কর দণ্ডাস্ত্র, তাহাও নিক্ষেপ করিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি অত্যন্ত উগ্র কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, ধর্ম্মচক্র, মহাচক্র, অতিশয় ঘোর ঐন্দ্রচক্র, ঋষিচক্র, রুদ্রচক্র, যাহার ধর্ম্ম শত্রু ভিন্ন লোকেই ভূরি ভূরি প্রশংসিত, সেই, বিচিত্র অশনি, শুষ্ক ও আর্দ্র দুই প্রকার অশনি, ভয়ানক রৌদ্রাস্ত্র—শূল, কঙ্কাল, মুসল, ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, ঐষীকাস্ত্র, ঐন্দ্রাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, শৈশিরাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, মথনাস্ত্র, কপালাস্ত্র, কিঙ্করাস্ত্র, অপ্রতিম শক্তি, কৌমোদাস্ত্র, হয়শিরাস্ত্র, সৌম্যাস্ত্র, অনুপম পৈশাচাস্ত্র, অদ্ভুত সর্পাস্ত্র, মোহনাস্ত্র, শোষণাস্ত্র, সন্তাপনাস্ত্র, বিলাপনাস্ত্র, জৃম্ভণাস্ত্র, প্রাপণাস্ত্র, অত্যন্ত দারুণ স্বাপ্তাস্ত্র, অক্রোধা কালমুদ্গর, মহাবল ক্রোধনাস্ত্র, সংবর্ত্তনাস্ত্র, সম্মোহনাস্ত্র, মাদাবাস্ত্র, চিত্ত মাতঙ্গকারী, অতিশয় নম্রকর, প্রস্বাপনাস্ত্র, প্রমথনাস্ত্র, উত্তম বারুণাস্ত্র এবং যাহার গতি কোথাও প্রতিহত হয় না, এরূপ পাশুপতাস্ত্র—এই সব অস্ত্র সেই সময় হিরণ্যকশিপু ভগবান নরসিংহের উপর

এতাস্তস্ত্রাণি সর্বাণি হিরণ্যকশিপুস্তদা।
চিক্ষেপ নারসিংহে তু দীপ্তজ্বালোর্ধ্বমূর্ধজে ॥ ১৬
অক্রৈঃ প্রজ্বলিতৈঃ সিংহমাবৃণোদসুরাধিপঃ।
বিবৃদ্ধান্ বর্ষসময়ে হিমবত্তনিবাংস্ততঃ ॥ ১৭
স জ্বলদ্ভির্বিনোদ্ভূতো দৈত্যানাং সৈন্যসাগরঃ।
ক্ষণেনা প্লাবয়ন্ সিংহং নৈনাকমিব সাগরঃ ॥ ১৮
প্রাসৈঃ পাশৈস্তথা শূলৈর্গদাভির্মুসলৈস্তথা।
বজ্রৈরশনিকল্পৈশ্চ শিলাভিশ্চ মহাস্ত্রৈঃ ॥ ১৯
মুদ্গরৈঃ কূটপাশৈশ্চ শূলৈলগুডপর্বতৈঃ।
শক্তয়ীভিশ্চ দীপ্তাভির্দীপ্তৈরপি সুদারুণৈঃ ॥ ২০
পরিবার্য সমন্তাত্তু নিঘ্নন্তৈর্হরিভিস্তদা
যত্নমপ্যস্য ন ক্ষুণ্ণমভূচ্চ মহাত্মনঃ ॥ ২১
তে দানবাঃ পাণিগৃহীতশস্ত্রা
মহেন্দ্রবজ্রাশনিতুল্যবেগাঃ।
সমন্ততোঽভ্যুদ্যতবাহুশস্ত্রাঃ
স্থিতাস্ত্রিশীর্ষৈরিব পন্নগেন্দ্রাঃ ॥ ২২

সুবর্ণমালাকুলকূবরাভা
নানামদাম্ভোগপিনদ্ধগাত্রাঃ।
মুক্তাবলীদামবিভূষিতাঙ্গা
হংসা ইবাভান্তি বিশালপক্ষাঃ ॥ ২৩
তেষাং তু বায়ুপ্রতিমৌজসাং বৈ
কেয়ূরমালাবলয়োৎকটানি
তাম্রাম্বুমালাজ্বলিতো বিভান্তি
প্রভাতসূর্যাঃ ইব সপ্রভাণি ॥ ২৪
তৈঃ প্রক্ষিপদ্ভির্মহিতাবলেপৈঃ
মহাস্ত্রপূগৈঃ স সমাবৃতো বভৌ
গিরির্যথা সন্ততবর্ষিভির্দৈঃ
কৃতাম্বুকল্পোঽভূতকন্দরশ্চ ॥ ২৫
তৈর্বজ্রমানোঽপি মহাদ্রিকল্পৈঃ
সুরেন্দ্রজো দৈত্যগণৈঃ সমেতৈঃ।
নাকম্পতাঙ্গৈ ভগবান্ প্রতাপবান্
স্থিতঃ প্রকৃত্যা হিমবানিবাচলঃ ॥ ২৬

পর্যায়ক্রমে নিক্ষেপ করিলেন, ইহাতে মনে হইল—তিনি যেন প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দান করিতেছেন। ৮-১৫

অসুরেন্দ্রের হিরণ্যকশিপু হইতে প্রজ্বলিত অস্ত্রসমূহের দ্বারা সেইভাবে ভগবান্ নরসিংহকে আচ্ছাদিত করিলেন, যেরূপ গ্রীষ্মকালে ভগবান্ সূর্যদেব নিজ কিরণসমূহে হিমালয়কে আচ্ছাদিত করিয়া থাকেন। ১৭

দৈত্যগণের সৈন্যরূপী সমুদ্র ক্রোধরূপী ও দুর বেগে উদ্বেলিত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যেই ভগবান্ নরসিংহকে সেইভাবে আচ্ছাদিত করিয়া দিল, যেরূপ সাগর নৈনাকপর্বতকে নিজ জলে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। ১৮

প্রাস, পাশ, শূল, গদা, মুসল, বজ্র, অশনি, শিলা, বড় বড় বৃক্ষ, মুদ্গর, কূটপাশ, শূল, উদ্যত পর্বত, প্রজ্বলিত শক্তয়ী ও অন্যান্য ভয়ঙ্কর অস্ত্রসমূহের দ্বারা দৈত্যগণ তাঁহাকে সর্বদিকে পরিবৃত করিয়া প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু সেই সময় সেই তেজস্বী মহাত্মা নরসিংহের শরীরের অতি অল্পভাগও ক্ষত-বিক্ষত হইল না। ১৯-২১

সেই দানবগণ নিজেদের হস্তে শস্ত্র ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল। ইহাদের সকলের বেগ ইন্দ্রের বজ্র ও অশনির তুল্য ছিল। ইহারা সকলে চারিদিকে অস্ত্র ধারণ করত উদ্যত বাহুকে উপরে উঠাইয়া রাখিয়াছিল, সেইজন্য ইহারা তিনটি ফণাবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ সর্পগণের ন্যায় মনে হইতেছিল। ২২

ইহাদের অঙ্গ স্বর্ণমালাসমূহে বিভূষিত ছিল, নানাপ্রকারের অঙ্গরাগি আঙ্গরাগকল ইহাদের বিভিন্ন অঙ্গে সজ্জিত ছিল এবং মুক্তাবলিমালা ইহাদের সমস্ত অঙ্গের শোভাবর্ধন করিতেছিল। এরূপ অবস্থায় এই দৈত্যগণ বিশাল পক্ষযুক্ত হংসদলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ২৩

বায়ুতুল্য বলশালী এই সব দৈত্যগণের উত্তম অঙ্গ কেয়ূর, হার ও বলয়াদি নানা আভরণে অলঙ্কৃত থাকিয়া প্রভাতকালের সূর্যের কিরণ-সদৃশ কান্তিমান্ ও শোভাসম্পন্ন হইতেছিল। ২৪

যেরূপ নিরন্তর বর্ষণশীল ঘন মেঘমণ্ডলের দ্বারা পর্বতের অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং তাহার গুহা ও বৃক্ষসকল অদৃশ্য রূপ ধারণ করে, সেইরূপ নিজের উপর নিক্ষিপ্ত প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ তেজস্বী মহাস্ত্রসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া ভগবান্ নরসিংহ অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অদৃশ্য প্রতীত হইতে হইতে লাগিলেন। ২৫

সেই সময় সংঘবদ্ধ দৈত্যগণ একত্র হইয়া মহাস্ত্রসমূহের দ্বারা তাঁহার উপর আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু এই প্রতাপশালী ভগবান্ নরসিংহ তথাপি সেই যুদ্ধস্থলে কম্পিত হইলেন না। তিনি স্বভাবতই হিমালয় পর্বতের ন্যায় অবিচলিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ২৬

সন্ত্রাসিতাস্তে নরসিংহরূপিণা
নিতে: মুহু: প বকরাক্ষসস্তদা
তয়াদ্ বিভেদুঃ পবনাহতা যথা
মহোল্লসাঃ সাগরবারিসঞ্চয়াঃ ॥ ২৭

শতৈর্বৃতিভিঃ সুমহাভিরোগা
যুগান্তকালপ্রতিমাহরেরথান্
একায়নস্থা যুযুধুর্নৃসিংহং
মহাসুরাঃ ক্রোধবিদীপিতাত্মাঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমন্নারায়ণীয়ে বিলভাগে ভবিষ্যপর্ব্বণি নারসিংহে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

বৃদ্ধিপ্রাপ্তমায়ী ভগবানের তেজ দর্শিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল, ইহার দ্বারা মহাসিন্ধু ভৈরবরবে ব্যাকুল হইয়া উঠিল; উহাতে মনে হইল—তাহার ও চন্দ্রমা সহিত সমস্ত জগৎ যেন গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ২৬

এই মহাসুরগণ ভগবান কেশবালী ছিল, উহাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে যেন জ্বলিতেছিল, অতএব উহারা বহু বপুপ্রমাণ দূরে একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সেই নৃসিংহদেবের উপর চতুর্দ্দিকহইতে অগ্নিসদৃশ তেজস্বী বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ২৮

শ্রীমহাভারতে বিলভাগে ভবিষ্যপর্ব্বে নরসিংহাবতারবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

বৈশম্পায়ন কর্ত্তৃক প্রযুক্ত-নারায়ণাস্ত্র নিষ্ফলতাবর্ণন

বৈশম্পায়ন উবাচ

বরাঃ বরমুখাশ্চৈব মকরাশ্চৈবিনামনঃ
ঐরাবতগমুখাশ্চাস্তে বরাহবদনাস্তথা। ১
বালসূর্য্যমুখশ্চৈব ধূম্রকেতুমুখস্তথা
চন্দ্রার্দ্ধচন্দ্রবক্ত্রাশ্চ প্রাণ্যঙ্গ দ্বিমুখ স্তথা ২
গোসকুটবক্ত্রাশ্চ ব্যাদিতাস্যা ভয়ানকাঃ
পঞ্চাস্যা লেলিহানাশ্চ কাকগৃধ্রমুখ স্তথা
বিদ্যাজিহ্বাস্ত্রিশীর্ষাশ্চ তথৈবাম্রিতাননাঃ।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

[বৈশম্পায়নের দ্বারা কৃত অস্ত্রপ্রহার ও প্রযুক্তমায়ার নিষ্ফলত্ববর্ণন

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখনে ৬৫ সেই দানবগণের মধ্যে কিছু দানব বৃষ্টিমান ছিল এবং কিছু দানবের মুখ বর্ণভের মুখের তুল্য ছিল। কিছু দানবের মুখ মকর ও কিছু দানবের মুখ বিহঙ্গের সদৃশ ছিল। কিছু দানবের মুখ বৃক এবং কিছু দানবের মুখ শূকরতুল্য ছিল। ১

কিছু দানবের মুখ প্রাতঃকালের সূর্য্যের ন্যায় অরুণ কান্তিতে সুশোভিত ছিল। কিছু দানব বৃহৎকুক্কুর সদৃশ মুখবিশিষ্ট ছিল। কিছু দানবের মুখ পূর্ণচন্দ্রতুল্য কিছু দানবের মুখ অর্দ্ধচন্দ্রতুল্য এবং কিছু দানবের মুখ অগ্নিতুল্য ছিল। ২

কাহারও মুখ হাঙ্গরসদৃশ ও কাহারও মুখ কুম্ভসদৃশ ছিল। বহু দৈত্যের মুখ ব্যাদিত। বিস্তারিত ছিল এবং তাহারা ভয়ানক দেখাইতেছিল। কাহারও মুখ পাঁচটি ছিল এবং কেহ কেহ নিজেদের মস্তাগ্রাবনিভাস্যাশ্চ দানবা বলদর্পিতাঃ। ৪

কৈলাসবপুষস্তস্য শরীরে শরদৃষ্টয়ে
অবধ্যস্য মৃগেন্দ্রস্য ন বাধাং চক্রুরাহবে। ৫

এবং ভূতাঃ সুবলবান্ ঘোরানস্মভয়ানকান্ দানবান্ সরান্।
মৃগেন্দ্রস্যোরসি ক্রুদ্ধা নিপেতুস্তস্য ইবোরগাঃ। ৬

তে দানবশরা ঘোরা মৃগেন্দ্রোরসি সংগতাঃ।
বিলয়ং জগ্মুরাকাশে খদ্যোতা ইব পর্ব্বতে ৭

লম্বলম্বী জিহ্বার দ্বারা ওষ্ঠের চাটিতেছিল এবং বহু দৈত্যের মুখ ভাল ও শকুনির মুখের ন্যায় ছিল। ৩

তাহাদের জিহ্বা বিড়ালের ন্যায় চঞ্চল হইতেছিল। কাহারও তিনটি মস্তক ছিল। কাহারও উল্লুকের ন্যায় মুখবিশিষ্ট ছিল এবং বলদর্পে বহু দানব মহাগ্রাহ (বিশাল হিংস্র জন্তু) তুল্য ছিল অথবা মহাগ্রাহসদৃশ মুখবিশিষ্ট ছিল। ৪

ভগবান্ নরসিংহের শ্রীবিগ্রহ কৈলাসপর্ব্বতের সদৃশ উজ্জ্বল ছিল। তিনি সর্ব্বথা অবধ্য ছিলেন, অতএব তাঁহার দেহে দৈত্যদানবকর্ত্তৃক যুদ্ধবর্ষণ অল্পমাত্রও পীড়া উৎপন্ন করিতে পারিত না। ৫

এইভাবে ভয়ানকাকৃতি সর্পগণের ন্যায় ক্রুদ্ধ দানবেরা ভগবান্ নরসিংহের বক্ষে পুনরায় অস্ত্র প্রহার বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ৬

ভগবান্ নরসিংহের উপর নিক্ষিপ্ত দানবগণের সেই সব প্রহার বাণসমূহ সর্ব্বতোভাবে অনুপযুক্ত জোনাকী পোকাসকলের ন্যায় আকাশেই বিলীন হইয়া যাইত। ৭

তত্তশ্চক্রাণি দিব্যানি দৈত্যাঃ ক্রোধসমন্বিতাঃ
মৃগেন্দ্রায়াক্ষিপন্ত্যাশু প্রজ্বলন্তীব সর্পণঃ ॥ ৮
তৈরসৌদ্ গগনং চক্রৈঃ সম্পতদ্ভিঃ সমাবৃতম্
যুগান্তে সম্প্রকাশদ্ভিশ্চন্দ্রসূর্যাগ্রহৈরিব ॥ ৯
তানি চক্রাণি বদনং প্রবিশন্তি বিশন্তি বৈ
মেঘোদরন্তরোঃ ঘোরাঃ চন্দ্রসূর্যপ্রভা ইব ॥ ১০
তানি চক্রাণি সর্বাণি মৃগেন্দ্রেণ মহাত্মনা ।
নির্গীর্ণানি প্রদীপ্তানি পাবকার্চিঃসমানি বৈ ॥ ১১
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো দৃষ্টঃ প্রাগ্জন্মুজিতাম্ ।
শক্তিং প্রজ্বলিতাং ঘোরাং হুতাশনসমপ্রভাম্ ॥ ১২
তামাপতন্তীং সম্প্রেক্ষ্য মৃগেন্দ্রঃ শক্তিমুত্তমাম্
হুঙ্কারেণৈব রৌদ্রেণ বভঞ্জ ভগবাংস্তদা ॥ ১৩

সরাজ তয়া সা শক্তির্মৃগেন্দ্রেণ মহীতলে
সবিস্ফুলিঙ্গা জ্বলিতা মহোল্কেব নভশ্চ্যুতা ॥ ১৪

নারাচপ্রভৃতিঃ সিংহস্ত্বষ্টা তেজে বিসৃজতঃ ।
নীলোৎপলপলাশাভাঃ বালেবোজ্জ্বলদর্শনা ॥ ১৫
লজ্জিতা তু যথাকামং বিক্রমা চ যথাসুখম্ ।
তং সৈন্যমুৎসারিতবাংস্তদা মারুতঃ ॥ ১৬
ততোঽস্যবর্ষং দৈত্যেন্দ্রা বাসজন্ত নভোগতাঃ ।
নগমাত্রৈঃ শিলাখণ্ডৈর্গিরিকূটৈর্তাপ্রতৈঃ ॥ ১৭
তদস্যবর্ষং সিংহস্ত গাত্রে নিপতিতং বহু
দিশো দশ প্রকীর্ণং হি খদ্যোতপ্রকরো যথা ॥ ১৮
তদস্যৌষৈর্দিতিসুতাস্তদা সিংহমবিস্মিতম্
প্রাচ্ছাদয়ন্ যথা মেঘা ধারাভিরিব পর্বতম্ ॥ ১৯
ন চ তং চালয়ামাসুস্তৈস্তোয়া ।বমারুতম্
ভীমবেগা বলশ্রেষ্ঠঃ সমুদ্রা ইব পর্বতম্ ॥ ১০
ততোঽস্যবর্ষে নিহতে জলবর্ষমনন্তরম্
ধারাভিরুক্ষমাণাভিঃ প্রাদুরাসীৎ সমন্ততঃ ॥ ১১

যখন ক্রোধসহকারে দৈত্যগণ সেই নরসিংহদেবের উপর অগ্নিসদৃশ দিব্য চক্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল, সে সব চক্র যখন সর্ব্বদিকেই প্রজ্বলিত ছিল ॥ ৮

নিক্ষিপ্ত সেই সব চক্রের দ্বারা পরিবৃত হইয়া আকাশ প্রলয়কালে প্রকাশিত বহু চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহসমূহের দ্বারা পরিবৃত বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ৯

সেই চক্রসকল ভগবান্ নরসিংহের মুখে প্রবিষ্ট হইয়া যাইল এবং সেই সময় মেঘমণ্ডলের উদরস্থ ভয়ঙ্কর ঘোর প্রবিষ্ট চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় বিলেষভাবে শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১০

মহারাজ নরসিংহ ভারপর অগ্নিশিখাসদৃশ প্রজ্বলিত সেই সব চক্রকে গিলিয়া ফেলিলেন ॥ ১১

তখন দৈত্য হিরণ্যকশিপু পুনরায় প্রজ্বলিত অগ্নিজ্বালা প্রতাবৃক্তা এক প্রবল ও ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১২

সেই উত্তম শক্তিকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া ভগবান্ নরসিংহ ভয়ঙ্কর হুঙ্কার দ্বারাই তাহাকে খণ্ডখণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন ॥ ১৩

ভগবান্ নরসিংহ কর্তৃক ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত শক্তি অস্ত্রাঘাত হইতে পতিত স্ফুলিঙ্গের সহিত প্রজ্বলিত বিশাল উল্কার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৪

নরসিংহদেবকে লক্ষ্য করিয়া দূর হইতে নিক্ষিপ্ত নারাচ প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ দৈত্যের নীলপদ্মদলের উজ্জ্বল মালার সদৃশ শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৫

তখন ভগবান্ নরসিংহ ইচ্ছামুসারে যখন করিয়া ও সুখের সহিত উদ্ভূত বিক্রম করিয়া সেই দৈত্যদলের সেই সৈন্যবাহিনীকে সেইভাবে উৎসারিত করিতে লাগিলেন, যেরূপ বায়ু তুমুলমেঘের অগ্রভাগকে উড়াইয়া লইয়া যায় ॥ ১৬

তখন আকাশে স্থিত সেই দৈত্যসৈন্যগণ পর্ব্বতবৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহাদের এক একটি নিক্ষিপ্ত বৃক্ষপরিমাণ ছিল। তাহারা উত্তম প্রতাবিশিষ্ট পর্ব্বতশিখরসমূহের দ্বারা আঘাত করিতেছিল ॥ ১৭

ভগবান্ নরসিংহের শরীরে পতিত প্রস্তরসমূহের সেই প্রভূত বর্ষণ জোনাকীপোকসমূহের ন্যায় সমস্তদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল ॥ ১৮

যেরূপ মেঘমণ্ডল নিজের জলধারার পর্ব্বতকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ এই দৈত্যগণ প্রস্তরসমূহের বর্ষণের দ্বারা অক্লান্তমন নরসিংহকে আচ্ছাদিত করিয়া দিল ॥ ১৯

যেরূপ ভয়ঙ্কর বেগশালী সমুদ্র নিজের বলে বলশ্রেষ্ঠ পর্ব্বতকে বিচলিত করিতে পারে না, সেইরূপ এই দৈত্যগণ সেস্থানে বর্ত্তমান নরসিংহদেবকে বিচলিত করিতে পারিল না ॥ ২০

তদনন্তর প্রস্তরবর্ষণ বন্ধ হইয়া যাইলে পর জলবর্ষণ আরম্ভ হইল, চারিদিকে অন্ধকারিণী মোটা ধারার সহিত ঘোর জল বর্ষণ হইতে লাগিল ॥ ২১

নভসঃ প্রচ্যুতা ধারাস্তিগ্মবেগাঃ সহস্রশঃ
আবৃণন্ সর্ব্বতো ব্যোম দিশশ্চোপদিশস্তথা ॥ ১১
ধারাণাং সন্নিপাতেন বাতোদ্ধূতেন চ।
বর্দ্ধতা চৈব বর্ষেণ ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ১২
ধারা দিবি চ সংসক্তা বসুধায়াঞ্চ সর্ব্বশঃ
ন স্পৃশন্তি স্ম তং তত্র নিপতন্ত্যোঽনিশং ভুবি ॥১৩
বাজ্রতো বসুধে বর্ষং নোপরিষ্টাত্তু তোয়দঃ
মুমোচ প্রতিরূপস্থ স্থিতস্য বুধি মাতরা ॥ ১৪
হতোঽম্বুবর্ষে তুমুলে জলবর্ষে চ শোভিতে।
সম্পূর্ণনিবা মাত্রাভিঃ বায়ুক সর্ব্বশঃ ॥ ১৬
নভসঃ প্রচ্যুতস্তৈব তিগ্মবেগঃ সমন্ততঃ
জ্বালামালী মহারৌদ্রো দীপ্যতেজাঃ সমন্ততঃ ॥ ১৭

স সৃষ্টঃ পাবকস্তেন দৈত্যেন্দ্রেণ মহাত্মনা।
ন শশাক মহাতেজা দগ্ধুমপ্রতিমৌজসম্ ॥ ১৮
তমিন্দ্রস্তোয়দৈঃ সার্দ্ধং সহস্রাক্ষোঽমিতদ্যুতিঃ।
মহতা তোয়বর্ষেণ শময়ামাস পাবকম্ ॥ ১৯
তস্যাং প্রতিহতায়াং তু মায়ায়াং বুধি দানবাঃ
সম্পূর্ণোর্ধারসন্তাশ্চ তমস্তীব্রং সমন্ততঃ ॥ ৩০
তমসা সংবৃতে লোকে দৈত্যোদ্যাত্তায়ুধেষু বৈ।
স্বতেজসা পরিবৃতো দিবাকর ইবাবভৌ ॥ ৩১
ত্রিশিখাঃ ভ্রূকুটীঃ চাস্য দদৃশুর্দানবা রণে।
ললাটস্থাঃ ত্রিকূটস্থাঃ গঙ্গায়াঃ ত্রিপথগামিব ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
নারসিংহে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

আকাশ হইতে দ্রুত বেগশালী সহস্র সহস্র জলধারা পতিত হইতে লাগিল। তাহারা আকাশ, দিক্ বিদিক্সমূহও সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া ফেলিল। ২১

জলের ধারাসমূহের বর্ষণে, দ্রুত বায়ুর সবেগে বহনে এবং বর্ষার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে তখন কোনও কিছুই বুঝা যাইল না।২২

জলের ধারা আকাশ হইতে সমুদয় স্থল পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত ধারায় পতিত হইতেছিল এবং তাহা সর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ফলে নিরন্তর জলধারা পতিত হইতে থাকিলেও সেই সব ধারা সেস্থানে নৃসিংহদেবকে স্পর্শ করিতে পারিল না ।২৩

সেই তুমুলজলবর্ষা ভগবান বিষ্ণু নিজের মায়ার দ্বারা বৃক্ষতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময় বাস্তবিক জলবর্ষণ হইতে থাকিলেও মেঘ তাঁহার উপর জল বর্ষণ করিতেছিল না ।২৪

যখন ভয়ঙ্কর প্রস্তরবর্ষণ ব্যর্থ হইয়া যাইল এবং জলবর্ষণও ক্ষান্ত হইয়া যাইল, তখন দানবগণ সর্ব্বদিকে মায়াময় অগ্নি এবং বায়ু সৃষ্টি করিল ।২৫

আকাশ হইতে চারিদিকে দ্রুত বেগশালী, জ্বালামালাযুক্ত, মহাতেজস্ক ও প্রজ্বলিত তেজোযুক্ত অগ্নিবর্ষণ হইতে লাগিল ।২৭

সেই মহান্ দৈত্যরাজ কর্তৃক উৎসৃষ্ট সেই মহাতেজস্বী ও পাবক (অগ্নি) অমুপম শক্তিশালী নরসিংহদেবকে দগ্ধ করিতে পারিল না ।২৮

অতিতেজস্বী সহস্রলোচন ইন্দ্র মেঘমণ্ডলের সহিত আসিয়া বিপুল জলবর্ষণ করত সেই অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়া দিলেন ।২৯

সেই অগ্নিমহী মায়া প্রতিহত হইয়া যাইলে পর দানবগণ বৃক্ষতলে চারিদিকে ঘোর ও তীব্র অন্ধকার সৃষ্টি করিল ।৩০

যখন সম্পূর্ণ জগৎ সেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইল এবং দৈত্যগণ হস্তে অস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইল ; তখন ভগবান্ নরসিংহ নীয় তেজে সূর্য্যদেবের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া উঠিলেন ।৩১

সেই সময় দানবগণ রণক্ষেত্রে ভগবান্ নরসিংহদেবের ললাটে তিন শিখাযুক্ত ভ্রূকুটি দর্শন করিতে লাগিল, যাহা ত্রিকূট পর্ব্বতের উপর স্থিত ত্রিপথগা গঙ্গার ন্যায় শুশোভিত হইতেছিল ।৩২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে নরসিংহাবতারবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দৈত্যানাং বিনাশসূচক-মহোৎপাতানাং বর্ণনম্, তদ্গাং দৃষ্ট্বা হিরণ্যকশিপোর্ধাবনম্, ততঃ পাদাঘাতেন পৃথিব্যাঃ পর্ব্বতানাম্, নদীনাম্, বৃক্ষাণাঞ্চ কম্পনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ সর্ব্বাসু মায়াসু হতাসু তু দিতিসুতাঃ।
হিরণ্যকশিপুং সর্ব্বে বিবিশুঃ শরণং গতাঃ॥ ১

ততঃ প্রজ্বলিতঃ ক্রোধাৎ প্রদহন্নিব তেজসা।
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যান্দালয়ামাস মেদিনীম্॥ ২

ততঃ প্রক্ষুভিতাঃ সর্ব্বে সাগরাঃ সলিলাকরাঃ।
চলিতা গিরয়ঃ সর্ব্বে সকাননবনদ্রুমাঃ॥ ৩

তস্মিন্ ক্রুদ্ধে তু দৈত্যেন্দ্রে তমোভূতমভূজ্জগৎ
তমসা সমভিচ্ছন্নাঃ ন প্রাজ্ঞায়ন্ত কিঞ্চন। ৪

আবহঃ প্রবহশ্চৈব বিবহশ্চ সমীরণঃ।
পরাবহঃ সংবহশ্চ উদ্বহশ্চ মহাবলঃ॥ ৫

তথা পরিবহঃ শ্রীমান্প্রকৃতা ভয়শংসিনঃ।
ইত্যেতে ক্ষুভিতাঃ সপ্ত মারুতা গগনেচরাঃ॥ ৬

যে গ্রহাঃ সর্ব্বলোকস্য কুরুতে প্রাতরুত্থিতা বৈ।
তে গ্রহা গগনে ক্ষুব্ধা বিচরন্তি যথাসুখম্॥ ৭

অথোগতশ্চাস্তাচলম্ যোগং দিবি নিশাকরঃ
সগ্রহঃ সনক্ষত্রঃ প্রজ্বজ্বাল নভো নৃপ॥ ৮

বিবর্ণশ্চ ভগবান্ গতো দিবি দিবাকরঃ।
কৃষ্ণঃ কবন্ধস্তু মহীয়ন্ত্যাতে চ নভস্তলে॥ ৯

অমুঞ্চন্নসিতাঃ সূর্য্যা ধূমবর্ত্তিঃ ভয়াবহাম্।
সনক্ষত্রশ্চ ভগবানভীক্ষ্ণং পরিতপ্যতে॥ ১০

সপ্তধূমনিভা ঘোরাঃ সূর্য্যা দিবি সমুত্থিতাঃ।
সোমস্য গগনস্থস্য প্রয়াত্তিষ্ঠন্তি শৃঙ্গয়াঃ॥ ১১

বামে চ দক্ষিণে চৈব স্থিতৌ শুক্র বৃহস্পতী।
শনৈশ্চরো লোহিতাক্ষো লোহিতার্কসমদ্যুতিঃ॥ ১২

সমং সমভিরোহন্তি দুর্গাণি গগনেচরাঃ
শৃঙ্গাণি কনকৈর্ঘোরা যুগান্তাবর্ত্তকা গ্রহাঃ॥ ১৩

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

[দৈত্যগণের বিনাশসূচক মহোৎপাতসমূহের বর্ণন, তদ্‌ দর্শন করিয়া হিরণ্যকশিপুর ধাবন এবং তাঁহার পাদাঘাতে পৃথিবী, পর্ব্বত, নদী ও বৃক্ষসকলের কম্পন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যখন দৈত্যগণের সমস্ত মায়া নষ্ট হইয়া গেল, তখন তাহারা সকলে বিষণ্ণ হইয়া হিরণ্যকশিপুর শরণাপন্ন হইল॥ ১

তাহারা দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপু ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া পৃথিবীকে যেন দগ্ধ করিতে করিতে তাহাকে কম্পিত করিলেন॥ ২

তাহার পর সমস্ত সাগর ও অন্যান্য জলাশয়সমূহ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বন, কানন ও বৃক্ষসকলের সহিত সমস্ত পর্ব্বত বিচলিত হইল॥ ৩

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইলে পর সারা জগৎ অন্ধকারময় হইয়া যাইল। অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাওয়ায় তখন কোনও কিছুই বুঝা যাইতেছিল না॥ ৪

আবহ, প্রবহ, বিবহ, পরাবহ, সংবহ, মহাবল উদ্বহ ও শ্রীমান্ পরিবহ—এই সপ্তবিধ আকাশচারী বায়ু ক্ষুব্ধ হইয়া ভয়ের সূচনা করিতে লাগিল॥ ৫-৬

যে সব গ্রহ সম্পূর্ণ জগতের জন্যের সময় প্রাদুর্ভূত হয়, তাহারাই সেই সময় আকাশে উদিত হইয়া অতিশয় ঘূর্ণন সূর্য্যের সহিত বিচরণ করিতে লাগিল।

তখন আকাশে নক্ষত্রসমূহের সহিত যোগ করিয়া অস্তাচলবর্ত্তিনী বৃহদ্বতী নক্ষত্রসকলের সহিত যুক্ত হইতে লাগিল। হে জনমেজয়! গ্রহ ও নক্ষত্রসকলের সহিত আকাশ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল॥ ৮

ভগবান্ সূর্য্যদেব আকাশে বিবর্ণ (শ্রীহীন) হইয়া যাইলেন। যোগমণ্ডলে কালবর্ণের এক বিশাল কবন্ধ দেখা যাইতে লাগিল॥ ৯

সূর্য্যদেব কালবর্ণের ভয়ঙ্কর ধূমবর্ত্তি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং আকাশে থাকিয়াই ভগবান্ সূর্য্য অধিক তপ্ত হইতে ও তাপদান করিতে লাগিলেন॥ ১০

ধূমবর্ণবিশিষ্ট সাত ভয়ঙ্কর সূর্য্য আকাশে উদিত হইল এবং যোমমণ্ডলে স্থিত সোমের শৃঙ্গের উপর সাত গ্রহ অবস্থান করিতে লাগিল॥ ১১

সোমের বামভাগে শুক্র ও দক্ষিণ ভাগে বৃহস্পতি অবস্থান করিতে লাগিলেন। শনৈশ্চর এবং প্রাতঃকালের অরুণবর্ণবিশিষ্ট সূর্য্যের সমান কান্তিমান্ মঙ্গলও ক্রমশঃ বামভাগে এবং দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত হইল॥ ১২

প্রলয়কালের আবর্ত্তিকারী ভয়ঙ্কর আকাশচারী গ্রহসকল

চন্দ্রমাঃ সহ নক্ষত্রৈস্ত্র ভৈঃ সপ্তভিরাবৃতঃ।
চরাচরবিনাশার্থং রোহিণীং নাত্যবর্তত ॥ ১৪

গৃহীত্বা রাহুণা চন্দ্র উল্কাভিরভিতস্তুতে।
উল্কাঃ প্রজ্বলিতাশ্চন্দ্রে প্রচেলুর্ঘোরদর্শনাঃ ॥ ১৫

দেবানামপি যো দেবঃ সোঽভবদ্বর্ষ শোণিতম্।
অপতন্ গগনাদ্রাজন্ বিদ্যুদ্রূপাঃ সনিস্বনাঃ ॥ ১৬

অকালে পাদপাঃ সর্বে পুষ্পন্তি চ ফলন্তি চ।
লতাশ্চ সকলাঃ সর্বা যাঃ প্রাহুর্দৈতানাশনম্ ॥ ১৭

ফলে ফলান্যজায়ন্ত পুষ্পে পুষ্পং তথৈব চ।
উন্মীলন্তি নিমীলন্তি হসন্তি চ রুদন্তি চ ॥ ১৮

বিক্রোশন্তি চ সন্তীরঃ নৃত্যন্তি চলন্তি চ।
প্রতিমাঃ সর্বদেবানাং কথয়ন্তি মৃগক্ষয়ম্ ॥ ১৯

আরণ্যৈঃ সহ সংসৃষ্টা গ্রাম্যাশ্চ মৃগপক্ষিণঃ
চক্রুস্তদৈভবং তত্র মৃগেন্দ্রে সমুপস্থিতে ॥ ২০

নক্ষত্রং প্রতিলোমা হি বর্ততি কলুষোদকাঃ।
অপরাত্রগতে সূর্যে লোকানাং ভয়কারকে ॥ ২১

ন প্রকাশন্তি চ দিশো রক্তরেণুসমাকুলাঃ।
যানস্থাশ্চ ন পূজ্যন্তে পূজনার্হাঃ কথঞ্চন ॥ ২২

বায়ুবেগেন রুদ্ধন্তে ছিদ্যন্তে প্রপুদন্তি চ।
তথা চ সর্ববৃক্ষাণাং ছায়া ন পরিবর্ততে ॥ ২৩

অপরাত্রগতে সূর্যে লোকানাঞ্চ ভয়ঙ্করে।
তথা হিরণ্যকশিপোর্বৈত্যাস্তোপরি বেশ্মনঃ ॥ ২৪

ভাণ্ডাগারায়ুধাগারে নির্বিষ্টমভবন্মধু
তথৈব চায়ুধাগারে ধূমরাজিরদৃশ্যত ॥ ২৫

স চ দৃষ্ট্বা মহোৎপাতান্ হিরণ্যকশিপুস্তদা।
পুরোহিতং তদা শুক্রং বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ২৬

কিমর্থং ভগবন্নেতে মহোৎপাতাঃ সমুত্থিতাঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বেন পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ২৭

মেরুপর্বতের মূর্ধনির্বিষ্ট ১৩৯ বিদ্যুৎসমূহের উপর একসঙ্গে আরোহণ করিতে লাগিল। ১৫

নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত চন্দ্র সাত গ্রহের দ্বারা আবৃত হইয়া চরাচর প্রাণিগণের বিনাশের জন্য রোহিণীকে আর অতিক্রম করিলেন না। ১৪

রাহুর দ্বারা গ্রস্ত হইয়া চন্দ্র উল্কাসমূহে আবৃত হইতে লাগিলেন। দেখিতে ভয়ঙ্কর প্রজ্বলিত উল্কাসমূহ চন্দ্রমণ্ডলের দিকে যাইতে লাগিল। ১৫

যিনি দেবগণেরও দেবতা, সেই উগ্র রক্ত বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। আকাশ হইতে ভয়ঙ্কর শব্দের সহিত বিদ্যুদ্রূপী বহু উল্কা পতিত হইতে লাগিল। ১৬

সমস্ত বৃক্ষই অসময়ে পুষ্প ও ফলশালী হইয়া উঠিল। সমস্ত লতাসমূহও ফলযুক্ত হইল, যাহারা দৈত্যগণের বিনাশের সূচনা করিতেছিল। ১৭

ফলে বহু ফল এবং পুষ্পে পুষ্প উৎপন্ন হইতে লাগিল। সমস্ত দেবতাগণের প্রতিমাসকল চক্ষু উন্মীলন ও নিমীলন করিতে লাগিলেন, হাস্য ও রোদন করিতে লাগিলেন, গভীর স্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন, কখনও বৃত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং কখনও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন,—এইভাবে তাঁহারা প্রলয়ের সূচনা করিতেছিলেন। ১৮-১৯

গ্রাম্য পশু-পক্ষীরা বনজাত পশু-পক্ষিগণের সহিত সংসর্গ মৈথুন করিতে লাগিল। সেই দিন ভগবান নরসিংহের উপস্থিতি হইলে পর সেই সব পশু-পক্ষীরা ভৈরবরবে আর্তনাদ করিতে লাগিল। ২০

নদীসকল বিপরীত (উল্টা দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহাদের জল মলপূর্ণ (ঘোলাটে) হইয়া যাইল। সেই সময় লোকসমূহের বিনাশের সূচনা করিতে করিতে সূর্যদেব অপরাহ্ণকালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২১

দিক্‌সমূহ রক্তবর্ণের ধূলিতে পূর্ণ হইয়া যাওয়ায় প্রকাশিত হইতে পারিল না। পূজনীয় বনস্পতিসকলকে (চৈত্যবৃক্ষ-সকলকে) কোনওপেই কেহ পূজা করিতেছিল না। ২২

এই সব চৈত্যবৃক্ষ বায়ুর বেগে ছিন্ন-ভিন্ন ও কম্পিত হইতেছিল। সেই সময় সূর্যদেব অপরাহ্ণকালে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং লোকসকলের যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছিল। সেই অবস্থায় সূর্যের প্রভা হীন হইয়া যাওয়ায় সমস্ত প্রাণিগণের ছায়া পড়িতেছিল না। ২৩;

হিরণ্যকশিপুদৈত্যের প্রাসাদের উপর ও তাঁহার ভাণ্ডাগৃহে এবং অস্ত্রাগারে মধুমক্ষিকারা (মৌমাছিরা) অমূল ছাতা (মৌচাক) নির্মাণ করিতে লাগিল। ২৪;

সেইভাবে তাঁহার অস্ত্রাগারে ধূমরেখা উঠিতে দেখা যাইল। হিরণ্যকশিপু সেই সময় এই সব উৎপাত দেখিয়া নিজের পুরোহিত শুক্রাচার্যকে এই কথা বলিলেন। ২৫-২৬

ভগবন্! এই সব মহোৎপাত কিজন্য উত্থিত হইতেছে, আমি ইহার কারণ যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি এবং ইহার জন্য আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। ২৭

শুক্র উবাচ

শৃণু রাজন্‌বহিতো বচনং মে মহাসুর
যদ্যমিহ দৃশ্যন্তে মহোৎপাতা মহাভয়াঃ ॥ ১৮
যস্যৈতে সম্প্রদৃশ্যন্তে রাজ্ঞো রাষ্ট্রে মহাসুর
দেশে বা স্থিরতে তস্য রাজ্ঞো বা বধমর্হতি ॥ ১৯
অতো বুদ্ধ্যা সমীক্ষস্ব যদা সর্বং প্রদৃশ্যতি।
বৃহদ্ভয়ং হি নচিরাদ্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২০
এতাবদুক্ত্বা শুক্রস্তু হিরণ্যকশিপুং তদা
স্বস্তীত্যুক্ত্বা তু দৈত্যেন্দ্রঃ জগাম স্বং নিবেশনম্ ॥ ৩১
তস্মিন্ গতে স দৈত্যেন্দ্রো ধ্যাতবান্ সুচিরং তদা
আসাদ্যক্রে সুদীনাত্মা সঙ্কথাকানমুত্তমম্ ॥ ৩২
অসুরাণাং বিনাশায় সুরাণাং সিদ্ধয়ে চ।
দৃশ্যন্তে বিবিধোৎপাতা ঘোরা ঘোরনিদর্শনাঃ ॥ ৩৩
এতে চাস্তে চ বহবো ঘোরা হ্যুৎপাতদর্শনাঃ।

দৈত্যেন্দ্রাণাং বিনাশায় দৃশ্যন্তে কালনির্মিতাঃ ॥ ৩৪
ততো হিরণ্যকশিপুর্গদামাদায় সত্বরম্
জঘান বেগেন দর্পাদসুরক্ষয়কারণম্ ॥ ৩৫
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো গদা সাস্ফোটয়ন্নভীম্।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটঃ ক্রোধাদ্ বভার ইব পূর্ববৎ ॥ ৩৬
মেদিন্যাঃ কম্পনায়াথ দৈত্যেন্দ্রস্যৈব মহাত্মনা।
নহীধরেভ্যো নাগেন্দ্রা নিপেতুর্ভরবিহ্বলাঃ ॥ ৩৭
বিবমুজ্বালাকুলৈর্বক্ত্রৈ বিমুক্তস্তা হুতাশনম্।
চতুর্দশীর্ষাঃ পঞ্চশীর্ষাঃ সপ্তশীর্ষাশ্চ পন্নগাঃ ॥ ৩৮
বাসুকিস্তক্ষকশ্চৈব কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ
এলাপত্রশ্চ কালীয়ো মহাপদ্মশ্চ বীর্যবান্।
সহস্রশীর্ষস্তু নাগো হেমকূটালয়ঃ প্রভুঃ ॥৩৯
শেষোঽনন্তো মহীপালো যস্যেমাঃ কম্পনাঃ প্রজাঃ।
দীপ্তাগ্নিস্তর্জনস্তাশ্চ পৃথিবীরবনামি চ ॥ ৪০

শুক্রাচার্য বলিলেন,—রাজন্ মহাসুর! তুমি দানবদিগের হিতকারী, আমার কথা শ্রবণ কর। মহাভয়জনক এই সব মহোৎপাত এখানে যে সব দেখা যাইতেছে, তাহা বলিতেছি। ১৮

মহাসুর! যে রাজার রাজ্যে এই সব উৎপাত দেখা যায়, সেই রাজার রাজ্য অথবা সেই রাজারই মৃত্যু হইয়া থাকে। ১৯

অতএব তুমি নিজ বুদ্ধির দ্বারা ইহা ভালভাবে বিচার কর, যাহাতে এই সব উৎপাত নষ্ট হইয়া যায় অন্যথায় শীঘ্রই মহাভয় প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২০

সেই সময় দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে এই পর্যন্ত বলিয়া শুক্রাচার্য 'তোমার কল্যাণ হউক' এই কথা বলিতে বলিতে নিজ গৃহে চলিয়া যাইলেন। ৩১

তিনি চলিয়া যাইলে পর দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বহুকাল ধরিয়া এই বিষয়ে চিন্তা করিলেন। সেই রাজমের বাক্য স্মরণ করিতে করিতে মনে মনে অত্যন্ত খিন্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন। ৩২

অসুরগণের বিনাশ ও দেবতাদিগের বিজয়ের জন্য যে সব নানাপ্রকার উৎপাত দেখা যাইতেছিল, সেই সব উৎপাত শুক্রাচার্য ও দেখিতেছেন বলিয়া ছিল। ৩৩

এই সব উৎপাত এবং অন্যান্য বহু উৎপাত যাহারা দৈত্যেন্দ্রদিগের বিনাশের জন্য কালনির্মিত হইয়াছিল, দৈত্যরাজগণের বিনাশের জন্য দেখা যাইতে লাগিল। ৩৪

তখনই হিরণ্যকশিপু অতি সত্বর হস্তে গদা লইয়া পৃথিবীকে বারংবার কম্পিত করিতে করিতে বেগে ধাবিত হইলেন। ৩৫

দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপু ক্রোধবশতঃ দন্তের দ্বারা ওষ্ঠকে দংশন করিয়া ভীষণ আকার ধারণ করিয়া নিজ পদে যখন পৃথিবীকে স্পর্শ করিলেন, তখন পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিলেন। ৩৬

সেই মহাবীর দৈত্যরাজের দ্বারা যখন বারংবার পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিলেন, তখন ভয়ে ব্যাকুল বহু নাগরাজ পর্বতশৃঙ্গসমূহ হইতে পতিত হইলেন। ৩৭

তাঁহারা বিষের জ্বালায় ব্যাপ্ত মুখসমূহ দিয়া অগ্নি উদ্‌গীরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের চারি, অনেকের পাঁচ ও অনেকের সাতটি ফণা ছিল। ৩৮

বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, এলাপত্র, কালিয়, পরাক্রমশালী মহাপদ্ম এবং সহস্র ফণাধারী, সুবর্ণময় তালচিহ্নে সুশোভিত, সর্বসমর্থ, পৃথিবীপালক ভগবান্ অনন্ত শেষ নামক যাঁহাকে কম্পিত করা অত্যন্ত কঠিন ছিল, তিনিও কম্পিত হইয়া উঠিলেন। ৩৯।

জলের মধ্যে অবস্থিত যে সব ভেকাদি জন্তুর (ভিন্নজাতি ছিল, তাহাদিগকেও সেই সময় কুদ্ধ দৈত্য হিরণ্যকশিপু নষ্টদিকে কম্পিত করিলেন। ৪০

তথা ক্রুদ্ধেন দৈত্যেন কম্পিতানি সমন্ততঃ
পাতালতলচারিণো নাগতেজোহরাঃ শিবাঃ ॥ ৮১
আপশ্চ সহসা ক্রুদ্ধা হ্লাদকল্লোলসংযুতাঃ শুভাঃ
নদী ভাগীরথী চৈব সরযূঃ কৌশিকী তথা ॥ ৪২
যমুনা চৈব কাবেরী কৃষ্ণা বেণা তথৈব চ
সুবেণা চ মহাভাগা নদী গোদাবরী তথা ॥ ৪৩
চর্ম্মণ্বতী চ সিন্ধুশ্চ তথা নলনদীপতিঃ
মেকলপ্রভবশ্চৈব শোণো মণিনিভোদকঃ ॥ ৪৪
সুপ্রোক্তা নর্ম্মদা চৈব তথা বেত্রবতী নদী।
গোমতী গোকুলাকীর্ণা তথা পূর্ণা সরস্বতী ॥ ৪৫
নদী কালনদী চৈব তমসা পুণ্যবাহিনী।
সীতা চেক্ষুমতী চৈব বেধিকা চ মহানদী ॥ ৪৬
জম্বুদ্বীপং রত্নবন্তঃ সর্ব্বরত্নোপশোভিতম্।
সুবর্ণকূটকৈ চৈব সুবর্ণাকরমণ্ডিতম্ ॥ ৪৭
মহানদশ্চ লৌহিত্যঃ শৈলকাননশোভিতঃ
পত্তনৈঃ কৌশিকারণ্যৈঃ প্রবিষ্টঃ প্রতাকরম্ ॥ ৪৮

নাগদ্বাংশ্চ মহাগ্রামানজান বঙ্গাংস্তথৈব চ
সুহ্মান্ধ্রান্ বিদেহাংশ্চ মালবান্ কাশিকোশলান্ ॥ ৪৯
ভুবনং বৈনতেয়ঞ্চ সুবর্ণঞ্চ চ কম্পিতম্।
কৈলাসশিখরাকারং যংভূতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৫০
রক্ততোয়োঽতি ভীমবেগো লৌহিত্যো নাম সাগরঃ।
শুভঃ পাণ্ডুরমেঘাভঃ ক্ষীরোদশ্চৈব সাগরঃ ॥ ৫১
উদয়শ্চৈব রাজেন্দ্র উল্লিখিতঃ শতযোজনম্।
সুপর্ণবেদিকঃ শ্রীমান্নানাপক্ষিনিষেবিতঃ ॥ ৫২
ব্রাহ্মমানোহর্কসদৃশৈর্ব্রাততরূপমতৈর্জ্জৈঃ।
শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ কর্ণিকাভিশ্চ পুষ্পিতৈঃ ॥ ৫৩
অরোমুখশ্চ বিপুলঃ সর্ব্বতো ধাতুমণ্ডিতঃ
তমালবনগন্ধশ্চ পর্ব্বতো মলয়ঃ শুভঃ ॥ ৫৪
সুরাষ্ট্রাংশ্চ সুবহ্লীকাঃ সূরাভীরাংস্তথৈব চ।
তোজাঃ পাণ্ড্যাংশ্চ বঙ্গাংশ্চ কলিঙ্গাস্তাম্রলিপ্তকাঃ ॥ ৫৫
তথৈবাঙ্ধ্রান্ পুণ্ড্রাংশ্চ বামচূড়াঃ সকেরলাঃ
ক্ষোভিতাস্তেন দৈত্যেন সংপ্লবায়াগণাঃ ॥ ৫৬

পাতালতলে বিচরণকারী, নাগলোকের তেজকে ধারণকারী এবং কল্যাণকর সুন্দর মূর্তি; জল, যাহাকে কম্পিত করা হইল, সেই জলও সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৪১-

ভাগীরথী নদী, সরযূ, কৌশিকী (কোশী), যমুনা, কাবেরী, কৃষ্ণা, বেণা, মহাভাগা, সুবেণা গোদাবরী নদী, চর্ম্মণ্বতী, সিন্ধু, নদ-নদীপতি সমুদ্র, মেকল পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন ও মণিসদৃশ রঙ্গ জলপূর্ণ শোণনদ, সুন্দর স্রোতোযুক্তা নর্ম্মদা নদী, গোগণে ব্যাপ্তা গোমতী নদী, বেত্রবতী নদী, জলপূর্ণ জলযুক্তা সরস্বতী নদী, মহী কালনদী, পবিত্র জলবাহিনী তমসা, সীতা, ইক্ষুমতী, বেধিকা এবং মহানদী—এই সবকেও সেই দৈত্য চিরবাকশিপু বিক্ষুব্ধ করিয়া দিলেন ॥ ৪২-৪৬

সর্ব্বপ্রকার রত্নে সুশোভিত রত্নবান্ জম্বুদ্বীপকে এবং স্বর্ণের খনিযুক্ত স্বর্ণকূটক দেশকেও চিরবাকশিপু কম্পিত করিলেন ॥ ৪৭

পত্তন ও কাননসমূহে সুশোভিত লৌহিত্য নামক মহানদ, কৌশিকারণ্য নামক পত্তন (নগর বা গ্রাম), রত্নতুল্য খনিযুক্ত ব্রহ্মি দেশ, বহু বহু গ্রামে পূর্ণ নাগ দেশ, অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, মল্ল, বিদেহ, মালব, কাশী ও কোশল দেশকে এবং যাহাকে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ও যাহা কৈলাস পর্ব্বতের শিখরের ন্যায় সুন্দর ছিল, সেই সুবর্ণনির্ম্মিত ভুবনকেও দৈত্যরাজ চিরবাকশিপু কম্পিত করিয়া দিলেন ॥ ৪৮-৫০

যাহার জল রক্তবর্ণ ও বেগ অতিশয় ছিল, সেই লৌহিত্য-নামক সাগরকে এবং শ্বেতবর্ণের মেঘসদৃশ সুন্দর ও রঙ্গ ক্ষীর সাগরকেও তিনি বিচলিত করিলেন ॥ ৫১

রাজেন্দ্র! উদয়গিরি শত যোজন উচ্চ ও সুবর্ণনির্ম্মিত বেদিসমূহে ভূষিত ছিল, এই শোভাশালী পর্ব্বত নানাবর্ণ এবং পক্ষিগণের দ্বারা সেবিত। সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বর্ণময় বৃক্ষ সাল, তাল ও তমালাদি সদা পুষ্পিতভাবে অবনত ছিল, ইহারা সেই উদয়গিরির শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। কর্ণিকারসমূহ সেই পর্ব্বতের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছিল। এরূপ উদয়গিরিকেও দৈত্যরাজ কম্পিত করিয়া দিলেন ॥ ৫২-৫৩

সর্ব্বদিকে ধাতুসমূহে অলঙ্কৃত বিশাল অরোমুখ পর্ব্বত এবং তমাল বন ও চন্দনের সুগন্ধে পরিপূর্ণ সুন্দর মলয়গিরিকে সেই সময় বিচলিত হইয়া উঠিল ॥ ৫৪

সুরাষ্ট্র, সুবাহ্লীক, সূর, আভীর, তোজ, পাণ্ড্য, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, আন্ধ্র পুণ্ড্র, বামচূড় ও কেরলনামক দেশসমূহকে এবং সেইদেশের দৈত্যগণ ও অন্যরাষ্ট্রিগণকেও দৈত্যপতি চিরবাকশিপু ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিলেন ॥ ৫৫-৫৬

অগস্ত্যভুবনং চৈব যত্রাগম্যা পুরা কৃতম্
সিদ্ধচারণসঙ্ঘৈশ্চ সেবিতঃ সুমনোহরম্ ॥ ৫৭
বিচিত্রনাগবিহগঃ পুষ্পিতলতাদ্রুমম্।
জাতরূপময়ৈঃ শৃঙ্গৈরপ্সরোগণসেবিতম্ ॥ ৫৮
গিরিঃ পুষ্পিতকল্পৈশ্চ লম্বীবান্ প্রিয়দর্শনঃ।
উদ্বিতঃ সাগরং ভিত্ত্বা বরুণস্যেব সূর্যাংয়োঃ ॥৫৯
রত্নাঙ্কুরসুমস্যাপূর্ণৈর্গগনং বিলিখন্নিব।
সূর্যচন্দ্রাংশুসঙ্কাশৈঃ সাগরাম্বুসমাবৃতঃ ॥ ৬০
বিদ্যাবান্ পর্বতঃ শ্রীমান্যত্র শতযোজনম্।
বিদ্যাভাং যত্র সম্পাত্তা নিপাতান্তে নগোত্তমে ॥ ৬১
ঋষভঃ পর্বতশ্চৈব শ্রীমান্সুমভসংশ্রিতঃ।
কুঞ্জরঃ পর্বতশ্চৈব যত্র গুপ্তাপুরঃ মহৎ ॥ ৬২
বিদ্যাধরস্ত্রিয়া দুর্গঃ সর্পাণামালয়ঃ পুরী।
তথা ভোগবতী চাপি বৈভ্রাজ্রেণাভিরক্ষিতা ॥ ৬৩
মহামেঘগিরিশ্চৈব পারিযাত্রশ্চ পর্বতঃ।

চক্রবাল্ক গিরিঃ শ্রেষ্ঠো বারাহশ্চৈব পর্বতঃ ॥ ৬৪
প্রাগ্জ্যোতিষপুরং চৈব জাতরূপময়ং শুভম্।
যস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ ॥ ৬৫
মেরুশ্চ পর্বতশ্রেষ্ঠো মেঘসঙ্ঘনিষেবিতঃ।
ষষ্টিং তত্র সহস্রাণি পর্বতানাং বিশাম্পতে ॥ ৬৬
তরুণাদিত্যসঙ্কাশো মহেন্দ্রশ্চ মহাগিরিঃ।
দেবাবাসঃ শুভঃ পুণ্যো গিরিরাজো দিবং গতঃ ॥ ৬৭
হেমশৃঙ্গো মহাশৈলস্তথা মেঘসখো গিরিঃ
কৈলাসশ্চাপি দুষ্প্রাপো রাবণোদ্বেগকম্পিতঃ ॥ ৬৮
যক্ষরাক্ষসগন্ধর্বৈর্নিত্যং সেবিতকন্দরঃ
শ্রীমান্মনোহরশ্চৈব নিত্যং পুষ্পিতপাদপঃ ॥ ৬৯
হেমপুষ্করসঞ্ছন্নস্তেন বৈশ্রবণঃ সরঃ
কম্পিতঃ মানসং চৈব নলকূবরসেবিতম্ ॥ ৭০
বিপুলঃ পর্বতশ্চৈব কুবেরে ৮ সহিতো
দুষ্প্রাবঃশিখরাঙ্গো মন্দরশ্চৈব পর্বতঃ ॥ ৭১

সিদ্ধ ও চারণগণের সমূহ দ্বারা সেবিত মহর্ষি অগস্ত্যের নিবাসভূত 'অগস্ত্যভুবন' নামক পর্বত পূর্বকালে অত্যন্ত অগম্য করিয়া নির্মিত হইয়াছিল এবং অতিশয় মনোহর ছিল। এখানের নাগ ও পক্ষীরা বিচিত্র ছিল। লতা ও বৃক্ষসকল পুষ্পে পরিপূর্ণ ছিল। ইহা অনেক শিখরসমূহে সুশোভিত ও অপ্সরাগণের দ্বারা সেবিত ছিল। এই পর্বতকেও হিরণ্যাকশিপু বিচলিত করিলেন। ॥ ৫৭-৫৮

পুষ্পিতকল্পনামক পর্বত উত্তম শোভাসম্পন্ন ও প্রিয়দর্শন ছিল। এই পর্বত সমুদ্রকে ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়াছে এবং নিজের শিখরের উপর চন্দ্র ও সূর্যকে বিশ্রাম দান করে বলিয়া ইহাদের উত্তরের প্রিয় সখা। সূর্য ও চন্দ্রের কিরণসমূহে উদ্ভাসিত নিজের বহু বহু শিখরের দ্বারা এই পর্বত আকাশে যেন রেখা অঙ্কিত করিয়া সুশোভিত হইতেছে। ইহার নিম্নভাগ সর্বদিকেই সমুদ্রের জলে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। এই পর্বতকেও হিরণ্যাকশিপুর দ্বারা কম্পিত হইয়া উঠিল। ॥ ৫৯-৬০

ষোড়শালী বিদ্যাবান্নামক পর্বত শত যোজন লম্বা। এই শ্রেষ্ঠ পর্বতের উপর সব বিদ্যাগুলি হইতে থাকে। ইহা বাস্তবিক বৃষভাকারে স্থিত ঋষভ পর্বত, যেখানে অপ্সরাসমূহের বিশাল ভবন আছে, সেই কুঞ্জর পর্বত, সর্পগণের নিবাস স্থান দুর্জয় বিদ্যাধরগণ। ন ছা পুরী ও ভোগবতী পুরীকেও বৈভ্রাজ হিরণ্যাকশিপু কম্পিত করিয়া দিলেন। ॥ ৬১-৬৩

মহামেঘনামক পর্বত, যেখানে পারিযাত্র পর্বত, শ্রেষ্ঠ চক্রবাল গিরি, বারাহ পর্বত, প্রাগ্জ্যোতিষপুরনামক দুষ্টাত্মা দানব বাস করে, সেই দুর্গম সুন্দর ও সুবর্ণময় জ্যোতিষপুর নগর এবং মেঘের সঙ্গীর পর্বতসমূহ পর্বতশ্রেষ্ঠ মেরু, যে পর্বতে ষাট হাজার অন্য পর্বতের নিবাস, এই মেরুপর্বতকেও বৈভ্রাজ কম্পিত করিলেন। ॥ ৬৪-৬৬

যাহা দেবগণের সুন্দর নিবাসস্থান, বালসূর্যসদৃশ অরুণ-কান্তিতে প্রকাশিত সেই মহাগিরি, গিরিরাজ ও পবিত্র মহেন্দ্র স্বর্গলোক পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহাকেও হিরণ্যাকশিপু বিচলিত করিলেন। ॥ ৬৭

মহাশৈল হেমপুষ্প, মেঘসখনামক পর্বত ও যাহাকে কম্পিত করা কঠিন, সেই কৈলাস পর্বতকেও রাক্ষসরাজ কম্পিত করিলেন ॥ ৬৮

এই কৈলাস পর্বতের কন্দরসমূহকে সদা যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্বগণ সেবিত করেন। ইহার বৃক্ষসকল সদা পুষ্পপরিপূর্ণ থাকে এবং এই পর্বতে সুন্দর শোভাসম্পন্ন ও মনোহর। ॥ ৬৯

দুর্গম হেমপুষ্করে আচ্ছাদিত বৈশ্রবণ সরোবর এবং রাজহংসসমূহের দ্বারা সেবিত মানস সরোবরকেও হিরণ্যাকশিপু কম্পিত করিয়া দিলেন ॥ ৭০

বিপুল পর্বত, নলীসকলের দ্বারা শ্রেষ্ঠ কুবেরের সহিত [illegible] পর্বত, যিনি ৮

উশীরবীজস্ত গিরী রুদ্রোপস্তুত্যাভিরাট্
প্রজাপতেস্তু বিলয়ত্বমা পুষ্করপর্বতঃ ॥ ৭১
যেবাবুদ পর্বতশ্চৈব তথা বৈ বালুকো গিরিঃ
ক্রৌঞ্চঃ সপ্তদ্বিপৈশ্চন্ত দ্বুধর্ষশ্চ পর্বতঃ ॥ ৭৩
এতে চান্যে চ গিরয়ো দেবা ভবপরাজয়া
নষ্টাস্ত সাগরাশ্চৈব দানবেন্দ্রো কম্পিতাঃ ॥ ৭৪

কপিলশ্চ মহীপুত্রো ব্যাঘ্রাক্ষঃ ক্ষিতিকম্পনঃ।
ঘেরাস্তু নিশাপুত্রাঃ পাতালতলবাসিনঃ ॥ ৭৫
পশাস্তথাপরে রৌদ্রা মেঘনাদাস্তুথাযুধাঃ।
উদ্ভটশ্চো ভীমবেগশ্চ সর্ব এবাতিকম্পিতাঃ ॥ ৭৬
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
নারসিংহে ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মাপত্য এবং প্রজাপতি ব্রহ্মার নিবাসস্থান পুষ্কর পর্বত—এই সকলকেও দৈত্যরাজ কম্পিত করিলেন। ৭১-৭২

দেবাবুদ পর্বত, বালুকগিরি, ক্রৌঞ্চগিরি, সপ্তদ্বিপৈল এবং দুধর্ষ পর্বত—এই সব এবং অন্যান্য যে সব পর্বত, দেব, ভবপক্ষ, নদী ও সমুদ্র ছিল, সেই সমস্তই দানবরাজ হিরণ্যকশিপু কম্পিত করিলেন। ৭৩-৭৭

কেবল ইহাই নহে, আকাশে বিচরণ করিবার সামর্থ্যসম্পন্ন পাতালনিবাসী যে সব নিশাচরপুত্র ছিল, সেই মহীপুত্র কপিল, ব্যাঘ্রাক্ষ, ক্ষিতিকম্পন ও অন্য সকলের অনুচরবর্গ—মেঘনাদ, অনুপায়ুধ, উদ্ভট এবং ভীমবেগাদি—ইহারা সকলেই তখন কম্পিত হইয়া উঠিল। ৭৪-৭৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে নরসিংহাবতারবিষয়ক ষট্ চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দেবানামনুরোধেন ভগবতা নরসিংহেন হিরণ্যকশিপোর্বধঃ, দেবৈর্স্তুতশ্চ তস্য স্তুতিশ্চ

বৈশম্পায়ন উবাচ

তত্রাদিত্যাংস্তু সাধ্যাংশ্চ বিশ্বে চ মরুতস্তথা
রুদ্রা দেবা মহাত্মানো বসবশ্চ মহাবলাঃ ॥ ১
আগম্য তে মুনেস্তস্য সকাশং সূর্যবর্চসঃ
উচুঃ সন্ত্রস্তমনসো দেবা লোককৃতাদ্ভিতাঃ ॥ ২
ত্বয়ি দেব স্থিতঃ পুত্রঃ দানবঃ লোকনাশনঃ।
দুর্বৃত্তমতিরাচারঃ সর্ব সর্বৈর্মহাসুরৈঃ ॥ ৩
ত্বা হ্যেষোঽন্তকরাত্মো দৈত্যানাং দৈত্যানন।

ত্রাতাশ্চ স্থিতার্থায় লোকানাং ত্বমি বৈ কুরু ॥ ৪
ত্বং গুরুঃ সর্বলোকানাং ত্বমিশ্চস্থঃ পিতামহঃ।
ন্যস্তে ত্বয়ন্তরক্ষণং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ৫
তচ্ছ্রুত্বা বচনং দেবো দেবানামদিসম্ভবঃ
ননাদ শুষ্কনাদমতিগম্ভীরনিস্বনম ॥ ৬
পাটিত্যক্তসুরেন্দ্রাণাং মুগেন্দ্রেণ মহাত্মনা।
সিংহনাদেন মহতা হৃদয়ানি ননাশিনা চ ॥ ৭
গণঃ ক্রোধবশো নাম কালকেয়স্তথা পরঃ।
যেনস্ত বৈসলেয়ন্দ্র সৌহিকেয়ঃ বীর্যবান্ ॥ ৮

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

[দেবগণের অনুরোধে ভগবান নরসিংহ কর্তৃক হিরণ্যকশিপু বধ এবং দেবগণ ও ব্রহ্মা কর্তৃক তাঁহার স্তুতি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! লোকপিতামহের আশ্বাস পাইয়া ও তদ্বারা চিত্ত সুস্থ হওয়ায় দেবতাগণ—আদিত্য, সাধ্য, বিশ্বেদেব ও মরুদ্গণ, মহাত্মা রুদ্রগণ এবং মহাবল বসুগণ দেবর্ষি ভগবান নরসিংহের নিকট আসিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১-২

দেব! আপনি সম্পূর্ণ জগতের বিধানকারী, ত্রাণকর্তা ও লোকের দারুণ বিপিনপুর হিরণ্যকশিপুকে সমস্ত মহাসুরগণের সহিত বিনাশ করুন। ৩

দৈত্যানন! আপনিই এই দৈত্যাধিপকে বিনাশ করিতে পারেন, অন্য কেহ নহে। অতএব আপনি লোকসকলের হিতের জন্য এই দৈত্যগণের নাশ ও সকল লোকের কল্যাণ করুন। ৪

আপনিই সমস্ত লোকসকলের গুরু, আপনি ইন্দ্র ও আপনি পিতামহ, আপনি ব্যতীত অন্য আর কেহ না এই জগতের পরিত্রাতা হইয়াছে এবং না ভবিষ্যতে হইবে। ৫

দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলের আশ্রিতজন ভগবান্ নরসিংহ অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে প্রচণ্ড সিংহনাদ করিলেন। ৬

এই মহাত্মা মৃগেন্দ্র নিজের নরসিংহনাদে সমস্ত অসুরেন্দ্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন এবং মনে ক্ষোভ উৎপন্ন করিলেন। ৭

দৈত্যাধিপের ক্রোধবশনামক গণ, অন্য কালকেয়নামক গণ,

সংহ্লাদীরো মহানাদো মহাবেগস্তথা পরঃ
কপিলশ্চ মহীপুত্রো ব্যাঘ্রাক্ষঃ ক্ষিতিকম্পনঃ ॥ ৯
বেচরাশ্চ নিশাপুত্রাঃ পাতালতলচারিণঃ।
গণস্তথাপরো রৌদ্রো মেঘনাদোঽক্ষুণাধুধঃ ॥ ১০
উর্দ্ধগো ভীমবেগশ্চ ভীমকর্ম্মাবলোচনঃ।
যজ্ঞো ঘূর্ণী করালশ্চ হিরণ্যকশিপুসুতাঃ ॥ ১১
জীমূতঘনসন্নাদো জীমূত ইতি বেগবান্।
জীমূতঘনসন্নাদো জীমূতসদৃশচ্ছবিঃ ॥ ১২
দেবারিদিতিজো দৃপ্তো নৃসিংহং সমুপাদ্রবৎ ॥ ১৩
সমুৎপত্য ততস্তীক্ষ্ণৈর্নখৈর্গেন্দ্রেণ মহাত্মনা
তত্রোত্তারসদারেণ বিদার্য্য নিহতো মৃধি ॥ ১৪
মহী চ লোকশ্চ শশী নক্ষত্র
গ্রহাশ্চ সূর্য্যশ্চ দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
নভশ্চ শৈলাশ্চ মহার্ণবাশ্চ
গতাঃ প্রকাশং ক্ষিতিপুত্রনাশাৎ ॥ ১৫
ততঃ প্রমুদিতা দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ

দৈত্য, বৈদ্যেন্দ্র, পরাক্রান্ত ও সৈহিকেয়। সিংহিকাপুত্র রাহু), সংহ্লাদীয়, মহানাদ, মহাবেগ, মহীপুত্র কপিল, ব্যাঘ্রাক্ষ, ক্ষিতিকম্পনাদি আকাশ ও পাতালে বিচরণকারী নিশাচরবংশজগণ এবং অন্য তনয়ের দৈত্যগণ—মেঘনাদ, অক্ষুণ ঘূর্ণ, উর্দ্ধগ, ভীমবেগ, ভীমকর্ম্মা, অবলোচন, যজ্ঞো, ঘূর্ণী ও করাল—ইহাদের সকলের সহিত হেমকূলা কশ্যপান্, মেঘসদৃশ বেগবান্, মেঘের সমান গর্জ্জনকারী এবং মেঘেরই সদৃশ কান্তিমান্ বলাভিমানী বেগদ্রোহী দৈত্য হিরণ্যকশিপু ভগবান্ নরসিংহের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৮-১৩

তখন বুদ্ধহরি ওঁকারযুক্ত ভগবান্ নরসিংহ উঠিয়া ঝিল্লা নিজের তীক্ষ্ণ ও বজ্র যত নখসমূহের দ্বারা সেই অসুর হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করত তাহাকে বধ করিলেন ॥ ১৪

সেই দৈত্যের বিনাশে পৃথিবী, লোক, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ, সূর্য্য, সমস্ত দিক্, নভ, পর্ব্বত ও মহাসাগর—এই সবই প্রকাশিত (উল্লসিত) হইয়া উঠিল ॥ ১৫

তখন অত্যন্ত আনন্দিত দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ নানা স্তোত্রের দ্বারা সনাতন আদিদেব ভগবান্ নরসিংহের স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

দেবগণ বলিলেন,—দেব! আপনি যে এই নরসিংহ-রূপ ধারণ করিয়াছেন, আপনার এই রূপের কার্য্য ও কারণ অথবা

দুষ্টবুদ্ধিবিধৈঃ স্তোত্রৈরাদিদেবং সনাতনম্ ॥ ১৬

দেবা ঊচুঃ

বরদা বিহিতা দেব নারসিংহমিদং বপুঃ।
এতদেবার্চ্চয়িষ্যন্তি পরাবরবিদো জনাঃ ॥ ১৭
মুনেন্দ্রস্তব লোকেষু সর্ব্বসত্ত্বেষু বা বিভো।
গায়ন্তি ত্বাং মুনয়ো মৃগেন্দ্র ইতি নিত্যশঃ।
ত্বৎপ্রসাদাৎ স্বকং স্থানং প্রতিপন্নাঃ স্ম বৈ বিভো ॥ ১৮
এবমুক্তো দেবদেবৈর্বরদিপ্তো মহাননঃ।
ব্রহ্মা চ পরমপ্রীতো বিভোঃ স্তোত্রৈরুদীরয়ৎ ॥ ১৯

ব্রহ্মোবাচ

ওঁকারাক্ষরমাবক্তুশ্চিন্ত্যঃ শুদ্ধমুত্তমম্
কূটস্থমকৃতং কর্ত্তৃ সনাতনমনাময়ম্ ॥ ২০
সাঙ্খ্যযোগে চ যা বুদ্ধিস্তদ্ভবান্ পরিনিষ্ঠিতা
ত্বাং ভবান্ বেদ বিদ্বাংস্ত্বং পুনঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ ॥ ২১
ত্বং ব্যক্তশ্চ তথাব্যক্তমৃষয়ঃ ক্ষরমিত্যুত।
ভবন্তমাহুর্বরং দেব ভবানাত্মা ভবান্ প্রভুঃ ॥ ২২

কৃত ও বর্ত্তমান বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষগণ আরাধনা করিবেন ॥ ১৭

প্রভো! সমস্ত লোকসমূহে অথবা সমস্ত প্রাণিবর্গের মধ্যে আপনার এই মৃগেন্দ্র রূপ বিখ্যাত হইবে। মুনিগণও সদা 'মৃগেন্দ্র' বলিয়া আপনার গুণগান করিবেন। প্রভো! আপনার কৃপায় আমরা সকলে নিজেদের প্রকৃত স্থান পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম ॥ ১৮

দেবসমূহের এই কথা বলিলে পর মহামনস্বী নরসিংহ অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার পর ব্রহ্মাও অতিশয় হর্ষের সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর স্তুতি করিলেন ॥ ১৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবন্! আপনি অবিনাশী, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, ষোগেশ্বর পরম শুদ্ধ ও কূটস্থ। আপনার কেহ কর্ত্তা নাই। আপনি স্বয়ংই সকলের কর্ত্তা। আপনিই রোগ-শোক-রহিত সনাতন ব্রহ্ম ॥ ২০

সাংখ্যযোগে যে তত্ত্বার্থনিষ্ঠা বুদ্ধি, তাহাকে আপনি জানেন। আপনি জ্ঞানস্বরূপ অন্তর্যামী সনাতন এবং ধ্রুব পরমাত্মা ॥ ২১

আপনিই ব্যক্ত স্বরূপ ও অব্যক্ত কারণ। আপনার স্বরূপ হইতেই এই সম্পূর্ণ জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি হয়। দেব! আমরা

চতুর্ব্বিধস্তনুভৃত্তিঃ সর্ব্বলোকবিভূষ্ণুঃ।
চতুর্মুখশ্চতুষ্পাদ সর্বলোকাস্তকান্তকঃ ॥ ১৩
প্রতিষ্ঠা সর্ব্বভূতানামনন্তবলপৌরুষঃ।
কপিলশ্চক্রতীর্থশ্চ ধর্ত্তাচ পরমা গতিঃ ॥ ১৪
অব্যাধিরব্যাধিকরঃ সর্ব্বাত্মা পুরুষোত্তমঃ।
স্রষ্টা ত্বং ভূতকৃৎ সাহর্ত্তা ত্বমেকো লোকভাবনঃ ॥ ১৫
ত্বমাদ্যঃ ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ মহেন্দ্রো বরুণো যমঃ।
ত্বমাদ্যঃ কর্ত্তা বিকর্ত্তা চ লোকানাং প্রভুরব্যয়ঃ ॥ ১৬
পরাঞ্চ সিদ্ধিং পরমঞ্চ দেবং
পরঞ্চ মন্ত্রং পরমং মনস্চ।
পরঞ্চ ধর্ম্মং পরমং যশস্চ
ত্বামাহুরগ্র্যাঃ পুরুষং পুরাণম্ ॥ ১৭
পরঞ্চ সত্ত্যং পরমং হবিশ্চ
পরং পবিত্রং পরমঞ্চ মার্গম্।
পরঞ্চ যোত্রং পরমঞ্চ যজ্ঞং
ত্বামাহুরগ্র্যাঃ পুরুষং পুরাণম্ ॥ ১৮
পরং শরীরং পরমঞ্চ ধাম
পরঞ্চ যোগং পরমঞ্চ বীর্য্যম্।
পরং ব্রহ্মস্ত পরমং সতিঞ্চ
ত্বামাহুরগ্র্যাঃ পুরুষং পুরাণম্ ॥ ১৯
পরঞ্চ পরস্তাপি পরঞ্চ যৎ পরং
পরং পরস্তাপি পরঞ্চ যেবম্।
পরং পরস্তাপি পরং প্রভুঞ্চ
ত্বামাহুরগ্র্যাঃ পুরুষং পুরাণম্ ॥০
পরং পরস্তাপি পরং প্রধানং
পরং পরস্তাপি পরঞ্চ তত্ত্বম্
পরং পরস্তাপি পরঞ্চ ধাতা
ত্বামাহুরগ্র্যাঃ পুরুষং পুরাণম্ ॥ ০১
পরং পরস্তাপি পরং তত্ত্বস্থ
পরং পরস্তাপি পরং পরং যৎ।
পরং পরস্তাপি পরং তুলং যৎ
ত্বামাহুরগ্র্যাঃ পুরুষং পুরাণম্ ॥ ০২
পরং পরস্তাপি পরং পরায়ণং
পরঞ্চ শুক্লং পরঞ্চ ধাম
পরঞ্চ যোগং পরমং প্রভুঞ্চ
ত্বামাহুরগ্র্যাঃ পুরুষং পুরাণম্ ॥ ০৩

আপনারই স্বরূপ। আপনিই আমাদের সকলের আত্মা এবং আপনিই আমাদের সকলের প্রভু। ২১

আপনার মূর্ত্তি বিশ্ব, বৈশ্বস, প্রাজ্ঞ ও তৃতীয়—এই চার ভেদে বিভক্ত। আপনি সমস্ত জগতে ব্যাপক ও সকলের গুরু। এক সহস্র চতুর্যুগ ব্যাপ্ত হইলে পর আপনিই সমস্ত লোক-সকলের অন্তকারী কৃতান্তকারী কাল হইয়া যান। ২২

আপনিই সমস্ত ভূতগণের প্রতিষ্ঠা (আধার)। আপনার বল ও পৌরুষ অনন্ত। কপিলাদি মূর্ত্তিভেদে (সাংখ্য যোগিবৃন্দের) পরম গতি আপনিই। ২৩

আপনি আদি, মধ্য ও অন্তরহিত সর্ব্বাত্মা পুরুষোত্তম। একমাত্র আপনিই সৃষ্টি, সংহার এবং জগতের পালনকর্ত্তা। ২৪

আপনিই ব্রহ্মা, রুদ্র, মহেন্দ্র, বরুণ ও যম। আপনিই কর্ত্তা ও বিকর্ত্তা (সংহর্ত্তা)। সমস্ত লোকসকলের প্রভুও আপনিই। ২৫

বিদ্বান্ পুরুষগণ আপনাকেই পরম সিদ্ধি, পরম দেবতা, পরম মন্ত্র, পরম মন, পরম ধর্ম, পরম যশ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ বলেন। ২৭

জ্ঞানী পুরুষগণ আপনাকেই পরম সত্য, উৎকৃষ্ট হবিঃ, পরম পবিত্র সর্ব্বোত্তম মার্গ (অথবা পথ), উত্তম অগ্নিহোত্র, পরম যজ্ঞ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ বলেন। ২৮

বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন—আপনিই উত্তম শরীর, পরম ধাম, পরম যোগ, সর্ব্বোত্তম বীর্য্য, পরম ব্রহ্ম, পরম গতি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ। ২৯

পর হইতেও পর যে পরাৎপর তত্ত্ব, পর হইতেও যে পরম দেবতা এবং পর হইতেও যে পরম প্রভু, তাহা আপনিই। জ্ঞানী পুরুষগণ আপনাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ পুরুষ বলেন। ৩০

পর হইতেও পর যে পরম স্থান, পর হইতেও পর যে পরম তত্ত্ব এবং পর হইতেও পর যে পরম ধাতা, তা হা আপনিই। বিদ্বান্ পুরুষগণ আপনাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ বলেন। ৩১

পর হইতেও পর যে পরম ব্রহ্ম, পর হইতেও পর যে পরম শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব এবং পর হইতেও পর যে পরম তুল, তাহা আপনিই। আপনাকেই ঋষি-মুনিগণ শ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ বলিয়া অভিহিত করেন। ৩২

পর হইতেও পর যে পরম পরায়ণ (উৎকৃষ্ট আশ্রয়দাতা), তাহা আপনিই। জ্ঞানী পুরুষগণ ও পণ্ডিতেরাই পরম শুক্ল

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্ত্বা স ভগবান্ সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
স্তুত্বা নারায়ণং দেবং ব্রহ্মলোকং গতঃ প্রভুঃ ॥ ৩৪
ততো নদৎসু তূর্য্যেষু নৃত্যন্তীষ্বপ্সরঃসু চ।
ক্ষীরোদস্যোত্তরং কূলং জগাম প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ৩৫
নারসিংহীং তনুং ত্যক্ত্বা স্বাপয়িত্বা চ তদ্বপুঃ।
পৌরাণং রূপমাস্থায় যযৌ স গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৩৬

অষ্টচক্রেণ যানেন কৃতিমুক্তেন শোভিনা।
অব্যক্তপ্রকৃতির্দেবঃ স্বস্থানমগমৎ প্রভুঃ ॥ ৩৭
এবং মহাত্মনা তেন নৃসিংহবপুষা তথা।
দেবেন নিহতঃ পূর্ব্বং হিরণ্যকশিপুঃ সুরঃ ॥ ৩৮
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
নারসিংহপ্রাদুর্ভাবে 'হিরণ্যকশিপুবধ'কথনে
সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

পরম ধাম, পরম যোগ, পরম প্রভু এবং শ্রেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ বলেন। ৩৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপ বলিয়া ও নারায়ণদেবের স্তুতি করিয়া সর্ব্বলোকপিতামহ সর্ব্বসমর্থ ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ৩৪

তদনন্তর যখন বাদ্যসমূহ বাজিতে লাগিল এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন সকলের প্রভু ভগবান্ শ্রীহরি ক্ষীরসাগরের উত্তর তীরে চলিয়া যাইলেন। ৩৫

নরসিংহ-রূপ ত্যাগ করত তাঁহার প্রতিমা স্থাপিত করিয়া ভগবান্ গরুড়ধ্বজ পুরাণপ্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ-রূপ অবলম্বন করত নিজ ধামে গমন করিলেন। ৩৬

সর্ব্বসমর্থ ভগবান্ শ্রীহরি অব্যক্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট। তিনি পঞ্চভূতবিশিষ্ট অথবা ঐশ্বর্য্যযুক্ত, অষ্ট চক্রযুক্ত ও শোভাশালী রথের দ্বারা নিজের স্থানে গমন করিলেন। ৩৭

এইরূপে সেই সময় নরসিংহরূপধারী শ্রেষ্ঠ পরমাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু পূর্ব্বকালে হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন। ৩৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে নরসিংহাবতারপ্রসঙ্গে হিরণ্যকশিপুর বধবর্ণনবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[বামনাবতারস্যোপক্রমঃ, বলেরভিষেকঃ, ত্রৈলোক্যরাজ্যায় বলিং প্রতি দৈত্যানামনুবোধশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

নৃসিংহ এষ কথিতো ভূয়োঽহং বামনোঽপরঃ।
যত্র বামনমাস্থায় রূপং রূপবিদাং বরঃ ॥ ১
বলের্বলবতো যজ্ঞে বলিনা বিষ্ণুনা পুরা
ত্রিক্রমৈস্ত্রিভিরাক্রম্য ত্রৈলোক্যমখিলং হৃতম্ ॥ ২
মযূরবসনা চোর্ব্বী নানারত্নবিভূষিতা

শ্রুত্বা দত্তা শুক্রস্যাহ শক্রায় প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৩

জনমেজয় উবাচ।

অত্র মে সংশয়ো ব্রহ্মন্নত্র কৌতূহলং মহৎ।
কথং নারায়ণো দেবো বামনত্বমুপাগতঃ ॥ ৪
যঃ পুরাণে পুরাত্মাদ্যো ভূতা নারায়ণঃ প্রভুঃ।
পদ্মনাভো মহাবাহুর্লোকানাং প্রকৃতির্হরিঃ ॥ ৫

তিনি নিজের তিন পদের বিক্রমের। যথাযথ পদের পরিমাণ অনুসারে মাপ করত স্থাপনের) দ্বারা সম্পূর্ণ ত্রিলোকের রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন। ২

প্রভাবশালী শ্রীহরি নানাপ্রকার পর্ব্বতসমূহে বিভূষিত ও সমুদ্রবসনী যজ্ঞে আত্মাদিত পৃথিবীকে বলির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। ৩

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! এবিষয়ে আমার যেমন সন্দেহ হইতেছে, সেরূপ অত্যন্ত কৌতূহলও হইতেছে। ভগবান্ নারায়ণদেব কেন বামন-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন? ৪

যাঁহাকে পুরাণে পুরাণাত্মা। পুরাতন পুরুষ ও অন্তর্যামী

অনাদিমধ্যনিধনস্ত্রৈলোক্যাদিঃ সনাতনঃ
দেবদেবঃ সুরাধ্যক্ষঃ কৃষ্ণো লোকনমস্কৃতঃ ॥ ৬
হব্যকব্যবহঃ শ্রীমান্ হব্যকব্যভুগব্যয়ঃ
অদিত্যা দেবমাত্মানং কথং গর্ভেঽভবৎ প্রভুঃ।
স্রষ্টা যো বাসবস্যাপি স কথং বাসবানুজঃ ॥ ৭
প্রসূতো দেবদেবেশো বিষ্ণুঃ প্রাপ্তবান্ কথম্।
এতদাচক্ষ্ব নে বিপ্র পরং কৌতূহলং মহান্ ॥ ৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণু রাজন্ কথাং দিব্যামৃষিভিঃ সংপ্রপূজিতৈঃ।
পুরাণৈঃ কবিভিঃ প্রোক্তাং ব্রহ্মকাল্যাং ব্রাহ্মণেরিতাম্ ॥৯
মরীচের্যস্তু পুত্রেণ কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ
অদিতিদিতির্দাক্ষায়ণী ভার্যা ভগিন্যৌ ভরতর্ষভ ॥ ১০
অদিত্যাং তু সুতা দেবাঃ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
ধাতার্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশো ভগস্তথা ॥ ১১
ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ পর্জন্যো দশমস্তথা।
ত্বষ্টৈকাদশমস্তত্র দ্বাদশো বিষ্ণুরুচ্যতে ॥ ১২
দিত্যাং জাতো বি বলবান্ হিরণ্যকশিপুঃ প্রভুঃ।
তস্যানুজস্তু দৈত্যেন্দ্রো হিরণ্যাক্ষঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৩
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাঃ পঞ্চ ঘোরপরাক্রমাঃ।
প্রহ্লাদশ্চৈব সংহ্লাদস্তথানুহ্লাদ এব চ।
হ্রদশ্চৈব তু বিক্রান্তঃ পঞ্চমোঽনুহ্রদস্তথা ॥ ১৪
বিরোচনস্য প্রাহ্লাদিস্তস্য পুত্রো বলিঃ স্মৃতঃ।
পুত্র-পৌত্রৈশ্চ বলবান্ বৃতমাসীন্মহাত্মনাম্ ॥ ১৫
তেজসৈবাসুরাণাং দৈত্যেন্দ্রাণাং মনস্বিনাম্
গণাঃ শতসহস্রাণি রাজন্ দেশে দেশে সমাদ্রয়ঃ ॥ ১৬
তে সৃষ্ট্বা নারসিংহেন হিরণ্যকশিপুং হতম্
দৈত্যা দেববধার্থায় বলিমিন্দ্রং প্রচক্রিরে ॥ ১৭
সৃষ্ট্বা ধর্মপরং নিত্যং সত্যবাক্যং জিতেন্দ্রিয়ম্।
সৌর্যাধ্যায়নসম্পন্নং সর্বজ্ঞানবিশারদম্ ॥ ১৮

আত্মা) বলা হইয়াছে, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াও একার্ণবের জলে নারায়ণরূপে শয়ন করেন, ইঁহার নাভি হইতে ব্রহ্মাণ্ড-কমল প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, যিনি সমস্ত লোকসকলের প্রকৃতি (উপাদান কারণ), যিনি ব্রহ্ম (নিত্য) যিনি আদি, মধ্য ও অন্তরহিত, যিনি বিশ্ব লোকের আদি কারণ, সনাতন, দেবাধিদেব, সুরাধ্যক্ষ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিত্যসিদ্ধ এবং ও কল্পবৃক্ষনকারী, শ্রীসম্পন্ন, যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধের ভোক্তা এবং অবিনাশী পরমাত্মা, সেই সর্বব্যাপী ভগবান বিষ্ণু কেমনভাবে অদিতির গর্ভে কেন জন্মিলেন? যিনি ইন্দ্রেরও স্রষ্টা, তিনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেন হইলেন? যদি সেই দেবদেবেশ্বর অদিতির গর্ভ হইতে উৎপন্নই হইয়া থাকেন, তবে সেই বাসবদেবের বিষ্ণুত্ব (ব্যাপকত্ব) কিভাবে লাভ হইল? আমার এই প্রশ্নের উত্তর দান করিয়ে করিয়ে আপনি পরমাত্মা নারায়ণস্বরূপের বামনাবতারের কথা আমাকে বলুন। ৬-৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এই দিব্য কথা শ্রেষ্ঠ ঋষিগণের দ্বারা পূজিত, পুরাণকর্তা ও ব্রিকালজ্ঞী বিদ্বান্‌গণের দ্বারা বর্ণিত, ব্রহ্মবাদিগণের দ্বারা প্রতিপাদিত এবং ব্রাহ্মণগণের দ্বারা কথিত। তুমি ইহা (সাবধানে) শ্রবণ কর। ৯

ভগবেন্দ্র! মরীচিপুত্র দেবেশ্বর প্রজাপতি কশ্যপের ভার্যাগণের মধ্যে দুই জন প্রধান ছিলেন—অদিতি ও দিতি। ইঁহারা উভয়ে সহোদরা ভগিনী ছিলেন। ১০

মহাত্মা কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্ পূষা, বশস্বে পর্জন্য, একাদশে ত্বষ্টা ও দ্বাদশে বিষ্ণু বলিয়া কথিত হন। ১১-১২

(কশ্যপের ঔরসে) দিতির গর্ভ হইতে বলবান্ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দৈত্যাধিপতি হিরণ্যকশিপু এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপশালী দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ এই দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। ১৩

হিরণ্যকশিপুর ঔরসের পরাক্রমশালী পাঁচ পুত্র জন্ম। তাহাদের নাম—প্রহ্লাদ অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ, হ্রদ, পরাক্রমশালী হ্রদ ও পঞ্চমে অনুহ্রদ। ১৪

প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন ও বিরোচনের পুত্র বলি। ইহাদের সকলের পুত্র-পৌত্রগণ অত্যন্ত বলবান, অক্ষয় ও অবিনাশী পরমাত্মাবিশিষ্ট ছিল। ১৫

রাজন্! এই তেজস্বী ও মনস্বী দেবদ্রোহী দৈত্যরাজগণের সহস্র সহস্র সদ্‌বংশ দেশে বিভমান রহিয়াছে। ১৬

ভগবান্ নরসিংহ কর্তৃক হিরণ্যকশিপুকে নিহত হইতে দেখিয়া দৈত্যগণ দেবতাদিগকে বধ করিবার জন্য রাজা বলিকে নিজেদের ইন্দ্র করিল। ১৭

যিনি সদা ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সৌর্যাধ্যায়নসম্পন্ন, সর্বজ্ঞানবিশারদ, পরাধর ভক্তের জ্ঞাতা, তপস্বী, অবিনাশী, তেজস্বী ও হিরণ্যকশিপুরই তুল্য শক্তিশালী দৈত্য

পরাবরজ্ঞস্ত্রিভাগৈঃ তত্ত্বদর্শিনমব্যয়ম্
তেজস্বিনং সুরারিঘ্নং হিরণ্যকশিপুং যথা ॥ ১৯
অভিষেকেণ দিব্যেন বলিং বৈরোচনিং তথা
দৈত্যাধিপত্যে দিতিজাস্তদা সর্বেঽভ্যষেচয়ন্ ॥ ১০
অভিষিক্তস্তদা দৈত্যৈর্বলির্বলবতাং বরঃ।
ব্রহ্মণা চৈব তুষ্টেন হিরণ্যকশিপোঃ পদে ॥ ১১
অভিষিক্তোঽসুরগণৈর্বলিরৈরোচনিস্তদা।
কাঞ্চনৈঃ কলসৈঃ ক্ষীরৈঃ সর্বতীর্থাম্বুসংযুতৈঃ ॥ ১২
জয়শব্দং তদোদ্ঘুষ্টমভিষিক্তস্য দানবাঃ।
বলেস্তুলযথীর্যাস্তু সিংহাসনগতস্য বৈ ॥১৩
কৃতেন্দ্রাঃ দানবাঃ সর্বে বলিং বলবতাং বরম্
তুষ্টুবুর্বিজ্ঞাপয়ামাসুঃ শিবোক্তিঃ পতিতাঃ ক্ষিতৌ ॥১৪

দৈত্যা ঊচুঃ
বিদিতা তব দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপোর্যথা।
ত্রৈলোক্যমাসীদখিলং তদহং ত্বাবৃতস্তথা ॥ ১৫
পিতামহং তু হত্বা তে সুরেশ্বরনিসূদন।
হৃতং তবৈব ত্রৈলোক্যং শক্রস্যৈবাভিষেচিতঃ ॥ ১৬
তৎ পিতামহরাজ্যং ত্বং প্রত্যাহর্তুমিহ ইহসি
অস্মাভিঃ সহিতো নাথ ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ॥ ১৭
প্রত্যানয়স্ব তৎ তে ত্বাজ্ঞাঃ শৈত্যমহং প্রভো ॥ ১৮
অসুরগণসঙ্ঘসংবৃতস্ত্বং
ভব দিবি দেবগণান্ মহানুভাবান্
অমিতবলপরাক্রমোঽসি রাজন্
প্রতিসমসে স্বগুণৈঃ পিতামহং স্বম ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি বামনে বলেরভিষেকো নামাষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

ছিলেন, তাঁহার এই সব গুণ দেখিয়া সেই সমস্ত দনুজ দৈত্যগণ বিরোচন-পুত্র বলিকে দিয়া অভিষেকের দ্বারা দৈত্যেন্দ্র-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পূজা করিল ॥ ১৮-২০

দৈত্যগণের দ্বারা বলবানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলি অভিষিক্ত হইলে পর সত্বর ব্রহ্মাও অসুরগণের সহিত সমস্ত তীর্থের জলে পূর্ণ স্বর্ণের ঘড় দ্বারা কলসের দ্বারা বিরোচনকুমার বলিকে হিরণ্যকশিপুর রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ২১-২২

অভিষিক্ত হইয়া যখন অসুরদল পরাক্রমশালী বলি সিংহাসনে আসীন হইলেন, তখন সমস্ত দানবগণ তাঁহার জয়জয়কার করিতে লাগিল ॥ ২৩

বলবানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিকে ইন্দ্র করিয়া সমস্ত দানবগণ তুষ্টমনে স্তবক রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং এইরূপ নিবেদের অভিপ্রায় নিবেদন করিল ॥ ২৪

দৈত্যগণ বলিল,—দৈত্যেন্দ্র! আপনার ইহা বিদিতই আছে যে, পূর্বে হরাচর প্রাণিগণের সহিত এই সারা ত্রিভুবন হিরণ্যকশিপুর অধিকারে ছিল ॥ ২৫

সুরেশ্বরনিসূদন! দেবতাগণ আপনার পিতামহ (প্রপিতামহ) হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া সেই সময়েই তিন লোকের রাজ্য হরণ করে এবং ইন্দ্রকে তাহার রাজপদে অভিষিক্ত করে ॥ ২৬

নাথ! অতএব এখন আপনি আমাদের সহিত যাইয়া নিজের পিতামহের রাজ্য যাহা পরম্পরাক্রমে সদা অক্ষয় সেই ত্রিভুবনকে ফিরাইয়া আনুন। প্রভো! আপনার কল্যাণ হউক; আপনি নিজের পিতামহের রাজ্যকে পুনরায় অধিকার করুন ॥ ২৭-২৮

রাজন্! আপনি অনন্ত বল পরাক্রমসম্পন্ন এবং নিজের গুণসমূহে পিতামহ হিরণ্যকশিপু হইতেও শ্রেষ্ঠ; অতএব সহস্র সহস্র অসুরগণে পরিবৃত হইয়া আপনি দেবলোকে গমন করত মহানুভাব দেবতাদিগকে জয় করুন ॥ ২৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বামনাবতার-প্রসঙ্গে বলির অভিষেকনামক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[দেবৈঃ সহ যুদ্ধঃ কর্ত্তুং দৈত্যানামুদ্যোগঃ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

নিশম্য তেষাং বচনং মহাসুরি-
র্বলিস্তদা প্রীতমনা মহাবলঃ
আজ্ঞাপয়ামাস স দৈত্যকোটিং
ত্রৈলোক্যমন্থৈব ভবাম সর্ব্বম্ ॥ ১

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বলোর্বীরোচনস্য তু ।
উদ্যোগঃ পরমঃ চক্রুর্দানবা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ॥ ২

মহাপদ্মো নিকুম্ভশ্চ কৃষ্ণবর্ণশ্চ বীর্য্যবান্ ।
কাঞ্চনাক্ষঃ কপিস্কন্ধো মৈনাকঃ ক্ষিতিকম্পনঃ ॥ ৩

শিতকেশোঽথকুম্ভশ্চ বজ্রনাভঃ শিখী ভটী ।
মহাপ্রবাহবিকটো ব্যাঘ্রাক্ষশ্চ প্রিয়ৈষিণঃ ॥ ৪

একাক্ষ একপাদুগ্রো বিদ্যুজ্জঙ্ঘশ্চতুর্ভুজঃ
গজোদরো গজশিরা গজস্কন্ধঃ শঙ্কুকর্ণঃ ॥ ৫

অষ্টনাসশ্চতুর্কর্ণো দশনাসী ঙ্গলন্ধরঃ
করালো ঙ্গালজিহ্বাশ্চ শতাক্ষঃ শতলোচনঃ । ৬

মহাপ্রপাশঃ সুমুখঃ কৃষ্ণশ্চৈব মহাসুরঃ ।
রণোৎকটো দানপতিঃ শৈলকম্পী কুলাকুলিঃ ॥ ৭

মযুত্রো রক্তসম্ভপ্তো ধূম্রশ্চৈব মহাসুরঃ

গোব্রজঃ গোক্ষুরো রৌদ্রো গোদন্তঃ ক্ষত্তিকো ধ্রুবঃ ॥ ৮

মাংসলো মাংসভক্ষশ্চ বেগবান্ কেতুমালিবিঃ ।
পদ্মদিগ্ধশরীরশ্চ বৃহৎকীর্ত্তির্মহাহনুঃ ॥ ৯

সমপ্রভো বিকুব্জাণ্ডো বিরূপাক্ষো মহোদরঃ ।
শ্বেতশীর্ষশ্চন্দ্রতুল্যশ্চন্দ্রাভরণভূষণঃ ॥ ১০

বিদ্যুদ্রো দীর্ঘবাহুশ্চ মন্থপো মারুতাশনঃ ।
তালজঙ্ঘো মহাতাপঃ সরভঃ শলভঃ ক্রথঃ ॥ ১১

সমুদ্রমথনো নাদী বিততশ্চ মহাবলঃ
প্রলম্বো নরকো ব্যালী বেণুকঃ কাললোচনঃ ॥ ১২

বরিষ্ঠশ্চ দরিষ্ঠশ্চ দুস্তরো দুরতিক্রমঃ ।
তুল্যসারঃ কিরীটী চ সুচীবক্ত্রো মহাসুরঃ ॥ ১৩

সুবাহুঃ কম্বলশ্চাথ করলঃ কলসাসয়ঃ ।
সোমপো দেবযাজী চ প্রবরো বীরমর্দ্দনঃ ॥ ১৪

সুপথঃ পথমুক্তিশ্চ শিখিনেত্রঃ শিখিধ্বজঃ ।
যথাস্মৃতি মহা প্রোক্তা মহীতঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ ॥ ১৫

এতে চান্যে চ বহবো নানা চুম্বচুম্বিতাঃ ।
রথৌঘৈর্বহুসাহস্রৈর্যযুর্যোদ্ধুমরিন্দমাঃ ॥ ১৬

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দৈত্যদিগের উদ্যোগ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই দৈত্যগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল ও মহামতি বলি সেই সমস্ত মনে মনে প্রসন্ন হইলেন। তিনি কোটি দৈত্যকে আজ্ঞা করিলেন—আজই সারা ত্রৈলোক্যরাজ্যের উদ্যোগ কর। ১

বিরোচন-পুত্র বলির এই উৎসাহবর্দ্ধক বাক্য শ্রবণ করিয়া বলদর্পিত দানবগণ বিশেষভাবে উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া দিল। ২

মহাপদ্ম, নিকুম্ভ, পরাক্রমশালী কৃষ্ণবর্ণ, কাঞ্চনাক্ষ, মৈনাক, ক্ষিতিকম্পন, শিতকেশ, উর্দ্ধকেতু, বজ্রনাভ, শিখী, ভটী, মহাপ্রবাহ, বিকট, ব্যাঘ্রাক্ষ, প্রিয়ৈষিণ, একাক্ষ, একপাদ, যুদ্ধ, বিদ্যুজ্জঙ্ঘ, চতুর্ভুজ, গজোদর, গজশিরা, গজস্কন্ধ, শঙ্কুকর্ণ, অষ্টনাসী, চতুর্কর্ণ, দশনাসী, গলন্ধর, করাল, জ্বালজিহ্বাক্ষ, শতাক্ষ, শতলোচন, মহাপ্রপাশ, সুমুখ, মহাসুর কৃষ্ণ, রণোৎকট, দানপতি, শৈলকম্পী, কুলাকুলি, সমুদ্র, মথন, মত্ত, মহাসুর ধূম্র, গোব্রজ, গোক্ষুর, রৌদ্র, গোদন্ত, ক্ষত্তিক, ধ্রুব, মাংসল, মাংসভক্ষ, বেগবান্, কেতুমালি, বিধি, পিঙ্গদিগ্ধশরীর, বৃহৎ-কীর্ত্তি, মহাহনু, সমপ্রভ, বিকুব্জাণ্ড, বিরূপাক্ষ, মহোদর, শ্বেতশীর্ষ, চন্দ্রতাপন, বিদ্যুদ্র, দীর্ঘবাহু, মন্থপ, মারুতাশন, তালজঙ্ঘ, মহাতাপ সরভ, শলভ, ক্রথ, সমুদ্রমথন, নাদী, মহাবল বিততপ্রলম্ব, নরক, ব্যালী, বেণুক, কাললোচন, বরিষ্ঠ, দরিষ্ঠ, দুস্তরলোমা, বিধু, তুল্যসার, কিরীটী, মহাসুর সূচীবক্ত্র, সুবাহু, কম্বলাস্য, করল, কলসোদর, সোমপ, দেবযাজী, প্রবর, বীরমর্দ্দন, সুপথ, পথমুক্তি, শিখিনেত্র ও শিখিধ্বজ—এই মরীচির কুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধক দৈত্যগণ আদি বিভের পরদানপতি অনুসারে এখানে বলিলাম। ইহারা এবং আরও বহুসংখ্যক শত্রুবর্দ্ধনকারী দৈত্যদানবগণ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত হইয়া কয়েক সহস্র রথসমূহের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। ৩-১৬

দিব্যাম্বরধরা দৈত্যা দিব্যমাল্যানুলেপনাঃ।
দিব্যৈশ্চন্দ্রকবৈশ্চৈন্দ্রা দিব্যৈশ্চৈবোদ্ধিতৈর্ধ্বজৈঃ ॥১৭
দিব্যাম্বুধরা দৈত্যা গর্জমানা যথাম্বুদাঃ।
বৃষদ্ধ্বজা রথযোধৈশ্চ চালয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ১৮
মহাবলা দিব্যবলাস্ত্রধারিণো
কৃতজ্ঞতোয়প্রতিমৈরবাস্তুভৈঃ।
প্রহর্ষয়ন্তা দৈত্যবরাঃ সুরারয়ো
বিভিন্দিপালা লোহিতলোহিতেক্ষণাঃ ॥১৯
তে জগ্মুরর্কমলনেন্দ্রবীথীং
মহেন্দ্রসঙ্ঘাঃ প্রনিকূলাবেগাঃ।
বিবৃত্তদংষ্ট্রা হরিযূথকল্পা
বিবর্ধমানাঃ প্রলয়ার্ণবা ইব ॥ ২০
সহস্রবাহুর্বপুষ্মান্ বলঃ পুত্রো মহাবলঃ
বৃষাভিধ্বজ ইত্যা বৈ সমন্তস্য মহাবলঃ ॥ ২১

সমস্ত দৈত্যগণই দিব্য বস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, দিব্য মালা ও অনুলেপনে বিভূষিত ছিল, দিব্য কবচসমূহ অঙ্গে ধারণ করিয়াছিল এবং তাহাদের দিব্য ও উচ্চ ধ্বজ সদা উদ্ভিতে-ছিল ॥ ১৭

সমস্ত দৈত্যগণই দিব্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, মেঘের সদৃশ গর্জন করিতেছিল এবং রথসকলের ঘর্ঘর শব্দে পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে যাইতে লাগিল ॥ ১৮

এই মহাবল দৈত্যগণ বিমানতুল্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, এবং সর্ব-পশুভোজনা মাংসল (মোটা) ও বিশাল বাহুসমূহের দ্বারা অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিল। দেবগণ এই দৈত্যেরই ধারণও বিভিন্ন ভিন্ন পুত্র ছিল। ইহাদের সকলেরই নেত্র লোহিত হইতেও যে ভিন্নবর্ণ (রক্তবর্ণ) ছিল ॥ ১৯

ইহারা সূর্য, অগ্নি ও ইন্দ্রের সদৃশ পরাক্রমশালী ছিল। ইন্দ্রের বজ্র ও অশনিতুল্য ইহাদের বেগ ছিল। ইহারা নিজেদের শরীরসমূহ সদা উদ্যুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ইহাদের কেশগুলি হরিত ও কৃষ্ণবর্ণ ছিল। ইহারা প্রলয়কালের মেঘের সমান নিনাদযুক্ত গর্জিত হইতেছিল ॥ ২০

বলির মহাবল পুত্র সহস্রবাহু বাণাসুর কোটি রথী ও অতিবল বীর বিশাল দৈত্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধের জন্য কবচ ধারণ করত প্রস্তুত হইল ॥ ২১

সকল দৈত্যই মহা ধারণক্ষম। মায়াবী ছিল। সকলেই দিব্যাস্ত্রসমূহের দ্বারা যুদ্ধ করিতে সক্ষম ছিল। সকলেই রণের মদে উন্মত্ত ছিল এবং সকলেই পুরুষ বল লাভ করিয়াছিল ॥ ২২

সকলের দক্ষিণ বাহুর শক্তি অধিক ছিল। সকলেই বেশমী পীতবস্ত্র পরিধান করিয়াছিল। সকলের মস্তকের উপর কিরীট, পাগড়ী ও মুকুট শোভা পাইতেছিল এবং সকলেই দিব্য আভরণ-সমূহে বিভূষিত ছিল ॥ ২৩

সকলের কবচ ও অঙ্গ পরাক্রম সদৃশ বর্মযুক্ত ছিল। রথের উপর উপবিষ্ট হইয়া এই দৈত্য বাহিনী প্রলয়কালের আকাশে প্রকাশমান গ্রহসকলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥ ২৪

ইহাদের কণ্ঠে বর্ণবিচিত্র মুকুল পরম্পরা অর্থাৎ জালার ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। এই সব পদকে ভূষিত দেহ বৃক্ষ বীরগণ বর্ষার পর্বতের শিখরে স্থিত পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষ সকলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২৫

ইহাদের সকলের মহাভাগে বাণাসুর বর্ষাকালে উদিত (পরিদৃশ্য) মেঘের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। এই বাণাসুর বার হাত লম্বা ছিল এবং উপবিষ্ট ছিল এবং তাহার হাতে শক্তি ও গদা শোভা পাইতেছিল ॥ ২৬

তাহার রথে যে সব অস্ত্র, ধ্বজ ও বৃষ ছিল তৎসমস্তই বিচিত্র শোভাসম্পন্ন ছিল। এই রথ বিভিন্ন প্রকারের চিত্র-সমূহে সুশোভিত ছিল এবং এই রথ গদা ও পরিঘাদি অস্ত্রসমূহে পূর্ণ ছিল এবং মধ্যভাগে বিভূষিত ছিল ॥ ২৭

যেরূপ সূর্যদেবের পশ্চাতে পশ্চাতে বায়ুগণ ধূলি বিলুণ্ঠন করেন, সেইরূপ সকল দৈত্যই বাণাসুরের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল। এই দৈত্যগণ নানা প্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত

পঞ্চ তস্য মহাবীর্যা দানবা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
রথস্থং রথযাত্রা ব্যাদিতাস্যা ভয়াবহাঃ ॥ ২৯
পুরাদুর্যেধনাদস্ত ভীমবর্চস্ক বীর্যবান্
তথা কনকমুষ্টী চ বেগবান্ কেতুমানিতি ॥ ৩০
কনকরজতভক্তিচিত্রপার্শ্বে
পতদ্বপতিপ্রতিমে রথে স্থিতোঽভূৎ।
জলদনিনদতুল্যনেমিঘোষে
সুরগণসৈন্যবধায় দানবেন্দ্রঃ ॥ ৩১
দনায়ুষ্যাঃ পুত্রস্তু বলো নাম মহাসুরঃ।
যুতঃ শতসহস্রেণ রথানাং ভীমবর্চসাম্ ॥ ৩২
যুক্তমুক্তসহস্রেণ হয়নাকৃত্য বীর্যবান্।
নীলাম্বুদসময়ঃ ঘোরঃ বায়সাস্যঃ সুদুর্জয়ম্ ॥ ৩৩
নীলাম্বুদবরঃ শ্রীমান্ বৈদূর্যাচলসন্নিভঃ।
সহস্রা রথবেগেন প্রযযৌ দানবস্তদা ॥ ৩৪

ওজস্বর ছিল এবং উহা সমুদ্রের গর্জনের ন্যায় মনে হইতেছিল। ২৮

মহাপরাক্রমশালী পাঁচ জন দানবপতি দানব সাথীদের লইয়া দনায়ুষের রথ রক্ষা করিতেছিল। এই পাঁচ দানব যুদ্ধ করিয়া থাকার অভিলাষ ব্যক্ত করিতে ভয়ানক দেখাইতেছিল। ২৯

এই পাঁচ দানবের নাম হইল—সুরাঘ্ন বেগবান, পরাক্রমশালী ভীমবর্চ, কনকমুষ্টি ও বেগবান্ কেতুমান্। ৩০

বেগবানের সৈন্যদিগকে যে রথে করিয়া তার দানবরাজ বলি যে রথের উপর বসিয়াছিলেন, তাহা পক্ষিরাজ গরুড়ের সমান ছিল। উহার পার্শ্বভাগে বিভাগ পূর্বক বর্ণ ও রজতের চিত্র অঙ্কিত ছিল এবং এই রথের চক্রদণ্ডদ্বয়ের বর্ণও পক্ষ বেগের পক্ষীর গর্জনের ন্যায় শুনা যাইতেছিল। ৩১

দনায়ুষের পুত্র বল নামক মহাসুর ওজস্বর ভেজস্বী এক লক্ষ রথী সৈন্যে পরিবৃত ছিল। ৩২

এই পরাক্রমশালী দৈত্য এক সহস্র চতুরঙ্গ-যোজিত রথে আরোহণ করত যুদ্ধের জন্য নির্গত হইয়াছিল। কাল লৌহনির্মিত তাহার এই ওজস্বর রথ অত্যন্ত দুর্জয় ছিল। উহার উপর কাকচিহ্নযুক্ত ধ্বজ উড়িতেছিল। ৩৩

এই কান্তিমান্ দানব শৈল বসুধারণ করিয়া বৈদূর্যমণির পর্বতের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। উহার রথের বেগ অতিশয় তীব্র ছিল এবং এরূপ রথে করিয়াই বলাসুর যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করিল। ৩৪

তত্রৈকার্ণবসঙ্কাশে সৈন্যমধ্যে ব্যরাজত
প্রভাতসময়ে শ্রীমান্ সমুদ্যন্ত ইবাংশুমান্ ॥ ৩৫
সুতপ্তজাম্বুনদতুল্যবর্চসা
নিশাকরাকারতড়িদ্গুণাকরঃ।
কিরীটমুখ্যেন বিভাতি শোভিনা
যথা গিরিঃ শৃঙ্গবরেণ ভাস্বতা ॥ ৩৬
ষষ্টী রথসহস্রাণি নমুচেঃসুরস্য বৈ।
বরযুক্তানি সর্বাণি মেঘতুল্যরবাণি চ ॥ ৩৭
নানাপ্রহরণাঃ সর্বে সর্বে তে চিত্রযোধিনঃ
মহাভ্রঘনসঙ্কাশা বেগবন্তো মহাবলাঃ ॥ ৩৮
রথো ব্যাঘ্রসহস্রেণ যুক্তঃ পরমবেগবান্
নমুচেরসুরেন্দ্রস্য সর্বতস্তুবি ভূষিতঃ ॥ ৩৯
শার্দূলচিহ্নঃ শুশুভে তস্য কেতুরিবাগ্রতঃ
রথমধ্যেঽসুরেন্দ্রস্য মহাগ্নিসবিবর্ধনঃ ॥ ৪০

ইহার সৈন্যের মধ্যভাগ এক সাগরের সমান মনে হইতেছিল, এরূপ সৈন্যমধ্যে সেই রাজা শ্রীমান প্রভাতকালে সমুদ্রের মধ্যভাগে স্থিত সূর্যদেবের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ৩৫

ইহার দেহ কিরীট অভিশয় তপ্ত সুবর্ণের নায়ক সুবর্ণের সদৃশ উজ্জ্বল ছিল এবং এই দানব রাত্রে চন্দ্রের সমান আকার ও বিদ্যুতের সমান প্রকাশাদি গুণসমূহে সম্পন্ন ছিল। সেই শোভাশালী কিরীটের দ্বারা তাহার দেহটিই শোভা হইতেছিল, যেরূপ কোনও পর্বতের শিখরে কোনও শৃঙ্গের শিখরের দ্বারা শোভা পাইতে থাকে। ৩৬

নমুচিনামক অসুরের অধিকারে ষাট হাজার রথ ছিল। সেই সব রথে যারা যোদ্ধিত ছিল এবং সকল রথই মেঘের তুল্য গম্ভীর শব্দ করিতেছিল। ৩৭

সেই সব রথ ও রথী নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ছিল এবং তাহারা বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিতে সমর্থ ছিল। ইহারা দেখিতে মহামেঘের ঘনঘটার ন্যায় ছিল এবং ইহারা বেগবান্ ও মহাবলশালী ছিল। ৩৮

অসুররাজ নমুচির রথ অন্যান্য বেগশালী ছিল এবং ইহাতে এক হাজার ব্যাঘ্র যোজিত ছিল। এই রথ সর্বপ্রকার চক্রসমূহে বিভূষিত ছিল। ৩৯

ইহার অগ্রে ব্যাঘ্রের চিহ্ন অঙ্কিত ছিল, ইহার দ্বারা সেই শ্রেষ্ঠ রথীদের রাজ অভিধেয় শোভা পাইতেছিল। অসুরেন্দ্রের নমুচির রথে এই সকল মহাপুরুষের সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। ৪০

স ভীমবেগশ্চ মহাবলশ্চ
প্রগৃহ্য চাপং হিমবানিব স্থিতঃ
নীলাম্বরঃ কাঞ্চনপট্টনদ্ধো
দিবাগজো দন্তবলূপেতকক্ষঃ ॥ ৪১

কিঙ্কিণীজালনির্ঘোষঃ তপনীয়বিভূষিতম্।
সপতাকধ্বজোপেতঃ সসঙ্গামিব তোয়দম্ ॥ ৪২

চক্রৈশ্চতুর্ভিঃ সাযুক্তমষ্টনবরতাস্তরম্
হেমজালাবৃতঃ দীপ্তঃ কালচক্রমিবোদিতম্ ॥ ৪৩

নানাযুধবরঃ ঘোরঃ ব্যাঘ্রচর্মপরিচ্ছদম্।
ঈহামৃগগণাকীর্ণঃ চিত্রভক্তিবিরাজিতম্ ॥ ৪৪

তূণীরশরসম্পূর্ণঃ শক্তিতোমরসঙ্কুলম্
গদামুদ্গরসম্বাধঃ চাপরশ্মিপরিচ্ছদম্ ॥ ৪৫

মুক্তমুক্তসরব্রেণ লম্বতেসরবর্চসা
রাজতেন বিকীর্ণেন শোভিতঃ সিংকেতুনা ॥ ৪৬

স তেন শুশুভে দৈত্যো মহো দাবাগ্নিসন্নিভো।
রথরত্নে স্থিতঃ শ্রীমান্ সুরসূদনস্ত্র ইবাংশুমান্ ॥ ৪৭

বিমলরক্তবিন্দুশোভিতাঙ্গঃ
মণিকনকোজ্জ্বলচারুভক্তিচিত্রম্।
অমৃতশতসংপ্রমৃজ্জিতানঃ
মমমনুযাতি তদা মহারথানাম্ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি বামনপ্রাদুর্ভাবে মহাসুরবধে একোন-পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

নমুচির বেগ অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। নীল বস্ত্র পরিধানকারী এই মহাবল দৈত্য ধনুক টেনে করিয়া ও হস্তে বজ্র গ্রহণ করিয়া হিমবান্ পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতেছিল। ইহাতে মনে হইতেছিল—যেন কোন বিপক্ষ বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরের বক্ষ ভেদ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ৪১

মহাসুরের রথ স্বর্ণে বিভূষিত ছিল। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসমূহ যুক্ত জাল টাঙ্গান ছিল এবং তাহা হইতে সুমধুর ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। ধ্বজ-পতাকাসমূহে যুক্ত এই রথ সন্ধ্যাকালের মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ৪২

ইহাতে চারিটি চক্র সংযুক্ত ছিল। ইহার অভ্যন্তরভাগ বত্রিশ হাত বিস্তৃত ছিল। এই রথের উপর স্বর্ণের জাল লাগান ছিল। এই দীপ্তিমান্ রথ উদিত কালচক্রের সমান শোভিত ছিল। ৪৩

নানাপ্রকার অস্ত্রপূর্ণ এই ভয়ঙ্কর রথ ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত ছিল। ইহার মধ্যে ক্রীড়ার জন্য কৃত্রিম মৃগগণকে সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল এবং বিচিত্র ভক্তির চিত্র অঙ্কিত থাকিয়া ইহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। ৪৪

এই রথ বাণ ও তূণীরে পূর্ণ ছিল, শক্তি ও তোমরসমূহে ব্যাপ্ত ছিল, গদা ও মুদ্গরসমূহে ইহার স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং বহু ধনুরস্ত্রের দ্বারা ইহা বিভূষিত ছিল। ৪৫

লম্ব কেশরের ন্যায় মুক্ত মুক্ত হার-সমূহ এই রথে যোজিত ছিল। সিংহের চিহ্নযুক্ত ও উজ্জ্বলতম রজতময় ধ্বজের দ্বারা এই রথের অতিশয় শোভা হইতেছিল। ৪৬

মহাবিস্তারকারী এই রথের দ্বারা ও এই ভয়ঙ্করূপ রথে উপবিষ্ট মহাদৈত্য উদয়াচলের শিখরে স্থিত তেজশী সূর্য্যদেবের ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল। ৪৭

মহাসুরের প্রত্যেক অঙ্গ নির্ম্মল রক্তবিন্দুসমূহে শোভিত ছিল। উহাতে মণি ও স্বর্ণের সংযোগে উজ্জ্বল এবং মনোহর চিত্রকলী রচিত হইয়াছিল। সেই সময় এক অত্যন্ত তেজশী মহারথী বীর মহাদানবের অনুগমন করিতে লাগিল। ৪৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে মহাসুরের যুদ্ধে প্রস্থানবিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[পুলোমা, হয়গ্রীবঃ, প্রহ্লাদঃ, শম্বরাসুরস্তেজোভ্যাং যুদ্ধায়োদ্যোগঃ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পুলোমা তু মহাদৈত্যস্তিমিরাকারসন্নিভম্।
আরুরোধাশ্রমং ঘোরং রথং পরমথাঙ্কিতম্ ॥ ১

উৎকীর্ণপর্বতাকারং লোহজালাবৃতান্তরম্।
বেদিযোধেন মহতা ক্ষুভাত্মনি সাগরম্ ॥ ২

গদাপরিঘনিস্ত্রিংশৈঃ সতোমরপরশ্বধৈঃ।
শক্তিমুদ্গরসঙ্কীর্ণং সংস্তোমমিব তোয়দম্ ॥ ৩

রথযুক্তস্তদা তেন সর্বযুক্তঃ বায়ুবেগিনা।
পুলোমাংস্তু যুদ্ধায় প্রস্থিতো মুহূর্তশঃ ॥ ৪

যস্মিন্ রথসহস্রাণি পুলোমানঃ মহাবলম্।
অন্বয়ুঃ সূর্যবর্ণানি প্রদীপ্তানীব তেজসা ॥ ৫

খড়্গাঙ্কুশেন মহতা বিপুলেন ধ্বজেন চ।
ভ্রাজতে রথবর্যস্তু পর্বতস্থ ইবাংশুমান্ ॥ ৬

শুক্লাকুচার্যীকরপট্টনদ্ধাং
মহাগদাঃ কালনিভাঃ মহাবলঃ।
প্রগৃহ্য বজ্রাজ স শত্রুমধ্যে
কার্ষ্ণায়সীং কেতুরিবাস্থিতোর্ধ্বাম্ ॥ ৭

হয়গ্রীবস্তু বলবান্ হয়গ্রীবৈর্মহাসুরৈঃ।
বৃতঃ শতসহস্রেণ রথানাং ঋষিসত্তমঃ ॥ ৮

ধরাধরনিভাকারং সপরানীকমর্দনম্।
সুলনা ভীমমাক্রম্য যুদ্ধায়াভিমুখঃ স্থিতঃ ॥ ৯

শ্বেতশৈলপ্রতীকাশঃ শ্বেতকুণ্ডলভূষণঃ।
শুশুভে রথবর্যস্থঃ শ্বেতাম্বুদ ইবাচলঃ ॥ ১০

মহতা সপ্তশীর্ষেণ লোহিতা শ্মশ্রুকেতুনা।
বৈদূর্যমণিচিত্রেণ প্রবালাঙ্কুরশোভিনা ॥ ১১

বিশাল অঙ্গে সুশোভিত ছিল। এই রথের মধ্যে উপবিষ্ট পুলোমা উদয়গিরিতে স্থিত অস্তমনা সূর্যের তুল্য প্রতীত হইতেছিল। ৫

এই মহাবল যোদ্ধা দেহত্রাণে শত্রুগণের মধ্যে কাললৌহনির্মিতা ও সাক্ষাৎ কালসদৃশ এক বিশাল গদা হাতে লইয়া পৃথিবীতে উত্থাপিত অঙ্গের সমান শোভা পাইতেছিল। তাহার এই গদা সুন্দর সুবর্ণের পট্টে মণ্ডিত ছিল। ৭

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলবান্ হয়গ্রীব অশ্বতুল্য শ্রীযুক্ত বিশিষ্ট মহাসুরগণের সহিত একলক্ষ রথী বীর যোদ্ধাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। ৮

ইহার রথের আকার পর্বতের ন্যায় বিশাল ছিল এবং এই রথ শত্রুসৈন্যদিগকে মর্দিত করিতে সমর্থ ছিল। এরূপ ভয়ঙ্কর রথে আরোহণ করিয়া হয়গ্রীব যুদ্ধের জন্য সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিল। ৯

এই হয়গ্রীব শ্বেতপর্বত-সদৃশ কান্তিমান্ ও শ্বেত কুণ্ডলে বিভূষিত হইয়া রথের মধ্যে উপবেশন করত পর্বতবিশিষ্ট পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ১০

সাতটি ফণাযুক্ত সর্পচিহ্নিত ও বৈদূর্যমণি চিত্রিত থাকায় বিচিত্ররূপবিশিষ্ট অঙ্কের দ্বারা এবং নব নব পল্লবের অঙ্কুর-সমূহের শোভার দ্বারা হয়গ্রীবের রথ শোভিত ছিল। ১১

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[পুলোমা, হয়গ্রীব, প্রহ্লাদ ও শম্বরাসুরের যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন পুলোমানামক মহাযোদ্ধা দনায়ুর অন্তকারের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট লৌহনির্মিত ভয়ঙ্কর রথে আরোহণ করিল। এই রথ শত্রুগণের রথ-সকলকে নষ্ট করিয়া দিতে সমর্থ ছিল। ১

খচিত হইয়া ভূতলে পতিত পর্বতের ন্যায় ইহার বিশাল আকার ছিল। ইহার অভ্যন্তর ভাগ লৌহজালে আবৃত ছিল এবং নিজের চক্রসকলের প্রচণ্ড শব্দে সমুদ্রের ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়া দিত। ২

গদা, পরিঘ, খড়্গ, তোমর, পরশু, শক্তি ও মুদ্গরাদি অস্ত্রসমূহে পূর্ণ থাকায় এই রথ সজল জলধরের সমান প্রতীত হইতেছিল। ৩

ইহাতে বায়ুতুল্য বেগগামী এক সহস্র ইষ্ট যোজিত ছিল। রথযুদ্ধে পুলোমা এরূপ রথে আরোহণ করত যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইল। ৪

যাঁর তেজে সূর্যের সদৃশ উদ্ভাসিত ষাট হাজার রথ রথী বীরগণ) মহারথী পুলোমার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে ছিল। ৫

পুলোমার রথ তপ্ত সুবর্ণ সদৃশ কান্তিমান্ খড়্গচিহ্নযুক্ত

অমিতবলপরাক্রমাকৃতীনা-
মরিরথিনামনুজগ্ম রুজিতানাম্
অসুরগণশতাভিগুপ্তমানঃ
ত্রিদশগণা ইব বাসবঃ প্রয়াসম্ ॥ ১১

প্রহ্লাদস্তু মহাপ্রাজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
সর্ব্বযাত্রাধরঃ শ্রীমান্ যষ্টা ক্রতুশতৈরপি ॥ ১৩
সমনহ্যত তেজস্বী পাবকার্চ্চিঃসমপ্রভঃ
রথানীকেন মহতা দ্যুদিনান্তোদনাদিনা ॥ ১৪
পূরেণামিতবীর্য্যৌঘ হেমকুণ্ডলধারিণা।
বৃতো দৈত্যসহস্রেণ দেবৈরিব পিতামহঃ ॥ ১৫
ধ্বজীর্য্যাদগ্রণীর্ধূম্রো মরুদ্বারণবিক্রমঃ।
সুরাংসেক্ষন্ সর্ব্বান্ প্রতিক্ষোভ ইব ক্ষিতিঃ ॥ ১৬
ধ্বজীর্য্যেণোদধেস্তস্য প্রদীপ্তাগ্নিরিব জ্বলন্।
তেজসা ভাস্করাকারঃ ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ ॥ ১৭
তালজঙ্ঘেন দীপ্তেন রথেনাতিবিরাজতা

তং যান্তমনুযান্তি স্ম দানবাঃ শতশস্তদা ॥ ১৮
সর্ব্বে হিরণ্যকবচাঃ সর্ব্বে রক্তবিভূষিতাঃ
দিব্যাঙ্গরাগাভরণাঃ সমবেষবিভূষিতাঃ ॥ ১৯
জাম্বুনদবিচিত্রাঙ্গা বৈদূর্য্যবিকৃতাঙ্গদাঃ।
দিব্যকুণ্ডলনদ্ধাস্যা যক্ষা ইব মহাগ্রহাঃ ॥ ২০
আচারব্যায়ৈক্ষৈ র্জিতেন্দ্রিয়শ্চ
ধর্ম্মে রতঃ সত্যপরোঽনসূয়ুঃ।
স্থিতোঽস্থিতোয়াদৃষভাক্ষকূটে
ক্ষমী যথা সর্ব্বহরঃ কৃতাত্মা ॥ ২১
শশ্বদ্ধ মহাসারো বহুশস্পসমৃদ্ধঃ
আক্রন্দোঽথ রথঃ শিবা সর্ব্বযুদ্ধবিশারদঃ ॥ ২২
লোহিতাক্ষো মহাবাহুঃ প্রতাপ্যায়নকুণ্ডলঃ
জীমূতঘননির্ঘোষো দিব্যস্রগনুলেপনঃ ॥ ২৩
বিদ্যুজ্জ্যোতিনিকাশেন মুকুটেনাবভাসিতা
মণিরত্নবিচিত্রেণ বৈদূর্য্যবরভূষিতঃ ॥ ২৪

যেরূপ গমন করিবার সময় ইন্দ্রের পশ্চাতে পশ্চাতে দেবগণ গমন করেন, সেইরূপ যুদ্ধের জন্য গমনকারী ইন্দ্রপ্রহ্লাদের পশ্চাতে পশ্চাতে অনন্ত বল-পরাক্রমসম্পন্ন সহস্রসহস্র তেজস্বী শ্রেষ্ঠ রথী বীর অসুরগণ শত শত সংখ্যায় গমন করিতে লাগিল ॥ ১১

মহামতি ও সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী শ্রীমান্ প্রহ্লাদ সমস্ত যাত্রাধারী ছিলেন এবং শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানও করিয়াছিলেন ॥১৩

ইঁহার কান্তি অগ্নির জ্বালার ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। এই তেজস্বী প্রহ্লাদ বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী বিশাল রথ-সৈন্যের সহিত যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইলেন ॥১৪

দেবগণের দ্বারা পরিবৃত ব্রহ্মার ন্যায় এই প্রহ্লাদ ধর্ম্মকুণ্ডলধারী, অমিত পরাক্রমশালী ও বীর দৈত্যগণে পরিবৃত ছিলেন ॥ ১৫

নিজের পরাক্রমে প্রহ্লাদ সকলের অগ্রগামী নেতা ছিলেন এবং নিজের বলে তাঁহার অতিশয় গর্ব্ব ছিল। তিনি মদমত্ত হস্তীর ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন। সমস্ত দেবাসেনের সম্মুখে প্রহ্লাদ মূর্ত্তিমান্ ক্ষোভের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৬

নিজের অপার বলে প্রহ্লাদ সমুদ্রতুল্য ছিলেন, কান্তিতে প্রজ্বলিত অগ্নির সদৃশ প্রকাশিত হইতেছিলেন, তেজে সূর্য্যের সমান ছিল এবং ক্ষমায় পৃথিবীর সদৃশক্ষ ছিলেন ॥১৭

দীপ্তিমান্ তালধ্বজে অত্যন্ত সুশোভিত রথের দ্বারা গমনকারী প্রহ্লাদের পশ্চাতে পশ্চাতে শত শত সজ্জিত দানবগণও যাইতে লাগিল ॥ ১৮

ইঁহারা সকলেই সুবর্ণময় কবচে যুক্ত এবং রক্তসমূহের আভরণে বিভূষিত ছিল। ইঁহাদের অঙ্গরাগ ও আভরণ দিব্য ছিল এবং ইঁহারা সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধ হইতে কখনও নিবৃত্ত হইত না ॥ ১৯

জাম্বুনদ নামক সুবর্ণে ইঁহাদের অঙ্গসমূহের বিচিত্র শোভা হইতেছিল। ইঁহারা বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত অঙ্গদ ধারণ করিয়াছিল এবং দিব্য রত্নের মধ্যে উপবেশন করত ইঁহারা আকাশে স্থিত মহাগ্রহসকলের ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল ॥ ২০

প্রহ্লাদ আচারবান্, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মরত, সত্যপরায়ণ ও দোষদৃষ্টিরহিত ছিলেন এবং অগ্নি, জল, বেদ ও বায়ুর সমান শক্তিশালী ছিলেন। তিনি মূর্ত্তিমান্ সর্ব্বসংহারকারী কালের ন্যায় সেস্থানে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২১

মহামায়াবী শম্বর রথযুথপতিদেরও যূথপতি ছিল এবং সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধেই বিশেষ পারদর্শী ছিল। সেও দিব্য রথে আরোহণ করিল ॥ ২২

তাহার নয়ন রক্তবর্ণ ছিল, বাহু বিশাল ছিল, কর্ণদ্বয়ে সুন্দর স্বর্ণের উত্তম কুণ্ডল শোভা পাইতেছিল। তাহার কান্তি মেঘের ন্যায় ঘন শ্যামবর্ণ ছিল এবং সে দিব্য মাল্য ও দিব্য অনুলেপন ধারণ করিয়াছিল ॥ ২৩

তাহার রক্তকে বিদ্যুতের জ্যোতি ও সূর্য্যের তেজের ন্যায় প্রকাশমান মুকুট ছিল, ইহার দ্বারা এবং মণি ও রক্তসমূহে

তপনীয়েন মহতা কবচেন বিরাজতা
সন্ধ্যাছেদেব সংছন্নঃ শ্রীমানস্তগিরোচ্চয়ঃ ॥ ২৫

ত্রিশৃঙ্গকসবত্রাণি দৈত্যানাং চিত্রযোধিনাম্।
বলিনাং কালকল্পানাময়ুঃ শব্দং তদা ॥ ২৬

যুক্তং হয়সহস্রেণ গুরুণর্দেন রাজতা।
ক্রৌঞ্চকেতনেন দীপ্তেন রথেনাদিত্যবর্চসা ॥ ২৭

ব্যাসক্তবৈদূর্য্যমুখর্ষ্টকালং
নানাবিচিত্রৈরপি ভক্তিচিত্রম্।
বিদ্যুৎপ্রভং ভীমরবং সুবেগং
রথং সমারুহ্য ররাজ দৈত্যঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
বামনপ্রাদুর্ভাবে শম্বরাদিদৈত্যসঙ্গমনে
পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

অতীব সুন্দর বৈদূর্য্যমণির দ্বারা সুশোভিত এক সুবর্ণনির্ম্মিত শোভাশালী বিমান কবচে আবৃত শম্বরাসুর সন্ধ্যাকালের রক্তবর্ণ মেঘে আচ্ছাদিত শ্রীমান্ অস্তাচলের ন্যায় দৃষ্টিপথ হইতে লাঘিত হইলেন ॥ ২৫-২৬

সেই সময় বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধকারী ও কালকল্প বলবান্ ত্রিশ লক্ষ দৈত্য শম্বরাসুরের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল ॥ ২৬

ইহার রথে স্বর্ণবর্ণের এক গরুড় ধ্বজ শোভিত ছিল। যুদ্ধে শোভাশালী এই রথ ক্রৌঞ্চের চিহ্নযুক্ত বিমান অপেক্ষা সুশোভিত ছিল। এমন রথে করিয়া শম্বরাসুর যুদ্ধের জন্য বহির্গত হইল ॥ ২৭

এই রথে বৈদূর্য্যমণি ও সুবর্ণের ঝল্লরী লাগান ছিল, নানাপ্রকার পক্ষীর পৃথক্ পৃথক্ চিত্র অঙ্কিত ছিল, এই রথ বিদ্যুতের সমান কান্তিমান্ ছিল এবং শব্দও শব্দ করিতেছিল। এই অভিনব বেগশালী রথে আরোহণ করিয়া দৈত্য শম্বর অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বামনাবতার-প্রসঙ্গে শম্বরাদিদৈত্যগণের যুদ্ধোদ্যম-পরিচায়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[অনুহ্লাদ, বিরোচন, কুজম্ভ, অনিলোমা, ক্রুর, একচক্র, হয়গ্রীব, রাহু, বিপ্রচিত্তি, কেশী, ধূমপর্ব্বা ও বলির যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া অগ্রসর।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

অনুহ্লাদশ্চ তত্রৈব দৈত্যঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রঃ প্রহ্লাদো যুদ্ধদুর্মদঃ ॥ ১

চতুর্ভিস্তুরগৈর্যানে ত্রিবন্ধপ্রতিমৈর্নৃপ।
যুক্তেনাদিত্যবর্ণাভাবীর্য্যৈঃ সিংহবলৈর্ভৃশৈঃ ॥ ২

ভীমসত্ত্বীরযানেন নেমিঘোষেণ বীর্য্যবান্

এই রথের স্কন্ধদেশের নব অধিষ্ঠান পতাকা ও তরঙ্গের ছিল। পরাক্রমশালী অনুহ্লাদ এই রথের দ্বারা পর্ব্বত, বন ও কাননসমূহ সম্পূর্ণ পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল ॥ ৩

অনুহ্লাদের পশ্চাতে পশ্চাতে যুদ্ধের দৈত্যসমূদায় গর্জ্জন করিতে করিতে যাইতে লাগিল। সূর্য্যমালায় অলঙ্কৃত এক কোটি রথী বীর ইহার সহিত ছিল ॥ ৪

তাহাদের হস্তে পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভল্ল, পাশ, পরশু প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র ছিল। তাহারা হস্তে পুল ও মুদ্গরও ধারণ করিয়াছিল ॥ ৫

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[অনুহ্লাদ, বিরোচন, কুজম্ভ, অনিলোমা, ক্রুর, একচক্র, হয়গ্রীব, রাহু, বিপ্রচিত্তি, কেশী, ধূমপর্ব্বা ও বলির যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া অগ্রসর।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! হিরণ্যকশিপুর পুত্র পরম দুর্জ্জয় অনুহ্লাদও দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় প্রস্তুত হইল ॥ ১

যে রথে করিয়া সে গমন করিল, সেই রথের চারটি চক্র ছিল, তাহার উচ্চতা ছিল ৭ হাত এবং এই রথে সিংহমুখ-সদৃশ মুখযুক্ত ও সবলশালী অশ্বগণ যোজিত ছিল ॥ ২

সুবর্ণজালনিমুক্তৈর্বাজৈশ্চ সমলঙ্কৃতাঃ
রথৈশ্চিত্রৈশ্চ কবচৈঃ সজ্জমানা মহাসুরাঃ ॥ ৬
তদা বিশালোচ্ছ্রিতশৈলরূপে
বভৌ রথে কাঞ্চনচিত্রিতাঙ্গে
দৈত্যাধিপঃ সত্ত্ববলানুরূপে
সমান্বিতস্ত্বপ্রতিমে সুরূপে ॥ ৭
বিরোচনশ্চন্দ্র বলবান্ বৈধাবরসমদ্যুতিঃ
মহতা রথবর্যেণ সর্বাস্ত্রকুশলঃ শুচিঃ ॥ ৮
ব্যূঢানাং বিনিয়োগজ্ঞো জ্ঞানবিজ্ঞানতত্ত্ববিৎ।
বলেঃ পিতাসুরবরঃ সুরাণামিব বাসবঃ ॥ ৯
সর্বায়ুধসমোপেতঃ কিঙ্কিণীজালভূষিতম্
যুক্তানাং বাজিভির্যানাং সংশ্রেষ্ঠা ত্বগামিনাম্ ॥ ১০
রথমাস্থস্ত দৈত্যেন্দ্রো বভৌ মেরুরিবাপরঃ
কিঙ্কিণীজালপর্যন্তঃ গন্ধেন্দ্রস্তরুভোভিতম্
সন্ধ্যাভ্রসমবর্ণাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ১১

এই মহাসুরগণ বর্মজালযুক্ত বহুসংখ্যক মণিময়ুরে (টীকাকে) অলঙ্কৃত ছিল। বিচিত্র রথ ও কবচ ইহাদের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল ॥ ৬

সেই সময় যাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুবর্ণে চিত্রিত ছিল, যাহা বিশাল ও উচ্চ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল এবং যাহা নিজের সত্ত্ব-ও বলের অনুরূপ ছিল, সেই অনুপম ও সুন্দর রথে উপবিষ্ট হইয়া দৈত্যরাজ অসুরগণ-অধিপের শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৭

অগ্নিকুল্য তেজস্বী ও বলবান্ বিরোচনও যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়া সেস্থানে আসিল। তাহার সহিত বিশাল রথসৈন্য ছিল। বিরোচন সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রের প্রয়োগে কুশল ছিল এবং তাহার জয় শুদ্ধ ছিল ॥ ৮

কোন্ ব্যূহ কোথায় প্রয়োগ করিতে হইবে, এবিষয়ে তাহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব বিষয়েও তাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। বলির পিতা বিরোচন দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র যেরূপ শ্রেষ্ঠ তদ্রূপ, সেইরূপ অসুরদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল ॥ ৯

ইহার রথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাযুক্ত জালে (ঝালরে) সুশোভিত ছিল। ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রই সংরক্ষিত ছিল এবং এই রথ এক হাজার দ্রুতগামী অশ্বে যোজিত ছিল ॥ ১০

এই রথের উপর পর্ব্বতে বাধে যাহে—কিঙ্কিণীর কিনারায়) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাযুক্ত জাল সংযোজিত ছিল। গজরাজের

প্রবালজালাবৃতকুম্ভশোভি-
ব্যালম্বিমুক্তাফলবিভূষিতঞ্চ।
রথং সমাস্থায় কিরীটমালী
বধৌ স বৃত্রায় মহাসুরেন্দ্রঃ ॥ ১১
বিরোচনানুজশ্চৈব কৃতঘ্নো নাম দানবঃ।
শুদ্ধৈর্বৈদূর্যসাংগ্রামিকাঞ্চনভূষিতৈঃ ॥ ১২
বৃতো মদবলোৎসিক্তৈর্দেব বিভিরিভৈঃ
প্রাস-পাশ-গদাহস্তৈর্ধানুষ্কৈরায়ুধৈঃ শুভৈঃ ॥১৩
স পর্ব্বতনিভাকারো ভিন্নাঞ্জনচয়প্রভঃ।
মহতা ভ্রাজমানেন কিরীটেন সুবর্চসা ॥ ১৪
সর্ব্বরত্নবিচিত্রেণ কবচেন চ সংবৃতঃ
মহতা দীপ্তবপুষা বধে নেন্দুরিবোদ্যতঃ ॥ ১৬
শাতকৌম্ভেন মহতা তালবৃক্ষেণ কেতুনা
বরাজ রথমধ্যস্থো মেরুস্থ ইব ভাস্করঃ ॥ ১৭

চিহ্নযুক্ত ধ্বজে এই রথ শোভিত ছিল এবং প্রভাতকালীন মেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বহু পতাকায় ইহা অলঙ্কৃত ছিল ॥ ১১

এই মহাসুরগণের পতি বিরোচন মুক্তা ও সুবর্ণের চিত্রমূর্তি-সমূহে সুশোভিত ও সর্ব্বদিকে কুসুম মুক্তার মালাসমূহে বিভূষিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধকে কিরীট ধারণ করত যুদ্ধের জন্য গমন করিল ॥ ১২

বিরোচনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃতঘ্ননামক দানব কয়েক সহস্র মণি ও সুবর্ণে বিভূষিত রথসমূহে পরিবৃত ছিল। বলের অতিশয় মত্ত দেবদ্রোহী দৈত্যগণ ইহাকে আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছিল। এই সব দৈত্যগণের হস্তে প্রাস, পাশ ও গদাদি অস্ত্রসকল ধৃত ছিল এবং এই সব দানবই যুদ্ধের অভিলাষী ছিল। ইহাদের দ্বারা পরিবৃত কৃতঘ্ন শত্রুদিগকে দমন করিতে সমর্থ ছিল ॥ ১৩-১৪

ইহার আকার পর্ব্বতের সমান বিশাল ছিল, অঞ্জি হইতে কাটিয়া আনিয়া রাশিকৃত কজ্জলের সমান ইহার বর্ণ কাল ছিল, ইহার মস্তকে অত্যন্ত তেজস্বী ও কান্তিমান্ বিশাল মুকুট শোভা পাইতেছিল, এই মুকুটে ও সর্ব্বাঙ্গস্থিত বিচিত্র কবচে আচ্ছাদিত হইয়া মুকুট নিজের মহাতেজস্বী রথের দ্বারা দেবকিরণমালির ন্যায় শোভিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৫ ১৬

তালবৃক্ষ চিহ্নযুক্ত বর্ণনিশ্চিত বিশাল ধ্বজের দ্বারা উপলক্ষিত রথের মধ্যে উপবিষ্ট এই দৈত্য মেরুপর্ব্বতের শিখরে বিরাজমান সূর্য্যদেবের ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥ ১৭

রথপটুরতিবীর্য্যসমৃদ্ধঃ
সুরসমরাভিমুখঃ প্রযাতি তূর্ণম্
অসুরসমসমাবৃতঃ কৃতজ্ঞ-
স্ত্রিদশগণৈরিব বৃত্রহামরেন্দ্রঃ ॥ ১৮

অসিলোমা চ তত্রৈব দানবঃ পর্ব্বতায়ুধঃ
দারুণো বপুষাত্যর্থং দারুণানন: ॥ ১৯
রৌদ্রঃ শকটচক্রাক্ষো মহাকায়ো মহাবলঃ।
কৃষ্ণবাসা মহাদংষ্ট্রঃ কিরীটী লোহিতাননঃ ॥ ২০
বৃতো দৈত্যসহস্রৈর্বৈগিরিশৃঙ্গপ্রযোধিভিঃ
নানাস্ত্রপ্রহরৈঃ শ্লৈষ্টৈস্ত্রিশূলশক্তিভিঃ ॥ ২১
তে শূলহস্তা গগনে চরন্ত
উদ্যন্তরস্তোয়দদন্তুলাভাঃ
ঘং ছাদয়ন্তস্তপনীয়নিভা
যথোদ্যতাঃ প্রাবৃষি কালমেঘাঃ ॥ ২২

দনায়ুষায়াঃ পুত্রস্তু বৃত্রো নাম মহাসুরঃ
দেবশক্রর্মহাকায়স্ত্রাসকো নির্নতোদরঃ ॥ ২৩
দীপ্তজিহ্বো হরিশ্মশ্রুর্দংষ্ট্রোগ্রো মহাহনুঃ
নীলাঙ্গো লোহিতমুখঃ কিরীটী লোহিতাম্বরঃ ॥ ২৪
আজানুবাহুবিক্ষিপ্তঃ শ্বেতদংষ্ট্রো বিভীষণঃ।
মহামায়াধরো ভীমো হেমকেয়ূরভূষণঃ ॥ ২৫
মহতা মণিচিত্রেণ কবচেন তু সংবৃতঃ।
হেমমালাধরো রৌদ্রশ্চন্দ্রকেতুসমর্যণঃ ॥ ২৬
কিঙ্কিণীশতমঞ্জুষ্টঃ তপনীয়বিভূষিতম্।
যুক্তং হয়সহস্রেণ রক্তধ্বজপতাকিনম্ ॥ ২৭
রথানীকেন মহতা যুদ্ধ্যাভিমুখো যযৌ
দিব্যং কুসুমমাল্যায় দৈত্যানাং নন্দিবর্দ্ধনঃ ॥ ২৮
তপিতকনকবিদ্যুৎপিঞ্জলাক্ষো
বিতিতনয়োঽসুরসৈন্যবৃন্দনেতা।
বিকসিতকমলাভচারুচক্ষুঃ
সিতদশনঃ শুশুভে রথাসনস্থঃ ॥ ২৯

যেরূপ কৃত্তিবাসের দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণে পরিবৃত হইয়া গমন করেন, সেইরূপ বৃত্রকুমার অসিলোম বীর্য্য, সত্ত্ব ও বৃদ্ধিযুক্ত হইয়া অসুরগণে পরিবৃত হইয়া দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সত্বর প্রস্থিত হইল। ১৮

সেনাপতি অসিলোমনামক দানবও উপস্থিত ছিল, সে পর্ব্বতকেই উপায়িত করিয়া অসুরদিগকে ব্যবহার করিত। এই দারুণস্বভাব দানব শকট সদৃশ চক্ষু ধারণ করিয়া ভাসিয়াছিল এবং ইহার মুখও অতিশয় দারুণ ছিল। ১৯

এই বিশালদেহ মহাবল দানব দেখিতে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল। ইহার চক্ষু গাড়ীর চাকার সমান ঘোলাকার ও বিশাল ছিল। কালমেঘবর্ণী এই দানবের বস্ত্রগুলি সদ্য রক্ত ছিল, মস্তকে কিরীট ছিল এবং মুখ রক্তবর্ণ ছিল। ২০

পর্ব্বত ও বৃক্ষ লইয়া যুদ্ধকারী, নানাস্ত্রধারী, বলাভিমানী ও ও দেবদ্রোহী সহস্র দৈত্য ইহাকে বিরিয়া রাখিয়াছিল। ২১

এই সব দৈত্য হস্তে ত্রিশূল লইয়া দেবজেতৃতুল্য আকারে চারিদিকে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। ইহাদের কণ্ঠে স্বর্ণের পদক প্রকাশিত হইতেছিল; অতএব বর্ষাকালে উত্থিত (বিদ্যুৎ-সহ) কৃষ্ণবর্ণের মেঘমণ্ডলের ন্যায় ইহারা আকাশকে আচ্ছাদিত করিল। ২২

দনায়ুষার পুত্র কৃত্তিবাসক মহাসুরও সেখানে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত ছিল। এই বিশালদেহ দেবদ্রোহী দৈত্যের মুখ জ্বালার ন্যায় লাল ছিল এবং পেট ভিতরের দিকে নত ছিল। ২৩

ইহার জিহ্বা অগ্নির সমান দীপ্ত ছিল, শ্মশ্রু (দাড়ী-গোঁফ) নীলবর্ণ ছিল, মুখ রক্তবর্ণ ছিল, বড় বড় দন্তগুলি শ্বেতবর্ণ ছিল, মস্তকে কিরীট ছিল, বাহু দুইটি জানু পর্য্যন্ত লম্বা ছিল, বস্ত্রগুলি শ্বেতবর্ণ ছিল এবং আকৃতি ছিল অত্যন্ত ভীষণ। এই ভয়ঙ্কর দানব মহামায়াধারী ছিল এবং স্বর্ণের কেয়ূরে ভূষিত ছিল। ২৪-২৫

মণিচিত্রিত বিশাল কবচে আচ্ছাদিত ও অমর্ষশীল এই ভয়ঙ্কর দৈত্য কণ্ঠে স্বর্ণের মালা ধারণ করিয়াছিল এবং ইহার অঙ্গে চন্দ্রের চিহ্ন ছিল। ২৬

ইহার রথে যে সব সদ্য ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সংযোজিত ছিল, সেই সব হইতে মধুর শব্দ উত্থিত হইতেছিল। এই রথ সুবর্ণে ভূষিত ছিল, রক্তবর্ণের ধ্বজ ও পতাকাসমূহে ইহা অলঙ্কৃত ছিল এবং ইহাতে এক হাজার অশ্ব যোজিত ছিল। ২৭

দৈত্যগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী কৃত্ত সেই দিব্য রথে আরোহণ করত বিশাল রথসৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধের জন্য সত্বরতাসহ অগ্রসর হইতে লাগিল। ২৮

ইহার নয়ন তপ্ত সুবর্ণের বিদ্যুৎ ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ছিল। এই কৃত্ত অসুরসৈন্যদের যুদ্ধের নেতা ছিল। ইহার নেত্র প্রফুল্ল পদ্মপত্রের ন্যায় মনোহর ছিল। ইহার দন্ত শুভ্র ছিল। রথের

একচক্রস্তু তত্রৈব সূর্য্যচক্র ইবোদিতঃ
কালচক্রসমো রৌদ্রশ্চক্রযুধ ইবোদ্ভটঃ ॥ ৩০

সর্ব্বায়সময়ং দিব্যং বলমাস্থায় তাদৃশম্।
বৃতো দৈত্যসহস্রৈস্তৈঃ কালায়সশিলাযুধৈঃ ॥ ৩১

তস্যাশীতিসহস্রাণি রথিনাং চিত্রযোধিনাম্।
সর্ব্বে কালান্তকপ্রখ্যা রুধিরাক্ষা মহাবলাঃ।
আয়সৈঃ কাকবৈস্তৈব সন্নদ্ধা বরবর্ণিনি ॥ ৩২

ব্যরাজন্ত্যন্তরিক্ষস্থা নীলা ইব পয়োধরাঃ
সর্ব্বে কালান্তকপ্রখ্যা বীরাঃ সমরদুর্জ্জয়াঃ ॥ ৩৩

সাগরোদরগম্ভীরা নীলবক্ত্রা ভয়াবহাঃ
রেজুর্ব্যাত্তাস্যসদৃশবদনা বেলাতীতা ইবার্ণবাঃ ॥ ৩৪

তে তীমমায়াঃ সুদমুদ্ধকায়াঃ
কিরীটিনঃ কাঞ্চনভূষিতাঙ্গাঃ।
বসুন্ধরা বাহুবলীদ্ধতস্তা
নভঃ সপক্ষা ইব পর্ব্বতেন্দ্রাঃ ॥ ৩৫

সন্দিষ্টো বলিপুত্রেণ বৃত্রভ্রাতা মহাসুরঃ
ববাধ সুরসৈন্যস্য সমস্তস্যেতি বীর্য্যবান্ ॥ ৩৬

হেমমালী মহাদংষ্ট্রঃ প্রথী রুচিরকুণ্ডলঃ
রক্তমাল্যাম্বরধরস্তপ্ত সমরদুর্জ্জয়ঃ ॥ ৩৭

সুমহাবৃত্তনয়নঃ স কিরীটী বৃতদ্যুতিঃ।
প্রতিস্থ ইব মাতঙ্গঃ শার্দ্দূলসমবিক্রমঃ ॥ ৩৮

মহাতালনিভং চাপং তথা রুচিরসায়কম্
বিস্ফারয়ন্ মহাবেগঃ বজ্রনিষ্পেষনিঃস্বনম্ ॥ ৩৯

রথেন খরযুক্তেন হেমচিত্রেণ চ
শুশুভে স্যন্দনস্থঃ স সন্ধ্যাভ্রস্থ ইব ভানুমান্ ॥ ৪০

আসনে বসিয়া এই ত্রিভুবনকে শুভিত করিতে পারিবে না। ২৯

একচক্র নামক দৈত্যও সেখানে উদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় উপস্থিত ছিল। সে কালচক্রের সমান ভয়ঙ্কর এবং চক্রধারী শ্রীহরির ন্যায় বৃত্তের ন্যায় উদ্যত ছিল। ৩০

সম্পূর্ণ লৌহনির্ম্মিত গিরি ও তরুই রথে আরোহণ করত এই দৈত্য লৌহ এবং শিলাময়কে অস্ত্ররূপে ধারণ করত বলাভিমানী দৈত্যগণে পরিবৃত ছিল। ৩১

ইহার সহিত বিচিত্র যুদ্ধকারী আশী হাজার রথী যোদ্ধা ছিল। ইহারা সকলেই কাল ও অন্তকের সমান প্রচণ্ডবলী এবং মহাবল ছিল। ইহাদের নেত্র লাল ছিল, ইহারা লৌহ ও বর্ণনির্ম্মিত কবচসমূহে সুসজ্জিত ছিল এবং দেখিতে সুন্দর ছিল। ৩২

আকাশে স্থিত সেই দৈত্যগণ নীল মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ইহারা সকলে কাল ও অন্তকের সমান ভয়ঙ্কর, বীর ও রণদুর্জ্জয় ছিল। ৩৩

ইহারা সমুদ্রের উদরের সমান গম্ভীর ছিল। ইহাদের মুখে নীল চক্র ছিল এবং ইহাদিগকে ভয় করা দুঃসাধ্য ছিল। এই শ্রেষ্ঠ অসুরগণ যুদ্ধের জন্য গমন করিবার সময় বীর ভঙ্গীভূমি বা সীমাকে লঙ্ঘন করিয়া গমনকারী সমুদ্রসকলের তুল্য ভীষণ গর্জ্জন করিতেছিল। ৩৪

ইহাদের মাথা ভয়ঙ্কর ছিল এবং দেহ দৃঢ়-পুষ্ট ছিল। ইহাদের মস্তকে কিরীট ছিল এবং সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণের নানা আভরণে ভূষিত ছিল। ইহাদের হস্ত নিজ নিজ অস্ত্রে যেন প্রস্তুত ছিল। এই সব দৈত্যগণ তখন পক্ষযুক্ত পর্ব্বতসকলের ন্যায় আকাশে উড়িয়া যাইতে পারিত। ৩৫

বলিপুত্র বাণাসুর বৃত্রাসুরের যে ভ্রাতা মহাসুরকে এই সংবাদ জানাইল যে, তুমি দেবীদলকে বধ করিবার জন্য কবচ ধারণ কর। এই সংবাদ পাইয়া সেই পরাক্রমশালী দৈত্য সুবলের মালা, পুত্রের মালা ও বস্ত্রের তুল্য বিভূষিত হইল। ইহার দন্ত বড় বড় ছিল, সে রক্তবর্ণের পুষ্পের মালা এবং রক্তবর্ণের বস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। সে অসহ্য তেজঃ ছিল ও যুদ্ধে দুর্জ্জয় ছিল। ইহার নাম সম্ভবতঃ হেম হইতে ছিল। ৩৬-৩৭

ইহার নেত্র অতিশয় বৃহৎ ও গোলাকার ছিল। সে মস্তকে মুকুট ও হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়াছিল এবং দেখিতে মদমত্তবারণের মদমত্ত হস্তীর তুল্য ছিল ও তাহার পরাক্রম সিংহের সমান ছিল। ৩৮

সে অতিশয় লম্বা তালবৃক্ষের ন্যায় বিশাল ছিল এবং মহাবেগশালী যুদ্ধের বাদকের ধনুকে বাণসংযোগ বিস্ফারিত করিতেছিল। ইহাতে তাহার বপু হইতে যে টঙ্কারধ্বনি উত্থিত হইতেছিল, তাহার বজ্রের শব্দ অপেক্ষা ভয়ঙ্কর ছিল। ৩৯

ইহার রথে মাথা যোজিত ছিল এবং সেই রথের উপর সর্ণচিত্রযুক্ত অস্ত্র উত্তোলিত ছিল। এই রথে বসিয়া সেই দানব সন্ধ্যাকালের সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৪০

রথৈস্তু বহুসাহস্রৈরেনপট্টবিভূষিতৈঃ
স দৈত্যেন্দ্রোঽভিচক্রাম তস্মিন যুদ্ধে উপস্থিতে ॥ ৪১
পবনসমগতিবিশালবক্ষা
বিকসিতপঙ্কজচারুগর্ভগৌরঃ।
প্রবরগুণগতো যযৌ স তূর্ণং
ত্রিদশগণৈরভিলিখিতপ্রভাবঃ ॥ ৪২
সিংহিকাতনয়স্তস্য রাহুর্নাম মহাসুরঃ
বিকটঃ পর্বতকায়ঃ শতশীর্ষো শতোদরঃ ॥ ৪৩
পীতমাল্যাম্বরধরো ভাস্বদ্ভূষণভূষিতঃ
স্নিগ্ধবৈদূর্যসঙ্কাশঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণঃ ॥ ৪৪
সর্বকাঞ্চনসংযুক্তং মণিস্তম্ভবিভূষিতম্
পতাকাশতসঙ্কীর্ণং যুক্তং পবনরংহিভিঃ ॥ ৪৫
আরুরোহ রথং দিব্যং দৈত্যৈঃ পবনবীর্যবান্
ননাদ চ মহানাদং কম্পয়ন্ বসুধাতলম্ ॥ ৪৬

সেই যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর সেই দৈত্যরাজ গর্বপূর্ণ বিভূষিত এবং ধূপ ও মুখরবে যুক্ত করেক সহস্র রথের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সব রথ তখন প্রলয়পূর্ণ মেঘমণ্ডলের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ৭৭

বায়ুর সমান তাহার গতি ছিল, বক্ষঃস্থল বিশাল ছিল এবং প্রস্ফুট কমলের মনোহর অন্তরভাগের সমান তাহার গৌর কান্তি ছিল, দৈত্যরাজ সেই শ্রেষ্ঠ রথে বসিয়া যুদ্ধের জন্য গমন করিল। দেবগণ উহার গুণ-গান অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ৪১

সিংহিকার পুত্র রাহুনামক মহাসুরও যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইল। ইহার আকৃতি ছিল বিকট, আকারে পর্বততুল্য বিশাল, ইহার মস্তক ছিল শত ও উদরও ছিল শতসংখ্যক। ৪৩

এই মহাসুর পীতবর্ণের পুষ্পমালা ও পীতবর্ণের বস্ত্রাভরণ করিয়াছিল এবং তাহার বদনমণ্ডল স্বর্ণের আভরণে বিভূষিত ছিল। স্নিগ্ধ বৈদূর্যমণির সমূহ তাহার ঘ্রাণকারি ছিল ও কমলদলতুল্য সুন্দর নেত্র ছিল। ৪৪

ইহার রথ সুবর্ণে যুক্ত ছিল। মণিময় স্তম্ভে (ধ্বজদণ্ডে) ইহা সজ্জিত ছিল। ইহা শত পতাকায় ব্যাপ্ত ছিল এবং উত্তম অশ্বগণ ইহাতে যোজিত ছিল। ৪৫

সেই পরম পরাক্রমশালী দৈত্য এই দিব্য রথে আরোহণ করিল এবং পৃথিবীতলকে কম্পিত করিতে করিতে অতিশয় গর্জন করিতে লাগিল। ৪৬

মনের বিহিতো দিব্যস্তথা কেতুভিরন্বিতঃ
মহাসুরপতিস্তস্যাঃ কবচং চাগ্রসঃ মহৎ ॥ ৪৭
তীব্রবেগরবৈস্তান্তে রথৈর্দিব্যৈঃ সুভাস্বরৈঃ।
নানাপ্রহরণাকীর্ণৈঃ সেবামানো মহাবলঃ ॥ ৪৮
অসুরগণপতির্গতেন্দ্রগামী
অতিরভসগতির্মহাসুরাণাম্।
অরিগণমভিতো বিভূঃ প্রধাতো
গিরিবরমন্তমিবাংশুমান্ সুদীপ্তঃ ॥ ৪৯
বিপ্রচিত্তিস্তু তত্রৈব দনোর্বংশবিবর্ধনঃ
কল্পপাস্তাস্থঃ শ্রীমান্ তক্ষকাস্তুসখা সখঃ ॥ ৫০
যষ্টা ক্রতুসহস্রাণাং বেদবিদ্যাপরাধিতঃ
স্বয়ম্ভুবা দত্তবরো বরদস্তু স্বয়ম্ভুবঃ
ঈশিত্বং মরুত্বং বশিত্বং তথাত্মনি
ঐশ্বর্যাগুণসম্পন্নো ব্রহ্মেব স্বয়মুজ্জিতঃ ॥
সার্দ্ধং পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ সুবলং সমবারুহ ॥ ৫১

মহাসুর তাহার জন্য দিব্য সুবর্ণ-রত্ন দ্বারা নির্মাণ করিয়াছিল এবং মহাসুরপতিগণ বিচিত্র ও বিশাল লৌহময় এক কবচও নির্মাণ করিয়াছিল। ৪৭

এই মহাবল দানবের সেবার জন্য তাহার বেগ ও শব্দযুক্ত অতি বহু দিব্য এবং তেজস্বী রথও উপস্থিত ছিল, যে সব রথ নানা-প্রকার অস্ত্রসমূহে পূর্ণ ছিল। ৪৮

অসুরগণের পতি মহান্ পক্ষতাড়কের ন্যায় বীর ও বায়ুবেগপূর্ণ গতিতে গমন করিত। সেই মহাসুরগণের প্রতি অতিশয় তেজস্বী ছিল। এই প্রভাবশালী যোদ্ধা শত্রুদলের দিকে সেইভাবে যাইত, যেরূপ অস্তাচল গামিনী সূর্য অস্তাচলের সমীপে গমন করেন। ৪৯

দানবগণের বুদ্ধিকারী বিপ্রচিত্তিও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই কারিয়ান্ দানব সাক্ষাৎ কশ্যপের পুত্র ও ব্রহ্মার সমান তেজস্বী ছিল। ৫০

এই দানব সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী, বেদজ্ঞ ও তপস্বী ছিল। ব্রহ্মা ইহাকে বরদান করিয়াছিলেন এবং এই দানব স্বয়ং ব্রহ্মাকে বরদান করিতে সমর্থ ছিল। এই মহাতেজস্বী বিপ্রচিত্তির ঈশিত্ব, মরুত্ব (মহিমা) ও বশিত্বাদি সিদ্ধিসমূহের উপলব্ধি হইয়াছিল। ৫১

এই দানব স্বয়ং ব্রহ্মার তুল্য ঐশ্বর্যাগুণসম্পন্ন ও ওজস্বী ছিল। এই মহাবল দানব নিজের পুত্র ও পৌত্রগণের সহিত কবচধারণ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। ৫২

সর্বে মায়াবিনঃ শূরাঃ কৃতাস্ত্রা দৃঢ়বিক্রমাঃ।
সর্বে কমলবর্ণাশ্চ হেমকূটোচ্ছ্রয়োচ্ছ্রয়াঃ ॥ ৪৩
সর্বে রজতসঙ্কাশাঃ কৈলাসশিখরোপমাঃ।
মনসা নির্মিতাস্তেষাং সর্বে মায়াময়া রথাঃ ॥৪৪
বিচরন্তো ব্যরাজন্ত শারদা ইব তোয়দাঃ।
সর্বে হংসধ্বজাঃ শ্বেতা শ্বেতদণ্ডসমুচ্ছ্রয়াঃ ॥ ৪৫
শ্বেতাম্বরধরা দৈত্যাঃ শ্বেতমাল্যবিভূষিতাঃ।
শ্বেতাতপত্রাঃ সর্বে তে শ্বেতবৃত্তমতিস্তিতাঃ ॥ ৪৬
মুক্তাধারবৃতোষ্ণীষা ভান্তি নাকেশ্বরা ইব
মহাপ্রহরিণাকারাঃ শত্রূণাং লোমহর্ষণাঃ ॥৪৭
রক্তচিত্রাম্বরধরাশ্চিত্রাভরণভূষিতাঃ।
ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম রথমাস্থায় বীর্যবান্
কৈলাসশিখরাকারমষ্টনেমিরতোত্তমম্ ॥ ৪৮

যুক্তং বাতিসহস্রেণ সিতেন সিতবর্চসা
পতাকাশতসংছন্নং নানাযুধবিচিত্রিতম্ ॥ ৪৯
দিব্যাংশুকৃষ্ণপ্রতিমঃ বিশালঃ
সিতাতপত্রঃ দনুজেশ্বরস্য।
বিভাতি তস্যোপরি যাদৃচ্ছিকঃ
শ্বেতাভ্রিমূর্ধ্নোপগতঃ শশাঙ্কঃ ॥ ৫০
কেশী দানবমুখ্যস্তু ছিন্নস্রগ্ভাস্করদ্যুতিঃ
নীলমেঘপ্রতীকাশঃ কালঃ পুরুষবিগ্রহঃ ॥ ৫১
মহাপ্রহরিণাকারঃ শত্রূণাং লোমহর্ষণঃ
চিত্রমাল্যাম্বরধরো বক্ত্রাভরণভূষিতঃ ॥ ৫২
শতাঙ্কঃ শতবাহুশ্চ বিপুলোরুকটীতটঃ
শঙ্কুকর্ণো মহানাদো বপুষা খোরদর্শনঃ ॥ ৫৩
যুক্তঃ মহিষদৈত্যৈরযুতকোটিকুত্সিতম্
মহাবাহিবধাকারমাস্থায় রথমুত্তমম্ ॥ ৫৪

ইহারা সকলে মায়াবী, শৌর্যশালী বীর, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ও যুদ্ধে দুর্জয় ছিল। ইহাদের সকলের কান্তি কমলের ন্যায় মনোহর ছিল এবং ইহারা হেমকূট পর্বতের শিখরের সমান উচ্চ ছিল ॥ ৪৩

ইহারা সকলেই রূপ-রঙ্গে ও বেশভূষায় রজতচূর্ণের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ছিল এবং কৈলাসপর্বতের শিখরের সদৃশ প্রতীত হইতেছিল। ময়দানব ইহাদের সকলের জন্য মায়াময় রথ নির্মাণ করিয়াছিল ॥ ৪৪

ইহাদের সকলের রথের উপর হংসচিহ্নিত শ্বেত ধ্বজ উড়িতেছিল এবং এই উচ্চ শ্বেত দণ্ডের জন্য ইহাদের রথের উচ্চতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই সব রথ শরৎকালের শ্বেত মেঘের ন্যায় আকাশে বিচরণ করিতে করিতে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪৫

এই দৈত্যগণ শ্বেতবস্ত্র ধারণ করিয়াছিল এবং শ্বেত পুষ্পের মালো বিভূষিত ছিল। ইহাদের সকলের ছত্র শ্বেতবর্ণ ছিল ও ইহাদের বর্ণে শ্বেতকুণ্ডল শোভিত ছিল ॥ ৪৬

ইহাদের মস্তকস্থ মুকুটের চারি অলঙ্কৃত ছিল। ইহারা যেন স্বর্গলোকের অধীশ্বর ছিল। ইহাদের আকার মহাগ্রহের ন্যায় ভয়ঙ্কর ছিল এবং শত্রুগণের লোমহর্ষণকারী ছিল ॥ ৪৭

ইহাদের মধ্যে বসু দানব আমার রক্তবর্ণের বিচিত্র বস্ত্র ধারণ করিয়াছিল ও বিচিত্র আভরণসমূহে বিভূষিত ছিল। পরাক্রমশালী বিপ্রচিত্তি 'ত্রৈলোক্যবিজয়' নামক রথে বসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এই রথের আকার কৈলাসশিখরসদৃশ বৃহৎ ও বিশাল ছিল। ইহার অক্ষদণ্ড ও যষ্টিদণ্ড দৃঢ় লম্বা ছিল ॥ ৪৮

এই রথে শ্বেতকান্তিযুক্ত এক হাজার শ্বেত অশ্ব যোজিত ছিল। ইহা শত পতাকায় আচ্ছাদিত এবং ইহার মধ্যভাগে নানাপ্রকার যুদ্ধের অস্ত্র নানা অস্ত্র সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল ॥ ৪৯

এই দানবরাজ বিপ্রচিত্তির উপর ধৃত চন্দ্র ও কৃষ্ণপুষ্পসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট বিশাল শ্বেতচ্ছত্র শ্বেতাচলের শিখরের উপর উদিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥ ৫০

দানবরাজ কেশী অত্যন্ত কুটিল ছিল। তাহার নয়ন তারার ন্যায় রক্তবর্ণ দেখাইতেছিল। ইহার কান্তি মেঘখণ্ডের ন্যায় নীলবর্ণ ছিল। এই দানব পুরুষাকারে কাল ছিল ॥ ৫১

ইহার আকৃতি মহাগ্রহের ন্যায় বিশাল ছিল এবং শত্রুগণের লোমহর্ষণকারী ছিল। সে বিচিত্র মালা ও বস্ত্র ধারণ করিয়াছিল এবং রক্তবর্ণের আভরণসমূহে বিভূষিত ছিল ॥ ৫২

ইহার শত চক্ষু, শত বাহু, (পঞ্চাশৎ মুখ), কাল ও নীলবর্ণ শরীর (কাটিদেশ), শঙ্কুর মুষ্টির ন্যায় কর্ণ ও শরীর দেখিতে ভয়ঙ্কর ছিল। এই মহাবল দানব উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতেছিল ॥ ৫৩

ইহার উত্তম রথের আকার মহাদেবের ন্যায় ছিল। ইহাতে কোটি ক্ষুদ্র ঘণ্টিকার ধ্বনিতে মুখরিত ছিল এবং এই দিব্য রথে মহিষ যোজিত ছিল। কেশী এই রথে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিল ॥ ৫৪

অজেনোষ্ট্রেণ মহতা নীলতেজসবর্চসা
নানারত্নবিচিত্রাভিঃ পতাকাভিরিবৃতম্ ॥ ৬৫
দ্বিসপ্তাশৎসহস্রাণি রথানামুপ্রবর্চসাম্।
যুক্তস্তানুরেন্দ্রস্য প্রয়াতস্য পুরান্ প্রতি ॥ ৬৬
তাস্তি তিগ্মাঞ্জনিভাঃ প্রযাতস্য মহাত্মনঃ
বাহ্যাশ্চাশ্চবলা সবলাঃ ইবাসুরাঃ ॥ ৬৭
তত্তস্য বৈদূর্যবপুর্বপুষ্টিঃ
বিদ্যুৎপ্রভঃ ভাস্করসন্নিকাশম্
কিরীটমাভাতি তদুত্তমস্য
দাবাগ্নিবদ্ধুঃ নিশিথে যথাদ্রেঃ ॥ ৬৮
বৃষপর্বাসুরস্যৈষ শ্রীমান্ পুত্রঃ পুরন্দরঃ
আক্রন্দয়ন্ রথং দিব্যং মেঘদুন্দুভিনিস্বনম্ ॥ ৬৯
প্রবলঃ সূনদচিত্রকূবরং
রথং মহাভ্রস্তনিতোপমস্বনম্
বলস্তুতঃ রাজতভারমণ্ডলং
গভস্তিমদ্ভূতরূপচিত্রিকাবপুঃ ॥ ৭০
কেতুদ্রুমৈকাজনবন্ধুবাহঃ
সংস্রস্তরশ্মেঃ চ চর্মণশ্চ সঃ
সাংগ্রামিকৈরাভরণৈশ্চ চিত্রৈঃ
র্মবাদ্রিকূর্মপ্রতিমো বভূব ॥ ৭১
মহাবলো বজ্রতলাঙ্গুলিত্রো
বলোৎকটঃ কিংশুকলোহিতাক্ষঃ।
প্রগৃহ্য চামীকরচারুচিত্রং
চণ্ডঃ স্থিতো বৃত্তবিশালনেত্রঃ ॥ ৭২
মহাসুরেন্দ্রস্য মহাসুরৈস্তৈঃ
বলিস্তদা সূনদমাক্রমোহ।
বৈদূর্যবেদোপচিতং বিশালং
বিদ্যুৎপ্রভং স্বোড়ুপনক্ষত্রমাত্রম্ ॥ ৭৩
যুক্তঃ সহস্রেণ হিতৈঃ সুতানাং
গজাননানাং বিকৃতাকৃতীনাম্।
চামীকরোরঃস্থলদূষিতানাং
প্রনর্দতাং প্রাবৃষি চাম্বুবানাম্ ॥ ৭৪

এই রথ নীল কেতুসদৃশ বায়ুবেগ ও ইষ্টচিহ্নিত বিশাল ধ্বজে এবং নানারঙ্গে বেষ্টিত বিচিত্র পতাকাসমূহে অলঙ্কৃত ছিল ॥ ৬৫

সেবকগণের দ্বারা পরিচালিত এই অসুরেন্দ্রের কেশীর সহিত যাহারা হাজার ভয়ঙ্কর তেজস্বী রথী যোদ্ধারাও যাইতে লাগিল ॥ ৬৬

যুদ্ধে যাত্রা করিবার সময় যেমন করিয়া একত্রে রাশিকৃত কজ্জলের সদৃশ কাল ও বড়সমূহের ন্যায় অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রস্তুত এই সব মহাকায় দানবগণের মুখ একসঙ্গে বিদ্যুৎ মেঘমণ্ডলের ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ৬৭

অসুরশ্রেষ্ঠ কেশীর কিরীট বৈদূর্যমণি ও সুবর্ণের সংযোগে বিচিত্র শোভা পাইতেছিল, বিদ্যুতের প্রভার ন্যায় প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছিল এবং সূর্যের কিরণসমূহের সদৃশ দেখিতে লাগিল ॥ ৬৮

অসুরশ্রেষ্ঠ কেশীর কিরীট বৈদূর্যমণি ও সুবর্ণের সংযোগে বিচিত্র শোভা পাইতেছিল, বিদ্যুতের প্রভার ন্যায় প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছিল এবং সূর্যের কিরণসমূহের সদৃশ দেখিতে লাগিল ॥ ৬৮

দেবসংহারকারী তেজস্বী অসুর বৃষপর্বা নিজের দিব্য রথে সেইভাবে আরোহণ করিল, যেরূপ অস্তগামী সূর্যদেব মেঘপর্বতের শিখর আরোহণ করেন ॥ ৬৯

ইহার বিশাল রথের সুবর্ণ (চক্রের সহিত সংযোগরক্ষাকারী রথের কাষ্ঠবিশেষ) যুক্তা এবং সূর্যের সংযুক্ত থাকায় বিচিত্র শোভা পাইতেছিল। এই বহুমূল্য রথ তার বহন করিতে সমর্থ ছিল। ইহার চক্রের বেষ্টনকার (কিনারা) রজতে সংযুক্ত (মোড়া) ছিল। এই রথ উত্তমরূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। ইহা সূর্যের কিরণ, বজ্র ও বিদ্যুতের সমান প্রকাশিত হইতেছিল বৃষপর্বা নিজ বাহুদ্বয়ে কেতুদ্রুম অঙ্গদ ধারণ করিয়াছিল। সে সহজ তারকাচিহ্নযুক্ত ঢাল এবং যুদ্ধোপযোগী বিচিত্র আভরণসমূহে বিভূষিত হইয়া মধ্যাহ্নকালের সূর্যের ন্যায় দেখীপ্যমান হইতেছিল ॥ ৭০-৭১

এই মহাবল দৈত্য নিজের হাত হইতে বজ্রাঘাত বঞ্চন করিয়াছিল এবং নিজ বলে যেন ইন্দ্রত্ব ছিল। ইহার চক্ষু পলাশপুষ্পের সদৃশ রক্তবর্ণ ছিল। সূর্যমণ্ডিত থাকায় মনোহর ও চিত্র-বহু ধারণ করিয়া খোদাকার এবং বিশাল নেত্রসম্পন্ন এই দৈত্য অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৭২

তদনন্তর মহাসুরগণে পরিবৃত হইয়া মহাসুররাজ বলি রথে আরোহণ করিলেন। তাহার এই বিশাল রথ বৈদূর্যমণি ও সুবর্ণে মণ্ডিত ছিল, বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল এবং ইহা অশ্বের চৌষট্টি হাত ছিল ॥ ৭৩

এই রথে হস্তিমুখযুক্ত মুখবিশিষ্ট ও বিকটাকৃতি এক হাজার সৈন্য যোজিত ছিল। ইহাদের সকলের বক্ষঃস্থল সুবর্ণে বিভূষিত ছিল এবং ইহারা বর্ষাকালের মেঘের সদৃশ ভয়ঙ্কর গর্জন করিতেছিল ॥ ৭৪

মহারথং দেবরথপ্রকাশং
সহস্রমায়েন মনেন সৃষ্টম্
ঈহামৃগাকীর্ণিততক্তিচিত্রং
দিব্যং রথং দিব্যরথানুযাতম্ ॥ ৭৫
সকিঙ্কিণীকং বিমলং সুনির্মিতং
হিরণ্ময়ৈঃ পদ্মশতৈরলঙ্কৃতম্
অভ্যাবহে বৈজয়ন্তিকীং স্রজং
প্রজং বলির্হেমবিচিত্রপুষ্পাম্ ॥ ৭৬
আবধ্য মালাং প্রভয়া বিচিত্রাং
বলিস্তদা ভাতি ভূতৈর্বিশালৈঃ
রত্নাজ তৈঃ সর্বসমৃদ্ধিযুক্তৈ-
র্মহাচ্ছিখা সূর্য ইবাংশুবদ্ধঃ ॥ ৭৭
প্রজং তদা বধ্যতি চারু দূর্বা
সর্বাসুরাণামধিপ ত্বমুক্তাম্।
বৈরোচনিঃ সর্বশ্রিয়াভিজুষ্টো
বিভ্রাজতেঽসৌ শরদীব চন্দ্রঃ ॥ ৭৮
মেরোস্তটে বা জলদপ্রকাশে
গ্রাদিত্যবদ্যুক্তমিবাভ্রজালম্

এই মহারথ দেবরথের (বিমানের) দ্বার প্রকাশিত হইতেছিল। সহস্রমায়াবিদ মহাসুর এই বিশাল রথ নির্মাণ করিয়াছিল। ইহার মধ্যভাগে ক্রীড়াশুগ ও রুরুমৃগের মধ্যে বিভিন্ন চিত্র অঙ্কিত ছিল, ইহাতে এই দিব্য রথের অতিশয় শোভা হইয়াছিল। এই রথের পশ্চাতে পশ্চাতে বহু অন্য দিব্য রথও যাইতেছিল ॥ ৭৫

এই মহারথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সংযোজিত ছিল। এই নির্মল ও সুবিস্তৃত রথ সুবর্ণময় কমলে অলঙ্কৃত ছিল। ইহাতে আরোহণ করিয়া বলি বিজয়ের জন্য বৈজয়ন্তীমালা গ্রহণ করিলেন, যে মালা স্বর্ণময় পুষ্প গ্রথিত ছিল ॥ ৭৬

সেই সময় রাজা বলি দিব্য প্রভাযুক্ত মালা ধারণ করত সর্বসমৃদ্ধিযুক্ত নিজের বিশাল বাহুদ্বয়ের দ্বারা সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ আকাশে স্থিত সূর্যদেব তীব্র মহাপ্রভায় অত্যন্ত উদ্ভাসিত হইতে থাকেন ॥ ৭৭

সেই সময় সাক্ষাৎ দুর্গাদেবী সমস্ত অসুরপদের পক্ষে হারস্বরূপ এই পুষ্পমালা বলির কণ্ঠে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। এই হার ধারণ করত সর্বপ্রকার শোভাসম্পদসেবিত বিরোচনপুত্র বলি শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন ॥ ৭৮

ব্রাসাঙ্ক পাশাঙ্ক হিরণ্যবদ্ধা
বর্ম্মাণি খড়্গাঙ্ক পরশ্বধাঙ্ক ॥ ৭৯
ধনূংষি যজ্ঞাহুবসপ্রভাণি
দিব্যা গদা বজ্রমুখাঙ্ক শক্তয়ঃ।
দিব্যাঙ্ক খড়্গা বিশিখাঙ্ক দীপ্তা
নারাচপূর্ণা বিবিধাঙ্ক তূণাঃ ॥ ৮০
ধৃতা রথে দৈত্যবরস্য তস্য
চক্রাংশিরে প্রজ্বলিতা যথোক্তাঃ।
তং চামরাশীর্ঘধরাঃ সুবর্ণা-
সুবর্ণমুক্তামণিচেলচিত্রাঃ ॥ ৮১
বীজন্তি বালব্যজনৈর্বিনীতা
মহাসুরাঃ স্কন্দনবেদিকাস্থাঃ।
অয়ঃশিরা অশ্বশিরা দুরাপঃ
শিবির্মহেন্দ্রো বিশিরাঃ শতাক্ষঃ ॥ ৮২
অয়ো নিকুম্ভঃ ক্রথনশ্চ দানবো
দরকিরে তে দশ দানবাধিপম্।
পুরন্দরাদ্ভৈব সহস্রশোঽসুরঃ
পদাতয়ো দানবরাজরক্ষিণঃ ॥ ৮৩

অথবা অগ্নিমুখ প্রকাশমান হেরুপর্জতের তটপ্রান্তে সূর্যাসংযুক্ত মেঘমণ্ডলের যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপ শোভাই এই সময় রাজা বলির হইয়াছিল। এই দৈত্যপ্রবর বলির রথে যজ্ঞ প্রাস, সুবর্ণখচিত পাশ, কবচ, খড়্গ, পরশু, বজ্রতুল্য প্রকাশিত ধনু, দিব্য গদা, বজ্রমুখী শক্তি, দিব্য খড়্গ, প্রজ্বলিত বাণ এবং বাণে পরিপূর্ণ নানাপ্রকার তূণীর রাখা ছিল, এই সব অস্ত্র প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ৭৯-৮০

হস্তে চামর ও মস্তকে পাদুকা ধারণ করত স্বর্ণ, যুক্ত মণি ও হেমনির্মিত বিচিত্র আস্তরণসমূহে বিভূষিত, সুক্ষ্ম বস্ত্রযুক্ত এবং বিনয়শীল মহাসুরগণ সেই রথের যোদ্ধার উপর বস্ত্রব্যজন হইয়া বালব্যজনের (চামরের) দ্বারা রাজা বলিকে বাতাস করিতে লাগিল ॥ ৮১

অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, দুরাপ, শিবি, মহত, বিশিরা, শতাক্ষ, অয়ঃ, নিকুম্ভ ও কুথ—এই সব দানবশ্রেষ্ঠ দানবরাজ বলিকে রক্ষা করিতে লাগিল ॥ ৮২

দানবরাজ বলির রক্ষাকার্যে নিযুক্ত হাজার হাজার পদাতিক অসুর তাহার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। ইহারা সকলে

শতঘ্নিচক্রাশনিশক্তিশাল-
প্রভগ্নভূরেণুনিলুলাবেগিনঃ।
ঘটাঃ সুসজ্জাঃ পুরুষাধিরূঢ়া
আদুদ্রবা গর্জয়ন্তিনাদান্ত ॥ ৮৬

মহারবা দুন্দুভয়শ্চ নেদু
রথপ্রয়াণে দিগিভেষ্বরস্য
তস্যোত্থিতঃ কাঞ্চনবেদিকাগ্র্যো
হিরণ্ময়ো দিব্যমহাপতাকঃ ॥ ৮৫

মহাজবো বৈ তপনীয়নদ্ধো
বরাজ বীরস্য যথা বিবস্বান্
সমুচ্ছ্রিতঃ কাঞ্চনমাত্তপত্রঃ
প্রভাঞ্জনী বক্ষসি চাস্য ভাতি ॥ ৮৬

সমস্তশস্ত্রাপ্যুরুরাজরশ্মি
দৈত্যার্যঃ প্রাঞ্জলয়ো ভবন্তি।
পুরোহিতাঃ শক্রবধে সমাহিতা-
স্তথৈব চাগ্নে স্রুতশীলবৃদ্ধাঃ ॥ ৮৭

জপৈশ্চ মন্ত্রৈশ্চ তথৌষধিভি-
র্মহাত্মনঃ স্বস্ত্যয়নং প্রচক্রুঃ।
স তত্র বস্ত্রাণি শুভাশ্চ গাবঃ
ফলানি পুষ্পাণি তথৈব নিষ্কান্ ॥ ৮৮

বলিপ্রিয়েভ্যঃ প্রদদৌ প্রযচ্ছন্
বিরাজতেঽতীব যথা ধনেশঃ
সহস্রসূর্য্যো বহুকিঙ্কিণীকঃ
পরার্দ্ধ্যভূষণবরেমচিত্রঃ ॥ ৮৯

সংহচন্দ্রাযুতভাস্বরশ্চ
রথো বলেরুদ্ধিরিবাবভাতি।
তমাস্থিতো দানবসংবৃতাভি-
র্মহাবলঃ কার্ষ্ণুকৃদ্ধক্ সবাণঃ ॥ ৯০

উদ্বর্ত্তয়িত্রাস্ত্রিদশেন্দ্রসেনা-
মতীব রৌদ্রং স বিভর্ত্তি রূপম্।
স বেগবান্ বীররথৌঘসঙ্কুলঃ
প্রয়াতি দেবান্ প্রতি দৈত্যসাগরঃ ॥৯১

পতাকা, চক্র, অশনি ও শক্তি ইত্যাদি বাদ্যভাণ্ড রেখে অস্ত্রে অস্ত্রে মারিতে লাগিল। ৮৫।

দৈত্যরাজ বলির রথ যখন চলিতে চলিল, সেই সময় সুবর্ণজড়িত দুন্দুভিসকল মধুর শব্দে ধ্বনিত হইতে লাগিল। ভূরী, পর্ণব প্রাচীনকালের বাদ্যবিশেষ, নাগাড় ও মহানকনামী দুন্দুভি সকলেরও তুমুল ধ্বনি হইতে লাগিল। ৮৫।

বীর রাজা বলির সুবর্ণখচিত ও বিবস্বতঃ তুল্যেরই নির্ম্মিত বিশাল ধ্বজ উপরে উত্থিত ছিল, তাহার দিব্য পতাকা অতিশয় সুন্দর ও সুবর্ণময় বেদীতে সংযুক্ত ছিল। এই বিশাল ধ্বজ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। ৮৬।

রাজা বলির উপর সূর্য্যের ন্যায় উত্তপ্ত কিরণ ছিল এবং তাহার বক্ষঃস্থলে সুবর্ণময়ী মালা শোভা পাইতেছিল। ইহার চারিদিকে যন্ত্র অস্ত্র বিচরণ করিতেছিল এবং দৈত্য ও অগ্নিগণ (অথবা দৈত্যবংশজাত অগ্নিগণ) কৃতাঞ্জলি হইয়া ইহার স্তবগান করিতেছিল। ৮৬।

রাজা বলির পুরোহিত এবং বেদ ও শীলে পরিপক্কবুদ্ধি অন্য ব্রাহ্মণগণ রাজার শত্রুবিনাশের যত্নের উদ্দেশে একাগ্রচিত্ত হইয়া মন্ত্রজপ, বেদপাঠ এবং ওষধিসমূহের প্রয়োগের দ্বারা এই মহাত্মা দৈত্যরাজের জন্য স্বস্তিবাচন করিতে লাগিলেন। ৮৭।

রাজা বলি নিজের মনকে সংযত রাখিয়া সেখানে ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র, সুন্দর গো, ফল-পুষ্প ও পনস প্রভৃতি পরিমাণে দান করিতে করিতে ধনাধ্যক্ষ কুবেরের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৮৮।

বলির রথ সহস্র সূর্য্যের চিত্রে শোভিত ছিল, উহাতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ঝুলান ছিল, বহুমূল্য রত্নদ্বারা নানাবর্ণ ও অত্যন্ত সুবর্ণমণ্ডিত ছিল—উহাতে তাহার বিচিত্র শোভা হইয়াছিল। সহস্র চন্দ্র ও দশ রাজার তারকাখচিত বলির এই রথ অগ্নির সদৃশ উদ্ভাসিত হইতেছিল। ৮৯।

এই রথের রশ্মি এক দানব গ্রহণ করিয়াছিল। মহাবল বলি এই রথে আরোহণ করত ধনু ও বাণ গ্রহণ করিয়া অন্যান্য অসুরের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তাহাকে দেখিয়া এরূপ মনে হইতেছিল, বলি একাকীই দেববাহিনীকে সংহার করিবেন। ৯০।

বীর রথী যোদ্ধাগণের প্রভাবে ব্যাপ্ত এই বেগশালী দৈত্যসাগর দেবগণের দিকে সেইভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল, যেরূপ প্রলয়কালে জলের প্রবাহ ও উত্তাল তরঙ্গমালায় পরিব্যাপ্ত মহাসাগর সমস্ত ত্রিভুবনকে নিমজ্জিত করিবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে। ৯১।

মহার্ণবো বীচিতরঙ্গসঙ্কুলো
যথা জলৌঘৈর্মথিতঃ ক্ষয়ে তথা
ত্রৈলোক্যবিত্রাসকরৈরুপদ্রুতি-
স্তাক্তপ্রতাপো বাষ্পি বলে রথস্থ ॥ ১২

মহাবলাস্ত্রাস্ত্রিকবার্ষ্ণকাদি
প্রপর্বতানীব বনানি রাজন্ ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি
বলেরুদ্যোগো নামৈকপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

রাজন্! বলির রথের অগ্রে অগ্রে তাঁহার প্রধান সৈন্যগণ বহু উদ্যোগ করত ত্রিলোকের ত্রাসদায়ক শরীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহারা সেই সময় পর্ব্বতসদৃশ মদমত্ত হস্তীর ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ১১-১৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে বলির যুদ্ধোদ্যোগবিষয়ক একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রাদিদেবানাং লোকপালানাঞ্চ যুদ্ধায়োদ্যোগবর্ণনম্, প্রস্থানঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুতস্তে দৈত্যসৈন্যস্য বিস্তরো জনমেজয়
ভূয়স্ত্রিদশসৈন্যস্য শৃণু বিস্তরমাদিতঃ ॥ ১

সুরাধিপস্তু ভগবানাজ্ঞাপয়তি বৈ সুরান
মরুদ্গণাংস্তুষাদিত্যান্ বিশ্বান্ দেবাংশ্চ বাসবঃ ॥ ২

বসূনষ্টৌ তথা সর্ব্বান্ যক্ষতোষহোরগান।
বিদ্যাধরগণান সর্ব্বান গন্ধর্ব্বাংশ্চ মহাবলান ॥ ৩

মহার্ণবাংশ্চ শৈলাংশ্চ তথা কৃতাস্ত্রহৌতসঃ।
যম-বৈশ্রবণৌ চোভৌ বরুণশ্চ জলাধিপম্ ॥ ৪

যে তু সিদ্ধা মহাত্মানঃ পিতরশ্চ সনাতনাঃ
রাজর্ষয়শ্চ শতশো যোগসিদ্ধাস্তথৈব চ ॥ ৫

ত্রিদশাজ্ঞাপকঃ শক্র আজ্ঞাপয়তি বীর্য্যবান্
ভবন্তো দৈত্যনাশায় সন্নহ্যন্ত্বমিতি প্রভুঃ ॥ ৬

শক্রস্য বচনং শ্রুত্বা ততঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ।
সন্নহ্যন্ত মহাত্মানঃ শক্রস্য সমবিক্রমাঃ ॥ ৭

নানাকবচিনঃ সর্ব্বে বিচিত্রকবচধ্বজাঃ
নানাযুধোদ্যতকরা মত্তা ইব মহাগজাঃ ॥ ৮

কেচিদ্গরুড়বর্য্যাণ্ড কেচিদ্গরুড়বর্চসঃ।
কেচিদ্গরুড়হর্ষাণ্ড কেচিদ্গরুড়বাহনাঃ ॥ ৯

হরিনেত্রো হরিমুখ্রো হরিকেতুর্হরিধ্বজঃ।
রথং হরিহরৈর্যুক্তং স প্রায়াৎ সমরং প্রতি ॥ ১০

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ইন্দ্রাদি দেবগণের ও লোকপালগণের যুদ্ধের জন্য আয়োজন ও প্রস্থান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তুমি দৈত্যসৈন্যের সবিস্তরে বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছ; অতএব পুনরায় দেবসৈন্যের বিস্তার আদি হইতে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ১

দেবগণের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্র সমস্ত দেবতা, মরুদ্গণ, আদিত্য, বিশ্বেদেব, অষ্টবসু, যক্ষ, রাক্ষস, মহানাগ এবং সমস্ত বিদ্যাধরগণ, মহাবল গন্ধর্ব্বগণ, মহাসাগর, পর্ব্বত, মহাতেজস্বী রুদ্র, যম, কুবের এবং রাজা বরুণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা দান করিলেন ॥ ২-৫

তাঁহার আদেশের যোগ্য এইরূপ ছিল—তাঁহারা সিদ্ধ মহাত্মা ধর্ম্মী সিদ্ধগণ, রাজর্ষিগণ শত শত যোগসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, এই সকলকে সর্ব্বসমর্থ, দেবশাসক, পরাক্রমশালী ইন্দ্র আজ্ঞা করিতেছেন যে, আপনারা সকলে দৈত্যগণকে বিনাশ করিবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র করত প্রস্তুত হউন ॥ ৬-৭

দেবরাজ ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারই তুল্য পরাক্রমশালী সমস্ত মহাত্মা দেবগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন ॥ ৭

তাঁহারা সকলে নানাপ্রকার কবচ ধারণ করিলেন। ইঁহাদের কবচ ও ধ্বজ বিচিত্র ছিল। ইঁহারা নিজ নিজ দেহে নানাপ্রকার অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মদমত্ত গজরাজের ন্যায় যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইলেন ॥ ৮

ইঁহাদের মধ্যে অনেকে গরুড়ের উপর আরোহণ করিলেন, অনেকে গরুড়ের উপর আরোহণ করিলেন, কেহ কেহ গরুড়ের উপর আরোহণ করিলেন ও তাঁহারা আবার বৃষভসকলের উপর আরোহণ করিলেন ॥ ৯

ইন্দ্রের নয়ন সিংহের নয়নসদৃশ দীপ্যমান ছিল, তাঁহার ধ্বজ (যষ্টি) নীলাভ ছিল, ইঁহার ধ্বজ ঐরাবত হস্তীর চিহ্নে চিহ্নিত, ইঁহার রথে হরিতবর্ণের অশ্বগণ যোজিত আছে। তিনি এরূপ রথে আরোহণ করত যুদ্ধের দিকে গমিত হইলেন ॥ ১০

আদিত্যবর্ণং বিবজ্ঃ সুবৌজ'
স্ত্বষ্ট্রা ধরঃ নির্মিতমীশ্বরার্থম
জাম্বূনদস্তক্তিচিত্রৈ
র্বলদ্ভি' কাঞ্চনদামভিশ্চ ॥ ১১

মরুদ্বরোপস্তরবস্তুরেষঃ
বিদ্যুৎপ্রভাতিঃ কৃতমাতিতাম্রম ।
কৈলাসশৃঙ্গোপমনির্দ্রঘানা
মুচাক্রযাক্ত প্রতিচক্রচক্রম ॥ ১২

তারাসহস্রৈঃ খচিতঃ অলম্ভি-
র্বৈবার্হমালাভিতসর্ব্বদেহম্
সমুদ্ভিতশ্রীকরজেমজালাক্তঃ
প্রভ্রাজমানঃ পুরুষোত্তমেন ॥ ১৩

আস্থায় তং ভাস্বরমাশুবেগঃ
শচীপতির্লোকপতিঃ সুরেশঃ
বজ্রং বর্ত্তী ভুবনস্য গোপ্তা
যযৌ মহাত্মা ভগবান্ মঘেন্দ্রঃ ॥ ১৪

আয়ুচ্চ বর্ম্মাথ সহস্রতারঃ
হুতাশনার্কবিতসমপ্রভাবম্

সূর্য্যপ্রভঃ চামুমুচে কিরীট'
মালাঞ্চ জাম্বূনদবৈজয়ন্তীম্ ॥ ১৫

স্ত্বষ্ট্রা কৃতং ভাস্বররশ্মিনীতং
সুতীক্ষ্ণধারামলতীব্রধারম ।
মহাসুরাণাং রুধিরার্দ্রভূগ্র'
প্রগৃহ্য খড়্গং শতপর্ব্ব ভীমম্ ॥ ১৬

মহাশনী যে চ মহাপ্রভাতে
দীপ্তামমোঘাঞ্চ স শক্তিমুগ্রাম্
চক্রং তথৈবোগ্র মুমহৎপ্রতাপ'
প্রগৃহ্য শক্রঃ প্রযযৌ রণায় ॥ ১৭

সহস্রনেত্র বৃত্তপতিঃ সনাতন:
সনাতনানামপি যঃ সনাতনঃ ।
খড়্গাক্ষ দেবাধিপতির্মহাত্মা
বৈয়াঘ্রমাদায় চ চর্ম্ম চিত্রম্ ॥ ১৮

ক্ষীরোদধিক্ষোভসমুদ্ভিতানি
পুরামৃতাদ্ভূতমদূষণানি ।
দেবাসুরাণাং শ্রমনির্জ্জিতানি
সোমার্কনক্ষত্রসমপ্রভাণি ॥ ১৯

এই রথের কান্তি সূর্যের সমান ছিল। ইহা নির্মল ও উত্তম-রূপে ধৌত করিয়া পরিষ্কৃত ছিল। বজ্র বিশ্বকর্মা দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য ইহাকে নির্মাণ করিয়াছিলেন। বর্ষের জাল (বালর) ও জাম্বুনদনামক সুবর্ণের চিত্রশ্রী এবং স্বর্ণরজ্জু-সমূহে ইহা অলঙ্কৃত ছিল ॥ ১১

সূত্র, অস্ত্র উপকরণ ও মনোহর ঈষ সহিত এই রথ বিদ্যুৎ-প্রভায় তাম্রবর্ণের হইয়া বিরাজিত। এই রথযান কৈলাস-শিখরের সমান দেখাইতেছিল এবং মনোহর হইতেও মনোহর ও সহজগতীর শাসনকারী ছিল ॥ ১২

ইহাতে সহস্র প্রকাশমান তারকা খচিত ছিল। এই রথের সম্পূর্ণ অঙ্গ দেবোচিত মালাসমূহে পূজিত ছিল। ইহার উপর শোভাসম্পন্ন উজ্জ্বল উড়িতেছিল। ইহার ধ্বজ (ধ্বজা) কখনও ক্ষীণ হইত না। পুরুষোত্তম ইন্দ্রের কান্তিতে এই রথ আরও উদ্ভাসিত হইতেছিল ॥ ১৩

ভীমবেগে গমনকারী এই তেজসী রথে আরোহণ করত তিনলোকের অধিপতি দেবরাজ, ভুবনরক্ষক, শচীপতি ও মহাত্মা ভগবান্ মঘেন্দ্র যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন ॥ ১৪

তিনি অগ্নি ও সূর্য্যসদৃশ প্রভাপুঞ্জে পরিপূর্ণ সহস্র তারকা-বিশিষ্ট কবচ ধারণ করত শত্রুকে সূর্য্যতুল্য তেজসী মুকুট ধারণ করিলেন এবং কণ্ঠে (পাতলপর্যন্ত বিলম্বিত) জাম্বুনদবর্ণনির্ম্মিতা বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিলেন ॥ ১৫

ইহার পর তিনি পর্ব্বযুক্ত হইয়া সেই যজ্ঞ গ্রহণ করিলেন, যাহা মহাসুরগণের রক্তে আর্দ্র ছিল। সূর্য্যরশ্মি-সদৃশ উদ্গীত এই উগ্র বজ্রকে শাণ্ডার বিশ্বকর্মা নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন। ইহার ধার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ঘোর, নির্দ্মল ও তীব্র ছিল ॥ ১৬

মহাগ্রহসদৃশ প্রভাযুক্ত দুইটি অশনি, উজ্জ্বলিত ও অমোঘ উগ্রশক্তি এবং মহাপ্রভাশালী ঐন্দ্র-চক্র হস্তে গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইলেন ॥ ১৭

সহস্র নেত্রধারী ইন্দ্র সমস্ত বৃত্তগণের সনাতন পতি (পালক) ছিলেন। তিনি সনাতনগণেরও সনাতন, দেবতাদিগেরও অধিপতি ও মহাত্মা ছিলেন। তিনি সেই সময় ব্যাঘ্রচর্ম্মনির্ম্মিত বিচিত্র ঢাল ও একটি তরবারি লইয়া রণভূমিতে গমন করিলেন ॥ ১৮

পুরাকালে ক্ষীরসাগর মন্থন করিয়া যাহাদের উদ্ভব হইয়াছিল, যাহারা অমৃত হইতে নির্গত হইয়াছিল এবং দেবতা ও অসুরগণ উভয়েরই পরিশ্রমে উপলব্ধ হইয়াছিল, যাহাদের প্রভা চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ও বিদ্যুতের সমান ছিল এবং যাহাদিগকে

তস্যাস্ত্রবিদ্যা মনিকুণ্ডলানি
যুদ্ধে প্রয়াতস্য সুরেশ্বরস্য
তৈর্ভূষিতো ভাতি সহস্রচক্ষু-
রুদ্যোতয়ন্ বৈ দিশিশো দিশশ্চ ॥১০
ধৃতিঃ প্রভূর্নেত্রসহস্রচিত্রা
বিভর্তি যুদ্ধাভিমুখঃ সুরেন্দ্রঃ
যথা সিতং শারদমভ্রবৃন্দ'
নভস্তলং ভাস্করসপ্তচিত্রম্ । ১১
ভবন্তি যান্তঃ বিপুলৈর্বপোভি-
র্ভয়ানিষা চোজ্জ্বিতসত্ত্ববীর্যাম্ ।
অত্রির্বসিষ্ঠো জমদগ্নিরত্রি'
বৃহস্পতির্নারদ-পর্বতৌ চ ॥১১
জমদ্বহূর্দেবগণা মহেন্দ্র'
প্রযান্তমাদিত্যসমানবর্চসম্
বিশ্বে চ দেবা মরুতস্তথৈব
সাধ্যাস্তথাদিত্যিগণাশ্চ সর্বে ॥ ১৩
তে দেবরাজস্য পুরঃসরন্তু
হ্যন্যে যে মাতলিসংগৃহীতাঃ

প্রয়ান্তি দেবেশ্বরমুদ্যতাস্ত্রা
নভস্তলা পক্ষিরিবাক্ষিপন্তঃ ॥ ১৪
ব্রহ্মর্ষয়শ্চৈব মহর্ষয়শ্চ
রাজর্ষয়শ্চাক্ষয়পুণ্যলোকাঃ
সর্বেঽনুজগ্মুঃ সহসা জলন্তং
তেজোঽন্বিতং শক্রমিত্রসাহম্ ॥ ১৫
প্রযুক্ত শূলাংশ্চ পরশ্বধাংশ্চ
দীপ্তানি চাপানুগনীদিগ্রাঃ
বর্ম্মাণি চাগ্র্যা চ রিপুঘ্নানি
প্রযান্তি সূর্য্যাংশুসমপ্রভাণি ॥ ১৬
তথা কুবেরোঽথসহস্রযুক্ত'
শ্রেষ্ঠং রথং সর্বরথ' মহান্তম্
দিব্যং সমাকৃষ্ট বরাং যাতে
ঘনেশ্বরা দীপ্তসাগ্রহস্তাঃ ॥ ১৭
নিশাচরাঃ পাবকধূমকাশা'
রক্ষোবৃষা কৃতসখস্য তস্য
বিশালনানাযুধদীপ্তহস্তা
যান্ত্যগ্রতো বৈশ্রবণস্য রাজ্ঞঃ ॥১৮

সর্বোত্তম ভূষণ বলিয়া অভিহিত করা হয়, সেই মণিময় কুণ্ডল-সকল (কুণ্ডলদ্বয়) অভিষিক্তেন্দ্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। ইন্দ্র দেব দ্বারা ভূষিত হইয়া সহস্র-লোচন ইন্দ্র দিক্ ও বিদিকসমূহ প্রকাশিত করিতে করিতে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১১-১০

সর্বসমর্থ দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধাভিমুখী হইয়া সহস্র নয়নের দ্বারা বিচিত্র শোভা ধারণ করত দেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ নবমেঘমালের মধ্যদীপ্ত সূর্য্য আকাশ সহস্র নক্ষত্রে চিত্রিত হইয়া শোভা পাইতে থাকে। ১১

বহ্নিত বর্ম্ম ও বলশালীজনসম্পন্ন ইন্দ্র যখন যুদ্ধের জন্য যখন করিতেছিলেন, তখন অত্রি, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, ঔর্ব, বৃহস্পতি, নারদ ও পর্বত—এই ঋষিগণ নিজেদের সর্বোত্তম যাত্রাসমূহের দ্বারা তাঁহাকে জয়লাভের জন্য আশীর্বাদ দান করিতে করিতে স্তুতি করিতে লাগিলেন। ১২

সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী মহেন্দ্রকে যখন যখন করিতে দেখিয়া তাঁহার পশ্চাতে বিশ্বেদেবগণ মরুদ্গণ, সাধ্য ও আদিত্যগণ এবং অন্যান্য দেবতারাও যখন করিতে লাগিলেন। ১৩

যাঁহাদের রশ্মি মাতলি ধারণ করিয়াছিলেন সেই দেবরাজ ইন্দ্রের অন্যান্য দেবেন্দ্রকে যখন করিতে করিতে আকাশকে নিজেদের পক্ষসমূহে যেন চিহ্নিত করিতে করিতে তীব্র গতিতে যাইতে লাগিল। ১৪

অক্ষয় পুণ্যলোকসমূহে বাসকারী ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ —ইহারা সকলে সহসা তেজে প্রজ্বলিত ও শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ (অথবা শত্রুগণের আঘাত সহ্য করিতে সমর্থ) তেজস্বী ইন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ১৫

ইঁহারা হস্তে শূল, পরশু, প্রদীপ্ত ধনু ও বিচিত্র অসনি লইয়া সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী সুবর্ণময় কবচ ধারণ করত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ১৬

এইরূপ ধনেশ্বর কুবের সহস্র অশ্বযোজিত, সব কিছুই সহ্য করিতে সমর্থ, বহুমূল্য ও দিব্য রথে আরোহণ করত যুদ্ধের জন্য যখন করিলেন। তখন তাঁহার রক্ষের অগ্রভাগে প্রদীপ্ত শক্তি শোভা পাইতেছিল। ১৭

বিশ্রবার পুত্র ও রুদ্রের সখা রাজা কুবেরের অগ্রে অগ্রে নানাপ্রকার বিশাল অস্ত্রসমূহে প্রদীপ্ত হস্তযুক্ত বহু নিশাচরী রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ যাইতে লাগিল। ইঁহাদের সকলের শরীরের কান্তি অগ্নি ও ধূমবর্ণ ছিল। ১৮

যে লোহিতাক্ষাঃ পরিবার্য দেব-
ব্রজন্তি তিগ্মাঞ্জনদূর্ধ্বকর্ণাঃ।
ভূতোত্তমা রক্ষপতিং যমেশং
রক্ষন্তি যৈ পাশমমাসিতস্তাঃ ॥ ১৯

পুনাঃ প্রভুঃ প্রাণপতিভিরাত্মা
বৈবস্বতো ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
তত্রিদশবাস্ত শতবাহিমুক্তং
রথং সমারোহত সূর্যবর্চসম্ ॥ ৩০

তং লোকপালাঃ পিতরোঽনুকম্পু-
র্বিবিক্তপাণা অলিবাস্তপোভিঃ।
সর্বে চ তুতা ভুবনপ্রধানা
নানায়ুধব্যগ্রকরাঃ সুতীব্রাঃ ॥ ৩১

ততঃ মহাস্ত্রং পরিগৃহ্য দেবো
লোকক্ষয়ং নিগ্রহনিশ্চিতার্থম্
হিরণ্ময়ানাং কবলোৎপলানাং
মালাং মনোজ্ঞাং দধসঙ্গা কণ্ঠে ॥ ৩২

স্ফিত্যেঽস্ফিমেদামিলে ত্রিতার্ত-
সর্বাসুবাণাং নিধনং বিপশ্যন্।

তেজোময়ং মুদ্গরমুদ্বহন্তং
বিকর্ষমাণোঽরুণধূম্রনেত্রঃ ॥ ৩৩

সমর্চিতো ব্যাধিশতৈরনেকৈ-
র্ঘণ্টো হরিশ্মশ্রুকলাবসক্তঃ।
মহাসুরাণাং নিধনায় বৃদ্ধিং
চক্রে তদা ব্যাধিপতিঃ কৃতান্তঃ ॥ ৩৪

ততস্ত্রিশীর্ষৈর্বৃতমশ্বরাজ-
যুক্তং রথং হেমপরিষ্কৃতং মহাত্মা।
আস্থায় কৃষ্ণানুনিতঃ গণেশো
যযৌ বধায়াসুরদর্পহন্তা ॥ ৩৫

বৈদূর্যমুক্তামণিবিদ্রুমাঙ্গ-
স্তেজোময়ঃ পাশমৃতীতহস্তঃ
মহাসুরাণাং নিধনায় দেবঃ
প্রযাতি রূপাক্ষসবন্ধবাহঃ ॥ ৩৬

অথৌঘমানো গণদেবতাভি-
র্নিঋতির্মাণো গণভৃদ্ভিরন্যৈঃ।
সাংযুয়মানস্ত মহর্ষিসৈন্যৈঃ
সম্পূজ্যমানস্ত মহানুভাবৈঃ ॥ ৩৭

যাহাদের শরীরের কান্তি অরুণ করিয়া একত্রে রাশিকৃত করিলে সূর্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেই রক্তবর্ণ নয়নযুক্ত শ্রেষ্ঠ বীর যক্ষগণ হস্তে পাশ, ধ্বজ ও তরবারি লইয়া যক্ষরাজ যমেশের কুবেরকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥১৯

নিজের মস্তকে বন্দীভূতকারী, প্রাণিমাত্রেরই প্রাণের অধিপতি, ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যাত্মা প্রভু সূর্যপুত্র যম নন্দ অশ্বযোজিত, বিদ্যুদ্গুলে প্রকাশিত এবং সূর্যসদৃশ তেজস্বী রথে আরোহণ করিলেন ॥২০

তখনই অগ্রগণ্য ও পাপরহিত পিতৃগণ এই লোকপাল যমের অনুগমন করিলেন। তিন লোকে প্রলয় প্রকাশ যে সব অস্ত্র ছিল, তাহারা সকলে হস্তে নানাপ্রকার অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল ॥২১

অনন্তর যে নিশ্চিন্তরূপে নিগ্রহ করিতে পারিত এবং সমস্ত জগতের উপর নিজের প্রভুত্ব (নিয়ন্তৃত্ব) রাখিতে যে সমর্থ ছিল, সেই রক্তবর্ণক মহাস্ত্রকে হস্তে গ্রহণ করিয়া যমরাজ নিজ কণ্ঠে সুবর্ণময় কমল ও উৎপলের মনোহর মালা ধারণ করিলেন ॥২২

ইহার দেহ অরুণ ও সুবর্ণের ছিল। তিনি রথে বসিয়া নিজের সেই তেজোময়, হস্তস্থ ও ভিন্নরূপ মুদ্গর ধারণ করিয়া রহিলেন, যে মুদ্গর সমস্ত অসুরগণের পক্ষে কালস্বরূপ ছিল এবং তাহাদেরই দেহ, মাংস, অস্থি ও রক্তে মাখা ছিল ॥২৩

ইহার শ্মশ্রু (দাড়ি) কর্দম (বা কাদার) ন্যায় ছিল এবং অত্যন্তকরূপ উগ্রতা ছিল। রোগ-ব্যাধিসমূহের পতি সেই যমরাজ নানা প্রকারের শত শত ব্যাধিকে সঙ্গে লইয়া মহাসুরগণকে বিনাশ করিবার জন্য নিশ্চয় করিলেন ॥২৪

তখনকার অসুরগণের দর্পহন্তা ভূতপতি মহাত্মা যজ্ঞরূপ কৃষ্ণপুত্র ও চন্দ্রসদৃশ উজ্জ্বল, সুবর্ণখচিত এবং তিন মস্তকযুক্ত বিমানাকার দর্শনযোগ্য রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন ॥২৫

ইহার অঙ্গ বৈদূর্য, মুক্তা ও মণিসমূহে বিভূষিত ছিল। ইহার বাহুতরে রত্নালিঙ্গিত অস্ত্র সব ছিল এবং ইনি হস্তে পাশ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই তেজস্বী যক্ষরাজ মহাসুরগণকে বিনাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন ॥২৬

সেই সময় গণাধিষ্ঠিত দেবগণ তাঁহার অনুগমন করিলেন। গণভাত অন্য প্রাণিগণ ইহার সেবা করিতে লাগিল। মহর্ষিগণ ইহার গুণগান করিতেছিলেন এবং মহাসর্পগণ ইহার পূজা করিতেছিলেন ॥২৭

কৈলাসশৃঙ্গপ্রতিমোঽপ্রমেয়ঃ
সমুদ্যতনাথোঽমৃতপো মহাত্মা
মযোরগৈঃ বৈত্তনয়ৈঃ সুগুপ্তো
ঘণ্টী ঘণ্টেনার্কসমপ্রভেণ ॥ ৩৮

মুক্তায় তং যাতুমনীনসন্তং
নভস্তলে চন্দ্রশিরাতিকান্তম্।
পক্ষন্তি কৃত্তানি মহাদ্রুতাবং
সংস্তুতৈরোমনি কৃতাঞ্জলীনি ॥ ৩৯

ধাতার্যমাংশোঽথ ভগো বিবস্বান্
পর্জন্যমিত্রৌ চ শশী চ দেবঃ
ত্বষ্টা তথৈবোজ্জিতবিশ্বকর্মা
পূষা চ সাক্ষাদ্দিবি দেবরাজঃ ॥ ৪০

সোমস্তথৈঃ সপ্তশতৈকবিংশতি-
র্বৈদূর্যনিষ্কৈশ্চিত্রবর্ণকণ্ঠৈঃ
রথৈর্বিতৈঃ শক্রসমপ্রকাশৈ-
র্মুক্তান্ যযাবাকুতঃ সুরান্তে ॥ ৪১

দিবাকরাকারনিভানি কেচি-
দ্ভূতানি খাচ্ছিপ্রতিমানি কেচিৎ।
নিশাকরাংশুপ্রতিমানি কেচিৎ
তড়িদ্বপুর্ধোদ্যুতনিভানি কেচিৎ ॥ ৪২

নীলাংশুমেঘপ্রতিমানি কেচিৎ
কাঞ্চীরসাকাশনিভানি কেচিৎ।
বর্ষ্মাণি দিব্যানি মহাপ্রভাণি
দৃষ্ট্বা কৃতাস্ত্রস্তমভাষমন্তি ॥ ৪৩

আবুচ্য মালাশ্চ সুবর্ণপুষ্পাঃ
প্রয়ান্তি তোয়াবিলমূলবেগাঃ।
তাবধিনৌ চৈব মহাদ্রুতাবৌ
রূপোত্তমৌ বর্ষ্মভৃতাং বরিষ্ঠৌ ॥ ৪৪

রথং সমারুহ্য সুবর্ণচিত্রং
রথপ্রবীরৌ কাঞ্চনমূলবর্ণৌ
মনোঃ সুতা বৈ বসবশ্চ সর্বে
বলেকতঃ বৈত্তবধায় দেবাঃ ॥ ৪৫

রথাংশ্চ নাগাংশ্চ মহাপ্রমাণা-
নাস্তীর্য ভূমাং সুতভাস্বরস্তাঃ
কৃতাস্ত্র সর্পেন্দ্রকুলধ্বজাগ্র্যাঃ
শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে পতিতৈর্যুযুক্তিঃ ॥ ৪৬

মনুস্তপতি অত্যন্তশালী মহাত্মা একদা কৈলাসশিখরসদৃশ ধৌতবর্ণ ছিলেন। ইঁহার অস্ত্রসমূহ শক্তি ছিল। ইঁহার নিজ পুত্রবধূ ও মহানাগবধূ ইঁহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সূর্যাদৃশ তেজসী রথে করিয়া তিনি গমন করিলেন ॥ ৩৮

চন্দ্রচূড়া অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারী এবং ইঁহারসদৃশ মহাদ্যুতিবান একদা যখন যুদ্ধের জন্য গমন করিতেছিলেন, সেই সময় আকাশে সমস্ত প্রাণীরা পুলকিত-শরীরে কৃতাঞ্জলি হইয়া ইঁহাকে দেখিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

ধাতা, অর্যমা, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পর্জন্য, মিত্র, চন্দ্রদেব, ত্বষ্টা, তেজসী বিশ্বকর্মা, পূষা ও সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্র—এই সব দেবগণ আকাশে উত্তম অশ্বগণে যোজিত রথে আরূঢ় ছিলেন। সেই সব অশ্ব চন্দ্রকরের আভাবিশিষ্টকারী কলহ যুক্ত ছিল। ইহাদের কণ্ঠে বৈদূর্যমণির পদক ও বর্ণের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। এই অশ্বগণ অস্ত্র ও ক্ষুর ক্ষুর পক্ষিসদৃশ যুক্ত ছিল। এই সব অশ্বের বর্ণ সেরূপ ছিল, যেরূপ ইন্দ্রের রথে যোজিত অশ্বগণের বর্ণ ছিল। (ইন্দ্রের রথে হরিতবর্ণের অশ্ব যোজিত ছিল।) ॥ ৪০-৪১

কিছু দেবতা সূর্যাংশুসদৃশ, অনেকে অগ্নিজ্বালাসদৃশ, অনেকে চন্দ্রকিরণসদৃশ, কিছু দেবতা বিদ্যুতের প্রভার সমান, কিছু দেবতা কালমেঘসদৃশ মহাপ্রভাপুঞ্জক এবং কিছু দেবতা উত্তম কিরণে উদ্ভাসিত দিব্য কবচ ধারণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কবচই বিশ্বকর্মা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সুবর্ণময় পুষ্পপ্রথিত করা ছিল, এরূপ মালাসদৃশ ধারণ করিয়া জল ও বায়ুসমূহ তীব্র বেগধারী এই দেবগণ রণভূমির দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪২-৪৩

উত্তম রূপবান্ ও বর্ণাভাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাদ্যুতি দুই অশ্বিনীকুমারও সুবর্ণ-খচিত রথে আরোহণ করিয়া রণভূমিতে যাইলেন। ইঁহাদের উভয়ের পতাকায় কাপি সুবর্ণচূড়া ছিল ॥ ৪৪

মনুর পুত্রগণ ও সমস্ত বসুদেবতারা ইন্দ্রকে বলশালী ছিলেন। ইঁহারাও হৃষ্টে উত্তম অস্ত্রধারণ করিয়া বহু বহু রথ ও হস্তীতে আরোহণ করত দৈত্যদিগকে বধ করিবার জন্যগমন করিলেন ॥ ৪৫।

অরুণ ও সুবর্ণবর্ণ, মহাবল, সর্পকুলধ্বজাগ্র, নীতিবান্ সারথিবাহী এবং নিজ প্রভায় শুভ্রকান্তি সমস্ত রত্নগণ শ্বেতবর্ণ বিশাল

মহৌজসঃ সর্বগুণোপপন্না
দীপ্তাস্যনো ভাতিরিব জ্বলন্তঃ।
নানায়ুধব্যগ্রকরৈর্ভুজৈস্তে-
র্লোকান্ সমস্তানিব নির্দহন্তঃ ॥৪৭

যদূ সসৈন্যাস্তপনীয়বর্ণা:
সর্বায়তাস্তোয়ধরা যথৈব
বিদ্যে চ দেবাস্তপসা জ্বলন্তো
বীর্যোত্তমাঃ সূর্যসমৌজসশ্চ ॥ ৪৮

যদূ সসৈন্যা মুধি দুর্নিবার্যা
বলোৎকটাঃ পদ্মসমপ্রমালাঃ।
রথৈঃ সুবূঢ়োত্তমনীয়বর্ণৈ-
র্বৈদূর্যমুক্তাকনকোত্তমচিত্রৈঃ ॥ ৪৯

নানাবিধাকারসমাকুলাস্তে
প তিগ্মবৈন্যৈশ্চ সিতাতপত্রৈঃ।
তেজোবহৈঃ কাঞ্চনচারুচিত্রৈঃ
সুনির্মিতৈঃ পাবকসন্নিভাস্তে ॥৫০

মেঘস্বনৈঃ সজ্জকিঙ্কিণীকৈ-
র্হয়ৈশ্চ যাতৈঃ সমবেগবদ্ভিঃ।
বিশাং গজৈশ্চৈব মহাবলৈস্তে
কৈলাসশৃঙ্গপ্রতিমৈর্মদদ্ভিঃ ॥ ৫১

প্রভঞ্জনৈঃ কুপ্রাহুচোপহস্তা-
শ্চতূর্ণসন্তে অলিতা ইবোগ্রাঃ।
সাধ্যাশ্চ দেবাঃ সুমহাপ্রভাবাঃ
খাদৌমচক্রৈঃ প্রতিমীপ্তবক্ত্রাঃ ॥৫২

প্রহাস্তি ভাস্বন্নভূষিতা যে
গাঙ্গেয়মাত্রৈর্গগনৈর্লোকৈঃ।
বিদ্যোতয়ন্তো বিপুলৈঃ শিখাশ্চ
মহাবলাস্তে জয়তঃ বরিষ্ঠাঃ ॥ ৫৩

বরিষ্ঠপুষ্টাষ্টকুভাঃ সুবৃত্তা
বৈশ্বানরার্কপ্রতিমপ্রভাবাঃ।
তে ব্রহ্মবিদ্ভিশ্চ মনুষ্যমানাঃ
সম্পূজ্যমানাশ্চ সুরৈঃ সশক্রৈঃ ॥ ৫৪

বৃষধ্বজের দ্বারা বৃহদ্ভিতে রাইলেন। ইঁহারা হস্তে নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া যেন সমস্ত লোকসকলকে ভস্ম করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ৪৬-৪৭

সূর্যসম তেজ ধারণ করিয়া যখন ইঁহারা সৈন্যের সহিত অম্বরস্থ হইতেছিলেন, তখন বিংশতিরথ যেমনগুলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সুবর্ণবিকার-সদৃশ কান্তিমান্, উত্তম বলশালী এবং তপস্যার তেজে দেবোপমান বিক্রমেযখন সৈন্যের সহিত গমন করিলেন। যুদ্ধে ইঁহাদের বেগ অসহ্য। নিবারণ করিতে পারে না; ইঁহারা ইতরে বলশালী ও সহস্র কমল-মালায় বিভূষিত ছিলেন। ৪৮।

তপ্তসুবর্ণ কান্তিমান্ এবং বৈদূর্য, মুক্তা ও মণিবিদ্রুমের দামে (জড়িতে) বিচিত্র শোভাসম্পন্ন এবং উত্তমরূপে যোজিত রথ-সমূহে ইঁহারা সকলে রণভূমির দিকে গমন করিলেন। ইঁহারা নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন। ইঁহাদের উপরে সূর্য-কিরণ, অভ্রসদৃশ, বিচিত্র, অত্যন্ত নির্মল, তেজস্বী এবং সর্বদিকে ঘুরাইবার যোগ্য বহু শ্বেতচ্ছত্র বিস্তৃত ছিল। এই সব ছত্রের দ্বারা তাঁহারা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিলেন। ৪৯-৫০

ঝড়, অশ্ব ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা (ঘুঁঙুর) যুক্ত বায়ুতুল্য বেগবান্ অশ্বগণ এবং কৈলাসশিখর সদৃশ উন্মত্ত, বিশালকায় এবং মহাবল দিগ্‌গজগণের দ্বারা ইঁহারা যাত্রা করিলেন। ইঁহাদের হস্তে তরুতর বহু ছিল, ইঁহার তাহা দ্বারা যুদ্ধস্থলে প্রজ্বলিত উল্কার সমান প্রতীত হইতে লাগিলেন। ৫১।

মহাপ্রভাবশালী সাধ্য দেবগণ সমস্ত দৈনাবাহিনীকে নিজেদের অধীনে রাখিয়া যুদ্ধের জন্য যাত্রা করিলেন। ইঁহাদের মুখ দিব্য দীপ্তিতে উদ্দীপ্ত হইতেছিল। নিজেদের অঙ্গে ভাস্বর্ণ ভূষিত আভরণে বিভূষিত ছিলেন। ইঁহাদের সহিত গঙ্গার জলপ্রবাহ ও আকাশের সমান অনন্ত এবং অসংখ্য সৈন্য ছিল। বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই মহাবল সাধ্যগণ নিজেদের তেজে সমস্ত দিক্ ও বিদিক্‌সমূহকে প্রকাশিত করিতেছিলেন। ৫২-৫৩

ইঁহাদের শ্রেষ্ঠ ও পুষ্ট আটটি করিয়া বাহু ছিল। সিদ্ধ দলে পরিবৃত এই সাধ্যদেবগণ অগ্নি ও সূর্যসদৃশ প্রভাবশালী ছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ ইঁহাদের নমস্কার করিতেছিলেন। ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাগণ ইঁহাদের পূজা করিতেছিলেন। অর্জুন, পতিদিগকে বধ করিবার জন্য যখনকালী এই সাধ্যগণের পশ্চাতে পশ্চাতে গন্ধর্বসমূহও যাইতে লাগিলেন। ৫৪।

গন্ধর্বসঙ্ঘৈরনুগম্যমানাঃ
যযুঃ স্তবোদ্যমসুরাধিপানাম্
বৈদূর্যবজ্রস্ফটিকাগ্রচিত্রৈ-
র্জ্যোতিঃ সুবর্ণৈশ্চ পরিষ্কৃতানাম্ ॥ ৫৫

রূপং বভৌ চোৎকটভূষণানাং
দৈত্যোত্তমানাশ্চ বিভূষিতানাম্
আত্মপ্রভাভিশ্চ রণোৎকটাভি-
র্বর্মপ্রভাভিশ্চ তমোনুদাভিঃ ॥ ৫৬

অজোত্তমাভিঃ খনশীরভাভি-
র্মণিপ্রভাভিশ্চ মহোজ্জ্বলাভিঃ
বিভান্তি তে দেববরাঃ সসাধ্যাঃ
প্রস্রাতশস্ত্রস্বনসিংহনাদাঃ ॥ ৫৭

মহারথাস্ত্রিদিবৌকসস্তে
মহাবলাঃ শত্রুবলং প্রযান্তি।
মহাস্ত্রবন্তো যযুরপ্রকাম্পা
মহাসুরাণাং নিধনায় দেবাঃ ॥ ৫৮

তথৈব সর্বে মরুতোঽতিবীর্যা
বলোৎকটাস্তে সমরং প্রতীতাঃ।
যযুর্মহামেঘসমানবর্ণা-
শ্চক্রাধুধাস্ত্রোয়দনাদনাদাঃ ॥ ৫৯

মহেন্দ্রকেতুপ্রতিমা মহাবলাঃ
প্রগৃহ্য সর্বাসুরসূদনায় গদাম্।
রণোৎকটা লোহিতচন্দনাক্তা-
সংমেমালাম্বরভূষিতাঙ্গাঃ ॥ ৬০

তে যুদ্ধশৌণ্ডাঃ সুতরাং বীর্যা
বলে স্বকটাঃ ক্রোধবিলোহিতাক্ষাঃ।
যযুঃ সজাম্বুনদপট্টমালা
যথেষ্টনানাবিধকামরূপাঃ ॥ ৬১

খড়্গপ্রভাস্তামলিতাঃসলীঢ়ৈঃ
পুরন্দরৈ বৈ পরিবার্য দেবাঃ।
বৈদূর্যচারুস্তবকাবতংসা-
শ্চাযযুঃ সংগ্রামমুখে মহাপ্রভাবাঃ ॥ ৬২

বৈদূর্য, হীরক ও স্ফটিকনির্মিত খাকায় বিচিত্র শোভা-সম্পন্ন অঙ্গ এবং সুবর্ণময় আভরণসমূহে যাঁহাদের সুন্দর শোভা হইয়াছিল, যাঁহারা উৎকট ভূষণ ধারণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা দৈত্যাধিপতিদিগকে বিনাশ করিবার জন্য নিজেদের বিভূষিত করিয়াছিলেন, সেই সাধ্য দেবগণের রূপ অদ্ভুত শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৫৫॥

যুদ্ধের জন্য উৎকট বুদ্ধিশালী নিজেদের শরীরের প্রভা, অন্ধকার নাশকারী কবচসমূহের প্রভা, অঙ্গ হইতে উত্থিত প্রভা এবং নিজেদের বাহনসমূহ হইতে উদ্গত অধিক প্রভা—এই সব প্রভার সংযোগে প্রকাশিত অত্যুজ্জ্বল মহাপ্রভাপুঞ্জের দ্বারা এই সাধ্যগণসহ শ্রেষ্ঠ দেবতারাও অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই সব মহাবল দেবগণ নিজ নিজ বিশাল রথে উপবিষ্ট হইয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে করিতে শত্রুসৈন্যদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইঁহাদের হাতে মহাস্ত্র ছিল। ইঁহাদের শক্তির তখন ওজস্বর দেখাইতেছিল। এই দেবগণ মহাসুরদিগকে বধ করিবার জন্য গমন করিলেন ॥ ৫৬-৫৮

এইরূপ অত্যন্ত পরাক্রমশালী, উৎকট বলশালী, মহামেঘসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ ও চক্রধারী মরুদ্গণ মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে শত্রু-বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া সমর অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৫৯

ইঁহারা ইন্দ্রের ধ্বজদণ্ডের ঐরাবত হস্তীর ন্যায় মহাবলবান্ ছিলেন এবং যুদ্ধে উদ্যত হইয়া সংগ্রাম করেন। ইঁহাদের সর্বাঙ্গ রক্তচন্দনে চর্চিত ছিল এবং বর্মধারণ ও দিবা বস্ত্রসমূহে আচ্ছাদিত ছিল। ইঁহারা সমস্ত অসুরগণের সংহারকারিণী গদা লইয়া যুদ্ধের জন্য যাত্রা করিলেন ॥ ৬০

ইঁহারা সকলেই যুদ্ধে নিপুণ ছিলেন। ইঁহাদের বাহুবল ও অস্ত্রবল উভয় বলই ছিল। ইঁহারা উৎকট বলশালী ছিলেন এবং ক্রোধে ইঁহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এই সব দেবগণ সুবর্ণ ও কমলের মালা ধারণ করিয়া ইচ্ছানুসারে নানাপ্রকার রূপ ধারণ করত দেবরাজ ইন্দ্রকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া রণভূমির দিকে যাইতে লাগিলেন। ইঁহাদের উরু ও পৃষ্ঠ বক্ষের প্রভায় যেন শ্যামল হইয়া গিয়াছিল ॥ ৬১॥

শত্রুদের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ এই দেবগণ নিজেদের অঙ্গে বৈদূর্য ও সুবর্ণখচিত থাকায় মনোহর রূপবিশিষ্ট, পরমকান্তিমান্ এবং দৈত্যদের অস্ত্র নিবারণকারী কবচ ধারণ করিয়া যুদ্ধের জন্য গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৬২॥

বর্ম্মাণি দৈত্যাস্ত্রনিবারণানি
প্রয়াতি যুদ্ধায় সপত্নসাধ্যঃ।
তৈরুত্থিতৈঃ কাঞ্চনবেদিকাভ্যো-
র্বরজ্বলৈর্ভীস্করসন্নিবেশৈঃ ॥ ৬৩
যযৌ সুরাণ্যা পৃতনোগ্রভাসা
সমুদ্যতস্তী মুধি সিংহনাদান্।

ইত্যেবমুক্তা ত্রিদিবেশ্বরস্য
সৈন্যা তদাসীৎ সুমহৎপ্রভাবম্ ॥ ৬৪
যুদ্ধং প্রযাতস্য তয়াবরস্য
বধায় তেষামসুরাধিপানাম্ ॥ ৬৫
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বামনপ্রাদুর্ভাবে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২

ঊর্ধ্ববেদিকাযুক্ত, সূর্য্যকিরণ-সদৃশ কান্তিমান্ ও উচ্চশিখরে উত্থিত রত্নসমূহে উপলক্ষিত দেবগণের এই ভয়ঙ্কর সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের জন্য উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে করিতে যাইতে লাগিল ॥ ৬৩॥

এইরূপে সেই অসুরগণবিনাশের যত্নের জন্য যুদ্ধস্থলের দিকে প্রস্থিত বিজয়শীল দেবেশ্বর ইন্দ্রের এই সৈন্যবাহিনী অতিশয় প্রভাবশালী ছিল। যাহার বর্ণনা এইভাবে করা হইল ॥ ৬৪-৬৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[দেবানামসুরাণাঞ্চ যুদ্ধযুদ্ধম্, ভীষণোৎপাতানাং বর্ণনম্, যুদ্ধদর্শনায় ব্রহ্মণস্তথা সনকাদিযোগেশ্বরাণামাগমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ প্রবৃত্তোঽসুরদেববিগ্রহ-
স্তদদ্ভুতো ভাতি সুরাসুরাকুলঃ।
বেলামতিক্রম্য যুগান্তকালে
মহার্ণবাম্ভোমুমিবাভিরম্যঃ ॥ ১
নানায়ুধোদ্যতোদ্যতবিশালবাহা
মহাবলা ব্যায়তকার্ম্মুকান্তে।
রণোৎসুকা বাহুসহস্রহস্তাঃ
সুদুর্দ্ধরাস্তোয়দনাদনাদাঃ ॥ ২

বিস্ফারয়ন্তঃ সহসা ধনূংষি
চক্রাণি চাদিত্যসমপ্রভাণি।
সমুৎক্ষিপন্তো ভুশনীংশ্চ ঘোরান্
খড়্গাংশ্চ তে বজ্রমুখাংশ্চ শক্তীঃ ॥ ৩
মহাগদাঃ কাঞ্চনপট্টবদ্ধা-
স্তথায়সান্ কার্ম্মুকমুদ্গরাংশ্চ।
শূলাংশ্চ বৃক্ষাংশ্চ বিসৃজ্য দীপ্তা-
ন্নদন্তি শূরাঃ শতশো রণস্থাঃ ॥ ৪
এতস্মিন্নন্তরে দেবানস্তোয়মভিনিস্বনম্।
যুদ্ধযুদ্ধ্যবর্ত্তন্ত দেবানাং দানবৈঃ সহ ॥ ৫

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[দেবগণ ও অসুরগণের যুদ্ধযুদ্ধ, ভীষণ উৎপাত সমূহের বর্ণন এবং যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য ব্রহ্মা ও সনকাদি যোগেশ্বরগণের আগমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর দেবতা ও অসুরগণের যুদ্ধযুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেবতা ও অসুরগণের দ্বারা যাহা যাহা ইহার অঙ্গভূত হোতা হইয়াছিল। যেরূপ প্রলয়-কালে চারিদিকে মহাসাগর নিজ নিজ সীমা লঙ্ঘন করিয়া পরস্পর মিলিত হয়, (সেইরূপ দেবতা ও দৈত্যগণ এই যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া পরস্পরের মধ্যে মিলিয়া যাইলেন।) ॥ ১

এই মহাবল যোদ্ধাগণ ধনুসকল বিস্ফারিত করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইঁহাদের অঙ্গ নানাপ্রকার অস্ত্রের প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল। ইঁহাদের হস্ত হস্তিশুণ্ডতুল্য (মোটা) ছিল। ইঁহারা অত্যন্ত দৃঢ়কায় বীর ছিলেন এবং ইঁহাদের গর্জ্জন মেঘ-গর্জ্জন-তুল্য গম্ভীর ছিল ॥ ২

ইঁহারা সহসা ধনু বিস্ফারিত করিয়া টঙ্কারধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী চক্র, তীক্ষ্ণধার খড়্গ, বজ্র ও বজ্রমুখী শক্তিসমূহ মুহুর্মুহু ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩

কাঞ্চনময় বলয়ে বদ্ধ দণ্ড সৌর্য্যশালী বীর যোদ্ধা সুবর্ণ-পরিষ্কৃত বিশাল গদা, লৌহনির্ম্মিত মুদ্গর, মুষল, প্রাস ও ত্রিশূল এবং বৃক্ষসকল হস্তে লইয়া সেস্থানে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥

এই সময়ে পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে সেই সৈন্য-গণের মধ্যে দেবতাদিগের সহিত দানবগণের সহিত যুদ্ধযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল ॥ ৫

মরুতাং পঞ্চমো যস্তু স বাণেনাভ্যযুধ্যত ।
মহাবলঃ সুরবরঃ সাবিত্র ইতি যং বিদুঃ ॥ ৬

ধনায়ুষায়াঃ পুত্রস্তু বলো নাম মহাসুরঃ ।
সোঽভ্যযুধ্যত রণেঽত্যুগ্রো ব্রুবেণ বসুনা সহ ॥ ৭

নমুচিস্তাসুরশ্রেষ্ঠো বরেণ সহ যুধ্যত ।
প্রবরৌ বিশ্বকর্মাংশৌ খ্যাতৌ দেবাসুরেশ্বরৌ ॥ ৮

পুলোমা তু মহাদৈত্যো বায়ুনা সহ যুধ্যত ।
সদৈত্যঃ পর্ব্বতাকারো রণেঽভ্যযুধ্যত দর্পিতঃ ॥ ৯

হয়গ্রীবস্তু দিতিজঃ সহ পূষ্ণা ব্যযুধ্যত
সূরেণাদিতিবীর্য্যেণ ভাস্করাকারবর্চ্চসা ॥ ১০

শম্বরস্তু মহাদৈত্যো মহাবাহুো মহাসুরঃ
ভসেনাযুধ্যত তদা সহিতো বহুভির্নরৈঃ ॥ ১১

শরতঃ শলভস্যৈব দৈত্যাবাহ্য চন্দ্র-ভাস্করৌ ।
প্রযুদ্ধৌ সহ সোমেন শৈশিরাস্ত্রেণ ধীমতা ॥ ১২

বিরোচনস্তু বলবান্ বলের্বলবতঃ পিতা ।
বিশ্বকৃসেনেন সাধ্যেন দেবেন চ স যুধ্যত ॥ ১৩

কুজম্ভস্তু মহাতেজা হিরণ্যকশিপোঃ সুতঃ ।
আশেনাযুধ্যত তদা প্রাসপ্রহরণেন বৈ ॥ ১৪

অসিলোমা তু বলিনা মারুতেন সমং বিভো ।
তদাযুধ্যত দীপ্তাস্যো বিকৃতঃ পর্ব্বতাকৃতিঃ ॥ ১৫

ধনায়ুষায়াঃ পুত্রস্তু বৃত্রো নাম মহাসুরঃ ।
অশ্বিভ্যাং দেবদৈত্যাভ্যাং সহাযুধ্যত সংযুগে ॥ ১৬

একচক্রস্তু দিতিজশ্চক্রহস্তো দুরাসদঃ
সহাযুধ্যত দেবেন সাধ্যেন দিতিভাবিনা ॥ ১৭

বলস্তু মধুপিঙ্গাক্ষো বৃত্রভ্রাতা মহাসুরঃ ।
মৃগব্যাধেন রুদ্রেণ সহাযুধ্যত বীর্য্যবান্ ॥ ১৮

রাহুস্তু বিকৃতাকারঃ শতশীর্ষো মহোদরঃ ।
অজৈকপাদেন রণে মহাযুধ্যত দংশিতঃ ॥ ১৯

কেশী তু দানবশ্রেষ্ঠঃ প্রাবৃট্কালাম্বুদপ্রভঃ ।
ধনেশ্বরেণ ভীমেন সহাযুধ্যত সংযুগে ॥ ২০

বৃষপর্ব্বা তু বলিনা নিকুম্ভেন মহারণে ।
বিশ্বেদেবেন বিশ্বেশ সহাযুধ্যত বীর্য্যবান্ ॥ ২১

মরুদ্‌গণের মধ্যে যিনি পঞ্চম ছিলেন এবং যাঁহাকে মহাবল সুরশ্রেষ্ঠ সাবিত্র নামে সকলে জানিতেন, সেই সাবিত্র বাণাসুরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ৬

ধনায়ুষার অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বলনামক পুত্র রণাঙ্গনে ধ্রুবনামক বসুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । ৭

অসুরশ্রেষ্ঠ নমুচি বরনামক বসুর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল । যাঁহারা দুই জনে শ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মা রূপে বিখ্যাত, সেই দেবাসুর ঈশ্বরদ্বয় পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ৮

মহাদৈত্য পুলোমা বায়ুদেবের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল । এই পর্ব্বতাকার দৈত্য কবচ ধারণ করত নিজ সৈন্যবাহিনীর সহিত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিতেছিল । ৯

হয়গ্রীবনামক দৈত্য সূর্য্যতুল্য তেজস্বী অদিতি পরাক্রমশালী বীরবর পূষার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল । ১০

মহাবাহুশালী মহাসুর রণদুর্ম্মদ মহাদৈত্য শম্বর ভগবান্ দেবতার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । ১১

শরত ও শলভ এই দুই বীর দৈত্যগণের মধ্যে সূর্য্য এবং চন্দ্র-তুল্য তেজস্বী ছিল । ইহারা উভয়ে শৈশিরাস্ত্রধারী বুদ্ধিমান্ সোমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল । ১২

বলবান্ বলির পিতা বলশালী বিরোচন বিশ্বকৃসেন নামক সাধ্য দেবতার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ১৩

হিরণ্যকশিপুর পৌত্র (হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের পুত্র কুজম্ভ, বিরোচনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) মহাতেজস্বী কুজম্ভ সেই সময় প্রাসধারী অংশের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল । ১৪

প্রতে । প্রদীপ্তমুখ বিকৃতাকৃতি দৈত্য অসিলোমা পর্ব্বতসদৃশী অঙ্গ লইয়া সেই সময় বলনাম মারুতের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । ১৫

ধনায়ুষার পুত্র মহাসুর বৃত্র যুদ্ধস্থলে দেবদ্বৈত অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল । ১৬

হস্তে চক্র লইয়া একচক্র নামক দুর্জ্জয় দৈত্য দৈবতুল্য সাধ্যদেবতার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । ১৭

বৃত্রাসুরের ভ্রাতা, মধুসদৃশ পিঙ্গললোচন ও পরাক্রমশালী মহাসুর বল মৃগব্যাধনামক রুদ্রের সহিত যুদ্ধরত হইল । ১৮

শতমস্তকবিশিষ্ট, বিশাল উদরযুক্ত ও বিকৃতাকার দৈত্য রাহু খড়্গ ধারণ করত রণাঙ্গনে অজৈকপাদনামক রুদ্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল । ১৯

বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় কালবর্ণ দানবশ্রেষ্ঠ কেশী যুদ্ধস্থলে ধনেশ্বর ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । ২০

পরাক্রমশালী ও জগতের পালক বৃষপর্ব্বা সেই মহাসমরে পাবন নামক বলবান্ বিশ্বদেবের সহিত যুদ্ধরত হইল । ২১

প্রহ্লাদস্তু মহাবীর্য্যো বীরৈঃ স্বৈস্তনয়ৈর্বৃতঃ
যুযুধে সহ কালেন রণে কাল ইবাপরঃ ॥ ২১
অনুহ্লাদঃ কুবেরেণ ধনদেন মহারণে
গদাহস্তেন যুযুধে ক্রোড়ন্ন রিপুবাহিনীম্ ॥ ২৩
বিপ্রচিত্তিস্তু দৈত্যেন্দ্রো বরুণেন মহাত্মনা।
প্রবৃত্তো বৈ রণং কর্ত্তুং দৈত্যানাং নন্দিবর্দ্ধনঃ ॥ ২৪
বলিস্তু সহ শক্রেণ সুরসেনেন মহাত্মনা
যুযুধে দেবরাজেন বলিনা বলবান্ রণে ॥ ২৫
সেখা দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ ভয়সংক্ষোভমাহবে
বিনর্দন্তো মহানাদান্ প্রাসশিলাশক্তিভিঃ ॥ ২৬
অদৃশ্যন্ত মহোৎপাতা যে প্রোক্তা জগতঃ ক্ষয়ে।
মারুতাঃ সপ্ত তে ক্ষুব্ধা বাশীর্যন্ত নদীবহাঃ ॥ ২৭
সপ্ত চৈবোদ্যতাঃ সূর্য্যাঃ শোষয়ন্তো মহার্ণবান্।
বহুনাভিহতা বরা বায়ুনা মথিতা যথা ॥ ২৮
ব্যাপিতাশ্চ মহামেঘাঃ শক্রচাপাঙ্কিতোদরাঃ
প্রণেদুঃ সর্ব্বভূতানি সন্তাসং ভক্তিমিত্রা দিশঃ ॥ ২৯

নিজের বীর সুরগণে পরিবৃত হইয়া মহাপরাক্রমশালী প্রহ্লাদ রণাঙ্গনে দ্বিতীয় কালস্বরূপ হইয়া কালের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ২১

অনুহ্লাদ শত্রুসৈন্যদিগকে ক্ষুব্ধ করিতে করিতে সেই মহাসমরে গদাধারী ধনদাতা কুবেরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ২৩

দৈত্যগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী বিপ্রচিত্তিনামক দৈত্য মহাত্মা বরুণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইল। ২৪

সেই রণাঙ্গনে বলবান্ দৈত্যরাজ বলি মহাবল দেবরাজ সুরেন্দ্র মহাত্মা ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২৫

অবশিষ্ট দেবতা ও দৈত্যগণ যুদ্ধস্থলে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে করিতে প্রাস, শূল, বাণ ও শক্তিসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ২৬

সেই সময় এরূপ মহোৎপাতসমূহ দেখা যাইতে লাগিল, যাহারা প্রলয়কালেই প্রকটিত হয় বলিয়া কথিত আছে। প্রবাহবি সপ্তবিধ বায়ু সেই সময় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। পর্ব্বতসকল যেন দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। ২৭

মহাসাগরসকলকে শোষণ করিতে করিতে সপ্ত সূর্য্য উদিত হইলেন। প্রচণ্ড বায়ু এই পৃথিবীকে দেহভাবে বিদীর্ণ করিল, যেন এই পৃথিবীকে তখন মথিত করা হইয়াছে। ২৮

আকাশে মহামেঘমণ্ডল চারিদিকেই প্রাদুর্ভূত হইল। ইহাদের মধ্যভাগে তখন ইন্দ্রধনু অঙ্কিত হইয়া বিরাজিল। সমস্ত প্রাণিগণ

দেবানামজয়ো ঘোরো দৃশ্যতে কালনিশ্চিতঃ।
ঘোরোৎপাতাঃ সমুদ্ভূতা যুগান্তসময়ে যথা ॥ ৩০
ন স্তম্ভন্তিক্ষ্ণ ন দিশো ন ভূমি-
র্নভাস্করোঽদৃশ্যত রেণুজালৈঃ।
বভূব বাতাস্তুমুলাঃ সুদুস্তরা
দিশশ্চ সর্ব্বাস্তিমিরোপমূঢ়াঃ ॥ ৩১
এতে চান্যে চ বহবো দৃশ্যন্তে দেবনিশ্চিতাঃ।
ভূমৌ তথান্তরিক্ষে চ মহোৎপাতাঃ সমুত্থিতাঃ ॥ ৩২
তদ্ যুদ্ধং দেবদৈত্যানাং ভীমানাং ভীমদর্শনম্।
অপশ্যত গুরুর্ব্রহ্মা সর্ব্বলোকস্য সুত্রঃ সহ ॥ ৩৩
বৈদ্যৈস্তুভিঃ সাদ্যৈস্ত বিদ্যাভিশ্চ সনাতনঃ।
পদ্মযোনির্বৃতঃ শ্রীমান্ সিদ্ধৈশ্চ পরমর্ষিভিঃ ॥ ৩৪
নানামল্লিস্তসংপ্রচিত্র-
মারুহ্য যানং দদৃশে স্বয়ম্ভূঃ।
সুভাস্বরা ভূতসংঘৈরুপেত
প্রদীপ্যমানং বপুষা বরেণ ॥ ৩৫

আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং দিক্‌সমূহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইল। ২৯

কালের শ্রেষ্ঠত্বের যেরূপের ঘোর পরাজয় দেখা যাইতে লাগিল। যেরূপ প্রলয়কালে ভয়ঙ্কর উৎপাতসমূহ উদ্ভূত হয়, সেইরূপ ভয়ঙ্কর উৎপাতসমূহ প্রাদুর্ভূত হইল। ৩০

সেই সময় না স্তম্ভরিক্ষ, না দিক্, না ভূমি এবং না সূর্য্য দেখা যাইল। সব কিছু ধূলিজালে আবৃত হইয়া যাইল। ঘুরপূর্ব ভয়ঙ্কর বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং সমস্ত দিক্‌সমূহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইল। ৩১

এই সব এবং আরও বহু দেবনিশ্চিত মহোৎপাতসমূহ পৃথিবী ও আকাশে সর্ব্বদিকে দেখা যাইতে লাগিল। ৩২

ভীষণ দেবতা ও দৈত্যগণের এই যুদ্ধ যেমিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। লোককর্ত্তা ব্রহ্মা সমস্ত দেবগণের সহিতই এই যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। ৩৩

নিত্যাদি ভর অজনন্ত চার বেদ এবং চার বিদ্যায় পরিবৃত সনাতন পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ চারিদিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৩৪

নানাপ্রকারের সংস্ত মণিময় ভক্তসমূহে বিচিত্র শোভাসম্পন্ন এবং সমস্ত ভূতগণে সেবিত তেজস্বী বিমানে আরোহণ করিয়া স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা যাঁর যেই শরীরে দেদীপ্যমান দেখাইতেছিলেন। ৩৫

স্তুতপ্তজাম্বূনদকল্পিচিত্রং
মানস্তম্ভৈরীশতসম্প্রযুক্তম্।
নক্ষত্রচন্দ্রার্কবিরোচমানং
বৈমূর্য্যসোমার্কবিভূষিতাঙ্গম্ ॥ ৩৬

তমাস্থিতা বৈ পুলহঃ পুলস্ত্য-
স্তথা মরীচির্দৃঢ়ঙ্গিরাশ্চ।
ঋক্সামভিঃ সম্যগভিষ্টুবন্তঃ
সেবন্তি দেবং বরদং বিমানে ॥ ৩৭

তং পাবকা লোকগুরুং স্বয়ম্ভুবং
সাঙ্গাশ্চ বেদা মখদেবতাশ্চ
সেবন্তি দেবং ভুবনেশ্বরেশং
সূক্তানি চাত্যানি মহাদ্ভুতানি ॥ ৩৮

এতে বহবশ্চ মহর্ষিসত্তমা
বৈশ্বানরাঃ পাবকযোনয়শ্চ।
সর্ব্বে বয়ুর্দেবপুরোহিতাশ্চ
যুদ্ধোৎসুকাঃ সর্ব্বসুরাসুরাণাম্ ॥ ৩৯

যোগেশ্বরাঃ ষট্ চ দিবাকরাভা
বিভূষণৈর্ভূষিতসর্ব্বদেহাঃ।
অন্তর্হিতা বৈ সদৃশৈর্নিজাস্তা
নারায়ণেনৈব নরেণ দেবাঃ ॥ ৪০

যস্যৈকদেশেন নরেণ দেবা
মহাসুরৈর্যুদ্ধমকল্পয়ন্ত।
সম্পূর্ণভদ্রপ্রতিমৈঃ সুকান্তৈঃ
সর্ব্বা দিশো নির্ভিমিরাশ্চকার
নবোদিতোঽর্কো দরশীব চন্দ্রঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
দেবাসুরযুদ্ধদর্শনং নাম
ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

ইহার বিমান তপ্ত সুবর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত বিভিন্ন চিত্র মূর্ত্তিতে সুশোভিত ছিল। ইহাতে সহস্র হেমীষাদ্বের জ্ঞানস্বরূপ শব্দ উত্থিত হইতেছিল। নক্ষত্র ও সূর্য্যের তেজোময়ী মূর্ত্তির দ্বারা ইহা কিরণসমূহের প্রভায় পরিপূর্ণ ছিল। বৈমূর্য্যমণি এবং চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত মণিসমূহে এই বিমানের প্রত্যেক অঙ্গ বিভূষিত ছিল। ৩৬

সেই সমস্ত বিমানে উপবিষ্ট বরদায়ক দেবতা ব্রহ্মাকে তাঁহার পুত্রগণ—পুলহ, পুলস্ত্য, মরীচী, দৃঢ় ও অঙ্গিরা ঋষি ঋক্-বেদ এবং সামবেদের মন্ত্রসমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার সেবায় তৎপর ছিলেন। ৩৭

এই লোকগুরু, মহাদ্ভুতাত্মা, ভুবনেশ্বরেশ্বর দেবতা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার সেবায় অগ্নিগণ, সাঙ্গ বেদসকল, যজ্ঞদেবতাগণ এবং অন্যান্য দৃঢ়ব্রতও নিরত ছিলেন। ৩৮

মহর্ষিগণের মধ্যেও, বৈশ্বানরগণ, অগ্নি হইতে উৎপন্ন ঋষিশ্রেষ্ঠ ও দেবতাদিগের পুরোহিতগণ যাঁহারা সকলে দেবতা ও অসুরদিগের সেই যুদ্ধ দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া সেস্থানে উপস্থিত হইলেন। ৩৯

যাঁহারা সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী ছিলেন এবং যাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ উত্তম আভরণসমূহে বিভূষিত ছিল, সেই ছয় যোগেশ্বর (সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার, কপিল ও ঔশনীষা,) অদৃশ্যভাবে আকাশে থাকিয়া এই যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। ভগবান নারায়ণ, নর ও কপিলের অন্য দেবতাও অদৃশ্যভাবে অবস্থান করত এই যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। ৪০

শরৎকালের নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় ব্রহ্মা পূর্ণচন্দ্রমণ্ডল-সদৃশ পরম মনোহর কান্তিযুক্ত ও তাঁর বেশধারণকারী নিজ তাঁর দ্বারা সমস্ত দিক্‌সমূহকে অন্ধকার রহিত করিয়াছিলেন। ৪১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে দেবাসুরযুদ্ধে সনন্দনাদির আবির্ভাবনামক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[দেবাসুরাণাং যুদ্ধস্য যজ্ঞরূপেণ বর্ণনম্, উভয়-সৈন্যানাং তুমুলং যুদ্ধম্, দেবস্য পরাজয়শ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

উভয়োঃ সেনয়ো রাজন্ তুমুলো যুদ্ধমবর্ত্তত।
নাম্নেব সকলত্রাস্তাং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ॥ ১

ঘোষবদ্ভিস্তরত্রাণাং তেজীনাং মুখৈঃ সহ
বল্গুরীতিবিনাদাশ্চ বাজ্যন্তে মহাস্বনাঃ ॥ ২

প্রবৃত্তো যুদ্ধযজ্ঞস্তু তুমুলো লোমহর্ষণঃ
রণধন্বো মহানাদঃ স্বর্গীয়ঃ শূরসম্মতঃ ॥ ৩

যুদ্ধযজ্ঞস্য নেতাভূৎ প্রহ্লাদো দৈত্যসত্তমঃ।
বিরোচনস্তথাধ্বর্য্যুর্যুদ্ধযজ্ঞঃ প্রবর্ত্তকঃ ॥ ৪

হোতা চৈবাত্র নমুচির্ব্রহ্মা স্তোত্রোপকল্পকঃ
মন্ত্রা দৈত্যাঃ সমখ্যাতা যজ্ঞকর্ম্মণি তত্র বৈ ॥ ৫

অনুযাজস্তু পিতরমধিকো বা পরাক্রমৈঃ
যষ্টা তত্রাভবদ্ বালঃ সংযুগে চাপি তিষ্ঠতে ॥ ৬

ঐন্দ্রং পাশুপতং ব্রহ্ম বৈশ্বাবর্ণং সুদুর্জ্জয়ম্
মন্ত্রাস্তত্রাভাবর্ত্তন্ত সাঙ্গসংগ্রহসংহিতাঃ ॥ ৭

উদ্গাতা চ মরুৎ শ্রীমান্ বিশ্বঃ শক্রস্তরস্কৃতঃ।
বিনদন্ বিপ্রচিত্তিশ্রেষ্ঠো দেবানীকং ব্যবারয়ৎ ॥ ৮

বলিস্তু রাজা দ্যুতিমান্ স্বয়ং তত্র মহাসুরঃ।
জাপ্যৈর্দ্যৌরিব সংযুক্তো ব্রহ্মরূপকরোৎ প্রভুঃ ॥ ৯

রথাগ্নির্ম্মিতো ঘোরো বৈরোচনসমীরিতঃ।
হুয়তে বসুরৌদ্রেত্র দেবো বিষ্ণুঃ সুতৈঃ সহ ॥ ১০

শঙ্খপণবৈঃ সুমুখৈর্দেবদুন্দুভিভিস্তথা মহাস্বনৈঃ।
উদ্ঘুষ্টং বিমলং চৈব সুরক্ষণায় প্রযুজ্যতে ॥ ১১

বলস্য বলকর্ত্তৃস্তু পুলোমা চ মহাসুরঃ
প্রশস্তৃত্বং সমং কৃত্বা সত্রং সমাক প্রচক্রিরে ॥ ১২

কল্মাষদণ্ডো বিমলো বিপুলো রথপঞ্জরঃ
যূপাস্তু সমকল্পন্ত যুদ্ধযজ্ঞে মহাকাল ॥ ১৩

কণিনালীকনারাচা বৎসদন্তোপদিগ্ধিকাঃ
তোমরাঃ শোমকলসা বিচিত্রাণি ধনূংষি চ ॥ ১৪

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[দেবতা ও অসুরগণের যুদ্ধকে যজ্ঞরূপে বর্ণন, উভয় সৈন্যের তুমুল যুদ্ধ এবং সাধিয় ও রুদ্রের পরাক্রম।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পুনরায় উভয় সৈন্যের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঘোড়ম, আতত্তর, তেজী, মুখর, ঘীর ও নাদরা—এই সব বাদ্যের মহাশব্দ শুনা যাইতে লাগিল। এই সব বাদ্য নিজেদের তুমুল ধ্বনিতে তিন লোককে যেন বিচলিত করিতেছিল ॥ ১-২

সেখানে লোমহর্ষণকর ভয়াবহ যুদ্ধযজ্ঞ চলিতে লাগিল, যাহা বর্ণনাতীত ফলপ্রাপ্তিকারক ছিল। এই সংগ্রামে ঘোর্ঘ্যশালী বীরত্বের অভিমত মহাসিংহনাদ এবং আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল ॥ ৩

এই যুদ্ধযজ্ঞে নেতা হইলেন দৈত্যশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ। তাঁহার পুত্র বিরোচন এই যুদ্ধ-যজ্ঞের সর্ব্বপ্রকার অধ্বর্য্যু হইল ॥ ৪

ইহাতে নমুচি হোতা ও রুদ্রাস্ত্র স্তোতা হইল। এই যুদ্ধ-যজ্ঞে দৈত্যগণই মন্ত্র বলিয়া কথিত হইল ॥ ৫

যে বিরোচন পরাক্রমের দ্বারা নিজ পিতাকে অনুসরণ করিতেছিল অথবা নিজ পিতা বলি অপেক্ষাও অধিক পরাক্রমশালী ছিল, সেই বাণাসুর এই যুদ্ধযজ্ঞের যজমান হইল এবং যুদ্ধস্থলে সব সময় উপস্থিত রহিল ॥ ৬

অনুষ্ঠানের ভার উভয়রূপে পাশুপত, ব্রাহ্ম ও অত্যন্ত দুর্জয় বৈশ্বাবর্ণ নামক অস্ত্রসকল এখানে ন্যস্ত ছিল ॥ ৭

শক্রসদনের ভয়ঙ্কর উদ্গাতা মহাসুর সেখানে উদ্গাতা হইয়া অবস্থান করিতেছিল। এই সৈন্যশ্রেষ্ঠ বীর যজ্ঞ সিংহনাদ করিতে করিতে দেবসৈন্যদিগকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল ॥ ৮

সাধর্ম্যশালী তেজস্বী মহাসুর রাজা বলি স্বয়ং সেখানে জপ-হোমাদিতে যুক্ত হইয়া ব্রহ্মার কার্য্য করিতে লাগিলেন ॥ ৯

বৈরোচনী ইন্ধনে (কাঠে) উদ্দীপ্ত হইয়া সেখানে ঘোর অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। অনুষঙ্গ দেবতাদিগের সহিত আসিয়া সেই অগ্নিতে আহুতিদান করিতে লাগিল। এই আহুতি ওষধীরূপ বিষ্ণুর তৃপ্তির জন্য করা হইতেছিল ॥ ১০

শঙ্খসকলের তুমুলধ্বনি ও তেজীসমূহের গম্ভীর শব্দের দ্বারা সেখানে 'সুরক্ষণায়'—ইহার বিমল উদ্ঘোষ হইতেছিল ॥ ১১

বল, বলক ও পুলোমামাতৃক এই তিন মহাসুর সেখানে প্রশস্তৃ ও সদস্য কর্ম্ম করিয়া সমাক্‌রূপে সত্রের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল ॥ ১২

এই মহাকালাত্মক যুদ্ধযজ্ঞে বিচিত্র ধনুঃশোভিত, নির্ভয় ও বিমল রথশ্রেণী যূপসমূহের রূপে কল্পিত হইল ॥ ১৩

কর্ণি, নালীক, নারাচ, বৎসদন্ত, উপদিগ্ধিকা, তোমর ও বিচিত্র ধনু—এই সমস্ত সেই যজ্ঞে সোমকলস ছিল ॥ ১৪

অস্থীক্ষত্র কপালানি পুরোড়াশাঃ শিরাংসি চ
আজ্যঞ্চ রৌদ্রং রুধিরং তস্মিন্ যজ্ঞেঽভিসুস্রুতে ॥১৫

ইল্লঃ পশ্বিষত্তত্র প্রস্তাবো বিপুলা গদাঃ
হয়গ্রীবোঽসিলোমা চ রাহুঃ কেশী চ দানবঃ ॥ ১৬

বিরোচনশ্চ ভক্তশ্চ কুজম্ভশ্চ মহাবলঃ।
সমস্তাস্তত্র তু মখে বিপ্রচিত্তিশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ১৭

ইষবস্তু স্রুবাস্তত্র রথাঙ্গসদৃশাঃ শুভাঃ
ধনুষ্কোটো ধনুর্জ্যাশ্চ স্রুবস্তত্র মহামখে ॥ ১৮

প্রতিপ্রস্থানিকং কর্ম্ম যুযুধর্ব্বাংকরোদিহ।
দীক্ষিতস্তত্র তু বলিস্তস্য পত্নী মহাচমূঃ ॥১৯

শম্বরস্তত্র শ্যামিত্রমকরোদ্ধিতিনঞ্জনঃ।
অতিরাত্রে মহাবাহুর্বিততে যজ্ঞকর্ম্মণি ॥ ২০

দক্ষিণাস্তত্র যজ্ঞস্য কালনেমির্মহাসুরঃ
বৈতানে কর্ম্মণি বিভো যঃ খ্যাতো হবাভিধঃ ॥ ২১

ত্রিদশানাং তু সৈন্যস্য শরীরৈর্গুপ্তকীর্বিতৈঃ।

তস্মিন্ যজ্ঞে তু সবনং বধ্যন্তে দৈত্যনিস্মিতম্ ॥২২

দেবানাং রুধিরং মধ্যে পশূনাঞ্চ বিভো সুতাঃ।
নর্দ্দমানাঃ প্রমুদিতা সোমপানং রথান্তরে ॥ ২৩

যদা বলির্মহাদৈত্যো বিজেতা সমরে সুরান্।
তদা সুরক্ষুখো যজ্ঞে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৪

মহাসুরেন্দ্রসত্তয়ো যজ্ঞানো দুরিদক্ষিণাঃ।
বেদবন্তো বৃত্তবন্তঃ সুগাঃ সর্ব্বে তনুত্যজঃ ॥২৫

ত্রৈলোক্যহরণে সৃষ্টা যুদ্ধযজ্ঞায় দীক্ষিতাঃ।
যজ্ঞকর্ত্তারিনাঃ সর্ব্বে ত্রৈলোক্যাক্রমকাঙ্ক্ষিণঃ ॥২৬

একনিশ্চয়কার্য্যাশ্চ ত্রৈলোক্যাক্রমকাঙ্ক্ষিণঃ।
সুরলানবদৈত্যানাং সঙ্ঘঃ সমুদয়ন্মহান্ ॥ ২৭

নানাযুধবিধস্তানাং ত্বরিতানাং প্রধাবতাম্
ক্ষেড়িতোৎস্ফুষ্টনিনদৈর্গর্জতাং নিঃস্বনৈঃ ॥ ২৮

রথনেমিস্বনৈর্ঘোরৈস্তত্রাসুনাং সর্ব্বতোঽভবৎ।
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্দৈত্যরাজনিঃস্বনৈঃ ॥ ২৯

অস্থিসমূহ কপাল, মস্তকসকল পুরোডাশ এবং তদ্ভব রুধিরই ঘৃত ছিল ও এই সব সেই যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইয়াছিল ॥ ১৫

সবসম্পত্তি, ইল্ল ও বিশাল গদা পশ্বিষ ছিল। হয়গ্রীব, অসিলোমা, রাহু, দানব কেশী, বিরোচন, ভক্ত, মহাবল কুজম্ভ এবং পরাক্রমশালী বিপ্রচিত্তি—ইহারা সকলে যজ্ঞে সদস্য ছিল ॥ ১৬-১৭

রথের অক্ষসদৃশ স্থূল ও সুন্দর বাণসমূহ এই যজ্ঞে ইষু ছিল। ধনুর কোটি ও ধনুর গুণসমূহ সেই মহাযজ্ঞে স্রুব ছিল ॥ ১৮

যুযুধর্ব্বা এই যজ্ঞে প্রতিপ্রস্থাতার কার্য্য করিতে লাগিল। রাজা বলি এই যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণকারী যজমান ছিলেন এবং তাঁহার বিশাল সৈন্যবাহিনীই তাঁহার পত্নী ছিল ॥১৯

মহাবাহু বিততিসদৃশ দেবযজ্ঞে প্রচলিত সেই অতিরাত্র-নামক যজ্ঞকর্ম্মে শম্বরাসুর কর্ম্ম করিতে লাগিল ॥ ২০

সেই যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ মহাসুর কালনেমি উপস্থিত ছিল, যে বিভো পতি বলির যজ্ঞকর্ম্মে অগ্নির সমান বিখ্যাত ছিল ॥ ২১

দেবগণের সৈন্যবাহিনীর নিষ্প্রাণ শরীরসমূহের দ্বারা সেই যজ্ঞে [illegible] কর্ত্তৃক কৃত সবনকর্ম্ম উত্তোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ২২

এই যুদ্ধযজ্ঞে যে সব তদ্ভব দৈত্য দেবগণের রক্তপান করিতে ছিল, উহারা তাহাদের সোমপান ছিল তাহারা আনন্দিত চিত্তে-

১৩১

গর্জন করিতে করিতে একত্র সোমপান করিতে লাগিল ॥ ২৩

যখন মহাদৈত্য বলি সমরে দেবতা দিগকে জয় করিবেন, তখন এই যজ্ঞের সমাপ্তির অবশ্যম্ভাবী চিহ্ন হইবে—ইহাতে সংশয় নাই ॥ ২৪

মহাসুরেন্দ্রগণ প্রচুর দক্ষিণাদাতা, যজ্ঞকর্ত্তা, বেদজ্ঞ, সত্যবাদী ও পুরুষীর ছিল এবং ইহারা সকলেই যুদ্ধে দেহের আহুতি প্রদান করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ২৫

ইহারা সকলে ত্রিলোকের রাজ্য হরণ করিতে উদ্যত হইয়া সেই যুদ্ধরূপী যজ্ঞের জন্য দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। সকলে নিজেদের শরীরে কালকর্ণ ধারণ করিয়াছিল এবং সকলে যুদ্ধ-যোদ্ধা দ্বারা করত স্তবপালনে তৎপর ছিল ॥ ২৬

একই নিশ্চিত উদ্দেশ্য লইয়া ইহারা সকলে যুদ্ধরূপী কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। সকলের মনে এই ইচ্ছা ছিল যে, ত্রিলোকের রাজ্য প্রাপ্তিতে আমাদের জয় হউক। নানাপ্রকার অস্ত্র হাতে লইয়া ত্বরাসহকারে ভীরবগতিতে ধাবিত হইতে হইতে দেবতা, দানব ও দৈত্যগণের এত্রাদের শব্দ কোলাহল হইতে লাগিল ॥২৭॥

যোদ্ধাগণের সিংহনাদ, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার, গর্জন, হস্তিসমূহের বৃংহণ ধ্বনি এবং রথের চক্রসমূহের ঘর্ঘর শব্দ—এই সবের ঘোর কোলাহলে সেখানে চারিদিকে তুমুল নিনাদ হইতে লাগিল ॥ ২৮।

শঙ্খ ও দুন্দুভিসমূহের গম্ভীর শব্দ, অসুরগণের হেষারব, হেষারবকারী অশ্বগণ ও গর্জনকারী হস্তিসমূহের নিনাদাদি

হয়ানাং হেষমানানাং দানবানাঞ্চ সর্জ্জতাম্
ক্ষেড়িতোৎক্রুষ্টনিনদৈঃ পাণিপাদরবৈস্তথা ॥ ৩০
দানবানাং পরেষাঞ্চ শস্ত্রবর্ষি মহাস্ত্রি চ
সময়ে তীক্ষ্ণকর্ণানি সৈন্যানি প্রচকাশিরে ॥ ৩১
ততো নাগা বধাশ্চৈব জাম্বুনদবিভূষিতাঃ
ভ্রাজমানা বাবাজন্ত মেঘা ইব সবিদ্যুতঃ ॥ ৩২
ঋষ্টিখড়্গগদাস্তীক্ষ্ণাঃ শূলশক্তিপরশ্বধাঃ
চারু বিভ্রাজিরে তত্র দেবসৈন্যেষু ভাস্বরাঃ ॥ ৩৩
যথা বহুবিধাকারাঃ পতঙ্গাশ্চণ্ড রংহসঃ
হেমপ্রচ্ছন্নধিষ্ণ্যা মুলস্ত ইব সর্ব্বশঃ
দানবানাং সুরাণাঞ্চ সংগ্রামোঽভূন্মহাভয়ঃ
কাঞ্চনৈঃ কবচৈঃ দীপ্তৈঃ দীপ্তৈরিব দিবাকরৈঃ ॥ ৩৫
সঙ্কুলঞ্চ সমস্তস্তু জ্যোতীংষি গগনে যথা
উদ্ভতৈরায়ুধৈর্দ্দিপ্তৈস্তেষুলব্ধাঃ কলাশিনঃ
ধনুষাঙ্কাঃ সুসংরম্ভা মুমুচুর্বাণান্ বহু,

নানাবর্ণাঃ পতাকাশ্চ জগুমালাশ্চ সংযুগে ॥ ৩৭
মুখ্যতাত্রা রণশৌণ্ডানামীরয়ামাস মারুতঃ
বজ্রালঙ্কারবস্ত্রাণি কবচানি চ রশ্মিভিঃ ॥৩৮
ভাসয়ামাস সর্ব্বাণি রশ্মিবর্ণানি রশ্মিবান্।
সর্ব্বেষামপ্রমেয়ানাং বলানাং পালচারিণাম্ ॥ ৩৯
রজঃ প্রজ্ঞাদয়ামাস সংগ্রামে পাণ্ডুরং মিথঃ
দিবাযাধূয়ধরাঃ সর্ব্বে ভীমাদ্ভূতপরিচ্ছদাঃ ॥ ৪০
প্রতিতস্তুস্তিরে ন্যোন্যমনীকা প্রতানীনতঃ
গিরিকূটা ইবোচ্চাঃ সর্ব্বে তুল্যা রণে দেবদানবাঃ ॥ ৪১
অন্যোন্যমভিনিঘ্নন্তো রণশ্লাঘিত্বেধিনঃ
বাণৈঃ শুক্লশিরস্ত্রাণৈঃ পত্রযুক্তৈস্তরাম্বিতৈঃ ॥ ৪২
মুসলৈর্মুদ্গরৈঃ শূলৈঃ শুক্লৈস্তীক্ষ্ণপরশ্বধৈঃ
বজ্রৈরশনিকল্পৈশ্চ খড়্গৈরুক্তৈশ্চ নির্দ্দিতৈঃ ॥ ৪৩
তথা প্রবর্ত্তিতে তেষাং বিনাশেচ্ছাভিরক্ষয়ে
সাবিত্রক্ষ বধং হেতুং বিদিত্বা ভদ্রয়া কার্ত্মুকম্ ॥ ৪৭

বর্ণনে ও টীকার এবং তাহাদের বস্তু ও পদের ব্যাখ্যানে নিষ্ঠ শব্দের সেস্থানে মহাকোলাহল হইতে লাগিল। ২৯-৩০

দানব ও দেবতা দিগের বিপক্ষ সৈন্যবাহিনী অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সমরাঙ্গণে হইতে কর্ণ কটুতে কটুতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ৩১

সেই সমস্ত সেনাদিগে সুবর্ণে বিভূষিত হস্তী ও রথসকল বিদ্যুতের মেঘমণ্ডলের ন্যায় উদ্ভাসিত হইতে হইতে আগমন শোভা পাইতে লাগিল। ৩২

এই সৈন্যদিগের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ ঋষ্টি, খড়্গ, গদা, তীক্ষ্ণ শূল, শক্তি ও পরশু অস্ত্রসকল দেদীপ্যমান হইতেছিল, যাহা তখন অত্যন্ত মনোহর দেখাইতেছিল। ৩৩

নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট, উদগ্রিভাগে ঝর্ণযুক্ত আয়ুধ সকল ও সহস্র সহস্র রথ প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ প্রকাশিত হইতেছিল। ৩৪

দীপ্তিমান্ সূর্য্যসদৃশ প্রকাশিত সুবর্ণময় কবচসমূহে সুসজ্জিত দানব ও দেবতাদিগের সমস্ত সৈন্যগণ আকাশে তারা-মণ্ডলের ন্যায় দেখাইতেছিল। ৩৫।

হস্তে ধনুকা ধারণ করিয়া ও পৃষ্ঠে তূণীর বাঁধিয়া যুদ্ধদর্শনার্থিনী যুদ্ধ যুদ্ধ নয়নোন্মিত দেবগণ সৈন্যদের সম্মুখভাগে আসিয়া উপরে উত্থাপিত বিচিত্র অস্ত্রসমূহের দ্বারা অভিনব শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩৬।

সহযোগিনে যুদ্ধরত রথসিদ্ধ যক্ষগণের যত বর্ণের পতাকা-সমূহ ও অলঙ্কারের বায়ু কম্পিত করিতে লাগিল ৩৭।

সৈন্যদের অস্ত্র, আভরণ, বস্ত্র ও কবচসমূহ—এই সমস্ত বস্তুকেই সূর্য্যদেব নিজের কিরণ দলির দ্বারা তাহাদের সমান প্রভাবিত করত প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। ৩৮।

উভয় পক্ষের অশ্ব না সমস্ত পদাতিসৈন্যদের পাদ-সঞ্চারণে উত্থিত ঘোর রেণুরা বহুল নাশ খেতবর্ণ ধূলি সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে আচ্ছাদিত করিয়া দিল। ৩৯।

সকলে বিবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল এবং সকলেরই অস্ত্র ও বস্ত্রাভরণাদি প্রভাত অত্যুজ্জ্বল ছিল। ইহারা পরস্পর এক পক্ষের সৈন্যগণ অন্য পক্ষের সৈন্যদিগকে তর্জ্জন করিয়া দিতে লাগিল অর্থাৎ তাহাদের অগ্রসর হইতে দিল না। ৪০।

পর্ব্বতশিখরসদৃশ উচ্চ শরীরধারী সেই সমস্ত দেবতা ও দানবগণ সেই সমস্ত রণাঙ্গনে অবস্থান করত পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ৪১।

পক্ষসদৃশে বেগযুক্ত হইয়া দুর্জ্জয়, তীক্ষ্ণ ও পরশু মুদ্গর বাণ, মুদ্গর, মুসল, শূল, অস্ত্রসমূহ (লৌহময়), উপলখণ্ড, অশনিতুল্য অস্ত্র, খড়্গ এবং বৃক্ষাদির দ্বারা অসুর পরাক্রম প্রকাশ করিতে সেই যোদ্ধাগণের মধ্যে যখন ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছিল, সেই সময় সাবিত্রকে বধ করিবার জন্য বাণাসুর ধনু গ্রহণ করিল। ৪১-৪৭

শরজালেন বিবোন্ জ্বালয়ন্নঃ সুরোত্তমম্।
মন্ত্রৈর্ত্ত ইবাহিতাগ্নঃ সম্প্রজ্বলন তেজসা ॥৪৫
সাগরাভাং মহাসেনঃ দেবানাং দৈত্যপূজকঃ
সংলোবয়তি বাণৌঘৈর্হর্কাংশুরিবার্ণবম ॥ ৪৬
মারুতঃ সুমহাবেগঃ সাবিত্রঃ শক্তিমুত্তমাম্।
চিক্ষেপ বলিপুত্রায় শক্রোঽশনিমিবাম্বরে ॥ ৪৭
আপতন্তী চ সা শক্তির্দহন্তী অলিতা ইব
দ্বিধা ছিন্না ক্ষুরেণ বাণেনাদ্ভুতকর্ম্মণা ॥৪৮
হতাহাবথ শক্ত্যাং তু সাবিত্রো দেবসত্তমঃ
বিশ্বকর্ম্মকৃতং দিব্যং সুতীক্ষ্ণং দানবার্দ্দনম ॥ ৪৯
সুশীনবারং বিপুলং চক্রবর্চসম্।
অসুরু ত্রিশিতং খড়্গনাশীবিষমিবোরগম্। ॥ ৫০
তং গৃহীত্বা রণমুখে প্রজ্বলন্তং মহাপ্রভম্
বাণাভ্যাসে মহতেজাঃ খড়্গপাণিরবস্থিতঃ ॥ ৫১

নিজের দিব্য বাণসমূহের তালে সুরশ্রেষ্ঠ সাবিত্রকে আজ্যাহুতি করিতে করিতে বাণ সুর মন্ত্রসমূহের দ্বারা ঘৃতাহুতি পাইয়া প্রজ্বলন্ত অগ্নিদেবের ন্যায় জ্বেকে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ৪৩

দেবতাগণের বিশাল সৈন্যবাহিনী সমুদ্রের ন্যায় ছিল দৈত্যশ্রেষ্ঠ বাণ সুর নিজের বাণসমূহের দ্বারা সূর্যদেব যেরূপ নিজের কিরণাবলির দ্বারা সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাহাদিগকে শুষ্ক করিতে লাগিল। ৪৪

তখন মহাবেগশালী সাবিত্রনামক মারুত উগ্র যেরূপ পর্বতের উপর বজ্র নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ বলিপুত্র বাণাসুরের উপর উত্তম শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ৪৭

কিন্তু অদ্ভুত কর্মকারী বাণ সুর নিজের দিকে প্রজ্বলিত বিশাল উল্কার ন্যায় আসত সেই শক্তিকে এক ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা দুই খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিল। ৪৮

সেই শক্তি খণ্ডিত হইয়া ভূমিতে পড়ার পর দেবশ্রেষ্ঠ সাবিত্র বিশ্বকর্মার দ্বারা নির্ম্মিত, বিষ্ণুর দর্পচূর্ণ তুল্যতেজ এবং দানবদলনকারী এক দিব্য খড়্গ গ্রহণ করিলেন। ইহার ধার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল ও পুচ্ছ ছিল। এই নির্মল এবং বিশাল খড়্গ তেজস্বী থাকায় চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তিতে প্রকাশিত হইতে ছিল। ৪৯-৫০

যুদ্ধের সম্মুখভাগে সেই প্রজ্বলিত মহাপ্রভাযুক্ত খড়্গকে হস্তে লইয়া মহাতেজস্বী সাবিত্র বাণাসুরের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫১

সত্তং স্থিত্বমথালক্ষ্য সাবিত্রং বলিনন্দনঃ
লোহিতাক্ষং মহাকায়ং চিক্ষেপ চ ননাদ চ ॥ ৫২
ততোঽর্ককিরণাকারানশনিপ্রতিমাঞ্জিতান্।
সপ্তষষ্টিং শরান্ বাণৌঘানাশীবিষশিলীমুখান্ ॥ ৫৩
কৃতমুখান্ প্রদীপ্তান্ প্রাণুগ্রহণেনানতপর্ব্বণান্।
আকর্ণপূর্ণমুক্তেন শরাস্তেন সমস্তৃজন্ ॥ ৫৪
দৃঢ়চাপপ্রযুক্তাস্তে শরা বৈশ্ব নভস্তলাঃ।
সাবিত্রং ছাদয়ামাসুঃ কৈলাসমিব তোয়দাঃ ॥ ৫৫
সংছাদ্যমানঃ শস্ত্রৌঘৈর্বাণেন বলিসূনুনা।
শরজালৈঃ সুসংবৃতঃ প্রহারান্ সপ্তবজ্রকঃ ॥ ৫৬
পরাজিত্য সসাবিত্রং বাণঃ পরমসংবিতঃ।
প্রগৃহ্য কার্ষ্ণুকং ঘোরং গাঢ়ং শত্রুবধায় চ ॥ ৫৭
বলশ্লাঘানুসংশ্লেষঃ প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্।
ক্রুদ্ধায় বাসবে মুষ্টিং দৌত্যায় চিক্ষেপ দানবঃ ॥ ৫৮

সাবিত্রদেবের চক্ষু তখন ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং দেহও বিশাল ছিল। তাঁহাকে এইভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া বাণ সুর তাঁহাকে আঘাত—প্রতিঘাত করিতে লাগিল ও সিংহনাদ করিতে লাগিল। ৫২

তারপর বাণাসুর সূর্য-কিরণতুল্য তেজস্বী, অশনিসদৃশ তীক্ষ্ণ এবং বিষধর সর্পের সমান বিষাক্ত সাতষট্টি সমূহ সমান—বয়সে যোজনা করিল। ৫৩

এই সব বাণের পঙ্খ স্বর্ণের ছিল। উহাদের অগ্রভাগ প্রদীপ্ত ছিল। ইহা ব্যতীত এই বেলশালী ও তীক্ষ্ণতর ছিল। বাণ সুর এই সব উত্তম বাণকে ধনুকে যুক্ত করিয়া কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করত চারিদিকে নিক্ষেপ করিল। ৫৪

এই সব অগ্নিজ্বালা তেজস্বী বাণ সুদৃঢ় ধনুক দ্বারা নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। তাহারা সাবিত্রকে সেইভাবে আচ্ছাদিত করিয়া দিল, যেরূপ মেঘমণ্ডল কৈলাসপর্বতকে জলবর্ষণে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। ৫৫

বলিপুত্র বাণাসুরের অস্ত্রসমূহের দ্বারা এইভাবে আচ্ছাদিত হইতে হইতে সুরশ্রেষ্ঠ সাবিত্র সুর হইতে বিষ্ণু হইয়া রুষ ও ক্রুদ্ধ সহ সেস্থান হইতে প্রস্থিত হইলেন। ৫৬

সাবিত্রকে পরাজিত করিয়া সেই বাণাসুর অত্যন্ত তুষ্ট হইল এবং তাহার বধ গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের রথের দিকে গমন করিল। ৫৭

অন্যদিকে অসুরশ্রেষ্ঠ বলনামক দানব বিশাল ও ভয়ঙ্কর গদা

তস্য নির্মথিতং ত্রাসে হেমচিত্রং বর্ম্ম বৈ
গদাবেগেন ভীমেন ক্রান্তং সমরে তদা ॥ ৫৯
সেষাশ্চ বসবঃ সর্ব্বে দিব্যাস্ত্রৈরোরদর্শনৈঃ।
প্রাজ্ঞাবয়ন্ রণে দৈত্যান্ দিত্যামিব তোয়দাঃ ॥ ৬০
ততঃ সম্মথিতো বাহৈর্বলো দানবসত্তমঃ।
অবাক্তরদ্ রথাত্তস্মাদ্ গামুদ্যম্য বেগবান্ ॥ ৬১
পাতয়ামাস শত্রূণাং সমাধিষ্য মহাসুরঃ
দিশঃ প্রাজ্ঞাবয়ৎ সর্ব্বাস্ত্রিদশান্ স মহাগদা ॥ ৬২
ইন্দ্রশনিবিবেগেন প্রবুদ্ধা সুনরাশ্বনা।
তস্যাঃ সবিস্ফোটাদ্ঘোষাত্তেন শব্দেন বেপিতাঃ ॥ ৬৩
ব্যত্রসন্ত পরিত্রস্তা দৃষ্ট্বৈতা রথিনস্তদা।
তদ্ভয়ার্তাঃ রথানীকং সূর্য্যাভং মেঘনিঃস্বনম্ ॥ ৬৪
যেষানাং শরবর্ষাণি সমন্তাদভ্যবর্ষত।

ক্ষুরপ্রৈর্বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈর্বৎসদন্তৈঃ শিলীমুখৈঃ ॥ ৬৫
মুহুর্মুহুর্মহাবেগাঃ প্রত্যবিধ্যন্মহাসুরঃ।
বলাকস্তু গদাপাণির্ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ ॥ ৬৬
তড়িদ্বপুর্গার্জসদৃশো বৈশ্বানর ইবাপরঃ।
পিবন্নিব শরৌঘাংস্তান্ দেবচাপসমুদ্ভিতান্ ॥ ৬৭
অভ্যদ্রবত দৈত্যেন্দ্রো মহার্ণব ইবাপরঃ।
অবপূর্ণ্যন্ দিশঃ সর্ব্বাঃ যেন বীর্য্যেণ দানবঃ ॥ ৬৮
অরুণৎ ত্রিদশান্ দৈত্যঃ শিক্ষুবেগাগ্রগা ইব।
সমুদ্রস্তরসা যেষান্ বায়ুর্জ্ঞানিবৌজসা ॥ ৬৯
দমরদ্ মহেষাসান্ বসূত্যাংশ্চ সমসজ্জত
আপশ্চৈবানিলশ্চৈব ববর্ষতুরিবৌজসৌ ॥ ৭০
শরবর্ষাণি দীপ্তানি মেঘাবিব পরন্তপৌ।
ত্রিপ্রাংস্তান্ বিশিখান্ দীপ্তানন্তরিক্ষে স চিচ্ছিদে ॥ ৭১

হাতে লইয়া তাহাকে ক্রবনামক বসুর মস্তকের উপর নিক্ষেপ করিল ॥ ৫৮

সেই সময় সমরস্থলে সেই গদার ভয়ঙ্কর বেগে ধ্রুবের অঙ্গের উপরিস্থিত সুবর্ণনির্ম্মিত বিচিত্র কবচ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল ॥ ৫৯

তখন অবশিষ্ট সমস্ত বসুগণ ভয়ঙ্কর দিব্যাস্ত্রসমূহের দ্বারা রণস্থলে সেই দৈত্য বলকে সেইরূপে আক্রান্ত করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ মেঘমণ্ডল দৈত্যদিগকে আক্রান্ত করিয়া থাকে ॥ ৬০

তাহাতে সেই সব বাণে বিমর্দ্দিত হইয়া দানবশ্রেষ্ঠ বল গদা উত্তোলন করত নিজের সেই রথ হইতে সবেগে নামিয়া আসিল ॥ ৬১

সেই মহাসুর বল গদাকে ঘুরাইয়া নিজের শত্রুদলের উপর পাতিত করিল। তখন সেই বিশাল গদা সমস্ত দেবগণকে সেই সমস্ত দানবদিকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিল অথবা চারিদিকে বিতাড়িত করিল ॥ ৬২

যেরূপ ইন্দ্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত তাঁহার অশনি তীব্রবেগে অগ্রসর হইয়া প্রচণ্ড শব্দ করিতে থাকে, সেইরূপ এই গদাও বলাসুরের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রচণ্ড শব্দ উৎপন্ন করিতে লাগিল। বিদ্যুতের ন্যায় শব্দ উৎপন্নকারী এই গদার শব্দে কম্পিত হইয়া সেই সমস্ত দেবসৈন্যের রথী যোদ্ধারা নিজেদের রথ হইতে লম্ফপ্রদান করত পলাইয়া যাইলেন ॥ ৬৩;

তখন সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ও মেঘসদৃশ গর্জনকারী দেবসৈন্যের সেই প্রচণ্ড রথ-সৈন্যগণের উপর বলাসুর চারিদিকে বাণদ্বারা বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৬৪;

এই মহাতেজস্বী মহাসুর বল দেবগণকে ক্ষুরপ্র, বিশিখ, ভল্ল, বৎসদন্ত ও শিলীমুখনামক বাণসমূহের দ্বারা বারংবার বিদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৬৫;

বলাক নামক দৈত্য হস্তে গদা লইয়া মুখবিস্তারকারী কালের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। সে বিদ্যুৎ ও সূর্য্যের সমান তেজস্বী দিগ্‌ এবং দ্বিতীয় বৈশ্বানরের (অগ্নির) ন্যায় প্রকাশিত হইতে ছিল ॥ ৬৬;

এই দৈত্যরাজ দেবগণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহকে যেন পান করিতে করিতেই তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইল। তখন সে দ্বিতীয় মহাসাগরের ন্যায় দেবসেনাকে বাড়বা মনে হইতে ছিল ॥ ৬৭;

যেরূপ পর্ব্বত সমূহের বেগকে প্রতিহত করিয়া দেয়, সেইরূপ বানব দৈত্য বলাক নিজের গর্জনের দ্বারা সমস্ত দিক্‌সমূহকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে নিজের বল-পরাক্রমে সমস্ত দেবতাধিপের অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া দিল ॥ ৬৮;

বায়ু যেরূপ নিজের জলে বৃক্ষসকলকে উৎপাটিত করিয়া থাকে, সেইরূপ সমুদ্রনামক দৈত্য নিজ বেগে মহাবসুগণ দেবতাধিপকে দমন করিতে করিতে আপ ও অনিল নামে দুই বসুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৬৯;

পর্জ্জন্যজনকারী পরন্তপ আপ ও অনিল এই দুই বসু দুই মেঘের ন্যায় তেজস্বী বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই দৈত্য ইঁহাদের নিক্ষিপ্ত তেজস্বী বাণসমূহকে আকাশেই যেমন তছিন্ন করিয়া দিল ॥ ৭০-৭১

অমৃষ্যমাণস্তং কর্ণং ধ্রুবস্তমভিচক্রুবে
তৌ পৃথক্ পৃথগ্ বাণৈর্বাভ্যামন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ ॥ ৭২
উত্তমাভিজনৌ শূরৌ দেবদৈত্যৌ যশস্করৌ
তৌ নদীরিব শার্দ্দূলৌ দদৃশেতে মহাদ্রিণৌ ॥ ৭৩
রথশক্তিভিরন্যোন্যং বিশিখৈশ্চোপাকৃন্ততাম্ ।
নিঘ্নন্তৌ চ গাত্রাণি বিলিখন্তৌ চ সায়কৈঃ ॥ ৭৪
তস্থতুস্তৌ চ বলিনৌ প্রভুদন্তৌ স্থিতৌ রথে ।
চরন্তৌ বিবিধান্মার্গাংস্তথৈবানি চ তাগণঃ ॥ ৭৫
যুগপদ্বৈর্জয়ন্তুঃ ক্রুদ্ধাবন্যোন্যমভিমানিনৌ ।
অসিত্যাং চর্মণী দিব্যে বিপুলে চ শরাসনে ॥ ৭৬
নিকৃত্যাচ্ছেদয়ন্তাশৌ বাহুযুদ্ধং প্রচক্রুতুঃ ।
বৃঢ়োরস্কৌ দীর্ঘভুজৌ নিযুদ্ধকুশলাবুভৌ ॥ ৭৭
বাহুভিঃ সমসজ্জেতামাযতৈঃ পরিঘৈরিব
তয়োরাসীদ্ভুজাঘাতৈর্নিগ্রঃ প্রগ্রহযুদ্ধয়া ॥ ৭৮
অভীব ভীমঃ সংস্ফোটো বজ্র পর্ব্বতয়োরিব
দ্বিপাবিব বিষাণাগ্রৈঃ শৃঙ্গৈরিব মহাবৃষৌ ॥ ৭৯
অন্যোন্যমভিসংরব্ধৌ মুহূর্ত্তং পর্য্যবর্ত্তয়াম্ ॥ ৮০
ততঃ পরাজিতো দেবো বলাকেন তথা ধ্রুবঃ ।
রথং ত্যক্ত্বা ভয়াত্তস্ত্রস্তৈঃ প্রাঙ্মুখো বমুঃ ॥ ৮১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বামনপ্রাদুর্ভাবে দেবাসুরযুদ্ধে
চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

এই কর্ণকে ধ্রুব সহ্য করিতে পারিলেন না ; অতএব তিনি সেই দৈত্যের দিকে ধাবিত হইলেন। তখন এই দুই বীর পৃথক্ পৃথক্ বাণ বর্ষণ করত পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৭২

এই দেব ধ্রুব এবং দৈত্য বসুর উভয়ে পুরবীর, উত্তম কুলে উৎপন্ন এবং যশস্বী ছিলেন দেবেন দুইটি বাহু নখসমূহের দ্বারা এবং দুইটি গজরাজ দন্তসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, সেইরূপ এই দুই বীর রথ-শক্তি ও বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন। ইঁহারা নিজ নিজ বাণসমূহের দ্বারা প্রতিপক্ষের অঙ্গকে বিদীর্ণ ও আহত করিতে থাকিলেন ॥ ৭৩-৭৪

উভয়েই বলবান্ ছিলেন, অতএব উভয়েই রণভূমিতে থাকিয়া পরস্পরকে আক্রমণ হইতে প্রতিরোধ করিতে করিতে ও পীড়িত করিতে করিতে যুদ্ধের বিবিধ মার্গে বিচরণ করিতে থাকিয়া পৃথক্ পৃথক্ যুদ্ধপদ্ধতি দেখাইতে লাগিলেন ॥ ৭৫

ইহার পর দুই অভিমানী বীর ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে যুগপদ্ভাবে বাণ দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। উভয়েই তরবারি ও বিশাল ধনু ও ঢাল দিব্য পর্ব্বতের সমান অবস্থান করত পরস্পর বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৬।

উভয়েরই বক্ষ বিশাল ও বাহু দীর্ঘ ছিল। উভয়ে মল্লযুদ্ধে নিপুণ ছিলেন, অতএব লৌহনির্ম্মিত পরিঘের সমান স্থূল (মোটা) ও বলিষ্ঠ দুই বাহুর দ্বারা ইঁহারা একে অন্যের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়া রহিলেন ॥৭৭।

এই উভয়ের মধ্যে তখন বাহুর আঘাতে নিগ্রহ ও প্রগ্রহরূপ কৌশল প্রদর্শন চলিতে লাগিল। সেই সময় বজ্র ও পর্ব্বতের আঘাতের ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৭৮।

যেরূপ দুইটি হাতী নিজেদের দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা এবং দুইটি বড় বড় বৃষ নিজেদের শৃঙ্গের দ্বারা প্রহার করিতে করিতে যুদ্ধ করে, সেইরূপ এই দুই বীর অত্যন্ত ক্রোধসহকারে মুহূর্ত্তকাল ধরিয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে এবং ধাক্কা দিতে লাগিলেন ॥ ৭৯-৮০

তদনন্তর বসুদেব ধ্রুব বলাকনামক দৈত্যের দ্বারা পরাজিত হইয়া ভয়ে রথ ত্যাগ করত পূর্ব্বদিকে অমুখ হইয়া যাইলেন ॥ ৮১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে দেবতা ও অসুরগণের যুদ্ধবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[নমুচিনা বরুণমরুদ্ভ্যাং বধঃ, মনাগুরেণ ইন্দ্রঃ, বায়ুদেবেন পুলোমাঃ, রুদ্রদেবেন চ সমস্তদৈত্যসৈন্যানাং পরাজয়ঃ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

পুনরেব তু তত্রাসীত্তুমুলং যুদ্ধমদ্ভুতম্
ক্রুদ্ধস্য নমুচেশ্চৈব বরুণস্য চ মহাত্মনঃ। ১

সংরম্ভো চ মহাবাহু মরুদ্ভিশ্চ সমন্বিতৌ।
পরস্পরমুদৈক্ষেতাং সক্ত ইব লোহিতৈঃ। ২

বিস্ফার্য্য চ মহাচাপং ভেমসৃষ্টং দুরাসদম্
সংস্তভ্য চ স বলবান্ হুঙ্কারেণাভ্যধাবত। ৩

স সাহসমবৈর্দৈত্যৈর্নৈর্ঋতৈশ্চাসুরৈঃ প্রভো
তাম্রমুষ্টিভিঃ শিলাভির্বৈর্ত্তনৈঃ প্রাক্ষ্যাসনৈঃ প্রভাম্। ৪

ততঃ প্রহস্য নমুচির্বরুণস্য চ শিলাং শিতাম্।
অসৃজৎ সাহসাদ্ভীমাং ভীমবেগো মহাসুরান্। ৫

মহাভেজা মহাবাহুর্মহাবেগো মহাবলঃ
বিবাধাবাস্তিরাজা দৈত্যো নমুচিরিন্দ্রিয়ৈঃ সহৈঃ। ৬

স তোয়ৈরিব মাতঙ্গো বারামাণঃ পতত্রিভিঃ।
অভ্যাধাবচ্ছ সাক্রুদ্ধো নমুচিং বরুণস্তদা। ৭

তমাপতন্তং বেগেন সারঙ্গাম্বুমুচো রণে
দৈত্যাঃ প্রত্যাসহন্তেব মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্। ৮

ততঃ প্রাক্ষ্যাসনজ্ঞশ্চ ভেরীশতনিনাদিতম্
বিক্ষোভ্য তদ্ বলং হর্ষাদুদ্যুতার্ণবসপ্রভম্। ৯

অশ্বানুষ্ট্রসমাযুক্তান্ রথসংঘাংশ্চ সুব্রতাভিঃ।
বিস্রংসয়ন্ সমরে দৈত্যো বরুণ প্রাক্ষ দহচ্ছরৈঃ॥১০

সমাশ্লিষ্টাবথ জ্যোনাং বরুণ মনাগয়ং রথৌ
দৃষ্ট্বা প্রাকম্পত মুহুর্দ্বিষতা নাং মহদ্ বলম্। ১১

ক্রোধসংরম্ভতাম্রাক্ষৌ প্রেক্ষমাণৌ মুহুর্মুহুঃ।
গর্জ্জন্তাবিব বার্দ্ধূলৌ প্রচিচ্ছাবিব বারণৌ। ১২

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

নমুচির বাণ বরুণের শরীর, মনাগুরের দ্বারা ইন্দ্রের, বায়ুদেবের দ্বারা পুলোমার, রুদ্রদেবের দ্বারা পুরু ও, সমস্ত সুরের দ্বারা সমস্ত চন্দ্রদেবের দ্বারা সমস্ত দৈত্য-সৈন্যদের পরাজয়।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! সেখানে পুনরায় ক্রুদ্ধ নমুচি ও মহাত্মা বরুণের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১

উভয়েই মহাবাহু, মহাবলবান ও পরাক্রমে বীর বিলেন। ইঁহারা উভয়ে পরস্পরের দিকে সেইভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যেন রক্তের দ্বারাই রক্ত করিয়া দিবেন। ২

বরুণের বীর হাতের পৃষ্ঠভাগে বর্ম মণ্ডিত আছে, সেই ধনুক ও বিশাল বজ্র বিস্ফারিত করিয়া এবং প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া ক্রোধবশতঃ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৩

এই শিলাবাণির ভেজস্বী বায়নযুদ্ধের তাল পাতিয়া করিয়া দৈত্য নমুচির রথকে এবং সূর্য্যের প্রকাশকেও আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। ৪

তখন নমুচি হাস্য করত বরের উপরও ভয়ঙ্কর বেগশালী ভীষণ বায়নযুদ্ধের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল। এই সব বাণ শিলাবাণির ও ভেজস্বী ছিল। ৫

মহাতেজস্বী, মহাবেগশালী, মহাবলী ও অত্যন্ত বলশালী মহাবাহু দৈত্য নমুচি নয়টি তীক্ষ্ণবাণে বরুণকে বিদ্ধ করিল। ৬

বেরূপ জলদের দ্বারা হস্তীর গতি রুদ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ বাণসমূহের দ্বারা রুদ্ধ বরুণের বল অত্যন্ত কুপিত হইয়া নমুচির দিকে ধাবিত হইলেন। ৭

ইঁহাকে ক্রোধসংকারে সবেগে আসিতে দেখিয়া রণাঙ্গনে দৈত্য নমুচি যেরূপ এক মত্তহস্তী অন্য মত্তহস্তী হস্তীর দিকে যুদ্ধের জন্য ধাবিত হয়, সেইরূপ বরুণের বলের দিকে অগ্রসর হইল। ৮

তখনতর দৈত্য নমুচি শত ভেরীর ন্যায় শব্দকারী নিজের শঙ্খ বাজাইল। সে হর্ষবশতঃ সমুদ্রক্ষুব্ধ বিশাল মেঘসমূহের বিক্ষোভিত করিয়া বীর সমান্তরূপ বর্ণবিশিষ্ট অন্যদিকের বলের হাসযুক্ত বর্ণবিশিষ্ট অন্যবলের সহিত মিলিত করিতে করিতে সমরাঙ্গনে বাণসমূহের দ্বারা বরুণ বলকে আচ্ছাদিত করিয়া দিল। ৯-১০

বরুণ বল ও বাণের নমুচির রথকে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া রহিতে দেখিয়া বেগবশের বিশাল সৈন্যবাহিনী বারংবার কম্পিত হইতে লাগিল। ১১

ইঁহাদের উভয়েরই চক্ষু তখন ক্রোধে তাম্রবর্ণ (লাল) হইয়া গিয়াছিল। ইঁহারা উভয়ে দুইটি বাঘ্র ও মহাবাহাদী দুইটি হস্তীর ন্যায় পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন। ১২

ধ্বজাষ্টাশ্বপরং রৌক্মং সৌবাস্তোধনং তয়োঃ।
রথাশ্ববরসঙ্ঘাশ্চ মত্তবারণসঙ্কুলম্ ॥ ১৭

দদাজমিব তং দৃষ্ট্বা প্রেক্ষমাণা মহারথাঃ।
আশংসন্তো জয়ং তস্যাং যোধা নৈকত্রসংশ্রয়াঃ ॥ ১৪

তয়োঃ প্রৈক্ষন্ত সংরব্ধাঃ সহিতাঃ মহাস্ত্রয়োঃ।
সিদ্ধগন্ধর্বমনুজা দেবদানবয়োস্তদা ॥ ১৫

তৌ ছাদয়ন্তাবন্যোন্যং সমরে নিশিতৈঃ শরৈঃ।
শরজালাবৃতং ব্যোম চক্রতুস্তু মহাবলৌ ॥ ১৬

তাবন্যোন্যং জিঘাংসন্তৌ শরবৃষ্টীঃসসর্জতুঃ।
প্রেক্ষণীয়তমাবাস্তাং বৃষ্টিমন্তাবিব দ্যুতৌ ॥ ১৭

সুবর্ণবিকৃতান বাণান প্রমুঞ্চন্তাবিনাম্যহৌ।
ভাস্বরাস্তঃ তদাকাশমুক্ত বিবিধ চক্রতুঃ ॥ ১৮

তয়োঃ শরাঃ প্রকাশন্তে দেবদানবয়োস্তদা।
পতন্তঃ শরদি ব্যোম্নাঃ সংসক্তা নিবাম্বরে ॥১৯

ত্রিদশাশ্বসভাশ্চাঃ হি শরৈর্দেবতনুবিতৈঃ
ক্ষণেন সংবৃতা ভূমিমৈথিরিব নভস্তলম্ ॥ ২০

ততঃ সুবাহুঃ অলিতঃ সূর্যমানসন্নিভম্
রথায় বসবে মুক্তং চক্রং নমুচিনা রণে ॥ ২১

পতত্তা তেন চক্রেণ রথস্য সুমহানাস্তনঃ।
সমজঃ সাধুঃ সাধ্বো সাধ্বোর্কিরপ্রভঃ ॥ ২২

স তাক্ত্বা কুজনং দেবঃ প্রবিষ্টঃ চক্রতেজসা।
ভয়াত্তস্যাশ্বসূতস্রস্তা গতঃ স্বগুরুমুবম ॥ ২৩

পরাজিত্য সুবং দৈত্যো নমুচির্বলসংবৃতঃ।
প্রয়াতঃ যেন দৈত্যেন দূতঃ সুরসমঃ প্রতি ॥ ২৪

যৌ তৌ সমেত্য যুধ্যেতাং দেবাসুরবিভূতৌ।
প্রবরৌ বিবৃতৌ যুদ্ধে তাবেতৌ বিদ্ধি সঞ্জয় ॥ ২৫

যোধস্তয়োঃ সম্প্রহারঃ সর্বলোকভয়াবহঃ।
অন্যোন্যকৃতসন্ধিনাস্তয়োঃ ভূতি সাম্প্রতম্ ॥ ২৬

যুধ্যতাং তু নিশিতৈঃ শরৈঃ বলসংবৃতম্

ত্রিদশাশ্বসভাশ্চাঃ হি শরৈর্দেবতনুবিতৈঃ
ক্ষণেন সংবৃতা ভূমিমৈথিরিব নভস্তলম্ ॥ ২০

ততঃ সুবাহুঃ অলিতঃ সূর্যমানসন্নিভম্
রথায় বসবে মুক্তং চক্রং নমুচিনা রণে ॥ ২১

পতত্তা তেন চক্রেণ রথস্য সুমহানাস্তনঃ।
সমজঃ সাধুঃ সাধ্বো সাধ্বোর্কিরপ্রভঃ ॥ ২২

স তাক্ত্বা কুজনং দেবঃ প্রবিষ্টঃ চক্রতেজসা।
ভয়াত্তস্যাশ্বসূতস্রস্তা গতঃ স্বগুরুমুবম ॥ ২৩

পরাজিত্য সুবং দৈত্যো নমুচির্বলসংবৃতঃ।
প্রয়াতঃ যেন দৈত্যেন দূতঃ সুরসমঃ প্রতি ॥ ২৪

যৌ তৌ সমেত্য যুধ্যেতাং দেবাসুরবিভূতৌ।
প্রবরৌ বিবৃতৌ যুদ্ধে তাবেতৌ বিদ্ধি সঞ্জয় ॥ ২৫

যোধস্তয়োঃ সম্প্রহারঃ সর্বলোকভয়াবহঃ।
অন্যোন্যকৃতসন্ধিনাস্তয়োঃ ভূতি সাম্প্রতম্ ॥ ২৬

যুধ্যতাং তু নিশিতৈঃ শরৈঃ বলসংবৃতম্

ইন্দ্রের উপরে সমস্ত দৃশ্য-বাহিনের সমস্ত প্রকৃতি হইতে ছিল। সেই যুদ্ধস্থল বধ, অস্ত এবং সমুদ্রসমূহ পূর্ব ও মত্ত হস্তিগণে পরিপূর্ণ ছিল। ২৩

ইন্দ্রের উপরে মুখ সংঘের। বজ্রধারীর অপরিত ক্রীড়ার) ভায় বর্ণনীয় হইয়া উঠিল। ইন্দ্র দেখিতে পাইলেন উচ্চ পক্ষের মহারথী যোদ্ধারা ইন্দ্রের উপরে হবে একের জয় কামনা করিতে লাগিলেন (দেবতারা ইন্দ্রের এবং দৈত্যগণ দৈত্য নমুচির জয় কামনা করিতে ছিলেন)। ২৪

সেই মহাযুদ্ধরা দেব ও দানব উভয়েরই নিকটে ভোগ সহকে হে কৃত সংগ্রাম ছিল, যাহাতে এবং মুনিবর বর্ণন করিতে লাগিলেন। ২৫

এই দুই মহ বল যোদ্ধা সমরাঙ্গণে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে আকাশকে বাণজালে আবৃত করিয়া দিলেন। ২৬

তীক্ষ্ণ বাণসমূহে পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক এই দুই মহারথী বীর জলবর্ষণকারী মেঘের ভায় বর্ণনীয় হইয়া উঠিলেন। ২৭

সুবর্ণবিশিষ্ট বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে এই দুই সঞ্চরণশীল বীর সেই সময় আকাশকে সূর্যের সমান প্রকাশমান এবং উল্কাসমূহে যেন পরিব্যাপ্ত করিয়া দিলেন। ২৮

বলুবের বজ্র ও দানব নমুচি এই উভয়ের বাণসমূহ সেই সময় আকাশে এইরূপ পতিত হইতেছিল যেন সন্ধ্যাকালে মত্ত মাতঙ্গসমূহ উড়িয়া যাইতেছে।

যেরূপ মেঘ সকলকে জল দেয় বলিয়া মেঘেরা সমস্ত প্রাণীর জন্ম ও স্থিতিকালের নিমিত্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে সেখানে ভূমি ক্ষণকালের মধ্যে আবৃত হইয়া উঠিল।

তদনন্তর বল শালী নমুচি সূর্যের ভায় প্রভাশালী ও উজ্জ্বল একটি চক্রকে বধের নিমিত্ত শত্রু করিয়া নিক্ষেপ করিল। ২১

পতিত হইবার সময় সেই চক্র নমুচির সুবর্ণবিকৃতসমূহ প্রকাশমান উত্তম রথকে ক্ষণ, অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রের সহিত প্রজ্বলিত করিয়া ভস্ম করিয়া ফেলিল। ২২

চক্রের তেজে প্রজ্বলিত সেই রথকে ত্যাগ করিয়া বলুবের বর অসুরেশ্বর নমুচির ভয়ে নিম্নের উত্তম ঘুতে পলায়ন করিলেন। ২৩

এইভাবে বলুবেরকে পরাজিত করিয়া বলবীর দৈত্য নমুচি পুনরায় নিজ সৈন্যবাহিনীর সহিত দেবসৈন্যমিশ্রের দিকে গমন করিল। ২৪

দেবতা ও দৈত্যগণের মধ্যে বিখ্যাত যুদ্ধ ও যুদ্ধে এই উভয়েই প্রধান বিদ্বকর্তা ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই পক্ষ যাহাদমূহে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে কেহারে অত্যন্ত ভীষণ ও ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধে পরস্পরের প্রতি শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

পরাক্রান্তঃ পরাক্রম্য বিব্যাধ ত্রিংশতৈঃ শরৈঃ। ১৭
মহন্তু প্রতিবিব্যাধ ত্বষ্টারং নিশিতৈঃ শরৈঃ
সুবাহুঃ সুপ্রসন্নাস্যঃ শাতকুম্ভবিভূষিতৈঃ
ললাটে বিংশতিভ্রোষ্ঠো দ্বাভ্যাং ত্বষ্টুঃ শরৈর্মহঃ। ১৮
সংক্রুদ্ধো দৈত্যরাজস্তু বিচিত্যাস্ত্রং ভীষণম্
শক্তিং কনকবৈদূর্যবিচিত্রাঙ্গীং মহাপ্রভাম্। ১৯
দেবো গৃহীত্বা সমরে দৈত্যেন্দ্রং সমপাতয়ৎ
তীব্রাং সর্বাস্ত্রভীঃ ত্বষ্টা পুনশ্চক্র ইবাশনিম্। ৪০
তাং ত্বষ্টুর্ভুজনির্মুক্তামর্কবৈশ্বানরপ্রভাম্
মহদ্ভিস্তেজ আক্রান্তৈর্বৃত্রঃ শক্রভিরাদ্রুতৈঃ। ৪১
ততঃ ক্রুদ্ধস্ত্রিধা প্রাণাংস্ত্বষ্টুঃ কোপাদ্রজস্বলঃ
প্রেরয়ামাস সাংক্রন্দঃ পরমং বহ্নিসম্ভবম্। ৪২
চিচ্ছেদ বাণাংস্ত্বষ্টা তান্ খলিতৈর্নতপর্বভিঃ
দৈত্যস্তু পুনরাবৈরঃ পূর্ববৎকৃতৈঃ শরৈঃ। ৪৩

তো বৃত্রবিব নর্দন্তৌ বলিনৌ বাসিতান্তরে
শার্দূলাবিব চাক্ষেপ্তুং প্রসক্তাবভিতস্থতুঃ। ৪৪
অন্যোন্যং প্রতিযুযুধাতাবন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণৌ।
অন্যোন্যবধিনৌ ক্রুদ্ধাবন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণৌ। ৪৫
মহাগজাবিবারণ্যে বিষাণাগ্রৈঃ পরস্পরম্
শরৈঃ পূর্বরিতোৎসৃষ্টৈরন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ। ৪৬
ততঃ সুবিপুলাং দীপ্তাং নতো ক্রুদ্ধ ঋদো গদাম্
ত্বষ্টরি প্রাহিণোৎ ক্রুদ্ধঃ সর্বপ্রাণহরাং রণে। ৪৭
তস্যা জঘানাতিরথস্ত্বষ্টুরুত্তমবাজিনঃ।
পঞ্চ বানঃ ক্রুদ্ধো বজ্রহস্তেব ইবাচলান্। ৪৮
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাদৈত্যঃ সুবাভ্যাময় সংযুগে।
পুনর্ঘাভ্যাং শরাভ্যাং তু নিশিতাভ্যাং মহারণে। ৪৯
অথ ত্বষ্টুরথ ছিত্ত্বা সূতং নিহ্নে যমক্ষয়ম্
মহাবলঃ সুবাবেগান সদশ্বান্ গদয়াচ্ছনৎ। ৫০

ত্বষ্টা বলমন্বিত পরাক্রমশালী দৈত্য মহাকে পরাক্রম পূর্বক তিনখণ্ড ত ক্ষুর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ১৪

তখন মহত ত্বষ্টাকে নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া প্রতিঘোষ গ্রহণ করিল। মহাসুরের সেই সব বাণ উত্তম-রূপে আঘাতকারী ও বর্ণের ন্যায় বিচিত্রিত ছিল। ইহাদের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ ও প্রদীপ্ত ছিল। পুনরায় ত্বষ্টা ন বাণসমূহে আহত দৈত্যরাজের মস্ত সিংহনাদ করিতে সে ছিল। ২৮

ইহা দেখিয়া ত্বষ্টা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং দৈত্যগণের প্রাণকে যেন আহরণ করিতে লাগিলেন। তিনি সুবর্ণ ও বৈদূর্য-মণিতে খচিত বিচিত্র মহত্বশিষ্ট, অত্যন্ত প্রভায় পরিপূর্ণ শক্তি গ্রহণ করত তাহা সমরাঙ্গণে দৈত্যরাজ বৃত্রের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ২৯।

এই তীক্ষ্ণতর শক্তি সম্পূর্ণ লৌহনির্মিত ছিল। যেরূপ দেবরাজ উল্কা নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ ত্বষ্টার হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত সূর্য ও অগ্নিসদৃশ প্রভাবশালী সেই শক্তিকে আসিতে দেখিয়া মহাসুর তীক্ষ্ণ অগ্রভাগযুক্ত সাতটি শীঘ্রগামী বাণের দ্বারা অগ্নি সদৃশ তাহাকে যেমন করিয়া ছিল ৩০ ৩১

তারপর ক্রোধবশতঃ মহাসুর মহ যেন ত্বষ্টার প্রাণ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহার উপর রোষসহকারে মহাবলযুক্ত বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ৩২

কিন্তু ত্বষ্টা সূর্যনির্মিত অলঙ্কারযুক্ত, প্রজ্বলিত ও মহাবেগশালী বাণসমূহের দ্বারা দৈত্যের সেই বাণকে যেমন করিয়া ছিলেন। ৩৩

এই দুই বলবান বীর দৈত্যকারিণী ঘাতীর ন্যায় পরস্পর সংহারকারী ও বর্ধনকারী দুইটি বৃষের ন্যায় এবং পরস্পর সংহারে লিপ্ত দুইটি ব্যাঘ্রের ন্যায় পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ৩৪

ইহারা পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধ করিতে ছিলেন এবং ক্রুদ্ধ দুইটি বিষধর সর্পের ন্যায় পরস্পরকে দেখিতে ছিলেন। ৩৫

যেরূপ দুইটি বিষাণ ওলা পরস্পর সংহারে মিলিত হইয়া নিজ নিজ দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, সেইরূপ এই দুই বীর বনুকে পূর্বকালে আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ৩৬

তারপর ধর্মনির্দিষ্ট অক্ষয়কারী মহাসুর কুপিত হইয়া রণাঙ্গনে সকলের প্রাণহরণকারিণী এক বিশালাকৃতি ও দীপ্তিযুক্তা গদা ত্বষ্টার উপর নিক্ষেপ করিল। ৩৭

ক্রুদ্ধ অতিরথী বীর ন বয় মহ সেই গদার দ্বারা উত্তম বেগের দ্বারা পর্বতসকলকে পাতিত করেন, সেইরূপ ত্বষ্টার উত্তম অশ্বগণকে বধ করত পাতিত করিলেন। ৩৮

ইহার পর কুপিত ত্বষ্টা সেই মহাদৈত্য মহ মহাসমরে পুনরায় দুইটি তীক্ষ্ণধার ক্ষুরনামক বাণের দ্বারা ত্বষ্টার অশ্ব যেমন করত তাঁহার সারথিকে যমালয়ে প্রেরণ করিল। তাঁহার মহাবল ও মহাবেগশালী উত্তম অশ্বগণকে ও পূর্বোক্ত মহ গদার দ্বারা বিনাশ করিয়াছিল। ৩৯ ৪০

দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা হতং সূতমশ্বাংশ্চ বিনিপাতিতান্
হতাশ্চ রথমুৎসৃজ্য সূতস্তু পতিতঃ ভুবি ॥ ৮১
বিস্ফায়য়ন্ধনুশ্চাপং স্থিতো ভূমাবিবাচলঃ
হত্বাশ্বসূতং বিরথং দৃষ্ট্বা রিপুমবস্থিতম্ ॥ ৪২
জয়ত্রিয়া সেব্যমানো লীলয়ান ইবানলঃ
মহঃ কালান্তকপ্রখ্যস্তাপপাদিত্যদুস্তুত ॥ ৪৩
প্রাবধদ্ভৈরবসৈন্যানি দাবাগ্নিরিব কাননম্ ।
দৃষ্ট্বা সোঽক্ষিপত্তাভ্যাগ্রাত্রাচাংস্তিগ্মতেজসঃ ॥৪৪
চতুর্দ্বন্দ শিলাধৌতান্ সায়কান্ বিবিধাকৃতীন্ ।
তে পপুস্তস্য সৈন্যাস্য শোণিতং রুদ্ধভূষণাঃ ॥ ৪৫
আশীবিষা ইব ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গাঃ কালচোদিতাঃ
তে ক্ষিতিং সমবর্তন্ত শোভন্তে রুধিরোক্ষিতাঃ ॥ ৪৬
অর্দ্ধপ্রবিষ্টাঃ সংরব্ধা বিলাশীব মহোরগাঃ
তা প্রত্যবিধ্যৎ দৃষ্ট্বা তু ভাস্বদ্বদনবিদ্বিষৈঃ ॥ ৪৭

চতুর্দ্বন্দশভিস্তূণৈর্নারাচৈরভিসংবৃতম্
তে তস্য দৈত্যস্য বৃক্ষং সর্বাং নির্ভিদ্য পত্রিণঃ ॥ ৪৮
বিদার্যা বিবিশুর্ভূমিং পন্নগা ইব বেগতঃ ।
তে প্রক্ষরন্তঃ সারাচাঃ প্রবিশন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ৪৯
অন্তঃ গচ্ছন্তমাদিত্যং প্রবিশন্ত ইবাংশবঃ ।
মহদ্ভিস্তস্য বানর্ঘং দৃষ্ট্বাঃ তু পততস্ত্রিভিঃ ॥ ৫০
সুপর্ণবেগৈর্বিকৃতৈর্মর্ম্মভিঃ প্রাণনাশনৈঃ ।
১ষ্ট্বাশ্চ মহনির্মুক্তৈঃ সায়কৈরভিতঃ প্রভুঃ ॥ ৫১
অপক্রান্তো রথং ত্যক্ত্বা ব্রীড়য়াভিসমন্বিতঃ ।
তং তত্র রথসূতস্থ ভূতলস্থ ইব স্থিতম্ ॥ ৫২
দৃষ্ট্বাঃ বিরথং কৃত্বা মুনিভিঃ স তু দানবঃ ।
বিস্ফার্য্যমাণো কর্ণিনং চাপং রুদ্ধাঞ্জসং দৃঢ়ম্ ॥ ৫৩
রণে বাহিষ্ঠমিত্যেতাস্ত্রং অলব্ধ্বা ততাপনঃ ।
পুলোমা তু বলাদ্ধী দৃপ্তো দানবসত্তমঃ ॥ ৫৪

সারথিকে নিহত ও অশ্বগণকে ভূপাতিত হইতে দেখিয়া হতা সেই অযহীন রথ এবং ভূতলে পতিত সারথিকে দেখানে ত্যাগ করিয়া নিজের বিশাল ধনুকে বিস্ফারিত করিতে করিতে ধরণীতে অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪১।

অশ্বগণ ও সারথি নিহত হইলে পর রথহীন শত্রুকে রণ-ভূমিতে অবস্থান করিতে দেখিয়া বিজয়লক্ষ্মীতে সেবিত ও অগ্নির সমান তীক্ষ্ণতেজা মহাসুর তখন বহু প্রহার করত কাল ও অন্তকের সদৃশ দেখানে দৃষ্ট হইলে লাগিল ॥ ৪২-৪৩

যেরূপ দাবানল বনকে দগ্ধ করে, সেইরূপ মহ যেসৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিল এবং ভাষ্কর উপর অতিশয় উগ্র নারাচ-সমূহ নিক্ষেপ করিল। তাহাপর শিলাধাবিত ও বিভিন্ন আকার-বিশিষ্ট চৌষট্টি বাণ নিক্ষেপ করিল ॥ ৪৪।

যেরূপ কালের দ্বারা প্রেরিত হইয়া বিষধর সর্পগণ কাহারও রক্ত পান করে, সেইরূপ সেই সব সুবর্ণভূষিত বাণ তাঁহার (ভষ্টার) সৈন্যদের রক্ত পান করিতে লাগিল ॥ ৪৫।

রক্তলিপ্ত সেই সব বাণ ভূতলে পতিত হইয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া যাইল এবং গর্তের মধ্যে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট ও রোষপূর্ব বিলাসর্পগণের সমান শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪৬।

তখন ভষ্টা সূর্যতুল্য এ অত্যন্ত উগ্র চৌষট্টি নারাচের দ্বারা মহাসুরকে বিদীর্ণ করিতে করিতে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৭।

এই সব পক্ষযুক্তা বাণ সেই দৈত্যের বাম বাহু বিদীর্ণ করত সর্পগণের ন্যায় সবেগে ভূতলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৪৮।

ভূতলে প্রবিষ্ট হইতে এই সব নারাচ অত্যাচলে বমনকারী সূর্যদেবে প্রবিষ্ট কিরণসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪৯।

তখনন্তর মহ শত্রুসদৃশ দেবশত্রু বিকরাল, প্রকাশমান ও প্রাণনাশক তিনটি বাণের দ্বারা ভষ্টাকে বিদ্ধ করিয়া পীড়িত করিল ॥ ৫০।

মহবিদ্ধিত সেই সব বাণে পীড়িত হইয়া প্রভাবশালী ভষ্টা অত্যন্ত লজ্জাবনত হইয়া রণ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন ॥ ৫১।

ভষ্টার সারথিকে নিহত করিয়া তাঁহাকে রথহীন ও বিদ্রাবিত করিয়া মুনিগণ তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মদত্ত ধনুকটি লইয়া তাহাতে জ্যা সংযোজিত করিতে লাগিলেন ॥ ৫২।

ধনুকে জ্যারোপ করিতে করিতে তিনি যখন বাণ নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন দানব মহ তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৫৩।

অন্যদিকে নিজের বলের প্রদর্শনকারী পরিপুষ্ট বাসবজেষ্ঠ পুলোমা রণে উপস্থিত থেকে অবস্থিতিকে বাসুদেবের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল ॥ ৫৪।

রথে শ্বেতহয়েনের সাঙ্কৃত্যেতি বায়ুনা।
সর্বেষামেব ভূতানাং প্রাণঃ কথাতে দ্বিজৈঃ ॥৫৫
বলিনা কালরূপেণ বায়ুনা সহ সঙ্গতঃ।
পুলোমস্তত্র পবনং প্রুতা জ্যাতলনিঃস্বনম্ ॥ ৫৬
নাবুধ্যত যথা মত্তো গজঃ প্রতিগজস্বনম্
দৈত্যশ্চাপশুভৈর্বাণৈঃ প্রাচ্ছাদয়ত বিংশতা দশ ॥ ৫৭
রশ্মিজালৈরিবার্কস্য বিততঃ সান্বয়ঃ জগৎ
স তান্নমনঃ ক্রুদ্ধঃ স্বশরীরে মহোরগঃ ॥ ৫৮
ন্যতো দৈত্যশরৈর্বায়ুঃ রশ্মিভানিব ভাস্করঃ
দৈত্যশ্চাপভুজোৎসৃষ্টাঃ শরা বহ্নিবাসসঃ ॥ ৫৯
রুক্মপুঙ্খাঃ প্রকাশন্তে হংসাঃ শ্রেণীকৃতা ইব।
চাপজ্যতাড়িতাস্তাঃ শরা লীপুমুখাস্ত্রতঃ ॥ ৬০
প্রপতন্তঃ স্ম দৃশ্যন্তে দৈত্যস্যাপততঃ শরাঃ।
এবং স্তুতীক্ষ্ণান্ বহুশল্যভাসিনঃ পাবকে ॥ ৬১

দ্বিজগণ যাঁহাকে সমস্ত প্রাণিগণের প্রাণ বলিয়া থাকেন, সেই মহাবল কালস্বরূপ বায়ুদেবের সহিত পুলোমা যুদ্ধে মিলিত হইল ॥ ৫৫॥

বায়ুদেব সেস্থানে পুলোমার ধনুর গুণের টঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহা সেইরূপে সহ্য করিতে পারিলেন না, যেরূপ মদমত্ত হস্তী দ্বিতীয় হস্তীর গর্জন সহ্য করিতে পারে না ॥ ৫৬॥

যেরূপ সূর্য্যের কিরণজালে আকাশস্থ দিগ্‌ভাগ আবৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ পুলোমাদৈত্যের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা দশদিক্ আচ্ছাদিত হইয়া গেল ॥ ৫৭॥

ইহাতে ক্রোধ ত্যাগ করিতে করিতে গর্জনকারী মহাসর্পের ন্যায় কুপিত বায়ুদেবের দেহ তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তখন সত্ত্ব সত্ত্ব দৈত্যে পরিবৃত হইয়া অস্তগামী সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ৫৮॥

দৈত্যের ধনু হইতে বায়ুবলে নিক্ষিপ্ত, মধুর-পক্ষযুক্ত ও স্বর্ণপঙ্খ বাণসমূহ শ্রেণীবদ্ধ হংসগণের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥ ৫৯॥

সেই আক্রমণকারী দৈত্যের ধনু, জ্যা ও পতাকাসমূহ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রদীপ্ত মুখবিশিষ্ট অস্ত্র এবং বাণসমূহ সর্ব্বদিকে পতিত হইতে দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৬০॥

এইরূপে দৈত্য অগ্নিতে পতিত পতঙ্গ (পতঙ্গ)-গণের ন্যায় অতিশয় তীক্ষ্ণ, সুবর্ণনির্ম্মিত, বিচিত্র এবং আকাশে বিচরণকারী বাণসমূহ নিক্ষেপ করিল ॥ ৬১॥

সুবর্ণবিকৃতাস্তিগ্মাস্তুণোচ দ্বিজিতঃ শরান্।
তমন্তকমিব ক্রুদ্ধমাপতন্তং স মারুতঃ ॥ ৬২
তাক্ত্বা প্রাণানতিক্রম্য বিবাধে নবভিঃ শরৈঃ।
তস্য বেগমসংহার্য্যং দৃষ্ট্বা বায়ুঃ সনাতনঃ ॥ ৬৩
উত্তমং জবমাস্থায় ব্যধনৎ সায়কব্রজান্।
তেজো বিধমা বলবান্ত্রজালানি মারুতঃ ॥ ৬৪
বিব্যাধ দৈত্যং বিংশত্যা বিংশতৈর্নতপর্ব্বভিঃ।
মরুদ্গণানাং প্রবরো দশ দিব্যা মহৌজসঃ ॥ ৬৫
সাধু সাধ্বিতি বেগেন সিংহনাদং প্রচক্রিরে।
তস্মিন্ সমুত্থিতে শব্দে তুমুলে লোমহর্ষণে ॥ ৬৬
অভাবাবস্থ নিহিতাঃ পৌলোমাঃ ক্রোধমুচ্ছ্রিতাঃ।
তে সমাসাদ্য পবনং সমারুবন্ শরোত্তমৈঃ ॥ ৬৭
পর্ব্বতাঃ বারিধারাভিঃ প্রাবৃষীব বলাহকাঃ।
তে পীড়্যন্তঃ পবনং ক্রুদ্ধাঃ স্বপ্ন মহারথাঃ ॥ ৬৮

ক্রুদ্ধ যমরাজের সদৃশ এই দৈত্যকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া বায়ুদেব প্রাণের মে ত্যাগ করত তাহাকে নয়টি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৬২॥

পুলোমার বেগকে অনিবার্য্য দেখিয়া সনাতন বায়ুদেব উত্তম বেগ অবলম্বন করত তাহার সমস্ত বাণশ্রেণীকে বিফল করিয়া দিলেন ॥ ৬৩॥

তাহার তেজ ও বাণসমূহকে নষ্ট করিয়া দিয়া বলবান্ বায়ুদেব সেই দৈত্য পুলোমাকে আনতপর্ব্বযুক্ত বিশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৬৪॥

ইহা দেখিয়া মরুদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে দশ জন দিব্য মহাতেজস্বী পুরুষ ছিলেন, তাঁহারা 'সাধু সাধু' বলিয়া সবেগে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫॥

সেই রোমাঞ্চকারী তুমুল সিংহনাদ উত্থিত হইতে থাকিলে পৌলোমগণাত্মক দৈত্যগণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া রহিল ॥ ৬৬॥

তাহারা বায়ুর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজেদের উত্তম বাণসমূহের দ্বারা সেইভাবে আবৃত করিল, যেরূপ বর্ষাকালে মেঘমণ্ডল বীয় জলধারাবর্ষণে পর্ব্বতকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে ॥ ৬৭॥

ক্রুদ্ধ সপ্ত পৌলোম-মহারথী বীরগণ বায়ুদেবকে সেইরূপে পীড়িত করিতে লাগিল, যেরূপ সংহারকালে সপ্ত ভয়ঙ্কর গ্রহ সোমকে পীড়িত করিয়া থাকে ॥ ৬৮॥

প্রজ্বালিতং রণে ঘোরং সোমং সপ্ত গুহা ইব
ততো দক্ষিণমন্থোত্তা নানাপ্রহরণোদ্যতম্ ॥ ৬৯
করং বজ্রকরাকারমুদ্যম্য মুধি মারুতঃ
তেষাং মূর্ধসু দৈত্যানাং পাতয়ামাস বীর্যবান্ ॥ ৭০
নিহতা বায়ুবেগেন তেন সপ্ত মহারথাঃ
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ পুলোমা তু বিব্যাধ নবভিঃ শরৈঃ ॥ ৭১
প্রদর্শিতমসাধ্যাংশ্চ দৃষ্ট্বা বায়ুঃ সনাতনম্
অসক্তিন্ত্বা সুরৌঘাংস্তান্ অসিতাংশ্চ পুলোমতঃ ॥ ৭২
তেষাং বিদার্য তেজাংসি দানবানাং মহাত্মনাম্
শোণিতক্লিন্নমুকুটৈ রৈরিকাক্তা ইবাচলাঃ ॥ ৭৩
তে ভিন্নবর্মাস্ত্রিভুজাঃ পতন্তো ভান্তি দানবাঃ
মাতঙ্গযূথসন্তপ্তাঃ পুষ্পিতা ইব পাদপাঃ ॥ ৭৪
তেষাং বিদারিতৈর্দেহৈর্দানবানাং মহাত্মনাম্
ততঃ প্রাবর্তত নদী রৌদ্ররূপা ভয়াবহা ॥ ৭৫

প্রস্রবন্তী রণে রক্তং ভীরূণাং ভয়বর্দ্ধিনী
দেবদৈত্যসমাকীর্ণা কবিবৌঘপরিপ্লুতা
রথদুর্দিনদুর্গা রৌদ্রা তত্র তত্র সমন্ততঃ ॥ ৭৬
সন্তুত্তা গজসঙ্ঘৈশ্চ রক্তরাগসমৈর্বৃতা।
সানুগৈঃ সপতাকৈশ্চ সোপাসঙ্গরথধ্বজৈঃ ॥ ৭৭
শীর্ণকুম্ভৈস্তথা নাগৈরুৎকটৈশ্চ বিনির্মিতৈঃ।
সুবর্ণপুঙ্খৈর্নিশিতৈর্নারাচৈশ্চিত্রিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৭৮
দেবদানবনিষ্ক্রীতৈঃ সবিবেকরণৈরিব
প্রাসতোমরনারাচৈঃ শক্তিখড়্গপরশ্বধৈঃ ॥ ৭৯
সুবর্ণবিকৃতৈশ্চাপি গদামুষলপট্টিশৈঃ
কনকজ্বলকেয়ূরৈর্ভূষিতৈশ্চ সকুণ্ডলৈঃ ॥ ৮০
তনুত্রৈঃ সতলত্রৈশ্চ ত্রাণৈর্নিষ্কৈশ্চ শোভনৈঃ।
হতৈশ্চ পতিতৈশ্চৈব শস্ত্রসম্পন্নবর্জিতৈঃ ॥ ৮১
পতিতৈশ্চাপি বিদ্বিদ্ধৈ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নিপাতিতগজরথো হতবাজিধ্বজিপঃ ॥ ৮২

পুলোমগণের মনে ভয়বৃদ্ধি ও কম্পোদ্রেক দেব ও দৈত্যগণের ধ্বজী এবং অশ্বগণের রক্তের সংযোগে যম ও সহস্র সহস্র স্থানে বিভক্তিত হইয়া সেই রণভূমি অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ॥ ৭৬

নিহীন যজ্ঞ, রাক্ষস ও দেবগণের দ্বারা এই রণভূমি পূর্ণ ছিল। ইহাদের দেহক, অঙ্গ পতাকা উপাসঙ্গ এবং রথসকলের দ্বারা এই রণভূমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল ॥ ৭৭

ঐরাবত বিভূষিত গজবাহনগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের কুম্ভস্থল তখন বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল ॥ স্বর্ণপঙ্খযুক্ত, শ্রেষ্ঠ তেজস্বী ও প্রজ্বলিত বাণসমূহ দেবতা ও দানবগণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া বিষাক্ত সর্পসকলের ন্যায় সেখানে পতিত ছিল ॥ ৭৮

প্রাস, তোমর, নারাচ, শক্তি, পরশু, সুবর্ণবিনির্মিত গদা, মুষল, পট্টিশ, খড়্গ বলয়, কেয়ূর, মণি, কুণ্ডল, কবচ, দস্তানা, ছাতা, ক্ষুদ্র পনক, অস্ত্র ও রথহীন হইয়া মৃত দৈত্যগণ এবং আহত হইয়া পতিত শত শত ও সহস্র সহস্র সৈন্যগণের দ্বারা এই রণভূমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল ॥ ৭৯-৮১

যেখানে বহু অশ্ব ও রথ পাতিত করা হইয়াছিল, অশ্ব, রথী ও ধ্বজী বীরগণকে নিহত করা হইয়াছিল, সেই দেবতা ও দানবদিগের বিমর্দ (সংগ্রাম) তাঁহাদের কর্মের অনুরূপই প্রতীত হইতে ছিল ॥ ৮২

বিমর্দ্দো দেবদৈত্যানাং মহানস্ত্র কর্ম্মণা বলী।
অথ দৈত্যসহস্রেণ পৌলোমেন মহাসুরঃ। ৮৫
সংবৃতঃ পবনঃ শ্রীমান্ গদাবৃষলপাণিনা। ৮৪
তে জঘ্নুঃ শতসাহস্রাঃ পবনং দানবোত্তমাঃ।
ভৈর্ব্যমানঃ স বভৌ সমন্তাদপিতৈঃ শরৈঃ। ৮৫
বজ্রাষ্টৌ তত্র বোধানাং শতানি পবনঃ প্রভুঃ।
কৃত্বা মার্গং সুরশ্রেষ্ঠো নদান্ সুমহতস্ত্যজঃ। ৮৬
অত্রাপি চ সুবিস্তীর্ণঃ পন্থাঃ সংদৃশ্যতে দিবি
নাম্না বায়ুপথো নাম সিদ্ধাঃ পশ্যন্তি তং দিবি। ৮৭

বৈশম্পায়ন উবাচ

বজ্রাষ্টৌ নিহতিঃ পূষ্ণঃ প্রতি বীর্য্যবান্
নদান্ সুমহানাদঃ সিংহনাদঃ মহাস্বনঃ। ৮৮
বিস্ফার্য্য সুমহচ্চাপং হেমজালবিভূষিতম্।
পূষ্ণানং নিভিন্তোঽপতৎ ক্রুদ্ধো দ্বৈরেণ চক্ষুষা। ৮৯
ভুজাভ্যামাদদানস্তু সন্ধানং চ বৈ শরান্
মুঞ্চতঃ কর্ষতো বাপি ন দদৃশুস্তত্র মানুষম্। ৯০

অগ্নিচক্রোপমং ঘোরং মণ্ডলীকৃতকার্ম্মুকম্
তদাসীদ্ধানবেন্দ্রস্য সমাদিত্যমিবাম্বরে। ৯১
কৃষ্ণপুঙ্খৈস্তথা শুক্লৈস্তীক্ষ্ণমুখৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
প্রাচ্ছাদয়ত্ত শিলাধৌতৈর্বিশঃ সূর্য্যান্ত চ প্রভাঃ। ৯২
ততঃ কনকপুঙ্খানাং শরাণাং নতপর্ব্বণাম্।
নভশ্চরন্নাং নভসি দৃশ্যন্তে বহবো ব্রজাঃ। ৯৩
গিরিকূটনিভাচ্ছাপাৎ প্রভবন্তঃ শরোত্তমাঃ।
শ্রেণীকৃতাঃ প্রকাশন্তে যান্তঃ খেনা ইবাম্বরে। ৯৪
গৃধ্রপত্রাঞ্জিলাধৌতান্ কার্ত্তস্বরবিভূষিতান্
মহাবেগান্ প্রশস্তাগ্রান্ মোঘান্ দিগ্ভিঃ শরান্ ব্রজন্। ৯৫
ততশ্চাপবলোদ্ধূতাঃ শাতকুম্ভবিভূষিতাঃ
দেহে সমবকীর্য্যন্ত পূষ্ণঃ সন্নিহিতাঃ শরাঃ। ৯৬
তে ব্যোম্নি কৃতসংঘর্ষাঃ সম্প্রকাশন্ত সর্ব্বশঃ।
খদ্যোতা ইব ঘর্ম্মান্তে খে চরন্তঃ সমন্ততঃ। ৯৭
শিলাধৌতাঃ প্রসন্নাগ্রাঃ পূষ্ণানং সিষিচুঃ শরাঃ।

জনন্তর হস্তে গদা ও মুসল লইয়া পৌলোমনামক রাজার রাজার দৈত্য শ্রীমান্ মহাবলী পবনদেবকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল। ৮৩-৮৪

সেই লক্ষ শ্রেষ্ঠ দানবগণ পবনদেবকে অস্ত্র প্রহার করিতে লাগিল। ইহারা চারিদিক্ হইতে বাণবৃষ্টির দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিল। তখন শরীরে বহুবিধ বাণসমূহের দ্বারা পবনদেব অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন। ৮৫

প্রভাবশালী, মহাতেজা ও সুরশ্রেষ্ঠ পবনদেব সেস্থানে আটটি পৌলোম যোদ্ধাকে বধ করত নিজের জন্য পথ করিয়া লইলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ৮৬

অন্যান্য আকাশে এই সুবিস্তৃত পথ দেখা যায়, যাহা বায়ুপথ নামে প্রসিদ্ধ। সিদ্ধ পুরুষগণ দ্যুলোকে ইহাকে দর্শন করেন। ৮৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বজ্রাষ্টৌনামক পরাক্রমশালী ও মহাবলী দৈত্য পূষ্ণাকে আক্রমণ করত অতিশয় প্রচণ্ডস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল। ৮৮

ক্রুদ্ধ এই দৈত্য ধর্ম্মকালে বিভূষিত বিশাল ধনু বিস্ফারিত করিয়া পূষ্ণার দিকে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। ৮৯

তারপর সেই দৈত্য দুই হাতে কখন বাণ গ্রহণ করিল, কখন আকর্ষণ করিল এবং সেই বাণ নিক্ষেপ করিল, ইহার অন্তর তখন কেহই দেখিতে পাইল না। ৯০

দক্ষিণে বামে বাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে এই দানবরাজের ঔজ্জ্বল্যমান ধনু মণ্ডলাকার হইয়া অগ্নিচক্রের ন্যায় প্রতীত হইতে ছিল। ৯১

তারপর তাহার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ, বর্ণপক্ষযুক্ত ও শিলাধৌত বাণসমূহ সমস্ত দিকের এবং সূর্য্যের প্রভাকে আচ্ছাদিত করিল। ৯২

তখনন্তর আনতপর্ব্বযুক্ত সুবর্ণখচিতবিভূষিত আকাশচারী বাণসমূহের বহু শ্রেণী অন্তরিক্ষে দেখা যাইতে লাগিল। ৯৩

পর্ব্বতশিখরসদৃশ তাহার বিশাল ধনু হইতে উৎপন্ন উত্তম বাণসমূহ আকাশে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উড্ডীয়মান রাজপক্ষিসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৯৪

এই দৈত্য সুন্দরপক্ষযুক্ত, শিলাধৌত, সুবর্ণবিভূষিত, মহাবেগশালী ও প্রশস্ত অগ্রভাগবিশিষ্ট বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ৯৫

তদনন্তর ধনু হইতে সবেগে উত্থিত সুবর্ণভূষিত বাণসমূহ পূষ্ণার শরীরে পতিত হইতে ও প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ৯৬

বেরূপ বর্ষা ঋতুতে জোনাকীপোকাসকল আকাশে সর্ব্বদিকে বিচরণ করে, সেইরূপ এই সব সুবর্ণনির্ম্মিত বাণ ব্যোমমণ্ডলে সর্ব্বদিকে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ৯৭

বেরূপ বর্ষাকালে মেঘমণ্ডল জলধারায় পর্ব্বতকে সেচন করে সেইরূপ শিলাধৌত ও ঋজু অগ্রভাগবিশিষ্ট সেই সব বাণ যেন পূষ্ণাকে সিঞ্চন করিতে লাগিল। ৯৮

পর্ব্বতাঃ বারিধারাভির্যথা প্রাবৃষি তোয়দাঃ ॥ ৯৮
ততঃ প্রচ্ছাদয়ামাস পুত্রাণাং শরবৃষ্টিভিঃ।
পর্ব্বতাঃ বারিধারাভিশ্ছাদয়ন্নিব তোয়দঃ ॥ ৯৯
ততঃ সপুত্রোঽবেক্ষ্য বলং বীর্য্যং পরাক্রমম্
ব্যবসায়ঞ্চ সত্ত্বঞ্চ পক্ষ্মান্তি ত্রিদশাদ্ভুতম্ ॥ ১০০
তাং সমুদ্যতমাবোঢ়ুং শরবৃষ্টিং সুদুস্তরাম্
নাচিন্তয়ত্তদা পুত্রো দৈত্যো দাক্ষ্যবলং রণে ॥ ১০১
তেষাং পৃষ্ঠং মহানাদঃ পুত্রং আসীন্মহাধনুঃ
বিকৃতং মণ্ডলীভূতং শক্রাশনিরিবাপরা ॥ ১০২
ততঃ শরাঃ প্রাদুরাসন্ পুত্রস্য ইবাম্বরম্ ॥ ১০৩
সুবর্ণপুঙ্খাঃ পুঙ্খেষু প্রভবন্তঃ শরাসনাৎ।
মালেব রুক্মপুঙ্খানাং বিততা যোগ্নি পত্রিণাম্ ॥ ১০৪
প্রাদুরাসীন্মহাঘোরা বৃততা পুঙ্খকার্ম্মুকাৎ।
ততো ব্যোম্নি বিতত্যানি শরজালানি সর্ব্বশঃ ॥ ১০৫
আহতানি বাসীদ্যন্তু শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।

ততঃ কনকপুঙ্খানাং ছিন্নানাং কঙ্কবাসসাম্ ॥ ১০৬
পতত্তাং পাত্যমানানাং খমাসীচ্ছবৃতং রণে।
পুত্রো প্রাপুরয়দ্ বাহৈর্দ্দশভিঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ১০৭
নারাচৈরর্কসদৃশৈর্দ্দিগ্ধাভ্যেনপরিচ্ছদৈঃ
ততো ব্যসৃজদুগ্রাণি শরজালানি দানবঃ ॥ ১০৮
অমর্ষী বলবান্ ক্রুদ্ধো দিবক্রদ্বিব পাবকঃ।
পূজয়াঞ্চো অঞ্জঃ চৈব পত্তাক্যঃ ধনুষেব চ ॥ ১০৯
রশ্মীন্ যোক্ত্রাণি চাবানাং ধ্বজশ্রীবো রণেঽচ্ছিনৎ।
অথাপ্যস্যান্ পুনর্ধ্বঃ চতুর্ভিঃ সায়কোত্তমৈঃ ॥ ১১০
সারথিং সুমহাতেজাঃ রথোপস্থাদপাতয়ৎ।
কৃতস্ত বিরথঃ পুত্রো ধ্বজশ্রীবেণ সংযুগে ॥ ১১১
পুত্রো তস্য রথাভ্যাশাৎ স যযৌ তেন বৈ জিতঃ।
গতঃ শক্রবধাভ্যাশং মুক্তো মৃত্যুমুখাদিব ॥ ১১২
তত্রাদ্ভুতমিদং দৃষ্টং যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্।
কৃতপ্রতিকৃতং ঘোরং শস্ত্রস্য ভগবন্ চ ॥ ১১৩

তাহার পর নিজের জলধারাসমূহে পর্ব্বতকে আচ্ছাদিতকারী মেঘের ন্যায় দ্বয়গ্রীব নিজের বাণসমূহের বর্ষণে পুত্রাকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিল ॥ ৯৯

সেই সময় সহজ দেবগণ পুত্রার সহিত সেই দৈত্যের বল, বীর্য্য, পরাক্রম, ব্যবসায় ও ধৈর্য্যকে অদ্ভুতরূপে দেখিতে লাগিলেন ॥ ১০০

তদনন্তর সমুদ্র হইতে উত্থিত জলধরগণের ন্যায় সেই বাণবর্ষণকে পুত্রা কোনরূপ চিন্তাই করিলেন না। সেই সময় তিনি রণাঙ্গনে সেই দৈত্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১০১

পুত্রার বিশাল ধনু শব্দ উচ্চার আনি করে, ইহার পৃষ্ঠভাগ ঊর্দ্ধে মণ্ডিত ছিল এবং আকর্ষণ করিলে পর মণ্ডলাকার হইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্র-ধনুকের ন্যায় দীপ্তি প্রকাশ হইত ॥ ১০২

তাহার পর পুত্রার ধনু হইতে সূর্যবর্ণপক্ষযুক্ত বাণসমূহ আকাশকে পূর্ণ করিতে করিতে একত্রিত হইতে লাগিল। সেই সময় পুত্রার শরাসন (ধনু) হইতে আকাশে ঊর্ধ্ব-পক্ষযুক্ত বাণসমূহ মালার, বিস্তৃত ও বিশাল মালার ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল ॥ ১০৩-১০৪॥

তদনন্তর আনত পর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে আহত হইয়া সেই দৈত্যের বাণজাল আকাশে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সর্ব্বদিকে পতিত হইতে লাগিল ॥ ১০৫॥

তদনন্তর ঊর্ধ্বপক্ষ ও স্বর্ণপুঙ্খ বাণসমূহ ছিন্ন হইয়া পতিত হইতে এবং পাতিত হইতে লাগিল। এই সব বাণের দ্বারা রণভূমির সম্পূর্ণ আকাশ আচ্ছাদিত হইয়া যাইল ॥ ১০৬॥

পুত্রা বীর নামে চিহ্নিত, দৃঢ় তূণীর তেজস্বী, দিব্য দুর্বার বিভূষিত ও বিলোহিত বাণসমূহের দ্বারা দ্বয়গ্রীবকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১০৭॥

তখন অমর্ষশীল, বলবান্ এবং ক্রুদ্ধ অগ্নির সদৃশ তেজস্বী দানব সেখানে ভয়ঙ্কর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ১০৮॥

দ্বয়গ্রীব রণাঙ্গনে পুত্রার অঙ্গ, পত্তাক্য, ধনু, রশ্মি (বাগডোর) ও যোক্ত্র (অশ্বগণের জোয়াল) ছেদন করিয়া দিল ॥ ১০৯॥

তাহার পর চারটি উত্তম বাণে তাঁহার অশ্বগণকে নিহত করিয়া সেই মহাতেজস্বী দৈত্য পুত্রার সারথিকে রথের আসন হইতে ভূপাতিত করিল ॥ ১১০॥

সেই যুদ্ধস্থলে দ্বয়গ্রীব পুত্রাকে রথহীন করিয়া দিল। পুত্রা এইভাবে তাহার দ্বারা পরাজিত হইয়া তাহার রথের নিকট হইতে বহুদূরে চলিয়া যাইলেন। তিনি যেন যুদ্ধের মুখ হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্রের রথের নিকটে গমন করিলেন ॥ ১১১-১১২

তদনন্তর সেখানে পুনরায় শস্ত্রধারী ও শস্ত্রদেবের এই অদ্ভুত, ঘোর ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যে যুদ্ধে উভয়ের দিক্ হইতে অস্ত্রপ্রহার ও তাহার প্রতিকার করা হইতেছিল ॥ ১১৩

সপ্তকিষ্কুপত্নীনাং ধ্বজদণ্ডাশ্রিতার্কাংশুকম্
চাপঃ চাপনিনির্ঘোষঃ দৃঢ়জ্যঃ ভারসাধনম্ ॥ ১১৪
বিক্ষিপ্তরক্তনয়নঃ বাসক্তং সায়কান্ যদুন্
ক্রোধসংরম্ভনয়নঃ শম্বরঃ সর্বযোগবিৎ ॥ ১১৫
তেন বিত্রাসমানানি দেবসৈন্যানি সর্বশঃ
সমকম্পন্ত ভীতানি সিন্ধোরিব মহোর্ময়ঃ ॥ ১১৬
তমাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য বিত্রাণাক্ষঃ বিভীষণম্
ভগঃ প্রফুল্লমাপৌণ্ড্রত্বমাপো বারাহরং ॥ ১১৭
ততো ভগো মহেষ্বাসো দিবাঃ বিস্ফারয়ন্ ধনুঃ
অবাকিরন্ দৈত্যগণান্ শরজালেন ভাস্বতা ॥ ১১৮
তমভ্যগাদ্রুষো দৈত্যঃ তূর্ণমস্তমন্তিকাৎ
নাবজগ্মিব মাত্তালো বৃষঃ প্রতি বৃষো যথা ॥ ১১৯
তৌ প্রযুক্ত মহাবেগৌ ধনুষী ভারসাধনে
প্রাজ্ঞাদয়েতাময়ন্তাস্যঃ তক্ষমাণৌ রণে শরৈঃ ॥ ১২০

সর্বপ্রকারের যোগ (বা প্রয়োগ) বিষয়ে অভিজ্ঞ শম্বরাসুরের চক্ষু তখন ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ইহার ধনু দৃঢ়ভাবে আরূঢ় এবং চক্ষুতার ন্যায় কিন্তু (সে তো ভিন্ন ধাতু) পরিমাণে ছিল। ইহা হইতে বজ্রের ন্যায় শব্দের ন্যায় শব্দ উদ্গীরণ হইতে থাকিল। ইহার গুণ অর্থাৎ দৃঢ় ছিল এবং এই ধনু ভারবহনে (অসুরদের) কাজে নিত্য করিতে পারিত। শম্বর সুর এই ধনু আকর্ষণ করিয়া অজস্রধারে মেঘে মেঘে বহু বাণ নিক্ষেপ করিল। ১১৬-১১৮

শম্বরাসুরের দ্বারা আরোহিত হইয়া সমস্ত দেবসৈন্যগণ ভীতচিত্তে মহাসাগরের বড় বড় তরঙ্গমালার ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। ১১৯

বিরূঢ় ক্রোধযুক্ত সেই ভয়ঙ্কর দৈত্যকে আসিতে দেখিয়া ভগের গুণ প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরাসহকারে নিজের অস্ত্রসমূহের দ্বারা সেই অসুরকে বিদীর্ণ করিলেন। ১১৭

তদনন্তর মহাধনুর্ধর ভগ নিজের বধ বিস্তারিত করিয়া দৈত্যদিগকে বাণজালে আচ্ছাদিত করিতে করিতে তাহাদের উপর বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ১১৮

ক্রমাগত বাণবর্ষণকারী সেই দৈত্যের নিকটে ভগদেব সত্বর দৌড়াইয়া উপস্থিত হইলেন, যেরূপ এক বন্য অশ্ব দ্বিতীয় বন্য অশ্বের নিকট এবং এক বৃষ অন্য বৃষের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। ১১৯

এই দুই মহাবেগশালী বীর ভারসাধনে সমর্থ ধনু হাতে লইয়া রণাঙ্গনে বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন। ১২০

তথোঃ সুতুমুলং যুদ্ধমাসীৎ ঘোরং মহারণে।
ভগ-শম্বরয়োর্ভীমমপ্রমেয়ং মহাত্মনোঃ ॥ ১২১
অথ পূর্বাহ্ণভোগ্যেষ্টৈঃ শরৈঃ সন্নতপর্ববিভিঃ।
বাধারহস্তমাক্রান্তং কার্ষ্ণে নিহিত্য চর্ম্মণী ॥ ১২২
তৌ তু বিরূঢ়তনুর্ম্মাণৌ ক্রুধিরেণ সমুক্ষিতৌ
সংপ্রেক্ষমাণৌ রধিনাবুভৌ পরমদুর্মদৌ
তক্ষমাণৌ সিতৈর্বাণৈর্ন্ন ব্যীকিতুমলং তাম ॥১২৩
অথ বিব্যাধ সমরে ত্বরমাণোঽসুরো ভগম্
নারাচৈঃ ক্রোধতাম্রাক্ষঃ কালাগ্নিকল্পমোপমঃ ॥ ১২৪
গরুত্মানিব চাকাশে পোথয়ানো মহোরগম্
নারাচা রুপতন্ দেহে তূর্ণং শম্বরচোদিতাঃ ॥ ১২৫
তানন্তরিক্ষে নারাচান্ ভগশ্চিচ্ছেদ পত্রিভিঃ।
জলন্তরচলপ্রেক্ষ্যঃ বৈশ্বানরসমপ্রভম্ ॥ ১২৬

করিতে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। ১২০

এই মহাসমরে মহাত্মা ভগ ও শম্বরাসুরের মধ্যে অসুপম, ভীষণ, তুমুল ও ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ১২১

ইহারা পূর্বাহ্ণভাবে কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত আনতপর্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরের লৌহনির্ম্মিত ঢাল দুইটিকে বিদীর্ণ করিয়া দিল। ১২২

ইহাদের সর্বাঙ্গ বিকৃত ও রক্তে আপ্লুত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি এই দুই বধী বীর পরম দুর্মদ (যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত) দেখাইতেছিলেন। ইহারা উভয়ে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছিলেন এবং উভয়ে তখন উভয়কে দেখিতে সমর্থ ছিলেন না। ১২৩

তদনন্তর শম্বরাসুরের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে কাল, অন্তক ও অগ্নির সমান বিকরাল হইয়া গেল। এই শম্বর অগ্নিসদৃশ দমরাঙ্গণে বহু নারাচের দ্বারা ভগদেবকে বিদ্ধ করিল। ১২৪

যেরূপ পক্ষী আকাশে বিশালদেহ সর্পকে নিজের অধীনে করিয়া পীড়িত করেন সেইরূপ শম্বরাসুর ভগদেবকে পীড়িত করিল। শম্বরাসুরের দ্বারা নিক্ষিপ্ত নারাচসমূহ ভগের শরীরে তীব্রবেগে পতিত হইতে লাগিল, কিন্তু ভগ অতর্কিতেই নিজের বাণসকলের দ্বারা সেই সমস্ত নারাচকে যেন করিয়া দিলেন। ১২৫।

তখন অসুরশ্রেষ্ঠ শম্বর অগ্নিসূর্য তেজস্বী ও পর্বততুল্য স্থিরচিত্ত স্থিত প্রকাশমান ভগদেবকে মহাবেগশালী সুবর্ণ-

ততো ভগং চতুর্বাহুং বিধায়াধাসুরস্তনুম্। ।
শিলাযুদ্ধৈর্মহাবেগৈর্জঘানৈনং দৃঢ়ব্রতৈঃ ॥১২৭
তদা তৎ সুচিরং কালং যুদ্ধং সমমিবাভবৎ।
শম্বরস্তু চ মায়াভির্নাদৃশ্যত ততোঽসুরম্ ॥ ১২৮
যোদ্ধ্যাং চিক্ষিপতুস্তত্রাপঃ রণে বিষ্টভ্য বিষ্টভঃ।
ঋষভৌ বসুধঃ শব্দো বিক্ষুব্ধিতমিবাণবৈঃ ॥ ১২৯
স তপস্তু হয়ান্ হত্বা সাপত্নিক মহাহবে।
অভ্যবর্ষদ্ধরৈরেনং পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান ॥ ১৩০
ন তস্যাসীদনির্ভিন্নঃ গাত্রে ঘাতুলমন্তুরম্।
তমবেক্ষ্য দৈত্যেন শম্বরেণাসুরাত্মনা ॥ ১৩১
দেবস্তু চাদ্রুতঃ দিব্যামস্ত্রমস্ত্রেণ যোজয়ন্
মায়াযুদ্ধেন মায়াবী শম্বরস্তমযোধয়ৎ ॥ ১৩২
অবধ্যস্তপসা দৈত্যো। ন যুদ্ধিভিরযুধ্যত ।
ভগস্তস্তু রথং সাধ্বং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ১৩৩
সহস্রাণাং তু তাভিনাং দেবেনাং নিসৃজন্

অসৃক্তৈ শরৈরুগ্রঃ শম্বরঃ শতশো রণে ॥ ১৩৪
অসৃক্তং পতিতো ভূমৌ গতচেতা ইবাসুরঃ
অথ স যুধ্যতে ভূয়ঃ শতধা শৈলসন্নিভঃ ॥ ১৩৫
দিশাং গজেন্দ্রমাস্থায় দৃশ্যতে স পুরন্দরঃ
প্রাদেশমাত্রস্থ পুনঃ পূর্বতস্থি শৈলবৎ ॥ ১৩৬
মহাদ্রেষ ইব শ্রীমান হিমাদ্রিপৃষ্ঠক সোঽভবৎ।
পুনঃ কৃত্বা বিরূপাণি বিকৃতানি চ সর্বশঃ ॥ ১৩৭
সর্বাঃ ভীষয়তে সেনা দেবানাং ভীমদর্শনঃ।
তে ভীতাঃ প্রপলায়ন্তে দিশঃ দৃষ্ট্বা মৃগা যথা ॥ ১৩৮
ততঃ সোঽস্থ বধং হেতুং কৃত্বা প্রাগুত্তরং পুনঃ।
গচ্ছত্যুর্ধ্বগতিং হ্যেতাং দিশং রুদ্ধেন পূরয়ন্ ॥ ১৩৯
নভস্তলগতশ্চাপি বর্ষতে বারিবাহো যথা।
সাংবর্তকাম্বুদপ্রখ্যঃ পূরয়ন্ পৃথিবীতলম্ ॥ ১৪০
সাংবর্তকোঽনলশ্চেদ্ধো দৃষ্ট্বা তৌমলরাক্রমঃ।

ভূষিত চোদয়ন্নই বাণে বিদ্ধ করিল। ১১৬-১২৭

সেই সময় উভয়ের মধ্যে ঈর্ষাভাব বর্ধিত যেন সমভাবেই যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এই সময় শম্বরাসুরের মায়াসমূহে আকাশকে আর দেখা যাইল না। ১২৮

ভগবান্ ধনু ধারণ করত অবস্থিত এবং দুই হস্তে বাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে শম্বরাসুরের ধনুর শব্দ বজ্রের শব্দের ন্যায় শুনা যাইতে লাগিল। ১২৯

শম্বরাসুর সেই মহাসমরে ভগের অঙ্গসমূহে এবং সারথিকে বহু করিয়া ভগের উপর জল বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। ১৩০

ভগদেবের শরীরে দুই অঙ্গুলিও এরূপ স্থান ছিল না, যাহা অস্ত্রঘাতী দৈত্য শম্বর বাণসমূহের দ্বারা বিদীর্ণ করে নাই। ১৩১

মায়াবী শম্বরাসুর ভগদেবের অস্ত্র দিব্যাস্ত্রকে নিজের অস্ত্রের দ্বারা নিবারণ করিতে করিতে মায়াময় যুদ্ধের দ্বারা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ১৩২

এই দৈত্য নিজের মায়া ও নৈপুণ্যে ভগদেবকে মোহিত করিল এবং ভগদেবও তাহার অবধ্য রথকে বাণসমূহের দ্বারে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। ১৩৩

সহস্র মায়াবিদ্ধে দেবী শম্বরাসুর দেবসৈন্যকে সংহার করিতে করিতে বাণসমূহে আচ্ছন্ন হইয়া সমরাঙ্গনে শত শত সংখ্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ১৩৪

এই অসুরকে কখন ভূমিতে যেন মহৈরণ হইয়া পতিত থাকিতে দেখা যাইল, এবং পুনরায় সে পর্বতাকার শরীর ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। ১৩৫

পুনরায় এই বলবান্ দৈত্য শম্বরাসুরের পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। তখনও সে পর্বতসমান হইয়া রহিল, আবার কখনও সে পর্বতাকার রূপ ধারণ করিল। ১৩৬

এই তেজস্বী দৈত্য মহামেরুর ন্যায় কখনও উপরে এবং কখনও এদিক্ ওদিকে ঘনঘটার ন্যায় আসিল। পুনরায় বিকৃত ও বিকরাল রূপ ধারণ করত সেই প্রধানক অসুর সর্বদিকে দেবসৈন্যদিগকে ভীত করিতে লাগিল। যেরূপ সিংহকে দেখিয়া মৃগগণ পলাইয়া যায়, সেইরূপ ত হাকে দেখিয়া দেবসৈন্য ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ১৩৭-১৩৮

তারপর এই ঘোর দৈত্য পুনরায় দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ ও অতিশয় উচ্চ শরীর ধারণ করত উপরের দিকে চলিয়া যাইল, এবং সেখান হইতে ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিয়া দিক্‌সমূহকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। ১৩৯

আকাশে উপস্থিত হইয়া সাংবর্তকনামক মেঘের সমান রূপ ধারণ করত পৃথিবীতলকে পূর্ণ করিতে করিতে উল্কের ন্যায় জল বর্ষণ করিতে লাগিল। ১৪০

শতবন্ত্রী শতঘিণ্ডো হন্তাং ৬ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৪১
মৃত্যুস্তাঙ্ক মহাশৈলঃ শতঘ্নীশ্চ শতং ধনুঃ
অদৃশ্যন্ত দিবস্তস্তাঃ শতশুণ্ড ইবাগতাঃ ॥ ১৪২
যেহন্যে দৈত্যাস্তং সাধ্যাস্তং যে ৬ বিশ্বে ৬ দেবতাঃ।
ভিন্নস্তাস্ত্রোণি দিব্যানি তানি সোঽপ্রসন্নাত্মকঃ ॥ ১৪৩
যুধ্যমানস্ত সমরে সর্বতঃ সোঽপুরোহনঃ।
গন্ধর্বনগরাকারস্তস্যৈবাসুরধৌরসঃ ॥ ১৪৪
তে তীক্ষ্ণাঃ সমুদীর্ণস্তু ত্রিদশা ভীমবিক্রমাঃ
সংপ্রহারাং সমরে শস্ত্রং চিক্ষেপোদ্যম্য তং ॥ ১৪৫
স তৈগো ভয়সন্তপ্তো দানবেন্দ্রস্তু সংযুগে।
রথং ত্যক্ত্বা মহাভাগো নরেন্দ্রং শরণং গতঃ ॥ ১৪৬
পরাজিত্য তু তং দেবা দানবেন্দ্রং প্রতাপবান্
যজ্ঞে যজ্ঞ মহাতেজা ৬ তস্যেদং মহাপ্রাণঃ ॥ ১৪৭

পুনরায় এই ৬জন পরাক্রমশালী দৈত্য সমবর্তক অস্ত্রিক্ষণ ধারণ করত পত্র নিষাদিনিক হইয়া পত্র পথ অবলম্বন পূর্বক দেবগণকে বারম্বার বধ করিতে লাগিল। ১৭.

আবার মুহূর্ত কালের মধ্যে মহাপর্বতের রূপ ধারণ করিয়া সে পত্র মস্তক ও পত্র বিবরযুক্ত হইয়া যাইল। অথবা মহাপর্বতের রূপ ধারণ করিয়া পত্র বিবর ৬ পত্র কন্দরাদিযুক্ত হইয়া যাইল)। সেই সমস্ত দৈত্য পত্রস্তস্ত পর্বতের ন্যায় ভয়ঙ্করের যেন ভয়ঙ্করূপে দৃষ্টিগোচর হইল। ১৭১

যে সব অস্ত্র দেবতা, সাধ্যগণ ও বিশ্বদেবগণ তাঁহার উপর অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে ছিলেন, তাঁহাদের সেই সব অস্ত্রকে এই অসুর গ্রাস করিতে লাগিল। ১৭২

সমরাঙ্গনে যুদ্ধ করিতে করিতে এই অসুর-শ্রেষ্ঠ পত্রর নিজের রথের সহিত গন্ধর্বনগরের ন্যায় সেখানে অন্তর্হিত হইয়া যাইল। ১৭৩

তাহার পরাক্রমশালী সেই দেবগণ সমরাঙ্গনে বিচিত্ররূপে যুদ্ধকারী ও সমস্ত যাদবারী পত্ররাসুরকে জীত হইয়া দেখিতে লাগিলেন। ১৭৪

সেই যুদ্ধরূপে দানবরাজ পত্ররাসুরের ভয়ে সন্তপ্ত হইয়া মহাতাপ ভগবান মিত্রের রথ ত্যাগ করত দেবরাজ ইন্দ্রের শরণ গ্রহণ করিলেন। ১৭৫

ভগবন্তকে পরাজিত করিয়া প্রতাপশালী দানবরাজ পত্রর সেই স্থানে যখন করিল, যেখানে মহাতেজস্বী ও মহাপ্রতাপশালী পরিপূর্ণ ভাজক্ষে। সর্বজ্ঞ। অহিংসে বিরাজমান ছিলেন। ১৭৬

স বজ্রিং বাগ্ভিরুগ্রাভিঃ কৃন্তন্তং জ্ঞতে বলী
ভবান্মোহং হি তে মৃত্যুরিত্যুক্ত্বান্তরধীয়ত ॥ ১৭৭

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণা রাজ্ঞসেনস্য মহাবলঃ।
ভবান সোমঃ স্বীতাংশ্চ দানবানাং চমূ মুখে ॥ ১৭৯
কৈলাসশিখরাকারো দ্বাভিমন্বিগৈর্বৃতঃ।
অবধীদ্দানবান পৃষ্ঠা দশপানিবিনাশকঃ ॥ ১৮০
পোথয়ন্ রথযূথানি বাজিনশ্চ নি বৈ প্রভুঃ।
দৈত্যেষু বিচরন্ত্রোনান যুগান্তে কালবন বলী ॥১৮১
সোঽমর্ষাদ্ রথজালানি উৎক্রামন্ত্রেণ চেতসঃ
দদাহ দানবান্ সর্বান দাবাগ্নিরিব চোদ্যতঃ ॥ ১৮২
মুঞ্চন্ শরৌঘো রশ্মিনো গণ্ডাভ্যাং গজযাধিনঃ
সাদিনশ্চাশ্বপৃষ্ঠেভ্যো ভ্রমন্ ৬ পি পপাতিনঃ ॥ ১৮৩

সেই বলবান দৈত্য কুপিত হইয়া নিজের কণ্ঠের বাক্যসমূহ গর্জন-গর্জন করিতে করিতে অগ্নিস্বরূপে বলিল—এই আমি তোমার মৃত্যুস্বরূপ হইয়াছি। এই কথা বলিয়া পত্রর অন্তর্হিত হইয়া যাইল। ১৭৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! ইহার পরে রাজসেনের রাজা মহাবল সোম রণাঙ্গনে শীঘ্রই সহিত দানবদিগের সৈন্য-বাহিনীকে সংহার করিতে লাগিলেন। ১৭৯

ইহার আকৃতি কৈলাস শিখরসদৃশ শ্বেতবর্ণ ছিল এবং ইনি তেজস্বী নক্ষত্রগণে পরিবৃত ছিলেন এই চন্দ্রদেব মহাবারী রথরাজের ন্যায় দানবগণকে দেখিয়া যেখিয়া বধ করিতে লাগিলেন। ১৮০

মাল্যবানী ও ভাস্কিমান চন্দ্রদেব প্রলয়কালে প্রাদুর্ভূত কালের ন্যায় দৈত্যগণের সৈন্যদল বিচ্ছিন্ন করিতে করিতে তাহাদের রথসমূহ এবং অশ্বসমূহকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন। ১৮১

চন্দ্রদেব অমর্ষবশতঃ চতুর্দিকে সমস্ত দানবগণকে ও তাহাদের রথসমূহকে সেইভাবে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, যেরূপ বনে উত্থিত দাবানল বনের সব কিছুই দগ্ধ করিয়া থাকে। ১৮২

তিনি রথসমূহ হইতে রথীদিগকে, হস্তিদল হইতে হস্তারোহী যোদ্ধাদিগকে এবং অশ্বপৃষ্ঠে হইতে অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে ও পদাতি সৈন্যদিগকেও ভূতলে পাতিত করিয়া দলিত করিয়াছিলেন। ১৮৩

শ্রীঠাকুরের বাণী

"দুধ থেকে মাখন তুলে নিলে যেমন মাখন আর দুধে মিশেনা, পরশ পাথর ঠেকে লোহা সোনা হলে তাকে ঠাকুরঘরে, আঁস্তাকুড়ে, ছাতের আলায় অগ্নিকুণ্ডে, জলের ভিতরে যেখানেই কেন রাখ না, সে যেমন আর লোহা হয় না সোনাই থাকে, যতক্ষণ না ধোয়া হয় ততক্ষণ গায়ে হয়ত একটু কাদা লেগে থাকে, কিন্তু সে আর লোহা হয় না তেমনি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হলে আর তার পতনের আশঙ্কা থাকেনা

২।

"যেমন মাছ আর জল এক নয়, যেরূপ ঘট আর ঘটাকাশ আলাদা, যেমন ঘনদুগ্ধ আর মলা পৃথক্ যে প্রকার মানুষ আর তার কামড় স্বতন্ত্র, তদ্রূপ এ খাঁচা আর আমি।"

(৩)

"মা তোদের পৃথক্ ব্রত তপস্যা কিছু নেই, মাত্র স্বামীসেবা স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা—রাম রাম সীতারাম। সতীগণের পাদপদ্মের ধূলিতে পৃথিবী সদ্য পবিত্রা হন, রাম রাম। যে গৃহে সতী নারী অবস্থান করেন সে গৃহে রোগ শোক অভাব জ্বালা যন্ত্রণা প্রভাব দেখাতে পারে না রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম।"

—:০:—

Chaitra 1383 B. S. Regd. No. W B/NC-57 Mahabharata- 106/107
Baisakh 1384 B. S.
Aryashastra Mar.—May. 1977

৩৭৭

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

সৌভরী মুনি সর্বত্যাগ করে জলে বসে তপস্যা করতে করতে মাছের সংসার করা দেখে তাঁর সংসার করতে ইচ্ছা হ'ল রাজা ভরত ধন, জন, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে বনে গিয়ে এক হরিণকে ভালবেসে হরিণ হয়ে গেলেন। বনেও কাক শিয়াল, কাঠবেড়ালী, ময়ূর, হরিণ আছে। শুধু মানুষের সঙ্গ নয় বন্ধু, রাম রাম সীতারাম, হরিণ, ময়ূর, গাছের সঙ্গ করেও মানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়।"

(২)

"এমন মানব জন্ম যেন ব্যর্থ না হয় আরো ভোগ! কুকুরজন্মে, শূকরজন্মেও ভোগ পাওয়া যায়। কিন্তু মনুষ্য মিলেনা—মনুষ্য পেয়েও মননাৎ ত্রায়তে। মনন করলেই ত্রাণ। শেষ করে ফেল মন্ত্র শেষ হ'লেই দেখবে তুমি আর সে তুমি নাই তিনহাত খাঁচার, রোগে শোকে, পাপে-তাপে আকুল আপন ভোলা পাখী নও, তুমি সমুদ্রের মত গম্ভীর, আকাশের মত মহান হয়ে গেছ।"

—০

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ ডি রোড, কলি—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ ডি রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত